বৃহৎ কালিকা-পুরাণ

সূচীপত্র

কালিকাপুরাণম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যদ্‌যোগিভির্ভবভয়ার্তিবিনাশযোগ্য-
মাসাদ্য বন্দিতমতীববিবিক্তচিত্তৈঃ ।
তদ্বঃ পুনাতু হরিপাদসরোজযুগ্ম-
মাবির্ভবৎক্রমবিলঙ্ঘিতভূর্ভুবঃস্বঃ ॥ ১
সা পাতু বঃ সকলযোগিজনস্য চিত্তে-
ঽবিদ্যাতমিস্রতরণির্যতিমুক্তিহেতুঃ ।
যা চাস্য জন্তুনিবহস্য বিমোহিনীতি
মায়া বিভোর্জনুষি শুদ্ধকুবুদ্ধিহন্ত্রী ॥ ২
ঈশ্বরং জগতামাদ্যং প্রণম্য পুরুষোত্তমম্ ।
নিত্যজ্ঞানময়ং বক্ষ্যে পুরাণং কালিকাহ্বয়ম্ ॥ ৩
মার্কণ্ডেয়ং মুনিশ্রেষ্ঠং স্থিতং হিমবদান্তিকে ।
মুনয়ঃ পরিপপ্রচ্ছুঃ প্রণম্য-কমঠাদয়ঃ ॥ ৪

নারায়ণ ও নর (বদরিকাশ্রমের দুই ঋষি) এবং নরোত্তম (বিষ্ণু) দেবী ও সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় (সংসার জয়কারী পুরাণাদি) গ্রন্থ পাঠ করিবে।

কামদেবের জন্ম।

অতীব পবিত্রচিত্ত যোগিগণ ভবভয় ও ভবরোগ বিনাশের যোগ্য যাহাকে অবলম্বন করিয়া বন্দনা করেন, যিনি পদবিক্ষেপে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই তিনলোক অধিকার করিয়াছিলেন, সেই হরিপাদপদ্মযুগল আবির্ভূত হইয়া তোমাদিগকে পবিত্র করুন। ১

যিনি সকল যোগিজনের চিত্তস্থিত অবিদ্যা-তিমির-বিনাশে সূর্য্যরূপিণী ও যতিগণের মুক্তির হেতু হইয়া থাকেন, যিনি নিখিল জীবকে মোহিত করেন বলিয়া বিষ্ণুমায়া নামে প্রসিদ্ধ এবং যিনি জন্মে শুদ্ধ (মানবগণের) কুমতি দূর করেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ২

নিত্যজ্ঞান-সম্পন্ন, জগতের আদি সেই পুরুষোত্তম ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া কালিকা (নামক) পুরাণ বলিতেছি। ৩

(একদা) কমঠাদি মুনিগণ হিমালয় সন্নিধানে অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪

ভগবন্ সম্যগাখ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রাণি তত্ত্বতঃ।
বেদান্ সর্ব্বাংস্তথা সাঙ্গান্ সারভূতং প্রমথ্য চ ॥ ৫
সর্ব্ববেদেষু শাস্ত্রেষু যো যো নঃ সংশয়োঽভবৎ।
স স চ্ছিন্নস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ সবিত্রেব তমশ্চয়ঃ ॥ ৬
চিরায়ুষ্কাগ্র্য ভবতঃ প্রসাদাদ্দ্বিজসত্তম।
নিঃসংশয়া বয়ং জাতা বেদে শাস্ত্রে চ সর্ব্বশঃ ॥ ৭
কৃতকৃত্যা বয়ং ব্রহ্মংস্ত্বত্তোঽধীত্য সমন্ততঃ।
সরহস্যং ধর্ম্মশাস্ত্রং যদবাদি স্বয়ম্ভুবা ॥ ৮
ভূয়স্তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামো হরং কালী পুরা কথম্।
মোহয়ামাস যতিনং সতীরূপেণ চেশ্বরম্ ॥ ৯
সর্ব্বদা ধ্যাননিলয়ং যমিনং যতিনাং বরম্।
সঙ্ক্ষোভয়ামাস কথং সংসারবিমুখং হরম্ ॥ ১০
সতী বা কথমুৎপন্না দক্ষদারেষু শোভনা।
কথং হরো মনশ্চক্রে দারগ্রহণকর্ম্মণি ॥ ১১
কথং বা দক্ষকোপেন ত্যক্তদেহা সতী পুরা।
হিমবত্তনয়া জাতা ভূয়ো বা কথমাগতা ॥ ১২
কথমর্দ্ধশরীরং সাহরৎ স্মররিপোঃ পুনঃ।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ বিস্তরেণ দ্বিজোত্তম ॥ ১৩
নান্যোঽস্তি সংশয়চ্ছেত্তা ত্বৎসমো ন ভবিষ্যতি।
যথা জানীম বিপ্রেন্দ্র তং কুরুষ্বৈতদাশ্ববিৎ ॥ ১৪

ভগবন্! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, ষড়ঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ মন্থন করিয়া তাহার সারাংশ উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সমস্ত বেদে ও (অন্যান্য) শাস্ত্রে আমাদের যে যে সংশয় ছিল, হে ব্রহ্মন্! সূর্য্য যেমন তমোজাল বিদূরিত করেন, সেইরূপ আপনি আমাদের সেই সেই সন্দেহ দূর করিয়াছেন। ৫-৬

হে চিরজীবী দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার প্রসাদে আমরা বেদে ও সকল শাস্ত্রে নিঃসংশয় হইয়াছি। ৭

হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত সেই ধর্ম্মশাস্ত্র, রহস্য (গূঢ়তত্ত্ব) সহিত আদ্যোপান্ত আপনার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া আমরা চরিতার্থ হইয়াছি। ৮

পুনরায় আপনার নিকটে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, পুরাকালে কালী সংযমী মহেশ্বর শিবকে কিরূপে সতীরূপে মোহিত করিয়াছিলেন? যিনি সর্ব্বদা ধ্যাননিষ্ঠ সংসার বিমুখ সংযত সেই যতিবর হরকে কিরূপে বিচলিত করিয়াছিলেন? সুশোভনা সতী দক্ষপত্নীতে কিরূপে উৎপন্না হইলেন এবং কেমন করিয়া শিব তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন? পুরাকালে সতীই বা কি হেতু দক্ষের প্রতি কোপবশতঃ নিজ দেহ ত্যাগ করিলেন এবং হিমালয়ের কন্যা হইয়া পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আসিলেন কেন? এবং পুনরায় কামরিপু শিবের অর্দ্ধশরীরভাগিনী হইলেন কেন? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করুন। আপনার মত সংশয় দূর করিতে অন্য কেহ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং মম।
পুণ্যং শুভকরং সম্যগ্ জ্ঞানদং কামদং পরম্ ॥ ১৫
এতদ্ব্রহ্মা পুরোবাচ নারদায় মহাত্মনে।
পৃষ্টস্তেন ততঃ সোঽপি বালখিল্যেভ্য উক্তবান্ ॥ ১৬
বালখিল্যা মহাখ্যানমেত আচখ্যিরে পুনঃ।
যবক্রীতায় মুনয়ে স প্রোবাচাসিতায় চ ॥ ১৭
অসিতো মে সমাচষ্ট এতদ্বিস্তরতো দ্বিজাঃ।
অহং বঃ কথয়িষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্ ॥ ১৮
প্রণম্য পরমাত্মানং চক্রপাণিং জগৎপতিম্।
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপায় সদসদ্ব্যক্তিরূপিণে।
স্থূলায় সূক্ষ্মরূপায় বিশ্বরূপায় বেধসে ॥ ১৯
নিত্যায় নিত্যজ্ঞানায় নির্ব্বিকারায় তেজসে।
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপায় কালরূপায় বৈ নমঃ ॥ ২০
নির্ম্মলায়োর্ম্মিষট্কাদিরহিতায় বিরাগিণে।
ব্যাপিনে বিশ্বরূপায় সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণে ॥ ২১
যোগিভিশ্চিন্ত্যতে যোঽসৌ বেদান্তান্তগচিন্তকৈঃ।
অন্তরন্তঃ পরং জ্যোতিঃস্বরূপং প্রণমামি তম্ ॥ ২২

নাই এবং কেহ হইবেনও না। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় যাহাতে আমরা জানিতে পারি, হে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বিপ্রশ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা করুন।* ৯-১৪

মার্কণ্ডেয় কহিলেন;—সেই সাতিশয় গোপনীয়, বাঞ্ছাকল্পতরু, জ্ঞানজনক পরম পবিত্র মঙ্গলকর আখ্যান আজ মুনিমণ্ডলী সকলে শ্রবণ করুন। ১৫

পূর্ব্বে ব্রহ্মা, মহাত্মা নারদকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট ইহা প্রকাশ করেন। অনন্তর, সেই নারদও বালখিল্যগণসকাশে তৎসমস্ত কীর্ত্তন করেন। ১৬

তৎপরে বালখিল্য মুনিগণ, আবার যবক্রীত মুনিকে বলেন। তিনি আবার অসিত ঋষির নিকটে ব্যক্ত করেন। ১৭

হে দ্বিজগণ! অসিত ঋষি আমাকে ইহা বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন। পরমাত্মা জগদীশ্বর চক্রপাণিকে প্রণাম করিয়া এই পুরাতন উপাখ্যান আমি তোমাদিগের নিকট বলিতেছি। ১৮

যিনি ব্যক্ত অব্যক্ত সৎ অসৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও জ্ঞান অজ্ঞানরূপে বিরাজমান, যিনি নিত্য, নিত্যজ্ঞানরূপী, নির্ব্বিকার, চৈতন্যময়, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য এই ছয়টি ভীষণ তরঙ্গ যাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারী হইয়াও উদাসীন; সেই কালরূপী সর্ব্বব্যাপক জগন্নিবাস বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম। ১৯-২১

বেদবেদান্ত বেত্তা যোগিগণ যাঁহাকে চিন্তা করেন; সেই হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত পরম জ্যোতির্ম্ময়কে প্রণাম করি। ২২

---

* "ত্বং হৃষ্টক সদার্থবৎ" এইরূপ পাঠও আছে। তাহার অর্থ;—আমরা যাহাতে তাৎপর্য্যসমেত ইহা বুঝিতে পারি, আপনি সর্ব্বদা তাহা করুন।" "স্ফুটকৈতদাত্মবিৎ" এই পাঠানুসারে অনুবাদ করিয়াছি।

তমেবারাধ্য ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
প্রজাঃ সসর্জ্জ সকলাঃ সুরাসুরনরাদিকাঃ ॥ ২৩
সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ দক্ষপ্রমুখান্ স যথাবিধি ।
মরীচিমত্রিং পুলহং তথৈবাঙ্গিরসং ক্রতুম্ ॥ ২৪
পুলস্ত্যঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চ নারদঞ্চ প্রচেতসম্ ।
ভৃগুঞ্চ মানসান্ পুত্রান্ যদা দশ সসর্জ্জ সঃ ।
তদা তন্মনসো জাতা চারুরূপা বরাঙ্গনা ।
নাম্না সন্ধ্যেতি বিখ্যাতা সায়ং সন্ধ্যাং যজন্তি যাম্ ॥ ২৫*
ন তাদৃশী দেবলোকে ন মর্ত্ত্যে ন রসাতলে ।
কালত্রয়েঽপি ভবিতা সম্পূর্ণগুণশালিনী ॥ ২৬
নিসর্গচারুনীলেন কচভারেণ রাজতে ।
ময়ূরীব বিচিত্রেণ বর্ষাসু দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৭
আরক্তগৌরমলিনমাকর্ণান্তং তথালকৈঃ ।
রেজে সুরাধিপধনু-শ্চারুবালেন্দুসন্নিভম্ ॥ ২৮
প্রফুল্লনীলনলিন-শ্যামলং নয়নদ্বয়ম্ ।
চকাশে চকিতায়াস্তু কুরঙ্গ্যাঃ সদৃশং চলম্ ॥ ২৯
নিসর্গচঞ্চলং চারু ভ্রূযুগ্মং শ্রবণায়তম্ ।
মীনাঙ্ককোদণ্ডসমং নীলং তস্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩০

ভগবান্ লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার আরাধনাকলেই সুরাসুর-নর-প্রভৃতি যাবতীয় প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ২৩

বিধাতা, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া যখন, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন মানব পুত্র সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার মন হইতে, এক পরম রূপবতী উত্তম রমণী আবির্ভূত হন। তিনি সন্ধ্যা নামে বিখ্যাত। এই সন্ধ্যাই সায়ংকালে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।* ২৪-২৫

তাদৃশ সম্পূর্ণ-গুণ-শালিনী রমণী, তৎকালে স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালে ছিল না; তৎপূর্ব্বে বা পরেও হয় নাই, হইবেও না। ২৬

হে দ্বিজোত্তমগণ! এই সন্ধ্যা স্বভাব সুন্দর সুনীল কুন্তলভারে বর্ষাকালীন ময়ূরীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ২৭

ইঁহার আকর্ণবিলম্বী অলকগুচ্ছ-শোভিত আপাটল ললাটদেশ, ইন্দ্রধনু বা নবীন শশধরের ন্যায় শোভা পাইল। ২৮

চকিত হরিণীনয়নবৎ চঞ্চল, প্রফুল্ল-নীল-কমল-সন্নিভ তদীয় নয়নযুগল বড়ই শোভা পাইল। ২৯

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাঁহার স্বভাব-চপল আকর্ণবিস্তৃত পরম রমণীয় ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগল মদনশরাসনের সদৃশ। ৩০

---

* ১। "সায়ংসন্ধ্যাং যজন্তি যাং"।
২। "সায়ংসন্ধ্যা বরাঙ্গিকা"।
৩। 'সায়ংসন্ধ্যা বরাঙ্গিকা" এই তিন প্রকার পাঠ আছে। আমরা মূলে প্রথমোক্ত পাঠের ব্যাখ্যা করিয়াছি। "ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্টা সায়ংসন্ধ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী" ইহা ২ পাঠের অর্থ। "এই সন্ধ্যা দক্ষ প্রভৃতির জ্যেষ্ঠা ভগিনী তুল্য" ইহা ৩ পাঠের অর্থ।

ভ্রূমধ্যাধোনিম্নভাগাদাস্তপ্রাংশুনাসিকা ।
লাবণ্যানি স্রবন্তীব ললাটাত্তিলপুষ্পবৎ ॥ ৩১
তদ্বক্ত্রং শোণপদ্মাভ-পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্ ।
বিম্বাধরারুণিম্নাভিরেকে রাশি মনোহরম্ ॥ ৩২
সৌন্দর্য্যলাবণ্যগুণৈরাপূর্ণং বদনং পুনঃ ।
অভিতস্চিবুকং যাতুমুদ্যতাবিব তৎকুচৌ ।
রাজীবকুড্মলাকারৌ পীনোত্তুঙ্গৌ নিরন্তরৌ ।
শ্যামাস্যৌ তৎকুচৌ বিপ্রা মুনীনপি মোহনৌ ॥ ৩৩
বলিত্রান্বি ক্ষীণমধ্য-মুষ্টিগ্রাহ্যমিবাংশুকম্ ।
তন্মধ্যং দদৃশুঃ সর্ব্বে শক্তিভূস্যাং মনোভুবঃ ॥ ৩৪
তস্যাশ্চোরুযুগং রেজে স্থূলোর্দ্ধং করভায়তম্ ।
আনম্রবারণকরপ্রতিমং মৃদুমন্থরম্ ॥ ৩৫
স্থলাম্বুজারুণং পাদযুগ্মং সৎপার্ষ্ণিরাজিতম্ ।
অঙ্গুলীদলসঙ্কাশং কুসুমায়ুধবাণবৎ ॥ ৩৬
তাং চারুদর্শনাং তন্বীং তনুরোমাবলীবৃতাম্ ।
সমেরবদনাং দীর্ঘনয়নাং চারুহাসিনীম্ ॥ ৩৭
চারুকর্ণযুগাং কান্তাং স্নিগ্ধাঙ্গীরাং ষড়ুন্নতাম্ ।
দৃষ্ট্বা ধাতা সমুত্থায় চিন্তয়ামাস হৃদ্গতম্ ॥ ৩৮
দক্ষাদয়স্তে স্রষ্টারো মরীচ্যাদ্যাস্তু মানসাঃ ।
দধ্যুঃ সমুৎসুকাঃ সর্ব্বে তাং দৃষ্ট্বা বরবর্ণিনীম্ ॥ ৩৯

তিলকুসুম-সদৃশ তদীয় নাসিকা ভ্রূমধ্যের অধোদেশ হইতে নিম্নাভিমুখে আয়ত ও উন্নত। বুঝি ললাটের লাবণ্যই আধিক্যবশতঃ তথা হইতে বিগলিত হইয়া নাসিকা রূপে পরিণত হইয়াছিল। ৩১

কোকনদপ্রভ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কামিজন-মনোহর তদীয় বদনমণ্ডল বিম্বফলসম অধরোষ্ঠের অরুণকান্তিযোগে নিরতিশয় শোভা পাইতেছিল। ৩২

যাহার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যগুণে বদনমণ্ডলের পরিপূর্ণতা,—চিবুকের নিকট আসিবার জন্যই যেন তদীয় স্তনযুগলের উদ্যম। হে বিপ্রগণ! তাঁহার সেই কমলকলিকাকৃতি, উত্তুঙ্গ পীবর পরস্পরসংসক্ত শ্যামাগ্র স্তনযুগল দেখিলে মুনিরাও মোহিত হইতেন। ৩৩

তাঁহার ত্রিবলি-শোভিত ক্ষীণ কটিদেশ, বসনের ন্যায় মুষ্টি-গ্রাহ্য। তাঁহার কটিদেশকে সকলেই কামদেবের শক্তি বলিয়া মনে করিয়াছিল। ৩৪

করভ-কর-প্রমাণ আনত করিকর-সদৃশ স্থূল-মূল মন্থরগমনোপযোগী তদীয় সুকোমল উরুযুগল দীপ্তি পাইয়াছিল। ৩৫

স্থলকমলারুণ সুন্দরপার্ষ্ণি-বিরাজিত তদীয় চরণদ্বয় কুসুম-শর-শরনিকর-সদৃশ অঙ্গুলীদলে সমধিক শোভমান হইয়াছিল। ৩৬

সেই চারুদর্শন তনুলোমাবলি বিরাজিতা কৃশাঙ্গী স্মেরবদনা বিশালনয়না চারুহাসিনী, রমণীয় শ্রুতিপুটশালিনী সুলক্ষণা সুন্দরীকে দেখিয়া বিধাতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। ৩৭-৩৮

সেই বরবর্ণিনীকে দেখিয়া দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও ব্রহ্মার মরীচি প্রভৃতি মানস পুত্রগণ সকলেই নিতান্ত উৎসুক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ৩৯

কিং কর্ম্মাস্যা ভবেৎ সৃষ্টৌ কস্য বা বরবর্ণিনী।
ভবিষ্যতীতি তে সর্ব্বে চিন্তয়ামাসুরুৎসুকাঃ ॥ ৪০
এবং চিন্তয়তস্তস্য ব্রহ্মণো মুনিসত্তমাঃ।
মনসঃ পুরুষো মন্ত্ররাবির্ভূতো বিনিঃসৃতঃ ॥ ৪১
কাঞ্চনীচূর্ণপীতাভঃ পীনোরস্কঃ সুনাসিকঃ।
সুবৃত্তোরুকটীজঙ্ঘো নীলবেল্লিতকেশরঃ।
লগ্নভ্রূযুগলো লোলঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ ॥ ৪২
কপাটবিস্তীর্ণহৃদি রোমরাজিবিরাজিতঃ।
শুভ্রমাতঙ্গকরবৎ পীনবিস্তৃতবাহুকঃ।
আরক্তপাণিনয়ন-মুখপাদকরোদ্ভবঃ ॥ ৪৩
ক্ষীণমধ্যশ্চারুদন্তঃ প্রমত্তগজগন্ধনঃ।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষঃ কেশরঘ্রাণতর্পণঃ।
কম্বুগ্রীবো মীনকেতুঃ প্রাংশুর্মকরবাহনঃ ॥ ৪৪
পঞ্চপুষ্পায়ুধো বেগী পুষ্পকোদণ্ডমণ্ডিতঃ।
কান্তঃ কটাক্ষপাতেন ভ্রাময়ন্নয়নদ্বয়ম্ ॥ ৪৫
সুগন্ধিমরুতা ভ্রান্তং শৃঙ্গাররসসেবিতম্।
তং বীক্ষ্য তাদৃশং দক্ষপ্রমুখা মানসাশ্চ তে ॥ ৪৬
মরীচ্যাদ্যা দশ ততো বিস্ময়াবিষ্টচেতসঃ।
ঔৎসুক্যং পরমং জগ্মুরাপূর্ব্বৈকারিকং মনঃ ॥ ৪৭
স চাপি বেধসং বীক্ষ্য স্রষ্টারং জগতাং পতিম্।
প্রণম্য পুরুষঃ প্রাহ বিনয়ানতকন্ধরঃ ॥ ৪৮

এই বরবর্ণিনী সৃষ্টিমধ্যে কি করিবেন; কাহারই বা হইবেন; ইহাই তাঁহারা সকলে ঔৎসুক্যসহকারে ভাবিয়াছিলেন। ৪০

হে মুনিবরগণ! ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে কাঞ্চন-চূর্ণবৎ-পীতবর্ণ এক মনোহর চঞ্চল পুরুষ তাঁহার মন হইতে আবির্ভূত হইয়া নিঃসৃত হইলেন। ৪১

তাঁহার বক্ষঃস্থল পীবর, নাসিকা সুচারু উরু কটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত, কুন্তলবর নীল কুঞ্চিত, ভ্রূযুগল পরস্পর সংলগ্ন। মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ। ৪২

তাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থল লোমাবলিশোভিত; বাহুযুগল ঐরাবতকরবৎ পীবর ও সুবৃত্ত; করতল, চক্ষু, মুখ, পদতল ও নখরশ্রেণী আরক্তবর্ণ। ৪৩

তাঁহার ক্ষীণ কটিদেশ, মনোহর দন্তপংক্তি, মত্তহস্তীর ন্যায় গমন, প্রফুল্ল কমলবৎ লোচন, বকুলপুষ্পের ন্যায় গাত্র-সৌরভ। তিনি কম্বুগ্রীব, উন্নতকায়, মীনকেতু, মকর-বাহন। ৪৪

পুষ্পময় পঞ্চশরে ও কুসুমকার্ম্মুকে শোভিত সেই কমনীয় পুরুষ স্বীয় নয়ন-যুগল ঘুরাইতেছিলেন। ৪৫

দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও ব্রহ্মার মরীচি প্রভৃতি দশজন মানসপুত্র বিস্মিতচিত্তে সেই সুগন্ধ-পবন-সহচর শৃঙ্গাররস সেবিত তথাবিধ পুরুষকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও মনোবিকার প্রাপ্ত হইলেন। ৪৬-৪৭

সেই পুরুষও সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎপতি বিধাতাকে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক বিনয়-নম্র

পুরুষ উবাচ—

কিং করিষ্যাম্যহং কর্ম্ম ব্রহ্মংস্তত্র নিযোজয় ।
মাং ক্ষ্যান্যে পুরুষো যস্মাদুচিতে শোভতে বিধে ॥ ৪৯
অভিধানঞ্চ মদ্‌যোগ্যং স্থানং পত্নী চ যা মম ।
তন্মে কুরুষ লোকেশ ত্বং স্রষ্টা জগতাং যতঃ ॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা পুরুষস্য মহাত্মনঃ ।
ক্ষণং ন কিঞ্চিৎ প্রোবাচ স্বসৃষ্টাবপি বিস্মিতঃ ॥ ৫১
ততো মনঃ সুসংযম্য সম্যগুৎসৃজ্য বিস্ময়ম্ ।
উবাচ পুরুষং ব্রহ্মা তৎকর্ম্মোদ্দেশমাবহন্ ॥ ৫২

ব্রহ্মোবাচ—

অনেন চারুরূপেণ পুষ্পবাণৈশ্চ পঞ্চভিঃ ।
মোহয়ন্ পুরুষাংস্ত্রীশ্চ কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্ ॥ ৫৩
ন দেবো ন চ গন্ধর্ব্বো ন কিন্নর-মহোরগাঃ ।
নাসুরো ন চ দৈত্যো বা ন বিদ্যাধর-রাক্ষসাঃ ॥ ৫৪
ন যক্ষা ন পিশাচাশ্চ ন ভূতা ন বিনায়কাঃ ।
ন গুহ্যকা ন বা সিদ্ধা ন মনুষ্যা ন পক্ষিণঃ ॥ ৫৫
পশবো ন মৃগাঃ কীট-পতঙ্গা জলজাশ্চ যে ।
ন তে সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন লক্ষ্যা যে শরস্য তে ॥ ৫৬
অহং বা বাসুদেবো বা স্থানুর্ব্বা পুরুষোত্তম ।
ভবিষ্যামস্তব বশে কিমন্যৈঃ প্রাণধারিভিঃ ॥ ৫৭

ভাবে বলিলেন ;—হে ব্রহ্মন্ । আমি কোন্ কার্য্য করিব ? আমি যখন পুরুষ, তখন কার্য্য করাই আমার পক্ষে উচিত, অতএব হে বিধাতঃ আমাকে প্রশস্ত ন্যায্য কর্ম্মে নিযুক্ত করুন । ৪৮-৪৯

হে লোকেশ ! আমার অনুরূপ নাম ধাম ও পত্নী করিয়া দিন । যেহেতু আপনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা । ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—ব্রহ্মা, সেই মহাত্মা পুরুষের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন । সৃষ্টি তাঁহার নিজকৃত হইলেও তিনি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন । ৫১

অনন্তর ব্রহ্মা, সম্পূর্ণরূপে বিস্ময় পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্ত সুস্থির করিয়া সেই পুরুষকে তাঁহার কর্ত্তব্য উপদেশ করত বলিলেন । ৫২

তুমি তোমার এই মনোমোহন মূর্ত্তি ও পুষ্পময় পঞ্চশরে স্ত্রী-পুরুষদিগকে মোহিত করত চিরস্থায়িনী সৃষ্টির প্রবর্ত্তক হও । ৫৩

দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সর্প, দৈত্য, দানব, বিদ্যাধর, রাক্ষস, যক্ষ, পিশাচ, ভূত, বিনায়ক, গুহ্যক, সিদ্ধ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৃগ, কীট, পতঙ্গ এবং জলজ প্রাণিগণ, সকলেই তোমার শরব্য হইবে । ৫৪-৫৬

হে পুরুষপ্রবর । অন্য প্রাণীর কথা দূরে থাক, আমি বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আমরাও তোমার বশবর্ত্তী হইব । ৫৭

প্রজ্জন্নরূপী জন্তূনাং প্রবিশন্ হৃদয়ং সদা।
সুখহেতুঃ স্বয়ং ভূত্বা কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্ ॥ ৫৮
ত্বৎপুষ্পবাণস্য সদা সুখ্যং লক্ষ্যং মনোঽস্তু চ।
সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং নিত্যং মদমোদকরো ভবান্ ॥ ৫৯
ইতি তে কর্ম্ম কথিতং সৃষ্টিপ্রাবর্ত্তকং পুনঃ
নামাপি চ বদিষ্যামি যত্তে যোগ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৬০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা চ সুরশ্রেষ্ঠো মানসানাং মুখানি চ।
আলোক্য স্বাসনে পদ্মে সুপবিষ্টোঽভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৬১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে কামপ্রাদুর্ভাবো নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে তদভিপ্রায়বেদিনঃ।
চক্রুস্তদুচিতং নাম মরীচ প্রমুখাস্তদা ॥ ১
মুখাবলোকনাদেব জ্ঞাত্বা বৃত্তান্তমগ্রতঃ।
দক্ষাদয়স্তু স্রষ্টারঃ স্থানং পত্নীঞ্চ তে দদুঃ ॥ ২

তুমি স্বয়ং প্রচ্ছন্নরূপে প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রবেশ করত সতত সুখজনক হইয়া সনাতন সৃষ্টির প্রবর্ত্তক হও। ৫৮

সকল প্রাণীর মনই, তোমার পুষ্পবাণের প্রধান লক্ষ্য হইবে। তুমি উহাদিগের সতত মত্ততা ও আনন্দ সম্পাদন করিবে। ৫৯

আমি তোমার এই সৃষ্টিপ্রবর্ত্তনোপযোগী কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম, যাহা অনুরূপ হয়, তোমার তাদৃশ নামকীর্ত্তনও করিব। ৬০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুরজ্যেষ্ঠ বিধাতা এই কথা বলিয়া মানস পুত্রদিগের মুখের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ক্ষণমধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ৬১

কালিকাপুরাণে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাম-বিক্রম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, মরীচি অত্রি প্রভৃতি সেই মুনিগণ, ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই পুরুষের অনুরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। ১

আর সেই দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, ব্রহ্মা মুখের দিকে চাহিলেন দেখিয়াই বৃত্তান্ত বুঝিয়া তাঁহার উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ ও পত্নী দান করিয়াছিলেন। ২

ততো নিশ্চিত্য নামানি মরীচিপ্রমুখা দ্বিজাঃ।
ঊচুঃ সঙ্গতমেতস্মৈ পুরুষায় দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩

ঋষয় ঊচুঃ—

যস্মাৎ প্রমথ্য চেতস্ত্বং জাতোঽস্মাকং তথা বিধেঃ।
তস্মান্মন্মথনাম্না ত্বং লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি ॥ ৪
জগৎসু কামরূপস্ত্বং ত্বৎসমো ন হি বিদ্যতে।
অতস্ত্বং কামনাম্নাপি খ্যাতো ভব মনোভব ॥ ৫
মদনান্মদনাখ্যস্ত্বং শম্ভোর্দর্পাচ্চ দর্পকঃ।
তথা কন্দর্পনাম্নাপি লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি ॥ ৬
ত্বদ্বাণানাং যদ্বীর্য্যং তদ্বীর্য্যং ন ভবিষ্যতি।
বৈষ্ণবানাঞ্চ রৌদ্রাণাং ব্রহ্মাস্ত্রাণাঞ্চ তাদৃশম্ ॥ ৭
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে ব্রহ্মলোকে সনাতনে।
তব স্থানানি সর্ব্বাণি সর্ব্বব্যাপী ভবান্ যতঃ।
কিং বাচাতিবিশেষেণ সামান্যে নাস্তি তে সমঃ ॥ ৮
যত্র যত্র ভবেৎ প্রাণী শাদ্বলাস্তরবোঽথবা।
তত্র তত্র তব স্থানমস্তু ব্রহ্মসদোদয়ম্ ॥ ৯
দক্ষোঽয়ং ভবতঃ পত্নীং স্বয়ং দাস্যতি শোভনাম্।
আদ্যঃ প্রজাপতির্যো হি যথেষ্টং পুরুষোত্তম ॥ ১০
এষা চ কন্যকা চারুরূপা ব্রহ্মমনোভবা।
সন্ধ্যা নাম্নেতি বিখ্যাতা সর্ব্বে লোকে ভবিষ্যতি ॥ ১১

হে দ্বিজোত্তমগণ! মরীচি প্রভৃতি বিপ্রমণ্ডলী, নিশ্চয় করিয়া এই পুরুষের নিকট সঙ্গতভাবে তদীয় নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৩

যেহেতু তুমি আমাদিগের এবং বিধাতার চিত্ত মথিত করিয়া উৎপন্ন হইয়াছ, এইজন্য লোকে তুমি মন্মথ নামে অভিহিত হইবে। ৪

তুমি জগতের অসাধারণ কামরূপী; তোমার সদৃশ কেহ নাই। অতএব হে মনোভব! তুমি কাম নামে বিখ্যাত হও। ৫

লোককে মত্ত কর বলিয়া তোমার নাম মদন; আর তুমি মহাদেবের দর্প-নাশে সমর্থ বলিয়া দর্পক এবং কন্দর্প নামে জগতে বিখ্যাত হইবে। ৬

তোমার পঞ্চশরের যেরূপ পরাক্রম; বৈষ্ণবাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র এবং ব্রহ্মাস্ত্রেরও তাদৃশ পরাক্রম নহে। ৭

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল বা সনাতন ব্রহ্মলোক—সকল স্থানেই তুমি থাকিবে; যেহেতু তুমি সর্ব্বব্যাপী। অধিক বলিয়া কি হইবে? ফল কথা এই যে, তোমার সমান কেহ নাই। ৮

তৃণ হউক আর বনস্পতিই হউক, প্রাণী যে যে স্থানে থাকিবে, ব্রহ্মসভা হইতে উদ্ভব সমুদয় স্থানই তোমার হইবে। ৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই আদি প্রজাপতি স্বয়ং দক্ষই তোমার ইচ্ছামত শোভনা পত্নী প্রদান করিবেন। ১০

আর ব্রহ্মার মানসজাতা এই সুন্দরী কন্যা ত্রিভুবনে সন্ধ্যা নামে বিখ্যাতা হইবেন। ১১

ব্রহ্মণো ধ্যায়তো যস্মাৎ সম্যগ্‌জাতা বরাঙ্গনা।
অতঃ সন্ধ্যেতি লোকেঽস্মিন্নস্যাঃ খ্যাতির্ভবিষ্যতি ॥ ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে তূষ্ণীং তস্থুর্দ্বিজোত্তমাঃ।
অবেক্ষ্য ব্রহ্মবদনং বিনয়াবনতাঃ পুরঃ ॥ ১৩
ততঃ কামোঽপি কোদণ্ডমাদায় কুসুমোদ্ভবম্।
উন্মাদনেতি বিখ্যাতং কান্তাভ্রূলতাবেল্লিতম্ ॥ ১৪
কৌসুমানি তথাস্ত্রাণি পঞ্চাদায় দ্বিজোত্তমাঃ।
হর্ষণং রোচনাখ্যঞ্চ মোহনং শোষণং তথা ॥ ১৫
মারণঞ্চেতি সংজ্ঞাভি-র্মুনিমোহকরাণ্যপি।
প্রচ্ছন্নরূপী তত্রৈব চিন্তয়ামাস নিশ্চয়ম্ ॥ ১৬
ব্রহ্মণা মম যৎকার্য্যং সমুদ্দিষ্টং সনাতনম্।
তদিহৈব করিষ্যামি মুনীনাং সন্নিধৌ বিধেঃ ॥ ১৭
তিষ্ঠন্তি মুনয়শ্চাত্র স্বয়ঞ্চাপি প্রজাপতিঃ।
এষা সন্ধ্যা বরস্ত্রী চ দক্ষোঽপ্যত্র প্রজাপতিঃ ॥ ১৮
এতে শরব্যভূতা মে ভবিষ্যন্ত্যদ্য নিশ্চয়ম্।
সন্ধ্যাপি ব্রহ্মণা প্রোক্তমিদানীমেব যদ্বচঃ ॥ ১৯
অহং বিষ্ণুর্হরশ্চাপি তবাস্ত্রবশবর্ত্তিনঃ।
কিমন্যৈর্জন্তুভিরিতি তৎসার্থং করবাণ্যহম্ ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি সঞ্চিন্ত্যমনসা নিশ্চিত্য চ মনোভবঃ।
পুষ্পজ্যাং পুষ্পচাপস্য যোজয়ামাস মার্গণৈঃ ॥ ২১

যেহেতু এই বরবর্ণিনী ব্রহ্মার সম্পূর্ণ ধ্যানসময়ে উৎপন্না হইয়াছেন, সেইজন্য জগতে ইহাঁর 'সন্ধ্যা' বলিয়া প্রসিদ্ধি হইবে। ১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে দ্বিজবরগণ! সেই মুনিগণ, এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার মুখাবলোকনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে বিনয়-নম্রভাবে মৌনী হইয়া রহিলেন। ১৩

হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর কামদেব,—রমণী ভ্রূ-সদৃশ বক্র, উন্মাদননামক কুসুমনির্ম্মিত শরাসন এবং হর্ষণ, রোচন, মোহন, শোষণ ও মারণ নামে প্রসিদ্ধ, মুনিদিগেরও জ্ঞাননাশক, পুষ্পময় পঞ্চশর গ্রহণ করিয়া সেইখানেই প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৪-১৬

ব্রহ্মা আমার যে নিত্যকর্ম্ম স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা এই-খানে মুনিগণ সন্নিধানেই এই ব্রহ্মার উপদেশে করিয়া দেখি। ১৭

এখানে মুনিগণ আছেন; দক্ষ প্রজাপতি আছেন; স্বয়ং ব্রহ্মাও আছেন, আর এই বরাঙ্গনা সন্ধ্যাও এখানে অবস্থিত। ১৮

• এই সকল পুরুষ এবং সন্ধ্যাও আজ আমার শরব্য হইবেন। ১৯

"অন্য প্রাণীর কথা দূরে থাক, আমি বিষ্ণু এবং মহাদেবও তোমার অস্ত্রের বশবর্ত্তী" ব্রহ্মা এখনই এই কথা বলিয়াছেন। আমি আজি তাহা সার্থক করিব। ২০

আলীঢ়স্থানমাসাদ্য ধনুরাকৃষ্য যত্নতঃ।
চকার বলয়াকারং কামো ধন্বিবরস্তদা॥ ২২
সংহিতে তেন কোদণ্ডে মা প্রতাশ্চ সুগন্ধয়ঃ।
ববুস্তত্র মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সম্যগাহ্লাদকারিণঃ॥ ২৩
ততস্তানথ ধাত্রাদীন্ সর্ব্বানেব চ মানসান্।
পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পশরৈর্মোহয়ামাস মোহনঃ॥ ২৪
ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে মোহিতাশ্চতুরাননঃ।
মোহিতো মনসা কিঞ্চিদ্বিকারং প্রাপুরাদিতঃ॥ ২৫॥
সন্ধ্যাং সর্ব্বে নিরীক্ষন্তঃ সবিকারা মুহুর্মুহুঃ।
আসন্ প্রবৃদ্ধমদনাঃ স্ত্রী যস্মাম্মদবর্দ্ধিনী॥ ২৬
ততঃ সর্ব্বান্ স মদনো মোহয়িত্বা পুনঃপুনঃ।
যথেন্দ্রিয়বিকারাংস্তে প্রাপুস্তানকরোত্তথা॥ ২৭
উদীরিতেন্দ্রিয়ো ধাতা বীক্ষাঞ্চক্রে যদাথ তাম্।
তদৈব হ্যূনপঞ্চাশদ্ভাবা জাতাঃ শরীরতঃ॥ ২৮
বিব্বোকাদ্যাস্তথা হাবাশ্চতুঃষষ্টিকলাস্তথা।
কন্দর্পশরবিদ্ধায়াঃ সন্ধ্যায়া অভবন্ দ্বিজাঃ॥ ২৯
সাপি তৈর্বীক্ষ্যমাণাথ কন্দর্পশরপাতজান্।
চক্রে মুহুর্মুহুর্ভাবান্ কটাক্ষাবরণাদিকান্॥ ৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—কামদেব ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর, তিনি কুসুমশরাসনের কুসুমগুণে শরযোজনা করিলেন। ২১

তখন ধনুর্দ্ধরপ্রধান কামদেব আলীঢ়-প্রণালী-অনুসারে উপবেশন করত যত্নপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া বলয়াকার করিলেন। ২২

হে মুনিবরগণ। তিনি কার্ম্মুকে শরসন্ধান করিলে, তথায় পরমানন্দকারী সুগন্ধ অনিল বহিতে লাগিল। ২৩

অনন্তর, মদন, ব্রহ্মা দক্ষাদি-প্রজাপতি ও ব্রহ্মার সমস্ত মানস পুত্রগণকে পৃথক্ পৃথক্ কুসুমশরপ্রহারে মোহিত করিলেন। অনন্তর, শরপীড়িত সেই সমস্ত মুনি এবং ব্রহ্মা মোহিত হইয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিকার প্রাপ্ত হইলেন। ২৪-২৫

তাঁহারা সকলে বিকার প্রাপ্ত হইয়া বারংবার সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ; দেখিতে দেখিতে তাঁহাদিগের অত্যন্ত কাম বৃদ্ধি হইল। কেননা, রমণী হইতেই কামবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২৬

তখন সেই দুষ্ট মদন তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ মোহিত করিয়া, যাহাতে তাঁহাদিগের বহিরিন্দ্রিয়ের বিকার হয়, তাহা করিল। ২৭

অনন্তর যখন ব্রহ্মা, উদীরিতেন্দ্রিয় হইয়া সন্ধ্যাকে দেখিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে একোন-পঞ্চাশৎ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইল। ২৮

হে দ্বিজগণ! আর কামশরবিদ্ধা সন্ধ্যা হইতে বিব্বোকাদি হাবসকল এবং চতুঃষষ্টি কলা উৎপন্ন হইল। ২৯

তাঁহারা সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে সন্ধ্যাও বারংবার কটাক্ষপাত ও কটাক্ষসঙ্কোচ প্রভৃতি মদন-শরপাত-সম্ভূত বিবিধ ভাবপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৩০

নিসর্গসুন্দরী সন্ধ্যা তান্ ভাবান্ মদনোদ্ভবান্ ।
কুর্ব্বত্যতিতরাং রেজে স্বর্ণদীব তনূর্ম্মিভিঃ ॥ ৩১
অথ ভাবযুতাং সন্ধ্যাং বীক্ষমাণঃ প্রজাপতিঃ ।
ঘর্ম্মাম্ভঃপূরিততনু-রভিলাষমথাকরোৎ ॥ ৩২
ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে মরীচ্যত্রিমুখা অপি ।
দক্ষাদ্যাশ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাপুর্ব্বৈকারিকেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৩
দৃষ্ট্বা তথাবিধান্ দক্ষ-মরীচিপ্রমুখান্ বিধিম্ ।
সন্ধ্যাঞ্চ কর্ম্মণি নিজে শ্রদ্দধে মদনস্তদা ॥ ৩৪
যদিদং ব্রহ্মণা কর্ম্ম মমোদ্দিষ্টং ময়াপি তৎ ।
কর্ত্তুং শক্যমিতি শ্রদ্ধাভাবিতাত্মভবস্তদা ॥ ৩৫
ততো বিয়দ্গতঃ শম্ভুর্ব্বিধিং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্ ।
সদক্ষান্মানসান্ বাপি জহাসোপজহাস চ ॥ ৩৬
সসাধুবাদং তান্ সর্ব্বান্ বিহস্য চ পুনঃপুনঃ ।
উবাচেদং দ্বিজশ্রেষ্ঠা লজ্জয়ংস্তান্ বৃষধ্বজঃ ॥ ৩৭

ঈশ্বর উবাচ—

অহো ব্রহ্মংস্তব কথং কামভাবঃ সমুদ্গতঃ ।
দৃষ্ট্বা স্বতনয়াং নৈতদ্ যোগ্যং বেদানুসারিণাম্ ॥ ৩৮
যথা মাতা তথা জামির্যথা জামিস্তথা সুতা ।
এষ বৈ বেদমার্গস্য নিশ্চয়স্ত্বন্মুখোত্থিতঃ ।
কথন্তু কামমাত্রেণ তত্তে বিস্মারিতং বিধে ॥ ৩৯

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিলে, মন্দাকিনীর যেমন শোভা হয়, তদ্রূপ স্বভাবসুন্দরী সন্ধ্যাদেবীও মদন-বিকার-জনিত সেই সেই ভাব প্রকাশ করত অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিলেন । ৩১

অনন্তর বিধাতা সেই ভাববতী সন্ধ্যাকে অবলোকন করিতে করিতে বিধাতার শরীরে স্বেদজলধারা বহিতে লাগিল ; তিনি সন্ধ্যার প্রতি অভিলাষী হইলেন । ৩২

অনন্তর মরীচি, অত্রি প্রভৃতি সেই সমস্ত মুনি ও দক্ষ-প্রমুখ মুনিবরগণও ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হইলেন । ৩৩

তখন মদন, বিধাতাকে, দক্ষ-মরীচি-প্রমুখ মুনিগণকে এবং সন্ধ্যাকে তথা-বিধ বিকারপ্রাপ্ত অবলোকন করিয়া আপনার কর্ম্মপটুতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন । ৩৪

ব্রহ্মা আমার যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহা করিতে পারিব, তাঁহার এই আত্মাদরবর্দ্ধক বিশ্বাস জন্মিয়াছিল । ৩৫

ইত্যবসরে, আকাশচারী মহাদেব ব্রহ্মাকে এবং দক্ষ-সমেত মানস পুত্র-গণকে তাদৃশ বিকারপ্রাপ্ত অবলোকন করিয়া হাস্য উপহাস করিলেন । ৩৬

হে দ্বিজবরগণ ! বৃষধ্বজ তাঁহাদিগকে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ হাস্য করত লজ্জিত করিয়া এই কথা বলিলেন,—অহে ব্রহ্মা ! নিজের তনয়াকে দেখিয়া তোমার কি না কামভাব উপস্থিত হইল !! ছিঃ ! যাহারা বেদানুসারে চলে, এ কাজ তাহাদিগের যোগ্য নহে । ৩৭-৩৮

ধৈর্য্যো কথমিদং ব্রহ্মন্ সমস্তং চতুরানন।
কথং ক্ষুদ্রেণ কামেন তত্তে বিঘটিতং বিধে ॥ ৪০
একান্তযোগিনস্তস্মাৎ সর্ব্বদা দিব্যদর্শনাঃ।
কথং দক্ষমরীচ্যাদ্যা লোলুপাঃ স্ত্রীষু মানসাঃ ॥ ৪১
কথং কামোঽপি মন্দাত্মা প্রাপ্তকর্ম্মাধুনৈব তু।
যুষ্মান্ শরব্যান্ কৃতবানকালজ্ঞোঽল্পচেতনঃ ॥ ৪২
ধিগস্তু তং মুনিশ্রেষ্ঠ যস্য কান্তাজনো হঠাৎ।
ধৈর্য্যমাকৃষ্য লৌল্যেষু মজ্জয়ত্যপি তন্মনঃ। ৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা লোকেশো গিরিশস্য চ।
ব্রীড়য়া দ্বিগুণীভূতস্বেদার্দ্রো হ্যভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪৪
ততো নিগৃহ্যেন্দ্রিয়কবিকারং চতুরাননঃ।
জিঘৃক্ষুরপি তত্যাজ তাং সন্ধ্যাং কামরূপিণীম্ ॥ ৪৫
তচ্ছরীরাত্তু যদ্ঘর্ম্মাম্ভো যৎ পপাত দ্বিজোত্তমা।
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদো জাতাঃ পিতৃগণাস্ততঃ ॥ ৪৬
ভিন্নাঞ্জননিভাঃ সর্ব্বে ফুল্লরাজীবলোচনাঃ।
নিতান্তযতয়ঃ পুণ্যাঃ সংসারবিমুখাঃ পরাঃ ॥ ৪৭
সহস্রাণাং চতুঃষষ্টিরগ্নিষ্বাত্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ষড়শীতিসহস্রাণি তথা বর্হিষদো দ্বিজাঃ ॥ ৪৮

পুত্রবধূ ও কন্যা মাতৃতুল্য; ইহা বেদের সিদ্ধান্ত। তুমিই এই সিদ্ধান্তের প্রকাশক। বিধি। তুমি সামান্য কামের প্রভাবে তাহা বিস্মৃত হইলে কিরূপে? ৩৯

হে চতুরানন! ধৈর্য্য তোমার মনকে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া রাখে। বিধি! তথাপি ক্ষুদ্রকাম কি না তোমার সে মন বিগড়াইয়া দিল। ৪০

হে একান্তযোগী, সর্ব্বদা দিব্যদর্শী দক্ষ মরীচি প্রভৃতি মানস পুত্রগণ! কি তোমরা রমণীলোলুপ হইলে। ৪১

ছিঃ। আজ কি না মন্দবুদ্ধি কামের বাসনা পূর্ণ হইল। অবসরানভিজ্ঞ অল্পবুদ্ধি কাম তোমাদিগকে শরব্য করিল! ৪২

হে মুনিবরগণ। কামিনী হঠাৎ যাহার ধৈর্য্য লোপ করিয়া চিত্ত চঞ্চল করে, তাহাকে ধিক্। ৪৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেবের এই কথা শুনিয়া লজ্জাবশে ব্রহ্মার ক্ষণমধ্যে দ্বিগুণ ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। ৪৪

চতুরানন সেই কামরূপিণী সন্ধ্যাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেও অতঃপর ইন্দ্রিয়বিকার সম্বরণ করিলেন, তাঁহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। ৪৫

হে দ্বিজবরগণ! তাঁহার শরীর হইতে যে ঘর্ম্মজল পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ্ পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। ৪৬

তাঁহাদিগের সকলের বর্ণ দলিতাঞ্জন-সদৃশ; নয়ন ফুল্ল-কমল-সন্নিভ। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত যতি, পরম পবিত্র এবং সংসার পরাঙ্মুখ। ৪৭

হে দ্বিজগণ! কথিত আছে, অগ্নিষ্বাত্তগণ চতুঃষষ্টি সহস্র; বর্হিষদ্গণ ষড়শীতি সহস্র। ৪৮

ঘর্ম্মাম্ভঃ পতিতং ভূমৌ দক্ষস্য শরীরতঃ।
সমস্তগুণসম্পন্না তস্মাজ্জাতা বরাঙ্গনা॥ ৪৯
তন্বঙ্গী তনুমধ্যা চ তনুরোমাবলী শুভা।
মৃদ্বঙ্গী চারুদশনা তপ্তকাঞ্চনসুপ্রভা॥ ৫০
মরীচিপ্রমুখৈঃ ষড়্ভির্নিগৃহীতেন্দ্রিয়ক্রিয়া।
ঋতে ক্রতুং বশিষ্ঠঞ্চ পুলস্ত্যাঙ্গিরসৌ তথা॥ ৫১
ক্রত্বাদীনাং চতুর্ণাঞ্চ যো ভূমৌ নিপপাত হ।
ততঃ পিতৃগণা জাতা অপরে দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৫২
সোমপা আজ্যপা নাম্না তথৈবান্যে সুকালিনঃ।
হবির্ভুজস্তে সর্ব্বে কব্যবাহাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৫৩
ক্রতোস্তু সোমপাঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য সুকালিনঃ।
আজ্যপাখ্যাঃ পুলস্ত্যস্য হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃসুতাঃ॥ ৫৪
জাতেষু তেষু বিপ্রেন্দ্রা অগ্নিষ্বাত্তাদিকেষ্বথ।
লোকানাং পিতৃবর্গেষু কব্যবাহাঃ সমন্ততঃ॥ ৫৫
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ব্রহ্মা ভূতঃ পিতামহঃ।
সন্ধ্যা পিতৃপ্রসূর্ভূত্বা তদ্ধ্যানাদ্‌যতোঽভবৎ॥ ৫৬
অথ শঙ্করবাক্যেন লজ্জিতঃ স পিতামহঃ।
কন্দর্পায় চুকোপাশু ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ॥ ৫৭
পূর্ব্বমেব তদভিপ্রায়ং বিদিত্বা সোঽপি মন্মথঃ।
স্ববাণান্ সংজহারাশু ভীতঃ পশুপতের্বিধেঃ॥ ৫৮

দক্ষ-শরীর হইতে যে ঘর্ম্মজল ভূমিতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে নিখিল গুণশালিনী এক কোমল-কৃশাঙ্গী বরবর্ণিনী উৎপন্ন হইলেন। ৪৯

তাঁহার মধ্য ক্ষীণ; লোমাবলি স্বল্প; দশনপংক্তি মনোহর; এবং বর্ণ তপ্ত-কাঞ্চনবৎ সুচারু। ৫০

ক্রতু, বসিষ্ঠ, পুলস্ত এবং অঙ্গিরা ব্যতীত মরীচি প্রভৃতি অপর ছয় জন ঋষি, ইন্দ্রিয়বিকার-নিরোধে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৫১

হে দ্বিজগণ! ক্রতু প্রভৃতি চারিজন ঋষির যে ঘর্ম্মজল ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অপর পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। ৫২

তাঁহারা সোমপ, আজ্যপ, সুকালিন্ এবং হবির্ভুজ, (হবিষ্মন্ত) নামে বিখ্যাত, তাঁহারা সকলেই কব্যবাহী। ৫৩

সোমপগণ ক্রতুর পুত্র; সুকালিনগণ বসিষ্ঠের পুত্র; আজ্যপগণ পুলস্ত্যের পুত্র; এবং হবিষ্মন্তগণ অঙ্গিরার পুত্র। ৫৪

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি সেই কব্যবাহী লোক-পিতৃগণ চারিদিকে উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা সর্ব্বভূতেরই পিতামহ হইলেন। আর সন্ধ্যা পিতৃগণের জননী হইলেন। কেননা সন্ধ্যা তাঁহাদিগের গর্ভধারিণী না হইলেও উৎপত্তির নিদান বটে। ৫৫-৫৬

অনন্তর পিতামহ, শঙ্করের কথায় লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কন্দর্পের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধে তাঁহার বদনমণ্ডল ভ্রূকুটীভীষণ হইল। ৫৭

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যচ্চকার দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তচ্ছৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ৫৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ কোপসমাবিষ্টঃ পদ্মযোনির্জগৎপতিঃ।
প্রজ্বালাতিবলবহ্নিধক্ষ্যুরিব পাবকঃ॥ ১
উবাচ চেশ্বরং কামো ভবতঃ পুরতো যতঃ।
পুষ্পেষুভির্মামভজৎ তৎফলমাপ্নুয়াদয়ম্॥ ২
তব নেত্রাগ্নিনির্দগ্ধঃ কন্দর্পো দর্পমোহিতঃ।
ভবিষ্যতি মহাদেব কৃত্বা কর্মাতিদুষ্করম্॥ ৩
ইতি বেধাঃ স্বয়ং কামং শশাপ দ্বিজসত্তমাঃ।
সমক্ষং ব্যোমকেশস্য মুনীনাঞ্চ যতাত্মনাম্॥ ৪
অথ ভীতো রতিপতিস্তৎক্ষণাত্ত্যক্তমার্গণঃ।
প্রাদুর্বভূব প্রত্যক্ষং শাপং শ্রুত্বাতিদারুণম্॥ ৫

সেই অপরাধী মন্মথও প্রথম হইতেই ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার ও মহাদেবের ভয়ে সশর শরাসন গোপন করিল।* ৫৮

হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা রোষাবিষ্ট হইয়া যাহা করিলেন, একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ কর। ৫৯

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২

তৃতীয় অধ্যায়

রতিপরিণয়

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—অনন্তর পূর্ণ রোষাবিষ্ট জগৎপতি ব্রহ্মা, দিধক্ষু অনলের ন্যায় অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ১

ঈশ্বরকে বলিতে লাগিলেন; হে শিব! কাম যেমন আপনার সম্মুখে আমাকে শরাঘাত করিল, সেইরূপ ফল পাইবে। ২

হে দেবাদিদেব! এই কন্দর্প অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অতি দুষ্কর কর্ম্ম সাধন-পূর্ব্বক আপনার নয়নানলে ভস্মীভূত হইবে। ৩

হে দ্বিজসত্তমগণ! ব্যোমকেশ ও সংযতচিত্ত মুনিগণের সমক্ষে স্বয়ং বিধাতা এইরূপে কামকে শাপ দিয়াছিলেন। ৪

---

* "শরান্ ন সঞ্জহারাশু" এই পাঠ থাকিলে তাহার অর্থ "তিনি যোজিত শর পরিত্যাগ করিলেন না" এইরূপ হইবে।

উবাচ চেদং ব্রহ্মাণং সদক্ষং সমরীচিকম্ ।
তস্যাস্ত গদ্‌গদং ভীত্যা ভীতির্হি গুণহানিকৃৎ ॥ ৬

মন্মথ উবাচ—

ব্রহ্মন্ কিমর্থং ভবতা শপ্তোঽহমতিদারুণম্ ।
অনাগাস্তব লোকেশ ন্যায়মার্গানুসারিণঃ ॥ ৭
ত্বয়ৈবোক্তন্তু তৎকর্ম্ম যত্তু কুর্য্যামহং বিভো ।
তত্র যোগ্যো ন শাপো মে যতো নান্যন্ময়া কৃতম্ ॥ ৮
অহং বিষ্ণুস্তথা শম্ভুঃ সর্ব্বে তচ্ছরগোচরাঃ ।
ইতি যদ্ভবতা প্রোক্তং তন্ময়াপি পরীক্ষিতম্ ॥ ৯
নাপরাধো মমাস্ত্যত্র ব্রহ্মন্ ময়ি নিরাগসি ।
দারুণং শময়স্বৈনং শাপং মম জগৎপতে ॥ ১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিধাতা জগতাং পতিঃ ।
প্রত্যুবাচ যতাত্মানং মদনং মদয়ন্ মুহুঃ ॥ ১১

ব্রহ্মোবাচ—

আত্মজা মম সন্ধ্যেয়ং যস্মাদেতৎসকাশতঃ ।
লক্ষীকৃতোঽহং ভবতা ততঃ শাপো ময়া কৃতঃ ॥ ১২
অধুনা শান্তরোষোঽহং ত্বাং বদামি মনোভব ।
ভবতঃ শাপশমনং ভবিষ্যতি যথা তথা ॥ ১৩

অনন্তর রতিপতি নিদারুণ শাপশ্রবণে ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন । ৫

দক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণসমক্ষে ব্রহ্মাকে যথার্থ কথা বলিতেও তাঁহার কণ্ঠস্বর ভয়ে জড়িত হইতে লাগিল । ভয় হইলে কাহারও ধৈর্য্য ও সাহসাদি গুণ থাকে না । ৬

মন্মথ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ । আমি ন্যায্যপথানুবর্ত্তী নিরপরাধ ; হে লোকেশ । তবে আমাকে কি জন্য অতি দারুণ শাপ দিলেন ? ৭

আপনি আমাকে যে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, প্রভো ! আমি তাহাই করিয়াছি ; অন্য কিছু করি নাই ; তাহাতে আমাকে শাপ দেওয়া আপনার অনুচিত হইয়াছে । ৮

আপনি যে বলিয়াছিলেন, "আমি, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আমরা সকলেই তোমার বশবর্ত্তী," আমি তাহারই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি মাত্র । ৯

হে ব্রহ্মন্ । এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই । হে জগৎপতে ! নিরপরাধে আমার প্রতি প্রদত্ত এই নিদারুণ শাপ মোচন করুন । ১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার এই কথা শুনিয়া জগৎপতি বিধাতা সেই সংযত-চিত্ত মদনকে অত্যন্ত আনন্দিত করত উত্তর প্রদান করিলেন । ১১

ব্রহ্মা বলিলেন,—এই সন্ধ্যা আমার কন্যা, তুমি আমাকে ইহার প্রতি কামভাবাপন্ন করিতে লক্ষ্য করিয়াছিলে বলিয়া আমি তোমাকে শাপ দিয়াছি । ১২

ত্বং ভস্ম কৃত্বা মদন ভর্গলোচনবহ্নিনা।
তস্যৈবানুগ্রহাৎ পশ্চাচ্ছরীরং সমবাপ্স্যসি ॥ ১৪
যদা হরো মহাদেবঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্।
তদা স এব ভবতঃ শরীরং প্রাপয়িষ্যতি ॥ ১৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্ত্বাথ মদনং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অন্তর্দ্দধে মুনীন্দ্রাণাং মানসানাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥ ১৬
তস্মিন্নন্তর্হিতে শম্ভুঃ সর্ব্বেষাঞ্চ বিধাতরি।
যথেষ্টদেশং গতবান্ ব্রহ্মন্ মারুতরংহসা ॥ ১৭
বেধস্যন্তর্হিতে তস্মিন্ গতে শম্ভৌ নিজাস্পদম্।
দক্ষঃ প্রোবাচ কন্দর্পং পত্নীং তস্য নিদেশয়ন্ ॥ ১৮

দক্ষ উবাচ—

মদ্দেহজেয়ং কন্দর্প মদ্রূপগুণসংবৃতা।
এনাং গৃহাণ ভার্য্যার্থে ভবতঃ সদৃশীং গুণৈঃ ॥ ১৯
এষা তব মহাতেজাঃ সর্ব্বদা সহচারিণী।
ভবিষ্যতি যথাকামং ধর্ম্মতো বশবর্ত্তিনী ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ দক্ষো দেহস্বেদাম্বুসম্ভবাম্।
কন্দর্পায়াগ্রতঃ কৃত্বা নাম কৃত্বা রতীতি তাম্ ॥ ২১

এখন আমার ক্রোধ-শান্তি হইয়াছে। মনোভব! যেরূপে শাপ মোচন হইবে, তাহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি। ১৩

মদন! তুমি মহাদেবের নয়নানলে ভস্মীভূত হইয়া পশ্চাৎ তাঁহার অনুগ্রহে আবার শরীর পাইবে। ১৪

যখন, দেবাদিদেব মহাদেব দারপরিগ্রহ করিবেন; তখন তিনিই তোমাকে শরীরী করিবেন। ১৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—লোক-পিতামহ ব্রহ্মা মদনকে এই কথা বলিয়া মানস-সম্ভূত মুনিবরগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। ১৬

সর্ব্ববিধাতা ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে, মহাদেব, বায়ুবৎ শীঘ্রগামী বৃষভে আরোহণপূর্ব্বক অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। ১৭

বিধাতা অন্তর্হিত হইলে এবং মহাদেব নিজালয়ে গমন করিলে, দক্ষ মদনের পত্নী নির্দ্দেশ করিলেন। ১৮

দক্ষ তাঁহাকে বলিলেন,—কন্দর্প! এই আমার দেহজাত কন্যা; আমার রূপ গুণ ইহাতে বিদ্যমান; ইনি গুণে তোমার অনুরূপা বটে; ইঁহাকে বিবাহ কর। ১৯

এই মহাতেজস্বিনী রমণী তোমার সতত সহচারিণী এবং তোমার ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মতঃ বশবর্ত্তিনী হইবেন। ২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দক্ষ এই কথা বলিবার পর নিজ শরীরের স্বেদজল-

তাং বীক্ষ্য মদনো রামাং রত্যাখ্যাং সুমনোহরাম্ ।
আত্মাশুগেন বিদ্ধোঽসৌ মুমোহ রতিরঞ্জিতঃ ॥ ২২
ক্ষণপ্রভাবদেকান্তগৌরী মৃগদৃশী সদা ।
লোলাপাঙ্গা যথ তস্যৈব স্বশীয সদৃশী বধ্বৌ ॥ ২৩
তস্যা ভ্রূযুগলং বীক্ষ্য সংশয়ং মদনোঽকরোৎ ।
উন্মাদকং মে কোদণ্ডঃ কিং ধাত্রাস্যাং নিবেশিতম্ ॥ ২৪
কটাক্ষাণামাশুগতিং দৃষ্ট্বা তস্যা দ্বিজোত্তমাঃ ।
আশুগত্বং নিজাস্ত্রাণাং শ্রদ্দধে ন চ চারুতাম্ ॥ ২৫
তস্যাঃ স্বভাবসুরভিং ধীরং শ্বাসানিলং তথা ।
আঘ্রায় মদনঃ শ্রদ্ধাং ত্যক্তবান্ মলয়ানিলে ॥ ২৬
পূর্ণেন্দুসদৃশং বক্ত্রং দৃষ্ট্বা ভ্রূলক্ষ্মলক্ষিতম্ ।
ন নিশ্চিকায় মদনো ভেদং তন্মুখচন্দ্রয়োঃ ॥ ২৭
সুবর্ণপদ্মকলিকাতুল্যং তস্যাঃ কুচদ্বয়ম্ ।
রেজে চুচুকযুগ্মেন ভ্রমরেণেব সেবিতম্ ॥ ২৮
দৃঢ়পীনোন্নতমন-স্তনমধ্যাদ্বিলম্বিনীম্
আ নাভিতো লোমরাজীং তন্বীং চার্বাঙ্কতাং শুভাম্ ॥ ২৯
জ্যাং পুষ্পধনুষঃ কামঃ ষট্পদাবলিসম্ভৃতাম্ ।
বিসস্মার চ যস্মাত্তাং বিগ্রহেণাং নিরীক্ষতে ॥ ৩০
গম্ভীরনাভিরন্ধ্রান্ত-শ্চতুষ্পার্শ্বস্থগাত্রতাম্ ।
আননাত্তেক্ষণবক্ষ-মারক্তকমলং যথা ॥ ৩১

সম্ভূত কন্যাকে সম্মুখে করিয়া তাহাকে রতি নামে অভিহিত করত কন্দর্পের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। ২১

মদন, সেই রতি-নাম্নী মনোহরা রমণীকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র নিজ শরে বিদ্ধ হইয়া রতি-অনুরাগে মুগ্ধ হইলেন। ২২

সৌদামিনীর ন্যায় অতিশয় গৌরবর্ণা সেই চঞ্চলাপাঙ্গী মৃগনয়না রমণী তাঁহারই অনুরূপ ভার্য্যা হইয়া বড় শোভা পাইলেন। ২৩

মদন তাঁহার ভ্রূযুগল দেখিয়া সংশয় করিয়াছিলেন যে, বিধাতা কি আমার উন্মাদন নামক শরাসন এই রমণীতে নিবেশিত করিয়াছেন? ২৪

হে দ্বিজবরগণ! মদন, তদীয় কটাক্ষের আশুগামিতা দেখিয়া স্বীয় অস্ত্রগণের আশুগতা বা চারুতার উপর বীত-শ্রদ্ধ হইলেন ২৫

মদন, তাঁহার স্বভাব সুগন্ধ মৃদু নিশ্বাসবায়ু আঘ্রাণ করিয়া মলয় পবনে শ্রদ্ধাহীন হইলেন। ২৬

মদন, ভ্রূরেখা-লাঞ্ছিত পূর্ণচন্দ্রনিভ তদীয় বদন অবলোকন করিয়া সেই মুখ ও প্রকৃত চন্দ্রের পার্থক্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইলেন না। ২৭

ভ্রমরসেবিত সুবর্ণকমলকলিকাকার তদীয় কুচদ্বয়, চুচুকযুগলযোগে শোভা পাইয়াছিল। ২৮

তাঁহার দৃঢ় পীবর সমুন্নত পরস্পরসংলগ্ন স্তনযুগলের মধ্য হইতে নাভিপর্য্যন্ত লম্বমান, বিরল দীর্ঘ কমনীয় লোমাবলী দেখিয়া বোধ হয়, কাম নিজ কুসুম শরাসনের ভ্রমরপূর্ণ মৌর্ব্বী ভুলিয়া গিয়াছিলেন; নতুবা সেই মৌর্ব্বী ত্যাগ করিয়া ইহা দেখিতে এত ব্যগ্র হইবেন কেন? ২৯-৩০

ক্ষীণা মধ্যেন বপুষা নিসর্গাষ্টপদপ্রভা।
রুক্মবেদীব দদৃশে কামেন দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩২
রম্ভাস্তম্ভায়তস্নিগ্ধং তদূরুযুগলং মৃদু।
নিজশক্তিসমং কামো বীক্ষাঞ্চক্রে মনোহরম্ ॥ ৩৩
আরক্তপার্ষ্ণিপাদাগ্র-প্রান্তভাগং পদদ্বয়ম্।
অনুরাগময়ং চিত্রং স্থিতং তস্যাঃ মনোভবঃ ॥ ৩৪
তস্যাঃ করযুগং রক্ত-নখরৈঃ কিংশুকোপমৈঃ।
বৃত্তাভিরঙ্গুলীভিশ্চ সূক্ষ্মাগ্রাভির্মনোহরম্ ॥ ৩৫
ইতি দৃষ্ট্বা স্মরো মেনে মমাস্ত্রৈর্দ্বিগুণীকৃতৈঃ।
মাং মোহয়িতুমুদ্যুক্তা কিমেষা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩৬
তদ্বাহুযুগলং কান্তং মৃণালযুগলায়তম্।
মৃদুস্নিগ্ধং ররাজাতি-কান্তি স্রোতপ্রবাহবৎ ॥ ৩৭
নীলনীরদসঙ্কাশঃ কেশপাশো মনোহরঃ।
চমরীবালভরবদ্বিভাতি স্ম স্মরপ্রিয়ঃ ॥ ৩৮
তাং বীক্ষ্য মদনো দেবীং রতীমতিমনোহরাম্।
কান্তিতোয়ৌঘসম্পূর্ণাং কুচবক্ত্রাজফুল্লনাম্ ॥ ৩৯

তদীয় গভীর নাভিরন্ধ্র যথাস্থলে, চারিপাশের চর্ম্ম দ্বারা সংবৃত রন্ধ্রমুখ ক্ষুদ্রায়তন ; তাঁহার মুখ ও নয়নযুগল আরক্ত-কমল-সন্নিভ। ৩১

একে তাঁহার বর্ণ স্বভাবতঃ সুবর্ণসদৃশ, তাহাতে আবার মধ্যদেশে ক্ষীণ ; হে দ্বিজবরগণ! কাজেই কাম তাঁহাকে স্বর্ণবেদীর ন্যায় * দেখিতে লাগিলেন। ৩২

কাম, কদলীস্তম্ভবৎ আয়ত ও স্নিগ্ধ কমনীয় কোমল ঊরুযুগল, নিজ শক্তি বোধে দেখিতে লাগিলেন। ৩৩

তাঁহার বিচিত্র পদদ্বয়ের পার্ষ্ণি, পদাগ্র ও প্রান্তভাগ সকলই আরক্ত। মদন, সেই রক্তিমাকে আপনার প্রতি রতির অনুরাগ বোধ করিয়াছিলেন। ৩৪*

হে দ্বিজসত্তমগণ! কিংশুক-কুসুম-সদৃশ নখর-নিকরে ও সূক্ষ্মাগ্র নিখুঁত অঙ্গুলীযোগে মনোহর রক্তবর্ণ তদীয় কর-যুগল দেখিয়া মদন ভাবিলেন,—রতি কি আমার অস্ত্রই দ্বিগুণ করিয়া তদ্দ্বারা আমাকে মোহিত করিতে উদ্যোগ করিয়াছেন। ৩৫-৩৬

কাম ভাবিলেন ;—বুঝি লাবণ্য জল প্রবাহই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ইঁহার মৃণালযুগলসদৃশ স্নিগ্ধ কোমল আয়ত কমনীয় বাহুযুগলসদৃশ আসিতেছে। তাঁহার নীলনীরদ-সন্নিভ মদনমোহন মনোহর কেশপাশ, চমরী মৃগীর পুচ্ছস্থিত কেশগুচ্ছের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। ৩৭

মদন, সেই মতিজন-মনোহারিণী রতি দেবীকে দেখিয়া—মহাদেব যেমন গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রীতি-প্রফুল্লনয়নে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ৩৮

রতিদেবীও সাক্ষাৎ গঙ্গা ; কেননা গঙ্গার সকল চিহ্নই তাঁহাতে বর্ত্তমান,

---

* অথর্ববেদিগণ যজ্ঞীয় বেদীর মধ্যস্থল ক্ষীণ করিয়া থাকেন।

* ১ "অনুরাগময়ং চিত্রম্" এই পাঠানুসারে ব্যাখ্যা করা হইল।

২। "অনুরাগময়ং মিত্রং" এই পাঠও আছে—তাহার অর্থ "অনুরাগরূপী বন্ধু"! এ পাঠ অপেক্ষা প্রথমোক্ত পাঠ স্ফুটার্থযুক্ত।

বক্ত্রপদ্মাং চারুবাহু-মৃণালীশকলাম্বিতাম্ ।
ভ্রূযুগ্মবিভ্রমব্রাত-তনূর্মিপরিরাজিতাম্ ॥ ৪০
কটাক্ষপাতভৃঙ্গৌঘাং স্বনীলোৎপলান্বিতাম্ ।
তনূলোমাবলিশৈবালাং মনোদ্রুমবিশাতিনীম্ ॥ ৪১
নিম্ননাভিহ্রদাং দক্ষ-প্রালেয়াদ্রিসমুদ্ভবাম্ ।
গঙ্গামিব মহাদেবো জগ্রাহোৎফুল্ললোচনঃ ॥ ৪২
উবাচ চ তদা দক্ষং কামো মোদভরান্বিতঃ ।
বিস্মৃত্য শাপজং তদা বিধিদত্তং সুদারুণম্ ॥ ৪৩

মদন উবাচ—

অনয়া সহচারিণ্যা সম্যক্ সুন্দররূপয়া ।
সমর্থো মোহিতুং শম্ভুং কিমন্যৈর্জন্তুভির্বিভো ॥ ৪৪
যত্র যত্র ময়া লক্ষ্যং ক্রিয়তে মনুযোঽনঘ ।
তত্রানয়াপি চেষ্টব্যং মায়য়া রমণাহ্বয়া ॥ ৪৫
যদা দেবালয়ং যামি পৃথিবীং বা রসাতলম্ ।
তদৈষাপ্যস্তু সধ্রীচী সর্ব্বদা চারুহাসিনী ॥ ৪৬
যথা পদ্মালয়া বিষ্ণোর্জ্জলদানাং যথা তড়িৎ ।
তথা মমৈষা ভবিতা প্রজানাথ-সহায়িনী ॥ ৪৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা মদনো দেবীং রতীং জগ্রাহ সোৎসুকঃ ।
সাগরাদুত্থিতাং লক্ষ্মীং হৃষীকেশ ইবোত্তমাম্ ॥ ৪৮
যুয়াজ স তয়া সার্দ্ধং ভিন্নপীতপ্রভঃ স্মরঃ ।
জীমূত ইব সন্ধ্যায়াং সৌদামিন্যা মনোজ্ঞয়া ॥ ৪৯

তিনি কান্তিরূপ জলপ্রবাহে পূর্ণ ; তাঁহার কুচাগ্রযুগল কমল-কলিকা ; বদন-মণ্ডল প্রফুল্লকমল ; সুন্দর বাহু মৃণালখণ্ড ; ভ্রূভঙ্গী তাঁহার ক্ষুদ্র তরঙ্গ ; কটাক্ষ-পাত উত্তুঙ্গলহরী ; নয়নযুগল নীলোৎপল ; ক্ষীণ লোমাবলী তাঁহার শৈবাল ; নিম্ননাভি তাঁহার আবর্ত্ত ; লোকের চিত্তরূপ বৃক্ষ আত্মসাৎ করিতেও তিনি সুপটু , আর দক্ষ-প্রজাপতিস্বরূপ হিমালয় গিরি হইতে তাঁহার উৎপত্তি । ৩৯-৪২

কাম তখন সাতিশয় প্রমোদ বশত সেই ব্রহ্মদত্ত নিদারুণ শাপ বিস্মৃত হইয়া দক্ষকে বলিলেন ,—প্রভো ! এই সম্পূর্ণ সুন্দর-রূপশালিনী রমণী আমার সহচারিণী হইলে আমি এখন মহাদেবকে মোহিত করিতে পারিব, অন্য প্রাণীর কথা কি বলিব কি ? ৪৩-৪৪

হে অনঘ ! আমি যে যে স্থান লক্ষ্য করিয়া শরাসন ধরিব, তথায় তথায় ইঁহাকেও রমণ-মায়াযোগে আমার অনুকূলে চেষ্টা করিতে হইবে । ৪৫

আমি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের মধ্যে যখন যেখানে যাইব, এই সতত-চারু-হাসিনী তখনই আমার সহগামিনী হইবেন । ৪৬

হে প্রজাপতি ! নারায়ণের যেমন লক্ষ্মী, জলদজালের যেমন সৌদামিনী, তদ্রূপ ইনিও যেন সর্ব্বদা আমার সহচারিণী হন । ৪৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মদন এই কথা বলিয়া নারায়ণ যেমন সাগরোত্থিতা

ইতি রতিপতিরুচ্চৈর্মোদযুক্তো রতীং তাং
হৃদি পরিজগৃহে যাং যোগদর্শীব বিদ্যাম্।
রতিরপি পতিমগ্র্যং প্রাপ্য তোষঞ্চ লেভে।
হরিমিব কমলোত্থা পূর্ণচন্দ্রোপমাস্যা ॥ ৫০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ প্রভৃতি ধাতাপি যদেবাভিহিতং পুরা।
চিন্তয়ামাস সততং শম্ভুবাক্যবিমানিতঃ ॥ ১
কান্তাভিলাষমাত্রং মে দৃষ্ট্বা শম্ভুরগর্হয়ৎ।
মুনীনাং পুরতঃ কস্মাৎ স দারান্ স গ্রহীষ্যতি ॥ ২
কা বা ভবিত্রী তজ্জায়া কা চ তন্মনসি স্থিতা।
যোগমার্গমবজ্ঞাপ্য তস্য মোহং করিষ্যতি ॥ ৩

লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ উত্তমা রমণী রতিদেবীকে উৎসুক্য সহকারে গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে মেঘ যেমন মনোহর সৌদামিনীসহ শোভা পায়, স্ফুট গৌরবর্ণ কামদেব রতিসহ সেইরূপ শোভা পাইলেন। ৪৮-৪৯

এইরূপে সাতিশয় আনন্দযুক্ত রতিপতি,—যোগী যেমন বিদ্যাকে (তত্ত্বজ্ঞান) হৃদয়ে ধারণ (চিন্তা) করেন, তদ্রূপ সেই রতিদেবীকে হৃদয়ে (বক্ষঃস্থলে) ধারণ করিলেন। জলধিনন্দিনী হরিকে পতিরূপে পাইয়া যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্রবদনা রতিদেবীও শ্রেষ্ঠ স্বামী পাইয়া সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিলেন। ৫০

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩

চতুর্থ অধ্যায়

মহাদেবকে কামবশ করিতে ব্রহ্মার উদ্যোগ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইতিপূর্ব্বে বিধাতা মহাদেবের বাক্যে অবমানিত হইয়া যখন অন্তর্হিত হন, তদবধি চিন্তা করিতে লাগিলেন ; —রমণীতে অভিলাষ মাত্র দেখিয়া মহাদেব আমাকে নিন্দা করিলেন, তিনি নিজে মুনিগণের সমক্ষে দারপরিগ্রহ করিবেন কিরূপে ? ১-২

আর তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী যিনি, তাঁহার হৃদয়স্থিত যোগমার্গে অনাস্থা জন্মাইয়া তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবেন, এমন রমণীই বা কে, যে তাঁহার জায়া হইবেন ? ৩

মন্মথোঽপি সমর্থো নো ভবিষ্যত্যস্য মোহনে।
নিতান্তযোগী রামাণাং নামাপি সহতে ন সঃ ॥ ৪
অগৃহীতেষু দারেষু হরেণ কথমাদিতঃ।
মধ্যো চৈব ভবেৎ সৃষ্টিস্তথো নান্তকারিতঃ ॥ ৫
কেচিদ্ভবিষ্যন্তি ভুবি ময়া বধ্যা মহাবলাঃ।
কেচিদ্বিষ্ণোর্বধনীয়াঃ কেচিচ্ছম্ভোরুপায়তঃ ॥ ৬
সংসারবিমুখে শম্ভৌ তথৈকান্তবিরাগিণি।
অস্মাদৃতে ন কর্ম্মাস্যং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭
চিন্তয়ন্নিতি লোকেশো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
পুনর্দদর্শ ভুবিষ্ঠান্ দক্ষাদীন্ বিয়তি স্থিতঃ ॥ ৮
রতিদ্বিতীয়ং মদনং মোদযুক্তং নিরীক্ষ্য চ।
পুনস্তত্র গতঃ প্রাহ সান্ত্বয়ন্ পুষ্পসায়কম্ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ—

অনয়া সহচারিণ্যা রাজসে ত্বং মনোভব।
এষা চ ভবতা পত্যা যুক্তা সংশোভতে ভৃশম্ ॥ ১০
যথা শ্রিয়া হৃষীকেশো যথা তেন হরিপ্রিয়া।
ক্ষণদা বিধুনা যুক্তা তয়া যুক্তো যথা বিধুঃ ॥ ১১
তথৈব যুবয়োঃ শোভা দাম্পত্যঞ্চ পুরস্কৃতম্।
অতস্ত্বং জগতঃ কেতুর্বিশ্বকেতুর্ভবিষ্যসি ॥ ১২

কামও তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবে না। তিনি অত্যন্ত যোগাসক্ত, স্ত্রীলোকের নামও ভালবাসেন না। ৪

মহেশ্বর দারপরিগ্রহ না করিলে আদি, মধ্য ও অন্তে সৃষ্টি হইবে কিরূপে? তাহা হইলে সৃষ্টিলোপ-নিবারণও অপরের সাধ্যাতীত। ৫

কোন কোন মহাবীর ভূতলে জন্মিবে, তাহাদের কাহারা উপায়তঃ আমার বধ্য; কাহারাও উপায়তঃ বিষ্ণুর বধ্য, কাহারও বা উপায়তঃ মহাদেবের বধ্য। ৬

শম্ভু একান্ত বৈরাগ্যসম্পন্ন ও সংসারপরাঙ্মুখ হইলে সৃষ্টি চলিবে কিরূপে? ইনি ভিন্ন অপরে ইঁহার কর্ম্ম করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়। ৭

লোক-পিতামহ লোকেশ ব্রহ্মা ইহা চিন্তা করত গগনমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া পুনরায় ভূতলস্থিত দক্ষাদিকে অবলোকন করিলেন। ৮

তিনি মদনকে রতিসহচর ও আনন্দযুক্ত দেখিয়া পুনর্ব্বার তথায় গমনপূর্ব্বক পুষ্পশরকে সান্ত্বনা করত বলিলেন। ৯

হে মনোভব। এই রমণীকে সহচারিণী পাইয়া তোমার শোভা হইয়াছে; আর এই রমণীও তোমাকে পতিরূপে পাইয়া যোগ্যসমাগম প্রযুক্ত অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। ১০

যেমন লক্ষ্মীযোগে নারায়ণ ও নারায়ণযোগে লক্ষ্মী, যেমন শশি-যোগে নিশা ও নিশা-যোগে শশী—সেইরূপ তোমরা উভয়েই পরস্পরে শোভিত এবং উৎকৃষ্ট দাম্পত্যভাবে অনুপ্রাণিত। অতএব তুমি জগতের কেতু (শ্রেষ্ঠ) এই জন্য তুমি বিশ্বকেতু নামে বিখ্যাত হইবে। ১১-১২

জগদ্ধিতায় বৎস ত্বং মোহয়স্ব পিনাকিনম্ ।
যথা সুখমনাঃ শম্ভুঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্ ॥ ১৩
বিজনে স্নিগ্ধদেশে চ পর্ব্বতেষু সরিৎসু চ ॥ ১৪
যত্র তত্র প্রয়াতীশস্তত্র তত্রানয়া সহ ।
মোহয়স্ব যতাত্মানং বনিতাবিমুখং হরম্ ॥ ১৫
ত্বদৃতে বিদ্যতে নান্যঃ কশ্চিদস্য বিমোহকঃ ॥ ১৬
ত্বত্তে হরে সানুরাগে ভবতোঽপি মনোভব ।
শাপোপশান্তির্ভবিতা তস্মাদাত্মহিতং কুরু ॥ ১৭
সানুরাগো বরারোহাং যদীচ্ছতি মনোভব ।
তদা তবোপভোগায় স ত্বাং সম্ভাবয়িষ্যতি ॥ ১৮
তস্মাজ্জগদ্ধিতায় ত্বং যতস্ব হরমোহনে ।
বিশ্বস্য ভব কেতুস্ত্বং মোহয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
উবাচ মন্মথস্তথ্যং ব্রহ্মাণং জগতো হিতম্ ॥ ২০

মন্মথ উবাচ—

করিষ্যেঽহং তব বিভো বচনাচ্ছম্ভুমোহনম্ ।
কিন্তু যোষিন্মহাস্ত্রং মে তত্র কান্তাং প্রভো সৃজ ॥ ২১
ময়া সম্মোহিতে শম্ভৌ যয়া তস্যানুমোহনম্ ।
কার্য্যং মনোরমাং রামাং তাং নিদেশয় লোককৃৎ ॥ ২২

হে বৎস। তুমি জগতের হিতার্থে মহাদেবকে ভুলাও ; তিনি যেন প্রীত-মনে দারপরিগ্রহ করেন। ১৩

নির্জ্জন স্নিগ্ধ প্রদেশেই হউক, পর্ব্বতেই হউক, আর নদীতেই হউক, ঈশ্বর যেখানে যেখানে যাইবেন তুমি এই রতিদেবীর সহিত তথায় তথায় গিয়া সেই বনিতা-পরাঙ্মুখ সংযতচিত্ত হরকে ভুলাইবে। ১৪-১৫

তুমি ভিন্ন তাঁহাকে ভুলাইতে পারে, এমন লোক কেহ নাই। ১৬

হে মনোভব! মহাদেবের রমণী-অনুরাগ সঞ্চার হইলে তোমারও শাপ-মোচন হইবে। অতএব এই আত্মহিতকর কার্য্য করিতে বিমুখ হইও না। ১৭

যদি মহেশ্বর অনুরাগ সহকারে কোন বরভোরু রমণীর প্রতি স্পৃহা করেন, তাহা হইলে তখন তিনি তাৎকালিক ভাবের উপযোগী বলিয়া তোমাকে সম্মানিত করিবেন। ১৮

অতএব তুমি জগতের হিতার্থে মহাদেবকে ভুলাইতে যত্ন কর। আর তাঁহাকে ভুলাইয়া তুমি বিশ্বকেতু হও। ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মন্মথ পরমাত্মা ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া জগতের হিতজনক যথার্থ কথা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ;—প্রভো! আমি আপনার বচনানুসারে মহাদেবকে ভুলাইব। কিন্তু আমার প্রধান অস্ত্র রমণী ; আপনি নির্জ্জনে সৃজন করুন। ২০-২১

হে বিধাতঃ! আমি শম্ভুকে ভুলাইলে পর যিনি তাহার পরেও তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন, এইরূপ মনোরমা রমণী আমাকে বলিয়া দিন ২২

তামহং নহি পশ্যামি যয়া তস্যানুমোহনম্ ।
কর্তব্যমধুনা ধাতস্তত্রোপায়ং তথা কুরু ॥ ২৩
এবংবাদিনি কন্দর্পে ধাতা লোকপিতামহঃ ।
কুর্য্যাং সম্মোহনীং যোষামিতি চিন্তাং জগাম হ ॥ ২৪
চিন্তাবিষ্টস্য তস্যাথ নিঃশ্বাসো যো বিনিঃসৃতঃ ।
তস্মাদ্বসন্তঃ সঞ্জাতঃ পুষ্পব্রাতবিভূষিতঃ ॥ ২৫
চূতাঙ্কুরান্ কুড্মলিতান্ বিভ্রদ্ভ্রমরসংহতিম্ ।
কিংশুকান্ সারসান্ রেজে প্রফুল্ল ইব পাদপঃ ॥ ২৬
শোণরাজীবসঙ্কাশঃ ফুল্লতামরসেক্ষণঃ ।
সন্ধ্যোদিতাখণ্ডশশি-প্রতিমাস্যঃ সুনাসিকঃ ॥ ২৭
শঙ্খবচ্চরণাবর্তঃ শ্যামকুঞ্চিতমূর্দ্ধজঃ ।
সন্ধ্যাংশুমালিসদৃশ-কুণ্ডলদ্বয়মণ্ডিতঃ ॥ ২৮
প্রমত্তমাতঙ্গগতির্বিস্তীর্ণহৃদয়স্থলঃ ।
পীনস্কন্ধায়তভুজঃ কঠোরকরযুগ্মকঃ ॥ ২৯
সুবৃত্তোরুকটীজঙ্ঘঃ কম্বুগ্রীবোন্নতাংসকঃ ।
গূঢ়জত্রুঃ পীনবক্ষাঃ সম্পূর্ণঃ সর্বলক্ষণৈঃ ॥ ৩০
তাদৃশেঽথ সমুৎপন্নে সম্পূর্ণে কুসুমাকরে ।
ববৌ বায়ুঃ স সুরভিঃ পাদপা অপি পুষ্পিতাঃ ॥ ৩১
পিকাশ্চ নেদুঃ শতশঃ পঞ্চমং মধুরস্বরাঃ ।
প্রফুল্লপদ্মা অভবন্ সরস্যঃ পুষ্টপুষ্করাঃ ॥ ৩২

যিনি তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন, বর্তমান সময়ে এরূপ রমণী আমি ত দেখিতে পাই না ; অতএব আপনি তদ্বিষয়ে উপায় করুন। ২৩

কন্দর্প এই কথা বলিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিলেন, কোন রমণী মহাদেবকে ভুলাইতে পারিবেন ? ২৪

অনন্তর চিন্তাকুল বিধাতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল ; তাহা হইতে কুসুমসংহতি-ভূষিত বসন্ত উৎপন্ন হইলেন। ২৫

বসন্ত অলিকুলসঙ্কুল মুকুলিত চূতাঙ্কুর, কিংশুক কুসুম ও কমলশ্রেণী ধারণ করত ফুল্লকুসুমিত তরুবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৬

তাঁহার রক্তকমল সদৃশ বর্ণ, নলিনাভ লোচনযুগল, সন্ধ্যাকালীন পূর্ণ শশধরের ন্যায় মুখমণ্ডল, তাঁহার সুন্দর নাসিকা, শঙ্খসদৃশ চরণাবর্ত, কুন্তলজাল নীলকুঞ্চিত। তিনি অস্ত গমনোন্মুখ দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ কুণ্ডল-যুগলে ভূষিত। ২৭-২৮

তাঁহার গতি মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ; তাঁহার নিতম্ব পীবর দীর্ঘ ভুজযুগল, অকর্কশ কঠিন করতলদ্বয় ; তাঁহার ঊরু, কটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত, গ্রীবা কম্বুসন্নিভ, স্কন্ধ উন্নত, জত্রুদেশ গূঢ় এবং মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ। ২৯-৩০

সেই সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত পূর্ণাবয়ব কুসুমাকর উৎপন্ন হইলে উত্তম সদগন্ধপূর্ণ বায়ু বহিতে লাগিল এবং তরুনিকর পুষ্পিত হইল। ৩১

মধুরস্বর কোকিলকুল শতশতবার পঞ্চমস্বরে গান করিতে লাগিল। আর সুনির্মল সরসীসলিলে কমলরাজি বিকশিত হইল। ৩২

তমুৎপন্নমবেক্ষ্যাথ তথা ভূশমুগত্তমম্।
হিরণ্যগর্ভো মদনং জগাদ মধুরং বচঃ ॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ—

এষ মন্মথ তে মিত্রং সদা সহচরো ভবেৎ।
আনুকূল্যং তব কৃতৌ সর্ব্বদৈব করিষ্যতি ॥ ৩৪
যথাগ্নেঃ শ্বসনো মিত্রং সর্ব্বত্রোপকরোতি চ।
তথায়ং ভবতো মিত্রং সদা ত্বামনুযাস্যতি ॥ ৩৫
বসতেরন্তহেতুত্বাদ্ বসন্তাখ্যো ভবত্বয়ম্।
তবানুগমনং কর্ম্ম তথা লোকানুরঞ্জনম্ ॥ ৩৬
অসৌ বসন্তে শৃঙ্গারো বসন্তে মলয়ানিলঃ।
ভবন্তু সুহৃদো ভাবাঃ সদা ত্বদ্বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৩৭
বিব্বোকাদ্যাস্তথা হাবাশ্চতুঃষষ্টিকলাস্তথা।
কুর্ব্বন্তু রত্যাঃ সৌহার্দ্দং সুহৃদস্তে যথা তব ॥ ৩৮
এভিঃ সহচরৈঃ কাম বসন্তপ্রমুখৈর্ভবান্।
অনয়া সহচারিণ্যা ত্বং যুক্তঃ পরিবারয়া ॥ ৩৯
মোহয়স্ব মহাদেবং কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্।
যথেষ্টদেশং গচ্ছ ত্বং সর্ব্বৈঃ সহচরৈর্বৃতঃ।
অহং তাং ভাবয়িষ্যামি যা হরং মোহয়িষ্যতি ॥ ৪০
এবমুক্তোঽথ মদনঃ সুরজ্যেষ্ঠেন হর্ষিতঃ।
জগাম সগণস্তত্র সপত্ন্যানুচরস্তদা ॥ ৪১

সেই সুলক্ষণপূর্ণ বসন্ত সেইরূপে উৎপন্ন হইলেন দেখিয়া হিরণ্যগর্ভ মদনকে মধুর বচনে বলিলেন,—মন্মথ! এই ব্যক্তি তোমার পরম মিত্র ও সতত সহচর হইবে, আর তোমার কার্য্যে সর্ব্বদাই আনুকূল্য করিবে। ৩৩-৩৪

বায়ু যেমন অগ্নির মিত্র বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার উপকার করেন, সেইরূপ এই তোমার বন্ধু সর্ব্বদা তোমার অনুগমন করিবেন। ৩৫

বসতির অন্ত হেতু বলিয়া অর্থাৎ প্রবাসীকে প্রবাসে থাকিতে দেন না বলিয়া ইহার নাম হউক "বসন্ত"। তোমার অনুগমন এবং লোকরঞ্জনই ইহার কর্ম্ম। ৩৬

বসন্তেই শৃঙ্গার এবং মলয় পবন বসন্তেরই উপকরণ। সমস্ত ভাব তোমার সতত বশবর্ত্তী সুহৃদ্ হউক। ৩৭

আর এই সকল সুহৃদ্‌গণের সহিত তোমার যেমন সৌহার্দ্দ, সেইরূপ বিব্বোকাদি হাব এবং চতুঃষষ্টি কলা রতির সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করুন। ৩৮

কাম তুমি বসন্ত প্রভৃতি এই সকল সহচর ও কথিত পরিজন-পরিবৃতা সহচরী এই রতি দেবীর সহিত মিলিত হও। ৩৯

মহাদেবকে মোহিত কর; এই সৃষ্টিকে চিরস্থায়িনী কর। তুমি সকল সহচরে পরিবৃত হইয়া ইচ্ছামত প্রদেশে গমন কর। আর যিনি হরকে ভুলাইতে পারিবেন, এইরূপ রমণী, যাহাতে হয়, আমি তাহা করিতেছি। ৪০

সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে মদন আনন্দিত হইয়া পত্নী-সমভিব্যাহারে তদীয় চরণে প্রণিপাত করিলেন। ৪১

দক্ষং প্রণম্য তান্ সর্ব্বান্ মানসানভিবাদ্য চ।
যত্রাস্তি শম্ভুর্গতবাংস্তৎস্থানং মন্মথস্তদা ॥ ৪২
তস্মিন্ গতে সানুচরেঽথ মন্মথে
শৃঙ্গারভাবাদিযুতে দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রোবাচ দক্ষং মধুরং পিতামহঃ
সার্দ্ধং মরীচ্যত্রিমুখৈর্ম্মুনীশ্বরৈঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। ৪

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মা তদোবাচ দক্ষায় সুমহাত্মনে।
মরীচিপ্রমুখেভ্যশ্চ বচনঞ্চেদমগ্রজঃ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

ভবিত্রী শম্ভুপত্নী কা কা তং সম্মোহয়িষ্যতি।
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ কান্তাং ন স্থিরীকর্ত্তুমুৎসহে ॥ ২
বিষ্ণুমায়ামৃতে দক্ষ মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
নান্যা তন্মোহকর্ত্রী স্যাৎ সন্ধ্যাসাবিত্র্যমাদৃতে ॥ ৩
তস্মাদহং বিষ্ণুমায়াং যোগনিদ্রাং জগৎপ্রভুম্।
স্তৌমি সা চারুরূপেণ শঙ্করং মোহয়িষ্যতি ॥ ৪

তখন মন্মথ, যেখানে শিব ছিলেন, দক্ষকে এবং সেই সমস্ত ব্রহ্মার মানস পুত্রদিগকে অভিবাদন করিয়া তথায় গমন করিলেন। ৪২

হে দ্বিজবরগণ! সেই মন্মথ, অন্যান্য অনুচর ও শৃঙ্গারাদি ভাবগণ সমভিব্যাহারে গমন করিলে পিতামহ দক্ষ ও মরীচি অত্রিপ্রভৃতি মুনিবরগণকে মধুর বচনে বলিয়াছিলেন। ৪৩

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক মহামায়ার স্তব।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মা, তখন মহাত্মা দক্ষকে এবং মরীচি প্রভৃতিকে এই কথা বলিলেন। ১

ব্রহ্মা বলিলেন, কোন্ রমণী শম্ভুর পত্নী হইবেন? কোন্ রমণী তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবেন? এইরূপ চিন্তা করিতেছি। কিন্তু কাহাকেও শিবপত্নী বলিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ২

দক্ষ! সন্ধ্যা ও সাবিত্রীর আরাধ্য দেবতা জগন্ময়ী মহামায়া বিষ্ণুমায়া ব্যতীত শিবকে ভুলাইতে পারে, এমন নারী কেহ নাই। ৩

ভবাংস্তু দক্ষ তামেব যজতাং বিশ্বরূপিণীম্।
যথা তব সুতা ভূত্বা হরজায়া ভবিষ্যতি ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বচনমাকর্ণ্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
উবাচ দক্ষঃ স্রষ্টারং মরীচ্যাদিভিরীরিতঃ ॥ ৬

দক্ষ উবাচ—

যথার্থ ভগবংস্তথ্যং ত্বং লোকেশ জগদ্ধিতম্।
তৎকরিষ্যামহে সম্যগ্ যথা স্যাত্তন্মনোহরা ॥ ৭
তথা তথা যতিষ্যামি যথা মম সুতা স্বয়ম্।
বিষ্ণুমায়া ভবেৎ পত্নী ভূত্বা শম্ভোর্মহাত্মনঃ ॥ ৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমেবেতি তৈরুক্তং মরীচিপ্রমুখৈস্তদা।
যষ্টুং দক্ষঃ সমারেভে মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ॥ ৯
ক্ষীরোদোত্তরতীরস্থাং কৃত্বা হৃদয়স্থিতাম্।
তপস্তপ্তুং সমারেভে দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতোঽম্বিকাম্ ॥ ১০
দিব্যবর্ষেণ দক্ষোঽপি সহস্রাণাং ত্রয়ং সমাঃ।
তপশ্চচার নিয়তঃ সংযতাত্মা দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১১
মারুতাশী নিরাহারো জলাহারী চ পর্ণভুক্।
এবং নিনায় তৎকালং চিন্তয়ংস্তাং জগন্ময়ীম্ ॥ ১২

অতএব আমি জগজ্জননী যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়াকে স্তব করি, তিনি সুন্দর রূপে তাঁহাকে মোহিত করিবেন। ৪

দক্ষ! তুমিও সেই বিশ্বময়ীরই পূজা কর, তিনি যেন তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পরমাত্মা ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া দক্ষ, মরীচিপ্রভৃতির বচনানুসারে সেই সৃষ্টিকর্ত্তাকে বলিলেন। ৬

দক্ষ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি জগতের হিতজনক যে যথার্থ কথা বলিয়াছেন, হে লোকেশ! আমরা তদনুসারে কার্য্য করিব। ৭

বিষ্ণুমায়া ব্যতীত শিবের মনোহরণ করিতে অপর কেহ পারিবে না, ইহা স্থির বটে। স্বয়ং বিষ্ণুমায়া যাহাতে আমার কন্যা হইয়া মহাত্মা শিবের পত্নী হন, আমি তদনুরূপ চেষ্টা করিব। ৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, "এই'ই বটে" বলিলে, দক্ষ, জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯

দক্ষ, ক্ষীরোদ-সাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত হইয়া জগদম্বাকে হৃদয়-মন্দিরে স্থাপনপূর্ব্বক তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করাই তপস্যার উদ্দেশ্য। ১০

দৃঢ়ব্রত দক্ষ সংযতচিত্ত হইয়া নিয়ম সহকারে তিন সহস্র দিব্য বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। ১১

বায়ু-ভক্ষণ, অনশন, জলমাত্র পান অথবা বৃক্ষের গলিত পত্র ভোজন

গতে দক্ষে তপঃ কর্ত্তুং ব্রহ্মা সর্ব্বজগৎপতিঃ।
জগাম মন্দরাখ্যাদ্রিং পুণ্যাৎ পুণ্যতরং বরম্॥ ১৩
তত্র তত্র জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্।
তুষ্টাব বাগ্‌ভিরর্থ্যাভিরেকতানং শতং সমাঃ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ—

বিদ্যাবিদ্যাত্মিকাং শুদ্ধাং নিরালম্বাং নিরাকুলাম্।
স্তৌমি দেবীং জগদ্ধাত্রীং স্থূলাণীয়ঃস্বরূপিণীম্॥ ১৫
যস্যা উদেতি চ জগৎপ্রধানাখ্যং জগৎপরম্।
যস্যাস্তদংশভূতং তাং স্তৌমি নিদ্রাং সনাতনীম্॥ ১৬
ত্বং চিতিঃ পরমানন্দ-পরমাত্মস্বরূপিণী।
শক্তিস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং ত্বং সর্ব্বেষাঞ্চ পাবনী॥ ১৭
ত্বং সাবিত্রী জগদ্ধাত্রী ত্বং সন্ধ্যা ত্বং রতির্ধৃতিঃ।
ত্বং হি জ্যোতিঃস্বরূপেণ সংসারস্য প্রকাশিনী॥ ১৮
তথা তমঃস্বরূপেণ চ্ছাদয়ন্তী সদা জগৎ।
ত্বমেব সৃষ্টিরূপেণ সংসারপরিপূরণী॥ ১৯
স্থিতিরূপেণ চ হরের্জ্জগতাঞ্চ হিতৈষিণী।
তথৈবান্তস্বরূপেণ জগতামন্তকারিণী॥ ২০
ত্বং মেধা ত্বং মহামায়া ত্বং স্বধা পিতৃমোদিনী।
ত্বং স্বাহা ত্বং নমস্কার-বষট্‌কারৌ তথা স্মৃতিঃ॥ ২১

করিয়া জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে চিন্তা করত সেই দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১২

দক্ষ তপস্যা করিতে গেলে, সর্ব্বজগৎপতি ব্রহ্মা, পরম পবিত্র পুণ্যজনক মন্দরগিরিসমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্মা মন্দরগিরির প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুণ্য ক্ষেত্রে জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী বিষ্ণুমায়াকে তদ্গত একাগ্রচিত্তে অর্থপূর্ণ রচনাবলী দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ১৩-১৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—যিনি অবিদ্যা, বিদ্যা ও স্থূল সূক্ষ্ম-স্বরূপা, নিরাধারা নিরাকুলা এবং বিশুদ্ধা, সেই জগদ্ধাত্রী দেবীকে স্তব করি ১৫

জগতের উপাদান কারণ জগদতীত প্রকৃতি যাঁহা হইতে উদ্ভূত, সেই পরমাত্মার অবয়বরূপিণী সনাতনী নিদ্রাকে স্তব করি। ১৬

তুমিই চিৎশক্তি, তুমিই পরমানন্দরূপা পরমাত্মা, তুমি সর্ব্বভূতের শক্তি এবং তুমিই পবিত্রতাবিধায়িনী। ১৭

তুমি সাবিত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি সন্ধ্যা, তুমি রতি, তুমি ধৃতি; আর জ্যোতিঃস্বরূপে তুমিই সংসারের প্রকাশিকা। ১৮

তমোরূপে তুমি জগৎকে আবরণে রাখ। তুমিই সৃষ্টিরূপে ইহাকে পূর্ণ কর। ১৯

তুমি বৈষ্ণবীরূপে জগতের স্থিতিকারিণী, হিতৈষিণী আবার তুমিই অন্তরূপে জগতের প্রলয় করিয়া থাক। ২০

তুমি মেধা; তুমি মহামায়া; তুমিই পিতৃলোকের আনন্দদায়িনী স্বধা। তুমি স্বাহা, তুমিই নমঃশব্দ, বষট্‌কার এবং স্মৃতিরূপা। ২১

ত্বং পুষ্টিস্তুং ধৃতির্মৈত্রী করুণা মুদিতা তথা।
ত্বমেব লজ্জা ত্বং শান্তিস্তুং কান্তির্জগদীশ্বরী ॥ ২২
মহামায়া ত্বক স্বাহা স্বধা চ পিতৃদেবতা।
যা সৃষ্টিশক্তিরস্মাকং স্থিতিশক্তিশ্চ যা হরেঃ ॥ ২৩
অন্তশক্তিস্তথেশানী সা ত্বং শক্তিঃ সনাতনি ॥ ২৪
একা ত্বং দ্বিবিধা ভূত্বা মোক্ষসংসারকারিণী।
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপেণ স্বপ্রকাশাপ্রকাশতঃ ॥ ২৫
ত্বং লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বং ছায়া ত্বং সরস্বতী।
ত্রয়ীময়ী ত্রিমাত্রা ত্বং সর্ব্বভূতস্বরূপিণী ॥ ২৬
উদ্গীতিঃ সামবেদস্য যা পিতৃগণরঞ্জনী।
ত্বং বেদিঃ সর্ব্বযজ্ঞানাং সামধেনী তথা হবিঃ ॥ ২৭
মনবাক্যমনির্দ্দেশ্যং নিষ্কলং পরমাত্মনঃ।
রূপং তবৈব তন্মাত্রং সকলঞ্চ জগন্ময়ম্ ॥ ২৮
যা মূর্ত্তির্বিততা সর্ব্বধরিত্রী বিভ্রতী ক্ষিতিম্।
সা ত্বং বিশ্বম্ভরে লোকে শক্তিভূতিপ্রদা সদা ॥ ২৯
ত্বং লক্ষ্মীশ্চেতনা কান্তিস্তুং পুষ্টিস্তুং সনাতনী।
ত্বং কালরাত্রিস্তুং মুক্তিঃ শান্তিঃ প্রজ্ঞা তথা স্মৃতিঃ ॥ ৩০
সংসারসাগরোত্তার-তরণিঃ সুখমোক্ষদে।
প্রসীদ সর্ব্বজগতাং ত্বং গতিস্তুং মতিঃ সদা ॥ ৩১

তুমি পুষ্টি, ধৃতি, মৈত্রী ; তুমি করুণা, তুমি মুদিতা, তুমিই লজ্জা ; তুমি শান্তি, তুমি কান্তি, তুমিই জগতের ঈশ্বরী। ২২

আবার বলি, তুমি মৈত্রী, তুমি মহামায়া, তুমি পিতৃদেবতা স্বধা। হে নিত্যশক্তি-স্বরূপে। আমার সৃষ্টিশক্তি, বিষ্ণুর স্থিতিশক্তি এবং রুদ্রের বিনাশ-শক্তি—এই সমস্ত শক্তিও তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে। ২৩

একা তুমিই আত্মপ্রকাশক তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মগোপক অজ্ঞানরূপ দ্বিবিধভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কাহারও মুক্তি এবং কাহারও সংসারবন্ধন সাধন করিতেছ। ২৪

তুমি সর্ব্বভূতের লক্ষ্মী, তুমি ছায়া, তুমি সরস্বতী ; তুমি ঋগ্‌-যজুঃ সাম-বেদরূপিণী, তুমি ত্রিমাত্রা (প্লুতরূপা) এবং সর্ব্বভূত-স্বরূপা। ২৬

তুমি পিতৃগণমনোরঞ্জিনী সামগীতি, তুমি সকল যজ্ঞেরই বেদি, সামধেনী এবং হবিঃ। ২৭

পরমাত্মার নিষ্কল অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য রূপ এবং সমস্ত জগৎ—এই সূক্ষ্ম স্থূল সকল রূপই তোমার। ২৮

বিশ্বম্ভরে। যে সর্ব্বাধারভূত বিশাল মূর্ত্তি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখি-য়াছে, জগতে মঙ্গলদায়িনী শক্তিরূপা তুমিই সেই মূর্ত্তি *। ২৯

তুমি লক্ষ্মী, চেতনা, কান্তি, তুমি পুষ্টি, তুমি নিত্যা, তুমি কালরাত্রি, তুমি মুক্তি, শান্তি, প্রজ্ঞা এবং স্মৃতি। ৩০

---

* যা মূর্ত্তিং বিততাং সর্ব্বধরিত্রী বিভ্রতী ক্ষিতিঃ ইহা পাঠান্তর। যে সর্ব্বাধারভূতা পৃথিবী বিস্তৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন, তুমিই সেই পৃথিবীরূপা। উক্ত পাঠের এইরূপ অর্থ হয়।

ত্বং নিত্যা ত্বমনিত্যা চ ত্বং চরাচরমোহিনী ।
ত্বং সঙ্গিনী সর্ব্বযোগ-সাঙ্গোপাঙ্গবিভাবিনী ॥ ৩২
চিন্তা কীর্ত্তির্যতীনাং ত্বং ত্বং তদষ্টাঙ্গসংযুতা ।
ত্বং খড়্গিনী শূলিনী চ চক্রিণী ঘোররূপিণী ॥ ৩৩
ত্বমীশ্বরী জনানাং ত্বং সর্ব্বানুগ্রহকারিণী ।
বিশ্বাদিস্ত্বমনাদিস্ত্বং বিশ্বযোনিরযোনিজা ।
অনন্তা সর্ব্বজগতস্ত্বমেবৈকান্তকারিণী ॥ ৩৪
নিত্যাত্মনির্ম্মলা ত্বং হি তামসীতি চ গীয়সে ।
ত্বং হিংসা ত্বমহিংসা চ ত্বং কালী চতুরাননা ॥ ৩৫
ত্বং পরা সর্ব্বজননী নন্দনী নন্দিনী তথা ।
ত্বয্যেব লীয়তে বিশ্বং ভাতি তত্ত্বং বিভর্ত্তি চ ॥ ৩৬
ত্বং দৃষ্টিহীনা ত্বং দৃষ্টিস্ত্বমকর্ণাপি সশ্রুতিঃ ।
তরস্বিনী পাণিপাদহীনা ত্বং নিতরাং গ্রহা ॥ ৩৭
ত্বং ক্ষৌস্ত্বমাপস্ত্বং জ্যোতির্ব্বায়ুস্ত্বঞ্চ নভো মনঃ ।
অহঙ্কারোঽপি জগতামষ্টধা প্রকৃতিঃ কৃতিঃ ॥ ৩৮
জগন্নাভির্মেকরূপধারিণী নাসিকাপরা ।
পরাপরাত্মিকা শুদ্ধা মায়া মোহাতিকারিণী ॥ ৩৯

হে সুখভোগপ্রদায়িনি ! তুমিই ভবসাগর পারে তরণিরূপিণী ; মাগো ! প্রসন্ন হও ; নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের তুমিই গতি ; তুমিই মতি । ৩১

তুমি নিত্যা আবার তুমিই অনিত্যা ; তুমি এই স্থাবর-জঙ্গমময় নিখিল জগন্মোহিনী ; তুমি সঙ্গতিবিধায়িনী এবং সাঙ্গোপাঙ্গ-সকলযোগ-মার্গ-প্রবর্ত্তিনী । ৩২

তুমি যতিগণের ধ্যান, যতিগণের কীর্ত্তি ; যোগের অষ্টাঙ্গ তোমাতে বিদ্যমান ; তুমি খড়্গ, শূল এবং চক্র ধারণ করিয়া থাক ; তুমি ঘোররূপা । ৩৩

তুমি ঈশ্বরী, জনগণের প্রতি সর্ব্ববিধ অনুগ্রহ করিতে সমর্থা ; তুমি জগতের আদি অথচ তোমার আদি নাই ; তোমা হইতে জগতের উৎপত্তি, অথচ তোমার উৎপত্তি নাই । ৩৪

এক তুমি প্রলয়কালে জগন্মণ্ডল সংহার করিয়া থাক ; অথচ তোমার নাশ নাই । এক তুমিই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা এবং তামসী বলিয়া বর্ণিত আছ, এক তুমিই হিংসা এবং অহিংসা ; তুমিই কালী এবং চতুরাননা । ৩৫

তুমি পরাৎপরা ও সকলের জননী ; তুমি আনন্দময়ী এবং আনন্দদায়িনী ! এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই বিলীন হয় এবং তুমি ইহা রক্ষণ ও ধারণ করিতেছ । ৩৬

তুমি দৃষ্টিহীনা অথচ তোমার দৃষ্টি অতি উত্তম ; তুমি কর্ণহীনা অথচ তোমার শ্রবণযুগল পরম রমণীয় । তোমার হস্ত পদ নাই, অথচ তোমার গমনবেগ ও গ্রহণ-পাটব অত্যন্ত প্রবল । ৩৭

তুমি স্বর্গ, তুমি জল, তুমি জ্যোতিঃ, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি মন এবং অহঙ্কারও তুমি—অধিক কি এই জগতের যে আট প্রকার প্রকৃতি (কারণ—প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি) আছে, তৎসমুদায়ই তুমি, আবার তুমিই স্বরূপরূপা । ৩৮

কারণং কার্য্যভূতঞ্চ সত্যং শান্তং শিবাশিবে।
রূপাণি তব বিশ্বার্থে রাগবৃক্ষফলানি চ ॥ ৪০
নিতান্তহ্রস্বা দীর্ঘা চ নিতান্তাণুর্বৃহত্তনুঃ।
সূক্ষ্মাপ্যখিললোকস্য ব্যাপিনী ত্বং জগন্ময়ী ॥ ৪১
মানহীনা বিমানাতি-বিমানোন্মানসম্ভবা।
যদ্ব্যষ্টিব্যষ্টিসম্ভোগ-রাগাদিগলিতাশয়া।
তত্তে বহির্হি তদ্রূপং তব জাত্যাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৪২
ইষ্টানিষ্টবিপাকজ্ঞা যথেষ্টানিষ্টকারণম্।
সর্গাদিমধ্যান্তময়ং নিখিলং রূপং তথৈব চ ॥ ৪৩
বিচারাষ্টাঙ্গযোগেন সম্পাদ্যৈবং মুহুর্মুহুঃ।
যৎ স্থিরীক্রিয়তে তত্ত্বং তত্তে রূপং সনাতনম্ ॥ ৪৪
বাহ্যাবাহ্যে সুখং দুঃখং জ্ঞানাজ্ঞানে জনাজনৌ।
উপতাপস্তথা শান্তির্ভূতিস্ত্বং জগতঃ পতেঃ ॥ ৪৫
যস্য প্রভাবং নো বক্তুং শক্নোতি ভুবনত্রয়ে।
তস্যৈবং সম্মোহকরী সা ত্বং কিং স্তূয়সে ময়া ॥ ৪৬
যোগনিদ্রা মহানিদ্রা মোহনিদ্রা জগন্ময়ী।
বিষ্ণুমায়া চ প্রকৃতিঃ কস্তাং স্তুত্যা বিভাবয়েৎ ॥ ৪৭
মম বিষ্ণোঃ শঙ্করস্য যা বপুর্ব্বহনাত্মিকা।
তস্যাঃ প্রভাবং কো বক্তুং গুণান্ বেত্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ॥ ৪৮

তুমি যেরূপে জগতের নাভি এবং পরম নাভিকা-স্বরূপা। তুমিই শুদ্ধ সত্ত্বময়ী পরাৎপরা, আবার তুমিই মোহপ্রদায়িনী মহামায়া। ৩৯

জগতের জন্য তোমাকে কারণ, কার্য্য, সত্য, শান্ত, মঙ্গলময় এবং অমঙ্গলময় নানারূপ ধারণ করিতে হইয়াছে। সেই সমস্ত রূপ উপাসকবৃন্দের ভক্তিবৃক্ষের ফলস্বরূপ। ৪০

তুমি অতি হ্রস্ব, অতিদীর্ঘ; তুমি অতি ক্ষুদ্র, অতি বৃহৎ; তুমি অতি সূক্ষ্ম অথচ নিখিল লোকব্যাপিনী জগন্ময়ী। ৪১

তুমি মানহীনা অথচ তোমার অত্যন্ত মান, তুমি অপরিমেয়া এবং উন্নত-কায় গিরিরাজের দুহিতা। তোমার জগদ্ব্যাপী রূপরাজি সমবেত ও পৃথক্ ভাবে সেবা-ভক্তি করিলে সমুদয় সংসার-ভ্রান্তি দূর হয়। ৪২

তুমি ইষ্টানিষ্ট-পরিণামজ্ঞানসম্পন্না এবং লোকের ইষ্টানিষ্ট তোমার দ্বারাই হইয়া থাকে। আর তোমার নিখিল রূপই সৃষ্টি স্থিতি সংহারময়। ৪৩

অষ্টাঙ্গযোগ বলে বারংবার বিচার করিয়া যে তত্ত্ব স্থিরীকৃত হয়, সেই নিত্যরূপ তোমার। ৪৪

তুমি বাহ্য অন্তর; তুমি সুখ দুঃখ; তুমি জ্ঞান অজ্ঞান, তুমি জীবন মরণ; তুমি শান্তি অশান্তি; তুমিই জগদীশ্বরের ঐশী শক্তি। ৪৫

ত্রিভুবনে যাঁহার প্রভাব বর্ণন করিতে কেহ সমর্থ হয় না, তুমি সেই জগদীশ্বরেরও মোহকারিণী; আমি আর তোমাকে স্তব করিব কি? ৪৬

তুমি যোগনিদ্রা ও মহানিদ্রা ও মোহনিদ্রা; তুমি জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়া; তুমিই প্রকৃতি; তোমাকে স্তব করিয়া উঠিতে পারে কে? ৪৭

প্রকাশকরণজ্যোতিঃস্বরূপান্তরগোচরা।
ত্বমেব জঙ্গমস্থেয়রূপৈকা বাহ্যগোচরা॥ ৪৯
প্রসীদ সর্ব্বজগতাং জননী স্ত্রীস্বরূপিণী।
বিশ্বরূপিণি বিশ্বেশে প্রসীদ ত্বং সনাতনি॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং সংস্তূয়মানা সা যোগনিদ্রা বিরিঞ্চিনা।
আবির্ব্বভূব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
স্নিগ্ধাঞ্জনদ্যুতিশ্চারু-রূপোত্তুঙ্গা চতুর্ভুজা।
সিংহস্থা খড়্গনীলাব্জ-হস্তা মুক্তকচোৎকরা॥ ৫১
সমক্ষমথ তাং বীক্ষ্য স্রষ্টা সর্ব্বজগদ্‌গুরুঃ।
ভক্ত্যা বিনম্রস্কন্ধাংস-স্তুষ্টাব চ ননাম চ॥ ৫২

ব্রহ্মোবাচ—

নমো নমস্তে জগতঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপে স্থিতিসর্গরূপে।
চরাচরাণাং ভবতী চ শক্তিঃ, সনাতনী সর্ব্ববিমোহনীতি॥ ৫৩
যা শ্রীঃ সদা কেশবমূর্ত্তিমাত্রা, বিশ্বম্ভরা যা সকলং বিভর্ত্তি।
হ্রীর্যোগিনী যা মহিতা মনোজ্ঞা, সা ত্বং নমস্তে পরমাত্মসারে॥ ৫৪
যম্যাদিপূতে হৃদি যোগিনো যাং, বিভাবয়ন্তি প্রমিতিপ্রতীতাম্।
প্রকাশশুদ্ধাদিযুতাং বিরাগাং, সা ত্বং হি বিদ্যা বিবিধাবলম্বা॥ ৫৫

আমি, বিষ্ণু এবং শিব আমাদিগের শরীর গ্রহণ, যাহা হইতে হইয়াছে, তাঁহার প্রভাব ও গুণাবলী বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে? ৪৮

তুমি প্রকাশ করিয়া থাক বলিয়া অভ্যন্তরচারিণী জ্যোতিঃস্বরূপিণী; আবার তুমিই বহিশ্চারিণী স্থাবর জঙ্গমস্বরূপা। ৪৯

প্রসন্ন হও মা। তুমি নিখিল জগতের জননী লক্ষ্মীরূপিণী, হে বিশ্বময়ি। বিশ্বেশ্বরি। হে সনাতনি। প্রসন্ন হও। ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে, যোগনিদ্রা, স্নিগ্ধাঞ্জন-সমপ্রভা, মনোহর রূপবতী চতুর্ভুজা বজ্র-খড়্গধারিণী সিংহবাহিনী মুক্তকেশীরূপে সেই পরমাত্মা ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। ৫১

নিখিল জগদ্‌গুরু বিধাতা তাঁহাকে সম্মুখে দেখিবামাত্র প্রণাম করিয়া ভক্তি নম্র মস্তকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫২

হে জগতের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি রূপিণি! সৃষ্টিস্থিতিস্বরূপে! তোমাকে বার বার নমস্কার। আপনি চরাচরের শক্তিরূপা অখিলবিমোহিনী সনাতনী। ৫৩

কেশবের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী লক্ষ্মী, সর্ব্বাধারভূতা পৃথিবী, যোগিজনপূজিতা মনোহারিণী দেবী লজ্জা—এ সকলই তুমি; হে পরমাত্মসারে! তোমাকে নমস্কার। ৫৪

যোগিগণ, শ্রবণ-মননদ্বারা অবগত হইয়া সমাধিপূত-হৃদয়ে যে স্বপ্রকাশ সত্ত্বময় বিশুদ্ধ বিদ্যা ভাবনা করেন, তুমিই সেই বিবিধ বিষয়াবলম্বিনী মহা-বিদ্যা। ৫৫

যথা ধৃতশরীরা ত্বং লক্ষ্মীরূপেণ কেশবম্।
আমোদয়সি বিশ্বস্য হিতায়ৈতং তথা কুরু॥ ৬৪
কান্তাভিলাষমাত্রং মে নিনিন্দ বৃষভধ্বজঃ।
কথং পুনঃ স বনিতাং স্বেচ্ছয়া সংগ্রহীষ্যতি॥ ৬৫
হরেঽগৃহীতকান্তে তু কথং সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে।
আদ্যন্তমধ্যহেতৌ চ তস্মিন্নস্তৌ বিরাগিণি॥ ৬৬
ইতি চিন্তাপরো নাহং ত্বদন্যং শরণং স্থিহ।
তৎকারণেন বিশ্বস্য হিতায়ৈতৎ কুরুষ্ব মে॥ ৬৭
ন বিষ্ণুরস্য মোহায় ন লক্ষ্মীর্ন মনোভবঃ।
ন চাপ্যহং জগন্মাতস্তস্মাৎ ত্বং মোহয়েশ্বরম্॥ ৬৮
কীর্ত্তিস্ত্ব সর্ব্বভূতানাং যথা ত্বং হ্রীর্যতাত্মনাম্।
যথা বিষ্ণোঃ প্রিয়ৈকা ত্বং তথা সম্মোহয়েশ্বরম্॥ ৬৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মাণমাভাষ্য কালী যোগময়ী পুনঃ।
যদুবাচ মহাভাগাস্তচ্ছৃণুত দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৭০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫

তুমি জগতের হিতের জন্য লক্ষ্মীরূপ ধারণ করত, নারায়ণকে যেমন আনন্দিত করিতেছ, এই মহাদেবকেও সেইরূপ আনন্দিত কর। ৬৪

আমার রমণীর প্রতি, মাত্র ইচ্ছা হইয়াছিল, বৃষধ্বজ তাহারই নিন্দা করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কখনই দার পরিগ্রহ করিবেন না। ৬৫

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে প্রলয় হেতু সেই রুদ্র, বৈরাগ্যবশে দারপরিগ্রহ না করিলে সৃষ্টিচক্র চলিবে কিরূপে? ৬৬

আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া তোমারই শরণাগত হইয়াছি। এ বিপদে তোমা ভিন্ন আর কেহ রক্ষক নাই, জগতের হিতের জন্য তুমি আমার এই কার্য্যটি সাধন কর। ৬৭

বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কাম বা আমি—আমরা কেহই সেই ঈশ্বরকে ভুলাইতে পারিব না। অতএব হে জগন্মাতঃ! তুমি তাঁহাকে মোহিত কর। ৬৮

যেমন একা তুমি সর্ব্বভূতের কীর্ত্তি, সংযতচিত্ত ব্যক্তিদিগের লজ্জা এবং বিষ্ণুর প্রেয়সী; (এইরূপ নানা মূর্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছ) সেইরূপ আর এক মূর্ত্তি ধরিয়া ঈশ্বরকেও মোহিত কর। ৬৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর যোগময়ী কালী ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, হে মহাভাগ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাহা শ্রবণ করুন। ৭০

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫

যথা ধৃতশরীরা ত্বং লক্ষ্মীরূপেণ কেশবম্।
আমোদয়সি বিশ্বস্য হিতায়ৈতং তথা কুরু ॥ ৬৪
কান্তাভিলাষমাত্রং মে নিনিন্দ বৃষভধ্বজঃ।
কথং পুনঃ স বনিতাং স্বেচ্ছয়া সংগ্রহীষ্যতি ॥ ৬৫
হরেঽগৃহীতকান্তে তু কথং সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে।
আদ্যন্তমধ্যহেতৌ চ তস্মিন্নস্তো বিরাগিণি ॥ ৬৬
ইতি চিন্তাপরো নাহং ত্বদন্যং শরণং স্থিতঃ।
জগদ্বিশ্বেন বিশ্বস্য হিতায়ৈতৎ কুরুষ্ব মে ॥ ৬৭
ন বিষ্ণুরস্য মোহায় ন লক্ষ্মীর্ন মনোভবঃ।
ন চাপ্যহং জগন্মাতস্তস্মাৎ ত্বং মোহয়েশ্বরম্ ॥ ৬৮
কীর্ত্তিস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং যথা ত্বং হ্রীর্যতাত্মনাম্
যথা বিষ্ণোঃ প্রিয়ৈকা ত্বং তথা সম্মোহয়েশ্বরম্ ॥ ৬৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মাণমাভাষ্য কালী যোগময়ী পুনঃ।
যদুবাচ মহাভাগাস্তচ্ছৃণ্বন্তু দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

তুমি জগতের হিতের জন্য লক্ষ্মীরূপ ধারণ করত, নারায়ণকে যেমন আনন্দিত করিতেছ, এই মহাদেবকেও সেইরূপ আনন্দিত কর। ৬৪

আমার রমণীর প্রতি, মাত্র ইচ্ছা হইয়াছিল, বৃষধ্বজ তাহারই নিন্দা করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কখনই দার পরিগ্রহ করিবেন না। ৬৫

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে প্রলয় হেতু সেই রুদ্র, বৈরাগ্যবশে দারপরিগ্রহ না করিলে সৃষ্টিচক্র চলিবে কিরূপে? ৬৬

আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া তোমারই শরণাগত হইয়াছি। এ বিপদে তোমা ভিন্ন আর কেহ রক্ষক নাই, জগতের হিতের জন্য তুমি আমার এই কার্য্যটী সাধন কর। ৬৭

বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কাম বা আমি—আমরা কেহই সেই ঈশ্বরকে ভুলাইতে পারিব না। অতএব হে জগন্মাতঃ! তুমি তাঁহাকে মোহিত কর। ৬৮

যেমন একা তুমি সর্ব্বভূতের কীর্ত্তি, সংযতচিত্ত ব্যক্তিদিগের লজ্জা এবং বিষ্ণুর প্রেয়সী ; (এইরূপ নানা মূর্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছ) সেইরূপ আর এক মূর্ত্তি ধরিয়া ঈশ্বরকেও মোহিত কর। ৬৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর যোগময়ী কালী ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, হে মহাভাগ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাহা শ্রবণ করুন। ৭০

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

দেব্যুবাচ—

যদুক্তং ভবতা ব্রহ্মন্ সমস্তং সত্যমেব তৎ।
মদৃতে মোহয়িত্রীহ শঙ্করস্য ন বিদ্যতে ॥ ১
হরেঽগৃহীতদারে তু সৃষ্টির্নৈষা সনাতনী।
ভবিষ্যতীতি তৎ সত্যং ভবতা প্রতিপাদিতম্ ॥ ২
মমাপি চ মহান্ যত্নো বিদ্যতেঽস্য জগৎপতেঃ।
ত্বদ্বাক্যাদ্দ্বিগুণো মেঽদ্য প্রযত্নোঽভূৎ সুনির্ভরঃ ॥ ৩
অহং তথা যতিষ্যামি যথা দারপরিগ্রহম্।
হরঃ করিষ্যত্যবশঃ স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥ ৪
চার্ব্বীং মূর্ত্তিমহং ধৃত্বা তস্যৈব বশবর্ত্তিনী।
ভবিষ্যামি মহাভাগ যথা বিষ্ণোর্হরিপ্রিয়া ॥ ৫
তথা সোঽপি মমৈবেহ বশবর্ত্তী সদা ভবেৎ।
তথা চাহং করিষ্যামি যথেতরজনং হরম্ ॥ ৬
প্রতিসর্গাদিমধ্যং তমহং শম্ভুং নিরাকুলম্।
স্ত্রীরূপেণানুযাস্যামি বিশেষেণাস্তুতো বিধে ॥ ৭
উৎপন্না দক্ষজায়ায়াং চারুরূপেণ শঙ্করম্।
অহং সভাজয়িষ্যামি প্রতিসর্গং পিতামহ ॥ ৮
ততস্তু যোগনিদ্রাং মাং বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্।
শঙ্করীতি বদিষ্যন্তি রুদ্রাণীতি দিবৌকসঃ ॥ ৯

দেবীর আশ্বাস প্রদান

দেবী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। এজগতে আমি ভিন্ন শঙ্করকে মোহিত করিতে পারে, এরূপ কেহ নাই। ১

মহেশ্বর দারপরিগ্রহ না করিলে সনাতন সৃষ্টি-চক্র চলিবে না, এতৎসমস্তও তুমি প্রতিপাদন করিয়াছ। ২

এই জগৎপতি মহাদেবকে ভুলাইতে আমারও স্বাভাবিক যত্ন আছে। আজ আবার তোমার কথায় তাহা দ্বিগুণতর প্রগাঢ় হইল। ৩

হর যাহাতে বিমোহিত হইয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় আপনা হইতেই দার পরিগ্রহ করেন, আমি তদ্বিষয়ে যত্ন করিব। ৪

মহাভাগ! লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর বশবর্ত্তিনী, তদ্রূপ আমিও সুচারু মূর্ত্তি ধারণ করত তাঁহারই বশীভূতা হইব। ৫

আর সেই প্রিয় মহাদেব, যাহাতে আমার বশবর্ত্তী হন, তাহাও করিব। অধিক কি, মহাদেবকে আমি সামান্য-সংসারীর ন্যায় করিয়া ফেলিব। ৬

হে বিধাতঃ! আমি কল্পান্তরেও প্রতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে আকুলতাশূন্য মহেশ্বরের রমণীরূপে অনুসরণ করিব। ৭

হে পিতামহ! আমি প্রতিসৃষ্টিতেই দক্ষপত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া মনোহররূপে শঙ্করের সহিত মিলিত হইব। ৮

উৎপন্নমাত্রং সততং মোহয়ে প্রাণিনং যথা।
তথা সম্মোহয়িষ্যামি শঙ্করং প্রমথাধিপম্ ॥ ১০
যথান্যজন্তুরবলো বর্ত্ততে বনিতাবশে।
ততোঽপ্যতি হরো হ্যাবশবর্ত্তী ভবিষ্যতি ॥ ১১
বিভিদ্য ভুবনাধীনাং লীনাং হৃদয়মধ্যতরে।
মাং বিদ্যাক মহাদেবো মোহাং প্রতিগ্রহীষ্যতি ॥ ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্মৈ সমাভাষ্য ব্রহ্মণে দ্বিজসত্তমাঃ।
বীক্ষ্যমাণা জগৎস্রষ্টা তত্রৈবান্তর্দ্দধে ততঃ ॥ ১৩
তস্যামন্তর্হিতায়ান্তু ধাতা লোকপিতামহঃ।
জগাম তত্র ভগবান্ স্থিতো যত্র মনোভবঃ ॥ ১৪
মুদিতোঽত্যর্থমভবন্মহামায়াবচঃ স্মরন্।
কৃতকৃত্যং তদাত্মানং মেনে চ মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৫
অথ দৃষ্ট্বা মহাত্মানং বিরিঞ্চিং মদনস্তথা।
গচ্ছন্তং হংসযানেন চাভ্যুত্তস্থৌ ত্বরান্বিতঃ ॥ ১৬
আসন্নং তমথাসাদ্য হর্ষোৎফুল্লবিলোচনঃ।
ববন্দে সর্ব্বলোকেশং মোদযুক্তং মনোভবঃ ॥ ১৭
অথাহ ভগবান্ ধাতা প্রীত্যা মধুরনাদম্।
মদনং মোদয়ন্ সৃষ্টং যদ্ দেব্যা বিষ্ণুমায়য়া ॥ ১৮

তাহাতেই দেবগণ, বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী যোগনিদ্রারূপিণী আমাকে শঙ্করী এবং রুদ্রাণী বলিয়া স্তব করিবে। ৯

জন্মিবামাত্র জীবকে আমি যেমন মোহিত করিয়া থাকি, প্রমথপতি-শঙ্করকেও তদ্রূপ মোহিত করিব। ১০

পৃথিবীতে যেমন সাধারণ প্রাণী, রমণীর বশে থাকে, শঙ্কর ততোধিক স্ত্রীর বশতাপন্ন হইবেন। ১১

তিনি হৃদয়মন্দিরে সমাধিলীলা ভঙ্গ করিয়া মুগ্ধ হইবার জন্যই আমাকে বিদ্যারূপে গ্রহণ করিবেন। ১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ। ভগবতী বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া তাঁহার সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। ১৩

তিনি অন্তর্হিত হইলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, যথায় কামদেব, অনুচরগণের সহিত অবস্থিত ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। ১৪

হে মুনিপুঙ্গবগণ! তিনি মহামায়ার বাক্য স্মরণ করত অতিশয় আনন্দিত হইতে লাগিলেন এবং তখন আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। ১৫

অনন্তর মদন, মহাত্মা বিরিঞ্চিকে হংসযানে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ১৬

মনোভব, হৃষ্টচিত্ত সর্ব্বলোক-বিধাতাকে আননে বসাইয়া হর্ষোৎফুল্ল-নয়নে বন্দনা করিলেন। ১৭

অনন্তর ভগবান্ বিধাতা, বিষ্ণুমায়া যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কথা মদনকে আনন্দিত করত, হর্ষ-বিজড়িত-মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন। ১৮

ব্রহ্মোবাচ—

যদাহ বৎস শর্ব্বস্য মোহনে ত্বং পুরা বচঃ।
অনুমোহনকর্ত্রী যা তাং সৃজেতি মনোভব ॥ ১৯
তদর্থং সংস্তুতা দেবী যোগনিদ্রা জগন্ময়ী।
একতানেন মনসা ময়া মন্দরকন্দরে ॥ ২০
স্বয়মেব তদা বৎস প্রত্যক্ষীভূতয়া মম।
তুষ্টয়াঙ্গীকৃতং শম্ভুর্মোহনীয়ো ময়েতি বৈ ॥ ২১
তয়া চ দক্ষভবনে স সমুৎপন্নয়া হরঃ।
মোহনীয়স্তু ন চিরাদিতি সত্যং মনোভব ॥ ২২

মদন উবাচ—

ব্রহ্মন্ কা যোগনিদ্রেতি বিখ্যাতা যা জগন্ময়ী।
কথং তয়া হরো বশ্যঃ কার্য্যস্তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৩
কিম্প্রভাবাথ সা দেবী কা বা সা কুত্র সংস্থিতা।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো লোকপিতামহ ॥ ২৪
যস্য ত্যক্তসমাধেস্তু ন ক্ষণং দৃষ্টিগোচরে।
শক্নুমোঽপি বয়ং স্থাতুং তং কস্মাৎ সা বিমোহয়েৎ ॥ ২৫
জ্বলদগ্নিপ্রকাশাক্ষং জটারাজিকরালিতম্।
শূলিনং বীক্ষ্য কঃ স্থাতুং ব্রহ্মন্ শক্নোতি তৎপুরঃ ॥ ২৬
তস্য তাদৃক্স্বরূপস্য সদ্যোমোহনবাঞ্ছয়া।
মহাত্ম্যপেতং তাং শ্রোতুমহমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ২৭

বৎস মনোভব। পূর্ব্বে আমি মহাদেবকে মোহিত করিতে প্রস্তাব করিলে তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে, "বরাবর মোহিত করিয়া রাখিতে পারে, এমন এক জন রমণী সৃজন করুন", আমি তদনুসারে কার্য্যসিদ্ধির জন্য মন্দরপর্ব্বতের গুহামধ্যে একাগ্রচিত্তে জগন্ময়ী যোগনিদ্রা দেবীর স্তব করি। ১৯-২০

বৎস। তখন তিনি আপনিই সন্তোষসহকারে আমার প্রত্যক্ষগোচর স্বীকার করেন 'আমি শম্ভুকে মোহিত করিব'। ২১

মনোভব। তিনি অচিরকালমধ্যেই দক্ষগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সত্যই শঙ্করকে মোহিত করিবেন। ২২

মদন বলিলেন,—ব্রহ্মন্। জগন্ময়ী বা যোগনিদ্রা কাহার নাম? তপোনিষ্ঠ মহাদেবকে কেমন করিয়া তিনি বশীভূত করিবেন? ২৩

সেই দেবীর প্রভাব কিরূপ? তিনি কে? তাঁহার অবস্থিতিই বা কোথায়? হে লোক-পিতামহ! এই সকল কথা আমি আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। ২৪

সমাধিত্যাগ করিয়া নয়ন উন্মীলন করিলে যাঁহার দৃষ্টিগোচরে আমরাও ক্ষণকাল থাকিতে পারি না, সেই মহাদেবকে তিনি কেমন করিয়া মোহিত করিবেন? ২৫

ব্রহ্মন্। জ্বলন্ত অনল-সন্নিভ নয়নত্রয় ও বিকট জটাজুটে ঘোরদর্শন শূলপাণিকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে কে থাকিতে পারে? ২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মনোভবস্য বচনং শ্রুত্বাথ চতুরাননঃ ।
বিবক্ষুরপি তৎকালং শ্রুত্বানুৎসাহকারকম্ ॥ ২৮
শর্বস্য মোহনে ব্রহ্মা চিন্তাবিষ্টোঽভবন্নহি ।
সমর্থো মোহয়িতুমিতি নিশশ্বাস মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৯
নিঃশ্বাসমারুতাত্তস্য নানারূপা মহাবলাঃ ।
জাতা গণা লোলজিহ্বা লোলাশ্চাতিভয়ঙ্করাঃ ॥ ৩০
তুরঙ্গবদনাঃ কেচিৎ কেচিদ্গজমুখাস্তথা ।
সিংহব্যাঘ্রমুখাশ্চান্যে শ্ববরাহখরাননাঃ ॥ ৩১
ঋক্ষমার্জ্জারবদনাঃ শরভাস্যাঃ শুকাননাঃ ।
প্লবগোমায়ুবক্ত্রাশ্চ সরীসৃপমুখাঃ পরে ॥ ৩২
গোরূপা গোমুখাঃ কেচিত্তথা পক্ষিমুখাঃ পরে ।
মহাদীর্ঘা মহাহ্রস্বা মহাস্থূলা মহাকৃশাঃ ॥ ৩৩
পিঙ্গাক্ষা বিরূপাক্ষাশ্চ ত্র্যক্ষৈকাক্ষা মহোদরাঃ ।
এককর্ণাস্ত্রিকর্ণাশ্চ চতুষ্কর্ণাস্তথা পরে ॥ ৩৪
স্থূলকর্ণা মহাকর্ণা বহুকর্ণা বিকর্ণকাঃ ।
দীর্ঘাক্ষাঃ স্থূলনেত্রাশ্চ সূক্ষ্মনেত্রা বিদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৫
চতুষ্পাদাঃ পঞ্চপাদাস্ত্রিপাদৈকপদাস্তথা ।
হ্রস্বপাদা দীর্ঘপাদাঃ স্থূলপাদা মহাপদাঃ ॥ ৩৬
একহস্তাশ্চতুর্হস্তা দ্বিহস্তাস্ত্রিশয়াস্তথা ।
বিহস্তাশ্চ বিরূপাক্ষা গোধিকাকৃতয়ঃ পরে ॥ ৩৭

এবংবিধ শূলপাণিকে সম্পূর্ণরূপে মোহিত করিতে অভিলাষিণী হইয়া যিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্ব শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। ২৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—চতুরানন কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেও, শিবকে মোহিত করা সম্বন্ধে মনোভবের সেই অনুৎসাহব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া "কাম মহাদেবকে ভুলাইতে পারিবে না", এই ভাবিতে ভাবিতে বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ২৮-২৯

নানারূপধারী, মহাবল-পরাক্রান্ত, লোলজিহ্ব, ভীষণাকৃতি চঞ্চলস্বভাব "গণ"—তাঁহার নিঃশ্বাসবায়ু হইতে উৎপন্ন হইল। ৩০

তাঁহাদিগের কেহ তুরঙ্গানন, কেহ কেহ গজানন, কতিপয় ব্যক্তি সিংহ-ব্যাঘ্রানন; কাহারও মুখ কুক্কুরের ন্যায়, কাহারও বরাহের ন্যায়, কাহারও বা গর্দ্দভের ন্যায় মুখ, কেহ ভল্লুকানন, কেহ বিড়ালানন, কেহ শরভানন, কেহ শুকানন, কাহারও কাহারও বদন বানরের ন্যায়, কাহারও শৃগালের ন্যায়; কোন কোন ব্যক্তির মুখ সর্পের ন্যায়, কতকগুলি ব্যক্তির আকৃতি গোরুর ন্যায়, কাহারও কাহারও মুখ গোরুর ন্যায়, কাহারও বা মুখ পক্ষীর ন্যায়। ৩১-৩৩

অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি, অতি খর্ব্বাকৃতি, অতিশয় স্থূল, অত্যন্ত কৃশ, পিঙ্গল-লোচন, নির্ম্মল নেত্র, ত্রিনয়ন, একনয়ন, স্থূলোদর, এককর্ণ, ত্রিকর্ণ, চতুষ্কর্ণ, স্থূলকর্ণ, মহাকর্ণ, বিস্তৃতকর্ণ, কর্ণহীন, দীর্ঘনয়ন, স্থূলনয়ন, সূক্ষ্মনেত্র, দৃষ্টিহীন, চতুষ্পদ, পঞ্চপদ, ত্রিপদ, একপদ, হ্রস্বপদ, দীর্ঘপদ, স্থূলপদ, মহাপদ, একহস্ত,

মনুষ্যাকৃতয়ঃ কেচিচ্ছিশুমারমুখাস্তথা।
ক্রৌঞ্চাকারা বকাকারা হংসসারসরূপিণঃ।
তথৈব মদ্গুকুররকঙ্ককাকমুখাস্তথা ॥ ৩৮
অর্দ্ধনীলা অর্দ্ধরক্তাঃ কপিলাঃ পিঙ্গলাস্তথা।
নীলাঃ শুক্লাস্তথা পীতা হরিতাশ্চিত্ররূপিণঃ ॥ ৩৯
অবাদয়ন্ত তে শঙ্খান্ পটহান্ পরিবাদিনঃ।
মৃদঙ্গান্ ডিণ্ডিমাংশ্চৈব গোমুখান্ পণবাংস্তথা ॥ ৪০
সর্ব্বে জটাভিঃ পিঙ্গাভিস্তুঙ্গাভিশ্চ কথালিতাঃ।
নিরন্তরাভির্বিপ্রেন্দ্রা গণাঃ স্যন্দনগামিনঃ ॥ ৪১
শূলহস্তাঃ পাশহস্তাঃ খড়্গহস্তা ধনুর্দ্ধরাঃ।
শক্ত্যঙ্কুশগদাবাণ-পট্টিশপ্রাসপাণয়ঃ ॥ ৪২
নানায়ুধা মহানাদং কুর্ব্বন্তস্তে মহাবলাঃ।
মারয় চ্ছেদয়েত্যূচুর্ব্রহ্মণঃ পুরতো গতাঃ ॥ ৪৩
তেষাস্তু বদতাং তত্র মারয় চ্ছেদয়েত্যপি।
যোগনিদ্রাপ্রভাবান্ স বিধির্বক্তুং প্রচক্রমে ॥ ৪৪
অথ ব্রহ্মাণমাভাষ্য তান্ দৃষ্ট্বা মদনো গণান্।
উবাচ বারয়ন্ বক্তুং গণানামগ্রতঃ স্মর ॥ ৪৫

মদন উবাচ—

কিং কর্ম্মৈতে করিষ্যন্তি কুত্র স্থাস্যন্তি বা বিধে।
কিন্নামধেয়া এতে বা তত্রৈতান্ বিনিযোজয় ॥
নিয়োজ্যৈতান্নিজে কৃত্যে স্থানং দত্ত্বা চ নাম চ।
কৃত্বা পশ্চাৎ মহামায়াপ্রভাবং কথয়স্ব মে ॥ ৪৬

চতুর্হস্ত, দ্বিহস্ত, ত্রিহস্ত, হস্তহীন, বিরূপাক্ষ, গোধাকার, মনুষ্যাকার, শিশুমারানন, ক্রৌঞ্চাকৃতি, বকাকার, হংসরূপী, সারসরূপী, মদ্গু-মুখ, কুররাস্য, কঙ্ক-বদন, কাকানন, অর্দ্ধকৃষ্ণ, অর্দ্ধরক্ত, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, নীলবর্ণ, শুক্লবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিদ্বর্ণ এবং বিচিত্রবর্ণ এইরূপ নানা দলে বিভক্ত সেই "গণ" শঙ্খ, পট্ট, মৃদঙ্গ, ডিণ্ডিম, গোমুখ এবং পণবাদি বাদ্য বাজাইতে লাগিল। ৩৪-৪০

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! তাহারা সকলেই উন্নত নিবিড় পিঙ্গল জটাজুটে ভীষণতর; সকলেই রথারোহী। ৪১

তাহাদিগের হস্তে শূল, পাশ, খড়্গ, ধনু, শক্তি, অঙ্কুশ, গদা, বাণ, পট্টিশ এবং প্রাস। ৪২

নানা প্রহরণধারী মহাবলসম্পন্ন সেই "গণ" ঘোরতর শব্দ করত ব্রহ্মার সম্মুখে 'মার কাট' বলিতে লাগিল। ৪৩

তাহারা তথায় "মার কাট" ইত্যাদি শব্দ করিতে থাক; বিধাতা সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া যোগনিদ্রার প্রভাব কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৪

অনন্তর, মদন, সেই "গণ" দর্শনে ব্রহ্মার কথায় বাধা দিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক গণগণসম্মুখেই বলিতে লাগিলেন,—প্রভো! ইহারা কি কার্য্য করিবে? থাকিবে কোথায়? ইহাদিগের নামই বা কি? ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
গণান্ সম্মন্ত্র্য তেষাং কর্ম্মাদিকং দিশন্ ॥ ৪৭

ব্রহ্মোবাচ—

এত উৎপন্নমাত্রা হি মারয়েত্যবদংস্তরাম্।
মুহুর্ম্মুহুরতোঽমীষাং নাম মারেতি জায়তাম্ ॥ ৪৮
মারাত্মকত্বাদপ্যেতে মারাঃ সন্তু চ নামতঃ।
সদা বিঘ্নং করিষ্যন্তি জন্তূনাঞ্চ বিনার্চ্চনম্ ॥ ৪৯
তবানুগমনং কর্ম্ম মুখ্যমেষাং মনোভব।
যত্র যত্র ভবান্ যাতা স্বকর্ম্মার্থং যদা যদা।
গন্তারস্তত্র তত্রৈতে সাহায্যায় তদা তদা ॥ ৫০
চিত্তোদ্ভ্রান্তিং করিষ্যন্তি ত্বদস্ত্রবশবর্ত্তিনাম্।
জ্ঞানিনাং জ্ঞানমার্গঞ্চ বিঘ্নয়িষ্যন্তি সর্ব্বদা ॥ ৫১
যথা সাংসারিকং কর্ম্ম সর্ব্বে কুর্ব্বন্তি জন্তবঃ।
তথা চৈতে করিষ্যন্তি সবিঘ্নমপি সর্ব্বতঃ ॥ ৫২
ইমে স্থাস্যন্তি সর্ব্বত্র বেগিনঃ কামরূপিণঃ।
ত্বমেবৈষাং গণাধ্যক্ষঃ পঞ্চযজ্ঞাংশভোগিনঃ।
নিত্যক্রিয়াবতাং তোয়-ভোগিনো বৈ ভবন্ত্বিতি ॥ ৫৩

যাহা ইহাদিগের প্রকৃত কার্য্য; যথায় ইহারা থাকিবে, এবং ইহাদিগের যে নাম, তৎসমুদায় স্থির করিয়া দিয়া পরে আমার নিকট মহামায়ার প্রভাব কীর্ত্তন করিবেন। ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা মদনের এই কথা শ্রবণে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া গণদিগের কর্ম্মাদি নির্দ্দেশ করত তাহাদিগকে বলিলেন,—ইহারা জন্মিবামাত্র স্পষ্টভাবে বারংবার 'মার মার' বলিয়াছিল এইজন্য ইহাদিগের নাম হউক 'মার'। ৪৭-৪৮

আর মারাত্মক অর্থাৎ কামের অধীন বা সাংঘাতিক বলিয়াও ইহারা 'মার' নামে অভিহিত হউক। ইহারা অবারিতভাবে সকল প্রাণীরই বিঘ্ন সাধন করিবে। ৪৯

হে মনোভব! তোমার অনুগমন করাই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য হইবে। তুমি যখন যখন নিজ কার্য্য সাধনোদ্দেশে যথায় যথায় গমন করিবে, তখন তখন ইহারাও তোমার সাহায্যার্থ তথায় তথায় যাইবে। ৫০

তুমি যাহাদিগের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, ইহারা তাহাদিগের মন উচ্চাটন করিবে; জ্ঞানীদিগের জ্ঞানপথেও সর্ব্বদা বিঘ্ন করিবে। ৫১

সকল প্রাণিগণ যাহাতে সংসার বন্ধনের অনুকূল কার্য্য করে, বিঘ্ন থাকিলেও ইহারা সর্ব্বতোভাবে তাহা করিবে। ৫২

ইহারা বেগশালী ও কামরূপী হইয়া সর্ব্বত্র থাকিতে পারিবে। তুমি এই গণের অধিনায়ক হইবে। আর ইহারা নিত্যকর্ম্মীদিগের পঞ্চযজ্ঞাংশ-ভোগী ও উদকশায়ী হইবে। ৫৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা তু তে সর্ব্বে মদনং সবিধিং ততঃ।
পরিবার্য্য যথাকামাং তস্থুঃ শ্রুত্বা নিজাং গতিম্‌ ॥ ৫৪
তেষাং বর্ণয়িতুং শক্যো ভুবি কিং মুনিসত্তমাঃ।
মাহাত্ম্যঞ্চ প্রভাবঞ্চ তে তপঃশালিনো যতঃ ॥ ৫৫
নৈষাং জায়া ন তনয়া নিঃস্পৃহাঃ সদৈব হি।
ন্যাসিনোঽপি মহাত্মানঃ সর্ব্বে তে ঊর্দ্ধরেতসঃ ॥ ৫৬
অতো ব্রহ্মা প্রসন্নঃ স মাহাত্ম্যং মদনায় চ।
গদিতুং যোগনিদ্রায়াঃ সম্যক্‌ সমুপচক্রমে ॥ ৫৭

ব্রহ্মোবাচ—

অব্যক্তব্যক্তরূপেণ রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।
বিভজ্য যার্থং কুরুতে বিষ্ণুমায়েতি সোচ্যতে ॥ ৫৮
যা নিম্নান্তস্থলাস্থা জগদণ্ডকপালতঃ।
বিভজ্য পুরুষং যাতি যোগনিদ্রেতি সোচ্যতে ॥ ৫৯
মন্ত্রান্তর্ভাবনপরা পরমানন্দরূপিণী।
যোগিনাং সত্ত্ববিদ্যাতঃ সা নিগদ্যা জগন্ময়ী ॥ ৬০
গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্‌ ॥ ৬১
পূর্ব্বাতিপূর্ব্বং সন্ধাতুং সংস্কারেণ নিয়োজ্য চ।
আহারাদৌ ততো মোহং মমত্বং জ্ঞানসংশয়ম্‌ ॥ ৬২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর তাঁহারা সকলে অভিলাষ অনুসারে কার্য্য শ্রবণ করিয়া বিধাতা ও মদনের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিল। ৫৪

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পৃথিবীতে কেহই তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য ও প্রভাব বর্ণন করিতে পারে না, যেহেতু তাঁহারা বিশেষ তপোনিষ্ঠ। ৫৫

তাঁহাদিগের স্ত্রী পুত্র নাই, তাঁহারা সকলেই মাহাত্মা সন্ন্যাসী, সতত নিস্পৃহ এবং ঊর্দ্ধরেতা। ৫৬

অনন্তর ব্রহ্মা মদনের নিকট পুনরায় যোগনিদ্রার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৭

যিনি অব্যক্তকে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনভাবে ব্যক্তরূপে বিভক্ত করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধি করেন, তাঁহার নাম বিষ্ণুমায়া। ৫৮

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিম্ন, অন্তর এবং অধোদেশে অবস্থিত হইয়া পুরুষকে তাহা হইতে পৃথক করিবার পর বরং অপসৃত হন, তাঁহারই নাম যোগনিদ্রা। ৫৯

যিনি যোগিগণের মন্ত্র-মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে তৎপর, পরমানন্দস্বরূপা সত্ত্ববিদ্যা, তাঁহাকেই জগন্ময়ী বলা যায়। ৬০

গর্ভমধ্যে জীবের তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলেও সে সূতিপবনে প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে যিনি তত্ত্বজ্ঞানশূন্য করেন, আর পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বলে আহারাদিকার্য্যে সতত প্রবৃত্ত করিয়া মোহ, মমতা ও সংশয় উৎপাদন করিয়া থাকেন। ৬১-৬২

ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্‌ত্বা ক্ষিপ্‌ত্বা পুনঃপুনঃ।
পশ্চাৎ কামে নিযোজ্যাশু চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্ ॥ ৬৩
আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।
মহামায়েতি সা প্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী ॥ ৬৪
অহঙ্কারাদিসংসক্তসৃষ্টিপ্রভবভাবিনী।
উৎপত্তিরিতি লোকৈঃ সা কথ্যতেঽনন্তরূপিণী ॥ ৬৫
উৎপন্নমঙ্কুরং বীজাদ্ যথাপো মেঘসম্ভবাঃ
প্ররোহয়তি সা জন্তূংস্তথোৎপন্নান্ প্ররোহয়েৎ।
সা শক্তিঃ সৃষ্টিরূপা চ সর্ব্বেষাং খ্যাতিরীশ্বরী ॥ ৬৬
ক্ষমা ক্ষমাবতাং নিত্যং করুণা সা দয়াবতাম্।
নিত্যা সা নিত্যরূপেণ জগদন্তর্প্রকাশতে ॥ ৬৭
জ্যোতিঃস্বরূপেণ পরা ব্যক্তাব্যক্তপ্রকাশিনী।
সা যোগিনাং মুক্তিহেতুর্বিদ্যারূপেণ বৈষ্ণবী ॥ ৬৮
সংসারিকাণাং সংসার-বন্ধহেতুর্বিপর্যয়াখ্যা।
লক্ষ্মীরূপেণ কৃষ্ণস্য দ্বিতীয়া মনোহরা।
ত্রয়ীরূপেণ কণ্ঠস্থা সদা মম মনোভব ॥ ৬৯
সর্ব্বত্রস্থা সর্ব্বগা দিব্যমূর্ত্তি-
নিত্যা দেবী সর্ব্বরূপা পরাখ্যা।
কৃষ্ণাদীনাং সর্ব্বদা মোহয়িত্রী
সা স্ত্রীরূপৈঃ সর্ব্বজন্তোঃ সমস্তাং ॥ ৭০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

যিনি জীবকে পুনঃপুনঃ ক্রোধ লোভ মোহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সেই চিন্তাকুল জীবকে নিরন্তর কামসাগরে নিক্ষেপ করত আমোদযুক্ত ও ব্যসনাসক্ত করেন, তাঁহারই নাম মহামায়া। সেই শক্তিবলেই তিনি জগদীশ্বরী। ৬৩-৬৪

মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার প্রভৃতি সৃষ্টিকারণ বস্তুর উৎপত্তি-হেতু বলিয়া জগতে তাঁহাকে অনন্তরূপিণী উৎপত্তি শক্তি বলিয়া থাকে। ৬৫

যেমন বীজনিঃসৃত অঙ্কুরের ক্রমবিকাশ মেঘের জলে হয়, সেইরূপ তিনি উৎপন্ন জীবের ক্রম পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন। সেই সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্রী সৃষ্টি-শক্তি; তিনিই খ্যাতি, তিনিই ঈশ্বরী। ৬৬

তিনি ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের নিত্য ক্ষমা, তিনি দয়ালুদিগের দয়া; সেই নিত্যাদেবী জগতের অভ্যন্তরে নিত্যরূপে প্রকাশমানা। ৬৭

সেই পরাৎপরা দেবী, জ্যোতিঃস্বরূপে ব্যক্ত-অব্যক্ত প্রকাশ করিতেছেন; সেই বৈষ্ণবীই বিদ্যারূপে যোগিগণকে মুক্তি দিতেছেন। ৬৮

তিনিই আবার অবিদ্যারূপে সাংসারিকদিগকে সংসারবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ করিতেছেন, তিনিই লক্ষ্মীরূপে কৃষ্ণের সহচারিণী হইয়া তাঁহার মনোহরণ করিতেছেন। হে মনোভব। আমার কণ্ঠে তিনিই ত্রয়ীরূপে সতত অবস্থিত। ৬৯

সেই দিব্য মূর্ত্তি পরাৎপরা, সর্ব্বত্রস্থায়িনী সর্ব্বত্রগামিনী এবং সর্ব্বময়ী,

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মা মহামায়া-স্বরূপং প্রতিপাদ্য চ।
মদনায় পুনঃ প্রাহ যুক্তার্থো হরমোহনে ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

বিষ্ণুমায়া মহাদেবো যথা দারপরিগ্রহম্।
করিষ্যতি তথা কর্তুমঙ্গীকারং পুরাকরোৎ ॥ ২
সাবশ্যং দক্ষতনয়া ভূত্বা শম্ভোর্মহাত্মনঃ।
ভবিষ্যতি দ্বিতীয়েতি স্বয়মেবাবদৎ স্মর ॥ ৩
ত্বমেভিঃ স্বগণৈঃ সার্দ্ধং রত্যা চ মধুনা সহ।
যথেচ্ছতি তথা দারান্ গ্রহীতুং কুরু শঙ্করঃ ॥ ৪
শম্ভৌ গৃহীতদারে তু কৃতকৃত্যা বয়ং স্মর।
অবিচ্ছিন্না সৃষ্টিরিয়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তথাব্রবীদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা লোকেশায় মনোভবঃ।
মধুরং যৎ কৃতং তেন মহাদেবস্য মোহনে ॥ ৬

তিনি স্ত্রীরূপে নিখিল প্রাণীকেই সর্ব্বতোভাবে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, অধিক কি তাঁহার প্রভাবে নারায়ণ প্রভৃতিও সর্ব্বদা বিমোহিত। ৭০

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬

সপ্তম অধ্যায়

ব্রহ্মা ও কামের কথোপকথন

শিবকে মোহিত করিতে প্রযত্নসম্পন্ন ব্রহ্মা এইরূপে মহামায়া-স্বরূপ বর্ণন করিয়া মদনকে পুনরায় বলিলেন,—ইতিপূর্ব্বে বিষ্ণুমায়া, মহাদেব যাহাতে দারপরিগ্রহ করেন, তাহা করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ১-২

স্মর! তিনি নিশ্চয়ই দাক্ষায়ণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাত্মা শম্ভুর সহ-চারিণী হইবেন, একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। ৩

শঙ্কর, যাহাতে দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হন, এই নিজদলবল, রতি এবং বসন্তের সহিত মিলিত হইয়া তুমিও তাহা করিতে থাক। ৪

মদন! শিব দারপরিগ্রহ করিলে আমরা কৃতকার্য্য হই, কেননা, তাহা হইলে এই সৃষ্টি নিশ্চয়ই অবিচ্ছিন্নভাবে চলে। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর, মনোভব, মহাদেবকে মোহিত করিতে তিনি যে ভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা ব্রহ্মার নিকট বলিতে লাগিলেন। ৬

মদন উবাচ—

শৃণু ব্রহ্মন্ যথাস্মাভিঃ ক্রিয়তে হরমোহনে।
প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বা তস্য তদ্গদতো মম॥ ৭
যদা সমাধিমাশ্রিত্য স্থিতঃ শম্ভুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তদা সুগন্ধিবাতেন শীতলেন বিবেগিনা॥
তং বীজয়ামি লোকেশ নিত্যং মোহনকারিণা॥ ৮
স্বসায়কাংস্তথা পঞ্চ সমাদায় শরাসনম্।
ভ্রমামি তস্য সবিধে মোহয়ংস্তদ্গণানহম্॥ ৯
সিদ্ধদ্বন্দ্বানহং তত্র রময়ামি দিবানিশম্।
ভাবা হাবাশ্চ তে সর্ব্বে প্রবিশন্তি চ তেষু বৈ॥ ১০
ময়ি প্রবিষ্টে সবিধে শম্ভোঃ প্রাণী পিতামহ।
কো বা ন কুরুতে দ্বন্দ্ব-ভাবং তত্র মুহুর্মুহুঃ॥ ১১
মম প্রবেশমাত্রেণ তথা স্যুঃ সর্ব্বজন্তবঃ।
ন শম্ভুর্ন বৃষস্তস্য মানসীং বিক্রিয়াং গতৌ॥ ১২
যদা হি ভবতঃ প্রস্থং স যাতি প্রমথাধিপঃ।
তত্র গত্বা তদৈবাহং সরতিঃ সমধুর্দ্ধিবে॥ ১৩
যদা মেরুং প্রযাত্যেষ যদা বা নাটকেশ্বরম্।
কৈলাসং বা যদা যাতি তত্র গচ্ছাম্যহং তদা॥ ১৪
যদা ত্যক্তসমাধিস্তু হরস্তিষ্ঠতি বৈ ক্ষণম্।
ততস্তস্য পুরশ্চক্রমিথুনং যোজয়াম্যহম্॥ ১৫

ব্রহ্মন্! আমরা শিবকে মোহিত করিতে তাঁহার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে যে সকল কার্য্য করিতেছি, তাহা বলি, শ্রবণ করুন। ৭

যখন শিব সংযতচিত্তে সমাধি অবলম্বন করিয়া থাকেন, হে লোকেশ! তখন আমি মোহকর মৃদুমন্দ সুগন্ধ শীতল পবন দ্বারা তাঁহাকে নিরন্তর বীজন করি। ৮

আমি স্বীয় পঞ্চবাণ এবং শরাসন গ্রহণ করিয়া তদীয়গণকে মোহিত করত তাঁহার সমীপ ভ্রমণ করি। ৯

তথায় আমি নিরন্তর, সিদ্ধমিথুনগণকে সুরত কার্য্যে ব্যাপৃত করিতেছি, সেই সমস্ত হাবভাবগণ, ক্রমে সেই সিদ্ধ-নরনারীগণে প্রবেশ করিতেছে। ১০

হে পিতামহ! আমি শিবসমীপে গমন করিলে তত্রত্য কোন্ প্রাণী, বারংবার মিথুনভাব না করিয়া থাকিতে পারে? ১১

আমি প্রবিষ্ট হইবামাত্র তথাকার সকল প্রাণিবৃন্দই মুগ্ধ হইয়া থাকে, কেবল মহাদেব ও তাঁহার বৃষ মনোবিকার প্রাপ্ত হন না। ১২

যখন প্রমথপতি, হিমালয়প্রস্থে গমন করেন, বিধাতঃ! তখন আমিও রতি এবং বসন্ত সমভিব্যাহারে তথায় গমন করি। ১৩

যখন তিনি সুমেরু পর্ব্বতে মন্দরপ্রস্থে বা কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন, আমিও তখন তথায় গমন করি। ১৪

যখন শিব, ক্ষণকালের জন্য সমাধি ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করেন, তখন আমি তাঁহার সম্মুখে চক্রবাক-মিথুনকে মোহিত করি। ১৫

তচ্চক্রযুগলং ব্রহ্মন্ হাবভাবযুতং মুহুঃ।
নানাভাবেন কুরুতে দাম্পত্যং ক্রমমুত্তমম্ ॥ ১৬
নীলকণ্ঠানপি মুহুঃ সভার্য্যানপি তৎপুরঃ।
সম্মোহয়ামি সবিধে মৃগানন্যাংশ্চ পক্ষিণঃ ॥ ১৭
বিচিত্রভাবমাসাদ্য যদা প্রকুরুতে রতিম্।
ময়ূরমিথুনং বীক্ষ্য তত্তদা কো ন চোৎসুকঃ ॥ ১৮
মৃগাশ্চ তৎপুরস্থাশ্চ স্বজায়াভিস্তু সোৎসুকাঃ।
অকুর্ব্বন্ রুচিরং ভাবং তস্য পার্শ্বে পুরস্তদা ॥ ১৯
অপশ্যন্ বিবরং নাস্য কদাচিদপি মচ্ছরঃ।
নিপাত্যঃ স যদা দেহে তন্ময়া সর্ব্বলোককৃৎ ॥ ২০
বহুধা নিশ্চিতং জ্ঞাতং রামাসঙ্গাদৃতে হরম্।
অলঞ্চ সম্মোহয়িতুং সসহায়োঽপি নিষ্ফলম্ ॥ ২১
মধুশ্চ কুরুতে কর্ম্ম যদ্যত্তস্য বিমোহনে।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাভাগ নিত্যং তস্যোচিতং পুনঃ ॥ ২২
চম্পকান্ কেশরানাম্রান্ বরুণান্ পাটলাংস্তথা।
নাগকেশরপুন্নাগান্ কিংশুকান্ কেতকান্ ধবান্ ॥ ২৩
মাধবীর্মল্লিকাঃ পর্ণধারান্ কুরুবকাংস্তথা।
উৎফুল্লয়তি তত্রস্থো যত্র তিষ্ঠতি বৈ হরঃ ॥ ২৪
সরাংস্যুৎফুল্লপদ্মানি বীজয়ন্ মলয়ানিলৈঃ।
সুগন্ধীকৃতবান্ যত্নাদতীব শঙ্করাশ্রমম্ ॥ ২৫

ব্রহ্মন্! সেই চক্রবাক-মিথুন, হাবভাব-সম্পন্ন হইয়া অনবরত নানারঙ্গে উত্তম দাম্পত্যপরিপাটি করিতে থাকে। ১৬

হে বিধাতঃ! আমি ময়ূর-ময়ূরীবৃন্দ এবং অন্যান্য সস্ত্রীক পক্ষীদিগকেও তাঁহার সম্মুখে সম্মোহিত করিয়া থাকি। ১৭

যখন ময়ূরমিথুন, বিচিত্রভাবে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহা দেখিয়া কাহার মনে না উৎকণ্ঠা জন্মে?

তখন তাহার সম্মুখবর্ত্তী মৃগগণ তাঁহার পার্শ্বে ও সম্মুখে উৎসুক ভাবে স্ব স্ব রমণীসহ উপযুক্ত ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। ১৮

হে সর্ব্বলোককৃৎ! কিন্তু তাঁহার এমন ছিদ্র আমি কখন দেখিতে পাই না যে, তদীয় শরীরে শরক্ষেপ করিব। ২০

আমি অনেক দেখিয়া স্থির করিয়াছি; রমণীসঙ্গ ব্যতীত মহাদেবকে মোহিত করিতে সসহায়ে চেষ্টা করিয়াও সমর্থ হইব না। ২১

হে মহাভাগ! আবার বসন্ত তাঁহাকে মোহিত করিবার জন্য আপনার অনুরূপ যে কার্য্য নিত্য করিতেছেন অথচ ফলদায়ক হইতেছে না; তাহা শ্রবণ করুন। ২২

যেখানে মহাদেব অবস্থিতি করেন, বসন্ত,—তথাকার চম্পক, বকুল, আম্র, বরুণ, পাটল, নাগকেশর, পুন্নাগ, কেতক, কিংশুক, ধব, মল্লিকা, মাধবী, পর্ণধারা ও কুরুবকশ্রেণীকে প্রফুল্ল কুসুমে ভূষিত করেন। ২৩-২৪

ফুল্লকমলময় সরোবরে মলয় পবন বহাইয়া শঙ্করনিকেতন যত্নসহকারে অতিশয় সগন্ধযুক্ত করিয়া থাকেন। ২৫

লতাঃ সর্ব্বাঃ সুমনসঃ ফুল্লপাদপসঙ্কুলান্ ।
বৃক্ষান্ রুচিরভাবেন বেষ্টয়ন্তি স্ম তত্র চ ॥ ২৬
তান্ বৃক্ষাংশ্চারুপুষ্পৌঘাংস্তৈঃ সুগন্ধিসমীরণৈঃ ।
দৃষ্ট্বা কামবশং যাতো ন তত্র মুনিরপ্যুত ॥ ২৭
তদ্গণা অপি লোকেশ নানাভাবৈঃ সুশোভনৈঃ ।
রমন্তি স্ম সুরা সিদ্ধা যে যে চাতিতপোধনাঃ ॥ ২৮
ন তস্য পুনরস্মাভির্দৃষ্টং মোহস্য কারণম্ ।
ভাবমাত্রং ন কুরুতে কামোত্থমপি শঙ্করঃ ॥ ২৯
ইতি সর্ব্বমহং দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা চ হরভাবনম্ ।
বিমুখোঽহং শম্ভুমোহান্নিয়তং বা যয়া বিনা ॥ ৩০
ইদানীং ত্বদ্বচঃ শ্রুত্বা যোগনিদ্রোদিতং পুনঃ ।
তস্যাঃ প্রভাবং ক্রত্বাথ গণান্ দৃষ্ট্বা সহায়কান্ ॥ ৩১
ভবানপি ত্রিলোকেশ যোগনিদ্রা ক্রতং পুনঃ ।
ভবেদ্যথা শম্ভুজায়া তথৈব বিদধাতিয়ম্ ॥ ৩২
যমানাং নিয়মানাঞ্চ প্রাণায়ামস্য নিত্যশঃ ।
আসনস্য মহেশস্য প্রত্যাহারস্য গোচরে ॥ ৩৩
ধ্যানস্য ধারণায়াশ্চ সমাধের্বিঘ্নসম্ভবম্ ।
মন্যে কর্ত্তুং ন শক্যং স্যাদপি মারশতৈরপি ॥ ৩৪

তথায় লতা সকল ফুল্লকুসুমশালিনী ও নবদলাঙ্কুরে মণ্ডিত হইয়া মনোহর-ভাবে তরুগণকে বেষ্টন করিয়া থাকে । ২৬

সেই সুগন্ধ সমীরণ বিকম্পিত সুন্দর-কুসুমময় পাদপসমূহ অবলোকন করিয়া কামবশ হয় নাই, এমন মুনিও তথায় নাই । ২৭

হে লোকেশ ! মহাদেবের গণ (প্রমথগণ), অমরবৃন্দ, সিদ্ধসঙ্ঘ, এবং যাঁহারা অত্যন্ত তপোনিষ্ঠ, তাঁহারাও নানাভাবে সুশোভন ক্রীড়া করিতে থাকেন । ২৮

কিন্তু শঙ্করের মোহকারণ আমরা কিছুমাত্র দেখি নাই । অণুমাত্র কাম-ভাবও তাঁহার হয় না । ২৯

আমি এই সব দেখিয়া এবং শিবের চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া মায়া ব্যতীত তাঁহাকে মোহিত করিবার চেষ্টা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছি । ৩০

আমি এখন আবার আপনার মুখে যোগনিদ্রার উক্তি ও তাঁহার প্রভাব শ্রবণ করিয়া এবং এই সকল গণ দর্শন করিয়া বোধ করিতেছি, সহায়সম্পন্ন হইলাম । আমি শম্ভুকে মোহিত করিতে আবার উদ্যম করিতেছি । ৩১

হে ত্রিলোকনাথ ! যোগনিদ্রা যাহাতে শীঘ্র শিবের পত্নী হন, আপনি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ যত্ন করুন । ৩২

মাহেশ্বরের নিত্যসঙ্গী যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, আসন, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধির বিঘ্ন, এইরূপ শত শত মারগণ দ্বারাও হইবে না, ইহা আমি বুঝি । ৩৩-৩৪

তথাপ্যয়ং মারগণঃ করোতু, হরস্য যোগাঙ্গবিকারবিঘ্নম্ ।
যদেব শক্যং কিমু বা সমর্থঃ, সমক্ষমস্তস্য ন কর্তুমোজঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো ব্রহ্মাপি মদনমুবাচেদং বচঃ পুনঃ ।
নিশ্চিত্য যোগনিদ্রায়াঃ স্মৃত্বা বাক্যং তপোধনাঃ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

অবশ্যং শম্ভুপত্নী সা যোগনিদ্রা ভবিষ্যতি ।
যথাশক্তি ভবাংস্তত্র করোত্বস্যাঃ সহায়তাম্ ॥ ২
গচ্ছ ত্বং স্বগণৈঃ সার্দ্ধং যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ।
দ্রুতং মনোভব ত্বঞ্চ তং স্থানং মধুনা সহ ॥ ৩
রাত্রিন্দিবস্য তুর্য্যাংশং জগন্মোহয় নিত্যশঃ ।
ভাগত্রয়ং শম্ভুপার্শ্বে তিষ্ঠ সার্দ্ধং গণৈঃ সদা ॥ ৪

তথাপি এই মারগণ যতটুকুই পারে, ততটুকু মহাদেবের যোগাঙ্গ বিঘ্ন সম্পাদন করুক। অপরের সমক্ষে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারুক না পারুক তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।* ৩৫

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭

অষ্টম অধ্যায়

দক্ষের প্রতি দেবীর বরদান

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে তপোধনগণ! অনন্তর ব্রহ্মাও যোগনিদ্রার কথা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক মদনকে পুনরায় এই কথা বলিলেন,—সেই যোগ-নিদ্রা অবশ্যই শিব-পত্নী হইবেন। তুমিও তাঁহার যথাশক্তি সাহায্য কর। ১-২

হে মনোভব! শঙ্কর, যেখানে আছেন; তুমি নিজগণ ও বসন্তের সহিত সত্বর সেইখানে গমন কর। ৩

এখন প্রতি দিন দিবারাত্রের চারিভাগের একভাগ মাত্র জগৎ মোহিত করিতে থাক, আর অবশিষ্ট তিনভাগ সর্ব্বদা সগণে শিব-সমীপে থাক। ৪

---

* "সমক্ষমস্তস্য ন কর্ত্তুমোজঃ" এই পাঠ বহুসম্মত ; মূলের অনুবাদ এতদনুসারে হইয়াছে। "সমক্ষমস্যাস্ত" এই পাঠের অনুবাদ,—"অথবা ইহাঁর সমক্ষে ইহারা ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে না"।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বলোকেশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
শম্ভোঃ সকাশং মদনো গতবান্ সগণস্তদা ॥ ৫
এতস্মিন্নন্তরে দক্ষশ্চিরং কালং তপোরতঃ।
নিয়মৈর্বহুভির্দেবীমারাধয়ত সুব্রতঃ ॥ ৬
ততো নিয়মযুক্তস্য দক্ষস্য মুনিসত্তমাঃ।
যোগনিদ্রাং পূজয়তঃ প্রত্যক্ষমভবচ্ছিবা ॥ ৭
ততঃ প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট্বা বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্।
কৃতকৃত্যমথাত্মানং মেনে দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৮
সিংহস্থাং কালিকাং কৃষ্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্।
চতুর্ভুজাং চারুবক্ত্রাং নীলোৎপলধরাং শুভাম্ ॥ ৯
বরদাভয়দাং খড়্গহস্তাং সর্ব্বগুণান্বিতাম্।
আরক্তনয়নাং চারুমুক্তকেশীং মনোহরাম্ ॥ ১০
দৃষ্ট্বা দক্ষোঽথ তুষ্টাব মহামায়াং প্রজাপতিঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো বিনয়ানতকন্ধরঃ ॥ ১১

দক্ষ উবাচ—

আনন্দরূপিণীং দেবীং জগদানন্দকারিণীম্।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপাং তাং স্তৌমি লক্ষ্মীং হরেঃ শুভাম্ ॥ ১২
সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশেন যজ্জ্যোতিস্তত্ত্বমুত্তমম্।
স্বপ্রকাশং জগদ্ধাম তত্তবাংশং মহেশ্বরি ॥ ১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সর্ব্বলোক-পতি ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন মদন নিজগণ সমভিব্যাহারে শম্ভুসন্নিধানে গমন করিলেন। ৫

এদিকে সেই সময়ে সুব্রত দক্ষ, বহুকাল তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়া বহু নিয়মে দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন। ৬

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! দক্ষ নিয়মযোগে যোগনিদ্রার অর্চনা করিতে থাকিলে সেই সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। ৭

অনন্তর, দক্ষপ্রজাপতি, জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। ৮

সেই সিংহবাহিনী, ঘনঘটা-শ্যামলা সু-উচ্চ-পীন-পয়োধরা নীলোৎপলধারিণী বরাভয়-দায়িনী চারু-বদনা চতুর্ভুজা খড়্গধারিণী সর্ব্বগুণ-শালিনী আরক্তনয়না আলুলায়িত-রুচির-কুন্তলা মনোহারিণী সর্ব্বমঙ্গলা মহামায়াকে দেখিয়া প্রজাপতি দক্ষ বিনয়নম্র কন্ধরে পরম প্রীতিসহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৯-১১

তুমি জগতের আনন্দকারিণী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপা আনন্দময়ী দেবী; তুমি মঙ্গলময়ী, নারায়ণের লক্ষ্মী, তোমাকে স্তব করি। ১২

জগতের আশ্রয়, স্বপ্রকাশ সত্ত্বময় জ্যোতিঃস্বরূপ যে পরম তত্ত্ব, হে মহেশ্বরি! তাহা তোমারই অংশ। ১৩

রজোগুণাতিরেকেণ যৎ কামস্য প্রকাশনম্ ।
রাগস্বরূপং মধ্যস্থং তত্তবাংশাংশং জগন্ময়ি ।
তমোগুণাতিরেকেণ যদ্‌যন্মোহপ্রকাশনম্ ।
আচ্ছাদনং চেতনানাং তত্তে চাংশাংশগোচরম্ ॥ ১৪
পরা পরাত্মিকা শুদ্ধা নির্ম্মলা লোকমোহিনী ।
ত্বং ত্রিরূপা ত্রয়ী কীর্ত্তির্বার্ত্তাস্য জগতো গতিঃ ॥ ১৫
বিভর্ত্তি মাধবো ধাত্রীং যয়া মূর্ত্যা নিজোত্থয়া ।
সা মূর্ত্তিস্তব সর্ব্বেষাং জগতামুপকারিণী ॥ ১৬
মহানুভাবা ত্বং বিশ্বশক্তিঃ সূক্ষ্মাপরাজিতা ।
যদূর্দ্ধাধোনিরোধেন বাত্যন্তে পবনৈঃ পরম্ ॥ ১৭
তজ্জ্যোতিস্তব মাত্রার্থে সাত্ত্বিকং ভাবসম্মতম্ ।
যদ্‌যোগিনো নিরালম্বং নিষ্কলং নির্ম্মলং পরম্ ॥ ১৮
আলম্বন্তি তত্ত্বং ত্বদন্তর্গোচরন্তু তৎ ।
যা প্রসিদ্ধা চ কূটস্থা সুপ্রসিদ্ধাতিনির্ম্মলা ।
সা জ্ঞপ্তিস্ত্বন্নিষ্প্রপঞ্চা প্রপঞ্চাপি প্রকাশিকা ॥ ১৯
ত্বং বিদ্যা ত্বমবিদ্যা চ ত্বমালম্বা নিরাশ্রয়া ।
প্রপঞ্চরূপা জগতামাদিশক্তিস্ত্বমীশ্বরী ॥ ২০
ব্রহ্মকণ্ঠালয়া শুদ্ধা বাগ্বাণী যা প্রগীয়তে ।
বেদ-প্রকাশনপরা সা ত্বং বিশ্বপ্রকাশিনী ॥ ২১

হে জগন্ময়ি ! রজোগুণের আধিক্যে যে কামপ্রকাশক, মধ্যাবস্থিত রাগ উৎপন্ন হয়, তাহা তোমার অংশাংশ। তমোগুণের আধিক্যে চেতনগণের আবরণ-কারক যে মোহের আবির্ভাব হয়, তাহাও তোমার অংশাংশ-সম্ভূত। ১৪

তুমি লোক-মোহিনী নির্ম্মলা বিশুদ্ধরূপা পরাৎপরা; তুমি ত্রিরূপা অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা বা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর-স্বরূপা, ঋগ্ যজুঃ সামবেদ তোমার মূর্ত্তি, তুমি এ বিপন্ন জগতের একমাত্র গতি। ১৫

মাধব যে নিজ মূর্ত্তি দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সর্ব্বজগতের উপকার-কারিণী সেই মূর্ত্তি তোমারই। তুমি সূক্ষ্মা অপরাজিতা মহাপ্রভাবশালিনী বিশ্বশক্তি, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধ ও অধোভাগ আবরণ করিয়া রাখিয়াছ বলিয়াই বিশ্বমধ্যে বায়ু বহিয়া থাকে। ১৬-১৭

হে পরম-মাত্রারূপিণি! নিখিল পদার্থের উৎপত্তি হেতু সত্ত্বময় নিরালম্ব নিষ্কল নির্ম্মল যে পরম জ্যোতিকে যোগিগণ চিন্তা করেন, সেই তত্ত্বও তোমার অন্তর্গোচর। ১৮

* বুদ্ধি, প্রসিদ্ধও বটে, অপ্রসিদ্ধও বটে। কার্য্য দেখিয়া বুদ্ধির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, তাই প্রসিদ্ধ; সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা যায় না, তাই অপ্রসিদ্ধ; বুদ্ধি যোগহৃদয়ে প্রপঞ্চ-শূন্য, আর সংসারহৃদয়ে প্রপঞ্চবতী অর্থাৎ তুমি বহুশাখান্বিতা প্রসিদ্ধা অপ্রসিদ্ধা প্রপঞ্চশূন্যা প্রপঞ্চবতী ব্রহ্মগ্রাহিণী জনগণের হৃদয়মধ্যে অবস্থিতা নির্ম্মল-স্বরূপা বুদ্ধি। ১৯

তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমি সাবলম্বা, তুমিই নিরবলম্ব, তুমি জগৎ-প্রপঞ্চময়ী আদ্যাশক্তি তুমিই জগদীশ্বরী। ২০

ত্বমগ্নিস্ত্বং তথা স্বাহা ত্বং স্বধা পিতৃভিঃ সহ।
ত্বং নভস্ত্বং কালরূপা ত্বং কাষ্ঠা ত্বং বহিষ্কৃতা ॥ ২২
ত্বমচিন্ত্যা ত্বমব্যক্তা তথানির্দ্দেশ্যরূপিণী।
ত্বং কালরাত্রিস্ত্বং শান্তা ত্বমেব প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৩
যত্তাঃ সংসারলোকানাং পরিত্রাণায় যদ্বহিঃ।
রূপং জানন্তি ধাত্রাদ্যাস্তত্ত্বাং জানন্তি কে পরাম্ ॥ ২৪
প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ যোগরূপিণি।
প্রসীদ ঘোররূপে ত্বং জগন্ময়ি নমোঽস্তু তে ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতা মহামায়া দক্ষেণ প্রযতাত্মনা।
উবাচ দক্ষং জ্ঞাত্বাপি স্বয়ং তস্যেপ্সিতং দ্বিজাঃ ॥ ২৬

ভগবত্যুবাচ—

তুষ্টাহং দক্ষ ভবতো মদ্ভক্ত্যা হ্যনয়া ভৃশম্।
বরং বৃণীষ চাভীষ্টং তত্তে দাস্যামি তৎ স্বয়ম্ ॥ ২৭
নিয়মেন তপোভিশ্চ স্তুতিভিস্তে প্রজাপতে।
অতীব তুষ্টা দাস্যেঽহং বরং বরয় বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৮

দক্ষ উবাচ—

জগন্ময়ি মহামায়ে যদি ত্বং বরদা মম।
তদা মম সুতা ভূত্বা হরজায়া ভবাধুনা ॥ ২৯

যিনি সরস্বতী নামে আখ্যাত হন, তুমি সেই বিরিঞ্চিকণ্ঠবাসিনী বেদ-প্রকাশিনী ব্রহ্মাণ্ডোদ্ভাসিনী বাণী। ২১

তুমি অগ্নি, তুমি স্বাহা; তুমি পিতৃগণ, তুমি স্বধা, তুমি আকাশ, তুমি কাল, তুমি দিক্, তুমিই বাহ্যবিষয়। ২২

তুমি অচিন্ত্যা, তুমি অব্যক্তা, তুমি অনির্দ্দেশ্যরূপা, তুমি কালরাত্রি, তুমি শান্তা, তুমিই পরমা প্রকৃতি। ২৩

সংসারস্থ জীবগণের পরিত্রাণের জন্য তুমি যে বাহ্যরূপ ধারণ করিয়াছ, তাহাই ব্রহ্মা প্রভৃতি অবগত আছেন, কিন্তু পরাৎপররূপিণী তোমাকে কে জানিতে পারে? ২৪

মা ভগবতি! প্রসন্ন হও; হে সৌম্যরূপে! প্রসন্ন হও; হে ঘোররূপিণি! প্রসন্ন হও; হে জগন্ময়ি! তোমাকে নমস্কার। ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—হে দ্বিজগণ! মহাত্মা দক্ষ এইরূপ স্তব করিলে, মহামায়া, তাঁহার অভিসন্ধি স্বয়ং অবগত থাকিয়াও তাঁহাকে বলিলেন,—দক্ষ তোমার এই পরমভক্তি দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর,—আমি স্বয়ং তাহা দিতেছি। ২৬-২৭

প্রজাপতে! তোমার নিয়ম, তপস্যা ও স্তবের দ্বারা আমি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর,—আমি প্রদান করিব। ২৮

দক্ষ বলিলেন,—হে জগন্ময়ি! হে মহামায়ে! যদি আমাকে বর প্রদান

যথৈষ ন বরো দেবি কেবলং জগতামপি।
লোকেশস্ত তথা বিষ্ণোঃ শিবস্যাপি প্রজেশ্বরি ॥ ৩০

দেব্যুবাচ—

অহং তব সুতা ভূত্বা ত্বজ্জায়ায়াং সমুদ্ভবা।
হরজায়া ভবিষ্যামি ন চিরাত্তু প্রজাপতে ॥ ৩১
যদা ভবানয়ি পুনর্ভবেন্মন্দাদরস্তদা।
দেহং ত্যক্ষ্যামি সপদি সুখিন্যপ্যথ বেতরা ॥ ৩২
এষ দত্তস্তব বরঃ প্রতিসর্গং প্রজাপতে।
অহং তব সুতা ভূত্বা ভবিষ্যামি হরপ্রিয়া ॥ ৩৩
তথা সম্মোহয়িষ্যামি মহাদেবং প্রজাপতে।
প্রতিসঙ্গং যথা মোহং সম্প্রাপ্স্যতি নিরাকুলম্ ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা মহামায়া দক্ষং মুখ্যং প্রজাপতিম্।
অন্তর্দধে ততো দেবী সম্যগ্ দক্ষস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৫
অন্তর্হিতায়াং মায়ায়াং দক্ষোঽপি নিজমাশ্রমম্।
জগাম লেভে চ মুদং ভবিষ্যতি সুতেতি সা ॥ ৩৬
তত্র চক্রে প্রজোৎপাদং বিনা স্ত্রীসঙ্গমেন চ।
সঙ্কল্পাবির্ভবাভ্যাস্ত মনসা চিন্তনেন চ ॥ ৩৭

করা হয়, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর যে, তুমি অবিলম্বে আমার কন্যা হইয়া শিবপত্নী হইবে। ২৯

হে দেবী! প্রজেশ্বরি! এই বর কেবল একা আমার পক্ষে নহে, কিন্তু এই জগতের—অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও পক্ষে জানিবে। ৩০

দেবী বলিলেন,—হে প্রজাপতে! আমি অবিলম্বেই তোমার পত্নীর গর্ভে তোমার কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া শঙ্করের সহধর্ম্মিণী হইব। ৩১

যখন তুমি আমার প্রতি শিথিলাদর হইবে, তখন আমি তৎক্ষণাৎ দেহ-ত্যাগ করিব; আর যদি আদর শৈথিল্য না হয়, তাহা হইলে চিরদিন সুখে থাকিব। ৩২

হে প্রজাপতে! আমি প্রতি সৃষ্টিতেই তোমার কন্যা হইয়া মহাদেবের প্রেয়সী হইব, এই বর তোমাকে দিলাম। ৩৩

প্রজাপতে! আকুলতা-শূন্য মহাদেব, যাহাতে যতবার মিলন হইবে, ততবারই মোহিত হন তাহা করিব।* ৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহামায়া প্রজাপতি প্রধান দক্ষকে এই কথা বলিয়া তাঁহার সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। ৩৫

মহামায়া অন্তর্হিতা হইলে দক্ষও আপন আশ্রমে গমন করিলেন, আর মহামায়া কন্যা হইবেন মনে করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর দক্ষ স্ত্রীসঙ্গ ব্যতিরেকেই সঙ্কল্প, অভিসন্ধি, মানস এবং চিন্তার সাহায্যে প্রজা উৎপাদন করিলেন। ৩৬-৩৭

---

* "প্রতিসঙ্গং" এই পাঠ বহুসম্মত। এই পাঠের অর্থ উপরে লিখিত হইল। "প্রতিসর্গং" পাঠের অর্থ—"মহাদেব যাহাতে প্রতি সৃষ্টিতেই মোহিত হন।"

তত্র যে তনয়া জাতা বহবো দ্বিজসত্তমাঃ ।
তে নারদোপদেশেন ভ্রমন্তি পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৩৮
পুনঃপুনঃ সুতা যে যে তস্য জাতাঃ সহস্রশঃ ।
তে সর্ব্বে ভ্রাতৃপদবীং যযুর্নারদবাক্যতঃ ॥ ৩৯
পৃথিব্যাং সৃষ্টিকর্ত্তারঃ সর্ব্বে যূয়ং দ্বিজোত্তমাঃ ।
পশ্যধ্বং পৃথিবীং কৃৎস্নামন্তপ্রান্তমাযতাম্ ॥ ৪০
ইতি নারদবাক্যেন নোদিতা দক্ষপুত্রকাঃ ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ভ্রমন্তঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৪১
ততঃ সমুৎপাদয়িতুং প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ ।
উপযেমে বীরণস্য তনয়াম্ দক্ষ ঈপ্সিতাম্ ॥ ৪২
বীরিণী নাম তস্যাস্তু অসিক্নীত্যপি সত্তমাঃ ।
তস্যাং প্রথমসঙ্কল্পো যদা ভূতঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৪৩
সদ্যো জাতা মহামায়া তদা তস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ ।
তস্যাং তু জাতমাত্রায়াং সুপ্রীতোহভূৎ প্রজাপতিঃ ।
সৈবেয়মিতি তদা মেনে তাং দৃষ্ট্বা তেজসোজ্জ্বলাম্ ॥ ৪৪
বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মেঘাশ্চ ববৃষুর্জ্জলম্ ।
দিশঃ শান্তাস্তদা তস্যাং জাতায়াঞ্চ সমুদ্ভবাঃ ॥ ৪৫
অবাদয়ংস্ত্রিদশাঃ শুভবাদ্যং বিয়দ্গতাঃ ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাস্তস্যাং সত্যাং নরোত্তমাঃ ॥ ৪৬
বীরণ্যাং লক্ষিতো দক্ষস্তাং দৃষ্ট্বা জগদীশ্বরীম্ ।
বিষ্ণুমায়াং মহামায়াং তোষয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! এরূপে তাঁহার যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহারা নারদের উপদেশ ক্রমে এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল । ৩৮

দক্ষের পুনঃপুনঃ সহস্র সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহারা সকলেই নারদের বাক্যে পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতৃগণের পদবী অনুসরণ করিল । ৩৯

হে দ্বিজোত্তমগণ ! তোমরা সকলেই ভূমণ্ডলের এক এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা ; অতএব এই বিস্তৃত ভূভাগের উপান্তপ্রান্ত একবার সম্পূর্ণরূপে দেখ । ৪০

দক্ষতনয়গণ নারদের এই কথায় প্রেরিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন, আজিও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না । ৪১

অনন্তর, দক্ষ, মৈথুনধর্ম্মে প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছানুরূপা বীরণ তনয়াকে বিবাহ করিলেন । ৪২

হে সাধু প্রধানগণ ! তাহার নাম বীরিণী এবং অসিক্নী, হে দ্বিজোত্তমগণ ! দক্ষ প্রজাপতির তাঁহাতে প্রথম সঙ্কল্প হইল ; অর্থাৎ ইহার গর্ভে সন্তান হউক, এই প্রথম অভিসন্ধি হইলেই তাঁহার গর্ভে সদ্য মহামায়া উৎপন্ন হইলেন । তিনি উৎপন্ন হইবামাত্র প্রজাপতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সেই দুহিতার উজ্জ্বল তেজ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইনিই সেই মহামায়া । ৪৩-৪৪

তিনি উৎপন্ন হইলে, পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ; মেঘমালা বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল ; দিঙ্মণ্ডল প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল । ৪৫

দেবগণ, নভস্তলে অবস্থিত হইয়া মঙ্গল বাদ্য বাজাইলেন । হে নরোত্তমগণ ! তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে নির্ব্বাণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল । ৪৬-৪৭

দক্ষ উবাচ—

শিবা শান্তা মহামায়া যোগনিদ্রা জগন্ময়ী।
যা প্রোচ্যতে বিষ্ণুমায়া তাং নমামি সনাতনীম্ ॥ ৪৮
যয়া ধাতা জগৎসৃষ্টৌ নিযুক্তস্তাং পুরাকরোৎ।
স্থিতিঞ্চ বিষ্ণুরকরোদ্ যন্নিয়োগাজ্জগৎপতিঃ।
শম্ভুরন্তং ততো দেবীং তাং নমামি মহীয়সীম্ ॥ ৪৯
বিকাররহিতাং শুদ্ধামপ্রমেয়াং প্রভাবতীম্।
প্রমাণমানমেয়াখ্যাং প্রণমামি সুখাত্মিকাম্ ॥ ৫০
যত্ত্বাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং বিদ্যাবিদ্যাত্মিকাং পরাম্।
তস্য ভোগাশ্চ মুক্তিশ্চ সদা করতলে স্থিতা ॥ ৫১
যস্ত্বাং প্রত্যক্ষতো দেবীং সকৃৎ পশ্যতি পাবনীম্।
তস্যাবশ্যং ভবেন্মুক্তি-র্বিদ্যাবিদ্যাপ্রকাশিকাম্ ॥ ৫২
যোগনিদ্রে মহামায়ে বিষ্ণুমায়ে জগন্ময়ি
যা প্রমাণার্থসম্পন্না চেতনা সা তবাত্মিকা ॥ ৫৩
যে স্তুবন্তি জগন্মাতর্ভবতীমম্বিকেতি চ।
জগন্ময়ীতি মায়েতি সর্ব্বং তেষাং ভবিষ্যতি ॥ ৫৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতা জগন্মাতা দক্ষেণ সুমহাত্মনা।
তথোবাচ তদা দক্ষং যথা মাতা শৃণোতি ন ॥ ৫৫

দক্ষ সেই মহামায়া জগদীশ্বরী বিষ্ণুমায়াকে দেখিয়া বীরিণীর অলক্ষ্যে যথাশক্তি তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে যত্নশীল হইলেন। ৪৭

দক্ষ বলিলেন,—বিষ্ণু যাঁহাকে শিবা, শান্তা, যোগনিদ্রা এবং জগন্ময়ী বলেন, সেই নিত্যরূপাকে প্রণাম করি। ৪৮

বিধাতা যাঁহার নিয়োগে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎপতি বিষ্ণু যাঁহার আদেশ পালন করিতে তৎপর, যাঁহার আজ্ঞায় রুদ্র সংহারকারী, সেই মহীয়সী দেবীকে নমস্কার করি। ৪৯

নির্ব্বিকারা, নির্ম্মলা, অপ্রমেয়া, প্রমা-প্রমাণ-প্রমেয়রূপিণী প্রভাবতী সুখাত্মিকা দেবীকে প্রণাম করি। ৫০

যে ব্যক্তি বিদ্যা-অবিদ্যারূপিণী পরাৎপরা তোমাকে ধ্যান করে, ভোগ ও মুক্তি তাঁহার করতলস্থ। ৫১

যে ব্যক্তি, বিদ্যা-অবিদ্যা-প্রকাশিনী পবিত্রতা-কারিণী তোমাকে একবারও প্রত্যক্ষ অবলোকন করে অবশ্য তাহার মুক্তি হয়। ৫২

হে যোগনিদ্রে! মহামায়ে! হে জগন্ময়ি! বিষ্ণুমায়ে! প্রমাণ-প্রমেয়-বতী চিৎশক্তিমাত্রেই তোমার অংশ। ৫৩

জগদম্বে! যাহারা আপনাকে অম্বিকা, জগন্ময়ী এবং মায়া বলিয়া স্তব করে, তাহাদিগের সকলই হয়। ৫৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—মহাত্মা দক্ষ, জগন্মাতার এইরূপ স্তব করিলে, মা যাহাতে শুনিতে না পান এইরূপ ভাবে তিনি দক্ষকে বলিতে লাগিলেন। ৫৫

সম্মোহ্য সর্ব্বং তজ্জন্যং যথা দক্ষঃ শৃণোতি তৎ ।
নান্যঃ শৃণোতি চ তথা ব্যাজহার তদাম্বিকা ॥ ৫৬

দেব্যুবাচ—

অহমারাধিতা পূর্ব্বং যদর্থং মুনিসত্তম ।
ঈপ্সিতং তব সিদ্ধং তদবধারয় সাম্প্রতম্ ॥ ৫৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা তদা দেবী দক্ষঞ্চ নিজমায়য়া ।
আস্থায় শৈশবং ভাবং জনন্যন্তে রুরোদ সা ॥ ৫৮
ততস্তাং বীরিণী যত্নাৎ সুসংস্কৃত্য যথোচিতম্ ।
শিশুপালেন বিধিনা তস্যৈ স্তন্যাদিকং দদৌ ॥ ৫৯
পালিতা সাথ বীরিণ্যা দক্ষেণ সুমহাত্মনা ।
ববৃধে শুক্লপক্ষস্য নিশানাথো যথাবহম্ ॥ ৬০
তস্যাস্তু সদ্গুণাঃ সর্ব্বে বিবিশুর্দ্বিজসত্তমাঃ ।
শৈশবেঽপি যথা চন্দ্রে কলাঃ সর্ব্বা মনোহরাঃ ॥ ৬১
রেমে সা নিজভাবেন সখীমধ্যগতা যদা ।
তদা লিখতি ভর্গস্য প্রতিমামহরহং মুহুঃ ॥ ৬২
যদা গায়তি গীতানি তদা বাল্যোচিতানি সা ।
উগ্রং স্থাণুং হরং রুদ্রং সস্মার স্মরমানসা ॥ ৬৩
তস্যাশ্চক্রে নাম দক্ষঃ সতীতি দ্বিজসত্তমাঃ ।
প্রশস্তায়াঃ সর্ব্বগুণৈঃ সত্যাদপি নরাঽপি ॥ ৬৪

তখন অম্বিকা, কেবল দক্ষ শুনিতে পান ও অপরে শুনিতে না পায় এইরূপ ভাবে তত্রস্থ জনগণকে মোহিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—হে মুনিবর ! তুমি পূর্ব্বে যে কার্য্যের জন্য আমাকে আরাধনা করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে ; এখন সময় মত অবধারণ কর । ৫৬-৫৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন দেবী এই কথা বলিয়া দক্ষকেও নিজ মায়ায় আচ্ছন্ন করিলেন ; আপনি শৈশবভাব অবলম্বন করিয়া জননী-পার্শ্বে রোদন করিতে লাগিলেন । ৫৮

অনন্তর, বীরিণী, সযত্নে যথোচিত ভাবে মুখ চক্ষু প্রভৃতি মার্জ্জনা করিয়া দিয়া শিশুপালন-বিধি-অনুসারে তাঁহাকে স্তন্যপানাদি করাইতে লাগিলেন । ৫৯

তিনি বীরিণী ও মহাত্মা দক্ষকর্ত্তৃক পালিত হইয়া শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । ৬০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! যেমন সমস্ত মনোহর কলা চন্দ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ তদীয় গুণাবলী শৈশবেই তাঁহাতে দেখা দিল । ৬১

যখন তিনি, সখীমধ্যে নিজ ভাবে ক্রীড়া করিতেন, তখনই নিরন্তর মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি লিখিতেন । ৬২

যখন তিনি বাল্যোচিত গান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন অন্য কথার পরিবর্ত্তে উগ্র, স্থাণু, হর, রুদ্র, স্মরশাসন—এই সকল কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে আসিত । ৬৩

ববৃধে দক্ষবীরিণ্যোঃ প্রত্যহং করুণাতুলা।
তস্যাং বাল্যেঽপি ভক্তায়াং তয়োর্নিত্যং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬৫
সর্ব্বকান্তগুণাক্রান্তা সদা সা নয়শালিনী।
তোষয়ামাস পিতরৌ নিত্যং নিত্যং নরোত্তমাঃ ॥ ৬৬
অথৈকদা পিতুঃপার্শ্বে তিষ্ঠন্তীং তাং সতীং বিধিঃ।
নারদশ্চ দদর্শাথ ভূতলস্থাং ক্ষিতৌ শুভাম্ ॥ ৬৭
সাপি তৌ বীক্ষ্য মুদিতা বিনয়াবনতা তদা।
প্রণনাম সতী দেবং ব্রহ্মাণমথ নারদম্ ॥ ৬৮
প্রণামান্তে সতীং বীক্ষ্য বিনয়াবনতাং বিধিঃ।
নারদশ্চ তথৈবাশীর্ব্বাদমেতমুবাচ হ।
ত্বামেব যঃ কাময়তে যং ত্বং কাময়সে পতিম্।
তমাপ্নুহি পতিং দেবং সর্ব্বজ্ঞং জগদীশ্বরম্ ॥ ৬৯
যো নান্যাং জগৃহে নাপি গৃহ্ণাতি ন গ্রহীষ্যতি।
জায়াং স তে পতির্ভূয়াদনন্যসদৃশঃ শুভে ॥ ৭০
ইত্যুক্ত্বা সুচিরং তৌ তু স্থিত্বা দক্ষাশ্রয়ে পুনঃ।
বিসৃষ্টৌ তেন সংযাতৌ স্বস্থানং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

হে দ্বিজবরগণ। সর্ব্বগুণে গুণবতী প্রশংসাপাত্রী সেই দুহিতার সত্তা অর্থাৎ সাধুতা ও নীতিপরায়ণতা দেখিয়া দক্ষ 'সতী' নাম রাখিলেন। ৬৪

বাল্যকালেও নিত্য-ভক্তিমতী সেই দুহিতার প্রতি, দক্ষ এবং বীরিণীর অনুপম বাৎসল্য প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বাড়িতে লাগিল। ৬৫

হে দ্বিজোত্তমগণ। শৈশবোচিত সকল গুণে গুণবতী সতত নীতিপরায়ণা সেই দুহিতা, মাতাপিতাকে নিয়ত সন্তুষ্ট করিতেন। ৬৬

অনন্তর একদা তিনি পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মা ও নারদ ভূমণ্ডলের রত্নভূতা সেই কন্যাটিকে দেখিতে আসিলেন। ৬৭

সতীও,—ব্রহ্মা এবং নারদকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সবিনয়ে প্রণাম করিলেন। ৬৮

বিধি-নারদ, প্রণামের পর বিনয়াবনতা সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত এই আশীর্ব্বাদ করিলেন;—যিনি তোমাকে কামনা করিতেছেন, আর তুমি যাহাকে পতি করিতে অভিলাষিণী; সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর তোমার পতি হউন। ৬৯

হে কল্যাণি! যিনি তোমা ব্যতীত অপর রমণী গ্রহণ করেন নাই, করেন না এবং করিবেন না, তোমার সেই অনন্যসদৃশ পতি-লাভ হউক। ৭০

হে দ্বিজবরগণ। তাঁহারা এই কথা বলিয়া অনেকক্ষণ দক্ষালয়ে অবস্থিতি করিলেন, তৎপরে দক্ষের নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ৭১

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮

নবমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

বাল্যং বতীত্য সা প্রাপ যৌবনং শোভনং ততঃ ।
অতীব রূপেণাঙ্গেন সর্ব্বাঙ্গসুমনোহরা ॥ ১
তাং বীক্ষ্য দক্ষো লোকেশঃ প্রোদ্ভিন্নাভর্ব্বয়ঃ-স্থিতাম্ ।
চিন্তয়ামাস ভর্গায় কথং দাস্য ইমাং সুতাম্ ॥ ২
অথ সাপি স্বয়ং ভর্গং প্রাপ্তুমৈচ্ছত্তদাগ্রহম্ ।
আরাধয়ামাস চ তং গৃহে মাতুরনুজ্ঞয়া ॥ ৩
আশ্বিনে নন্দকাখ্যায়াং লবণৈঃ সগুড়ৌদনৈঃ ।
পূজয়িত্বা হরং পশ্চাদ্বন্দে সা নিনায় তং ॥ ৪
কার্ত্তিকস্য চতুর্দ্দশ্যাং সাপূপৈঃ পায়সৈর্হরম্ ।
সমাকীর্ণৈঃ সমারাধ্য সস্মার পরমেশ্বরম্ ॥ ৫
কৃষ্ণাষ্টম্যাং মার্গশীর্ষে সতিলৈঃ সযবৌদনৈঃ ।
পূজয়িত্বা হরং নীলৈর্নিনায় দিবসং পুনঃ ॥ ৬
পৌষে তু কৃষ্ণসপ্তম্যাং কৃত্বা জাগরণং নিশি ।
অপূজয়চ্ছিবং প্রাতঃ কৃসরান্নেন সা সতী ॥ ৭
মাঘস্য পৌর্ণমাস্যান্তু কৃত্বা জাগরণং নিশি ।
আর্দ্রবস্ত্রা নদীতীরে হ্যকরোদ্ধরপূজনম্ ॥ ৮

দাক্ষায়ণীর ব্রত

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর সতী, শৈশব অতিক্রম করিয়া শোভন যৌবনে পদার্পণ করিলেন। ১

তখন সেই সহজ-সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীর অঙ্গে রূপরাশি দ্বিগুণ উথলিয়া পড়িল। প্রজাপতি দক্ষ দুহিতাকে প্রারূঢ়-যৌবনা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই কন্যাকে মহাদেবের হস্তে সম্প্রদান করিব কিরূপে? ২

অনন্তর, সতী আপনিও, মহাদেবকে পাইবার আশয়ে, মাতৃ-আদেশে গৃহস্থিত চিত্রিত মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ৩

আশ্বিন মাসের নন্দকানাম্নী অষ্টমীতে গুড়ৌদন ও লবণদ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া বন্দনা করিতে লাগিলেন, এইরূপে সেইদিন অতিবাহিত করিলেন। ৪

কার্ত্তিক মাসের চতুর্দ্দশীতে বিবিধ পায়স পিষ্টক দ্বারা শিবের আরাধনা করিয়া সেই পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ৫

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে যবৌদন ও তিল দ্বারা দেবাদি-দেবের আরাধনা করিয়া সেইদিন অতিবাহিত করিলেন। ৬

সেই সতী, পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীনিশাতে জাগরণাদি করিয়া প্রাতঃকালে কৃসরান্ন (তিল-মুদ্গ সিদ্ধ ওদন) দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলেন। ৭

তিনি মাঘমাসের পূর্ণিমাতে রাত্রিজাগরণ করিয়া নদীতীরে আর্দ্র-বসনে শিবপূজা করিলেন। ৮

নানাবিধৈঃ ফলৈঃ পুষ্পৈঃ সম্যক্ তৎকালসম্ভবৈঃ ।
চকার নিয়তাহারং তং মাসং হরমনসা ॥ ৯
চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে তপস্যস্য বিশেষতঃ ।
কৃত্বা জাগরণং দেবং বিল্বপত্রৈরপূজয়ৎ ॥ ১০
চৈত্রে শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং পালাশৈঃ কুসুমৈঃ শিবম্ ।
অপূজয়দ্দিবা রাত্রৌ তং স্মরন্তী নিনায় তম্ ॥ ১১
বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং যবোদনৈঃ ।
পূজয়িত্বা হরং দেবং হবৈর্মাসং চরন্তাম্ ।
নিনায় সা নিরাহারা স্মরন্তী বৃষবাহনম্ ॥ ১২
জ্যৈষ্ঠস্য পূর্ণিমারাত্রৌ সম্পূজ্য বৃষবাহনম্ ।
বসনৈর্বৃহতীপুষ্পৈর্নিরাহারা নিনায় তাম্ ॥ ১৩
আষাঢ়স্য চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং কৃত্তিবাসসঃ ।
বৃহতীকুসুমৈঃ পূজা দেবস্যাকারি বৈ তয়া ॥ ১৪
শ্রাবণস্য সিতাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ সা শিবম্ ।
যজ্ঞোপবীতৈর্বাসোভিঃ পবিত্রৈরপ্যপূজয়ৎ ॥ ১৫
ভাদ্রে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং পুষ্পৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ ।
সম্পূজ্যাথ চতুর্দ্দশ্যাং চকার জলভোজনম্ ॥ ১৬
ইতি ব্রতং যদারব্ধং পুরা সত্যা তদৈব তু ।
সাবিত্রীসহিতো ব্রহ্মা জগামাথ হরান্তিকম্ ॥ ১৭
বাসুদেবোঽপি ভগবান্ সহ লক্ষ্ম্যা তদন্তিকম্ ।
প্রস্থং হিমবতঃ শম্ভুঃ স্থিতো যত্র গণৈঃ সহ ॥ ১৮

আর সম্পূর্ণ মাঘমাসে তৎকালসম্ভূত বিবিধ পুষ্প ফল দ্বারা শিবপূজা-নিরত হইয়া সংযতাহারে থাকিলেন ॥ ৯

ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে রাত্রিজাগরণ করিয়া বিল্বপত্র দ্বারা বিশেষরূপে শিবপূজা করিলেন । ১০

সতী চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীতে দিবসে ও রাত্রিতে পলাশ কুসুম-দ্বারা শিবপূজা করিলেন এবং শিবকে স্মরণ করত সেই দিবারাত্রি অতিবাহিত করিলেন । ১১

তিনি বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে যবোদন দ্বারা শিবপূজা করিলেন, সম্পূর্ণ বৈশাখমাস ঘৃত ভোজন করিয়া রহিলেন এবং মহাদেবকে স্মরণ করত নিরাহারে সেই দিন যাপন করিলেন । ১২

জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা নিশাতে বসন ও বৃহতী পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া নিরাহারে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন । ১৩

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীতে বৃহতীকুসুম দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলেন । ১৪

শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশীতে যজ্ঞোপবীত, বস্ত্র এবং কুশ দ্বারা শিবপূজা করিলেন । ১৫

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে নানাবিধ পুষ্প ও ফল দ্বারা শিব-পূজা করিয়া পরদিন চতুর্দ্দশীতে জল পান করিয়া থাকিলেন । ১৬

যখন সতী এই ব্রতারম্ভ করেন, তখনই সাবিত্রী সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা, লক্ষ্মী

তৌ তু দৃষ্ট্বা ব্রহ্মকৃষ্ণৌ সস্ত্রীকৌ সঙ্গতৌ হরঃ।
যথোচিতং সমাভাষ্য পপ্রচ্ছাগমনং তয়োঃ ॥ ১৯
তথাবিধাংস্তু তান্ দৃষ্ট্বা দাম্পত্যভাবসংবৃতান্।
কাঙ্ক্ষিণীহাক্ষ মনসা চক্রে দারপরিগ্রহে ॥ ২০
অথাগমনহেতুং ন কথয়ধ্বঞ্চ তত্ত্বতঃ।
কিমর্থমাগতা যূয়ং কিং কার্য্যং বোঽত্র বিদ্যতে ॥ ২১
ইতি পৃষ্টস্ত্র্যম্বকেণ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ চ মহাদেবং বিষ্ণুনা পরিচোদিতঃ ॥ ২২

ব্রহ্মোবাচ—

যদর্থমাগতাবাবাং তচ্ছৃণুষ ত্রিলোচন।
বিশেষতস্ত দেবার্থং বিশ্বার্থঞ্চ বৃষধ্বজ ॥ ২৩
অহং সৃষ্টিরতঃ শম্ভো স্থিতিহেতুস্তথা হরিঃ।
অন্তহেতুর্ভবানস্য জগতঃ প্রতিসর্গকম্ ॥ ২৪
তৎকর্ম্মণি সদৈবাহং ভবদ্ভ্যাং সহিতো ক্ষমম্।
হরিঃ স্থিতাবপি তথা সম্যগং ভবতা সহ।
ক্ষয়কারণে শম্ভো বিনা নাবাং ভবিষ্যসি ॥ ২৫
তস্মাদন্যোন্যকৃত্যেষু সর্ব্বেষাং বৃষভধ্বজ।
সাহায্যং নঃ সদা যোগ্যমন্যথা ন জগদ্ভবেৎ ॥ ২৬
কেচিত্তুবিষ্ণুতাসুরা মম বধ্যা মহেশ্বর।
অপরে তু হরের্বধ্যা ভবতোঽপি তথাপরে ॥ ২৭

সমভিব্যাহারে ভগবান্ বাসুদেব—যথায় গণপরিবৃত মহাদেব অবস্থিত ছিলেন, সেই হিমালয় প্রস্থে তদীয় সমীপে গমন করিয়াছিলেন। ১৭-১৮

মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সস্ত্রীক সমাগত দেখিয়া যথোচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৯

মহাদেব তাঁহাদিগকে দাম্পত্যপ্রেমে আবদ্ধ দেখিয়া দারপরিগ্রহ করিতে মনে মনে কিঞ্চিৎ অভিলাষ করিলেন। ২০

অনন্তর "তোমাদিগের আগমন প্রয়োজন যথার্থরূপে বল; তোমরা কিজন্য আসিয়াছ? এখানে তোমাদিগের কি প্রয়োজন আছে?" ২১

মহাদেব এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুকর্তৃক প্রণোদিত হইয়া মহাদেবকে বলিলেন;—হে ত্রিলোচন! আমরা যে জন্য আসিয়াছি তাহা শ্রবণ কর; হে বৃষধ্বজ! দেবতাদের জন্য, বিশেষতঃ সৃষ্টি-রক্ষার জন্যই আমরা আসিয়াছি। ২২-২৩

শম্ভু! আমি প্রতিবারেই এই জগৎ সৃষ্টি করি, বিষ্ণু পালন করেন, তুমি সংহার করিয়া থাক। ২৪

তোমাদিগের উভয়ের সাহায্যে আমি আমার কর্ত্তব্যকার্য্য করিতে সমর্থ, বিষ্ণু, তোমার ও আমার সাহায্যে পালনকার্য্যে সমর্থ হন; তুমিও আমাদিগের উভয়ের সাহায্য ব্যতীত সংহার করিতে সমর্থ হও না। ২৫

অতএব হে বৃষধ্বজ! আমাদিগের পরস্পরের কার্য্যে পরস্পরের সাহায্য করা উচিত; নতুবা জগৎ থাকে না। ২৬

কেচিত্ত্বদ্বীর্য্যজাতস্য কেচিন্মেঽংশভবস্য বৈ।
মায়ায়াঃ কেচিদপরে বধ্যাঃ স্যুর্দেববৈরিণঃ॥ ২৮
যোগযুক্তে ত্বয়ি সদা রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিতে।
দয়ামাত্রৈকনিরতে ন বধ্যা অসুরাস্তব॥ ২৯
অবাধিতেষু তেষ্বীশ কথং সৃষ্টিস্তথা স্থিতিঃ।
অন্তশ্চ ভবিতা যুক্তং নিত্যং নিত্যং বৃষধ্বজ॥ ৩০
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকর্ম্মাণি ন কার্য্যাণি যদা হর।
শরীরভেদসম্বাকং মায়ায়াশ্চ ন যুজ্যতে॥ ৩১
একস্বরূপা হি বয়ং ভিন্নাঃ কার্য্যস্য ভেদতঃ।
কার্য্যভেদো ন সিদ্ধশ্চেদ্রূপভেদোঽপ্রয়োজনঃ॥ ৩২
এক এব ত্রিধা ভূত্বা বয়ং ভিন্নস্বরূপিণঃ।
ভূত্বা মহেশ্বর ইতি তত্ত্বং বিদ্ধি সনাতনম্॥ ৩৩
মায়াপি ভিন্নরূপেণ কমলাখ্যা সরস্বতী।
সাবিত্রী চাথ সন্ধ্যা চ ভূত্বা কার্য্যস্য ভেদতঃ॥ ৩৪
প্রবৃত্তেরনুরাগস্য নারী মূলং মহেশ্বর।
দারাপরিগ্রহাৎ পশ্চাৎ কামক্রোধাদিকোদ্ভবঃ॥ ৩৫
অনুরাগে তু সঞ্জাতে কামক্রোধাদিকারণে।
বিরাগহেতুং যত্নেন সান্ত্যজতীহ জন্তবঃ॥ ৩৬
সঙ্গঃ প্রথম এব স্যাদ্রাগসন্নকাৎ ফলং মহৎ।
তস্মাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধস্ততো ভবেৎ॥ ৩৭

হে মহেশ্বর! কোন কোন অসুর আমার বধ্য হইবে; কোন কোন অসুর মায়াদেবের বধ্য হইবে; কোন কোন অসুর তোমারও বধ্য হইবে। ২৭

কতকগুলি সুরবৈরী তোমার পুত্রের বধ্য; কতকগুলি আমার আত্মজদিগের বধ্য; কতকগুলি বা মায়ার বধ্য হইবে। ২৮

তুমি সর্ব্বদা যোগরত, রাগদ্বেষাদি-শূন্য ও দয়া-মাত্রসার হইলে তোমার বধ্য অসুরসকলের আর বধ হইবে না। ২৯

হে ঈশ! হে বৃষধ্বজ! অথচ তাহাদিগের বধ না হইলে বারে বারে উপযুক্তমত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ই হইবে না। ৩০

হে হর! যদি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় না করা গেল, তাহা হইলে আমাদিগের মায়ার শরীর ভেদ হওয়ার আবশ্যকতা নাই। ৩১

আমরা সকলেই এক; কেবল কার্য্যভেদে রূপভেদ হইয়াছে; সেই কার্য্যভেদই যদি সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে রূপভেদের প্রয়োজন কি? ৩২

আমরা একই; ত্রিবিধ হইয়া বিভিন্নস্বরূপ হইয়াছি। মহেশ্বর! এই সনাতনতত্ত্ব জানিও। ৩৩

মায়াও কার্য্যভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করাতে—কমলা, সরস্বতী, সাবিত্রী ও সন্ধ্যা হইয়াছেন। ৩৪

হে মহেশ্বর! নারীই প্রবৃত্তি ও অনুরাগের মূল। স্ত্রীপরিগ্রহের পর, কাম-ক্রোধাদির উৎপত্তি হয়। ৩৫

কাম-ক্রোধাদির উৎপত্তি হেতু অনুরাগ উৎপন্ন হইলে, প্রাণিগণ যত্নপূর্ব্বক বৈরাগ্য হেতুকে পরিত্যাগ করে। ৩৬

বৈরাগ্যঞ্চ নিবৃত্তিশ্চ শোকাৎ স্বাভাবিকাদপি।
সংসারবিমুখে হেতুরসঙ্গশ্চ সনাতনঃ ॥ ৩৮
দয়া তত্র ভবেন্নিত্যং শান্তিশ্চাপি মহেশ্বর।
অহিংসা চ তপঃ শান্তির্জ্ঞানমার্গানুসাধনম্ ॥ ৩৯
ত্বমি তাবত্তপোনিষ্ঠে বিসঙ্গিনি দয়াযুতে।
অহিংসা চ তথা শান্তিঃ সদা তব ভবিষ্যতি ॥ ৪০
ততোঽসুরবধে যত্নস্তব কস্মাদ্ভবিষ্যতি।
অকৃতে দূষণং যদ্ তত্তৎ সর্ব্বং কথিতং তব ॥ ৪১
তস্মাদ্বিশ্বহিতায় ত্বং দেবানাঞ্চ জগৎপতে।
পরিগৃহ্লীষ ভার্য্যার্থে বামামেকাং সুশোভনাম্ ॥ ৪২
যথা পদ্মালয়া বিষ্ণোঃ সাবিত্রী চ যথা মম।
তথা সহচরী শম্ভোর্যা স্যাত্তাং গৃহ্ণু সম্প্রতি ॥ ৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ স্ময়তো হরেঃ।
তদা জগাদ লোকেশং স্মিতোদিতমুখো হরঃ ॥ ৪৪

ঈশ্বর উবাচ—

এবমেব যথাত্থ ত্বং ব্রহ্মন্ বিশ্বনিমিত্ততঃ।
ন স্বার্থতঃ প্রবৃত্তির্মে সম্যগ্ ব্রহ্ম-বিচিন্তনাৎ ॥ ৪৫
তথাপি যৎ করিষ্যামি তত্তে বক্ষ্যে জগদ্ধিতম্।
তচ্ছৃণুষ মহাভাগ যুক্তমেব বচো মম ॥ ৪৬

সঙ্গই, অনুরাগবৃক্ষের মহৎ ও প্রথম ফল সঙ্গ হইতে কাম ;—কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি। ৩৭

বৈরাগ্য এবং নিবৃত্তি শোকবশতও হয়, স্বভাববলেও হয় ; সংসারপরাঙ্মুখ ব্যক্তির কদাপি সঙ্গ হয় না। ৩৮

তাহা হইলেই, হে মহেশ্বর! তাহার দয়া ও শান্তি উপস্থিত হয়। তখন অহিংসা, ক্ষমা এবং জ্ঞানমার্গের অনুসরণে প্রবৃত্তি হয়। ৩৯

তুমি তপোনিষ্ঠ সঙ্গ-হীন এবং সতত দয়াযুক্ত হইলে তোমার অহিংসা ও সতত শান্তি হইবে। ৪০

তাহা হইলে তোমার অসুর-বধে প্রযত্ন হইবে কিরূপে?—দারপরিগ্রহ না করিলে যে যে দোষ, তৎসমস্তই তোমাকে বলিলাম। ৪১

অতএব হে জগদীশ্বর, শুধু দেবগণের নহে,—জগতের হিতার্থে, তুমি এক সুশোভনা রমণীর পাণিগ্রহণ কর। ৪২

বিষ্ণুর যেমন লক্ষ্মী, আমার যেমন সাবিত্রী সেইরূপ তোমার যিনি সহচরী হইবেন, হে শম্ভু! এখন তুমি তাঁহার পাণিগ্রহণ কর। ৪৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মহাদেব, ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাস্য করত মাধবের সমীপে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৪৪

ঈশ্বর বলিলেন,—ব্রহ্মন্! জগতের জন্য তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচিন্তাই আমার স্বার্থ। সেই স্বার্থব্যাঘাত-ভয়েই জগতের হিতকর কার্য্যেও আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। ৪৫

যা মে তেজঃ সমর্থা স্যাদ্‌গ্রহীতুমিহ ভাগশঃ।
তাং নিদেশয় ভার্য্যার্থে যোগিনীং কামরূপিণীম্ ॥ ৪৭
যোগযুক্তে ময়ি তথা যোগিন্যেব ভবিষ্যতি।
কামাসক্তে ময়ি পুনর্মোহিন্যেব ভবিষ্যতি।
তাং মে নিদেশয় ব্রহ্মন্ ভার্য্যার্থে বরবর্ণিনীম্ ॥ ৪৮
যদক্ষরং বেদবিদো নিগদন্তি মনীষিণঃ।
জ্যোতিঃস্বরূপং পরমং চিন্তয়িষ্যে সনাতনম্ ॥ ৪৯
তচ্চিন্তায়াং সদা সক্তো ব্রহ্মন্ গচ্ছামি ভাবনাম্।
তত্র যা বিঘ্নজননী ন ভবিত্রীহ সাস্তু মে ॥ ৫০
ত্বং বা বিষ্ণুরহং বাপি পরব্রহ্মস্বরূপিণঃ।
অংশভূতা মহাভাগ যোগ্যং তদনুচিন্তনম্ ॥ ৫১
তচ্চিন্তয়া বিনা নাহং স্থাস্যামি কমলাসন।
তস্মাজ্জায়াং প্রাদিশস্ব মৎকর্ম্মানুগতাং সদা ॥ ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা সর্ব্বজগৎপতিঃ।
সস্মিতং মোদিতমনা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৩

ব্রহ্মোবাচ—

অস্তীদৃশী মহাদেব যাদিতো যাদৃশী ত্বয়া ॥ ৫৪
দক্ষস্য তনয়া যাভূৎ সতীনাম্নী সুশোভনা।
সৈবেদৃশী ভবদ্ভার্য্যা ভবিষ্যতি সুধীমতী ॥ ৫৫

তথাপি আমি যেরূপ জগতের হিতানুষ্ঠান করিতে পারি তাহা বলিতেছি। হে মহাভাগ! আমার উচিত কথা শ্রবণ কর। ৪৬

যিনি ভাগে ভাগে আমার তেজ গ্রহণে সমর্থা হইবেন, আমার ভার্যা করিবার জন্য তাদৃশ কামরূপিণী যোগিনী রমণী নির্দ্দেশ কর। ৪৭

আমি যোগযুক্ত হইলে যোগযুক্তা হইবে; আমি কামাসক্ত হইলে মোহিনী হইবে;—হে ব্রহ্মন্! এইরূপ বরবর্ণিনী রমণী কে বলিয়া দাও? ৪৮

আমি ভার্য্যা করিতে প্রস্তুত আছি। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে "অক্ষয়" (অবিনাশী) বলিয়া থাকেন, সেই সনাতন পরম জ্যোতিকে চিন্তা করিব। ৪৯

তদীয় চিন্তায় আসক্ত হইয়া গাঢ় সমাধিস্থ হইব; যে রমণী তাহাতে বিঘ্ন না করিবে, সে-ই আমার ভার্য্যা হইতে পারিবে। ৫০

তুমি, আমি বা বিষ্ণু—আমরা সকলেই পরম ব্রহ্মের অংশ; হে মহাভাগ! তাঁহার চিন্তা করা আমাদিগের উচিত। ৫১

হে কমলাসন! তদীয় চিন্তা ব্যতীত আমি ক্ষণকালও থাকিতে পারি না। অতএব বলিয়া দাও, কে সতত আমার কর্ম্মের অনুগামিনী রমণী;—আমি তাহাকে বিবাহ করিতে পারি। ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সর্ব্বজগৎপতি ব্রহ্মা মহাদেবের এই কথা শুনিয়া স্মিতমুখে হৃষ্টচিত্তে এই কথা বলিলেন। ৫৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাদেব! তুমি যেরূপ চাহিতেছ, সেরূপ রমণী আছে। ৫৪

তাং ত্বদর্থে তপস্তন্তীং ত্বংপ্রাপ্তিং প্রতি কামিনীম্।
বিদ্ধি ত্বং দেবদেবেশ সর্ব্বেশাত্মন্ বর্ত্তসে॥ ৫৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মবচঃশেষে ভগবান্ মধুসূদনঃ।
যদুক্তং ব্রহ্মণা সর্ব্বং তৎকুরুষ্বেত্যুবাচ সঃ॥ ৫৭
করিষ্য ইতি তেনোক্তে স্বেষ্টং দেশং প্রজগ্মতুঃ।
হরির্ব্রহ্মা চ মুদিতৌ সাবিত্রীকমলাযুতৌ॥ ৫৮
কামোঽপি বাক্যানি হরস্য শ্রুত্বা
চামোদযুক্তো রতিনা সমিত্রঃ।
শম্ভুং সমাসাদ্য বিবিক্তরূপী
তস্থৌ বসন্তং বিনিযোজ্য সদ্যঃ॥ ৫৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯

সতীনাম্নী শুভাননা দক্ষতনয়া তোমার প্রার্থনানুরূপ রমণী, সেই বুদ্ধি-শালিনীই তোমার ভার্য্যা হইবেন। ৫৫

তিনি তোমাকে পাইতে অভিলাষিণী হইয়া তোমার প্রীতি-সাধনোদ্দেশে তপস্যা করিতেছেন জানিও; হে দেবদেবেশ! তুমি সর্ব্বান্তর্যামী—সকলই জানিতেছ। ৫৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মার বাক্য শেষ হইলে ভগবান্ মধুসূদন বলিলেন,—ব্রহ্মা যাহা বলিলেন, তাহা তুমি কর। ৫৭

শিব "করিব" বলিলে ব্রহ্মা-সাবিত্রী ও লক্ষ্মী-নারায়ণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৫৮

শিবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া মদন, রতি এবং মদনের বন্ধুবর্গ বিশেষ হর্ষযুক্ত হইলেন। অনন্তর মদন, শিব-সমীপে গমনপূর্ব্বক বসন্তকে সত্তত নিযুক্ত রাখিয়া প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৯

নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯

দশমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ সত্যা পুনঃ শুক্লপক্ষেঽষ্টম্যামুপোষিতা।
আশ্বিনে মাসি দেবেশং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ॥ ১
ইতি নন্দাব্রতে পূর্ণে নবম্যাং দিনভাগতঃ।
তস্যাস্তু ভক্তিনম্রায়াঃ প্রত্যক্ষমভবদ্ধরঃ॥ ২
প্রত্যক্ষতো হরং বীক্ষ্য সামোদহৃদয়া সতী।
ববন্দে চরণৌ তস্য লজ্জয়াবনতাননা॥ ৩
অথ প্রাহ মহাদেবঃ সতীং তদ্‌ব্রতধারিণীম্।
তামিচ্ছন্নপি ভার্য্যার্থে তস্যাস্তপঃফলপ্রদঃ॥ ৪

ঈশ্বর উবাচ—

অনেন তদ্‌ব্রতেনাহং প্রীতোঽস্মি দক্ষনন্দিনি॥ ৫
বরং বর প্রদাস্যামি যত্তবাভিমতো ভবেৎ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জানন্নপীহ তদ্ভাবং মহাদেবো জগৎপতিঃ।
উচেঽথ বরয়স্বেতি তদ্বাক্যশ্রবণেচ্ছয়া॥ ৭
সাপি ত্রপাসমাবিষ্টা নো বক্তুং হৃদয়ে স্থিতম্।
শশাক বাঞ্ছাভীষ্টং যল্লজ্জয়াচ্ছাদিতং যতঃ॥ ৮
এতস্মিন্নন্তরে কামঃ সাভিপ্রায়ং হরং তদা।
বামাপরিগ্রহে নেত্রে বক্তৃ ব্যাপারলিপ্সিতম্।
সম্প্রাপ্য বিষয়ক্কারং সন্দধে পুষ্পহেতিনা॥ ৯

দাক্ষায়ণীকে শিবের বর প্রদান

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, সতী, পুনরায় আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে উপবাস করিয়া দেব-দেব মহাদেবকে ভক্তিভাবে পূজা করিলেন। ১

এই নন্দাব্রত পরিপূর্ণ হইলে নবমীতিথিতে দিনমানে, মহাদেব, সেই ভক্তি-নম্রা সতীর প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেন। ২

সতী মহাদেবকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে অথচ লজ্জাবনত বদনে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। ৩

সতীর তপস্যা-ফলদানে উদ্যত মহাদেব, তাঁহাকে ভার্য্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেও সেই নন্দাব্রতধারিণী সতীকে বলিলেন,—দক্ষনন্দিনী! তোমার এই ব্রত দ্বারা আমি প্রীত হইয়াছি, নিজ অভিমত বর যাহা হয় প্রার্থনা কর, তাহা আমি দিব। ৪-৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, জগৎপতি মহাদেব; তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়াও কেবল তাঁহার নিকটে সেই কথাটি শুনিবার জন্যই বলিলেন, "বর প্রার্থনা কর"। ৭

সতীও তখন লজ্জাবশতঃ মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। কেননা, বালিকার মনোরথ, লজ্জার ঘন-আবরণে আবৃত। ৮

হর্ষণেনাথ বাণেন বিব্যাধ হৃদয়ে হরম্।
ততোঽসৌ হর্ষিতঃ শম্ভুর্বীক্ষাঞ্চক্রে সতীং মুহুঃ।
বিস্মৃত্য চ পরং ব্রহ্মচিন্তনং পরমেশ্বরঃ ॥ ১০
ততঃ পুনর্মোহনেন বাণেনৈনং মনোভবঃ।
বিব্যাধ হর্ষিতঃ শম্ভুর্মোহিতশ্চ তদা ভৃশম্ ॥ ১১
ততো যদাসৌ মোহস্য হর্ষস্য চ দ্বিজোত্তমাঃ।
ভাবং ব্যক্তীচকারৈষ মায়য়াপি বিমোহিতঃ ॥ ১২
অথ ত্রপাং স্বাং সংস্তভ্য যদা প্রাহ হরং সতী।
মমেষ্টং দেহি বরদ বরমিত্যর্থকারকম্ ॥ ১৩
তদা বাক্যস্যাবসানমনপেক্ষ্য বৃষধ্বজঃ।
ভবস্ব মম ভার্য্যেতি প্রাহ দাক্ষায়ণীং মুহুঃ ॥ ১৪
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য সাভীষ্টফলভাবনম্।
তুষ্ণীং ভস্থৌ প্রমুদিতা বরং প্রাপ্য মনোগতম্ ॥ ১৫
সকামস্য হরস্যাগ্রে তত্র সা চারুহাসিনী।
অকরোন্নিজভাবাংশ্চ হাবানপি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৬
বস্য ভাবান্ সমাদায় শৃঙ্গারাখ্যো রসস্তদা।
তয়োর্বিবেশ বিপ্রেন্দ্রাঃ কলহাবা যথোচিতম্ ॥ ১৭
হরস্য পুরতো রেজে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনপ্রভা।
চন্দ্রাভ্যাসেঽম্বুলেখেব স্ফটিকোজ্জ্বলবর্ষ্মণঃ ॥ ১৮

এই সময়ে কাম, মহাদেবের চক্ষু ও মুখের ভঙ্গী দর্শনে তাঁহাকে স্ত্রী পরিগ্রহে অভিলাষী বুঝিয়া অতি গোপনে শরাসনে কুসুমশর সন্ধান করিলেন। ৯

অনন্তর "হর্ষণ" বাণ দ্বারা মহাদেবের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন তখন হর্ষান্বিত পরমেশ্বর শম্ভু পরম ব্রহ্মচিন্তা ভুলিয়া বারবার সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ১০

অনন্তর মনোভব মোহবাণ দ্বারা শিবকে বিদ্ধ করিলেন। তখন হর্ষযুক্ত সেই মহাদেব অত্যন্ত মোহিত হইলেন। ১১

হে দ্বিজোত্তমগণ! তিনি তখন শুধু কামবাণে নহে, মায়া-প্রভাবেও মোহিত হইয়া হর্ষ ও মোহের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১২

অনন্তর, সতী কথঞ্চিৎ নিজ লজ্জা সংযত করিয়া মহাদেবকে বলিলেন, 'আমার অভিলষিত বরদান কর'। ১৩

তখন সেই কথা শেষ না হইতে হইতেই বৃষধ্বজ, সেই বাক্যের প্রতিধ্বনির ন্যায় দাক্ষায়ণীকে বারবার বলিলেন 'তুমি আমার ভার্য্যা হও'। ১৪

সতী, নিজ অভীষ্ট ফল-সাধন এই শিববাক্য শ্রবণ করত মনোমত বর লাভে আনন্দিত হইয়া মৌনভাবে রহিলেন। ১৫

হে দ্বিজোত্তমগণ! চারুহাসিনী সতী, কামভাবাপন্ন শিবের সম্মুখে নিজ হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৬

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তখন শৃঙ্গার রস স্বীয়ভাব সমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উভয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কলা এবং হাব ইহারাও উপযুক্ত মত প্রবিষ্ট হইল। ১৭

স্ফটিকোজ্জ্বল মহাদেবের সমীপে সেই স্নিগ্ধ দলিতাঞ্জন-সমপ্রভা দাক্ষায়ণী

অথ সা তমুবাচেদং হরং দাক্ষায়ণী মুহুঃ ।
পিতুর্মে গোচরীকৃত্য মাং গৃহাণ জগৎপতে ॥ ১৯
এবং প্রিয়ং বচো দেবী যদোবাচ সতী তদা ।
মম ভার্য্যা-ভবেত্যূচে পুনঃ কামেন মোহিতঃ ॥ ২০
অথৈতদীক্ষ্য মদনঃ সরতিঃ সসখো মুদা ।
যুক্তো বভূব শম্ভুঞ্চ আত্মানঞ্চাভ্যনন্দয়ন্ ॥ ২১
অথ দাক্ষায়ণী শম্ভুং সমাশ্বাস্য দ্বিজোত্তমাঃ ।
জগাম মাতুরভ্যাসং হর্ষমোহসমন্বিতা ॥ ২২
হরোঽপি হিমবৎপ্রস্থং প্রবিশ্য চ নিজাশ্রয়ম্ ।
দাক্ষায়ণীবিপ্রলম্ভ-দুঃখাভ্যাসপরোঽভবৎ ॥ ২৩
বিপ্রলব্ধোঽপি ভূতেশো ব্রহ্মবাক্যমথাস্মরৎ ।
দারাপরিগ্রহস্যার্থে যদুক্তং পদ্মযোনিনা ॥ ২৪
স্মৃত্বৈব ব্রহ্মবাক্যস্য পুরা বিশ্বাসতঃ পরম্ ।
চিন্তয়ামাস মনসা ব্রহ্মাণং বৃষভধ্বজঃ ॥ ২৫
অথ সঞ্চিন্ত্যমানোঽসৌ পরমেষ্ঠী ত্রিশূলিনঃ ।
পুরস্তাৎ প্রাবিশত্তূর্ণমিষ্টসিদ্ধিপ্রচোদিতঃ ॥ ২৬
যত্রাসৌ হিমবৎপ্রস্থে বিপ্রলব্ধো হরঃ স্থিতঃ ।
সাবিত্রীসহিতো ব্রহ্মা তত্রৈব সমুপস্থিতঃ ॥ ২৭
অথ তং বীক্ষ্য ধাতারং সাবিত্রীসহিতং হরঃ ।
সোৎসুকো বিপ্রলব্ধশ্চ সত্যার্থে তমুবাচ হ ॥ ২৮

চন্দ্রমধ্যে কলঙ্করেখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর দাক্ষায়ণী মহাদেবকে বার বার এই বলিতে লাগিলেন যে, হে জগদীশ্বর। আমার পিতাকে জানাইয়া আমাকে গ্রহণ কর। ১৮–১৯

দেবী সতী অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে সেই ঐ কথা বলিলেন, কামমোহিত মহাদেবও তখনই "আমার ভার্য্যা হও" বলিতে লাগিলেন। ২০

অনন্তর রতি-বসন্ত-সহ মদন এই ব্যাপার দেখিয়া শিবকে হস্তগত করিতে সতত যত্নশীল থাকিলেন এবং আপনাকে আপনি ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ২১

হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর দাক্ষায়ণী, শম্ভুকে আশ্বাস দিয়া হর্ষ-মোহা-ক্রান্তভাবে মাতৃসমীপে গমন করিলেন। ২২

মহাদেবও হিমালয় প্রস্থে আপনার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দাক্ষায়ণী-বিরহ-দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ২৩

দারপরিগ্রহ করিবার জন্য পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, ভূতপতি, বিরহদুঃখে কাতর হইয়াও তাহা স্মরণ করিলেন। ২৪

কেবল জগতের উপকারার্থে ব্রহ্মা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া বৃষধ্বজ, এখন ব্রহ্মাকে চিন্তা করিলেন। ২৫

মহাদেব স্মরণ করিবামাত্র, পরমেষ্ঠী, ইষ্ট-সিদ্ধি-আহ্লাদে আহ্লাদিত হইয়া সেই ত্রিশূলীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। ২৬

বিরহকাতর মহেশ্বর, হিমালয়-প্রস্থে যেখানে অবস্থিত ছিলেন, সাবিত্রীসহ ব্রহ্মাও তথায় উপস্থিত হইলেন। ২৭

অনন্তর সাবিত্রীসহ ব্রহ্মাকে দেখিয়া সতী-বিরহ-কাতর উৎকণ্ঠিতচিত্ত

ঈশ্বর উবাচ—

ব্রহ্মন্ বিশ্বার্থতো দারপরিগ্রহকৃতৌ চ যৎ।
ত্বমাথ তৎস্বার্থমিব প্রতিভাতি মমাধুনা ॥ ২৯
অহমারাধিতো ভক্ত্যা দাক্ষায়ণ্যাতিভক্তিতঃ।
তস্যা বরমহং দাতুং যদায়াতঃ প্রপূজিতঃ।
তৎসকাশে তদা কামো মাং বিব্যাধ মহেষুভিঃ ॥ ৩০
মায়য়া মোহিতস্তাহং তৎপ্রতীকারমক্ষমঃ।
ন শক্তঃ কর্ত্তুমভিতঃ পুরাহং কমলাসন ॥ ৩১
তস্যাশ্চ বাঞ্ছিতং ব্রহ্মন্নেতদেব মযেক্ষিতম্।
যদহং স্যাং বিভো ভর্ত্তা ব্রতভক্তিমুদা যুতঃ ॥ ৩২
তস্মাত্ত্বং কুরু বিশ্বার্থে মদর্থে চ প্রজাপতে।
দক্ষো যথা মামামন্ত্র্য সুতাং দাতা তথা দ্রুতম্ ॥ ৩৩
গচ্ছ ত্বং দক্ষভবনং কথয়স্ব বচো মম।
যথা সতীবিয়োগস্য ভঙ্গঃ স্যাৎ ত্বং তথা কুরু ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুদীর্য্য মহাদেবঃ সকাশেঽস্য প্রজাপতেঃ।
সাবিত্রীং বীক্ষ্য সত্যাস্তু বিপ্রয়োগো ব্যবর্দ্ধত ॥ ৩৫
তং সমাভাষ্য লোকেশঃ কৃতকৃত্যো মুদান্বিতঃ।
ইদং জগাদ জগতাং হিতং পথ্যঞ্চ ধূর্জটে ॥ ৩৬

মহেশ্বর, তাঁহাকে বলিলেন ;—ব্রহ্মন্! তুমি যে পূর্ব্বে জগতের উপকারার্থ আমাকে দারপরিগ্রহ করিতে বলিয়াছিলে, তাহা এখন আমার স্বার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। ২৮-২৯

দাক্ষায়ণী সতী অতি ভক্তিভাবে আমার আরাধনা করে ; তৎকর্তৃক প্রপূজিত হইয়া আমি যখন তাহাকে বর দিতে যাইলাম, তখন মদন, সতী-সমীপে মহাশরনিকর দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করে। ৩০

হে কমলাসন! আমি মায়ামোহিত হওয়াতে তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হই নাই। ৩১

ব্রহ্মন্! আমি দেখিলাম, সতীরও ইহাই অভিলাষ যে, আমি তাহার ব্রত ও ভক্তিবশে প্রীত হইয়া তাহার ভর্ত্তা হই। ৩২

অতএব হে প্রজাপতে! তুমি জগতের হিতের জন্য এবং আমার জন্য যত্ন কর ; দক্ষ যাহাতে আমাকে আহ্বানপূর্ব্বক কন্যা দান করে, তাহা কর। ৩৩

দক্ষের গৃহে যাও, আমার কথা তাহাকে বল গিয়া ; যাহাতে আমার সতীবিরহ দূর হয়, তাহা কর। ৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, প্রজাপতিসমীপে এই কথা বলিলেন। তখন সাবিত্রীকে দেখিয়া শিবের সতীবিরহ দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছিল। ৩৫

ব্রহ্মা কৃতকার্য্য ও আনন্দিত হইয়া শিবকে সম্বোধনপূর্ব্বক জগতের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৩৬

[illegible]—

যদাথ ভগবদ্বক্তো জগদর্থং সুনিশ্চিতম্ ।
নাস্ত্যেব ভবতঃ স্বার্থো মমাপি বৃষভধ্বজ ॥ ৩৭
সুতাঞ্চ তুভ্যং দক্ষস্তু স্বয়মেব প্রদাস্যতি ।
অহঞ্চাপি বদিষ্যামি ত্বদ্বাক্যং তৎসমক্ষতঃ ॥ ৩৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুদীর্য্য মহাদেবং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
জগাম দক্ষনিলয়ং স্যন্দনেনাতিবেগিনা ॥ ৩৯
অথ দক্ষোঽপি বৃত্তান্তং সর্ব্বং শ্রুত্বা সতীমুখাৎ ।
চিন্তয়ামাস দেবেশং মৎসুতা লভতে কথম্ ॥ ৪০
আগতোঽপি মহাদেবঃ প্রসন্নঃ সঙ্গতায় হ ।
স্বয়মেব কথং সোঽপি সুতার্থেঽভ্যর্থমীপ্সিতঃ ॥ ৪১
প্রহাপ্যো বা ময়া তস্য দূতো নিকটমঞ্জসা ।
নৈতদ্যোগ্যং ন গৃহ্নীয়াদ্ যদ্যেনাং বিভুরাত্মনে ॥ ৪২
অথবা পূজয়িষ্যামি তমেব বৃষভধ্বজম্ ।
মদীয়তনয়াভর্ত্তা স্বয়মেব যথা ভবেৎ ॥ ৪৩
তথৈব পূজিতঃ সোঽপি বাঞ্ছত্যাভিপ্রযত্নতঃ ।
শম্ভুর্ভবতু মদ্ভর্ত্তেত্যেবং দত্তশ্চ তেন তং ॥ ৪৪
ইতি চিন্তয়তস্তস্য দক্ষস্য পুরতো বিধিঃ ।
উপস্থিতো হংসরথঃ সাবিত্রীসহিতস্তদা ॥ ৪৫
তং দৃষ্ট্বা বেধসং দক্ষঃ প্রণম্যাবনতঃ স্থিতঃ ।
আসনঞ্চ দদৌ তস্মৈ সমাভাষ্য যথোচিতম্ ॥ ৪৬

ভগবন্! মহাদেব! তুমি যাহা বলিলে তাহা নিশ্চয়ই জগতের জন্য; হে বৃষধ্বজ! তোমার বা আমার স্বার্থ একেবারেই নাই। ৩৭

দক্ষ নিজেই তাহার কন্যাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিবে। আমিও তোমার কথা দক্ষসমীপে বলিব। ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মহাদেবকে এই কথা বলিয়া শীঘ্রগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষভবনে গমন করিলেন। ৩৯

এদিকে দক্ষও সতী-প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন—আমি কি উপায়ে মহাদেবকে কন্যা দান করিব, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন চলিয়া গিয়াছেন, তখন আর যে তিনি নিজে আমার কন্যা প্রাপ্তির চেষ্টা করিবেন, এমন ত বোধ হয় না। ৪০-৪১

তবে কি তাঁহার নিকটে সত্বর আমি দূত পাঠাইব? না—ইহাও ভাল হয় না; কেননা, যদি তিনি অবজ্ঞা করেন ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। ৪২

কিংবা বৃষধ্বজ আপনিই আমার কন্যার স্বামী হউন—মনে করিয়া তাঁহাকেই পূজা করি। ৪৩

আমার কন্যাও, 'শিব আমার স্বামী হউন'—কামনা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিয়াছিল, তাহাতে শিব তাহাকে বর দিয়াছেন। ৪৪

দক্ষ এইরূপ চিন্তিত হইয়া আছেন, ইত্যবসরে বিধাতা সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে হংসবিমানে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪৫

ততস্তং সর্ব্বলোকেশং তত্রাগমনকারণম্।
দক্ষঃ পপ্রচ্ছ বিপ্রেন্দ্রাশ্চিন্তাবিষ্টোঽপি হর্ষিতঃ ॥ ৫৭

দক্ষ উবাচ—

তবাত্রাগমনে হেতুং কথয়স্ব জগদ্‌গুরো।
পুত্রস্নেহাৎ কার্য্যবশাদথবাশ্রমমাগতঃ ॥ ৫৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি পৃষ্টঃ সুরশ্রেষ্ঠো দক্ষেণ সুমহাত্মনা।
প্রহসন্নব্রবীদ্বাক্যং মোদয়ংস্তং প্রজাপতিম্ ॥ ৫৯

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু দক্ষ যদর্থং তে সমীপমহমাগতঃ।
তল্লোকস্য হিতং পথ্যং ভবতোঽপি তদীপ্সিতম্ ॥ ৬০
তব পুত্র্যা সমারাধ্য মহাদেবং জগৎপতিম্।
যো বরঃ প্রার্থিতঃ সোঽস্যা স্বয়মেবাগতো গৃহম্ ॥ ৬১
শম্ভুনা তব পুত্র্যর্থে অহমকাশমহং পুনঃ।
প্রস্থাপিতোঽস্মি যৎ কৃত্যং শ্রেয়স্তদবধারয় ॥ ৬২
বরং দাতুং যদায়াতস্তদাবৎ প্রভৃতি শঙ্করঃ।
তৎসুতাবিপ্রযোগেণ ন শর্ম লভতেঽঞ্জসা ॥ ৬৩
লব্ধচ্ছিদ্রোঽপি মদনো নিচখান তদা ভৃশম্।
সর্ব্বৈঃ পুষ্পশরৈর্বাণৈরেকদৈব জগৎপ্রভুম্ ॥ ৬৪

দক্ষ বিধাতাকে দেখিবামাত্র প্রণাম ও যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া বসিতে আসন দিলেন; আর স্বয়ং বিনয়নম্রভাবে তথায় অবস্থিত রহিলেন। ৫৬

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! অনন্তর দক্ষ, চিন্তিত থাকিলেও তৎকালে আনন্দিত হইয়া সর্ব্ব-লোকপতি ব্রহ্মাকে তথায় তাঁহার আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে জগদ্‌গুরো! কি উদ্দেশে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন বলুন; কেবল পুত্রস্নেহবশতঃ—বা কোন্ কার্য্যোপলক্ষে আপনি এই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন? ৫৭-৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুমহাত্মা দক্ষ, ব্রহ্মাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দক্ষ প্রজাপতিকে আনন্দিত করত হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—দক্ষ আমি যেজন্য তোমার নিকটে আসিয়াছি, তাহা শুন,—সে কার্য্য জগতের হিতকর, তোমারও অভিলষিত। ৫৯-৬০

তোমার কন্যা, জগৎপতি মহাদেবকে আরাধনা করিয়া যে বর প্রার্থনা করে, তাহা প্রদান করিতে স্বয়ং শম্ভুই তোমার গৃহে আসিয়াছিলেন। ৬১

এখন শম্ভু আবার তোমার কন্যার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন; এখন যাহা ভাল হয়, বিবেচনা কর। ৬২

শঙ্কর, বর দিতে আসা অবধি তোমার কন্যা বিহনে ক্ষণকালের তরেও স্বস্তি পাইতেছেন না। ৬৩

মদনও ছিদ্র পাইয়া সেই জগদীশকে সকল পুষ্প-শর দ্বারা বিশেষরূপে যুগপৎ বিদ্ধ করিয়াছে। ৬৪

স বাণবিদ্ধঃ কামেন পরিত্যক্তাত্মচিন্তনঃ ।
সতীং বিচিন্তয়ত্যেব ব্যাকুলঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ৫৫
বিস্মৃত্য প্রস্তুতাং বাণীং কথাগ্রে বিপ্রয়োগতঃ ।
ক্ব সতীত্যেব গিরিশো ভাষতেঽগ্রকৃতাবপি ॥ ৫৬
ময়া যদীহিতং পূর্ব্বং ত্বয়া চ মদনেন চ ।
মরীচ্যাদ্যৈর্মুনিবরৈস্তৎ সিদ্ধমধুনা সুত ॥ ৫৭
ত্বৎপুত্র্যারাধিতঃ শম্ভুঃ সোঽপি তস্যা বিচিন্তনাৎ ।
অনুমোদয়িতুং প্রেপ্সুর্বর্ত্ততে হিমবদ্গিরৌ ॥ ৫৮
যথা নানাবিধৈর্ভাবৈঃ সত্যা নন্দাব্রতেন চ ।
শম্ভুরারাধিতস্তেন তথৈবারাধ্যতে সতী ॥ ৫৯
তস্মাত্ত্বং দক্ষ তনয়াং শম্ভবে পরিকল্পিতাম্ ।
তস্মৈ দেহ্যবিলম্বেন তেন তে কৃতকৃত্যতা ॥ ৬০
অহং তমানয়িষ্যামি নারদেন ত্বদালয়ম্ ।
তস্মৈ ত্বমেনাং সংযচ্ছ তদর্থে পরিকল্পিতাম্ ॥ ৬১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমেবেতি দক্ষস্তমুবাচ পরমেষ্ঠিনম্ ।
বিরিঞ্চ গতবাংস্তত্র গিরিশো যত্র সংস্থিতঃ ॥ ৬২
গতে ব্রহ্মণি দক্ষোঽপি সদারতনয়ো মুদা ।
অভবৎ পূর্ণদেহস্তু পীযূষৈরিব পূরিতঃ ॥ ৬৩
অথ ব্রহ্মাপি মোদেন প্রসন্নঃ কমলাসনঃ ।
আসসাদ মহাদেবং হিমবদ্গিরিসংস্থিতম্ ॥ ৬৪

তিনি কামবাণে বিদ্ধ হইয়া আত্মচিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন, এখন কেবল সতীকে চিন্তা করত সামান্য লোকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন। ৫৫

গিরিশ, এখন সতীবিরহে কার্যান্তর প্রসঙ্গেও কথা কহিতে কহিতে তাহা ভুলিয়া গিয়া, নিজ পারিষদ্গণসমীপেই 'কোথায় সতী' বলিয়া ফেলেন। ৫৬

বৎস! আমি, তুমি, মদন এবং মরীচি প্রভৃতি মুনিবরগণ—আমরা পূর্ব্ব হইতে যাহা ইচ্ছা করিতেছি এখন তাহা সিদ্ধ হইল। ৫৭

তোমার কন্যা শিবের আরাধনা করিয়াছেন, এখন শিবও তাঁহাকে ধ্যান-বলে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। ৫৮

যেমন সতী নানাবিধ ভাবে এবং নন্দা-ব্রতদ্বারা শম্ভুর আরাধনা করিয়াছেন এখন শম্ভুও আবার সেইরূপ সতীর আরাধনা করিতেছেন। ৫৯

অতএব হে দক্ষ! মহাদেবের জন্য কল্পিত নিজতনয়াকে অবিলম্বে মহাদেবকে দান কর; শিবের ধন শিবকে দিয়া মধ্যে থেকে তুমিই চরিতার্থ হও। ৬০

আমি নারদকে লইয়া তাঁহাকে তোমার গৃহে আনিতেছি, তাঁহার জন্য কল্পিত এই সতীকে তাঁহাকে দিও। ৬১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দক্ষ, ব্রহ্মাকে "যে আজ্ঞা" বলিলে ব্রহ্মা, শিবসমীপে গমন করিলেন। ৬২

ব্রহ্মা গমন করিলে দক্ষ, দক্ষপত্নী ও দক্ষতনয়া সকলেই অমৃতাপ্লুতের ন্যায় আনন্দপূর্ণ হইলেন। ৬৩

তং বীক্ষ্য লোকস্রষ্টারমায়ান্তং বৃষভধ্বজঃ।
মনসা সংশয়ং চক্রে সতীপ্রাপ্তৌ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬৫
অথ দূরান্মহাদেবো লোকেশং সাম্যসংযুতম্।
উবাচ মদনোন্মাথী বিধিং সম্ভ্রমমানসঃ ॥ ৬৬

ঈশ্বর উবাচ—

কিমবোচৎ সুরশ্রেষ্ঠ সত্যর্থে ত্বৎসুতঃ স্বয়ম্।
কথয়স্ব যথা স্বান্তং মন্মথেন ন দীর্য্যতে ॥ ৬৭
ধাবমানো বিপ্রয়োগো মামেব চ সতীকৃতে।
অভিহন্তি সুরশ্রেষ্ঠ ত্যক্ত্বান্যান্ প্রাণধারিণঃ ॥ ৬৮
সতীতি সততং বেদ্মি ব্রহ্মন্ কার্য্যান্তরেঽপ্যহম্।
সা যথা হি ময়া প্রাপ্যা তদ্বিধৎস্ব তথা দ্রুতম্ ॥ ৬৯

ব্রহ্মোবাচ—

সত্যর্থে যন্মম সুতো বদতি স্ম বৃষধ্বজ।
তচ্ছৃণুষ্ব নিজং সাধ্যং সিদ্ধমিত্যবধারয় ॥ ৭০
দেয়া তস্মৈ ময়া পুত্রী তদর্থে পরিকল্পিতা।
মমাপীষ্টমিদং কর্ম্ম ত্বদ্বাক্যাদধিকং পুনঃ ॥ ৭১
মৎপুত্র্যারাধিতঃ শম্ভুরেতদর্থে স্বয়ং পুনঃ।
সোঽপ্যন্বিচ্ছতি তাং যস্মাত্তস্মাদ্দেয়া ময়া হরে ॥ ৭২

এদিকে কমলাসন ব্রহ্মা আনন্দ-প্রসন্নচিত্তে হিমালয়পর্ব্বতস্থ মহাদেবের নিকটবর্ত্তী হইলেন। ৬৪

বৃষধ্বজ, সেই বিশ্বস্রষ্টাকে আসিতে দেখিয়া সতীপ্রাপ্তিবিষয়ে মনে মনে বার বার সন্দেহ করিতে লাগিলেন। ৬৫

অনন্তর, স্মরশাসন মহাদেব, মদনপীড়নে অবশ হইয়া দূর হইতেই ব্রহ্মাকে শান্তভাবে বলিতে লাগিলেন। ৬৬

ঈশ্বর বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! তোমার পুত্র আমাকে সতী-সম্বন্ধে কি বলিলেন, বল; দেখ যেন আমার হৃদয় মদন-শরে বিদীর্ণ না হয়। ৬৭

সুরশ্রেষ্ঠ! বিরহ, সমস্ত প্রাণীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সতী বিনা আমার প্রতিই ধাবমান হইয়া আমাকেই ব্যথিত করিতেছে। ৬৮

ব্রহ্মন্! আমি অন্য কার্য্য করিবার সময়েও সতত "সতী সতী" চিন্তা করি। সেই সতীকে আমি যাহাতে প্রাপ্ত হই, তুমি শীঘ্র তাহার উপায় কর। ৬৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃষধ্বজ! আমার পুত্র দক্ষ, সতী সম্বন্ধে যাহা বলেন—তাহা শুন, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে স্থির কর। ৭০

আমার পুত্র আমাকে বলিলেন,—আমার কন্যা সতী মহাদেবের জন্যই কল্পিত, অতএব তাঁহাকেই ত দেয়। এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ অভিলাষ; বিশেষ আপনি বলিতেছেন। ৭১

আমার কন্যা এই জন্যই স্বয়ং মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেবও যত্নপূর্ব্বক তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন, অতএব আমি মহাদেবকেই কন্যাদান করিব। ৭২

শুভে লগ্নে মুহূর্ত্তে চ সমাগচ্ছতু মেঽন্তিকম্।
তদা দাস্যামি তনয়াং ভিক্ষার্থং শম্ভবে বিধে ॥ ৭৩
ইত্যবোচন্মুদা দক্ষস্তমাত্থং বৃষভধ্বজ।
শুভে মুহূর্ত্তে তদ্বেশ্ম গচ্ছ তামনুযাচিতুম্ ॥ ৭৪

ঈশ্বর উবাচ—

গমিষ্যে ভবতা সার্দ্ধং নারদেন মহাত্মনা।
জতদেব জগৎপূজ্য তস্মাত্ত্বন্নারদং স্মর ॥ ৭৫
মরীচ্যাদীন্ দশ তথা মানসানপি সংস্মর।
তৈঃ সার্দ্ধং দক্ষনিলয়ং গমিষ্যেঽহং গণৈঃ সহ ॥ ৭৬
ততঃ স্মৃতাস্তে কমলাসনেন, সনারদা ব্রহ্মসুতা মনোজবাঃ।
সমাগতা যত্র হরো বিধিশ্চ, তত্রাগতাঃ কামববেত্য চিন্তাম্ ॥ ৭৭

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ সমাগতাঃ সর্ব্বে মানসাশ্চ সনারদাঃ।
বিধেঃ স্মরণমাত্রেণ বাতেনেব বিনোদিতাঃ ॥ ১
তৈঃ সার্দ্ধং ব্রহ্মণা শম্ভুঃ সগণো দক্ষমন্দিরম্।
জগাম মোদযুক্তোঽথ কালে তৎকর্ম্মযোগিনি ॥ ২

বিধাতঃ! শম্ভু, শুভলগ্নে শুভমুহূর্ত্তে আমার নিকট আগমন করুন, আমি তখন আমার কন্যাকে ভিক্ষা-স্বরূপে তাঁহাকে সম্প্রদান করিব। ৭৩

দক্ষ, আনন্দ সহকারে ইহা বলিয়াছেন; অতএব হে বৃষধ্বজ! তুমি সতীকে পাইবার জন্য শুভমুহূর্ত্তে তদীয় নিকেতনে গমন কর। ৭৪

ঈশ্বর বলিলেন,—আমি তোমাকে এবং মহাত্মা নারদকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিব। অতএব হে জগৎপূজ্য! সত্বর নারদকে স্মরণ কর। ৭৫

মরীচি প্রভৃতি মানসপুত্রগণকেও স্মরণ কর; আমি যখন দক্ষগৃহে গমন করিব, তখন তাঁহাদিগকে এবং প্রমথগণকেও সঙ্গে লইব। ৭৬

অনন্তর ব্রহ্মা, স্মরণ করিবামাত্র নারদ ও অন্যান্য ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ, যথায় ব্রহ্মা ও মহাদেব অবস্থিত ছিলেন, তথায় সমাগত হইলেন এবং কাম-প্রভাব দর্শনে চিন্তাকুল হইলেন। ৭৭

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০

একাদশ অধ্যায়

শিব-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মা স্মরণ করিবামাত্র নারদ এবং ব্রহ্মার অন্যান্য সমুদয় মানস পুত্রগণ যেন বায়ুচালিত হইয়া সমাগত হইলেন। ১

তখন মহাদেব,—সেই ঋষিবৃন্দ, ব্রহ্মা এবং প্রমথগণ সমভিব্যাহারে বিবাহের উপযুক্ত সময়ে সানন্দে দক্ষালয়ে যাত্রা করিলেন। ২

গণাঃ শঙ্খাংশ্চ পটহান্ ডিণ্ডিমাংস্তূর্য্যবংশকান্ ।
বাদয়ন্তো মুদাযুক্তা অনুগচ্ছন্তি শঙ্করম্ ॥ ৩
কেচিত্তালং করতলৈঃ কুর্ব্বন্তোঽঙ্ঘ্রিঘট্টনম্ ।
বিমানৈরতিবেগৈঃ স্বৈরনুযান্তি বৃষধ্বজম্ ॥ ৪
কোলাহলং প্রকুর্ব্বন্তস্তথা নানাবিধান্ রবান্ ।
গণা অনেকাকৃতয়ঃ শব্দযোগেন নির্যযুঃ ॥ ৫
ততো দেবা মুদা যুক্তা গন্ধর্ব্বাপ্সরসো গণাঃ ।
বাদ্যৈর্মোদৈস্তথা নৃত্যৈরন্বীয়ুর্বৃষভধ্বজম্ ॥ ৬
তেষাং শব্দেন বিপ্রেন্দ্রা গন্ধর্ব্বাণাং গরীয়সাম্ ।
গণানাঞ্চ দিশঃ সর্ব্বাঃ পূরিতা চ বসুন্ধরা ॥ ৭
কামোঽপি সগণং শম্ভুং শৃঙ্গাররসাদিভিঃ ।
তোষয়ন্ মোহয়ন্ কামমন্বিয়াৎ স সমন্ততঃ ॥ ৮
হরে গচ্ছতি ভার্য্যার্থে তদানীং সকলাঃ সুরাঃ ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ স্বয়মেবাশু বাদ্যং চক্রুর্মনোহরম্ ॥ ৯
দিশঃ সর্ব্বাঃ সুপ্রসন্না বভূবুর্দ্বিজসত্তমাঃ ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ পুষ্পবৃষ্টিরজায়ত ॥ ১০
ববুর্বাতাঃ সুরভয়ো বৃক্ষাশ্চাপি সুপুষ্পিতাঃ ।
বভূবুঃ প্রাণিনঃ স্বস্থা অস্বস্থা যেঽপি কেচন ॥ ১১
হংসসারসকাদম্বা নীলকণ্ঠাশ্চ চাতকাঃ ।
চক্রুর্মধুরান্ শব্দান্ প্রেরয়ন্ত ইবেশ্বরম্ ॥ ১২

প্রমথগণ আনন্দভরে শঙ্খ, পটহ, ডিণ্ডিম, তূর্য্য ও বংশ প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে শঙ্করের অনুগমন করিতে লাগিল। ৩

কতকগুলি প্রমথ, করতলে তালবাদ্য করিয়া পদধ্বনি করত অতিবেগে বিমানারোহণে বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিল। ৪

বিবিধাকার প্রমথগণ বাদ্যশব্দ শুনিয়া নানাবিধ শব্দে কোলাহল করত নির্গত হইল। ৫

অনন্তর, দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ—নৃত্য-গীত-বাদ্য ও আমোদ প্রমোদ করত সানন্দে বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৬

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সেই উচ্চতর গন্ধর্ব্ব ও প্রমথগণের শব্দে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। ৭

নিজগণ-পরিবৃত কামদেবও মহাদেবকে অত্যন্ত হর্ষিত ও মোহিত করত শৃঙ্গাররসাদি সমভিব্যাহারে তাঁহার সমক্ষেই তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৮

মহেশ্বর, বিবাহ করিতে গমন করিলে ব্রহ্মাদি সমুদায় দেবগণ, স্বেচ্ছাক্রমেই মনোহর বাদ্যোদ্যম করিতে লাগিলেন। ৯

হে দ্বিজোত্তমগণ! তখন দিঙ্মণ্ডল সুপ্রসন্ন হইল; অগ্নিত্রয় প্রশান্তভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল। ১০

সুগন্ধ পবন বহিতে লাগিল; বৃক্ষসকল কুসুমিত হইল; অসুস্থ প্রাণীরাও সুস্থভাব ধারণ করিল। ১১

ভুজগো ব্যাঘ্রকৃত্তিশ্চ জটা চন্দ্রকলা তথা ।
জগ্রাহ ভূষণত্বঞ্চ তেনাপি পরিদীপিতঃ ॥ ১৩
ততঃ ক্ষণেন বলিনা বলীবর্দ্দেন বেগিনা ।
সব্রহ্মনারদাদ্যৈশ্চ প্রাপ দক্ষালয়ং হরঃ ॥ ১৪
ততো দক্ষো মহাতেজা অভ্যুত্থায় স্বয়ং হরম্ ।
ব্রহ্মাদীংস্তানদৌ তেষামাসনানি যথোচিতম্ ॥ ১৫
কৃত্বা যথোচিতাং তেষাং পূজাং পাদ্যাদিভিস্তথা ।
চকার সংবিদং দক্ষো মুনিভির্মানসৈঃ পুনঃ ॥ ১৬
ততঃ শুভে মুহূর্ত্তে তু লগ্নে চ দ্বিজসত্তমাঃ ।
সতীং নিজসুতাং দক্ষো দদৌ হর্ষেণ শম্ভবে ॥ ১৭
উদ্বাহবিধিনা সোঽপি পাণিং জগ্রাহ হর্ষিতঃ ।
দাক্ষায়ণ্যা বরতনোস্তদানীং বৃষভধ্বজঃ ॥ ১৮
ব্রহ্মাথ নারদাদ্যাশ্চ মুনয়ঃ সামগীতিভিঃ ।
ঋচা যজুর্ভিঃ সুশ্রাব্যৈস্তোষয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥ ১৯
বাদ্যং চক্রুর্গণাঃ সর্ব্বে ননৃতুশ্চাপরে গণাঃ ।
পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ সসৃজুর্মেঘা গগনসঙ্গতাঃ ॥ ২০
অথ শম্ভুমুপাগত্য গরুড়েনাতিবেগিনা ।
সার্দ্ধং কমলয়া চেদমুবাচ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ২১

হংস, সারস, কলহংস, ময়ূর ও চাতকবৃন্দ—যেন মহাদেবকে প্রেরণ করিবার জন্যই সুমধুর শব্দ করিতে লাগিল। ১২

ভুজগ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, জটাজূট এবং শশিকলাই তাঁহার বর-ভূষণ হইল ; সেই ভূষণেই তিনি সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৩

অনন্তর, মহেশ্বর শীঘ্রগামী বেগশালী বলীবর্দ্দ আরোহণে ব্রহ্মা ও নারদাদি সমভিব্যাহারে ক্ষণমধ্যে দক্ষালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৪

অনন্তর, মহাতেজা দক্ষ,—মহাদেব এবং ব্রহ্মাদিকে আসিতে দেখিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন। ১৫

দক্ষ পাদ্যাদিদ্বারা তাঁহাদিগের যথোচিত পূজা করিয়া মানস মুনিবৃন্দের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। ১৬

হে দ্বিজোত্তমগণ ! অনন্তর দক্ষ, শুভমুহূর্ত্তে শুভলগ্নে নিজ দুহিতা সতীকে সহর্ষে শিবের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। ১৭

তখন বৃষধ্বজ, আনন্দ সহকারে বৈবাহিক-বিধি অনুসারে বরতনু দাক্ষায়ণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ১৮

ব্রহ্মা এবং নারদাদি মুনিগণ, সুশ্রাব্য ঋগ্‌-যজুঃ-সাম গানদ্বারা মহেশ্বরের সন্তোষ সাধন করিলেন। ১৯

কতকগুলি প্রমথ বাদ্য করিতে লাগিল ; অপর কতকগুলি নৃত্য করিতে লাগিল ; মেঘদল, গগনতলে সমবেত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিল। ২০

অনন্তর গরুড়ধ্বজ, অতিবেগসম্পন্ন গরুড়ে আরোহণ করিয়া কমলা সমভিব্যাহারে শম্ভু সমীপে আগমনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। ২১

শ্রীভগবানুবাচ—

স্নিগ্ধনীলাঞ্জনশ্যামশোভয়া শোভসে হর।
দাক্ষায়ণ্যা যথা চাহং প্রাতিলোম্যেন পদ্মযা॥ ২২
কুরু ত্বমনয়া সার্দ্ধং রক্ষাং দেবস্য বা নৃণাম্॥ ২৩
অনয়া সহ সংসারসারিণাং মঙ্গলং সদা।
কুরু দস্যূন্ যথাযোগ্যং হনিষ্যসি চ শঙ্কর॥ ২৪
য এবৈনাং সাভিলাষো দৃষ্ট্বা শ্রুত্বাথবা ভবেৎ।
তং হনিষ্যসি ভূতেশ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমস্ত্বিতি সর্ব্বজ্ঞঃ প্রোবাচ পরমেশ্বরম্।
প্রহৃষ্টমানসং প্রীত্যা প্রসন্নবদনো দ্বিজাঃ॥ ২৬
অথ ব্রহ্মা তদা দৃষ্ট্বা দক্ষজাং চারুহাসিনীম্।
স্মরাবিষ্টমনা বক্ত্রং বীক্ষাঞ্চক্রে তদীয়কম্॥ ২৭
মুহুর্ম্মুহুস্তদা ব্রহ্মা পশ্যতি স্ম সতীমুখম্।
ততেন্দ্রিয়বিকারঞ্চ প্রাপ্তবানবশঃ পুনঃ॥ ২৮
অথ তস্য পপাতাশু তেজো ভূমৌ দ্বিজোত্তমাঃ।
তজ্জ্বলদ্দহনাভাসং মুনীনাং পুরতস্তদা॥ ২৯
ততস্তস্মাৎ সমভবংস্তোয়দাঃ শব্দসংযুতাঃ।
সম্বর্ত্তশ্চ তথাবর্ত্তঃ পুষ্করো দ্রোণ এব চ।
গর্জ্জন্তশ্চাথ মুমুচুস্তোয়ানি দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৩০

ভগবান বলিলেন,—মহেশ্বর! বর্ণ-বৈপরীত্যে আমি যেমন কমলাযোগে শোভা পাইতেছি, সেইরূপ তুমিও এই স্নিগ্ধ-নীলাঞ্জন-শ্যামলা দাক্ষায়ণীর সংসর্গে শোভা পাইতেছ। ২২-২৩

তুমি ইঁহার সহকারিতায় দেবগণ ও মনুষ্যগণকে রক্ষা কর, তুমি ইঁহার সহযোগে সংসারীদিগের সতত মঙ্গলসাধন কর; হে শঙ্কর! তুমি ইঁহার সাহায্যে যথাযোগ্যরূপে দস্যুগণকে সংহার করিবে। ২৪

যে ব্যক্তি ইঁহাকে দেখিয়া বা ইঁহার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া ইঁহার প্রতি সাভিলাষ হইবে, হে ভূতনাথ! তুমি তাহাকে বধ করিবে; এ বিষয়ে বিচার-বিতর্ক করিতে হইবে না। ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব, হৃষ্টচিত্ত পরমেশ্বর নারায়ণকে প্রীতিভরে "তাহাই হইবে" বলিলেন। ২৬

অনন্তর ব্রহ্মা, চারুহাসিনী দক্ষনন্দিনীকে দেখিয়া কামাবিষ্টচিত্তে তাঁহার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ২৭

ব্রহ্মা বারবার সতীর মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি অবশ হইয়া আবার ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হইলেন। ২৮

হে দ্বিজোত্তমগণ! তখন উজ্জ্বল দহনসন্নিভ ব্রহ্মবীর্য্য, মুনিগণের সমক্ষেই ভূতলে নিপতিত হইল। ২৯

হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর সেই বীর্য্য হইতে—সম্বর্ত্ত, আবর্ত্ত, পুষ্কর এবং দ্রোণ-নামে নির্ঘোষকারী মেঘচতুষ্টয় গর্জ্জন ও বারিধারা বর্ষণ করত উৎপন্ন হইল। ৩০

তৈস্তু মেঘাদিতে ব্যোম্নি তেষু গর্জ্জৎসু শঙ্করঃ।
পশ্যন্ দাক্ষায়ণীং দেবীং ভৃশং কামেন মোহিতঃ ॥ ৩১
মোহিতোঽপ্যথ কামেন তদা বিষ্ণুবচঃ স্মরন্।
ইয়েষ হন্তুং ব্রহ্মাণং শূলমুদ্যম্য শঙ্করঃ ॥ ৩২
শম্ভুনোদ্যমিতে শূলে বিধিং হন্তুং দ্বিজোত্তমাঃ।
মরীচিনারদাদ্যাস্তে চক্রুর্হাহাকৃতিং তদা ॥ ৩৩
দক্ষো মৈবং মৈবমিতি পাণিমুদ্যম্য শঙ্কিতঃ।
বারয়ামাস ভূতেশং ক্ষিপ্রমেত্য পুরোগতঃ ॥ ৩৪
অথাগ্রে মিলিতং বীক্ষ্য তদা দক্ষং মহেশ্বরঃ।
প্রত্যুবাচাপ্রিয়মিদং স্মারয়ন্ বৈষ্ণবীং গিরম্ ॥ ৩৫

ঈশ্বর উবাচ—

নারায়ণেন বিপ্রেন্দ্র যদিদানীমুদীরিতম্।
ময়াপ্যঙ্গীকৃতং কর্ত্তুং তদিহৈব প্রজাপতে ॥ ৩৬
এনাং যঃ সাভিলাষঃ সন্ বীক্ষ্যতে ত্বং হনিষ্যসি।
ইতি বাচন্তু সফলামেনং হত্বা করোম্যহম্ ॥ ৩৭
সাভিলাষঃ কথং ব্রহ্মা সতীং সমবলোকয়ৎ।
অভবত্ত্যক্ততেজাস্তু ততো হন্মি কৃতাগসম্ ॥ ৩৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তমেবংবাদিনং বিষ্ণুঃ ক্ষিপ্রং ভূত্বা পুরঃসরঃ।
ইদমূচে বারয়ংস্তং হন্তুং সর্ব্বজগৎপ্রভুঃ ॥ ৩৯

সেই মেঘদল গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে এবং ঘোরতর গর্জ্জন করিতে থাকিলে মহাদেব, দাক্ষায়ণীদেবীকে দেখিয়া অত্যন্ত কামমোহিত হইলেন। ৩১

তখন শঙ্কর, কামমোহিত হইলেও নারায়ণের বাক্যস্মরণে শূল উদ্যত করিয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে অভিলাষী হইলেন। ৩২

ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য শম্ভু শূল উদ্যত করিলে মরীচি, নারদ প্রভৃতি দ্বিজবরগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। ৩৩

দক্ষও শঙ্কিতচিত্তে সত্বর সম্মুখে আসিয়া, হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক "মৈবং মৈবং" (এরূপ করিবেন না, এরূপ করিবেন না) বলিয়া ভূতনাথকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। ৩৪

অনন্তর মহেশ্বর, দক্ষকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া নারায়ণ-বাক্য স্মরণ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন,—হে বিপ্রবর প্রজাপতে! নারায়ণ এইমাত্র এইখানেই যাহা বলিলেন, আমিও তাহা করিতে স্বীকার করিয়াছি। ৩৫-৩৬

"যে ব্যক্তি এই রমণীকে সকামচিত্তে দর্শন করিবে, তুমি তাহাকে বধ করিবে"—বিষ্ণুর এই বাক্য ব্রহ্মাকে বধ করিয়া সফল করিব। ৩৭

ব্রহ্মা, সকাম হইয়া এই সতীকে দর্শন করত স্খলিতবীর্য্য হইল কেন? যখন অপরাধ করিয়াছে, তখন অবশ্যই ইহাকে বধ করিব। ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব এই সব কথা বলিতেছিলেন, ইত্যবসরে সর্ব্বজগৎ-প্রভু বিষ্ণু শীঘ্র তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে

শ্রীভগবানুবাচ—

ন হনিষ্যসি ভূতেশ স্রষ্টারং জগতাং বরম্ ।
অনেনৈব সতী ভার্য্যা ভবদর্থে প্রকল্পিতা ॥ ৪০
প্রজাঃ স্রষ্টুমহং শম্ভো প্রাদুর্ভূতশ্চতুর্মুখঃ ।
অস্মিন্ হতে জগৎস্রষ্টা নান্যঃ প্রাকৃতোঽধুনা ॥ ৪১
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকর্ম্মাণি করিষ্যামঃ কথং পুনঃ ।
অনেনাপি ময়া চৈব ভবতা চ সমঞ্জসম্ ॥ ৪২
একস্মিন্নিহতেঽমীষু কস্তৎ কর্ম্ম করিষ্যতি ।
তস্মান্ন বধ্যো ভবতা বিধাতা বৃষভধ্বজ ॥ ৪৩

ঈশ্বর উবাচ—

প্রতিজ্ঞাং পূরয়িষ্যামি হত্বৈব চতুরাননম্ ।
অহমেব প্রজাঃ স্রক্ষ্যে স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৪৪
অন্যং স্রক্ষ্যে বিধাতারমথবাহং স্বতেজসা ।
স এব সৃষ্টিকর্ত্তা স্যাৎ সর্ব্বদা মদনুজ্ঞয়া ॥ ৪৫
হত্বৈনং বিধিমেবাহং প্রতিজ্ঞাং পালয়ন্ বিভো ।
স্রষ্টারমেকং স্রক্ষ্যামি ন বারয় চতুর্ভুজ ॥ ৪৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা গিরিশস্য চতুর্ভুজঃ ।
স্মিতপ্রসন্নবদনঃ পুনর্নৈবমিতীরয়ন্ ॥ ৪৭

নিষেধ করত বলিলেন,—হে ভূতনাথ ! এই জগৎস্রষ্টা জগৎপূজ্য ব্রহ্মাকে বধ করিও না। ইনিই সতীকে তোমার ভার্য্যা করিয়া দিয়াছেন। ৩৯-৪০

শম্ভো ! এই চতুরানন, প্রজাসৃষ্টি করিবার জন্যই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ; ইনি বিনষ্ট হইলে জগৎসৃষ্টি করিতে পারে, এমন প্রাকৃত-পুরুষ এখন আর নাই। ৪১

আমরা তিন জনেই পুনঃপুনঃ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করি ; তন্মধ্যে যামরুক্ মত কোন কার্য্য এই ব্রহ্মা করেন, কোন কার্য্য আমি করি, কোনটী বা তুমি কর। ৪২

এই তিন জনের মধ্যে একজন বিনষ্ট হইলে তাঁহার কার্য্য করিবে কে ? অতএব হে বৃষধ্বজ ! তুমি বিধাতাকে বধ করিও না। ৪৩

ঈশ্বর বলিলেন ; আমি এই চতুরাননকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব ; সৃষ্টিকর্ত্তার অভাব হয়, আমিই স্থাবর-জঙ্গম প্রজা সৃষ্টি করিব। ৪৪

অথবা আমি নিজ তেজঃপ্রভাবে অন্য বিধাতা সৃষ্টি করিব ; তিনিই আমার আদেশে সর্ব্বদা সৃষ্টি করিবেন। ৪৫

প্রভো ! আমি এই বিধাতাকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করত এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা সৃজন করিব ; হে চতুর্ভুজ ! এ কার্য্য করিতে আমাকে বারণ করিও না। ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—চতুর্ভুজ,—গিরিশের এই কথা শুনিয়া প্রসন্ন মুখে ঈষৎ হাস্য করত পুনর্ব্বার বলিলেন, এ কাজ করিও না। ৪৭

প্রতিজ্ঞাপূরণং কর্ত্তুং যোগ্যমাত্মনি নো ভবেৎ।
ইত্যুবাচাতিবদনমীশ্বরস্য দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৮
ততঃ পুনঃ শম্ভুরূচে কথমাত্মা বিধির্মম।
লক্ষ্যতে ভিন্ন এবায়ং প্রত্যক্ষেণাগ্রতঃ স্থিতঃ ।
অথ প্রহস্য ভগবান্ মুনীনাং পুরতস্তদা।
ইদমূচে মহাদেবং তোষয়ন্ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৫০

শ্রীভগবানুবাচ—

ন ব্রহ্মা ভবতো ভিন্নো ন শম্ভুর্জগতস্তথা।
ন চাহং যুবয়োর্ভিন্নোঽভিন্নত্বং সনাতনম্ ॥ ৫১
প্রধানস্যাপ্রধানস্য ভাগাভাগস্বরূপিণঃ।
জ্যোতির্ময়স্য ভাগো মে যুবামেকোঽহমংশকঃ ॥ ৫২
কস্ত্বং কোঽহক কো ব্রহ্মা মমৈব পরমাত্মনঃ।
অংশত্রয়মিদং ভিন্নং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ৫৩
চিন্তয়স্বাত্মনাত্মানং সংস্তবং কুরু চাত্মনি।
একত্বং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠ-শম্ভুনাং হৃদ্গতং কুরু ॥ ৫৪
শিরোগ্রীবাদিভেদেন যথৈকস্যৈব বর্ষ্মিণঃ।
অঙ্গানি মে তথৈকস্য ভাগত্রয়মিদং হর ॥ ৫৫

যজ্জ্যোতিরগ্র্যং স্বপরপ্রকাশং
কূটস্থমব্যক্তমনন্তরূপম্।
নিত্যঞ্চ দীর্ঘাদিবিশেষণাদ্যৈ-
র্হীনং পরং তচ্চ বয়ং ন ভিন্নাঃ ॥ ৫৬

হে দ্বিজোত্তমগণ! তিনি ঈশ্বরকে বলিলেন; নিজের উপর ঐ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা উচিত হয় না। ৪৮

অনন্তর, শম্ভু পুনরায় বলিলেন; বিধাতা আমার আত্মা কিরূপে? এই অগ্রবর্ত্তী বিধাতা প্রত্যক্ষতই ভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। ৪৯

তখন ভগবান্ গরুড়ধ্বজ—মহাদেবের সন্তোষ সাধন করত মুনিগণসম্মুখে হাস্য করিয়া বলিলেন; ব্রহ্মা তোমা হইতে ভিন্ন নহেন; তুমি ব্রহ্মা হইতে বিভিন্ন নহ; আমিও তোমাদিগের উভয় হইতে ভিন্ন নহি; আমাদিগের আত্মা চিরদিন অভিন্ন। ৫০-৫১

প্রধান অপ্রধান, খণ্ড অখণ্ড ও সাকার জ্যোতির্ম্ময় (নিরাকার) স্বরূপে অবস্থিত আমারই দুই-ভাগ তোমরা দুইজন; আর আমি এক ভাগ। ৫২

তুমিই বা কে? আমিই বা কে? আর ব্রহ্মাই বা কে?—পরমাত্মস্বরূপী আমারই এই বিভিন্ন তিন অংশ, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ। ৫৩

তুমি আপন মনে আত্মচিন্তা কর,—মনে কর জগন্মণ্ডল আত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত; আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নভাব হৃদয়ে গাঢ়-প্রবিষ্ট কর। ৫৪

হে হর! যেমন এক ব্যক্তিরই মস্তক ও গ্রীবাদি ভেদে অনেক অঙ্গ; সেইরূপ আমারও তিন অংশ। ৫৫

সেই যে আত্মপরপ্রকাশ, কূটস্থ, অব্যক্ত, অনন্ত, নিত্য, দীর্ঘত্বাদি বিশেষণ-বর্জ্জিত পরাৎপর পরমজ্যোতি—তাহাই আমরা,—ভিন্ন নহি। ৫৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মহাদেবো বিমোহিতঃ ।
জানন্ স চাপ্যভিন্নত্বং সবিস্মৃত্যাশুচিন্তনাৎ ॥ ৫৭
পুনঃ পপ্রচ্ছ গোবিন্দমনন্তত্বং ত্রিতেজসাম্ ।
ব্রহ্মবিষ্ণ্বাত্মকানামেকত্ব চ বিশেষকম্ ॥ ৫৮
ততো নারায়ণঃ পৃষ্টঃ কথয়ামাস শম্ভবে ।
অনন্যত্বং ত্রিদেবানামেকত্বঞ্চ ব্যদর্শয়ৎ ॥ ৫৯
শ্রুত্বা ততো বিষ্ণুমুখাব্জকোশা-দনন্যতা বিষ্ণুবিধীশতত্ত্বে ।
দৃষ্ট্বা স্বরূপঞ্চ জঘান নৈনং, বিধিং মুহুঃ পুষ্পমধুপ্রকাশম্ ॥ ৬০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ—

অনন্যত্বং ত্রিদেবানাং যজ্জগাদ জনার্দনঃ ।
শম্ভবে তদ্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামো দ্বিজসত্তম ॥ ১
একত্বং দর্শয়ামাস কথং বা গরুড়ধ্বজঃ ।
তৎ সমাচক্ষ্ব বিপ্রেন্দ্র পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহাদেব তাঁহার এই কথা শুনিয়া বিমোহিত হইলেন ; তিনি এই অভিন্নতা অবগত থাকিলেও অশুচিন্তায় তাহা বিস্মৃত হওয়াতে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নতা এবং একরূপ দেবত্রয়ের বিশেষভেদের কথা গোবিন্দকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫৭-৫৮

অনন্তর, নারায়ণ শিব-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবত্রয়ের অভিন্নতা-কীর্তন ও একত্ব প্রদর্শন করিলেন। ৫৯

তখন মহাদেব, নারায়ণের মুখ-কমল-কোষ হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নরূপতা শ্রবণ ও স্বরূপ দর্শন করিয়া কুসুম-মধু-সন্নিভ আরক্তবর্ণ বিধাতাকে আর বধ করিলেন না। ৬০

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভেদ

ঋষিগণ বলিলেন,—হে দ্বিজপুঙ্গব! জনার্দন, শিবের নিকট ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের যে অভিন্নতা কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

বিপ্রবর! গরুড়ধ্বজ কিরূপেই বা ত্রিদেবের একত্ব প্রদর্শন করিলেন, তাহা বলুন। আমাদিগের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণুধ্বং মুনয়ো গুহ্যং পরমং প্রযতং পরম্।
ত্রিদেবানামনন্যত্বং তথৈবৈকত্বদর্শনম্ ॥ ৩
হরেণ পৃষ্টো গোবিন্দস্তং সমাভাষ্য সাদরম্।
ইদমাহ মুনিশ্রেষ্ঠা অভিন্নপ্রতিপাদকম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং তমোময়ং সর্ব্বমাসীদ্ভুবনবর্জ্জিতম্।
অজ্ঞাতমলক্ষ্যঞ্চ প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ ৫
ন দিবারাত্রিভাবোঽত্র নাকাশং ন চ কাশ্যপী।
ন জ্যোতির্ন জলং বায়ুর্নান্যৎ কিঞ্চন সংস্থিতম্ ॥ ৬
একমাসীৎ পরং ব্রহ্ম সূক্ষ্মং নিত্যমতীন্দ্রিয়ম্।
অব্যক্তং জ্ঞানরূপেণ দ্বৈতহীনবিশেষণম্ ॥ ৭
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব নিত্যৌ তৌ সর্ব্বসংহিতৌ।
স্থিতঃ কালোঽপি ভূতেশ জগৎকারণমেককম্ ॥ ৮
যদেকং পরমব্রহ্ম তৎস্বরূপাপরং হর।
রূপত্রয়মিদং নিত্যং তস্যৈব জগতঃ পতেঃ ॥ ৯
কালো নামাপরং রূপমনাদ্যং তত্তু কারণম্।
সর্ব্বেষামেব ভূতানামবচ্ছেদেন সন্ততঃ ॥ ১০
ততস্তৎ স্বপ্রকাশেন ভাবরূপং প্রকাশতে।
পুরা সৃষ্ট্যর্থমত্তুলং ক্ষোভয়ন্ প্রকৃতিং বরম্ ॥ ১১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দেবত্রয়ের অভেদ প্রতিপাদন ও একত্ব প্রদর্শন-বিবরণ পরমপবিত্র, পরম গোপনীয়,—মুনিমণ্ডলী তাহা শ্রবণ করুন। ৩

হে মুনিবরগণ! গোবিন্দ, শিবকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সাদরে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক দেবত্রয়ের অভেদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৪

পূর্ব্বে জগৎ ছিল না, এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই, প্রসুপ্তের ন্যায় তমোগুণের দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত, অলক্ষ্য ও অপরিজ্ঞাত ছিল। ৫

তখন দিবা-রাত্রি ছিল না; পৃথিবী ছিল না; জ্যোতিঃ ছিল না; আকাশ ছিল না; জল ছিল না; বায়ু ছিল না; অধিক কি অন্য কিছুই ছিল না। ৬

থাকিবার মধ্যে—সূক্ষ্ম নিত্য অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত, অবিশেষণ, অদ্বয় জ্ঞানময়, এক পরম ব্রহ্ম ছিলেন। ৭

হে ভূতনাথ! আর ছিলেন—সর্ব্বগত সনাতন প্রকৃতি-পুরুষ ও জগৎকারণ অখণ্ড কাল। ৮

হে মহেশ্বর! সেই যে এক পরম ব্রহ্ম, আমাদিগের এই রূপত্রয় তাঁহারই অর্থাৎ তিনিই এই তিনরূপে বিভক্ত; সেই জগদীশ্বরেরই কাল নামে আর একটি নিত্যরূপ আছে; তাহা অনাদি অনন্ত এবং নিজের কোন না কোন অংশবিশেষে জনকতা-সম্বন্ধ-সত্তা প্রযুক্ত সর্ব্বভূতেরই কারণ অর্থাৎ দণ্ড ক্ষণ মুহূর্ত্তাদি-কালের অংশ; যে দণ্ড ক্ষণ বা মুহূর্ত্তাদিতে সে বস্তুর উৎপত্তি, সেই দণ্ডাদি সেই বস্তুর কারণ; এইরূপে কালের অংশ কারণ হয় বলিয়া অংশী অখণ্ডকালও কারণ-পদ-বাচ্য। ৯-১০

সংক্ষুব্ধায়াস্তু প্রকৃতৌ মহত্তত্ত্বমজায়ত ।
মহত্তত্ত্বাত্ততঃ পশ্চাদহঙ্কারস্ত্রিধাভবৎ ॥ ১২
অহঙ্কারে তু সঞ্জাতে শব্দতন্মাত্রতস্ততঃ ।
আকাশমসৃজদ্বিষ্ণুরনন্তং মূর্তিবর্জিতম্ ॥ ১৩
ততস্তু রসতন্মাত্রাদপঃ সৃষ্ট্বা মহেশ্বরঃ ।
নিরাধারঃ স্বয়ং দধ্রে তাস্তদা নিজমায়য়া ॥ ১৪
ততস্ত্রিগুণসাম্যেন সংস্থিতাং প্রকৃতিং প্রভুঃ ।
পুনঃ সংক্ষোভয়ামাস সৃষ্ট্যর্থং পরমেশ্বরঃ ॥ ১৫
ততঃ সা প্রকৃতিস্তাসু বীজং ত্রিগুণভাগবৎ ।
অপ্সু সংসর্জয়ামাস জগদ্বীজং নিরাকুলম্ ॥ ১৬
তদ্ধি বৃদ্ধং ক্রমেণৈব হৈমমণ্ডমভূন্মহৎ ।
জগ্রাহাপঃ সমস্তাস্তা গর্ভ এব তদণ্ডকম্ ॥ ১৭
অপ্সু স্থিতাসু হৈমাণ্ডগর্ভে বিষ্ণুস্তদণ্ডকম্ ।
তস্যৈব মায়য়া দধ্রে ব্রহ্মাণ্ডমতুলং পুনঃ ॥ ১৮
ব্যাপিনা বহ্নিভিশ্চৈব বায়ুভির্নভসা তথা ।
বহিস্তদণ্ডকং ছন্নং সর্ব্বপার্শ্বে সমন্ততঃ ॥ ১৯
সপ্তসাগরমানেন তথা নদ্যাদিমানতঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তোয়ং তদন্যত্তু বহির্গতম্ ॥ ২০

অনন্তর স্বয়ং ব্রহ্ম, সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিকে বিক্ষোভিত করিয়া স্বপ্রকাশক শক্তিবলে নিরুপম ভাবের রূপে প্রকাশিত হন। ১১

প্রকৃতি সংক্ষুব্ধ হইলে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল, পশ্চাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ (সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক) অহঙ্কারের উৎপত্তি। ১২

অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র; সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর শব্দতন্মাত্র হইতে মূর্ত্তি-হীন আকাশ সৃষ্টি করেন। ১৩

হে মহেশ্বর! অনন্তর তিনি রসতন্মাত্র হইতে জল সৃজন করিলেন, নিরাধার সেই জলরাশিকে নিজ মায়াবলে স্বয়ং ধারণ করিলেন। ১৪

অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর, সমভাবাপন্ন গুণত্রয়-স্বরূপে অবস্থিত প্রকৃতিকে সৃষ্টির জন্য বিক্ষোভিত করিলেন। ১৫

অনন্তর প্রকৃতি, সেই কারণ-জলে ত্রিগুণময় জগদ্বীজ অব্যগ্রভাবে স্থাপিত করিলেন। ১৬

সেই বীজ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সুবিশাল সুবর্ণময় অণ্ডাকারে পরিণত হইল। অনন্তর, সেই অণ্ড, বিশাল জলরাশিকে নিজ গর্ভমধ্যস্থ করিল। ১৭

জলরাশি সেই স্বর্ণময় অণ্ডের গর্ভে অবস্থিত হইলে পরমেশ্বর, সেই জলধারণী মায়াবলেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে ধারণ করিলেন। ১৮

সেই অণ্ডের বাহিরের সকল ভাগই জল, বহ্নি, বায়ু এবং আকাশ দ্বারা ক্রমে ক্রমে আবৃত। ১৯

জলরাশি—সপ্তসমুদ্র, নদী, সরোবর এবং দীর্ঘিকাদি পরিমাণেই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত; অন্য জল ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ছিল। ২০

ভগবঃ স্বয়মেবাসৌ বিষ্ণুর্ব্রহ্মস্বরূপধৃক্ ।
দৈবং বর্ষমুষিত্বৈব প্রবিভেদ তদণ্ডকম্ ॥২১
তস্মাৎ সমভবন্মেরুরুৎপন্নোঽস্মিন্ মহেশ্বর ।
জরায়ুঃ পর্ব্বতা জাতা সমুদ্রাঃ সপ্ত তজ্জলাৎ ॥ ২২
তন্মধ্যে গন্ধতন্মাত্রা পৃথিবী সমজায়ত ।
ঈশ্বরেণ প্রকৃত্যা চ যোজিতা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ২৩
প্রাগেব পর্ব্বতাদিভ্যঃ সমুৎপন্না বসুন্ধরা ।
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসংযোগাদ্দৃঢ়া ভূতা তু সা ভৃশম্ ॥ ২৪
তস্যামেব স্থিতো ব্রহ্মা সর্ব্বলোকগুরুঃ স্বয়ম্ ॥ ২৫
যদা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থো ব্রহ্মা ব্যক্তো ন চাভবৎ ।
তদৈব রূপতন্মাত্রাত্তেজঃ সম্যক্সজায়ত ॥ ২৬
বায়ুশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাৎ প্রকৃত্যা বিনিযোজিতাৎ ।
বভূব সর্ব্বভূতানাং প্রাণভূতঃ সমন্ততঃ ॥ ২৭
অদ্ভিস্তেজোভিরতুলৈর্বায়ুভির্নভসা তথা ।
অন্তর্ব্বহিস্তদণ্ডঞ্চ ব্যাপ্তমন্যত্তু গর্ভগম্ ॥ ২৮
ততো ব্রহ্মশরীরন্তু ত্রিধা চক্রে মহেশ্বরঃ ।
প্রধানেচ্ছাবশাচ্ছম্ভো ত্রিগুণত্রিগুণীকৃতম্ ॥ ২৯
তদূর্দ্ধভাগঃ সঞ্জাতশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ ।
পদ্মকেশরগৌরাঙ্গ-কায়ো ব্রাহ্মো মহেশ্বর ॥ ৩০

স্বয়ং পরমেশ্বর, ব্রহ্মা-স্বরূপে এই অণ্ড মধ্যে এক দৈব-বর্ষ বাস করিয়া সেই অণ্ড ভেদ করিলেন । ২১

হে মহেশ্বর ! তৎপরে তাহাতে জরায়ুরূপ সুমেরু ও অন্যান্য পর্ব্বত সকলের অভ্যন্তরস্থ জলরাশি হইতে সপ্তসমুদ্র উৎপন্ন হইল । ২২

সেই সপ্তসমুদ্রমধ্যে ত্রিগুণময়ী পৃথিবী—ঈশ্বর প্রকৃতির নিয়োজিত গন্ধ-তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইল । ২৩

পর্ব্বতাদি উৎপত্তির পূর্ব্বে পৃথিবী উৎপত্তি হয় । ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের বিচিত্র-সংযোগে পৃথিবী অত্যন্ত কঠিনাকৃতি । ২৪

সর্ব্বলোকগুরু ব্রহ্মা সেই পৃথিবীতে অবস্থিত । ২৫

যখন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থ ব্রহ্মা ব্যক্ত হন নাই—তখন, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ উৎপন্ন হয় । ২৬

সর্ব্বভূতের জীবন সর্ব্বত্রগ পবন, প্রকৃতির নিয়োজিত স্পর্শতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । ২৭

সেই অণ্ডের ভিতর বাহিরে অতুলনীয় জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশদ্বারা ব্যাপ্ত ছিল । আর সকল বস্তুই কেবল অণ্ডগর্ভে ছিল । ২৮

হে মহেশ্বর ! অনন্তর ব্রহ্মা প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে ত্রিগুণময় নিজ শরীরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন ; হে শম্ভো ! এই বিভক্ত শরীরত্রয় ত্রিগুণময় হইল । ২৯

হে মহেশ্বর ! সেই অখণ্ড শরীরের ঊর্দ্ধভাগ চতুর্ম্মুখ চতুর্ভুজ কমল-কেশর-সন্নিভ আরক্তবর্ণ বিরিঞ্চিশরীরে পরিণত হইল । ৩০

তন্মধ্যভাগো নীলাভ একবক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণিঃ কায়ঃ স বৈষ্ণবঃ ॥ ৩১
অভবত্তদধোভাগঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ ।
স্ফটিকাভ্রসমঃ শুক্লঃ স কায়শ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৩২
ইতস্ততো ব্রহ্মকায়ে সৃষ্টিশক্তিং ন্যযোজয়ৎ ।
স্বয়মেবাভবৎ স্রষ্টা ব্রহ্মরূপেণ লোককৃৎ ॥ ৩৩
স্থিতিশক্তিং নিজাং মায়াং প্রকৃত্যাখ্যাং ন্যযোজয়ৎ ।
মহেশো বৈষ্ণবে কায়ে জ্ঞানশক্তিং নিজাং তথা ॥ ৩৪
স্থিতিকর্ত্তাভবদ্বিষ্ণুরহমেব মহেশ্বরঃ ।
সর্ব্বশক্তিনিয়োগেন সদা তদ্রূপতা মম ।
অন্তশক্তিং তথা কায়ে শাম্ভবে স ন্যযোজয়ৎ ॥ ৩৫
অন্তকর্ত্তাভবচ্ছম্ভুঃ স এব পরমেশ্বরঃ ।
তস্মিন্ত্রিষু শরীরেষু স্বয়মেব প্রকাশতে ॥ ৩৬
জ্ঞানরূপং পরং জ্যোতি-রনাদির্ভগবান্ প্রভুঃ ।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদেক এব মহেশ্বরঃ ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেতি সংজ্ঞামাপ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৭
অতস্ত্বঞ্চ বিধাতা চ তথাহমপি ন পৃথক্ ।
এবং শরীরং রূপঞ্চ জ্ঞানমস্মাকমন্তরম্ ॥ ৩৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
হর্ষোৎফুল্লমুখঃ প্রোচে পুনরেব জনার্দ্দনম্ ॥ ৩৯

তাহার মধ্যভাগে একমুখ, শ্যামবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুশরীর। ৩১

আর অধোভাগে পঞ্চানন চতুর্ভুজ স্ফটিকবৎ শুক্লবর্ণ শিবদেহ হইল। ৩২

অনন্তর, জগৎপালক পরমেশ্বর, ব্রহ্মার শরীরে সৃষ্টিশক্তি নিয়োজিত করিয়া আপনিই ব্রহ্মরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন। ৩৩

হে মহেশ্বর! তিনি বিষ্ণুশরীরে স্থিতি শক্তি নিজ মায়া প্রকৃতি ও নিজ জ্ঞানশক্তি নিয়োজিত করিলেন। ৩৪

হে মহেশ্বর! এইরূপে পরমেশ্বর মদ্রূপে স্থিতিকর্ত্তা হইলেন। আমাতে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করাতে আমি সর্ব্বদা তৎস্বরূপে বিরাজমান। ৩৫

তখন পরমেশ্বর, শম্ভুশরীরে প্রলয়কারিণী শক্তি নিয়োজিত করিলেন; সেই পরমেশ্বরই শম্ভুরূপে প্রলয়কর্ত্তা হইলেন। ৩৬

অতএব পরম জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানস্বরূপ সেই অনাদি প্রভু ভগবানই—এই তিন শরীরে স্বয়ং বিরাজমান। এক পরমেশ্বরই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় এই তিন কার্য্য করাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৭

অতএব তুমি, আমি এবং বিধাতা আমরা বস্তুত পৃথক্ নহি। পূর্ব্বোক্তরূপেই আমাদিগের শরীর, রূপ ও জ্ঞান বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, অমিততেজা বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া হর্ষপ্রফুল্ল-বদনে পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন। ৩৯

ঈশ্বর উবাচ—

এক এব মহেশস্ত জ্যোতীরূপো নিরঞ্জনঃ ।
কা বা মায়াথ কঃ কালঃ কা বা প্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ৪০
কে পুমাংসস্ততো ভিন্না ভিন্নাশ্চেৎ কথমেকতা ।
তন্মে বদস্ব গোবিন্দ তৎপ্রভাবং যথাতথম্ ॥ ৪১

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্বমেব পশ্যসি সদা ধ্যানস্থঃ পরমেশ্বরম্ ।
আত্মন্যাত্মস্বরূপং তজ্জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ॥ ৪২
মায়াঞ্চ প্রকৃতিং কালং পুরুষঞ্চ স্বয়ং বিভো ।
জ্ঞাতা ত্বং ধ্যানযোগেন তস্মাদ্ধ্যানপরো ভব ॥ ৪৩
মায়য়া মোহিতো যস্মাদধুনা মম দৈবয়া ।
ততো বিস্মৃত্য পরমং জ্যোতির্হি বনিতারতঃ ॥ ৪৪
অধুনা কোপযুক্তস্ত্বং বিস্মৃত্যাত্মানমাত্মনি ।
মাং পৃচ্ছসি প্রকৃত্যাদিরূপাণি প্রমথাধিপ ॥ ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তত্র মহাদেবঃ শ্রুত্বা বাক্যং সুনিশ্চিতম্ ।
মুনীনাং পশ্যতাং যোগযুক্তো ধ্যানপরোঽভবৎ ॥ ৪৬
আসাদ্য বদ্ধং পর্য্যঙ্কং নির্নিমীলিতলোচনঃ ।
আত্মানঞ্চিন্তয়ামাস তদাত্মনি মহেশ্বরঃ ॥ ৪৭
পরং চিন্তয়তস্তস্য শরীরং বিভবৌ ভৃশম্ ।
তেজোভিরুজ্জ্বলং দ্রষ্টুং ন শেকুর্মুনয়স্তদা ॥ ৪৮

ঈশ্বর বলিলেন,—জ্যোতির্ম্ময়, নির্লেপ, পরমেশ্বর যদি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় হইলেন, তাহা হইলে আবার মায়া কে ? কাল কে ? প্রকৃতি কে ? ৪০

পুরুষই (জীবাত্মা) বা কাহারা ? ইঁহারা কি পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ ? —যদি পৃথক্ হন তাহা হইলে, পরমেশ্বর এক অর্থাৎ অদ্বয় হইলেন কিরূপে ? হে গোবিন্দ ! তৎসমস্ত এবং পরমেশ্বরের প্রভাব যথাযথরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর । ৪১

ভগবান্ বলিলেন,—তুমিই ধ্যানস্থ হইয়া জ্যোতির্ম্ময় নিত্য অক্ষয় আত্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে আত্মাতে অবলোকন করিয়া থাক । ৪২

প্রভো ! তুমিই স্বয়ং ধ্যানযোগে মায়া, প্রকৃতি, কাল ও পুরুষ (জীবাত্মা) সমূহ অবগত হইয়া থাক, অতএব তুমি ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হও । ৪৩

এখন তুমি আমার মায়ায় মোহিত হওয়াতে, সেই পরম-জ্যোতিঃ বিস্মৃত হইয়া বনিতা-রত হইয়াছ । ৪৪

হে প্রমথনাথ ! এখন আবার তুমি রোষাবেশে আপনি আপনা ভুলিয়া আমাকে প্রকৃতি প্রভৃতির স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ । ৪৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর মহাদেব, তাঁহার সুনিশ্চিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণসমক্ষে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইলেন । ৪৬

মহেশ্বর, বদ্ধপর্য্যঙ্কাসনে মুদ্রিত নয়নে আত্মাতে আত্ম-চিন্তা করিতে লাগিলেন । ৪৭

তৎক্ষণাদ্ধ্যানযুক্তস্য শম্ভুঃ স বিষ্ণুমায়য়া ।
পরিত্যক্তোঽতি বিবভৌ তপস্তেজোভিরুজ্জ্বলম্ ॥ ৪৯
যে যে গণাস্তদা তস্থুঃ সেবয়া শঙ্করান্তিকে ।
ন তেঽপি বীক্ষিতুং শেকুঃ শঙ্করং বা দিবাকরম্ ॥ ৫০
স্বয়মেব তদা বিষ্ণুঃ সমাধিমনসো ভৃশম্ ।
প্রবিবেশ শরীরান্তর্জ্জ্যোতীরূপেণ ধূর্জ্জটেঃ ॥ ৫১
প্রবিশ্য তস্য জঠরে যথা সৃষ্টিক্রমঃ পুরা ।
তথৈব দর্শয়ামাস স্বয়ং নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥ ৫২
ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মঞ্চ ন বিশেষণগোচরম্ ।
নিত্যানন্দং নিরানন্দমেকং শুদ্ধমতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫৩
অদৃশ্যং সর্ব্বস্রষ্টারং নির্গুণং পরমং পদম্ ।
পরমাত্মানমানন্দং জগৎকারণকারণম্ ॥ ৫৪
প্রথমং দদৃশে শম্ভুরাত্মানং তৎস্বরূপিণম্ ।
তত্র প্রবিষ্টমনসা বহির্জ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৫
তত্রৈব জগৎ প্রকৃতিং সৃষ্ট্যর্থে ভিন্নতাং গতাম্ ।
দদর্শ তস্যৈবাভ্যাসে পৃথগ্ভূতামিবৈকিকাম্ ॥ ৫৬
পুরুষাংশ্চ দদর্শাসৌ যথৈব বসতস্ততঃ ।
অগ্নেরিব কণাং স্থূলানজস্রং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫৭

এইরূপে পরব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শুভ্র শরীর, অদ্ভুততেজঃ-সমুজ্জ্বল হইয়া অতিশয় দীপ্তি পাইল। তখন মুনিগণ সেই শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না ৪৮

শম্ভু ধ্যানযুক্ত হইলে, বিষ্ণুমায়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধূর্জ্জটি তপঃতেজঃসমুজ্জ্বল হইয়া অত্যন্ত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ৪৯

যে সকল প্রমথগণ, সেবা করিবার জন্য শিবসমীপে অবস্থিত ছিল, তাহারা "ইনি শঙ্কর কি সূর্য্য" ইহা বিচার করিয়া স্থির করিতে পারিল না। ৫০

তখন স্বয়ং বিষ্ণুই গাঢ়সমাধিমগ্নচিত্ত ধূর্জ্জটির শরীরাভ্যন্তরে জ্যোতীরূপে প্রবেশ করিলেন। ৫১

অব্যয় নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার জঠরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত সৃষ্টিক্রম প্রদর্শন করিলেন। ৫২

শম্ভু—প্রথমেই স্থূল-সূক্ষ্ম-ভাব-বর্জ্জিত বিশেষণহীন নিত্যানন্দময় অথচ আনন্দশূন্য অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় নির্ম্মল ৫৩

সকলের অদৃশ্য অথচ সর্ব্বস্রষ্টা জগতের মূলকারণ আনন্দময় পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে এবং আত্মাকেও তৎস্বরূপে দর্শন করিলেন। ৫৪

বাহ্যজ্ঞানশূন্য মহেশ্বর, তদ্গতচিত্তে দেখিলেন,—প্রকৃতি তাঁহারই স্বরূপ,-কেবল সৃষ্টির জন্য ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫৫

দেখিলেন;—প্রকৃতি এক,—পরমেশ্বরের সমীপে বিভিন্নবৎ রহিয়াছেন। আর দেখিলেন, প্রকৃতি-নিরত পুরুষ সমূহ; ইঁহারাও প্রকৃতির ন্যায় কেবল সৃষ্টির জন্যই ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫৬

হে দ্বিজসত্তমগণ! যেমন অজস্র স্ফুলিঙ্গ বহুবিস্তৃত পাবকের অংশ, সেইরূপ এই পুরুষসমূহও পরমেশ্বরের অংশ। ৫৭

তদেব কালরূপেণাভাসতে চ মুহুর্মুহুঃ।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তযোগানামবচ্ছেদেন কারণম্॥ ৫৮
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব কালোঽপি চ মুহুর্মুহুঃ।
অভিন্নান্ ভাবয়ামাসাংস্ত সর্গার্থে ভিন্নতাং গতান্॥ ৫৯
পৃথগ্ভূতানভিন্নাংস্ত দদৃশে চন্দ্রশেখরঃ।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ৬০
সপ্রধানস্বরূপেণ কালরূপেণ ভাসতে।
তথা পুরুষরূপেণ সংসারার্থং প্রবর্ত্ততে॥ ৬১
ভোগার্থং প্রাণিনাং শশ্বচ্ছরীরে চ প্রবর্ত্ততে।
সৈব মায়া যা প্রকৃতিঃ সা মোহয়তি শঙ্করম্॥ ৬২
হরিং তথা বিরিঞ্চিঞ্চ তথৈবান্যমনূর্ত্তবান্।
মায়াখ্যা প্রকৃতির্জ্ঞাতা জগৎ সম্মোহয়ত্যপি॥ ৬৩
সা স্ত্রীরূপেণ চ সদা লক্ষ্মীভূতা হরেঃ প্রিয়া।
সা সাবিত্রী রতিঃ সন্ধ্যা সা সতী সৈব বীরিণী॥ ৬৪
বুদ্ধিরূপা স্বয়ং দেবী চণ্ডিকেতি চ গীয়তে।
ইতি স্বয়ং দদর্শাশু ধ্যানমার্গগতো হরঃ॥ ৬৫
মহদাদিপ্রভেদেন তথা সৃষ্টিক্রমং স্বয়ম্।
দর্শয়িত্বা হরিঃ কালং প্রকৃতিং পুরুষাংস্তথা।
তথান্তর্দর্শয়ামাস তচ্ছরীরং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৬৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২

সেই পরম জ্যোতিই নিরন্তর কালরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই কালেরই অংশ-বিশেষ—সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ৫৮

চন্দ্রশেখর দেখিলেন;—প্রকৃতি, পুরুষ, কাল সকলই পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন; তবে সৃষ্টির জন্য ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এইমাত্র। ৫৯

আবার পৃথগ্‌ভূত সেই সকল বস্তুকে অভিন্ন দেখিলেন। তখন দেখিলেন; "একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন ইহ জগতে দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই। ৬০

শিব দেখিলেন; সেই ব্রহ্মই প্রকৃতি ও কালরূপে প্রকাশ পান; তিনিই পুরুষরূপে সংসারে প্রবৃত্ত হন। ৬১

ভোগ করিবার জন্য প্রাণিগণের শরীরে অধিষ্ঠান করেন। শঙ্কর দেখিলেন,—সেই প্রকৃতিই মায়ারূপে হরি হর বিরিঞ্চিকে এবং অন্যান্য প্রাণিসকলকে মোহিত করেন। মায়ানাম্নী প্রকৃতিই স্ত্রীরূপে প্রাণিগণকে সতত সম্মোহিত করেন। ৬২-৬৩

তিনিই হরি-প্রিয়া লক্ষ্মী; তিনি সাবিত্রী; রতি, সন্ধ্যা; তিনিই সতী; তিনিই সতী-জননী বীরিণী। ৬৪

সেই স্বয়ং প্রকৃতি বুদ্ধিরূপিণী; তাঁহাকেই লোকে চণ্ডিকাদেবী বলিয়া থাকে। স্বয়ং মহেশ্বর ধ্যানমার্গ-রত হইয়া অবিলম্বে এই সমস্ত দর্শন করিলেন। ৬৫

হে দ্বিজোত্তমগণ! স্বয়ং নারায়ণ, মহেশ্বরকে মহদাদিভেদে সৃষ্টি-পরিপাটী,

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং দর্শয়ামাস শম্ভবে।
বভূবে তোয়রাশিস্থং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ যথা পুরা ॥ ১
তন্মধ্যে পদ্মগর্ভাভং ব্রহ্মাণঞ্চ জগৎপতিম্।
জ্যোতীরূপং প্রকাশার্থং সৃষ্ট্যর্থঞ্চ পৃথগ্‌গতম্ ॥ ২
শরীরিণঞ্চ দদৃশে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতং মুহুঃ।
চতুর্ভুজং প্রকাশন্তং জ্যোতির্ভিঃ কমলাসনম্ ॥ ৩
তত্রৈব চ ত্রিধাভূতং বপুর্ব্রাহ্মং দদর্শ সঃ।
ঊর্দ্ধমধ্যান্তভাগৈশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্ ॥ ৪
যথোর্দ্ধভাগো বপুষো ব্রহ্মত্বমগমত্তদা।
মধ্যং যথাবিষ্ণুভূতং দদর্শান্তস্য শম্ভুতাম্ ॥ ৫
একমেব শরীরন্তু ত্রিধাভূতং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬
হরো দদর্শ যে গর্ভে তথা সর্ব্বমিদং জগৎ।
কদাচিদ্বৈষ্ণবং কায়ং ব্রাহ্মে কায়ে লয়ং ব্রজেৎ ॥ ৭

কাল, প্রকৃতি ও পুরুষরূপ প্রদর্শন করিয়া আর আর যাহা দেখাইলেন, তাহা শ্রবণ কর। ৬৭

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধ্যানযোগে মহাদেবের বিশ্বদর্শন

অনন্তর, নারায়ণ মহেশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডসংস্থান দেখাইলেন ;—জলরাশিস্থিত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-সময়ের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১

মহেশ্বর, সেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকাশকারী কমলোদরসন্নিভ আরক্ত-বর্ণ জ্যোতির্ম্ময় জগৎপতি ব্রহ্মাকে দেখিলেন। ২

আবার সৃষ্টির জন্য পৃথগ্‌ভূত শরীরী জ্যোতিঃসমুজ্জ্বল কমলাসন চতুর্ভুজ ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে মুহুর্মুহুঃ দেখিলেন। ৩

মহাদেব দেখিলেন ;—সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি সেইখানেই তিনভাগে বিভক্ত হইল ; তাহার ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মা, মধ্যভাগে বিষ্ণু ও অন্তভাগে শিব হইলেন। ৪

আবার দেখিলেন, পূর্ব্বমূর্ত্তি ; আবার তাহা তিনভাগে বিভক্ত হইল ; ঊর্দ্ধভাগ ব্রহ্মাকারে, মধ্যভাগ নারায়ণাকারে ও শেষভাগ শিবাকারে পরিণত হইল। ৫

এইরূপ সেই শরীর বারংবার ত্রিধা-বিভক্ত হইতে লাগিল—দেখিলেন। ৬

মহেশ্বর, এই সম্পূর্ণ জগন্মণ্ডলকে স্বীয় গর্ভে অবলোকন করিলেন। তিনি দেখিতে লাগিলেন ;—কখন বিষ্ণুদেহ ব্রহ্মদেহে লীন হইল। ৭

ব্রাহ্মং তথা বৈষ্ণবে চ শাম্ভবে বৈষ্ণবং তথা।
শাম্ভবং বৈষ্ণবে কায়ে ব্রাহ্মং বাপ্যথ শাম্ভবে ॥ ৮
গচ্ছন্তং লীনতাং শশ্বদেকতাঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
দদর্শ বামদেবোঽপি ভিন্নঞ্চাপ্যপৃথক্‌গতম্ ॥ ৯
পরমাত্মনি গচ্ছন্তং লীনতাং তৎপুঃ বরম্ ॥ ১০
তন্মধ্যে পৃথিবীং শম্ভুর্দ্দদর্শ বিততাং জলে।
মহাপর্ব্বতসঙ্ঘাতৈর্বিরলং স্থগিতাম্ততঃ।
পুনর্দ্দদর্শ ব্রহ্মাণং কুর্ব্বন্তং সর্গমাদিতঃ।
আত্মানঞ্চ পৃথগ্‌ভূতং বিষ্ণুঞ্চ গরুড়াসনম্ ॥ ১১
দক্ষং প্রজাপতিং তত্র তথৈব চ নিজান্ গণান্।
মরীচ্যাদীন্ দশ তথা বীরিণীঞ্চ তথা সতীম্ ॥ ১২
সন্ধ্যাং রতিঞ্চ কন্দর্পং শৃঙ্গারং সবসন্তকম্।
হাবান্ ভাবাংস্তথা মায়ান্ ঋষীন্ দেবান্ মরুদ্গণান্ ॥ ১৩
মেঘাংশ্চ চন্দ্রং সূর্য্যঞ্চ বৃক্ষান্ বল্লীস্তৃণানি চ।
সিদ্ধান্ বিদ্যাধরান্ যক্ষান্ রাক্ষসান্ কিন্নরাংস্তথা ॥ ১৪
মানুষাংশ্চ ভুজঙ্গাংশ্চ গ্রাহান্মৎস্যাংশ্চ কচ্ছপান্।
উল্কানির্ঘাতকেতূংশ্চ কৃমিকীটপতঙ্গকান্ ॥ ১৫
কাঞ্চিদ্দদর্শ বনিতাং মন্মথাবং প্রকুর্ব্বতীম্।
উৎপন্নমুৎপদ্যতঞ্চ বিপদ্যন্তঞ্চ কঞ্চন ॥ ১৬

কখন ব্রহ্মদেহ বিষ্ণুদেহে লয় পাইল; কখন শম্ভুদেহ বিষ্ণুদেহে মিশাইয়া গেল; কখন বিষ্ণুদেহ শম্ভুদেহে বিলীন হইল; কখন বা শম্ভুদেহ ব্রহ্মদেহে মিলাইল। ৮

এইরূপ বারবার পরস্পরের দেহে লয় পাইতে লাগিল এবং তিনজনেই একীভূত হইতে লাগিলেন। বামদেব আবার দেখিলেন; সেই অভিন্ন দেহ বিভিন্ন হইল। ৯

আবার সেই দেহ পরমাত্মাতে বিলীন হইল। ১০

শম্ভু, তন্মধ্যে দেখিলেন, বৃহৎ-বৃহৎ-পর্ব্বতসমূহে বিরলসংবৃতা অনন্ত জলশায়িনী পৃথিবী। পুনরায় দেখিলেন, যেন সৃষ্টিকাল, ব্রহ্মা সমস্ত সৃষ্টি করিতেছেন; আপনি শিব, গরুড়াসন বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা সকলেই পৃথক হইয়াছেন। ১১

তখন দেখিলেন; দক্ষ প্রজাপতি, নিজ প্রমথগণ, মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র ঋষিগণ, বীরিণী এবং সতী। ১২

দেখিলেন, সন্ধ্যা, রতি, কাম, শৃঙ্গার, বসন্ত, হাব, ভাব, মায়াগণ, ঋষিগণ, দেবগণ, মরুদ্গণ। ১৩

দেখিলেন;—ঘনঘটা, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, মানুষ, ভুজঙ্গ, নক্র, মৎস্য, কচ্ছপ। দেখিলেন,—উল্কা, নির্ঘাত, ধূমকেতু, কৃমি, কীট, পতঙ্গ। ১৪-১৫

ধূর্জ্জটি দেখিলেন;—কতকগুলি ব্যক্তি রমণীসহ মৈথুনভাবে প্রবৃত্ত; কেহ উৎপন্ন হইয়াছে, কেহ উৎপন্নপ্রায়; কেহ বা আসন্ন-মৃত্যু। ১৬

হসতো রমতঃ কাংশ্চিৎ কাংশ্চিদ্বিলপতস্তথা।
ধাবতশ্চাপরাংস্তত্র দদর্শ পরমেশ্বরঃ॥ ১৭
দিব্যালঙ্কারসংযুক্তা মাল্য চন্দনচর্চ্চিতাঃ।
বীক্ষাঞ্চ চক্রিরে কেচিদ্যুনা ক্রীড়িতা মুহুঃ॥ ১৮
স্তুবতঃ প্রস্তুবন্তশ্চ শম্ভুং বিষ্ণুং তথা বিধিম্।
কেচিদ্দদৃশিরে তেন মুনয়শ্চ তপোধনাঃ॥ ১৯
তপাংসি চরতঃ কেচিন্নদীতীরে তপোবনে।
স্বাধ্যায়বেদনিরতাঃ পাঠয়ন্তশ্চ কেচন॥ ২০
তথৈব সাগরাঃ সপ্ত নদ্যো দেবসরাংসি চ।
তথৈব পর্ব্বতস্থোঽসৌ দদৃশে শম্ভুনা স্বয়ম্॥ ২১
মায়ালক্ষ্মীস্বরূপেণ হরিং সম্মোহয়ৎ পরম্।
সতীরূপা তথাত্মানং মোহয়ন্তীতি শঙ্করঃ॥ ২২
সত্যা সার্দ্ধং স্বয়ং রেমে কৈলাসে মেরুপর্ব্বতে।
মন্দরে দেববিপিনে শৃঙ্গাররসসেবিতে॥ ২৩
সতীদেহং তথা ত্যক্ত্বা জাতা হিমবতঃ সুতা।
যথা প্রাপ পুনস্তাঞ্চ যথা চৈবান্ধকো হতঃ॥ ২৪
কার্ত্তিকেয়ঃ সমুৎপন্নো যথাহংস্তারকাসুরম্।
তৎসর্ব্বং বিস্তরাৎ সম্যগ্ দদর্শ বৃষভধ্বজঃ॥ ২৫
হিরণ্যকশিপুর্ভগ্নো নরসিংহস্বরূপিণা।
যথা হতঃ কালনেমির্হিরণ্যাক্ষো যথা হতঃ॥ ২৬

পরমেশ্বর শম্ভু দেখিলেন ;—কতকগুলি ব্যক্তি হাসিতেছে; কতকগুলি ক্রীড়া করিতেছে ; কতকগুলি বিলাপ করিতেছে ; কতকগুলি বা দৌড়িতেছে। ১৭

মহাদেব দেখিলেন ;—কতিপয় ব্যক্তি দিব্যালঙ্কারভূষিত মাল্যচন্দন-চর্চ্চিত হইয়া নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে। ১৮

দেখিলেন ;—কতিপয় তপোধন মুনি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের নামাদি কীর্ত্তন ও তাঁহাদিগের স্তব করিতেছেন। ১৯

দেখিলেন ;—কেহ কেহ নদীতীরে তপোবনে তপস্যা করিতেছেন ; কেহ কেহ স্বাধ্যায়—বেদ অধ্যয়নে বা বেদাধ্যাপনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ২০

তখন শিব, সপ্তসাগর নদী ও দেব-সরোবর সকল দেখিতে পাইলেন। আর তিনি আপনাকে পর্ব্বতারূঢ় দেখিলেন। ২১

আর দেখিলেন ;—মায়া লক্ষ্মীরূপে নারায়ণকে আর সতীরূপে শঙ্কররূপী আপনাকে অতীব মোহিত করিতেছেন। ২২

দেখিতে লাগিলেন ; তিনি যেন সতীর সহিত কৈলাস, সুমেরু ও মন্দর পর্ব্বতে এবং শৃঙ্গার-রসপূর্ণ দেবোদ্যানে বিহার করিতেছেন। ২৩

যেরূপে সতী, সেই দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়নন্দিনী হইলেন, আপনি আবার তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন, যেরূপে অন্ধকাসুর নিহত হইল, যেরূপে কার্ত্তিকেয় উৎপন্ন হইলেন এবং তিনি যেরূপে তারকাসুরকে বধ করিলেন, তাৎকালিক ভবিষ্যৎ ঘটনা হইলেও বৃষধ্বজ, তৎসমস্তই বিস্তারিতরূপে দেখিতে পাইলেন। ২৪-২৫

বিষ্ণু, নরসিংহরূপে যে প্রকারে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন, কালনেমি ও

বিষ্ণুনা যাদৃশং যুদ্ধং দানবৌঘৈঃ পুরা কৃতম্ ।
যথা যে যে চ নিহতাস্তৎ সর্ব্বং দৃষ্টবান্ হরঃ ॥ ২৭
জগৎপ্রপঞ্চান্ ব্রহ্মাদীন্ নক্ষত্রগ্রহমানুষান্ ।
সিদ্ধবিদ্যাধরাদীংশ্চ দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৮
আত্মানং তান্ সংহরন্তং দদৃশে শঙ্করীশ্বরঃ ।
সংহারান্তে দদর্শাসৌ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ॥ ২৯
শূন্যং সমস্তমেবং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩০
শূন্যে জগতি সর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মা বিষ্ণুশরীরগঃ ।
লীনঃ শম্ভুশ্চ তস্যৈব শরীরং প্রবিবেশ হ ॥ ৩১
একমেব দদর্শাসৌ বিষ্ণুমব্যক্তরূপিণম্ ।
নান্যৎ কিঞ্চিদ্দদর্শাসৌ তদা বিষ্ণুমৃতে হরঃ ॥ ৩২
অথ বিষ্ণুশ্চ দদৃশে লয়ং পরমাত্মনি ।
ভাসমানং পরং তত্ত্বে জ্যোতীরূপে সনাতনে ॥ ৩৩
ততো জ্ঞানময়ং নিত্যমানন্দং ব্রহ্মণঃ পরম্ ।
কেবলং জ্ঞানগম্যঞ্চ দদর্শান্যন্ন কিঞ্চন ॥ ৩-
একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ জগতঃ পরমাত্মনি ।
দদর্শ স্বশরীরান্তঃ সর্গস্থিত্যন্তসংযমান্ ॥ ৩৫
প্রকাশং পরমাত্মানং শান্তং নিত্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম দদর্শান্যন্ন কিঞ্চন ॥ ৩৬

হিরণ্যাক্ষ তৎকর্ত্তৃক যেরূপে নিহত হয়, তিনি পূর্ব্বে দানবগণের সহিত যেরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং যেরূপে যে যে দৈত্য বিনাশ করিয়াছিলেন, তৎকালিক ভবিষ্যৎ ঘটনা হইলেও দেবাদিদেব তৎসমস্তই দেখিতে পাইলেন। ২৬-২৭

মহাদেব, ব্রহ্মা হইতে সিদ্ধ-বিদ্যাধর-মনুষ্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দেখিয়া অবশেষে দেখিলেন; তিনি যেন তৎসমস্ত সংহার করিতেছেন। ২৮

সংহার শেষে দেখিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনজনমাত্র অবস্থিত; এই চরাচর জগৎ শূন্য। ২৯-৩০

শূন্যতার আবাসভূমি এই নিখিল জগন্মণ্ডলে অবশিষ্ট তিনজনের একজন ব্রহ্মা, বিষ্ণুশরীরে লীন হইলেন; আর একজন শিব, তিনিও বিষ্ণু শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩১

তখন রুদ্রদেব, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র অব্যক্তরূপী বিষ্ণুকেই দেখিতে পাইলেন; তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ৩২

অনন্তর দেখিলেন;—বিষ্ণুও অত্যন্ত উদ্ভাসমান জ্যোতির্ম্ময় নিত্যতত্ত্ব পরমাত্মাতে বিলীন হইলেন। ৩৩

অনন্তর দেখিলেন;—কেবল নিত্য জ্ঞানময়, আনন্দময়, জ্ঞানগম্য অদ্বিতীয় তুরীয় ব্রহ্ম, আর কিছুই পাইলেন না। ৩৪

শম্ভু, নিজ শরীর মধ্যেই পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্ব ও পৃথক্ত্ব আর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় দেখিতে পাইলেন। ৩৫

তখন শম্ভু, স্বপ্রকাশ শান্ত নিত্য অতীন্দ্রিয় একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম পরমাত্মাকেই দেখিতে পাইলেন, আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ৩৬

কো বা বিষ্ণুর্হরঃ কো বা ব্রহ্মা কিমিদং জগৎ ।
ইতি ভেদো ন জগৃহে শম্ভুনা পরমাত্মনা ॥ ৩৭
এবং সম্পশ্যতস্তস্য শরীরাভ্যন্তরাদ্ধরিঃ ।
নিঃসসারাথ মায়াপি প্রবিবেশ বৃষধ্বজম্ ॥ ৩৮
অনন্যত্বং পৃথক্ত্বঞ্চ দর্শয়িত্বা জনার্দ্দনঃ ।
শম্ভবে তচ্ছরীরাত্তু বহির্ভূতস্ততো দ্রুতম্ ॥ ৩৯
অথ ত্যক্তসমাধেস্তু হরস্য চলিতাত্মনঃ ।
সতীং মনো জগামাশু মোহিতস্য চ মায়য়া ॥ ৪০
ততো মুহুর্হরো বক্ত্রং দাক্ষায়ণ্যা মনোহরম্ ।
প্রবুদ্ধকমলাকারং বীক্ষাঞ্চক্রে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪১
ততো দক্ষমরীচ্যাদীন্ স্বগণান্ কমলাসনম্ ।
বিষ্ণুঞ্চ তত্র সংবীক্ষ্য শঙ্করো বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ৪২
অথ তং বিস্ময়াবিষ্টং মহাদেবং বৃষধ্বজম্ ।
স্মিতপ্রফুল্লবদনং হরমাহ জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ—

যদ্ যৎ পৃষ্টং ত্বয়ৈকত্বে ভিন্নতায়াঞ্চ শঙ্কর ।
ত্রয়াণামথ দেবানাং তজ্জাতমধুনা ত্বয়া ॥ ৪৪
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব কালো মায়া নিজান্তরে ।
ত্বয়া জ্ঞাতা মহাদেব কীদৃশাস্তে চ কে পুনঃ ॥ ৪৫
একং ব্রহ্ম সদা শান্তং নিত্যঞ্চ পরমং মহৎ ।
তৎ কথং ভিন্নতাং জাতং দৃষ্টং তৎ কীদৃশং ত্বয়া ॥ ৪৬

তখন শিব,—কে ব্রহ্মা, কে বিষ্ণু, কে শিব, আর কিই বা জগৎ – পরমাত্মা হইতে এ সকলের ভেদ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ৩৭

শিব এইরূপ দেখিতেছেন, ইত্যবসরে হরি তদীয় শরীর মধ্য হইতে নির্গত হইলেন। তখন মায়াও বৃষধ্বজশরীরে প্রবেশ করিলেন। ৩৮

জনার্দ্দন, শম্ভুর নিকটে দেবত্রয়ের অভিন্নতা ও পার্থক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তদীয় শরীর হইতে সত্বর বহির্গত হইলেন। ৩৯

সংযতচিত্ত মহাদেব সমাধি ত্যাগ করিলে মায়ামোহিত সেই দেবাধিদেবের মন সতীর প্রতি ধাবিত হইল। ৪০

হে দ্বিজোত্তমগণ। অনন্তর, মহেশ্বর, দাক্ষায়ণীর প্রফুল্ল-কমল-সন্নিভ-মনোহর বদনমণ্ডলের দিকে বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ৪১

অনন্তর, শঙ্কর—দক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ নিজ প্রমথগণ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইঁহাদিগকে তথায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ৪২

তখন জনার্দ্দন, বৃষধ্বজ মহাদেবকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া প্রসন্নবদনে ঈষৎ হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন ;—শঙ্কর ! তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের একত্ব ও অনেকত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এখন তাহা তুমি বেশ বুঝিয়াছ ত ? [illegible]

হে মহাদেব ! প্রকৃতি, পুরুষ, কাল এবং মায়া, ইঁহারা—কে এবং কিরূপে, তাহা তুমি নিজ শরীরাভ্যন্তরেই দেখিতে পাইয়াছ। ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি পৃষ্টো ভগবতা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
প্রাহ হরয়ে তথ্যমেতদ্বাক্যং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৭

ঈশ্বর উবাচ—

একঃ শিবং শান্তমনন্তমচ্যুতং
ব্রহ্মাস্তি তস্মান্নহি কিঞ্চিদীদৃশম্।
তস্মাদভিন্নং সকলং জগজ্জরেঃ
কালাদিরূপাণি চ সৃষ্টিহেতুঃ ॥ ৪৮
সমস্তভূতপ্রভবং নিরঞ্জনং
বয়ঞ্চ তস্যৈব সদাংশরূপিণঃ।
সৃষ্টিস্থিতিং সংযমনং তদীরিতং
রূপত্রয়ং তস্য বিভাতি ভেদতঃ ॥ ৪৯
নাহং ন চ ত্বং হিরণ্যগর্ভো
ন কালরূপং প্রকৃতিং ন চান্যম্।
তৎ প্রেরণাৎ কর্ত্তুমলঞ্চ কিঞ্চি-
দ্বিনাপি রূপং সদপীহ তস্য ॥ ৫০

শ্রীভগবানুবাচ—

ইতি তত্ত্বং ত্বয়া প্রোক্তং জ্ঞানঞ্চ বৃষভধ্বজ।
তদংশভূতাস্ত্ব বয়ং ব্রহ্মবিষ্ণুপিনাকিনঃ ॥ ৫১
তস্মাৎ ত্বয়া ন বধ্যোঽয়ং বিরিঞ্চিস্তব চেন্তবেৎ।
একতা বিদিতা শম্ভো ব্রহ্মবিষ্ণুপিনাকিনাম্ ॥ ৫২

সদা শান্ত পরম মহৎ এক ব্রহ্ম কিরূপ? এবং তিনি নানারূপ হইলেন কিরূপে? ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবান্ বৃষধ্বজ, ভগবান্ মধুসূদন কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া এই যথার্থ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৪৭

পরম মঙ্গল-স্বরূপ শান্ত অনন্ত অচ্যুত একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই; হরে! নিখিল জগন্মণ্ডলই তাঁহা হইতে অভিন্ন; সৃষ্টিকার্য্যের জন্যই তিনি কাল প্রভৃতি রূপে প্রকাশমান। ৪৮

সেই নিরঞ্জন পরব্রহ্মই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-কারণ, আমরা তিন জন তাঁহারই অংশ; সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিবার জন্য তাঁহারই রূপত্রয় বিভিন্নভাবে বিরাজ করিতেছে। ৪৯

আমি, তুমি, ব্রহ্মা, কাল, প্রকৃতি বা অন্য কেহ—আমরা তাঁহার স্বরূপ হইলেও তদীয় প্রেরণা ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না। ৫০

ভগবান্ বলিলেন,—হে বৃষধ্বজ! তুমি এই সার বুঝিয়াছ, সার সার কথাও বলিলে। ৫১

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—আমরা তিনজন তাঁহারই অংশ। অতএব হে শম্ভো! তুমি যদি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্ব বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর ব্রহ্মাকে বধ করিতে পারিতেছ না। ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
ন জঘান মহাদেবো বিধিং দৃষ্ট্বাথ চৈকতাম্॥
ইতি বঃ কথিতং বিষ্ণুর্যথানন্বয়মাদিশৎ।
শম্ভবে প্রস্তুতং তথঃ কথয়ামি পুনর্দ্বিজাঃ। ৫৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ। ৩

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জলদেষথ গর্জৎসু মহাদেবঃ সতীপতিঃ।
বিসৃজ্য বিষ্ণুপ্রভৃতিং জগাম হিমবদ্গিরিম্॥ ১
আরোপ্য বৃষভে তুঙ্গে সতীমামোদশালিনীম্।
জগাম হিমবৎপ্রস্থং রম্যং কুঞ্জসমন্বিতম্॥ ২
অথ সা শঙ্করাভ্যাসে সুদতী চারুহাসিনী।
বিরেজে বৃষভস্থাতি চন্দ্রান্তে কালিকোপমা॥ ৩
ব্রহ্মাদয়শ্চ তে সর্ব্বে মরীচ্যাদ্যাশ্চ মানসাঃ।
দক্ষোঽপি সর্ব্বে মুদিতা অভবন্ সসুরাসুরাঃ॥ ৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, অমিততেজা বিষ্ণুর এই সকল কথা শুনিয়া এবং দেবত্রয়ের একতা দর্শন করাতে ব্রহ্মাকে আর বধ করিলেন না। ৫৩

বিষ্ণু, যেরূপে শম্ভুকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভেদ বুঝাইয়াছিলেন, তৎসমস্তই আমি তোমাদিগকে এই বলিলাম। এক্ষণে প্রস্তুত কথা বলিব, সন্দেহ নাই। ৫৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শিব-বিহার

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, জলদাবলী গর্জ্জন করিতে থাকিলে সতীপতি মহাদেব, বিষ্ণু প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, শিব, আনন্দ-শালিনী সতীকে উত্তুঙ্গ বৃষভ-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রমণীয়-নিকুঞ্জ-শোভিত হিমালয় প্রস্থে গমন করিতে লাগিলেন। ২

তখন সেই চারুহাসিনী সুদতী দাক্ষায়ণী, বৃষোপরি শিবসমীপে অবস্থিত হওয়াতে শশধরসমীপে মেঘমালার ন্যায় অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩

ব্রহ্মাদি প্রধান প্রধান দেবগণ, ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, দক্ষ প্রজাপতি এবং সুরাসুর সকলেই আনন্দিত হইলেন। ৪

কেচিচ্ছঙ্খান্ বাদয়ন্তঃ কেচিত্তালধ্বনিং গণাঃ ।
কেচিদ্ধাস্যং প্রকুর্ব্বন্তো অনুজগ্মুর্বৃষধ্বজম্ ॥ ৫
বিসৃষ্টা অপি ব্রহ্মাদ্যাঃ শম্ভুনা পুনরেব তে ।
অনুজগ্মুঃ কিয়দ্দূরং মুদা পরময়া যুতাঃ ॥ ৬
ততঃ শম্ভুং সমাভাষ্য ব্রহ্মাদ্যা মানসাশ্চ তে ।
স্বং স্বং স্থানং তদাজগ্মুঃ স্যন্দনৈরাশুগামিভিঃ ॥ ৭
দেবাশ্চ সর্ব্বে সিদ্ধাশ্চ তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ ।
যক্ষবিদ্যাধরাদ্যাশ্চ যে যে তত্র সমাগতাঃ ॥ ৮
তে হরেণ বিসৃষ্টাস্তু গতবন্তো নিজাস্পদম্ ।
বভূবুরামোদযুতাঃ কৃতদারে বৃষধ্বজে ॥ ৯
ততো হরঃ সগণঃ সংস্থানং প্রাপ্য মোদনম্ ।
কৈলাসং তত্র বৃষভাদবতারয়তি প্রিয়াম্ ॥ ১০
ততো বিরূপাক্ষ ইমাং প্রাপ্য দাক্ষায়ণীং গণান্ ।
স্বীয়ান্ বিসর্জ্জয়ামাস নন্দ্যাদীন্ গিরিকন্দরাৎ ॥ ১১
উবাচ শম্ভুস্তান্ সর্ব্বান্ নন্দ্যাদীনতিসূনৃতম্ ॥ ১২
যদাহং বঃ স্মরাম্যত্র স্মরণাচ্চলমানসাঃ ।
সমাগমিষ্যথ তদা মৎপার্শ্বং তোত্তদা তদা ॥ ১৩
ইত্যুক্তে বামদেবেন তে নন্দিভৈরবাদয়ঃ ।
মহাকৌশীপ্রপাতায় জগ্মুস্তু হিমবদ্গিরৌ ॥ ১৪

প্রমথগণ—কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি করত, কেহ কেহ করতালি প্রদান করত কেহ কেহ বা হাস্য করত, বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিল । ৫

শিব ব্রহ্মাদিকে বিদায় দিলেও তাঁহারা পরমানন্দে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত শিবের অনুসরণ করিলেন । ৬

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ শিবের সহিত সম্ভাষণ করিয়া শীঘ্রগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন । ৭

দেবগণ, সিদ্ধগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষগণ ও বিদ্যাধরগণ প্রভৃতি যাঁহারা যাঁহারা তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শিবের নিকট বিদায় লইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন । মহাদেব, দার-পরিগ্রহ করিলে তাঁহারা সকলেই হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন । ৮-৯

অনন্তর, মহাদেব, সতীসহ আমোদজনক অতি প্রিয় স্থান কৈলাসে বৃষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রমথগণও তথায় উপস্থিত হইল । ১০

অনন্তর বিরূপাক্ষ, সেই দক্ষ-নন্দিনীকে পাইয়া নন্দী প্রভৃতি নিজগণকে গিরি-গুহা হইতে বিদায় দিলেন । ১১

বিদায় দিবার সময় তাহাদিগের সকলকেই এই সুনৃত (সত্যপ্রিয়) কথা বলিয়া দিলেন, যখন আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব, তখন তোমাদিগের চিত্ত চঞ্চল হইবে । হে প্রমথগণ ! চিত্ত চঞ্চল হইলেই তোমারা আমার নিকটে সমাগত হইবে । ১২-১৩

নন্দী ভৈরবাদি প্রমথগণ, মহাদেবকর্ত্তৃক এবরূপ কথিত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে মহাকৌশী-নদী-প্রপাত সন্নিধানে গমন করিলেন । ১৪

ঈশ্বরোঽপি তয়া সার্দ্ধং তেষু যাতেষু মোহিতঃ।
সাক্ষাৎপ্রাপ্যা চিরং রেমে রহস্যনুদিনং শুভম্ ॥ ১৫
কদাচিদ্ বন্যপুষ্পাণি সমাহৃত্য মনোহরাম্।
মালাং বিধায় সত্যাস্তু হারস্থানে ন্যযোজয়ৎ ॥ ১৬
কদাচিদ্দর্পণে বক্ত্রং বীক্ষন্তীমাত্মনঃ সতীম্।
অনুগম্য হরো বক্ত্রং স্বীয়মপ্যবলোকয়ৎ ॥ ১৭
কদাচিৎ কুন্তলাংস্তস্যা উল্লাস্যোল্লাসমাগতঃ।
বধ্নাতি মোচয়ত্যেবং পুনঃসম্মার্জ্জয়ত্যপি ॥ ১৮
সরাগৌ চরণাবস্যা যাবকেনোজ্জ্বলেন চ।
নিসর্গরক্তৌ কুরুতে পুরা রাগাদ্ বৃষধ্বজঃ ॥ ১৯
উচ্চৈরপি যদাখ্যেয়মন্যেষাং পুরতো মুহুঃ।
তং কর্ণে কথয়ত্যস্যা হরো স্প্রষ্টুং তদাননম্ ॥ ২০
ন দূরমপি গত্বাসৌ সমাগম্য প্রযত্নতঃ।
অনুবধ্নাতি তামক্ষি পৃষ্ঠদেশেঽন্যমানসাম্ ॥ ২১
অন্তর্হিতস্তু তত্রৈব মায়য়া বৃষভধ্বজঃ।
তামালিলিঙ্গ ভীত্যা সা চকিতা ব্যাকুলাভবৎ ॥ ২২
সৌবর্ণপদ্মকলিকাতুল্যো তস্যাঃ কুচদ্বয়ে।
চকার ভ্রমরাকারং মৃগনাভিবিশেষকম্ ॥ ২৩

তাহারা চলিয়া যাইলে মহাদেব, মোহিত হইয়া বহুদিন সতীসহ নির্জ্জনে নিরন্তর সাতিশয় ক্রীড়াসক্ত হইলেন। ১৫

মহাদেব, কোন দিন, বন্য পুষ্প আহরণপূর্ব্বক মনোহর মালা গাঁথিয়া সতীর হারস্থানীয় করিয়া দিলেন। ১৬

কোন দিন, সতী, দর্পণে আপন মুখ দেখিতেছেন, এমন সময় মহাদেব চুপিচুপি পশ্চাতে গিয়া সেই দর্পণে আপনার মুখও দেখাইলেন। ১৭

কোন দিন মহাদেব, সতীর কুন্তলপাশ উন্মথিত করিয়া উল্লাসযুক্ত হইলেন, তখন বার বার সেই কেশরাশি বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন, খুলিতে লাগিলেন, আবার পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। ১৮

মহাদেব, সতীর সহজ-রক্ত চরণযুগল অনুরাগবশে উজ্জ্বল-অলক্তকরসে রঞ্জিত করিয়া দিলেন। ১৯

যে সকল কথা অন্যের নিকট উচ্চৈঃস্বরে এবং শীঘ্র বলা যায়; শিব সতীর আনন স্পর্শ করিবার জন্যই সেই সকল কথা তাঁহার কাণে কাণে এবং বিলম্ব করিয়া বলিলেন।

মহাদেব, অদূরে লুকাইয়া থাকিয়া অন্যমনস্ক সতীর পশ্চাদ্ভাগে সযত্নে ধীর পদক্ষেপে আগমনপূর্ব্বক দুই হাতে তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলেন। ২১

বৃষধ্বজ, মায়াবলে সেইখানে অন্তর্হিত হইয়াই সতীকে আলিঙ্গন করিলেন; সতী ভয়চকিতা ও ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন। ২২

মহাদেব সুবর্ণ-কমলকলিকা সদৃশ তদীয় কুচ-যুগলে মৃগনাভি দ্বারা ভ্রমরাকারে তিলক করিয়া দিলেন। ২৩

হারমস্যাঃ কুচযুগাদ্বিযোজ্য সহসা হরঃ ।
নিয়োজয়তি তত্রৈব সকরস্পর্শনং মুহুঃ ॥ ২৪
অঙ্গদান্ বলয়ান্ বর্ম্মীং বিশ্লেষ্য চ পুনঃপুনঃ ।
তৎস্থানাৎ পুনরেবাসৌ তৎস্থানে প্রযুযোজ চ ॥ ২৫
কালিকেয়ং সমায়াতি সবর্ণা তে সখীতি তাম্ ।
পশ্যেৎ যত্যাস্তথেচ্ছয়াঃ প্রোক্ত্য জগ্রাহ তৎকুচৌ ॥ ২৬
কদাচিন্মদনোন্মাদ-চেতনঃ প্রমথাধিপঃ ।
চকার নর্ম্মকর্ম্মাণি তয়া হৃৎপ্রিয়য়া মুদা ॥ ২৭
আহৃত্য পদ্মপুষ্পাণি বন্যপুষ্পাণি শঙ্করঃ ।
পুষ্পাভরণৈঃসর্ব্বাঙ্গীং কুরুতে স্ম কদাচন ॥ ২৮
গিরিকুঞ্জেষু রম্যেষু তয়া সহ সতীপতিঃ ।
বিজহার সনন্দেষু বনেষু মুদিতো হরঃ ॥ ২৯
ন যানে নোপবেশে চ ন স্থিতৌ নাপি চেষ্টিতে ।
তয়া বিনা ক্ষণমপি শর্ম্ম লেভে বৃষধ্বজঃ ॥ ৩০
বিহৃত্য সুচিরং কালং কৈলাসগিরিকন্দরে ।
মহাকোষীপ্রপাতায় জগাম হিমবদ্গিরৌ ॥ ৩১
তস্মিন্ প্রবিষ্টে হিমবৎপর্ব্বতে বৃষভধ্বজে ।
কামোঽপি সহ শিষ্যেন রত্যা চ প্রজগাম হ ॥ ৩২
তস্মিন্ প্রবিষ্টে কামে তু বসন্তঃ শঙ্করান্তিকে ।
বিততান নিজাঃ শ্রীশ্চ বৃক্ষে তোয়ে তথা ভুবি ॥ ৩৩

মহাদেব, সতীর স্তনযুগল হইতে সহসা হার উন্মোচনপূর্ব্বক বারংবার তাহাতে হাত দিলেন। ২৪

শিব,—কেয়ূর, বলয় এবং তরঙ্গ (অলঙ্কার বিশেষ) সেই সেই অলঙ্কার স্থান হইতে বারম্বার খুলিয়া আবার পরাইয়া দিলেন। ২৫

দেখ, এই কালিকা (মেঘকাল) গমন করিতেছে, এ তোমার সবর্ণা—সখী; মহাদেব এই কথা বলিলে সতী যেমন সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সতীর স্তনদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ২৬

কোন সময়ে, প্রমথনাথ, মদনোন্মত্ত মনে সেই হৃদয়বল্লভার সহিত আনন্দে নানাবিধ লীলা করিলেন। ২৭

শঙ্কর, কখন বন্যপুষ্প ও পদ্মপুষ্প আহরণ করিয়া সতীর সর্ব্বাঙ্গ পুষ্পাভরণে ভূষিত করিলেন। ২৮

সতীপতি হর, আনন্দিত ও মোহিত হইয়া সকল রমণীয় গিরিকুঞ্জে তাঁহার সহিত বিহার করিলেন। ২৯

বৃষধ্বজ, শয়নে, উপবেশনে, অবস্থানে এবং গমনাদি চেষ্টাতে ক্ষণকালের জন্যও সতী না থাকিলে স্বস্তি লাভ করেন নাই। ৩০

শিব, বহুকাল কৈলাস গিরিকন্দরে সতীসহ বিহার করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে মহাকোষী-নদী-প্রপাতের নিকটে গমন করিলেন। ৩১

বৃষধ্বজ, হিমালয় পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইলে কামও রতি-বসন্তের সহিত তথায় গমন করিলেন। ৩২

সর্ব্বে সুপুষ্পিতা বৃক্ষা লতাশ্চাস্যাঃ সুপুষ্পিতাঃ।
অম্ভাংসি ফুল্লপদ্মানি পদ্মেষু ভ্রমরাস্তথা॥ ৩৪
প্রবিষ্টে তত্র ঋতুরাজে প্রববুর্ম্মলয়ানিলাঃ।
সুগন্ধিপুষ্পগন্ধেন মোহিতাশ্চ দ্রুমান্তরাঃ॥ ৩৫
মুনীনামপি চেতাংসি প্রমথ্য সুরভিস্তদা।
স্মরঃ সারং সমুদ্দধ্রে তক্রোদাদাজ্যবৎ কৃতী॥ ৩৬
সন্ধ্যার্দ্ধচন্দ্রসঙ্কাশাঃ পলাশাশ্চ বিরেজিরে।
কামাস্ত্রবৎসুমনসঃ প্রমোদায়াভবৎ সদা॥ ৩৭
বভুঃ পঙ্কজপুষ্পাণি সরঃসু সকলং জনান্।
সম্মোহয়িতুমুদযুক্তা সুমুখী বারিদেবতা॥ ৩৮
নাগকেশরবৃক্ষাশ্চ স্বর্ণবর্ণপ্রসূনকৈঃ।
বভুর্মদনকেত্বাভা মনোজ্ঞাঃ শঙ্করান্তিকে॥ ৩৯
চম্পকাস্তরবো হৈমপুষ্পত্বং প্রকটং মুহুঃ।
কুর্ব্বন্তঃ প্রচুরৈঃ পুষ্পৈঃ সমাস্রেজুস্তথা স্ফুটৈঃ॥ ৪০
প্রফুল্লপাটলাপুষ্পৈর্দিশঃ স্যুঃ পাটলাংশবঃ।
যথা তথা পুষ্পিতাস্তে পাটলাখ্যা মহীরুহাঃ॥ ৪১
লবঙ্গবল্লীসুরভির্গন্ধেনোদ্বাস্য মারুতম্।
সম্মোহয়তি চেতাংসি ভৃশং কামিজনে পুরা॥ ৪২

কামদেব, তথায় গমন করিলে, বসন্ত—শঙ্করসমীপে বৃক্ষ, জল ও ভূমণ্ডলে নিজ শোভা বিস্তার করিলেন। ৩৩

তখন তরুগণ সুপুষ্পিত হইল; লতাসকল কুসুমিত হইল; সরোবরে পদ্ম ফুটিল, কমলে ভ্রমর বসিল। ৩৪

বসন্ত তথায় প্রবিষ্ট হইলে, সুগন্ধি-কুসুম-গন্ধে আমোদিত সুগন্ধ মলয়ানিল বহিতে লাগিল। ৩৫

যেমন নিপুণ ব্যক্তি, তক্র (ঘোল) মন্থন করিয়া তাহা হইতে ঘৃত উৎপাদন করে; সেইরূপ, বসন্ত, মুনিগণের চিত্ত মথিত করিয়া কামপ্রবৃত্তিরূপ সার উদ্ধার করিয়া দিলেন। ৩৬

সন্ধ্যাকালীন অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় পলাশ-কুসুম-রাশি মদনাস্ত্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ৩৭

তখন দেবগণ, সদা প্রমোদ-মত্ত হইলেন। তখন সরোবরে কমলবৃন্দ, সকল জনগণকে মোহিত করিতে উদ্যত সুবদনা জলদেবতার ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। ৩৮

স্বর্ণবর্ণ-কুসুমরাজিমণ্ডিত মনোহর নাগকেশর-তরুগণ, কামদেবের রথধ্বজের ন্যায় শঙ্করসমীপে বিরাজ করিতে লাগিল। ৩৯

চম্পকতরুশ্রেণী, বিকসিত-কুসুমসমূহ দ্বারা আপনার 'হেমপুষ্প' নাম নিরন্তর ব্যক্ত করিতে লাগিল। ৪০

পাটল-বৃক্ষসকল এরূপভাবে কুসুমিত হইল,—তাহাতে সমস্ত দিঘ্মণ্ডল, প্রফুল্ল পাটলাকুসুমে পাটলবর্ণ হইয়া উঠিল। ৪১

কুসুমিত লবঙ্গলতা নিজ সুগন্ধে মলয়-পবনকে আমোদিত করিয়া কামি-জনের চিত্ত অত্যন্ত মোহিত করিতে লাগিল। ৪২

বাসন্তীবাসিতাস্তত্র বনান্তাঃ কিল রেজিরে।
তদামোদলুব্ধভ্রমরা রতিখিন্না মনোহরাঃ ॥ ৪৩
চূতপাদপবর্হঞ্চ শিখরাঙ্কুরশাখিনঃ।
বভূর্মদনবাণৌঘ-পর্য্যঙ্কঘনাবৃতাঃ ॥ ৪৪
জলাংসি মলহীনানি রেজুঃ ফুল্লকুশেশয়ৈঃ।
মুনীনামিব চেতাংসি প্রব্যক্তজ্যোতিরুদ্গমাৎ ॥ ৪৫
তুষারাঃ সূর্য্যরশ্মীনাং সম্পর্কাদগমন্ ক্ষয়ম্।
মমত্বানীব বিজ্ঞানশালীনাং হৃদয়াত্তদা ॥ ৪৬
নিঃশঙ্কাঃ কোকিলাঃ সর্ব্বং ক্বণন্তে স্ম তদাশ্রয়ম্।
প্রাণিবাধনপুষ্পেষু পুষ্পজ্যানিস্বনবদ্ ভৃশম্ ॥ ৪৭
হুঙ্কুর্ব্বন্ ভ্রমরাস্তত্র বনান্তর্গতপুষ্পগাঃ।
কান্তালীলাবুভুক্ষোস্তু স্মরব্যাঘ্রস্য শব্দবৎ ॥ ৪৮
চন্দ্রস্তুষারবস্তান্নূর্ন চৈতাঃ সকলাঃ কলাঃ।
ক্রমাদ্ধত্তার তোষায় জনানাং কুশলং ভুবি ॥ ৪৯
প্রসন্নাঃ সহ চন্দ্রেণ নিস্তুষারাস্তদাভবন্।
বিভাবর্য্যঃ প্রিয়েণেব কামিন্যঃ সুমনোহরাঃ ॥ ৫০
তস্মিন্ কালে মহাদেবঃ সহ সত্যা ধরোত্তমে।
রেমে স সুচিরং হৃষ্টো নিকুঞ্জেষু দরীষু চ ॥ ৫১
সাপি তেন সমং রেমে তথা দাক্ষায়ণী মুদা।
যথা হরঃ ক্ষণমপি শান্তিং নাপ তয়া বিনা ॥ ৫২

মাধবী-কুসুম-সুবাসিত রতিক্রীড়াশ্রয় মনোহর বনভূমিসকল মাধবী-কুসুম গন্ধ-লুব্ধ অলিকুলে সঙ্কুল হইয়া বড়ই শোভা পাইল। ৪৩

চূতপাদপনিকরের বিটপাগ্রভাগ সতেজে উদ্গত ও সুন্দর মুকুলিত হইল; তাহাতে ঐ বৃক্ষশ্রেণী মদন-শর-সমূহ-সংবৃতবৎ শোভা পাইতে লাগিল। ৪৪

পরম জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে মুনিগণের চিত্ত যেরূপ নির্ম্মল হইয়া বিরাজ পায়; সেইরূপ, সরোবরাদির জল ফুল্ল-কমল-পরিবৃত ও নির্ম্মল হইয়া শোভা পাইল। ৪৫

যেমন তত্ত্বজ্ঞানীর হৃদয় হইতে মমত্ব দূর হয়, সেইরূপ তুষাররাশি, সূর্য্যরশ্মি সম্পর্কে গগনতল হইতে অপসৃত হইল। ৪৬

তথায় কোকিলগণ অতীব নিঃশঙ্কচিত্ত প্রাণীপীড়ক মদনের কুসুম-জ্যা শব্দের ন্যায় নিরন্তর শব্দ করিতে লাগিল। ৪৭

তথায় বনমধ্যগত কুসুমমধুপায়ী মধুকরনিকর, মানিনী-মান-বুভুক্ষু স্মর-শার্দ্দূলের হুঙ্কারবৎ কূজন করিতে লাগিল। ৪৮

চন্দ্রের সকল কলাই এতদিন শিশিররাশির মধ্যে ডুবিয়াছিল; এখন চন্দ্র পৃথিবীর জনগণকে তোষিত করিবার জন্য কুশলে সেই সকল কলা ক্রমে ধারণ করিতে লাগিলেন। ৪৯

তখন পতিসহ রমণীগণের যেমন রমণীয়তা হইল; সেইরূপ শশধরসহ রজনীদেবীও প্রসন্ন এবং তুষারহীন হইলেন। ৫০

সেই সময়ে মহাদেব, গিরিরাজ হিমালয়ের সংবৃত নিকুঞ্জ ও কন্দর মধ্যে সতীসহ সুললিত বিহার করিতে লাগিলেন। ৫১

সম্ভোগবিষয়ে দেবী সতী তস্য মনঃপ্রিয়া।
বিশতীব হরস্যাঙ্গে পায়য়ন্তীব তদ্রসম্॥ ৫৩
তস্যাঃ কুসুমমালাভির্ভূষয়ন্ সকলাং তনুম্।
স্বহস্তরচিতাভিশ্চ বহুং নর্ম্ম চকার সঃ॥ ৫৪
আলাপৈর্ব্বীক্ষণৈর্হাসৈস্তথা সম্ভাষণৈর্হরঃ।
তস্যাং বিবেশ গিরিশঃ সংযমীবাত্মসংবিদম্॥ ৫৫
তদ্বক্ত্রচন্দ্রপীযূষপানস্থিরতনুর্হরঃ।
নাবাপ শৈথিলীং তন্বীমবস্থাং স কদাচন॥ ৫৬
তদ্বক্ত্রাম্বুজবাসেন তৎসৌন্দর্য্যৈশ্চ নর্ম্মভিঃ।
গুণৈরিব মহাদন্তী বদ্ধো নান্যবিচেষ্টতে॥ ৫৭

ইতি হিমগিরিকুঞ্জে প্রস্থভাগে দরীষু
প্রতিদিনমভিরেমে দক্ষপুত্র্যা মহেশঃ।
ঋতুভুজপরিমাণৈঃ ক্রীড়তস্তস্য জাতা
নব দশ চ মুনীন্দ্রা বৎসরাঃ পঞ্চ চান্যে॥ ৫৮

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪

কল্যাণী দাক্ষায়ণীও তাঁহার সহিত এরূপ সুচারু বিহার করিলেন যে, তিনি ক্ষণকালও না থাকিলে শিবের ধৈর্য্যচ্যুতি হইত। ৫২

সতী দেবী সম্ভোগ বিষয়ে তাঁহার হৃদয়ের অতীব প্রিয় হইলেন। যেন সতী, শিবকে সেই মধুর শৃঙ্গাররস পান করাইতেই শিবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৫৩

মহাদেব দাক্ষায়ণীর সমগ্র দেহ স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমালা দ্বারা ভূষিত করিয়া নর্ম্মলীলা করিলেন। ৫৪

যেমন সংযমী পুরুষ আত্মজ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ মহেশ্বর, আলাপ, অবলোকন, হাস্য ও সম্ভাষণ দ্বারা সতীর অন্তরে প্রবেশ করিলেন। ৫৫

সতী-মুখ-চন্দ্রের সুধাপানে মহেশ্বরের শরীর দৃঢ় হইল; তাই তিনি কখনই শৈথিল্যে ক্ষীণ অবস্থাপ্রাপ্ত হইবেন না। ৫৬

মহাদেব, দাক্ষায়ণীর মুখ কমল সৌরভে, অসামান্য সৌন্দর্য্য ও লীলানৈপুণ্য দ্বারা বদ্ধ হইয়া রজ্জুবদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় আর কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না। ৫৭

এইরূপে মহেশ্বর, হিমালয় পর্ব্বতের নিকুঞ্জ প্রস্থ ও কন্দর মধ্যে সতীসহ প্রতিদিন বিহার করিতে লাগিলেন। হে মুনীন্দ্রগণ! তাঁহার এইরূপ বিহার করিতে করিতে দেবপরিমাণে চতুস্ত্রিংশতি বৎসর অতীত হইল। ৫৮

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

কদাচিদথ দক্ষস্য তনয়া জলদাগমে।
জগাদাদ্রেঃ শিখরিণঃ প্রস্থস্থং বৃষভধ্বজম্ ॥ ১

সত্যুবাচ—

ঘনাগমোঽয়ং সম্প্রাপ্তঃ কালঃ পরমদুঃসহঃ।
অনেকবর্ণমেঘৌঘ-স্থগিতাম্বরদিক্‌চয়ঃ ॥ ২
বিবান্তি বাতা হৃদয়ং দারয়ন্তোঽতিবেগিনঃ।
কদম্বরজসাধৌতপাথোদলেশাদিবর্ষিণঃ ॥ ৩
মেঘানাং গর্জ্জিতৈরুচ্চৈর্দ্ধারাসারং বিমুঞ্চতাম্।
বিদ্যুৎপতাকিনাং তীব্রৈঃ ক্ষুব্ধং কস্য ন মানসম্ ॥ ৪
ন সূর্য্যো দৃশ্যতে নাপি মেঘচ্ছন্নো নিশাপতিঃ।
দিবাপি রাত্রিবদ্ভাতি বিরহিব্যাত্যাবাকরম্ ॥ ৫
মেঘা নৈকত্র তিষ্ঠন্তো ধনন্তঃ পবনেরিতাঃ।
পতন্ত ইব লোকানাং দৃশ্যন্তে মূর্দ্ধ্নি শঙ্কর ॥ ৬
বাতাহতা মহাবৃক্ষা নৃত্যন্ত ইব চাম্বরে।
দৃশ্যন্তে হর ভীরূণাং ত্রাসকাঃ কামুকেপ্সিতাঃ ॥ ৭
স্নিগ্ধনীলাঞ্জনশ্যাম-মুদিরৌঘস্য পৃষ্ঠতঃ।
বলাকশ্রেণী ভাত্যুচ্চৈর্যমুনাপৃক্তফেনবৎ ॥ ৮

শিব-দুর্গার হিমালয় পর্ব্বতে বাস করিবার প্রস্তাব

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; অনন্তর, দক্ষতনয়া কোন সময়ে বর্ষাকালে, পর্ব্বতপ্রস্থে অবস্থিত বৃষধ্বজকে বলিলেন,—এই পরম দুঃসহ বর্ষাকাল উপস্থিত, এখন নানাবর্ণের জলদজাল দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। ১-২

কদম্ব-কুসুম-পরাগমিশ্রিত-জলকণাবাহী বেগবান্ প্রভঞ্জন হৃদয় কম্পিত করত বহিতেছে। ৩

বিদ্যুৎ-পতাকাভূষিত আসারবর্ষী জলদাবলীর তীব্রতর ঘোর গর্জ্জনে কাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ না হয়? ৪

সূর্য্যের প্রকাশ নাই; নিশাকর মেঘগর্ভে লুক্কায়িত; এখন দিবা-রাত্রি সমান; এ কালের দিনও বিরহীদিগের প্রাণান্তকর। ৫

হে শঙ্কর। মেঘজাল, গর্জ্জন করিতেছে, পবন চালিত হওয়াতে একস্থানে থাকিতে পারিতেছে না, তাহাতে বোধ হইতেছে ইহারা যেন লোকের মস্তকে পড়িল। ৬

ভীরু-ভয়াবহ ও কামুকজনের অভিলষিত মহাবৃক্ষসকল পবনচালিত হওয়াতে দেখাইতেছে, যেন উহারা গগনমণ্ডলে নাচিতেছে। ৭

স্নিগ্ধ-নীলাঞ্জন-শ্যামল জলদ-জালের নিম্নে বলাকাবলী যমুনাজলস্থিত ফেনরাশির ন্যায় সাতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিল। ৮

ক্ষণং ক্ষণং চঞ্চলেয়ং দৃশ্যতে কালিকা গতা।
অম্বুধাবিব সন্দীপ্তঃ পাবকো বড়বামুখঃ॥ ৯
প্ররোহন্তি হি শস্পানি মন্দিরপ্রাঙ্গণেষ্বপি।
কিমন্যত্র বিরূপাক্ষ শস্পোদ্ভূতিং বদাম্যহম্॥ ১০
শ্যামলৈ রাজতৈঃ কক্ষৈর্বিশদোঽপ্যয়ং হিমাচলঃ।
মন্দরাশ্রয়বৃক্ষৌঘ-পত্রৈর্দুগ্ধাম্বুধির্যথা॥ ১১
কুসুমশ্রীশ্চ কুটজং ভেজে সাস্যাথ কিংশুকান্।
উচ্চাবচাং কলৌ লক্ষ্মীর্যথা সন্ত্যজ্য সজ্জনান্॥ ১২
ময়ূরাঃ স্তনয়িত্নূনাং শব্দেন হর্ষিতা মুহুঃ।
কেকায়ন্তে প্রতিবনে সততং বৃষ্টিসূচকাঃ॥ ১৩
মেঘোন্মুখানাং মধুরশ্চাতকানাং স্বনো হর।
ঔৎসুক্যমতিমত্তানাং বৃষ্টিসন্নিধিসূচকঃ॥ ১৪
গগনে শক্রচাপেন কৃতং সাম্প্রতমাস্পদম্।
ধারাসারশরৈস্তাপং ভেত্তুং প্রতি যথোদ্গতঃ॥ ১৫
মেঘানাং পশ্য ভর্গেহ দুর্নয়ং করকোৎকরৈঃ।
মত্তাভিরস্তানুগতং ময়ূরং চাতকং তথা॥ ১৬
শিখিসারঙ্গয়োর্দৃষ্ট্বা মিত্রাদপি পরাভবম্।
হংসা গচ্ছন্তি গিরিশ বিদূরমপি মানসম্॥ ১৭

সুনীল-সমুদ্র-সলিলে প্রদীপ্ত বাড়বানলের ন্যায় এই সৌদামিনী মেঘজালোপরি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছে। ৯

এখন গৃহ-প্রাঙ্গণেও শস্প-অঙ্কুর দেখা যাইতেছে;—হে বিরূপাক্ষ! অন্য স্থলে অর্থাৎ যেখানে সচরাচর শস্প উৎপন্ন হয়, তথায় সে শস্প উৎপন্ন হইতেছে তাহা আর বলিব কি? ১০

যেমন ক্ষীরসমুদ্র মন্দর পর্ব্বতস্থিত তরুনিকরের শ্যামল পত্রপুঞ্জে শোভিত হইয়াছিল, সেইরূপ এই শুভ্রবর্ণ হিমাচল, মেঘ-শ্যামল কক্ষভূমি দ্বারা শোভা পাইতেছে। ১১

যেমন লক্ষ্মী কলিকালে সজ্জনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে সে লোকের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইরূপ, পুষ্পশোভা পলাশ কুসুম ত্যাগ করিয়া কুটজ পুষ্প ভজনা করিল। ১২

ময়ূরগণ, নিরন্তর মেঘশব্দে আনন্দিত হইয়া বৃষ্টি সূচনা করত বনে বনে সতত কেকারব করিতেছে। ১৩

মেঘ দর্শনে উৎসুক অতিমত্ত চাতকগণের আসন্নবৃষ্টিসূচক মধুর ধ্বনি শ্রবণ কর। ১৪

এখন ইন্দ্রধনু, গগনমণ্ডলে দেখা দিয়াছে। বুঝি আসাররূপ শর-নিকরদ্বারা তাপ-শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্যই তাহার আবির্ভাব। ১৫

দেবাদিদেব! মেঘগুলির একবার অত্যাচার দেখ;—বেটারা কিনা আপনাদিগের অনুগত ময়ূর ও চাতককে উৎকট করকাঘাতে পীড়া দিতেছে। ১৬

হে গিরিশ! ময়ূর ও চাতককুলের মিত্রের নিকটেও নিগ্রহ দেখিয়া হংসগণ দূরবর্ত্তী হইলেও সেই মানস-সরোবরে চলিয়াছে। ১৭

এতস্মিন্ বিষমে কালে নীড়ং কাকাশ্চ কোরকাঃ ।
কুর্ব্বন্তি ত্বং বিনা গেহাৎ কথং শান্তিমবাপ্স্যসি ॥ ১৮
মহতী বাধতে ভীতির্মাং মেঘোত্থা পিনাকধৃক্ ।
যতস্ব তস্মাদাবাসায় মা চিরং বচনান্মম ॥ ১৯
কৈলাসে বা হিমাদ্রৌ বা মহাকোষ্যামথ ক্ষিতৌ ।
তবোপযোগ্যং ত্বং বাসং কুরুষ্ব বৃষভধ্বজ ॥ ২০
এবমুক্তস্তদা শম্ভুর্দাক্ষায়ণ্যা তথাসকৃৎ ।
ঈষজ্জহাস শীর্ষস্থ-চন্দ্ররশ্মিসিতাননঃ ॥ ২১
অথোবাচ সতীং দেবীং স্মিতভিন্নোষ্ঠসম্পুটঃ ।
মহাত্মা সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ-স্তোষয়ন্ পরমেশ্বরীম্ ॥ ২২

ঈশ্বর উবাচ—

যত্র প্রীত্যৈ ময়া কার্য্যো বাসস্তব মনোহরে ।
মেঘাস্তত্র ন গন্তারঃ কদাচিদপি মৎপ্রিয়ে ॥ ২৩
মেঘা নিতম্বপর্য্যন্তং সঞ্চরন্তি মহীভৃতঃ ।
সদাপ্রালেয়বতস্তু বর্ষাস্বপি মনোহরে ॥ ২৪
কৈলাসস্য তথা দেবী যাবদামেখলং ঘনাঃ ।
সঞ্চরন্তি ন গচ্ছন্তি তস্মাদূর্দ্ধং কদাচন ॥ ২৫
সুমেরোর্বারিদৈরূর্দ্ধং ন গচ্ছন্তি বলাহকাঃ ।
জানুমূলং সমাসাদ্য পুষ্করাবর্ত্তকাদয়ঃ ॥ ২৬

এই বিষম সময়ে কাক ও চকোরেরাও নীড় নির্ম্মাণ করিতেছে, তুমি গৃহ বিনা সুখে থাকিবে কিরূপে ? ১৮

হে পিনাকপাণি ! আমি মেঘভয়ে বড় কাতর হইয়াছি ; অতএব আমার কথানুসারে অবিলম্বে বাসস্থান করিতে যত্নশীল হও । ১৯

হে বৃষধ্বজ ! তুমি কৈলাসে হিমালয়ে মহাকৌষী-নদীতীরে অথবা পৃথিবীতে যেখানে হয় তোমার উপযুক্ত বাসস্থান কর । ২০

দাক্ষায়ণী শম্ভুকে বারংবার এই কথা বলিলে, তিনি মৌলিভূষণ-শশধরের বিশদ-কিরণচ্ছুরিত বদনে ঈষৎ হাস্য করিলেন । ২১

অনন্তর, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা ঈশ্বর, ঈষৎ-হাস্যে উদ্ভিন্ন-ওষ্ঠাধর হইয়া পরমেশ্বরী সতীদেবীর সন্তোষ-বিধান করিলেন । ২২

ঈশ্বর বলিলেন, হে মনোহরে ! আমি তোমার প্রীতির জন্য যে স্থানে বাস করিব, তথায় আমার পুরীতে কদাচ মেঘ যাইতে পারিবে না । ২৩

হে মনোহারিণি ! মেঘগণ বর্ষাকালেও হিমালয় পর্ব্বতের নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত সতত বিচরণ করে । ২৪

মহাদেবি ! জলদজাল, কৈলাস পর্ব্বতের মেখলা পর্য্যন্ত সঞ্চরণ করে, তাহার ঊর্দ্ধে কদাচ যাইতে পারে না । ২৫

পুষ্করাবর্ত্তকাদি মেঘগণও সুমেরুপর্ব্বতের জানুমূল পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহার ঊর্দ্ধে পারে না * । ২৬

---

* "জঘনস্যোর্দ্ধং" ও "জঘনমূলং সমাসাদ্য" এই পাঠের অনুসৃত অর্থ এই—'জঘন ভাগস্থিত জঙ্ঘাস্থমূল পর্য্যন্ত গমন করে, জঘনের ঊর্দ্ধে যাইতে পারে না ।'

এতেষু চ গিরীন্দ্রেষু যস্যোপরি তবেহতে।
মনঃ প্রিয়ে নিবাসায় তমাচক্ষ দ্রুতং মযি॥ ২৭
স্বেচ্ছাবিহারৈস্তব কৌতুকানি
সুবর্ণপক্ষানিলবৃন্দবৃন্দৈঃ।
শকুন্তবর্গৈর্মধুরস্বনৈস্তে
সদোপদেয়ানি গিরৌ হিমোত্থে॥ ২৮
সিদ্ধাঙ্গনাস্তে সখিতাং সনাতনী-
মিচ্ছন্ত্য এবোপকৃতিং সকৌতুকাম্।
স্বেচ্ছাবিহারৈর্মণিকুট্টিমে গিরৌ
কুর্ব্বন্ত্য এষ্যন্তি ফলাদিদানকৈঃ॥ ২৯
যা দেবকন্যা গিরিকন্যকাশ্চ
যা নাগকন্যাশ্চ তুরঙ্গমুখ্যঃ।
সর্ব্বাস্তু তাস্তে সততং সহায়তাং
সমাচরিষ্যন্ত্যনুমোদবিভ্রমৈঃ॥ ৩০
রূপং তবেদমতুলং বদনং সুচারু
দৃষ্ট্বাঙ্গনা নিজবপুর্নিজকান্তিসঙ্ঘম্।
হেলাং নিজে বপুষি রূপগুণেষু নিত্যং
কর্ত্তার ইত্যনিমিষেক্ষণচারুরূপাঃ॥ ৩১
যা মেনকা পর্ব্বতরাজজায়া
রূপৈগুর্ণৈঃ খ্যাতবতী ত্রিলোকে।
সা চাপি তে তত্র মনোঽনুমোদং
নিত্যং করিষ্যত্যথ সূচনাদ্যৈঃ॥ ৩২
পুরন্ধ্রিবর্গৈর্গিরিরাজবন্দ্যোঃ
প্রীতিং বিতন্বন্তিরুদারবর্ণাম্
শিক্ষা সদা তে মনুকোচিতাপি
কার্য্যাস্বহং প্রীতিযুতা গুণৌঘৈঃ॥ ৩৩

প্রিয়ে! এই সকল গিরিবরের মধ্যে যেখানে বাস করিতে তোমার মন চাহে, শীঘ্র আমাকে তাহা বল। ২৭

সুবর্ণময় পক্ষের পবনবেগে বিকম্পিত পল্লব স্বেচ্ছাবিহারী মধুর-কূজন বিহঙ্গ-বর্গে তোমার বড় আমোদ ; এই হিমালয় পর্ব্বতে তাহা সতত সুলভ। ২৮

সিদ্ধাঙ্গনাগণ, তোমার সহিত চিরসখ্য করিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তাঁহারা ফলাদি দান করত তোমার আনন্দ-উপকার করিতে এই স্বেচ্ছাবিহার-ভূমি মণিকুট্টিমশোভিত গিরিবরে আসিবে। ২৯

দেবকন্যা, নাগকন্যা, গিরিকন্যা ও কিন্নর-কন্যাগণ, সকলেই আমোদ-প্রমোদ বিলাস-বিভ্রমে সতত তোমার সহায়তা করিবে। ৩০

সুরসুন্দরীগণ, তোমার এই নিরুপম-রূপরাশি ও বদনমণ্ডল আর তাহা-দিগের নিজ নিজ দেহ ও লাবণ্যের দিক চাহিয়া তাহারা আপন আপন শরীর ও রূপ-গুণে নিত্য অবহেলা করিবে। ৩১

রূপে-গুণে ত্রিলোক-বিখ্যাত গিরিরাজ-মহিষী মেনকাও অভ্যর্থনাদি দ্বারা নিত্য তোমার মানসিক আনন্দবিধান করিবেন। ৩২

বিচিত্রকোকিলালাপ-মোদকুঞ্জগণাবৃতম্ ।
সদা বসন্তপ্রভবং গন্তুমিচ্ছসি কিং প্রিয়ে ।
নানাস্বচ্ছজলাপূর্ণ-সরঃশতসমাবৃতম্ ।
পদ্মিনীশতসংযুক্ত-মচলেন্দ্রং হিমালয়ম্ ॥ ৩৪
সর্ব্বকামপ্রদৈর্বৃক্ষৈঃ শাদ্বলৈঃ কল্পসংজ্ঞকৈঃ ।
সঙ্কুলং যস্য কুসুমান্যুপভোক্ষ্যসি তত্র বৈ ॥ ৩৫
প্রশান্তশ্বাপদগণং মুনিভির্যতিভির্বৃতম্ ।
দেবালয়ং মহাভাগে নানামৃগগণৈর্বৃতম্ ॥ ৩৬
স্ফটিকস্বর্ণবপ্রাদ্যৈ রাজতৈশ্চ বিরাজিতম্ ।
মানসাদিসরোবর্গৈরভিতঃ পরিশোভিতম্ ॥ ৩৭
হিরণ্ময়ৈ রক্তনালৈঃ পঙ্কজৈর্মুকুলৈর্বৃতম্ ॥ ৩৮
শিশুমারৈস্তথা শঙ্খৈঃ কচ্ছপৈর্মকরৈর্ঝষৈঃ ।
নিষেবিতৈর্মঞ্জুলৈশ্চ তথা নীলোৎপলাদিভিঃ ॥ ৩৯
দেবীস্নানসক্ত-সর্ব্বগন্ধৈশ্চ কুঙ্কুমৈঃ ।
বিচিত্রপুষ্পস্রক্‌জলৈরাপূর্ণৈঃ স্বচ্ছকান্তিভিঃ ॥ ৪০
শাদ্বলৈস্তরুভিস্তৈস্তৈস্তীরস্থৈরুপশোভিতৈঃ ।
নৃত্যদ্ভিরিব শাখৌঘৈর্ব্যঞ্জয়দ্ভিঃ স্বসম্পদম্ ॥ ৪১
কাদম্বৈঃ সারসৈর্মত্ত-চক্রাঙ্গগ্রামশোভিতৈঃ ।
মধুরারাবিভির্মোদকারিভির্ভ্রমরাদিভিঃ ॥ ৪২

গিরিরাজ-বংশীয়া গুণবতী পুরস্ত্রীগণ, তোমার সহিত সারল্য-পূর্ণ প্রীতি-বিস্তার করিবেন, তাহাতে তোমার প্রীতিসহকারে সতত নিজকুলোচিত শিক্ষাও হইবে। ৩৩

গিরিরাজ হিমালয়ে কুঞ্জসকল কোকিলকুলের বিচিত্র-কাকলীরবে আনন্দ-ময়; বসন্ত সতত বিরাজমান; স্বচ্ছ জলপূর্ণ শত শত সরোবর; আর কমলপূর্ণ পুষ্করিণীও শত শত। তাই বলি প্রিয়ে! হিমালয়ে থাকিতে ইচ্ছা হয় কি? ৩৪

সর্ব্বকামপ্রদ কল্পপাদপে আচ্ছন্ন হিমালয়ের হরিতবর্ণ তরুরাজির কুসুমচয় উপভোগ করিতে পারিবে। ৩৫

হে মহাভাগে! দেবগণের লীলাভূমি সেই হিমাচল—প্রশান্ত শ্বাপদকুল, বহুতর মুনি, যতি এবং নানাবিধ মৃগগণে পরিবৃত রহিয়াছে। ৩৬

তথায় মানস প্রভৃতি স্ফটিক-সুবর্ণ-প্রবাল-রজতময় বহুতর সরোবর, সেই সকল সরোবর আবার রক্তময় নাল-দণ্ড সুবর্ণময় ফুল্লকমল কমলকুল ও মনোহর নীলোৎপলাদি দ্বারা পরিশোভিত। ৩৭-৩৮

শিশুমার ও শঙ্খ-কচ্ছপ-মকরকুলে আবৃত এবং স্নানকালে শত শত সুর-রমণীগণের অঙ্গবিধৌত বিবিধ গন্ধদ্রব্য, কুঙ্কুম ও পরিত্যক্ত বিচিত্রকুসুমমাল্যের সৌরভ-বাসিত স্বচ্ছজলে পরিপূর্ণ। ৩৯-৪০

তাহাদিগের তীরে হরিতবর্ণ উত্তুঙ্গ পাদপশ্রেণী; তদীয় শাখাসকল পবন-হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া যেন আপনাদিগের সম্পদের কথা জানাইতেছে। ৪১

ইহাতে সরোবরকুলের বড়ই শোভা। সেই সকল সরোবরে কলহংস, সারস, মত্ত, চক্রবাক ও মধুমত্ত ভ্রমরকুল সতত বিরাজমান। ৪২

বাসবস্য কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ।
অগ্নেঃ কৌণপরাজস্য মারুতস্য হরস্য চ॥ ৪৩
পুরীভিঃ শোভিশিখরং মেরুমুচ্চৈঃ সুরাশ্রয়ম্।
রম্ভাশচীমেনকাদিরম্ভোরুগণসেবিতম্॥ ৪৪
কিমিচ্ছসি সর্বেষাং সারভূতং মহাগিরিম্॥ ৪৫
তত্র দেবীশতযুতা সাপ্সরোগণসেবিতা।
নিত্যং চরিষ্যতি শচী তব যোগ্যাং সহায়তাম্॥ ৪৬
অথবা মম কৈলাসমচলেন্দ্রং সদাশ্রয়ম্।
স্থানমিচ্ছসি বিত্তেশপুরীপরিবিরাজিতম্॥ ৪৭
গঙ্গাম্বোস্রবপূতং পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্।
দরীষু সানুষু সদা যক্ষকন্যাভিরীহিতম্॥ ৪৮
নানামৃগগণৈর্জুষ্টং পদ্মাকরশতাবৃতম্।
সর্বৈর্গুণৈস্তৎ সদৃশং সুমেরোরপি সুন্দরি॥ ৪৯
স্থানেষ্বেতেষু যত্রাস্তি তবান্তঃকরণস্পৃহা।
তদ্দ্রুতং মে সমাচক্ষ্ব বাসং কর্তাস্মি তত্র তে॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতীরিতে শঙ্করেণ তদা দাক্ষায়ণী শনৈঃ।
ইদমাহ মহাদেবং মধুরং স্বেচ্ছাপ্রকাশনম্॥ ৫১

সত্যুবাচ—

হিমাদ্রাবেব বসতিমহমিচ্ছে ত্বয়া সহ।
অচিরাৎ কুরু বাসং ত্বং তস্মিন্নেব মহাগিরৌ॥ ৫২

অথবা ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের এবং আমি—আমাদিগের পুরীপরিসরে শোভিত শৃঙ্গ, রম্ভা, শচী, মেনকা প্রভৃতি রম্ভোরুগণ-নিষেবিত, দেবগণের আবাসভূমি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগিরি উচ্চচূড় সুমেরুপর্বতে বাস করিতে ইচ্ছা কর কি ? ৪৩-৪৫

তথায় অপ্সরোগণসেবিতা ইন্দ্রাণী শত শত দেবীগণ পরিবৃতা হইয়া সর্বদা তোমার সহায়তা করিবেন। ৪৬

অথবা কুবেরনগর-শোভিত, গঙ্গাজল-প্রবাহ-পূত, পূর্ণচন্দ্রসম-শুভ্রবর্ণ আমার চিরবাস-স্থান গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাসে থাকিতে ইচ্ছা হয় কি ? ৪৭

ঐ পর্বতের গুহা ও সানুদেশে যক্ষকন্যাগণ সদা বিচরণ করে। ৪৮

বিবিধ মৃগগণ সেবিত শত শত কমলাকর সরোবরে আবৃত কৈলাসপর্বত কোন অংশেই সুমেরুর ন্যূন নহে। ৪৯

এই সকল স্থানের মধ্যে যেখানে বাস করিতে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা, তাহা শীঘ্র বল, আমি তোমার সহিত সেইখানেই বাস করিব। ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—শঙ্কর, এই কথা বলিলে, দাক্ষায়ণী, নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করত ধীরে ধীরে মধুরভাবে মহাদেবকে বলিলেন,—আমি তোমার সহিত হিমালয় পর্বতেই বাস করিতে ইচ্ছা করি, অতএব তুমি অবিলম্বেই এই মহাগিরিতে বাস কর। ৫১-৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য হরঃ পরমমোদিতঃ।
হিমাদ্রিশিখরং তুঙ্গং দাক্ষায়ণ্যা সমং যযৌ ॥ ৫৩
সিদ্ধাঙ্গনাগণাযুক্তমগম্যং ( ) খপক্ষিভিঃ।
জগাম শিখরং তুঙ্গং সরীচবনরাজিতম্ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

বিচিত্রকনকৈ রূপ্যৈঃ শিখরং রত্নকর্বুরম্।
বালার্কসদৃশং তুঙ্গমাসসাদ সতীসখঃ ॥ ১
স্ফটিকাশ্মময়ে তস্মিন্ শাদ্বলদ্রুমরাজিতে।
বিচিত্রপুষ্পবল্লীভিঃ সরসীভিশ্চ সংবৃতে।
প্রফুল্লতরুশাখাগ্র-গুঞ্জদ্ভ্রমরভূষিতে ॥ ২
পঙ্কেরুহৈঃ প্রফুল্লৈশ্চ নীলোৎপলচয়ৈস্তথা।
শোভিতে চক্রবাকৌঘৈঃ কাদম্বৈর্হংসমদ্গুভিঃ ॥ ৩
প্রমত্তসারসৈঃ ক্রৌঞ্চৈর্নীলকণ্ঠৈশ্চ শব্দিতে।
পুংস্কোকিলকলারাবৈর্মধুরৈর্ম্মৃগসেবিতে ॥ ৪
ভুবন্মগণৈঃ সিদ্ধৈরপ্সরোভিঃ সগুহ্যকৈঃ।
বিদ্যাধরীভির্দেবীভিঃ কিন্নরীভির্বিহারিতে।
পুরস্ত্রীভিঃ পার্ব্বতীভিঃ কন্যাভিশ্চ সমন্বিতে ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর মহাদেব তাঁহার কথা শুনিয়া পরমানন্দে দাক্ষায়ণী সমভিব্যাহারে সিদ্ধরমণীগণ-সেবিত মেঘ ও বিহঙ্গকুলের অগম্য সরোবর-কানন-শোভিত উত্তুঙ্গ হিমালয়শিখরে গমন করিলেন। ৫৩-৫৪

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

দক্ষ-যজ্ঞ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সতী-সহচর শম্ভু সুবর্ণ-রজতে বিচিত্র, রত্নকর্ব্বুর-শোভিত, বাল-সূর্য্যসন্নিভ, তুঙ্গশিখরে সমাগত হইলেন। ১

তথায় স্ফটিক-প্রস্তরময়, হরিত-বৃক্ষরাজি-শোভিত, বিচিত্র-কুসুমিত লতা ও সরোবরযুক্ত গিরিরাজ নগরী-সন্নিহিত শিখরাংশে বৃষধ্বজ সতীসহ বহুদিন বিহার করিলেন। ২

তথায় কমল বিকসিত, নীলোৎপল প্রস্ফুটিত, ফুল্ল, কুসুমিত তরুদল বিটপে অলিকুল গুঞ্জরিত ; চক্রবাক, কলহংস, হংস, মদ্গু, মত্ত সারস, বক ও

বিপঞ্চীতন্ত্রিকামন্দ্রমৃদঙ্গপটহস্বনৈঃ ।
নৃত্যদ্ভিরপ্সরোভিশ্চ কৌতুকোত্থৈঃ সুশোভিতে ॥ ৬
দেবীলতাভির্দিব্যাভির্গন্ধিনীভিঃ সমাবৃতে ।
ঊর্দ্ধপ্রফুল্লকুসুমৈর্নিকুঞ্জৈরুপশোভিতে ।
শৈলরাজপুরাভ্যাসে শিখরে বৃষভধ্বজঃ ।
সহ সত্যা চিরং রেমে এবম্ভূতে সুশোভনে ॥ ৮
তস্মিন্ স্বর্গসমে স্থানে দিব্যমানেন শঙ্করঃ ।
দশ বর্ষসহস্রাণি রেমে সত্যা সমং মুদা ॥ ৯
স কদাচিত্ততঃ স্থানাৎ কৈলাসং যাতি শঙ্করঃ ।
কদাচিন্মেরুশিখরং দেবদেবীবৃতং পুরা ॥ ১০
দিক্‌পালানাং তথোদ্যানং বনানি বসুধাতলম্ ।
গত্বা গত্বা পুনস্তত্র রেমে তেভ্যঃ সতীসহঃ ॥ ১১
ন জজ্ঞে স দিবারাত্রং ন ব্রহ্ম ন তপঃ শমম্ ।
সত্যাহিতমনাঃ শম্ভুঃ প্রীতিমেব চকার হ ॥ ১২
একং মহাদেববক্ত্রং সতী পশ্যতি সর্ব্বতঃ ।
মহাদেবোঽপি সর্ব্বত্র সদাদ্রাক্ষীৎ সতীমুখম্ ॥ ১৩
এবমন্যোন্যসংসর্গাদনুরাগমহীরুহম্ ।
বর্দ্ধয়ামাসতুঃ শম্ভুসত্যৌ ভাবাম্বুসেচনৈঃ ॥ ১৪
এতস্মিন্নন্তরে দক্ষো জগতাং হিতকারকঃ ।
মহাযজ্ঞং সমারেভে যষ্টুং বৈ সর্ব্বজীবনম্ ॥ ১৫

ময়ূরগণের শব্দ ও পুংস্কোকিল-কুলের মধুর কলরবে সতত শব্দময়,—মৃগগণ-সেবিত, কিন্নর, কিন্নরী, সিদ্ধ, অপ্সরা, যক্ষ, বিদ্যাধরী ও দেবগণের বিহার-ভূমি, পার্ব্বতীয় কন্যা ও পুরস্ত্রীবর্গে পরিবৃত সেই শিখরদেশে বীণাতন্ত্রীর মৃদুমধুর-ঝঙ্কার-মিশ্রিত মৃদঙ্গ পটহ শব্দের সঙ্গে অপ্সরাগণের সকৌতুক নৃত্য, সুগন্ধবতী অপার্থিব লতা এবং ঊর্দ্ধ-ফুল্ল কুসুমরাজি-সংবৃত নিকুঞ্জাবলী ;—শোভার এক শেষ। ৩-৮

এই সুশোভন স্বর্গতুল্য স্থানে শঙ্কর, দিব্য-মানের দশ সহস্র বৎসর সতীসহ সানন্দে বিহার করিলেন। ৯

শঙ্কর কখন কৈলাসে যাইলেন, কখন দেবদেবীপরিবৃত সুমেরু-শিখরে যাইলেন। ১০

কখন দিক্‌পালগণের উদ্যান-কাননে গমন করিলেন, কখন বা পৃথিবীতলে যাইলেন ; এইরূপ নানাস্থানে গিয়া তথায় তথায় সতীসহ অত্যন্ত বিহার করিলেন। ১১

সতীগত-চিত্ত মহাদেবের দিবা রাত্রি জ্ঞান হয় নাই, বেদ তপস্যা ও শম-দমাদি মনে পড়ে নাই, কেবল সতীর প্রীতিবিধানই তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য হইল। ১২

সতী, সকল স্থানে সকল সময়ে একমাত্র শিবমুখই দেখিতে লাগিলেন ; মহাদেবও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কেবল দাক্ষায়ণীর বদনমণ্ডলই দেখিতে লাগিলেন। ১৩

শিব-দাক্ষায়ণী এইরূপ পরস্পর সংসর্গে ভাব-জলসেচন দ্বারা পরস্পরের অনুরাগ-বৃক্ষ বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ১৪

অষ্টাশীতিসহস্রাণি যত্র জুহ্বতি ঋত্বিজঃ।
উদ্গাতারশ্চতুঃষষ্টিসহস্রাণি সুরর্ষয়ঃ।
অধ্বর্য্যবোঽথ হোতারস্তাবন্তো নারদাদয়ঃ॥ ১৬
অধিষ্ঠাতা স্বয়ং বিষ্ণুঃ সহ সর্বমরুদ্গণৈঃ।
স্বয়ং তত্রাভবদ্ ব্রহ্মা ত্রয়ীবিধিনিদর্শকঃ॥ ১৭
তথৈব সর্ব্বদিক্‌পালা দ্বারপালাশ্চ রক্ষকাঃ।
উপতস্থে স্বয়ং যজ্ঞঃ স্বয়ং বেদী ধরাভবৎ॥ ১৮
তনূনপাদপি নিজং চক্রে রূপং সহস্রশঃ।
হবিষাং গ্রহণায়াশু তস্মিন্ যজ্ঞমহোৎসবে॥ ১৯
আমন্ত্র্যাশু মরীচ্যাদ্যাঃ পবিত্রৈকৈকধারিণঃ।
সর্ব্বত্র সামিধেন্যো তজ্জ্বালয়ামাসুরগ্নিম্॥ ২০
সপ্তর্ষয়ঃ সামগাথা কুর্ব্বন্তি স্ম পৃথক্ পৃথক্।
দিশো বিদিশঃ খং ভূজন্তুঃ শ্রুতিস্বরৈঃ॥ ২১
ন বৃতাস্তত্র যাগেষু দক্ষেণ সুমহাত্মনা॥ ২২
ন কেচিদ্ধবিষো দেবা ন মনুষ্যা ন পক্ষিণঃ।
নোদ্ভিদো ন তৃণং বাপি পশবো ন মৃগাস্তথা॥ ২৩
গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধসাধ্যা-নাদিত্যসাধ্যর্ষিগণান্ সযক্ষান্।
সস্থাবরান্নাগবরান্ সমস্তান্, বব্রে স দক্ষঃ সুমহাধ্বরেষু॥ ২৪
কল্পমন্বন্তরযুগ-বর্ষমাসদিবানিশাঃ।
কলাকাষ্ঠানিমেষাদ্যা বৃতাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ॥ ২৫

এই সময়ে ত্রিভুবনহিত-কারী দক্ষ, সর্ব্ব-জীবন মহাযজ্ঞ করিতে আরম্ভ করেন। ১৫

সেই যজ্ঞে অষ্টাশীতি সহস্র ঋত্বিক্ হোতৃকার্য্যে ব্যাপৃত, চতুঃষষ্টি সহস্র দেবর্ষি উদ্গাতা, নারদ প্রভৃতি বহুতর ঋষিই অধ্বর্য্যু এবং হোতা। ১৬

সর্ব্বদেবগণসহ স্বয়ং বিষ্ণু এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা; স্বয়ং ব্রহ্মা ইহার বেদ-বিধিপ্রদর্শক। ১৭

এই যজ্ঞে সকল সকল দিক্‌পালগণ, দ্বারপাল ও রক্ষক। তথায় মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞ স্বয়ং উপস্থিত হন, ধরামণ্ডল যজ্ঞবেদী হইলেন। ১৮

সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে শীঘ্র শীঘ্র রাশি রাশি হবি গ্রহণ করিবার জন্য স্বয়ং অগ্নি সহস্র সহস্র নিজ দেহ প্রকাশ করেন। ১৯

একৈক-পবিত্র-পাণি মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ এই কার্য্যের প্রধান সহায় হন। তাঁহারা সামধেনী মন্ত্র (অগ্নিপ্রজ্বালন মন্ত্র) দ্বারা সর্ব্বত্র অগ্নি প্রজ্বালিত করেন। সপ্তর্ষিগণ, দিক্, বিদিক্, ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল শ্রুতি-স্বরে পূর্ণ করত সামগান করেন। ২০-২১

সু-মহাত্মা-দক্ষ, সেই যজ্ঞে বরণ করেন নাই;—এইরূপ কেহ ছিল না। ২২

দেবতা, দেবর্ষি, মনুষ্য, পশু পক্ষী, উদ্ভিদ্, তৃণ, সিদ্ধ, সাধ্য, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, আদিত্য, ঋষি, স্থাবরমণ্ডল—দক্ষ, সেই মহাযজ্ঞে সকলকে বরণ করেন। ২৩-২৪

কল্প, মন্বন্তর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিবা, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা, ও নিমেষাদি সকলেই দক্ষকর্ত্তৃক বৃত হইয়া তথায় সমাগত হন। ২৫

মহর্ষিরাজর্ষিসুরর্ষিসঙ্ঘা, নৃপাঃ সপুত্রাঃ সচিবৈঃ সসৈন্যৈঃ
বসুপ্রমুখ্যা গণদেবতা যাঃ, সর্ব্বা বৃতাস্তেন গতা মখং তম্ ॥ ২৬
কীটাঃ পতঙ্গা জলজাশ্চ সর্ব্বে, সবানরাঃ শ্বাপদবিঘ্নঘোরাঃ ।
মেঘাঃ সশৈলাঃ সনদীসমুদ্রাঃ, সরাংসি বাপ্যশ্চ গতা বৃতাস্তে ॥ ২৭
সর্ব্বে স্বভাগং হবিষাং জিঘৃক্ষবঃ, ক্রতুং প্রযযুর্দ্রুমখিনস্তে ।
পাতালবাসা অসুরাঃ সমাগতা, নাগস্ত্রিয়ো দেবসমাঃ সমস্তাঃ ॥ ২৮

জগত্যস্তি যৎকিঞ্চিচ্চেতনাচেতনং পুনঃ ।
সর্ব্বং বৃত্বা সমারেভে যজ্ঞং সর্ব্বস্বদক্ষিণম্ ॥ ২৯
তস্মিন্ যজ্ঞে বৃতঃ শম্ভুর্ন দক্ষেণ মহাত্মনা ।
কপালীতি বিনিশ্চিত্য তস্য যজ্ঞার্হতা ন হি ॥ ৩০
কপালিভার্য্যেতি সতী দয়িতাপি সুতা নিজা ।
নাহূতা যজ্ঞবিষয়ে দক্ষেণ দোষদর্শিনা ॥ ৩১
শ্রুত্বা সতী তথা যজ্ঞং তাতেনারব্ধমুত্তমম্ ।
কপালিভার্য্যেতি বৃতা নাহমিত্যপি তত্ত্বতঃ ॥ ৩২
উৎকৃষ্টকোপা দক্ষায় রক্তনেত্রাননা তথা ।
শাপেন দক্ষং দগ্ধুং মনশ্চক্রে তদা সতী ॥ ৩৩
কোপাবিষ্টাপি সা পূর্ব্বসময়ং স্মৃতবত্যমুম্ ।
মনসেতি বিনিশ্চিত্য নঃ শশাপ তদা সতী ॥ ৩৪
অলং শাপেন মে পূর্ব্বং সুদৃঢ়ঃ সময়ঃ কৃতঃ ।
অতোঽতি মহ্যবজ্ঞায়াং প্রাণান্ মোক্ষ্যে ধ্রুবং পুনঃ ॥ ৩৫

মহর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি, পুত্রামাত্যসৈন্য সমভিব্যাহারে, নৃপতি এবং বসু-প্রমুখ গণ-দেবতা—সকলেই দক্ষকর্ত্তৃক বৃত হইয়া যজ্ঞে গমন করেন। ২৬

কীট, পতঙ্গ, জলজপ্রাণী, বানর, ঘোরবিঘ্নকর, শ্বাপদ, মেঘ, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, সরোবর ও দীর্ঘিকা—সকলেই বৃত হইয়া তথায় গমন করেন। ২৭

পাতালবাসী অসুর এবং দেবতুল্য সমস্ত রমণীগণও তথায় গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই সেই যাজ্ঞিক দক্ষের যজ্ঞে স্ব স্ব হবির্ভাগ গ্রহণ করিবার জন্য তথায় গমন করেন। ২৮

মুনি দক্ষ, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ অর্চ্চনাপূর্ব্বক বরণ করিয়া সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ২৯

মহাত্মা দক্ষ, "মহাদেব কপালী, অতএব তিনি যজ্ঞার্হ নহেন" বিবেচনা করিয়া সে যজ্ঞে তাঁহাকে বরণ করেন নাই। ৩০

সতী আপনার প্রিয়তনয়া হইলেও, কপালীর ভার্য্যা বলিয়া সে যজ্ঞে—দোষদর্শী দক্ষ, তাঁহাকে আহ্বান করেন নাই। ৩১

পিতা তাদৃশ উত্তম যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আমি কপালীর ভার্য্যা বলিয়া আমাকে আহ্বান করেন নাই, ইহা তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া সতী দক্ষের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন সতী,—আরক্ত-নয়না ও আরক্তবদনা হইয়া দক্ষকে শাপদগ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। ৩২-৩৩

তিনি কোপাবিষ্ট হইলেও তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে তখন আর দক্ষকে শাপ দিলেন না, মনে মনে ইহা স্থির করিলেন ;—শাপ দিবার আবশ্যকতা নাই, আমি পূর্ব্বেই দক্ষকে দৃঢ়নিয়ম-বদ্ধ করিয়া দিয়াছি

যদা কৃতাহং দক্ষেণ সুচিরং স্তবমর্থিনা ।
তদৈব সময়ো মেঽয়ং শাপে নালঙ্করোমি তম্ ॥ ৩৬
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা দেবী নিত্যরূপমথাত্মনঃ ।
সস্মারাতুলমত্যুগ্রং নিষ্কলং চ জগন্ময়ম্ ॥ ৩৭
পূর্ব্বরূপং স্মরন্তী সা যোগনিদ্রাহ্বয়ং হরেঃ ।
এবং সঞ্চিন্তয়ামাস মনসা দক্ষজা তদা ॥ ৩৮
ব্রহ্মণোদিতদক্ষেণ যদর্থমহমীড়িতা ।
তৎকিঞ্চিদপি নো জাতং শঙ্করোঽপি ন পুত্রবান্ ॥ ৩৯
ইদানীমেকমেবাভূৎ কার্য্যং দেবগণস্য চ ।
যচ্ছম্ভুঃ সানুরাগো মৎকৃতেঽভূচ্চ যোষিতি ॥ ৪০
মত্তো নান্যা পুনঃ শম্ভো রাগং বর্দ্ধয়িতুং পুনঃ ।
শক্তা ন কাপি ভবিতা স নান্যাং সংগ্রহীষ্যতি ॥ ৪১
তথাপ্যহং তনুত্যাগে সময়াৎ পূর্ব্বযোজিতাৎ ।
হিতায় জগতাং কুর্য্যাং প্রাদুর্ভাবং পুনর্গিরৌ ॥ ৪২
পুরা হিমবতঃ প্রস্থে রম্যে দেবগৃহোপমে ।
শম্ভুঃ সার্দ্ধং ময়া রন্তুং সুচিরং প্রীতিসংযুতঃ ॥ ৪৩
তত্র যা মেনকা দেবী চার্ব্বঙ্গী চরিতব্রতা ।
সুশীলা সা পুরস্ত্রীণামুত্তমা পার্ব্বতীগণে ॥ ৪৪
সা মাং মাতৃবদাঽষ্টে সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বকম্ ।
তস্যাং মেঽত্যনুরাগোঽস্তি সা মে মাতা ভবিষ্যতি ॥ ৪৫

যে, আমার প্রতি তোমার অবজ্ঞা উপস্থিত হইলেই আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব । ৩৪-৩৫

যখন আমাকে কন্যারূপে প্রার্থনা করত বহুকাল আমার স্তব করে, তখন আমি এই নিয়ম করিয়া দিয়াছি ; শাপে কাজ নাই , আমি সেই নিয়ম পালন করিব । ৩৬

সতী দেবী ইহা চিন্তা করিয়া জগন্ময় নিষ্কাম ঘোরতর নিজ নিরুপম নিত্য-রূপ স্মরণ করিলেন । ৩৭

তখন দাক্ষায়ণী শ্রীহরির যোগনিদ্রাস্বরূপ নিজ রূপ স্মরণ করত মনে মনে চিন্তা করিলেন ; ব্রহ্মার কথামত দক্ষ যে জন্য আমাকে স্তব করিয়াছিল ; তাহার কিছুই হইল না, শঙ্কর এখনও অপুত্রক । ৩৮-৩৯

এখন দেবগণের কেবল একটী কার্য্য হইয়াছে, শঙ্কর আমার জন্যই রমণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন । ৪০

আমি ভিন্ন আর কোন রমণীই শঙ্করের অনুরাগবর্দ্ধনে সমর্থ হইবে না ; অতএব শিব অন্য রমণীকে গ্রহণ করিবেন না । ৪১

তথাপি আমি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞাবশতঃ এই দেহত্যাগ করিব ; তৎপরে ত্রিভুবনের হিতার্থ আমি পুনরায় এই হিমালয়ে প্রাদুর্ভূত হইব । ৪২

পূর্ব্ব হইতেই শম্ভু, সুরগৃহসদৃশ রমণীয় হিমালয়প্রস্থে আমার সহিত বহুকাল বিহার করিতে প্রীতিযুক্ত আছেন । ৪৩

তথায় চার্ব্বঙ্গী ব্রতচারিণী মেনকাদেবী, পর্ব্বতবংশীয়াদিগের মধ্যে সুশীলা এবং পুরস্ত্রীবর্গের প্রধান । ৪৪

কন্যাভিঃ পার্ব্বতীভিশ্চ বাল্যক্রীড়ামহং চিরম্ ।
কৃত্বা কৃত্বা মেনকায়াঃ করিষ্যে মোদমুত্তমম্ ॥ ৪৬
পুনশ্চাহং ভবিষ্যামি শম্ভোর্জায়াতিবল্লভা ।
করিষ্যে দেবকার্য্যাণি তদুপায়াদসংশয়ম্ ॥ ৪৭
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তী সা পুনঃ কোপসমাবৃতা ।
তস্মার দক্ষতনয়া দক্ষদারুণকর্ম্মণা ॥ ৪৮
ক্রোধরক্তেক্ষণা তত্র তনুমধ্যে তদা সতী ।
স্ফোটঞ্চকার দ্বারাণি সর্ব্বাণ্যাবৃত্য যোগতঃ ॥ ৪৯
তেন স্ফোটেন মহতা তস্যাস্তু প্রাণবায়বঃ ।
নির্ভিদ্য দশমদ্বারমাশুনভো বহির্যযুঃ ॥ ৫০
ত্যক্তপ্রাণান্তু তাং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সর্ব্বেঽন্তরিক্ষগাঃ ।
হাহাকারং তদা চক্রুঃ শোকব্যাকুলিতেক্ষণাঃ ॥ ৫১
ততস্তু সত্যা ভগিনীসুতা তাং দ্রষ্টুমাগতা ।
চুক্রোশ শোকাদ্বিজয়া মৃতাং দৃষ্ট্বা সতীং মুহুঃ ॥ ৫২
হা সতী ক্ব গতাসীতি হা সতি তব কিং ত্বিদম্ ।
হা মাতৃষ্বসরিত্যুচ্চৈস্তদা শব্দো মহানভূৎ ॥ ৫৩
বিপ্রিয়শ্রবণাদেব প্রাণাস্ত্যক্তাস্ত্বয়া সতি ।
অহং কথন্তু জীবামি দৃষ্ট্বেদং বিপ্রিয়ং দৃঢ়ম্ ॥ ৫৪
পাণিনা বদনং সত্যা মার্জ্জয়ন্তী মুহুর্ম্মুহুঃ ।
করুণং বিলপন্তী স্ম মুখং জিঘ্রতি সা তদা ॥ ৫৫

তিনি আমাকে মা র ন্যায় সামঞ্জস্যভাবে সকল কার্য্য করিতে বলেন ; তাঁহার উপর আমার বড় অনুরাগ হইয়াছে, তিনিই আমার মা হইবেন । ৪৫

আমি পর্ব্বতবংশীয়া কন্যাগণের সহিত বহুকাল বাল্যক্রীড়া করত মেনকা-দেবীর পরমানন্দ সম্পাদন করিব । ৪৬

তৎপরে আমি পুনরায় শিবের অতি প্রিয়তমা ভার্য্যা হইব ; তখন আমি উপায় দ্বারা নিশ্চয়ই দেবকার্য্যসকল সাধন করিব । ৪৭

দক্ষনন্দিনী এইরূপ চিন্তা করত দক্ষের নিদারুণকর্ম্ম স্মরণমাত্রে ঘোর রোষা-বেশে জ্বলিয়া উঠিলেন । ৪৮

তখন কোপরক্ত-নয়না সতী, যোগবলে শরীরের সকল দ্বার রোধ করিয়া কুম্ভক করিলেন । সেই মহাকুম্ভকে তদীয় প্রাণ-বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইল । ৪৯-৫০

অন্তরীক্ষস্থিত দেবতাসকল তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া শোকাশ্রু-পূর্ণনয়নে হাহাকার করিতে লাগিলেন । ৫১

অনন্তর সতীর ভগিনী-তনয়া বিজয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন ; তিনি সতীকে মৃত দেখিয়া শোকাবেগে মুহুর্মুহুঃ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন । ৫২

হায় সতি ! কোথায় গেলে, হায় ! সতি ! তোমার একি হইল !! হায় মাসি ! তখন এইরূপ উচ্চতর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল । ৫৩

সতি ! তুমি অপ্রিয় শ্রবণেই প্রাণত্যাগ করিলে, আর আমি ঈদৃশ ঘোর অপ্রিয় স্বচক্ষে দেখিয়া জীবনধারণ করিব কিরূপে ? ৫৪

সিঞ্চন্তী নেত্রজৈস্তোয়ৈঃ সত্যাঃ সা হৃদয়ং মুখম্ ।
কেশানুন্নাময় পাণিভ্যাং বীক্ষন্তী বদনং মুহুঃ ॥ ৫৬
ঊর্দ্ধাধঃকম্পিতশিরাঃ শোকব্যাকুলিতেন্দ্রিয়া ।
হৃদয়ং পঙ্কশাখাভ্যাং বিনিঘ্নন্তী তথা শিরঃ ॥ ৫৭
ইদঞ্চ বচনং সাশ্রুকণ্ঠা সা বিজয়াব্রবীৎ ।
শ্রুত্বা তে মরণং মাতা বীরিণী শোককর্ষিতা ।
ধারয়ন্তী কথং প্রাণান্ সন্ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥ ৫৮
স তথা নিরনুক্রোশঃ ক্রূরকর্ম্মা পিতা তব ।
প্রমৃতাং ভবতীং শ্রুত্বা কথং ধাস্যতি জীবিতম্ । ৫৯
বিচিন্ত্য নূনং কর্ম্মাণি স্বীয়ানি ভবতীং প্রতি ।
কৃতানি স নৃশংসানি দক্ষঃ শোকাকুলস্তদা ॥ ৬০
যজ্বা স চ জ্ঞানহীনঃ কথং যজ্ঞে প্রবর্ত্ততে ।
নিঃশ্রদ্ধশ্চাল্পবুদ্ধিশ্চ কথং বা স ভবেৎ ক্রতৌ ॥ ৬১
হা মাতর্দেহি বচনং রুদন্ত্যা বালবন্ময়া ।
ভবত্যা নির্দ্দয়া শোকাৎ প্রিয়ে শল্যসমানসূন্ ॥ ৬২
ত্বং কিং স্মরসি মে শম্ভোর্বিহিতস্য কদাচন ।
তেনামর্ষবশং প্রাপ্তা মাতর্মাং কিন্ন ভাষসে ॥ ৬৩
তদেব বচনং চক্ষুর্মুখং সা নাসিকা তব ।
এতেষাং ক গতাঃ সর্ব্বে বিভ্রমা হসিতং ক চ ॥ ৬৪

বিজয়া করতল দ্বারা বারংবার সতীর মুখমার্জ্জনা এবং এইরূপ সকরুণ বিলাপ করত তাহার মুখ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন । ৫৫

নয়নজলে সতীর বক্ষঃস্থল ও বদনমণ্ডল অভিষিক্ত করত করযুগল দ্বারা তদীয় কেশপাশ উত্তোলিত করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ৫৬

শোকাকুলিতেন্দ্রিয় বিজয়া মস্তক উন্নমিত ও অবনমিত করত মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন ৫৭

আর অশ্রুপূর্ণকণ্ঠা বিজয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন,—তোমার জননী বীরিণী, তোমার এই মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া শোকাবেগে জীবনধারণ করিবেন কিরূপে ? দেখিতেছি, তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন । ৫৮

তোমার পিতা তাদৃশ নির্দ্দয় এবং ক্রূরকর্ম্মা হইলেও তোমার মরণ-সংবাদ শুনিয়া প্রাণধারণ করিবেন কিরূপে ? ৫৯

দক্ষ, তোমার প্রতি নিজকৃত নৃশংস ব্যবহার স্মরণ করিয়াই বিশেষ শোকাকুল হইবেন । ৬০

দক্ষ, যাজ্ঞিক হইয়াও যজ্ঞবিষয়ে মূর্খ ; তিনি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন ? তিনি শ্রদ্ধাশূন্য ও বুদ্ধিহীন ; যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবেন বা কিরূপে ? ৬১

আমি অত্যন্ত রোদন করিতেছি, হায় মা ! আমাকে উত্তর দাও ; নির্দ্দয় আমি তোমার শোকে প্রাণকেও শল্যসম বোধ করিতেছি । ৬২

তুমি কি কখন শিবকৃত কোন অপ্রিয় কার্য্য স্মরণ করিতেছ ; তাই রোষাবেশে আমার সহিত কথা কহিতেছ না । ৬৩

ননু তেন বিভ্রমৈর্হীনং নেত্রযুগ্মং সুনাসিকম্।
স্মিতহীনঞ্চ বদনং দৃষ্ট্বা সোঢ়া কথং হরঃ॥ ৬৫
কা সুধাসম্মিতং বাক্যং হরাশ্রমসমাগতাম্।
সুনৃতং ত্বাম্বতে মাতর্বদিষ্যতি মুহুর্মুহুঃ॥ ৬৬
শ্রদ্ধাবতী বান্ধবেষু পত্যুশ্চিত্তানুবর্ত্তিনী।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা ত্বৎসমা কা ভবিষ্যতি॥ ৬৭
ত্বদৃতে দেবি দেবেশঃ শোকাপহৃতচেতনঃ।
দুঃখিতাত্মা নিরুৎসাহো নিশ্চেষ্টশ্চ ভবিষ্যতি॥ ৬৮

এবং লপন্তী ভৃশদুঃখিতা সতীং
মৃতাং সমীক্ষ্যাতিভয়ং শুচাহতা।
পপাত ভূমৌ বিজয়া বিরাবং
বিতন্বতী চোর্দ্ধভুজা প্রবেপতী॥ ৬৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সতীদেহত্যাগো নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬

সেই চক্ষু, সেই বচন-চাতুর্য্যময় বদন, সেই তোমার নাসিকা ;—ইহাদিগের বিভ্রম কোথায় গেল ? তোমার হাস্য কোথায় গেল ? ৬৪

তোমার বিভ্রম-হীন নয়নযুগল, নাসিকা এবং ঈষৎ-হাস্য-হীন মুখ দেখিয়া মহাদেব সহিয়া থাকিবেন কিরূপে ? ৬৫

আমি এই শিবের আশ্রমে আসিলে, কে আর মা ! হাসিতে হাসিতে বার বার সুমধুর সত্য কথা বলিবে ? ৬৬

মা ! তোমার ন্যায় বন্ধু-বান্ধবে স্নেহবতী পতি-চিত্তানুসারিণী সর্ব্বলক্ষণ-ক্রান্তা আর কোন্ রমণী হইবে ? ৬৭

দেবি ! দেবদেব মহাদেব, তোমার বিরহে শোকাকুল-চিত্ত, দুঃখিত, নিরুৎসাহ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন। ৬৮

সতীকে মৃত দেখিয়া অতি দুঃখিত-হৃদয়া ও শোকাকুলা বিজয়া এইরূপ বিলাপ করত, কাঁদিতে কাঁদিতে ঊর্দ্ধভুজে চীৎকার শব্দে ভূতলে পতিত হইলেন। ৬৯

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুঃ শোভনে মানসে হ্রদে ।
সমাপ্য সন্ধ্যামায়াতঃ স্বমাশ্রমপদং প্রতি ॥ ১
আগচ্ছন্নেব সংরাবং বিজয়ায়া বৃষধ্বজঃ ।
শুশ্রাব দারুণং তীব্রং চকিতশ্চ ততোঽভবৎ ॥ ২
তত উক্ষ্ণা বলবতা মনোমারুতরংহসা ।
স্বমাশ্রমপদং শর্ব্ব আসসাদ ত্বরান্বিতঃ ॥ ৩
আসাদ্য দেবীং দয়িতাং তদা দাক্ষায়ণীং হরঃ ।
মৃতাং দৃষ্ট্বাপি ন জহৌ মৃতেঽতিপ্রিয়ভাবতঃ ॥ ৪
ততো নিরীক্ষ্য বদনমামৃজ্য চ পুনঃপুনঃ ।
পপ্রচ্ছ কস্মাৎ সুপ্তাসীত্যেবং দাক্ষায়ণীং মুহুঃ ॥ ৫
ততো ভর্গবচঃ শ্রুত্বা তদা তদ্ভগিনীসুতা ।
বিজয়া প্রাহ নিধনং দাক্ষায়ণ্যা যথা তথা ॥ ৬

বিজয়োবাচ—

দক্ষঃ কর্ত্তুং ক্রতুং শম্ভো দেবান্ সর্ব্বান্ সবাসবান্[1] ।
আজুহাব তথা দৈত্যান্ রাক্ষসান্ সিদ্ধগুহ্যকান্ ॥ ৭
ব্রহ্মাণমথ গোবিন্দমিন্দ্রাদীনপি দিক্‌পতীন্ ।
দেবযোনিংস্তথা সর্ব্বান্ সাধ্যবিদ্যাধরাদিকান্ ॥ ৮
নাহূতানি ক্রতৌ তেন যানি সত্ত্বানি শঙ্কর ।
তানি দক্ষেণ নো সন্তি সমস্তভুবনেষ্বপি ॥ ৯

দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইত্যবসরে শিব, শোভন মানস-সরোবরে সন্ধ্যা সমাপন করিয়া নিজ আশ্রমের দিকে আসিতে লাগিলেন। ১

বৃষধ্বজ আসিতে আসিতেই বিজয়ার নিদারুণ তীব্র আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া ভয়-চকিত হইলেন। ২

অনন্তর, শিব, মন এবং পবনের ন্যায় শীঘ্রগামী বলবান্ বৃষারোহণে সত্বর নিজ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩

তখন মহাদেব প্রিয়তমা দেবী দাক্ষায়ণীর নিকট আগমনান্তর তাঁহাকে মৃত দেখিয়াও প্রেমবশত মৃতবোধ না হওয়াতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। ৪

অনন্তর বৃষধ্বজ, সতীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণপূর্ব্বক মুখ মুছাইতে মুছাইতে সতীকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাক্ষায়ণি! ঘুমাইতেছ কেন?" ৫

তখন শিবের কথা শুনিয়া সতীর ভগিনী-তনয়া বিজয়া দাক্ষায়ণীর মৃত্যু-বিবরণ বলিতে লাগিলেন। ৬

বিজয়া বলিলেন,—শম্ভো! দক্ষ, যজ্ঞ করিবার জন্য সবান্ধব সুরাসুর, সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর, যক্ষ ও রাক্ষস প্রভৃতি সমুদয় দেবযোনি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল সকলকেই আহ্বান করেন। ৭-৮

১। সবান্ধবান্ ইতি পাঠান্তরম্।

এবং প্রবিততং[1] যজ্ঞং শ্রুত্বৈবা বচনান্মম ।
বিমৃশ্যবত্যনাহ্বানে হেতুং শম্ভোরথাত্মনঃ । ১০
চিন্তয়ানাং[2] তথাহং তাং সতীং জ্ঞাত্বা যথাশ্রুতম্
উক্তবত্যস্মি ভূতেশ যজ্ঞানাহ্বানকারণম্ । ১১
শম্ভুঃ কপালীতি জায়া তৎসংসর্গাদ্বিগর্হিতা ।
অতঃ শম্ভুঃ সতী চাপি নাধ্বরে মে মিলিষ্যতঃ । ১২
ইত্যনাহ্বানহেতুর্মে শ্রুতপূর্ব্বঃ পুরা মুখাৎ ।
দক্ষস্য বীরিণীং হৃষ্টাং গদতস্তস্য মন্দিরে । ১৩
এতচ্ছ্রুত্বা মম বচঃ সা বিবর্ণমুখী ক্ষিতৌ ।
উপবিষ্টা ন মাং কিঞ্চিদুক্ত্বা কোপপরায়ণা ॥ ১৪
বভূব বদনং তস্যাস্তৎক্ষণাৎ সক্রুধং হর ।
ভ্রূকুটীকুটিলং শ্যামং যথা খং ধূমকেতুনা ॥ ১৫
সা মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা স্ফোটেন মহতা ততঃ ।
প্রাণানুদসৃজত্তৈষা ভিত্ত্বা মূর্দ্ধানমাত্মনঃ ॥ ১৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা বিজয়ায়া বৃষধ্বজঃ ।
অতীব কোপাদুত্তস্থৌ দিধক্ষুরিব পাবকঃ ।
তস্য কোপপরীতস্য কর্ণনাসাক্ষিবক্ত্রতঃ ।
ঘোরা জ্বলন্ত্যঃ কণিকাঃ সৃজন্ত্যোঽহর্মহারবম্ ।
উল্কা বিনিঃসৃতা বহ্ব্যঃ কল্পান্তাগ্নিসমবর্চ্চসঃ ॥ ১৭

দক্ষ, সে যজ্ঞে যাহাকে আহ্বান করেন নাই এমন প্রাণী ত্রিভুবন খুঁজিলেও পাওয়া যায় না । ৯

সতী, পিতার এইরূপ যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে, আমার মুখে শুনিয়া তিনি তাঁহার নিজের এবং আপনার আহ্বান না হওয়ার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১০

হে ভূতনাথ ! সতীকে তাদৃশ চিন্তিত দেখিয়া আমি যেমন শুনিয়াছিলাম তদনুসারে আপনাদিগের যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না হইবার কারণ কীর্ত্তন করিলাম । ১১

আমার পিতা শুনিতে পান,—"শিব কপালী, সতী তাঁহার পত্নী, অতএব তাঁহার সংসর্গে দূষিতা ; সুতরাং জামাতা শিব বা কন্যা সতী আমার যজ্ঞে আসিবে না ।" দক্ষ নিজ গৃহে বীরিণীকে সুমিষ্টভাবে ইহা বুঝাইতেছিলেন, ইহাই নিমন্ত্রণ না হওয়ার কারণ । ১২-১৩

আমার এই কথা শ্রবণে সতী আমাকে কিছু না বলিয়া শোকাকুল-ভাবে বিবর্ণবদনে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন । ১৪

হে মহেশ্বর ! তাঁহার শ্যামবর্ণ বদনমণ্ডল তৎক্ষণাৎ ক্রোধে ভ্রুকুটীভীষণ ও ধূমকেতুর উদয়ে গগনতলের ন্যায় কঠোরভাবাপন্ন হইল । ১৫

অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল কি যেন ভাবিয়া মহাকুম্ভকে নিজ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করত প্রাণত্যাগ করিলেন । ১৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রোষ-পূর্ণ মহারুদ্রের, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখকুহর

১। প্রবৃত্তং তং—ইতি পাঠান্তরম্ ।
২। চিন্তয়ন্ত্যাহং তাং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

অথ তত্র জগামাশু দক্ষো যত্র মহাতপাঃ ।
যজ্ঞকর্ম্মে হরো গত্বা যজ্ঞবাটাদ্বহিঃস্থিতঃ ॥ ১৮
তং যজ্ঞং দদৃশে ভর্গঃ কোপেন মহতাবৃতঃ ।
মহাধনসমাপন্নং পাত্রৌঘর্ত্বাদিভির্বৃতম্ ॥ ১৯
হুতাজ্যাহুতিসংযুক্তং দীপ্তবহ্নিবিরাজিতম্ ।
যথাস্থানস্থিতান্ সর্ব্বান্ দিক্‌পালান্ সাস্ত্রধ্বজান্ ॥ ২০
বিধাতারং তথা বিষ্ণুং যজ্ঞমধ্যে ব্যবস্থিতম্ ।
দদর্শ কুপিতঃ শম্ভুস্তান্ দৃষ্ট্বাতীব কোপিতঃ ॥ ২১
ভগং সূর্য্যং তথা সোমং ভার্য্যাভিঃ সহ সংবৃতম্ ।
সহস্রাক্ষং গৌতমঞ্চ পূর্ব্বে ভাগে ব্যবস্থিতম্ ॥ ২২
সনৎকুমারমাত্রেয়ং ভার্গবং বিনতাসুতম্ ।
মরুদ্‌গণাংস্তথা সাধ্যানাগ্নেয়্যং জাতবেদসম্ ॥ ২৩
কালং স চিত্রগুপ্তঞ্চ কুণ্ডযোনিং সমানবম্ ।
বিশ্বেদেবাংস্তথা সর্ব্বান্ কব্যবাহাদিকান্ পিতৄন্ । ২৪
অগ্নিষ্বাত্তাদিকান্ সর্ব্বান্ ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধম্ ।
ভৌমং প্রেতগণান্ সিদ্ধান্ দক্ষিণাশাং ব্যবস্থিতান্ । ২৫
রক্ষাংসি চ পিশাচাংশ্চ ভূতানি মৃগপক্ষিণঃ ।
ক্রব্যাদান্ ধূম্রবসূংশ্চ তথা পুণ্যজনেশ্বরম্ । ২৬
মহর্ষিং মৌদ্‌গলং রাহুং নৈর্ঋত্যাং কিন্নরাংস্তথা ।
মহোরগাংস্তথা নক্রান্ মৎস্যান্ গ্রাহাংশ্চ কচ্ছপান্ ।
সমুদ্রান্ সপ্তসিন্ধূংশ্চ নদাংস্তীর্থানি গুহকান্ । ২৭

হইতে অগ্নিকণোদ্‌গারী প্রলয়-সূর্য্য-সন্নিভ ভৈরবনামা মহত্তর ভয়াবহ গণও উহা নির্গত হইতে লাগিল । ১৭

অনন্তর, মহাতপা দক্ষ, যথায় যজ্ঞ করিতেছিলেন,—রুদ্রদেব, তথায় গমন করিয়া যজ্ঞস্থানের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন । ১৮

কপর্দ্দী মহাকোপে, বহুমূল্য-পাত্র-শোভিত ঋত্বাদি-পরিবৃত সেই যজ্ঞ দর্শন করিলেন । ১৯

দেখিলেন, আজ্য-হোম-প্রদীপ্ত হুতাশন চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত, অস্ত্রধ্বজ সহ দিক্‌পালগণ সকলেই যথাস্থানে অবস্থিত, বিধাতা এবং বিষ্ণু যজ্ঞস্থলের মধ্যস্থানে,—রোষাবিষ্ট ধূর্জ্জটি ইহা দেখিয়া দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইলেন । ২০-২১

ইন্দ্র, ভগ, সূর্য্য, ভার্য্যাগণপরিবৃত চন্দ্র এবং মহর্ষি গৌতম, ইঁহাদিগকে পূর্ব্বভাগে অবস্থিত দেখিলেন । ২২

অগ্নি, মরুদ্‌গণ, সাধ্যগণ, গরুড়, সনৎকুমার, আত্রেয় এবং ভার্গব,—ইঁহাদিগকে অগ্নিকোণে অবস্থিত দেখিলেন । ২৩

যম, চিত্রগুপ্ত, বিশ্বদেব, অগ্নিষ্বাত্তাদি ও কব্যবাহাদি সমস্ত পিতৃগণ, চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহ, মঙ্গলগ্রহ, সিদ্ধ, প্রেত, মহর্ষি, অগস্ত্য এবং মানব,—ইঁহাদিগকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দেখিলেন । ২৪-২৫

নৈর্ঋতরাজ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, মাংসাশী পশু-পক্ষি, ধূম্রজ, কিন্নর, মহর্ষি মৌদ্‌গল এবং রাহু, ইঁহাদিগকে নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত দেখিলেন । সানুচর, বরুণ, কামদেব, বলভ, অনিরুদ্ধ, তক্ষক, মহাসর্প, গ্রাহ, নক্র, মৎস্য,

মানসাদি হ্রদান্ সর্ব্বান্ গঙ্গাজম্বুনদাংস্তথা ।
কামং মধুং বসন্তঞ্চ বরুণঞ্চ সহানুগম্ ॥ ২৮
শনৈশ্চরং গিরীন্ সর্ব্বান্ পশ্চিমাশাব্যবস্থিতান্ ॥ ২৯
প্রাণাদিপঞ্চবায়ুংশ্চ সগণঞ্চ সমীরণম্ ।
কল্পদ্রুমান্ হিমাদ্রিঞ্চ কশ্যপঞ্চ মহামুনিম্ ॥ ৩০
বায়ব্যাং কমলারাশিং ফলানি চ কলানিধিম্ ।
নানারত্নানি হৈমানি মনুষ্যান্ পর্ব্বতাংস্তথা ॥ ৩১
হিমাদ্রিমুখ্যা যক্ষাশ্চ স্থূণাকর্ণাদয়ো শুভাঃ ।
নলকুবরেণ সহিতো যক্ষরাজনরবাহনঃ ॥ ৩২
ধ্রুবো ধরশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোঽনলঃ ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ কৌবের্য্যাং সংস্থিতানিমান্ ॥ ৩৩
বৃষধ্বজং বিনা সর্ব্বান্ রুদ্রান্ বীজং মনূংস্তথা ।
বিবিধান্ বাহুজান্ বৈশ্যাঞ্ছূদ্রানপি সমন্ততঃ ॥ ৩৪
ঐশান্যাং বিবিধান্নানি ব্রীহীনপি তিলা অপি ।
ঐশানীপূর্ব্বয়োর্মধ্যে ব্রহ্মর্ষীন্ সংশিতব্রতান্ ॥ ৩৫
মহর্ষীংশ্চতুরো বেদান্ বেদাঙ্গানি তথৈব ষট্ ।
নৈর্ঋত্যপশ্চিমামধ্যমনন্তং শ্বেতপর্ব্বতম্ ॥ ৩৬
কাদ্রবেয়সহস্রেণ সহিতা সপ্তভোগিনঃ ।
কেতুং তত্রৈব কুষ্মাণ্ডং ডাকিনীগণসংযুতম্ ॥ ৩৭
তথা জলধরানন্যান্নানাবর্ণান্ সবিদ্যুতান্ ।
দিগ্‌গজানপি তত্রস্থানৈরাবতমুখান্ হরঃ ।
যথাস্থানস্থিতান্ সর্ব্বান্ দিক্‌করিণ্যা চ সংযুতান্ ॥ ৩৮
তমেবং দূরতো দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং মহাধনম্ ।
বীরভদ্রাহ্বয়ং তূর্ণং প্রেষয়ামাস তং প্রতি ॥ ৩৯

কচ্ছপ, সপ্তসমুদ্র, নদ-নদী, তীর্থ, মানসাদি সমুদয় হ্রদ, গঙ্গা, জম্বুনদী এবং কাম, মধু, বসন্ত, অনুচরের সহিত বরুণ, শনৈশ্চর ও সমস্ত পর্ব্বত—ইঁহাদিগকে পশ্চিমদিকে অবস্থিত দেখিলেন। ২৬-২৯

সানুচর বায়ু, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, কল্পবৃক্ষ, হিমালয় এবং মহর্ষি কশ্যপ ইঁহা-দিগকে বায়ুকোণে অবস্থিত দেখিলেন। ৩০

নলকুবরসহ যক্ষরাজ কুবের, স্থূলকর্ণাদি সুপণ্ডিত যক্ষ, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত, কমলবৃন্দ, বহুতর ফল, চতুঃষষ্টিকলা পদ্মাদিনিধি, বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ, মনুষ্য, ধ্রুব ধর, সোম, বিষ্ণু, অগ্নি, বায়ু, প্রত্যূষ এবং প্রভাত—ইঁহাদিগকে উত্তরদিকে অবস্থিত দেখিলেন। ৩১-৩৩

বৃষধ্বজ ব্যতীত সকল রুদ্র, বীজ, মন্ত্র, বিবিধ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, বিবিধ অন্ন, ব্রীহি এবং তিল—এতৎসমুদায়কে ঈশানকোণে অবস্থিত দেখিলেন। ঈশান-কোণে পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থলে কঠোর ব্রতচারী ব্রহ্মর্ষি দেখিলেন। ৩৪-৩৫

মহর্ষি, চারিবেদ ও ছয় বেদাঙ্গ দেখিলেন। শিব নৈর্ঋত কোণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যস্থলে শ্বেতপর্ব্বত, সহস্রনাগ-পরিবৃত অনন্ত, কুষ্মাণ্ড, ডাকিনীগণ-বেষ্টিত সপ্তভোগী কেতু, সৌদামিনী-বিজড়িত নানাবর্ণ জলদাবলী এবং করিণী সহিত ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজবৃন্দ রহিয়াছে দেখিলেন। ৩৬-৩৮

বীরভদ্রোঽপি বহুভিঃ সংবৃতো বিবিধৈর্গণৈঃ ।
ব্যধ্বংসয়ত্ততো যজ্ঞং দক্ষস্য সুমহাত্মনঃ ॥ ৪০
বিকুর্ব্বন্তং মহাযজ্ঞং বীরভদ্রং সমীক্ষ্য বৈ ।
বারয়ামাস বৈকুণ্ঠঃ সর্ব্বদেবগণাবৃতঃ ॥ ৪১
তং বার্য্যমাণং দৃষ্ট্বৈব ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
স্বয়ং বিবেশ তং যজ্ঞং ধ্বংসয়ামাস চেশ্বরঃ ॥ ৪২
বিশন্তমেব তং যজ্ঞে প্রথমং পুরতো ভগঃ ।
বাহূ বিতত্য ভূতেশমাসসাদ ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪৩
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য ভর্গোঽপি ভৃশরোষিতঃ ।
অঙ্গুল্যগ্রপ্রহারেণ তস্য নেত্রে জঘান হ ॥ ৪৪
হীননেত্রং ভগং দৃষ্ট্বা বিরূপাক্ষং দিবাকরঃ ।
স্পর্দ্ধমানস্ততঃ শর্ব্বমাসসাদ ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪৫
ততঃ সূর্য্যং মহাদেবঃ পাণৌ ধৃত্বা করেণ চ ।
দূরীকৃত্যাতিকুপিতো যজ্ঞমেবাভ্যধাবত ॥ ৪৬
মার্ত্তণ্ডশ্চ হসন্ বেগাদ্বিতত্য বিপুলৌ ভুজৌ ।
এহি যোৎস্যে ত্বয়েত্যুক্ত্বা তমগ্রে প্রত্যবারয়ৎ ॥ ৪৭
হসতস্তস্য সূর্য্যস্য ক্রোধেন বৃষভধ্বজঃ ।
দন্তান্ করপ্রহারেণ পাতয়ামাস বক্ত্রতঃ ॥ ৪৮

মহারুদ্র দূর হইতে সেই মহাসমৃদ্ধিসমুজ্জ্বল যজ্ঞস্থান অবলোকন করিয়া সত্বর বীরভদ্রকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ৩৯

অনন্তর, বীরভদ্র, বহু-গণ-পরিবৃত হইয়া মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞ-ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪০

বীরভদ্র যজ্ঞ ধ্বংস করিতেছেন দেখিয়া সর্ব্বদেবগণ-পরিবৃত বিষ্ণু তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ৪১

বীরভদ্র নিবারিত হইতেছেন দেখিয়া মহেশ্বর, রোষ-রক্ত-নয়নে স্বয়ং যজ্ঞ-স্থানে প্রবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞধ্বংস করিতে লাগিলেন। ৪২

তাঁহাকে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রথমেই ভগ * (সূর্য্যবিশেষ) ত্বরা সহকারে বাহুযুগল বিস্তৃত করিয়া রুদ্রদেবের সম্মুখীন হইলেন। ৪৩

তখন বৃষধ্বজও তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ প্রহারে তাঁহার নয়নযুগল বিনষ্ট করিয়া দিলেন। ৪৪

অনন্তর, দিবাকর (আর একজন সূর্য্য) † ভগসূর্য্যকে নেত্রহীন দেখিয়া স্পর্দ্ধা-সহকারে সত্বর বিরূপাক্ষ রুদ্রদেবের সম্মুখীন হইলেন। ৪৫

অনন্তর, মহাদেব নিজ হস্তদ্বারা সেই সূর্য্যের হস্তধারণপূর্ব্বক দূর করিয়া দিয়া অতিরোষভরে যজ্ঞাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৪৬

তৎপরে মার্ত্তণ্ড বিশাল ভুজযুগল বিস্তার করিয়া হাস্য করত আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—এস আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব ; বলিয়াই তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ৪৭

---

* ভৃগু (মুনিবিশেষ) পুস্তকান্তরের পাঠ।
† সূর্য্য দ্বাদশটি।

বিদন্তং মিহিরং দৃষ্ট্বা হীননেত্রং ভগং তথা ।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যে চান্যে তত্র দুদ্রুবুঃ ॥ ৪৯
বিদ্রাব্য সর্ব্বান্ দেবাদীন্ হরঃ পরমকোপনঃ ।
মৃগরূপেণাপযান্তং যজ্ঞমেবান্বপদ্যত ॥ ৫০
যজ্ঞোঽপ্যাকাশমার্গেণ ব্রহ্মস্থানং বিবেশ হ ।
বৃষধ্বজোঽপি কুপিতো ব্রহ্মস্থানং জগাম হ ॥ ৫১
ব্রহ্মণঃ সদনাদ্ যজ্ঞো ভীতো ভর্গাদবাতরৎ ।
অবতীর্য্য সতীদেহং প্রবিবেশ স্বমায়য়া ॥ ৫২
ভর্গোঽপি দক্ষদুহিতুর্ম্মৃতায়া নিকটং গতঃ ।
অপশ্যচ্চ তদা যজ্ঞং দদর্শ চ সতীশবম্ ॥ ৫৩
মৃতাং দৃষ্ট্বা তদা দেবীং হরো দাক্ষায়ণীং সতীম্ ।
বিস্মৃত্য যজ্ঞং তৎপ্রান্তে স্থিতো বাঢ়ং শুশোচ তাম্ ॥ ৫৪

বহুবিধগুণবৃন্দং চিন্তয়ন্ শূলপাণি-
র্ললিতদশনপংক্তিং বক্ত্রমব্জপ্রকাশম্ ।
অরুণদশনবস্ত্রং ভ্রূযুগং বীক্ষ্য তস্যাঃ
খরতরপৃথুশোকব্যাকুলোঽসৌ রুরোদ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

মার্ত্তণ্ড হাস্য করিতেছিলেন—সময় বুঝিয়া বৃষধ্বজ অতিশয় কোপাবেশে চপেটাঘাত দ্বারা তাঁহার মুখ হইতে দন্তপংক্তি নিপাতিত করিলেন। ৪৮

যে যে দেবতা ও ঋষি তথায় ছিলেন, মার্ত্তণ্ডকে দন্তহীন এবং ভগসূর্য্যকে নেত্রহীন দেখিয়া তাঁহারা সকলেই পলায়ন-পর হইলেন। ৪৯

মহাদেব অত্যন্ত ক্রোধে সমুদায় দেবাদিকে তাড়াইয়া দিয়া মৃগরূপে পলায়ন-পর যজ্ঞের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ৫০

যজ্ঞ, আকাশ পথে ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হইলেন ; ক্রুদ্ধ বৃষধ্বজও তথায় প্রবেশ করিলেন। ৫১

রুদ্র-ভীত যজ্ঞ, ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিজ মায়াবলে সতী-শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৫২

তখন যজ্ঞানুগামী রুদ্র, মৃত সতীর সমীপে গিয়া তাঁহার মৃত-শরীর দেখিতে পাইলেন। ৫৩

তখন, মহাদেব, দক্ষ-দুহিতা সতীকে মৃত দেখিয়া যজ্ঞের কথা ভুলিয়া গেলেন ; শবদেহের পার্শ্বে বসিয়া সতীর জন্য অত্যন্ত শোক করিতে লাগিলেন। ৫৪

শূলপাণি, সতীদেবীর বহুবিধ গুণাবলী চিন্তা করিয়া তাঁহার দশন-পংক্তি-শোভিত কমলসন্নিভ মুখমণ্ডল, অরুণাক্ত-বসন ও ভ্রূযুগল দর্শন করিয়া অত্যন্ত শোকে ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। ৫৫

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

দাক্ষায়ণীগুণগণান্ গণয়ন্ গোরবস্তদা[1] ।
বিললাপাতিদুঃখার্ত্তো মনুষ্যঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ১
বিলপন্তং তদা ভর্গং বিজ্ঞায় মকরধ্বজঃ ।
রতীবসন্তসহিত আসসাদ মহেশ্বরম্ ॥ ২
তং শুচাতিপরিভ্রষ্টং যুগপৎ স রতিপতিঃ ।
জঘান পঞ্চভির্বাণৈ রুদন্তং ভ্রষ্টচেতনম্ ॥ ৩
শোকাভিহতচিত্তোঽপি স্মরবাণসমাকুলঃ ।
সঙ্কীর্ণভাবমাপন্নঃ শুশোচ মুমোহ চ ॥ ৪
ক্ষণং ভূমৌ নিপততি ক্ষণমুত্থায় ধাবতি ।
ক্ষণং ভ্রমতি তত্রৈব নিমীলতি বিভুঃ পুনঃ ॥ ৫
ধ্যায়ন্ দাক্ষায়ণীং দেবীং হসমানঃ কদাচন ।
পরিষ্বজতি ভূমিষ্ঠাং রসভাবৈরিব স্থিতাম্ ॥ ৬
সতী সতীতি সততং নাম ব্যাহৃত্য শঙ্করঃ ।
মানং ত্যজ বৃথেত্যেবমুক্ত্বা স্পৃশতি পাণিনা ॥ ৭
পাণিনা পরিমার্জ্জ্যানামলঙ্কারান্ যথাস্থিতান্ ।
তস্যা বিমুচ্য চ পুনস্তত্রৈবানুযুযোজ চ ॥ ৮
এবং কুর্ব্বতি ভূতেশে মৃতা নোবাচ কিঞ্চন ।
যদা সতী তদা ভর্গঃ শোকাদুচ্চৈঃ রুরোদ হ ॥ ৯

শিবস্তব।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন, বৃষধ্বজ, দক্ষ-নন্দিনীর গুণাবলী গণনা করত, দুঃখার্ত্ত হইয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১

মহাদেব, বিলাপ করিতেছেন জানিয়া, কাম, রতি বসন্ত-সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। ২

মহাদেব শোকাকুল হইলেও দুষ্ট রতিপতি, ভ্রষ্টচিত্ত রোরুদ্যমান সেই দেব-দেবকে একেবারে পঞ্চশর প্রহার করিলেন। ৩

শিব, শোকোপহত-চিত্ত হইলেও কাম-বাণে আকুল হইয়া মিশ্র ভাব প্রাপ্তি বশতঃ শোক করিতেও লাগিলেন, মুগ্ধ হইতেও লাগিলেন। ৪

প্রভু শিব, তখন কখন ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন, কখন উঠিয়া দৌড়িতে থাকিলেন, কখন সেইখানেই ঘুরিতে লাগিলেন, কখন বা দাক্ষায়ণী দেবীকে স্মরণ করত নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, কখন বা তিনি ভূতলবিলুণ্ঠিত মৃত সতীকে রসভাবাবেশে অবস্থিত ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ৫-৬

শঙ্কর, বারংবার "সতী সতী" নাম উচ্চারণপূর্ব্বক "বৃথা মান ত্যাগ কর" বলিয়া গা ঠেলিতে লাগিলেন। ৭

সতীর গাত্র হস্তদ্বারা পরিষ্কার করিয়া শরীরের যথাস্থানে অবস্থিত অলঙ্কার-গুলিকে উন্মোচনপূর্ব্বক পুনরায় সেই সেই স্থানে পরাইয়া দিলেন। ৮

১। গোরবকণ্ঠগা ইতি পাঠান্তরম্।

রুদতস্তস্য পততো বাষ্পান্ বীক্ষ্য তদা সুরাঃ।
ব্রহ্মাদয়ঃ পরাং চিন্তাং জগ্মুঃ শিষ্টাপরায়ণাঃ॥ ১০
বাষ্পাঃ পতন্তো ভূমৌ চেদ্দহেয়ুঃ পৃথিবীমিমাম্।
উপায়স্তত্র কঃ কার্য্য ইতি হাহেতি চুক্রুশুঃ॥ ১১
ততো বিমৃশ্য তে দেবা ব্রহ্মাদ্যাস্তু শনৈশ্চরম্।
তুষ্টুবুর্ভূতভর্গস্য বাষ্পধারণকারণাৎ॥ ১২

দেবা ঊচুঃ—

শনৈশ্চর মহাভাগ লোকানুগ্রহকারক।
মূলশক্তিসমুদ্ভূত নমস্তে সূর্য্যসম্ভব॥ ১৩
নমস্তে শূলহস্তায় পাশহস্তায় ধন্বিনে।
তথা বরদহস্তায় নমশ্ছায়াত্মজায় তে॥ ১৪
নীলমেঘ-প্রতীকাশ ভিন্নাঞ্জনচয়োপম।
নমস্তে সর্ব্বলোকানাং প্রাণধারণহেতবে॥ ১৫
গৃধ্রধ্বজ নমস্তেঽস্তু প্রসীদ ভগবন্ ধ্রুবম্।
বাষ্পেভ্যঃ শোকজেভ্যশ্চ পাহি ভর্গস্য নঃ ক্ষিতিম্॥ ১৬
যথা পুরা শতং বর্ষানম্বুজগ্রাহ বর্ষণম্।
ভবানেব তু মেঘেভ্যস্তথা কুরু হরাম্বুনি॥ ১৭
তব চাপাং গ্রহং[১] দৃষ্ট্বা মেঘাস্তে পুষ্করাদয়ঃ।
মুমুচুঃ সততং বর্ষং মহেশস্য কিলাজ্ঞয়া॥ ১৮

ভূতনাথ, এইরূপ করিতে থাকিলেও মৃত সতী যখন কিছুই বলিলেন না, তখন মহাদেব, শোকাবেগে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। ৯

রোদনপরায়ণ মহাদেবের নয়নজল পতিত হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। ১০

শিবের নয়নজল যদি ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইলে এই ভূমণ্ডল দগ্ধ করিয়া ফেলিবে ; এখন এ বিষয়ে কি উপায় করা যায়, এইরূপ চিন্তাবিষ্ট দেবগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। ১১

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ বিবেচনা করিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত মহাদেবের নয়নজল নিবারণের জন্য শনিকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১২

দেবতারা বলিলেন,—হে ত্রিলোকানুগ্রহ-কারক মহাভাগ শনৈশ্চর! হে মূলশক্তি-সম্ভূত সূর্য্য-পুত্র! তোমাকে নমস্কার। ১৩

শূল, পাশ, শরাসন এবং বর—তোমার হস্তে বিরাজমান ; তুমি ছায়া-গর্ভ-সম্ভূত ; তোমাকে নমস্কার। ১৪

হে নীল-জলদশ্যামল! হে দলিতাঞ্জন-পুঞ্জ-সন্নিভ! তুমি সকল প্রাণীরই প্রাণ ধারণের হেতু ; তোমাকে নমস্কার ১৫

হে গৃধ্রধ্বজ! তোমাকে নমস্কার ; ভগবন্! সুপ্রসন্ন হও ; শিবের শোক-সম্ভূত নয়নজল হইতে পৃথিবীকে রক্ষা কর। ১৬

যেমন তুমি পূর্ব্বে একশতবর্ষ—মেঘের জল গ্রহণ করিয়া অনাবৃষ্টি করিয়াছিলে, সেইরূপ শিবের নয়নজলও গ্রহণ কর। ১৭

১। তবাপোগ্রহণং—ইতি পাঠান্তরম্।

আকাশ এব যর্বাস্তত্তৎসর্ব্বং ভবতা পুরা
বিনাশিতং যথা বাষ্পং তথা নাশয় শূলিনঃ ॥ ১৯
ন ত্বামৃতেঽন্যঃ শক্তোঽস্তি হরবাষ্পনিবারণে । ২০
দহেৎ সদেবগন্ধর্ব্বব্রহ্মলোকান্ সপর্ব্বতান্ ।
পৃথিবীং পতিতস্তো বাষ্পস্তম্মাদ্ধারয় মায়য়া ॥ ২১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যেবমুচ্যমানেষু দেবেষু মিহিরাত্মজঃ ।
প্রত্যুবাচ স তান্ দেবান্নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ২৩

শনৈশ্চর উবাচ—

করিষ্যে ভবতাং কর্ম্ম যথাশক্তি সুরোত্তমাঃ ।
তথা কিন্তু বিদধ্বং[১] হি ন মাং বেত্তি যথা হরঃ ॥ ২৩
দুঃখশোকাকুলস্যাস্য সমীপে বাষ্পধারিণঃ ।
কোপান্নশ্যেচ্ছরীরং মে নিয়তং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪
তস্মাদ্ যথা মাং ভূতেশো ন জানাতি সতীপতিঃ ।
তথা কুরুধ্বং নেত্রেভ্যো হরলোচনধারিণম্ ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তে সর্ব্বে শঙ্করান্তিকম্ ।
গত্বা হরং সম্মুমুহুঃ সাংসার্য্যা যোগমায়য়া ॥ ২৬
শনৈশ্চরোঽপি ভূতেশমাসাদ্যান্তর্হিতস্তদা ।
বাষ্পবৃষ্টিং দুরাধর্ষামবজগ্রাহ মায়য়া ॥ ২৭

তুমি জল গ্রহণ করিতেছ দেখিয়া, পুষ্করাদি মেঘদল, ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে সতত বৃষ্টি করিয়াছিল । ১৮

সেই সমস্ত বৃষ্টিজল তুমি আকাশেই বিনষ্ট করিয়াছিলে; সেইরূপ এখন শূলপাণির বাষ্প নাশ কর । ১৯

তুমি ভিন্ন শিবের নয়নজল নিবারণ করিতে পারে এমন কেহ নাই । ২০

সে অশ্রু পতিত হইলে দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, ব্রহ্মলোক এবং পর্ব্বত সহ পৃথিবী দগ্ধ করিবে; অতএব তুমি নিজ মায়াবলে ধারণ কর । ২১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—দেবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, শনৈশ্চর, অনতিহৃষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন । ২২

শনৈশ্চর বলিলেন,—হে সুরসত্তমগণ! আমি যথাশক্তি তোমাদিগের কার্য্য করিব; কিন্তু মহাদেব, যাহাতে আমাকে জানিতে না পারেন, তাহা তোমাদিগকে করিতে হইবে । ২৩

আমি সমীপে থাকিয়া দুঃখশোকাকুল এই মহাদেবের নয়নজল ধারণ করিলে, তাঁহার কোপে নিশ্চয়ই আমার শরীর বিনষ্ট হইবে; এবিষয়ে সন্দেহ নাই । ২৪

আমি সমীপে থাকিয়া ভূতনাথের নয়নজল গ্রহণ করিব, কিন্তু তিনি যাহাতে আমাকে জানিতে না পারেন—তোমরা তাহা কর । ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে, শঙ্করসমীপে গমন করিয়া যোগমায়াবলে তাঁহাকে সম্মোহিত করিলেন । ২৬

---

১ । বিদধ্বং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যদা স নাশকবাষ্পান্ সন্ধারয়িতুমর্কজঃ।
তদা মহাগিরৌ ক্ষিপ্তা বাষ্পাংস্তে জলধারকে ॥ ২৮
লোকালোকস্য নিকটে জলধারাহ্বয়ো গিরিঃ।
পুষ্করদ্বীপপৃষ্ঠস্থস্তোয়সাগরপশ্চিমে ॥ ২৯
স তু সর্ব্বপ্রমাণেন মেরুপর্ব্বতসন্নিভঃ।
তস্মিন্ বিসৃষ্টবান্ বাষ্পাংস্তদাশক্তঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৩০
স পর্ব্বতোঽপি তান্ বাষ্পান্ ধর্ত্তুং ক্ষম ঈশিতুঃ।
বিদীর্ণস্তৈস্তু বাষ্পৌঘৈর্ভগ্নমধ্যোঽভবদ্ দ্রুতম্ ॥ ৩১
তে বাষ্পাঃ পর্ব্বতং ভিত্ত্বা বিবিশুস্তোয়সাগরম্।
সাগরোঽপি প্রহাতুং তান্ ন শশাক খরানতি ॥ ৩২
ততস্তু সাগরং মধ্যে ভিত্ত্বা বাষ্পাঃ সমাগতাঃ।
তোয়ধেঃ প্রাগ্ভবাং বেলাং স্পর্শমাত্রাদ্বিভেদ তাম্ ॥ ৩৩
বিভিদ্য বেলাং তে বাষ্পাঃ পুষ্করদ্বীপমধ্যগাঃ।
নদী ভূত্বা বৈতরণী পূর্ব্বসাগরগাভবৎ ॥ ৩৪
জলধারস্য ভেদেন সংসর্গাৎ সাগরস্য চ।
অবাপ্য সৌম্যতাং কিঞ্চিদ্বাষ্পাস্তে নাভিদন্ ক্ষিতিম্ ॥ ৩৫
বৈবস্বতপুরদ্বারে যোজনদ্বয়বিস্তৃতা।
অদ্যাপি তিষ্ঠত্যপগা হরলোচনসম্ভবা ॥ ৩৬
অথ শোকবিমূঢ়াত্মা বিলপন্ বৃষভধ্বজঃ।
জগাম প্রাচ্যদেশাংস্তু স্কন্ধে কৃত্বা সতীশবম্ ॥ ৩৭

তখন, শনিও ভূতনাথের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার দুরাধর্ষ অশ্রুবৃষ্টি মায়াবলে গ্রহণ করিলেন। ২৭

যখন সূর্য্যপুত্র শনি তদীয় অশ্রু ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি জলধার নামক মহাগিরিতে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। ২৮

জলধারগিরি, লোকালোক পর্ব্বতের নিকটে, পুষ্কর দ্বীপের পশ্চাদ্ভাগে এবং জলসাগরের পশ্চিমে অবস্থিত। ২৯

সেই গিরি সর্ব্বতোভাবে সুমেরু-পর্ব্বত-সদৃশ। শনৈশ্চর, শিবের বাষ্পবৃষ্টি ধারণে অসমর্থ হইয়া সেই পর্ব্বতে তাহা স্থাপন করেন। ৩০

গিরিবরও ঈশ্বরের সেই অশ্রু-জলরাশি ধারণে অসমর্থ হইলেন এবং তাঁহার তেজে গিরির মধ্যভাগ অবিলম্বে বিদীর্ণ হইল। ৩১

অনন্তর, সেই নয়নাম্বু, গিরিভেদ করিয়া জলসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইল। সমুদ্রও সেই প্রখর জলরাশি ধারণে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর তাহা সাগর-মধ্য ভেদ করিয়া সাগরের পূর্ব্বকূলে সমাগত হইল। ৩২-৩৩

স্পর্শমাত্রে তাহা ভেদ করিয়া ফেলিল। সেই পুষ্করদ্বীপ-মধ্য-গত অশ্রুজল বৈতরণী নদী হইয়া পূর্ব্বসাগর-মুখে গমন করিল। ৩৪

সেই নয়নজল, জলধার গিরি ভেদ এবং সাগরসংসর্গ-বশতঃ কিঞ্চিৎ সৌম্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবী ভেদ করিতে পারে নাই। ৩৫

শিবের নয়ন-জল-সম্ভূতা সেই নদীর বিস্তার দুই যোজন, তাহা যম-পুর-দ্বারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনন্তর শোক-বিমূঢ়-চিত্ত বৃষধ্বজ, সতীর শবদেহ স্কন্ধে করিয়া বিলাপ করত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৬-৩৭

উন্মত্তবদ্ভ্রমন্তোঽস্য দৃষ্ট্বা ভাবং দিবৌকসঃ।
ব্রহ্মাদ্যাশ্চিন্তয়ামাসুঃ শবভ্রংশনকর্ম্মণি ॥ ৩৮
হরগাত্রস্য সংস্পর্শাচ্ছবো নায়ং বিশীর্ণতাম্।
গমিষ্যতি কথং ত্বস্মাদ্ ভ্রংশো ভবিষ্যতি ॥ ৩৯
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তস্তে ব্রহ্মবিষ্ণুশনৈশ্চরাঃ।
সতীশবান্তর্বিবিশুরদৃশ্যা যোগমায়য়া ॥ ৪০
প্রবিশ্যাথ শবং দেবাঃ খণ্ডশস্তে সতীশবম্।
ভূতলে পাতয়ামাসুঃ স্থানে স্থানে বিশেষতঃ ॥ ৪১
দেবীকূটে পাদযুগ্মং প্রথমং ন্যপতৎ ক্ষিতৌ।
উড্ডীয়ানে চোরুযুগ্মং দ্বিতীয়মপতৎ ততঃ ॥ ৪২
কামরূপে কামগিরৌ ন্যপতদ্ যোনিমণ্ডলম্।
তত্রৈব ন্যপতদ্ভূমৌ পূর্ব্বতো[1] নাভিমণ্ডলম্ ॥ ৪৩
জালন্ধরে স্তনযুগং স্বর্ণহারবিভূষিতম্।
অংসগ্রীবং পূর্ণগিরৌ কামরূপাত্ততঃ শিরঃ ॥ ৪৪
যাবদ্দূরং গতো ভর্গঃ সমাদায় সতীশবম্।
প্রাচ্যেষু বাহ্লিকো দেশস্তাবদেব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৫
অন্যে শরীরাবয়বা লবশঃ খণ্ডিতাঃ সুরৈঃ।
আকাশগঙ্গামগমন্ পবনেন সমীরিতাঃ ॥ ৪৬
যত্র যত্রাপতন্ সত্যাস্তদা পাদাদয়ো দ্বিজাঃ।
তত্র তত্র মহাদেবঃ স্বয়ং লিঙ্গস্বরূপধৃক্।
তস্থৌ মোহসমাযুক্তঃ সতীস্নেহবশানুগঃ ॥ ৪৭

গমন-পরায়ণ মহাদেবের উন্মত্তের ন্যায় ভাব দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, সতীর শবদেহ বিচ্যুত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩৮

শিব-গাত্র-স্পর্শবশতঃ এই শবশরীর পচিয়া গলিয়াও পড়িবে না। তবে ইহা বিচ্যুত হইবে কিরূপে? ৩৯

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শনি, ইহা চিন্তা করত, যোগমায়াবলে অদৃশ্য হইয়া সতীর শবদেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪০

সেই দেবগণ, সতীর শব-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করত পুণ্যতীর্থ করিবার উদ্দেশে ভূতলের স্থানে স্থানে ফেলিয়া দিলেন। ৪১

প্রথমে পৃথিবীতে দেবীকূটনামক স্থানে সতীর পদযুগল নিপতিত হইল। অনন্তরের দ্বিতের জন্য উড্ডীয়ান-নামক স্থানে তাঁহার উরুযুগল পতিত হইল। ৪২

কামপর্ব্বতের কামরূপে তাঁহার যোনিমণ্ডল পড়িল। সেই স্থানেই পূর্ব্ব-ভাগে নাভিমণ্ডল পড়িল। সুবর্ণ-হার শোভিত স্তনযুগল জলন্ধরে পড়িল। স্কন্ধ ও গ্রীবা পূর্ণগিরিতে, আর মস্তক কামরূপের শেষভাগে পড়িল। ৪৩-৪৪

মহাদেব, সতীর শবদেহ লইয়া যতদূর গমন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বদেশের মধ্যে ততদূর পর্য্যন্তই বাহ্লিক দেশ বলিয়া কথিত। ৪৫

সতী-শরীরের অন্য অবয়বসকল দেবগণকর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডিত হইয়া পবনবেগে আকাশ-গঙ্গাতে গমন করিল। ৪৬

১। পর্ব্বতে ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শনিশ্চাপি সর্ব্বে দেবগণাস্তথা।
পূজয়াঞ্চক্রিরেীশস্ত প্রীত্যা সত্যাঃ পদাদিকম্॥ ৪৮
দেবীকূটে মহাদেবী মহাভাগেতি গীয়তে।
সতীপাদযুগে লীনা যোগনিদ্রা জগৎপ্রভুঃ[1]॥ ৪৯
কাত্যায়নী চোড্ডীয়ানে কামাখ্যা কামরূপিণী।
পূর্ণেশ্বরী পূর্ণগিরৌ চণ্ডী জালন্ধরে গিরৌ[2]॥ ৫০
পূর্ব্বান্তে কামরূপস্য দেবী দিক্করবাসিনী।
তথা ললিতকান্তেতি যোগনিদ্রা প্রগীয়তে॥ ৫১
যত্রৈব পতিতং সত্যাঃ শিরস্তত্র বৃষধ্বজঃ।
উপবিষ্টঃ শিরো বীক্ষ্য শ্বসঞ্ছোকপরায়ণঃ॥ ৫২
উপবিষ্টে হরে তত্র ব্রহ্মাদ্যাস্তে দিবৌকসঃ।
সমীপমগমংস্তস্য দূরতঃ সান্ত্বয়ন্ হরম্॥ ৫৩
দেবানাগচ্ছতো দৃষ্ট্বা শোকলজ্জাসমন্বিতঃ।
গত্বা শিলাত্বং তত্রৈব লিঙ্গত্বং গতবান্ হরঃ॥ ৫৪
হরে শিলত্বমাপন্নে ব্রহ্মাদ্যাস্তু দিবৌকসঃ।
তুষ্টুবুস্ত্র্যম্বকং তত্র লিঙ্গরূপং জগদ্গুরুম্॥ ৫৫

দেবা ঊচুঃ—

মহাদেবং শিবং স্থাণুমুগ্রং রুদ্রং বৃষধ্বজম্।
শ্মশানবাসিনং ভর্গং সর্ব্বান্তকরণং পরম্॥ ৫৬

হে দ্বিজগণ! তখন যেখানে যেখানে সতীর পদাদি অঙ্গ পতিত হইল, তথায় তথায় মহাদেব, সতী-স্নেহ-বশে বিমূঢ় হইয়া স্বয়ং লিঙ্গরূপে অবস্থিত হইলেন। ৪৭

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শনি এবং অন্যান্য সকল দেবগণই প্রীতি সহকারে সতীর পাদাদি অঙ্গ পূজা করিলেন। ৪৮

দেবীকূটে সতীর পদযুগে অধিষ্ঠিত জগদম্বা মহাদেবী যোগনিদ্রা "মহাভাগা" নামে অভিহিত। উড্ডীয়ানে কাত্যায়নী, কামরূপে কামাখ্যা, পূর্ণগিরিতে পূর্ণেশ্বরী এবং জালন্ধরে "চণ্ডী" বলিয়া কথিত। ৪৯-৫০

কামরূপের পূর্ব্বভাগে অবয়বাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম "দিক্কর-বাসিনী" আর শেষভাগে অঙ্গাধিষ্ঠাত্রী যোগনিদ্রার নাম "ললিতকান্তা"। ৫১

যেখানে সতীর মস্তক নিপতিত হয়, তথায় বৃষধ্বজ, তদীয় মস্তক দর্শনে অত্যন্ত শোকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত উপবিষ্ট হইলেন। ৫২

শিব তথায় উপবিষ্ট হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ দূর হইতেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করত তদীয় নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৫৩

শিব দেবগণকে আসিতে দেখিয়া শোকে ও লজ্জাতে তথায় প্রস্তর হইয়া লিঙ্গমূর্ত্তি হইলেন। ৫৪

মহেশ্বর, লিঙ্গরূপী হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ, তথায় লিঙ্গরূপী জগৎ-প্রভু ত্রিলোচনকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৫

দেবতারা বলিতে লাগিলেন,—তুমি মহাদেব, শিব, রুদ্র, উগ্র, স্থাণু, বৃষধ্বজ; তুমি শ্মশানবাসী, সৃষ্টিসংহারকারী পরাৎপর শঙ্কর। ৫৬

১। জগৎ-প্রভুঃ। ২। শুভা ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বাং নমামো বয়ং ভক্ত্যা শঙ্করং নীললোহিতম্ ।
গিরীশং বরদং দেবং ভূতভাবনমব্যয়ম্ ॥ ৫৭
অনাদিমধ্যসংসারযোগবিদ্যায় শম্ভবে ।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৫৮
জটিলায় গিরিশায় বিদ্যাশক্তিধরায় তে ।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৫৯
জ্ঞানামৃতান্তসম্পূর্ণশুদ্ধদেহান্তরায় চ ।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬০
আদিমধ্যান্তভূতায় স্বভাবানলদীপ্তয়ে ।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬১
প্রলয়ার্ণবসংস্থায় প্রলয়স্থিতিহেতবে ।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬২
যঃ পরেভ্যঃ পরস্তস্মাৎ পরায় পরমাত্মনে ।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬৩
জ্বালামালাবৃতাঙ্গায় নমস্তে বহ্নিরূপিণে ।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬৪
ওঁ নমঃ পরমার্থায় জ্ঞানদীপায় বেধসে ।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬৫
নমো দাক্ষায়ণীকান্ত মৃড শর্ব্ব মহেশ্বর ।
নমস্তে সর্ব্বভূতেশ প্রসীদ ভগবচ্ছিব ॥ ৬৬

নীললোহিত ভর্গ ; তুমি দেব । ভূত-ভাবন, অব্যয়, বরদ, গিরিশ ; আমরা ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করি । ৫৭

যাহার মূল-প্রকৃতি-সহ সংসার অনাদি ; সেই যোগবেত্ত লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শম্ভু শিবকে নমস্কার । ৫৮

তুমি জটাজূটধারী বিদ্যা-শক্তি সম্পন্ন গিরিশ ; তুমি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিব তোমাকে নমস্কার । ৫৯

তোমার অন্তরে জ্ঞানামৃত, তাহাতে তোমার দেহ এবং মন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ; তুমি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিব ; তোমাকে নমস্কার । ৬০

জগতের আদি-মধ্য-অন্তস্বরূপ স্বভাবতঃ অনল-সদৃশ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার । ৬১

"প্রলয়-পয়োধি-জলে" অবস্থিত, স্থিতিসংহারকারণ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময়-শিবকে নমস্কার । ৬২

পরাৎপর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় পরমাত্মা শিবকে নমস্কার । ৬৩

জ্বালাজাল-সংবৃতাঙ্গ, জ্বলন্ত অনলস্বরূপ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার । ৬৪

জ্ঞানদীপ বিধাতা প্রণব-বাচ্য পরম পদার্থকে নমস্কার । লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার । ৬৫

দাক্ষায়ণীপতে ! মৃড ! হে শর্ব্ব ! হে মহেশ্বর ! তোমাকে নমস্কার ; হে ভগবন্ ! সর্ব্বভূতেশ ! শিব ! প্রসন্ন হও ! ৬৬

সশোকে ত্বয়ি লোকেশে চেষ্টমানে মহেশ্বর।
সুরাঃ সমাকুলাঃ সর্ব্বে তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ॥ ৬৭
নমো নমস্তে ভূতেশ সর্ব্বকারণকারণ।
প্রসীদ রক্ষ নঃ সর্ব্বাংস্ত্যজ শোকং নমোঽস্তু তে॥ ৬৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি সংস্তূয়মানস্তু মহাদেবো জগৎপতিঃ।
নিজং রূপং সমাস্থায় প্রাদুর্ভূতঃ শুচাহতঃ॥ ৬৯
তং শুচা বিহ্বলং দৃষ্ট্বা প্রাদুর্ভূতং বিচেতসম্।
শোকাপহং বিধিঃ সাম্না তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্॥ ৭০

ব্রহ্মোবাচ—

হিরণ্যবাহো ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং জগতঃ পতিঃ।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং হেতুস্ত্বং কেবলং হর॥ ৭১
ত্বমষ্টমূর্ত্তিভিঃ সর্ব্বং জগদ্‌ব্যাপ্য চরাচরম্।
উৎপাদকঃ স্থাপকশ্চ নাশকশ্চাপি বিশ্বকৃৎ॥ ৭২
ত্বামারাধ্য মহাদেব মুক্তিং যান্তি মুমুক্ষবঃ।
রাগদ্বেষাদিভিস্ত্যক্তাঃ সংসারবিমুখা বুধাঃ॥ ৭৩

বিভিন্নবায়্বগ্নিজলৌঘবর্জ্জিতং
ন দূরসংস্থং রবিচন্দ্রসংযুতম্।
ত্রিমার্গমধ্যস্থমনুপ্রকাশকং
তত্ত্বং পরং ত্বদ্বশগং মহেশ্বর॥ ৭৪
যদষ্টশাখস্য তরোঃ প্রসূনং
চিরস্থিরস্য সমীপজস্য।
তপশ্ছদঃসংস্থগিতস্য পীনং
সুখোপগং তে বশগং সদৈব॥ ৭৫

হে লোকনাথ মহেশ্বর! তুমি শোকাকুল হইয়া বেড়াইলে, সকল দেবগণই ব্যাকুল হন, অতএব শোক পরিত্যাগ কর। ৬৭

হে ভূতনাথ! হে সর্ব্বকারণ-কারণ! তোমাকে নমস্কার; প্রসন্ন হও; আমাদিগের সকলকে রক্ষা কর; শোক ত্যাগ কর, তোমাকে নমস্কার। ৬৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দেবগণ, জগৎপতি মহাদেবকে এইরূপ স্তব করিলে, সেই শোকাকুল দেব, নিজরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৬৯

প্রাদুর্ভূত মহাদেবকে শোকে বিহ্বল এবং চৈতন্য-হীন দেখিয়া বিধি, সান্ত্বনা পূর্ব্বক শোকনাশন বাক্য দ্বারা বৃষধ্বজের স্তব করিতে লাগিলেন। ৭০

হে হিরণ্যবাহো! তুমি ব্রহ্মা, তুমিই জগৎপতি বিষ্ণু। হে হর! একমাত্র তুমিই সৃষ্টিস্থিতি-সংহারের কারণ। ৭১

তুমিই অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা চরাচর সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। হে বিশ্বকৃৎ! তুমিই উৎপাদক, স্থাপক এবং নাশক। ৭২

হে মহাদেব! তোমাকে আরাধনা করিয়া রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত সংসারবিমুখ তত্ত্বজ্ঞানী মুমুক্ষুগণ মুক্তি লাভ করে। ৭৩

হে মহেশ্বর! বায়ু, অগ্নি, জল এই সকল বস্তুদ্বারা বর্জ্জিত চন্দ্র-সূর্য্য-সমন্বিত নাড়ীত্রয়-মধ্যস্থিত পরমতত্ত্ব তোমারই বশবর্ত্তী। ৭৪

অধঃ সমাধায় সমীরণব্রজং
নিরুধ্য চোর্দ্ধং নিশি হংসমধ্যতঃ।
হৃৎপদ্মমধ্যে সুমুখীকৃতং রজঃ
পরন্তু তেজস্তব সর্ব্বদেকতাম্ ॥ ৭৬
প্রাণায়ামৈঃ পূরকৈঃ কুম্ভকৈর্ব্বা
রিক্তৈশ্চিত্তৈরেকোদনং স্বং পরাখ্যম্।
দৃষ্ট্বাদৃষ্টং যোগিভিস্তে প্রপঞ্চাঃ
শুদ্ধং বৃদ্ধং তত্ত্বতত্ত্বেঽস্তি লক্ষম্ ॥ ৭৭
সূক্ষ্মং জগদ্ব্যাপি গুণৌঘবর্জ্জনং
মৃগ্যম্বুধেঃ সাধনসাধ্যরূপম্।
চৌরৈরক্ষৈর্নাপহৃতং নৈব নীতং
বিত্তং তবাস্ত্যর্থহীনং মহেশ ॥ ৭৮
ন কোপেন ন শোকেন ন মানেন ন দম্ভতঃ ॥ ৭৯
উপযোজ্যং তু তদ্বিত্তমত্যথৈব বিবর্দ্ধতে ॥ ৮০
মায়য়া মোহিতঃ শম্ভো বিস্মৃতং তে হৃদি স্থিতম্ ॥ ৮১
মায়াং ভিন্নং পরিজ্ঞায় ধারয়াত্মানমাত্মনা ॥ ৮২
মায়াস্মাভিঃ স্তুতা পূর্ব্বং জগদর্থে মহেশ্বর।
তয়া ধ্যানগতং চিত্তং বহুযত্নৈঃ প্রসাধিতম্ ॥ ৮৩
শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কামো মোহঃ পরাত্মতা।
ঈর্ষ্যামানৌ[1] বিচিকিৎসা কৃপাসূয়া জুগুপ্সতা ॥ ৮৪

জ্ঞান-সলিল-প্রবৃদ্ধ অষ্ট-শাখ প্রকৃতিতরুর সমীপদেশে তপস্যাপত্র-পুঞ্জ-সমাচ্ছাদিত সু-সূক্ষ্ম কোমল পুষ্প,—সতত তোমারই আয়ত্ত। ৭৫

মূলাধার চক্র হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত সমস্ত বায়ু অনাহত চক্রে রোধ করিয়া হৃৎপদ্মমধ্যে যে রজোস্তমোগুণাতীত প্রসন্ন তেজ অবলোকন কর, হে শিব! তুমিই তৎস্বরূপ। ৭৬

পূরক-কুম্ভক-রেচক এই প্রাণায়াম-বলে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক যোগি-গণ যে প্রপঞ্চাতীত পরম শুদ্ধ সমুজ্জ্বল তেজ অবলোকন করেন, তাহা তোমা হইতেই আগত। ৭৭

হে মহেশ! তত্ত্বজ্ঞানিগণের অন্বেষণীয় সাধ্যসাধন-রূপী গুণ-গণ-বর্জ্জিত ইন্দ্রিয়রূপ চোরদিগের অনপহার্য্য—অমূল্য ধন তোমারই আছে। ৭৮

সে ধন,—ক্রোধ, শোক, মান বা দম্ভবলে উপভোগ্য নহে; কিন্তু ক্রোধাদি-ত্যাগ করিলেই তাহার বৃদ্ধি হয়। হে শঙ্কর! তুমি মায়া দ্বারা মোহিত হইয়াছ। তুমি হৃদয়-স্থিত পরম বস্তু বিস্মৃত হইয়াছ। ৭৯-৮১

এখন মায়াকে পৃথক ভাবিয়া আত্ম-সাহায্যেই আপনাকে ধৈর্য্যান্বিত কর। ৮২

হে মহেশ্বর! পূর্ব্বে আমরাই জগতের জন্য মায়াকে স্তব করি, তিনিই তোমার ধ্যান-গত চিত্তকে বহু যত্নে নিজায়ত্ত করেন। ৮৩

শোক, ক্রোধ, মোহ, কাম, মদ, পরাধীনতা, ঈর্ষ্যা, মান, সন্দেহ, দয়া, অসূয়া এবং নিন্দা এই দ্বাদশপ্রকার চিত্ত-মল—ইহারা বুদ্ধিনাশের হেতু। ৮৪

১। বিজীগিষা—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বাদৃশৈস্তে বুদ্ধিনাশহেতবো মনসো মলাঃ।
ন ত্বাদৃশৈর্নিষেব্যন্তে শোকং ত্যজ ততো হর ॥ ৮৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শান্ত্যা স্তুতঃ শম্ভুঃ সংস্মৃত্যাপি যথাস্থিতম্।
নাবদধে তদাত্মানং শোকাৎ সত্যা বিনাকৃতঃ ॥ ৮৬
অধোমুখঃ স্থিতো বীক্ষ্য ব্রহ্মাণং স শনৈরিদম্।
প্রাহ ব্রহ্মন্নাদ্যতিপং বদ কিং করবাণ্যহম্ ॥ ৮৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তো বামদেবেন বিধাতা সর্ব্বদৈবতৈঃ।
ইদমাহ তদেশস্য শোকবিধ্বংসকং বচঃ ॥ ৮৮

ব্রহ্মোবাচ—

ত্যজ শোকং মহাদেব সংস্মৃত্যাত্মানমাত্মনা।
ন ত্বং শোকস্য সদনং পরং শোকান্তরাস্তরম্ ॥ ৮৯
সশোকে ত্বয়ি ভূতেশ দেবা ভূতাঃ সসাধ্বসাঃ।
সংশয়েজ্জগতীং কোপঃ শোকঃ সর্ব্বাংশ্চ শোষয়েৎ ॥ ৯০
ত্বদাস্পব্যাকুলা পৃথ্বী বিদীর্ণা স্যান্ন চেচ্ছনিঃ।
অবজগ্রাহ তে বাষ্পং সোঽপি কৃষ্ণোঽভবদ্ধঠাৎ ॥ ৯১
যত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সদা ক্রীড়ন্তি সোৎসুকাঃ।
সুমেরুসদৃশো যোঽসৌ মানতঃ পর্ব্বতোত্তমঃ ॥ ৯২
যস্মিন্ প্রবিশ্য সুশিরো[১] গগনাজ্জনিতে যনাঃ।
উৎপিবন্তি স্ম তোয়ানি পুষ্করাবর্ত্তকাদয়ঃ ॥ ৯৩

এই সকল চিত্ত-মল-সেবন ভবাদৃশ লোকের অকর্ত্তব্য ; অতএব হে হর! শোক পরিত্যাগ কর। ৮৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—শম্ভু, এইরূপ সান্ত্বভাবে স্তুত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়াও সতী বিরহে শোকে আপনার ধৈর্য্যসম্পাদন করিতে পারিলেন না। শিব অধোমুখে থাকিয়া ব্রহ্মার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিলেন, ব্রহ্মন্। অতঃপর কি করিব বল ৮৬-৮৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলে তিনি সকল দেবগণ সমভিব্যাহারে মহাদেবের শোক-নাশন বাক্য বলিতে লাগিলেন ;— মহাদেব! আপনি আপনাকে মনে করিয়া শোক পরিত্যাগ কর। ৮৮

তুমি শোকের পাত্র নহ ; তোমার চিত্তে কিছুমাত্র শোক থাকিতে পারে না। ৮৯

দেবদেব! তুমি শোকান্বিত হইলে, দেবগণও ভীত হন। তোমার ক্রোধ, জগৎকে বিধ্বস্ত করিতে পারে এবং শোক সকলকেই শোকান্বিত করে। ৯০

শনি, যদি তোমার অশ্রুধারা গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবী তোমার অশ্রুজলে আকুল হইয়া বিদীর্ণ হইত। তাহা গ্রহণ করাতে শনিও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। ৯১

মহাদেব! যেখানে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ ঔৎসুক্য সহকারে সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, যে পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ, পরিমাণে সুমেরু-সদৃশ। ৯২

১। শিশিরে—ইতি পাঠান্তরম্।

মন্দরাৎ সততং যত্র কুম্ভযোনির্মহামুনিঃ।
গত্বা গত্বা তপস্তেপে হিতায় জগতো হর ॥ ৯৪
যস্মিন্ স্থিত্বা গিরৌ পূর্ব্বমগস্ত্যস্তোয়সাগরম্।
যযৌ তমোবলাৎ[১] কৃত্বা করমধ্যগতং কিল ॥ ৯৫
শনৈশ্চরেণ তে বোঢ়ুমসমর্থেন লোচনৈঃ।
ক্ষিপ্তেবিদারিতস্তেঽসৌ জলধারাহ্বয়ো গিরিঃ ॥ ৯৬
বিভিদ্য পর্ব্বতং শম্ভো বাষ্পাস্তে সাগরং যযুঃ।
ভিত্ত্বা তু সাগরং শীঘ্রং প্রমীতাণ্ডসঙ্কুলম্ ॥ ৯৭
জগ্মুস্তে পূর্ব্বপুলিনং তস্য তদ্বিভিদুশ্চ তে।
ভিত্ত্বা বেলাং ততঃ পৃথ্বীং বিভিদ্যাশু তরঙ্গিণীম্ ॥ ৯৮
চক্রুর্বৈতরণীং নাম্না পূর্ব্বসাগরগামিনীম্ ॥ ৯৯
ন নাবা ন বিমানেন দ্রোণ্যা স্যন্দনেন চ।
তর্ত্তুং শক্যা সা তু নদী তপ্ততোয়াতিভীষণা ॥ ১০০
দুঃখেন তত্র পৃথিবী বিভর্ত্তি মহতাধুনা ॥ ১০১
সদা চোর্দ্ধগতৈর্বাষ্পৈর্বিক্ষিপন্তী নভশ্চরান্।
তস্যাস্তূপরি নো যান্তি দেবা অপি ভয়াতুরাঃ ॥ ১০২
যমদ্বারং পরাবৃত্য যোজনত্রয়বিস্তৃতা।
নিম্না বহতি সম্পূর্ণা তীব্রধারা জগত্ত্রয়ম্ ॥ ১০৩

পুষ্করাবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘগণ, যাহার পদ্ম নাল সদৃশ বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া জলপান করে। ৯৩

মহামুনি অগস্ত্য জগতের হিতার্থ মন্দরগিরি হইতে সদা সর্ব্বদা যেখানে গিয়া তপস্যা করেন। ৯৪

প্রবাদ আছে—পূর্ব্বে অগস্ত্য, যে পর্ব্বতে থাকিয়া তপোবলে জল-সমুদ্রকে করতলে স্থাপনপূর্ব্বক পান করিয়াছিলেন; শনৈশ্চর, তোমার অশ্রু জল বহনে অসমর্থ হইয়া সেই জলধারনামক পর্ব্বতে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে সেই পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়াছে। ৯৫-৯৬

শম্ভো! সেই নয়নজল, পর্ব্বত ভেদ করিয়া সাগরে পতিত হয়; তৎক্ষণাৎ সাগর-গর্ভস্থ মীনাদি মরিয়া যাইল। তাহা আবার মৃত মীনাদি সঙ্কুল সেই সাগর ভেদ করিয়া সত্বর পূর্ব্বতীরে আসিল। ৯৭-৯৮

সেই অশ্রুজলতেজে সমুদ্র বেলাও বিদীর্ণ হইল। তোমার অশ্রুজল, বেলা ভেদ করিয়া পৃথিবীর কিয়দংশ ভেদ করিয়া পূর্ব্বসাগর-গামিনী বৈতরণী নদী-রূপে পরিণত হইয়াছে। ৯৯

নৌকাদ্রোণী, রথ বা বিমান—কোন যান দ্বারাই সেই প্রতপ্ত-জলপূর্ণা অতি-ভীষণা নদী পার হওয়া যায় না। ১০০

পৃথিবী এখন মহাকষ্টে তাহাকে ধারণ করিতেছেন। সেই নদী ঊর্দ্ধগামী বাষ্প দ্বারা আকাশচারী প্রাণীদিগকে সর্ব্বদাই অপসৃত করিতেছে। মহেশ্বর! ভয়ে সেই নদীর উপর দিয়া কোন দেবতাও গমনাগমন করিতে পারে না। ১০১-১০২

১। গতৌ তপোবলাৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বন্নিঃশ্বাসমরুজ্জাতৈর্ভ্রান্তাঃ পর্ব্বতকাননাঃ ।
সমাকুলদ্বীপিনাগা নাদ্যাপি প্রতিশেরতে ॥ ১০৪
তব নিঃশ্বাসজো বায়ুঃ পীড়য়ন্ জগতঃ সুখম্ ।
নাদ্যাপি প্রশমং যাতি বাধাহীনঃ সনাতনঃ ॥ ১০৫
সতীশবং তে বহতঃ শীর্য্যমাণা পদে পদে ।
নাদ্যাপি ব্যাকুলা পৃথ্বী ব্যাকুলত্বং বিমুঞ্চতি ॥ ১০৬
ন স্বর্গে ন চ পাতালে তৎসত্ত্বং বিদ্যতেঽধুনা ।
যস্তে ক্রোধেন শোকেন নাকুলং বৃষভধ্বজ ॥ ১০৭
তস্মাচ্ছোকমমর্ষঞ্চ ত্যক্ত্বা শান্তিং প্রযচ্ছ নঃ ।
আত্মানমাত্মনা বেত্থ ধারয়াত্মানমাত্মনা ॥ ১০৮
সতী চ দিব্যমানেন ব্যতীতে শরদাং শতে ।
সা চ ত্রেতাযুগস্যাদৌ ভার্য্যা তব ভবিষ্যতি ॥ ১০৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তো বেধসা শম্ভুস্তূষ্ণীং ধ্যানপরায়ণঃ[1] ।
অধোমুখস্তদা প্রাহ ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ॥ ১১০

ঈশ্বর উবাচ—

যাবদ্ব্রহ্মন্নহং শোকাদুত্তরামি সতীকৃতাৎ ।
তাবন্মম সখা ভূত্বা কুরু শোকাপনোদনম্ ॥ ১১১

সেই নদী দুই যোজন বিস্তৃত, গভীর এবং জলপূর্ণ। উহা ত্রিভুবন, ভীত করত যমধার বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ১০৩

তোমার নিশ্বাস-পবনজালে পর্ব্বত, কানন, দ্বীপ এবং বৃক্ষসকল বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হয় নাই ১০৪

বাধাহীন সনাতন ভবদীয় নিশ্বাস বায়ু, একেবারে সমস্ত জগৎ পীড়িত করিতেছে, আজও প্রশান্ত হইতেছে না। ১০৫

তুমি সতীর মৃতদেহ বহন করত ভ্রমণ করিতেছিলে, পৃথিবী তখন তোমার প্রতি-পদক্ষেপে বিশীর্ণ ও ব্যাকুল হয়, আজও সে—ব্যাকুলতা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ১০৬

হে বৃষধ্বজ! তোমার ক্রোধ ও শোকে ব্যাকুল হয় নাই—এমন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এমন প্রাণী নাই। ১০৭

অতএব তুমি শোক ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে শান্তি প্রদান কর। আপনা হইতেই আপনাকে বুঝিয়া লও, আপনাহইতেই আপনি ধৈর্য্য-সম্পন্ন হও। ১০৮

আর দিব্য শতবর্ষ অতীত হইলে সেই সতীও ত্রেতাযুগের প্রথমে তোমার ভার্য্যা হইবেন। ১০৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, চিন্তাপরায়ণ মৌনভাবে অধোমুখে উপবিষ্ট শিবকে ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, তিনি অমিত-তেজা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি যত দিন সতীশোক-সাগর উত্তীর্ণ না হই,—ততদিন আমার সহচর হইয়া শোকাপনোদন কর। ১১০-১১

১। ধ্যানপরঃ ক্ষণম্—ইতি পাঠান্তরম্।

তস্মিন্নবসরে যত্র যত্র গচ্ছাম্যহং বিধে ।
তত্র তত্র ভবান্ গত্বা শোকহানিং করোতু মে ॥ ১১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমস্ত্বিতি লোকেশ প্রোক্ত্বা বৃষভবাহনম্ ।
হরেণ সার্দ্ধং কৈলাসং গন্তুং চক্রে মনস্ততঃ ॥ ১১৩
ব্রহ্মণা সহিতং শম্ভুং কৈলাসগমনোৎসুকম্ ।
সমাসেদুর্গণা দৃষ্ট্বা নন্দিভৃঙ্গিমুখাশ্চ যে ॥ ১১৪
ততঃ পর্ব্বতসঙ্কাশো বৃষভঃ পুরতো বিধেঃ ।
উপতস্থে সিতাভ্রস্য সদৃশো গৈরিকো যথা ॥ ১১৫
বাসুক্যাদ্যাশ্চ যে সর্পা যথাস্থানঞ্চ তে হরম্ ।
ভূষয়াঞ্চক্রুকলয়া শিরোবাহ্বাদিষু দ্রুতম্ ॥ ১১৬
ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ মহাদেবঃ সতীপতিঃ ।
সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সার্দ্ধং জগ্মুঃ প্রালেয়পর্ব্বতম্ ॥ ১১৭
ততস্তানোষধিপ্রস্থান্ নিঃসৃত্য নগরাদ্গিরিঃ ।
সর্ব্বৈরমাত্যৈঃ সহিত উপতস্থে সুরোত্তমান্ ॥ ১১৮
ততঃ সম্পূজিতাস্তেন সুরৌঘা গিরিণা সহ ।
সচিবৈঃ পৌরবর্গৈশ্চ মুমুদুস্তে সুরর্ষভাঃ ॥ ১১৯
ততো দদর্শ তত্রৈব গিরীন্দ্রস্য পুরে হরঃ ।
বিজয়ামোষধিপ্রস্থে সখীভির্গৌতমাত্মজাম্ । ১২০
সাপি সর্ব্বান্ সুরবরান্ প্রণম্য হরমুখ্যকান্ ।
চুক্রোশ মাতৃভগিনীং পৃচ্ছন্তী গিরিশং সতীম্ ॥ ১২১

বিধাতঃ! এই সময়ে আমি যেখানে যেখানে গমন করিব, তুমিও তথায় তথায় যাইয়া আমার শোক নাশ করিতে থাক। ১১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—লোকনাথ ব্রহ্মা, মহাদেবকে "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার সহিত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১১৩

ব্রহ্মার সহিত মহেশ্বরকে কৈলাস গমনে উদ্যোগী দেখিয়া নন্দিভৃঙ্গি প্রমুখ সমস্তগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ১১৪

অনন্তর, শারদ জলদবৎ শুভ্রবর্ণ পর্ব্বতোপম বৃষ, গৈরিকসম্বিত ব্রহ্মার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১১৫

বাসুকি প্রভৃতি অষ্টনাগ, সত্বর নানাস্থানে উঠিয়া শীঘ্র হরের মস্তক বাহু প্রভৃতি ভূষিত করিল। ১১৬

অনন্তর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সতীপতি মহাদেব নিখিল দেবগণ সমভিব্যাহারে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। ১১৭

অনন্তর পর্ব্বতরাজ হিমালয়, সচিবগণ সমভিব্যাহারে নিজ নগর ওষধি-প্রস্থ হইতে নির্গত হইয়া সেই সকল সুরশ্রেষ্ঠকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। ১১৮

অমাত্যগণ ও পৌরবর্গ সমভিব্যাহারে গিরিরাজ, পূজা করিলে সেই—সুরবর সকল সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। ১১৯

অনন্তর, মহেশ্বর—সেই গিরিরাজ-নগর ওষধিপ্রস্থে সখীগণ-পরিবৃতা গৌতমতনয়া বিজয়াকে দেখিতে পাইলেন। ১২০

ক্ব সতী তে মহাদেব শোভসে ন তয়া বিনা।
বিস্মৃতাপি ত্বয়া তাত মদ্ধৃদো নাপসর্পতি ॥ ১২২
যদাগ্রে সা পুরা প্রাণান্ যদা ত্যক্তি কোপতঃ।
তদৈবাহং শোকশল্যবিদ্ধো নাপ্নোমি বৈ সুখম্ ॥ ১২৩
ইত্যুক্ত্বা বদনং বস্ত্রপ্রান্তেনাচ্ছাদ্য সা ভৃশম্।
রুদন্তী প্রাপতদ্ভূমৌ[1] কশ্মলকাবিশত্তদা ॥ ১২৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

তখন বিজয়াও মহেশ্বরপ্রমুখ সমস্ত সুরশ্রেষ্ঠদিগকে প্রণাম করিয়া শিবের নিকটে মাতৃষসা সতীর কথা জিজ্ঞাসা করত রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন ; মহাদেব ! তোমার সতী কোথায় ? তিনি বিনা তোমার শোভা হইতেছে না। পিতঃ। তুমি তাঁহাকে ভুলিয়া গেলেও আমার হৃদয় হইতে আর তিনি অপসৃত হইতেছেন না। ১২১-১২২

যখন, সতী, রোষভরে আমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেন, আমি তখন হইতেই শোকশল্যে বিদ্ধ হইয়া আছি, কোনমতেই সুখলাভ করিতে পারিতেছি না। ১২৩

এই বলিয়া বিজয়া বসনাঞ্চলে বদন ঢাকিয়া অত্যন্ত রোদন করত ভূমিতে পতিত এবং মূর্চ্ছিত হইলেন। ১২৪

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮

১। সাপতদ্ ভূমৌ—ইতি পাঠান্তরম্।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা তদা দাক্ষায়ণীং স্মরন্।
ন শশাক হরঃ সোঢ়ুং শোকমুদ্বেগসম্ভবম্ ॥ ১
অষ্টধৈর্য্যস্ততঃ শম্ভুর্বাষ্পব্যাকুললোচনঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং চিন্তাধ্যানপরোঽভবৎ ॥ ২
অথাশ্বাস্য তদা ধাতা বিজয়াং শোককর্শিতাম্।
হরমাশ্বাসয়ন্ সান্ত্বপূর্ব্বমেতদুবাচ হ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ—

পুরাণযোগিন্ ভগবন্ শোকস্তব ন যুজ্যতে।
পরধাম্নি তব ধ্যানমাসীৎ কস্মাৎ স্ত্রিয়ামিহ ॥ ৪
প্রভবিষ্ণুঃ পরঃ শান্তঃ সূক্ষ্মঃ স্থূলতরঃ সদা।
তব স্বভাবশ্চ কথং শোকেন বহুধাকৃতঃ ॥ ৫

নিরঞ্জনং ধ্যানগম্যং যতীনাং
পরাৎপরং নির্ম্মলং সর্ব্বগামি।
মলৈর্হীনং রাগলোভাদিভির্যৎ
তৎ তে স্বরূপং স্মরতং গৃহ্ন বুদ্ধ্যা ॥ ৬
শোকো লোভঃ ক্রোধমোহৌ চ হিংসা
মানো দম্ভো মদমোহপ্রমোদাঃ।
ঈর্ষ্যাসূয়াক্ষান্তিরসত্যতা চ
চতুর্দ্দশ জ্ঞাননাশা হি দোষাঃ ॥ ৭

শিপ্রানদীর উৎপত্তি-বিবরণ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; তখন মহাদেব, বিজয়াকে পতিত দেখিয়া দক্ষতনয়াকে স্মরণ করত শোকজনিত উদ্বেগভার বহনে অসমর্থ হইলেন। ১

তখন শিব, সকল দেবতার সমক্ষেই ধৈর্য্য-চ্যুত ও বাষ্পাকুল লোচন হইয়া গাঢ় চিন্তাবিষ্ট হইলেন। ২

তখন ব্রহ্মা, শোককাতরা বিজয়াকে আশ্বাসিত করিয়া মহেশ্বরকে আশ্বাস প্রদান করত সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৩

ভগবন্! পুরাণ-যোগিন্! শোক করা তোমার অনুপযুক্ত, পরমজ্যোতিই তোমার একমাত্র ধ্যেয় বস্তু ছিলেন ; প্রভো! এখন একি? রমণী-ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন কেন? ৪

তোমার স্বভাব, প্রভবিষ্ণু পরম শান্ত এবং স্থূল-সূক্ষ্ম-বহির্ভূত ; শোকে তাহা বিক্ষিপ্ত হইতেছে কেন? ৫

যতিগণের ধ্যেয়, পরাৎপর নিরঞ্জন নির্ম্মল, সর্ব্বগ, রাগদ্বেষাদি-মলবর্জ্জিত যে রূপ তোমার স্বতঃ-সিদ্ধ, তাহা একবার বুদ্ধি-সাহায্যে গ্রহণ কর। ৬

শোক, লোভ, ক্রোধ, মোহ, হিংসা, মান, দম্ভ, মদ, আমোদ, ব্যসনাসক্তি, ঈর্ষা, অসূয়া, অসহিষ্ণুতা এবং অসত্যভাষণ এই চতুর্দ্দশ দোষ জ্ঞাননাশক। ৭

ধ্যানেন ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি
ত্বং বিষ্ণুরূপী[১] জগতাং বিধাতা
যা তে মহামোহকরী সতীতি
তবৈব সা লোকমোহায় মায়া ॥ ৮
যা সর্ব্বলোকাঞ্জননেহথ গর্ভে
বিমোহয়ন্তী পূর্ব্বদেহস্ত বুদ্ধিম্ ।
বিনাশ্য বাল্যং কুরুতে হি জন্তো-
র্বিমোহয়ত্যত্র সা ত্বাং সশোকম্ ॥ ৯
সতীসহস্রাণি পুরোজ্ঝিতানি
ত্বয়া মৃতানি প্রতিকল্পমেবম্ ।
হিতায় লোকস্য চরাচরস্য
পুনর্গৃহীতা চ তথা ত্বয়েয়ম্ ॥ ১০
ভবান্তরে ধ্যানযোগেন পশ্য
সতীসহস্রাণি মৃতানি যানি ।
যথা তথা ত্বং পরিবর্দ্ধিতশ্চ
যথাস্তি সা বা বৃষরাজকেতো ॥ ১১
যতঃ সমুৎপন্ন মুহুর্ত্তবতং
সা প্রাপ্যতীশ ত্রিদশৈর্দুরাপম্ ।
পুনশ্চ জায়া যাদৃশী তে ভবিত্রী
তত্তৎ সর্ব্বং ধ্যানযোগেন পশ্য ॥ ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং মহর্ষিবং ব্রহ্মা ব্যাহরৎ সাম শঙ্করম্ ।
গিরিরাজপুরাত্তস্মাদ্গময়ামাস নির্জ্জনম্ ॥ ১৩

যোগিগণ, ধ্যান যোগদ্বারা তোমার চিন্তা করেন ; তুমি বিষ্ণুরূপী এবং তুমিই এ ভুবনের বিধাতা। এখন, যিনি সতীনাম্নী হইয়া তোমার মোহবিধান করিতেছেন, তিনি শোক-মোহ-কারিণী তোমারই মায়া। ৮

যিনি সকল লোককে বিমোহিত করত গর্ভাবস্থান-পর্য্যন্ত স্থিত তাহাদিগের পূর্ব্ব-জন্ম-জ্ঞান জন্মকালে বিলুপ্ত করিয়া, অন্য জ্ঞান জন্মাইয়া দেন ; আজ তিনিই শোকাতুর তোমাকে বিমোহিত করিতেছেন। ৯

পূর্ব্বকাল হইতে প্রতিকল্পেই এরূপ হইয়া আসিতেছে ; তুমি সহস্র সহস্র সতী বিসর্জ্জন দিয়াছ ; সহস্র সহস্র সতী মরিয়াছেন, আবার চরাচর জগতের হিতের জন্য পুনরায় তুমি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছ। ১০

যত সহস্র সতী মরিয়াছেন, যত বার তুমি তাঁহার বিরহ বেদনা পাইয়াছ এবং যেরূপে তিনি আছেন—হে বৃষধ্বজ! তাহা একবার ধ্যানযোগে অবলোকন কর। ১১

হে ঈশ! তিনি যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া সুরগণেরও দুর্লভ বস্তু তোমাকে প্রাপ্ত হইবেন এবং তোমার পক্ষে তিনি যাদৃশী হইবেন তৎসমস্তই তুমি ধ্যান-যোগে অবলোকন কর। ১২

১। শিবরূপী—ইতি পাঠান্তরম্।

ততো হিমবতঃ প্রস্থে প্রতীচ্যাং তৎপুরস্য চ।
শিপ্রং নাম সরঃ পূর্ণং দদৃশুর্ব্রহ্মণাদয়ঃ॥ ১৪
তত্রৈকস্থানমাসাদ্য ব্রহ্মশক্রাদয়ঃ সুরাঃ।
উপবিষ্টা যথান্যায়ং পুরস্কৃত্য মহেশ্বরম্॥ ১৫
তং শিপ্রসংজ্ঞং কাসারং মনোজ্ঞং সর্ব্বদেহিনাম্।
শীতামলজলং সর্ব্বৈর্গুণৈর্মানসসন্মিতম্।
দৃষ্ট্বা ক্ষণং হরস্তস্মিন্ সোৎসুকোঽভূদবেক্ষণে॥ ১৬
শিপ্রাং নাম নদীং তস্মান্নিঃসৃতাং দক্ষিণোদধিম্।
গচ্ছন্তীঞ্চ দদর্শাসৌ পাবয়ন্তীং জগজ্জনান্॥ ১৭
তৎসরঃ পূর্ণমাসাদ্য চরতঃ শকুনান্ বহূন্।
নানাদেশাগতাংশ্চৈব পক্ষিচক্রে মনোরমান্॥ ১৮
গম্ভীরপবনোদ্বৃত্তি[১]সম্পন্নেষু বিরাজতঃ।
কোকবক্ষাংস্তরঙ্গেষু দদর্শ নৃত্যতো যথা॥ ১৯
মদগুচঞ্চুষু সম্পৃক্তাংস্তরঙ্গান্ স পৃথক্ পৃথক্।
পক্ষিচক্রে যথা তোয়াদুৎপতৎসততান্ মুহুঃ॥ ২০
কাদম্বৈঃ সারসৈর্হংসৈঃ শ্রেণীভূতৈস্তটে তটে।
তরঙ্গীকৃতৈর্যথা শঙ্খৈঃ সাগরস্তাদৃশং সরঃ॥ ২১
মহাবীনাহৃতিভ্রুকৈস্তোয়শষ্পোষসাশ্রসৈঃ[২]।
পক্ষিভির্বিহিতৈঃ শব্দৈস্তত্র তত্র মনোহরম্॥ ২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মা শঙ্করকে এইরূপ বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া তাঁহাকে সেই গিরিরাজ নগরী হইতে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন। ১৩

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ হিমালয়-প্রস্থে এবং হিমালয় নগর ও ঋষি-প্রস্থের পশ্চিমে শিপ্রনামক জলপূর্ণ সরোবর দেখিতে পাইলেন। ১৪

ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথাকার নির্জ্জন স্থানে, মহাদেবকে অগ্রে করিয়া যথারীতি উপবেশন করিলেন। ১৫

সকল প্রাণীদিগের মনোহর নির্ম্মল-শীতল-সলিলপূর্ণ সর্বগুণে মানসসরোবর-সদৃশ সেই সরোবর দেখিয়া মহাদেব তাহা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ক্ষণকাল উৎসুক হইলেন। তিনি দেখিলেন; জগজ্জনতৃপ্তি-বিধায়িনী শিপ্রা নামে নদী সেই সরোবর হইতে নিঃসৃত হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিলেন। ১৬-১৭

শিব দেখিলেন, নানা দেশাগত বহুবিধ মনোহর বিহঙ্গকুল সেই জলপূর্ণ সরোবরে বিচরণ করিতেছে। ১৮

তিনি দেখিলেন; অনতি-প্রবল-পবনবেগ-সম্ভূত তরঙ্গমালার উপরে বিরাজমান কতিপয় চক্রবাকযুগল যেন নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। ১৯

শিব দেখিলেন; কোন কোন স্থানে সমস্ত পক্ষীদিগের চঞ্চু পুটে তরঙ্গ লাগিতেছে; কোন স্থলে বা বিহগকুল, তরঙ্গাঘাতে জল হইতে উড্ডীন হইতেছে। ২০

সেই সরোবরতীরে শ্রেণী-বদ্ধ হংস কলহংস ও সারসবৃন্দ থাকাতে, তীরে তীরে তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত-শঙ্খমণ্ডলী-সজ্জিত সাগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ২১

১। গম্ভীরপবনোদ্ভূতি—ইতি পাঠান্তরম্।
২। মহাবীচৈস্তটৈশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্।

প্রফুল্লৈঃ পঙ্কজৈশ্চৈব রুচিজ্জালৈর্মনোহরৈঃ।
সরো রেজে যথা স্বর্গো নক্ষত্রৈঃ স্থূলসূক্ষ্মকৈঃ॥ ২৩
মহোৎপলানাং মধ্যেষু বিরলং নীলমুৎপলম্।
রেজে নক্ষত্রমধ্যেষু নীলনীরদখণ্ডবৎ॥ ২৪
পদ্মসঙ্ঘাতমধ্যস্থা হংসাঃ কৈশ্চিন্ন সংস্তুতাঃ।
প্রফুল্লপঙ্কজভ্রান্ত্যা নিশ্চলাঃ স্বর্গবাসিভিঃ॥ ২৫
দ্বিধা দৃষ্ট্বা শোণশুক্লে পদ্মে ফুল্লে বিধিঃ স্বকে।
কায়েঽরুণত্বং ফুল্লত্বং স্বাসনাজে নিনিন্দ চ॥ ২৬
ফুল্লং মহোৎপলং বীক্ষ্য সরসস্তস্য শঙ্করঃ।
মৌলীন্দুকান্তিমলিনং হস্তস্থং নোৎপলং মমে॥ ২৭
হরিঃ স্বচক্রসূর্য্যাংশুফুল্লং হস্তগতাম্বুজম্।
সরঃ পদ্মস্য সদৃশং মেনে বীক্ষ্য সমন্ততঃ॥ ২৮
তৎসরো বীক্ষ্য সম্পূর্ণং নানাপক্ষিসমাকুলম্।
পদ্মিনীশতসঙ্কুলং নীলোৎপলচয়ৈর্বৃতম্॥ ২৯
দেবদারুতরূণাঞ্চ তটস্থানাং প্রসূনকৈঃ।
পরাগৈর্বাসিতজলং হৃদয়ানন্দকারকম্॥ ৩০
তীরে তীরে মহাবৃক্ষৈঃ শাদ্বলৈঃ পরিবারিতম্।
দৃষ্ট্বা শম্ভুঃ ক্ষণং তত্র সোৎসুকঃ শোকবর্জ্জিতঃ॥ ৩১

দেখিলেন ; বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যকুলের আঘাত-বিক্ষুব্ধ-সলিল-শব্দে বিত্রাসিত বিহঙ্গগণ ভয়সূচক শব্দ করিয়া সরোবরের স্থানে স্থানে মনোহরতার পূর্ণাবয়বতা করিতেছে। ২২

দেখিলেন ; সেই সরোবর ফুল্ল-কমল ও কমল-কলিকা-যোগে স্থূল-বৃহৎ-ক্ষুদ্র তারকা-খচিত গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ২৩

শ্বেত-শতদল-বনমধ্যে এক-আধটী নীলোৎপল ; নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে নীলজলদ-খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ২৪

স্বর্গবাসিগণ, কমল-বন-মধ্যে নিস্পন্দভাবে অবস্থিত কতিপয় হংসকে, প্রফুল্ল-কমল-ভ্রম হওয়াতে হংস বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। ২৫

বিধাতা, তথায় রক্ত ও শুক্ল এই দ্বিবিধ পদ্ম প্রস্ফুটিত দেখিয়া নিজ দেহের অরুণতা এবং আসনের প্রফুল্লতাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ২৬

শঙ্কর, সেই সরোবরের প্রফুল্ল শতদল অবলোকন করিয়া নিজ শিরোভূষণ শশধরের কিরণ-সম্পর্কে মলিন ভাবাপন্ন হস্তস্থিত কমলের আর তাহার সহিত তুলনা করিলেন না। ২৭

বিষ্ণু চারিদিক্ দেখিয়া নিজ চক্ররূপী সূর্য্যের কিরণজালে প্রফুল্ল আপনার হস্তস্থিত কমল উভয়কেই সদৃশ বোধ করিলেন। ২৮

বিবিধ বিহঙ্গম কুলে পরিব্যাপ্ত, শত শত কমলিনী এবং নীল কমলচয়ে সংবৃত সেই হৃদয়মোহন পূর্ণসরোবরের বিমল জলরাশি তীরস্থিত দেবদারুতরু-নিকরের পুষ্পপরাগে সুবাসিত, আর তাহার তীরে তীরে হরিত বর্ণ বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতি,—শিব ঔৎসুক্যসহকারে ইহা দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য শোকহীন হইলেন। ২৯-৩১

শিপ্রামালোকয়ামাস নিঃসৃতাং সরসস্ততঃ।
যথেন্দুমণ্ডলাদ্ গঙ্গা মেরোর্জাম্বুনদী যথা।
তথা দৃষ্টা মহেশেন শিপ্রা শিপ্রাদ্বিনিঃসৃতা॥ ৩২

ঋষয় উচুঃ—
শিপ্রাহ্রদঃ কঃ কাসারঃ কথং শিপ্রা ততঃ সৃতা।
কীদৃশোঽস্য প্রভাবশ্চ তৎ সমাচক্ষ বিস্তরাৎ॥ ৩৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—
শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে যথা শিপ্রা নদী সৃতা।
শিপ্রস্য চ মহাভাগাঃ প্রভাবং গদতো মম॥ ৩৪
বসিষ্ঠেন যদা দেবী পরিণীতা হ্যরুন্ধতী।
তদা বৈবাহিকৈস্তোয়ৈঃ শিপ্রা সিন্ধুরভূদ্দ্বিজাঃ॥ ৩৫
সা সমাগত্য পতিতা শিপ্রে সরসি শাসনাৎ
যথা মন্দাকিনী বিষ্ণুপাদাদব্ধৌ শিবোদকা॥ ৩৬
ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবৈস্তোয়ং সিক্তং তয়োঃ পুরা।
বিবাহে শান্তিবিহিতং গায়ত্রীত্র্যম্বকাদিভিঃ॥ ৩৭
একীভূতঞ্চ তত্তোয়ং মানসাচলকন্দরাৎ।
তৎ সর্ব্বং পতিতং শিপ্রে কাসারে সাগরোপমে॥ ৩৮
দেবানামুপভোগার্থং পুরা ধাত্রা বিনির্ম্মিতম্।
সর শিপ্রাহ্বয়ং সানৌ প্রালেয়স্য গিরের্মহৎ॥ ৩৯
তত্রাদ্যাপি সুনাসীরঃ সহিতশ্চাপ্সরোগণৈঃ।
শচীসহায়ো রমতে প্রসন্নে সলিলে শুভে॥ ৪০

শিব, যেমন চন্দ্রমণ্ডল হইতে গঙ্গা, সুমেরু হইতে জম্বুনদী, সেইরূপ শিপ্র সরোবর হইতে বিনিঃসৃত শিপ্রানদী অবলোকন করিলেন। ৩২

ঋষিগণ বলিলেন, শিপ্র সরোবর কোথা হইতে হইল? শিপ্রানদীই বা তাহা হইতে নিঃসৃত হইল কিরূপে? এই সরোবরের কিরূপ প্রভাব? বিস্তৃতরূপে তৎসমস্ত কীর্ত্তন করুন। ৩৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; মহাভাগ মুনিগণ সকলে শ্রবণ করুন, আমি শিপ্রানদীর নিঃসরণবৃত্তান্ত ও শিপ্র-সরোবরের প্রভাবাদি কীর্ত্তন করিতেছি। ৩৪

হে দ্বিজগণ! যখন বসিষ্ঠ অরুন্ধতী দেবীকে বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বৈবাহিক জলে শিপ্রানদীর উৎপত্তি হয়। ৩৫

যেমন বিষ্ণুপাদপ্রসূতা প্রসন্ন-পুণ্য-সলিলা গঙ্গা সাগরে পতিত হইয়াছেন, সেইরূপ শিপ্রানদীও বিধিনিয়োগে শিপ্রসরোবরে আসিয়া পতিত হয়। ৩৬

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠের বিবাহকালে গায়ত্রী ও "ত্র্যম্বাশিব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে জলদ্বারা শান্তি করেন, তৎসমস্ত মিলিত হইয়া মানসপর্ব্বতের গুহা হইতে সাগর-সদৃশ শিপ্রসরোবরে আসিয়া পতিত হইতেছে। ৩৭-৩৮

পূর্ব্বে বিধাতাই দেবগণের উপভোগার্থ হিমালয়পর্ব্বতে শিপ্রনামে মহাসরোবর সৃজন করেন। ৩৯

ইন্দ্র, আজিও অপ্সরোগণসহ শচী সমভিব্যাহারে, শিপ্রসরোবরের প্রসন্ন পুণ্য সলিলে বিহার করেন। ৪০

তদ্দেবৈঃ সর্ব্বদা যত্নাদ্রক্ষ্যতেঽদ্যাপি রত্নবৎ ।
ন তত্র মানুষঃ কশ্চিদ্যাতুং শক্নোতি যোঽমুনিঃ ॥ ৪১
তপঃপ্রভাবান্মুনয়ঃ প্রয়ান্তি সরসীং শুভাম্ ।
শিপ্রাখ্যাঞ্চ মহাযত্নাৎ স্নাতুং পাতুঞ্চ তজ্জলম্ ॥ ৪২
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মনুষ্যা দৈবযোগতঃ ।
অবশ্যমমরত্বাঞ্চ গচ্ছন্ত্যবিকলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৪৩
বৃদ্ধিং গচ্ছতি বর্ষাসু সরো নৈতদ্দ্বিজোত্তমাঃ ।
ন গ্রীষ্মে শোষতাং যাতি সর্ব্বদা তদ্যথা তথা ॥ ৪৪
তত্র তৎ পতিতং তোয়ং বসিষ্ঠোদ্বাহসম্ভবম্ ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবকরপদ্মৈরুদীরিতম্ ॥ ৪৫
ববৃধে শিপ্রগর্ভস্থমহরহং দ্বিজসত্তমাঃ ।
তত্র বৃদ্ধঞ্চ তত্তোয়ং চক্রেণ চ হরিঃ পুরা ॥ ৪৬
গিরেঃ শৃঙ্গং বিনির্ভিদ্য লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
পৃথিবীং প্রেরয়ামাস কৃত্বা পুণ্যতমাং নদীম্ ॥ ৪৭
পরিক্রম্য মহেন্দ্রং সা পুনানা স্নানকারিণঃ ।
দক্ষিণং সাগরং যাতা ফলদা জাহ্নবী সমা ॥ ৪৮
শিপ্রাখ্যাৎ সরসো যস্মান্নিঃসৃতা সা মহানদী ।
অতঃ শিপ্রেতি তন্নাম পুরৈব ব্রহ্মণা কৃতম্ ॥ ৪৯
কার্ত্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং তু তস্যাং যঃ স্নাতি মানবঃ ।
স যাতি বিষ্ণুসদনং বিমানেনাতিদীপ্যতা ॥ ৫০

আজিও দেবগণ, সেই সরোবরকে রত্নের মত রক্ষা করেন। মুনি ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য তথায় যাইতে পারে না। ৪১

মুনিগণ তপঃপ্রভাবে মহাযত্নে সেই শিপ্রনামক শুভ সরোবরে গমন, তদীয় জলপান এবং তথায় স্নান করিতে পারেন। ৪২

মনুষ্যগণ, দৈবযোগে কোন রকমে তথায় স্নান ও সেই জল পান করিলে চিরকাল সবলেন্দ্রিয় থাকে এবং নিশ্চয়ই অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪৩

হে দ্বিজোত্তমগণ! এই সরোবর বর্ষাকালে বাড়ে না, গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয় না, সর্ব্বদা একভাব। ৪৪

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কর-কমল-নির্গত বসিষ্ঠ-বিবাহের যে শান্তি-জল তথায় পতিত হয়, হে দ্বিজসত্তমগণ! শিপ্রসরোবরগর্ভস্থ সেই জল প্রত্যহ বাড়িতে লাগিল। তখন বিষ্ণু চক্রধারা গিরিশৃঙ্গ ছেদনপূর্ব্বক লোকহিতাভিলাষে সেই প্রবৃদ্ধ জলরাশিকে পুণ্যতমা নদী করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। ৪৫-৪৭

সেই নদী মহেন্দ্র পর্ব্বত ঘুরিয়া দক্ষিণসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই শিপ্রা নদী গঙ্গার ন্যায় ফলদায়িনী এবং স্নানকারীদিগের পবিত্রতাবিধায়িনী। ৪৮

সেই মহানদী শিপ্রসরোবর হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম "শিপ্রা"; ব্রহ্মা পূর্ব্বেই এই নামকরণ করিয়াছেন। ৪৯

যে মানব, কার্ত্তিকপূর্ণিমাতে তথায় স্নান করেন, তিনি অতি সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। ৫০

কার্ত্তিকং সকলং মাসং স্নাত্বা শিপ্রাজলে নরঃ।
প্রযাতি ব্রহ্মসদনং পশ্চান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১

ঋষয় ঊচুঃ—

বসিষ্ঠেন কথং দেবী পরিণীতা হ্যরুন্ধতী।
কস্য সা তনয়া ব্রহ্মন্নুৎপন্না বা বদস্ব নঃ ॥ ৫২
পতিব্রতাসু প্রথিতা ত্রিষু লোকেষু যা বরা।
ভর্তৃপাদৌ বিনান্যত্র যা ন চক্ষুঃ প্রযাস্যতি[১] ॥ ৫৩
যস্যাঃ স্মৃত্বা কথামাত্রং মাহাত্ম্যসহিতং স্ত্রিয়ঃ।
প্রেত্যেহ চ সতীত্বং বৈ প্রাপ্নুবন্ত্যন্যজন্মনি ॥ ৫৪
আসন্নকালধর্ম্মো যাং ন পশ্যতি তথা শুচিঃ।
পুরুষঃ পাপকারী চ তস্যা জন্ম বদস্ব নঃ ॥ ৫৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণুধ্বং সা যথা জাতা যস্য বা তনয়া শুভা।
যথাবাপ বসিষ্ঠং সা যথাভূতা পতিব্রতা ॥ ৫৬
যা সা সন্ধ্যা ব্রহ্মসুতা মনোজাতা পুরাভবৎ।
তপস্তপ্‌ত্বা তনুং ত্যক্ত্বা সৈব ভূতা হ্যরুন্ধতী ॥ ৫৭
মেধাতিথেঃ সুতা ভূত্বা মুনিশ্রেষ্ঠস্য সা সতী।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং বচনাচ্চরিতব্রতা।
বব্রে পতিং মহাত্মানং বসিষ্ঠং সংশিতব্রতম্ ॥ ৫৮

ঋষয় ঊচুঃ—

কথং তয়া তপস্তপ্তং কিমর্থং কুত্র সন্ধ্যয়া ॥ ৫৯

মনুষ্য সম্পূর্ণ কার্ত্তিকমাস শিপ্রাজলে স্নান করিলে, প্রথমে ব্রহ্মলোকে গমন করে, পশ্চাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৫১

ঋষিগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বসিষ্ঠ অরুন্ধতী দেবীকে বিবাহ করেন কেন? আর অরুন্ধতী কাহার কন্যা তাহা আমাদিগকে বলুন। ৫২

যিনি শ্রেষ্ঠপতিব্রতা বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাতা, ভর্তৃচরণযুগল ব্যতীত যিনি অন্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। স্ত্রীলোকে যাঁহার মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করিলে ইহজন্মে ও পরজন্মে পাতিব্রত্য লাভ করে। ৫৩-৫৪

আর আসন্ন-মৃত্যু অশুচি এবং পাপিষ্ঠ পুরুষ যাঁহাকে (যাঁহার নক্ষত্র-মূর্ত্তিকে) দেখিতে পায় না, আমাদিগের নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বলুন। ৫৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তিনি যেরূপে যাঁহার তনয়া হইয়া উৎপন্ন হন, যেরূপে তিনি বসিষ্ঠকে প্রাপ্ত হন, যেরূপে তিনি পতিব্রতা হন—তৎসমস্ত শ্রবণ কর। ৫৬

সেই যে সন্ধ্যা, পূর্ব্বে ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হন, তিনিই তপস্যা দ্বারা দেহত্যাগ করিয়া মুনিবর মেধাতিথির ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অরুন্ধতী হন। ৫৭

সেই ব্রতচারিণী সতী অরুন্ধতী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বাক্যে সংশিত ব্রত মহাত্মা বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করেন। ৫৮

ঋষিগণ বলিলেন,—সন্ধ্যা, কোথায় কিজন্য কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন? ৫৯

১। প্রযাতি—ইতি পাঠান্তরম্

কথং শরীরং সা ত্যক্ত্বা ভূতা মেধাতিথেঃ সুতা।
কথং বা গদিতং দেবৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ পতিম্।
বসিষ্ঠং সুমহাত্মানং সা বব্রে সংশিতব্রতম্॥ ৬০
শুশ্রূষঃ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ দ্বিজোত্তম॥ ৬১
এতন্নঃ শ্রোতুমাশানাং চরিতং দ্বিজসত্তম।
অরুন্ধত্যা মহাসত্যাঃ পরং কৌতূহলং মহৎ॥ ৬২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ব্রহ্মাপি তনয়াং সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বমথাত্মনঃ।
কামায় মানসকক্ষে ত্যক্তা সা চ সুতেতি বৈ॥ ৬৩
তস্যাশ্চ চলিতং চিত্তং কামবাণবিলোড়িতম্।
ঋষীণাং প্রেক্ষতাং তেষাং মানসানাং মহাত্মনাম্॥ ৬৪
ভর্গস্য বচনং শ্রুত্বা সোপহাসবিধিং প্রতি।
আত্মনশ্চলচিত্তত্বমমর্য্যাদমৃষীন্ প্রতি॥ ৬৫
কামস্য তাদৃশং ভাবং মুনিমোহকরং মুহুঃ।
দৃষ্ট্বা সন্ধ্যা স্বয়ং তত্র ত্রপামায়াতি দুঃখিতা॥ ৬৬
ততস্তু ব্রহ্মণা শপ্তে মদনে গুণনম্বরম্।
অন্তর্ভূতে বিধৌ শম্ভৌ গতে চাপি নিজাশ্রমম্॥ ৬৭
অমর্ষবশমাপন্না সন্ধ্যা ধ্যানপরাভবৎ।
ধ্যায়ন্তী ক্ষণমেবাত্র পূর্ব্ববৃত্তং মনস্বিনী॥ ৬৮
ইদং বিমমৃশে সন্ধ্যা তস্মিন্ কালে যথোচিতম্।
উৎপন্নমাত্রাং যাং দৃষ্ট্বা যুবতীং মদনেরিতঃ॥ ৬৯
অকার্ষীৎ সানুরাগোঽয়মভিলাষং পিতামহঃ॥ ৭০

কেনই বা তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া মেধাতিথির কন্যা হন? কিরূপে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কথিত কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে মহাত্মা বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করেন। ৬০

হে দ্বিজোত্তম! বিস্তারিতরূপে তৎসমস্ত আমাদিগকে বলুন। ৬১

হে দ্বিজসত্তম! মহাসতী অরুন্ধতীর চরিত্র শ্রবণ করিবার জন্য আমাদিগের অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৬২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পূর্ব্বে ব্রহ্মা নিজ তনয়া সন্ধ্যাকে দেখিয়া সকামচিত্ত হন। পরে কন্যা বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন। ৬৩

ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাত্মা ঋষিগণের সমক্ষে সন্ধ্যারও স্মর-শর-বিলোড়িত চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল। ৬৪

তৎপরে বিধাতার প্রতি শিবের সোপহাস বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ধ্যা বুঝিলেন, তাঁহার নিজের চিত্তও ঋষিগণের জন্য অন্যায় চঞ্চল হইয়াছে। ৬৫

সন্ধ্যা, তখন বারম্বার কামের তাদৃশ মুনিমোহকর ভাব অবলোকন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা ও লজ্জিতা হইলেন। ৬৬

অনন্তর, ব্রহ্মা মদনকে শাপ দিয়া অন্তর্হিত হইলে এবং শিব নিজালয়ে গমন করিলে, সন্ধ্যা রোষাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৬৭

তখন মনস্বিনী সন্ধ্যা, ক্ষণকাল ধ্যান করিবামাত্র এইরূপ যথার্থ পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। ৬৮

সর্ব্বেষাং মানসানাঞ্চ মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
দৃষ্টৈব মানমর্য্যাদং সকামমভবন্ মনঃ।
মমাপি মথিতং চিত্তং মদনেন দুরাত্মনা॥ ৭১
যেন দৃষ্ট্বা মুনীন্ সর্ব্বান্ চলিতং মে মনোত্তমম্।
ফলমেতস্য পাপস্য মদনঃ স্বয়মাপ্তবান্॥ ৭২
যং শশাপ কুপিতঃ শম্ভোরগ্রে পিতামহঃ।
মমোচিতং ফলং সর্ব্বং প্রাপ্তুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্॥ ৭৩
যস্মাং পিতা ভ্রাতরশ্চ সকামামপশ্যেক্ষত।
দৃষ্ট্বা চক্রুঃ স্পৃহাং তস্মান্ন মত্তঃ কোঽপি পাপকৃৎ॥ ৭৪
মমাপি কামভাবোঽভূদমর্য্যাদং সমীক্ষ্য তান্।
পত্যাবিব যকে তাতে সর্ব্বেষু সহজেষপি॥ ৭৫
করিষ্যাম্যস্য পাপস্য প্রায়শ্চিত্তমহং স্বয়ম্।
আত্মানমগ্নৌ হোষ্যামি বেদমার্গানুসারতঃ॥ ৭৬
কিন্ত্বেকাং স্থাপয়িষ্যামি মর্য্যাদামিহ ভূতলে।
উৎপন্নমাত্রা ন যথা সকামাঃ স্যুঃ শরীরিণঃ॥ ৭৭
এতদর্থমহং কৃত্বা তপঃ পরমদারুণম্।
মর্য্যাদাং স্থাপয়িষ্যৈব পশ্চাত্যক্ষ্যামি জীবিতম্॥ ৭৮
যস্মিন্ শরীরে পিত্রা মে হ্যভিলাষঃ স্বয়ং কৃতঃ।
ভ্রাতৃভিস্তেন কায়েন কিঞ্চিন্নাস্তি প্রয়োজনম্॥ ৭৯

তিনি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ব্রহ্মা তাঁহাকে কামবশে সানুরাগে যুবতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অভিলাষ করেন। ৬১-৭০

আর তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিতাত্মা সকল মানসমুনিগণেরই চিত্ত অন্যায়রূপে সকাম হইয়া উঠে। দুরাত্মা মদন, তাঁহার নিজের চিত্তও মথিত করে। ৭১

এইজন্য সেই সকল ঋষিবৃন্দকে দেখিয়া তাঁহার মনও অত্যন্ত চঞ্চল হয়। স্বয়ং মদন এই পাপের ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। ৭২

কেননা ব্রহ্মা, শিবের সাক্ষাতে তাহাকে শাপ দিয়াছেন। সন্ধ্যা তখন বিবেচনা করিলেন; আমি এখন আমার উচিত ফল পাইতে ইচ্ছা করি। ৭৩

যখন পিতা ও ভ্রাতৃগণ, কামবশে আমাকে দেখিয়া অভিলাষ করিয়াছেন, অথচ তাহা আবার অসাক্ষাতে নহে; তখন আমা অপেক্ষা পাপচারিণী আর কেহই নাই। ৭৪

আপনার পিতা ও ভ্রাতৃগণকে দেখিয়া স্বামীর প্রতি যেরূপ হয় সেইরূপ অন্যায় কামভাব আমারও উপস্থিত হইয়াছিল। ৭৫

আমি স্বয়ংই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। বেদবিধি অনুসারে আমি নিজদেহ অনলে আহুতি দিব। ৭৬

এই ভূতলে এক নিয়ম স্থাপন করিয়া যাইব;—প্রাণিগণ জন্মিবামাত্র যাহাতে কামবশ না হয়। ৭৭

এই জন্য আমি অতি কঠোর তপস্যা করিয়া এই নিয়ম স্থাপন করিব, পরে প্রাণত্যাগ করিব। ৭৮

আমার যে শরীরে পিতা ও ভ্রাতৃগণ কামভাবে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ৭৯

যেন যেন শরীরেণ জাতে চ সহজে ধকে।
উদ্ভাবিতঃ কামভাবো ন তৎসুকৃতসাধকম্ ॥ ৮০
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা সন্ধ্যা শৈলবরং ততঃ।
জগাম চন্দ্রভাগাখ্যং চন্দ্রভাগা যতঃ সৃতা ॥ ৮১
তয়া স শৈলঃ সমধিষ্ঠিতঃ সদা
সুবর্ণগৌর্য্যা সুসমপ্রভাভৃতা
সোমেন সন্ধ্যাসময়োদিতেন
যথোদয়াদ্রির্বিররাজ শশ্বৎ ॥ ৮২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

আমার যে শরীরে নিজ জনক ও ভ্রাতার প্রতি কামভাব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পুণ্য-সাধন নহে। ৮০

সন্ধ্যা, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া চন্দ্রভাগা নদীর উৎপাদক চন্দ্রভাগ নামক গিরিবরে গমন করিলেন। ৮১

পর্ব্বতরাজ চন্দ্রভাগ, উত্তম প্রভাশালিনী স্বর্ণবর্ণা সন্ধ্যার অধিষ্ঠানে, সন্ধ্যা-কালীন শশধরের উদয়ে উদয়-পর্ব্বতের ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন। ৮২

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯

বিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তত্র গতাং দৃষ্ট্বা সন্ধ্যাং গিরিবরং প্রতি।
তপসে নিয়তাত্মানং ব্রহ্মা প্রাহ স্বকং সুতম্ ॥ ১
বসিষ্ঠং সংশিতাত্মানং সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানিযোগিনম্।
সমীপে সুসমাসীনং বেদবেদাঙ্গপারগম্ ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ—

বসিষ্ঠ গচ্ছ যত্রৈষা সন্ধ্যা যাতা মনস্বিনী।
তপসে ধৃতকামা সা দীক্ষস্বৈনাং যথাবিধি ॥ ৩
মন্দাক্ষমভবৎ তস্যাঃ পুরা দৃষ্টেহ কামুকান্।
যুষ্মান্ মাঞ্চ তথাত্মানং সকামান্ মুনিসত্তম ॥ ৪
অভূতপূর্ব্বং তৎকর্ম্ম পূর্ব্ববৃত্তং বিমৃশ্য সা।
অস্মাকমাত্মনশ্চাপি প্রাণান্ সন্ত্যক্তুমিচ্ছতি ॥ ৫
অমর্য্যাদেষু মর্য্যাদাং তপসা স্থাপয়িষ্যতি।
তপঃ কর্ত্তুং গতা সাধ্বী চন্দ্রভাগায় সাম্প্রতম্ ॥ ৬
ন ভাবং তপসস্তাত সা তু জানাতি কঞ্চন।
তস্মাদ্‌যথোপদেশং সা প্রাপ্নোতি ত্বং তথা কুরু ॥ ৭
ইদং রূপং পরিত্যজ্য রূপান্তরং পরং ভবান্।
পরিগৃহ্যান্তিকে তস্যাস্তপশ্চর্য্যাং নিদেশয় ॥ ৮
ইদং স্বরূপং ভবতো দৃষ্ট্বা পূর্ব্বং যথা ত্রপাম্।
তথা প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ সা ত্বদগ্রে ব্যাহরিষ্যতি ॥ ৯

অরুন্ধতী-উপাখ্যান

অনন্তর, তপস্যা করিবার জন্য একাগ্রচিত্ত সন্ধ্যাকে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে গমন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা, নিজ পুত্রকে বলিলেন। ১

ব্রহ্মা নিজ সমীপে আসীন, বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ কঠোর ব্রতধারী জ্ঞান-যোগী সর্ব্বজ্ঞ স্বীয় পুত্র বসিষ্ঠকে বলিলেন। ২

বসিষ্ঠ! এই মনস্বিনী সন্ধ্যা তপস্যা করিতে অভিলাষিণী হইয়া যথায় গমন করেন, তুমি তথায় গমন কর এবং ইঁহাকে যথাবিধি দীক্ষিত কর। ৩

মুনিবর! পূর্ব্বে এই সন্ধ্যা আমাকে তোমাদিগকে এবং আপনাকে কাম-পরতন্ত্র দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছিলেন। ৪

ইনি আমাদিগের এবং নিজের সেই পূর্ব্বতন কার্য্য অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া এখন প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ৫

নিয়মশূন্য জগতে ইনি তপঃপ্রভাবে নিয়ম স্থাপন করিবেন। এখন সেই সাধ্বী— তপস্যা করিতে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন। ৬

বৎস! সন্ধ্যা, তপস্যার ভাব কিছুই জানেন না; অতএব যাহাতে তিনি এ বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা কর। ৭

তুমি এই রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক রূপান্তর ধারণ করিয়া সন্ধ্যাসমীপে গমন করত তপস্যা করিবার নিয়ম শিক্ষা দেও। ৮

পরিত্যজ্য স্বকং রূপং রূপান্তরধরো ভবান্।
তস্মাৎ সন্ধ্যাং মহাভাগামুপদেষ্টুং প্রগচ্ছতু ॥ ১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তথেত্যুক্ত্বা বসিষ্ঠোঽপি বর্ণী ভূত্বা জটাধরঃ।
তরুণশ্চন্দ্রভাগাদ্রিং যযৌ সন্ধ্যান্তিকং মুনিঃ ॥ ১১
তত্র দেবসরঃ পূর্ণং গুণৈর্মানসসম্মিতম্।
দদর্শ স বসিষ্ঠোঽথ সন্ধ্যাং তত্তীরগামিনীম্ ॥ ১২
তীরস্থয়া তয়া রেজে তৎসরঃ কমলোজ্জ্বলম্।
উদ্যদিন্দুসনক্ষত্রং প্রদোষে গগনং যথা ॥ ১৩
তাং তত্র দৃষ্ট্বাথ মুনিঃ সম্ভাষ্য সকৌতুকঃ।
বীক্ষাঞ্চক্রে সরস্তত্র বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকম্ ॥ ১৪
চন্দ্রভাগা নদী তস্মাৎ কাসারাদ্দক্ষিণাম্বুধিম্।
যান্তী নির্ভিদ্য দদৃশে তেন সানুগিরের্মহৎ ॥ ১৫
নির্ভিদ্য পশ্চিমং সানুং চন্দ্রভাগস্য সা নদী।
যথা হিমবতো গঙ্গা তথা গচ্ছতি সাগরম্ ॥ ১৬

ঋষয় ঊচুঃ—

চন্দ্রভাগা কথং সিন্ধুস্তত্রোৎপন্না মহাগিরৌ।
কীদৃক্‌সরস্তদ্বিপ্রেন্দ্র বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকম্ ॥ ১৭
কথং স পর্বতশ্রেষ্ঠশ্চন্দ্রভাগাহ্বয়োঽভবৎ।
চন্দ্রভাগাহ্বয়া কস্মান্নদী জাতা সুখোদকা ॥ ১৮

তোমার এই রূপ দেখিলে সন্ধ্যা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও লজ্জা পাইবেন; সুতরাং তোমার সম্মুখে কিছুই বলিবেন না। ৯

এই জন্যই বলিতেছি,—তুমি নিজরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক রূপান্তর অবলম্বন করিয়া মহাভাগা সন্ধ্যাকে উপদেশ দিবার জন্য গমন কর। ১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন বসিষ্ঠ-ঋষিও "যে আজ্ঞা" বলিয়া জটাধারী তরুণ ব্রহ্মচারী বেশে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে সন্ধ্যাসমীপে গমন করিলেন। ১১

অনন্তর, বসিষ্ঠ, তথায় দেখিলেন; মানস-সরোবর সদৃশ গুণসম্পন্ন এক জলপূর্ণ দেবসরোবর এবং তাহার তীরে সন্ধ্যা। ১২

প্রদোষকালে তারকা-খচিত গগনমণ্ডলে চন্দ্র উদয় হইলে গগনের যেমন শোভা হয় ফুল্ল-কমল-কুলশোভিত সেই সরোবরের তীরে সন্ধ্যা বর্ত্তমান থাকাতে সরোবরেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল। ১৩

ঋষি বসিষ্ঠ, তথায় তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর সকৌতুকে লোহিতনামক সেই বৃহৎ সরোবর দেখিতে লাগিলেন। ১৪

বসিষ্ঠ দেখিলেন, সেই সরোবর হইতে চন্দ্রভাগা নদী বিশাল গিরিসানু ভেদ করিয়া দক্ষিণ সমুদ্র উদ্দেশে গমন করিতেছেন। ১৫

হিমালয়-সানু ভেদ করিয়া গঙ্গা যেমন সাগরে গমন করিতেছেন, সেইরূপ চন্দ্রভাগা নদীও চন্দ্রভাগ পর্ব্বতের পশ্চিম সানু ভেদ করিয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত। ১৬

ঋষিগণ বলিলেন,—হে বিপ্রবর! সেই মহাগিরিতে চন্দ্রভাগা নদীর উৎপত্তি হইল কিরূপে? লোহিত নামক সেই বৃহৎ সরোবর কিরূপ? ১৭

এতন্নঃ শ্রোতুকামানাং জায়তে কৌতুকং মহৎ।
মাহাত্ম্যং চন্দ্রভাগায়াঃ কাসারস্য গিরেস্তথা ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শ্রূয়তাং চন্দ্রভাগায়া উৎপত্তির্মুনিসত্তমাঃ।
সুধাভিশ্চন্দ্রভাগস্য মাহাত্ম্যং নামকারণম্ ॥ ২০
হিমবদ্গিরিসংসক্তঃ শতযোজনবিস্তৃতঃ।
যোজনত্রিংশদায়ামঃ কুন্দেন্দুধবলো গিরিঃ ॥ ২১
তস্মিন্ গিরৌ পুরা বেধাশ্চন্দ্রং অমলং সুধানিধিম্।
বিভজ্য কল্পয়ামাস দেবান্নং স পিতামহঃ ॥ ২২
পিত্রর্থঞ্চ তথা তস্য তিথিবৃদ্ধিক্ষয়াত্মকম্।
কল্পয়ামাস জগতাং হিতায় কমলাসনঃ ॥ ২৩
বিভক্তশ্চন্দ্রমাস্তস্মিন়্[১] ক্ষীমৃতে দ্বিজসত্তমাঃ।
অতো দেবাশ্চন্দ্রভাগং নাম্না চক্রুঃ পুরা গিরিম্ ॥ ২৪

ঋষয় ঊচুঃ—

যজ্ঞভাগেষু তিষ্ঠৎসু তথা ক্ষীরোদজেঽমৃতে।
কিমর্থমকরোচ্চন্দ্রং দেবার্থং কমলাসনঃ ॥ ২৫
তথা কব্যে স্থিতে কস্মাৎ পিত্রর্থং সমকল্পয়ৎ।
তিথিক্ষয়ে তথা বৃদ্ধৌ কথমিন্দুরভূদ্ গুরো ॥ ২৬
এতন্নঃ সংশয়ং ব্রহ্মন্ ছিন্ধি সূর্য্যো যথা তমঃ।
নান্যোঽস্তি সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ত্বত্তো দ্বিজোত্তম ॥ ২৭

সেই পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠের নাম চন্দ্রভাগ হইল কেন ? আর সেই পুণ্য-সলিলা নদীর নামই বা 'চন্দ্রভাগা' হইল কেন ? ১৮

এই সকল কথা এবং চন্দ্রভাগা নদী, লোহিত সরোবর ও চন্দ্রভাগ পর্ব্বতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদিগের অত্যন্ত কুতূহল জন্মিতেছে। ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মুনিবরগণ! চন্দ্রভাগা নদীর উৎপত্তি বিবরণ, চন্দ্রভাগ পর্ব্বতের মাহাত্ম্য এবং চন্দ্রভাগ নাম হইবার কারণ ইত্যাদি তোমাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল শ্রবণ কর। ২০

হিমালয় পর্ব্বতের সহিত মিলিত শত-যোজন-বিস্তৃত ত্রিশ-যোজন উচ্চ এক পর্ব্বত আছে ; তাহার বর্ণ কুন্দ বা চন্দ্রের ন্যায় শুক্ল। ২১

পূর্ব্বকালে কমলাসন পিতামহ ব্রহ্মা, জগতের হিতের জন্য সেই পর্ব্বতে সুধানিধি নির্ম্মল চন্দ্রকে ভাগ করিয়া দেবভোজ্য এবং পিতৃভোজ্য করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিথির ক্ষয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২২-২৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই পর্ব্বতে চন্দ্র বিভক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্ব দেবগণ—সেই পর্ব্বতের চন্দ্রভাগ নাম রাখেন। ২৪

ঋষিগণ বলিলেন ;—যজ্ঞভাগ এবং ক্ষীরোদ-সাগর-সম্ভূত অমৃত বর্ত্তমান থাকিতে কমলাসন, চন্দ্রকে দেবভোজ্য করিলেন কেন ? ২৫

আর কব্য বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাকে পিতৃভোজ্য করিলেনই বা কেন ? গুরো! তিথি-ক্ষয়-বৃদ্ধিকালে চন্দ্র কিরূপ অবস্থাপন্ন হন ? ২৬

১। যস্মাৎ তস্মিন্ ক্ষীমৃতলজ্ঝে—ইতি পাঠান্তরম্।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

পুরা দক্ষঃ স্বতনয়া অশ্বিন্যাদ্যা মনোরমাঃ।
যষ্টিং সপ্তিং তথৈকাঞ্চ সোমায়াদাৎ প্রজাপতিঃ ॥ ২৮
সমস্তাস্ততঃ সোম উপযেমে যথাবিধি।
নিনায় চ স্বকং স্থানং দক্ষস্যানুমতে তদা ॥ ২৯
অথ চন্দ্রঃ সমস্তাসু তাসু কন্যাসু রাগতঃ।
রোহিণ্যা সার্দ্ধমরমৎ সুরতোৎসবকলাদিভিঃ ॥ ৩০
রোহিণীমেব ভজতে রোহিণ্যা সহ মোদতে।
বিনেন্দু রোহিণীং[১] শান্তিং ন কাঞ্চিল্লভতে পুরা ॥ ৩১
রোহিণীতঃপরং চন্দ্রং বীক্ষ্য তাঃ সর্ব্বকন্যকাঃ।
উপচারৈর্বহুবিধৈর্ভেজুশ্চন্দ্রমসং প্রতি ॥ ৩২
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং যদা নৈবাকরোদ্বিধুঃ।
তাসু ভাবং তদা সর্ব্বা অমর্ষবশমাগতাঃ ॥ ৩৩
অথোত্তরাফাল্গুনীতি নাম্না যা ভরণী তথা।
কৃত্তিকার্দ্রা মঘা চৈব বিশাখোত্তরভাদ্রপৎ ॥ ৩৪
তথা জ্যেষ্ঠোত্তরাষাঢ়ে নবৈতাঃ কুপিতা ভৃশম্।
হিমাংশুমুপসঙ্গম্য পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৫
পরিবার্য্য নিশানাথং দদৃশু রোহিণীং ততঃ।
বামাঙ্কস্থাং তস্য তেন রমমাণাং স্বমণ্ডলে ॥ ৩৬

ব্রহ্মন্! সূর্য্য যেমন তিমিররাশি বিনষ্ট করেন, আপনিও সেইরূপ আমাদিগের এই সংশয় দূর করুন। হে দ্বিজোত্তম! আপনি ভিন্ন এ সংশয় ছেদন করে এমন কেহ নাই। ২৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—পূর্ব্বকালে দক্ষপ্রজাপতি, অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটি পরম রমণীয়া নিজ দুহিতা চন্দ্রকে প্রদান করেন। ২৮

অনন্তর শশধর, তাঁহাদিগের সকলকেই যথাবিধি বিবাহ করিয়া দক্ষের অনুমতিক্রমে স্বস্থানে লইয়া গেলেন। ২৯

অনন্তর, চন্দ্র, সেই সকল দক্ষতনয়ার মধ্যে একমাত্র রোহিণীর প্রতিই সাতিশয় অনুরাগ বশতঃ সুরত মহোৎসব-কেলিকলা-কৌতুকে তাঁহারই সহিত সহবাস করিতেন। ৩০

চন্দ্র, রোহিণীকেই ভজনা করিতেন ; রোহিণীর সহিত আমোদ করিতেন ; রোহিণী ব্যতীত অণুমাত্র সুখ লাভ করিতেন না। ৩১

অন্যান্য দক্ষ তনয়াগণ, চন্দ্রকে একমাত্র রোহিণীর প্রতি আসক্ত দেখিয়া বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ৩২

যখন, তাঁহারা প্রতিদিন সেবা করিয়াও চন্দ্রের অনুরাগ-ভাজন হইতে পারিলেন না, তখন সকলেই কুপিত হইলেন। ৩৩

অনন্তর, উত্তরফাল্গুনী, ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, মঘা, বিশাখা, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা এবং উত্তরাষাঢ়া—এই নয়জন অত্যন্ত কুপিতা হইয়া শশধরসমীপে গমনপূর্ব্বক চারিদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৩৪-৩৫

চন্দ্রকে ঘিরিয়া তাঁহারা চন্দ্রের বামাঙ্কস্থায়িনী উজ্জ্বলালঙ্কার ভূষিতা

১। বিনেন্দুং রোহিণী—ইতি পাঠান্তরম্।

তাং বীক্ষ্য তাদৃশীং সর্ব্বা রোহিণীং বরবর্ণিনীম্ ।
জজ্বলুশ্চাতিকোপেন হবিষেব হুতাশনঃ ॥ ৩৭
ততো মঘাশ্রিপূর্ব্বাশ্চ ভরণী কৃত্তিকা তথা ।
চন্দ্রাঙ্কস্থাং মহাভাগাং রোহিণীং জগৃহুর্হঠাৎ ॥ ৩৮
উচুশ্চাতীব কুপিতাঃ পরুষং রোহিণীং প্রতি ।
জীবন্ত্যাং ত্বয়ি দুষ্প্রাজ্ঞে নাস্মানিন্দুস্ত ভাবভাক্¹ ॥ ৩৯
সমুপৈষ্যতি কস্মিংশ্চিৎ সময়ে সুরতোৎসুকঃ ।
বহ্বীনাং ক্ষেমবৃদ্ধ্যর্থং ত্বাং হনিষ্যাম দুর্ম্মতিম্ ॥ ৪০
ন ত্বাং হত্বা ভবেৎ পাপমস্মাকমপি কিঞ্চন ।
প্রজনঘ্নীং বহুস্ত্রীণামৃতৌ পাপকারিণীম্ ॥ ৪১
অস্মিন্নর্থে পুরা ব্রহ্মা ব্যাজহার সুতং প্রতি ।
নীতিশাস্ত্রোপদেশায় তন্নঃ সংশ্রুতমস্তি বৈ ॥ ৪২
একস্য যত্র নিধনে প্রবৃত্তে দুষ্টকারিণঃ ।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥ ৪৩
রুক্মস্তেয়ী সুরাপশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ ।
আত্মানং ঘাতয়েদ্ যস্তু তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥ ৪৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তাসাং তাদৃগভিপ্রায়ং বুদ্ধ্বা দৃষ্ট্বা চ কর্ম্ম চ ।
ভীতাঞ্চ রোহিণীং দৃষ্ট্বা প্রিয়ামতিমনোরমাম্ ॥ ৪৫

রোহিণীকে দেখিলেন ; দেখিলেন—চন্দ্র, তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন । ৩৬

তাঁহারা সকলে বরবর্ণিনী রোহিণীকে তাদৃশ-সৌভাগ্যশালিনী দেখিয়া ঘৃতাহুতিদ্বারা অনলের ন্যায় অতিরোষে জ্বলিয়া উঠিলেন । ৩৭

অনন্তর, মঘা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ভরণী এবং কৃত্তিকা—শশধর ক্রোড়-স্থিতা মহাভাগা রোহিণীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন । ৩৮

তাহারা অত্যন্ত কোপ সহকারে রোহিণীকে রূঢ় কথা বলিতে লাগিলেন ;—অরে দুর্ব্বুদ্ধি ! তুই বাঁচিয়া থাকিতে চন্দ্র আমাদিগের প্রতি অনুরাগী হইবেন না। অতএব আমাদিগের অনেকের মঙ্গলার্থে দুর্ম্মতিশালিনী তোকে বধ করিব । ৩৯-৪০

যখন তুই ঋতুমতী না থাকিস্, তখনও অন্য বহুতর ঋতুমতী রমণীকে স্বামী সহবাসে বঞ্চিত করত তাহাদিগের গর্ভধারণের প্রতিবন্ধক হইয়া মহাপাপ সঞ্চয় করিস্ ; অতএব তোকে বধ করিতে আমাদিগের কোন পাপ নাই । ৪১

ব্রহ্মা পূর্ব্বে পুত্রকে নীতিশাস্ত্র উপদেশ দিবার সময়ে এবিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের শুনা আছে । ৪২

যেখানে একজন দুরাচারীর নিধন হইলে বহুলোকের মঙ্গল সাধিত হয় ; সেখানে তাকে বধ করিলে পুণ্য হয় । ৪৩

(অশীতি রতির অন্যূন) সুবর্ণাপহারী, সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুতল্পগামী (বিমাতৃগামী বা অগম্যাগামী) এবং আত্মঘাতী ইহাদিগকে বধ করিলে পুণ্য হয় । ৪৪

---

১ । নাস্মাবিন্দুঃ সমাগবান্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

আত্মানং চাপরাধঞ্চ তদসম্ভোগজং মুহুঃ।
বিচিন্ত্য রোহিণীং ভীতাং তাসাং হস্তাদমোচয়ৎ ॥ ৪৬
মোচয়িত্বা চ বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য রোহিণীম্।
বারয়ামাস তাঃ সর্ব্বাঃ কৃত্তিকাদ্যাঃ স ভামিনীঃ ॥ ৪৭
তদেন্দুং বারয়ন্তাস্তাঃ কৃত্তিকাদ্যা যথাক্তকাঃ।
সাময়ামুর্মনস্বিন্যস্তাং বীক্ষন্ত্যোঽথ রোহিণীম্ ॥ ৪৮
ন তে ত্রপা বা ভীতির্বা পাপতোঽস্মান্নিরস্যতঃ।
সঞ্জায়তে নিশানাথ প্রাকৃতস্যেব বর্ত্ততঃ ॥ ৪৯
কথমস্মান্নিরাকৃত্য চারিত্রব্রতধারিণীঃ।
সদা ভক্তিমতীরেকাং মূঢ়বত্ত্বং নিষেবসে ॥ ৫০
কিং তে নাবগতো ধর্ম্মো বেদমূলঃ শ্রুতঃ পুরা।
যদ্ধর্ম্মহীনং কুরুষে কর্ম্ম সদ্ভির্ব্বিগর্হিতম্ ॥ ৫১
ধর্ম্মশাস্ত্রার্থগং কর্ম্ম চরন্তীনাং যথোচিতম্।
কথমুদ্বাহিতানাং ত্বং মুখমাস্যং ন বীক্ষসে ॥ ৫২
যদতো যচ্ছ্রুতং পূর্ব্বং নারদায় পিতুর্ম্মুখাৎ।
দক্ষস্য ধর্ম্মশাস্ত্রার্থং তচ্ছৃণুষ্ব নিশাপতে ॥ ৫৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন: চন্দ্র, মঘা প্রভৃতির তাদৃশ অভিপ্রায় বুঝিলেন, কার্য্যেও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেন, অতিমনোরম প্রেয়সী রোহিণীকে ভীতা দেখিলেন। ৪৫

এবং তাঁহাদিগকে সম্ভোগ না করাতে আপনারও সতত অপরাধ হইতেছে, মনে মনে ভাবিলেন চন্দ্র, এই সকল বুঝিয়া বুঝিয়া ভাবিয়া ও চিন্তিয়া ভীতা রোহিণীকে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ৪৬

চন্দ্র, রোহিণীকে ছাড়াইয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক কৃত্তিকা প্রভৃতি সেই কুপিত নিজ রমণীমণ্ডলকে নিবারণ করিলেন। ৪৭

তখন কৃত্তিকা, আর্দ্রা, মঘা, ভরণী—রোহিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিবারণতৎপর চন্দ্রের প্রতি কটূক্তি করিতে লাগিলেন। ৪৮

নিশানাথ! এই যে আমাদিগকে নিরস্ত করিতেছ, ইহাতে তোমার লজ্জা বা পাপের ভয়ও কি হইতেছে না? ছিঃ। যেন তুমি একেবারে নিতান্ত অধম হইয়াছ। ৪৯

আমরা তোমার প্রতি সতত ভক্তিমতী এবং পাতিব্রত্য ব্রতাচারিণী; আমাদিগের সকলকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় এক জনের প্রতি আসক্ত হইয়া রহিয়াছ। ৫০

তুমি কি বেদমূলক ধর্ম্ম অবগত নহ? না—পূর্ব্বে তাহা একেবারে শ্রবণই কর নাই? নতুবা এরূপ সজ্জন-বিগর্হিত অধর্ম্ম কার্য্য করিবে কেন? ৫১

হে সুধাকর! আমরা যথোচিতরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকি এবং তোমার পরিণীতা রমণী; আমাদিগের কেবল মুখের দিকেও কি চাহিতে নাই? ৫২

আমাদিগের পিতা দক্ষ, নারদের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রের যে কথা বলিতেছিলেন তৎকালেই তাঁহার প্রমুখাৎ সে কথা আমরা শুনিয়াছি। নিশাপতে! তুমি তাহা শ্রবণ কর। ৫৩

বহুদারঃ পুমান্ যস্তু রাগাদেকাং ভজেৎ স্ত্রিয়ম্।
স পাপভাক্ স্ত্রৈণজিতস্তস্যাশৌচং সনাতনম্ ॥ ৫৪
যদ্দুঃখং জায়তে স্ত্রীণাং স্বাম্যসম্ভোগজং বিধৌ।
ন তস্য সদৃশং দুঃখং কিঞ্চিদন্যত্র বিদ্যতে ॥ ৫৫
সতীমৃতুমতীং জায়াং যো নেয়াৎ পুরুষাধমঃ।
ঋতুযস্মেষু শুদ্ধেষু ভ্রূণহা স চ জায়তে ॥ ৫৬
ভার্য্যা স্যাদ্ যাবদাত্রেয়ী তাবৎকালং বিবোধনম্।
তস্যাস্তু সঙ্গমে কিঞ্চিদ্বিহিতঞ্চাপি নাচরেৎ ॥ ৫৭
বহুভার্য্যস্য ভার্য্যাণামৃতুমৈথুননাশনম্।
ন কিঞ্চিদ্বিদ্যতে কর্ম শাস্ত্রেণাপি যদীরিতম্ ॥ ৫৮
তোষয়েৎ সততং ভার্য্যা বিধিবৎপাণিপীড়িতাঃ।
তাসাং তুষ্ট্যা তু কল্যাণমকল্যাণমতোঽন্যথা ॥ ৫৯
সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেতৎকুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥ ৬০
যথা বিরুধ্যতে স্বামী সৌভাগ্যমদদৃপ্তয়া।
সপত্নীসঙ্গমং কর্ত্তুং সা স্যাদ্বেশ্যা ভবান্তরে ॥ ৬১
ইহাপি লোকে বাচ্যত্বমধর্ম্মঞ্চাপি বিন্দতি।
ন পিতুস্তু কুলং স্বামিকুলং তস্যাঃ প্রমোদতে ॥ ৬২
বিরুধ্যমানে পত্যৌ যৎ সপত্ন্যা বা প্রবর্ত্ততে।
অতীব দুঃখং ভবতি তদকল্যাণকৃত্তয়োঃ ॥ ৬৩

যে পুরুষ, বহু রমণীর স্বামী হইয়াও অনুরাগক্রমে একজন মাত্র পত্নীতে আসক্ত ; সেই স্ত্রৈণ পুরুষ অত্যন্ত পাপী এবং তাহার যাবজ্জীবন অশৌচ অর্থাৎ সে ব্যক্তি বৈদিক কার্য্যে চিরদিন অনধিকারী। ৫৪

স্বামীর সহিত সম্ভোগ করিতে না পাইলে স্ত্রীলোকের যেরূপ কষ্ট হয়, তাহার অনুরূপ কষ্ট আর কিছুই নাই। ৫৫

যে অধম পুরুষ, সতী-ভার্য্যা ঋতুমতী হইলে বিশুদ্ধ ঋতুদিনে তাহাতে উপগত না হয়, তাহার ভ্রূণহত্যা পাপ হয়। ৫৬

ভার্য্যা যে পর্য্যন্ত আত্রেয়ী থাকে, ততদিন অর্থাৎ ঋতুর তিন দিন পর্য্যন্ত উপগত হওয়া নিষিদ্ধ ; যদি দৈবাৎ উপগত হয়, তাহা হইলে কোন বিহিত কার্য্যেই তাহার অধিকার থাকিবে না। ৫৭

বিশুদ্ধ ঋতুদিনে বহুভার্য্য পুরুষের ভার্য্যাসঙ্গমে প্রতিবন্ধক হইতে পারে—এমন কোন কার্য্য, শাস্ত্রেও কথিত হয় নাই। ৫৮

পরিণীতা ভার্য্যাদিগকে সতত সন্তুষ্ট রাখিবে, কেননা, তাহাদিগের সন্তোষে মঙ্গল, আর অসন্তোষে অমঙ্গল হইয়া থাকে। ৫৯

যে ঘরে বা যে বংশে, পত্নী, পতির—এবং পতি, পত্নীর সন্তোষ বিধান করেন, তথায় নিত্যই মঙ্গল হইয়া থাকে। ৬০

যে রমণী সৌভাগ্য-মদ-গর্ব্বিতা হইয়া স্বামীকে সপত্নীসঙ্গম করিতে না দেয়, সে জন্মান্তরে বেশ্যা হয়। ৬১

এই জন্মেও সে লোক-নিন্দা ও অধর্ম লাভ করে ; আর তাহার পিতৃকুল এবং ভর্ত্তৃকুল স্বর্গভাগী হন না। ৬২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যেবং ভাষমাণাসু তাসু চাতীব নিষ্ঠুরম্‌ ।
চুকোপ চন্দ্রমা দৃষ্ট্বা মলিনং রোহিণীমুখম্‌ ॥ ৬৪
রোহিণী চ তদা তাসামবলোক্যোগ্রতাং মুহুঃ ।
ন কিঞ্চিৎ সাপি প্রোবাচ ভয়শোকত্রপাকুলা ॥ ৬৫
অথাপি কুপিতশ্চন্দ্রস্তাঃ শশাপ তদা স্ত্রিয়ঃ ।
যস্মান্মম পুরস্তোগ্রাস্তীক্ষ্ণা বাচঃ সমীরিতাঃ ॥ ৬৬
ভবতীভিশ্চ তিসৃভি[১]র্লোকেঽস্মিন্‌ কৃত্তিকাদিভিঃ ।
উগ্রা তীক্ষ্ণা ইতি খ্যাতিঃ প্রাপ্তব্যা ত্রিদশেঽপি ॥ ৬৭
তস্মাদেবংবিধানেন নবৈতাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ ।
যাত্রায়াং নোপযুক্তা হি ভবিষ্যথ্বং দিনে দিনে ॥ ৬৮
যুষ্মান্‌ পশ্যন্তি দেবাদ্যা মনুষ্যাদ্যাশ্চ যে ক্ষিতৌ ।
যাত্রাস্থাং তেন দোষেণ তেষাং যাত্রা ন চেষ্টদা ॥ ৬৯
অথ সর্ব্বাস্তদা শাপং তস্য শ্রুত্বাতিদারুণম্‌ ।
চন্দ্রস্য হৃদয়ং জ্ঞাত্বা শাপাচ্চাতীব নিষ্ঠুরম্‌ ॥ ৭০
জগ্মুঃ সর্ব্বাস্তদা দক্ষভবনং প্রত্যমর্ষিতাঃ ।
ঊচুশ্চ দক্ষং পিতরমশ্বিন্যাদ্যাঃ সগদ্গদম্‌ ॥ ৭১
সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা ।
সেবমানো ন ভজতে সোঽস্মান্‌ পরবধূরিব ॥ ৭২

সপত্নী, পতিকে নিরোধ করিয়া (আটকাইয়া) রাখিলে অন্যান্য সপত্নীর যে সাতিশয় দুঃখ হয়, তাহাতে নিরোধকারিণী সপত্নী এবং পতি উভয়েরই অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটে । ৬৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাঁহারা এই সকল অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বলিলে, চন্দ্র—রোহিণীর মলিন মুখ দেখিতে কুপিত হইলেন । ৬৪

রোহিণীও বারংবার তাঁহাদিগের উগ্রতা দর্শনে ভয়, শোক এবং লজ্জাবশতঃ কিছুই বলিলেন না । অনন্তর চন্দ্র, অত্যন্ত রোষভরে সেই পত্নীদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন । ৬৫-৬৬

যেহেতু কৃত্তিকা প্রভৃতি তোমরা চারিজন, আমার সম্মুখে উগ্রভাবে তীক্ষ্ণ (কটূ) বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, অতএব তোমরা সুরসমাজেও "উগ্র" এবং "তীক্ষ্ণ" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে । ৬৭

এই জন্য অর্থাৎ আমার সম্মুখে উগ্র-ভাব-প্রদর্শন প্রযুক্ত তোমারা এই কৃত্তিকা প্রভৃতি নয়জনই নিজ নিজ ভোগ্য দিনে যাত্রায় উপযুক্ত হইবে না । ৬৮

দেবতা প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণ, এবং মনুষ্য প্রভৃতি ভূতলবাসিগণ তোমাদিগকে দেখিয়া যাত্রা করিলে সেই দোষেই তাহাদিগের ইষ্টসিদ্ধ হইবে না । ৬৯

অনন্তর, তাঁহারা তাঁহার সেই অতি দারুণ শাপ শ্রবণ করিয়া এবং চন্দ্রের শাপ দেওয়া দেখিয়া তাঁহার হৃদয় যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর—ইহা বুঝিয়া ক্রোধবশে সকলেই দক্ষ-গৃহে গমন করিলেন । ৭০

অশ্বিনী প্রভৃতি সকলেই পিতা দক্ষকে গদ্গদস্বরে বলিলেন,—চন্দ্র, আমাদের কাছে থাকেন না, কেবল রোহিণীকেই সতত ভজনা করেন । ৭১

১। ভবতীভি-শ্চতসৃভিঃ—ইতি পাঠান্তরম্‌ ।

নাবস্থানে নাবসাদে ভোজনে শ্রবণে তথা ।
বিনেন্দু রোহিণীং শান্তিং লভতে নহি কাঞ্চন ॥ ৭৩
রোহিণ্যা বসতস্তস্য সমীপং বীক্ষ্য তে সুতাঃ ।
যাতীঃ সোঽন্যত্র নয়নমাধায় ন হি বীক্ষতে ॥ ৭৪
আস্তাং স্বামিসম্ভাবো মুখমাত্রং ন বীক্ষতে ।
অস্মিন্ বস্তুনি যৎ কার্য্যং তদস্মাভির্নিগদ্যতাম্ ॥ ৭৫
অস্মাভিরেতৎসময়েঽপ্যভিরুক্তশ্চ চন্দ্রমাঃ ।
স তৎকৃতে ততস্তাস্বচ্ছাপং তীব্রং তদাকরোৎ ॥ ৭৬
দারুণাশ্চাতিতীক্ষ্ণাশ্চ লোকে বাচ্যত্বমাপ্য চ ।
অযাত্রিকা ভবিষ্যধ্বং যূয়মিত্যুক্তবান্ বিধুঃ ॥ ৭৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শ্রুত্বা বাক্যং স পুত্রীণাং তাভিঃ সার্দ্ধং প্রজাপতিঃ ।
জগাম যত্র সোমোঽভূদ্রোহিণ্যা সহিতস্তদা ॥ ৭৮
দূরাদেব বিধুর্দৃষ্ট্বা দক্ষমায়ান্তমাসনাৎ ।
উত্তস্থাবন্তিকে প্রাপ্য ববন্দে চ মহামুনিম্ ॥ ৭৯
অথ দক্ষস্তদোবাচ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
সামপূর্ব্বং চন্দ্রমসং কৃত-সংবন্দনং তথা ॥ ৮০

দক্ষ উবাচ—

সমং বর্ত্তস্ব ভার্য্যাসু বৈষম্যং ত্বং পরিত্যজ ।
বৈষম্যে বহবো দোষা ব্রহ্মণা পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮১

আমরা সেবা করিলেও তিনি আমাদিগের ভজনা করেন না ; যেন আমরা পরস্ত্রী। অবস্থানে, বিরামে, শ্রবণে এবং ভোজনে, চন্দ্র, রোহিণী ব্যতীত কিছুমাত্র সুখলাভ করেন না। ৭২-৭৩

চন্দ্র, রোহিণীর সহিত একত্র আছেন—এমন সময়ে তোমার অন্যান্য তনয়াগণকে সেইদিকে যাইতে দেখিলে, তিনি অন্য দিকে চক্ষু ফিরান, আর ফিরিয়া দেখেন না। ৭৪

স্বামীর কর্ত্তব্য অন্য সদ্ভাব দূরে থাক, তিনি আমাদিগের মুখও দেখেন না। এখন আমরা করি কি—তাহা বলুন। ৭৫

হাঁ, এই সময়ে আমরা একদিন চন্দ্রকে অনুরোধ করি, তাহাতে চন্দ্র, আমাদিগকে নিদারুণ শাপ দিয়াছেন। ৭৬

তিনি বলিয়াছেন,—তোমরা দারুণ এবং অত্যন্ত-তীক্ষ্ণ-স্বভাব, জগতে এইরূপে নিন্দিত হইবে এবং অযাত্রিক হইবে। ৭৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—প্রজাপতি দক্ষ, কন্যাগণের কথা শুনিয়া যথায় চন্দ্র রোহিণীসহ অবস্থিত ছিলেন, তথায় তাঁহাদিগের সহিত গমন করিলেন। ৭৮

চন্দ্র, দূর হইতেই দক্ষ আসিতেছেন দেখিয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন অনন্তর সেই মহামুনি নিকটে আসিলে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ৭৯

চন্দ্র, বিধিমত বন্দনা করিলে দক্ষ আসন পরিগ্রহ করিয়া মিষ্টভাবে এই কথা বলিলেন। ৮০

দক্ষ বলিলেন,—সকল ভার্য্যার প্রতি সমান ব্যবহার কর ; বৈষম্য করিও না ; বৈষম্য করিলে অনেক দোষ ; ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৮১

রতিপুত্রফলা দারাস্তাসু কামানুবন্ধনাৎ।
কামানুবন্ধঃ সংসর্গাৎ সংসর্গঃ সঙ্গমাদ্ভবেৎ ॥ ৮২
সঙ্গমশ্চাপ্যভিধ্যানাদ্বীক্ষণাদভিজায়তে ॥ ৮৩
তস্মাত্তাস্বভিধ্যানং কুরু ত্বং বীক্ষণাদিকম্ ॥ ৮৪
যদ্যেবং নৈব কুরুষে মদ্বচো ধর্ম্মযন্ত্রিতম্।
তদা লোকবচোদুষ্টঃ পাপবাংস্তং ভবিষ্যসি ॥ ৮৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য দক্ষস্য সুমহাত্মনঃ।
এবমস্ত্বিতি চন্দ্রোঽপি তমুবাচ ভয়াদ্দক্ষ ॥ ৮৬
অথানুমন্ত্র্য তনয়াশ্চন্দ্রং জামাতরং তথা।
যযৌ দক্ষো নিজং স্থানং কৃতকৃত্যস্তদা মুনিঃ ॥ ৮৭
গতে দক্ষে ততশ্চন্দ্রস্তাং সমাসাদ্য রোহিণীম্।
অগ্রাহ পূর্ব্ববদ্ভাবং তাসু তস্যাশ্চ রাগতঃ ॥ ৮৮
তথৈব রোহিণীং প্রাপ্য ন কাশ্চিদপি বীক্ষতে।
রোহিণ্যামেব বসতে ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ ॥ ৮৯
গত্বা তাঃ পিতরং প্রাহুর্দৌভাগ্যোদ্বিগ্নমানসাঃ।
সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা ॥ ৯০
তবাপি নাকরোদ্বাক্যং তস্মান্নঃ শরণং ভব ॥ ৯১

পত্নীর প্রতি কামানুবন্ধ-বশতই রতি ও পুত্ররূপ ফল—পত্নী হইতে হইয়া থাকে, কামানুবন্ধ সংসর্গাধীন; সংসর্গ আসক্তি হইতে আর আসক্তি, অভিধ্যান এবং তন্মূলক নিরীক্ষণাদি হইতে জন্মিয়া থাকে। ৮২-৮৩

অতএব তুমি পত্নীগণের প্রতি অভিধ্যান-সহকারে অবলোকনাদি কর। ৮৪

যদি আমার এই ধর্ম্মানুমোদিত বাক্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে লোকসমাজে নিন্দিত এবং পাপভাগী হইবে। ৮৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুমহাত্মা দক্ষের এই কথা শুনিয়া চন্দ্র, তাঁহার ভয়ে তখন "তাহাই হইবে" বলিলেন। ৮৬

তখন মুনি দক্ষ, কৃতকার্য্য হইয়া জামাতা চন্দ্র এবং কন্যাগণের সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন। ৮৭

দক্ষ গমন করিলে পর, চন্দ্র সেই রোহিণীকে লইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ বশতঃ পূর্ব্বভাব অবলম্বন করিলেন; আর অন্যান্য পত্নীদিগের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। ৮৮

সেই তখনকার ন্যায় এখনও রোহিণীকে পাইয়া আর কাহারও প্রতি চাহিয়া দেখেন না; কেবল রোহিণীর সহিতই আমোদ-প্রমোদ, কেলি-কৌতুক করেন; তাহাতে তাঁহারা (অন্যান্য চন্দ্রপত্নীগণ) নিজনিজ দুর্ভাগ্যদর্শনে উদ্বিগ্নচিত্ত এবং কুপিত হইলেন। ৮৯

তাঁহারা পিতৃসন্নিধানে গিয়া কহিলেন; পিতঃ! চন্দ্র, এখনও আমাদিগের কাছে আসেন না; সর্ব্বদাই রোহিণীতে আসক্ত। ৯০

তুমি এত বলিলে, তোমারও কথা রাখিল না; অতএব তুমি এখন আমা-দিগকে রক্ষা কর। ৯১

উত্থেনকোপসংযুক্ত[১] উত্তস্থৌ তৎক্ষণান্মুনিঃ।
জগাম মনসা ধ্যায়ন্ কর্ত্তব্যং নিকটং বিধোঃ॥ ৯২
উপগম্য তদা প্রাহ বচশ্চন্দ্রং প্রজাপতিঃ।
সমং বর্ত্তস্ব ভার্য্যাসু বৈষম্যং ত্বং পরিত্যজ॥ ৯৩
ন চেদিদং বচোঽস্মাকং মৌর্খ্যাৎ ত্বং নাববুধ্যসে।
ধর্ম্মশাস্ত্রাতিগায়াহং শপ্স্যে ত্বুক্যং নিশাপতে॥ ৯৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো দক্ষভয়াচ্চন্দ্রস্তৎকর্ত্তুং প্রতি তৎপরঃ।
অঙ্গীচকারাভিসরাং কার্য্যমেবং মুহুস্তিতি॥ ৯৫
সমং প্রবর্ত্তনং কর্ত্তুং ভার্য্যাস্বঙ্গীকৃতে ততঃ।
বিধুনা প্রযযৌ দক্ষঃ স্বস্থানং চন্দ্রসম্মতঃ॥ ৯৬
গতে দক্ষে নিশানাথো রোহিণ্যাসহিতো ভৃশম্।
রমমাণো বিসস্মার দক্ষস্য বচনস্য সঃ॥ ৯৭
সেব্যমানাশ্চ তাঃ সর্ব্বা অশ্বিন্যাদ্যা মনোরমাঃ।
নাভজচ্চন্দ্রমাস্তাসু অবজ্ঞামেব চাকরোৎ॥ ৯৮
অবজ্ঞাতাস্তু তাঃ সর্ব্বাশ্চন্দ্রেণ পিতুরন্তিকম্।
গত্বৈবার্ত্তস্বরাশ্চার্ত্তা রুদত্যশ্চৈবমব্রুবন্॥ ৯৯
নাকরোদ্বচনং সোমস্তবাপি মুনিসত্তম।
অবজ্ঞাং কুরুতেঽস্মাসু পূর্ব্বতোঽপ্যধিকং স চ॥ ১০০

অনন্তর, মুনি দক্ষ, ঈষৎ কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিলেন এবং মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া চন্দ্রসমীপে গমন করিলেন। ৯২

তখন, প্রজাপতি দক্ষ, চন্দ্রকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—"সকল ভার্য্যার প্রতি সমান ব্যবহার কর; বৈষম্য করিও না। যদি তুমি মূর্খতা-প্রযুক্ত আমার এই কথা না রাখ, তাহা হইলে হে নিশানাথ! ধর্ম্মশাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী তোমাকে আমি অভিসম্পাত প্রদান করিব"। ৯৩-৯৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর চন্দ্র দক্ষের ভয়ে তাঁহার সম্মুখে "আমি ইহা করিব, আমি ইহা করিব" বলিয়া তাহা করিতে আগ্রহ-সহকারে বারবার অঙ্গীকার করিলেন। ৯৫

এইরূপে চন্দ্র, সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতে স্বীকার করিলে, দক্ষ বিদায় লইয়া চন্দ্রের সম্মতিক্রমে স্বস্থানে গমন করিলেন। ৯৬

দক্ষ চলিয়া গেলে, নিশাপতি রোহিণীর সহিত সাতিশয় বিহার করত দক্ষের কথা ভুলিয়া গেলেন। ৯৭

অশ্বিনী প্রভৃতি সেই সমস্ত মনোরমা রমণীগণ, চন্দ্রের সেবা করিতে থাকিলেও চন্দ্র, তাঁহাদিগের প্রতি অনুরক্ত হইলেন না; প্রত্যুত অবজ্ঞাই করিতে লাগিলেন। ৯৮

চন্দ্র, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে থাকিলে তাঁহারা কাতর হইয়া পিতৃ-সমীপে গমনপূর্ব্বক কাতরস্বরে রোদন করত এই কথা কহিলেন। ৯৯

হে মুনিবর! চন্দ্র, এবারও তোমার কথা রাখিলেন না; তিনি এখন আমাদিগের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবজ্ঞাই করিতেছেন। ১০০

১। তত ঈষৎ কোপযুক্তঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

তস্মাৎ সোমেন নঃ কার্য্যং ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
তপস্বিন্যো ভবিষ্যামস্তপশ্চর্য্যাং নিদেশয় ॥ ১০১
তপসা শোষিতাত্মানঃ পরিত্যক্ষ্যাম জীবিতম্।
কিমস্মাকং জীবিতেন দুর্ভগানাং দ্বিজোত্তম ॥ ১০২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা তাস্ততঃ সর্ব্বা দক্ষজাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ।
কপোলমালম্ব্য করৈরুপোপবিবিশুঃ[1] ক্ষিতৌ ॥ ১০৩
তাস্তু দৃষ্ট্বা তথাভূতা দুঃখব্যাকুলিতেন্দ্রিয়াঃ।
অতিদীনমুখো দক্ষঃ কোপাজ্জ্বাল বহ্নিবৎ ॥ ১০৪
অথ কোপপরীতস্য দক্ষস্য সুমহাত্মনঃ।
নিশ্চক্রাম তদা যক্ষ্মা নাসিকাগ্রাদ্বিভীষণঃ ॥ ১০৫
দংষ্ট্রাকরালবদনঃ কৃষ্ণাঙ্গারসমপ্রভঃ।
অতিদীর্ঘঃ স্বল্পকেশঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥ ১০৬
অধোমুখো দণ্ডহস্তঃ কাসং বিভ্রম্য সন্ততম্।
কুর্ব্বাণো নিম্ননেত্রশ্চ যোষাসম্ভোগলোলুপঃ ॥ ১০৭
স চোবাচ তদা দক্ষং কস্মিংস্থাস্যাম্যহং মুনে।
কিংবা চাহং করিষ্যামি তন্মে বদ মহামতে ॥ ১০৮
ততো দক্ষস্তু তং প্রাহ সোমং যাহি দ্রুতং ভবান্।
সোমমত্তুং ভবানিত্যং সোমে ত্বং তিষ্ঠ স্বেচ্ছয়া ॥ ১০৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য দক্ষস্যাথ মহামুনে।
শনৈঃ শনৈস্ততঃ সোমমাসসাদ শনঃ স চ ॥ ১১০

অতএব আমাদিগের আর চন্দ্রে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এখন আমরা তপস্বিনী হইব, তপস্যা করিবার নিয়ম বলিয়া দাও। ১০১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমরা তপস্যা দ্বারা শরীর শোষিত করিয়া জীবনত্যাগ করিব; আমরা বড় দুর্ভগা, আমাদিগের জীবনে কাজ কি? ১০২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কৃত্তিকা অশ্বিনী প্রভৃতি দক্ষতনয়াগণ, এই কথা বলিয়া করতলে কপোল স্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরে, নিকট নিকট ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগকে তাদৃশ দুঃখবিহ্বলেন্দ্রিয়া ও মলিনবদনা দেখিয়া দক্ষ রোষাবেশে অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। ১০৩-১০৪

অনন্তর কোপপূর্ণ মহাত্মা দক্ষের নাসিকাগ্র হইতে রমণীসম্ভোগলোলুপ, অধোমুখ, নিম্নদৃষ্টি, জগতের কাসোৎপাদক—ভীষণ যক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন হইল। তাহার দংষ্ট্রাভীষণ, বর্ণ অঙ্গারবৎ কৃষ্ণ, কেশ স্বল্প, আকৃতি অতিদীর্ঘ কৃশ, এবং শিরা-পরিব্যাপ্ত, হস্তে একগাছি দণ্ড। ১০৫-১০৭

যক্ষ্মা, দক্ষকে বলিল,—হে মুনে! আমি কোথায় থাকিব? আমি কিই বা করিব? হে মহামতে! তাহা আমাকে বলিয়া দিন। ১০৮

অনন্তর দক্ষ তাহাকে বলিলেন,—তুমি সত্বর চন্দ্রশরীরে গমন কর; তুমি চন্দ্রকে গ্রাস করিবার জন্য স্বেচ্ছামত তথায় বাস কর। ১০৯

১। করৈরুপ্ বিবিশুঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

আসাদ্য স তদা সোমং বল্মীকং পন্নগো যথা।
প্রবিবেশেন্দুহৃদয়ং ছিদ্রং প্রাপ্য মহাগদঃ ॥ ১১১
তস্মিন্ প্রবিষ্টে হৃদয়ে দারুণে রাজযক্ষ্মণি।
মুমোহ চন্দ্রস্তত্রাপ বিষমা গ্লাপ্তবাংশ্চ সঃ ॥ ১১২
উৎপন্ন প্রথমং যস্মাল্লীনো রাজন্যসৌ গদঃ।
রাজযক্ষ্মেতি লোকেঽস্মিন্নস্ত খ্যাতিরভূদ্দ্বিজাঃ ॥ ১১৩
ততস্তেনাভিভূতঃ স যক্ষ্মণা রোহিণীপতিঃ।
ক্ষয়ং জগামানুদিনং গ্রীষ্মে স্বল্পনদী যথা ॥ ১১৪
অথ চন্দ্রে ক্ষীয়মাণে সর্ব্বৌষধ্যো গতাঃ ক্ষয়ম্।
ক্ষয়ং যাতাস্বৌষধীষু ন যজ্ঞঃ সমবর্ত্তত ॥ ১১৫
যজ্ঞাভাবাত্ দেবানামন্নং সর্ব্বং ক্ষয়ং গতম্।
পর্জ্জন্যাশ্চ ততো নষ্টাস্ততো বৃষ্টির্ন চাভবৎ ॥ ১১৬
বৃষ্ট্যভাবে তু লোকানামাহারাঃ ক্ষীণতাং গতাঃ ॥ ১১৭
দুর্ভিক্ষব্যসনোপেতে সর্ব্বলোকে দ্বিজোত্তমাঃ।
দানধর্ম্মাদিকং কিঞ্চিন্ন লোকস্য প্রবর্ত্ততে ॥ ১১৮
সত্ত্বহীনাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা লোভেনোপহতেন্দ্রিয়াঃ।
পাপমেব তদা চক্রুঃ কুকর্ম্মরতয়শ্চ তাঃ ॥ ১১৯
এতান্ দৃষ্ট্বা তদা ভাবান্ দিক্পালাঃ সপুরন্দরাঃ।
জগ্মুঃ ক্ষোভং পরং দেবাঃ সাগরাশ্চ গ্রহাস্তথা ॥ ১২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাত্মা দক্ষের এই কথা শুনিয়া সেই রোগ ধীরে ধীরে চন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইল। ১১০

চন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়াই—সর্প যেমন বল্মীকস্তূপে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ছিদ্র পাইয়া সেই মহারোগ চন্দ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ১১১

সেই নিদারুণ রাজযক্ষ্মা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে চন্দ্র, মোহ পাইলেন ও নিজের সতত বিষম দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতে লাগিলেন। ১১২

হে দ্বিজগণ। সেই রোগ, উৎপন্ন হইয়া প্রথমেই রাজাতে অর্থাৎ চন্দ্রে লীন হইয়াছিল বলিয়া তাহা জগতে "রাজযক্ষ্মা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ১১৩

অনন্তর, সেই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত চন্দ্র গ্রীষ্মকালে স্বল্পসলিলা নদীর ন্যায় প্রত্যহ ক্ষয় পাইতে লাগিলেন। ১১৪

চন্দ্র, ক্ষয় পাইতে লাগিলে ওষধি সকল (ধান্য প্রভৃতি) ক্ষয় পাইল; ওষধি ক্ষয় হওয়াতে আর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে পারিল না। ১১৫

যজ্ঞ অভাবে দেবগণের অন্ন মারা গেল। জলদাবলী বিনষ্ট হইল, সুতরাং বৃষ্টি হওয়াও বন্ধ হইল। ১১৬

বৃষ্টি অভাবে সকল লোকের অন্নাভাব হইল হইল। ১১৭

হে দ্বিজবরগণ। সমস্ত লোক দুর্ভিক্ষ-বিপদে কাতর হইলে দানধর্ম্মাদি আর কিছুই রহিল না। ১১৮

তখন প্রজাগণ সকলেই দুর্ব্বল, সার-হীন, লোলুপেন্দ্রিয় এবং কু-কর্ম্মরত হইয়া পাপ কার্য্যই করিতে লাগিল। ১১৯

এইরূপ ভাব দেখিয়া ইন্দ্রাদি দিক্পালগণ, নবগ্রহ অন্যান্য দেবগণ এবং সপ্ত সমুদ্র—সকলেই অত্যন্ত ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন। ১২০

ততো দৃষ্ট্বা জগৎ সর্ব্বং ব্যাকুলং দস্যুপীড়িতম্।
ব্রহ্মাণমগমন্ দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরোগমাঃ॥ ১২১
উপসৃত্য দেবেশং স্রষ্টারং জগতাং পতিম্।
প্রণম্যাথ যথাযোগ্যমুপবিষ্টাস্তদা সুরাঃ॥ ১২২
তান্ ম্লানবদনান্ সর্ব্বান্ বীক্ষ্য লোকপিতামহঃ।
অভিভূতান্ পরেণেব হৃতস্ববিষয়ানিব।
পপ্রচ্ছ সম্মুখীকৃত্য গুরুমিন্দ্রং হুতাশনম্॥ ১২৩

ব্রহ্মোবাচ—

স্বাগতং ভো সুরগণাঃ কিমর্থং যূয়মাগতাঃ।
দুঃখোপহতদেহাংশ্চ যুষ্মান্ ম্লানাংশ্চ লক্ষয়ে॥ ১২৪
নিরাবাধান্নিরাতঙ্কান্ যুষ্মান্ সর্ব্বাংশ্চ কামগান্।
কৃত্বা স্ববিষয়ে যুক্তান্ কথং পশ্যামি দুঃখিতান্॥ ১২৫
যদোহভবদ্দুঃখবীজং যুষ্মান্ বা যস্ত বাধতে।
তৎকথ্যতামশেষেণ সিদ্ধকামাবধার্য্যতাম্॥ ১২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো বৃহস্পতির্জীবঃ কৃষ্ণবর্ত্মা চ লোকভৃৎ।
উবাচাম্বুভবে তস্মৈ সুরাণাং দুঃখকারণম্॥ ১২৭
শৃণু সর্ব্বজগৎকর্ত্তস্ত্বং[১] যেন বয়মাগতাঃ।
যথাস্মাকং দুঃখবীজং যতো ম্লানশ্রিয়ো বয়ম্॥ ১২৮

ক্রমে সমস্ত জগৎকে ব্যাকুল এবং দস্যুপীড়িত দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সকলে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ১২১

তাঁহারা, জগৎপতি, সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। ১২২

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, পর-পরিভূতের ন্যায়, হৃতবিষয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের ম্লান বদন দর্শনে বৃহস্পতি, ইন্দ্র এবং অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—অহে দেবগণ! আসিতে ত কোন ক্লেশ হয় নাই? এখন জিজ্ঞাসা করি, কি জন্য তোমরা আসিয়াছ? তোমাদিগের দুঃখ-পীড়িত-দেহ ও ম্লানবদন দেখিতেছি? ১২৪

তোমাদিগকে বিঘ্ন-বাধামুক্ত, নির্ভয় এবং কামচারী করিয়া স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত করিয়াছি; এখন আবার দুঃখিত দেখিতে পাই কেন? ১২৫

যাহা তোমাদিগের দুঃখের কারণ, বা যে তোমাদিগকে দুঃখিত করিয়া তুলিয়াছে—সম্পূর্ণরূপে তাহা কীর্ত্তন কর এবং মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অবধারণ কর। ১২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, লোকপালক ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং অগ্নি, ব্রহ্মার নিকটে দেবগণের দুঃখকারণ বলিতে লাগিলেন। ১২৭

হে বিধাতঃ! আমরা যে জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, যাহা আমাদিগের দুঃখের কারণ এবং যাহাতে আমাদিগের শ্রী মলিন হইয়াছে তৎসমস্ত শ্রবণ করুন। ১২৮

১। শৃণু সর্ব্বং……ইতি পাঠান্তরম্।

ন কচিৎ সম্প্রবর্ত্তন্তে যজ্ঞা লোকে পিতামহ।
নিরাবাধা নিরাতঙ্কাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ ক্ষয়ং গতাঃ॥ ১২৯
ন চ দানাদিধর্ম্মশ্চ ন তপাংসি ক্ষিতৌ কচিৎ।
নৈব বর্ষতি পর্জ্জন্যঃ ক্ষীণতোয়াভবৎ ক্ষিতিঃ॥ ১৩০
ক্ষীণাঃ সর্ব্বাস্তথৌষধ্যঃ শস্যা লোকাঃ সমাকুলাঃ।
দস্যুভিঃ পীড়িতা বিপ্রা বেদবাদং ন কুর্ব্বতে॥ ১৩১
অন্নৈবৈকস্যাভাবাস্ত ম্রিয়ন্তে বহবঃ প্রজাঃ।
ক্ষীণেষু যজ্ঞভাগেষু ভোগহীনাস্তথা বয়ম্॥ ১৩২
দুর্ব্বলাস্ত ক্রিয়া হীনা নৈব শান্তিং লভামহে॥ ১৩৩
রোহিণ্যা মন্দিরে চন্দ্রো যজ্ঞপত্যা চিরং স্থিতঃ।
বৃষরাশৌ স চ ক্ষীণো জ্যোৎস্নাহীনশ্চ বর্ত্ততে॥ ১৩৪
যদৈবান্বিষ্যতে দেবৈশ্চন্দ্রো নৈষাং পুরঃসরঃ।
কদাচিদপি দেবানাং সমাজে বাভববিধে॥ ১৩৫
কদাচিদ্রোহিণীং ত্যক্ত্বা নৈব কচন গচ্ছতি।
যত্নতঃ কোঽপি ন ভবেত্তদা চন্দ্রো বহির্ভবেৎ॥ ১৩৬
দৃশ্যতে স কলাহীনঃ কলামাত্রাবশেষকঃ।
ইতি সর্ব্বত্র লোকেশ বৃত্তঃ কর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ॥ ১৩৭
তং দৃষ্ট্বা কান্দিশীকাস্ত বয়ং ত্বাং শরণং গতাঃ॥ ১৩৮
পাতালাদ্ যাবদুত্থায় কালকঞ্জাদয়োঽসুরাঃ।
নাস্মান্ লোকেশ বাধন্তে তাবদ্রক্ষাহি সাম্প্রতং॥ ১৩৯

হে লোক-পিতামহ! কোন স্থানেই আর যজ্ঞ হয় না; যাহাদিগের কোন বাধা ছিল না—কোন ভয় ছিল না, সেই সমস্ত প্রজাগণ এখন ক্ষয় পাইয়াছে। ১২৯

পৃথিবীতে এখন দানাদি ধর্ম্ম নাই, তপস্যা নাই; মেঘে বৃষ্টি করে না, ভূমণ্ডল জলহীন হইয়াছে। ১৩০

ওষধি ও শস্য সকল বিনষ্ট; লোক সমস্ত ব্যাকুল; বিপ্রগণ দস্যু-পীড়িত; আর তাঁহারা বেদধ্বনি করেন না। ১৩১

অনেক প্রজা অন্নাভাবে মরিতেছে। যজ্ঞভাগ না থাকাতে আমরাও অন্নহীন হইয়াছি। ১৩২

তাহাতেই আমরা দুর্ব্বল ও শ্রীহীন; কোনরূপেই স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। ১৩৩

চন্দ্র, যজ্ঞপতি যারা বহুদিন রোহিণীমন্দিরে বৃষরাশিতে অবস্থিত আছেন, তিনি এখন ক্ষীণ এবং জ্যোৎস্না-হীন। ১৩৪

দেবতারা যখনই অন্বেষণ করেন, তখনই দেখেন,—চন্দ্র, তাঁহাদিগের অগ্রে নাই। হে বিধাতঃ! তিনি কখনও দেবসভাতে আইসেন না। ১৩৫

রোহিণীকে ত্যাগ করিয়া প্রায় কখনই তিনি কোন স্থানে যান না, তবে যত্ন কেহ না থাকে ত একটু আধটু বাহিরে আইসেন। ১৩৬

তখন দেখা যায় তাঁহার সকল কলা গিয়াছে, কেবল একটী কলা অবশিষ্ট আছে। হে লোকেশ! এইরূপ অবস্থা বিপর্য্যয় সর্ব্বত্রই হইয়াছে। ১৩৭

তদ্দর্শনে আমরা দিশাহারা হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। কাল—

অয়ং প্রবর্ত্ততে কস্মাজ্জগতাং বা ব্যতিক্রমঃ ।
ন জানীমস্তু তৎ সর্ব্বং বিপ্লবে বাপি কারণম্ ॥ ১৪০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতৎ সুরাণাং বচনং দিব্যদর্শী পিতামহঃ ।
শ্রুত্বা ক্ষণমভিধ্যায়ন্ নিজগাদ সুরোত্তমান্ । ১৪১

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণ্বন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা যদর্থং লোকবিপ্লবঃ ।
প্রবর্ত্ততেঽধুনা যেন শান্তিস্তস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৪২
সোমো দাক্ষায়ণীঃ কন্যাঃ সপ্তবিংশতিসংখ্যকাঃ ।
অশ্বিন্যাদ্যা বরবধূর্ভার্য্যার্থে পরিণীতবান্ ॥ ১৪৩
পরিণীয় স তাঃ সর্ব্বা রোহিণ্যাং সততং বিধুঃ ।
প্রাবর্ত্ততানুরাগেণ ন সমস্তাসু বর্ত্ততে । ১৪৪
অশ্বিন্যাদ্যাস্তু তাঃ সর্ব্বা দৌর্ভাগ্যজ্বরপীড়িতাঃ ।
স্বভিঃস্বস্তির্বরারোহাঃ পিতরং প্রস্থিতাঃ স্বকম্ । ১৪৫
প্রবর্ত্ততে নিশানাথো রোহিণ্যাং রাগতো যথা ।
তথা ন তাসু ভজতে তদ্দক্ষায় ন্যবেদয়ন্ । ১৪৬
ততো দক্ষো মহাবুদ্ধিঃ সাম্না সংস্তূয় বিটপতিম্ ।
বহুসুনৃতমাভাষ্য পুত্র্যর্থে চাবরোধত । ১৪৭
অনুরুদ্ধো যথাকামং দক্ষেণ সুমহাত্মনা ।
সমং প্রবর্ত্তিতুং তাসু সময়ং কৃতবান্ বিধুঃ । ১৪৮

কঙ্কাদি অসুরমণ্ডলী, যাবৎ পাতাল হইতে উঠিয়া আমাদিগকে পীড়া না দেয়, তন্মধ্যেই আমাদিগকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন । ১৩৮-১৩৯

জগতের এইরূপ ব্যতিক্রম কেন যে হইয়াছে, সেই বিপ্লব কারণ আমরা অবগত নহি । ১৪০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দিব্যদর্শী পিতামহ, দেবগণের এই বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করত সেই সুরশ্রেষ্ঠদিগকে বলিলেন ;—যে কারণে লোকবিপ্লব হইতেছে এবং যে উপায়ে তাহার শান্তি হইবে—দেবগণ সকলে তাহা শ্রবণ কর । ১৪১-৪২

চন্দ্র, অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশ জন বরাঙ্গনা দক্ষতনয়াকে বিবাহ করেন । ১৪৩

সকলকে বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু অনুরাগবশতঃ সর্ব্বদা রোহিণীর নিকটেই থাকিতেন, অন্য কাহারও নিকটেই যাইতেন না । ১৪৪

অনন্তর, অশ্বিনী প্রভৃতি ছাব্বিশজন বরারোহা রমণী সকলেই দুর্ভাগ্য-জ্বরে পীড়িত হইয়া স্বয়ংই নিজ নিজ পিতৃ-সন্নিধানে গমন করিলেন । ১৪৫

চন্দ্র, অনুরাগক্রমে রোহিণীর সহিত যেরূপ ভাব করেন, আর তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ ভাব করেন—তাঁহারা দক্ষের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন । ১৪৬

অনন্তর মহাবুদ্ধি দক্ষ, জামাতাকে মিষ্টবাক্যে স্তব করিয়া ও বহুতর সুনৃত বাক্য বলিয়া কন্যাগণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন । ১৪৭

সমমঙ্গীকৃতে তাবৎ তাসু কর্ত্তুং হিমাংশুনা।
স্বং জগাম ততঃ স্থানং দক্ষোঽপি মুনিসত্তমঃ॥ ১৪৯
গতে দক্ষে মুনিশ্রেষ্ঠে বৈষম্যং তাসু চন্দ্রমাঃ।
জহৌ ন তাবৎ তাঃ সর্ব্বং কুপিতাঃ পিতরং গতাঃ॥ ১৫০
ততো দক্ষঃ পুনশ্চন্দ্রমবরুধ্য সুতান্তরে।
সমাং বৃত্তিং প্রতিশ্রাব্য বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ১৫১
ন সমং বর্ত্তসে চন্দ্র সর্ব্বাস্বাসু ভবান্ যদি।
তদা দাস্যে হ্যহং তুভ্যং তস্মাৎ কুরু সমঞ্জসম্॥ ১৫২
ততো গতে পুনর্দক্ষে ন সমং বর্ত্ততে যদা।
তাসু চন্দ্রস্তদা দক্ষং পুনর্গত্বাব্রুবন্ রুষা॥ ১৫৩
ন তে বচঃ সংকুরুতে বৈষম্যাসু প্রবর্ত্ততে।
বয়ং তপশ্চরিষ্যামঃ স্থাস্যামশ্চ তবান্তিকে॥ ১৫৪
তাসামিতি বচঃ শ্রুত্বা কুপিতঃ স মহামুনিঃ।
ক্ষয়ায় চন্দ্রস্য পুনঃ শাপায়োৎসুকতাং গতঃ॥ ১৫৫
শাপায়োদ্যুক্তমনসঃ কুপিতস্য মহামুনেঃ।
ক্ষয়ো নাম মহারোগো নাসিকাগ্রাদ্বিনির্গতঃ॥ ১৫৬
প্রেষিতঃ স চ চন্দ্রায় দক্ষেণ মুনিনা ততঃ।
প্রবিষ্টবাংস্তস্য দেহে ক্ষয়িতস্তেন চন্দ্রমাঃ॥ ১৫৭

সুমহাত্মা দক্ষ, নিজের ইচ্ছামত চন্দ্রকে অনুরোধ করিলে তিনি সকল পত্নীর প্রতিই সমান ব্যবহার করিতে স্বীকার করেন। ১৪৮

চন্দ্র, তাঁহাদিগের সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে অঙ্গীকার করিলে মুনিশ্রেষ্ঠ দক্ষ স্বস্থানে গমন করিলেন। ১৪৯

মুনিবর দক্ষ চলিয়া গেলে, চন্দ্র সেই সকল পত্নীর প্রতি বৈষম্য পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার পত্নীগণ তাহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া পিতৃসমীপে গমন করিলেন। ১৫০

তদনন্তর দক্ষ, তনয়াগণের জন্য চন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া সকল পত্নীতেই সমান ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞা করাইলেন এবং বলিলেন; চন্দ্র! যদি তুমি এই সকলগুলির প্রতিই সমান ব্যবহার না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে শাপ দিব। অতএব অসামঞ্জস্যের কার্য্য করিও না। ১৫১-১৫২

পুনরায় দক্ষ চলিয়া গেলে, চন্দ্র, যখন তাঁহাদিগের প্রতি স্বীকার মত সমান ব্যবহার না করিলেন, তখন তাঁহারা রোষাবেশে পুনরায় যাইয়া দক্ষকে বলিলেন; চন্দ্র, তোমার কথা রক্ষা করিলেন না; তিনি আমাদিগের কাছে আইসেন না; আমরা তপস্যা করিব; তোমার নিকটে থাকিব। ১৫৩-১৫৪

মুনি দক্ষ, তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন; তখন তাঁহার মন চন্দ্রকে ক্ষয়কারক শাপ দিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইল। ১৫৫

কুপিত মহামুনি শাপ দিতে উৎসুকচিত্ত হইলে তাঁহার নাসিকাগ্র হইতে ক্ষয় নামে মহারোগ নির্গত হইল। ১৫৬

সুমহাত্মা দক্ষ, রোগকে চন্দ্রের নিকটে পাঠাইয়াছেন; রোগও চন্দ্র-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; সেই রোগই চন্দ্রকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে। ১৫৭

ক্ষীণে চন্দ্রে ক্ষয়ং যাতা জ্যোৎস্নাতস্য মহাত্মনঃ।
ক্ষীণাসু সর্ব্বজ্যোৎস্নাসু সর্ব্বৌষধ্যঃ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ১৫৮
ঔষধ্যভাবাল্লোকেঽস্মিন্ ন যজ্ঞঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
যজ্ঞাভাবাদনাবৃষ্টিস্ততঃ সর্ব্বপ্রজাক্ষয়ঃ ॥ ১৫৯
যজ্ঞভাগোপভোগেন হীনানাং ভবতাং তথা।
দুর্ব্বলত্বং সমুৎপন্নং বিকারশ্চ যথোচ্যতে ॥ ১৬০
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং যথাভূল্লোকবিপ্লবঃ।
যেনোপায়েন তচ্ছান্তিস্তচ্ছৃণুত সুরোত্তমাঃ ॥ ১৬১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

মহাত্মা চন্দ্র, ক্ষীণ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার জ্যোৎস্নাও ক্ষীণ হইয়াছে; জ্যোৎস্না ক্ষীণ হওয়াতে সকল ওষধি ক্ষয় পাইয়াছে। ১৫৮

ওষধি অভাবে জগতে আর যজ্ঞ হইতেছে না; যজ্ঞ অভাবে অনাবৃষ্টি,—তাহাতেই সমস্ত প্রজা ক্ষয় হইয়াছে। ১৫৯

যজ্ঞভাগ-উপভোগ ব্যতীত তোমাদিগের সেইরূপ দুর্ব্বলত্ব এবং ব্যতিক্রম হইয়াছে। যে জন্য জগতের ব্যতিক্রম হইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে বলিলাম; হে দিব্যোত্তমগণ। যে উপায়ে ঐ বিপদের শান্তি হইবে তাহা শ্রবণ কর। ১৬০-১৬১

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

গচ্ছত ভোঃ সুরগণা দক্ষস্য সদনং প্রতি ।
প্রসাদয়ত চন্দ্রার্থে স চ পূর্ণো ভবেদ্‌যথা ॥ ১
পূর্ণে চন্দ্রে জগৎ সর্ব্বং প্রকৃতিস্থং ভবিষ্যতি ।
যুষ্মাকঞ্চ ভবেচ্ছান্তিরোষধীনাঞ্চ সম্ভবঃ ॥ ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।
প্রযযুর্হৃষ্টমনসস্তদা দক্ষনিবেশনম্ ॥ ৩
যথাযোগ্যমুপস্থায় সর্ব্বে মুনিবরং সুরাঃ ।
প্রোচুঃ প্রজাপতিং দক্ষং প্রণম্য মধুরয়া গিরা ॥ ৪

দেবা ঊচুঃ—

প্রসীদ সীদতাং ব্রহ্মন্নস্মাকং বহুদুঃখিনাম্ ।
উদ্ধরস্ব মহাবুদ্ধে ত্রাহি নঃ শোকসাগরাৎ ॥ ৫
যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞঞ্চ সৃষ্টিকৃৎ পরমাত্মনঃ ।
তদংশভূতং পরং জ্যোতির্বিপ্ররূপ নমোঽস্তু তে ॥ ৬
রক্ষণাৎ সর্ব্বজগতাং প্রজাপালনকারণাৎ ।
দক্ষঃ প্রজাপতিশ্চেতি যোগেশস্ত্বং স্মৃতো বরম্ ॥ ৭
দক্ষায় সর্ব্বজগতাং দক্ষায় কুশলাত্মনাম্ ।
রক্ষাধাত্রহিতায়াত নমস্তুভ্যং মহাত্মনে ॥ ৮

চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ-মুক্তি ।

ব্রহ্মা কহিলেন ; হে সুরগণ ! তোমরা দক্ষ ভবনে গমন কর ; চন্দ্র যাহাতে পূর্ণ হন, সেই জন্য গিয়া দক্ষকে প্রসন্ন কর । ১

চন্দ্র, পূর্ণ হইলে সমস্ত জগৎ প্রকৃতিস্থ হইবে । তোমাদিগের শান্তি এবং ওষধি সকলেরও পুনরুদ্ভব হইবে । ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে দক্ষালয়ে গমন করিলেন । ৩

সকল দেবগণ, যথাযোগ্য বিনীতভাবে প্রজাপতি দক্ষসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম-পূর্ব্বক মধুরবচনে বলিতে লাগিলেন ; ব্রহ্মন্ ! আমরা বহু দুঃখে অবসন্ন, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন ; হে মহামতে ! আমাদিগকে রক্ষা করুন, শোকসাগর হইতে উদ্ধার করুন । ৪-৫

পরমাত্মার ব্রহ্মা নামে যে সৃষ্টিকারক মূর্ত্তি, বিপ্ররূপী পরম জ্যোতি তাঁহারই অংশস্থিত ; হে জ্যোতিঃ-স্বরূপ-বিপ্র ! আপনাকে নমস্কার । ৬

যিনি সর্ব্ব জগতের রক্ষক বলিয়া “দক্ষ”, আর প্রজাপালক বলিয়া “প্রজাপতি” নামে অভিহিত, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি । ৭

সমস্ত জগতের পাটব-কর্ত্তা কুশলাত্মাদিগের রক্ষাকর্ত্তা মহাত্মা দক্ষকে সত্বর আত্মহিতের জন্য নমস্কার করি । ৮

সততং চিন্ত্যমানস্য যোগিভির্নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ।
সারস্য সারভূতত্ত্বং দক্ষায় পরমাত্মনে ॥ ৯
যোগিবৃত্তিরনাদ্যাঃ পারগাণাং পরায়ণঃ।
আত্মতমূর্ত্তঃ[১] সহসা তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ১০
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা দক্ষো যজ্ঞভুজাং তথা।
প্রাহ প্রসন্নবদনঃ শক্রমাভাষ্য মুখ্যতঃ ॥ ১১

দক্ষ উবাচ—

কুতঃ শক্র মহাবাহো ভবতাং দুঃখমাগতম্।
দুঃখহেতুং বদ বিভো শ্রোতুমিচ্ছাম্যহন্তু তম্ ॥ ১২
মমাস্তি বা কিং কর্ত্তব্যং ভবতাং দুঃখহানয়ে।
তদহং যদি শক্নোমি করিষ্যামি হিতং সমম্ ॥ ১৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্রহ্মসূনোর্মহাত্মনঃ।
জগাদ বাক্পতিঃ শক্রো বীতিহোত্রোঽথ তং মুনিম্ ॥ ১৪

ত উচুঃ—

ক্ষয়ী জাতো নিশানাথস্তস্মিন্ ক্ষীণে ক্ষয়ং গতাঃ।
সর্ব্বৌষধ্যো দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্মান্নির্যজ্ঞহানিকৃৎ ॥ ১৫
যজ্ঞে বিনষ্টে সকলাঃ প্রজাঃ ক্ষুত্তৃষকাতরাঃ।
বৃষ্ট্যভাবান্মহদ্দুঃখং প্রাপ্য নষ্টাশ্চ কাশ্চন ॥ ১৬
ক্ষয়োঽয়ং রাত্রিনাথস্য যত্তে কোপাৎ প্রবর্ত্ততে।
স সর্ব্বজগতো ব্রহ্মন্নভাবার্থমুপস্থিতঃ ॥ ১৭

সংযতেন্দ্রিয় যোগিগণ যাঁহাকে সতত চিন্তা করেন, যিনি সেই সারবস্তু পরমাত্মার সারভূত, তুমি সেই দক্ষ। ৯

হে অতি তেজস্বিন্! তুমি যোগবৃত্তি অপ্রমূর্ত্ত এবং পারগামীদিগেরও পরম গতি; তোমাকে বারবার নমস্কার করি। ১০

সেই সকল দেবগণের এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক দক্ষ, প্রাধান্য-প্রযুক্ত ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া প্রসন্ন-বদনে বলিতে লাগিলেন; হে মহাবাহু ইন্দ্র! কি কারণে তোমাদিগের দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে? প্রভো! দুঃখের কারণ কি বল; আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ১১-১২

তোমাদিগের দুঃখ দূর করিতে আমাকেই বা কি করিতে হইবে? আমার সাধ্যাতীত না হইলে আমি তোমাদিগের সম্পূর্ণরূপে হিত করিব। ১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহামুনি ব্রহ্ম-তনয় দক্ষের সেই কথা শুনিয়া বৃহস্পতি, ইন্দ্র এবং অগ্নি, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ১৪

হে দ্বিজবর! শশধর ক্ষীণ হইয়াছেন, তাহাতে সকল ওষধিই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; ওষধি অভাবে এখন আর যজ্ঞ হইতেছে না। ১৫

যজ্ঞ বন্ধ হওয়াতে অনাবৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সকল প্রজাই ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির, কতকগুলি প্রজা এইরূপ মহাদুঃখ পাইয়া প্রাণত্যাগও করিয়াছে। ১৬

ব্রহ্মন্! আপনার ক্রোধে এই যে চন্দ্রের ক্ষয় হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ১৭

১। আত্মভূর্ত্তঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

নাধুনা তস্ত্রিভুবনে যন্ন ক্ষুব্ধং নু কিঞ্চন।
বিলুপ্তং যাতি বিপ্রেন্দ্র স্থাবরাঃ পতগাশ্চ বা॥ ১৮
ন যজ্ঞাঃ সম্প্রবর্ত্তন্তে ন তপস্যন্তি তাপসাঃ।
আহারদুঃখাদ্বিশ্রীকাঃ প্রজাঃ ক্ষীণা ভয়াতুরাঃ॥ ১৯
এবং প্রবৃত্তে বিপ্রেন্দ্র বিপ্লবেঽস্মাদ্রসাতলাৎ।
দৈত্যা ন যাবদুত্থায় বাধন্তে তাবদুদ্ধর॥ ২০
প্রসীদ দক্ষ চন্দ্রস্য তং পূরয় তপোবলাৎ।
পূর্ণে চন্দ্রে জগৎ সর্ব্বং প্রকৃতিস্থং ভবিষ্যতি॥ ২১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রজাপতিসুতস্তদা।
উবাচ তান্ সুরগণান্ হৃদয়াচ্ছল্যমুদ্ধরন্॥ ২২

দক্ষ উবাচ—

যন্মে বচো নিশানাথে প্রবৃত্তং শাপকারণম্।
ন কেনাপি নিদানেন মিথ্যা কর্ত্তুং তদুৎসহে॥ ২৩
কিন্তু মদ্বচনং যস্মান্নৈকান্তেন মৃষা ভবেৎ।
চন্দ্রোঽপি বর্দ্ধতে যস্মাত্তদুপায়মুদীক্ষত॥ ২৪
তত্রাপ্যয়মুপায়োঽস্তি মাসার্দ্ধং যাতু চন্দ্রমাঃ।
ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ মাসার্দ্ধং সমং ভার্য্যাসু বর্ত্ততাম্॥ ২৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তং প্রসাদ্য প্রজাপতিম্।
সর্ব্বে সুরগণাস্তত্র গতা যত্রাস্তি চন্দ্রমাঃ॥ ২৬

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! সপ্তসমুদ্র—বন, পশু-পক্ষী বন, সুর-মণ্ডলী বন,—অধুনা ত্রিজগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা ক্ষুব্ধ বা বিলুপ্ত হয় নাই। ১৮

এখন আর যজ্ঞ হয় না; তপস্বী তপস্যা করেন না। প্রজাকুল ক্ষীণ ভয়াতুর এবং অন্নকষ্টে হতশ্রী। ১৯

হে বিপ্রবর! এইরূপ বিপ্লব প্রবৃত্ত হইয়াছে, এখন যাবৎ দৈত্যগণ রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগকে পীড়া না দেয়, তন্মধ্যে উদ্ধার করুন। ২০

দক্ষ! চন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হউন, তপোবলে তাঁহাকে পূর্ণ করুন; চন্দ্র পূর্ণ হইলে, সমস্ত জগতই প্রকৃতিস্থ হইবে। ২১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; তখন ব্রহ্মনন্দন দক্ষ, দেবগণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে শল্যোদ্ধার করত তাঁহাদিগকে বলিলেন; চন্দ্রের প্রতি আমার যে শাপ-বাক্য নির্গত হইয়াছে, আমি কোন নিদান ধরিয়াই তাহা মিথ্যা করিতে পারি না। ২২-২৩

কিন্তু আমার বাক্যও একান্ত মিথ্যা না হয়, অথচ চন্দ্রও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এরূপ উপায় দেখ। ২৪

তাহাতেও এইমাত্র উপায় আছে; চন্দ্র, সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করুক, তবে একপক্ষ ক্ষয় ও একপক্ষ বৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ২৫

হে দ্বিজগণ! দক্ষ এই কথা বলিলে, তাঁহার সেই কথা শুনিয়া এবং সেই— প্রজাপতি দক্ষকে প্রসন্ন করিয়া সুরগণ, সকলেই চন্দ্রমা যথায় ছিলেন তথায় গমন করিলেন। ২৬

এবমুক্তে তু বচনে দক্ষেণ মুনিনা দ্বিজাঃ।
অথ চন্দ্রং সমাদায় ভার্য্যাভিঃ সহিতং তদা।
জগ্মুস্তে ব্রহ্মভবনং মুদিতাঃ সুরসত্তমাঃ। ২৭
তত্র গত্বা মহাভাগা যথা দক্ষেণ ভাষিতম্।
তৎ সর্ব্বং কথয়ামাসুর্ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। ২৮
ব্রহ্মা দক্ষবচঃ শ্রুত্বা দেবানাং বদনাত্তদা।
চন্দ্রভাগং মহাশৈলং জগাম সহিতঃ সুরৈঃ। ২৯
তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠঃ প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
স্নাপয়ামাস শুভ্রাংশুং বৃহল্লোহিতপুষ্করে। ৩০
ভূতভব্যভবজ্জ্ঞানঃ পূর্ব্বমেব পিতামহঃ।
এতদর্থঞ্চকারাত্র সরঃ পূর্ণং জগদ্‌গুরুঃ। ৩১
তত্র স্নাতস্য জন্তোস্তু নীরোগত্বং প্রজায়তে।
চিরায়ুষ্টঞ্চ সততং বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকে। ৩২
তত্র স্নাতস্য চন্দ্রস্য শরীরাত্তৎক্ষণং গদঃ।
রাজযক্ষ্মা নিঃসসার পূর্ব্বরূপো যথোদিতঃ। ৩৩
নিঃসৃত্য রাজযক্ষ্মাপি ব্রহ্মাণঞ্চ জগৎপতিম্।
প্রণম্যাহং কিং করিষ্যে ক গচ্ছামীত্যুবাচ তম্। ৩৪
স্থানং পত্নীঞ্চ লোকেশ কৃত্যং মম সনাতনম্।
নির্দেশয়ানুরূপং যে স্রষ্টা ত্বং জগতাং যতঃ। ৩৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো ব্রহ্মাপি তং দৃষ্টং নিরীক্ষ্যোদ্ভূং শরীরগৈঃ।
অমৃতৈস্তেনাতিতুষ্টৈঃ ক্ষীণঞ্চাপি নিশাপতিম্। ৩৬

অনন্তর ভার্য্যাগণ পরিবৃত চন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সেই সুরবরসমূহ হৃষ্টচিত্তে ব্রহ্ম-সদনে গমন করিলেন। ২৭

মহাভাগগণ, তথায় গমন করিয়া দক্ষের কথিত সমস্ত কথাই পরমাত্মা ব্রহ্মার নিকট বলিলেন। ২৮

ব্রহ্মা, দেবগণের প্রমুখাৎ দক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে সুবিস্তৃত চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে গমন করিলেন। ২৯

সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, তথায় গমন করিয়া প্রজাগণের হিত-কামনায় লোহিত নামক বৃহৎসরোবর-জলে চন্দ্রকে স্নান করাইলেন। ৩০

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানজ্ঞানসম্পন্ন জগৎপ্রভু পিতামহ, এইজন্যই পূর্ব্বে এই স্থানে এই জলপূর্ণ সরোবর সৃষ্টি করেন। ৩১

সেই লোহিত নামক বৃহৎ সরোবরে স্নান করিলে, প্রাণী রোগ-মুক্ত এবং চিরজীবী হয়। ৩২

তথা স্নান করিবামাত্র চন্দ্রের শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ রাজযক্ষ্মা রোগ নির্গত হইল; তখন আবার তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় রূপ প্রকাশ পাইল। ৩৩

রাজযক্ষ্মা, নিঃসৃত হইয়া জগৎপতি ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—আমি কি করিব? কোথায় যাইব? ৩৪

হে লোকেশ! আপনি ত্রিজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, অতএব আপনি আমার অনুরূপ ভার্য্যা, বাসস্থান এবং চিরন্তন কর্ত্তব্যকার্য্য স্থির করিয়া দিন। ৩৫

দোর্ভিঃ স্বয়ং তং গৃহীত্বা গিরৌ নিষ্পিষ্য বৈ মুহুঃ।
অমৃতং গালয়ামাস শরীরাদ্রাজযক্ষ্মণঃ ॥ ৩৭
অমৃতানি চ যান্যাশু গালিতানি তদা জলে।
ক্ষীরোদস্য স চিক্ষেপ মধ্যে রহসি লোকভৃৎ ॥ ৩৮
তস্মাদস্যামৃতাদিন্দোঃ কলাঃ ক্ষীণাস্তু যাঃ পুরা।
তাসাং জগ্রাহ লবশশ্চূর্ণান্ ক্ষীরোদসাগরাৎ ॥ ৩৯
কলামাত্রাবশেষস্য সংসর্গাদ্রাজযক্ষ্মণঃ।
ক্ষীণাঃ কলাঃ পঞ্চদশ যাঃ পূর্ব্বমমৃতাত্মিকাঃ ॥ ৪০
তা রাজযক্ষ্মগর্ভস্থাশ্চূর্ণীভূতাস্তু পীড়য়া।
তেজোজ্যোৎস্নাসুধাভিস্তু নিবদ্ধং যৎ কলাপতেঃ ॥ ৪১
শরীরং তত্ত্রিধা ভূতং গর্ভস্থং রাজযক্ষ্মণঃ ॥ ৪২
জ্যোতিশ্চূর্ণমভূৎ জ্যোৎস্না লীনা রাজাদিযক্ষ্মণি।
দ্রবীভূতাঃ সুধাঃ সর্ব্বা গর্ভে রোগস্য চ স্থিতাঃ ॥ ৪৩
যদা নির্গালয়ামাস সুধাং ব্রহ্মা যক্ষ্মান্তরাৎ।
তদা জ্যোৎস্নাসুধাজ্যোতিঃ সর্ব্বং তস্মাদ্বহির্গতম্ ॥ ৪৪
ক্ষীরোদসাগরে ক্ষিপ্তং তৎসর্ব্বং বিধিনা তদা।
দেবান্ গিরৌ পরিত্যজ্য স্বয়ং গত্বা দ্রুতং ততঃ ॥ ৪৫
ততোঽমৃতানি প্রক্ষাল্য কলাচূর্ণানি বারিভিঃ।
জ্যোৎস্নাকলাপ্যাজগামাশু গৃহীত্বা তত্রয়ং গিরিম্ ॥ ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, ব্রহ্মা, রাজযক্ষ্মাকে চন্দ্রের শরীর-স্থিত অমৃতপানে পরিপুষ্ট এবং চন্দ্রকে ক্ষীণ দেখিলেন। ৩৬

বাহুযুগল দ্বারা তাহাকে ধারণপূর্ব্বক বারংবার পর্ব্বতে নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই রাজযক্ষ্মার দেহ হইতে অমৃত বাহির করিয়া লইলেন। ৩৭

লোকপালক ব্রহ্মা সেই বহিষ্কৃত অশুদ্ধ অমৃত, ক্ষীরোদসাগরে জলমধ্যে গোপনে নিক্ষেপ করিলেন। ৩৮

পূর্ব্বে চন্দ্রের কলাসকল ক্ষীণ হইয়াছিল, এখন ব্রহ্মা সেই ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষিপ্ত অমৃত হইতে তিল তিল কলাচূর্ণ গ্রহণ করিলেন। ৩৯

রাজযক্ষ্মারোগ-প্রভাবে কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রের যে অমৃতময়ী পঞ্চদশকলা ক্ষয় পাইয়াছিল, তাহা রাজ-যক্ষ্মারই গর্ভে ছিল। ৪০

এখন নিষ্পীড়ন বশে তৎসমস্ত চূর্ণ হইয়া যাইল। তেজ, জ্যোৎস্না এবং অমৃত এই তিন পদার্থময়। চন্দ্র-শরীর, তিনভাগে বিভক্ত হইয়া রাজ-যক্ষ্মার গর্ভে থাকে। ৪১-৪২

জ্যোতি চূর্ণ হইয়াছিল, জ্যোৎস্না রাজযক্ষ্মা-দেহে লীন হইয়াছিল, আর অমৃতরাশি দ্রবভাবে উক্ত রোগের উদরে ছিল। ৪৩

ব্রহ্মা যখন রোগের উদর হইতে অমৃত বাহির করেন, তখন কেবল অমৃত নহে—জ্যোৎস্না, জ্যোতি এবং অমৃত, সকলই বাহির হইয়াছিল। ৪৪

তখন বিধি তৎসমস্তই ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষেপ করেন। অনন্তর বিধাতা দেবগণকে পর্ব্বতে ছাড়িয়া স্বয়ং সত্বর ক্ষীরোদসাগরে গমন করেন। ৪৫

ক্ষীরোদাদ্‌গিরিমাগাচ্চ চন্দ্রভাগং তদা বিধিঃ।
দেবমধ্যে কলাচূর্ণং সুধাজ্যোৎস্না ন্যবীবিশৎ ॥ ৪৭
সংস্থাপ্য তত্রয়ং ব্রহ্মা দেবানাং মধ্যতঃ স্থিতঃ।
জগাদ রাজযক্ষ্মাণং তৎস্থানাদি নিদেশয়ন্ ॥ ৪৮

ব্রহ্মোবাচ—

সর্ব্বদা যো দিবারাত্রৌ সন্ধ্যায়াং বনিতারতঃ।
সেবতে সুরতং তস্মিন্ রাজযক্ষ্মন্ বসিষ্যসি ॥ ৪৯
প্রতিশ্যায়-শ্বাসকাস-সংযুক্তো মৈথুনং চরেৎ।
স তে প্রবেশ্যঃ সততং শ্লেষ্মণশ্চ তথাবিধঃ ॥ ৫০
তৃষ্ণাখ্যা মৃত্যুপুত্রী যা ভবতঃ সদৃশী গুণৈঃ।
সা তেঽস্তু ভার্য্যা সততং ভবন্তমনুযাস্যতি ॥ ৫১
ক্ষীণত্বং ভবতঃ কৃত্যং তত্তত্তু বিষয়ং কুরু।
ক্রুতং গচ্ছ যথাকামং চন্দ্রাৎ ত্বং বিমুখো ভব ॥ ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বিসৃষ্টো বিধিনা রাজযক্ষ্মা মহাগদঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামন্তর্দ্ধানং জগাম হ ॥ ৫৩
অন্তর্হিতে মহারোগে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
চন্দ্রং সমগ্রয়ামাস কলাপঞ্চদশৈর্ধিতম্ ॥ ৫৪
তেন ক্ষীরোদধৌতেন সুধাপুগেন চাম্ভসঃ।
সজ্যোৎস্নৈস্ত কলাচূর্ণৈঃ পূর্ব্ববচ্চাকরোদ্বিধুম্ ॥ ৫৫

তৎপরে অমৃত, কলাচূর্ণ এবং জ্যোৎস্না—এই তিন বস্তুই সমুদ্রে প্রক্ষালন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সেই পর্ব্বতে আগমন করিলেন। ৪৬

বিধি, ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে আসিয়া দেবগণের মধ্যে কলাচূর্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্না স্থাপন করিলেন। ৪৭

ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে সেই তিন বস্তু রাখিয়া রাজযক্ষ্মার বাসস্থানাদি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৪৮

যে ব্যক্তি, দিবা রাত্রি, সন্ধ্যা—সকল সময়েই রমণীতে আসক্ত হইয়া সুরতসেবা করে, হে রাজযক্ষ্মন্! তুমি তাহার শরীরে বাস করিবে। ৪৯

যে ব্যক্তি, প্রতিশ্যায় রোগ, শ্বাসরোগ, কাসরোগ বা শ্লেষ্মরোগযুক্ত হইয়া মৈথুনাসক্ত হয়, তুমি, তাহাতে প্রবেশ করিবে। ৫০

তৃষ্ণানাম্নী মৃত্যুকন্যা, গুণে তোমার অনুরূপা; সেই তোমার ভার্য্যা হউক; সে তোমার সতত অনুগামিনী হইবে। ৫১

ক্ষীণতাই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তুমি যথায় থাকিবে, তাহার ক্ষীণতা করিবে, এখন সত্বর যথেচ্ছ স্থানে গমন কর, চন্দ্রের প্রতি বিমুখ হও। ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহারোগ রাজযক্ষ্মা ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বিদায় পাইয়া সর্ব্বদেবগণসমক্ষে অন্তর্হিত হইল। ৫৩

সেই মহারোগ অন্তর্হিত হইলে পর, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রকে পঞ্চদশ কলার দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। ৫৪

অর্থাৎ ব্রহ্মা, সেই সেই অমৃতরাশি জ্যোৎস্না এবং কলাচূর্ণ দ্বারা চন্দ্রকে পূর্ব্ববৎ করিলেন। ৫৫

স ষোড়শকলাপূর্ণঃ পূর্ব্ববদ্দিবভৌ যদা।
চন্দ্রস্তদা সর্ব্বদেবা মুমুদুস্তস্য দর্শনাৎ ॥ ৫৬
অথ চন্দ্রস্তদা পূর্ণঃ প্রণিপত্য পিতামহম্।
উবাচেদং সুরসদোমধ্যগো নাতিহর্ষিতঃ ॥ ৫৭

সোম উবাচ—

ন স্যাম্[১] পূর্ব্ববদ্ ব্রহ্মন্ শরীরে মম বর্ত্ততে।
ন বীর্য্যং বা তথোৎসাহো বিশীনস্ত্যঙ্গসন্ধয়ঃ ॥ ৫৮
নোৎসহে পূর্ব্ববচ্চেষ্টাং বিধাতুং সুতরামহম্।
চেষ্টাহীনস্ত্বনুদিনং বর্ত্তেহং কেন লোককৃৎ ॥ ৫৯

ব্রহ্মোবাচ—

গ্রস্তস্য যক্ষ্মণা সোম যদভূদঙ্গসন্ধয়ঃ।
পূর্ব্বং বিশীর্ণা ভবতস্তৎপূর্ণমভবন্ন হি ॥ ৬০
অধুনা ভবতো মেদচূর্ণং নিঃসারিতং ময়া।
শরীরাৎ সামৃতজ্যোৎস্নমঞ্জসা রাজযক্ষ্মণঃ ॥ ৬১
তেষাং প্রক্ষালনবিধৌ লবশো যৎস্থিতং জলে।
জ্যোৎস্নায়াশ্চ সুধায়াশ্চ তেন হীনো ভবান্ যতঃ ॥ ৬২
ততোঽঙ্গসন্ধয়ো রাজংস্তব সীদন্তি সাম্প্রতম্।
তস্যোপায়ং বিধাস্যামি যথা শান্তিং লভেস্তবান্ ॥ ৬৩
প্রাজাপত্যঃ পুরোডাশো হবনীয়ঃ পুরোঽধ্বরে।
ঐন্দ্রস্ততোঽনু চাগ্নেয়ঃ প্রদেয়ঃ সর্ব্বতঃ ক্রতৌ ॥ ৬৪

যখন চন্দ্র, ষোল কলাপূর্ণ হইয়া পূর্ব্ববৎ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন, তখন দেবগণ, তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৫৬

অনন্তর পূর্ণচন্দ্র, পিতামহকে প্রণাম করিয়া সুর-সভামধ্যে অনতি-হৃষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে বলিলেন। ৫৭

সোম বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমার শরীরে এখন পূর্ব্বের ন্যায় আস্থা নাই, বীর্য্য নাই, উৎসাহ নাই; অঙ্গসন্ধি সকল শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ৫৮

আমি পূর্ব্বের ন্যায় চেষ্টা (গমনাদি) করিতে পারিতেছি না; প্রত্যহ এইরূপে চেষ্টাহীন হইয়া থাকিব কিরূপে? ৫৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—চন্দ্র! যক্ষ্মা-রোগ-গ্রস্ত হওয়াতে তোমার অঙ্গসন্ধি সকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, আজও তাহা পূর্ণ হয় নাই। ৬০

আমি, এখন, রাজ-যক্ষ্মার উদর হইতে তোমার যে মেদচূর্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্না নিঃসারিত করিলাম। ৬১

সেই চূর্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্নার প্রক্ষালনসময়ে যে কিছু অংশ জলে পড়িয়া গিয়াছে, তাহা তোমার শরীরে নাই। ৬২

এই জন্যই হে রাজন্! এখন তোমার অঙ্গসন্ধি সকল অবসন্ন। যাহা হউক, যাহাতে তোমার কষ্ট দূর হইবে, তাহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি। ৬৩

যজ্ঞে প্রথমে প্রাজাপত্য, তৎপরে ঐন্দ্র, তৎপরে আগ্নেয় পুরোডাশ আহুতি দিবে; সকল যজ্ঞেই এই নিয়ম। ৬৪

১। ন সুখং—ইতি পাঠান্তরম্।

ততো নু ভবতো ভাগঃ পুরোডাশো ময়া কৃতঃ।
তেন ভাগেন ভুক্তেন নিত্যং যজ্ঞকৃতেন হি।
পূর্ব্ববৎ তে সমুৎসাহঃ স্থাম বীর্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৬৫
যে চামৃতকণাস্তোয়ে ক্ষীরোদস্য স্থিতাস্তব।
শরীরচূর্ণং বা যত্তে জ্যোৎস্নাকণাপি যে লবাঃ।
তৎসর্ব্বং ভবতো জ্যোৎস্নাযোগাদনুদিনং বিধো।
বৃদ্ধিং যাস্যতি সততং ক্ষীরসাগরগর্ভগম্ ॥ ৬৬
স্বারোচিষেঽন্তরে প্রাপ্তে দ্বিতীয়ে শঙ্করাংশজঃ।
দুর্ব্বাসা ভবিতা বিপ্রঃ প্রচণ্ডশ্চণ্ডভানুবৎ[1] ॥ ৬৭
স দেবেন্দ্রস্যাবিনয়াচ্ছাপং দত্ত্বা সুদারুণম্।
করিষ্যতি ত্রিভুবনং নিঃশ্রীকং সসুরাসুরম্ ॥ ৬৮
শ্রিয়া হীনে ততো লোকে ভবিতা লোকবিপ্লবঃ।
যথা তব ক্ষয়াৎ সোম প্রবৃত্তঃ সর্ব্ববিপ্লবঃ ॥ ৬৯
তন্মানুষপ্রমাণেন তৃতীয়ে তু কৃতে যুগে।
ভবিষ্যতি যাস্যতি চ যাবদ্ যুগচতুষ্টয়ম্ ॥ ৭০
ততশ্চতুর্থে সম্প্রাপ্তে সহ দেবৈঃ কৃতে যুগে।
ক্ষীরোদং নির্মথিষ্যামঃ শম্ভুবিষ্ণ্বহং তথা ॥ ৭১
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্।
যজ্ঞভাগেষু হীনেষু দেবানামর্থং স্বয়ং ততঃ।
মথিষ্যামঃ সমং দেবৈঃ ক্ষীরোদং সহ দানবৈঃ ॥ ৭২

তাহার পর, তোমার ভাগের পুরোডাশ; আমি এই নিয়ম করিয়াছি। সেই যজ্ঞীয় ভাগ নিত্য ভোজন করিলে তোমার পূর্ব্ববৎ উৎসাহ, স্থিতিশক্তি এবং বীর্য্য হইবে। ৬৫

ক্ষীরোদসাগরের জলে তোমার যে সকল অমৃতাংশ দেহচূর্ণ এবং জ্যোৎস্না-কণা বর্ত্তমান আছে, হে শশধর! তৎসমস্তই তোমার জ্যোৎস্নাসংসর্গে প্রত্যহ বাড়িতে থাকিবে। ৬৬

স্বারোচিষ-মন্বন্তরের দ্বিতীয় সত্যযুগে শঙ্করের অংশ-সম্ভূত, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-সদৃশ উগ্র-স্বভাবসম্পন্ন দুর্ব্বাসা নামে এক ব্রাহ্মণ হইবেন। ৬৭

তিনি দেবরাজের দুর্ব্বিনয় বশতঃ তাঁহাকে নিদারুণ শাপ দিয়া সুরাসুর-পরিবৃত ভুবনমণ্ডলীকে শ্রীহীন করিবেন। ৬৮

হে চন্দ্র! তোমার ক্ষয়ে এখন যেমন লোকবিপ্লব হইয়াছে, সমস্ত জগৎ শ্রীহীন হইলে, এইরূপ লোক-বিপ্লব হইবে। ৬৯

তৃতীয় সত্যযুগে এ ঘটনা হইবে; মনুষ্য-প্রমাণে চারি যুগ এইরূপ বিপ্লবাবস্থা থাকিবে। ৭০

অনন্তর চতুর্থ সত্যযুগ আসিলে, আমি শিব এবং বিষ্ণু—আমরা দেবগণ সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিব। ৭১

যজ্ঞভাগহীন হইলে আমরা দেবগণের জন্য মন্দরপর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া দেব-দানব সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিব। ৭২

১। প্রচণ্ডচণ্ডভাস্বরঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

তচ্ছরীরামৃতমিদং সংস্থিতং ক্ষীরসাগরে।
তৎ প্রমথ্য গ্রহীষ্যামো রাশীভূতং তথা ক্ষয়ম্ ॥ ৭৩
সর্ব্বৌষধ্যন্তরে কৃত্বা তচ্ছরীরং তদা বয়ম্।
ক্ষেপ্স্যামঃ সাগরজলে শরীরার্থং বিধো তব ॥ ৭৪
নির্ম্মথ্য সাগরং পশ্চাৎ সমুদ্ধার্য্য যদামৃতম্।
তদা তব বপুস্তস্মিন্ পূর্ব্ববৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৭৫
ওজোবীর্য্যান্বিতং কান্তমক্ষয়ঞ্চ সুধাত্মকম্।
দৃঢ়াঙ্গসন্ধিকং চারু ভবিষ্যতি বপুস্তব ॥ ৭৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

সুধাংশুমেবমাভাষ্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
বিধোঃ ক্ষয়ায় মাসার্দ্ধং বৃদ্ধয়ে যত্নবানভূৎ ॥ ৭৭
যথা দক্ষেণ গদিতং মাসার্দ্ধং যাতু চন্দ্রমাঃ।
ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ মাসার্দ্ধং যত্নং তত্রাকরোদ্বিধিঃ ॥ ৭৮
ততঃ ষোড়শধা চন্দ্রং সুরজ্যেষ্ঠো বিভক্তবান্।
বিভজ্য চ সুরান্ সর্ব্বান্ সমুবাচেদমুত্তমম্ ॥ ৭৯
কলাঃ ষোড়শ চন্দ্রস্য তত্রৈকা শম্ভুমূর্দ্ধনি।
তিষ্ঠত্বদ্যাবধি পরা ক্ষয়ং যান্তু ক্ষয়ং বিনা ॥ ৮০
ক্ষয়েণ যদি রোগেণ মাসার্দ্ধং দক্ষবাক্যতঃ।
ক্ষয়াৎ পীড়্যতে চন্দ্রো নোপশান্তিস্তদা ভবেৎ ॥ ৮১
কিং ত্বস্য যা কলা শম্ভৌ জ্যোৎস্না গচ্ছতু তাং প্রতি।
চতুর্দ্দশকলাসংস্থাঃ প্রতিমাসং সুরোত্তমাঃ ॥ ৮২

এই তোমার শরীরামৃত, যাহা ক্ষীরোদসাগরে রহিল ; রাশীকৃত এই অক্ষয়-সুধা—মন্থন করিয়া গ্রহণ করিব। ৭৩

চন্দ্র! তোমার এই দেহকে পুষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বৌষধি দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ইহাকে সাগর-জলে নিক্ষেপ করিব। ৭৪

আমরা সাগরমন্থন করিয়া যখন অমৃত উত্তোলন করিব, তখন তোমার দেহ পূর্ব্ববৎ হইবে। ৭৫

তখন তোমার দেহ, তেজো-বীর্য্য-সম্পন্ন, অক্ষয় সুধাময় এবং দৃঢ়সন্ধি-যুক্ত হইবে। ৭৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—লোক-পিতামহ ব্রহ্মা সুধাংশুকে এই কথা বলিয়া তাঁহার এক পক্ষে ক্ষয়, আর এক পক্ষে বৃদ্ধি—ইহার জন্য যত্নশীল হইলেন। ৭৭

চন্দ্র একপক্ষ ক্ষয় পাইবে, আর একপক্ষ বৃদ্ধি পাইবে, দক্ষ এই কথা বলিয়াছিলেন, বিধাতা তাহা রক্ষা করিতে যত্নবান হইলেন। ৭৮

অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, চন্দ্রকে ষোলভাগে বিভক্ত করিলেন ; বিভাগ করিয়া সমস্ত সুরগণকে এই উত্তম কথা বলিতে লাগিলেন। ৭৯

চন্দ্রের ষোলকলা ; তন্মধ্যে এক কলা অদ্যাবধি শিবের মস্তকে থাক্ ; আর অন্য সমস্ত কলা, বিনা যক্ষ্মারোগে ক্ষয় পাইবে। ৮০

যদি চন্দ্র, দক্ষের বাক্যে, একপক্ষকাল, ক্ষয়রোগে পীড়িত হইয়া ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে আর ইহার শান্তি হইবে না। ৮১

হে সুরবরগণ! প্রতিমাসের প্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশদিনে

চতুর্দ্দশকলাসংস্থান্যমৃতানি পিবন্তু বৈ।
প্রতিপত্তিথিমারভ্য ভবস্তস্তাং চতুর্দ্দশীম্ ॥ ৮৩
তেজোভাগাঃ সূর্য্যবিম্বং চতুর্দ্দশতিথৌ ক্রমাৎ।
প্রবিশন্তু ক্ষয়ং চৈবং কৃষ্ণপক্ষে বিধোর্ভবেৎ ॥ ৮৪
যাতু শেষা কলা দর্শে হরিৎপত্রে পলায়িতা।
তিষ্ঠতু প্রথমে ভাগে তিথৌ তস্যাং নিশাপতেঃ ॥ ৮৫
দ্বিতীয়ে দর্শভাগে তু রোহিণ্যা যাতু মন্দিরম্।
তৃতীয়ে তু সরস্বত্যাং স্নাত্বা সমুত্থিতো বিধুঃ ॥ ৮৬
চতুর্থে বলসম্পূর্ণস্তিথিভাগে বিভাবসোঃ।
মণ্ডলং যাতু চন্দ্রোঽস্বং সরিম্বরথঘোটকঃ ॥ ৮৭
যাবৎ কালেন হি কলা প্রথমা ক্ষয়মাপ্নুয়াৎ।
এবমেবং কৃষ্ণপক্ষে তাবৎ সা প্রতিপদ্ ভবেৎ ॥ ৮৮
দ্বিতীয়াদৌ কৃষ্ণপক্ষে বৃদ্ধিহ্রাসস্তথাবিধঃ।
তিথীনাং বৃদ্ধিহেতুশ্চ শুক্লে কৃষ্ণে তথা ভবেৎ ॥ ৮৯
ততঃ পুনঃ শুক্লপক্ষে যাবৎ পূর্ব্বকলোদিতা।
বৃদ্ধিং নৈতি ভবেত্তাবৎ প্রতিপত্তিথিরান্বিতঃ ॥ ৯০
ততো দ্বিতীয়ভাগস্থ যা জ্যোৎস্না হরমূর্দ্ধনি।
স্থিতা[১] যা বৈ কলা যাতু গতা সা পুনরেষ্যতি ॥ ৯১
যুষ্মাভিস্তু ভবেৎ পেয়মমৃতং যদ্দিনে দিনে ॥ ৯২
তদ্দ্বিতীয়াদিতিথিভিঃ পূর্ণাস্তাভিঃ সদৈব হি।
স্বয়মুৎপৎস্যতে চন্দ্রো জ্যোৎস্নাযোগাৎ সুরোত্তমাঃ ॥ ৯৩

ক্রমে ক্রমে চন্দ্রের চতুর্দ্দশ কলার জ্যোৎস্না শিবমস্তকস্থিত শশিকলাতে গমন করিবে; অমৃত তোমরা পান করিবে। ৮২-৮৩

তেজোভাগ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইবে। কৃষ্ণপক্ষে, এইরূপ চন্দ্রক্ষয় হইবে। ৮৪

চন্দ্রের অবশিষ্ট এক কলা অমাবস্যাতিথির প্রথমভাগে হরিৎপত্রে লুকাইয়া থাকিবে। ৮৫

দ্বিতীয় ভাগে রোহিণীতে গমন করিবে; তৃতীয়ভাগে কলাবশিষ্ট বিধু-কলা সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া সমুজ্জ্বল হইবে। ৮৬

আর চতুর্থভাগে বলসম্পন্ন হইয়া নিজমণ্ডল ও রথ-ঘোটক-সমভিব্যাহারে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবে। ৮৭

প্রথম কলার ক্ষয় যতক্ষণে হয়, ততক্ষণেই কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া প্রভৃতির ক্ষয়-বৃদ্ধিও কলাক্ষয়ের সময়-তারতম্য অনুসারে হইয়া থাকে। এই জন্যই তিথিসকলের হ্রাসবৃদ্ধি শুক্ল, কৃষ্ণ—উভয়পক্ষেই হইয়া থাকে। ৮৮ ৮৯

তৎপরে যে পর্য্যন্ত প্রথম কলা উদয় হইতে থাকে, দ্বিতীয় কলার উদয় না হয়, তাবৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ, অনন্তর শিবশিরোভূষণ শশিকলাতে অবস্থিত দ্বিতীয় ভাগাদির জ্যোৎস্না ক্রমে পুনরায় আগত হইবে; তোমরা কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ যে অমৃত পান করিবে। ৯০-৯২

১। স্থিতায়াং বৈ কলায়াং তু—ইতি পাঠান্তরম্।

যথা দিনে দিনে ভাগাঃ ক্ষয়ং যান্তি তথা বিধোঃ।
বৃদ্ধিং গচ্ছন্ত্যনুদিনং শুক্লপক্ষেঽহহং সুরাঃ ॥ ৯৪
তেজোভাগঃ সূর্য্যবিম্বাৎ পুনরেব সমেষ্যতি।
প্রযাস্যতি কৃষ্ণপক্ষে যথা ভাগক্রমং তথা ॥ ৯৫
জ্যোৎস্না হরশিরশ্চন্দ্রাৎ প্রত্যহং পুনরেষ্যতি।
তেজোভাগঃ সূর্য্যবিম্বাদমৃতং বর্দ্ধতি যমম্ ॥ ৯৬
এবং বৃদ্ধিঃ শুক্লপক্ষে সুধাংশোঃ সম্ভবিষ্যতি।
পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণত্বং চন্দ্রবৃদ্ধিক্ষয়াদ্ ভবেৎ ॥ ৯৭
যাবৎ কালেন যো ভাগঃ ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ যাস্যতি।
তাবৎ কালমভিব্যাপ্য তিথিঃ স্থাস্যতি সা পুনঃ ॥ ৯৮
চিরেণ বৃদ্ধির্যদি বা ক্ষয়ো বা, দ্রুতেন বৃদ্ধির্যদি বা ক্ষয়ো বা।
দ্রুতাত্তিথিহীনাস্তু সদা ক্ষয়ঃ স্যাচ্চিরস্তু বৃদ্ধিস্তিথিষু প্রবেশে ॥ ৯৯
হব্যং কব্যঞ্চ চন্দ্রেণ বিনা ন সম্ভবিষ্যতি।
তস্মাত্তয়োঃ প্রবৃদ্ধ্যর্থং চন্দ্রং রক্ষন্তু দেবতাঃ ॥ ১০০
আশ্বাসনীয়ঃ শুভ্রাংশুঃ কলাশেষোঽনুমাসতঃ।
অমাবাস্যাপরাহ্ণে তু পিতৃভী রোহিণীগৃহে ॥ ১০১
তস্যৈবাস্বাদনাৎ কব্যং বৃদ্ধিং যাস্যতি চাব্যয়ম্।
তেন কব্যেন পিতরস্তৃপ্তিং যাস্যন্তি বৈ পরাম্ ॥ ১০২

হে সুরশ্রেষ্ঠগণ। চন্দ্র শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াদি তিথিতে তৎসমস্ত দ্বারা এবং জ্যোৎস্নাযোগে পূর্ণ হইতে থাকিবে। ৯৩

যেমন কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ শশিকলা ক্ষয় পাইতে থাকে, হে দেবগণ। সেইরূপ শুক্লপক্ষে প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ৯৪

শুক্লপক্ষে চন্দ্রের তেজোভাগ সূর্য্যমণ্ডল হইতে পুনরায় সমাগত হইবে। আর কৃষ্ণপক্ষে ক্রমানুসারে তাহা সূর্য্যমণ্ডলে সঙ্গত হইতে থাকিবে। ৯৫

শিব-শিরো-ভূষণ-শশিকলা হইতে জ্যোৎস্না পুনরায় আসিবে। তেজো-ভাগ, সূর্য্যমণ্ডল হইতে আসিবে আর অমৃত স্বয়ং উৎপন্ন হইবে। ৯৬

শুক্লপক্ষে এইরূপ চন্দ্রের বৃদ্ধি হইবে। চন্দ্রের বৃদ্ধি-ক্ষয় অনুসারেই শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ এই দ্বিবিধ নাম হইয়াছে। ৯৭

যে ভাগ, যতক্ষণে ক্ষয় বা বৃদ্ধি পাইয়া চরমাবস্থাতে উপনীত হইবে, সেই ভাগ-সংখ্যানুসারে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত তিথির পরিমাণ ততক্ষণ হইবে। ৯৮

যদি শীঘ্র কলার বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয়, অথবা যদি বিলম্বে কলার বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয়, তাহা হইলে, শীঘ্র ক্ষীণ বা বৃদ্ধ কলার অনুসারী তিথি অল্পপরিমাণ, আর বিলম্বে ক্ষীণ বা বৃদ্ধ কলার অনুসারী তিথি দীর্ঘপরিমাণ হয়। ৯৮-৯৯

চন্দ্রব্যতীত হব্য-কব্য হয় না; অতএব হব্য-কব্যের বৃদ্ধির জন্য দেবগণ চন্দ্রকে রক্ষা করুন। ১০০

আর পিতৃগণ প্রতিমাসে অমাবস্যার অপরাহ্ণে কলাবশিষ্ট চন্দ্রকে রোহিণী-গৃহে ভোজন করিবেন। ১০১

তদাস্বাদনে প্রত্যহ কব্য বৃদ্ধি হইবে; সেই কব্য দ্বারা পিতৃগণ পরম তৃপ্তি-লাভ করিবেন। ১০২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে যথোক্তং বিধিনা তথা।
চক্রুর্লোকহিতার্থায় চন্দ্রস্য ক্ষয়বৃদ্ধয়ে ॥ ১০৩
মহাদেবোঽপি চন্দ্রার্দ্ধং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
জগ্রাহ দেবৈর্বিধিনা শিরসা স্মধিতো ভৃশম্ ॥ ১০৪
যত্তেজঃ পরমং নিত্যমজমব্যয়মক্ষয়ম্।
তৎস্বরূপা চন্দ্রকলা শাপতস্তু ক্ষয়ং গতা ॥ ১০৫
প্রবিশন্তি যদা জ্যোতিরানন্দমজরং পরম।
যোগিনস্তু তদা তেষাং চিত্তং লীনমেষ্যতি ॥ ১০৬
মহাদেবশিরঃসংস্থে লীনে চিত্তে সুধানিধৌ।
চন্দ্রদ্বারা ভবেন্মুক্তিরিত্যেবং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥ ১০৭
এতজ্জ্ঞাত্বা মহাদেবঃ ক্ষয়বৃদ্ধ্যবিনাকৃতম্।
হিতায় সর্ব্বলোকানাং জগ্রাহ শিরসা বিধুম্ ॥ ১০৮
চন্দ্রজ্যোৎস্নাসমাযোগাদোষধ্যো যান্তি বৃদ্ধয়ে।
সর্ব্বৌষধীষু বৃদ্ধাসু প্রবর্ত্তন্তে ততোঽধ্বরাঃ ॥ ১০৯
অধ্বরেষু প্রবৃত্তেষু স্বান স্বান্ ভাগাংস্তু দেবতাঃ।
পরিগৃহ্নন্তি পিতরস্তথা কব্যানি ভূরিশঃ ॥ ১১০
অমৃতং ব্রহ্মণা সৃষ্টং যজ্ঞেভ্যোঃ পুরাতনম্।
তেন তৃপ্যন্তি হীনা যে হব্যভাগেন দেবতাঃ ॥ ১১১
যজ্ঞেনাপ্যায়িতং তচ্চ জ্যোৎস্নাভির্বৃদ্ধিমেতি বৈ।
যজ্ঞজ্যোৎস্না বিনাভূতং তচ্চ স্যাৎ ক্ষীণমন্যথা ॥ ১১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—অনন্তর, দেবগণ সকলে লোকহিতের জন্য চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধি বিষয়ে ব্রহ্মার আদেশমত কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১০৩

দেবগণ ও ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রার্থনা করিলে, মহাদেব পরমাত্মস্বরূপ শশিকলাকে মস্তকে ধারণ করিলেন। ১০৪

যে পরম তেজ জন্মমৃত্যুশূন্য এবং পরিবর্ত্তনরহিত, এই শশিকলা, সেই তেজঃস্বরূপ, এইজন্য তাহার আর ক্ষয় হয় না। ১০৫

যোগিগণ, যখন অক্ষয় পরমানন্দ জ্যোতিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহাদিগের মন উক্ত শশিকলাতে বিলীন হইবে। ১০৬

"শিবশিরঃস্থিত শশিকলাতে চিত্ত লীন হইলে মুক্তি হইবে বলিয়া চন্দ্রের দ্বারা মুক্তি হয়" এইরূপ শ্রুতি আছে। ১০৭

মহাদেব, এই সকল বিবেচনা করিয়া ক্ষয়-বৃদ্ধি-শূন্য শশিকলাকে সর্ব্বলোক-হিতার্থে মস্তকে ধারণ করিলেন। ১০৮

চন্দ্রের চন্দ্রিকাসম্পর্কে ওষধিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, ওষধিবৃদ্ধি হইলে, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ১০৯

যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে দেবগণ নিজ নিজ ভাগ এবং পিতৃগণ প্রচুর পরিমাণে কব্যগ্রহণ করিতে লাগিলেন। ১১০

যে সকল দেবতার যজ্ঞভাগ নাই, তাঁহারা দেবগণের জন্য ব্রহ্মার সৃষ্ট সেই অমৃত দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। ১১১

অতোঽমৃতস্য যজ্ঞস্য চন্দ্রমাঃ কারণং পরম্ ।
অতো দক্ষস্য শাপাত্তু রক্ষার্থে তচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ১১৩
অদ্যাপি কৃষ্ণপক্ষে তু সুধাংশুঃ পীয়তে সুরৈঃ ।
তেজঃ সূর্য্যং যাতি শম্ভুং চন্দ্রার্দ্ধং জ্যোৎস্নিকা তথা ॥ ১১৪
পুনশ্চ শুক্লপক্ষে তু শেষোদেতি কলা ততঃ ।
জ্যোৎস্নাদ্বিতীয়ো ভাগস্তু তেজোভাগো দ্বিতীয়কঃ ॥ ১১৫
অন্যেঽত্যাগ্রশিরশ্চন্দ্রাৎ সূর্য্যবিম্বাদ্ যথাক্রমম্ ।
কলাঃ ষোড়শ চন্দ্রস্য তত্রৈকা শম্ভুশেখরে ॥ ১১৬
সিতাসিতাবুভৌ পক্ষৌ শেষাণাম্বৃদ্ধক্ষয়ৌ ॥ ১১৬
ইতি বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং বিভক্তশ্চন্দ্রমা যথা ।
ব্রহ্মণা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে যথা তচ্চন্দ্রভাগতঃ ॥ .১৭
যজ্ঞভাগে স্থিতে যস্মাদ্দেবান্নমকরোদ্বিধুম্ ।
কব্যে স্থিতেঽপি পিত্রন্নং তিথিবৃদ্ধিক্ষয়ৌ যথা ॥ ১১৮
ইদং পুণ্যতমাখ্যানং যঃ শৃণোতি সকৃন্নরঃ ।
রাজযক্ষ্মা তস্য কুলে ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি ॥ ১১৯
যক্ষ্মণা পরিভূতো যঃ শৃণোতি বচনং বিধেঃ ।
নচিরাদ্যক্ষ্মণা মুক্তঃ স ভবেন্নরসত্তমঃ ॥ ১২০
ইদং স্বস্ত্যয়নং পুণ্যং গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং শুভম্ ।
-যঃ শৃণোত্যেকচিত্তঃ সন্ স মহাপুণ্যভাগ্ ভবেৎ ॥ ১২১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

যজ্ঞ-আপ্যায়িত সেই অমৃত জ্যোৎস্নাযোগে বৃদ্ধি পায় ; জ্যোৎস্না ব্যতীত তাহা ক্ষয় পায় । ১১২

অতএব চন্দ্র, অমৃত এবং যজ্ঞের অসামান্য কারণ । দক্ষশাপ হইতে সেই চন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য এতকাণ্ড করিতে হইয়াছিল । ১১৩

এখনও কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ, চন্দ্রের সুধা পান করেন, তেজ—সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়, জ্যোৎস্না শিব-শির-স্থিত শশিকলাতে গমন করে । ১১৪

পুনরায় শুক্লপক্ষে এককলা উদিত হয়, তখন, শিব-মস্তকের শশিকলা হইতে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট অপর জ্যোৎস্নাংশ আর সূর্য্য-মণ্ডল হইতে পূর্ব্ব-প্রবিষ্ট তেজ আসিয়া উদিত কলাতে মিলিত হয় । চন্দ্রের ষোলকলা,—তন্মধ্যে এক কলা শিবের মস্তকে , অবশিষ্ট কলাসকলের ক্ষয় বৃদ্ধি হয় ; তাহাতেই শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষ । ১১৫-১১৬

ব্রহ্মা সেই পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠোপরি যে কারণে যেরূপে চন্দ্রকে বিভাগ করেন এবং পর্ব্বতের নাম চন্দ্রভাগ হয়, যজ্ঞভাগ এবং কব্য (পিতৃভোজ্য অন্নাদি) থাকিতেও যে জন্য ব্রহ্মা চন্দ্রকে দেবগণের ও পিতৃগণের ভোজ্য করেন এবং যেরূপে তিথির ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় তৎসমস্ত তোমাদিগকে এই বলিলাম । ১১৭-১১৮

এই পবিত্রতম উপাখ্যান যে ব্যক্তি একবারও শ্রবণ করিবে, তাহার বংশে কদাচ রাজযক্ষ্মা হইবে না । ১১৯

যে ব্যক্তি, যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার এই সকল কথা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি অচিরে রোগমুক্ত হইয়া প্রাধান্য লাভ করে । ১২০

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যত্র দেবসভা ভূতা সানৌ তস্য মহাগিরেঃ।
তত্র জাতা দেবনদী সীতাখ্যা বচনাদ্বিধেঃ॥ ১
স্নাপয়িত্বা যদা চন্দ্রং সীতাতোয়ৈর্মনোহরৈঃ।
চন্দ্রং পপুব্রহ্মবাক্যাৎ সর্ব্বে তে ত্রিদিবৌকসঃ॥ ২
তদা সীতাজলং চন্দ্রস্থানযোগাচ্চ সামৃতম্।
ভূত্বা নিপতিতং তস্মিন্ বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকে॥ ৩
তদ্বিবৃদ্ধং তদা তোয়ং তস্মিন্ সরসি নো মমৌ* ।
তদ্দদর্শ স্বয়ং ব্রহ্মা বিবৃদ্ধং সামৃতং জলম্॥ ৪
তদ্দর্শনাজ্জলাৎ তস্মাদ্‌ত্থিতা কন্যকোত্তমা।
চন্দ্রভাগেতি তন্নাম বিধিশ্চক্রে স্বয়ং ততঃ॥ ৫
ভার্য্যার্থে সাগরস্তং তু জগ্রাহ ব্রহ্মসম্মতে॥ ৬
তয়ৈবাধিষ্ঠিতং তোয়ং গদাগ্রেণ নিশাপতিঃ।
নির্ভিদ্য পশ্চিমে পার্শ্বে গিরিং তং সমবাহয়ৎ॥ ৭
তস্মামৃতজলং ভিত্ত্বা বৃহল্লোহিতনামকম্।
কাসারং সাগরং যাতশ্চন্দ্রভাগা নদী তু সা॥ ৮

যে ব্যক্তি এই গুহ্য হইতে গুহ্য পরম-স্বস্ত্যয়নস্বরূপ পবিত্র উপাখ্যান একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করে, সে অত্যন্ত পুণ্যভাগী হয়। ১২১

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১

দ্বাবিংশ অধ্যায়

অরুন্ধতীর জন্ম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—সেই মহাগিরির যে সানুতে দেবগণের সভা হইয়াছিল, তথায় বিধাতার বাক্যে সীতা-নাম্নী এক দেবনদী উৎপন্ন হয়। ১

যখন, দেবগণ চন্দ্রকে মনোহর শীতা-সলিলে স্নান করাইয়া ব্রহ্মার বাক্যানুসারে তাঁহাকে পান করেন, তখন সেই সীতা জল চন্দ্রের স্নানে অমৃত হইয়া সেই বৃহল্লোহিত সরোবরে নিপতিত হয় ২-৩

সেই মানস (মনঃসম্ভূত) সরোবরে অমৃত-জল বৃদ্ধি পাইল; ব্রহ্মা স্বয়ং তাহা দেখিলেন। ব্রহ্মার দর্শন মাত্রে সেই জল হইতে এক উত্তম কন্যা উত্থিতা হইলেন, স্বয়ং ব্রহ্মা, তাঁহার নাম রাখিলেন, "চন্দ্রভাগা"। ৪-৫

সমুদ্র, ভার্য্যা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। চন্দ্র, গদার অগ্রভাগদ্বারা সেই পর্ব্বতের পশ্চিমপার্শ্বভেদ করিয়া চন্দ্রভাগা নাম্নী সেই রমণীর অধিষ্ঠিত জলরাশি প্রবাহিত করিয়া দেন। ৬-৭

সেই অমৃত-জলপূর্ণ বৃহল্লোহিত-নামক সরোবর চন্দ্রভাগা নদীরূপে সমুদ্রে গমন করিল। ৮

---

* । চন্দ্রস্তম —ইতি পাঠান্তরম্।

সাগরোঽপি তদা ভার্য্যাং চন্দ্রভাগাং মহানদীম্।
তেন তোয়প্রবাহেণ নিনায় ভবনং স্বকম্ ॥ ৯
এবং তস্মিন্ সমুৎপন্না চন্দ্রভাগাহ্বয়া নদী।
চন্দ্রভাগে মহাশৈলে গুণৈর্গঙ্গাসমা সদা ॥ ১০
সমস্তা পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে দ্বিরূপাশ্চ স্বভাবতঃ।
তোয়ং নদীনাং রূপন্তু শরীরমপরং তথা ॥ ১১
স্থাবরঃ পর্ব্বতানান্তু রূপং কায়ং তথাপরম্।
শুক্তীনামথ কম্বূনাং যথৈবান্তর্গতা তনুঃ ॥ ১২
বহিরস্থিস্বরূপন্তু সর্ব্বদৈব প্রবর্ত্ততে।
এবং জলং স্থাবরন্তু নদীপর্ব্বতয়োস্তদা ॥ ১৩
অন্তর্বসতি কায়স্তু সততং নোপপদ্যতে ॥ ১৪
আপ্যায্যতে স্থাবরেণ শরীরং পর্ব্বতস্য তু।
তথা নদীনাং কায়স্তু তোয়েনাপ্যায্যতে সদা ॥ ১৫
নদীনাং কামরূপিত্বং পর্ব্বতানাং তথৈব চ।
জগৎস্থিত্যৈ পুরা বিষ্ণুঃ কল্পয়ামাস যত্নতঃ ॥ ১৬
তোয়হানৌ নদীদুঃখং জায়তে সততং সুরাঃ।
বিশীর্ণে স্থাবরে দুঃখং জায়তে গিরিকায়জম্ ॥ ১৭
তস্মিন্ গিরৌ চন্দ্রভাগে বৃহল্লোহিততীরগাম্।
সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বাথ পপ্রচ্ছ বসিষ্ঠঃ সাদরং তদা ॥ ১৮

বসিষ্ঠ উবাচ—

কিমর্থমাগতা ভদ্রে নির্জ্জনং ত্বং মহীধরম্।
কস্য বা তনয়া গৌরি কিংবা তব চিকীর্ষিতম্ ॥ ১৯

তখন সমুদ্রও নিজভার্য্যা মহানদী চন্দ্রভাগাকে সেই জলপ্রবাহ দ্বারা নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। ৯

গঙ্গা-সদৃশ বিবিধ গুণবতী চন্দ্রভাগা নদী সেই পর্ব্বত-প্রধান চন্দ্রভাগে এই-রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১০

যত নদী বা পর্ব্বত—সকলেই স্বভাবতঃ দ্বিরূপ-সম্পন্ন; নদীগণের এক রূপ জল, এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র শরীর আছে। ১১

পর্ব্বতের এক মূর্ত্তি পাষাণময় স্থাবর, এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র দেহ আছে। অর্থাৎ যেমন শুক্তি শঙ্খাদির অন্তর্গত স্বতন্ত্র দেহ এবং বাহিরে অস্থিময় স্বরূপ সর্ব্বদা বিরাজমান। ১২-১৩

এইরূপ, নদী এবং পর্ব্বতের জল ও স্থাবর মূর্ত্তি—বাহিরে, আর এতদ্ভিন্ন দেহ অন্তরে অবস্থিত তাহা সর্ব্বদা উপযোগী নহে। ১৪

স্থাবর মূর্ত্তি, পর্ব্বতের অন্তরে স্থিত শরীরের পুষ্টি ও তৃপ্তিবিধায়ক; আর, নদীর অন্তরে স্থিত শরীর তদীয় জলময় মূর্ত্তি দ্বারা পোষিত ও তর্পিত হয়। ১৫

পূর্ব্বকালে, বিষ্ণু, জগৎ-স্থিতির জন্য নদী ও পর্ব্বতদিগকে সযত্নে কাম-রূপী করেন। ১৬

হে দ্বিজগণ! জল শুষ্ক হইতে থাকিলে নদীর সর্ব্বদা দুঃখ হয়, আর স্থাবরদেহ বিশীর্ণ হইলে পর্ব্বতের প্রকৃত শরীর সর্ব্বদা দুঃখাকুল হয়। ১৭

সেই চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতে সন্ধ্যাকে বৃহল্লোহিত সরোবরের তীরে অবস্থিত

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং যদি গুহ্যং ন তে ভবেৎ।
বদনং পূর্ণচন্দ্রাভং নিঃশ্রীকং বা কথং তব ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
দৃষ্ট্বা চ তং মহাত্মানং জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥ ২১
শরীরধৃগ্ব্রহ্মচর্য্য-সদৃশং তং জটাধরম্।
সাদরং প্রণিপত্যাথ সন্ধ্যোবাচ তপোধনম্ ॥ ২২
যদর্থমাগতা শৈলং সিদ্ধং তন্মে দ্বিজোত্তম।
তব দর্শনমাত্রেণ তন্মে সেৎস্যতি বা বিভো ॥ ২৩
তপঃ কর্ত্তুমহং ব্রহ্মন্নির্জ্জনং শৈলমাগতা।
ব্রহ্মণোঽহং মনোজাতা সন্ধ্যা নাম্না চ বিশ্রুতা ॥ ২৪
নোপদেশমহং জানে তপসো মুনিসত্তম।
যদি তে যুজ্যতে গুহ্যং মাং ত্বং সমুপদেশয় ॥ ২৫
এতচ্চিকীর্ষিতং গুহ্যং নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে ॥ ২৬
অজ্ঞাত্বা তপসো ভাবং তপোবনমুপাশ্রিতা।
চিন্তয়া পরিশুষ্যেঽহং বেপতে চ মনঃ সদা ॥ ২৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

আকর্ণ্য তস্যা বচনং বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুত।
স্বয়ং স সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞো নান্যৎ কিঞ্চন পৃষ্টবান্ ॥ ২৮

দেখিয়া বসিষ্ঠ, সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভদ্রে। তুমি কি জন্য এই নির্জ্জন গিরিবরে আসিয়াছ? গৌরাঙ্গি। তুমি কার কন্যা? তুমি কিইবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ১৮-১৯

দেখিতেছি, তোমার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ, কিন্তু এরূপ শ্রীহীন বিষণ্ণ কেন? যদি এ সকল কথা তোমার পক্ষে বিশেষ গোপনীয় না হয়; তাহা হইলে আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। ২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—সন্ধ্যা, মহাত্মা বসিষ্ঠের কথা শুনিয়া এবং জলন্ত-অনল-সন্নিভ মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্যসদৃশ সেই মহাত্মা জটাধারী তপোধন বসিষ্ঠকে অবলোকন করিয়া সাদরে প্রণিপাত-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—দ্বিজবর। আমি যেজন্য এই পর্ব্বতে আসিয়াছি, আপনার দর্শনমাত্রেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা, প্রভু হে। অবিলম্বেই তাহা সিদ্ধ হইবে। ২১-২৩

ব্রহ্মন্! আমি তপস্যা করিবার জন্য এই নির্জ্জন পর্ব্বতে আসিয়াছি; আমি ব্রহ্মার মানসী কন্যা, আমার নাম সন্ধ্যা। ২৪

মুনিবর। আমি তপস্যার কোন উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই; যদি এই গোপনীয় বিষয় উপদেশ দেওয়া আপনার অনুচিত না হয়, তাহা হইলে আমাকে উপদেশ দিন। ২৫

ইহাই আমার গোপনীয় চিকীর্ষিত; আর অন্য কোন কার্য্যই নাই। ২৬

আমি তপস্যার ভাব না জানিয়া তপোবনে আসিয়াছি, এই চিন্তায় বিশুষ্ক হইতেছি এবং হৃদয় সতত কম্পিত হইতেছে। ২৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ, তাঁহার এই কথা শুনিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেননা তিনি স্বয়ং সকল তত্ত্বই অবগত ছিলেন। ২৮

অথ তাং নিয়তাত্মানং তপসেঽভিধৃতোদ্যমাম্ ।
বশিষ্ঠো মন্ত্রযাঞ্চক্রে গুরুবচ্ছিক্ষয়ন্তদা ॥ ২৯

বশিষ্ঠ উবাচ—

পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ ।
পরমো যঃ সমারাধ্যো বিষ্ণুর্মনসি ধীয়তাম্ ॥ ৩০
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং য একস্ত্বাদিকারণম্ ।
তমেকং জগতামাদ্যং ভজস্ব পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩১
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং কমললোচনম্ ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং রুচিন্নীলাম্বুদচ্ছবিম্ ॥ ৩২
গরুড়োপরি তল্পাব্জে পদ্মাসনগতং হরিম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং শান্তং বনমালাধরং পরম্ ॥ ৩৩
কেয়ূরকুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্ ।
নিরাকারং জ্ঞানগম্যং সাকারং দেহধারিণম্ ॥ ৩৪
নিত্যানন্দং নিরালম্বং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগম্ ।
মন্ত্রেণানেন দেবেশং বিষ্ণুং ভজ শুভাননে ॥ ৩৫
ওঁ নমো বাসুদেবায় ওমিত্যনেন সন্ততম্ ।
তপস্যামারভেন্মৌনী তত্রেতান্নিয়মান্ শৃণু ॥ ৩৬
স্নানং মৌনেন কর্ত্তব্যং মৌনেনৈব তু পূজনম্ ।
দ্বয়োঃ পর্ণজলাহারং প্রথমং ষষ্ঠকালয়োঃ ।
তৃতীয়ে ষষ্ঠকালে তু উপবাসপরো ভবেৎ ॥ ৩৭
এবং তপঃসমাপ্তৌ তু ষষ্ঠে কালে ক্রিয়া ভবেৎ ॥ ৩৮

অনন্তর, বশিষ্ঠ, তপস্যা করিবার জন্য কৃতনিশ্চয়া সংযতচিত্তা শিষ্যবৎ সন্ধ্যাকে গুরুবৎ শিক্ষা দিতে লাগিলেন ;—যিনি পরম মহৎ জ্যোতিস্বরূপ, যিনি পরম মহৎ তপস্যা-স্বরূপ, সেই পরমারাধ্য পরম বিষ্ণুকে মনে মনে চিন্তা কর। ২৯-৩০

একমাত্র যিনি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের আদি কারণ জগতের আদি সেই অদ্বিতীয় পুরুষোত্তমকে ভজনা কর। ৩১

হে শুভাননে! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, কমললোচন, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসধারী বনমালী, কেয়ূর-কুণ্ডল-কিরীট-বলয়াদি-ভূষণ-ভূষিত, গরুড়-পৃষ্ঠে শ্বেত-শত-দলে আসীন, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থিত নির্ম্মল-স্ফটিক-সন্নিভ বা নীলোৎপল-শ্যামল-মূর্ত্তি সাকার এবং নিরাকার নিত্যানন্দময় এবং আলম্ব-শূন্য জ্ঞান-গম্য দেব-দেব বিষ্ণুকে এই মন্ত্র দ্বারা ভজনা কর। ৩২-৩৫

"ওঁ নমো বাসুদেবায় ওঁ" সর্ব্বদা এই মন্ত্র স্মরণ করত মৌনী তপস্যা আরম্ভ কর। ৩৬

মৌনী তপস্যা যে কিরূপ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মৌনাবলম্বনে স্নান এবং মৌনাবলম্বনেই পূজা করিতে হইবে। প্রথম দুই দিন কিছুই আহার করিবে না, কেবল তৃতীয় দিন রাত্রিতে এবং ষষ্ঠ দিন রাত্রিতে পর্ণজলপান করিয়া থাকিবে। ৩৭

তাহার পর তিন দিন নিরম্বু উপবাস ; তৃতীয় দিন রাত্রিতেও জলপান

বৃক্ষবল্কলবাসাশ্চ কালে ভূমিশয়স্তথা।
এবং মৌনী তপস্তাখ্যা ব্রতচর্য্যা ফলপ্রদা ॥ ৩৯
এবং তপঃ সমুদ্দিশ্য কামং চিন্তয় মাধবম্।
স তে প্রসন্ন ইষ্টার্থং ন চিরাদেব দাস্যতি ॥ ৪০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

উপদিশ্য বশিষ্ঠোঽথ সন্ধ্যায়ৈ তপসঃ ক্রিয়াম্।
তামাভাষ্য যথান্যায়ং তত্রৈবান্তর্দধে মুনিঃ ॥ ৪১
সন্ধ্যাপি তপসো ভাবং জ্ঞাত্বা মোদমবাপ্য চ।
তপঃ কর্তুং সমারেভে বৃহল্লোহিততীরগা ॥ ৪২
যথোক্তেন বসিষ্ঠেন মন্ত্রং তপসি সাধনম্।
ব্রতেন তেন গোবিন্দং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪৩
একান্তমনসস্তস্যাঃ কুর্বত্যাঃ সুমহত্তপঃ।
বিষ্ণৌ বিন্যস্তমনসো গতমেকং চতুর্যুগম্ ॥ ৪৪
ন কোঽপি বিস্ময়ং নাপ তস্যা দৃষ্ট্বা তপোঽদ্ভুতম্।
ন তাদৃশী তপশ্চর্য্যা ভবিষ্যতি চ কস্যচিৎ ॥ ৪৫
মানুষেণাথ মানেন গতে ত্বেকচতুর্যুগে।
অন্তর্বহিস্তথাকাশে দর্শয়িত্বা নিজং বপুঃ ॥ ৪৬
প্রসন্নস্তেন রূপেণ যদ্রূপং চিন্তিতং তয়া।
পুরঃ প্রত্যক্ষতাং যাতস্তস্যা বিষ্ণুর্জগৎপতিঃ ॥ ৪৭
অথ সা পুরতো দৃষ্ট্বা মনসা চিন্তিতং হরিম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং পদ্মলোচনম্ ॥ ৪৮

করিবে না। এইরূপ তপস্যা সমাপ্ত হইলে, প্রতি তৃতীয়দিন রাত্রিতে যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিতে পারিবে। ৩৮

বৃক্ষবল্কল পরিধান, যথাকালে ভূমিতে শয়ন—এই তপস্যার অঙ্গ। ইহার নাম মৌনী তপস্যা ; ইহাতে অবিলম্বে ব্রতফল পাওয়া যায়। ৩৯

এইরূপ তপস্যাযোগে মাধবকে দৃঢ়চিন্তা কর। তিনি প্রসন্ন হইয়া অবিলম্বে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। ৪০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপে বসিষ্ঠ মুনি সন্ধ্যাকে ন্যায়মত তপশ্চর্য্যা শিক্ষা দিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। ৪১

সন্ধ্যাও তপস্যার ভাবভঙ্গী বুঝিয়া বৃহল্লোহিত সরোবরতীরে সানন্দে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪২

বসিষ্ঠ, তপস্যা-সাধন যে মন্ত্র উপদেশ দিয়াছিলেন, সন্ধ্যা তদ্দ্বারা এই ব্রতে ভক্তিভাবে গোবিন্দ পূজা করিতে লাগিলেন। ৪৩

সন্ধ্যা একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিতে লাগিলেন ; এইরূপে নারায়ণগত চিত্তে তাঁহার চারি যুগ কাটিয়া গেল। ৪৪

তাঁহার অদ্ভুত তপস্যা দেখিয়া লোকে বিস্ময়াপন্ন হইল ; এইরূপ তপস্যা আর কাহারও হইবে না। ৪৫

মানুষ-প্রমাণে চারিযুগ অতীত হইলে, জগৎপতি বিষ্ণু, সন্ধ্যা যেরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, অন্তরে বাহিরে এবং জীবাত্মাকে সেইরূপ দেখাইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। ৪৬-৪৭

কেয়ূরকুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্ ।
তার্ক্ষ্যস্থং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ।
সসাধ্বসমহং বক্ষ্যে কিং কথং স্তৌমি বা হরিম্ ।
ইতি চিন্তাপরা তূষ্ণী ন্যমীলয়ত চক্ষুষী ॥ ৫০
নিমীলিতাক্ষ্যাস্তস্যাস্তু প্রবিশ্য হৃদয়ং হরিঃ ।
দিব্যং জ্ঞানং দদৌ তস্যৈ বাচং দিব্যে চ চক্ষুষী ॥ ৫১
দিব্যং জ্ঞানং দিব্যচক্ষুর্দিব্যাং বাচমবাপ্য চ ।
প্রত্যক্ষং বীক্ষ্য গোবিন্দং তুষ্টাব জগতাং পতিম্ ॥ ৫২

সন্ধ্যোবাচ—

নিরাকারং জ্ঞানগম্যং পরং য-
ন্নৈব স্থূলং নাপি সূক্ষ্মং ন চোচ্চৈঃ ।
অন্তশ্চিন্ত্যং যোগিভির্যস্য রূপং
তস্মৈ তুভ্যং হরয়ে তে নমোঽস্তু ॥ ৫৩
শিবং শান্তং নির্মলং নির্বিকারং
জ্ঞানাৎ পরং সুপ্রকাশং বিসারি ।
রবিপ্রখ্যং ধ্বান্তভাগাৎ পরস্তাদ্
রূপং যস্য ত্বাং নমামি প্রসন্নম্ ॥ ৫৪
একং শুদ্ধং দীপ্যমানং বিনোদং
চিদানন্দং সহজং[1] পাপহারি ।
নিত্যানন্দং সত্যভূরিপ্রসন্নং
যস্য শ্রীদং রূপমস্মৈ নমোঽস্তু ॥ ৫৫

অনন্তর, সন্ধ্যা, নিজ-চিহ্নিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কমল-লোচন, কেয়ূর-কুণ্ডল-কিরীট-কটক-শোভিত, গরুড়োপরি আসীন, নীলোৎপল-দল-শ্যামল পুণ্ডরীকাক্ষ হরিকে সম্মুখে দেখিয়া "আমি হরিকে কি বলিব ? কিরূপেই বা স্তব করিব" এইরূপ চিন্তা করত সভয়ে নয়নযুগল মুদ্রিত করিলেন । ৪৮-৫০

মধুসূদন, সেই মুদ্রিত-নয়না সন্ধ্যার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্য জ্ঞান, দিব্য বাক্য এবং দিব্য চক্ষু দান করিলেন । ৫১

তখন সন্ধ্যা দিব্য জ্ঞান, দিব্য বাক্য এবং দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া প্রত্যক্ষে গোবিন্দ দর্শন করত সেই জগদীশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন,—জ্ঞানগম্য পরাৎপর ন-স্থূল, ন-সূক্ষ্ম ন-বৃহৎ যদীয় নিরাকার রূপ—যোগিগণ, অন্তরে ধ্যান করেন, সেই হরিকে আমি নমস্কার করি । ৫২-৫৩

যাঁহার শিব, শান্ত, নির্মল, নির্বিকার, জ্ঞানাতীত স্বপ্রকাশ রূপ প্রকাশ-কারক মার্তণ্ড-সন্নিভ এবং তমঃপারে অবস্থিত ; সেই প্রসন্নমূর্তি তোমাকে আমি নমস্কার করি । ৫৪

যাঁহার এক শুদ্ধ দীপ্যমান মনোহর স্বাভাবিক চিদানন্দময়, অনলাত্মক প্রসন্ন রূপ নিত্যানন্দময়, সৎ, বিবিধ-প্রকার এবং শ্রীপ্রদ তাঁহাকে নমস্কার ।

১। সহজকারিকারি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

বিদ্যাকারোদ্ভাবনীয়ং প্রভিন্নং
সত্ত্বচ্ছন্নং ধ্যেয়মাত্মস্বরূপম্ ।
সারং পারং পাবনানাং পবিত্রং
তস্মৈ রূপং যস্য চৈবং নমস্তে ॥ ৫৬
নিত্যাক্ষরং ব্যয়হীনং গুণৌঘৈ-
রষ্টাঙ্গৈর্যচ্চিন্ত্যতে যোগযুক্তৈঃ ।
তত্ত্বব্যাপি[1] প্রাপ্য যজ্‌জ্ঞানযোগে
পরং যাতা যোগিনস্তং নমস্তে ॥ ৫৭
যং সাকারং শুদ্ধরূপং মনোজ্ঞং
গরুত্মস্থং নীলমেঘপ্রকাশম্ ।
শঙ্খং চক্রং পদ্মগদে দধানং
তস্মৈ নমো যোগযুক্তায় তুভ্যম্ ॥ ৫৮
গগনং ভূর্দিশশ্চৈব সলিলং জ্যোতিরেব চ ।
বায়ুঃ কালশ্চ রূপাণি যস্য তস্মৈ নমোঽস্তু তে ॥ ৫৯
প্রধানপুরুষৌ যস্য কার্য্যাংশত্বে ব্যবস্থিতঃ ।
তস্মাদব্যক্তরূপায় গোবিন্দায় নমোঽস্তু তে । ৬০
যঃ স্বয়ং পঞ্চ[2] ভূতানি যঃ স্বয়ং তদ্‌গুণঃ পরঃ ।
যঃ স্বয়ং জগদাধারস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৬১
পরঃ পুরাণঃ পুরুষঃ পরমাত্মা জগন্ময়ঃ ।
অক্ষয়ো যোঽব্যয়ো দেবস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৬২
যো ব্রহ্মা কুরুতে সৃষ্টিং যো বিষ্ণুঃ কুরুতে স্থিতিম্ ।
সংহরিষ্যতি যো রুদ্রস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৬৩

তত্ত্বজ্ঞান সঙ্কেতে উদ্ভাবনীয়, বস্তুতঃ পৃথক হইলেও সত্ত্ব-সংযুক্ত আত্ম-স্বরূপে ধ্যেয়, সারাৎসার, যদীয় রূপ, সর্ব্বপারবর্ত্তী এবং পাবনের পাবন, সেই তোমাকে নমস্কার করি । ৫৬

যোগিগণ যে তোমার নিত্য অক্ষর অব্যয় সর্ব্বব্যাপক রূপকে অষ্টাঙ্গ-সমাধি-পরম্পরা দ্বারা চিন্তা করেন এবং জ্ঞান-যোগ-দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন, সেই তোমাকে আমি নমস্কার করি । ৫৭

যিনি সাকার শুদ্ধরূপে গরুড়োপরি-সংস্থিত, মনোহর নীলনীরদসন্নিভ এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, সেই যোগযুক্ত তোমাকে আমি নমস্কার করি । ৫৮

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু আকাশ, কাল এবং দিঙ্মণ্ডল যাঁহার রূপ—সেই তোমাকে নমস্কার করি । ৫৯

প্রকৃতি এবং পুরুষ, যাঁহার কার্য্যের অংশমাত্র ; সেই প্রধান পুরুষ হইতেও অব্যক্তরূপ গোবিন্দকে নমস্কার করি । ৬০

যিনি স্বয়ং পঞ্চভূত, যিনি স্বয়ং আবার তাহাদিগের গুণ এবং যে পরাৎপর জগতের আধার, সেই তোমাকে বারংবার নমস্কার করি । ৬১

যে দেব, পরমাত্মা জগন্ময় অক্ষয় অব্যয় পরম পুরাণ-পুরুষ, সেই তোমাকে নমস্কার করি । ৬২

---

১ । তত্ত্বং ব্যাপি—ইতি পাঠান্তরম্ ।
২ । পঞ্চ স্থানে 'পক্ষ'—ইত্যপি দৃশ্যতে ।

নমো নমঃ কারণকারণায়, দিব্যামৃতজ্ঞানবিভূতিদায়।
সমস্তলোকান্তর-মোহদায়, প্রকাশরূপায় পরাৎপরায়॥ ৬৪
যস্য প্রপঞ্চো জগদুচ্যতে মহান্, ক্ষিতির্দিশঃ সূর্য্য ইন্দুর্মনোজবঃ।
বহ্নির্মুখান্নাভিতশ্চান্তরীক্ষং, তস্মৈ তুভ্যং হরয়ে তে নমোঽস্তু॥ ৬৫
ত্বং পরঃ পরমাত্মা চ ত্বং বিদ্যা বিবিধা হরে।
শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম বিচারণপরাৎপরঃ॥ ৬৬
যস্য নাদির্ন মধ্যঞ্চ নান্তমস্তি জগৎপতেঃ।
কথং স্তোষ্যামি তং দেবং বাঙ্মনোগোচরাবহিঃ॥ ৬৭
যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
ন বিবৃণ্বন্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে॥ ৬৮
স্ত্রিয়া ময়া তে কিং জ্ঞেয়া নির্গুণস্য গুণাঃ প্রভো।
নৈব জানন্তি যদ্রূপং সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ॥ ৬৯
নমস্তুভ্যং জগন্নাথ নমস্তুভ্যং তপোময়।
প্রসীদ ভগবংস্তুভ্যং ভূয়োভূয়ো নমো নমঃ॥৭০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তস্যাঃ শরীরন্তু বল্কলাজিন-সংবৃতম্।
পরিক্ষীণং জটাব্রাতৈঃ পবিত্রৈর্মূর্দ্ধ্নি রাজিতম্॥ ৭১
হিমানীতর্জ্জিতাম্ভোজ-সদৃশবদনং তথা।
নিরীক্ষ্য কৃপয়াবিষ্টো হরিঃ প্রোবাচ তামিদম্॥ ৭২

যিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে স্থিতি করেন এবং যিনি রুদ্ররূপে সংহার করিবেন, সেই তোমাকে বার বার নমস্কার করি। ৬৩

যিনি কারণের কারণ, দিব্যামৃত-জ্ঞান-বিভূতি প্রদাতা, সমস্ত লোকের অন্তরে মোহান্ধকারজনয়িতা এবং স্বপ্রকাশরূপ, সেই পরাৎপরকে বারবার নমস্কার। ৬৪

যাহার চরণ হইতে পৃথিবী, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মন হইতে চন্দ্র, মুখ হইতে বহ্নি এবং নাভি হইতে অন্তরীক্ষ উৎপন্ন—এইরূপ সমস্ত জগৎই যাঁহার প্রপঞ্চ বলিয়া কথিত, তুমি সেই হরি; তোমাকে নমস্কার করি। ৬৫

হরি হে। তুমি পরাৎপর পরমাত্মা; তুমিই পরম শব্দব্রহ্মরূপা ব্রহ্মবিচারণ-পরায়ণা বিবিধ-প্রকার পরমতত্ত্ব বিদ্যা। যে জগদীশ্বরের আদি-মধ্য-অন্ত নাই, সেই বাক্য মনের অতীত দেবকে স্তব করিব কিরূপে? ৬৬-৬৭

ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তপোধন মুনিগণ, যাহার অনন্তরূপ জানিতে পারেন না, আমি তাঁহাকে কেমনে বর্ণনা করিব? ৬৮

প্রভু হে। তুমি নির্গুণ, আমি স্ত্রীলোক; আমি তোমার গুণাবলী জানিব কিরূপে? ইন্দ্র প্রভৃতি দেব দানবগণেও তোমার রূপ অবগত নহেন। ৬৯

হে জগন্নাথ! তোমাকে নমস্কার করি; হে তপোময়! তোমাকে নমস্কার করি, হে ভগবন্! প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি। ৭০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর শ্রীহরি নারায়ণ, সন্ধ্যার অজিন-বল্কল সংবৃত মস্তক-স্থিত-পবিত্র-জটা-কলাপে শোভিত ক্ষীণ শরীর এবং শিশির-পীড়িত কমলোপম বিশুষ্ক মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সদয়ভাবে বলিতে লাগিলেন। ৭১-৭২

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রীতোঽস্মি তপসা ভদ্রে ভবত্যাঃ পরমেণ বৈ।
স্তবেন চ শুভপ্রজ্ঞে বরং বরয় সাম্প্রতম্॥ ৭৩
যেন তে বিদ্যতে কার্য্যং বরেণাস্তি মনোগতম্।
তৎকরিষ্যে চ ভদ্রন্তে প্রসন্নোঽহং তব ব্রতৈঃ॥ ৭৪

সন্ধ্যোবাচ—

যদি দেব প্রসন্নোঽসি তপসা মম সাম্প্রতম্।
বৃতস্তদায়ং প্রথমো বরো মম বিধীয়তাম্॥ ৭৫
উৎপন্নমাত্রা দেবেশ প্রাণিনোঽস্মিন্নভস্তলে।
ন ভবন্তু ক্রমেণৈব সকামাঃ সম্ভবন্তু বৈ॥ ৭৬
পতিব্রতাহং লোকেষু ত্রিষ্বপি প্রথিতা যথা।
ভবিষ্যামি তথা নান্যা বর একো বৃতো মম॥ ৭৭
সকামা মম দৃষ্টিস্তু কুত্রচিন্ন পতিষ্যতি।
ঋতে পতিং জগন্নাথ সোঽপি মেঽস্তু সুহৃত্তরঃ॥ ৭৮
যো দ্রক্ষ্যতি সকামো মাং পুরুষস্তস্য পৌরুষম্।
নাশং গমিষ্যতি তদা স তু ক্লীবো ভবিষ্যতি॥ ৭৯

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রথমঃ শৈশবো ভাবঃ কৌমারাখ্যো দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়ো যৌবনো ভাবশ্চতুর্থো বার্দ্ধকস্তথা॥ ৮০
তৃতীয়ে ত্বথ সম্প্রাপ্তে বয়োভাগে শরীরিণঃ।
সকামাঃ স্যুর্দ্বিতীয়ান্তে ভবিষ্যন্তি কচিৎ কচিৎ॥ ৮১

হে শুভবুদ্ধিশালিনি! ভদ্রে! তোমার পরম তপস্যায় এবং স্তবে আমি প্রীত হইয়াছি; এখন যে বরে তোমার ইষ্টসিদ্ধি হয়, সেই বর প্রার্থনা কর। ৭৩

তুমি বল; আমি তোমার মনোগত বর প্রদান করিব; তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। ৭৪

সন্ধ্যা বলিলেন,—দেব! যদি আমার তপস্যায় তুমি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি প্রথমেই এই বর চাহি, প্রদান কর। ৭৫

হে দেবেশ! পৃথিবীতলে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যেন সকাম না হয়, কিন্তু কালক্রমে যেন সকাম হয়। ৭৬

"আমি যেন ত্রিজগতে পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাতা হই" এই আমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিলাম। ৭৭

হে জগন্নাথ! স্বামী ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি আমার যেন সকাম দৃষ্টি পতিত না হয় এবং স্বামীও যেন আমার বিশেষ সুহৃৎ হন। ৭৮

যে পুরুষ, আমাকে কামভাবে অবলোকন করিবে, তাহার যেন পুরুষত্ব নষ্ট হয় এবং ক্লীবত্ব হয়। ৭৯

ভগবান্ বলিলেন, প্রথম শৈশবাবস্থা, দ্বিতীয় কৌমারাবস্থা, তৃতীয় যৌবনাবস্থা, আর চতুর্থ বৃদ্ধাবস্থা। ৮০

প্রাণিগণ, তৃতীয় বয়োভাগ প্রাপ্ত হইলে, সকাম হইবে। দ্বিতীয় ভাগের অন্তেও কদাচিৎ হইবে। ৮১

তপসা তব মর্য্যাদা জগতি স্থাপিতা ময়া।
উৎপন্নমাত্রা ন যথা সকামাঃ স্যুঃ শরীরিণঃ ॥ ৮২
ত্বঞ্চ লোকে সতীভাবং তাদৃশং সমবাপ্স্যসি।
ত্রিষু লোকেষু নান্যস্যা যাদৃশং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৮৩
যঃ পশ্যতি সকামস্ত্বাং পাণিগ্রহয়িতুস্তব।
স সদ্যঃ ক্লীবতাং প্রাপ্য দুর্ব্বলত্বং গমিষ্যতি ॥ ৮৪
পতিস্তব মহাভাগস্তপোরূপসমন্বিতঃ।
সপ্তকল্পান্তজীবী চ ভবিষ্যতি সহ ত্বয়া ॥ ৮৫
ইতি যে তে বরা মত্তঃ প্রার্থিতাস্তে কৃতা ময়া।
অন্যচ্চ তে বদিষ্যামি পূর্ব্বং যন্মনসি স্থিতম্ ॥ ৮৬
অগ্নৌ শরীরত্যাগস্তে পূর্ব্বমেব প্রতিশ্রুতঃ।
স চ মেধাতিথের্যজ্ঞে মুনের্দ্বাদশবার্ষিকে ॥ ৮৭
হুতপ্রজ্বলিতে বহ্নৌ ন চিরাৎ ক্রিয়তাং ত্বয়া।
এতচ্ছৈলোপত্যকায়াং চন্দ্রভাগানদীতটে ॥ ৮৮
মেধাতিথির্মহাযজ্ঞং কুরুতে তাপসাশ্রমে ॥ ৮৯
তত্র গত্বা স্বয়ং ছন্না মুনিভির্নোপলক্ষিতা।
মৎপ্রসাদাদ্বহ্নিজাতা তস্য পুত্রী ভবিষ্যসি ॥ ৯০
যস্ত্বয়া বাঞ্ছনীয়োঽস্তি স্বামী মনসি কশ্চন।
তং নিধায় নিজস্বান্তে ত্যজ বহ্নৌ বপুঃ স্বকম্ ॥ ৯১
যদা ত্বং দারুণে সন্ধ্যে তপশ্চরসি পর্ব্বতে।
যাবচ্চতুর্যুগং তস্য ব্যতীতে তু কৃতে যুগে ॥ ৯২

প্রাণিগণ, উৎপন্ন হইবামাত্র যাহাতে সকাম না হয় এইরূপ নিয়ম তোমার তপস্যা প্রভাবে আমি জগতে স্থাপন করিলাম। ৮২

ত্রিজগতে আর কাহারও যাদৃশ সতীত্ব হইতে পারিবে না, তুমি তাদৃশ সতীত্ব প্রাপ্ত হও। ৮৩

তোমার পাণিগ্রহীতা ব্যতীত যে ব্যক্তি, কামভাবে তোমাকে দেখিবে—সে তৎক্ষণাৎ ক্লীব হইয়া দুর্ব্বলত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৮৪

তোমার স্বামী, মহাভাগ তপোরূপ-সমন্বিত এবং তোমার সহিত সপ্ত-কল্পান্ত-জীবী হইবেন। ৮৫

এইরূপ তুমি আমার নিকট যে সকল বর প্রার্থনা করিলে, আমি তাহা দিলাম। আর পূর্ব্বে তোমার মনে যা ছিল, আমি তাহাও বলিয়া দিতেছি। ৮৬

তুমি, অগ্নিতে দেহত্যাগ করিতে পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, মেধাতিথি মুনির দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে আহুতি-প্রজ্বলিত অনলে অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর। মেধাতিথি, এই পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে চন্দ্রভাগা নদীতীরে তাপসাশ্রমে মহাযজ্ঞ করিতেছেন। ৮৭-৮৯

আমার প্রসাদে তুমি তথায় মুনিগণের অলক্ষ্যে প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে। ৯০

অনন্তর বহ্নিসম্ভূতা হইয়া সেই মেধাতিথির দুহিতা হইবে। যে কোন ব্যক্তিকে তুমি স্বামী করিতে বাঞ্ছা কর, তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে ধ্যান করত অনলে দেহ ত্যাগ করিবে। ৯১

ত্রেতায়াঃ প্রথমে ভাগে জাতা দক্ষস্য কন্যকাঃ।
স দদৌ কন্যকাঃ সপ্তবিংশতিঞ্চ সুধাংশবে ॥ ৯৩
তাসাং হেতোর্যদা শপ্তশ্চন্দ্রো দক্ষেণ কোপিনা।
তদা ভবত্যা নিকটে সর্ব্বে দেবাঃ সমাগতাঃ ॥ ৯৪
ন দৃষ্টাস্ত ত্বয়া সন্ধ্যে দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সহ।
ময়ি বিশুদ্ধমনসা ত্বঞ্চ দৃষ্টা ন তৈঃ পুনঃ ॥ ৯৫
চন্দ্রস্য শাপমোক্ষার্থং চন্দ্রভাগা নদী যথা।
সৃষ্টা ধাত্রা তদৈবাত্র মেধাতিথিরুপস্থিতঃ ॥ ৯৬
তপসা তৎসমো নাস্তি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
তেন যজ্ঞঃ সমারব্ধো জ্যোতিষ্টোমো মহাবিধিঃ ॥ ৯৭
অত্র প্রজ্বলিতো বহ্নিস্তস্মিংস্ত্যজ বপুঃ স্বকম্ ॥ ৯৮
এতন্ময়া স্থাপিতং তে কার্য্যার্থং ভোস্তপস্বিনি।
তৎ কুরুষ মহাভাগে যাহি যজ্ঞং মহামুনেঃ ॥ ৯৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

নারায়ণঃ স্বয়ং সন্ধ্যাং সংস্পর্শ্যাগ্রপাণিনা।
ততঃ পুরোডাশময়ং তচ্ছরীরমভূৎ ক্ষণাৎ॥ ১০০
মহামুনের্মহাযজ্ঞে তস্মিন্ বিশ্বোপকারিণি।
নাগ্নিঃ ক্রব্যাদতাং যাতু তেতদর্থং তথা কৃতম্ ॥ ১০১

সন্ধ্যে। যখন তুমি এই পর্ব্বতে চতুর্যুগব্যাপী কঠোর তপস্যা করিতেছিলে থাক, তখন সত্যযুগ অতীত হইবে। ৯২

ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে দক্ষের কতকগুলি কন্যা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে তিনি, সাতাইশটী কন্যা চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। ৯৩

অনন্তর, সেই সকল কন্যার জন্যই দক্ষ রোষাবেশে চন্দ্রকে শাপ দেন। তখন সকল দেবতারাই তোমার অতি নিকটেই আসিয়াছিলেন। ৯৪

তুমি আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলে। তুমি ব্রহ্মা বা অন্য দেবতা—কাহাকেও দেখিতে পাও নাই। তপঃপ্রভাবে তোমাকেও তাঁহারা দেখিতে পান নাই। ৯৫

বিধাতা, চন্দ্রের শাপমোচনার্থ যখন এখানে চন্দ্রভাগা নদীর সৃষ্টি করেন, মেধাতিথি মুনি, তখনই আসিয়া উপস্থিত হন। ৯৬

তাঁহার তুল্য তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে নাই। তিনি মহাবিধানে জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। ৯৭

সেই যজ্ঞে প্রজ্বলিত অনলে নিজ কলেবর পরিত্যাগ কর।। ৯৮

হে তপস্বিনি! তোমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি এই সমস্ত ঘটনা ঘটাইয়া রাখিয়াছি। মহাভাগে! এখন নিজ কার্য্য সম্পাদন কর;—মহামুনির যজ্ঞে যাও। ৯৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর স্বয়ং নারায়ণ হস্তাগ্রদ্বারা সন্ধ্যাকে স্পর্শ করিলে, ক্ষণমধ্যে তাঁহার শরীর পুরোডাশময় হইল। ১০০

মহামুনি মেধাতিথির সেই বিশ্বোপকারক যজ্ঞে অগ্নি যাহাতে ক্রব্যাদতা (অবৈধ-মাংসদাহকত্ব) প্রাপ্ত না হন, এই জন্যই নারায়ণ ঐরূপ করিলেন অর্থাৎ সন্ধ্যা-শরীরকে পুরোডাশময় করিলেন। ১০১

এবং কৃত্বা জগন্নাথস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সন্ধ্যাপ্যগচ্ছত্তৎসত্রে যত্র মেধাতিথির্মুনিঃ ॥ ১০২
অথ বিষ্ণোঃ প্রসাদেন কেনাপ্যনুপলক্ষিতা।
প্রবিবেশ তদা যজ্ঞং সন্ধ্যা মেধাতিথের্মুনেঃ ॥ ১০৩
বসিষ্ঠেন পুরা সা তু বর্ণী ভূত্বা তপস্বিনা।
উপদিষ্টা তপশ্চর্তুং বচনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১০৪
তমেব কৃত্বা মনসি তপশ্চর্য্যোপদেশকম্।
পতিত্বেন তদা সন্ধ্যা ব্রাহ্মণং ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ১০৫
সমিদ্ধেঽগ্নৌ মহাযজ্ঞে মুনিভির্নোপলক্ষিতা।
তদা বিষ্ণোঃ প্রসাদেন সংবিবেশ বিধেঃ সুতা ॥ ১০৬
তস্যাং পুরোডাশময়ং শরীরং তৎক্ষণাত্ততঃ।
গন্ধং পুরোডাশগন্ধং বাস্তারয়দলক্ষিতম্ ॥ ১০৭
বহ্নিস্তস্যাঃ শরীরন্তু দগ্ধ্বা সূর্য্যস্য মণ্ডলে।
শুদ্ধং প্রবেশয়ামাস বিষ্ণোরেবাজ্ঞয়া পুনঃ ॥ ১০৮
সূর্য্যো দ্বিধা বিভজ্যাথ তচ্ছরীরং তদা রথে।
স্বকে সংস্থাপয়ামাস প্রীতয়ে পিতৃদেবয়োঃ ॥ ১০৯
যদূর্দ্ধভাগস্তস্যাস্তু শরীরস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রাতঃসন্ধ্যাভবৎ সা তু অহোরাত্রাদিমধ্যগা ॥ ১১০
তচ্ছেষভাগস্তস্যাস্তু অহোরাত্রান্তমধ্যগা।
সা সায়মভবৎ সন্ধ্যা পিতৃপ্রীতিপ্রদা সদা ॥ ১১১

জগন্নাথ, নারায়ণ এইরূপ করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। সন্ধ্যাও মেধাতিথি মুনির যজ্ঞে গমন করিলেন। ১০২

অনন্তর, সন্ধ্যা, বিষ্ণুর প্রসাদে সকলের অলক্ষ্যে মেধাতিথি মুনির যজ্ঞে প্রবিষ্ট হইলেন। ১০৩

পূর্ব্বে বসিষ্ঠ ব্রহ্মার আদেশে ব্রহ্মচারিবেশে সন্ধ্যাকে তপস্যা করিবার বিধি উপদেশ দেন। ১০৪

সেই তপস্যানুষ্ঠানের উপদেশক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকেই পতিভাবে মনে করিয়া ব্রহ্ম-নন্দিনী সন্ধ্যা, বিষ্ণুর প্রসাদে মুনিগণের অলক্ষ্যে সেই যজ্ঞীয় প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। ১০৫-১০৬

অনন্তর, পুরোডাশময় সন্ধ্যা-শরীর তৎক্ষণাৎ অলক্ষিতভাবে দগ্ধ হইয়া পুরোডাশের গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। ১০৭

বহ্নি তাঁহার শরীর দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে সেই বিশুদ্ধ দেহকে সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপিত করিলেন। ১০৮

সূর্য্য সেই শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পিতৃগণ ও দেবগণের প্রীতির উদ্দেশে নিজ রথে স্থাপিত করিলেন। ১০৯

হে দ্বিজোত্তমগণ! তদীয় শরীরের ঊর্দ্ধভাগ—দিবসের আদি ও অহো-রাত্রের মধ্যগামিনী প্রাতঃসন্ধ্যা। ১১০

শেষভাগ—দিবসের অন্ত ও অহোরাত্রের মধ্যভাগিনী পিতৃগণের সতত-প্রীতি দায়িনী সায়ং-সন্ধ্যা হইল। ১১১

সূর্য্যোদয়াত্তু প্রথমং যদা স্যাদরুণোদয়ঃ।
প্রাতঃসন্ধ্যা তদোদেতি দেবানাং প্রীতিকারিণী ॥ ১১২
অস্তং গতে ততঃ সূর্য্যে শোণপদ্মনিভা সদা।
উদেতি সায়ংসন্ধ্যাপি পিতৄণাং মোদকারিণী ॥ ১১৩
তস্যাঃ প্রাণান্তু মনসা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
দিব্যেন তু শরীরেণ চক্রিরেঽথ শরীরিণঃ। ১১৪
মুনের্যজ্ঞাবসানে তু সম্প্রাপ্তে মুনিনা তু সা।
প্রাপ্তা পুত্রী বহ্নিমধ্যে তপ্তকাঞ্চনসপ্রভা[1] ॥ ১১৫
তাং জগ্রাহ তদা পুত্রীং মুনিরামোদসংযুতঃ।
যজ্ঞার্থতোয়ৈঃ সংস্নাপ্য নিজক্রোড়ে কৃপাযুতঃ ॥ ১১৬
অরুন্ধতীতি তস্যাস্তু নাম চক্রে মহামুনিঃ।
শিষ্যৈঃ পরিবৃতস্তত্র মহামোদমবাপ চ ॥ ১১৭
ন রুণদ্ধি যতো ধর্মং সা কেনাপি চ কারণাৎ।
অতস্ত্রিলোকবিদিতং নাম সা প্রাপ সাদরম্ ॥ ১১৮
যজ্ঞং সমাপ্য স মুনিঃ কৃতকৃত্যভাব-
মাসাদ্য সম্মদযুতস্তনয়াপ্রলম্ভাৎ।
তস্মিন্ নিজাশ্রমপদে সহশিষ্যবর্গৈ-
স্তামেব সন্ততমসৌ দয়তে মহর্ষিঃ ॥ ১১৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যখন অরুণোদয় হয়, তখন দেবগণের প্রীতিদায়িনী প্রাতঃসন্ধ্যার উদয় হইয়া থাকে। ১১২

আর সূর্য্য অস্তমিত হইলে, রক্ত-কমল-সন্নিভা পিতৃগণের আনন্দ-বিধায়িনী সায়ংসন্ধ্যা উদিত হন। ১১৩

আর প্রভু বিষ্ণু, সন্ধ্যার প্রাণবায়ুকে দিব্য-শরীর ও মনঃসম্পর্কে শরীরী করিয়া মেধাতিথির যজ্ঞীয় অনলে স্থাপন করিলেন। ১১৪

অনন্তর, মুনি মেধাতিথি তাঁহাকে যজ্ঞাবসানে অগ্নিমধ্যে তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণা কন্যা রূপে প্রাপ্ত হইলেন। ১১৫

তখন মুনি, সেই কন্যাকে যজ্ঞীয় অর্ঘ্যজলে স্নান করাইয়া, সদয়ভাবে সানন্দে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। ১১৬

মুনি, তাঁহার নাম রাখিলেন "অরুন্ধতী"। এই কার্য্যে মুনিবর মেধাতিথি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন। ১১৭

তিনি কোন কারণেই ধর্ম্মরোধ করেন না, এই জন্য ত্রৈলোক্যবিখ্যাত সেই "অরুন্ধতী" নাম তাঁহার অর্থ-পূর্ণ হইল। ১১৮

মহর্ষি মেধাতিথি, যজ্ঞ সমাপন করাতে কৃত-কৃত্য এবং তনয়া লাভে আনন্দিত হইয়া সেই নিজ আশ্রমে শিষ্যবর্গসহ নিরন্তর সেই কন্যাকেই লালন-পালন করিতে লাগিলেন। ১১৯

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২

১। তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ সা বহৃধে দেবী তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে।
চন্দ্রভাগানদীতীরে তাপসারণ্যসংজ্ঞকে ॥ ১
যথা চন্দ্রকলা শুক্লপক্ষে নিত্যং বিবর্দ্ধতে।
যথা জ্যোৎস্না তথা সাপি প্রাপ বৃদ্ধিমরুন্ধতী ॥ ২
সা প্রাপ্তে পঞ্চমে বর্ষে চন্দ্রভাগাং তদা গুণৈঃ।
তাপসারণ্যমপি সা পবিত্রমকরোৎ সতী ॥ ৩
তত্র তীর্থং মহাপুণ্যং মেধাতিথিনিষেবিতম্।
ক্রীড়াস্থানমরুন্ধত্যাঃ পূতং বাল্যোচিতং কৃতম্ ॥ ৪
অদ্যাপি তাপসারণ্যে চন্দ্রভাগানদীজলে।
অরুন্ধতীতীর্থতোয়ে স্নাত্বা যাতি হরিং নরঃ ॥ ৫
কার্ত্তিকং সকলং মাসং চন্দ্রভাগানদীজলে।
স্নাত্বা বিষ্ণুগৃহং গত্বা অন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬
মাঘে মাসি পৌর্ণমাস্যামমায়াং বা তথৈব চ।
চন্দ্রভাগাজলে স্নানং যস্তু কুর্য্যাৎ সকৃৎ সকৃৎ।
তস্য বংশে রাজযক্ষ্মা ন কদাচিৎ ভবিষ্যতি ॥ ৭
দেহান্তে চন্দ্রভবনং গত্বা যাতি হরের্গৃহম্।
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য বেদজ্ঞো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ৮
চন্দ্রভাগাজলং পীত্বা চন্দ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ।
সকৃৎ স্নাত্বা তু বিধিবদ্বাজিমেধাযুতং লভেৎ ॥ ৯

অরুন্ধতী-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, দেবী অরুন্ধতী চন্দ্রভাগা নদীর তীরে তাপসারণ্যনামক সেই মহর্ষি-আশ্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ১

অরুন্ধতী, শুক্লপক্ষের শশিকলা ও জ্যোৎস্নার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। ২

সতী অরুন্ধতী, পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে চন্দ্রভাগা নদীকে এবং সেই তাপসারণ্যকে নিজ-গুণে পবিত্র করিতে লাগিলেন। ৩

তথায় অরুন্ধতীর বাল্যোচিত পবিত্র ক্রীড়াস্থান—মেধাতিথি-নিষেবিত মহাপুণ্য তীর্থ হইল। ৪

আজও লোকে সেই তাপসারণ্যে চন্দ্রভাগা নদীর অরুন্ধতীতীর্থজলে স্নান করিলে বিষ্ণুপদ লাভ করে। ৫

সমস্ত কার্ত্তিকমাস চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিলে মানুষ, প্রথমতঃ বিষ্ণুগৃহে গমন করিয়া শেষে মুক্তিলাভ করে। ৬

যে ব্যক্তি মাঘ মাসের পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে এক একবার চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিবে, তাহার বংশে কদাচ রাজযক্ষ্মা রোগ হয় না। ৭

সে ব্যক্তি, মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গিয়া পশ্চাৎ বিষ্ণুলোকে গমন করে। তারপর পুণ্য ক্ষয় হইলে, ইহলোকে জন্মিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়। ৮

চন্দ্রভাগাজলে স্নাত্বা ক্রীড়ন্তীং বাল্যলীলয়া।
পিতুঃ সমীপে তত্তীরে কদাচিত্তামরুন্ধতীম্ ॥ ১০
গচ্ছন্নাকাশমার্গেণ দদর্শ কমলাসনঃ ॥ ১১
অথাবতীর্য্য ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অরুন্ধত্যাস্তদা কালমুপদেশে দদর্শ হ ॥ ১২
অথোবাচ তদা ব্রহ্মা মুনিভিঃ পরিপূজিতঃ।
মেধাতিথিপ্রভৃতিভিরুচিতং তং মহামুনিম্ ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ—

উপদেশস্য কালোঽয়মরুন্ধত্যা মহামুনে।
তস্মাদেনাং সতীনান্তু স্ত্রীণাঞ্চ কুরু সন্নিধৌ ॥ ১৪
স্ত্রীভিঃস্ত্রিয়শ্চোপদেশ্যাঃ কাচিদস্মত্র[1] বিদ্যতে।
বহুলায়াশ্চ সাবিত্র্যাঃ পুত্রীং ত্বং স্থাপয়াশ্তিকে ॥ ১৫
তয়োঃ সংসর্গমাসাদ্য পুত্রী তব মহামুনে।
মহাগুণৈশ্বর্যায়ুক্তা ন চিরাত্তু ভবিষ্যতি ॥ ১৬
মেধাতিথির্বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
এবমেবেতি প্রোবাচ তং তদা মুনিসত্তমঃ ॥ ১৭
ততো গতে সুরশ্রেষ্ঠে পুত্রীং মেধাতিথির্মুনিঃ।
সমাদায় যযৌ সূর্য্যভবনং প্রতি তৎক্ষণাৎ ॥ ১৮

চন্দ্রভাগাজল পান করিলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়; একবার যথাবিধি স্নান করিলেও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ৯

একদা অরুন্ধতী চন্দ্রভাগজলে স্নান করিয়া পিতৃসমীপে বাল্যোচিত-ক্রীড়া করিতেছেন। ১০

ইত্যবসরে কমলাসন ব্রহ্মা, আকাশপথে যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। ১১

অনন্তর, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় অবতীর্ণ হইয়া অরুন্ধতীকে উপদেশ দিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছে দেখিলেন। ১২

অনন্তর ব্রহ্মা, মেধাতিথি প্রভৃতি মুনিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া সেই মহর্ষি মেধাতিথিকে বলিলেন। ১৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিবর অরুন্ধতীকে উপদেশ দিবার সময় এই; অতএব ইঁহাকে সতীরমণীগণের সমীপে রাখ। ১৪

স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোকেরই উপদেশ দেওয়া উচিত; কিন্তু তোমার এখানে ত কোন স্ত্রীলোক নাই। অতএব তুমি তোমার কন্যাকে বহুলা ও সাবিত্রীর নিকটে রাখ গিয়া। ১৫

মুনিবর! তোমার কন্যা তাঁহাদিগের দুই জনের সংসর্গ পাইলে অবিলম্বে মহাগুণ-সম্পত্তিশালিনী হইবে। তখন মেধাতিথি, পরমাত্মা ব্রহ্মার কথা শুনিয়া তাঁহাকে যে আজ্ঞা বলিলেন। ১৬-১৭

অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা গমন করিলে, মেধাতিথি মুনি, কন্যাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। ১৮

১। কদাচিন্নত্র ইতি পাঠান্তরম্।

দদর্শ তত্র সাবিত্রীং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগাম্ ।
পদ্মাসনগতাং দেবীমক্ষমালাধরাং সিতাম্ ॥ ১৯
দৃষ্টা সা তেন মুনিনা নিঃসৃত্য রবিমণ্ডলাৎ ।
বহুলা সা গতা তূর্ণং প্রস্থং মানসভূভৃতঃ ॥ ২০
প্রস্থাহং তত্র সাবিত্রী গায়ত্রী বহুলা তথা ।
সরস্বতী চ রুপদা পঞ্চৈতা মানসাচলে ॥ ২১
ধর্ম্মাখ্যানৈস্তথা সাধ্বীঃ কথাঃ কৃত্বা পরস্পরম্ ।
স্বং স্বং স্থানং পুনর্যান্তি লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২২
মেধাতিথিস্তু তাঃ সর্ব্বা দৃষ্ট্বৈকত্র তপোধনঃ ।
মাতৄঃ সর্ব্বস্য লোকস্য প্রণনাম পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৩
উবাচ চ স তাঃ সর্ব্বা ঋষিঃ মধুরং তপোধনঃ ।
সমাধ্বসো বিস্মিতশ্চ তাসামেকত্র দর্শনাৎ ॥ ২৪

মেধাতিথিরুবাচ—

মাতঃ সাবিত্রি বহুলে মৎপুত্রীয়ং মহাযশাঃ[১] ।
কালোঽয়মুপদেশেঽস্যাস্তদর্থমহমাগতঃ ॥ ২৫
জগৎস্রষ্ট্রা সমাদিষ্টা প্রযাতু তব শিষ্যতাম্ ।
এষা তেন ভবৎপার্শ্বমানীতা পুত্রিকা মম ॥ ২৬
সৌচারিত্র্যং যথাস্যাঃ স্যাত্তথৈনাং বালিকাং মম ।
যুবাং বিনয়তং দেব্যৌ মাতর্মাতর্নমোঽস্তু বাম্ ॥ ২৭

তথায় সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগতা পদ্মাসনে আসীনা অক্ষমালা-ধারিণী কল্যাণী সাবিত্রীদেবীকে দেখিতে পাইলেন। ১৯

তখন বহুলা মানসপর্ব্বতের সানুদেশে গমন করিয়াছিলেন, এখন মুনি-দৃষ্টা সাবিত্রীও সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া তথায় চলিলেন, মুনিও সঙ্গে সঙ্গে যাইলেন। ২০

সেই মানসপর্ব্বতে, সাবিত্রী, গায়ত্রী, বহুলা, সরস্বতী এবং চারুপদা এই পাঁচজন, পরস্পরে ধর্ম্মোপাখ্যানের সদালাপ করিয়া লোক-হিতাভিলাষে পুনরায় স্বস্থানে গমন করেন। ২১

তপোধন মেধাতিথি, সর্ব্বলোকের জননীস্বরূপা তাঁহাদিগের সকলকে একত্র অবস্থিত দেখিয়া প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিলেন। ২৩

তাঁহাদিগকে একত্র দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন তপোধন, তাঁহাদিগকে সভয়ে এই মধুর কথা বলিলেন। ২৪

মা সাবিত্রী! মা বহুলে! এই আমার যশস্বিনী কন্যা; এক্ষণে ইহাকে উপদেশ দিবার এই সময়, তাই আমি এখানে আসিয়াছি। ২৫

ব্রহ্মা, আমার কন্যাকে আপনার নিকট উপদেশ লইতে বলিয়াছেন; তাই আমার কন্যা,—আপনার কাছে আসিয়াছে। ২৬

যাহাতে আমার এই বালিকা সচ্চরিত্রা হয়, আপনারা দুইজনে ইহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিন। মা! সাবিত্রি! মা! বহুলে! তোমাদিগের উভয়কে নমস্কার করি। ২৭

১। শুভাম্বরা—ইতি পাঠান্তরম্।

অথোবাচ তদা দেবী সাবিত্রী মুনিসত্তমম্
স্মিতপূর্ব্বং বহুলয়া সহিতা তাঞ্চ বালিকাম্ ॥ ২৮

তে উচতু—

ব্রহ্মন্ বিষ্ণোঃ প্রসাদেন সুচরিত্রাভবৎ সুতা।
পূর্ব্বমেব মুনে ত্বত্তো তদুদ্দেশেন কিং পুনঃ ॥ ২৯
কিং ত্বহং ব্রহ্মবাক্যেন বহুলা চ মহাসতী।
বিনেষ্যাবস্তব সুতাং যাং যা স্যাদচিরাদ্ যথা ॥ ৩০
ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বদুহিতা ভবতস্তু তপোবলাৎ।
তথা বিষ্ণোঃ প্রসাদেন সুতা তেঽভূদরুন্ধতী ॥ ৩১
কুলং পুনাতি ভবতঃ সত্যসৌ[১] বর্দ্ধয়িষ্যতি।
লোকানামথ দেবানাং শিবমেষা করিষ্যতি ॥ ৩২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তাভির্ব্বিসৃষ্টঃ স মুনির্মেধাতিথিঃ সুতাম্।
আশ্বাস্যাভিপ্রণতাং নত্বা তাং স্বস্থানং জগাম হ ॥ ৩৩
গতে তস্মিন্ মুনিবরে সহ তাভ্যামরুন্ধতী।
মাতৃভ্যামিব নির্ভীতা পালিতা মোদমাপ সা ॥ ৩৪
কদাচিৎ সহ সাবিত্র্যা রাত্রৌ যাতি রবের্গৃহম্।
তথা বহুলয়া যাতি শক্রগেহং কদাচন ॥ ৩৫
এবং তাভ্যাং সমং দেবী বিহরন্তী সুরালয়ে।
নিনায় দিব্যমানেন সা সপ্ত পরিবৎসরান্ ॥ ৩৬

অনন্তর দেবী সাবিত্রী, বহুলার সহিত, মুনিবর মেধাতিথিকে এবং তাঁহার বালিকা তনয়াকে সস্মিতভাবে বলিলেন। ২৮

মুনিবর। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রসাদেই আপনার কন্যা পূর্ব্ব হইতেই সুচরিত্রা হইয়া রহিয়াছেন। ২৯

তবে, ব্রহ্মার আদেশ বলিয়া আমি এবং মহাসতী বহুলা—আমরা উভয়ে আপনার কন্যাকে এইরূপ শিক্ষা দিব, যাহাতে তিনি অবিলম্বেই আরও ধীর হন। ৩০

এই অরুন্ধতী, পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মার কন্যা ছিলেন; আপনার তপোবলে নারায়ণের অনুগ্রহে ইনি আপনার কন্যা হইয়াছেন। ৩১

ইনি আপনার কুল পবিত্র করিয়াছেন, যশ বাড়াইবেন, ইনি সমস্ত জগতের এবং দেবগণের কেবল মঙ্গল সম্পাদনই করিবেন। ৩২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—অনন্তর, মুনিবর মেধাতিথি তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ ও তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক কন্যা অরুন্ধতীকে আশ্বাস দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ৩৩

মুনিবর, চলিয়া গেলে অরুন্ধতী মাতৃ-সমা তাঁহাদিগের উভয়ের সহ বাস ও যত্ন পালনে, নির্ভয় হইয়া থাকিলেন এবং আনন্দিত হইতে লাগিলেন। ৩৪

অরুন্ধতী, কখন, রাত্রিতে সাবিত্রীসহ সূর্য্যগৃহে গমন করেন, কখন বা বহুলার সহিত ইন্দ্রালয়ে গমন করেন। ৩৫

১। সদ্ যশঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

তাভ্যাং তথোপদিষ্টা সা স্ত্রীধর্ম্মমচিরাৎ সতী।
সর্ব্বং জ্ঞাতবতী ভূত্বা সাবিত্রী বহুলাধিকা ॥ ৩৭
অথ তস্যাস্তদা কালে সম্প্রাপ্তে উচিতেঽভবৎ।
শোভনো যৌবনোদ্ভেদঃ পদ্মিনীনাং রুচির্যথা ॥ ৩৮
উদ্ভিন্নযৌবনা সা তু বসিষ্ঠং মানসাচলে।
বিহরন্তী দদর্শৈকা চারুতেজস্বিনং মুনিম্ ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা তমিচ্ছয়াক্রান্তে কামভাবেন সা সতী।
বালসূর্য্যপ্রভং চারুরূপং ব্রহ্মশ্রিয়া যুতম্ ॥ ৪০
অথ সোঽপি মহাতেজা বসিষ্ঠো বরবর্ণিনীম্।
দৃষ্ট্বৈবোদ্ভূতমদনো বীক্ষাঞ্চক্রে হ্যরুন্ধতীম্ ॥ ৪১
তয়োঃ পরস্পরং দৃষ্ট্বা ববৃধে হৃচ্ছয়ো মহান্।
অমর্য্যাদং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাকৃতে মদনো যথা ॥ ৪২
অথ ধৈর্য্যং সমালম্ব্য তথা মেধাতিথেঃ সুতা।
আত্মানং ধারয়ামাস মনশ্চ মদনেরিতম্ ॥ ৪৩
বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা ধৈর্য্যমাশ্রিত্য চাত্মতঃ।
মনঃ সংস্তম্ভয়ামাস মদনোন্মথিতং ততঃ ॥ ৪৪
অরুন্ধতী ততো দেবী বিহায় মুনিসন্নিধিম্।
জগাম যত্র সাবিত্রী নিন্দন্তী স্বং মনো বপুঃ[১] ॥ ৪৫

দেবী অরুন্ধতী, তাঁহাদিগের সহিত এইরূপ বিহার করত দৈব পরিমাণে সপ্ত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ৩৬

সতী অরুন্ধতী তাঁহাদিগের উভয়ের নিকট স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যকার্য্য বিষয়ে উপদেশ পাইয়া অবিলম্বে সমস্ত বুঝিলেন; তখন তিনি সাবিত্রী ও বহুলা হইতেও শ্রেষ্ঠা হইলেন। ৩৭

অনন্তর, যথাযোগ্য কাল প্রাপ্ত হইলে, কমলিনীকুলের শোভার ন্যায় তাঁহার সুন্দর যৌবন সঞ্চার হইল। ৩৮

এক দিন, উদ্ভিন্ন-যৌবনা অরুন্ধতী মানস পর্ব্বতে একাকী বিচরণ করিতে করিতে মনোহর তেজস্বী বসিষ্ঠ মুনিকে দেখিতে পাইলেন। ৩৯

সেই সতী, ব্রহ্ম-শ্রীসম্পন্ন নবসূর্য্য-সন্নিভ চারুরূপধারী বসিষ্ঠকে দেখিবামাত্র কামভাবে ইচ্ছা করিলেন। ৪০

অনন্তর বসিষ্ঠ ও বরবর্ণিনী অরুন্ধতীকে দেখিবামাত্র মদনাকুল হইয়া বার বার তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। ৪১

হে দ্বিজবরগণ! তাঁহাদিগের পরস্পরের দর্শনে, সামান্য লোকের ন্যায় মর্য্যাদা লুপ্তভাবে তাঁহাদিগেরও পরস্পরের অত্যন্ত কাম বৃদ্ধি হইল। ৪২

অনন্তর, মেধাতিথিনন্দিনী, ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক আত্মাকে এবং মদনোদ্বিগ্ন হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন। মহাতেজা বসিষ্ঠও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আপনার মদনোন্মথিত চিত্তকে প্রশমিত করিলেন। ৪৩-৪৪

অনন্তর, দেবী অরুন্ধতী মুনি-সন্নিধান ত্যাগ করিয়া, নিজ কামোদ্বেগের নিন্দা করত সাবিত্রী সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। ৪৫

১। মনোভবম্—ইতি পাঠান্তরম্।

বাধ্যমানাতিদুঃখেন মানসেন মহাসতী।
সতীভাবঃ পরিত্যক্তশ্চিন্তয়ন্তী মহেতি বৈ ॥ ৪৬
তস্যা মনোজদুঃখেন বিবর্ণমভবন্মুখম্।
শরীরং সকলং ম্লানং গতিশ্চ স্খলিতাভবৎ[১] ॥ ৪৭
ইদং বিমমৃশে সা চ গর্হয়ন্তী স্বকং মনঃ।
মৃণালতন্তুবৎ সূক্ষ্মা ছিন্না চ তৎক্ষণাদপি ॥ ৪৮
স্থিতিঃ সতীনাং স্বল্পেন চাপল্যেনৈব নশ্যতি।
ইতি স্ত্রীধর্ম্মমধ্যাপ্য মামাহ চরিতব্রতা ॥ ৪৯
সাবিত্রী সারমেতদ্ধি সতীধর্ম্মস্য চোক্তবৎ।
তদস্য নাশিতং পুংসি পরকীয়ে মনোরথম্ ॥ ৫০
বর্ত্তয়ন্ত্যা তদা কিং মে পরত্রেহ ভবিষ্যতি।
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তী সা পুত্রী মেধাতিথেস্তদা ॥ ৫১
দুঃখার্ত্তা বহুলাং দেবীং সাবিত্রীং চাসসাদ হ।
তথাবিধাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা বিবর্ণবদনাং সতীম্ ॥ ৫২
ধ্যানচিন্তাপরা ভূত্বা সাবিত্রী বিমমর্শ হ।
বিমৃশ্য দিব্যজ্ঞানেন সর্ব্বং জ্ঞাতবতী সতী ॥ ৫৩
বসিষ্ঠেন হ্যরুন্ধত্যা যথাভূদ্দর্শনং তথা।
যথা ভয়োঃ সম্প্রবৃদ্ধো মনোজশ্চাতিদুঃসহঃ ॥ ৫৪
মুখবৈবর্ণ্যহেতুশ্চ সাবিত্রী দিব্যদর্শিনী।
অথ মেধাতিথেঃ পুত্র্যা মূর্দ্ধ্নি হস্তং নিধায় সা ॥ ৫৫

"হায়! আমি সতীত্ব হারাইলাম" এই চিন্তা সেই মহাসতীর মনে নিরন্তর উদিত হইতে লাগিল। ৪৬

তাহাতে তিনি সাতিশয় মনোদুঃখে কাতর হইলেন। মনোদুঃখে তাঁহার মুখ মলিন, অঙ্গ সকল ম্লান এবং গতি স্খলিত হইতে লাগিল। ৪৭

নিজ চিত্তকে নিন্দা করত এইরূপ ভাবিলেন ;—সতীগণের মর্য্যাদা, মৃণাল-সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং বুঝি ক্ষণকাল বায়ুর ভারও সহিতে পারে না ; তাই তাহা অল্প চাঞ্চল্যেই বিনষ্ট হয়। ৪৮

ইহাই যে সতীধর্ম্মের সারোদ্ধার, ব্রতচারিণী সাবিত্রী স্ত্রীধর্ম্ম অধ্যয়ন করাইয়া আমাকে ইহা বলিয়াছেন। ৪৯

হায়, আমি আজ পরপুরুষের প্রতি অভিলাষ করিয়া সেই ধর্ম্ম লোপ করিলাম। ৫০

হায়, আমার ইহ পরকালের কি হইবে ? মেধাতিথিনন্দিনী এইরূপ চিন্তা করত দুঃখার্ত্তা হইয়া দেবী বহুলা ও সাবিত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৫১

সাবিত্রী অরুন্ধতী সতীকে, তথাবিধ মলিনমুখী দেখিয়া ধ্যান-যোগ-অবলম্বনে সমুদয় জানিতে পারিলেন। ৫২

অনন্তর সর্ব্বজ্ঞা দিব্যদর্শিনী সাবিত্রী, বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর পরস্পর-দর্শন, তাঁহাদিগের উভয়ের অতিদুঃসহ কামোদ্রেক এবং অরুন্ধতীর মালিন্যের নিদান চিন্তা—সকল ব্যাপারই দিব্য-জ্ঞান-বলে জানিতে পারিলেন। ৫৩-৫৪

১। খতিশ্চ খলিতাভবৎ।

ইদমাহ মহাদেবী সাবিত্রী চরিতব্রতা।
বৎসে তব মুখং কস্মাত্তিমবর্ণমভূদিদম্‌ ॥ ৫৬
ছিন্ননালং যথাপদ্মং সূর্য্যাংশুপরিতাপিতম্‌।
কথং শরীরমভবন্ ম্লানং তে গুণবত্তমে ॥ ৫৭
যথা নিশাপতের্বিম্বং তনুকৃষ্ণাভ্রসংবৃতম্‌।
অন্তর্মনশ্চ তে ভদ্রে সচিন্তমিব লক্ষ্যতে।
তন্মে কথয় তে গুহ্যমেতচ্ছেদ্দুঃখকারণম্‌ ॥ ৫৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ সাধোমুখী ভূত্বা কিঞ্চিন্নোবাচ লজ্জয়া।
সাবিত্রীং মাতরং গুর্ব্বীং তথা পৃষ্টাপ্যরুন্ধতী।
যদা নোক্তবতী কিঞ্চিত্তদা মেধাতিথেঃ সুতা ॥ ৫৯
স্বয়ং প্রকাশ্য সাবিত্রী তমুবাচ তপস্বিনী।
বৎসে যোঽসৌ ত্বয়া দৃষ্টো মুনির্ভাস্করসন্নিভঃ ॥ ৬০
স বসিষ্ঠো ব্রহ্মসুতস্তব স্বামী ভবিষ্যতি।
তব অস্য চ দাম্পত্যং পুরা ধাত্রৈব নির্মিতম্‌ ॥ ৬১
অতস্তব সতীভাবো না হীনস্তস্য দর্শনাৎ।
যথা ভবাদৃক্ষরূপং সকামস্তস্য দর্শনাৎ ॥ ৬২
ন তস্মোষকরং পুত্রি মনোদুঃখং ততস্ত্যজ।
ত্বয়া পরং তপঃ কৃত্বা পূর্ব্বজন্মনি শোভনে ॥ ৬৩
বৃতঃ স এব দয়িতঃ সকাশত্তেন স ত্বয়ি।
শৃণু পূর্ব্বং ত্বয়া বৎসে বসিষ্ঠোঽয়ং বৃতঃ পতিঃ ॥ ৬৪

অনন্তর, ব্রতচারিণী মহাদেবী সাবিত্রী মেধাতিথি-তনয়ার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া এই কথা বলিলেন। ৫৫

"বৎস! সূর্য্য-কিরণ-পরিতপ্ত ছিন্নমূল কমলের ন্যায় তোমার মুখমণ্ডল আজি এমন বিবর্ণ হইল কেন? ৫৬

হে গুণবতী প্রধানে! বিরল-নীল-জলদাবলি সংবৃত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তোমার শরীর এত ম্লান হইল কেন? ৫৭

ভদ্রে! তোমার মন যেন চিন্তাকুল বোধ হইতেছে, যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে তুমি স্বীয় দুঃখকারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর। ৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর, অরুন্ধতী, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াও লজ্জায় অধোবদনা হইয়া রহিলেন। মাতৃতুল্য গুরুজন সাবিত্রীর নিকট কিছুই বলিতে পারিলেন না। ৫৯

যখন মেধাতিথি-নন্দিনী কিছুই বলিলেন না, তখন তপস্বিনী সাবিত্রী স্বয়ং সেই সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৬০

"বৎসে! তুমি যে সূর্য্যসন্নিভ ঋষিকে অবলোকন করিয়াছ, তিনি ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ, তিনিই তোমার স্বামী হইবেন। ৬১

তোমার এবং বসিষ্ঠের পরস্পর দাম্পত্য-বন্ধন বিধাতা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ; সুতরাং বসিষ্ঠকে দেখাতে সতীত্ব-লোপ হয় নাই। ৬২

বৎসে! তাঁহাকে দেখিয়া তোমার মনে যে কামোদ্রেক হইয়াছে, তাহাতেও দোষ নাই, অতএব মনোদুঃখ ত্যাগ কর। ৬৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যথা তপঃ কৃতং তত্র যেন ভাবেন সন্ততম্ ।
ইত্যুক্ত্বা সা চ সাবিত্রী যথা সন্ধ্যাভবৎ পুরা । ৬৫
কৃতং তপো মহর্ষত্র চন্দ্রভাগাহ্বয়ে গিরৌ ।
বসিষ্ঠেন যথাপূর্ব্বং বর্ণিরূপেণ বেধসঃ । ৬৬
বচনাদুপদিষ্টা সা তপশ্চর্য্যাং সুরত্যয়াম্ ।
যথা প্রসন্নো ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ । ৬৭
বরং যথা দদৌ তস্যৈ মর্য্যাদা স্থাপিতা যথা ।
যথা বা বাঞ্ছিতঃ স্বামী বসিষ্ঠঃ স তয়া মুনিঃ । ৬৮
মেধাতিথের্যথা যজ্ঞে বহ্নৌ ত্যক্তং তয়া বপুঃ ।
যথা তত্তনয়া জাতা তস্যৈ তদ্বিস্তরাৎ তদা । ৬৯
সাবিত্রী কথয়ামাস ক্রমাদ্বহুলয়া সহ । ৭০
অথ তস্যা বচঃ শ্রুত্বা যদ্বৃত্তং পূর্ব্বজন্মনি ।
তজ্জ্ঞাত্বা বৈ তদা জ্ঞাতং মম সর্ব্বং মনোগতম্ । ৭১
হত্যেতীব ত্রপাং প্রাপ্য সাতীবাভূদধোমুখী ।
সাবিত্রীবচনাদ্ভূতা পূর্ব্বজন্মস্মরা চ সা । ৭২
তথৈবাধোমুখী ভূত্বা যদ্বৃত্তং পূর্ব্বজন্মনি ।
তস্য সর্ব্বস্য সস্মার দিব্যজ্ঞারুন্ধতী তদা । ৭৩
পূর্ব্বং বিষ্ণুপ্রসাদেন সা ভূত্বা দিব্যদর্শনী ।
অধুনা বাল্যভাবেন প্রচ্ছন্না দিব্যদর্শনা । ৭৪

শোভনে ! তুমি পূর্ব্বজন্মে কঠোর তপস্যা করিয়া বসিষ্ঠকেই পতিভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলে, এই জন্যই তিনি তোমার প্রতি কামভাবাপন্ন হইয়াছেন ।৬৪

বৎসে ! পূর্ব্বে তুমি যেরূপ বসিষ্ঠকে পতিতে বরণ করিয়াছিলে এবং তথায় যে ভাবে নিরন্তর তপস্যা করিয়াছিলে তৎসমস্ত শ্রবণ কর । ৬৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; সাবিত্রী এই কথা বলিয়া সন্ধ্যার উৎপত্তি, তিনি যে উদ্দেশে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে তপস্যা করেন তাহা, বিধাতার বচনানুসারে সন্ধ্যাকে বসিষ্ঠের ব্রহ্মচারিরূপে তপস্যা শিক্ষা দান, তদুপদেশে সন্ধ্যার কঠোর তপস্যা, ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া যেরূপে সন্ধ্যার প্রত্যক্ষ গোচর হন তাহা, সন্ধ্যাকে বিষ্ণুর বরদান, মর্যাদা স্থাপন, উপদেশক বসিষ্ঠকে পরজন্মে স্বামী করিতে সন্ধ্যার অভিলাষ, মেধাতিথির যজ্ঞানলে তাঁহার দেহত্যাগ এবং মেধাতিথির কন্যারূপে তাঁহার উৎপত্তি—অরুন্ধতীকে এ সমস্ত কথাই সুবিস্তারে যথাক্রমে বহুলার সহিত বলিলেন । ৬৬-৭০

অনন্তর, অরুন্ধতী, সাবিত্রীর নিকট সেই কথা ও পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে "ইনি আমার মনোগত সকল কথাই জানিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া" অত্যন্ত লজ্জাবশতঃ সাতিশয় অধোমুখী হইলেন। আর সাবিত্রীর কথায় তিনি জাতিস্মর হইলেন । ৭১-৭২

তখন অরুন্ধতী সতী সেই রূপ অধোমুখে থাকিয়াই পূর্ব্বজন্মে যাহা হইয়াছিল, তৎসমস্তই দিব্য জ্ঞানবলে স্মরণ করিলেন । ৭৩

বিষ্ণুর প্রসাদে পূর্ব্বকালে তিনি দিব্য-দর্শিনী হন, বালকতার প্রযুক্ত দিব্য-দর্শিত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল । ৭৪

সাবিত্রীবচনাচ্ছ্রুত্বা বৃত্তান্তং পূর্ব্বজন্মনঃ।
প্রত্যক্ষমিব তৎসর্ব্বং পূর্ব্বজ্ঞানমবাপ সা ॥ ৭৫
অবাপ্য পূর্ব্বং জ্ঞানং তদ্দত্তং বিষ্ণুনা পুরা।
বসিষ্ঠোঽয়ং বৃতঃ স্বামী ময়া বৈ পূর্ব্বজন্মনি ॥ ৭৬
ইতি জ্ঞানবতী দেবী সামোদারুন্ধতী স্বয়ম্ ॥ ৭৭
বসিষ্ঠদর্শনোদ্ভূতে পূর্ব্বং তস্যাস্তু হৃচ্ছয়ে।
যথাতঙ্কঃ সমুৎপন্নঃ সতীত্বস্য নিবারণে।
তঞ্চ স্বয়ং সা তত্যাজ তদা মেধাতিথেঃ সুতা ॥ ৭৮
ত্যক্তচিন্তাং ততস্তাস্তু বিজ্ঞায়ারুন্ধতীং সতীম্।
সাবিত্রী সূর্য্যভবনং তয়া সার্দ্ধং জগাম হ ॥ ৭৯
অরুন্ধতীং নিবেশ্যাথ সাবিত্রী সূর্য্যমন্দিরে।
জগাম ব্রহ্মভবনং সর্ব্বজ্ঞা সা সতীবরা ॥ ৮০
অথ প্রণম্য ব্রহ্মাণং পৃষ্টা তেনৈব তৎক্ষণাৎ।
ইদং জগাদ সাবিত্রী ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ॥ ৮১
ভগবন্ জগতাং নাথ বসিষ্ঠং ভবতঃ সুতম্।
মানসস্য গিরেঃ সানৌ দদর্শারুন্ধতী সতী ॥ ৮২
তয়োর্দর্শনমাত্রেণ ববৃধে হৃচ্ছয়ো মহান্।
পরস্পরং তৌ স্পৃহয়াঞ্চক্রতুশ্চ প্রজাপতে ॥ ৮৩
ততো ধৈর্য্যাত্তু সংস্তভ্য মনোজং তৌ সুদুঃখিতৌ।
বিমনস্কৌ গতৌ স্থানং লজ্জিতৌ তৌ স্বকং স্বকম্ ॥ ৮৪

এখন আবার সাবিত্রীর কথায় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হওয়াতে তৎসমস্ত যেন তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি সমুদয় পূর্ব্ব-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। ৭৫

অরুন্ধতী দেবী পূর্ব্বজন্মের বিষ্ণুদত্ত জ্ঞান পাইয়া "আমি এই বসিষ্ঠকে পূর্ব্বজন্মে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি" আনন্দ সহকারে স্বয়ং ইহা জানিতে পারিলেন। ৭৬

বসিষ্ঠ দর্শনে কামোদ্রেক হওয়াতে সতীত্ব নাশ হইল বলিয়া পূর্ব্বে মনে মনে যে আতঙ্ক হইয়াছিল, মেধাতিথি-নন্দিনী, তখন আপনা হইতেই তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ৭৭-৭৮

অনন্তর, সাবিত্রী, অরুন্ধতী সতীকে চিন্তাশূন্য দেখিয়া তাঁহার সহিত সূর্য্যভবনে গমন করিলেন। ৭৯

সতী-শ্রেষ্ঠা সর্ব্বজ্ঞা সাবিত্রী, অরুন্ধতীকে সূর্য্য-ভবনে রাখিয়া ব্রহ্ম-সদনে গমন করিলেন। ৮০

সাবিত্রী ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবামাত্র তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, সেই অমিত-তেজা সুরশ্রেষ্ঠকে বলিলেন —হে ভগবন্! জগদীশ্বর! অরুন্ধতী সতী, মানস পর্ব্বতের সানুদেশে আপনার পুত্র বসিষ্ঠকে দেখি-য়াছেন। ৮১-৮২

প্রজাপতে! তাঁহাদিগের পরস্পরের সন্দর্শনে পরস্পরের সাতিশয় কামোদ্রেক হয় এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরে অভিলাষী হন। ৮৩

অনন্তর, ধৈর্য্যবলে মদনবিকার প্রশমিত করিয়া অসৎ-কার্য্য আচরণ বোধে অত্যন্ত দুঃখিত, অন্যমনস্ক ও লজ্জিত ভাবে স্ব স্ব স্থানে গমন করেন। ৮৪

এবম্প্রবৃত্তে যদ্‌যোগ্যং তদা ক্ষেত্রবিধীয়তাম্ ।
আরভ্যাশু সুরশ্রেষ্ঠ লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৮৫
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা ব্রহ্মা সর্ব্বজগদ্‌গুরুঃ ।
দদর্শ দিব্যজ্ঞানেন প্রবৃত্তিং ভাবিকর্ম্মণঃ ॥ ৮৬
ইদঞ্চ মানসং প্রোচে তদা লোকপিতামহঃ ।
তয়োর্দাম্পত্যভাবস্য কালোঽয়ং সমুপস্থিতঃ ॥ ৮৭
অতো লোকহিতার্থায় যাস্যেঽহং তৎপ্রবৃত্তয়ে ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা সাবিত্রীসহিতো বিধিঃ ॥ ৮৮
জগাম মানসপ্রস্থং যত্রাভূদ্দর্শনং তয়োঃ ॥ ৮৯
পিতামহে তত্র যাতে শর্ব্বঃ সুরগণৈর্বৃতঃ ।
নন্দিভৃঙ্গি-প্রভৃতিভিঃ সমায়াতো বৃষধ্বজঃ ॥ ৯০
ভগবান্ বাসুদেবোঽপি ব্রহ্মণা পরিচিন্তিতঃ ।
ভক্ত্যা সোঽপি জগন্নাথঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৯১
স্থিতৌ ব্রহ্মহরৌ যত্র তত্রৈব সমাগতঃ ।
অথ তে জগতাং নাথা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
নারদং প্রেষয়ামাসুর্দূতং মেধাতিথিং প্রতি ॥ ৯২
যাহি দ্রুতং নারদ ত্বং চন্দ্রভাগাহ্বয়ং গিরিম্ ।
মুনিস্তস্যোপত্যকায়ামাস্তে মেধাতিথিঃ পরঃ ॥ ৯৩
তমানয় যথাকামমস্মাকং[১] বচনাৎ স্বয়ম্ ।
মেধাতিথিং সমাদায় ভবানাগচ্ছতু দ্রুতম্ ॥ ৯৪

সুরজ্যেষ্ঠ ! এই ত ব্যাপার ; এখন পরিণামে যাহা শুভ ফলপ্রদ হয়, লোক-হিতাভিলাষে তাহা সম্পাদন করুন । ৮৫

নিখিল জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা, সাবিত্রীর এই কথা শুনিয়া দিব্যজ্ঞানবলে, ভাবী কার্য্যের ফলাফল দর্শন করিলেন । ৮৬

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মনে মনে বলিলেন, "বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর বিবাহ সময় এই ত উপস্থিত । ৮৭

অতএব লোকহিতার্থে তাহা সম্পাদনের জন্য আমি তথায় গমন করি" ; মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া যথায় বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর পরস্পরে দর্শন হইয়াছিল, সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে সেই মানসপর্ব্বত-সানুদেশে গমন করিলেন । ৮৮-৮৯

পিতামহ তথায় গমন করিলে, বৃষধ্বজ মহাদেব, নন্দি-ভৃঙ্গি-প্রভৃতি অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৯০

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভক্তিভাবে চিন্তিত হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদাধর জগদীশ্বর বাসুদেবও ব্রহ্মা এবং শিব যথায় অবস্থিত ছিলেন, তথায় স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অনন্তর, জগৎপ্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—মেধাতিথির নিকট নারদকে দূত পাঠাইলেন । ৯১-৯২

তাঁহারা বলিলেন, নারদ ! তুমি সত্বর চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে যাও ; ঐ পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে মহর্ষি মেধাতিথি বাস করেন । ৯৩

আমাদিগের বাক্যে তুমি যথাসময়ে তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর, অর্থাৎ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সত্বর তুমি এখানে ফিরিয়া আইস । ৯৪

১। যথাকালম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ব্রহ্মাদীনাং বচঃ শ্রুত্বা নারদোঽপি দ্রুতং যযৌ।
মেধাতিথিং সমানেতুং মহাকার্য্যস্য সিদ্ধয়ে॥ ৯৫
মেধাতিথিং সমাভাষ্য দেবানাং বচনৈস্ততঃ।
মেধাতিথিং সমাদায় যযৌ মানসপর্ব্বতম্॥ ৯৬
সেন্দ্রা দেবগণাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
সাধ্যা বিদ্যাধরা যক্ষা গন্ধর্ব্বাশ্চ সমাগতাঃ॥ ৯৭
দেবাশ্চ সর্ব্বে দেব্যশ্চ যে দেবানুচরাস্তথা।
তে সর্ব্বে মানসপ্রস্থং যাতাশ্চান্যে চ জন্তবঃ॥ ৯৮
অথ ভূতে সমাজে তু দেবানাং কমলাসনঃ।
মেধাতিথিং মুনিং বাক্যমিদমাহাভিদেশয়ন্॥ ৯৯

ব্রহ্মোবাচ—

মেধাতিথে বশিষ্ঠায় পুত্রীং তে চরিতব্রতাম্।
দেহি ব্রাহ্মেণ বিধিনা সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্॥ ১০০
বধূবরত্বমনয়োঃ পূর্ব্বং সৃষ্টং মযৈব হি।
হরিণা চাপ্যনুজ্ঞাতং কর্ম্ম চৈতৎ সমঞ্জসম্॥ ১০১
এবং কৃতে তব কুলে ভবিষ্যতি মহদ্‌যশঃ।
হিতঞ্চ সর্ব্বভূতানাং দেহি তাং মা চিরং কৃথাঃ॥ ১০২
ততো ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা হ্যতিপ্রমুদিতো মুনিঃ।
এবমস্ত্বিতি চোবাচ নত্বা তান্ সুরপুঙ্গবান্॥ ১০৩
এষাং তু বচনাৎ পুত্রীমাদায়ারুন্ধতীং মুনিঃ।
ধ্যানস্থস্য বসিষ্ঠস্য দেবৈঃ সহ জগাম হ॥ ১০৪

নারদও, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কথাক্রমে, মহাকার্য্য সিদ্ধির জন্য মেধাতিথিকে আনিতে সত্বর গমন করিলেন। ৯৫

সেই দেব-ত্রয়ের কথানুসারে নারদ, মেধাতিথির সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মানস পর্ব্বতে গমন করিলেন। ৯৬

এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ, ঋষি-তপস্বি-গণ, আর সাধ্য, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সমস্ত দেবপত্নী, দেবগণের অনুচরবৃন্দ এবং অন্যান্য প্রাণিগণ সকলে মানস পর্ব্বত প্রস্থে গমন করিলেন। ৯৭-৯৮

এইরূপে তথায় দেবগণের সভা হইলে কমলাসন ব্রহ্মা, মেধাতিথিকে আদেশ করত এই কথা বলিলেন—মেধাতিথি! এই দেবসভামধ্যে ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধি-অনুসারে তোমার ব্রতচারিণী কন্যা অরুন্ধতীকে বসিষ্ঠ-হস্তে সম্প্রদান কর। ৯৯-১০০

বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর দাম্পত্য-বন্ধন, আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি; আর এই সুসঙ্গত কার্য্য নারায়ণেরও অনুমোদিত। ১০১

এইরূপ করিলে তোমার বংশের বড়ই যশ হইবে এবং নিখিল জগতের হিতসাধন হইবে; অতএব সম্প্রদান কর, আর বিলম্ব করিও না। ১০২

অনন্তর মেধাতিথি ঋষি, ব্রহ্মার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দসহকারে সেই সুরশ্রেষ্ঠদিগকে প্রণামপূর্ব্বক "যে আজ্ঞা" বলিলেন। ১০৩

মেধাতিথি তাঁহাদিগের বচনানুসারে কন্যা অরুন্ধতীকে লইয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে ধ্যানস্থ বসিষ্ঠের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ১০৪

গত্বা বসিষ্ঠনিকটং দেবৈঃ পরিবৃতো মুনিঃ।
ব্রাহ্মশ্রিয়া দীপ্যমানং জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥ ১০৫
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু গৃতবুদ্ধিং পৃথক্ পৃথক্।
দদর্শ মুনিমাসীনং মানসাচলকন্দরে ॥ ১০৬
বসিষ্ঠমোজস্বিবরং বালসূর্য্যমিবোদিতম্ ॥ ১০৭
অথ পুত্রীমগ্রগতাং কৃত্বা মেধাতিথির্মুনিঃ।
বসিষ্ঠং নিয়তাত্মানমুবাচারুন্ধতীপিতা ॥

ঋষিরুবাচ—

ভগবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্র পুত্রীং মে চরিতব্রতাম্।
দত্তাং প্রতিগৃহাণেমাং[১] ময়া ব্রাহ্মেণ ধর্ম্মতঃ ॥ ১০৮
যত্র যত্রাশ্রমে ব্রহ্মন্ স্বেচ্ছয়া নিবসিষ্যসি।
তত্রৈবৈষা ভবিত্রী চ চ্ছায়েবানুগতা তব। ১০৯
তত্র তত্রৈব মে পুত্রী সমানব্রতধারিণী।
পতিব্রতা বরারোহা শুশ্রূষাস্তে করিষ্যতি ॥ ১১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বসিষ্ঠস্তু মুনের্মেধাতিথের্বচঃ।
দৃষ্ট্বা সমাগতান্ দেবান্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিকান্ ॥ ১১১
অবশ্যমেতদ্ভাবীতি নিশ্চিত্য দিব্যচক্ষুষা।
ব্রহ্মণঃ সম্মতে পুত্রীং তদা মেধাতিথের্মুনেঃ ॥ ১১২
বসিষ্ঠঃ প্রতিজগ্রাহ বাঢ়মিত্যুক্তবাংশ্চ হ। ১১৩
গৃহীতপাণিঃ সা দেবী বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
পত্যুঃ পাদযুগে চক্ষুর্যুগং কুর্ব্বতী সতী ॥ ১১৪

দেবগণপরিবৃত মেধাতিথি মুনি, সমীপে গিয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের প্রতি পৃথক পৃথক্ ভাবে অনুরক্ত জ্বলন্ত অনল-সন্নিভ, ব্রাহ্মণ্য-শোভা-সমুজ্জ্বল নবোদিত দিবাকরের ন্যায় সাতিশয় তেজস্বী মহর্ষি বসিষ্ঠকে মানস পর্ব্বতের কন্দরে আসীন দেখিলেন। ১০৫-১০৭

অনন্তর, অরুন্ধতী-পিতা মুনিবর মেধাতিথি, তনয়া অরুন্ধতীকে অগ্রে করিয়া সংযতচিত্ত বসিষ্ঠকে বলিলেন—হে ভগবন্ ব্রহ্মনন্দন! আমি ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধি অনুসারে আপনাকে এই ব্রতচারিণী স্বীয় কন্যাকে দান করিলাম, গ্রহণ করুন। ১০৮

ব্রহ্মন্! আপনি আপন ইচ্ছাক্রমে যে যে আশ্রমে বাস করিবেন, এই পতি-ব্রতা সুন্দরী কন্যা তথায় তথায় আপনার প্রতি ভক্তিমতী ছায়ার ন্যায় অনুগত ও সমান ব্রত-চারিণী হইয়া আপনার শুশ্রূষা করিবে। ১০৯-১১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বসিষ্ঠ, মেধাতিথি মুনির এই কথা শুনিয়া এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া "এই কার্য্য অবশ্যভাবী" দিব্য-জ্ঞানবলে ইহা নিশ্চয় করিলেন। ১১১-১২

অনন্তর ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে সেই মেধাতিথি-নন্দিনীকে গ্রহণ করিয়া "বাঢ়ং" অর্থাৎ 'আজ্ঞা গ্রহণ করিলাম' বলিলেন। ১১৩

১। প্রতিগৃহ্ণেমাং—ইতি পাঠান্তরম্।

ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চান্যে তথামরাঃ ।
বিবাহবিধিনা তৌ তু মোদয়াঞ্চক্রুরুৎসবৈঃ ॥ ১১৫
সাবিত্রীপ্রমুখা দেব্যো দেবাশ্চেন্দ্রাদয়স্তথা ।
দক্ষাদ্যাঃ কশ্যপাদ্যাশ্চ মুনয়োঽতিতপোধনাঃ ॥ ১১৬
উন্মুচ্য ব্রহ্মবচনাদ্বল্কলাজিনং জটাঃ ।
মন্দাকিনীজলেনাশু স্নাপয়িত্বা সুতং বিধেঃ ॥ ১১৭
কাঞ্চনৈস্তথা দিব্যৈর্ভূষণৈশ্চ মনোহরৈঃ ।
বসিষ্ঠং ভূষয়াঞ্চক্রুস্তথৈবারুন্ধতীং সতীম্ ॥ ১১৮
ভূষয়িত্বাথ তৌ তত্র সমাপ্য মুনিভির্বিধিম্ ।
বিবাহাবভৃথঞ্চক্রুস্তয়োর্বিধি-হরীশ্বরাঃ ॥ ১১৯
নিধায় সর্ব্বতীর্থানাং তোয়ং কাঞ্চনে ঘটে ।
আশীর্ব্বাদকরৈর্মন্ত্রৈর্গায়ত্র্যা দ্রুপদাদিভিঃ ॥ ১২০
স্বয়ং তৌ স্নাপয়াঞ্চক্রুর্ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
ততো মহর্ষয়শ্চান্যে তথা দেবর্ষয়শ্চ যে ॥ ১২১
তে সর্ব্বে ঋগ্‌যজুঃসামবেদজাতৈর্মহাস্বনৈঃ ।
গঙ্গাদিসরিতাং তোয়ৈশ্চক্রুঃ শান্তিং তয়োর্মুহুঃ ॥ ১২২
ভুবনত্রয়সঞ্চারি বিমানং সূর্য্যবর্চ্চসম্ ।
অব্যাহতগতিং ব্রহ্মা সতোদক কমণ্ডলুম্ ॥ ১২৩
তাভ্যাং দারুং দদৌ বিষ্ণুর্দুষ্প্রাপং স্থানমুত্তমম্ ।
ঊর্দ্ধং সর্ব্বদেবানাং মরীচ্যাদেঃ সমীপতঃ ॥ ১২৪

মহাত্মা বসিষ্ঠ পাণিগ্রহণ করিলেই সতী অরুন্ধতী, পতি-বসিষ্ঠের চরণযুগলে দৃষ্টি স্থাপন করিলেন । ১১৪

অনন্তর, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবগণ, বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীকে বিবাহবিধি অনুসারে বিবিধ উৎসবে আমোদিত করিতে লাগিলেন । ১১৫

সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং দক্ষ কশ্যপ প্রভৃতি অতি তপস্বী মুনিগণ, ব্রহ্মার কথানুসারে তদীয় পুত্র বসিষ্ঠকে জটা-বল্কল পরিধান, চর্ম্ম সমস্ত উন্মোচনপূর্ব্বক মন্দাকিনী জলে স্নান করাইয়া সেই বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতী-সতীকে সুবর্ণময় নানাবিধ মনোহর দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন । ১১৬-১৮

মুনিগণ, তাঁহাদিগের উভয়কে ভূষিত করিয়া সাজসজ্জাদি সমাধা করিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর বিবাহাবভৃথ (বিবাহান্তে স্নান) করাইলেন । ১১৯

সর্ব্বতীর্থ জল সুবর্ণকলসে স্থাপন করিয়া গায়ত্রী 'দ্রুপদা' প্রভৃতি আশীর্ব্বাদকর মন্ত্র পাঠ করত স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তাঁহাদিগের উভয়কে স্নান করান । ১২০-২১

অনন্তর, মহর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ—সকলে, উত্তম স্বরে উচ্চারিত ঋগ্-যজুঃ-সাম-বেদীয় মন্ত্রাবলী পাঠ করত গঙ্গা প্রভৃতি নদীজল দ্বারা বারংবার তাঁহাদিগের শান্তি বিধান করিলেন । ১২২

ব্রহ্মা, অব্যাহত-গতি ত্রিভুবনসঞ্চারী সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী একখানি বিমান ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু তাঁহাদিগের যৌতুক দিলেন । ১২৩

সপ্তকল্পান্তজীবিত্বং রুদ্রঃ প্রাদাত্তয়োর্বরম্ ॥ ১২৫
অদিতিঃ কুণ্ডলযুগং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং স্বকম্।
দদৌ স্বকর্ণাদাকৃষ্য পুত্র্যৈ মেধাতিথেস্তদা ॥ ১২৬
পতিব্রতাত্বং সাবিত্রী বহুলা বহুপুত্রতাম্।
দেবেন্দ্রো বহুরত্নানি ধনেশেন সমং দদৌ ॥ ১২৭
এবং দেবাশ্চ মুনয়ো দেব্যশ্চান্যে চ যে স্থিতাঃ।
দদুস্তত্র যথাযোগ্যং দায়ং তাভ্যাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২৮
এবং বিবাহ্য বিধিবৎ সৌবর্ণে মানসাচলে।
অরুন্ধত্যা[১] বসিষ্ঠস্তু মোদয়াঞ্চ তয়া সহ ॥ ১২৯
তত্র যৎ পতিতং তোয়ং মানসাচলকন্দরে।
বিবাহাবভৃথার্থায় শান্ত্যর্থে চ সুরাহৃতম্ ॥ ১৩০
ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবপাণিভিঃ সমুদীরিতম্।
ততোঽয়ং সপ্তধা ভূত্বা পতিতং মানসাচলাৎ ॥ ১৩১
হিমাদ্রেঃ কন্দরে সানৌ সরস্যাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
তত্রৈবং পতিতং শিপ্রে দেবভোগ্যে সরোবরে ॥ ১৩২
তেন শিপ্রা নদী জাতা বিষ্ণুনা প্রেরিতা ক্ষিতৌ।
মহাকৌষীপ্রপাতে তু যদ্বারি পতিতং তু বৈ ॥ ১৩৩
কৌষিকী নাম সা জাতা বিশ্বামিত্রাবতারিতা।
উমাক্ষেত্রে যৎ পতিতং তোয়ং তেন মহানদী ॥ ১৩৪

বিষ্ণু সকল দেবতাগণের উর্দ্ধে মরীচি প্রভৃতির নিকটে উত্তম দুর্লভস্থান তাঁহাদিগকে যৌতুক দিলেন। ১২৪

মহেশ্বর, তাঁহাদিগকে সপ্তকল্পপর্য্যন্ত বাঁচিবার বর দিলেন। ১২৫

অদিতি, ব্রহ্মনির্ম্মিত স্বীয় কুণ্ডলযুগল, কর্ণ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক মেধাতিথি-নন্দিনীকে দিলেন। ১২৬

তাঁহাকে সাবিত্রী পাতিব্রত্য, বহুলা বহু-পুত্রসম্পন্নতা, আর ইন্দ্র ও কুবের বহুতর ধনরত্নাদি দান করিলেন। ১২৭

অন্যান্য দেবদেবী মুনিগণ—যাহারা তথায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রত্যেকে বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীকে এইরূপে যথাযোগ্য যৌতুক প্রদান করিলেন। ১২৮

বসিষ্ঠ, স্বর্ণময় সেই মানস পর্ব্বতে এইরূপে যথাবিধি অরুন্ধতীকে বিবাহ করিয়া তিনি এবং তাঁহার পত্নী উভয়েই আনন্দিত হইলেন। ১২৯

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের করতল বিগলিত বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর বিবাহাবভৃথ-জল ও শান্তিজল প্রথমে সেই মানসপর্ব্বত-কন্দরে পতিত হয়, পরে তাহা আবার সপ্তধা বিভক্ত হইয়া মানসপর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্ব্বতের গুহা সানু ও সরোবরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পতিত হইতে থাকে। ১৩০-৩১

তন্মধ্যে যে জল দেবভোগ্য শিপ্রসরোবরে পতিত হয়, তাহা হইতেই শিপ্রা-নদীর উৎপত্তি; বিষ্ণু শিপ্রানদীকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করেন। ১৩২

যে জল মহাকৌষিক প্রপাতে পতিত হয়, তাহা হইতে কৌষিকীনদীর উৎপত্তি। ১৩৩

১। অরুন্ধতী—ইতি পাঠান্তরম্।

কাবেরী নাম সা জাতা কাবেরসরসঃ স্মৃতা[1] ।
মহাকালে সরঃশ্রেষ্ঠে পতিতং তজ্জলং গিরেঃ ॥ ১৩৫
হিমাদ্রেঃ পার্শ্বভাগে তু দক্ষিণে শম্ভুসন্নিধৌ ।
গোমতী নাম তৈর্জাতা নদী গোমতুন্দীরিতা ॥ ১৩৬
মৈনাকো নাম যঃ পুত্রঃ শৈলরাজস্য তৎসমঃ ।
তস্মিন্ সানৌ সমুৎপন্নো মেনকোদরতঃ পুরা ॥ ১৩৭
যত্তত্র পতিতং তোয়ং তেন জাতা মহানদী ।
দেবিকাখ্যা মহাদেবপ্রেরিতা সাগরং প্রতি ॥ ১৩৮
যত্তোয়ং সক্তং গর্ত্তাং হংসাবতারসন্নিধৌ ।
তেনাভূৎ সরযূর্নাম্না নদী পুণ্যতমা স্মৃতা ॥ ১৩৯
যান্যম্ভাংসি মহাতোয়[2]খাণ্ডবারণ্যসন্নিধৌ ।
হিমবৎকন্দরে মধ্যে ইরায়া হ্রদমধ্যতঃ ॥ ১৪০
ইরাবতী নাম নদী তৈর্জাতা চ সরিদ্বরা ।
এতাঃ সর্ব্বাঃ স্নানপানসেবনৈর্জাহ্নবী যথা ॥ ১৪১
ফলং দদতি মর্ত্ত্যানাং দক্ষিণোদধিগাঃ সদা ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বীজভূতাঃ সনাতনাঃ ॥ ১৪২
মহানদ্যস্তু সপ্তৈতাঃ সর্ব্বদা দেবভোগদাঃ ॥ ১৪৩
এবং নদ্যঃ সপ্ত জাতাঃ সদাপুণ্যতমোদকাঃ ।
অরুন্ধত্যা বসিষ্ঠস্য বিবাহে দেবসন্নিধৌ ॥ ১৪৪

বিশ্বামিত্র এই নদীকে পৃথিবীতে অবতারিত করেন । ১৩৪

যে জল উমাক্ষেত্রে মহাকাল সরোবরে পতিত হয়, তাহাতে কাবেরী নদী মহাকাল সরোবর হইতে নিঃসৃত হয় । ১৩৫

হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে শিব-সমীপে যে জল পতিত হয়, তাহাতে এক নদীর উৎপত্তি হয় । ১৩৬

'গোমত' নামক শৈলখণ্ড হইতে নিঃসৃত হওয়াতে তাহার নাম গোমতী । ১৩৭

পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের মৈনাক নামে আত্মসদৃশ পুত্র মেনকার গর্ভ হইতে যে সানুতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তথায় যে জল পতিত হয়, তাহাতে দেবিকা নামে মহানদীর উৎপত্তি ; মহাদেব ঐ নদীকে সাগরে প্রেরণ করেন । ১৩৮

"হংসাবতার" সমীপবর্ত্তী গুহাতে যে জল পতিত হয়, তাহাতে 'সরযূ' নাম্নী পুণ্যতমা নদীর উৎপত্তি । ১৩৯

যে জল খাণ্ডব-বন-সন্নিধানে হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী গুহাতে "ইরা" হ্রদের মধ্যে নিপতিত হয়, তাহাতে মহানদী ইরাবতীর উৎপত্তি । ১৪০

দক্ষিণসমুদ্রগামিনী এই সমস্ত নদী মর্ত্ত্যবাসীদিগকে স্নান-পান-সেবনে জাহ্নবীর ন্যায় ফলদান করিয়া থাকেন । ১৪১

এই সমস্ত নদী ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের নিদান এবং চিরকাল-স্থায়িনী । ১৪২

এই সপ্ত মহানদী দেবগণের সতত ভোগ্য । ১৪৩

১। মহাকালসরসঃ সৃতা—ইতি পাঠান্তরম্ ।
২। মহাপার্শ্বে……ইতি পাঠান্তরম্ ।

এবং বিবাহ্য স তদা বসিষ্ঠস্তামরুন্ধতীম্ ।
দেবৈর্দত্তং তদা স্থানং বিমানেন জগাম হ ॥ ১৪৫
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং বচনাম্মুনিসত্তমঃ ।
হিতায় সর্ব্বজগতাং ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বদা ॥ ১৪৬
যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে যাদৃক্স্ত্রীণাং ভবতি তাদৃশম্ ।
বেশং ভাবং শরীরঞ্চ কৃত্বা ধর্ম্মে নিয়োজনম্ ।
বিচরত্যেষ লোকাংস্ত্রীনপ্রমত্তঃ প্রসন্নধীঃ ॥ ১৪৭
এবং পুরা বসিষ্ঠেন পরিণীতা অরুন্ধতী ।
সা হিতার্থায় জগতাং দেবানাং বচনাৎ পুরা ॥ ১৪৮
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যমাখ্যানং ধর্ম্মসাধনম্ ।
সর্ব্বকল্যাণসংযুক্তং চিরায়ুর্বিত্তবান্ ভবেৎ ॥ ১৪৯
যা স্ত্রী শৃণোতি সততমরুন্ধত্যাঃ কথামিমাম্ ।
পতিব্রতা সা ভূত্বেহ পরত্র স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫০
ইদং পরং স্বস্ত্যয়নমিদং ধর্ম্মপ্রদং পরম্ ।
আখ্যানং সর্ব্বদা কীর্ত্তিযশঃপুণ্যবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৫১
বিবাহে পুংসি যাত্রায়াং যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়েত্তথা ।
দৈর্ঘ্যং পুংসবনং সিদ্ধিঃ পিতৃপ্রীতিশ্চ জায়তে ॥ ১৫২
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।
অরুন্ধতী যথাভূতা ভার্য্যা যাপি পতিব্রতা ॥ ১৫৩

সুরগণ সমীপে বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর বিবাহ কালে সদা পবিত্রতম-সলিলা সপ্ত-নদীর এইরূপে উৎপত্তি হইল। ১৪৪

তখন বসিষ্ঠ, অরুন্ধতীকে এইরূপে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত বিমান-যোগে দেবদত্ত স্থানে গমন করিলেন। ১৪৫

মুনিবর বসিষ্ঠ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বচনানুসারে নিখিল ত্রিভুবনের লোকের হিতার্থে ঘুরিতে লাগিলেন। ১৪৬

যুগ-গুণানুরূপ শরীর বেশ ভাবাদি করিয়া সকলকে ধর্ম্মকার্য্যে তৎপর করত অপ্রমত্তভাবে প্রসন্নচিত্তে ত্রিলোক বিচরণ করেন। ১৪৭

বসিষ্ঠ, পূর্ব্বকালে এইরূপে দেবগণের কথায় ভুবনহিতের জন্য অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন। ১৪৮

যে ব্যক্তি, এই ধর্ম্মসাধক উপাখ্যান নিত্য শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্বমঙ্গলযুক্ত চিরজীবী এবং ধনবান হইবে। ১৪৯

যে রমণী সর্ব্বদা এই অরুন্ধতী-উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, সে ইহলোকে পতিব্রতা হইয়া পরলোকে স্বর্গ লাভ করিবে। ১৫০

সর্ব্বদা যশ, কীর্ত্তি এবং পুণ্যবর্দ্ধন-কারী এই আখ্যানই পরম স্বস্ত্যয়ন ও পরম ধর্ম্ম। ১৫১

ইহা বিবাহে শ্রবণ করাইলে স্ত্রীপুরুষের দীর্ঘজীবন, পুংসবনে শ্রবণ করাইলে পুত্রজন্ম, যাত্রাকালে শ্রবণ করাইলে কার্য্যসিদ্ধি আর শ্রাদ্ধে শ্রবণ করাইলে পিতৃলোকের প্রীতি হইয়া থাকে। ১৫২

যেরূপে অরুন্ধতী অতি পতিব্রতা ও মহাত্মা বসিষ্ঠের ভার্য্যা হইলেন, তোমাদিগকে তৎসমস্তই এই বলিলাম। ১৫৩

যস্য বা তনয়া জাতা যথোৎপন্না চ যত্র চ।
যথা ব্রহ্মহরীশানাং বচনাৎ স বৃতঃ পতিঃ॥ ১৫৪
এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরম্।
পুণ্যদং পাপহরণমায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্॥ ১৫৫
ইতি বিপুলবৃষোঘক্ষেমকারীতিহাসং
সদসি সকৃদপীহ শ্রাবয়েদ্‌যো দ্বিজানাম্।
স ভবতি কলুষৌঘৈর্হীনদেহঃ সমেতো
মুনিবরসহচর্য্যাং প্রেত্য গীর্ব্বাণ এব॥ ১৫৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো মহৎবতঃ প্রস্থে গিরেঃ শিপ্রসরস্তটে।
উপবিষ্টো মহাদেবস্তৎসরোঽপশ্যদন্তিকে॥ ১
পুনঃপুনঃ প্রেষ্যমাণো ব্রহ্মণা হরিণা চ সঃ।
ধ্যানং কর্ত্তুং তত্র মনঃ স্থিরং কৃত্বা দৃঢ়াত্মবান্॥ ২
আত্মানমাত্মনা দ্রষ্টুমাত্মন্যেব বিশেষতঃ।
পরমং যত্নমকরোদ্ধ্যানেন স্মরশাসনঃ॥ ৩

অরুন্ধতী যাঁহার কন্যা, যেরূপে যথায় উৎপন্ন হন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বচনে যেরূপে তিনি বসিষ্ঠকে পতিভাবে বরণ করেন, পুণ্যজনক পাপনাশক আয়ুর্বর্দ্ধন আরোগ্যকর গুহ্যাতিগুহ্যতম সেই-সমস্ত কথাই আমি তোমাদিগকে বলিলাম। ১৫৪-৫৫

যে ব্যক্তি বিপ্র-সভামধ্যে অন্ততঃ একবারও এই পুণ্যপুঞ্জসাধন ও মঙ্গলকর ইতিহাস শ্রবণ করাইবে, সে পাপ-জাল বিমুক্ত হইয়া দেহান্তে পরলোকে মুনি-গণের সাহায্য লাভপূর্ব্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৫৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

শিবের অন্তর হইতে মায়ার অপসারণ ও শিবের তপস্যা।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, হিমালয় পর্ব্বতপ্রস্থে শিপ্র-সরোবরতীরে আসীন মহেশ্বর, নিকটবর্ত্তী সেই সরোবর অবলোকন করিতে লাগিলেন। ১

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু, ধ্যান করিতে বারংবার অনুরোধ করায় তিনি ধ্যান করিতে মনস্থ করিলেন। ২

সেই স্মরহর আত্ম-সাহায্যে আত্মাতেই আত্ম-দর্শন করিবার জন্য দৃঢ়চিত্তে ধ্যান করিতে পরম যত্নশীল হইলেন। ৩

ধ্যানে প্রবিষ্টচিত্তন্তু তং দৃষ্ট্বা দ্রুহিণাদয়ঃ ।
হরে প্রবিষ্টাং মায়াখ্যাং তুষ্টুবুর্যতমানসাঃ ॥ ৪
মায়য়া মোহিতো ভর্গঃ সতীশোকাকুলো ভৃশম্ ॥ ৫
বিলপত্যেব তাং তস্মিন্ মোহহেতুং জগৎপ্রসূম্ ॥ ৬
ত্যক্তা শম্ভুশরীরাত্তু নিঃসার্য্যৈনাং নিরাকুলাম্ ।
শম্ভুচিত্তং করিষ্যামো ধ্যানাসক্তং নিরঞ্জনম্ ॥ ৭
যাবৎ সতী পুনর্দেহং গৃহীত্বা হরজায়িনী ॥ ৮
ভবিত্রী তাবদেবৈষ বিশোকো ধ্যাতু নিষ্কলম্ ॥ ৯
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ ।
যোগনিদ্রাং মহামায়াং স্তোতুমেবং সমারভন্ ॥ ১০

দেবা উচুঃ—

শ্রীশক্তিং পাবনীং তাঞ্চ পুষ্টিং পরমনিষ্কলাম্ ।
বয়ং স্তুমো মহাভক্ত্যা মহদব্যক্তরূপিণীম্ ॥ ১১
শিবাং শিবকরীং শুদ্ধাং স্থূলাং সূক্ষ্মাং পরাপরাম্ ।
অন্তর্বিদ্যাঽবিদ্যাখ্যাং প্রীতিমেকাগ্রযোগিণীম্ ॥ ১২
ত্বং মেধা ত্বং ধৃতিস্ত্বং হ্রীস্ত্বমেকা সর্ব্বগোচরা ।
ত্বং দীধিতিঃ সূর্য্যগতা স্বপ্রপঞ্চপ্রকাশিনী ॥ ১৩
যা তু ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং জগদ্বীজেষু যা জগৎ ।
আপ্যায়য়তি ব্রহ্মাদীংস্তম্বান্তান্ যা ত্বমাপগা ॥ ১৪
য একঃ সর্ব্বজগতাং প্রাণভূতঃ সদাগতিঃ ।
দেবানাঞ্চ য আধারঃ স নভস্বাংস্তবাংশকঃ ॥ ১৫

মহাদেবের চিত্ত ধ্যানপ্রবণ হইয়াছে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ভাবিলেন,—শিব, মায়া-মোহিত হওয়াতেই সতীশোকে আকুল হইয়া সাতিশয় বিলাপ করিতেছেন ; জগজ্জননী মায়াই ইঁহার মোহকারণ। অতএব এই মায়াকে নিঃসারিত করিয়া শিবের চিত্তকে ধ্যানে আসক্ত নিরাকুল ও নিরঞ্জন করিব। অতএব সংযত চিত্তে বিষ্ণুশক্তি মায়াকে স্তব করা যাক। সতী পুনরায় জন্ম-গ্রহণ করিয়া যতদিন না শিবের অঙ্কশায়িনী হন, ততদিন ইনি শোকহীনচিত্তে নিষ্কল পরব্রহ্ম ধ্যান করুন। ৪-৯

মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহামায়া যোগনিদ্রাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০

পরমনিষ্কলা মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিরূপা স্থূল-সূক্ষ্ম-কার্য্য-কারণ-জ্ঞান-অজ্ঞান-স্বরূপিণী ঐকান্তিক-প্রীতি ও পুষ্টিস্বরূপা পবিত্রা পাবনী ক্ষেমঙ্করী শ্রীশক্তি শিবাকে আমরা মহা ভক্তিসহকারে স্তব করি। ১১-১২

তুমি মেধা, তুমি ধৈর্য্য, তুমি লজ্জা, তুমি একা হইয়াও সর্ব্বব্যাপিনী ; তুমি আত্মপ্রপঞ্চ জগতের প্রকাশকারিণী দিবাকরদীধিতি। ১৩

যাহা ব্রহ্মাণ্ডের আধার ; যাহা জগতের কারণ এবং জগৎ ; যাহা ব্রহ্মাদিকে আপ্যায়িত করে; তুমি সেই জল এবং তুমিই নদী। ১৪

একমাত্র যে সদাগতি, সর্ব্বজগতের প্রাণ ও দেবগণের আধার, সেই বায়ু তোমারই অংশ। ১৫

একং বিসারি যত্তেজঃ সর্ব্বত্রৈব সমিধ্যতে।
তত্তে রূপং জগদ্বীজং বহুধা যচ্চ দৃশ্যতে॥ ১৬
যা ব্রহ্মলোকপাতালমাস্তরালগতা সদা।
সা ত্বং বিয়ন্মধ্যবহির্ব্রহ্মাণ্ডস্য চ সর্ব্বতঃ॥ ১৭
অচলাচলচক্রেণ যন্ত্রিতা যা প্রপঞ্চসূঃ।
জগদ্ধাত্রী লোকমাতা সা চ ত্বং মাধবী ক্ষিতিঃ॥ ১৮
ত্বং বুদ্ধিস্ত্বং তদ্বিষয়া ত্বং মাতা ছন্দসাং গতিঃ।
গায়ত্রী ত্বং বেদমাতা ত্বং সাবিত্রী সরস্বতী॥ ১৯
ত্বং বার্ত্তা সর্ব্বজগতাং ত্বং ত্রয়ী কামরূপিণী॥ ২০
ত্বং হি নিদ্রাস্বরূপেণ প্রাণিনো নির্জ্জরাদয়ঃ।
যে স্বর্গাদ্যোকসঃ সর্ব্বান্ সুখয়ন্তী[১] প্রমোহসি॥ ২১
ত্বং লক্ষ্মীঃ পুণ্যকর্ত্তৄণাং পাপিনাং ত্বং হি যাতনা।
তথা নীতিভৃতাং শ্রীস্ত্বং সুখদানৈশিকী ধৃতিঃ॥ ২২
ত্বং শান্তিঃ সর্ব্বজগতাং ত্বং কান্তিশ্চন্দ্রগোচরা।
ত্বং ধাত্রী সর্ব্বভূতানাং লক্ষ্মীস্ত্বং বিষ্ণুমোহিনী॥ ২৩
ত্বং তত্ত্বরূপা ভূতানাং পঞ্চানামপি সারকৃৎ।
ত্বং ত্রিলোকী মহামায়া ত্বং নীতির্মোহকারিণী॥ ২৪
সংসারচক্রেধারোপ্য সর্ব্বভূতং মহেশ্বরঃ।
ভ্রাময়ত্যপি চ যথা সা ত্বং মায়া মহেশ্বরি॥ ২৫

যে এক জ্যোতি সর্ব্বত্রসমিদ্ধ সর্ব্বব্যাপক ও জগৎকারণ আর বহুধা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে, সেই জ্যোতি তোমারই রূপ। ১৬

যে বস্তু—ব্রহ্মলোক পাতাল ও উহার মধ্যবর্ত্তী সমুদায় লোক ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, তুমিই সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য বাহ্য ও সর্ব্বত্র অবস্থিত আকাশ। ১৭

প্রপঞ্চ-প্রসবিনী তুমিই কুলাচল-কুল-নিয়ন্ত্রিতা লোকমাতা জগদ্ধাত্রী—অচলা মাধবী ধরণী। ১৮

তুমি বুদ্ধি, তুমি বুদ্ধির বিষয় পদার্থসমূহ; তুমি মা! ছন্দোগতি; তুমি বেদমাতা গায়ত্রী সাবিত্রী সরস্বতী। ১৯

তুমি নিখিল জগতের বার্ত্তা, তুমি কামরূপিণী ত্রয়ী (ঋগ্ যজুঃ সাম)। ২০

তুমি নিদ্রারূপে, স্বর্গাদিনিবাসী অমরাদি প্রাণিগণকে সুখী করত মুগ্ধ কর। ২১

তুমি ধর্ম্মিষ্ঠদিগের সুখ; পাপিষ্ঠদিগের দুঃখ; তুমি নীতিজ্ঞদিগের সুখদায়িনী লক্ষ্মী, তুমি অন্তকালস্থায়িনী ও ধৈর্য্যস্বরূপা। ২২

তুমি সর্ব্বজগতের শান্তি, তুমি শশধরের কান্তি, তুমি সর্ব্বভূতের জননী, তুমিই নারায়ণ-বিমোহিনী লক্ষ্মী। ২৩

তুমি পঞ্চভূতের সারকর্ত্রী তত্ত্বরূপিণী, তুমিই ত্রৈলোক্যরূপা মহামায়া, তুমি জনগণ-বিমোহিনী তন্দ্রা। ২৪

পরমেশ্বর যাঁহার সাহায্যে সর্ব্বভূতকে সংসারচক্রে আরোহণ করাইয়া ভ্রমণ করাইতেছেন, হে মহেশ্বরি! তুমি সেই মায়া। ২৫

১। সুখয়ন্তী—ইতি পাঠান্তরম্।

জয়ন্তী জয়যুক্তানাং হ্রীর্বিদ্যা নীতিরুত্তমা ।
গীতিস্ত্বং সামবেদস্য গ্রন্থিস্ত্বং যজুষাং হুতিঃ ॥ ২৬
সমস্তগীর্বাণগণস্য শক্তি-স্তমোময়ী সত্ত্বগুণৈকদৃশ্যা ।
রজঃপ্রপঞ্চানুভবৈককারিণী, যা নঃ স্তুতা ভব্যকরীহ সাস্তু ॥ ২৭

সংসারসাগরকরালতরঙ্গদুঃখ-
নিস্তারকারিতরণিশ্চিতিরীতিহীনা ।
যাষ্টাঙ্গরূপপরপাবনকেলিপাত[1]-
বিক্ষেপকারিণি শিরো প্রণমাম তাং বৈ ॥ ২৮
নাসাক্ষিবক্ত্রভুজবক্ষসি মানসে চ
ধৃত্বা সুখানি বিদধাতি সদৈব জন্তোঃ ।
নিদ্রেতি যাতিসুভগা জগতীতলানাং
সা নঃ প্রসীদতু ধৃতিস্মৃতিবুদ্ধিরূপা ॥ ২৯

সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপা যা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তশক্তির্যা সা মায়া নঃ প্রসীদতু ॥ ৩০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যোগনিদ্রা মহামায়া সংস্তুতৈবং তদা সুরৈঃ ।
হরস্য হৃদয়াৎ ক্ষিপ্রং নিঃসসার তপাত্মজা ॥ ৩১
বিনিঃসৃতায়াং তস্যাং তু বিবেশ মধুসূদনঃ ।
শম্ভোরন্তঃ স্বয়ং তস্য শান্ত্যর্থং বিশ্বরূপধৃক্ ॥ ৩২

তুমি জয়যুক্তদিগের জয়শক্তি, তুমি লজ্জা ও উত্তম নীতি, তুমি সামবেদের গীতি, তুমিই যজুর্ব্বেদের নিগদময় মন্ত্র । ২৬

সমস্ত দেবগণের শক্তিরূপিণী জ্যোতির্ময়ী যে দেবীকে একমাত্র সত্ত্বগুণের সাহায্যে সাক্ষাৎ করা যায় ও যিনি রজোগুণপ্রপঞ্চ সাহায্যে জগতের উপাদান-কারণ হইতেছেন, আমরা তাঁহাকে স্তব করিতেছি, তিনি আমাদিগের মঙ্গল-দায়িনী হউন । ২৭

হে শিবে ! তুমি চৈতন্যশক্তিহীনা প্রকৃতি, তুমি সংসারসমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ-স্বরূপ দুঃখজাল হইতে নিস্তারকারিণী, যোগের অষ্টাঙ্গরূপ পারসাধন কেলিপাত (দাঁড়) বিক্ষেপে বেগবতী তরণী ; তোমাকে আমরা প্রণাম করি । ২৮

যিনি নিদ্রারূপে ত্রিলোকবাসীদিগের নাসিকা, মুখ, চক্ষু, বাহু, বক্ষঃস্থল এবং মন অবলম্বন করিয়া নিরন্তর সুখ সম্পাদন করেন, সেই ধৃতি-স্মৃতি-বুদ্ধি-রূপিণী দেবী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন । ২৯

যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপিণী, এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-শক্তি, সেই মায়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন মহামায়া যোগনিদ্রা, দেবগণকর্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া মহাদেবের হৃদয় হইতে সত্বর সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত হইলেন । ৩১

মায়া নিঃসৃত হইলে, বিশ্বরূপী স্বয়ং মধুসূদন শান্তিসম্পাদনার্থ শিবের অন্তরে প্রবেশ করিলেন । ৩২

---

১ । …কেলিপাত-বিক্ষেপ-বেগিনী ইতি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রবিশ্য হৃদয়ং তস্য কল্পে কল্পে যথাভবৎ।
সৃষ্টিঃ স্থিতিস্তথৈবান্তস্তথাদর্শয়দচ্যুতঃ॥ ৩৩
যথা সতী তস্য জায়া ভূতা সা যা চ যৎসুতা।
তৎ সর্ব্বং দর্শয়ামাস মুক্তদেহা চ সা যথা॥ ৩৪
বহির্ব্যক্তং তু নিঃসারং প্রপঞ্চং রাজসং বহু।
দর্শয়িত্বা পরং জ্যোতির্গতচিত্তং তদাকরোৎ॥ ৩৫
ততো হরোঽপি তান্ সর্ব্বান্ প্রপঞ্চান্ বীক্ষ্য চাসকৃৎ।
নিঃসারাংশ্চ তদা মত্বা সারে চিত্তং ন্যবেশয়ৎ॥ ৩৬
ব্রহ্মাদীনাং তদা মায়া দেবানাং তৈঃ পরিষ্কৃতা।
প্রতিজ্ঞাতা চ কর্ত্তব্যং তত্রৈবান্তর্দধে দ্রুতম্॥ ৩৭
ভগবানপি বৈকুণ্ঠঃ শম্ভোশ্চিত্তং পদে পদে।
সংযম্য নিঃসৃতঃ কায়াচ্চন্দ্রো রবিমণ্ডলাৎ॥ ৩৮
কৃতকৃত্যাস্তদা দেবা ব্রহ্মনারায়ণাদয়ঃ।
স্বং স্বং স্থানং যযুঃ প্রীতিযুতাস্ত্যক্ত্বা হরং গিরৌ॥ ৩৯
ধ্যানাসক্তং মহাদেবং প্রণম্যেন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ।
বিজ্ঞাপ্য মৌনিনং দেবং জগ্মুঃ স্থানং স্বকং স্বকম্॥ ৪০
যাতেষু তেষু দেবেষু কপর্দ্দী বৃষবাহনঃ।
সহস্রং দিব্যমানেন দধ্যৌ জ্যোতিঃ পরং সমাঃ॥ ৪১

ঋষয় ঊচুঃ—

কথং মধুরিপুঃ শম্ভোঃ প্রবিশ্য হৃদয়েঽঞ্জসা।
কল্পে কল্পে স্থিতিং সৃষ্টিং সংযমঞ্চাপ্যদর্শয়ৎ॥ ৪২

যেরূপে প্রতিকল্পে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়, অচ্যুত তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা দেখাইতে লাগিলেন। ৩৩

তিনি যেরূপে সতী শিবের ভার্য্যা হন, সতী যে বস্তু, যাঁহার কন্যা এবং যেরূপে দেহত্যাগ করেন তৎসমস্ত দেখাইলেন। ৩৪

তিনি, বহির্ব্যক্ত, অন্তঃসার-শূন্য এই রাজসপ্রপঞ্চ মুহূর্মুহুঃ দেখাইয়া শিবের মনকে পরম তেজে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। ৩৫

তখন মহাদেবও সেই সমস্ত প্রপঞ্চ বারংবার দর্শন করিয়া নিঃসারবোধে সার বস্তুতে মনোনিবেশ করিলেন। ৩৬

তখন দেববৃন্দবন্দিতা মায়া ব্রহ্মাদিসমীপে কর্ত্তব্য-পালনে অঙ্গীকার করিয়া সত্বর অন্তর্হিতা হইলেন। ৩৭

ভগবান্ নারায়ণ, শিবের মন পরম পদে নিবেশিত করিয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে চন্দ্রের ন্যায় তদীয় অভ্যন্তর হইতে নিঃসৃত হইলেন। ৩৮

তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকলে, কৃতকার্য্য হইয়া মহাদেবকে সেই পর্ব্বতে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতি-যুক্ত-চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৩৯

ইন্দ্রাদি দেবগণ, ধ্যানাসক্ত ব্রহ্মরূপী চন্দ্রশেখর মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৪০

সেই দেবগণ, গমন করিলে বৃষবাহন মহেশ্বর, দিব্যমানে সহস্র বৎসর পরম জ্যোতি ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৪১

যথা জগৎপ্রপঞ্চায় রাজসা জগতীং গতাঃ ।
নিঃসারতা কথং তেষাং দর্শিতা কৈটভারিণা ॥ ৪৩
কিন্তু সারতরং শুদ্ধং পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
দর্শিতং তেন তৎ সর্ব্বমাচক্ষ্ব দ্বিজসত্তম ॥ ৪৪
শ্রোতুমিচ্ছাম ইতি তে মুনীন্দ্রাদ্ভুতমুত্তমম্ ।
বিস্তরাদিদমাখ্যাহি ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়সং পরম্ ॥ ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

আদিসর্গমহং বক্ষ্যে বারাহং দ্বিজসত্তমাঃ ।
কল্পে কল্পে যথা সৃষ্টির্বারাহে যাদৃশী ভবেৎ ॥ ৪৬
আদিসৃষ্টিং দর্শয়িত্বা প্রতিসর্গং তথা হরিঃ ।
শম্ভবে দর্শয়ামাস প্রলয়াদীন্ নিবোধত ॥ ৪৭
প্রলয়ং প্রথমং বক্ষ্যে সর্গমাদিং ততঃ পরম্ ।
প্রতিসর্গং ততো বিপ্রা বারাহং বিনিবোধত ॥ ৪৮
নিমেষো নাম কালাংশো নেত্রোন্মেষবিলক্ষিতঃ ।
তৈরষ্টাদশভিঃ কাষ্ঠা কাষ্ঠানাং ত্রিংশতা কলা ॥ ৪৯
কলাভিস্তাবতীভিস্তু ক্ষণাখ্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
ক্ষণৈর্দ্বাদশভিঃ প্রোক্তো মুহূর্ত্তস্তৈস্তু ত্রিংশতা ॥ ৫০
মানুষঃ স্যাদহোরাত্রঃ পক্ষস্তে দশ পঞ্চ চ ।
পক্ষাভ্যাং মানুষো মাসঃ পিতৃণাং তদহর্নিশম্ ॥ ৫১
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষো দেবানাং তদহর্নিশম্ ।
কৃষ্ণপক্ষঃ পিতৃণান্তু কর্ম্মার্হং দিবসো মতঃ ॥ ৫২

ঋষিগণ বলিলেন,—মধুসূদন, শম্ভু-হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপে প্রতিকল্পের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যথার্থরূপে প্রদর্শন করিলেন ? ৪২

আর সেই কৈটভসূদন রাজস জগৎপ্রপঞ্চ এবং তাহার সারশূন্যতা প্রদর্শন করিলেন কিরূপে ? ৪৩

কিরূপেই বা তিনি সেই পরমশুদ্ধ সনাতন পরম জ্যোতি দেখাইলেন ? হে দ্বিজবর ! আমরা তোমার নিকট হইতে এই পরম মঙ্গল-প্রদ অদ্ভুত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৪৪-৪৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে দ্বিজসত্তমগণ ! আমি বরাহ-কল্পীয় সৃষ্টির কথা বলিতেছি। সৃষ্টি বরাহ-কল্পে যেরূপ, অন্যান্য কল্পেও সেইরূপ জানিবে। ৪৬

হরি, শিবকে আদি সৃষ্টি প্রদর্শন করিয়া যেরূপ প্রতিসৃষ্টিতে প্রলয়াদি দেখিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ৪৭

হে বিপ্রগণ ! প্রথমতঃ প্রলয় বর্ণন, তৎপরে বরাহ-কল্পীয় আদি সৃষ্টি ও প্রলয় কীর্ত্তন করিব—শ্রবণ কর। ৪৮

এক এক নয়ন-নিমীলনে এক এক নিমেষ, ইহা কালের অংশ-বিশেষ। অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা। ৪৯

ত্রিংশৎ কলাতে এক ক্ষণ, দ্বাদশ ক্ষণে এক মুহূর্ত্ত,—ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে মনুষ্যের এক অহোরাত্র। ৫০

পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ, দুই পক্ষে, মনুষ্যের এক মাস, পিতৃগণের এক অহোরাত্র। ৫১

স্বপ্নায়ৈবং শুক্লপক্ষস্তু রজনী পরিকীর্ত্তিতা ।
দেবানান্তু দিনং প্রোক্তং ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ॥ ৫৩
রাত্রিঃ স্বপায় দেবানাং ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।
মাস্যাং মাস্যাস্তু মাসাভ্যামর্ককান্ত্যামৃতুঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৪
ঋতুভিস্ত্রিভিরয়নং প্রোক্তং দ্বি'ভিস্তস্মাদ্বৎসরং মতম্ ।
ঋতুভির্বৎসরঃ ষড়্ভিস্তাংশ্চ শৃণু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৫
চৈত্রাদিমাসযুগলৈঃ সংজ্ঞাভেদাদ্দ্বিজোত্তমাঃ ।
বসন্তশ্চৈত্রবৈশাখৌ গ্রীষ্মো জ্যৈষ্ঠঃ শুচিস্তথা ॥ ৫৬
প্রাবৃট্ নভোনভস্যৌ তু শরৎ স্যাদিষ-কার্ত্তিকে ।
সহঃ-পৌষৌ চ হেমন্তঃ শিশিরো মাঘফাল্গুনৌ ॥ ৫৭
ষড়িমে ঋতবঃ প্রোক্তা যজ্ঞাদৌ বিহিতাঃ পৃথক্ ॥ ৫৮
মানুষাং মানেন দশভির্লক্ষৈঃ সপ্তভিরুত্তরৈঃ ।
অষ্টাবিংশতিসাহস্রৈর্মানং কৃতযুগস্য তু ॥ ৫৯
সন্ধ্যা চতুঃশতানীহ বর্ষাণাং যত্তথা শতঃ ।
সন্ধ্যাংশস্তাবতা প্রোক্তস্তদন্তর্গত ঈরিতঃ ॥ ৬০
ত্রেতা দ্বাদশভির্লক্ষৈ র্মানুষৈ র্বৎসরৈ র্ভবেৎ ।
ষণ্ণবত্যা সহস্রৈশ্চ সন্ধ্যা চাস্য শতত্রয়ম্ ॥ ৬১
শতত্রয়ঞ্চ সন্ধ্যাংশস্তদন্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
চতুঃষষ্টিসহস্রাণি লক্ষাণাষ্টৌ প্রমাণতঃ ॥ ৬২
ভবেদ্যুগং দ্বাপরাখ্যং তেষু সন্ধ্যা শতদ্বয়ম্ ।
শতদ্বয়ং তু সন্ধ্যাংশস্তদন্তর্গত ইষ্যতে ॥ ৬৩

দ্বাদশ মাসে মনুষ্যদিগের এক বৎসর—দেবগণের এক অহোরাত্র। কৃষ্ণ-পক্ষ—পিতৃ-দিন, অতএব পিতৃকার্য্য তাহাতেই কর্ত্তব্য। ৫২

আর শুক্লপক্ষ তাঁহাদিগের নিদ্রোপযোগিনী রজনী বলিয়া কীর্ত্তিত। উত্তরায়ণ ছয়মাস—দেবগণের দিন, দক্ষিণায়ন ছয়মাস দেবগণের নিদ্রোপ-যোগিনী রজনী। নিম্নলিখিত সৌর দুই দুই মাসে এক এক ঋতু, তিন ঋতুতে মনুষ্যদিগের অয়ন, ছয় ঋতুতে বৎসর। ৫৩-৫৫

হে দ্বিজগণ! চৈত্র প্রভৃতি দুই দুই মাসে ঋতু; ঋতুগণের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা আছে, তাহা পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণ কর। ৫৬

চৈত্র-বৈশাখ বসন্তঋতু, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় গ্রীষ্মঋতু, শ্রাবণ-ভাদ্র বর্ষাঋতু, আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ-ঋতু, অগ্রহায়ণ-পৌষ হেমন্ত-ঋতু, আর মাঘ-ফাল্গুন শিশিরঋতু; এই ছয় ঋতু কথিত হইল। কোন যজ্ঞাদি কার্য্যের কাল বসন্ত, কোন যজ্ঞাদি কার্য্যের কাল গ্রীষ্ম, এইরূপে সকল ঋতুই যজ্ঞাদি-কার্য্যের বিহিত কাল। ৫৭-৫৮

মনুষ্য-পরিমাণে সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরি-মাণ। ৫৯

তন্মধ্যে চারিশত বৎসর সন্ধ্যা এবং চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ। ইহা লইয়া সত্যযুগের পরিমাণ সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি সহস্র। ৬০

মনুষ্য পরিমাণে বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর—ত্রেতাযুগের পরি-মাণ। তন্মধ্যে তিন শত বৎসর সন্ধ্যা ও তিন শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। ৬১-৬২

দ্বাত্রিংশত্তু সহস্রাণি চতুর্লক্ষাণি বৈ কলেঃ ॥ ৬৪
সংবৎসরৈস্তবেত্ত্বাসাং সন্ধ্যৈকং প্রোচ্যতে শতম্।
বৎসরাণামেকশতং সন্ধ্যাংশশ্চ তদন্তরে ॥ ৬৫
এবং কৃতশ্চ ত্রেতা চ দ্বাপরশ্চ তথা কলিঃ।
মানুষেণ প্রমাণেন ভবেদ্ যুগচতুষ্টয়ম্ ॥ ৬৬
ত্রিচত্বারিংশতা লক্ষৈর্মানস্যাত্তু যুগং ভবেৎ।
সহস্রৈরপি বিংশত্যা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশসংযুতম্ ॥ ৬৭
দৈবং দিনং বৎসরেণ মানুষেণ সরাত্রকম্।
এবং ক্রমং গণিত্বা তু মানুষীয়ৈশ্চতুর্যুগৈঃ।
দৈবং দ্বাদশসাহস্রং বৎসরাণাং প্রকীর্তিতম্ ॥ ৬৮
দৈবৈর্দ্বাদশসাহস্রৈ বৎসরৈর্দৈবিকং যুগম্।
তদ্বৈ চতুর্যুগং নৃণাং সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশসংযুতম্ ॥ ৬৯
দেবানান্তু কৃতং ত্রেতাদ্বাপরাদিব্যবস্থয়া।
ন যুগব্যবহারোঽস্তি ন চ ধর্মাদিভিন্নতা ॥ ৭০
কিন্তু চাতুর্যুগং নারং ভবেদ্দৈবযুগং সদা।
দৈবিকৈরেকসপ্তত্যা যুগৈর্মন্বন্তরং ভবেৎ ॥ ৭১
দৈবে যুগসহস্রে দ্বে ব্রহ্মণঃ স্যাদহর্নিশম্।
চতুর্যুগসহস্রে দ্বে নৃণাং মানেন তদ্ভবেৎ ॥ ৭২
একস্মিন্ ব্রাহ্মদিবসে মনবঃ স্যুশ্চতুর্দশ।
এবং ব্রাহ্মেণ মানেন দিবসৈস্তু ত্রিভিঃ শতৈঃ।
সষষ্টিভির্বৎসরঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মো বর্ষো নৃণাং যথা ॥ ৭৩

মনুষ্য পরিমাণে আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর দ্বাপরযুগের পরিমাণ, তন্মধ্যে তিনশত বৎসর সন্ধ্যা ও তিনশত বৎসর সন্ধ্যাংশ। ৬৩

চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর কলিযুগের পরিমাণ, তন্মধ্যে দেড় শত বৎসর সন্ধ্যা আর এক শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। ৬৪-৬৫

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চারিযুগ, মনুষ্য প্রমাণে এইরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশ-সমন্বিত এই চারিযুগের পরিমাণ ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ বিংশতি সহস্র বৎসর। ৬৬-৬৭

মনুষ্যের এক বৎসরে এক দৈব অহোরাত্র; এইরূপ নিয়মানুসারে গণনা করিলে মনুষ্যদিগের চতুর্যুগে দেবতাদিগের বার হাজার বৎসর। ৬৮

তাহা মনুষ্যদিগের সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশ-সংযুক্ত চারিযুগ। পাপপুণ্যাদি ব্যবস্থানুসারে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এইরূপ যুগভেদ ব্যবহার দেবগণের নাই। ৬৯-৭০

মনুষ্যদিগের চারি যুগে এক দৈব যুগ হয়; একসপ্ততি দৈবযুগে এক মন্বন্তর। ৭১

দৈব দুইসহস্র যুগে এবং মনুষ্যদিগের দুইসহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার অহোরাত্র। ৭২

এক ব্রহ্মদিনে চতুর্দশ মনুর অধিকার। মনুষ্যদিগের স্থায় এইরূপ ব্রাহ্ম-দিব-মানানুসারে তিনশত ষাট্ দিনে ব্রহ্মার এক বৎসর হইয়া থাকে। ৭৩

ব্রাহ্মৈঃ পঞ্চাশতা বর্ষৈঃ পরার্দ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তদীশ্বরস্য দিবসস্তাবতী রাত্রীরীর্য্যতে ॥ ৭৪
শতেন ব্রহ্মণো বর্ষৈা কালঃ স্যাদ্দ্বিপরার্দ্ধকঃ।
পরার্দ্ধদ্বিতীয়েঽতীতে ব্রহ্মণঃ প্রলয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫
প্রলীনে ব্রহ্মণি পরে জগতাং প্রাকৃতো লয়ঃ।
সমস্তজগদাধারমব্যয়ং যৎ পরাৎপরম্ ॥ ৭৬
তস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য দিবারাত্রিক যত্তবেৎ।
তৎ পরং নাম তস্যার্দ্ধং পরার্দ্ধমভিধীয়তে ॥ ৭৭
জগৎস্বরূপী ভগবান্ পরমাত্মাক্ষয়োঽব্যয়ঃ।
স্থূলাৎ স্থূলতমঃ সূক্ষ্মাদ্যস্তু সূক্ষ্মতমো মতঃ ॥ ৭৮
ন তস্যাস্তি দিবারাত্রিব্যবহারো ন বৎসরঃ ॥ ৭৯
কিন্তু পৌরাণিকৈঃ পূর্ব্বৈরস্মাভিরপি তাদৃশৈঃ।
সৃষ্টিপ্রলয়বোধার্থং কল্প্যতে তদহর্নিশম্ ॥ ৮০

স এব রাত্রিঃ স দিবা স বর্ষঃ
স বৈ ক্ষিতিঃ সৃষ্টিকরো হরশ্চ।
স বিশ্বরূপী পুরুষঃ পুরাণ-
স্তস্মিন্ সমস্তঞ্চ বিভাতি তৎ ॥ ৮১

ততো ব্রহ্মণি লীনে তু পরমাত্মনি শাশ্বতে।
জগৎ সর্ব্বং ক্রমেণৈব তদ্রূপতায় গচ্ছতি ॥ ৮২
ব্রহ্মণঃ শতবর্ষান্তে রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
জগদন্তং স্বয়ং কৃত্বা পরমে লীনমেতি বৈ ॥ ৮৩

ব্রহ্মার পঞ্চাশৎ বৎসরে এক পরার্দ্ধ—তাহাই ঈশ্বরের দিন, ঈশ্বরের রাত্রিও ঐ পরিমাণ। ৭৪

ব্রহ্মার একশত বৎসরে দ্বিপরার্দ্ধ কাল, এই দ্বিপরার্দ্ধকাল অতীত হইলে ব্রহ্মার লয় হয়। ৭৫

ব্রহ্মা পরমবস্তুতে লীন হইলে, জগন্মণ্ডলের প্রাকৃত লয় হইয়া থাকে। যিনি সমস্ত জগতের আধার পরাৎপর অব্যয় ব্রহ্ম, তাঁহার অহোরাত্র "পর" নামে অভিহিত; তাহার অর্দ্ধের নাম পরার্দ্ধ। ৭৬-৭৭

জগৎস্বরূপী অক্ষয় অব্যয় ভগবান্ পরমাত্মা—স্থূল হইতে স্থূলতম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম। ৭৮

তাঁহার আবার দিবারাত্রি ও বৎসরাদির ব্যবহার কি? ৭৯

কিন্তু পূর্ব্বে পৌরাণিকগণ এবং তাঁহাদিগের পথাবলম্বী আমরাও সৃষ্টি-প্রলয়ের বোধ-সৌকার্য্যার্থে তাঁহার অহোরাত্র কল্পনা করিয়া লইয়াছি। ৮০

তিনিই দিবা রাত্রি, তিনিই বৎসর, তিনিই পৃথিবী, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা আবার তিনিই সংহার-কর্ত্তা; সেই পুরাণ-পুরুষ বিশ্বরূপী এবং সমস্ত বিশ্ব তাঁহাতেই প্রকাশিত। ৮১

ব্রহ্ম, নিত্য পরমাত্মায় বিলীন হইলে, সমস্ত জগৎই ক্রমে ক্রমে সেই পরমাত্মভাবে পরিণত হইতে থাকে। ৮২

ব্রহ্মার শতবর্ষ-শেষে রুদ্ররূপী জনার্দ্দন, জগৎ সংহার করিয়া স্বয়ং পরম বস্তুতে লীন হন। ৮৩

প্রথমং সবিতা সর্ব্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
তীব্রৈঃ করৈঃ শোষয়িত্বা জলং সর্ব্বং গ্রহীষ্যতি ॥ ৮৪
শুষ্কা বৃক্ষাস্তৃণং প্রাণিনঃ পর্ব্বতাস্তথা।
চূর্ণীকৃতা বিশীর্ণাঃ স্যুর্দিব্যবর্ষশতেন তু ॥ ৮৫
ততো দ্বাদশসূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ প্রবলা ভৃশম্।
অভবন্ দ্বাদশাদিত্যা জগচ্ছোষণোদ্যতাঃ ॥ ৮৬
রশ্মিদ্বারেণ সকলং সূর্য্যাস্তে ভুবনানি চ।
অদহন্ পৃথিবী দ্যৌশ্চ মেদিনী চোষ্ণতাং গতা ॥ ৮৭
ততো বিনষ্টে সকলে স্থাবরে জঙ্গমে তথা।
আদিত্যরশ্মিতো দেবো রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৮৮
নিঃসৃত্য প্রথমং যাতঃ পাতালতলমুদ্রতঃ ॥ ৮৯
সপ্তপাতালসংস্থাংস্তু নাগগন্ধর্ব্বরাক্ষসান্।
দেবানৃষীংশ্চ দেবস্তু জঘান ধৃতশূলধৃক্ ॥ ৯০
এবং স্বর্গে চ পাতালে পৃথিব্যাং সাগরেষু চ।
যে প্রাণিনস্তান্ সমস্তান্ জঘান স জনার্দ্দনঃ ॥ ৯১
ততো মুখান্মহাবায়ুং রুদ্রশ্চ সৃষ্টবান্ স্বয়ম্।
সোঽব্যাহতগতির্গাঢ়ং সসার ভুবনত্রয়ে ॥ ৯২
যাবদ্বর্ষশতং বায়ুর্ভ্রমন্ ভুবনগর্ভগঃ।
সর্ব্বমুৎসারয়ামাস যৎকিঞ্চিত্তৃণরাশিবৎ ॥ ৯৩
সমস্তং তৎসমুৎসার্য্য জগদ্বর্ত্তি সমন্ততঃ।
বিবেশ দ্বাদশাদিত্যান্ স বায়ুর্ব্বলাধিকঃ ॥ ৯৪

সূর্য্য, প্রথমে সমুদয় স্থাবর জঙ্গমকে তীব্র কিরণে বিশোষিত করিয়া সমস্ত জলাংশ গ্রহণ করেন। ৮৪

একশত দৈববৎসরে বৃক্ষ, তৃণ প্রাণী ও পর্ব্বতগণ—শুষ্ক, চূর্ণ এবং বিশীর্ণ হইয়া যায়। ৮৫

তখন দ্বাদশ সূর্য্যের কিরণ-জাল অত্যন্ত প্রবল হয় এবং দ্বাদশ সূর্য্যও জগৎ শোষণের জন্য উদ্দীপ্ত হন। ৮৬

সেই সমস্ত সূর্য্য, রশ্মি দ্বারা সমস্ত ভুবনমণ্ডল দাহ করেন; তাহাতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য স্নেহহীন এবং অতিশয় উষ্ণভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ৮৭

অনন্তর সকল স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে, রুদ্ররূপী জনার্দ্দন, সূর্য্য-রশ্মি হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রথমে পাতালে, পরে অতলে গমন করেন। ৮৮-৮৯

অনন্তর তিনি, প্রধান শূল ধারণপূর্ব্বক সপ্তপাতালস্থিত সমুদায় দেব, ঋষি, নাগ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগকে নিহত করেন। ৯০

এইরূপে সেই লোক-সংহারক রুদ্র, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এবং সমুদ্রবাসী সকল প্রাণীদিগকে বধ করেন। ৯১

অনন্তর রুদ্র, স্বয়ং মুখ-মণ্ডল হইতে মহাবায়ু সৃষ্টি করেন, সেই অব্যাহত-গতি বায়ু শত বৎসর যাবৎ ভুবনমধ্যে পরিভ্রমণ করত যাহা কিছু ছিল, তৎসমস্তই তৃণরাশির ন্যায় উৎসাদিত করিয়া থাকে। ৯২-৯৩

অতি বেগশালী সেই বায়ু জগতের সমস্ত বস্তু চারিদিক্ হইতে উৎসারিত করত দ্বাদশ সূর্য্যে প্রবিষ্ট হয়। ৯৪

প্রবিশ্য মণ্ডলং তেষাং তেজোভিঃ সহমারুতঃ ।
মহামেঘান্ সমারেভে রুদ্রেণ প্রতিযোজিতঃ ॥ ৯৫
ততস্তে প্রেরিতা মেঘাস্তেন বাতেন বেগিনা ।
রুদ্রেণাপ্যতিরৌদ্রেণ পর্য্যাবরুন্নভঃ সমম্[1] ॥ ৯৬
সংবর্ত্তাখ্যা মহামেঘা ভিন্নাঞ্জনচয়োপমাঃ ।
কেচিদ্ধূম্রাঃ শোণবর্ণাঃ শুক্লাশ্চিত্রাশ্চ ভীষণাঃ ॥ ৯৭
কেচিচ্চ পর্ব্বতাকারাঃ কেচিন্নাগসমপ্রভাঃ ।
প্রাসাদসদৃশাঃ কেচিৎ ক্রৌঞ্চবর্ণা বিভীষণাঃ ॥ ৯৮
গর্জ্জন্তস্তে মহামেঘা বর্ষাণামধিকং শতম্ ।
বর্ষন্তীনেশো লোকান্ প্লাবয়ন্তো মহাস্বনাঃ ॥ ৯৯
অথ স্তম্ভপ্রমাণেন[2] ধারাপাতেন বৈ দৃঢ়ম্ ।
ধারাসারেণ মহতা পূরিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১০০
আব্রহ্মস্থানমাসাদ্য তোয়রাশৌ স্থিতে ততঃ ।
স মুখাদসৃজদ্বায়ুং রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ১০১
তেনোগ্রবায়ুনাক্ষিপ্তা মেঘাঃ সংবৎসরাচ্ছতম্ ।
অব্যাহতগতেনাত্র বিধ্বস্তা অভবংস্ততঃ ॥ ১০২
নষ্টেষু তেষু মেঘেষু জনলোকাদিকং পুনঃ ।
রুদ্রস্ত্বাব্রহ্মভুবনং ধ্বংসয়ামাস নির্দ্দয়ঃ ॥ ১০৩
বিধ্বস্তেষু সমস্তেষু ভুবনেষু বিশেষতঃ ।
বিনষ্টে ব্রহ্মলোকে চ রুদ্রোঽগাদ্দ্বাদশার্কগান্ ॥ ১০৪
স গত্বা দ্বাদশাদিত্যান্ বেগেন মহতা হরিঃ ।
অগ্রসচ্চাতিকজ্জাল তৈর্গর্ভৈর্দিবাকরৈঃ ॥ ১০৫

রুদ্রপ্রেরিত বায়ু তেজোরাশি-সহ দ্বাদশ-সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া সুবিশাল জলদাবলী সঞ্চার করিয়া দিতে আরম্ভ করে। ৯৫

তখন অতি-বেগ-সম্পন্ন বায়ু এবং অতি রৌদ্ররূপী 'রুদ্র' কর্ত্তৃক প্রেরিত জলদাবলী গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করে। ৯৬

দলিতাঞ্জন-পুঞ্জসন্নিভ, ধূম্রবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, নীলবর্ণ, বকসন্নিভ, পর্ব্বতাকার, কুঞ্জরাকার, প্রাসাদ-সদৃশ ভীষণ ভীষণ সেই সকল মহা-ঘন-ঘটা ত্রিলোক প্লাবিত করত মহাশব্দে শতবর্ষেরও অধিককাল বৃষ্টি করিয়া থাকে। ৯৭-৯৯

তাহাদিগের স্তম্ভসদৃশ স্থূল ধারাপাতে ত্রিভুবন পূর্ণ হইয়া যায়। ১০০

ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত স্থান জল-প্লাবিত হইলে রুদ্ররূপী জনার্দ্দন, নিজ মুখ হইতে পুনরায় বায়ু সৃজন করিলেন। ১০১

সেই মেঘমালা অব্যাহতগতি প্রবল-বায়ুবেগে শতবৎসর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। ১০২

মেঘ সকল বিনষ্ট হইলে, রুদ্র—ব্রহ্মলোক জনলোকাদি সমস্তই নির্দ্দয়ভাবে সংহার করেন। ১০৩

সমস্ত জগৎ বিশেষতঃ ব্রহ্মলোক বিনষ্ট হইলে রুদ্র, দ্বাদশসূর্য্য সন্নিধানে উপস্থিত হন। ১০৪

১। নভস্তলম্—ইতি পাঠান্তরম্।
২। রথচক্রপ্রমাণেন—ইতি পাঠান্তরম্।

ততো ব্রহ্মাণ্ডমাসাদ্য রুদ্রঃ কালান্তকোপমঃ।
চূর্ণীচকার সকলং মুষ্টিপেষং মহাবলঃ ॥ ১০৬
চূর্ণীকুর্ব্বংস্তু ব্রহ্মাণ্ডং পৃথিব্যাপি বিচূর্ণিতা।
তোয়ানি চ সমস্তানি স দধ্রে যোগতো হরিঃ ॥ ১০৭
যদ্ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিস্তোয়ং স্থিতং পূর্ব্বং সমন্ততঃ।
যচ্চাভ্যন্তর্গতং তোয়ং তৎসর্ব্বমৈকতাং গতম্ ॥ ১০৮
একীভূতেষু তোয়েষু সর্ব্বব্যাপিষু সর্ব্বতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডপৃথ্বীঘঃ প্লবমাসীৎ স নৌরিব ॥ ১০৯
ততঃ পৃথিব্যাঃ সারন্তু গন্ধং তন্মাত্রকং ক্রমাৎ।
অম্ভো জগ্রাহ সকলং বিনষ্টা পৃথিবী ততঃ ॥ ১১০
পুনঃ স রুদ্রতেজাংসি গর্ভস্থানি স্বকায়তঃ।
নিঃসারয়ামাস পুনঃ পুঞ্জীভূতানি ভীষণঃ ॥ ১১১
তানি তেজাংসি সকলং জগৃহুঃ সর্ব্বতঃ স্থিতম্।
অন্তর্বহিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডাত্তেজো যচ্চাগতো গতম্ ॥ ১১২
জগদ্গতং সর্ব্বতেজো গৃহীত্বা চৈকতো জ্বলন্।
রৌদ্রব্রহ্মাণ্ডখণ্ডানি তেজোঽথ সমদহজ্জলে ॥ ১১৩
দগ্ধ্বা ব্রহ্মাণ্ডচূর্ণানি তেজাংস্যুজ্জ্বলিতানি চ ॥ ১১৪
জলেভ্যো রসতন্মাত্রং সারভূতং ততোঽগ্রহীৎ।
গৃহীতসারাস্তা আপঃ প্রনষ্টাস্তেজসা ততঃ ॥ ১১৫

সংহারকর্তা রুদ্রদেব, মহাবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বাদশ সূর্য্যকে গ্রাস করেন; দিবাকরগণ উদরস্থ হইলে তাঁহার প্রোজ্জ্বলতা সাতিশয় বৃদ্ধি পায়। ১০৫

কালান্তক-যমোপম মহাবল রুদ্র, মুষ্টিপেষণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণীকৃত ও পৃথিবী চূর্ণীকৃত হয়। ১০৬

তখন, হরি, সমস্ত জলরাশি যোগবলে ধারণ করেন। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যস্থিত অভ্যন্তরস্থিত সমুদয় জলই তখন মিলিত হইয়া থাকে। ১০৭

ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড চূর্ণ ও চূর্ণিত পৃথিবীর অংশ সেই একীভূত সর্ব্বব্যাপী জলরাশির উপর নৌকার মত ভাসিতে থাকে। ১০৯

অনন্তর জল, পৃথিবীর সারভাগ—সমুদায় গন্ধতন্মাত্র ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে তাহাতেই পৃথিবী বিনষ্ট হয়। ১১০

অনন্তর সেই ভয়ঙ্কর রুদ্র, নিজগর্ভস্থ পুঞ্জীভূত তেজরাশিকে পুনরায় নিঃসারিত করেন। ১১১

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যেখানে যতটুকু তেজ থাকে, তৎসমস্তই সেই তেজোরাশির সহিত মিলিত হইয়া পড়ে। ১১২

জগতের সমস্ত তেজ গ্রহণে উজ্জ্বল একীভূত তেজোরাশি ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড চূর্ণ ও দগ্ধ করিয়া আরও উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে ১১৩

অনন্তর সেই তেজ জলের সার রসতন্মাত্র গ্রহণ করিলে, তেজঃপ্রভাবে জলরাশি বিনষ্ট হয়। ১১৪

জল বিনষ্ট হইলে, একীভূত মহাবেগসম্পন্ন সকল বায়ু তেজোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রূপতন্মাত্র গ্রহণ করে। ১১৫

অপ্সু নষ্টাসু তত্তেজঃ প্রবিশ্যাথ সদাশিবঃ।
একীভূতো মহাভাগো রূপং তন্মাত্রমগ্রহীৎ ॥ ১১৬
গৃহীতে রূপতন্মাত্রে তেজাংসি সকলান্যথ।
বিনষ্টানি ততো বায়ুঃ প্রবলোঽভূদবারিতঃ ॥ ১১৭
মহানিলং ততো বায়ুমাসাদ্যাগ্নিরিব জ্বলন্।
রুদ্রঃ সংক্ষোভয়ামাস তদাকাশং স্বয়ং ততঃ ॥ ১১৮
তেন সংক্ষুব্ধমাকাশমগ্রহীদক্ষুভত্ততঃ।
তদাশুং স্পর্শতন্মাত্রং ততো নষ্টঃ প্রভঞ্জনঃ ॥ ১১৯
নষ্টে বায়ৌ ততো রুদ্র আকাশাৎ সারমগ্রহীৎ।
শব্দতন্মাত্রকং তস্মিন্ গৃহীতে বিগতং বিয়ৎ ॥ ১২০
নষ্টে নভসি রুদ্রোঽসৌ কায়ে ব্রাহ্মে তদাবিশৎ।
ব্রাহ্মং তদাকুলং কায়ং নিরাধারং নিরাকুলম্।
বিবেশ বৈষ্ণবে কায়ে শঙ্খচক্রগদাধৃতে ॥ ১২১
ততঃ শৌরির্মহাতেজাঃ কায়ং তং পাঞ্চভৌতিকম্।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ-বরাসিবরসংযুতম্।
স্বশক্ত্যা সংহারাত সারমাদায় সর্ব্বতঃ ॥ ১২২
নিরাধারং নিরাকারং নিঃসত্ত্বং নিরবগ্রহম্।
আনন্দময়মদ্বৈতং দ্বৈতহীনাবিশেষণম্ ॥ ১২৩
ন স্থূলং ন সূক্ষ্মং হস্বজ্ঞানং নিত্যং নিরঞ্জনম্।
একমাসীৎ পরমং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশং সমন্ততঃ ॥ ১২৪
নাহো ন রাত্রির্ন[১] বিয়ন্ন পৃথ্বী
নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যাদ্যুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ ॥ ১২৫

রূপতন্মাত্র গৃহীত হইলে, সমুদায় তেজ বিনষ্ট হয়; অনন্তর বায়ু, অবারিত ভাবে প্রবল হয়। ১১৬

রুদ্র, ঘোরনিস্বন প্রভঞ্জন বহিতেছে দেখিয়া স্বয়ং আকাশ-মণ্ডলকে বিক্ষোভিত করেন। ১১৭

আকাশ তাহাতে সংক্ষুব্ধ হইয়া পবনের স্পর্শতন্মাত্র গ্রহণ করে, তাহাতেই পবন বিনষ্ট হয়। ১১৮

বায়ু নষ্ট হইলে রুদ্র, আকাশের সার শব্দতন্মাত্র গ্রহণ করিলে আকাশ বিনষ্ট হয়; তখন রুদ্র, ব্রহ্মার দেহে বিলীন হন। ১১৯

তখন, ব্রহ্ম শরীর নিরাধার এবং অত্যন্ত আকুল হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ ও উত্তম-খড়্গ-সম্পন্ন পাঞ্চভৌতিক চিরন্তন নিজ দেহ হইতে সর্ব্বতোভাবে সার গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় শক্তি দ্বারা অতি শীঘ্র সংহার করেন। ১২০–১২২

তখন তিনি নিরাধার নিরাকার নির্ব্বিকার নিঃসত্ত্ব, বিশেষণ-বর্জ্জিত ন-স্থূল, ন-সূক্ষ্ম, নির্লেপ "একমেবাদ্বিতীয়ং" সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী পরম ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান থাকেন। ১২৩–১২৪

তখন দিবা-রাত্রি থাকে না আকাশ পৃথিবী থাকে না, জ্যোতি-অন্ধকার—

১। নভো ন ভূমিঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

এবং যাবৎস্থিতা[1] সৃষ্টিস্তাবৎ কালমসৃষ্টিকম্ ।
আসীদেকং পরং তত্ত্বং ততঃ সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১২৬
প্রকৃতৌ সংস্থিতো যস্মাৎ সর্ব্বতন্মাত্রসঞ্চয়ঃ ।
অহঙ্কারং মহত্তত্ত্বং গতো যৎ প্রাকৃতো লয়ঃ ॥ ১২৭
প্রকৃতৌ সংস্থিতং ব্যক্তমতীতপ্রলয়স্থ তৎ ।
তস্মাৎ প্রাকৃতসংজ্ঞোঽয়মুচ্যতে প্রতিসঞ্চরঃ ॥ ১২৮
অয়ং বঃ কথিতো বিপ্রাঃ প্রাকৃতাখ্যো মহালয়ঃ ।
আদিসৃষ্টিং শৃণুধ্বমাৎ কথ্যমানাং ময়া পুনঃ ॥

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

কালো নাম ধ্রুবং দেবঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ ।
অবিচ্ছিন্নঃ স প্রলয়স্তেন ভাগেন কেনচিৎ ॥ ১
লয়ভাগে ব্যতীতে তু সিসৃক্ষা সমজায়ত ।
জ্ঞানস্বরূপস্য তদা পরংব্রহ্মণো বিভোঃ ॥ ২
ততোঽস্য প্রকৃতিস্তেন সম্যক্ সংক্ষোভিতা ভিয়া[2] ।
সংক্ষুব্ধা সর্ব্বকার্য্যার্থমভূৎ সা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৩

বা আর কিছুই থাকে না। তখন, শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়ের অতীত বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি জড়িত ব্রহ্ম-পুরুষ বর্ত্তমান থাকেন। ১২৫

সৃষ্টি যতকাল থাকে, ততকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার শতবর্ষ, এক পরমতত্ত্ব ব্রহ্মও সৃষ্টিহীন অবস্থাতে বর্ত্তমান থাকেন, অনন্তর সৃষ্টি প্রবৃত্তি হয়। ১২৬

তন্মাত্রগণ অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব, সকলই—এমন কি, অন্যান্য প্রলয়ে স্থায়ী এই সকল ব্যক্ত পদার্থ তখন প্রকৃতিরূপে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া ইহার নাম প্রকৃত প্রলয়। ১২৭-১২৮

বিপ্রগণ! এই আমি তোমাদিগকে প্রাকৃত মহাপ্রলয় কীর্ত্তন করিলাম, এই আদি-সৃষ্টির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১২৯

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সৃষ্টি কথন

মার্কণ্ডেয়, বলিলেন,—"কাল" নামক দেবতাই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী; প্রলয় তাঁহারই কিয়দংশে বিভক্ত। ১

কালের প্রলয় ভাগ অতীত হইলে, জ্ঞানস্বরূপ প্রভু পরম ব্রহ্মের সৃজনেচ্ছা হইল। ২

১। যাবৎস্থিতা—ইতি পাঠান্তরম্। ২। ধিয়া—ইতি পাঠান্তরম্।

যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে।
মনসো নোককর্তৃত্বাত্তথাসৌ পরমেশ্বরঃ॥ ৪
স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পরমেশ্বরঃ।
স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ॥ ৫
ইচ্ছামাত্রেণ পুরুষঃ সৃষ্ট্যর্থে পরমেশ্বরঃ।
ততঃ সংক্ষোভয়ামাস পুনরেব জগৎপতিঃ॥ ৬
গুণসাম্যাত্ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতাৎ ততঃ।
গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে বভূব হ॥ ৭
প্রধানতত্ত্বাদুদ্ভূতমীশ্বরেচ্ছাসমীরিতাৎ।
মহত্তত্ত্বং প্রথমতস্তৎ প্রধানং সমাবৃণোৎ॥ ৮
প্রধানেনাবৃতাত্তস্মান্মহঙ্কারো ব্যজায়ত।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ॥ ৯
ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো যো জাতো মহতোঽগ্রতঃ।
ভূতানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ স বৈ হেতুঃ সনাতনঃ॥ ১০
স মহাংস্তমহঙ্কারং জাতমাত্রং সমাবৃণোৎ।
তন্মাত্রাণি ততঃ পঞ্চ জজ্ঞিরেঽস্মাৎ সমাবৃতাৎ॥ ১১
প্রথমং শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রমন্তরম্।
তৃতীয়ং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রমেব চ॥ ১২
পঞ্চমং গন্ধতন্মাত্রমেতানি ক্রমশোঽভবন্।
প্রত্যেকং সর্বতন্মাত্রমহঙ্কারঃ সমাবৃণোৎ॥ ১৩

অনন্তর, পরমেশ্বর, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে ইচ্ছামাত্রে বিক্ষোভিত করিলে ঐ প্রকৃতিই সর্ব্ব-কার্য্যের উপযোগিনী হইলেন। ৩

যেমন গন্ধ সন্নিহিত হইলেই মনের ক্ষোভ অর্থাৎ অবস্থা পরিবর্তন হয়, কিন্তু ঐ অবস্থা পরিবর্তনের কর্ত্তা নহে, নিমিত্তমাত্র; প্রকৃতির ক্ষোভ সম্বন্ধে পরমেশ্বরও ঠিক তাহাই। ৪

সেই ব্রহ্ম পরমেশ্বরই ক্ষোভক, আবার তিনিই সঙ্কোচ-বিকাশ-শালিনী প্রকৃতিরূপে ক্ষোভ্য। ৫

জগৎপতি পরমেশ্বর সৃষ্টির জন্য পুরুষদিগকে (জীবাত্মাকে) ইচ্ছামাত্রে ক্ষোভিত করিলেন। ৬

সেই সাম্যাবস্থাপন্ন-ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) গণ অধিষ্ঠিত হইলে গুণ-বৈষম্য হইল। ৭

তখন ঈশ্বরেচ্ছা-পরিচালিত প্রকৃতি, তাহাকে আবরণ করিলেন। ৮

প্রধানসংবৃত মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। ৯

অহঙ্কার—পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গণের চিরন্তন হেতু; তন্মধ্যে তামস অহঙ্কারই পঞ্চভূতের কারণ। ১০

অহঙ্কার উৎপন্ন হইবামাত্র মহত্তত্ত্ব তাহাকে আবরণ করিল। মহত্তত্ত্বাবৃত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইল। ১১

প্রথমে শব্দতন্মাত্র, তৎপরে স্পর্শতন্মাত্র, অনন্তর রূপতন্মাত্র, তাহার পর

সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্ ।
শব্দমাত্রং তথাকাশং ভূতাদিঃ স সমাবৃণোৎ ॥ ১৪
শব্দতন্মাত্রসহিতাৎ স্পর্শতন্মাত্রতস্ততঃ ।
বায়ুঃ সমভবৎ স্পর্শগুণঃ শব্দসমন্বিতঃ ॥ ১৫
আকাশবায়ুসংযুক্তাদ্রূপতন্মাত্রতস্ততঃ ।
তেজঃ সমভবদ্দীপ্তং সর্ব্বতস্তদবর্দ্ধত ॥ ১৬
তচ্ছব্দবৎ স্পর্শবচ্চ রূপবচ্চ ব্যজায়ত ॥ ১৭
ততো বিয়দ্বায়ুতেজোযুক্তাত্তোয়ং সসর্জ্জ হ ।
রসতন্মাত্রতঃ সম্যক্ তেন ব্যাপ্তং সমন্ততঃ ॥ ১৮
তোয়াদ্যাধারশক্তির্যা বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
সা দধ্রেঽথ নিরাধারাণ্যনিলান্দোলিতানি বৈ ॥ ১৯
তেষু বীজং প্রথমতঃ সসর্জ্জ পরমেশ্বরঃ ।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্ ॥ ২০
মহদাদিবিশেষান্তৈরারব্ধং সর্ব্বতো বৃতম্ ॥ ২১
বারিবহ্ন্যনিলাকাশৈস্তমোভূতাদিনা বহিঃ ।
বৃতং দশগুণৈরণ্ডং ভূতাদির্মহতা তথা ॥ ২২
বীজং যথা বাহ্যদলৈর্বাণ্ডমণ্ডং তথা পুনঃ ।
তোয়াদিভিস্তথা ব্যাপ্তং ব্রহ্মাণ্ডমতুলং দ্বিজাঃ ॥ ২৩

রসতন্মাত্র, সর্ব্বশেষে গন্ধতন্মাত্র—এইরূপ যথাক্রমে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি। অহঙ্কার সকল তন্মাত্রকে পৃথক্ পৃথক্ আবরণ করিল। ১২-১৩

শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দের প্রথম উপাদান আকাশ উদ্ভূত হইল। তামস অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্রসহ আকাশ আবৃত করিল। ১৪

আকাশসহ স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শের প্রথম উপাদান শব্দ-গুণান্বিত বায়ু উৎপন্ন হইল। ১৫

আকাশ-বায়ু-সহকৃত রূপতন্মাত্র হইতে প্রদীপ্ত তেজ উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। ১৬

তাহা রূপের প্রথম উপাদান কারণ আর শব্দস্পর্শেরও অন্যতম উপাদান বটে। ১৭

আকাশ-বায়ু-তেজঃ সমন্বিত রসতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। ১৮

অমিত-তেজা বিষ্ণুর আধারশক্তি, অনিলান্দোলিত নিরাধার জলরাশি ধারণ করিলেন। ১৯

পরমেশ্বর, প্রথমতঃ তাহাতেই বীজধারণ করেন ; সেই বীজ সূর্য্য-সন্নিভ সুবর্ণময় অণ্ডাকারে পরিণত হইল। ২০

ঐ অণ্ড মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থদ্বারা নির্ম্মিত এবং তদ্দ্বারা চতুর্দিকে সংবৃত। ২১

জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব—দশ দশ গুণ অধিক বিস্তৃতভাবে ক্রম-বহির্ভূত এই সকল পদার্থদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের গঠন। ২২

সুতরাং পরমেশ্বরের স্থাপিত বীজসকল পদার্থের মধ্যবর্ত্তী ; দ্বিজগণ! এইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডও আবার জল প্রভৃতি তৎসমস্ত বস্তুদ্বারাই যথাক্রমে আবৃত। ২৩

তদণ্ডমধ্যে স্বয়মেব বিষ্ণু-
র্ব্রহ্মস্বরূপং বিনিধায় কায়ম্ ।
দিব্যেন মানেন স বর্ষমেকং
স্থিতোঽগ্রহীদ্বীজগণং স্ববুদ্ধ্যা ॥ ২৪
ধ্যানেন চাণ্ডং স্বয়মেব কৃত্বা
দ্বিধা স তস্থৌ ক্ষণমাত্রমস্মিন্ ।
তদৈব তন্মাত্রগণৈঃ সমস্তৈ-
র্গন্ধোত্তরৈর্ভূর্বসুনৈব সৃষ্টা ॥ ২৫
স্পর্শস্য শব্দস্য সমস্তরূপ-
গুণস্য গন্ধস্য রসস্য চৈষা ।
আধারভূতা সকলৈঃ কৃতা য-
স্তন্মাত্রবর্গৈরখিলা ধরিত্রী ॥ ২৬
জাতস্তদণ্ডৈঃ কনকাচলোঽস্যো
জরায়ুভিঃ পর্ব্বতসঞ্চয়োঽভূৎ ।
গর্ভাদিকৈঃ[1] সপ্তপয়োধয়স্তু
স্কন্ধত্রয়েন ত্রিদশালয়োঽভূৎ ॥ ২৭
স্কন্ধদ্বয়েনাপরদেশজেন
সপ্তাভবন্নাগগৃহাণি তানি ।
পাতালসংজ্ঞানি মহাসুখানি
যত্র স্বয়ং স্যাৎ পরতো মহেশঃ ॥ ২৮
তেজোগণাত্তস্য বভূব লোকো
যোঽসৌ মহর্লোক ইতি শ্রুতোঽভূৎ ।
জনাখ্যলোকোঽভ্রুকুতোঽথ গর্ভা-
ধ্যানাত্তপোলোকবরো বভূব ॥ ২৯
অণ্ডোর্দ্ধসত্যামভবত্তু সত্যং
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডোপরি বিষ্ণুরচ্যুতঃ ।
পরং পদং যন্নিগদন্তি ধীরা
ইজ্‌জ্ঞানগম্যং পরিনিষ্ঠরূপম্ ॥ ৩০

স্বয়ং বিষ্ণু সেই অণ্ডমধ্যে—ব্রহ্মস্বরূপ দেহ স্থাপনপূর্ব্বক দিব্যমানে একবৎসর অবস্থিতি করিয়া স্বয়ং বুদ্ধিবলে সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিলেন। ২৪

ইচ্ছামাত্রে সেই অণ্ডভেদ করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থিতি করিলেন। তখনই অন্যান্য চতুর্ভূত-সহকৃত গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। ২৫

এই নিখিল পৃথিবী, সকল তন্মাত্র সাহায্যে নির্ম্মিত বলিয়া শব্দ, স্পর্শ, সমুদায় রূপ, রস এবং গন্ধ—সকলই ইহাতে বর্ত্তমান। ২৬

সেই ব্রহ্মাণ্ডের কমলে সুমেরু, জরায়ুদ্বারা পর্ব্বত-সমূহ এবং গর্ভ-সলিলে সপ্ত সমুদ্র আর স্কন্ধত্রয় স্বর্গ উৎপন্ন হয়। ২৭

অপর দেশ-সম্ভূত স্কন্ধযুগল মহাসুখকর সপ্ত-নাগালয় পাতাল উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে স্বয়ং পরমেশ্বর বিরাজমান। ২৮

১। গর্ভোদকৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

এবং বিধায় প্রথমং বভূব
বিষ্ণুস্বরূপী স্থিতয়ে স এব।
স্বয়ং সমুদ্ভূততনুর্যতোঽয়ং
স্বভূরিতি খ্যাতিমবাপ বিষ্ণুঃ ॥ ৩১
ততোঽভবদ্ যজ্ঞবরাহরূপী
বিষ্ণুর্ভুবঃ প্রোদ্ধরণায় পীনঃ।
নিমজ্জমানাং পৃথিবীং স মধ্যে
ভিত্ত্বা গতো বর্ত্মমধোঽতিবেগাৎ ॥ ৩২
দংষ্ট্রাগ্রদেশে বিনিধায় পৃথ্বীং
স উত্থিতঃ সর্ব্বমতীত্য তোয়ম্।
ততোঽভবৎ সপ্তফণান্বিতোঽয়-
মনন্তমূর্ত্তিঃ পৃথিবীং বিধর্ত্তুম্ ॥ ৩৩
প্রসার্য্য শেষোঽপি ফণাং স চৈব
মধ্যে নিধায়ৈকফণাঃ ধরিত্রীম্।
দধার তোয়োপরি তোয়সংস্থিত-
স্ততোঽত্যজদ্ যজ্ঞবরাহ উর্ব্বীম্ ॥ ৩৪
প্রসারিতাঃ ফণাঃ সর্ব্বাস্তাসামেকা তু পূর্ব্বতঃ।
অপরা পশ্চিমায়াস্তু দক্ষিণোত্তরয়োঃ পরে ॥ ৩৫
একা গতা ফণৈশান্যামাগ্নেয্যামপরা দিশি।
পৃথ্বীমধ্যে স্থিতা চৈকা নৈর্ঋত্যাং তস্য বৈ তনুঃ ॥ ৩৬
শূন্যা দিগ্বায়বী তত্র ততো নম্রা স্থিতা ক্ষিতিঃ ॥ ৩৭

ব্রহ্মাণ্ডের তেজোরাশিতে মহর্লোক, ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ পবনে জনলোক, ঈশ্বরেচ্ছা-বলে শ্রেষ্ঠলোক তপোলোক এবং ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধগতি দ্বারা সত্য-লোক উৎপন্ন হইল; সর্ব্বোপরি স্বয়ং অচ্যুত বিষ্ণু অবস্থিত; এই বিষ্ণু-লোককেই ধীরগণ জ্ঞানগম্য চরম পরম-পদ বলিয়া থাকেন। ২৯-৩০

সেই ঈশ্বর, ব্রহ্মা-রূপে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া জগৎ-স্থিতির জন্য বিষ্ণুরূপী হইলেন; স্বয়ং উৎপন্ন দেহ বলিয়া বিষ্ণু "স্বভূ" নাম প্রাপ্ত হইলেন। ৩১

অনন্তর তিনি পৃথিবী উদ্ধারের জন্য পীবর যজ্ঞ-বরাহ-দেহ অবলম্বনপূর্ব্বক, নিমগ্ন প্রায় পৃথিবীকে ধারণ করিতে তাহার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া অতিবেগে অধোদেশে গমন করিলেন। ৩২

কিছুকাল পরে তিনি পৃথিবীকে দংষ্ট্রার অগ্রভাগে স্থাপনপূর্ব্বক সমস্ত জলরাশি অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইলেন। অনন্তর, পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য সপ্তফণা-সমন্বিত অনন্তরূপী হইলেন। ৩৩

জলস্থিত অনন্ত, ছয় ফণা প্রসারিত করিয়া মধ্যবর্ত্তী একটী ফণায় উপরে পৃথিবী ধারণ করিলে যজ্ঞবরাহ পৃথিবী হইতে দন্ত খুলিয়া লইলেন। ৩৪

অনন্ত যে ছয় ফণা প্রসারিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী পূর্ব্বদিকে, একটি পশ্চিমদিকে, একটী দক্ষিণদিকে, একটী উত্তরদিকে, একটী ঈশানকোণে আর অপরটী অগ্নিকোণে আছে। অবশিষ্ট ফণা পৃথিবীমধ্যে আর তাঁহার দেহ নৈর্ঋতকোণে অবস্থিত। ৩৫-৩৬

বায়ুকোণে—শূন্য, এই জন্য সেই দিকে, পৃথিবী কিঞ্চিৎ নম্র। ৩৭

স তু দীর্ঘতনুস্তোয়ে যদানন্তো ন চাশকৎ ।
কূর্মরূপী তদা ভূত্বানন্তকায়মধাদ্ধরিঃ ॥ ৩৮
অথো ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডং স পদ্ভিরাক্রম্য কচ্ছপঃ ।
গ্রীবাবিতত্য বায়ব্যাং পৃষ্ঠেঽনন্তমধারয়ৎ ॥ ৩৯
অনন্তঃ কূর্মপৃষ্ঠে তু নবভির্বেষ্টনৈস্ততম্ ।
বিধায় পৃথিবীং দধ্রে সুখেনৈব মহাতনুঃ ॥ ৪০
ততঃ ফণাস্বনন্তস্য চলন্তী পৃথিবী স্থিতা ।
বরাহঃ কর্ত্তুমচলামচলামকরোদ্দৃঢ়াম্ ॥ ৪১
মেরুং খুরপ্রহারেণ প্রকৃত্য পৃথিবীতলম্ ।
স্থলং স বিবেশাথ পৃথ্বীং ভিত্ত্বান্তরং ততঃ ॥ ৪২
যোজনানাং সহস্রাণি ষোড়শৈব রসাতলম্ ।
প্রবিবেশ মহাশৈলো বরাহাঙ্ঘ্রিপ্রহারতঃ ॥ ৪৩
দ্বাত্রিংশত্তু সহস্রাণি যোজনানাস্তু বিস্তৃতম্ ।
মেরোঃ শিরোঽভবত্তেন প্রহারেণ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৪
মর্য্যাদাপর্ব্বতানস্য[1] পার্শ্বে পোত্রী তদাকরোৎ ।
যথা চলতি নৈবৈষ পর্ব্বতঃ পৃথিবীধরঃ ॥ ৪৫
হিমবৎপ্রভৃতীনাঞ্চ ভাগং ভাগং সপঞ্চকম্ ।
পদা ক্ষিত্যন্তরং চক্রে তদুচ্ছ্রায়প্রমাণতঃ ॥ ৪৬
ততো ব্রহ্মা বরাহায় নমস্কৃত্য মহৌজসে ।
অর্দ্ধনারীশ্বরং কায়াদ্দেবদেবং ব্যজায়ত ॥ ৪৭

সেই দীর্ঘ-দেহ অনন্ত, যখন জলোপরি নিরবলম্বনে থাকিতে অপারগ হইলেন, তখন বিষ্ণু, কূর্মরূপী হইয়া অনন্ত-দেহ ধারণ করিলেন । ৩৮

অনন্তর কচ্ছপ, বহু চরণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড আক্রমণপূর্ব্বক বায়ুকোণে গ্রীবা বিস্তার করিয়া পৃষ্ঠ দ্বারা অনন্তকে ধারণ করিলেন । ৩৯

দীর্ঘকায় অনন্ত কূর্মপৃষ্ঠে নয়টি কুণ্ডলী করিয়া অনায়াসে পৃথিবী ধারণ করিলেন । তখনও পৃথিবী, অনন্ত-ফণোপরি অবস্থিত হইয়াও স্থির হইল না, বিচলিত হইতে লাগিল । তাই যজ্ঞবরাহ পৃথিবীকে অচলা করিবার জন্য পর্ব্বতকুলকে দৃঢ় করিতে লাগিলেন । ৪০-৪১

তিনি সুমেরু-পর্ব্বতকে ভূতলে প্রোথিত করিবার জন্য খুরপ্রহার করিলে সুমেরু পৃথিবী ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল । ৪২

বরাহের পদাঘাতে উক্ত মহাশৈল, ষোড়শ-সহস্র-যোজন রসাতলে প্রবেশ করিল । ৪৩

হে দ্বিজোত্তমগণ ! সেই প্রহার হওয়ায় সুমেরুর ঊর্দ্ধভাগ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত রহিল । ৪৪

সেই পৃথিবীধর সুমেরু পর্ব্বত, যাহাতে বিচলিত না হয়, এই জন্য বরাহ তাহার পার্শ্বে কতিপয় সীমা পর্ব্বত স্থাপন করিলেন । ৪৫

বরাহ, পদাঘাতে হিমালয় প্রভৃতি সেই সকল পর্ব্বতের—উচ্চে পাঁচভাগের এক ভাগ করিয়া ভূতলমধ্যে প্রোথিত করিলেন । ৪৬

১। পর্ব্বতানাঞ্চ—ইতি পাঠান্তরম্

প্রথমং জাতমাত্রঃ স প্ররুরোদ মহাস্বনঃ।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ ॥ ৪৮
নাম দেহীতি তং সোঽথ প্রত্যুবাচ মহেশ্বরঃ।
রুদ্রনামা রোদনাত্ত্বং মা রোদীস্ত্বং মহাশয় ॥ ৪৯
এবমুক্তঃ পুনঃ সোঽথ সপ্তবারান্ রুরোদ সঃ।
ততোঽপরাণি নামানি সপ্ত ব্রহ্মাকরোৎ পুনঃ ॥ ৫০
শর্ব্বং ভবঞ্চ ভীমঞ্চ মহাদেবং চতুর্থকম্।
পঞ্চমং চোগ্রমীশানং ষষ্ঠং পশুপতিং পরম্ ॥ ৫১
ময়া যথা বিভক্তস্ত্বং তথাত্মা যো বিভজ্যতাম্।
ত্বমাপি ভূরিসৃষ্ট্যর্থং ভবাংশ্চাপি প্রজাপতিঃ ॥ ৫২
ততো ব্রহ্মা দ্বিধা ভূত্বা পুরুষোঽর্দ্ধেন সোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাস্তু বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৫৩
তমাহ ভগবান্ ব্রহ্মা কুরু সৃষ্টিং প্রজাপতে।
তপস্তপ্ত্বা বিরাট্ সোঽপি মনুং স্বায়ম্ভুবং ততঃ ॥ ৫৪
সসর্জ্জ সোঽপি তপসা ব্রহ্মাণং পর্য্যতোষয়ৎ।
তোষিতস্তেন মনসা দক্ষং সৃষ্ট্যৈ সসর্জ্জ সঃ ॥ ৫৫
সৃষ্টে দক্ষেঽথ দশধা প্রণতো মনুনা বিধিঃ।
পুনরেব সুতানন্যান্ সসর্জ্জ দশ মানসান্ ॥ ৫৬
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বসিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ ॥ ৫৭

অনন্তর ব্রহ্মা, মহাতেজা বরাহকে নমস্কার করিয়া অর্দ্ধনারী-অর্দ্ধনর মহাদেবকে নিজ দেহ হইতে উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ৪৭

তিনি উৎপন্ন হইয়াই প্রথমে মহাশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, "রোদন করিতেছ কেন?" ৪৮

তখন মহেশ্বর বলিলেন,—"আমার নামকরণ কর।" "মহাশয়! তুমি রোদন করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম 'রুদ্র' থাকিল"। ৪৯

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, রুদ্র আরও সাতবার রোদন করিলেন। তৎপরে, ব্রহ্মা আরও তাঁহার সাতটী নাম রাখিলেন যথা,—শর্ব্ব, ভব, ভীম, মহাদেব, উগ্র, ঈশান এবং পশুপতি। ৫০-৫১

যাহা, যেরূপে তোমা হইতে বিভক্ত হন, তুমি জগতে সৃষ্টি করিবার জন্য এইরূপে আত্মাকে বিভক্ত কর; তুমিও একজন প্রজাপতি। ৫২

অনন্তর, প্রভু ব্রহ্মা, অর্দ্ধশরীরে পুরুষ ও অর্দ্ধশরীরে নারী হইয়া—সেই নারীর গর্ভে বিরাট পুরুষকে উৎপাদন করিলেন। ৫৩

ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, 'প্রজাপতি! সৃষ্টি কর।' অনন্তর বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করিলেন। ৫৪

স্বায়ম্ভুব মনু, তপস্যাপ্রভাবে ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিলেন। ব্রহ্মা, তৎকর্ত্তৃক পরিতোষিত হইয়া সৃষ্টির জন্য মনের সাহায্যে দক্ষকে উৎপাদন করিলেন। ৫৫

দক্ষ উৎপন্ন হইলে, মনু, বিধিকে দশবার প্রণাম করিলেন; তখন ব্রহ্মা, আরও দশজন মানসপুত্র উৎপাদন করিলেন। ৫৬

এতানুৎপাদ্য মনসা মনুং স্বায়ম্ভুবং পুনঃ।
যূয়ং সৃজধ্বমিত্যুক্ত্বা লোকেশোঽন্তর্দধে পুনঃ ॥ ৫৮
বরাহোঽপ্যথ পোত্রেণ খনিত্বা সপ্ত সাগরান্।
পৃথিব্যাং বলয়াকারান্ সসর্জ্জ পরমেশ্বরঃ ॥ ৫৯
সপ্তধা ভ্রমণেনাসৌ সৃষ্ট্বা সপ্তাথ সাগরান্।
সপ্তদ্বীপানবচ্ছিদ্য পৃথিব্যন্তং ততো গতঃ ॥ ৬০
লোকালোকাহ্বয়ং শৈলং কৃত্বা পৃথ্ব্যাস্তু বেষ্টনম্।
লক্ষদ্বয়োচ্ছ্রিতং মানাদ্ যোজনানাং সমন্ততঃ।
সুদৃঢ়ং স্থাপয়ামাস ভিত্তিপ্রান্তে যথা গৃহম্ ॥ ৬১
আদিসৃষ্টিরিয়ং বিপ্রাঃ কথিতা ভবতাং ময়া।
প্রতিসর্গমহং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং মহর্ষয়ঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে বারাহসর্গো নাম
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

তাঁহাদিগের নাম—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ। ৫৭

ব্রহ্মা মনের দ্বারা ইহাঁদিগকে মনু হইতে উৎপাদন করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে ও ইহাঁদিগকে "তোমরা সৃষ্টি কর" এই আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ৫৮

এদিকে পরমেশ্বর বরাহ, মুখ দ্বারা খনন করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বলয়াকারে সপ্তসাগর নির্ম্মাণ করিলেন। ৫৯

বরাহ, সাতবার ভ্রমণে—সপ্তসমুদ্র নির্ম্মাণ ও সপ্তদ্বীপ বিভাগ করিয়া পৃথিবীর শেষভাগে গমন করিলেন। ৬০

তিনি, পরিমাণে দুই লক্ষ যোজন উন্নত লোকালোক পর্ব্বতকে ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত প্রাচীর করিলেন। এইরূপে বরাহ, গৃহের ন্যায় পৃথিবীমণ্ডলের পার্শ্বে সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করিলেন। ৬১

বিপ্রগণ। আমি এই—তোমাদিগের নিকট আদিসৃষ্টির কথা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে প্রতিসর্গ (দক্ষাদিকৃতসৃষ্টি) কীর্ত্তন করিতেছি, মহর্ষিগণ শ্রবণ করুন। ৬২

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

বারাহোঽয়ং শ্রুতঃ সর্গো বরাহাধিষ্ঠিতো যতঃ।
প্রতিসর্গঃ শ্রুতঃ সর্ব্বৈর্দক্ষাদ্যৈর্যঃ কৃতঃ পৃথক্‌ ॥ ১
রুদ্রো বিরাণ্মনুর্দক্ষো মরীচ্যাদ্যাশ্চ মানসাঃ।
যং যং সর্গং পৃথক্‌ চক্রুঃ প্রতিসর্গশ্চ স স্মৃতঃ ॥ ২
বিরাট্‌সুতোঽসৃজৎষণ্মনূন্‌ যৈর্ব্বিততং জগৎ।
মনুঃ সপ্ত মনূন্‌ সৃষ্ট্বা চকার বহুশঃ প্রজাঃ ॥ ৩
প্রজাঃ সিসৃক্ষুঃ স মনুর্যোঽসৌ স্বায়ম্ভুবাহ্বয়ঃ।
অসৃজৎ প্রথমং ষড়্‌ বৈ মনূন্‌ সোঽথ পরান্‌ সুতান্‌ ॥ ৪
স্বারোচিষশ্চোত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বানপরস্তথা ॥ ৫
যক্ষরক্ষঃপিশাচাংশ্চ নাগগন্ধর্ব্বকিন্নরান্‌।
বিদ্যাধরানপ্সরসঃ সিদ্ধান্‌ ভূতগণান্‌ বহূন্‌ ॥ ৬
মেঘান্‌ সবিদ্যুতো বৃক্ষান্‌ লতাগুল্মতৃণাদিকান্‌।
মৎস্যান্‌ পশূংশ্চ কীটাংশ্চ জলজান্‌ স্থলজাংস্তথা ॥ ৭
এতাদৃশানি সর্ব্বাণি মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ সুতৈঃ।
সহিতঃ সসৃজে সোঽস্যঃ প্রতিসর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮
অন্যে ষণ্মনবো যে বৈ তেঽপি স্বে স্বেঽন্তরেঽন্তরে।
প্রতিসর্গং স্বয়ং কৃত্বা প্রাপ্নুবন্তি চরাচরম্‌ ॥ ৯

প্রতিসর্গ বর্ণন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বরাহাধিষ্ঠিত বলিয়া বারাহ নামে অভিহিত এই সৃষ্টি শ্রবণ করিলে। ১

অনন্তর, দক্ষপ্রভৃতির কৃত পৃথক্ পৃথক্ প্রতিসর্গ বর্ণিত হইতেছে। রুদ্র, বিরাটপুরুষ, মনু, দক্ষ এবং মরীচি প্রভৃতি মানসপুত্রগণ, প্রত্যেকে যে যে সৃষ্টি করিয়াছেন তৎসমুদায়ের নাম প্রতিসর্গ। ২

বিরাটপুত্র মনু, অন্য ছয় মনু সৃষ্টি করিয়া বহুতর প্রজা বৃদ্ধি করিলেন, সেই মনু, প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথমে যে ছয়টী পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহারা সকলেই মনু। ৩-৪

তাঁহাদিগের নাম যথা;—স্বারোচিষ, উত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুস এবং মহাতেজা বিবস্বান্। ৫

যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্সরা, সিদ্ধ, বহুতর ভূত, বিদ্যুৎ, মেঘ, লতা, গুল্ম, তৃণ, মৎস্য, পশু, কীট এবং অন্যান্য জলজ স্থলজ প্রাণী;—স্বায়ম্ভুব মনু পুত্রগণের সহিত এই সমস্ত সৃজন করেন, ইহাকে তাঁহার প্রতিসর্গ বলা যায়। ৬-৮

স্বায়ম্ভুব পুত্র ছয় জন মনুও স্ব স্ব অধিকার কালে প্রত্যেকে প্রতিসর্গ করিয়া চরাচর ব্যাপ্ত করেন। ৯

যজ্ঞস্য সম্ভৃতং যজ্ঞং যূপং প্রাগ্বংশমেব চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণান্ সর্ব্বান্ বরাহ ইব সৃষ্টবান্ ॥ ১০
সুতান্ বহূন্ সমুৎপাদ্য দক্ষো দেবর্ষিসত্তমান্।
মহর্ষীন্ সোমপাদীংশ্চ বহূন্ পিতৃগণাংস্তথা ॥ ১১
সৃষ্টিং প্রবর্ত্তয়ামাস প্রতিসর্গোঽস্য স স্মৃতঃ।
অজায়ন্ত মুখাদ্বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়া বাহুযুগ্মতঃ ॥ ১২
ঊর্ব্বোর্বৈশ্যাঃ পদোঃ শূদ্রাশ্চতুর্ব্বেদাশ্চতুর্ম্মুখাৎ।
ব্রহ্মণঃ প্রতিসর্গোঽয়ং ব্রাহ্মঃ সর্গঃ স্মৃতস্ততঃ ॥ ১৩
মরীচেঃ কশ্যপো জাতঃ কশ্যপাৎ সকলং জগৎ।
দেবা দৈত্যা দানবাশ্চ তস্য সর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪
অত্রের্নেত্রাদভূচ্চন্দ্রশ্চন্দ্রবংশস্ততোঽভবৎ।
তেন ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং সোঽস্য[1] সর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৫
অথর্ব্বাঙ্গিরসী কৃত্যা[2] পুত্রাশ্চ বহবোঽপরে।
মন্ত্রযন্ত্রাদয়ো যে বৈ তে সর্ব্বেঽঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬
আজ্যপাখ্যাঃ পুলস্ত্যস্য পুত্রাশ্চান্যে চ রাক্ষসাঃ।
প্রতিসর্গঃ পুলস্ত্যস্য বলবেগসমন্বিতাঃ ॥ ১৭
কাদ্রবেয়া গজা অশ্বাঃ প্রজা বহুতরাস্তথা।
সসৃজে পুলহেনৈব সর্গস্তস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৮
ক্রতোঃ পুত্রা বালখিল্যাঃ সর্ব্বজ্ঞা ভূরিতেজসঃ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি জ্বলদ্ভাস্করসন্নিভাঃ ॥ ১৯

ইহ জগতে, বরাহ,—যজ্ঞ যজ্ঞীয় দ্রব্য, যূপ, প্রাগ্বংশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং যাবতীয় গুণ—সৃষ্টি করেন। ১০

দক্ষ বহুতর প্রধান প্রধান দেবর্ষি, মহর্ষি এবং সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণকে উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করেন—ইহাই দক্ষের প্রতিসর্গ। ১১

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ, ঊরু হইতে বৈশ্যগণ, পদতল হইতে শূদ্রগণ এবং চারি মুখ হইতে চারি বেদ উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মার প্রতি-সর্গ বলিয়া ইহার নাম ব্রাহ্মসর্গ। ১২-১৩

মরীচি হইতে কশ্যপের উৎপত্তি; কশ্যপ হইতে সমস্ত জগৎ; দেব দৈত্য দানব প্রভৃতি তাঁহার সৃষ্ট, ইহা মারীচ প্রতিসর্গ। ১৪

অত্রির নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, চন্দ্র হইতে জগদ্ব্যাপক চন্দ্রবংশ ইহা সোম-সর্গ বা অত্রির প্রতিসর্গ। ১৫

অথর্ব্ববেদ-প্রচারক অঙ্গিরা ঋষির অনেক পুত্র উৎপন্ন হয়। আর মন্ত্র যন্ত্রাদি সমস্তই অঙ্গিরার সৃষ্ট; ইহা অঙ্গিরার প্রতিসর্গ। ১৬

পুলস্ত্যের পুত্র আজ্যপ-নামক পিতৃগণ এবং বলবীর্য্য সমন্বিত রাক্ষসবৃন্দ—ইহা পুলস্ত্যের প্রতিসর্গ। ১৭

সর্পাদি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বহুতর প্রজা পুলহ সৃষ্টি করেন—ইহা পুলহের প্রতিসর্গ। ১৮

১। সৌম্যঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। অথর্ব্বাঙ্গিরসাঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্।

প্রচেতসঃ সুতাঃ সর্ব্বে যে বৈ প্রাচেতসাঃ স্মৃতাঃ ।
ষড়শীতিসহস্রাণি পাবকোপমতেজসঃ ॥ ২০
সুকালিনো বসিষ্ঠস্য পুত্রাশ্চান্যে চ যোগিনঃ ।
আরুন্ধতেয়াঃ পঞ্চাশদ্বাসিষ্ঠঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ২১
ভৃগোশ্চ ভার্গবা জাতা যে বৈ দৈত্যপুরোধসঃ ।
কবয়স্তে মহাপ্রাজ্ঞাস্তৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ ॥ ২২
নারদাত্তারকা জাতা বিমানানি তথৈব চ ।
প্রশ্নোত্তরাস্তথৈবান্যে নৃত্যগীতঞ্চ কৌতুকম্ ॥ ২৩
এতে দক্ষমরীচ্যাদ্যাঃ কৃতদারান্ বহূন্ সুতান্ ।
উৎপাদ্যোৎপাদ্য পৃথিবীং দিবঞ্চ সমপূরয়ন্ ॥ ২৪
তেষাং সুতেভ্যশ্চ সুতাস্তৎপুত্রেভ্যঃ পরে সুতাঃ ।
সমুৎপন্নাঃ প্রবর্ত্তন্তে হ্যদ্যাপি ভুবনেষু বৈ ॥ ২৫
বিষ্ণোস্তু চক্ষুষোঃ সূর্য্যো মনসশ্চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ ।
শ্রোত্রাদ্বায়ুঃ সমুদ্ভূতো মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ২৬
প্রতিসর্গো হ্যয়ং বিষ্ণোস্তথা চাপি দিশো দশ ॥ ২৭
সৃষ্ট্যর্থং চন্দ্রমাঃ পশ্চাদত্রিনেত্রাদবাতরৎ ।
ভাস্করঃ কশ্যপাজ্জাতো ভার্য্যয়া চ সমর্চ্চিতঃ ॥ ২৮
রুদ্রাচ্চ বহবো জাতা ভূতগ্রামাশ্চতুর্ব্বিধাঃ ।
শ্ববরাহোষ্ট্ররূপাশ্চ প্লবগোমায়ুগোমুখাঃ ॥ ২৯

প্রোজ্জ্বল সূর্য্য-সন্নিভ ভূরিতেজা সর্ব্বজ্ঞ অষ্টাশীতি সহস্র বালখিল্য ক্রতুর পুত্র, ইহা ক্রতুর প্রতিসর্গ । ১৯

অনল সন্নিভ ষড়শীতি-সহস্র প্রাচেতসগণ প্রাচেতার পুত্র ; ইহা প্রচেতার প্রতিসর্গ । ২০

সুকালী নামে পিতৃগণ ও অরুন্ধতী-গর্ভ সম্ভূত অন্য পঞ্চাশ জন যোগী— বসিষ্ঠের পুত্র, ইহার নাম বসিষ্ঠ প্রতিসর্গ । ২১

ভৃগু হইতে ভার্গবদিগের উৎপত্তি ; তাঁহারা দৈত্যগণের পুরোহিত, কবি এবং মহাপ্রাজ্ঞ ; নিখিল জগন্মণ্ডল, তাঁহাদিগের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল । ইহা ভার্গব প্রতিসর্গ । ২২

নারদ হইতে নানাবিধ নক্ষত্র, বিমান, প্রশ্ন-উত্তর, নৃত্য-গীত কৌতুক উৎপন্ন হয়, ইহা নারদপ্রতিসর্গ । ২৩

এই দক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, বহুপুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদিগের বিবাহ দিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পরিপূর্ণ করিলেন । ২৪

তদীয় পুত্র-পৌত্রাদির সন্তান সন্ততি অদ্যাপি ভুবনমণ্ডলে বর্ত্তমান রহিয়াছে ও উৎপন্ন হইতেছে । ২৫

বিষ্ণুর নয়ন হইতে সূর্য্য, মন হইতে চন্দ্র, কর্ণ হইতে বায়ু ও দশদিক্, আর মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল ; ইহা বিষ্ণুর প্রতিসর্গ । ২৬-২৭

পরে চন্দ্র, সৃষ্টির জন্য অত্রি-নেত্র হইতে প্রাদুর্ভূত হন আর সূর্য্য কশ্যপপত্নী অদিতি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কশ্যপের ঔরসে ও অদিতিগর্ভে উৎপন্ন হন । ২৮

রুদ্র হইতে চতুর্ব্বিধ ভূতগণ উৎপন্ন হইল, তন্মধ্যে কুক্কুর, বরাহ ও উষ্ট্র রূপধারী এক প্রকার ; শৃগালাস্য বানরাস্য আর এক প্রকার ; ভল্লুকানন

ঋক্ষমার্জ্জারবদনাঃ সিংহব্যাঘ্রমুখাঃ পরে।
নানাশস্ত্রধরাঃ সর্ব্বে নানারূপাঃ মহাবলাঃ॥ ৩০
এষ বঃ প্রতিসর্গোঽপি কথিতো দ্বিজসত্তমাঃ।
দৈনন্দিনঞ্চ প্রলয়ং শৃণুধ্বং কল্পশেষতঃ॥ ৩১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সৃষ্টিকথনে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মন্বন্তরং মনোঃ কালো যাবৎ পালয়তে প্রজাঃ।
একো মনুঃ স কালস্তু মন্বন্তরমিতি শ্রুতম্॥ ১
তদেকসপ্ততিযুগৈ র্দেবানামিহ জায়তে।
তৈশ্চতুর্দ্দশভিঃ কল্পো দিনমেকঞ্চ বেধসঃ॥ ২
দিনান্তে ব্রহ্মণো জাতে সুষুপ্সা তস্য জায়তে।
যোগনিদ্রা মহামায়া সমায়াতি পিতামহম্॥ ৩
নাভিপদ্মং প্রবিশ্যাথ বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
সুখং শেতে স ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ৪
ততো বিষ্ণুঃ স্বয়ং ভূত্বা রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
পূর্ব্ববন্নাশয়ামাস স সর্ব্বং ভুবনত্রয়ম্॥ ৫

বিড়ালানন অন্যপ্রকার; সিংহমুখ ব্যাঘ্রমুখ অপর প্রকার। তাহারা সকলেই নানা শস্ত্রাস্ত্রধারী, কামরূপী এবং মহাবল-পরাক্রান্ত। ইহা রুদ্রের প্রতিসর্গ। ২৯-৩০

হে দ্বিজোত্তমগণ! তোমাদিগকে এই প্রতিসর্গের কথা বলিলাম। এক্ষণে এক এক কল্পশেষে যে দৈনন্দিন প্রলয় হয় তাহা শ্রবণ কর। ৩১

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়

দৈনন্দিন প্রলয় কথন।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মন্বন্তর শব্দে মনুর অধিকার-কাল বোধ হয়, অর্থাৎ এক একজন মনু, যতদিন প্রজাপালন করেন, ততদিন তাঁহারই নামে মন্বন্তর প্রচলিত হয়, ইহা শুনা আছে। ১

একসপ্ততি দৈবযুগে এক এক মন্বন্তর; চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প; এই কল্পই বিধাতার দিন। ২

ব্রহ্মার দিনাবসানে, জগতে অত্যন্ত উৎপাত হইতে থাকে; মহামায়া যোগনিদ্রা, ব্রহ্মাকে আশ্রয় করেন। ৩

সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মাও অমিততেজা বিষ্ণুর নাভি-কমলে প্রবিষ্ট হইয়া সুখে নিদ্রা যান। ৪

বায়ুনা বহ্নিনা সার্দ্ধং দাহয়ামাস বৈ যথা ।
মহাপ্রলয়কালেষু তথা সর্ব্বং জগত্ত্রয়ম্ ॥ ৬
জনং যান্তি প্রতাপার্ত্তা মহর্লোকনিবাসিনঃ ।
ত্রৈলোক্যদাহসময়ে পীড়িতা দারুণাগ্নিনা ॥ ৭
ততঃ কালান্তকৈর্মেঘৈ র্নানাবর্ণৈর্মহারবৈঃ ।
সমুৎপাদ্য মহাবৃষ্টিমাপূর্য্য ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৮
চলত্তরঙ্গৈস্তোয়ৌঘৈরাধ্রুবস্থানসঙ্কটৈঃ ।
নিধায় জঠরে লোকানিমাংস্ত্রীন্ স জনার্দ্দনঃ ॥ ৯
নাগপর্য্যঙ্কশয়নে শেতে স পরমেশ্বরঃ ॥ ১০
শায়ানং নাভিকমলে ব্রহ্মাণং স জগদ্গুরুঃ ।
সংস্থাপ্য ত্রীনিমাংল্লোঁকান্ দগ্ধ্বা জগ্ধ্বা শ্রিয়া সহ ॥ ১১
শেতে স ভোগিশয্যায়াং অস্মা নারায়ণাত্মকঃ ।
যোগনিদ্রাবশং জাতস্ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতঃ ॥ ১২
ত্রৈলোক্যমখিলং দগ্ধং যদা কালাগ্নিনা তদা ।
অনন্তঃ পৃথিবীং ত্যক্ত্বা বিষ্ণোরন্তিকমাগতঃ ॥ ১৩
তেন ত্যক্তা তু পৃথিবী ক্ষণমাত্রানধোগতা ।
পতিতা কূর্ম্মপৃষ্ঠে চ বিশীর্ণেব তদাভবৎ ॥ ১৪
কূর্ম্মোঽপি মহতো মগ্নাং প্লবন্তীং পৃথিবীং জলে ।
ব্রহ্মাণ্ডং পদ্ভিরাক্রম্য পৃষ্ঠে দধ্রে ধরাং তদা ॥ ১৫
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসংযোগাচ্চূর্ণিতা পৃথিবী ভবেৎ ।
ইতি তাং পরিজগ্রাহ কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ১৬

অনন্তর বিষ্ণু, স্বয়ং ত্রৈলোক্যসংহর্ত্তা রুদ্ররূপী হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত ভুবনমণ্ডল বিনষ্ট করিতে থাকেন। ৫

তিনি যেমন মহাপ্রলয়কালে, বায়ু-বহ্নি-সাহায্যে সমস্ত দগ্ধ করেন, সেইরূপ দৈনন্দিন প্রলয়েও ত্রিলোক দাহ করেন। ৬

ত্রৈলোক্য দাহ-কালে করাল-কৃশানু-তাপ-পীড়িত মহর্লোকনিবাসিগণ, তাপার্ত্ত হইয়া জন-লোকে গমন করেন। ৭

অনন্তর, রুদ্র, নানাবর্ণ ঘোর-গর্জ্জন প্রলয়কালীন জলদ-জাল দ্বারা মহাবৃষ্টি করাইয়া ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত ব্যাপী উত্তুঙ্গ-তরঙ্গাকুল জলরাশিদ্বারা ভুবনমণ্ডল পরিপূর্ণ করেন এবং সেই পরমেশ্বর, ত্রৈলোক্যকে নিজ জঠরাভ্যন্তরে রাখিয়া নাগপর্য্যঙ্কে শয়ন করেন। ৮-১০

সেই জগৎপতি নারায়ণ, ব্রহ্মাকে নাভিকমলে রাখিয়া এবং ত্রৈলোক্য দাহ করিয়া লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে নাগপর্য্যঙ্কে শয়ন করেন। ১১

যখন কালানলে সমস্ত ভুবনমণ্ডল দগ্ধ হয় এবং ত্রৈলোক্যগ্রাসে পরিতৃপ্ত পরমেশ্বর যোগনিদ্রার বশবর্ত্তী হন, তখন অনন্ত, পৃথিবী ছাড়িয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন। ১২-১৩

অনন্ত, ত্যাগ করিলে পৃথিবী ক্ষণমধ্যে অধোগত হইতে হইতে কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া যেন খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পড়ে। ১৪

তখন, কূর্ম্ম, পদ-নিকর-দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড-নিম্ন অবলম্বনপূর্ব্বক জলোপরি ভাসমানা দোদুল্যমানা পৃথিবীকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করেন। ১৫

চলজ্জলৌঘসংসর্গাচ্চলন্ত্যা ধরয়া তদা।
কূর্ম্মপৃষ্ঠং বহুতরৈর্ব্বরৈস্তৈর্বিততীকৃতম্ ॥ ১৭
অনন্তস্তত্র গত্বা তু যত্র ক্ষীরোদসাগরঃ।
তত্র যন্তং শ্রিয়া যুক্তং সুষুপ্তং জনার্দ্দনম্ ॥ ১৮
ফণয়া মধ্যয়া দধ্রে ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতম্।
পূর্ব্বং ফণা বিততোর্দ্ধং পদ্মং কৃত্বা মহাবলঃ।
বিষ্ণুমাচ্ছাদয়ামাস শেষাখ্যঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ১৯
তস্যোপধানমকরোদনন্তো দক্ষিণাং ফণাম্।
উত্তরাং পাদয়োশ্চক্রে উপধানং মহাবলঃ ॥ ২০
তালবৃন্তং তদা চক্রে সশেষঃ পশ্চিমাং ফণাম্।
স্বপন্তং বিজয়ামাস শেষরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ২১
শঙ্খং চক্রং নন্দকাসিমিষুধী দ্বে মহাবলঃ।
ঐশান্যাথ ফণয়া স দধ্রে গরুড়ং তথা ॥ ২২
গদাং পদ্মঞ্চ শার্ঙ্গঞ্চ তথৈব বিবিধায়ুধম্।
যানি চান্যানি তস্যাগ্নেয্যা ফণয়া দধৌ ॥ ২৩
এবং কৃত্বা স্বকং কায়ং শয়নীয়ং তদা হরেঃ।
পৃথ্বীধরকায়েন যথাযাক্রম্য চাম্ভসি ॥ ২৪
ত্রৈলোক্যং ব্রহ্মসহিতং সলক্ষ্মীকং জনার্দ্দনম্।
সোপাসঙ্গং জগদ্বীজং জগৎকারণকারণম্ ॥ ২৫
নিত্যানন্দং বেদময়ং ব্রহ্মণ্যং পরমেশ্বরম্ ॥ ২৬
জগৎকারণকর্ত্তারং জগৎকারণকারণম্ ॥ ২৭

"এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে পতিত হইলে একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে" ভাবিয়া কূর্ম্মরূপী নারায়ণ তাঁহাকে ধারণ করেন। ১৬

পৃথিবী, চঞ্চল-জলরাশিসংসর্গে দোদুল্যমান হইলে কূর্ম্ম, বহুতর ব্রহ্মাণ্ড-ধারণ-ক্ষম নিজ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেন। ১৭

যথায় ক্ষীরোদ সমুদ্রে নারায়ণ, লক্ষ্মীসমভিব্যাহারে নিদ্রাভিলাষী শেষ নামক পরমেশ্বর মহাবল অনন্ত, তথায় যাইয়া ত্রৈলোক্য-গ্রাসতৃপ্ত সেই পরমেশ্বরকে মধ্যম ফণা দ্বারা ধারণ করেন; পূর্ব্ব-ফণা পদ্মাকারে ঊর্দ্ধে বিস্তৃত করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করেন। ১৮-১৯

দক্ষিণ-ফণা তাঁহার উপাধান করিয়া দেন; উত্তর-ফণা তাঁহার পাদোপধান করেন। ২০

মহাবল অনন্তরূপী বিষ্ণু, পশ্চিম-ফণাকে তালবৃন্ত করিয়া নিদ্রাভিলাষী দেবদেবকে স্বয়ং ব্যজন করেন। ২১

তিনি নারায়ণের শঙ্খ, চক্র, নন্দকখড়্গ, তূণীর-দ্বয় এবং গরুড়কে, ঈশান-ফণার দ্বারা ধারণ করেন। ২২

আর গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গধনু এবং অন্য সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র আগ্নেয়-ফণা দ্বারা ধারণ করেন। ২৩

অনন্ত, এইরূপে নিজদেহকে নারায়ণের শয্যা করিয়া এবং জলমগ্না পৃথিবীর উপর অধো-দেহ স্থাপন করিয়া আপনারই শরীরান্তর জগৎ-কারণ-কারণ

ভূতভব্যভবন্নাথং পরাবরগতিং হরিম্।
দধার শিরসা তস্য স্বয়মেব ফণাং তনুম্ ॥ ২৮

এবং ব্রহ্মদিনস্যৈব প্রমাণেন নিশাং হরিঃ।
সন্ধ্যাঞ্চ সমতিব্যাপ্য শেতে নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥ ২৯

যস্মাদয়ন্তু প্রলয়ো ব্রহ্মণঃ স্যাদ্দিনে দিনে।
তস্মাদ্দৈনন্দিনমিতি খ্যাপয়ন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৩০

ব্যতীতায়াং নিশায়াস্তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ত্যক্ত্বা নিদ্রাং সমুত্তস্থৌ স পুনঃ সৃষ্টয়ে স্থিতঃ ॥ ৩১

ত্রৈলোক্যং তোয়সম্পূর্ণং শয়ানং পুরুষোত্তমম্।
নিরীক্ষ্য বৈষ্ণবীং মায়াং মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
যোগনিদ্রাং স তুষ্টাব হরেরঙ্গে্যু সংস্থিতাম্ ॥ ৩২

ব্রহ্মোবাচ—

চিতিশক্তিং নির্ব্বিকারাং পরব্রহ্মস্বরূপিণীম্।
প্রণমামি মহামায়াং যোগনিদ্রাং সনাতনীম্ ॥ ৩৩

ত্বং বিদ্যা যোগিনাং দেবি ত্বং গতিস্ত্বং মতিঃ স্তুতিঃ।
ত্বং সৃষ্টিস্ত্বং স্থিতিঃ স্বাহা স্বধা ত্বমিহ গীতিকা ॥ ৩৪

ত্বং সামগীতিস্ত্বং নীতিস্ত্বং হ্রীঃ শ্রীস্ত্বং সরস্বতী।
যোগনিদ্রা মহামায়া মোহনিদ্রা ত্বমীশ্বরী ॥ ৩৫

ত্বং কান্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্ত্বং ত্বং তনুর্বৈষ্ণবী শিবা।
ত্বং ধাত্রী সর্ব্বলোকানামবিদ্যা ত্বং শরীরিণাম্ ॥ ৩৬

জগদ্বীজ নিত্যানন্দ বেদময় ব্রহ্মণা জগৎ-কারণ-কর্ত্তা। তৎকালে নারায়ণের নাভি-কমলে ব্রহ্মা ও জঠরাভ্যন্তরে ত্রৈলোক্য বিরাজিত থাকে। ২৩-২৭

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানাধিপতি পরাবরগতি সপরিচ্ছদ লক্ষ্মী-সহচর নারায়ণকে মস্তকে ধারণ করেন। ২৮

অব্যয় নারায়ণ, ব্রহ্ম দিবসের সম-পরিমাণ সন্ধ্যাসহ রাত্রি এইরূপে শয়ন করিয়া অতিবাহিত করেন। ২৯

এই প্রলয়—ব্রহ্মার প্রতি দিনান্তেই হয় বলিয়া পুরাবেত্তৃগণ ইহাকে "দৈনন্দিন" প্রলয় বলিয়া থাকেন। ৩০

রজনী অতীত হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, এই জগতে পুনরায় সৃষ্টি করিবার জন্য নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হন। ৩১

ত্রিভুবনকে জলরাশিপূর্ণ ও পুরুষোত্তমকে শয়ান দেখিয়া—ব্রহ্মা, মহামায়া নারায়ণের অঙ্গ-সংস্থিতা বৈষ্ণবী মায়া জগন্ময়ী যোগ নিদ্রাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৩২

নির্ব্বিকারা চিৎশক্তি পরম ব্রহ্মরূপিণী মহামায়া সনাতনী যোগনিদ্রাকে আমি প্রণাম করি। ৩৩

দেবি! তুমি যোগিগণের তত্ত্ববিদ্যা, তুমি গতি, তুমি স্তুতি, তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি; তুমি স্বাহা-স্বধা, তুমি সঙ্গীতরূপা। ৩৪

তুমি সাম গীতি, তুমি নীতি, তুমি লজ্জা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী; হে ঈশ্বরি! তুমিই যোগনিদ্রা, মহানিদ্রা ও মোহনিদ্রা। ৩৫

আধারশক্তিস্ত্বং দেবী ত্বং হি ব্রহ্মাণ্ডধারিণী।
ত্বমেব সর্ব্বজগতাং প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৩৭
ত্বং সাবিত্রী চ গায়ত্রী সৌম্যা সৌম্যাতিশোভনা।
ত্বং সিসৃক্ষা হরের্নিত্যা সুষুপ্সা ত্বং সুষুপ্তিকা ॥ ৩৮
পুষ্টির্লজ্জা ক্ষমা শান্তিস্ত্বং ধৃতিঃ পরমেশ্বরী।
ত্বমেব ক্ষিতিরূপেণ বিভর্ষি সচরাচরম্ ॥ ৩৯
ত্বমাপস্ত্বমপাং মাতা সর্ব্বান্তর্গতচারিণী।
স্তুতিঃ স্তুত্যা চ স্তোত্রী চ স্তুতিশক্তিস্ত্বমেব চ ॥ ৪০
ত্বামহং কিন্তু স্তোষ্যামি প্রসীদ পরমেশ্বরি।
নমস্তুভ্যং জগন্মাতঃ প্রবোধয় জনার্দ্দনম্ ॥ ৪১
এবং স্তুতা মহামায়া ব্রহ্মণা লোককারিণা।
নেত্রাস্যনাসিকাবাহু-হৃদয়ান্নির্গতা হরেঃ ॥ ৪২
রাজসীং মূর্ত্তিমাশ্রিত্য[1] সা তস্থৌ ব্রহ্মদর্শনে ॥ ৪৩
ততো জনার্দ্দনো যোগিশয়নাদ্বিদ্রবৎ ক্ষণাৎ।
পরিত্যক্তঃ সমুত্তস্থৌ সৃষ্টয়ে চাকরোন্মতিম্ ॥ ৪৪
ততো বরাহরূপেণ নিমগ্নাং পৃথিবীং জলে।
মগ্নাং সমুদ্ধারাত্ত দ্রুতাঞ্চ সলিলোপরি ॥ ৪৫
তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
বিততত্বাচ্চ দেহস্য ন মহী যাতি সংপ্লবম্ ॥ ৪৬

তুমি কান্তি, তুমি সর্ব্বশক্তি, তুমি বিষ্ণুমূর্ত্তি, তুমিই শিবা; তুমি সর্ব্বলোক-ধাত্রী, তুমিই প্রাণিগণের অবিদ্যা। ৩৬

হে দেবি! তুমি ব্রহ্মাণ্ড-ধারিণী আধারশক্তি; তুমিই সর্ব্বজগতের ত্রিগুণা-ত্মিকা প্রকৃতি। ৩৭

তুমি সাবিত্রী, তুমি গায়ত্রী, তুমি সৌম্যা, তুমি ভীষণা, আবার তুমিই অতি-শোভনা, তুমি নারায়ণের নিত্যাসিসৃক্ষা, তুমি সুষুপ্সা, তুমিই সুষুপ্তি। ৩৮

হে পরমেশ্বরি! তুমি, লজ্জা-পুষ্টি-ক্ষমা-শান্তি-ধৃতি; তুমি পৃথিবীরূপে সচরাচর ভুবনমণ্ডল ধারণ করিতেছ। ৩৯

তুমি জল, তুমি জলের কারণ; তুমি সর্ব্বাভ্যন্তরচারিণী; তুমি স্তুতি, তুমি স্তবের যোগ্য, তুমি স্তুতিকারিণী, আবার তুমিই স্তুতিশক্তি। ৪০

আমি তোমাকে কি স্তব করিব? হে পরমেশ্বরি! প্রসন্ন হও; হে জগদম্বে! তোমার পায়ে পড়ি, নারায়ণকে জাগাইয়া দেও ৪১

ব্রহ্মা, লোকধাত্রী মহামায়ার এইরূপ স্তব করিলে তিনি, নারায়ণকে চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু এবং হৃদয় হইতে নির্গত হইলেন। ৪২

রজোগুণময়ী মূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মার নয়নপথে অবস্থিত হইলেন। ৪৩

অনন্তর, নারায়ণ, যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ক্ষণমধ্যে ভুজঙ্গশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ও সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন। ৪৪

অনন্তর, তিনি জলমগ্না পৃথিবীকে বরাহরূপে উদ্ধৃত করিয়া অবিলম্বে জল-রাশির উপরিভাগে স্থাপন করেন। ৪৫

১। রাজসীং মূর্ত্তিমাহায—ইতি পাঠান্তরম্।

ততো হরিঃ ক্ষিতিং গত্বা তোয়রাশিং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য জন্তুস্থিতয়ে প্রবৃত্তঃ স্বয়মেব হি॥ ৪৭
অনন্তোঽপি যথাপূর্ব্বং তথা গত্বা ক্ষিতেস্তলম্।
পৃথিবীং ধারয়ামাস কূর্ম্মস্যোপরি সংস্থিতঃ॥ ৪৮
ততো ব্রহ্মা সমুৎপাদ্য সর্ব্বানেব প্রজাপতীন্।
জগদুৎপাদয়ামাস সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ ৪৯
ব্রহ্মা বা কুরুতে সৃষ্টিং যদাঽন্যে বাপি কুর্ব্বতে।
দক্ষাদ্যাস্তু প্রজাপালাঃ স্বয়মেব তদিচ্ছয়া॥ ৫০
পরব্রহ্মস্বরূপী যঃ সোঽনুগৃহ্লাতি সন্ততম্।
প্রকৃতিস্তানুগৃহ্লাতি মহাভূতানি পঞ্চ বৈ॥ ৫১
পুরুষস্তানুগৃহ্লাতি তথৈব মহদাদয়ঃ।
ঈশ্বরেচ্ছাধিষ্ঠানাৎ পুরুষাদক্তসঞ্চয়াৎ॥ ৫২
পুরুষাণামধিষ্ঠানান্মহাভূতগণস্য চ।
তথৈব মহদাদীনাং কালস্য চ মহাত্মনঃ।
অধিষ্ঠানাৎ প্রধানস্য যচ্চ কিঞ্চন জায়তে॥ ৫৩
স্থাবরং জঙ্গমং বাপি স্থিরং বাপ্যথবাদ্ভুতম্[১]।
সর্ব্বমেষামধিষ্ঠানাজ্জায়তে দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৫৪
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং যথৈবাদর্শয়ৎ পুরা।
হরায় সৃষ্টিসংহার-কল্পাত্মান্ ভগবান্ হরিঃ॥ ৫৫

পৃথিবী সেই জলরাশির উপরে বৃহৎ নৌকার ন্যায় অবস্থিত হয়, বিস্তৃত দেহ বলিয়া ডুবিয়া যায় না। ৪৬

অনন্তর, নারায়ণ, পৃথিবীতে আসিয়া নিজ মায়াবলে সমস্ত জলরাশি অপসারণপূর্ব্বক প্রাণিগণের স্থিতির জন্য নিজেই সচেষ্ট হন ৪৭

অনন্তও পূর্ব্ববৎ পৃথিবীতলে গিয়া কূর্ম্মোপরি অবস্থিত হইয়া পৃথিবী ধারণ করেন। ৪৮

অনন্তর, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, সমস্ত প্রজাপতিগণকে উৎপাদন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ৪৯

ব্রহ্মা বা দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, যখন যে সৃষ্টি করেন, তখন তাহাই পরমেশ্বরের ইচ্ছাসম্ভূত। ৫০

হে দ্বিজবরগণ। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টিপ্রবৃত্ত প্রজা ব্রহ্মাদিগের প্রতি পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপ ভগবান্ প্রকৃতি, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, পুরুষ এবং মহদাদি প্রকৃতির অনুগ্রহ জন্মে। ৫১-৫২

পুরুষগণ, মহাভূতসমূহ, প্রধান-পুরুষ, ব্রহ্ম, কাল এবং মহদাদি প্রকৃতির অধিষ্ঠান হেতু স্থাবর অথবা জঙ্গম, স্থির অথবা নশ্বর যাহাদের উৎপত্তি হয়, সে সকলেতেই পরম-পুরুষ কারণসমূহে অধিষ্ঠান করেন। ৫৩-৫৪

ভগবান্ হরি, মহাদেবকে যে প্রকারে কল্পান্ত সম্বন্ধীয় সৃষ্টি এবং সংহার দর্শন করাইয়াছিলেন, আমি তাহা বিশেষরূপে তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম। ৫৫

১। অথবা ধ্রুবম্। সর্ব্বমেতদধিষ্ঠান ঃ......ইতি পাঠান্তরম্

যথা জগৎপ্রপঞ্চস্যাসারতা দর্শিতা পরা।
যচ্চ সারং দর্শিতং তন্মত্তঃ শৃণুত বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৫৬
ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জগৎ সর্ব্বন্তু নিঃসারমনিত্যং দুঃখভাজনম্[১]।
উৎপদ্যতে ক্ষণাদেতৎ ক্ষণাদেতদ্বিপদ্যতে ॥ ১
তথৈবোৎপদ্যতে সারান্নিঃসারং জগদঞ্জসা।
পুনস্তস্মিন্ বিলীয়ন্তে মহাপ্রলয়সঙ্গমে ॥ ২
উৎপত্তিপ্রলয়াভ্যান্তু জগন্নিঃসারতাং হরিঃ।
শম্ভবে দর্শয়ামাস ভাবেন জগতাং পতিঃ ॥ ৩

একং শিবং শান্তমনন্তমচ্যুতং
পরাৎপরং জ্ঞানময়ং বিশেষম্।
অদ্বৈতমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং
সারং ত্বেকং নাস্তি সারং তদন্যৎ ॥ ৪
যস্মাদেতজ্জায়তে বিশ্বমগ্র্যং
যস্মাল্লীনং স্যাত্তু পশ্চাৎ স্থিতঞ্চ।
আকাশবন্মেঘজালস্য বৃত্তা
যস্মিন্নং বৈ ক্রিয়তে তত্ত্বসারম্ ॥ ৫

ভগবান্ মহাদেবকে যেরূপে জগৎ-প্রপঞ্চের অসারতা দর্শন করাইয়াছেন, সম্প্রতি সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি, হে দ্বিজগণ। তাহা শ্রবণ কর। ৫৬

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

জগতের অসারত্ব-কীর্ত্তন।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অপরিসীম দুঃখের সাগর এই সারাংশরহিত জগৎ-সমূহ যে ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, পুনরায় সেই ক্ষণেই লীন হইতেছে। ১

নিঃসার জগৎ—যে সকল সারবস্তু অক্লেশে উৎপাদন করিতেছে, পুনর্ব্বার মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সেই জগতেই উক্ত সারবস্তু সকল বিলীন হইতেছে। ২

জগন্নাথ হরি, উৎপত্তি এবং প্রলয় দ্বারা মহাদেবকে ভাবে জগৎ-প্রপঞ্চের নিঃসারতা দেখাইলেন। ৩

একমাত্র মঙ্গলনিধান শান্ত অনন্ত অচ্যুত পরাৎপর জ্ঞানময় বিশিষ্ট অদ্বৈত অব্যক্ত অচিন্ত্যরূপ এক ব্রহ্মই সার তদ্ভিন্ন সকলই অসার। ৪

১। কারণম্,—ইতি পাঠান্তরম্।

অষ্টাঙ্গযোগৈর্যদবাপ্তুমিচ্ছন্
যোগী পুনাত্যাত্মরূপং[1] সদৈব।
নিবর্ত্ততে প্রাপ্য যং নেহ লোকে
তদ্বৈ সারং সারমন্যন্ন চাস্তি॥৬

সারো দ্বিতীয়ো ধর্ম্মস্তু যো নিত্যপ্রাপ্তয়ে ভবেৎ।
যো বৈ নিবর্ত্তকো নাম হ্যসারঃ প্রবর্ত্তকঃ॥৭
ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকো মৃত্তিকাং যথা।
সহায়ার্থং পরে লোকে পূর্ব্বপাপবিমুক্তয়ে॥৮
একো ধর্ম্মঃ পরং শ্রেয়ঃ সর্ব্বসংসারকর্ম্মসু।
ইতরে তু ত্রয়ো ধর্ম্মাজ্জায়ন্তেঽর্থাদয়োঽপরে॥৯
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাথ কর্ত্তনম্।
ন তু ধর্ম্মপরিত্যাগো লোকে বেদে চ গর্হিতঃ॥১০
ধর্ম্মেণ ধ্রিয়তে লোকো ধর্ম্মেণ ক্রিয়তে জগৎ।
ধর্ম্মেণৈব সুরাঃ সর্ব্বে সুরত্বমগমন্ পুরা॥১১
ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ্‌ভগবান্ জগৎ পালয়তেঽনিশম্।
স এব মূলং পুরুষো ধর্ম্ম ইত্যভিধীয়তে॥১২
সর্ব্বং ক্ষরতি লোকেঽস্মিন্ ধর্ম্মো নৈব চ্যুতো ভবেৎ।
ধর্ম্মান্ন যো ন বিচলতি স এবাক্ষর উচ্যতে॥১৩

যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় হইতেছে এবং যিনি মেঘ-জালমণ্ডিত গগনমণ্ডলকে অসার বিশ্বমণ্ডলের সহিত ধারণ করিতেছেন, যোগি-পুরুষগণ আত্মস্বরূপ যে পরমাত্মার প্রাপ্তিবাসনায় সর্ব্বদা অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করেন এবং যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াজাল-জটিল-সংসারমণ্ডলে পুনর্ব্বার প্রতি-নিবৃত্ত হন না;—সেই যোগিগণের আরাধ্য ব্রহ্মই সার, অন্য সকলই অসার এবং যাহার দ্বারা নিত্যপদ-প্রাপ্তি হয়, সেই নিবর্ত্তক (নিষ্কাম) ধর্ম্ম দ্বিতীয় সার। প্রবর্ত্তক (সকাম) ধর্ম্ম অসার। ৫-৭

বল্মীককৃমি (উই) যে প্রকার উৎসাহে মৃত্তিকাসঞ্চয় করত স্বীয় স্বার্থসাধন করে, সেইরূপ চতুর ব্যক্তি পাপ-বিমুক্তি এবং পারলৌকিক পথের পাথেয়-স্বরূপ ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে। ৮

এক ধর্ম্মই সকল প্রকার সাংসারিক কর্ম্মসমূহের মঙ্গলনিদান। এতদ্ভিন্ন অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রভৃতি, সেই ধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়। ৯

বরং শিরশ্ছেদাদি দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ শতগুণে শ্রেষ্ঠতর, তথাপি লোক এবং বেদ উভয়গর্হিত ধর্ম্ম-পরিত্যাগ করা অতি অযোগ্য। ১০

এই লোকত্রয় ধর্ম্মকর্ত্তৃক ধৃত। জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য ধর্ম্ম হইতে হই-তেছে। এবং পূর্ব্বে ত্রিদিবেশ্বর দেবগণ ধর্ম্মবলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। ১১

চতুষ্পাদ ধর্ম্মস্বরূপ ভগবান্ নিরন্তর জগৎ পরিপালন করিতেছেন। তিনিই আদি পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। ১২

যে ব্যক্তি ধর্ম্মচ্যুত হয়, সেই ব্যক্তিই ক্ষর নামে অভিহিত এবং যে ব্যক্তি প্রযত্ন-পরিপাল্য স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত না হয়, তাহাকেই অক্ষরসংজ্ঞায় অভিধেয় বলা হয়। ১৩

১। পুনত্যাত্মরূপং—ইতি পাঠান্তরম্।

এতত্তঃ কথিতং সারং নিঃসারং সকলং জগৎ।
যথা স্বয়ং দদর্শাংসো শম্ভুর্ধ্যানেন স্বেঽন্তরে॥ ১৪
এতদ্বৈ দর্শয়ামাস স বিষ্ণুর্জগতাং পতিঃ।
স্বয়ং জগ্রাহ মনসা ধ্যানেনাত্মনি শঙ্করঃ॥ ১৫
সারং তত্ত্বং পরমং নিষ্কলং স-
মূর্ত্ত্যা হীনং মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম এবঃ।
সারোঽন্যোঽংশো সারহীনং তদজ্ঞং
জ্ঞাত্বৈবেখং যাতি নিত্যং মহাধীঃ॥ ১৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ—

যে সৃষ্টাঃ শম্ভুনা পূর্ব্বং ভূতগ্রামাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
কিমর্থং তে সমুৎপন্নাঃ কথং বানেকরূপতা॥ ১
শরীরমর্দ্ধং বারাহমর্দ্ধং মত্তাবলং তথা।
সিংহব্যাঘ্রশরীরাশ্চ কেচিদ্ কেচিদ্গণাধিপাঃ॥ ২
কথন্তে বা গণাঃ ক্রূরাঃ কিং ভোগাস্তে মহৌজসঃ।
এতৎ সর্ব্বং বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামো দ্বিজসত্তম॥ ৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট সার ব্রহ্ম এবং অসার জগতের বিষয় বর্ণনা করিলাম। ১৪

এই বিষয় স্বয়ং মহাদেব স্বীয় অন্তরে ধ্যানে দর্শন করিয়াছেন। জগন্নাথ বিষ্ণু এই বিষয় দর্শন করাইয়াছিলেন। ১৫

মহাদেব স্বয়ং আত্মধ্যান বলে দর্শন করিয়াছিলেন। নিরাকার হইয়াও মূর্ত্তিমান্ নির্ম্মায়িক পরমব্রহ্মই সার এবং ধর্ম্ম দ্বিতীয় সারস্বরূপ। এতদ্ভিন্ন সকলই অসার। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সার পদার্থ জানিয়াও নিত্য-পদ মোক্ষ-ধাম প্রাপ্ত হন। ১৬

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

বরাহের ক্রীড়া বর্ণন

ঋষিগণ বলিলেন;—মহাদেব পূর্ব্বে যে চতুর্ব্বিধ ভূতগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা উৎপন্ন হইয়া কি কার্য্য সাধন করিয়াছিল? এবং তাহারা কি নিমিত্ত নানারূপ ধারণ করিল? ১

কাহারও অর্দ্ধ-শরীর বরাহের ন্যায় এবং অর্দ্ধ-শরীর হস্তীর ন্যায়। কোন কোন গণনায়ক কি নিমিত্ত সিংহ ব্যাঘ্রাদির ভয়ঙ্কর রূপধারী হইয়াছিল? ২

কি নিমিত্ত তাহারা নিরন্তর ক্রূর কর্ম্ম করিত? এবং মহাবল প্রমথ-

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে যথা শম্ভুগণাভবন্[1] ।
যদর্থন্তে সমুৎপন্না যস্মাত্তে নৈকরূপিণঃ ॥ ৪
এতদ্বঃ পরমং গুহ্যমিদং ধর্ম্মার্থকামদম্ ।
এতদ্ধি পরমং তেজঃ সততং পরমং তপঃ ॥ ৫
ইদং শ্রুত্বা মহাখ্যানং পরত্রেহ ন সীদতি ॥ ৬
যশস্যং ধর্ম্ম্যমায়ুষ্যং তুষ্টিপুষ্টিপ্রদং পরম্ ॥ ৭
আদিসর্গেঽথ বারাহে সম্পূর্ণে মুনিসত্তমাঃ ।
শঙ্করঃ প্রাহ সর্ব্বেশং বারাহং জগতাং পতিম্ ॥ ৮

ঈশ্বর উবাচ—

যদর্থং ভবতা রূপং বারাহং কল্পিতং বিভো ।
তত্তে পূর্ণং কৃতং পৃথ্বী যথাবৎ স্থাপিতা ত্বয়া ॥ ৯
সাগরাণাঞ্চ সংস্থানং নদীনাঞ্চ তথা ক্ষিতেঃ ।
সৃষ্টির্ব্রহ্মকৃতা চাপি সম্পন্না ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ১০
ত্বং হি সর্ব্বময়ো যজ্ঞময়স্তেজোময়স্তথা ।
গুরূণামথ সর্ব্বেষাং ত্বং গুরুস্তু পরাৎপরঃ ॥ ১১
ত্বাং বোঢ়ুং ন ক্ষমা পৃথ্বী বিশীর্ণেব জগৎপতে ।
যন্ত্রিতা শৈলসঙ্ঘাতৈর্ভবতা স্থাপিতৈঃ পুরা ॥ ১২

গণের আহার্য্য কি ছিল ? এই সকল বিষয় শ্রবণের নিমিত্ত আমরা অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়াছি । ৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে মুনিগণ ! যে প্রকারে শিব হইতে গণসকলের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহারা উৎপন্ন হইয়া যে কার্য্য সাধন করিয়াছিল, তোমরা তাহা শ্রবণ কর । ৪

সুগোপনীয় ধর্ম্ম-অর্থ কামদায়ী তেজস্বী পরম-তপস্যা-স্বরূপ এই বৃত্তান্ত তোমাদের সমক্ষে কীর্ত্তন করিতেছি । ৫

লোক-যশস্কর, ধনপ্রদ, আয়ুর্জনক, সন্তোষক, পুষ্টিকারক এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া ইহলোক এবং পরলোকে কোন কষ্ট পায় না । ৬-৭

মুনিবরগণ ! আদি বরাহসর্গ শেষ হইলে মহাদেব জগন্নাথ বরাহ দেবকে বলিয়াছিলেন,—প্রভো ! আপনি যাহার নিমিত্ত বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, পৃথিবী পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থানে অবস্থাপিত হইয়াছেন । ৮

অতএব আপনার বরাহরূপ ধারণের সার্থক্য সম্পন্ন হইয়াছে । এবং আপনার অনুগ্রহে সাগর সকলের প্রকৃতিস্থিতা, পৃথিবীর উদ্ধার এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে । ৯-১০

আপনি তেজোময় সর্ব্বময় যজ্ঞস্বরূপ এবং জগতে যে সকল গুরু আছেন, তাঁহাদেরও আপনি পরাৎপর গুরুস্বরূপ । ১১

হে পৃথিবীপতে ! আপনার বহনে অসমর্থা পৃথিবী বিশীর্ণা হইতেছেন এবং পূর্ব্বে আপনার স্থাপিত ধরা পর্ব্বত-সমূহের সংঘাতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন । ১২

১। ......গণা জাতাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

তস্মাত্ত্বং ত্যজ বারাহং শরীরং জগতাং পতেঃ।
জগন্ময়ং জগদ্রূপং জগৎকারণকারণম্ ॥ ১৩
কস্ত্বত্তোঽন্যঃ ক্ষমো বোঢ়ুং বারাহন্তে বপুর্বিভো।
বিশেষতস্ত্বয়া পৃথ্বী সকামা ধর্ষিতা জলে।
স্ত্রীধর্ম্মিণী ত্বত্তেজোভিঃ সাধাদ্গর্ভঞ্চ দারুণম্ ॥ ১৪
রজস্বলা ক্ষমা গর্ভং যামাধত্ত জগৎপতে।
তস্মাদ্যস্তনয়ো ভাবী[1] সোঽপ্যাদাস্যতি দুর্ধর্ষঃ ॥ ১৫
এষ প্রাপ্যাসুরং ভাবং দেবগন্ধর্ব্বহিংসকঃ।
ভবিষ্যতীতি লোকেশঃ প্রাহ মাং দক্ষসন্নিধৌ ॥ ১৬
মলিনীরতিসঙ্গাত্তং দুষ্টন্তেঽনিষ্টকারকম্।
কামুকং ত্যজ লোকেশ বারাহং কায়মীদৃশম্ ॥ ১৭
ত্বমেব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকো লোকভাবনঃ।
কালে প্রাপ্তে স্থিতিং সৃষ্টিং সংহারঞ্চ করিষ্যসি ॥ ১৮
তস্মাল্লোকহিতার্থায় ত্যক্ত্বা কায়ং মহাবল।
কালে প্রাপ্তে পুনস্ত্বং কায়ং পোত্রং করিষ্যসি ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
বারাহমূর্ত্তির্ভগবান্ মহাদেবমুবাচ হ ॥ ২০

শ্রীভগবানুবাচ—

করিষ্যেঽহং তব বচস্ত্বং যথাত্থ মহেশ্বর।
ইমন্তু যজ্ঞবারাহং কায়ন্ত্যক্ষ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ২১

অতএব হে ধরাপতে! আপনি বরাহ শরীর ত্যাগ করুন। জগদাত্মক জগদ্রূপ এবং জগতের কারণ-সমূহেরও কারণ-স্বরূপ আপনার এই বরাহ-দেহকে অন্য কে বহন করিতে পারিবে; বিশেষতঃ আপনি জলময়-প্রদেশে কামিনী পৃথিবীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। স্ত্রীধর্ম্মিণী পৃথিবী আপনার তেজে দারুণ গর্ভধারণ করিয়াছেন। ১৩-১৪

হে জগন্নাথ! রজস্বলা পৃথিবী যে গর্ভধারণ করিয়াছেন, সেই গর্ভ হইতে যাহার উৎপত্তি হইবে, তাহার দুর্ধর্ষ হইবে এবং দেবগন্ধর্ব্বাদির প্রতিদ্বন্দ্বী আসুরীভাব লাভ করিবে। দক্ষের সমীপে লোকপতি ব্রহ্মার নিকট এই কথা শ্রুত হইয়াছি, হে লোকপতে! রজস্বলাসঙ্গমে দোষান্বিত অনিষ্টকারক এই কামুক বরাহ দেহত্যাগ করুন। ১৫-১৭

আপনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী লোকনিয়ন্তা এবং সময় মত সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়াদিকার্য্য করিয়া থাকেন। ১৮

অতএব হে মহাবল! লোকহিতের নিমিত্ত প্রকাণ্ড বরাহদেহ ত্যাগ করুন। পুনর্ব্বার উচিতকালে এই দেহ ধারণ করত উপস্থিত কার্য্য সাধন করিবেন। ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবান্ বরাহদেব মহাদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত বলিলেন,—হে মহেশ্বর! তুমি যে বাক্য আমাকে বলিলে তোমার সেই বাক্যানুসারে যজ্ঞবরাহদেহ নিশ্চয় ত্যাগ করিব। ২০-২১

১। ......ধাস্যতি, দুর্দ্ধর্ষঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

কালে প্রাপ্তে পুনস্ত্বঞ্চ কায়ং বারাহমদ্ভুতম্।
করিষ্যেঽহং স্থরাধর্ষং লোকানাং ভাবনায় বৈ ॥ ২২
ইত্যুক্ত্বা স মহাকায়স্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
জগদ্গুরুর্জগৎস্রষ্টা জগদ্ধাতা জগৎপতিঃ ॥ ২৩
তস্মিন্নন্তর্হিতে দেবে দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
নিজং স্থানং দেবগণৈঃ প্রমথৈশ্চ জগাম হ ॥ ২৪
বরাহোঽপি স্বয়ং গত্বা লোকালোকাহ্বয়ং গিরিম্।
বারাহ্যা সহ রেমে স পৃথিব্যা চারুরূপয়া ॥ ২৫
স তয়া রমমাণস্তু সুচিরং পর্ব্বতোত্তমে।
নাবাপ তোষং লোকেশঃ পোত্রী পরমকামুকঃ ॥ ২৬
পৃথিব্যাঃ পোত্রীরূপায়া রময়ন্ত্যাস্ততঃ সুতাঃ।
ত্রয়ো জাতা দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ২৭
সুবৃত্তঃ কনকো ঘোর সর্ব্ব এব মহাবলাঃ ॥ ২৮
শিশবস্তে মেরুপৃষ্ঠে কাঞ্চনে বপ্রসংস্তরে।
রেমিরেঽন্যোন্যসংসক্তা গহ্বরেষু সরঃসু চ ॥ ২৯
স তৈঃ পুত্রৈঃ পরিবৃতো বরাহো ভার্য্যয়া স্বয়া।
রমমাণস্তদা কায়ত্যাগং নৈবাপপদ্যত ॥ ৩০
কদাচিচ্ছিশুভিস্তৈস্তু সংশ্লিষ্টঃ কর্দ্দমান্তরে।
চকার কর্দ্দমক্রীড়াং ভার্য্যয়া চ মহাবলঃ ॥ ৩১
সপঙ্কলেপঃ শুশুভে বরাহো মধুপিঙ্গলঃ।
সন্ধ্যাঘনো যথা তোয়ং করংস্তোয়ং তথাবিধঃ ॥ ৩২

এবং তোমার কথানুসারে সময়মত লোকহিতের নিমিত্ত পুনর্ব্বার আশ্চর্য্য বরাহ দেহ ধারণ করিব। ২২

জগতের গুরু জগৎ-স্রষ্টা লোকনিয়ন্তা জগন্নাথ মহাকায় বরাহরূপী ভগবান্ এই প্রকার বলিতে বলিতে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ২৩

বরাহদেব অন্তর্হিত হইলে দেবদেব মহাদেব প্রমথগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ২৪

বরাহদেব সেই স্থান হইতে যাইয়া লোকালোক পর্ব্বতে বরাহরূপিণী মনোরমা পৃথিবীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ২৫

পরমকামুক বরাহরূপী লোকেশ, পর্ব্বতোত্তমে পৃথিবীর সহিত বহুকাল বিলাস করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিলেন না। ২৬

তদনন্তর বরাহদেবের বীর্য্যে পৃথিবীর গর্ভে মহাবল সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোরনামক তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইল। ২৭-২৮

সুবৃত্তাদি মহাবল বরাহ-পুত্রগণ শৈশবকালে পরস্পর মিলিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের কাঞ্চনময় সানুতে, গহ্বর মধ্যে এবং সরোবরে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। ২৯

হে দ্বিজগণ! বরাহদেব সেইকালে বরাহরূপিণী পৃথিবীর সহিত রমণরসে এবং সুবৃত্তাদিগণের স্নেহে কাম ক্রীড়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ৩০

মহাবল বরাহদেব কখন পুত্রগণের সহিত কর্দ্দম মধ্যে অবতরণ করিয়া ভার্য্যার সহিত কর্দ্দমক্রীড়া করিতেন। ৩১

স পুত্ত্রৈঃ পরমপ্রীতো ভার্য্যয়া চ পৃথিব্যয়া।
বিক্রমং ধরণীং রেমে মধ্যানিম্নাথ সাভবং ॥ ৩৩
অনন্তোঽপি সমাক্রম্য কূর্ম্মং স পৃথিবীতলে।
হরিং বহন্ ভুগ্নশিরাঃ[১] সাতঙ্কোঽভূৎ প্রপীড়য়া ॥ ৩৪
সুবৃত্তেন স্বর্ণবপ্রং ঘোরেণ কনকেন চ।
বিদারিতং পোত্রঘাতৈঃ স্বর্ণভগ্নাৎ কৃতং সমম্ ॥ ৩৫
মেরুপৃষ্ঠে যানি যানি সৌবর্ণানি দ্বিজোত্তমাঃ।
রচিতানি সুরৈর্যত্নাত্তানি ভগ্নানি তৎসুতৈঃ ॥ ৩৬
মানসাদীনি দেবানাং সরাংসি শিশবোঽথ তে।
আবিলানি তদা চক্রুঃ পোত্রঘাতৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৭
পৃথিবীবনিতারূপা রময়ামাস পোত্রিণম্।
স্থাবরেণ তু রূপেণ দুঃখমাপ্নোতি বৈ দৃঢ়ম্ ॥ ৩৮
সাগরাংশ্চ সুবৃত্তাদ্যৈরবগাহ্য সমন্ততঃ।
বিকীর্ণরত্নঃ পোত্রৌঘৈঃ সর্ব্ব এবাকুলীকৃতাঃ ॥ ৩৯
ইতস্ততশ্চ শিশুভিঃ ক্রীড়দ্ভিঃ পোত্রিভিস্তদা।
ভগ্নানি তত্র ভগ্নানি নদ্যঃ কল্পদ্রুমাস্তথা ॥ ৪০
জানন্নপি জগদ্ধর্ত্তা বরাহঃ স্বয়মেব হি।
জগৎপীড়াং সুতস্নেহান্নিবারয়ামাস নৈব তান্ ॥ ৪১

সন্ধ্যাকালীন রক্ত পীত-বর্ণ মেঘ হইতে জল বর্ষণ হইলে যেরূপ শোভা হয়, পিঙ্গলবর্ণ বরাহদেবের সর্ব্বাঙ্গ পঙ্কলিপ্ত হওয়ায় সেইরূপ শোভা সম্পন্ন হইত। ৩২

বরাহ, পুত্র-ত্রয় এবং ধরিত্রীর সহিত বিলাস করত শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পৃথিবীর মধ্যদেশ বরাহ-বিক্রমে নত্র হইল। ৩৩

অনন্তদেবও কূর্ম্মকে আক্রমণ করত পৃথিবী মধ্যস্থায়ী বরাহদেবের বহন-ব্যথায় ভগ্নমস্তক ও আতঙ্কিত হইলেন। ৩৪

সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোর—ইহাদিগের পোত্র (মুখাগ্র) আঘাতে সুমেরুর স্বর্ণবপ্রসকল ভগ্ন হইল। ৩৫

হে দ্বিজগণ! দেবগণ যত্নপূর্ব্বক সুমেরু পর্ব্বতের উপরিভাগে সুবর্ণ দ্বারা যে সকল রম্য স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বরাহপুত্রগণ সেই স্থানসকল মুখ প্রহারে চূর্ণ করিয়াছিল। ৩৬

মানস প্রভৃতি দেবগণের নির্ম্মল রম্য সরোবর সকল বরাহ-শিশুগণ পোত্রা-ঘাতে সকলদিকে আবিল করিতে লাগিল। ৩৭

বনিতারূপিণী পৃথিবী বরাহের সহিত রমণ করিয়া তাঁহার দেহভারে অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ৩৮

সুবৃত্তাদি বরাহ পুত্রগণ সমুদ্র সকলে অবগাহন করত রত্নের সহিত রত্নাকরকে পোত্র দ্বারা ব্যাকুল করিল। ৩৯

সেইকালে ইতস্ততঃ ক্রীড়াপর বরাহপুত্রগণ, পার্ব্বত্য ভূমি, নদী এবং কল্পদ্রুম প্রভৃতিকে ভগ্ন করিল। ৪০

১। ভারং বহন্ ভগ্নশিরাঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

সুবৃত্তঃ কনকো ঘোরো যদাগচ্ছতি বৈ দিবম্ ।
তদা দেবগণা ভীতাঃ প্রাদ্রবন্তি দিশো দশ ॥ ৪২

এবং সুতৈর্ভার্য্যয়া যজ্ঞপোত্রী
ক্রীড়ংস্তুষ্টিং নাপ কাঞ্চিৎ কদাচিৎ ।
নিত্যং নিত্যং বর্দ্ধতে তস্য কামঃ
কামং ত্যক্তুং নৈচ্ছদেষ প্রদিষ্টঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে উনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে সহিতা দেবযোনিভিঃ ।
শক্রেণ সহিতা মন্ত্রং চক্রুঃ সম্যগ্‌জগদ্ধিতম্ ॥ ১
ততো নিশ্চিত্য তে সর্ব্বে শক্রাদ্যা মুনিভিঃ সহ ।
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমজং বিভুম্ ॥ ২
তং সমাসাদ্য গোবিন্দং বাসুদেবং জগৎপতিম্ ।
প্রণম্য সর্ব্বে ত্রিদশাস্তুষ্টুবুর্গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৩

দেবা উচুঃ—

নমস্তে দেবদেবেশ জগৎকারণকারক ।
কালস্বরূপিন্ ভগবন্ প্রধানপুরুষাত্মক ॥ ৪

জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মদেব পুত্রগণদ্বারা জগতের অমঙ্গল হইতেছে জানিয়াও পুত্র-বাৎসল্যে স্বয়ং তাহাদিগকে বারণ করিতেন না। ৪১

সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোর ইচ্ছানুরূপ যেকালে স্বর্গে গমন করিত, তাহাদের আগমন দর্শন করত অমরগণ মরণভয়ে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতেন। ৪২

যজ্ঞ-বরাহ, এইরূপ ভার্য্যা এবং পুত্রগণের সহিত ইচ্ছামত ক্রীড়া করত কখনও সন্তোষলাভ করিলেন না; কিন্তু প্রতিদিনই তাঁহার কামবৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কাম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইত না। ৪৩

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯

ত্রিংশ অধ্যায়
বরাহ-শরভসংগ্রাম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তদনন্তর দেবগণ লোকহিতের নিমিত্ত দেবেন্দ্র এবং দেবযোনি-সমূহের সহিত মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ যুক্তি করিয়া অনাদি দেবাদিদেব শরণাগতপালক ভগবানের শরণ লওয়াই শ্রেয়স্কর বিবেচনায় মুনিগণের সহিত জগৎপতি বাসুদেব গরুড়ধ্বজ গোবিন্দের সমীপে গমন করত প্রণতিপূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ২-৩

স্থূল সূক্ষ্ম জগদ্ব্যাপিন্ পরেশ পুরুষোত্তম।
ত্বং কর্ত্তা সর্ব্বভূতানাং ত্বং পাতা ত্বং বিনাশকৃৎ॥ ৫
ত্বং হি মায়াস্বরূপেণ সম্মোহয়সি বৈ জগৎ।
যদ্ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং যদিদানীং প্রবর্ত্ততে॥ ৬
ত্বং সর্ব্বং পরমেশ ত্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
অর্থার্থিনাং ত্বমর্থস্তু কামঃ কামার্থিনাং তথা॥ ৭
ত্বং হি ধর্ম্মার্থিনাং ধর্ম্মো মোক্ষো নির্ব্বাণমিচ্ছতাম্।
ত্বং কামুকস্ত্বমেবার্থো ধার্ম্মিকস্ত্বং সদাগতিঃ॥ ৮
ত্বন্মুখাদ্‌ব্রাহ্মণা জাতা বাহ্বোঃ ক্ষত্রিয়াস্তব।
ঊর্ব্বোর্বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ পাদাভ্যাং তব নির্গতাঃ॥ ৯
সূর্য্যো নেত্রাত্তব বিভো মনোজশ্চন্দ্রমাস্তব।
শ্রবণাৎ পবনো জাতো দশ প্রাণাস্তথাপরে॥ ১০
ঊর্দ্ধং স্বর্গাদিভুবনং তব শীর্ষাদজায়ত।
তব নাভেস্তথাকাশং ক্ষিতিঃ পাদতলাদভূৎ॥ ১১
কর্ণাভ্যাং তে দিশো জাতা জঠরাৎ সকলং জগৎ।
ত্বং হি মায়াস্বরূপেণ সম্মোহয়সি বৈ জগৎ॥ ১২
নির্গুণো গুণবাংস্ত্বং হি শুদ্ধ একঃ পরাৎপরঃ।
উৎপত্তিস্থিতিহীনস্ত্বং সমস্তাগুণাধিকঃ॥ ১৩

হে দেবাদিদেব! আপনি জগৎসৃষ্টির মূলীভূত কারণসমূহের কারণ; হে কালরূপিন্! মহাপুরুষ! ভগবন্! আপনি স্থূলরূপে জগদ্ব্যাপী হইয়াও সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ৪

হে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর! আপনি এই জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারী। এবং আপনি স্বয়ং মায়া স্বরূপে জগৎ মোহিত করিতেছেন। হে পরমেশ্বর! ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানাত্মক ত্রিকালের যে কিছু বস্তু আছে, সকলই আপনার স্বরূপ। অর্থাকাঙ্ক্ষী দরিদ্রগণ আপনাকে লাভ করিলে অকিঞ্চিৎকর অর্থাভিলাষে জলাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হয়। কামুকগণ আপনাকে পাইলে সকাম হইয়া অসুখকর কামক্রীড়া হইতে পরাঙ্মুখ হয়। ৫-৭

ধর্ম্মপরায়ণগণ স্বীয়ধর্ম্মবলে আপনার দর্শন পাইয়া আত্মাকে চরিতার্থ করে এবং মুমুক্ষুগণ আপনার দর্শনে মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয়। হে সর্ব্বাত্মক! কামুক, অর্থী, ধার্ম্মিক এবং মুমুক্ষু প্রভৃতি সকলেই আপনার স্বরূপ। ৮

আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্রজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ৯

হে বিভো! আপনার নেত্র হইতে সূর্য্য, মন হইতে চন্দ্র এবং কর্ণ হইতে প্রাণ-অপান-প্রভৃতির সহিত পবনদেব জন্মিয়াছেন। ১০

আপনার মস্তক হইতে স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোক, নাভিমণ্ডল হইতে আকাশ এবং চরণকমল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছেন। ১১

আপনার কর্ণের অগ্রভাগ হইতে দিক্ এবং জঠর হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ১২

আপনি নির্গুণ এবং নির্ম্মল হইয়াও গুণবান্ অদ্বিতীয় স্বরূপ হইয়াছেন।

আদিত্যৈর্বসুভির্দেবৈঃ সাধ্যৈর্যক্ষৈর্মরুদ্গণৈঃ।
ত্বং চিন্ত্যসে জগন্নাথ মুনিভিশ্চ মুমুক্ষুভিঃ। ১৪

ত্বাং বৈ চিদানন্দময়ং বিদন্তি
বিশেষবিজ্ঞা মুনয়ো বিজোগাঃ।
ত্বমেব সংসারমহীরুহস্য
বীজং জলং স্থানমথো ফলঞ্চ। ১৫

ত্বং পদ্ময়া পদ্মকরো বিভাসি
বরাসিচক্রাজ্জধনুর্দ্ধরস্ত্বম্।
ত্বমেব তার্ক্ষ্যে প্রতিভাসি নিত্যং
স্বর্ণাচলে তোয়মুতো যথাব্দঃ[১] ১৬

ত্বমেব পীতাম্বরশঙ্করাজ্জজা-
স্ত্বং সর্ব্বমেতন্ন চ কিঞ্চিদন্যং।
ন তে গুণা নঃ পরিচিন্তনীয়া
বিধেঃহরস্যাপি দিশাং পতীনাম্।
ভীতেন ভক্ত্যা শরণং প্রপন্না
যতো বয়ং নঃ পরিরক্ষ বিষ্ণো। ১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতো দেবদেবো ভূতভাবনভাবনঃ।
দেবৈন্দ্রৈর্দেবগণৈরূচে তান্ সর্ব্বান্মেঘনিস্বনঃ। ১৮

শ্রীভগবানুবাচ—

যদর্থমাগতা যূয়ং যথা ভয়মুপস্থিতম্।
তত্র যথা ময়া কার্য্যং তদ্দেবাস্তূর্ণমুচ্যতাম্। ১৯

হে অচ্যুত জগন্নাথ! আপনি উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় প্রভৃতি দোষ বর্জিত পরমেশ্বর। ১৩

আর দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, দেবগণ, সাধ্য, যক্ষ, মরুদ্‌গণ এবং মুমুক্ষু যোগিগণ আপনার ধ্যানে কাল অতিবাহিত করেন। ১৪

বিশেষজ্ঞ পরাশরাদি নিঃস্পৃহ মুনিগণ আপনাকে চিদানন্দময় বলেন এবং আপনিই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল আলবাল (জলদান স্থান) এবং ফলের স্বরূপ। ১৫

হে কমলকর! আপনি হস্তচতুষ্টয়ে অসি, চক্র, পদ্ম এবং ধনু ধারণ করিয়া পদ্মার সহিত শোভা পাইতেছেন; এবং সুমেরুশিখরোপরি সজল-জলদ যেরূপ শোভা পায়, আপনিও গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া তাহা হইতে অধিক শোভায় শোভিত হন। ১৬

আপনিই দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং আপনিই সকল বস্তুর স্বরূপ। ব্রহ্মা, শিব এবং লোকপাল—আমাদের গুণ, স্মরণ করিবার যোগ্য নহে। অতএব হে ভক্তভয়হারিন্! আমরা ভয় হেতু আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভূতভাবন ভগবান্ এই প্রকার ইন্দ্রাদি দেবগণের

১। যথাজঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

দেবা উচুঃ—

শীর্য্যতে বসুধা নিত্যং ক্রীড়য়া যজ্ঞপোত্রিণঃ।
লোকাশ্চ সর্ব্বে সত্ত্ৰস্তা নাপ্নুবন্ত্যপশান্ততাম্ ॥ ২০
শুষ্কং তৃণীকদলং যাতৈর্যথা জর্জ্জরতাং গতম্।
বরাহক্ষুরঘাতেন তথা জর্জ্জরিতা ক্ষিতিঃ ॥ ২১
তস্য যে বা ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কালাগ্নিসমতেজসঃ।
সুবৃত্তঃ কনকো ঘোরস্তৈশ্চাপ্যাঘাতিতং জগৎ ॥ ২২
তেষাং কর্দ্দমলীলাভিঃ সরাংসি জগতাম্পতে।
মানসাদীনি ভগ্নানি প্রকৃতিং যান্তি নাধুনা ॥ ২৩
ভগ্নাস্তৈর্দ্দেবতরবো মন্দারাদ্যা মহাবলৈঃ।
যেন নাদ্যাপি রোহন্তি ফলং পুষ্পং দলঞ্চ বা[১] ॥ ২৪
যদা ত্রিকূটমারুহ্য তে সুবৃত্তাদয়স্ত্রয়ঃ।
প্লুতং কৃত্বা মহাবাহো পতন্তি লবণার্ণবে।
তদা তৎপ্লুতভোয়ৌঘৈঃ প্লাব্যতে সকলা মহী ॥ ২৫
উৎপ্লবন্তি জনাঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি চ দিশো দশ।
জীবিতং রক্ষমাণাস্তে প্রয়ান্তি চ দিশো দশ ॥ ২৬
যদা ত্রিবিষ্টপং যান্তি যজ্ঞবারাহপুত্রকাঃ।
ইতস্ততস্তদা ভগ্না দেবাঃ শান্তিং ন লেভিরে ॥ ২৭

স্তবে তুষ্ট হইয়া মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর রবে বলিলেন,—হে দেবগণ। তোমরা যে ভয়-নিমিত্ত আগমন করিয়াছ এবং আমার দ্বারা কি প্রকারে সেই ভয় শান্তি হইবে, তাহা শীঘ্র বল। ১৮-১৯

দেবগণ বলিলেন, যজ্ঞ-বরাহের ক্রীড়াহেতু পৃথিবী প্রতিদিন শীর্ণ বিশীর্ণ হইতেছেন। লোক সকল সেই উদ্বেগে শান্তি লাভ করিতেছে না। ২০

শুষ্ক কদলীর দলের উপরে আঘাত করিলে সে যে প্রকার খণ্ড খণ্ড হয়, যজ্ঞ-বরাহের খুরের আঘাতে পৃথিবীও সেইরূপ বিদীর্ণ হইতেছেন। ২১

বরাহদেবের সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোরনামক প্রলয়াগ্নির ন্যায় তেজস্বী যে তিনটি পুত্র আছেন, তাঁহারাও আঘাতে পৃথিবীকে জীর্ণ করিতেছেন। ২২

হে জগদীশ্বর! তাঁহাদের কর্দ্দম-ক্রীড়া-হেতু মানসাদি উত্তম উত্তম সরোবর সকল ভগ্ন হইয়াছে, অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ শোভা ধারণ করিতেছে না। ২৩

মহাবল বরাহপুত্রগণ মন্দারাদি দেবতরু সকলকে ভগ্নপ্রায় করিয়াছেন। পারিজাত তরু—পুষ্প, ফল, পত্র প্রভৃতি দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিতেছে না। ২৪

হে মহাবাহো! যে কালে সুবৃত্তাদি বরাহপুত্রগণ, ত্রিকূট গিরির উন্নতশিখর হইতে লবণ সমুদ্রের জলে লম্ফপ্রদান করেন, সেই সময়ে তাঁহাদের লম্ফন-বেগে উত্থিত জল-প্রবাহে ত্রিভুবন মগ্নপ্রায় হয়। ২৫

লোক সকল জলমগ্ন হইয়া প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করত প্রাণরক্ষার নিমিত্ত পুত্রকলত্র ত্যাগ করিয়া দেশদেশান্তরে ধাবমান হয়। ২৬

যজ্ঞবরাহপুত্রগণ যেকালে ইচ্ছানুরূপ স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের দর্শনে

১। পত্রং পুষ্পং ফলং চ বা—ইতি পাঠান্তরম্।

সর্ব্বে তৈঃ পর্ব্বতাঃ পুত্রৈর্বরাহস্য জগৎপতে।
ক্রীড়দ্ভিঃ শিখরে নীতা ভুবিতাপমধোগতিম্‌॥ ২৮
এবং বিক্রীড়তাং তেষাং ক্রীড়াদ্ভিঃ সকলং জগৎ।
নাশমায়াতি বৈকুণ্ঠ তস্মাদ্রক্ষ জগৎপ্রভো॥ ২৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তেষাং নিগদতাং শ্রুত্বা বাক্যং জনার্দ্দনঃ।
উবাচ শঙ্করং দেবং ব্রহ্মাণঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৩০
যৎকৃতে দেবতাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাশ্চ সকলা ইমাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি মহদ্দুঃখং শীর্য্যতে সকলং জগৎ।
বারাহং তদহং কায়ং ত্যক্তুমিচ্ছামি শঙ্কর।
নির্ব্বেশশক্তং তং ত্যক্তুং স্বেচ্ছয়া ন হি শক্যতে॥ ৩১
ত্বং ত্যাজয় তং কায়ং যত্নাস্মাং[1] শঙ্করাধুনা॥ ৩২
ত্বমাপ্যায়য় তেজোভির্ব্রহ্মন্ স্মরহরং মুহুঃ।
আপ্যায়য়ন্তু তথা দেবাঃ শঙ্করো হন্তু পোত্রিণম্‌॥ ৩৩
রজস্বলায়াঃ সংসর্গাদ্বিপ্রাণাং মারণাত্তথা।
কায়ঃ পাপকরো ভূতস্তং ত্যক্তুং যুজ্যতেঽধুনা॥ ৩৪
প্রায়শ্চিত্তৈরপেতোনঃ প্রায়শ্চিত্তমহং ততঃ।
চরিষ্যামি তদর্থং মে তনুর্যত্নেন পাত্যতাম্‌॥ ৩৫

অতিশয় ভীত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিয়াও চিত্তের শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ২৭

ক্রীড়াপরায়ণ বরাহপুত্রগণ, পর্ব্বত সকলের শৃঙ্গ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে, পৃথিবীও পর্ব্বত-পতন-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অধোগামিনী হন। ২৮

হে জগদীশ্বর বৈকুণ্ঠনাথ! এই প্রকার বরাহপুত্রগণের ক্রীড়ায় ত্রিলোক বিনষ্টপ্রায় হইতেছে। অতএব হে ধরাপতে! আপনি ধরার প্রতি সদয় হউন। ২৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—জনার্দ্দন দেবগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরকে বিশেষরূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০

যে নিমিত্ত দেবগণ এবং প্রজাগণ মহাদুঃখ পাইতেছে এবং পৃথিবীও বিদীর্ণ হইতেছে, এই সকল দুঃখের কারণস্বরূপ বরাহদেহ ত্যাগ করিব; কিন্তু সুখাসক্ত সেই দেহকে স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না। ৩১

অতএব হে মহাদেব! তোমার যত্নে আমি বরাহদেহ ত্যাগ করিব। ৩২

ব্রহ্মন্! তুমি মহাদেবকে নিজ তেজে পুষ্ট কর। দেবগণ মহাদেবকেও আপ্যায়িত করুন। ৩৩

মহাদেব সকলের উৎসাহে যজ্ঞবরাহকে বিনাশ করুন। রজস্বলার সঙ্গমে এবং ব্রাহ্মণাদির বধহেতু পাপপূর্ণ প্রাণকে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিব। ৩৪

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অখণ্ডনীয় পাপের এই প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত হইবে। কেননা, প্রাণত্যাগ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়। ৩৫

১। যত্নাদ্বা……ইতি পাঠান্তরম্‌।

প্রজা পাল্যা মম সদা সা হি সীদতি নিত্যশঃ।
মৎকৃতে প্রত্যহং তস্মাৎ ত্যক্ষ্যে কায়ং প্রজাকৃতে॥ ৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তৌ বাসুদেবেন তদা তৌ ব্রহ্মশঙ্করৌ।
কুরু যথোক্তং তৎকার্য্যমিতি গোবিন্দমূচতুঃ॥ ৩৭
বাসুদেবোঽপি তান্ সর্ব্বান্ বিসৃজ্য ত্রিদশাংস্তথা।
বারাহং তেজ আহর্ত্তুং স্বয়ং ধ্যানপরোঽভবৎ॥ ৩৮
শনৈঃ শনৈর্যদা তেজ আহরত্যেষ মাধবঃ।
তদা দেহস্ত বারাহং সত্ত্বহীনমজায়ত॥ ৩৯
তেজোহীনং যদা দেহং জ্ঞাতং সর্ব্বৈস্তদামরৈঃ।
আসসাদ তদা দেবো বজ্ৰবারাহমদ্ভুতম্॥ ৪০
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে মহাদেবমুপাগতম্।
অনুজগ্মুস্তদা তেজ আধাতুং স্বস্বশাসনে॥ ৪১
ততঃ সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ স্বং স্বং তেজো বৃষধ্বজে।
আদধে তেন বলবান্ সোঽতীব সমজায়ত॥ ৪২
ততঃ শরভরূপী স তৎক্ষণাৎ গিরিশোঽভবৎ।
ঊর্দ্ধাধোভাগতশ্চাষ্টপাদযুক্তঃ সুভৈরবঃ[১]॥ ৪৩
দ্বিলক্ষযোজনোচ্ছ্রায়ঃ সার্দ্ধলক্ষৈকবিস্তৃতঃ।
ঊর্দ্ধং বারাহকায়স্ত লক্ষযোজনবিস্তৃতঃ॥ ৪৪

প্রজাগণের পালনার্থে আমার জন্ম, সেই প্রজাই যখন আমার নিমিত্ত প্রতিদিন মহাদুঃখ অনুভব করিতেছে, তখন প্রজাহিতের নিমিত্ত আমি শীঘ্রই বরাহদেহ পরিত্যাগ করিব। ৩৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মা এবং মহাদেব এই প্রকার ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে গোবিন্দ! আপনি আপনার আদেশানুরূপ কার্য্য করুন। ৩৭

ভগবান বাসুদেব দেবগণকে স্ব স্ব স্থানে গমনের আদেশ করিয়া বরাহদেহ হইতে স্বকীয় তেজ আকর্ষণের নিমিত্ত ধ্যানপর হইলেন। ৩৮

মাধব ক্রমশ বরাহ-দেহ হইতে তেজ আকর্ষণ করিলে সেই দেহ সত্ত্বহীন হইল দেখিয়া মহাদেব দেবগণের সহিত তেজোহীন বরাহদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৩৯-৪০

ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবের তেজ বিস্তারের নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ৪১

নিজ নিজ তেজ মহাদেবের দেহে সঞ্চার করায় তিনি অত্যন্ত বলবান্ হইলেন। ৪২

তদনন্তর মহাদেব ঊর্দ্ধ এবং অধোদেশে অষ্টচরণ সমন্বিত ভয়ানক শরভরূপ ধারণ করিলেন। ৪৩

দুইলক্ষ যোজন উন্নত, দেড়লক্ষ যোজন বিস্তৃত, ঊর্দ্ধে একলক্ষ যোজন বিস্তৃত। ৪৪

১। স ভৈরবঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

লক্ষার্দ্ধবিস্তৃতঃ পার্শ্বে বর্দ্ধমানস্তথাভবৎ ॥ ৪৫
ততঃ শরভরূপং তং মহাদেবমুমাপতিম্ ।
দদর্শ যজ্ঞপোত্রী স স্পৃশন্তং শিরসা বিয়ুম্ ॥ ৪৬-
সুদীর্ঘনাসানখরং কৃষ্ণাঙ্গারসমপ্রভম্ ।
দীর্ঘবক্ত্রং মহাকায়মষ্টদংষ্ট্রাসমন্বিতম্ ॥ ৪৭
বিভ্রতং স-সটং পুচ্ছং দীর্ঘকর্ণং ভয়ানকম্ ।
চতুরঃ পৃষ্ঠজঃ পাদানধরে চতুরস্তথা ।
কুর্ব্বন্তং ঘোরমারাবমুৎপতন্তং পুনঃপুনঃ ॥ ৪৮
তমারান্তং ততো দৃষ্ট্বা ক্রোধাক্রান্তমনসা ।
সুবৃত্তঃ কনকো ঘোর আসেদুঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥ ৪৯
তমাসাদ্য মহাকায়ং শরভং ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ ।
উচ্চিক্ষিপুস্তে যুগপৎ পোত্রঘাতৈর্মহাবলাঃ ॥ ৫০
যাবৎ প্রমাণঃ শরভস্তৎপ্রমাণাস্তদাভবন্ ।
শরভোৎক্ষেপসময়ে মায়য়া পোত্রিণস্ত্রয়ঃ ॥ ৫১
তেষাং পোত্রপ্রহারেণ প্রোৎক্ষিপ্তঃ শরভস্তদা
পপাত পৃথিবীপ্রান্তে গম্ভীরে তোয়সাগরে ॥ ৫২
তস্মিন্ নিপতিতে তত্র সাগরে মকরালয়ে ।
উৎপত্য তে ত্রয়ঃ পেতুঃ ক্রোধাত্তস্মিন্মহোদধৌ ॥ ৫৩
সুবৃত্তে কনকে ঘোরে পতিতে সাগরাম্ভসি ।
বরাহোঽপি সুতস্নেহাৎ ক্রোধাচ্চ দ্বিজসত্তমাঃ ।
উৎপত্য সহসা তস্মিংস্তোয়রাশৌ পপাত হ ॥ ৫৪

পার্শ্বে অর্দ্ধ লক্ষ যোজন পরিমাণে দীর্ঘ বরাহশরীর বৃদ্ধি পাইল। ৪৫

তদনন্তর যজ্ঞবরাহ, মস্তক দ্বারা চন্দ্র-স্পর্শী সুদীর্ঘ নাসিকা এবং নখরবিশিষ্ট অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিস্তৃতমুখে অষ্ট-দন্ত-শোভিত। ৪৬-৪৭

শরীরানুরূপ-দীর্ঘ পুচ্ছধারী, পৃষ্ঠদেশে পাদচতুষ্টয় দ্বারা বিরাজমান, মুখে ভয়ানক শব্দকারী এবং ইতস্ততঃ শরীরবিস্তারী শরভরূপী মহাদেবকে দর্শন করিলেন। ৪৮

সুবৃত্ত, কনক, ঘোর এই তিন জন মহাবল ভ্রাতা শরভের বেগে আগমন দর্শন করিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন। ৪০

তাঁহারা একেবারে শরভশরীরে পোত্রের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫০

বরাহ-পুত্রত্রয় মায়াতে শরভের ন্যায় দীর্ঘ হইয়া বিষম প্রহারে শরভকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। ৫১

শরভ, বরাহপুত্রগণের বিষম পোত্র-প্রহারে পৃথিবী হইতে গম্ভীর সমুদ্রজলে পতিত হইলেন। ৫২

মকরাদি হিংস্রজলজন্তুপূর্ণ মহোদধিতে শরভ পতিত হইলে বরাহপুত্রগণ ক্রোধবশতঃ লম্ফপ্রদান করিয়া সমুদ্রজলে নিপতিত হইল। ৫৩

হে দ্বিজগণ। যজ্ঞবরাহ সুবৃত্তাদির সমুদ্রজলে পতন দেখিয়া পুত্রস্নেহে এবং শত্রুর প্রতি রোষ প্রকাশ করিয়া সমুদ্রে লম্ফ প্রদান করিলেন। ৫৪

উৎপতন্তস্তদা তে বৈ বারাহাঃ শরভস্তথা।
বভঞ্জুর্দিবি দেবাংশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা ॥ ৫৫
কেচিত্তু নিহতা দেবা ভূমৌ পেতুশ্চ কেচন।
কেচিচ্চ জ্ঞানিনো দেবা মহর্লোকমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৫৬
নক্ষত্রাণি বিমানাত্তু পতিতানি মহীতলে।
অপূরন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠা জ্বালামালাকুলানি বৈ ॥ ৫৭
তেষামুৎপতনে বেগো যোঽভূৎ পরমদারুণঃ।
তেনাতিবেগো জনিতো বায়ুঃ পরমদারুণঃ ॥ ৫৮
বায়ুনা তেন নুন্নাস্তু পর্বতাঃ পৃথিবীতলে।
কেচিচ্ছিন্নাঃ পর্বতেষু পতিতাঃ পুনরেব তে ॥ ৫৯
বিমৃদ্য বৃক্ষান্ জন্তূংশ্চ নিপেতুশ্চ পুনঃপুনঃ।
কেচিত্তু পর্বতাঘাতৈর্ন্নতামানা মহীতলে[1] ॥ ৬০
বভঞ্জুরচলাংশ্চাপি জন্তবো বহুশঃ প্রজাঃ।
পর্বতাঃ সমপৃক্ত বাতবেগেন ভূতলে ॥ ৬১
সম্বর্তমানাস্তেঽন্যোঽন্যে জঙ্গমা ইব তেঽচলাঃ ॥ ৬২
অম্ভোনিধৌ পতদ্ভিস্তৈর্বারাহৈঃ শরভেন চ।
পর্বতৈশ্চ মহাতুঙ্গৈরুৎক্ষিপ্তাস্তোয়রাশয়ঃ ॥ ৬৩
তেষাং প্রপাতবেগেন ক্ষিপ্তেষু জলরাশিষু।
নিস্তোয়া ইব সঞ্জাতাঃ ক্ষণং বৈ সর্বসাগরাঃ।
তৈঃ সর্বৈরুদকৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ পৃথিবীতলমাগতৈঃ ॥ ৬৪

তাঁহাদের পতনবেগে স্বর্গবাসী দেবগণ এবং গ্রহ নক্ষত্রগণ ভগ্ন হইল। ৫৫

কোন কোন দেব নিহত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। কোন কোন জ্ঞানিদেব মহর্লোক আশ্রয় করিলেন। ৫৬

নক্ষত্রগ্রহ রাশিচক্র হইতে মহীতলে পতিত হইয়া—হে দ্বিজগণ! পৃথিবীকে দীপ্তিরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ করিল। ৫৭

তাঁহাদের পতনবেগে যে প্রচণ্ড বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ পর্বত সকল পৃথিবীতে ভগ্নচূর্ণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন পর্বত ঐভাবে সমুদ্র-জলে পতিত হইল। ৫৮-৫৯

কোন পর্বত, পর্বতের উপর পতিত হইয়া পার্বত্য জীবজন্তু এবং বৃক্ষ সকলকে নাশ করত পৃথিবীতে স্থির হইল। ৬০

কোন পর্বত বায়ু দ্বারা বিমর্দিত হইয়া পতনবেগে পৃথিবীস্থ জন্তুসকল নষ্ট করিল। অচল সকল পৃথিবীতে পতিত হইয়া পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে চলৎশক্তি-সম্পন্নের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল। ৬২-৬১

সপুত্র যজ্ঞবরাহ, শরভ এবং বিশালশৃঙ্গ পর্বতগণ সমুদ্রে পতিত হইয়া জল উচ্ছলিত করিয়াছিলেন। ৬৩

তাঁহাদের পতনবেগে সলিলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইলে সাগরসমূহ কিঞ্চিৎকাল পরে নির্জ্জলবৎ হইয়াছিল। ৬৪

১। নিপেতুশ্চ প্রপেতুশ্চ পেতুর্ভেতুশ্চাপরে।
সাগরে পতিতাঃ কেচিৎ শিখরো দ্বিজসত্তমাঃ।—এই অধিক পাঠ পুস্তকান্তরে দেখা যায়।

উৎপ্লাবিতাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ ক্ষণাজ্জগ্মুঃ ক্ষয়ং ততঃ ।
প্লবমানাঃ প্রজাস্তোয়ে ম্রিয়মাণাঃ সমন্ততঃ ॥ ৬৫
হা পিতস্তথ হা তাত হা মাতর্হা সুতেতি চ ।
বিলপন্তি স্ম করুণং ভীতাশ্চার্ত্তা মুমূর্ষবঃ ॥ ৬৬
যস্মিন্ দেশে নিপতিতো বারাহৈঃ শরভঃ সহ ।
তত্রৈবাধোগতা ভূমিঃ পাদবেগেন দারিতা ॥ ৬৭
অপরঃ পৃথিবীপ্রান্ত উত্থিতঃ পর্ব্বতৈঃ সহ ।
সসর্জ্জ জনলোকেষু চলাং তেষাং প্রভঞ্জনৈঃ[1] ॥ ৬৮
জনলোকেষু[2] সংযুক্তাং পৃথিবীং শরভস্তদা ।
নিঃশ্রেণীমিব[3] সম্বদ্ধামচলামপি পোত্রিভিঃ ॥ ৬৯
দদর্শ বিস্ময়াবিষ্টঃ স ভীতঃ শ্রান্তপীড়িতঃ ॥ ৭০
ততস্তে যুযুধুঃ সর্ব্বে পোত্রাঘাতেন পোত্রিণঃ ।
খুরপ্রহারৈর্দংষ্ট্রাভির্গাত্রক্ষেপৈশ্চ দারুণৈঃ ॥ ৭১
শরভোঽপ্যথ দংষ্ট্রাগ্রৈর্নখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ খুরৈস্তথা ।
লাঙ্গুলস্য প্রহারৈশ্চ মুখঘাতৈর্মহাঘনৈঃ ॥ ৭২
চতুর্ভিঃ পোত্রিভিস্তৈস্তু স একঃ শরভো মহান্ ।
একান্তং যোধয়ামাস সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ৭৩
তেষাং প্রহারৈর্বেগৈশ্চ ভ্রমণৈশ্চ গতাগতৈঃ ।
আস্ফোটিতৈস্তথাবারৈর্দেহপাতৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
পাতালে পন্নগাঃ সর্ব্বে বিনেশুঃ কদ্রুজৈঃ সহ ॥ ৭৪

তাঁহাদের উৎক্ষিপ্ত জল-প্রবাহে পৃথিবী পূর্ণ হইলে প্রজা সকল নষ্ট হইতে লাগিল। মরণদশাপন্ন প্রজা সকল জলে সন্তরণ করত শরণার্থী হইয়া ম্রিয়মাণ হইল। ৬৫

'হা পিতঃ। হা মাতঃ। হা ভ্রাতঃ। হা সুত।' ইত্যাদি সম্বোধনে করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। ৬৬

যে দিকে শরভ, বরাহগণের সহিত নিপতিত হইয়াছিলেন, সেইদিকে পৃথিবী তাঁহাদের চরণভরে বিদীর্ণ হইয়া মগ্ন হইলেন। ৬৭

অপর দিকে বরাহাদির পরাক্রমে চঞ্চলা পৃথিবী পর্ব্বতসহ উত্থিত হইয়া জনলোকে উঠিল। ৬৮

শরভ, সেইকালে ভয় এবং শ্রমান্বিত হইয়া বরাহবিক্রম হেতু চঞ্চলা, জনলোকগামিনী পৃথিবীকে সোপানপংক্তির ন্যায় দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ৬৯-৭০

তদনন্তর বরাহগণ পোত্র (মুখাগ্র) প্রহার, খুরাঘাত, দন্তপ্রহার এবং ভয়ানক গাত্রনিক্ষেপ দ্বারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭১

শরভও দন্তাগ্রপ্রহার, তীক্ষ্ণ নখাঘাত, পুচ্ছাঘাত এবং ভয়ানক মুখাঘাত দ্বারা মহাবরাহ এবং তৎপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৭২

একক শরভ বরাহচতুষ্টয়ের সহিত সমানভাবে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রাম করিলেন। ৭৩

১। পরাক্রমৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্। ২। জনালোকেষু ইতি পাঠান্তরম্।
৩। নিশ্রেণীমিব—ইতি পাঠান্তরম্।

ততস্তে সাগরং ত্যক্ত্বা পৃথিবীমধ্যমাগতাঃ।
পরস্পরং যুদ্ধমানা ততোঽভূৎ পৃথিবী সমা॥ ৭৫
শেষোঽপি মহতা যত্নাদনেনাস্তিভ্যকচ্ছপম্।
দধার পৃথিবীং দুঃখৈর্ভগ্নশীর্ষঃ প্রতাপিতঃ॥ ৭৬
অনন্তে বামনীভূতে সমত্বং পৃথিবীতলে।
গতেঽম্ভোভিশ্চলদ্ভিশ্চ পর্ব্বতঃ সর্ব্বজন্তুম্॥ ৭৭
নষ্টেষু যুধ্যমানেষু ত্রিপোত্রিশরভেষু চ।
সাগরৈরাপ্লুতে সর্ব্বজগত্যাপোময়ে হরিম্॥ ৭৮
চিন্তাবিষ্টঃ সুরজ্যেষ্ঠ উবাচাথ পিতামহঃ।
ভগবন্ ভুবনং সর্ব্বং সসুরাসুরমানুষম্॥ ৭৯
বিধ্বস্তং পৃথিবী শীর্ণা নষ্টাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বা দৈত্যাশ্চাপি সরীসৃপাঃ।
বিধ্বস্তা জগতাং নাথ মুনয়শ্চ তপোধনাঃ॥ ৮০
ত্বং পালকোঽসি সর্ব্বেষাং ত্বমেব জগতঃ প্রভুঃ।
তস্মাৎ পালয় নঃ সর্ব্বান্ পৃথিবীঞ্চ জগৎপতে॥ ৮১
ত্বমেব কায়ং বারাহং স্বয়মেবোপসংহর।
সংস্থাপয় মহাবাহো পৃথিবীঞ্চ চরাচরৈঃ॥ ৮২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণোঽথ জনার্দ্দনঃ।
যত্নং চক্রে তদা সর্ব্বং সংস্থাপয়িতুমচ্যুতঃ॥ ৮৩

তাঁহাদের বেগের সহিত প্রহার, ভ্রমণ, গমন, আগমন, আস্ফোটন এবং বিকট শব্দে কক্রপুত্রগণের সহিত পন্নগসমূহ পাতালমধ্যে প্রবেশ করিল। ৭৪

তদনন্তর তাঁহারা সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উপর উত্থান করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করত ভূমিসাৎ হইলেন। ৭৫

অনন্ত কচ্ছপের সহিত অতিকষ্টে বহু পরিশ্রমে পৃথিবী ধারণে যত্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অলৌকিক পরাক্রম প্রকাশ করায় ভগ্নমস্তক হইয়া বহু সন্তাপ অনুভব করিয়াছিলেন। ৭৬

অনন্ত, স্ববশে পৃথিবীকে অপেক্ষাকৃত সমভূমিতে পরিণত করিলে, জল-প্রবাহে জলজন্তুর সহিত পরস্পর যুধ্যমান বরাহগণ এবং শরভ নিবিষ্ট হইলে উদ্বেল সমুদ্রজলে জগৎ জলমগ্ন হইল। ৭৭-৭৮

তখন সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা হরিকে চিন্তা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—ভগবন্! ত্রিভুবনবাসী সুরাসুর মানব সকলে নষ্ট হইয়াছে। ৭৯

স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎও বিধ্বস্ত হইয়াছে। হে জগন্নাথ! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য এবং সরীসৃপ (সর্পাদি) এবং তপস্বী মুনিগণ সকলে অকালে নষ্ট হইয়াছে। ৮০

হে জগৎপতে! আপনি সকলের পালক এবং প্রভু। অতএব আমাদিগকে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করুন। ৮১

বরাহদেহকে উপসংহার করিয়া চরাচরের সহিত পৃথিবীকে সংস্থাপন করুন। ৮২

ততো হরী রোহিতমৎস্যরূপী
ধৃত্বা মুনীন্ সপ্ত তদা সবেদান্ ।
অবাপ্লুতে রুক্মদত্তপোরো জগ-
দ্ধিতায় সর্ব্বশ্রুতিকোবিদাম্বরান্ ॥ ৮৩
বসিষ্ঠমত্রিং তথ কাশ্যপঞ্চ
বিশ্বামিত্রঞ্চ সগৌতমং মুনিম্ ।
মহাতপস্থং জমদগ্নিমুখ্যং[1]
তথা ভরদ্বাজমুনিং তপোনিধিম্ ॥ ৮৫
নিধায় পৃষ্ঠে স হি তোয়মধ্যে
স্থিতো মহানৌপ্রবরে মুনীন্দ্রান্ ।
ততঃ শিবং সান্ত্বয়িতুং জনার্দ্দনো
জগাম যস্মিন্ যুযুধে স পোত্রিভিঃ ॥ ৮৬
শ্রান্তং বরাহৈরতিপোত্রঘাতৈর্নে-
র্নিপীড়িতং ব্যাত্তমুখং শ্বসন্তম্ ।
সমাগতং বীক্ষ্য হরিং বরাহঃ
সস্মার পূর্ব্বাং নরসিংহমূর্ত্তিম্ ॥ ৮৭
স্মৃতস্তদা তেন সমাজগাম
সখা বরাহস্য হিতে নৃসিংহঃ ।
তমাগতং বীক্ষ্য তদা নৃসিংহং
তদীয়কায়ান্ নিজতেজ আদাৎ ॥ ৮৮
সৃষ্টং বরাহৈঃ শরভেণ তেজো
যৎ সূর্য্যতুল্যং প্রবিবেশ বিষ্ণৌ ।
বিজ্ঞায় তেজোরহিতং নৃসিংহং
সসর্জ্জ নিশ্বাসচয়ং বরাহঃ ॥ ৮৯

ভগবান্, ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিভুবন সংস্থাপনার্থে যত্নবান্ হইলেন। ৮৩

তদনন্তর বেদপ্রতিপাদ্য এবং বেদস্থাপক হরি, রোহিত মৎস্যরূপী হইয়া লোকহিতের নিমিত্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বেদসকল ধারণ করিলেন। ৮৪

বসিষ্ঠ, অত্রি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি তপোধন ভরদ্বাজকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া উত্তম নৌকায় আরোহণ করত জলমধ্যে উপস্থিত হইলেন। ৮৫

তদনন্তর, ভগবান্ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত বরাহদেবের যে স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন। ৮৬

ভগবান্, বরাহগণের পোত্রাঘাতে অতিশয় পীড়িত এবং শ্রমযুক্ত মহাদেবকে বিস্তৃত বদনে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সমীপাগত দেখিয়া দেবগণের সম্মুখে নৃসিংহ মূর্ত্তিকে স্মরণ করিলেন। ৮৭

ভগবান্ স্মরণমাত্রেই যজ্ঞবরাহের হিতের নিমিত্ত লোকস্রষ্টা নরসিংহদেবের আগমনদর্শন করিয়া তদীয় শরীর হইতে নিজতেজ আকর্ষণ করিলেন। ৮৮

বরাহগণ এবং শরভ, নৃসিংহশরীর হইতে সূর্য্যসদৃশ তেজ বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট

১। জমদগ্নিমুগ্রম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ততস্তু জাতা বহবো বরাহা
বৃহৎপ্রমাণাস্ত্বতিতীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ।
তে বৈ বরাহাঃ শরভং গিরিশং
মায়াবিনো বীতভয়াস্তুদন্তঃ ॥ ৯০
সমং নৃসিংহেন তথাপি যুদ্ধং
চক্রুর্মমর্দুশ্চ ভৃশং গিরীশম্।
ক্ষণং মহাপক্ষিসমানরূপাঃ
ক্ষণঞ্চ গাবস্তুরগা নরাশ্চ ॥ ৯১
ক্ষণং নৃসিংহাশ্চ বরাহরূপা
গোমায়বো বৈকৃতিকাঃ ক্ষণং তে।
অনেকরূপাণি ভয়ঙ্করাণি
বিতন্যমানানি রণে বরাহৈঃ ॥ ৯২
নিরীক্ষ্য ভর্গন্তু নিপীড়িতং তৈ-
র্ব্যথাসমন্বাধবতং গিরীশম্।
সস্পর্শ বিষ্ণুর্গিরিশং করেণ
তেজো দধাতত্র নিজং পুনঃ সঃ ॥ ৯৩
অথ সংস্পৃষ্টমাত্রঃ স বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
অতীব মুদিতো হৃষ্টো বলবান্ সমজায়ত ॥ ৯৪
অথোচ্চৈঃ শরভো নাদং ননাদ বলবদ্দৃঢ়ম্।
আপূরিতানি যেনৈতদ্ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ৯৫
মহতস্তস্য বদনাচ্ছীকরা যে বিনিঃসৃতাঃ।
ততো গণাঃ সমভবন্ মহাকায়া মহৌজসঃ ॥ ৯৬
যথা বরাহনিশ্বাসান্নানারূপধরা গণাঃ।
বরাহাস্তাদৃশা এতে ততোঽপ্যতিবলাঃ পুনঃ ॥ ৯৭

হইল দর্শন করিলেন। বরাহ, নৃসিংহদেবকে নিস্তেজ দর্শন করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ৮৯

তদনন্তর, বরাহনিশ্বাসে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট বৃহৎপরিমাণ অনেক বরাহ উৎপন্ন হইল। তাহারা নির্ভয় চিত্তে অনেক প্রকার মায়া অবলম্বন করিয়া শরভরূপী মহাদেবকে আঘাত করিতে লাগিল এবং নৃসিংহের সাহায্যে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করত মহাদেবকে বিমথিত করিল। ৯০

মায়াবলে বরাহগণ কখন ভয়ঙ্কর পক্ষী, কখন গো, অশ্ব এবং মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়া কখন নৃসিংহ বরাহ এবং শৃগাল প্রভৃতি নানা প্রকার ভয়ঙ্কর রূপ প্রকটন করিয়া মহাদেবকে অতিশয় ব্যথাযুক্ত করিলে ভগবান্ মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং শরভরূপী মহাদেবকে নিজ কর দ্বারা স্পর্শ করত নিজ শরীরস্থিত তেজ তাঁহার দেহে সঞ্চার করিলেন। ৯১-৯৩

অনন্তর মহাদেব, সর্ব্বলোকনিয়ন্তা বিষ্ণুর স্পর্শে ব্যথাহীন এবং আনন্দিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বল ধারণ করিলেন। ৯৪

তদনন্তর পরাক্রমশালী শরভের ভয়ঙ্কর-নাদে চতুর্দ্দশ ভুবন পূর্ণ হইল। ৯৫

মহাদেবেরও প্রচণ্ড শব্দকালে মুখ হইতে যে ফুৎকারনিকর বহির্গত হইয়াছিল, সেই ফুৎকার হইতে মহাবল তেজস্বী প্রমথগণ উৎপন্ন হইল। ৯৬

খবরাহোষ্ট্ররূপাশ্চ প্লবগোমায়ুগোমুখাঃ ।
ঋক্ষমার্জ্জারমাতঙ্গশিশুমারস্বরূপিণঃ ॥ ৯৮
সিংহব্যাঘ্রমুখাঃ কেচিৎ কেচিৎ সর্পাখুমূর্ত্তয়ঃ ।
হয়গ্রীবা হয়মুখা মহিষাকৃতয়ঃ পরে ॥ ৯৯
অন্যে তু মনুজাকারা মৃগমেষমুখাঃ পুনঃ ।
কবন্ধা হীনপাদাশ্চ বিহস্তা বহুপাণয়ঃ ॥ ১০০
কেচিত্তু শরভাকারাঃ কৃকলাসমুখাঃ পরে ।
মৎস্যবক্ত্রা গ্রাহবক্ত্রা হ্রস্বা দীর্ঘাবলাঃ কৃশাঃ ।
চতুঃপাদাষ্টপাদাশ্চ ত্রিপাদা দ্বিপদাঃ পরে ॥ ১০১
একপাদা ভূরিহস্তা যক্ষকিম্পুরুষোপমাঃ ।
পদ্মাকারাঃ পক্ষযুক্তা লম্বোদরমহোদরাঃ ।
দীর্ঘোদরাঃ স্থূলকেশা বহুকর্ণা বিকর্ণকাঃ ॥ ১০২
স্থূলাধরা দীর্ঘদন্তা দীর্ঘশ্মশ্রুধরা পরে ।
যে সন্তি প্রাণিনো বিপ্রা ভুবনেষু সমন্ততঃ ॥
চতুর্দ্দশসু তে তেষাং রূপেণ সমতাং গতাঃ ॥ ১০৩
নেহাস্তি ভুবনে জন্তুঃ স্থাবরো বা জগৎ পুনঃ ।
যত্তুল্যরূপেণ গণো ন জাতঃ শঙ্করস্য চ ॥ ১০৪
তে ভিন্দিপালৈঃ খড়্গৈশ্চ পরিঘৈস্তোমরৈস্তথা ।
অঙ্কুশাসিগদাভিশ্চ পাশৈঃ শঙ্কুভিরেব চ ॥ ১০৫
খট্বাঙ্গৈশ্চ ত্রিশূলৈশ্চ কপালৈঃ শক্তিভিস্তথা ।
দাত্রৈঃ সূচিভিরীষাগ্রৈর্যষ্টিভির্ভিত্তিকণ্টকৈঃ ॥ ১০৬
প্রাসৈঃ পরশুভির্ব্বাণৈঃ কোদণ্ডৈরতিভীষণাঃ[১] ।
জটাচন্দ্রকলাযুক্তাঃ সর্ব্বএব মহাবলাঃ ॥ ১০৭
কেচিদ্ভর্গস্য রূপেণ বাহনেনাথ ভূষণৈঃ ।
তুল্যা জটার্দ্ধচন্দ্রাংশুশুভ্রদীর্ঘা মহাবলাঃ ॥ ১০৮

বরাহের নিশ্বাসে নানারূপী যে প্রকার মায়াবিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহা অপেক্ষা বলবান্ কুকর, বরাহ, উষ্ট্র, প্লবগ, গোমায়ু, গো, ভল্লুক, মার্জ্জার, মাতঙ্গ, শিশুমার, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, ইন্দুর, হয়গ্রীব, হয়মুখ, মহিষ, মনুষ্য, মৃগ, মেষ, কবন্ধ (মস্তকহীন), পাদহীন, বিহস্ত, বহুহস্ত, শরভ, কৃকলাস, মৎস্যবক্ত্র, গ্রীবাবক্ত্র, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কৃশ, চতুষ্পাদ, অষ্টপাদ, ত্রিপাদ, দ্বিপাদ, একপাদ, ভূরিহস্ত, যক্ষ-কিন্নর-অশ্বাকৃতি, পক্ষযুক্ত, লম্বোদর, মহোদর, দীর্ঘোদর, স্থূলকেশ, বহুকর্ণ, বিকর্ণ, স্থূলাধর, দীর্ঘদন্ত, দীর্ঘশ্মশ্রু প্রভৃতি ত্রিভুবনে যতপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদের প্রত্যেকের সমনাবয়ব চতুর্দ্দশটি করিয়া পুত্রের সহিত গণসকল শিবের মুখনির্গত ফেন হইতে উৎপন্ন হইল। ৯৭-১০৩

স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভুবনে সে প্রকার কোন জন্তু ছিল না। যাহাদিগের সমানরূপিগণ—শিব হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ১০৪

শিবগণ সকলে ভিন্দিপাল, খড়্গ, পরিঘ, তোমর, অঙ্কুশ, অসি, পাশ, শঙ্কু, খট্বাঙ্গ, ত্রিশূল, কপাল, শক্তি, দাত্র, সূচী, ঈশাগ্র, যষ্টি, ভিত্তি, কণ্টক,

---

১। ……রতিভীষণৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

অর্দ্ধনারীশ্বরাঃ কেচিদ্ যথারুদ্রস্তথৈব তে।
কেচিত্তু চারুরূপেণ মোহনেন[1] মনোভুবঃ।
তুল্যোন বনিতাসক্তৈঃ সমং জাতা রতোৎসুকাঃ॥ ১০৯
আকাশচারিণঃ সর্ব্বে সর্ব্বে স্বচ্ছন্দগামিনঃ।
নীলোৎপলদলশ্যামাঃ শুক্লাঃ কেচন লোহিতাঃ॥ ১১০
রক্তাঃ পীতাস্তথা চিত্রা হরিতাঃ কপিলাঃ পরে।
অর্দ্ধপীতা অর্দ্ধরক্তা নীলার্দ্ধা ধবলাঃ পরে॥ ১১১
সকৃষ্ণপীতাঃ শুক্লেন কৃষ্ণেনার্দ্ধেন রঞ্জিতাঃ।
একবর্ণা দ্বিবর্ণাশ্চ ত্রিবর্ণাশ্চ তথাপরে॥ ১১২
চতুঃষট্পঞ্চবর্ণাশ্চ কেচিদ্দশগুণা দ্বিজাঃ॥ ১১৩
ডিণ্ডিমান্ পটহান্ শঙ্খান্ ভেরীঃ্যানকলকাহলান্।
মড্ডুকান্ ঝর্ঝরাংশ্চৈব ঝর্ঝরীশ্চ সমর্দ্দলাঃ॥ ১১৪
বীণাস্তন্ত্রী পঞ্চতন্ত্রীঃ পটহান্ দর্দ্দরাংস্তথা।
গোমুখানানকান্ কুণ্ডান্ সতালকরতালিকান্॥ ১১৫
বাদয়ন্তো গণাঃ সর্ব্বে হসন্তশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
বরাহাভিমুখা ভূত্বা তস্থুস্তে হৃষ্টমানসাঃ॥ ১১৬
তান্ সর্ব্বানাহ শরভো ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
নিঘ্নন্তৈতান্ বরাহস্য গণান্ বৈ ক্রূরকর্ম্মভিঃ॥ ১১৭
ক্রূরদৃষ্ট্যা ক্রূরযুদ্ধৈঃ ক্রূরা ভূত্বা মহাবলাঃ।
ততস্তে বৈ গণাঃ সর্ব্বে নানাকার-বরায়ুধাঃ।
সার্দ্ধং বরাহস্য গণৈর্যুযুধুঃ ক্রূরদর্শনাঃ॥ ১১৮

পাশ, শরাতিপ, কোদণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছিল; এবং বলবানগণ জটা, চন্দ্র এবং কপাল প্রভৃতি শৈব লক্ষণে উপলক্ষিত হইয়াছিল। ১০৫-১০৮

কোন কোন গণ মহাদেবের রূপ ধারণ এবং বাহনে আরোহণ করিয়া তাঁহার ন্যায় জটাকীর্ণ মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করত কিরণমণ্ডলে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। কেহ বা মহাদেবের ন্যায় অর্দ্ধাঙ্গে পর্ব্বত-নন্দিনীকে ধারণ করিয়া রমণোৎসুক হইয়াছিলেন। ১০৯

হে দ্বিজগণ। সকলেই স্বেচ্ছাক্রমে আকাশাদি বিচরণ করিতে পারেন, কেহ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কেহ বা শুক্লবর্ণ, কেহ লোহিতবর্ণ এবং রক্ত, পীত, চিত্র, হরিত, কপিল, অর্দ্ধপীত, অর্দ্ধনীল, ধবল, পীন, অর্দ্ধকৃষ্ণ, অর্দ্ধশুক্ল, একবর্ণ, দ্বিবর্ণ, ত্রিবর্ণ, বহুবর্ণ, চতুর্বর্ণ, পঞ্চমবর্ণ, ষষ্ঠবর্ণ এবং দশবর্ণ বিশিষ্ট প্রমথ ডিণ্ডিম, পটহ, শঙ্খ, ভেরী, বংশ, ঝর্ঝর, ঝর্ঝরি, মর্দ্দল, বীণা, তন্ত্রী, পঞ্চতন্ত্রী, দর্দ্দট, দর্দ্দর, গোমুখ, নরক, কুণ্ড এবং করতাল প্রভৃতির বাদ্য এবং উচ্চহাস্যদ্বারা ত্রিভুবন আন্দোলিত করিয়া আনন্দিতচিত্তে বরাহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ১১০-১১৬

শরভরূপী মহাদেব নিজগণকে আজ্ঞা দিলেন; হে মহাবলগণ! তোমরা ক্রূর নিষ্ঠুর হইয়া ক্রূরকর্ম্মা বরাহগণকে নিষ্ঠুর আঘাত কর। ১১৭

১। মোহনেন—ইতি পাঠান্তরম্।

আকাশচারিণঃ সর্ব্বে জলপূর্ণং জগত্রয়ম্ ।
তে পরিত্যজ্য যুযুধুর্বিয়ত্যেবোভয়ে গণাঃ ॥ ১১৯
ততঃ কণাম্বরাংস্তু গণান্ সর্ব্বান্ মহাবলান্ ।
হরন্তু প্রমথা জগ্মুর্মহাবাতা ইবাম্বুদান্ ॥ ১২০
হতেষু তেষু বীরেষু বারাহেষু গণেষ্বথ ।
দধ্যৌ বরাহঃ কিমিতি প্রাক্ পশ্চাদ্‌বৃত্তমাস্থিতম্ ॥ ১২১
অথ চিন্তয়তস্তস্য যাবং গত্বা জনার্দ্দনঃ ।
তং সর্ব্বং জ্ঞাপয়ামাস বরাহবপুষো স্থিতম্ ॥ ১২২
ততো দেহপরিত্যাগং কর্ত্তুং সমযতস্তদা ।
ততো দংষ্ট্রাপ্রঘাতেন নরসিংহং মহাবলঃ ।
শরভো ভগবান্ ভর্গো দ্বিধা মধ্যে চকার হ ॥ ১২৩
নরসিংহে দ্বিধাকৃতে নরভাগেণ তস্য চ ।
নর এব সমুৎপন্নো দিব্যরূপী মহানৃষিঃ ॥ ১২৪
তস্য পঞ্চাস্যভাগেন নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ ॥ ১২৫
অভবৎ সুমহাতেজা মুনিরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ১২৬
নরো নারায়ণশ্চোভৌ সৃষ্টিহেতু মহামতী ।
যয়োঃ প্রভাবো দুর্দ্ধর্ষঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃসু চ ॥ ১২৭
তৌ নাবি বিনিধায়াথ মৎস্যমূর্ত্ত্যধিষ্ঠাত্মনি ।
আসসাদ পুনর্দেবো বারাহঃ শরভং হরিঃ ॥ ১২৮

তদনন্তর নানাপ্রকার অস্ত্রধারী প্রমথগণ মহাদেবের আদেশে বরাহগণের সহিত ক্রুর দৃষ্টিতে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ১১৮

আকাশচারী শরভ এবং বরাহের গণ জলপূর্ণ ভূমণ্ডল ত্যাগ করিয়া আকাশমধ্যেই সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১১৯

তদনন্তর প্রলয়পবন যে প্রকার পয়োধির দুরবস্থা করে, সেই প্রকার মহাবল প্রমথগণ বরাহের গণকে নষ্ট করিল। ১২০

বরাহ, স্বকীয়গণের সহিত বরাহসমূহের নাশ দেখিয়া পূর্ব্ব পশ্চাৎবৃত্তান্ত চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২১

ভগবান, বরাহকে চিন্তান্বিত দর্শন করিয়া সকল বৃত্তান্ত তাঁহার মনোগোচর করিলেন এবং বরাহও দেহত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। সেই-কালে মহাবল শরভরূপী ভর্গ মহাদেব, দন্ত্যাঘাতে নরসিংহকে দুইখণ্ড করিলেন। ১২২-১২৩

নরসিংহ, শরভদন্তাঘাতে দুইখণ্ড হইলে তাঁহার নররূপ অর্দ্ধ দেহ হইতে মহাতপা দিব্যাকৃতি মুনিরূপী নর এবং সিংহাকৃতি অর্দ্ধদেহ হইতে মহাতপস্বী নারায়ণ নামক জনার্দ্দন উৎপন্ন হইলেন। ১২৪-১২৬

মহাত্মা নর এবং নারায়ণ সৃষ্টির প্রধান কারণস্বরূপ; যাঁহাদের অলৌকিক প্রভাব শাস্ত্র, বেদ, তপস্যাদিতে বিশেষ পারদর্শিতা প্রসিদ্ধ। ১২৭

হরি, নর নারায়ণকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সহিত মৎস্যদেবরক্ষিত নৌকায় সংস্থাপিত করিয়া শরভ এবং বরাহের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ১২৮

বপুস্ত্যাগো ময়াবশ্যং কর্তব্যো জগতাং হিতে।
ইতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং তদর্থোঽয়ং সমুদ্যমঃ।
ক্রিয়তে হরিণা সার্দ্ধং শম্ভুনা ব্রহ্মণাপি চ ॥ ১২৯
ইতি সঞ্চিন্ত্য স তদা শূকরঃ পরমেশ্বরঃ।
জগাদ শরভং দেবং মহাদেবং মহাবলম্ ॥ ১৩০
জহি মাং ত্বং মহাদেব ত্যক্ষ্যে কায়মসংশয়ম্।
হিতায় সর্ব্বজগতাং দেবানামপি সর্ব্বেষাম্[1] ॥ ১৩১
মম দেহপ্রতীকৌঘৈর্যজ্ঞং যূপং প্রকল্প্য চ[2]।
পৃথক্ পৃথক্ মহাভাগ সমাসিত্রং স্রুবাদিকম্[3] ॥ ১৩২
ততস্তে তান্ ত্রিভিঃ পূতৈর্বিধিবৎ জগতাং হিতে।
কনকেন সুবৃত্তেন যোগেন চ জগন্ময়ীম্।
যজ্ঞাদ্দেবাঃ প্রজাশ্চৈব যজ্ঞাদন্নান্ নিয়োগিনঃ ॥ ১৩৩
সর্ব্বং যজ্ঞাৎ সদা ভাবি সর্ব্বং যজ্ঞময়ং জগৎ ॥ ১৩৪
যমিমং পৃথিবীগর্ভমাধত্ত রজিনী পুনঃ।
তদুৎপন্নং বৎসং দেবী চিরং সংগোপয়িষ্যতি ॥ ১৩৫
প্রাপ্তে কালে যদা দেবী ত্বদাস্থ্যান্ সুভাষতে।
বধস্তস্যাতিভারার্ত্তা তদৈবৈনং হনিষ্যথ ॥ ১৩৬
ভারার্ত্তা পৃথিবী মগ্না[4] যদাধঃ শতযোজনম্।
শৃঙ্গি-বরাহরূপেণ প্রোদ্ধরিষ্যে তদা প্রিয়াম্ ॥ ১৩৭

পরমেশ্বর বরাহদেব "আমি লোকহিতের নিমিত্ত অবশ্যই শরীরত্যাগ করিব।" এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াই হরি ব্রহ্মা এবং শম্ভু সহিত এই উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ১২৯

এই প্রকার চিন্তা করিয়া পরমেশ্বর বরাহদেব শরভকে বলিলেন—হে মহাদেব! আমি দেব ঋষি প্রভৃতি সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত দেহত্যাগ করিব। আমাকে দেহ ত্যাগ করিতে বিসর্জ্জন কর। ১৩০-১৩১

হে মহাত্মন্! আমার অঙ্গসমষ্টিতে যজ্ঞযূপ নির্ম্মাণ করত পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গদ্বারা সমিৎ স্রুবাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল নির্ম্মাণ করিবে। আমার দেহোৎপন্ন যজ্ঞীয়-দ্রব্যসমূহ বিধিপূর্ব্বক পৃথিবীতে স্থাপন করিবে। ১৩২-১৩৩

এইরূপে যজ্ঞ বিহিত হইলে, সেই যজ্ঞ হইতে দেব এবং অন্যান্য প্রকার প্রজা এবং অন্নাদির সহিত যোগিগণ উৎপন্ন হইবেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল দ্রব্যই জন্মিবে। যেহেতু এই জগৎই যজ্ঞস্বরূপ। ১৩৪

রজস্বলা পৃথিবী যে গর্ভধারণ করিয়াছেন, হে ভর্গ! এই গর্ভপ্রসূত বালককে চিরকাল রক্ষা করিবে। ১৩৫

পৃথিবী যে কালে ভারাক্রান্ত হইয়া তোমার নিকট পুত্রবধের প্রার্থনা করিবে, সেই কালে পৃথিবীপুত্রকে বধ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবে। ১৩৬

যে কালে পৃথিবী ভারে পীড়িতা হইয়া একশত যোজন পাতাল মধ্যে মগ্ন

১। কন্বিকাম্—ইতি পাঠান্তরম্।
২। প্রতিকোর্যে যজ্ঞং যূপং প্রকল্প্য—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। স্রুবাদিকম্—ইতি পাঠান্তরম্।
৪। ভারার্ত্তাং পৃথিবীং মগ্নাং—ইতি পাঠান্তরম্।

কৃতকৃত্যস্তু তং কায়ং ত্যাজয়িষ্যতি তে সুতঃ।
যো ভাবী দেবসেনানী রুদ্রাৎ ঘাণ্টাসুরান্তকঃ॥ ১৩৮
এবং যজ্ঞবরাহে তু ভাষমাণে মহাবলে।
নিঃসৃত্য সুমহত্তেজো জ্বালামালাতিদীপিতম্॥ ১৩৯
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং জবাকুসুমসন্নিভম্।
হরের্ভগবতো দেহে বিবেশ মহদদ্ভুতম্॥ ১৪০
তস্মিন্ বিষ্ণৌ প্রবিষ্টে তু বরাহে তেজসি দ্বিজাঃ।
সুবৃত্তাৎ কনকাদ্ ঘোরাত্তেজ আদাৎ স্বয়ং হরিঃ॥ ১৪১
তেষামপি শরীরেভ্যস্তেজোভাগঃ পৃথক্ পৃথক্।
বিনিঃসৃত্য বিনিঃসৃত্য জ্বালামালাতিদীপিতঃ॥ ১৪২
প্রবিবেশ হরেঃ কায়ে যথা তেষাং পিতুস্তথা।
ততো হরিশ্চ ব্রহ্মা চ মহাদেবশ্চ তদ্বচঃ॥ ১৪৩
বরাহস্য প্রতিশ্রুত্য ওমিত্যুক্ত্বা পুনঃপুনঃ।
তেষাং কায়পরিত্যাগে অকার্ষুর্যত্নমুত্তমম্॥ ১৪৪
ততস্তুণ্ডপ্রহারৈস্তু শরভঃ কণ্ঠদেশতঃ।
ভিত্ত্বা বপুর্বরাহস্য পাতয়ামাস তজ্জলে॥ ১৪৫
তং পাতয়িত্বা প্রথমং সুবৃত্তং কনকং তথা।
ঘোরঞ্চ কণ্ঠদেশেষু ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা জগাম হ॥ ১৪৬

হইবেন, আমি সেই কালে শৃঙ্গবিরাজিত বরাহ-রূপ ধারণ করত ইহাকে উদ্ধার করিব। ১৩৭

তোমার বীর্য্যে উৎপন্ন ঘাণ্টাসুর নামে যে পুত্র দেবগণের সেনাপতি হইয়া অসুর-সংহার করিবেন, তিনিই কার্য্য শেষ হইলে, আমাকে বরাহ-মূর্ত্তি ত্যাগ করাইবেন। ১৩৮

হে দ্বিজবরগণ! মহাবল যজ্ঞ বরাহ এই প্রকার বলিলে, তাঁহার দেহ হইতে কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী এবং জবাপুষ্প সমান লোহিত-বর্ণ তেজ নির্গত হইয়া ভগবান্ হরির অঙ্গে প্রবিষ্ট হইল। ১৩৯-১৪০

হে দ্বিজগণ! বরাহ-দেহ হইতে নিঃসৃত তেজ হরির অঙ্গে প্রবিষ্ট হইলে, ভগবান বরাহ;—নিজপুত্র সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোরের দেহ হইতে নিজ তেজ গ্রহণ করিলেন। ১৪১

যজ্ঞবরাহের ন্যায় সুবৃত্তাদি তদীয় পুত্রগণের দেহ হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান তেজ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নির্গত হইয়া হরির দেহে প্রবেশ করিল। ১৪২-১৪৩

তদনন্তর হরি এবং ভর্গ মহাদেব, বরাহের বাক্য শ্রবণ করত অঙ্গীকার করিলেন এবং পুত্রের সহিত বরাহের প্রাণ ত্যাগের নিমিত্ত মহান্ যত্ন করিতে লাগিলেন। ১৪৪

তদনন্তর শরভ, বিষম মুখ-প্রহারদ্বারা বরাহের কণ্ঠদেশ হইতে শরীর ছেদন করত সেই জলে নিক্ষেপ করিলেন। ১৪৫

শরভ,—এই প্রকারে প্রথমে বারাহ-দেহকে জলসাৎ করিয়া সুবৃত্তাদি বরাহপুত্রত্রয়ের কণ্ঠদেশ ছেদন করত পূর্ব্ববৎ সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলেন। ১৪৬

ত্যক্তপ্রাণাস্তু তে সর্ব্বে পেতুস্তোয়ে মহার্ণবে।
জলে শব্দং বিতন্বানাং কালানলসমত্বিষঃ ॥ ১৪৭
পতিতেষু বরাহেষু ব্রহ্মা বিষ্ণুর্হরস্তথা।
সৃষ্ট্যর্থং চিন্তয়ামাসুঃ পুনরেব সমাগতাঃ ॥ ১৪৮
হরস্য তু গণাঃ সর্ব্বে তদা তূর্ণং সমাগতাঃ।
উপতস্থুর্মহাভাগাশ্চতুর্ভাগেন ভাজিতাঃ।
ষট্‌ত্রিংশত্তু সহস্রাণি প্রমথা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৪৯
প্রত্যেকস্য সহস্রাণি ভাগে ষোড়শ সংস্থিতাঃ।
নানারূপধরা যে বৈ জটাচন্দ্রার্দ্ধমণ্ডিতাঃ ॥ ১৫০
তে সর্ব্বে সকলৈশ্বর্য্যযুক্তা ধ্যানপরায়ণাঃ।
যোগিনো মদমাৎসর্য্যদম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৫১
ক্ষীণপাপা মহাভাগাঃ শম্ভোঃ প্রীতিকরাঃ পরাঃ।
ন তে পরিগ্রহং রাগং কাঙ্ক্ষন্তি স্ম কদাচন।
সংসারবিমুখাঃ সর্ব্বে যতয়ো যোগতৎপরাঃ ॥ ১৫২
ধ্যানাবস্থং মহাদেবং পরিবার্য্য ধৃতব্রতাঃ।
কৃত্বা পরিষদং রুচ্যা তিষ্ঠন্তি বিগতক্লমাঃ ॥ ১৫৩
যদৈব পরমং জ্যোতিশ্চিন্তয়ত্যম্বিকাপতিঃ।
তদৈব তে পারিষদাঃ সর্ব্বে সংবেষ্টয়ন্তি তম্ ॥ ১৫৪
তে ষোড়শ সমাখ্যাতাঃ কোটয়ো যে যতব্রতাঃ।
সিংহব্যাঘ্রাদিসারূপ্যা অণিমাদিসমাযুতাঃ ॥ ১৫৫

প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বরাহগণ সমুদ্রজলে পতনকালে জলের প্রচণ্ড শব্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন। ১৪৭

এইরূপে বরাহগণ পতিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৪৮

হে দ্বিজবরগণ। চারিভাগে বিভক্ত ষট্‌ত্রিংশত সহস্র সংখ্যক প্রমথগণ আগমন করত মহাদেবের অর্চনা করিলেন। ১৪৯

চারিভাগে বিভক্ত প্রমথগণের মধ্যে একভাগে নানারূপধারী জটা এবং অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট যে ষোড়শ সহস্র প্রমথ ছিলেন, ভোগবিমুখ ধ্যানপরায়ণ যোগী, মদ-মাৎসর্য্য-দম্ভ-অহঙ্কার-রহিত নিষ্পাপ সেই মহাত্মাগণ মহাদেবের আনন্দ জন্মাইতেন। ১৫০-১৫১

তাঁহারা কখন কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেন না। এবং স্রক্-চন্দনাদি উপভোগ্য বিষয়ে তাঁহাদের অনুরাগ ছিল না। তাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদি সংসারসুখে নিরভিলাষ হইয়া নিয়ম অবলম্বন করত যোগশিক্ষার নিমিত্ত ধ্যান-পরায়ণ মহাদেবকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ব্রতাদি পালন করিতেন এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অনাহারে থাকিতে ক্লেশ বোধ করিতেন না। ১৫২-১৫৩

যেকালে অম্বিকাপতি মহাদেব জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম চিন্তা করিতেন, সেইকালে প্রমথগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। ১৫৪

অণিমা লঘিমা প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য্য সমন্বিত সিংহ ব্যাঘ্রাদি স্বরূপে সেই ষোড়শ কোটি প্রমথগণ ব্রতপর ছিলেন। ১৫৫

অপরে কামিনঃ শম্ভোঃ সুনর্মসচিবাঃ স্মৃতাঃ।
বিচিত্ররূপাভরণা জটাচন্দ্রার্দ্ধমণ্ডিতাঃ॥ ১৫৬
হরস্য তুল্যরূপেণ বিশদা বৃষভধ্বজাঃ।
উমাসদৃশরূপাভিঃ প্রমদাভিঃ সমাগতাঃ॥ ১৫৭
বিচিত্রমাল্যাভরণা দিব্যস্রগ্গন্ধভূষিতাঃ।
উমাসহায়ং ক্রীড়ন্তমনুগচ্ছন্তি ভূষিতাঃ।
শৃঙ্গারবেশাভরণা অষ্টৌ তে কোটয়ো গণাঃ॥ ১৫৮
অর্দ্ধনারীশ্বরাশ্চান্যে হ্যর্দ্ধনারীশ্বরং হরম্।
যানস্থং প্রবিবেশন্তে তুল্যরূপা হরস্য যে॥ ১৫৯
উমাসহায়ো হি যদা রমতে সমুখং হরঃ।
অর্দ্ধনারীশরীরাস্তু দ্বারপালা ভবন্তি তে॥ ১৬০
আকাশমার্গে গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি নিত্যশঃ।
ধ্যানস্থং পরিচর্য্যন্তি সলিলাদিভিরীশ্বরম্॥ ১৬১
নানারূপধরাঃ শম্ভোর্গণাস্তে প্রমথাঃ স্মৃতাঃ।
প্রমথ্নন্তি চ যুদ্ধেষু যুধ্যমানান্ মহাবলান্॥ ১৬২
তে বৈ মহাবলাঃ শূরাঃ সংখ্যয়া নবকোটয়ঃ॥ ১৬৩
অপরে গায়নাস্তালমৃদঙ্গপণবাদিভিঃ।
নৃত্যন্তি বাদ্যং কুর্ব্বন্তি গায়ন্তি মধুরস্বরম্॥ ১৬৪
নানারূপধরাস্তে যে সংখ্যয়া কোটয়স্ত্রয়ঃ।
সততং চানুগচ্ছন্তি বিচরন্তং মহেশ্বরম্॥ ১৬৫

এতদ্ভিন্ন অন্য প্রমথগণ কামুক এবং মহাদেবের ক্রীড়া বিষয়ে সহায়; বিচিত্র আভরণে অলঙ্কৃত, জটা-অর্দ্ধ-চন্দ্রবিশিষ্ট, শিবের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বৃষারূঢ়, উমার ন্যায় সুন্দরী কামিনীগণ-সেবিত, বিচিত্র মাল্যশোভিত স্বর্গীয় পুষ্পমাল্যধারী উমার সহিত ক্রীড়াপরায়ণ মহাদেবের অনুগামী আট কোটী প্রমথ, রমণোচিত বেশভূষা ধারণ করিত। ১৫৬-১৫৮

মহামনা প্রমথগণ মহাদেবের ন্যায় অর্দ্ধ-অঙ্গে হর এবং অর্দ্ধ-অঙ্গে গৌরীর রূপ ধারণ করত শরীরের বামার্দ্ধে পার্ব্বতীরূপধারী মহাদেবের অনুগমন করিতেন। ১৫৯

মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত যেকালে সুখে বিলাসাদি করেন, সেইকাল অর্দ্ধাঙ্গে হর অর্দ্ধাঙ্গে গৌরীর রূপধারী প্রমথগণ দ্বারপাল হন। ১৬০

প্রতিদিন যেকালে মহাদেব আকাশ পথে বিচরণ করেন; উক্ত প্রমথগণ সেই সময়ে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বিচরণ করেন ১৬১

এবং তিনি যেকালে ধ্যান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারা সেই সময়ে জলাদি দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। সেই প্রমথগণ নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পারেন। ১৬২

যে মহাবল বীর প্রমথগণ যুদ্ধভূমিতে গমন করত শত্রুবল বিদলিত করেন, তাঁহাদের সংখ্যা নব কোটি। ১৬৩

গায়ক প্রমথগণ, মৃদঙ্গ পণব প্রভৃতির বাদ্যানুসারে মধুরস্বরে গান করত মহাদেবের সমীপে নৃত্য করেন। ১৬৪

সর্ব্বে মায়াবিনঃ শূরাঃ সর্ব্বে শাস্ত্রার্থপারগাঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্রগাঃ সদা॥ ১৬৬
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বভুবনং গত্বা যান্তি পুনর্ভবম্।
অণিমাদ্যষ্টকৈশ্বর্য্যযুক্তাস্তে বৈ মহাবলাঃ॥ ১৬৭
অপরে রুদ্রনামানো জটাচন্দ্রার্দ্ধমণ্ডিতাঃ।
দেবেন্দ্রস্য নিয়োগেন বর্ত্ত ত্ত্রিদিবে সদা॥ ১৬৮
তেষাং সংখ্যা চৈককোটিস্তে সর্ব্বে বলবত্তরাঃ।
কুর্ব্বন্তি হি সদা সেবাং হরস্য সততং গণাঃ॥ ১৬৯
বিস্ময়ন্তি চ পাপিষ্ঠান্ ধর্ম্মিষ্ঠান্ পালয়ন্তি চ।
অনুগৃহ্নন্তি সততং শুভপাশুপতব্রতান্॥ ১৭০
বিঘ্নাংশ্চ সততং ঘ্নন্তি যোগিনাং প্রযতাত্মনাম্।
ষট্ত্রিংশৎকোটয়শ্চৈতে হরস্য সকলা গণাঃ॥ ১৭১
বরাহগণনাশার্থং হিতায় জগতাং তথা।
শঙ্করস্যাথ সেবায়ৈ সমুৎপন্না ইমে গণাঃ॥ ১৭২
বরাহস্য গণান্ দৃষ্ট্বা নরসিংহং তথা হরিম্।
যৎ শরভরূপঃ সন্ ধ্যায়ন্নাদং যদাকরোৎ।
তচ্ছীকরান্মুখতো জাতাস্তত্রৈষাং বহুরূপতা॥ ১৭৩
ক্রুরদৃষ্ট্যা ক্রুরমুখৈঃ ক্রুরকৃত্যৈরিমান্ গণান্।
বরাহস্য হতেভ্যোঽংশং হতঃ প্রোক্তং কপর্দ্দিনা॥ ১৭৪

তিন কোটিসংখ্যক নানারূপ-ধারী সেই প্রমথগণ বিচরণপর মহাদেবের নিরন্তর পশ্চাতে গমন করেন। ১৬৫

সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ বলবান্ প্রমথগণ সকলেই মায়াবলে সকল কার্য্য স ধন করিতে পারেন এবং সকলেই সর্ব্বজ্ঞ, সকলেই ইচ্ছানুরূপ সকল স্থানেই সকল সকল সময়ে যাইতে পারেন। ১৬৬

অধিক কি বলিব, অণিমাদি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্যশালী মহাবল মহাদেব-ভক্ত প্রমথগণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে ত্রিভুবন গমন করত পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিতে পারেন। ১৬৭

রুদ্রনামক অন্য প্রমথগণ জটা এবং অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ভূষিত হইয়া সুরেন্দ্রের আদেশে সর্ব্বদা স্বর্গে বাস করিতেন। ১৬৮

এক কোটিসংখ্যক বলবান্ সেই প্রমথগণ নিরন্তর মহাদেবের সেবা করিতেন। ১৬৯

যে প্রমথগণ পাপাত্মাগণকে নিজ মহিমায় বিস্ময়ান্বিত করত ধার্ম্মিক ব্যক্তি সকলকে পরিপালন করিতেন এবং মহাদেবের ব্রতাবলম্বী মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহকরত জিতেন্দ্রিয় যোগিগণের সনাতন বিঘ্ন বিনাশ করিতেন, তাঁহারা ছত্রিশ কোটি সংখ্যক ছিলেন। ১৭০

বরাহগণের নিধন দ্বারা জগতের হিতের নিমিত্ত এবং মহাদেবের সেবার জন্য এই প্রমথগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৭১

শরভরূপী মহাদেব,—বরাহগণ, নরসিংহ এবং হরিকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ কাল চিন্তাপূর্ব্বক যে শব্দ করিয়াছিলেন, সেই শব্দ-কালে মুখ হইতে নির্গত শীকর হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি হেতু বহুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ১৭২-১৭৩

অতস্তে ক্রূরকর্ম্মাণঃ প্রজাতাস্ত ভয়ঙ্করাঃ।
ন সদা ক্রূরকর্ম্মাণি তে কুর্ব্বন্তি মহৌজসঃ।
দৃষ্টিমাত্রস্ত তে ক্রূরাঃ ক্রূরাস্তে ন তু কার্য্যতঃ।
ফলং জলং তথা পুষ্পং পত্রং মূলং তথৈব চ।
নিবেদিতানি ভুঞ্জন্তি বনপর্ব্বতসানুষু। ১৭৫
আহৃত্যাপি চ ভুঞ্জন্তি পত্রং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ।
ভবেস্তর্গস্ত যদ্ভোজ্যং তদ্ভোজ্যাস্তে মহৌজসঃ। ১৭৬
আমিষাণি চ নাশ্নন্তি[১] হিত্বা চৈত্রচতুর্দ্দশীম্।
তত্রামিষং হরো ভুঙ্‌ক্তে চতুর্দ্দশ্যাং মধৌ সদা। ১৭৭
ততঃ সর্ব্বে গণাস্তত্র ভুঞ্জন্তি পললান্যপি।
হতে বরাহস্ত গণে ভর্গমাসাদ্য তে গণাঃ॥ ১৭৮
চতুর্ভাগাঃ স্বয়ং ভূত্বা ভূতকর্ম্মেতি বৈ জগুঃ।
ভূতত্বমভবত্তেষাং চতুর্ভাগবতাং তদা। ১৭৯
বচনাৎ পদ্মযোনেস্তু ভূতগ্রামাস্ততো মতাঃ।
যো লোকবিদিতঃ পূর্ব্বং ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ।
মতস্তেভ্যোঽধিকো যস্তু ভূতগ্রামঃ স উচ্যতে। ১৮০
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং ভূতাঃ শম্ভুগণা যথা।
যদাহারা যদাকারা যৎকৃত্যাস্তে মহৌজসঃ। ১৮১

ক্রূর দর্শনে, ক্রূর যুদ্ধে এবং ক্রূর কার্য্যে বরাহগণকে হননেচ্ছু মহাদেবের ইচ্ছা বশত প্রমথগণ ভয়ঙ্কর এবং ক্রূরকর্ম্মা হইয়াছিল। ১৭৪

মহাবল প্রমথগণ যদিও ক্রূরকার্য্য করিত না, তথাপি তাহাদের অত্যন্ত ক্রূরতা প্রকাশ করিত এবং যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ক্রূরকার্য্য করিত, তাহা হইলে তাহাদের অত্যন্ত ক্রূরতা প্রকাশ পাইত। ১৭৫

তাহারা পর্ব্বতপ্রান্তে নিবেদিত ফল, জল, পত্র, পুষ্প এবং মূল প্রভৃতি বস্তু দ্রব্য ভোজন করিত। ১৭৬

এবং তাহারা ফল-পুষ্পাদি স্বয়ং আহরণ করিয়াও ভোজন করিত মহাদেবের যে কিছু দ্রব্য ভোজ্য ছিল, তাহারাও সেই সকল ভোজন করিত। ১৭৬

তাহারা চৈত্রমাসীয় চতুর্দ্দশী ভিন্ন সকলদিনেই আমিষান্ন ভোজন করিত। কিন্তু মহাদেব মধুমাসের চতুর্দ্দশীতেও আমিষান্ন ভোজন করিতেন। ১৭৭

তদনন্তর বরাহগণ বিনষ্ট হইলে প্রমথগণ, সেই মহাদেবের সহিত মাংস-ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। ১৭৮

তাঁহারা স্বয়ং চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া অতীতকার্য্য সকল কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই জন্য ব্রহ্মার বাক্যে ভূতগ্রাম সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন। ১৭৯

লোকে পূর্ব্বে চারিপ্রকার ভূতগ্রাম জানিত। ইহারাই ভূতগ্রামগণের অধিকারী হইল। ১৮০

মহাদেবের ভূতগণের যে প্রকার আহার, যে প্রকার অবয়ব, যেরূপ কার্য্য; তাহা তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম। ১৮১

---

১ আমিষং কাপি নাশ্নন্তি—ইতি পাঠান্তরম্।

য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যমাখ্যানং মহদদ্ভুতম্ ।
স দীর্ঘায়ুঃ সদোৎসাহী যোগযুক্তশ্চ জায়তে ॥ ১৮২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয়ঃ উচুঃ—

কথং যজ্ঞবরাহস্য দেহো যজ্ঞস্বরূপবান্ ।
ত্রেতাস্বরূপমগমন্ পুত্রা বরাহস্য কথং ত্রয়ঃ ॥ ১
অকালিকোঽয়ং প্রলয়ঃ কস্মাত্তগবতা কৃতঃ ।
জলক্ষয়ো মহাঘোরো বরাহেন মহাত্মনা ॥ ২
কথং বা মৎস্যরূপেণ বেদাস্ত্রাতাশ্চ শার্ঙ্গিণা ।
কথং পুনরভূৎ সৃষ্টিঃ কেন চোর্ব্বী সমুদ্ধৃতা ॥ ৩
ঈশ্বরঃ শারভং কায়ং ত্যক্তবান্ বা কথং গুরো ।
কীদৃক্ প্রবৃত্তং তদ্দেহং তন্নো বদ মহামতে ॥ ৪
এতেষাং দ্বিজশার্দ্দূল ভবান্ প্রত্যক্ষদর্শিবান্ ।
তন্নোঽদ্য শ্রোতুমানানাং কথয়স্ব মহামতে ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণুধ্বং দ্বিজশার্দ্দূলা যৎপৃষ্টোঽহমিহাদ্ভুতম্ ।
শৃণুত্বহিতাঃ সর্ব্বে সর্ব্ববেদফলপ্রদম্ ॥ ৬

যে ব্যক্তি সাংখ্য-যোগান্তর্গত এই প্রবন্ধ শ্রবণ করিবে, সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইয়া নিরন্তর উৎসাহপূর্ব্বক যোগবিদ্যায় বিজ্ঞ হইবে। ১৮২

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশ অধ্যায়

বরাহের যজ্ঞরূপত্ব কীর্ত্তন

ঋষিগণ বলিলেন, যজ্ঞবরাহের দেহ কি প্রকারে যজ্ঞস্বরূপ হইল ? এবং সুবৃত্তাদি বরাহ-পুত্রত্রয় কি প্রকারে অগ্নিস্বরূপ হইলেন ? ১

ভগবান্, মহাত্মা বরাহ দ্বারা কি নিমিত্ত অকালে ভয়ঙ্কর জল-ক্ষয়-কর প্রলয় করাইলেন ? ২

শার্ঙ্গধর্ম্মা মৎস্যরূপধারণ করিয়া কি নিমিত্ত বেদ সকল রক্ষা করিলেন ? কি প্রকারে পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি হইল ? ৩

কোন্ মহাত্মা পাতাল-মগ্না ধরাকে উদ্ধার করিলেন ? হে গুরো। মহাদেব শরভদেহ কি প্রকারে ত্যাগ করিলেন ? এবং তিনি দেহ ত্যাগ করিলে সেই দেহ কিরূপে পরিণত হইল ? ৪

মহাত্মন্! এই সকল বিষয় আমাদিগকে বলুন। হে দ্বিজবর! আপনি

যজ্ঞেষু দেবাস্তুষ্যন্তি যজ্ঞে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
যজ্ঞেন ধ্রিয়তে পৃথ্বী যজ্ঞস্তারয়তি প্রজাঃ ॥ ৭
অন্নেন ভূতা জীবন্তি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
পর্জ্জন্যো জায়তে যজ্ঞাৎ সর্ব্বং যজ্ঞময়ং ততঃ ॥ ৮
স যজ্ঞোঽভূদ্বরাহস্য কায়াচ্ছম্ভুবিদারিতাৎ।
যথাহং কথয়ে তদ্বঃ শৃণুধ্বমবহিতা দ্বিজাঃ ॥ ৯
বিদারিতে বরাহস্য কায়ে ভর্গেণ তৎক্ষণাৎ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা দেবাঃ সর্ব্বৈশ্চ প্রমথৈঃ সহ ॥ ১০
নিন্যুর্জলাৎ সমুদ্ধৃত্য তচ্ছরীরং নভঃ প্রতি।
তদ্বিভিন্নঃ শরীরং তে বিষ্ণোশ্চক্রেণ খণ্ডশঃ ॥ ১১
তস্যাঙ্গসন্ধয়ো যজ্ঞা জাতাশ্চ বৈ পৃথক্ পৃথক্।
যস্মাদঙ্গাচ্চ যে জাতাস্তচ্ছৃণুধ্বং মহর্ষয়ঃ ॥ ১২
ভ্রূনাসাসন্ধিতো জাতো জ্যোতিষ্টোমো মহাধ্বরঃ।
হনুশ্রবণসন্ধ্যোস্তু বহ্নিষ্টোমো ব্যজায়ত ॥ ১৩
চক্ষুর্ভ্রুবোঃ সন্ধিনা তু ব্রাত্যষ্টোমো ব্যজায়ত।
জাতং পৌনর্ভবষ্টোমস্তস্য পোত্রোষ্ঠসন্ধিতঃ ॥ ১৪
বৃদ্ধষ্টোমবৃহৎস্তোমৌ জিহ্বামূলাদজায়তাম্।
অতিরাত্রং সবৈরাজমধোজিহ্বান্তরাদভূৎ ॥ ১৫

এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। অতএব হে মহামতে! আমরা শ্রবণোৎসুক হইয়াছি; অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ! তোমরা যে সকল বিষয় আমাকে প্রশ্ন করিলে, সাবধান হইয়া সর্ব্ববেদ-ফলদায়ী তাহার উত্তর শ্রবণ কর। ৬

যজ্ঞ-দ্বারা দেবগণ তুষ্ট হন, যজ্ঞই সকলের প্রতিষ্ঠাপক; যজ্ঞ ধরণীকে ধারণ করিয়াছেন। যজ্ঞই প্রজাগণকে পাপরাশি হইতে উদ্ধার করেন। ৭

অন্ন হেতু জীবগণ জীবনধারণ করিতেছে, পর্জ্জন্য হইতে সেই অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে, পর্জ্জন্য পুনরায় যজ্ঞ বলে জন্মিতেছে। ৮

অতএব সকল জগৎ যজ্ঞময়; মহাদেব কর্ত্তৃক বিদারিত বরাহদেবের দেহ হইতে সেই যজ্ঞ যে প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছি। হে দ্বিজগণ সাবধানে শ্রবণ কর। ৯

শরভ কর্ত্তৃক বরাহদেহ বিদারিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং প্রমথগণের সহিত মহাদেব জল হইতে সেই দেহকে গ্রহণ করত আকাশে গমন করিলেন। ১০

বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই দেহ ছেদন করিলেন। ১১

যেহেতু সেই দেহের সন্ধিভাগ সকল পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞরূপে পরিণত হইয়া যজ্ঞ হইল, তাহার কারণ শ্রবণ কর। ১২

ভ্রূযুগ এবং নাসিকাদেশের সন্ধিভাগ জ্যোতিষ্টোমনামক মহাযজ্ঞ হইল; কপোলদেশের উচ্চ স্থান হইতে কর্ণ-মূলের মধ্যস্থিত সন্ধিভাগ বহ্নিষ্টোম যজ্ঞ হইল। ১৩

চক্ষু এবং ভ্রূদ্বয়ের সন্ধিভাগ ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞরূপে পরিণত হইল; মুখাগ্র এবং ওষ্ঠের সন্ধিভাগ পৌনর্ভবস্তোম যজ্ঞ হইল। ১৪

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্ ।
হোমো দৈবোবলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥ ১৬
স্নানং তর্পণপর্যান্তং নিত্যযজ্ঞাশ্চ সর্ব্বশঃ ।
কণ্ঠসন্ধেঃ সমুৎপন্না জিহ্বাতো বিধয়স্তথা ॥ ১৭
বাজিমেধমহামেধৌ নরমেধস্তথৈব চ ।
প্রাণিহিংসাকরা যেঽন্যে তে জাতাঃ পাদসন্ধিতঃ ॥ ১৮
রাজসূয়োঽর্ককারী চ বাজপেয়স্তথৈব চ ।
পৃষ্ঠসন্ধৌ সমুৎপন্না গ্রহযজ্ঞাস্তথৈব চ ॥ ১৯
প্রতিষ্ঠোৎসর্গযজ্ঞাশ্চ দানশ্রাদ্ধাদয়স্তথা ।
হৃৎসন্ধিতঃ সমুৎপন্নাঃ সাবিত্রীযজ্ঞ এব চ ॥ ২০
সর্ব্বে সাংস্কারিকা যজ্ঞাঃ প্রায়শ্চিত্তকরাশ্চ যে ।
তে মেঢ্রসন্ধিতো জাতা যজ্ঞাস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২১
রক্ষঃসত্রং সর্পসত্রং সর্ব্বঞ্চৈবাভিচারিকম্ ।
গোমেধো বৃক্ষযাগশ্চ খুরেভ্যো যজ্ঞবহ্নিমে ॥ ২২
মায়েষ্টিঃ পরমেষ্টিশ্চ গৌষ্পতির্ভোগসম্ভবঃ ।
লাঙ্গূলসন্ধৌ সঞ্জাতা অগ্নীষোমস্তথৈব চ[১] ॥ ২৩
নৈমিত্তিকাশ্চ যে যজ্ঞাঃ সংক্রান্ত্যাদৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
লাঙ্গূলসন্ধৌ তে জাতাস্তথা দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥ ২৪

জিহ্বামূলীয় সন্ধিভাগ বৃহৎস্তোম এবং বৃহৎস্তোম নামক যজ্ঞদ্বয় হইল। জিহ্বাদেশের অধোদেশ হইতে অতিরাত্র এবং বৈরাজযজ্ঞ হইল। ১৫

বেদাধ্যাপনই বৈদিক যজ্ঞ; পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণই পৈতৃক-যজ্ঞ, দেবোদ্দেশে হোমাদি করা দৈব-যজ্ঞ; ছাগাদির বলিদান ভৌতিক-যজ্ঞ; মনুষ্যগণের অতিথির অভ্যর্থনাই নৃযজ্ঞ। ১৬

প্রতিদিন স্নান তর্পণ নিত্য-যজ্ঞ। যজ্ঞবরাহের কণ্ঠসন্ধি এবং জিহ্বা হইতে এই সমস্ত যজ্ঞ ও বিধি সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৭

অশ্বমেধ মহামেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি প্রাণিহিংসাকর যে সকল যজ্ঞ আছে, হিংসাপ্রবর্ত্তক সেই যজ্ঞসকল—চরণ-সন্ধি হইতে জন্মিয়াছিল। ১৮

রাজসূয়, অর্ককারী বাজপেয় এবং গ্রহযজ্ঞ-সকল পৃষ্ঠসন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯

প্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ, দান শ্রাদ্ধ এবং সাবিত্রী প্রভৃতি যজ্ঞ—হৃদয়সন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২০

উপনয়নাদি সংস্কারক যজ্ঞ এবং প্রায়শ্চিত্তবিধায়ক যজ্ঞ সকল যজ্ঞরূপী বরাহদেবের মেঢ্র-সন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২১

রাক্ষসযজ্ঞ, সর্পযজ্ঞ, সকল প্রকার অভিচারযজ্ঞ, গোমেধ এবং বৃক্ষ-জাপ প্রভৃতি যজ্ঞ খুর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২২

মায়েষ্টি, পরমেষ্টি, গৌষ্পতি; ভোগজ এবং অগ্নীষোম-যজ্ঞ লাঙ্গূল হইতে এবং সংক্রমণাদি কৃত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞ এবং দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ লাঙ্গূলসন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২৩-২৪

১। লাঙ্গূলসন্ধৌ অগ্নীষোমঃ অগ্নিষ্টোমস্তথৈব চ—ইতি পাঠান্তরম্।

তীর্থপ্রয়োগমাসৌচং যজ্ঞঃ সঙ্কর্ষণস্তথা ।
অর্কবাথর্বণশ্চৈব নাড়ীসন্ধেঃ সমুদ্গতাঃ ॥ ২৫
ঋচোৎকর্ষঃ ক্ষেত্রযজ্ঞাঃ[1] পঙ্কমার্গাতিযোজনঃ ।
লিঙ্গসংস্থানহেরম্বযজ্ঞা জাতাশ্চ জানুনি ॥ ২৬
এবমষ্টাধিকং জাতং সহস্রং দ্বিজসত্তমাঃ ।
যজ্ঞানাং সততং লোকা যৈর্ভাব্যন্তেঽধুনাপি চ ॥ ২৭
স্রুগস্য পোত্রাৎ সঞ্জাতা নাসিকায়াঃ স্রুবোঽভবৎ ।
অন্যে স্রুক্স্রুবভেদা যে তে জাতাঃ পোত্রনাসয়োঃ ॥ ২৮
গ্রীবাভাগেন তস্যাভূৎ প্রাগ্বংশো মুনিসত্তমাঃ ।
ইষ্টাপূর্তির্যজুর্ধর্মো জাতাঃ শ্রবণরন্ধ্রতঃ ॥ ২৯
দংষ্ট্রাভ্যো হ্যভবন্ যূপাঃ কুশা রোমাণি চাভবন্ ।
উদ্গাতা চ তথাধ্বর্য্যুর্হোতা শামিত্রমেব চ ॥ ৩০
অগ্রদক্ষিণবামাঙ্গ-পশ্চাৎপাদেষু সঙ্গতাঃ ॥ ৩১
পুরোডাশাঃ সচরবো জাতা মস্তিষ্কসঞ্চয়াৎ ।
করীষনেত্রদ্বয়াজ্জাতা যজ্ঞকেতুস্তথা খুরাৎ ॥ ৩২
মধ্যভাগেঽভবদ্বেদী মেঢ্রাৎ কুণ্ডমজায়ত ।
রেতোভাগাত্তথৈবাজ্যং স্মরান্মন্ত্রাঃ[2] সমুদ্গতাঃ ॥ ৩৩
যজ্ঞালয়ঃ পৃষ্ঠভাগাদ্ধৃৎপদ্মাদ্যজ্ঞ এব চ ।
তদাত্মা যজ্ঞপুরুষো মুক্তাঃ কক্ষাৎ সমুদ্গতাঃ ॥ ৩৪

তীর্থ-প্রয়োগ, মাস- সঙ্কর্ষণ, আর্ক এবং আথর্ব্বণ নামক যজ্ঞ নাড়ীসন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২৫

ঋচোৎকর্ষ ক্ষেত্রযজ্ঞ, পঙ্কমার্গ, লিঙ্গসংস্থান এবং হেরম্বনামক যজ্ঞ জানুদেশ হইতে জন্মিয়াছিল। ২৬

হে দ্বিজবরগণ! এইরূপে যজ্ঞবরাহের দেহ হইতে অষ্টাধিক সহস্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইল, অদ্যাপি এই যজ্ঞগণই প্রজা সকলের উৎপত্তি সাধন করিতেছেন।২৭

যজ্ঞ-বরাহের পোত্র (মুখের অগ্রভাগ) হইতে স্রুক্ এবং নাসিকা হইতে স্রুব উৎপন্ন হইল। অন্য প্রকার স্রুক্ স্রুব যথাক্রমে পোত্র এবং নাসিকা হইতে হইল। ২৮

হে মুনিসত্তম, তাঁহার গ্রীবাদেশ হইতে প্রাগ্বংশ (হোমগৃহের পূর্ব্বভাগস্থ গৃহ) হইয়াছিল। কর্ণরন্ধ্র হইতে ইষ্টাপূর্ত্ত, যজুর্ধর্ম্ম প্রভৃতি জন্মিল। ২৯

দন্তসকল হইতে যূপ এবং রোম হইতে কুশ উৎপন্ন হইল। অধ্বর্য্যু, হোতা, কার্ত—তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ দক্ষিণ বামপাদ হইতে জন্মিল। ৩০-৩১

পুরোডাশ এবং চরু মস্তিষ্ক হইতে এবং নেত্রদ্বয় হইতে করীষ-প্রদীপ্ত-অগ্নির এবং খুর হইতে যজ্ঞকেতুর উৎপত্তি হইল। ৩২

মধ্যদেশ হইতে যজ্ঞবেদী এবং মেঢ্র হইতে যজ্ঞকুণ্ড হইল। শুক্রধারায় আজ্য এবং যজ্ঞবরাহের কাম হইতে মন্ত্র সকল উৎপন্ন হইল। ৩৩

পৃষ্ঠদেশ হইতে যজ্ঞগৃহ এবং হৃৎপদ্ম হইতে যজ্ঞ জন্মিল। এবং তাঁহার আত্মা যজ্ঞপুরুষ হইলেন। তাঁহার কক্ষ হইতে মুক্তার উৎপত্তি হইল। ৩৪

---

১ পঙ্কমার্গা......ইতি পাঠান্তরম্
২ কামান্ মন্ত্রাঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

এবং স্রাবন্তি যজ্ঞানাং ভাণ্ডানি চ হবীংষি চ।
তানি যজ্ঞবরাহস্য শরীরাদেব চাভবন্ ॥ ৩৫
এবং যজ্ঞবরাহস্য শরীরং যজ্ঞতামগাৎ।
যজ্ঞরূপেণ সকলমাপ্যায়িতুমিদং জগৎ ॥ ৩৬
এবং বিধায় যজ্ঞন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সুবৃত্তং কনকং ঘোরমাসেদুর্যজ্ঞতৎপরাঃ[১] ॥ ৩৭
ততস্তেষাং শরীরাণি পিণ্ডীকৃত্য পৃথক্ পৃথক্।
ত্রিদেবাস্ত্রিশরীরাণি ব্যধমন্মুখবায়ুভিঃ ॥ ৩৮
সুবৃত্তস্য শরীরন্তু ব্যধমন্মুখবায়ুনা।
স্বয়মেব জগৎস্রষ্টা দক্ষিণাগ্নিস্ততোঽভবৎ ॥ ৩৯
কনকস্য শরীরন্তু ধ্মাপয়ামাস কেশবঃ।
ততোঽভূদ্গার্হপত্যাগ্নিঃ পঞ্চবৈতানভোজনঃ ॥ ৪০
ঘোরস্য তু বপুঃ শম্ভুর্ধ্মাপয়ামাস বৈ স্বয়ম্।
তত আহবনীয়োঽগ্নিস্তৎক্ষণাৎ সমজায়ত ॥ ৪১
এতৈস্ত্রিভির্জগদ্ব্যাপ্তং ত্রিমূলং সকলং জগৎ।
এতদ্ যত্র ত্রয়ং নিত্যং তিষ্ঠন্তি দ্বিজসত্তমাঃ।
সমস্তা দেবতাস্তত্র বসন্ত্যনুচরৈঃ[২] সহ ॥ ৪২
এতত্ত্রয়পদং নিত্যমেতদেব ত্রয়াত্মকম্।
এতত্ত্রয়ীবিধিস্থানমেতৎ পুণ্যাকরং পরম্ ॥ ৪৩

এইরূপে যজ্ঞবরাহের দেহ হইতে ভাণ্ড হবি প্রভৃতি যজ্ঞীয় সকল দ্রব্যই উৎপন্ন হইল। ৩৫

যজ্ঞরূপে সর্ব্বজগৎ আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত যজ্ঞ-বরাহের দেহ যজ্ঞরূপে পরিণত হইল। ৩৬

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই প্রকারে যজ্ঞ সৃষ্টি করত সুবৃত্ত কনক এবং ঘোরের নিকট যত্নপূর্ব্বক আগমন করিলেন। ৩৭

তদনন্তর দেবত্রয় সুবৃত্তাদির দেহত্রয়কে একত্র করিয়া মুখবায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। ৩৮

ব্রহ্মা সুবৃত্তের দেহে মুখবায়ু সঞ্চারিত করিলে সেই দেহ হইতে দক্ষিণাগ্নির উৎপত্তি হইল। ৩৯

কেশব কনকের শরীর মুখ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিলে সেই দেহ হইতে পঞ্চ-বৈতান-ভোজী গার্হপত্য অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। ৪০

এই প্রকার মহাদেব, ঘোরের দেহ, মুখপবনে পরিপূর্ণ করিলে তাহা হইতে আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। ৪১

ত্রিজগদ্ব্যাপী এই অগ্নিত্রয়ই ত্রিভুবনের মূলীভূত কারণ কারণ। হে দ্বিজগণ! এই অগ্নিত্রয় প্রতিদিন যেস্থানে অবস্থান করেন, সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ অনুচরের সহিত সেই স্থানে বাস করেন। ৪২

এই অগ্নিত্রয়ই কল্যাণসমূহের আধার এবং ইঁহারাই দেবতা-স্বরূপ। এই অগ্নিত্রয়ই স্নান-বিধিস্বরূপ এবং পরম পুণ্যাত্মক। ৪৩

১। যজ্ঞতৎপরাঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। রমন্ত্যনুচরৈঃ......ইতি পাঠান্তরম্।

যস্মিন্ জনপদে চৈতে স্তূয়ন্তে বহ্নয়স্ত্রয়ঃ।
তস্মিন্ জনপদে নিত্যং চতুর্বর্গো বিবর্দ্ধতে ॥ ৪৪
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽহং দ্বিজোত্তমাঃ।
যথা যজ্ঞবরাহস্য দেহো যজ্ঞত্বমাগুবান্।
যথা চ তস্য পুত্রাণাং দেহতো বহ্নয়োঽভবন্ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

আকালিকোঽয়ং প্রলয়ো যতো ভগবতা কৃতঃ।
তচ্ছৃণুধ্বং মহাভাগা বারাহং লোকসঙ্ক্ষয়ম্ ॥ ১
যথা বা মৎস্যরূপেণ বেদাস্ত্রাতাশ্চ শার্ঙ্গিণা।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২
পুরা মহামুনিঃ সিদ্ধঃ কপিলো বিষ্ণুরীশ্বরঃ।
সাক্ষাৎ স্বয়ং হরির্যোঽংশো সিদ্ধানামুত্তমো মুনিঃ ॥ ৩
ধ্যায়তঃ সিদ্ধমিত্যেবং সর্ব্বং জগদিদং স্বতঃ[১]।
যতো জাতো হরেঃ কায়াৎ কপিলস্তেন স স্মৃতঃ ॥ ৪

যে দেশে এই অগ্নিত্রয় মন্ত্রাদি দ্বারা আহুত হন, সেই দেশে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষস্বরূপ চতুর্ব্বর্গ বিরাজ করেন। ৪৪

হে দ্বিজগণ! তোমাদের প্রশ্নসকলের উত্তর প্রদান করিলাম। ৪৫

যেরূপে যজ্ঞ-বরাহদেহ যজ্ঞ-স্বরূপ হইল এবং তাঁহার পুত্রত্রয় অগ্নিস্বরূপ হইলেন, এই সকল তোমাদের প্রশ্ন অনুসারে উত্তর করিলাম। ৪৬

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

মনু-কপিল-সংবাদ—প্রলয় কীর্ত্তন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহাত্মগণ। ভগবান্ বরাহদেহ দ্বারা অকালে সর্ব্বজনক্ষয়কারী প্রলয় করিলেন কেন, তাহা শ্রবণ কর। ১

ভগবান্, মৎস্যরূপ ধারণ করত বেদ সকল রক্ষা করিলেন, মহাপাপনাশী সেই বৃত্তান্ত বলিব। ২

পূর্ব্বে সিদ্ধ ঈশ্বর বিষ্ণু মহামুনি কপিল সাক্ষাৎ হরির স্বরূপ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে প্রধান। ৩

ভগবান্, জগতে এক সিদ্ধ পুত্রের উৎপত্তি ইচ্ছা করিলে তাঁহার দেহ হইতে সিদ্ধ কপিল উৎপন্ন হন। ৪

১। ......জগদিতি শ্রুতম্।
ততো......তেন সম্মতঃ। ইতি পাঠান্তরম্।

স একদা পুরা ভূত্বা মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
স্বায়ম্ভুবং মনুং বাক্যং মুনিবর্য্যোঽব্রবীদিদম্‌। ৫

কপিল উবাচ—

স্বায়ম্ভুব মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মরূপ মহামতে।
মমৈবমীপ্সিতার্থং ত্বং দেহি প্রার্থয়তোঽধুনা। ৬
জগৎ সর্ব্বং ত্বয়ৈবেদং ত্বয়া চ পরিপালিতম্‌।
ত্বয়া সর্ব্বং জগৎ সৃষ্টং[1] ত্বমেব জগতাং পতিঃ। ৭
স্বর্গে পৃথিব্যাং পাতালে দেবমানুষজন্তুষু।
ত্বং প্রভুর্ব্বরদো গোপ্তা ত্বমেবৈকঃ সনাতনঃ। ৮
ত্বং বৈ ধাতা বিধাতা চ ত্বং হি সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতং সর্ব্বং সততং ভুবনত্রয়ম্‌। ৯
তপস্যতো যত্র সমং প্রতিভাস্যন্তি সোঽন্বয়ম্[2]।
কার্য্যকারণতস্ত্রৈব-সহিতানি জগন্তি বৈ। ১০
তন্মে দেহি মহঃ স্থানং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্‌।
পুণ্যং পাপহরং রম্যং জ্ঞানপ্রভবমুত্তমম্‌। ১১
অহং হি সর্ব্বভূতানাং ভূত্বা প্রত্যক্ষদর্শিবান্‌।
উদ্ধরিষ্যে জনস্তাতং নির্ম্মায় জ্ঞানদীপিকাম্‌। ১২
অজ্ঞানসাগরে মগ্নমধুনা সকলং জগৎ।
জ্ঞানপ্লবং প্রদায়াহং তারয়িষ্যে জগত্রয়ম্‌। ১৩

মহামুনি কপিল একদিন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে বলিয়াছিলেন। ৫

কপিল বলিলেন,—হে ব্রহ্মপুত্র মহামতে মনুশ্রেষ্ঠ স্বায়ম্ভুব! তোমার নিকট আমি একটি বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রার্থিত বিষয় সম্প্রদান কর। ৬

তুমি এই সকল জগৎ সৃষ্টি করত পরিপালন করিতেছ, অতএব তুমি জগতের পতি। ৭

স্বর্গ-মর্ত্ত্য এবং পাতালবাসী দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সকল জন্তর তুমিই প্রভু, বর-দাতা এবং সর্ব্বকালীন রক্ষক। ৮

তুমি ধাতা বিধাতা এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর; তোমাতেই নিরন্তর সকল ত্রিভুবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৯

যেস্থানে তপস্যা করিলে কার্য্য এবং কারণের সহিত ত্রিজগৎপ্রপঞ্চ আমার নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে। ১০

নির্জ্জন ত্রিভুবনেও দুর্লভ পাপনাশক পবিত্র এবং তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্ত্তিকারক এতাদৃশ কোন স্থান আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দাও। ১১

আমি সর্ব্বভূতের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হইয়া জ্ঞানরূপ দীপালোকে জগজ্জনকে উদ্ধার করিব। ১২

অজ্ঞানরূপ জলনিধিতে নিমগ্ন ত্রিভুবনবাসি-জনগণকে জ্ঞানরূপ প্লব আশ্রয় করাইয়া উদ্ধার করিব। ১৩

১। জগদ্ ব্যাপ্তং—ইতি পাঠান্তরম্‌।
২। তপস্যতো যত্র সমঃ প্রতিভাস্যন্তি সোঽন্বয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্‌।

এতস্মিন্নাং ভবান্ সম্যগুপপত্তিমিহেচ্ছতি ।
ত্বন্নো নাথশ্চ পূজ্যশ্চ পালকশ্চ জগৎপ্রভো ॥ ১৪
ইত্যেবমুক্তঃ স মনুঃ কপিলেন মহাত্মনা ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং কপিলং সংশিতব্রতম্ ॥ ১৫

মনুরুবাচ—

যদি ত্বয়াখিলজগদ্ধিতার্থং জ্ঞানদীপিকাম্
চিকীর্ষুণা যতঃ কার্য্যং কিং স্থানার্থনয়া তব[১] ॥ ১৬
হিরণ্যগর্ভঃ সুমহৎ তপস্তেপে পুরাদ্ভুতম্ ।
স মে যযাচে তপসে স্থানং কস্মৈ ন চ দ্বিজ[২] ॥ ১৭
শম্ভুঃ সম্ভোগরহিতো দেবমানেন বৎসরান্ ।
অযুতানি তপস্তেপে সোঽপি স্থানং ন চৈক্ষত ॥ ১৮
দেবেন্দ্রো বীতিহোত্রশ্চ শমনো রক্ষসাং পতিঃ ।
যাদঃপতির্মাতরিশ্বা ধনাধ্যক্ষস্তথৈব চ ॥ ১৯
এতে তেপুস্তপস্তীব্রং দিক্পালত্বমভীপ্সবঃ ।
স্থানং ন মার্গয়ামাসুঃ কিঞ্চনাপি মহামুনে[৩] ॥ ২০
দেবাগারাণি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি সরিতস্তথা ।
বহূনি পুণ্যভাজাত্র তিষ্ঠন্তি কপিল ক্ষিতৌ ॥ ২১
তেষামেকতমং ত্বং চেদাসাদ্য কুরুষে তপঃ[৪] ।
স্থানং ব্রহ্মংস্তপঃসিদ্ধির্ন ভবিষ্যতি তত্র কিম্ ॥ ২২

হে জগদীশ্বর। তুমি আমাদের নাথ পূজ্য এবং পালক, অতএব এই বিষয় উপপাদনের যুক্তি বল। ১৪

স্বায়ম্ভুব মনু এই প্রকার মহাত্মা কপিলের বাক্য শ্রবণ করত নিয়তাত্মা ব্রতাবলম্বী কপিলকে এই বাক্য বলিলেন। ১৫

মনু বলিলেন,—যদ্যপি তুমি জ্ঞানদীপ নির্ম্মাণ করত জগতের হিতকামনায় তপস্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা হইলে স্থানের কি প্রয়োজন ? ১৬

হে দ্বিজ। পূর্ব্বে ব্রহ্মা অত্যাশ্চর্য্য তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমার নিকট বা অন্য কাহারও নিকট স্থানের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন নাই। ১৭

মহাদেব বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈবপরিমাণে দশ সহস্র বৎসরকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্থান অভিলাষ করেন নাই। ১৮

হে মহামুনে। দেবেন্দ্র, অগ্নি, শমন, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের ইঁহারা দিক্পাল হইবার নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও স্থানার্থে কাহারও নিকট প্রার্থনা করেন নাই। ১৯-২০

হে কপিল। এই বিস্তৃত ধরামণ্ডলে দেবগৃহ, তীর্থক্ষেত্র, নদী এবং অনেক অনেক মাহাত্ম্যান্বিত স্থান আছে। ২১

তাহার মধ্যে মনোমত কোন স্থানকে আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিলে তপস্যা কি সিদ্ধ হইবে না ? ২২

১। চিকীর্ষুণা তপঃ......যয়। ইতি পাঠান্তরম্।
২। সমাযযাচ তপসে স্থানং কস্মৈচনং দ্বিজ। ইতি পাঠান্তরম্।
৩। স্থানে নযাচয়ামাসুঃ কঞ্চন চাপি মহামুনে।
৪। তেষামেকতমং তস্মাৎ আসাদ্য ক্রিয়তাং তপঃ।

মত্তঃ স্থানার্থনা তাবৎ কেবলং তে বিকত্থনম্।
অয়ং বিকত্থনো ধর্ম্মো যুজ্যতে ন তপস্বিনাম্॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
চুকোপ কপিলঃ সিদ্ধঃ প্রোবাচ চ তদা মনুম্॥ ২৪

কপিল উবাচ—

ত্বয়ি বিশ্রম্ভমাধায় তপসঃ সিদ্ধয়েঽচিরাৎ।
স্থানং ময়া প্রার্থিতং তে তস্মাৎ ক্ষিপসি হেতুভিঃ॥ ২৫
অনেনাত্মপ্রবচসা ত্বয়ৈবাহং ন চক্ষমে।
স্বয়ং ত্রিভুবনাধ্যক্ষ ইতি তে গর্ব্ব ঈদৃশঃ॥ ২৬
অক্ষম্যং তে বচো যেঽদ্য প্রার্থনায়াং বিকত্থনম্।
যত্ত্বং বদসি তস্য ত্বং ফলমেতদবাপ্নুহি॥২৭
ইদং ত্রিভুবনং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
হতপ্রহতবিধ্বস্তমচিরেণ ভবিষ্যতি॥ ২৮
যেনেয়মুদ্ধৃতা পৃথ্বী যেন বা স্থাপিতা পুনঃ।
যো বাস্যা অন্তকর্ত্তা স্যাদ্যো বাস্যাঃ পরিরক্ষকঃ॥ ২৯
ত এব সর্ব্বে হিংসন্তু সকলং সচরাচরম্।
নচিরাদ্দ্রক্ষ্যসি মনো জলপূর্ণং জগত্ত্রয়ম্।
হতপ্রহতবিধ্বস্তং তব গর্ব্ববিশাতনম্॥ ৩০
এবমুক্ত্বা মুনীন্দ্রোঽসৌ কপিলস্তপসাং নিধিঃ।
অন্তর্দধে জগামাপি তদা ব্রহ্মসদো মুনিঃ॥ ৩১

আমার নিকট স্থান প্রার্থনা করা কেবল তোমার আত্মশ্লাঘা সূচনা করা মাত্র; তপস্বিগণের আত্মশ্লাঘা করা একান্ত অনুচিত। ২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—সিদ্ধপ্রধান কপিল স্বায়ম্ভুব মনুর এই বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধপূর্ব্বক বলিলেন,—তোমার জগতে আধিপত্য দেখিয়া তপস্যার নিমিত্ত মনোমত স্থান প্রার্থনা করায় তুমি আমার অবমাননা করিলে এই নিষ্ঠুর বাক্যে বোধ হইতেছে, তুমি ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছ। ২৪—২৬

তোমার নিকট স্থান প্রার্থনা করিয়া আমি আত্মশ্লাঘী হইয়াছি, অদ্য এই প্রকার অসহ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি না, শীঘ্রই নিজ দুষ্কর্ম্মের ফল অনুভব করিবে। ২৭

দেব, দানব এবং মানব প্রভৃতির সহিত এই ত্রিভুবন শীঘ্রই নষ্ট, বিনষ্ট এবং বিধ্বস্ত হইবে। ২৮

যিনি এই পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি পৃথিবী স্থাপন করিয়াছেন, যিনি এই পৃথিবী নাশ করিবেন এবং যিনি পালন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই স্থাবর-জঙ্গমের সহিত এই জগৎ নাশ করুন। ২৯

হে স্বায়ম্ভুব! শীঘ্রই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালাত্মক হতপ্রহত বিধ্বস্ত দেব গন্ধর্ব্ব এবং মনুষ্যপূর্ণ ত্রিজগৎকে জলময় দর্শন করিবে। ৩০

মুনিশ্রেষ্ঠ তপোনিধি কপিল, এই বাক্য বলিয়া সেই স্থান হইতে পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। ৩১

কপিলস্য বচঃ শ্রুত্বা বিষণ্ণবদনো মনুঃ ।
ভাবীতি প্রতিপদ্যাথ মনুর্নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৩২
ততঃ স্বায়ম্ভুবো ধীমাংস্তপসে ধৃতমানসঃ ।
হিতায় সর্ব্বজগতাং দিদৃক্ষুর্গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৩৩
বিশালাং বদরীং যাতো গঙ্গাধারান্তিকং মনুঃ ॥ ৩৪
তত্র গত্বা জগৎকর্ত্তা মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বয়ম্ ।
দদর্শ বদরীং তত্র পুণ্যাং পাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ৩৫
সদা ফলবতীং নিত্যং মৃদুশাদ্বলমঞ্জরীম্ ।
সুচ্ছায়াং মসৃণাং শীর্ণশুষ্কপত্রবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ৩৬
গঙ্গাতোয়ৌঘসংসিক্ত-শিখামূলান্তরাখিলাম্ ।
উপাস্যমানাং সততং নানামুনিতপোধনৈঃ ॥ ৩৭
তং স্থানং সর্ব্বতো ভদ্রং নানামৃগগণান্বিতম্ ।
ফুল্লারবিন্দসলিলং রমণীয়ং সুখপ্রদম্ ॥ ৩৮
প্রবিশ্য তপসে যত্নমকরোল্লোকভাবনঃ ।
স ভূত্বা নিয়তাহারঃ পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩৯
আরাধয়ামাস হরিং জগৎকারণকারণম্ ।
সর্ব্বেষাং জগতাং নাথং নীলমেঘাঞ্জনপ্রভম্ ॥ ৪০
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধরং কমললোচনম্ ।
পীতাম্বরধরং দেবং গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ॥ ৪১
জগন্ময়ং লোকনাথং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণম্ ।
জগদ্বীজং সহস্রাক্ষং সহস্রশিরসং প্রভুম্ ॥ ৪২

মনু, কপিল মুনির কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণবদনে ভবিতব্যতার বলবত্তা বিবেচনায় মহর্ষি কপিলকে আর কিছু বলিলেন না। ৩২

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ স্বায়ম্ভুব মনু, জগৎহিতের নিমিত্ত গরুড়ধ্বজ গোবিন্দের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ৩৩

যে স্থান হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা বহির্গত হইয়াছেন, জগৎকর্ত্তা স্বায়ম্ভুব মনু, বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। মনু সেই স্থানে গমন করত পুণ্যা পাপনাশিনী সর্ব্বকালীন-ফল-শালিনী কোমল এবং সরস-মঞ্জরী-সমন্বিতা শীতলচ্ছায়া দ্বারা সন্তাপ-নিবারিণী শুষ্কপত্র-রহিতা বদরিকা দর্শন করিলেন। ৩৪-৩৬

বদরিকার শাখাগ্র এবং মূল প্রভৃতি অবয়ব গঙ্গার প্রবাহে সিক্ত হইতেছে। নানাপ্রকারে মুনি-ঋষিগণ আগমন করত তথায় তাঁহার তপস্যা করিতেছেন। ৩৭

সেই স্থান সকল প্রকারে মঙ্গলজনক নানাপ্রকার মৃগগণ ইচ্ছামত সুখে ক্রীড়া করিতেছে। সরোবর সকল, প্রফুল্ল-কমল-সমূহের শোভায় উপশোভিত হইয়াছে, রমণীয় সেই সরোবর দীপ্তিপরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৩৮

লোকভাবন মনু, পরম সমাধি অবলম্বন করিয়া নিয়তাহারে সেই স্থানে তপস্যা করিতে যত্ন করিলেন। ৩৯

মনু জগতের কারণ সকলের কল্যাণস্বরূপ জগৎসমূহের নাথ, নবীন মেঘ এবং কজ্জলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, কমলনয়ন, পীতাম্বর-শোভিত গরুড়ারূঢ়, জগন্ময়, লোকনাথ, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত-স্বরূপী জগৎকারণ,

সর্ব্বব্যাপিনমাধারং নারায়ণমজং বিভুম্ ।
জপয়েত্তং পরং মন্ত্রং সর্ব্বদেবময়ং মনুঃ ॥ ৪৩
হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে ।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে ॥ ৪৪
ইতি জপ্যং প্রজপতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু ।
প্রসসাদ জগন্নাথঃ কেশবো নচিরাদথ ॥ ৪৫
ততঃ ক্ষুদ্রঝষো ভূত্বা দূর্ব্বাদলসমপ্রভঃ ।
কপূ'রকলিকাস্য-তুল্যনেত্রযুগোজ্জ্বলঃ ॥ ৪৬
তপস্যন্তং মহাত্মানং মনুং স্বায়ম্ভুবং মুনিম্ ।
আসসাদ তদা ক্ষুদ্রমৎস্যরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৭
উবাচ তং মহাত্মানং মনুং স্বায়ম্ভুবং তদা ।
সুসন্ত্রস্তং স কারুণ্য-যুক্তং ভীতিগদ্গদম্ ॥ ৪৮
তপোনিধে মহাভাগ ভীতং মাং ত্রাতুমর্হসি ।
নিত্যমুদ্বেজিতং মৎস্যৈর্ব্বিশালৈর্ভক্ষিতুং প্রতি ॥ ৪৯
প্রত্যহং মাং মহাভাগ মীনা ধাবন্তি ভক্ষিতুম্ ।
সমস্তোঽহমিকাহন্ত তং নাথো গোপিতুং স্বয়ঃ ॥ ৫০
অদ্য প্রভূতৈর্বিপুলৈর্দ্ধাবিতঃ পৃথুরোমভিঃ ।
বিত্রাসতোঽহং ক্ষুদ্রতরো ন চ শক্তঃ পলায়নে ॥ ৫১
প্রাণাকাঙ্ক্ষী মহাত্মানং ভবন্তং শরণং মুনিম্ ।
প্রাপ্তোঽহং কেদনুক্রোশস্তেঽস্তি মাং প্রতিপালয় ॥ ৫২
ভয়োদ্ভ্রান্তমনাশ্চাহং বৃক্ষচ্ছায়াঞ্চ চঞ্চলাম্ ।
দৃষ্ট্বা চলতরঙ্গাংশ্চ মৎস্যাদিব বিভেম্যহম্ ॥ ৫৩

সহস্রাক্ষ, সহস্রশীর্ষ, সর্ব্বব্যাপী, আধার, অজ এবং বিভুস্বরূপ পরমপুরুষ নারায়ণকে "শুদ্ধ জ্ঞানস্বভাব হিরণ্যগর্ভ অব্যক্তরূপী প্রধান-পুরুষ বাসুদেবকে প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করি"—সর্ব্বদেবময় এই পরম মন্ত্র জপ করত আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর জগন্নাথ কেশব স্বায়ম্ভুব মনুর উক্ত মন্ত্র জপপূর্ব্বক আরাধনায় শীঘ্রই প্রসন্ন হইলেন। ৪৩-৪৫

তদনন্তর, জনার্দ্দন, দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ কপূ'রকণা-সদৃশ, উজ্জ্বল-নেত্রদ্বয়-শোভিত ক্ষুদ্র মৎস্যরূপ ধারণ করত তপস্যাপর স্বায়ম্ভুব মনুর সমীপে উপনীত হইলেন এবং ভয়ে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া, কারুণ্য-যুক্ত মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনুকে বলিলেন,—মহাত্মা তপোনিধে! বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যগণ আমার সহিত প্রতিদিন যুদ্ধ করিয়া আমাকে ভোজনের উপক্রম করে; অতএব ভয়ার্ত্ত-আমাকে রক্ষা কর। ৪৬-৪৮

হে মহাভাগ! প্রতিদিন মৎস্যগণ আমাকে ভোজন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হয়; আমি ভীত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি না। অদ্য পুনর্ব্বার সেই বৃহৎ মৎস্যগণ আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। আমিও পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়া জীবনরক্ষা অভিলাষে—হে মহাত্মন্! আপনার শরণ লইলাম, আপনার যদপি আমার প্রতি দয়া হয়, তাহা হইলে এই এই সঙ্কট হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি ভয়-চকিত-চিত্ত; এখন আমি চঞ্চল বৃক্ষচ্ছায়া এবং তরঙ্গসকল দর্শন করিয়া মৎস্যদের ভয় আশঙ্কা করিতেছি। ৪৯-৫৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মনুঃ স্বায়ম্ভুবস্তত।
কৃপয়া পরয়া যুক্তঃ প্রোচেঽহং রক্ষিতা তব ॥ ৫৪
ততঃ করোদকে তোয়মাদায়াধায় তত্র তম্।
সমক্ষং ক্ষুদ্রমৎস্যস্য বিহারং সমলোকয়ৎ ॥ ৫৫
ততো দয়ালুঃ স মনুস্তং[1] মৎস্যং চারুরূপিণম্।
অলিঞ্জরে তোয়পূর্ণে ক্ষাদ্বিপুলভোগিনি ॥ ৫৬
স তস্মিন্ মণিকে মৎস্যো বর্দ্ধমানো দিনে দিনে।
সামান্যরোহিতপ্রায়-দেহোঽভূদ্ম চিরাদথ ॥ ৫৭

দশঘটজলপূর্ণং প্রত্যহং স মহাত্মা
মণিকমভিকুর্ব্বন্ বর্দ্ধয়ামাস মৎস্যম্।
স চ সুবিশদনেত্রো মৎস্যবালোঽচিরেণ।
মণিকসলিলমধ্যে লোমশঃ পীনদেহঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—তদনন্তর স্বায়ম্ভুব মনু ক্ষুদ্র মৎস্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত অনুকম্পাপুরঃসর বলিলেন ;—আমি তোমাকে রক্ষা করিব। ৫৪

তদনন্তর স্বায়ম্ভুব মনু হস্তমধ্যে জলগ্রহণ করত সেই জলে ক্ষুদ্র মৎস্যটিকে স্থাপন করিয়া তাহার স্বচ্ছন্দক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। ৫৫

তদনন্তর মনু এইরূপে কিছুকাল তাহার বিস্তৃত ক্রীড়া দর্শন করত দয়াবান্ হইয়া জলপূর্ণ অলিঞ্জরে (জালায়) মনোহর সেই মৎস্যকে স্থাপন করিলেন। ৫৬

অনন্তর সেই মৎস্য সেই অলিঞ্জরে অবস্থান করত প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইয়া অল্পকালের মধ্যে সামান্য রোহিত মৎস্যস্বরূপ হইল। ৫৭

মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনু প্রতিদিন দশঘট করিয়া জল সেই অলিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে পরিপালন করিতে লাগিলেন এবং সেই মৎস্যও মনুর আশ্রমে অলিঞ্জর মধ্যে মনুদত্ত জলাদি দ্বারা লোমশ বৃহৎ মৎস্য হইল। ৫৮

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২

১। মুনিস্তং—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তং তথা পীবরতনুং[1] দৃষ্ট্বা মৎস্যং মনুঃ স্বয়ম্ ।
গৃহীত্বা পাণিনা ফুল্লনলিনাং সরসীং যযৌ ॥ ১
তপোবনস্থ বিপুলং পুণ্যে নারায়ণাশ্রমে ।
একযোজনবিস্তীর্ণং সার্দ্ধযোজনমায়তম্ ॥ ২
নানামীনগণোপেতং শীতামলজলোৎকরম্ ।
তদাসাদ্য সরো মৎস্যং বিনিধায় মনুস্তদা ॥ ৩
পালয়ামাস সুতবৎ কৃপয়া পরয়া যুতঃ ।
সোঽচিরেণৈব কালেন পীনো বৈসারিণোঽভবৎ ।
ন মমৌ তত্র সরসি বৃহত্ত্বাৎ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪
স একদা মহামৎস্যঃ পূর্ব্বাপরতটদ্বয়ে ।
শিরঃ পুচ্ছে নিধায়াত্ত তুঙ্গদেহঃ সমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ৫
স্বায়ম্ভুবং মহাত্মানং চুক্রোশ ত্রাহি মামিতি ॥ ৬
তং তথা স মনুর্জ্ঞাত্বা ক্রোশন্তং স্থূলপুচ্ছকম্ ।
আসসাদ তদা মৎস্যং জগ্রাহ চ করেণ তম্ ॥ ৭
ন শক্নোম্যহমুদ্ধর্ত্তুং পৃথুরোমাণমদ্ভুতম্ ।
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্নেব প্রোদ্দধার করেণ তম্ ॥ ৮
ভগবানপি বিশ্বাত্মা মৎস্যরূপী জনার্দ্দনঃ ।
স্বায়ম্ভুবকরং প্রাপ্য লঘিমানমুপাশ্রয়ৎ ॥ ৯

মনু-মীন সংবাদ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর মনু স্থূলকায় মৎস্যকে দেখিয়া স্বয়ং হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রস্ফুটকমল-সরোবরে গমন করিলেন। ১

সাতিশয় দয়াশীল মনু পবিত্র নারায়ণাশ্রমে একযোজন বিস্তৃত সার্দ্ধযোজন সুদীর্ঘ বহুল মৎস্যসঙ্কুল শীতল স্বচ্ছ-সলিল-রাশিপূর্ণ সেই সরোবরে আগমন-পূর্ব্বক মৎস্যকে রাখিয়া পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন, মৎস্যও অচির-কাল মধ্যেই স্থূলকায় হইল। হে দ্বিজগণ! মৎস্য এরূপ বাড়িয়া উঠিল যে, সেই সরোবরের আর স্থান কুলাইল না। ২-৩

একদা উন্নতকায় মহামৎস্য সরোবরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমতীরে মস্তক ও পুচ্ছ স্থাপনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া মহাত্মা মনুর উদ্দেশ্যে "আমাকে রক্ষা কর" এইরূপ চীৎকার করিল। ৫-৬

তখন মনু, মীনশ্রেষ্ঠ এইরূপ চীৎকার করিতেছে জানিয়া আগমনপূর্ব্বক তাহাকে হস্তে গ্রহণ করিতে যাইলেন। ৭

"কি আশ্চর্য্য। আমি মৎস্যকে তুলিতে পারিতেছি না" এইরূপে ক্ষণিক চিন্তা করত তাহাকে স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ৮

মৎস্যরূপী বিশ্বময় ভগবান্ বিষ্ণুও মনুর হস্তে আসিয়া লঘু হইলেন। ৯

১। ততস্তথা পীনতনুং......ইতি পাঠান্তরম্।

ততঃ করাভ্যামুদ্ধৃত্য স্কন্ধে কৃত্বা দ্রুতং মনুঃ[1] ।
নিনায় সাগরং তত্র তোয়ে চ নিদধে ততঃ ॥ ১০
যথেচ্ছমত্র বর্দ্ধস্ব ন কোঽপি ত্বাং বধিষ্যতি ।
অচিরেণৈব সম্পূর্ণ-দেহত্বং ত্বং সমবাপ্নুহি ॥ ১১
ইত্যুক্ত্বা স মহাভাগঃ সর্ব্বপ্রাণভৃতাং বরঃ ।
লঘুত্বং চিন্তয়ংস্তস্য বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ১২
মৎস্যোঽপি নচিরাদেব পূর্ণকায়স্তদা মহান্ ।
সর্ব্বতঃ পূরয়ামাস দেহাভোগেন সাগরম্ ॥ ১৩
তং পূর্ণকায়মালোক্য ব্যতীত্যান্তঃ সমুচ্ছ্রিতম্ ।
শিলাভির্নিচিতং স্ফীতং[2] মানসাচলসন্নিভম্ ॥ ১৪
রুদ্ধবন্তং সাগরং সর্ব্বং দেহাভোগাচলীকৃতম্ ।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্ধীমান্ মেনে মৎস্যং ন তং তদা ॥ ১৫
ততঃ পপ্রচ্ছ তং সাম্না মৎস্যং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ।
বিচিন্ত্য লঘিমানঞ্চ পশ্চান্মূর্ত্তিং তদাদ্ভুতাম্ ॥ ১৬

মনুরুবাচ—

ন ত্বাং মৎস্যমহং মন্যে কস্ত্বং মে বদ সত্তম ।
মহত্ত্বং লঘিমানং তে চিন্তয়ন্ সুমহত্তর ॥ ১৭
ত্বং ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণুঃ শম্ভুর্বা মীনরূপধৃক্ ।
ন চেদ্‌গুহ্যং মহাভাগ তন্মে বদ মহামতে ॥ ১৮

অনন্তর মনু, দুই হস্তে তাহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক স্কন্ধে করিয়া সমুদ্রে গমন-পূর্ব্বক তদীয় তোয়-রাশিতে রাখিলেন। ১০

"এইস্থানে ইচ্ছানুসারে বাড়িতে থাক, কেহই তোমাকে মারিবে না, শীঘ্রই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হও।" ১১

সৌভাগ্যশালী প্রাণিশ্রেষ্ঠ মনু, এই বলিয়া তাহার লঘুতা চিন্তা করত অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ১২

সেই মৎস্য অতিশীঘ্র পূর্ণাবয়ব হইল তদীয় দেহে সমুদয় সমুদ্র ব্যাপ্ত হইল। ১৩

তখন প্রতিভাশালী স্বায়ম্ভুব মনু, শঙ্খ-পরিবৃত পূর্ণাবয়ব মৎস্যকে শিলাবৃত মানস শৈলের ন্যায় জল অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে ও দেহবিস্তারে সমস্ত সাগরকে নিশ্চলরূপে রোধ করিতে দেখিয়া, আর তাহাকে মৎস্য বোধ করেন নাই। ১৪-১৫

অনন্তর সেই স্বায়ম্ভুব মনু, তৎকালীন তাহার অদ্ভুত মূর্ত্তি সন্দর্শন করত পূর্ব্ব লঘুতা স্মরণ করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে সাধুশ্রেষ্ঠ ! ভবদীয় মহত্ত্ব ও লঘুতা সন্দর্শন করিয়া আপনাকে আমার আর মৎস্য বলিয়া বিবেচনা নাই, আপনি কে আমাকে বলুন। আপনি মীনরূপধারী ব্রহ্মা বিষ্ণু অথবা মহেশ্বর ? হে মহাভাগ ! যদি ইহা গোপনীয় না হয়, তবে আমাকে বলিতে পারেন। ১৬-১৮

১। কৃত্বাণ্ডকং মনুঃ ।
২। বৃক্ষৈঃ শিলাভিঃ খচিতং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

মৎস্য উবাচ—

আরাধ্যোঽহং ত্বয়া নিত্যং যো হরিঃ স সনাতনঃ।
তবেষ্টকামসিদ্ধার্থং প্রাদুর্ভূতঃ সমাহিতঃ॥ ১৯
যৎ ত্বমিচ্ছসি ভূতেশ বক্তুং মীনমূর্তিতঃ[1]।
তৎ করিষ্যেঽদ্য তাং মূর্তিমিমাং বিদ্ধি মনো মম॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
জ্ঞাত্বা প্রত্যক্ষতো বিষ্ণুং মনুস্তুষ্টাব কেশবম্॥ ২১

মনুরুবাচ—

নমস্তে জগদব্যক্ত-পরাপরগতে হরে।
পাবকাদিত্যশীতাংশু-নেত্রত্রয়ধরাব্যয়॥ ২২
জগৎকারণসর্ব্বজ্ঞ জগদ্ধাম হরে পর।
পরাপরাত্মরূপাত্মন্ পাবিণাং পাবকারণ॥ ২৩
আত্মানমাত্মনা সৃষ্টা ধরারূপধরো হরে।
বিভর্ষি সকলান্ লোকানাধারাখ্যংস্ত্রিবিক্রম॥ ২৪
সর্ব্ববেদময়শ্রেষ্ঠ ধামধারণকারণ।
সুরৌঘপরমেশান নারায়ণ সুরেশ্বর॥ ২৫
অযোনিস্ত্বং জগদ্যোনিরপাদস্ত্বং সদাগতিম্।
ত্বং তেজঃ স্পর্শহীনশ্চ সর্ব্বেশস্ত্বমনীশ্বরঃ॥ ২৬

মৎস্য বলিলেন, তুমি যাহাকে প্রতিদিন আরাধনা করিয়া থাক, আমি সেই সনাতন বিষ্ণু; হে প্রজাপতি, তুমি যাহা আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছ, তাহা আমি মূর্তিমান্ হইয়া সম্পাদন করিব, পূর্ব্বে এইরূপ অঙ্গীকৃত ছিলাম, তাই তোমার মনোরথ সিদ্ধির জন্য অদ্য অবতীর্ণ হইয়াছি, মনু! আমার এই মূর্তিকে সেই সিদ্ধিদায়িনী জানিও। ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—মনু অমিততেজা বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শুনিয়া ও স্বয়ং বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ জানিয়া স্তব করিলেন,—হে বহ্নি-সূর্য্য-চন্দ্রনেত্রধারী সনাতন! হে স্থূলসূক্ষ্ম কার্য্যকারণেশ্বর হরি! আপনাকে প্রণাম করি। ২০-২১

হে পরমারাধ্য হরি! আপনি জগতের সমস্ত কারণ অবগত আছেন, আপনি জগতের আশ্রয়। ২৩

আপনি কার্য্যাকারণ-স্বরূপ আত্মা এবং পবিত্রতাকারিগণের পবিত্রতার কারণ। ২৪

হে ত্রিবিক্রম! ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হরে! আপনি স্বয়ং স্ব স্ব স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক ধরারূপ ধরিয়া সমস্ত লোককে ধারণ করিতেছেন! হে সর্ব্বদেবময়! হে পরম ধ্যানধারিন্! হে সুরগণের পরমারাধ্য সুরেশ্বর নারায়ণ! আপনার নিজের জন্ম নাই, তথাপি আপনি জগতের উৎপত্তিকারণ, আপনি স্বয়ং চরণশূন্য হইলেও সর্ব্বদা গতিশীল। আপনি তেজঃস্বরূপ, সুতরাং ইন্দ্রিয় সকলের অগোচরতা নিবন্ধন স্পর্শজ্ঞানের অগোচর এবং আপনিই সকলের ঈশ্বর; আপনার কেহ ঈশ্বর নাই। ২৫-২৬

১। ......মস্তঃ দাস্তেন মূর্ত্তিনা—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বমনাদিঃ সমস্তাদিস্ত্বং নিত্যানন্দরোহন্তরঃ।
যদ্ধৈমমণ্ডং জগতাং বীজং ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৭
তদ্বীজং[1] ভবতস্তেজস্ত্বয়োক্তং সলিলেষু চ।
সর্ব্বাধারো নিরাধারো নির্হেতুঃ সর্ব্বকারণম্ ॥ ২৮
নমো নমস্তে বিশ্বেশ লোকানাং প্রভব প্রভো।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তহেতুস্ত্বং বিধিবিষ্ণুহরাত্মধৃক্ ॥ ২৯
যস্য তে দশধা মূর্ত্তিঃকামষড়্ কাদিবর্জ্জিতা।
জ্যোতিঃ পতিস্তমস্তোবিস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩০

কস্তে ভাবং বক্তুমীশঃ পরেশ
স্থূলাৎ স্থূলো যোঽণুরূপোর্ণবর্ণাৎ।
তস্মৈ নিত্যং মে নমোঽস্তুস্ক যোঽম্বু-
দ্যাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৩১
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রপাৎ
সহস্রচক্ষুঃ পৃথিবীং সমন্ততঃ।
দশাঙ্গুলং যো হি সমত্যতিষ্ঠৎ
স মে প্রসীদন্ত্বিহ বিষ্ণুরুগ্রঃ ॥ ৩২

নমস্তে মীনমূর্ত্তে হে নমস্তে ভগবন্ হরে।
নমস্তে জগদানন্দ নমস্তে ভক্তবৎসল ॥ ৩৩

আপনি স্বয়ং অনাদি হইলেও সকলের আদি, নিত্য আনন্দই আপনার উৎপত্তিস্থান। ত্রিভুবনের বীজস্বরূপ যে স্বর্ণময় অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বিখ্যাত, সে বীজও আপনার তেজ এবং আপনি তাহাকেই তোয়রাশিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আপনি সকলের আশ্রয়, আপনার কোন আশ্রয় নাই, আপনি সকলের কারণ, আপনার কেহই কারণ নহে। ২৭-২৮

হে সর্ব্বলোক প্রভব! প্রভো! জগদীশ্বর! আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়ের কারণ। ২৯

যে আপনার দশপ্রকার মূর্ত্তি কাম-ক্রোধাদি-ষড়্‌রিপুবর্জ্জিত, হে তেজোরাশি-পতে ভূতভাবন! সেই সকল মূর্ত্তিস্বরূপ আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। ৩০

হে পরেশ! স্থূল হইতে স্থূলতর ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভবদীয় স্বভাব বর্ণনা করিতে কে পারে? যিনি অজ্ঞান-তমসের অতি দূরবর্ত্তী, সূর্য্য-সম-তেজস্বী, সেই আপনাকে আমার সর্ব্বদা নমস্কার। ৩১

যিনি পৃথিবীব্যাপী সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ ও সহস্রনেত্র হইয়াও দশাঙ্গুল পরিমিত স্থানে স্থিতি করিয়াছিলেন, সেই বীর্য্যবান্ বিষ্ণু এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩২

হে মীন-মূর্ত্তি-ধারিন্! আপনাকে নমস্কার, হে ভগবন্ হরে! আপনাকে নমস্কার। হে জগদানন্দময়! আপনাকে নমস্কার, হে ভক্তবৎসল! আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। ৩৩

১। ……তব তৎ তেজস্ প্রাণিনাং তক।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

স্বায়ম্ভুবেন মনুনা সংস্তুতো মৎস্যরূপধৃক্।
বাসুদেবস্তদা প্রাহ মেঘগম্ভীরনিঃস্বনঃ ॥ ৩৪

ভগবানুবাচ—

তুষ্টোঽস্মি তপসা তেঽদ্য ভক্ত্যা চাপি স্তুতো মুহুঃ।
সপর্য্যয়া চ দানেন বরং বরয় সুব্রত ॥ ৩৫
ইষ্টার্থং সম্প্রদাস্যামি তুভ্যং নাত্র বিচারণা।
বরয়স্বেপ্সিতান্ কামান্ লোকানাং বা হিতঞ্চ যৎ ॥ ৩৬

মনুরুবাচ—

যদি দেয়ো বরো মেঽদ্য লোকানাং যো হিতো ভবেৎ।
তস্মে দেহি বরং বিষ্ণো তং বক্ষ্যামি শৃণুষ্ব মে ॥ ৩৭
শশাপ কপিলঃ পূর্ব্বং মদর্থে ভুবনত্রয়ম্।
হতপ্রহতবিধ্বস্তং সকলং তে ভবেদিতি ॥ ৩৮
যেনেয়মুদ্ধৃতা পৃথ্বী যেনেয়ং প্রতিপালিতা।
সংহরিষ্যতি যস্ত্বেনাং তেঽধুনা প্লাবয়ন্ত্বিমাম্ ॥ ৩৯
ততোঽহং দীনহৃদয়স্ত্বামেব শরণং গতঃ।
ন যথেদং ত্রিভুবনং ভবিষ্যতি জলপ্লুতম্ ॥ ৪০
হতপ্রহতবিধ্বস্তং[১] তথা ত্বং দেহি মে বরম্ ॥ ৪১

তখন মৎস্যরূপী বাসুদেব স্বায়ম্ভুব মনুর স্তোত্রে পূজিত হইয়া মেঘ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—হে সুব্রত! তপস্যা, ভক্তি ও এইরূপ পূজা বিধি দ্বারা বারংবার পূজিত হইয়া আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। ৩৪-৩৫

মনোরথ সিদ্ধির জন্য তোমাকে সমস্তই প্রদান করিব, প্রদান বিষয়ে আমার বিচার নাই; যাহা ত্রিভুবনের হিতকারী এরূপ অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ৩৬

মনু বলিলেন;—হে বিষ্ণো! সর্ব্বলোক হিতকর বর যদি আমাকে প্রদান করেন, তবে আমি তাহার বিষয় এক্ষণেই বলিব শ্রবণ করিয়া সেই বর প্রার্থনা করুন। ৩৭

পূর্ব্বে কপিলদেব আমার জন্য ত্রিভুবনের প্রতি "তোমার সকলই বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত ও লয় প্রাপ্ত হউক। ৩৮

যিনি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি ইহাকে পালন করিতেছেন এবং পরে যিনি ইহাকে সংহার করিবেন, তাঁহারা সকলেই এক্ষণে ইহাকে জলপ্লাবিত করুন"। ৩৯

এইরূপ শাপ প্রদান করেন, তাই আমি কাতর হৃদয়ে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ৪০

যেন এই ত্রিভুবন জলপ্লাবিত ও বিনষ্ট বিধ্বস্ত না হয়, সেইরূপ আমাকে বর প্রদান করুন। ৪১

১। হতপ্রহতবিধ্বস্তে……ইতি পাঠান্তরম্।

ভগবানুবাচ—

ন মত্তঃ কপিলো ভিন্নস্তথা ন কপিলাদহম্।
যদুক্তং তেন মুনিনা ময়োক্তং বিদ্ধি তন্মনো ॥ ৪২
তস্মাদ্ যদুদিতং তেন তৎ সত্যং নান্যথা ভবেৎ।
করিষ্যে তত্র সাহায্যং স্বায়ম্ভুব নিবোধ তৎ ॥ ৪৩
হতপ্রহতবিধ্বস্তে তোয়মগ্নে জগত্ত্রয়ে।
ন চিরাদেব তত্তোয়ং শোষয়িষ্যামি বৈ মনো[1] ॥ ৪৪
যাবজ্জলপ্লবস্তাবদ্‌যথা কার্য্যং ত্বয়া মনো।
তন্মে নিগদতঃ পথ্যং শৃণুষ্বাবহিতোঽধুনা ॥ ৪৫
সর্বযজ্ঞিয়কাষ্ঠৌঘৈরেকা নৌকা বিধীয়তাম্।
তামহং প্রদৃঢ়য়িষ্যামি যথা নো ভিদ্যতে জলৈঃ ॥ ৪৬
দশযোজনবিস্তীর্ণাং ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তাম্।
ধারিণীং সর্ববীজানাং ভুবনত্রয়বর্দ্ধিনীম্ ॥ ৪৭
সর্বযজ্ঞিয়বৃক্ষাণাং ত্বগ্‌ভির্বল্কলতন্তুভিঃ।
নবযোজনদীর্ঘাঞ্চ ব্যামত্রয়সুবিস্তৃতাম্।
কুরুষ ত্বং মনো তূর্ণং বৃহতীমীরিকাং বটীম্ ॥ ৪৮
জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা লোকমাতা জগন্ময়ী।
প্রতিরক্ষতি তাং রজ্জুং ন ত্রুট্যতি যথা তথা ॥ ৪৯

ভগবান্ বলিলেন ;—কপিল আমা হইতে ভিন্ন নহে, আমিও কপিল হইতে ভিন্ন নহে। ৪২

হে মনো। সেই মুনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বাক্যানুসারে বিজ্ঞিত হইয়াছে। ৪৩

অতএব তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, অন্যথা হইবার নহে। হে মনো! আমি সে বিষয়ে তোমার সাহায্য করিব, তাহা শ্রবণ কর, হে মনু! বিনষ্ট লয়প্রাপ্ত ত্রিজগৎ জলরাশি-মগ্ন হইলে আমি অতি শীঘ্রই সেই জলরাশি-শুষ্ক করিব। ৪৪

হে মনু! যে পর্য্যন্ত জলপ্লাবন থাকিবে, সেই সময়ে তোমার যাহা কর্ত্তব্য আমি তদ্বিষয়ে হিতবাক্য বলিতেছি এক্ষণে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৪৫

মনো। যাজ্ঞিক কাষ্ঠসমূহ দ্বারা প্রস্থে দশযোজন এবং দৈর্ঘ্যে ত্রিংশৎ-যোজন-পরিমিত এবং জগৎ-সৃষ্টির মূলীভূত কারণ সকলের ধারণে সমর্থ যজ্ঞীয় কাষ্ঠসমূহ দ্বারা এক নৌকা নির্ম্মাণ কর ; ঐ নৌকা আমি স্বশক্তি দ্বারা দৃঢ় করিয়া রাখিব। প্রলয়কালীন জলের প্রচণ্ড বেগেও তাহার বিঘ্ন হইবে না। এবং নব যোজন পরিমাণে দীর্ঘ এবং প্রস্থে বাহুমূল হইতে অঙ্গুলীর অগ্রভাগের পরিমাণ অপেক্ষা তিনগুণ বিস্তৃত যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বৃক্ষসমূহের বল্কল এবং সূত্রদ্বারা স্বয়ংই বৃহৎ এক রজ্জু নির্ম্মাণ কর। ৪৬-৪৮

যাঁহার মায়ায় লোক মুগ্ধ হইয়া মায়াজালে বদ্ধ হইতেছে, সেই জগজ্জননী উক্ত রজ্জুর বিঘ্ন নিবারণ করত রক্ষা করিবেন। ৪৯

১। শ্রাবয়েত্থ পূর্বেণ ত্বং যাং জানাসি বৈ তথা।

সর্ব্বাণি বীজান্যাদায় সবেদান্ সপ্ত বৈ ঋষীন্ ।
তস্যাং নাবি নিষণ্ণস্তং বর্ত্তমানে জলপ্লবে ॥ ৫০
দক্ষেণ সহ সঙ্গম্য স্মরিষ্যসি মনো মম ।
স্মৃতোঽহং তূর্ণমায়াস্যে ভবতো নিকটং প্রতি ॥ ৫১
শ্যামলেনাথ শৃঙ্গেণ ত্বং মাং জ্ঞাস্যসি বৈ তদা ॥ ৫২
যাবৎ প্রহতবিধ্বস্ত-হতং স্যাদ্ভুবনত্রয়ম্ ।
তাবৎপৃষ্ঠেন তাং নাবং বোঢ়াহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩
জলপ্লুতে তু সম্পূর্ণে শৃঙ্গে মম চ তাং তরীম্ ।
ত্বং তদা বর্ত্তরিকয়া সন্ধানিষ্যসি বৈ দৃঢ়ম্ ॥ ৫৪
বর্ষাণাং নাবি যে শৃঙ্গে দৈবমানেন বৎসরান্ ।
সহস্রং প্রেরয়িষ্যামি তাং নাবং শোষয়ন্ জলম্ ॥ ৫৫
ততঃ শুষ্কেষু তোয়েষু প্রোত্তুঙ্গে শিখরে গিরেঃ ।
হিমাচলস্য বদ্ধাহং তস্মিন্নাবমহং মনো ॥ ৫৬
[1]তাং বৈ গোপয়িতা নিত্যং যাবদ্ভূঃ শোষয়েজ্জলম্ ।
চিন্তিতোঽহং ত্বয়া প্রাপ্যো যদা হি নিকটং তব ॥ ৫৭
শৃঙ্গেণ শ্যামলেনৈব ত্বং মাং জ্ঞাস্যসি পুষ্করে ॥ ৫৮
পুনঃ সৃষ্টিং ততঃ কৃত্বা মৎপ্রসাদান্মহামতে ।
ত্রৈলোক্যস্য তাবচ্ছ্রিয়মবাপ্স্যসি সনাতনীম্ ॥ ৫৯
অহমারাধিতো যেন জপেন ভবতা মনো ।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য যস্তোষয়তি তেন মাম্ ॥ ৬০

যে কালে প্রলয়পয়োনিধির সলিল-তরঙ্গে এবং প্রচণ্ড পবনের ঝঞ্ঝাবাতে ভূতল রসাতল গমনোন্মত্ত হইবে, তুমি সেই কালে ভাবী সৃষ্টির বীজসকল সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বেদ সকলকে গ্রহণ করিয়া দক্ষের সহিত সেই নৌকায় আরোহণ করত একচিত্তে আমাকে স্মরণ করিবে। স্মরণ করিবামাত্রই আমি তোমার নিকটে আগমন করিয়া দর্শন দিব। ৫০-৫২

তুমিও কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গ দর্শন করিয়া আমাকে জানিতে পারিবে। যেকাল পর্য্যন্ত এই প্রকার ভয়ঙ্কর কার্য্যে জগৎ দোদুল্যমান হইবে, আমি তদবধি সেই নৌকা পৃষ্ঠে ধারণ করত রক্ষা করিব। ৫৩

অনন্তর প্রলয়কালীন ক্ষোভ শান্ত হইলে, তুমি পূর্ব্বোক্ত রজ্জুদ্বারা আমার শৃঙ্গের সহিত ঐ নৌকাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিবে। ৫৪

দৈব-পরিমাণে সহস্র বৎসরকাল ঐ জল শুষ্ক হইলে হিমালয়গিরির উন্নত-শিখরে নৌকা বন্ধন করিবা আমার দর্শন প্রতীক্ষায় সেই স্থানে থাকিবে এবং আমাকে চিন্তা করিবামাত্র আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইব। ৫৫-৫৭

পৃথিবীতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল অবশিষ্ট থাকিলে তোমায় দর্শন দিব; তুমিও কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গ দর্শনে আমাকে জানিতে পারিবে। ৫৮

মহাত্মন্! আমার অনুগ্রহে পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করিয়া লোক-দুর্লভা পূর্ব্বের লক্ষ্মী লাভ করিবে। ৫৯

মনো! তুমি যে মন্ত্র জপ করিয়া আমার আরাধনা করিয়াছ, যে ব্যক্তি

১। ৫৭, ৫৮, ৫৯—শ্লোকগুলি অন্য পুস্তকে নাই।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ মৎস্যস্তেন নমস্কৃতঃ।
অন্তর্দধে জগন্নাথো লোকানুগ্রহকারকঃ ॥ ৬১
স্বায়ম্ভুবোঽপি ভগবানন্তর্ধানং গতে হরৌ।
যথোক্তং হরিণা পূর্ব্বং নাবং রজ্জুং তথাকরোৎ ॥ ৬২
সর্ব্বযজ্ঞিয়বৃক্ষোঘান্ ছিত্ত্বা স্বায়ম্ভুবস্তদা।
উদ্ধৃত্য কারয়ামাস[১] নাভ্যাদিভিরসৌ তরিম্।
তেষাং[২] বল্কসমুদ্ভূত-সূত্রসঙ্ঘৈর্বটারিকাম্।
পূর্ব্বোক্তেন প্রমাণেন কারয়ামাস বৈ মনুঃ ॥ ৬৩
ততঃ কালেন মহতা বৃত্তং যুদ্ধং মহাদ্ভুতম্।
বিষ্ণোর্যজ্ঞবরাহস্য শরভস্য হরস্য চ ॥ ৬৪
ততো জলপ্লবে জাতে বিধ্বস্তে ভুবনত্রয়ে।
তথা রজ্জ্বা তরিং বদ্ধা বীজাধানায় সর্ব্বশঃ ॥ ৬৫
বেদানৃষীংস্তদা সপ্তসমাদায় বৈ মনুঃ।
তস্যাং নাবি সমাধায় তোয়মধ্যে চরাচরে ॥ ৬৬
স্বায়ম্ভুবস্তদা মৎস্যং হরিং সস্মার নৌগতঃ।
ততো জলানামুপরি সশৃঙ্গ ইব পর্ব্বতঃ ॥ ৬৭
শৃঙ্গোদিতৈকশৃঙ্গেণ বিষ্ণুর্মৎস্যস্বরূপধৃক্।
আগতস্তত্র স চিরাদ্যত্রাস্তে তরিণা মনুঃ ॥ ৬৮
তরিমারুহ্য বিপুলে তোয়রাশৌ ভয়ঙ্করে।
যাবজ্জলাচলং তোয়ং তাবৎ পৃষ্ঠে তরিং দধৎ ॥ ৬৯

এই মন্ত্রের জপাদি করিয়া আমার পূজা করিবে তাহাতেও মনোরথ সকল হইবে। ৬০

লোকানুগ্রহীতা ভগবান্ এইপ্রকারে স্বায়ম্ভুব মনুকে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ৬১

স্বায়ম্ভুব মনুও—ভগবান্ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া অন্তর্হিত হইলে তাঁহার আদেশমত যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ করত পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে এক নৌকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং বৃক্ষের বল্কল এবং সূত্রদ্বারা রজ্জুও নির্ম্মাণ করিলেন। ৬২-৬৩

তদনন্তর বহুকালের পর মহাদেব যজ্ঞ-বরাহ-রূপধারী বিষ্ণুর সহিত মৃগ-রূপ ধারণ করিয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ৬৪

অনন্তর প্রলয় হেতু ত্রিভুবন ছিন্নভিন্ন হইলে স্বায়ম্ভুব মনু, সেই রজ্জু দ্বারা নৌকাকে বন্ধন করিয়া সৃষ্টির বীজ সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বেদ-সকলকে গ্রহণ করত নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং বিষ্ণুর আদেশমতে মৎস্য রূপধারী ভগবানকে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৫-৬৭

তদনন্তর শৃঙ্গবিরাজিত গিরিবরের ন্যায় শোভাশালী মৎস্যরূপী ভগবান্ এক শৃঙ্গ ধারণ করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট উপস্থিত হইলেন। ৬৮

১। নাবং দৃঢ়তরাং ততঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। তত্রসমুদ্ভূত----বটীমপিধ্—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। উদ্দীত—ইতি পাঠান্তরম্।

জলে প্রকৃতিমাপন্নে শৃঙ্গে বদ্ধা বটীত্রিকাম্ ।
তাং নাবং মোদয়ামাস সহস্রং দৈববৎসরান্ ॥ ৭০
যাবং নাবমবষ্টভ্য দধার পরমেশ্বরঃ ।
যোগনিদ্রা জগদ্ধাত্রী সমাসীদ্বটীরিকাম্ ॥ ৭১
ততঃ শনৈঃ শনৈস্তোয়ে শোষং গচ্ছতি বৈ চিরাৎ ।
পশ্চিমং হিমবচ্ছৃঙ্গং সুমহৎ তোয়মধ্যতঃ ॥ ৭২
দ্বে সহস্রে যোজনানামুচ্ছ্রিতস্য হিমপ্রভোঃ ।
পঞ্চাশত্তু সহস্রাণি শৃঙ্গং তত্তস্য চোচ্ছ্রিতম্ ॥ ৭৩
তস্মিন্ শৃঙ্গে ততো নাবং বদ্ধা মৎস্যাত্মধৃগ্‌হরিঃ ।
জগাম শোষণায়াশু জলানাং জগতাং পতিঃ ।
এবং হি মৎস্যরূপেণ বেদাস্ত্রাতাশ্চ শার্ঙ্গিণা ॥ ৭৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

কপিলস্য তু শাপেন কৃত আকালিকো লয়ঃ ।
অকালিকোঽয়ং প্রলয়ো যতো ভগবতা কৃতঃ ।
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং যথাবদ্ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

এবং যেকাল পর্য্যন্ত সেই জল মহাবেগে সৃষ্টিনাশে প্রবৃত্ত হইল, ভগবান্ তদবধি নৌকা পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন। ৬৯

প্রলয় শান্ত হইলে ভগবান্, রজ্জু দ্বারা শৃঙ্গে সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ নৌকা ধারণ করিয়া দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসরে সুমেরু-শিখরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। যোগমায়া জগদ্ধাত্রী, সেই নৌকার বিঘ্ন-বিনাশ করিয়াছিলেন। ৭০-৭১

ক্রমশঃ জল শুষ্ক হইতে লাগিল, দুই সহস্র যোজন পরিমাণে উন্নত, পশ্চিম দিগ্‌ব্যাপী হিমালয় পর্ব্বতের প্রধান শৃঙ্গ, জল হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইলে, ভগবান্ তাহাতেই নৌকাবন্ধন করত মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ সকল রক্ষা করিলেন। ৭২-৭৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে মুনিসত্তম। মহাত্মা কপিলমুনির শাপে অকালে যে প্রলয় হইল, সেই বিষয় সবিস্তারে তোমাদের নিকট বর্ণনা করিলাম। ৭৫

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যথা পুনরভূৎ সৃষ্টিরকালপ্রলয়ে গতে।
যেন চৈবোদ্ধৃতা পৃথ্বী তচ্ছৃণুধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১
ব্যতীতে প্রলয়ে বিষ্ণুঃ কূর্ম্মরূপী মহাবলঃ।
পৃষ্ঠে নিধায় পৃথিবীমুদ্ধৃত্যাশু সপর্ব্বতাম্।
সমাঞ্চকার সকলাং পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরঃ॥ ২
শরভস্য বরাহস্য তৎপুত্রাণাং পদক্রমৈঃ।
যত্র ভূমির্বিশীর্ণাভূত্তাং সমাং কমঠোঽকরোৎ॥ ৩
কৃত্বা সমং ততো ভূমিং পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরঃ।
অনন্তং ধারয়ামাস পৃথিবীতলসংশ্রিতম্॥ ৪
ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ হরশ্চ পরমেশ্বরঃ।
নাবোদবস্থান্ সপ্তমুনীন্মনুং স্বায়ম্ভুবং তদা।
নরনারায়ণৌ চোচৌ দক্ষঞ্চোচুঃ সমাগতাঃ॥ ৫
শৃণুত মুনয়ঃ সর্ব্বে নরনারায়ণৌ তথা।
দক্ষ-স্বায়ম্ভুবমনু বক্ষং ক্রমোঽধুনা চ যৎ॥ ৬
সৃষ্টির্নষ্টা বরাহস্য শরভস্য চ সঙ্গরাৎ।
অতোঽস্মাকং যথা কার্য্যা সৃষ্টিরাকর্ণয়ন্ত তৎ॥ ৭
নরনারায়ণাবেতৌ সৃষ্ট্যর্থং সমুপস্থিতৌ।
সংস্থাপনায় দেবানাং পরমং তপ্যতাং তপঃ॥ ৮
আপ্যায্য তপসা চোভৌ জনলোকগতান্ সুরান্।
আনয়ন্তুপরাশ্বৎ সংসৃজন্ত গণান্ বহূন্॥ ৯

সৃষ্টি-বিস্তার

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। এই প্রকারে অকাল-প্রলয়ানন্তর যেরূপে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইল এবং যিনি এই পৃথিবী উদ্ধার করিলেন, সেই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি, তোমরা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ১

পরমেশ্বর বিষ্ণু, প্রলয়-বেগ নিবৃত্ত হইলে কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া পর্ব্বতের সহিত পৃথিবীকে পৃষ্ঠে গ্রহণ করত উন্নত অবনত দেশসকল সমান করিলেন। ২

শরভ এবং বরাহের যুদ্ধকালে পৃথিবীর যে সকল দেশ বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই সকল দেশও সমভূমি করিলেন। ৩

এই প্রকারে সকল দেশ সমভাগে পরিণত হইলে ভগবান্, ধরাধর অনন্তকে কূর্ম্মরূপে ধারণ করিলেন। ৪

তদনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, নর-নারায়ণের সহিত সেই নৌকার সমীপে আগমন করিয়া মনু সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং দক্ষকে সম্বোধন করত নর-নারায়ণের উদ্দেশে বলিলেন,—হে মহাত্মগণ। বরাহ এবং শরভের যুদ্ধে সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়াছে, পুনর্ব্বার যেরূপে সৃষ্টি করিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর। ৫-৭

সৃষ্টির নিমিত্ত উপস্থিত নর-নারায়ণ দেবগণের সংস্থাপনের নিমিত্ত তপস্যা করুন। ৮

নক্ষত্রাণি গ্রহাংশ্চৈব তেষাং স্থানানি বৈ মুনে।
এতত্ত্বোস্তপসা যান্তু স্থিরতাং পূর্ব্ববন্মনো ॥ ১০
সূর্য্যস্য রথসংস্থানং তথা চন্দ্ররথস্থিতিম্।
করোত্বয়ং মহাভাগঃ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ ॥ ১১
পৃথিব্যাং সর্ব্ববীজানি স্বায়ম্ভুবমনো বপ।
উপ্যতাং সর্ব্বতঃ শস্যপূর্ণা ভবতু মেদিনী ॥ ১২
প্ররোহয়ৌষধীর্বৃক্ষান্ লতাবল্লীশ্চ সর্ব্বতঃ।
স্বায়ম্ভুব মহাভোতং প্রাপ্তান্যমৃতফলানি চ ॥ ১৩
দক্ষঃ সপ্তমুনীন্দ্রৈস্তু যজ্ঞেন যজতাং হরিম্।
বরাহপুত্রদেহোত্থবহ্নিত্রয়মিদং যজন্ ॥ ১৪
অসৌ যজ্ঞো বরাহস্য দেহাজ্জাতস্তু সৃষ্টয়ে।
অনেনৈব তু যজ্ঞেন দক্ষঃ সৃষ্টিং তনোতিমাম্ ॥ ১৫
নরনারায়ণাভ্যাঞ্চ মুনিভিঃ সপ্তভিস্তথা।
দক্ষেণ ভবতা চাপি যজ্ঞৈর্বহ্নিভিস্তথাগ্নিভিঃ।
সম্পূর্য্যতামিয়ং সৃষ্টিঃ স্বর্গে ভুবি রসাতলে ॥ ১৬
যথা চ সৃষ্টিমাপ্যায্য যথা সম্পদ্যতে স্থিরম্।
যতিষ্যামস্তথা নিত্যং যূয়ং কুরুত সর্জ্জনম্ ॥ ১৭
ততঃ সম্পন্নতাং সৃষ্টির্যথা পূর্ব্বং তথৈব চ।
প্রথমং তত্ত্ববীজানি প্ররোহয় মনোঽধুনা ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যাদিশ্য মহাভাগা বিধিবিষ্ণুবৃষধ্বজাঃ।
যথাস্থানং স্থাপয়িতুং পর্ব্বতান্ প্রযযুস্ততঃ ॥ ১৯

মনো। ইঁহারা তপস্যা দ্বারা জনলোকবাসি দেবগণকে তুষ্ট করিয়া পূর্ব্ববৎ গ্রহ এবং নক্ষত্রাদিগণকে নিরূপিত স্থানে অবস্থাপিত করত দিনকর এবং চন্দ্রকে নির্ণীত স্থানে সংস্থাপিত করুন। ৯-১১

স্বায়ম্ভুব মনো। তুমি ধরাতলে বীজ সকল বপন কর; পৃথিবীও সকল-দিকে শস্য-রাশিতে পরিপূর্ণা হউন। ১২

ওষধি লতা বৃক্ষ বল্লী প্রভৃতি নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ বস্তু রোপণ কর। ১৩

দক্ষ এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল, ইঁহাদের অমৃত-সদৃশ ফলদ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরিকে তৃপ্ত করুন এবং যজ্ঞ-বরাহের পুত্রদেহ হইতে উৎপন্ন অগ্নিত্রয় দ্বারা যজ্ঞ করুন। এই যজ্ঞদ্বারাই সৃষ্টি আরম্ভ করুন। ১৪-১৫

নর-নারায়ণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, দক্ষ, অগ্নিত্রয় এবং যজ্ঞদ্বারা তুমি স্বয়ং, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতালের সৃষ্টি সম্পন্ন কর। ১৬

যাহাতে সৃষ্টি নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়, আমরাও প্রতিদিন সেই বিষয়ে যত্ন করিব। ১৭

তদনন্তর সৃষ্টি শেষ হইলে জল বায়ু গগন প্রভৃতি সকল ভূতই পূর্ব্বেই প্রায় তেজস্বী হইবে। ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই প্রকার আদেশ করিয়া পর্ব্বতসকলকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ১৯

মেরুমন্দরকৈলাসহিমবৎপ্রভৃতিষথ[1] ।
পুরাণি সর্ব্বদেবানাং তে বৈ চক্রুঃ পৃথক্ পৃথক্ । ২০
পরিত্যজ্য ততো নাবমবধৃত্য বসুন্ধরাম্ ।
স্বায়ম্ভুবঃ ক্ষিতৌ বীজান্যবপৎ সর্ব্বসম্পদে[2] । ২১
ততো বৃক্ষলতাবল্লীগুল্মানি চ বনানি চ ।
বালশস্যানি ধান্যানি তথৈবৌষধয়ঃ সমাঃ । ২২
বীজকাণ্ডপ্ররোহাশ্চ প্রতানা জলজানি চ ।
প্রফুল্লানি বিকোশানি স্থলকন্দদলানি চ । ২৩
বভূবুঃ শাদ্বলান্যেব সর্ব্বেষাং প্রাণবৃত্তয়ে ।
পৃথিবী শস্যসম্পন্না বৃক্ষাদ্যৈ শাদ্বলাঃ শুভাঃ ।
দৃষ্টাঃ পূর্ব্বং যথা তদ্বামনুনা চিত্তহর্ষিণা । ২৪
ততো নরো মহাযোগী তপস্তেপে মহত্তমম্ ।
নারায়ণশ্চ দেবানাং ভাবনায় মহামতিঃ । ২৫
নারায়ণো নরশ্চোভৌ পরমাবৃষিসত্তমৌ ।
তপসারাধ্য পরমং তেজোময়মনাময়ম্ । ২৬
আনিন্যাতে জনগতান্ দেবান্ দেবর্ষিসত্তমান্ ।
যে মৃতা অমরাঃ পূর্ব্বং গণশস্তান্ পৃথক্ পৃথক্ । ২৭
তপোবলেন মহতা সর্জ্জয়ামাসতুর্মুনী[3] । ২৮
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ দেবৌ দিক্‌পালাংশ্চ তথা দশ ।
জনার্দ্দনঃ স্বয়কক্রে পাতালতলবাসিনঃ । ২৯

মেরু মন্দর কৈলাস এবং হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতোপরি পৃথক্ পৃথক্ স্থানে দেবগণের অবস্থান নিরূপণ করিলেন । ২০

তদনন্তর স্বায়ম্ভুব মনু নৌকা হইতে পৃথিবীতে নামিয়া প্রথমতঃ বীজসকল বপন করিতে আরম্ভ করিলেন ২১

তদনন্তর বৃক্ষ, লতা, বল্লী, গুল্ম, তৃণ, বন্য শস্যসকল, ওষধি (ধান্যাদি), বীজ, শাখা এবং অঙ্কুর প্রভৃতি জলজ এবং স্থলজ উদ্ভিজ্জ সকল প্রফুল্ল হইল । ২৩

এবং সকল ভূমির উপরে তাহাদের অধিক শোভা হইতে লাগিল । এইরূপে পৃথিবী, স্থলভরে আশ্চর্য্য শোভাধারণ করিলেন । ২৪

স্বায়ম্ভুব মনু, পূর্ব্বের ন্যায় পৃথিবীর শোভা-সম্পত্তি দর্শন করিয়া আনন্দিত-চিত্ত হইলেন । ২৪

তদনন্তর মহাযোগী নর এবং মহামতি নারায়ণ দেবগণের সংস্থাপনের নিমিত্ত তপস্যা আরম্ভ করিলেন । ২৫

ঋষিসত্তম নর এবং নারায়ণ তপস্যাদ্বারা তেজোময় ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া জনলোকবাসি-দেবগণকে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে স্বকীয় তপঃপ্রভাবে সৃষ্টি করিলেন । ২৬-২৮

---

১ । প্রভৃতীনথ—ইতি পাঠান্তরম্ ।
২ । সর্বসম্পদম্ ।
৩ । সর্জ্জয়ামাস তান্ মুনীন্ ।

সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চক্রে রথসংস্থানমচ্যুতঃ।
পূর্ব্ববদ্‌যোজয়ামাস দিবারাত্রিস্থিতৌ চ তৌ॥ ৩০
ওষধীষু চ জাতাসু বল্লীবৃক্ষেষু সত্তমাঃ।
শস্যবীজেষু জাতেষু দেবেষু চ পৃথক্ পৃথক্॥ ৩১
দক্ষঃ কর্ত্তুং সমারেভে জ্যোতিষ্টোমং মহাধ্বরম্।
কশ্যপোঽত্রির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজ এতে সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ॥ ৩২
এতৈঃ সপ্তমুনীশ্রেষ্ঠৈস্তু দক্ষো যজ্ঞমুতঃ যজন্।
মহাযজ্ঞং ততশ্চক্রে যাবদ্দ্বাদশবৎসরান্॥ ৩৩
হূয়মানেষু তত্রৈব ত্রিবহ্নিষু পুনঃপুনঃ।
ইজ্যমানে বরাহে তু যজ্ঞরূপে তদা দ্বিজৈঃ।
চতুর্ব্বিধাঃ প্রজা জাতা যজ্ঞা দেবদ্বিজোত্তমাঃ॥ ৩৪
ততো দক্ষস্য সঞ্জাতাঃ পুত্র্যঃ পুণ্যাস্ত্রয়োদশ[1]।
রূপগুণসম্পন্নাঃ সৃষ্ট্যর্থমমিতপ্রজাঃ॥ ৩৫
তাঃ পুত্রীঃ প্রদদৌ দক্ষঃ কশ্যপায় মহাত্মনে।
তাভ্যো জাতাশ্চ বহবস্তৈর্ব্যাপ্তং সকলং জগৎ॥ ৩৬
স সর্ব্বাসাং প্রজানাঞ্চ কশ্যপো জনকো হ্যভূৎ।
নিশ্চিতং দ্বিজশার্দ্দূলাঃ কশ্যপাৎ সকলং জগৎ॥ ৩৭
তাসাং নামানি তজ্জাতাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ পৃথক্ পৃথক্।
শৃণুত মুনয়ঃ সর্ব্বে সম্যক্ কথয়তো মম॥ ৩৮

তিনি, সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল সৃষ্টি করত পাতাল নির্ম্মাণ করিলেন। এবং চন্দ্র-সূর্য্য-দেবের রথকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দিবারাত্রির আধিপত্য প্রদান করিলেন। ২৯-৩০

দক্ষ,—বন্নীয় বৃক্ষ এবং লতা শস্যাদি সকল সম্যক্‌রূপে উৎপন্ন এবং দিক্‌পাল দেবগণ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রতিপন্ন হইলে কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষিমণ্ডলকে সদস্যরূপে পরিগণিত করিয়া দ্বাদশ-বৎসর-সাধ্য জ্যোতিষ্টোম নামক মহাযজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩১-৩২

সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ অগ্নিত্রয়কে বারংবার হোমদ্বারা আরাধনা করিলে এবং বরাহদেব যজ্ঞদ্বারা আরাধিত হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হইল। ৩৪

অনন্তর দক্ষ, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে প্রজাবিস্তারেচ্ছায় রূপ-গুণ-প্রভৃতি সুলক্ষণসম্পন্না ত্রয়োদশটি কন্যা সৃষ্টি করিলেন এবং মহাত্মা কশ্যপ মুনিকে ত্রয়োদশ সম্প্রদান করিলেন। ৩৫

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! কশ্যপের ঔরসে দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার গর্ভ-সম্ভূত অপত্য সকলে পৃথিবী পরিপূর্ণা হইল। কশ্যপ প্রজাপতিই সকলের জনক। ৩৬

উক্ত পুত্রগণ মাতৃ-নামেই প্রসিদ্ধ হইল। হে মুনিগণ! দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার নাম পৃথক্ পৃথক্ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৭-৩৮

১। পুণ্যাশ্চতুর্দশ—ইতি পাঠান্তরম্।

অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ।
ক্রোধা প্রধা বশিষ্ঠা চ বিনতা কপিলা তথা ॥ ৩৯
কদ্রুস্ত্রয়োদশ সুতা এতা দক্ষস্য কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪০
সঞ্জাতো দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠান্মনসা ধ্যায়তো বিধেঃ।
তেন দেবমনুষ্যেষু দক্ষ ইত্যেব কথ্যতে ॥ ৪১
ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা দশ পূর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং ষট্‌সৃষ্টিকর্ত্তারো ব্যতীতেঽস্মিন্ জনক্ষয়ে[1] ॥ ৪২
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মরীচেস্তনয়ো জাতঃ কশ্যপো লোকভাবনঃ ॥ ৪৩
অস্যৈব দক্ষকন্যাভ্যঃ প্রজা জজ্ঞেঽথ ভূরিশঃ।
অস্য জায়াপ্রজাতানাং নামতো বিনিবোধত ॥ ৪৪
ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা শক্রো বরুণঃ সোম এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতৃত্বষ্টৃবিষ্ণবঃ ॥ ৪৫
অদিতের্দ্বাদশসুতা আদিত্যাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এষাং কনীয়ান্ গুণবান্ সদা সন্তপতি প্রজাঃ ॥ ৪৬
স বৈ বংশকরো মুখ্যো গণ্যতে যো দিবাকরঃ।
এক এব দিতেঃ পুত্রো হিরণ্যকশিপুর্বলী ॥ ৪৭
চত্বারস্তস্য তনয়া হৃষ্টা মদবলান্বিতাঃ।
প্রহ্লাদো হ্যথ সংহ্লাদো বাস্কলঃ শিবিরেব চ ॥ ৪৮
প্রহ্লাদস্য ত্রয়ঃ পুত্রাস্তেষামাদ্যো বিরোচনঃ।
কুম্ভো নিকুম্ভো বলবাংস্ত্রয়ঃ প্রাহ্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯

অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, ক্রোধা, প্রধা, বশিষ্ঠা, বিনতা, কপিলা এবং কদ্রু, এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা জগতে বিখ্যাত। ৩৯

ব্রহ্মার ধ্যানকালে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় স্বর্গ-মর্ত্ত্যে দক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ৪০-৪১

ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন দশ পুত্রের মধ্যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এই ছয়জন প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমে মরীচি হইতে কশ্যপের উৎপত্তি হইল। ৪২-৪৩

কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে, ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, সোম, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা, এই দ্বাদশ জন জন্মগ্রহণ করত আদিত্য নামে বিখ্যাত হন। ৪৪-৪৫

ইঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ দিবাকর লোকে নিজকিরণ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অন্য অপেক্ষা ইঁহার বংশই অধিক হইল। ৪৬

দক্ষের দ্বিতীয় কন্যা দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু নামে বলবান্ এক পুত্র জন্মিল। ৪৭

দিতি গর্ভজাত হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, বাস্কল এবং শিবিনামক মহাপরাক্রমশালী চারিটি পুত্র। প্রহ্লাদের তিনটি পুত্র হয়, তাহার মধ্যে বিরোচন জ্যেষ্ঠ; কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামক অন্য পুত্রদ্বয় কনিষ্ঠ। ৪৮-৪৯

১। জগৎক্ষয়ে।

বিরোচনসুতো জাতো দানশৌণ্ডো বলির্মহান্ ।
বলেশ্চ পুত্রো বিদিতো বাণো নাম মহাবলী ॥ ৫০
শম্ভোরনুচরঃ শ্রীমান্ মহাকালাহ্বয়শ্চ সঃ ।
বাণস্য চ শতং পুত্রাঃ কুসুম্ভমকরাদয়ঃ ॥ ৫১
চত্বারিংশদ্দনোঃ পুত্রা বিপ্রচিত্তিপুরঃসরাঃ ।
শম্বরো নমুচিশ্চৈব পুলোমা চ তথৈব চ ॥ ৫২
অসিলোমা তথা কেশী দুর্জ্জয়োঽয়ঃশিরাস্তথা ।
অশ্বশীর্ষো কয়ঃ শঙ্কুর্বিয়ন্মূর্দ্ধা মহাবলঃ ॥ ৫৩
বেগবান্ কেতুমাংশ্চৈব স্বরং স্বর্ভানুরেব চ ।
অশ্বো অশ্বপতিঃ কুম্ভো বৃষপর্ব্বাজকস্তথা ॥ ৫৪
অশ্বগ্রীবশ্চ সূক্ষ্মশ্চ তুহুণ্ডুর্নহুষস্তথা ।
ঊর্দ্ধবাহুশ্চৈকচক্রো বিরূপাক্ষো হরাহরৌ ॥ ৫৫
নিশ্চক্রশ্চ নিকুম্ভশ্চ কুপটশ্চ পটস্তথা ।
শরভঃ শলভশ্চৈব সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা ॥ ৫৬
অন্যাবেতৌ দনোঃ পুত্রৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা ।
দিবাকরনিশানাথৌ তাবন্তৌ দেবপুঙ্গবৌ ॥ ৫৭
এষাং পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চৈব ভূরিভিঃ ।
জগদ্ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং বলবীর্য্যসমন্বিতৈঃ ॥ ৫৮
দনায়ুষোঽভবন্ পুত্রাশ্চত্বারো বলবত্তরাঃ ।
বীরভদ্রো বিক্ষরশ্চ বলো বৃত্রস্তথৈব চ ॥ ৫৯
এষাং চতুর্ণাং বহবঃ পুত্রা জাতা দ্বিজোত্তমাঃ ।
রূপসত্ত্ববলোপেতা একৈকস্য শতং শতম্ ॥ ৬০
কালায়াস্তনয়া জাতাঃ কালেয়া ইতি বিশ্রুতাঃ ॥ ৬১
বিখ্যাতাস্তে মহাবীর্য্যাশ্চত্বারো দানবাধিপাঃ ॥ ৬২

বিরোচনের ঔরসে দাতাদিগের অগ্রগণ্য বলি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। বলির বাণনামক মহাবল এক পুত্র হয়। ৫০

এই বাণকে মহাদেব স্বয়ং ভোজনাদি প্রদান দ্বারা পালন করিয়াছেন। বাণের প্রসিদ্ধ নামান্তর মহাকাল। কুসুম্ভ মকর প্রভৃতি বাণের একশত পুত্র উৎপন্ন হয়। ৫১

দক্ষ প্রজাপতির তৃতীয় কন্যা দনুর গর্ভে বিপ্র, চিত্তি, শম্বর; নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশীর্ষ, কয়, শঙ্কু, বিয়ন্মূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান্, সূর্য্য, চন্দ্রমা, স্বর, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, কুম্ভ, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, নহুষ, ঊর্দ্ধবাহু, একচক্র, বিরূপাক্ষ, হর, অহর, নিশ্চক্র, অরচক্র, কুপট, চপট, শরভ, শলভ, দিবাকর এবং নিশানাথ এই চল্লিশটী মহা-বল পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ৫২-৫৬

ইহাদের মধ্যে দিবাকর নিশাকর নামক দনুপুত্র অদিতি-পুত্র সূর্য্য চন্দ্র হইতে স্বতন্ত্র। বলবীর্য্যশালী ইহাদের পুত্র পৌত্র এবং তৎপুত্রগণকর্ত্তৃক জগন্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। ৫৭-৫৮

দক্ষের চতুর্থ কন্যা দনায়ুর বীরভদ্র, বীক্ষর, বল এবং বৃত্র নামে মহা-পরাক্রমশালী চারিটী পুত্রের রূপ-গুণ-বলসমন্বিত এক শতটী করিয়া পুত্র হয়।

বিনাশনশ্চ ক্রোধশ্চ ক্রোধহন্তা তথৈব চ।
ক্রোধশত্রুস্তথা চৈতে কালাপুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৬৩
সিংহিকায়াঃ সুতো জাতো রাহুশ্চন্দ্রার্কমর্দ্দনঃ।
সুচন্দ্রশ্চন্দ্রহন্তা চ তথা চন্দ্রবিমর্দ্দনঃ॥ ৬৪
[১]ক্রোধায়াস্তনয়া জাতাঃ ক্রূরকর্ম্মকরাস্তথা॥ ৬৫
সিংহিকা চৈব ক্রোধা চ যে সুতে ক্রূরিকে সদা।
তাভ্যাঞ্চ প্রভবো বংশো স্মৃতঃ ক্রূরতরঃ স্মৃতঃ॥ ৬৬
এক এব মুনেঃ পুত্রো জাতঃ শুক্রঃ কবির্মহান্।
দৈত্যদানবকালেয়প্রভৃতীনাং সদা গুরুঃ॥ ৬৭
চত্বারস্তস্য তনয়া জাতা অসুরযাজকাঃ।
ত্বষ্টাবরস্তথাত্রিশ্চ সৌকনশ্চেতি বাগ্মিনঃ॥ ৬৮
তেজসা সূর্য্যসদৃশা ব্রহ্মলোকপ্রভাবনাঃ॥ ৬৯
অসুরাণাং সদৈত্যানাং কালেয়ানাং তথৈব চ।
ক্রোধাত্মজানাঞ্চ তথা সিংহিকাতনয়স্য চ॥ ৭০
সুতিপ্রসূতিভিঃ সর্ব্বং জগদ্ব্যাপ্তং চরাচরম্॥ ৭১
তেষাঞ্চ যাগপত্যানি বর্দ্ধিতানি ক্রমাদ্দ্বিজাঃ।
তেষাং বহুত্বাং সঙ্খ্যাতুং চিরেণাপি ন শক্যতে॥ ৭২
তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ অনূরুর্গরুড়স্তথা।
আরুণিরারুণিশ্চৈব বিনতাতনয়াঃ স্মৃতাঃ॥ ৭৩

হে দ্বিজগণ। দক্ষের পঞ্চম কন্যা কলার গর্ভে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা এবং ক্রোধশত্রু নামে মহাবীর্য্যবান্ কালেয় নামে বিখ্যাত চারিটি পুত্র জন্মে।৫৯-৬৩

ষষ্ঠ কন্যা সিংহিকার গর্ভে চন্দ্র, সূর্য, বিমর্দ্দন রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা, চন্দ্রবিমর্দ্দন, এই চারিজনের উৎপত্তি হয়। ৬৪

দক্ষের সপ্তম কন্যা ক্রোধার গর্ভে বশ ক্রোধ-বশ ক্রূরকর্ম্মা এবং বিমর্দ্দন এই কয় জনের উৎপত্তি হয়। ৬৫

দক্ষের কন্যা সকলের মধ্যে ক্রোধা এবং সিংহিকা এই দুই জন অতিশয় ক্রূর —এই নিমিত্ত ইঁহাদের গর্ভে যাঁহাদের জন্ম, তাঁহারাও মাতৃদোষে ক্রূরতর হইয়াছিল। ৬৬

মুনির গর্ভে শুক্র নামে মহাকবি এক পুত্রের উৎপত্তি হয়। তিনি দৈত্য দানব কালেয় প্রভৃতি বৈমাত্রেয়গণের পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ৬৭

কবিবর শুক্রের ত্বষ্টা, বর, অত্রি, সৌনক নামে চারিটি পুত্র হয়। তাঁহারাও দৈত্যাদির পৌরোহিত্যরূপ পৈতৃক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৬৮

ব্রহ্মার বংশীয় সূর্য্যসমপ্রভ দৈত্য, দানব, কালেয়, ক্রোধাপুত্র, সিংহিকাসুত প্রভৃতি অসুরগণের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রে ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। ৬৯-৭১

ক্রমে এতাদৃশভাবে তাঁহাদের বংশ বিস্তৃত হইল যে, বহুকাল কীর্ত্তন করিলেও প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা যায় না। ৭২

দক্ষের অষ্টম কন্যা বিনতার গর্ভে তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি অনূরু গরুড় অরুণ এবং আরুণি এই কয় জনের জন্ম হয়। ৭৩

১। "ক্রোধান্ কেতুমান্ চৈব স্বরঃশ্রুর্ভানুরেব চ।
অযোমুখঃ শঙ্কুশিরাঃ স্থূলপর্বাসুরস্তথা।" ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে।

শেষো বাসুকিরাজশ্চ তক্ষকঃ কুলিকস্তথা ।
কূর্ম্মশ্চ সুমনাশ্চেতি কাদ্রবেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৪
ভীমসেনোগ্রসেনশ্চ সুপর্ণো গরুড়স্তথা ।
গোপতির্ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যবর্চাশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৭৫
অর্কপৃষ্টঃ প্রযুক্তশ্চ বিক্রান্তঃ সুক্রান্তস্তথা
ভীমশ্চিত্ররথশ্চৈব বিখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্বলী ॥ ৭৬
শালিশীর্ষশ্চ পর্জ্জন্যঃ কলির্নারদ এব চ ।
ইত্যেতে দেবগন্ধর্ব্বা মুনিপুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৭
অনবদ্যাং সানুরাগাং মসুরাং মার্গণাং প্রিয়াম্ ।
অসূয়াং সুভগাং ভাসমিতি[1] কন্যা অসূয়ত ॥ ৭৮
প্রাধা সর্ব্বগুণোপেতাং কশ্যপাত্তু তপোধনাৎ ।
বিশ্বাবসুঃ সুচন্দ্রশ্চ সুপর্ণঃ সিদ্ধ এব চ ॥ ৭৯
বর্হিঃপূর্ণশ্চ পূর্ণাঙ্গো ব্রহ্মচারী রতিপ্রিয়ঃ ।
ভানুশ্চ দশমশ্চৈতে প্রাধাপুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
ইত্যেতে দেবগন্ধর্ব্বাঃ সততং পুণ্যলক্ষণাঃ ॥ ৮০
প্রাধাসূত মহাভাগা দেবীং দেবর্ষিসত্তমাৎ ।
অলম্বুষা মিশ্রকেশী গামিনী চ মনোরমা ।
বিদ্যুৎপর্ণানবারম্ভা অরুণা রক্ষিতা তুলা ॥ ৮১
সুবাহুঃ সুব্রতা চৈব সুরজা সুপ্রিয়া তথা ।
বপুস্তিলোত্তমা চেতি মুখ্যা অপ্সরসঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮২
অতিবাহস্তুম্বুরুশ্চ হাহা হূহুস্তথৈব চ ।
গন্ধর্ব্বাণামিমে মুখ্যা দেবতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৩

নবম কন্যা কদ্রুর গর্ভে অনন্ত, বাসুকি ঈশ, তক্ষক, কুলিক, কূর্ম, সুমনা—ইঁহারা জন্মগ্রহণ করেন । ৭৪

দক্ষকন্যা বরিষ্ঠার গর্ভে ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, গরুড়, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্র, পুষ্টবান্, অর্কপৃষ্ট, প্রযুক্ত, বিক্রান্ত, সুক্রান্ত, ভীম, চিত্ররথ, বিখ্যাত, সর্ববিৎ, বলী, শালিশীর্ষ, পর্জ্জন্য, কলি এবং নারদ নামক পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করেন । ইঁহারা কেহ দেব, কেহ গন্ধর্ব্ব ইত্যাদিরূপে পরিগণিত হন । ৭৫-৭৭

দক্ষ প্রজাপতির দ্বিতীয়া কন্যা দিতি—অনবদ্যা, সানুরাগা, মসুরা, মার্গণী, প্রিয়া, অসূয়া, সুভগা, ভামা এই কন্যা আটটিও প্রসব করিয়াছিলেন । ৭৮

দক্ষের দশম কন্যা প্রধার গর্ভে কশ্যপ-ঔরসে বিশ্বাবসু, সুচন্দ্র, সুপর্ণ, সিদ্ধ, বর্হিঃ, পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, ব্রহ্মচারী, রতিপ্রিয় এবং ভানু এই দশটি পুত্রের জন্ম হয় । তাঁহারা কেহ দেব, কেহ গন্ধর্ব্ব ইত্যাদি সংজ্ঞায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন । ৭৯-৮০

দক্ষকন্যা প্রধা,—অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, গামিনী, মনোরমা, বিদ্যুৎপর্ণা, রম্ভা, অরুণা, রক্ষিতা, তুলা, সুবাহু, সুব্রতা তিলোত্তমা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অপ্সরাগণেরও জননী । ৮১-৮২

অতিবাহ, তুম্বুরু হাহা হূহূ ইত্যাদি নামে খ্যাত গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠগণ প্রধাপুত্র । ৮৩

---

১ । ...ভীমামিতি কন্যাঃ্যসূয়ত ।

অমৃতং ব্রাহ্মণা গাবো মুনয়োঽপ্সরসস্তথা।
কপিলাতনয়াঃ[1] প্রোক্তা মহাভাগা মহোৎসবাঃ ॥ ৮৪
ইতি দক্ষসুতানাং যে কশ্যপাত্তনয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৫
তৈরিদং সকলং ব্যাপ্তং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৮৬
এবং যজ্ঞবরাহস্য যজ্ঞরূপস্য গাত্রতঃ।
ত্রিভ্যোঽগ্নিভ্যো মনোস্তস্মাৎ স্বায়ম্ভুব-মহাত্মনঃ ॥ ৮৭
মুনিভ্যশ্চৈব সপ্তভ্যঃ কশ্যপাদিভ্য এব চ।
নরনারায়ণাভ্যাস্তু ব্যতীতেঽকালিকে লয়ে।
পুনঃ প্রজাঃ পুরা সৃষ্টা হরিণানেকরূপিণা ॥ ৮৮
এবং পুনরভূৎ সৃষ্টিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ।
হরেস্তস্য প্রসাদেন নরনারায়ণাত্মনঃ ॥ ৮৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

দক্ষকন্যা কপিলার গর্ভে অমৃত ব্রাহ্মণ, গো, মুনি, অপ্সরা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ৮৪

এই প্রকার দক্ষকন্যাগণের গর্ভে কশ্যপের ঔরসে উৎপন্ন পুত্র-কন্যাগণের পুত্র-পৌত্রসমূহে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইলেন। ৮৫-৮৬

সর্ব্বভূতাত্মা হরি, এইরূপে যজ্ঞস্বরূপ বরাহদেবের দেহোৎপন্ন অগ্নিত্রয়, লোকপ্রসিদ্ধ স্বায়ম্ভুব মনু, কশ্যপাদি সপ্তর্ষিগণ এবং নরনারায়ণ প্রভৃতি দ্বারা অকাল-প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় ত্রিভুবন সৃষ্টি করিলেন ৮৭-৮৮

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী নর-নারায়ণ-স্বরূপ জগন্নাথ হরি ইচ্ছানুসারে সময়ে সময়ে এই প্রকার সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। ৮৯

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪

১। কপিলা চ তথা......।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ঈশ্বরঃ শারভং কায়ং যথা তত্যাজ যত্নতঃ।
তন্মে নিগদতো ভূয়ঃ শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১
হতে যজ্ঞবরাহে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ শরভং গত্বা সামযুক্তং জগদ্ধিতম্॥ ২
দেহাভোগেন ভবতঃ পূরিতং ভূরিযোজনম্।
উপসংহর তস্মাত্ত্বং কায়ং লোকভয়ঙ্করম্॥ ৩
তব মূর্ত্ত্যেন সকলং প্রনষ্টং ভুবনত্রয়ম্।
আকাশং গচ্ছং স্বাং দৃষ্ট্বা বিভেত্যস্য জনার্দ্দনঃ॥ ৪
তস্মাত্ত্বমূর্দ্ধ লোকানাং হিতায় ত্যজ বৈ তনুম্॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শ্রুতবাক্য বচঃ শ্রুত্বা সুরজ্যেষ্ঠস্য শঙ্করঃ।
তত্যাজ শারভং কায়ং তোয়োপর্য্যেব তৎক্ষণাৎ॥ ৬
ত্যক্তস্য তস্য দেহস্য শঙ্করেণ মহাত্মনা।
অষ্টৌ পাদা অষ্টমূর্ত্তেস্তেষু চাষ্টসু ভেজিরে॥ ৭
আদ্যস্তু দক্ষিণং পাদমাকাশমগমদ্ দ্রুতম্।
তদ্বামং মিহিরং ভেজে পশ্চাদ্দক্ষিণজং বিধৌ॥ ৮

শরভের দেহত্যাগ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! মহাদেব, বরাহের সহিত যুদ্ধ করিতে যে শরভরূপ ধারণ করেন, তাহার পরিত্যাগবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ১

বরাহপুত্রগণের দেহ, যজ্ঞে অগ্নিক্রিয়ারূপে পরিণত হইলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা জগতের হিতের নিমিত্ত শরভরূপী মহাদেবকে বলিয়াছিলেন। ২

দেব! বহুদেশব্যাপক আপনার দেহ দর্শন করিয়া সকল লোকেই ভয় পাইতেছে, অতএব ভয়ঙ্কর রূপ সম্বরণ কর। ৩

স্বর্গমর্ত্ত্যব্যাপী আপনার দেহ দর্শন করিয়া কি খেচর, কি স্বর্গবাসী, সকলেই ভীত হইতেছে। ৪

অতএব হে বিশ্বনাথ! ত্রিভুবনহিতার্থে আপনি এ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বধামে চলুন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর লোকহিতকর শঙ্কর, সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া জলমধ্যে শরভ-দেহ ত্যাগ করিলেন। ৬

অষ্টমূর্ত্তি মহাদেব শরভ-দেহ ত্যাগ করিলে সেই দেহের আটটী চরণ অষ্ট মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিল। ৭

দেহের দক্ষিণভাগের প্রথম চরণ বেগে আকাশে গমন করিল। বামভাগের দ্বিতীয় চরণ সূর্য্যে লীন হইল। দক্ষিণভাগের তৃতীয় চরণ চন্দ্রমণ্ডল আশ্রয় করিল। ৮

বামস্তু জ্বলনং ভেজে পৃষ্ঠাগ্রং পঞ্চমং ক্ষিতিম্ ।
পৃষ্ঠাগ্রবামং সলিলং তৎপশ্চাদ্দক্ষিণং তথা ॥ ৯
বায়ো[1] বামপদং ভেজে হোতারং সর্ব্বতোমুখম্ । ১০
এবং তস্যাষ্টমূর্ত্তেস্তু অষ্টমূর্ত্তিষু তৎক্ষণাৎ ।
অষ্টৌ পাদাস্তথা ভেজুঃ স্বং স্বং তেজো যযুঃ পদম্ ॥ ১১
মধ্যাত্তু শারভং কায়ং শঙ্করস্য মহাত্মনঃ ।
কপালী ভৈরবো ভূতশ্চণ্ডরূপী দুরাসদঃ ॥ ১২
মস্তিষ্কমেদসা যুক্তং মাংসং জুহ্বতি তে শুচৌ ।
ব্রহ্মকপালপাত্রস্থং সুরাভির্দেবপূজনম্ ॥ ১৩
বলির্মনুষ্যমাংসেন পানন্তু রুধিরং সদা ।
সুরয়া পারণং যজ্ঞে কপালোদ্ভটধারণম্ ॥ ১৪
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং সমলং ত্রিবলীকৃতম্ ।
এবং কুর্ব্বন্তি সততং কপালব্রতধারিণঃ ॥ ১৫
কপালী ভৈরবস্তেষাং দেবঃ পূজ্যস্তু নিত্যশঃ ।
শ্মশানভৈরবো যোঽসৌ যো মহাভৈরবাহ্বয়ঃ ॥ ১৬
বালসূর্য্যসমোদ্যোতঃ সদাষ্টাদশবাহুভিঃ ।
বিভ্রাজমানো রক্তাক্ষঃ সর্ব্বদা নায়িকাবৃতৈঃ ॥ ১৭
কালীপ্রচণ্ডাপ্রমুখৈঃ ক্রীড়মানস্তু নিত্যশঃ ।
মদ্যোদক্ষনৃমাংসাশী গলল্লোলসদ্ভুজঃ ॥ ১৮

বায়ুভাগের চতুর্থ চরণ অগ্নিমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইল। পৃষ্ঠস্থিত দক্ষিণ-ভাগের পঞ্চম চরণ ক্ষিতিরূপে পরিণত হইল। পৃষ্ঠদেশের বামভাগ-স্থিত ষষ্ঠ চরণ জলরূপ আশ্রয় করিল। ৯

দক্ষিণপৃষ্ঠস্থিত সপ্তম চরণ বায়ুমূর্ত্তির আশ্রিত হইল, বামপৃষ্ঠের অষ্টম চরণ হোতৃরূপ মূর্ত্তিতে যুক্ত হইল। ১০

এই প্রকারে অষ্টমূর্ত্তির অষ্টপাদ আকাশাদি অষ্ট মূর্ত্তিতে আশ্রিত হইল। তাহার দেহ হইতে তেজোময় শক্তি নিত্যধামে গমন করিল। ১১

মহাত্মা মহাদেবের অবশিষ্ট শরভ-দেহ হইতে প্রচণ্ডরূপধারী দুর্দ্ধর্ষ কপালী, ভৈরব, ভূতপ্রভৃতির জন্ম হইল। ১২

যাহারা মৃত ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক মেদ মাংস সহিত কপালদ্বারা অগ্নিতে হোম করে এবং মদ্য দ্বারা দেবের পূজা করে। ১৩

মনুষ্য বলিদান, সর্ব্বদা রক্তপান, সুরাদ্বারা যজ্ঞ আচরণ, অদ্ভুত নর-কপাল ধারণ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান, সমল-ত্রিবলিময় ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান প্রভৃতি ভয়ানক-কর্ম্ম করত কপাল ব্রতধারী হইয়া প্রতিদিন ভৈরবের পূজা করে, ইহাদের আরাধ্য কপালধারী ভৈরব, মহাভৈরব নামে প্রসিদ্ধ। ১৪-১৬

নবসূর্য্যসমদ্যুতি অষ্টাদশবাহুবিশিষ্ট, আরক্তলোচন ভয়ঙ্কর-নায়িকাবৃন্দ-কালী প্রচণ্ডা প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়াপরায়ণ, অত্যন্ত মনুষ্য-মাংস-ভোজী, মৃতমনুষ্যের মুণ্ডমালাদ্বারা পরিবৃতকণ্ঠ। ১৭-১৮

১। বয়ো—ইতি পাঠান্তরম্।

লোহিতাহারবিষঃ প্রেতাশনগতঃ সদা।
স্থূলবক্ত্রোঽথ লম্বোষ্ঠো হ্রস্বস্থূলপদালয়ঃ।
বিনোদী বাদনো লোকে সাট্টহাসস্ত ভৈরবঃ॥ ১৯
এবং স চ মহাদেবো মহাভৈরবরূপধৃক্।
মধ্যশারভকায়েন কায়ং দধ্রে মহাভুজঃ॥ ২০
স জগাম ততো দেবো হরস্থ প্রমথান্ প্রতি।
সবৈঃ সার্দ্ধং তথাকাশে বিক্রীড়তি স ভৈরবঃ॥ ২১
স মহাভৈরবো দেবঃ পূজ্যমানো জগজ্জনৈঃ।
অদ্যাপি কুরুতে নিত্যমিষ্টকামস্য সাধনম্॥ ২২
চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং মধ্বাসবপয়ঃফলৈঃ।
মাংসৈর্মৎস্যৈঃ সরুধিরৈঃ সকৃদ্ যো ভৈরবং যজেৎ॥ ২৩
স সর্ব্বকামান্ সংসাদ্য ভোগান্ ভুক্ত্বা তথেপ্সিতঃ।
প্রযাতি শম্ভুভবনমারুহ্য বৃষভং বরম্॥ ২৪
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽহং দ্বিজোত্তমৈঃ।
ভবদ্ভির্যচ্চ বোঽন্যদ্ধা রোচতে পৃচ্ছ যাত তৎ॥ ২৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫

রক্তচন্দনদ্বারা লিপ্তাঙ্গ, শবনির্ম্মিত আসনোপবিষ্ট, বিস্তৃত-বদনে ক্ষুদ্র ওষ্ঠ-ধারী, খর্ব্বাকৃতি, দীর্ঘাচরণ, ক্রীড়াবাদ্যাদিরত এবং উচ্চভাবে হাস্যকারী মহা-ভৈরব, লোকে বিখ্যাত। ১৯

এইপ্রকার শরভ দেহ হইতে কপালি প্রভৃতির সহিত প্রকাশ পাইয়া ভৈরব নামে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং তিনি প্রমথগণের সহিত আকাশে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। ২০-২১

অদ্যাপি জগজ্জন মহাভৈরবের উপাসনা করিয়া মনোমত ফললাভ করিতেছে। ২২

যে ব্যক্তি চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীদিনে মধু, মদ্য, ফল, মাংস, মৎস্য এবং রক্তাদিদ্বারা একবার ভৈরবের পূজা করে, সে ব্যক্তি সফলমনোরথ হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয় এবং বৃষোপরি আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন করে। ২৩-২৪

হে ঋষিবরগণ! তোমরা আমার নিকট যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে পর্য্যায়-ক্রমে সকল প্রশ্নের উত্তর করিলাম। আর যদি কিছু শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বল, তোমাদের নিকটে বর্ণন করিতেছি। ২৫

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ—

কথং বরাহপুত্রোঽসৌ নরকো নাম বীর্য্যবান্ ।
স্যাতোঽসুরসমঃ স দেবদেবীসুতোঽপি সন্ ॥ ১
চিরজীবী কথং সোঽভূৎ কিমর্থমুদরে চিরম্ ।
পৃথিব্যাং স্ববসজ্জাতঃ কুত্র বা স মহাবলঃ ॥ ২
সোঽসুরাণাং কথং রাজা পুরং তস্য কিমাহ্বয়ম্ ।
মলিনীরতিসঞ্জাতঃ স ক্ষিতৌ পোত্রিণস্তথা ॥ ৩
শ্রূয়তে মুনিশার্দ্দূল কথং ভূতস্তথাবিধঃ ।
এতৎ সর্ব্বমশেষেণ পৃচ্ছতাং ত্বং বদস্ব নঃ ॥ ৪
ত্বং নো গুরুশ্চ শাস্তা চ সর্ব্বপ্রত্যক্ষদর্শিবান্ ।
কথং নরকবরো ভূতো ব্রহ্মণা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে যৎ পৃষ্টোঽহং দ্বিজোত্তমাঃ ।
যথা স নরকো জাতো বরাগর্ভো মহাসুরঃ ॥ ৬
রজস্বলায়া পোত্রায়া গর্ভে বীর্য্যেণ পোত্রিণঃ ।
যতো যাতস্ততো ভূতো দেবপুত্রোঽপি সোঽসুরঃ ॥ ৭

নরকাসুরের উপাখ্যান

ঋষিগণ বলিলেন,—নরকাসুর কিপ্রকারে বরাহদেবের পুত্ররূপে জন্মিল এবং দেবতার ঔরসে দেবীর গর্ভে জন্মিয়াও কি নিমিত্ত অসুর বলিয়া বিখ্যাত হইল। ১

সে কিরূপে দীর্ঘজীবী হইল এবং পৃথিবী গর্ভে কিরূপে বহুকাল বাস করিল। মহাবলী নরক কোন স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল? ২

সে কিরূপে অসুরগণের অধিপতি হইয়াছিল? তাহার পর কি নামে প্রসিদ্ধ হইল? ৩

শ্রুত হইয়াছি,—যজ্ঞবরাহ এবং পৃথিবী উভয়ের রতি হওয়ায় নরকের জন্ম হইয়াছে। হে মুনিবর। এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আমাদের নিকট সবিস্তারে বর্ণন করুন। ৪

ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানবেত্তা আপনিই আমাদের গুরু এবং শাস্তা, অতএব লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা নরকাসুরকে কি নিমিত্ত বর দিলেন, এই সকল বিষয় আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনিগণ। তোমাদের প্রশ্নসকলের ক্রমশঃ উত্তর প্রদান করিতেছি। প্রথমত নরক কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৬

রজস্বলা-ধরিত্রীর গর্ভে বরাহদেবের ঔরসে জন্ম হেতু নরক অসুর-যোনি প্রাপ্ত হইল। ৭

গর্ভসংস্থং মহাবীরং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
বরাহপুত্রং দুর্দ্ধর্ষং মহাবলপরাক্রমম্‌ ॥ ৮
গর্ভ এব তদা দেবাঃ শক্ত্যা সঞ্চক্রিরে দৃঢ়ম্‌।
যথা কালেঽপি সম্প্রাপ্তে নো গর্ভো জায়তে স চ ॥ ৯
ততস্ত্যক্তশরীরস্তু বরাহস্তনয়ৈঃ সহ।
অতীবশোকসন্তপ্তা জগদ্ধাত্র্যভবৎ ক্ষিতিঃ ॥ ১০
শোকাকুলা সা ব্যরুদচ্চিরকালং মুহুর্মুহুঃ।
প্রকৃতিস্থা ক্ষিতির্ভূতা মাধবেন প্রবোধিতা ॥ ১১
ততঃ কালেঽপি সম্প্রাপ্তে দৈবশক্ত্যা যদা ধৃতঃ।
ন গর্ভঃ প্রসবং যাতি তদাত্যর্থং পীড়িতা ক্ষিতিঃ ॥ ১২
কঠোরগর্ভা সা দেবী গর্ভভারং ন চাশকৎ।
যদা বোঢ়ুং তদা দেবং মাধবং শরণং গতা ॥ ১৩
শরণ্যং শরণং গত্বা মাধবং জগতাং পতিম্‌।
প্রণম্য শিরসা দেবী বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১৪

পৃথিব্যুবাচ—

নমস্তে জগদব্যক্তরূপ কারণকারণ।
প্রধানপুরুষাতীত স্থিত্যুৎপত্তিলয়াত্মক ॥ ১৫
জগন্নিয়োজনপর স্বাহাভোগধরোত্তম।
জগদানন্দসন্দ্যাত্মন্‌ ভগবন্‌ জগদীশ্বর ॥ ১৬
নিয়োজকো নিয়োজ্যশ্চ বিভ্রাজন্‌ বিষ্ণুরব্যয়।
নমস্তুভ্যং জগদ্ধাতস্ত্রিলোকালয় বিশ্বকৃৎ ॥ ১৭

পৃথিবীর গর্ভে মহাবীর উৎপন্ন হইবে জানিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ স্বকীয় দৈবশক্তিবলে বহুদিনের নিমিত্ত পৃথিবীগর্ভ কঠিন করত পুত্রপ্রসবে বাধা উৎপাদন করিলেন। ৮

জগদ্ধাত্রী পৃথিবী প্রসবকাল উপস্থিত হইলেও অপত্য প্রসব না হওয়ায় এবং বরাহের মৃত্যু-হেতু অতিশয় শোকাকুল হইয়া বারংবার অনেক রোদন করিতে লাগিলেন। ৯-১০

তৎপরে তিনি ভগবান্‌ মধুসূদন কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। ১১

তদনন্তর ভগবন্নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলেও দৈববিড়ম্বনায় গর্ভ প্রসব না হওয়াতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হইলেন এবং সম্পূর্ণ-গর্ভ-ভার-সহনে অক্ষমা হইয়া পুনর্ব্বার মাধবের শরণাগত হইলেন। ১২-১৩

শরণাগত-পালক জগৎপতি মধুসূদনকে নতশিরে প্রণাম করিয়া এই প্রকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪

যাঁহার রূপ জগতে সাধারণের নয়নপথের অতীত মূল-কারণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; এবং যে প্রধান পুরুষের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি জীবধর্ম্ম নাই এবং যিনি জগতের নিয়ন্তা, যিনি স্বাহাদি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য-স্বরূপ, যাঁহার আত্মা নিত্যানন্দময় এবং যে জগদীশ্বরের আজ্ঞায় সকলে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছে, স্বয়ং যিনি নিযুক্ত হইতেছেন এবং যিনি অব্যয়রূপে সর্ব্বদা শোভা-

যঃ পালয়তি নিত্যানি স্থাপয়ত্যেব তৎপরঃ।
তং ত্বাং নিয়মরূপেণ নমামি জগদীশ্বর[১] ॥ ১৮

ত্বং মাধবঃ প্রবেকশ্চ কামঃ কামালয়ো জয়ঃ।
প্রসূতিস্থিতিহেত্বর্থ-প্রাণকারণমীশ্বর ॥ ১৯

ন যস্য তে ক্লেদায় স্যুরাপো নোষ্মা তথোষ্মণে।
ন শৈত্যায় ভবেচ্ছীতং তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ২০

ন সমুদ্রঃ প্লবকরো ন শোষায় দহাত্মকঃ।
ন মৃত্যবে যস্য যমস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ২১

যচ্চিন্তার্য্যং যোগিভিঃ শান্তদেহৈ-
কুমার্গাণাং যান্ত্যরিধ্বস্তকৃত্যম্।
নিত্যং যদ্রূপমার্গাবলম্বং
স ত্বং ত্রাহি ত্রাণমিচ্ছন্ ধরিত্রীম্ ॥ ২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতো হৃষীকেশো জগদ্ধাত্র্যা তদা হরিঃ।
প্রাদুর্ভূতস্তদা প্রাহ ধরিত্রীং দীনমানসাম্[২] ॥ ২৩

শ্রীভগবানুবাচ—

কথং দীনমনা দেবি ধরিত্রি পরিদেবসে।
তব বা কিং কৃতা পীড়া বেত্তুমিচ্ছামি তামহম্ ॥ ২৪

মুখং তে পরিশুষ্কং তু শরীরং কান্তিবর্জ্জিতম্।
আকুলং নয়নদ্বন্দ্বং ভ্রূবিভ্রমবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৫

পাইতেছেন এবং সংসারকে সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়-চক্রে ভ্রমণ করাইতেছেন, সেই জগৎ-পিতা ভগবান্‌কে স্থিরচিত্তে স্মরণপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি। ১১-১৮

যিনি উত্তম মধুবংশে উৎপন্ন হইয়া কন্দর্পের জন্মদাতা এবং সংহর্ত্তা; জল যাঁহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, অগ্নি যাঁহাকে সন্তাপিত করিতে পারে না, শীত যাঁহাকে স্বীয় শৈত্যগুণে কষ্ট দিতে পারে না, সমুদ্র যাঁহাকে জলপ্রবাহে প্লাবিত করিতে পারে না, সূর্য্যাদি যাঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না এবং মৃত্যু যাঁহার প্রতি আধিপত্য করিতে পারে না, এতাদৃশ তোমাকে নমস্কার করি। ১৯-২১

শমগুণাবলম্বী মুনিগণ একাগ্রচিত্তে যে বস্তু ধ্যান করেন, ধর্ম্মবিরোধ পাষণ্ড-গণের কুমতিকলাপ যাঁহার দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং যাঁহার রূপ, সাত্ত্বিক উপায়ে দৃষ্ট হয়, হে মহাপুরুষ! সেই তুমি বিপদাপন্ন পৃথিবীকে রক্ষা কর। ২২

হরি এই প্রকারে পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট হইয়া পৃথিবীর সমীপে আগমন করত বলিলেন,—দেবি বসুন্ধরে! তুমি দুঃখিতমনে কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? ২৩

যদ্যপি কোন ব্যাধিবশত পীড়িতা হইয়া রোদন কর, তাহা হইলে সে কি প্রকার ব্যাধি, তাহা অবিলম্বে বল। ২৪

তোমার মুখপদ্ম পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল নাই, শরীরে তাদৃশ কান্তিপুঞ্জ লক্ষিত

১। পরমেশ্বর—ইতি পাঠান্তরম্।
২। দুঃখকাতরাম্—ইতি পাঠান্তরম্।

ঈদৃশং তব রূপং তু দৃষ্টপূর্ব্বং কদাপি ন।
রূপস্য তু বিপর্য্যাসে দুঃখবীজঞ্চ তাবয় ॥ ২৬
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মাধবস্য জগৎপতেঃ।
বিনয়াবনতা দেবী পৃথ্বী প্রাহ সগদ্‌গদম্ ॥ ২৭

পৃথিব্যুবাচ—

ন গর্ভভারং সংবোঢ়ুং মাধবাহং ক্ষমাধুনা।
ভৃশং নিত্যং বিষীদামি তস্মাৎ ত্বং ত্রাতুমর্হসি ॥ ২৯
ত্বয়া বরাহরূপেণ রাজিনী কামিতা পুরা।
তেন কামেন যুক্তৌ যে যো গর্ভেঽহং ত্বয়াহিতঃ ॥ ৩০
কালে প্রাপ্তেঽপি গর্ভোঽয়ং ন প্রচ্যবতি মাধব।
কঠোরগর্ভা তেনাহং পীড়িতাস্মি দিনে দিনে ॥ ৩১
যদি ন ত্রাহি মাং দেব গর্ভদুঃখাজ্জগৎপতে।
নচিরাদেব যাস্যামি মৃত্যোর্ব্বশমসংশয়ম্ ॥ ৩১
কয়াপি নেদৃশো গর্ভঃ পূর্ব্বং মাধব বৈ ধৃতঃ।
যোঽচলাং চালয়তি মাং সরসীমিব কুঞ্জরঃ ॥ ৩২
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ পৃথিব্যাঃ পৃথিবীশ্বরঃ।
আহ্লাদয়ন্ প্রত্যুবাচ হরিস্তস্যাং লতামিব ॥ ৩৩

শ্রীভগবানুবাচ—

ন ধরে তে মহদ্দুঃখং চিরস্থায়ি ভবিষ্যতি।
শৃণু যেন প্রকারেণ চানুভূতমিদং ত্বয়া ॥ ৩৪

হইতেছে না, নয়নযুগল ভয়চকিত; সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় কটাক্ষনিক্ষেপ করিতেছে না। ২৫

এরূপ অবস্থায় আর কখনও তোমাকে দেখি নাই। লোকাতীত সৌন্দর্য্য বিপরীতরূপে পরিণত হইয়াছে, কোন্ দুঃখে এইরূপ হইয়াছে সত্বর বল। ২৬

জগদীশ্বর হরির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবী দেবী, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে মাধব! দুর্ব্বহ গর্ভভার বহন করিতে অক্ষমা হইয়া নিরন্তর দুঃখ অনুভব করিতেছি। এই দুঃখ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ২৭-২৮

আপনি যেকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া রজস্বলা আমার সহিত সঙ্গম করিয়াছিলেন, সেই কালেই আমি গর্ভবতী হইয়াছি। ২৯

কিন্তু একাল পর্য্যন্ত প্রসব না হওয়ায় গর্ভভারে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি। ৩০

হে জগদীশ্বর! আপনি যদ্যপি গর্ভধারণ-দুঃখ হইতে আমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই প্রাণ ত্যাগ করিব। ৩১

আমার ন্যায় আর কোন কামিনীই এ প্রকার গর্ভ-যন্ত্রণায় কষ্ট পায় নাই। মদমত্ত হস্তী যেপ্রকার সরোবরকে আলোড়িত করে, সেইরূপ আমাকেও এই গর্ভ, কষ্ট অনুভব করাইতেছে। ৩২

পৃথিবীপতি ভগবান্ এই প্রকার পৃথিবীর দীন-বচন শ্রবণ করিয়া সূর্য্য-কিরণে সন্তপ্তা লতার ন্যায় সন্তপ্তা ধরাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে

মজ্জিস্থা সহ সঙ্গেন যো গর্ভঃ সক্ৃতস্তুয়া।
সোঽভূদসুরমধ্যস্ত ধৃষ্টেঃ পুত্রোঽপি দারুণঃ ॥ ৩৫
জ্ঞাত্বা তস্য চ বৃত্তান্তং গর্ভস্থ ক্রহিণাদয়ঃ।
দৈবীভিঃ শক্তিভির্বদ্ধস্তব কুক্ষৌ তু তৎপুরঃ ॥ ৩৬
সর্গাদৌ যদি জায়েত ভবত্যাস্তাদৃশঃ সুতঃ।
ভ্রংশয়েৎ সকলান্ লোকাংস্ত্রীনিমান্ সসুরাসুরান্ ॥ ৩৭
অতস্তস্থ বলং বীর্যং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
প্রাক্‌সৃষ্টিকালে তে গর্ভং তথা ধৃর্জগতাং কৃতে ॥ ৩৮
অষ্টাবিংশতিমে প্রাপ্তে আদিসর্গাচ্চতুর্যুগে।
ত্রেতাযুগস্থ মধ্যে তু সুতং ত্বং জনয়িষ্যসি ॥ ৩৯
যাবৎ সত্যযুগং যাতি ত্রেতার্দ্ধঞ্চ বরাননে।
তাবদ্বহ মহাগর্ভং দত্তঃ কালো ময়া তব ॥ ৪০
ন যাবজ্জায়তে ধাত্রি গর্ভস্তে স্থতিদারুণঃ।
তাবদ্‌গর্ভবতী দুঃখং ন ত্বং প্রাপ্স্যসি ভামিনি ॥ ৪১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পৃথিবীং গর্ভিণীং তদা।
নাভৌ পস্পর্শ দয়িতাং শঙ্খাগ্রেণাতিপীড়িতাম্ ॥ ৪২
সা স্পৃষ্টা বিষ্ণুনা পৃথ্বী শরীরং লঘু চাসদৎ।
গর্ভেঽপি লঘিমানং সা প্রাপ্যাভীব সুখপ্রদম্ ॥ ৪৩

আরম্ভ করিলেন,—বসুন্ধরে! তোমার এ দুঃখ চিরস্থায়ী হইবে না এবং তোমার গর্ভ, নিরূপিত সময় অতীত হইলেও যে প্রসব হয় নাই, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩৩-৩৪

রজস্বলা তোমার সহিত বরাহের সঙ্গম হওয়ায় যে গর্ভ ধারণ করিয়াছ, এই গর্ভে মহাবল অসুর উৎপন্ন হইবে জানিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ তাদৃশ মহাবল অসুরের উৎপত্তিতে অনিষ্ট হইবে বিবেচনায় দৈবশক্তিতে প্রসব হইতে দিতেছেন না। ৩৫-৩৬

সর্গে যদ্যপি তাদৃশ বীরবর তোমার পুত্রের জন্ম হয়; তাহা হইলে দেব দৈত্য প্রভৃতির সহিত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোক নষ্ট হইবে। ৩৭

এই হেতু ব্রহ্মাদি দেবগণ লোক-হিতের নিমিত্ত সৃষ্টির পূর্ব্বে অলৌকিক পরাক্রমশালী পুত্রকে তোমার গর্ভে স্থাপন করিয়াছেন। ৩৮

আদি সৃষ্টি হইতে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত ত্রেতাযুগে এই গর্ভস্থিত সন্তান প্রসব করিবে। ৩৯

হে চন্দ্রমুখি! যেকাল পর্য্যন্ত সত্যযুগ শেষ হইয়া ত্রেতাযুগের অর্দ্ধভাগ উপস্থিত না হয়, সেই কাল অবধি এই গর্ভ ধারণ কর। ৪০

বসুন্ধরে! যত দিন পর্য্যন্ত তোমার গর্ভ প্রসব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত গর্ভভারে তোমার কোন কষ্টই হইবে না। ৪১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়া গর্ভবতী দয়িতা বসুন্ধরার নাভিমণ্ডলে পাঞ্চজন্য শঙ্খের অগ্রভাগ স্পর্শ করাইলেন। ৪২

পৃথিবীশ্বরের স্পর্শে পৃথিবীর দেহ লঘু হইল—কষ্টপ্রদ দুর্ব্বহ গর্ভ লঘুতর হইয়া সুখকর বোধ হইতে লাগিল। ৪৩

অগর্ভা যাদৃশী নারী তাদৃশী সাপ্যজায়ত।
ধৃতগর্ভাপি মুদিতা সা বভূব জগৎপ্রসূঃ॥ ৪৪
ততঃ পুনরিদং বাক্যমুক্ত্বা স ভগবান্ ক্ষিতিম্।
পুনঃ প্রসাদয়ামাস সামভির্বহুভিশ্চ তাম্॥ ৪৫
জগদ্ধাত্রি মহাসত্ত্বে ত্বং ধৃতির্ধারণাত্মিকা।
সর্ব্বেষাং ধারণাদ্দেবি ত্বং ধাত্রীতি প্রগীয়সে॥ ৪৬
ক্ষমা যস্মাজ্জগদ্ধর্তুং শক্তা ক্ষান্তিযুতাত্র যৎ।
সর্ব্বং বসু ত্বয়ি ন্যস্তং যস্মাদ্বসুমতী ততঃ॥ ৪৭
তদ্দুঃখং ত্যজ পুত্রস্তে যদা সঞ্জায়তে তদা।
মাং স্মরিষ্যসি দেবী ত্বং পুত্রং তে পালয়াম্যহম্॥ ৪৮
ইদং রহস্যং কুত্রাপি ন প্রকাশ্যং ত্বয়া ধরে।
যন্ময়া কথিতং দেবি রহস্যং পরমং পরম্॥ ৪৯
গর্ভস্তব মহাভাগে ত্রেতায়া মধ্যভাগতঃ।
উৎপৎস্যতে হতে বীরে রাবণে রামসংজ্ঞিনা॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
আজ্ঞাপ্য পৃথিবীং দেবীং গর্ভভারপ্রপীড়িতাম্॥ ৫১
ধরাপি কুশলা ক্ষামা লঘুকায়া শনৈর্মুদা।
জগত্যেব যযৌ দেবী মুদা পরমযা যুতা॥ ৫২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬

জগন্মাতা পৃথিবী গর্ভবতী হইলেও গর্ভহীনা স্ত্রীলোকের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ৪৪

তদনন্তর, জগদীশ্বর বসুন্ধরাকে বহুতর সান্ত্বনা বাক্যে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—হে মনস্বিনি! জগদ্ধাত্রি! বসুন্ধরে! তুমি যাবতীয় বস্তু ধারণ করিয়া ধরিত্রী নাম লাভ করিয়াছ। ৪৫-৪৬

তোমার সদৃশ ধৈর্য্যশালিনী দ্বিতীয়া নাই। তুমি জগতের সকল বস্তু ধারণ করিতে সমর্থা এবং সহিষ্ণুতা গুণের প্রতিকৃতি বলিয়াই ক্ষমা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছ। তোমাতে সকল ধন নিক্ষিপ্ত আছে, এ নিমিত্ত তুমি বসুমতী নামে আখ্যাতা। ৪৭

ধরিত্রি! তুমি আর দুঃখিতা হইও না। যে কালে তোমার পুত্র প্রসব হইবে, সেইকালে আমাকে স্মরণ করিবামাত্র আমি আগমন করত তোমার পুত্রকে প্রতিপালন করিব। ৪৮

পৃথিবি! আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিলাম, ইহা অতি সুগোপ্য; কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। ৪৯

ভাগ্যবতি! ত্রেতাযুগের মধ্যভাগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিলে তোমার গর্ভ হইতে বালক ভূমিষ্ঠ হইবে। ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবান্ এই বাক্য বলিয়া গর্ভভার পীড়িতা পৃথিবীকে আহ্লাদিত করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৫১

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ কালে বহুতিথে ব্যতীতে দ্বিজসত্তমাঃ।
বিদেহবিষয়ে রাজা জনকো নাম বীর্য্যবান্ ॥ ১
সর্ব্বরাজগুণৈর্যুক্তো রাজনীতিবিবর্দ্ধিতঃ।
সত্যবাক্ শীলবান্ দক্ষো ব্রহ্মণ্যঃ প্রযতঃ শুচিঃ ॥ ২
দেবদ্বিজগুরূণাঞ্চ পূজাসু নিরতঃ সদা।
বভূব সর্ব্বলোকানাং পিতেব পরিপালকঃ ॥ ৩
তস্য রাজ্ঞঃ সুতো নাভূৎ প্রাপ্তে কালেঽপি বৈ সদা।
তদা স বিমনা ভূত্বা চিন্তাধ্যানপরোঽভবৎ ॥ ৪
একদা সোঽথ শুশ্রাব নারদস্য মুখান্নৃপঃ।
অপুত্রো নৃপতির্বৃদ্ধো নাম্না দশরথো মহান্ ॥ ৫
পুত্রান্ লেভে মহাসত্ত্বানধ্বরেণ মহামতিঃ।
অযোধ্যায়াং নগর্য্যান্তু ঋষ্যশৃঙ্গপুরোগমৈঃ ॥ ৬
মুনিভির্বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্লব্ধবান্ স নৃপঃ সুতান্।
রামঞ্চ ভরতঞ্চৈব শত্রুঘ্নং লক্ষ্মণং তথা ॥ ৭
মহাসত্ত্বান্ মহাবীরান্ দেবগর্ভোপমাদ্ভুতান্।
তচ্ছ্রুত্বা জনকো রাজা প্রবিশ্যান্তঃপুরং স্বকম্ ॥ ৮

কৃশাঙ্গী পৃথিবী অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়া গর্ব্ব-হীনা নারীর ন্যায় সবলে যথাস্থানে গমন করিলেন। ৫২

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

নরকাসুরের উৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর বহুদিনের পর বিদেহ-দেশাধিপতি বলবান্, সকল-রাজগুণ-সম্পন্ন, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, সৎস্বভাব, চতুর, ব্রহ্মতেজস্বী, স্থিরচেতা, শুদ্ধ, দেব-দ্বিজ-গুরুগণের সেবায় সর্ব্বদা তৎপর, প্রজাগণের পিতার ন্যায় পরিপালক জনক নামে রাজা ছিলেন। ১-৩

জনক, কাল অতীত হইলেও পুত্রসন্তান উৎপন্ন না হওয়ায় একদা বিমনা হইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪

রাজা জনক, একদিন নারদ মুনির মুখে শুনিলেন, মহাত্মা দশরথ রাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া বার্দ্ধক্যে মহাবীর্য্যবান্ পুত্রচতুষ্টয় লাভ করিয়াছেন। ৫

দশরথরাজা অযোধ্যা নামে নিজপুরে মহাতপস্বী-ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মুনি-গণকে আনয়ন করত মনস্বী এবং মহাবলবান্, রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে পুরন্দরসদৃশ চারিটি পুত্র যজ্ঞফলরূপে লাভ করিয়াছেন। ৬-৭

মহারাজা জনক, দেবর্ষি নারদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরে

ভার্য্যাভির্মন্ত্রয়ামাস যজ্ঞার্থং পুত্রজন্মনে। ৯
মন্ত্রয়িত্বা তদা রাজা মহিষীপ্রমুখৈঃ স্বয়ম্।
চতসৃভিস্তু ভার্য্যাভির্যজ্ঞার্থং দীক্ষিতোঽভবৎ। ১০
ততঃ পুরোধসং রাজা গৌতমং মুনিসত্তমম্।
তৎপুত্রঞ্চ শতানন্দং পুরোধায়াকরোন্মখম্। ১১
দ্বৌ পুত্রৌ তস্য সঞ্জাতৌ যজ্ঞভূমৌ মনোহরৌ।
একা চ দুহিতা সাধ্বী ভূম্যন্তরগতা শুভা। ১২
নারদস্যোপদেশেন যজ্ঞভূমিং ততো নৃপঃ।
হলেন দারয়ামাস যজ্ঞবাটাবধি স্বয়ম্। ১৩
তদ্ভূমিজাতসীতায়াং শুভাং কন্যাং সমুত্থিতাম্।
লেভে রাজা মুদা যুক্তঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্। ১৪
তস্যাস্তু জাতমাত্রায়াং পৃথিব্যন্তর্হিতা স্বয়ম্।
জগাদ বচনঞ্চেদং গৌতমং নারদং নৃপম্। ১৫

পৃথিব্যুবাচ—

এষা সুতা ময়া দত্তা তব রাজন্ মনোহরা।
এনাং গৃহাণ সুভগাং কুলদ্বয়শুভাবহাম্। ১৬
অনয়া মে মহাভারস্ত্বত্তো হেতুভূতয়া।
ক্ষয়ং যাস্যতি ভারার্ত্তিং মোচয়িষ্যামি দারুণাম্। ১৭
রাবণাদ্যা মহাবীরাঃ কুম্ভকর্ণাদয়োঽপরে।
নাশং যাস্যন্তি দুর্দ্ধর্ষাঃ কৃতেঽস্যা রাক্ষসাঃ পরে। ১৮
ভুঙ্ক্ষ মোদং ত্বয়াঽর্থং দুহিতৃকৃতিজং নৃপ।
অবাপ্স্যসি সুরাণাঞ্চ পিতৄণাম্মণশোধনম্। ১৯

প্রবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞফলে পুত্রোৎপত্তি বাঞ্ছায় মহিষীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যজ্ঞার্থে দীক্ষিত হইলেন। ৮-১০

তদনন্তর রাজা জনক, পুরোহিত গৌতম এবং তাঁহার পুত্র শতানন্দের আদেশানুসারে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ১১

সেই যজ্ঞভূমি হইতে, সুন্দর-শরীর দুইটী পুত্র জন্মিল। কল্যাণ-নিলয় ভুবন-মোহিনী এক কন্যাও পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইলেন। ১২

জনক, নারদের আদেশে স্বয়ং লাঙ্গলদ্বারা যজ্ঞভূমির সীমাবধি প্রদেশ কর্ষণ করিলেন। ১৩

ভূমি হইতে জনকরাজা সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্না কন্যা লাভ করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ১৪

কন্যা জন্মিবামাত্র পৃথিবী সেইস্থানে উপস্থিত গৌতম, নারদ এবং জনক রাজাকে বলিলেন,—রাজন্। ভুবনমোহিনী এই কন্যা তোমাকে অর্পণ করিলাম। জনক-জননী-কুলপাবনী মঙ্গলময়ী এই কন্যাকে গ্রহণ কর। মহারাজ! এই কন্যা হইতে আমার ভার দূরীভূত হইবে। আমিও দুর্ব্বহ ভার বহন হইতে মুক্তি লাভ করিব। ১৫-১৭

ইহার জন্যই যমশাসক রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি মহাবল রাক্ষসগণ যমভবন-দর্শন করিবে। ১৮

কিন্ত্বেকঃ সময়ঃ কার্য্যস্ত্বয়া মম নরোত্তম।
তমহং তে প্রবক্ষ্যামি পুরো নারদগৌতমৌ ॥ ২০
নিহতে রাবণে বীরে ভারার্ত্তিরহিতা সুখম্।
সুপুত্রং জনয়িষ্যামি যজ্ঞভূমাবহং তব ॥ ২১
তং পুত্রবৎ পালয়িতা ভবান্ নৃপতিসত্তম।
যাবদ্ব্যতীতবাল্যঃ সন্ ভবিতা তনয়ো মম। ২২
ব্যতীতবাল্যং তমহং পালয়িষ্যে স্বয়ং নৃপ।
তস্য স্যান্মানুষো ভাবো যথা ত্বং তৎকরিষ্যসি। ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি পৃথিব্যা বচনং শ্রুত্বা রাজা তদা মুদা।
প্রণম্য পৃথিবীং প্রাহ সাম্না স জনকাহ্বয়ঃ ॥ ২৪

রাজোবাচ—

যৎ ত্বং ব্রূষে জগদ্ধাত্রি করিষ্যে তত্ত্বচস্তব।
মমাপ্যর্থং প্রযচ্ছস্ব প্রসীদ পরমেশ্বরি ॥ ২৫
দেবী প্রত্যক্ষতো রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং তব।
শক্তিস্ত্বং লোকজননী ত্বাং নমামি প্রসীদ মে ॥ ২৬
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জনকস্য তদা ক্ষিতিঃ।
মুনীনাং সন্নিধৌ রূপং দর্শয়ামাস ভূভৃতে ॥ ২৭

মহারাজ! তুমিও এই কর্ম্ম হইতে পরম আনন্দ লাভ করিবে; এবং ইহা হইতে তুমি দৈবিক এবং পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্ত হইবে। ১৯

হে নরোত্তম! কিন্তু তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে; যে বিষয় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—তাহা নারদ ও গৌতমের সমক্ষে তোমাকে বলিতেছি। ২০

রাবণবীর নিহত হইলে, ভারপীড়া-রহিত হইয়া আমি তোমার যজ্ঞভূমিতে সুখে একটি সুপুত্র প্রসব করিব, তুমি রাজশ্রেষ্ঠ; যতদিন তাহার শৈশব অতিক্রম না হয়, ততদিন তুমি তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিবে। ২১-২২

রাজন্! তাহার বাল্যকাল অতীত হইলে, আমি তাহাকে পালন করিব। তাহার যাহাতে মনুষ্যস্বভাব হয়, তদ্বিষয়ে তুমি যত্ন করিবে। ২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—জনকরাজা পৃথিবীর এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে পৃথিবীকে প্রণামপূর্ব্বক সান্ত্বভাবে বলিতে লাগিলেন;—জগদ্ধাত্রি! তোমার কথামত আমি তাহাকে পালন করিব, কিন্তু তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর; হে পরমেশ্বরি! প্রসন্ন হও। ২৪-২৫

হে দেবি, আমি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। তুমি জগজ্জননী শক্তিস্বরূপা, তোমাকে প্রণাম করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৬

পৃথিবী এইরূপ জনকরাজার বাক্য শ্রবণ করত সকল মুনিগণের সম্মুখে জনককে নিজরূপ দর্শন করাইলেন ॥ ২৭

নীলোৎপলদলশ্যামামক্ষমালাজধারিণীম্ ।
বাহুযুগ্মেন শুভ্রেণ মৃণালায়তশোভিনা ।
সুন্দরীং লোকধাত্রীং তাং দৃষ্ট্বা শশ্বৎ নৃপোঽনমৎ ॥ ২৮
ততঃ সা পৃথিবী দেবী সীতাং জাতাং নৃপাত্মজাম্ ।
করেণ শশ্বৎ সংস্পৃশ্য বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ২৯
ইয়ং তে মানুষং ভাবমবাপ্স্যতি জগৎপ্রসূঃ ।
তব পুত্রী নৃপশ্রেষ্ঠ সময়ং প্রতিপালয় ॥ ৩০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা পৃথিবী দেবী রাজানং জনকাহ্বয়ম্
সম্ভাষ্য নারদাদীংস্তাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩১
জনকোঽপি সুতাং লব্ধ্বা সর্ব্বলক্ষণশালিনীম্ ।
সুতদ্বয়ং তথা প্রাপ্য মুদিতঃ স্বগৃহং যযৌ ॥ ৩২
ততঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে রাবণে রাক্ষসে হতে ।
মানুষেণ স্বরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৩৩
গত্বা বিদেহরাজস্য যজ্ঞভূমিং তদা ক্ষিতিঃ ।
সুষুবে তনয়ং বীরং যত্র সীতা পুরাভবৎ ॥ ৩৪
জাতে পুত্রে তদা দেবী জগদ্ধাত্রী জগৎপ্রভুম্ ।
সস্মার সময়ে বিষ্ণুং স্মরন্তী সময়ং পুরা ॥ ৩৫
স্মৃতমাত্রস্তদা দেবঃ সময়ং প্রত্যপালয়ৎ ।
ক্ষিতের্যত্র সুতো জাতস্তত্র প্রাদুর্বভূব হ ॥ ৩৬
প্রাদুর্ভূতং তদা দেবী প্রণম্য পরমেশ্বরম্ ।
সংস্তুয় সুস্তুতং শশ্বদিদমাহ জগৎপ্রভুম্ ॥ ৩৭

নীলকমল-শ্যামলা দীর্ঘ-বাহুযুগলে মৃণাল-সদৃশ শুভ্রবর্ণ অক্ষমালা এবং পদ্মধারিণী সুন্দরী জগদ্ধাত্রীকে দর্শন করত জনকরাজা প্রণাম করিলেন। অনন্তর পৃথিবীদেবী সদ্যোজাতা জনকাত্মজা সীতাকে নিজ হস্তে গ্রহণ করত বলিতে লাগিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, জগজ্জননী তোমার এই কন্যা মনুষ্যভাব লাভ করিবেন। তন্নিমিত্ত কিছুকাল অপেক্ষা কর। ২৮-৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—পৃথিবীদেবী জনকরাজাকে ইহা বলিয়া নারদাদি মুনিগণকে সম্ভাষণাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৩১

মনুষ্যরূপী জনক-রাজা সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না কন্যা এবং পুত্রদ্বয়কে লাভ করিয়া আনন্দ-চিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন। ৩২

তদনন্তর যথাসময়ে মনুষ্যরূপী জগৎ-প্রভু ভগবান্, রাবণ-বধ করিলে বসুন্ধরা মহারাজা জনকরাজার যে যজ্ঞ-ভূমিতে সীতাদেবীর উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই স্থানে গমন করত মহাবীর পুত্র প্রসব করিলেন। ৩৩-৩৪

জগজ্জননী পৃথিবীদেবী, পুত্র উৎপন্ন হইলে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে জগৎপ্রভু বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। ৩৫

স্মরণ করিবামাত্র দেবাদিদেব ভগবান্, প্রতিজ্ঞাপালনার্থে পৃথিবী যে স্থানে পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। বসুন্ধরা পরমেশ্বরকে

পৃথিব্যুবাচ—

এষ তে তনয়ো জাতঃ সুকুমারো মহাপ্রভুঃ।
সংস্মরন্ সময়ং পূর্ব্বং ত্বমেনং প্রতিপালয়॥ ৩৮

শ্রীভগবানুবাচ—

অয়ং তে তনয়ো দেবী মহাবলপরাক্রমঃ।
ভবিতা মানুষং ভাবং তন্বানঃ সুচিরং সুখ॥ ৩৯
যাবন্মানুষভাবং তে তনয়ো ভাবয়িষ্যতি।
তাবৎ কল্যাণভোগান্ ভুক্ত্বা চিরং রাজ্যং করিষ্যতি॥ ৪০
ত্যক্তমানুষভাবস্তু যদা চায়ং বিচেষ্টতে।
তদা তু নাস্য সুচিরং জীবিতং সম্ভবিষ্যতি॥ ৪১
সম্প্রাপ্তে ষোড়শে বর্ষে রাজ্যমাসাদয়িষ্যতি।
ধনরত্নগজৈশ্বর্য্যাদ্যুক্তোঽয়ং রথসঙ্কুলৈঃ।
প্রাপ্য তু মহতীং নিত্যাং শ্রিয়ং ভোক্ষ্যতি বীর্য্যবান্॥ ৪২
যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে ভাবো যো যো ভবতি বৈ নৃণাম্।
তং তং ভাবং তথৈবায়ং করিষ্যতি তথা কুরু॥ ৪৩
এতস্য নিভৃতং রাজ্যং যৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষ-সংজ্ঞকম্।
পুরং তত্র চিরং শাস্তা রাজ্যমেষ সুতস্তব॥ ৪৪
ইত্যুক্ত্বা পৃথিবীং বিষ্ণুঃ সমাভাষ্য জগৎপতিঃ।
দৃশ্যমানস্তয়া ক্ষিপ্রং তত্রৈবান্তর্দধে প্রভুঃ॥ ৪৫
প্রসূয় পৃথিবী পুত্রং মধ্যরাত্রে মহাদ্যুতিম্।
জনকং জ্ঞাপয়ামাস রহস্যং পূর্ব্বমীরিতম্॥ ৪৬

প্রাদুর্ভূত দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং সত্যভূত-প্রিয়বাক্য বলিতে লাগিলেন,—মহাপ্রভো! এই আপনার অতি কোমলাকৃতিবালক জন্মিয়াছে, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ইহাকে পালন করুন। ৩৬-৩৮

ভগবান্ বলিলেন, হে দেবি! মহাপরাক্রমশালী তোমার এই পুত্র মনুষ্য-ভাব প্রকটনকরত চিরকাল বিজ্ঞজনের ন্যায় সুখী হইবে। ৩৯

তোমার এই পুত্র যতকাল পর্যন্ত মনুষ্যভাব বিভাবিত করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা সুখে রাজ্য ভোগ করিবে। ৪০

এই পুত্র যে কালে মনুষ্যভাব ত্যাগপূর্ব্বক কোন কার্য করিবে, সেই কাল হইতে ইহার জীবনের আশা থাকিবে না। ৪১

এবং ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে ধন-রত্ন-গজ-ঐশ্বর্য-রথ সমূহে সমৃদ্ধ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইবে। বীর্যবান্ তোমার পুত্র বিপুল অক্ষয় রাজলক্ষ্মী লাভ করত ভোগ করিবে। ৪২

মনুষ্যগণের যে যে যুগে যে যে ভাব হয়, এই বালকও তদনুসারে নিজের যুগানুরূপ ভাব করিবে, সেই বিষয়ে যত্ন কর। ৪৩

প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে অতি স্থির ইহার নগর হইবে, সেই পুরে বাস করত চিরকাল রাজ্য শাসন করিবে। ৪৪

পৃথিবীপতি জগৎপ্রভু বিষ্ণু, পৃথিবীকে এইরূপ বাক্যে সম্ভাষিত করিয়া কেবলমাত্র তাঁহারই দৃষ্টিগোচর হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্নিহিত হইলেন। ৪৫

বিদেহরাজো জ্ঞাত্বৈব পৃথিবীজনিতং সুতম্ ।
তত্রৈব যজ্ঞবাটং স রাত্রাবাগাৎ কৃতক্রিয়ঃ ॥ ৪৭
গচ্ছন্তং যজ্ঞবাটং তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বংসহা তদা ।
নোক্ত্বা কিঞ্চন তং সম্মুখেঽন্তর্দ্ধানং গতা নৃপম্[1] ॥ ৪৮
অথ গত্বা তদা তত্র বিদেহাধিপতিঃ সুতম্ ।
ধরায়াং দদৃশে কান্ত্যা চন্দ্রার্কজ্বলনোপমম্ ॥ ৪৯
রুদন্তং বহুশঃ ক্ষিপ্তং চলদ্ধস্তপদদ্বয়ম্ ।
স্বপুত্রং শ্রিয়া দীপ্তং কার্ত্তিকেয়মিবাপরম্ ॥ ৫০
উপসর্পন্ স রুদন্ বালো যজ্ঞভূমিং ব্যতীত্য চ ।
কিয়দ্দূরং জগামাশূত্তানশায়ী মহাদ্যুতিঃ ॥ ৫১
মনুষ্যস্য শিরস্তত্র মৃতস্য প্রাপ্য বালকঃ ।
স্বশিরস্তত্র বিন্যস্য রুদংস্তস্থৌ ক্ষণং তদা ॥ ৫২
ততো বিদেহরাজোঽপি মার্গমাণঃ ক্ষিতেঃ সুতম্ ।
ব্যতীত্য যজ্ঞভূমিং তমাসসাদাঞ্জসা বহিঃ ॥ ৫৩
আসাদ্য বালকং দীপ্তং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ।
কান্ত্যা চন্দ্রমসস্তুল্যং[2] তেজোভির্ভাস্করোপমম্ ॥ ৫৪
শরমধ্যগতং পূর্ব্বং পাবকিং পাবকো যথা ।
স্বয়ং জগ্রাহ তং রাজা পৃথিব্যাঃ সময়ং স্মরন্ ॥ ৫৫

পৃথিবী অর্দ্ধরাত্রে প্রসূত মহাতেজস্বী পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত অতিগোপনে জনক-রাজাকে জানাইলেন। ৪৬

জনকরাজা পৃথিবীর পুত্রজন্ম শ্রবণ করিয়া শীঘ্র সেই রাত্রিকালেই যজ্ঞ-ভূমিতে আগমন করিলেন। ৪৭

পৃথিবী জনকরাজাকে যজ্ঞভূমিতে গমন করিতে দর্শন করিয়া অন্য কোন বাক্য না বলিয়াই নৃপের সম্মুখে অন্তর্হিতা হইলেন। ৪৮

অনন্তর জনকরাজা যজ্ঞভূমিতে গমন করত তেজে সূর্য-চন্দ্র-অগ্নিসন্নিভ পৃথিবী-পুত্রকে দর্শন করিলেন। ৪৯

সেই পুত্র বারংবার রোদন করিতেছে এবং হস্তপাদ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতেছে; মূর্ত্তিমান্ দ্বিতীয় কার্ত্তিকসদৃশ সুন্দর তাহার দেহ। ৫০

মহাদ্যুতি সেই বালক রোদন করিতে করিতে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া যজ্ঞভূমি হইতে কিছুদূর পর্যন্ত গমন করিল। ৫১

যজ্ঞভূমি হইতে বহির্গত হইয়া একটি মৃত মনুষ্যের মস্তকে নিজ মস্তক বিন্যস্ত করিয়া রোদন করিতে করিতে কিছুকাল সেই ভাবেই অবস্থিত হইল। ৫২

তদনন্তর জনকরাজাও পৃথিবীপুত্রের অন্বেষণার্থ যজ্ঞভূমি হইতে বহির্গত হইয়া প্রান্তভূমিতে জাজ্বল্যমান অনলের ন্যায় দীপ্তিশালী, কান্তিতে কলানিধি-সদৃশ এবং তেজে সূর্য-সন্নিভ সেই বালককে দর্শন করিলেন এবং অগ্নি যে প্রকার শরবণ-স্থিত কার্ত্তিককে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার রাজাও পৃথিবীর নিকট প্রতিজ্ঞা করাতে সেই বালককে গ্রহণ করিলেন। ৫৩-৫৫

১। দ্রুতম্—ইতি পাঠান্তরম্।
২। কান্ত্যা চন্দ্রং বিনিন্দন্তং—ইতি পাঠান্তরম্।

উদ্‌গৃহ্নন্ তচ্ছিরোদেশে দদৃশে মানুষং শিরঃ।
শশংস চাচিরং শৌর্যং মানুষং গৌতমায় সঃ ॥ ৫৬
অথ বালং সমাদায় প্রবিশান্তঃপুরং স্বকম্।
মহিষ্যৈ কথয়ামাস প্রাপ্তং পুত্রং গুহোপমম্ ॥ ৫৭
সা তং দৃষ্ট্বা বিশালাক্ষং সিংহস্কন্ধং মহাভুজম্।
বিস্তীর্ণহৃদয়ং কান্তং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্।
মুমোদ পালনীয়োঽয়ং মমেতি স্ববদৎ নৃপম্ ॥ ৫৮
তাং রাজাপি ততঃ প্রাহ পুত্রোঽয়ং মম সুন্দরি।
যজ্ঞভূমৌ সমুৎপন্নঃ স্বচ্ছন্দং পাল্যতাময়ম্ ॥ ৫৯
যৎপৃথিব্যা রহঃ প্রোক্তং ন তদ্দেব্যৈ ন্যবেদয়ৎ।
সত্যসন্ধো নৃপশ্রেষ্ঠঃ প্রিয়ায়া অপি ভাষিতম্ ॥ ৬০

মম সুতসুতবংশান্ পালয়িত্রী ধরেয়-
মিতি নরপতিবর্য্যো মোদবাংস্তদ্দিনে চ।
সুরতনয়সমানং পুত্রমাসাদ্য দেবী
জিতরিপুরতিধীমান্ স্যাদয়ং কেত্যমোদৎ ॥ ৬১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৭

সেই কালে সেই বালকের মস্তকসমীপে মনুষ্যমস্তক দর্শন করিয়া জনক রাজা সন্দিগ্ধচিত্তে সেই বৃত্তান্ত পুরোহিত গৌতমকে জানাইলেন। ৫৬

এবং সেই বালককে লইয়া স্বকীয় অন্তঃপুরে গমন করত পট্টমহিষীকে কার্ত্তিকসদৃশ পুত্রপ্রাপ্তি-সংবাদ বলিলেন এবং সেই রাজমহিষীও বিস্তীর্ণনয়ন সিংহস্কন্ধ উন্নতবাহু প্রশস্তবক্ষা কমনীয় নীলোৎপল দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ পুত্রটীকে দর্শন করিয়া মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সন্তান কি আপনার সন্তোষার্থে পালন করিব ? ৫৭-৫৮

মহিষীর বাক্য শ্রবণ করত জনক বলিলেন,—সুন্দরি ! যজ্ঞ-ভূমিতে উৎপন্ন এ বালককে নিজ পুত্রের ন্যায় পালন কর। ৫৯

স্থিরপ্রতিজ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠ জনক—পৃথিবী নির্জ্জনে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহিষীর সমীপে সেই কথা উত্থাপন করিলেন না। ৬০

এই ধরিত্রী আমার পুত্র পৌত্রাদি বংশাবলীকে পালন করিবেন ; ইহা ভাবিয়া রাজা আনন্দ সহকারে দেবীকে পুত্রপালনে আদেশ করিলেন। দেবীও সুরকুমার সদৃশ তনয় প্রাপ্ত হইয়া "এই বালক শত্রুজেতা এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ষড়্‌বিধ-ঈতি-বর্জ্জিত হইবে" ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। ৬১

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তস্য নৃপশ্রেষ্ঠো গৌতমেন মহর্ষিণা।
সংস্কারং কারয়ামাস বিধিনা মানুষেণ তু ॥ ১
নরস্য শীর্ষে স্বশিরো নিধায় স্থিতবান্ যতঃ।
তস্মাত্তস্য মুনিশ্রেষ্ঠো নরকং নাম বৈ ব্যধাৎ ॥ ২
অপরান্ বালসংস্কারান্ ক্ষাত্রেণ বিধিনা মুনিঃ।
কেশান্তাবধি সঞ্চক্রে ঋগ্‌যজুঃসামমন্ত্রকৈঃ ॥ ৩
ববৃধে তস্য সদনে নরকো নাম ভূসুতঃ।
দিনন্দিনং ধৃতাস্তশ্রীঃ শরদীব নিশাকরঃ ॥ ৪
স রাজা তং সদা ভাবৈর্মানুষৈর্যোজয়ন্ স্বয়ম্।
গৌতমস্য সুতেনাথ শতানন্দেন ধীমতা।
গ্রাহয়ামাস তন্নিত্যং ক্ষাত্রং ভাবঞ্চ মানুষম্ ॥ ৫
তথৈব পৃথিবী দেবী ধাত্রীবেষেণ তং সুতম্।
নিয়তং গ্রাহয়ামাস মানুষং চরিতং শুভম্ ॥ ৬
যদৈব পুত্র উৎপন্নস্তদৈব পৃথিবী স্বয়ম্।
মায়ামানুষরূপেণ নৃপান্তঃপুরমাবিশৎ ॥ ৭
প্রবিশ্য তত্র সা দেবী নৃপস্যানুমতেঽভবৎ।
ধাত্রী তস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কাত্যায়ন্যা হ্যবস্থয়া ॥ ৮

নরকের পিতৃ-দর্শন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর নৃপশ্রেষ্ঠ, গৌতম-মহর্ষি দ্বারা পুত্রের মনুষ্যাচরণীয় সংস্কার করাইলেন। ১

মনুষ্যমস্তকে মস্তক ন্যস্ত করিয়াছিল বলিয়া মুনি সেই পুত্রের নাম নরক রাখিলেন। ২

ঋক্ যজুঃ সাম মন্ত্রের দ্বারা কেশ বপনাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়-বিধিমতে করিলেন। ৩

তাহার পর সেই নরক রাজভবনে দিন দিন শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় শোভা সম্পন্ন হইতে লাগিল। ৪

রাজা পুত্রকে মনুষ্যাচরণীয় কার্য্যকলাপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া ধীসম্পন্ন গৌতমপুত্র শতানন্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়োচিত, মনুষ্যাচরণীয় কার্য্যপরম্পরা শিক্ষা দিলেন। ৫

সেইরূপ দেবী বসুন্ধরাও রাজপুত্র নরককে মনুষ্য কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ সুবিশদরূপে শিক্ষা দিলেন। ৬

যে সময়ে রাজপুত্র নরক প্রসূত হইয়াছিল, সেই সময়ে দেবী পৃথিবী মায়াযোগে মনুষ্যরূপ ধারণ করত রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৭

হে মুনিগণ! তাহার পর, অন্তঃপুর-প্রবিষ্টা বসুন্ধরা, রাজাজ্ঞা অনুসারে

যাবৎ ষোড়শবর্ষাণি তস্য বালস্য ভাবিনী।
তাবৎ স্বয়ং পালয়ন্তী গ্রাহয়ামাস সন্নয়ম্[1] ॥ ৯
স বর্দ্ধমানোঽনুদিনং নরকঃ পৃথিবীসুতঃ।
অত্যক্রামৎ সুতান্ সর্ব্বান্ জনকস্য মহাত্মনঃ ॥ ১০
শরীরেণাথ বীর্য্যেণ রূপেণ বলবত্তয়া।
ধনুষা গদয়া বীরো হ্যত্যক্রামন্ নৃপাত্মজান্ ॥ ১১
স শাস্ত্রবাদকুশলো ধনুর্বেদে চ কোবিদঃ।
বর্ষৈঃ ষোড়শভির্ভূতো বীরৈরগ্র্যৈর্হ্যাসনঃ ॥ ১২
বিদেহাধিপতি র্দৃষ্ট্বা মহাবলপরাক্রমম্।
ততো ন্যূনান্ স্বপুত্রাংশ্চ নাতিহৃষ্টমনাভবৎ ॥ ১৩
নিরস্যাসৌ চ মৎপুত্রান্ মম রাজ্যং গ্রহীষ্যতি।
কালে প্রাপ্তে মহাবীর্য্যো মতিস্তস্যাভবৎ পুরা ॥ ১৪
অন্তঃপুরে যদা পুত্রান্ সর্ব্বান্ রময়তে নৃপঃ।
তদা তু নরকং বীক্ষ্য হর্ষং প্রাপ্নোতি নাধিকম্ ॥ ১৫
তস্য তদ বুবুধে দেবী নৃপস্যাথ বসুন্ধরা।
মহিষী বিস্ময়ং চক্রে তস্মিন্ ভাবে তু ভূভৃতঃ ॥ ১৬
অথৈকদা মহাদেবী জনকস্য মহাত্মনঃ।
পপ্রচ্ছ নৃপতিশ্রেষ্ঠং বিদেহাধিপতিং পতিম্ ॥ ১৭
নাথ পৃচ্ছামি তে কিঞ্চিদ্রহস্যং যদি নো ভব।
তদা মাং তত্ত্বমস্য ত্বং কৃপা চেত্তিষ্ঠতে ময়ি ॥ ১৮

ধাত্রী কাত্যায়নী রূপে ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত নরককে পালন করত নীতিশিক্ষা দিলেন। ৮-৯

পৃথিবী-পুত্র নরক, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং রীতিনীতিতে সমস্ত রাজপুত্রদিগকে অতিক্রম করিল। ১০

শরীর-লাবণ্যে, রূপে, বলবীর্য্যে, ধনুর্যুদ্ধে, গদাযুদ্ধেও অন্যান্য রাজপুত্র-দিগকে অতিক্রম করিল। ১১

শাস্ত্রজ্ঞ, ধনুর্ব্বেদপারদর্শী রাজপুত্র ষোড়শ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই বীর-বর্গের অজেয় হইলেন। ১২

বিদেহাধিপতি, নরকের প্রভূত পরাক্রম দেখিয়া এবং অন্য পুত্রদিগকে তাহা হইতে হীনবীর্য্য দর্শনে অধিক আনন্দিত হইলেন না। ১৩

ভাবিলেন, কালক্রমে এই মহাবীর আমার পুত্রদিগকে নিরাস করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে। ১৪

রাজা অন্তঃপুরস্থিত পুত্রদিগকে দেখিয়া যত প্রফুল্ল হইতেন, কিন্তু নরককে দেখিয়া তত হইতেন না। ১৫

বসুন্ধরা রাজার সেই ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং মহিষীও রাজার সেই ভাবে বিস্মিত হইলেন। ১৬

অনন্তর, এক সময়ে মহাত্মা জনকের মহিষী—প্রাণেশ্বর নৃপশ্রেষ্ঠ বিদেহ-পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৭

১। বিনয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্।

যদৈব তনয়াঃ সর্ব্বে বিহরন্তি পুরস্তব।
তদৈব নরকং দৃষ্ট্বা বিলীর্ণ[১] ইব লক্ষ্যসে॥ ১৯
তস্মে রাত্রিন্দিবং বাচং বিস্ময়ঃ প্রতিবর্দ্ধতে।
সংশয়শ্চ ভয়শ্চৈব ন জহাতি চ মাং সদা॥ ২০
রূপবান্ বীর্য্যবানেষ নয়ে চ বিনয়ে তথা।
কুশলঃ প্রতিবুদ্ধশ্চ পুত্রস্তব মহাবলঃ॥ ২১
ন সম্ভাষয়সে কস্মাৎ পুত্রমস্যৈত্থর্য্যাসদম্।
তদহং জ্ঞাতুমিচ্ছামি যদি তথ্যং বদস্ব মে॥ ২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা প্রিয়ায়াঃ পৃথিবীপতিঃ।
তুষ্ণীং ভূত্বা ক্ষণং দেবীমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৩

রাজোবাচ—

কথয়িষ্যে প্রিয়ে তত্ত্বং যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়াধুনা।
মাসত্রয়ে ব্যতীতে তু সময়ং প্রতিপালয়॥ ২৪
নিগূঢ়ঃ কশ্চিদস্ত্যত্র দেবস্য সময়ো মম।
তেনাধুনা ন কিঞ্চিত্তে কথয়িষ্যামি তদ্রহঃ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

রাজ্ঞো হ্যয়ং সভার্য্যস্য সংবাদোঽভবদন্তিকে।
মানুষী পৃথিবী ধাত্রী তং শুশ্রাব যদা তদা॥ ২৬

নাথ! আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইব মনে করিতেছি। যদি সেটী আপনার পরিহাস বিবেচনা না হয়, তাহা হইলে আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। ১৮

যে সময়ে আপনার পুত্রগণ সম্মুখীন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করে, তৎকালে নরককে দেখিলে, আপনাতে মলিনভাব লক্ষিত হয়। ১৯

তাহার পর, দিবারাত্র বিস্মিতভাবে বাক্য-প্রয়োগ করেন কেন? আপনার ভাবদর্শনে সংশয় ও ভয় আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। ২০

আপনার পুত্র নরক অত ত রূপবান্ ও বীর্য্যবান্, নীতি ও বিনয়ে সুপণ্ডিত এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ও মহাবলবান্। ২১

আপনি এরূপ পরক্রর্দ্ধের পুত্রকে, তাদৃশ স্নেহ করিতে পরাঙ্মুখ কেন? তাহাই আমি জানিবার জন্য ইচ্ছা করি, যদি বক্তব্য হয় তবে বলুন। ২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজা মহিষীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিলেন, তাহার পর এই কথা বলিলেন। ২৩

রাজা বলিলেন,—প্রিয়ে! যে কথা [illegible]মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার প্রকৃত ঘটনা তোমাকে বলিব; তিনমাস কাল প্রতীক্ষা কর। ২৪

এ বিষয়ে নিগূঢ়তত্ত্ব আছে, এ সময়ে পুত্রগত রহস্য—গোপনেও কিছু বলিব না। ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজা এবং মহিষীর প্রস্তাব নিকটে হইয়াছিল বলিয়া, মায়ামানুষী, ধাত্রী বসুধা পরস্পরের সেই বাক্য শুনিলেন। ২৬

১। বিমনা ইব—ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রুত্বা তয়োস্তু সংবাদং মহিষীভূপয়োঃ ক্ষিতিঃ।
মাসত্রয়েণ সময়ং দত্তং দেব্যৈ ধরাভৃতা ॥ ২৭
তৎকালে বিমনস্কং ভূপং নরকসংজ্ঞয়া।
ত্রিভির্মাসৈর্ব্যতীতৈঃ স্যাদস্য ষোড়শবৎসরঃ ॥ ২৮
ততো নৃপো মহিষ্যাস্তু কথয়িষ্যতি তদ্রহঃ।
ততো মম রহস্যন্তু বিদিতং সম্ভবিষ্যতি ॥ ২৯
চিন্তয়িত্বেতি সা দেবী জগদ্ধাত্রী সুতং প্রতি।
নিশ্চিত্যেদং তদা কৃত্যং প্রাপ্তকালমচেষ্টত ॥ ৩০
ততো রহসি ভূপং তং সমাসাদ্য সগৌতমম্।
ইদমাহ জগদ্ধাত্রী স্বপুত্রার্থে যশস্বিনী ॥ ৩১
যো ময়া সময়ো দত্তঃ পালিতঃ স ত্বয়ানঘ।
পুত্রশ্চ পালিতো মেঽয়ং নরকো বিনয়ৈর্যুতঃ ॥ ৩২
সম্প্রাপ্তযৌবনঃ পুত্রো যোজিতশ্চ ত্বয়া নয়ৈঃ।
তব প্রসাদাৎ পুত্রো মে সুখী বৃদ্ধো গৃহে তব ॥ ৩৩
তমহং পূর্ব্বসময়ান্নিষ্যামি যথাক্রমম্।
অনুজানীহি ভদ্রং তে নরকস্য গতিং প্রতি ॥ ৩৪
রক্ষিতব্যশ্চ ভবতা সময়ঃ সপুরোধসা।
হন্নমেষং[১] নয়িষ্যামি ভূপতে মা কৃথা ব্যথাম্ ॥ ৩৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাত্রী বিদেহাধিপতিং নৃপম্।
তত্রৈব পশ্যতাং তেষামন্তর্দ্ধানমুপাগমৎ[২] ॥ ৩৬

বসুন্ধরা, রাজা এবং মহিষীর আলোচিত তিনমাস পরিমিত প্রতীক্ষণীয় সময়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। ২৭

সেই সময়ে নরকের নাম শ্রবণে বিমর্ষচিত্ত রাজাকে দেখিয়া ভাবিলেন; তিনমাস অতীত হইলে নরকের ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইবে। ২৮

তাহার পর রাজা মহিষীকে পুত্রগত বৃত্তান্ত সঙ্গোপনে বলিবেন। তৎপরে আমার রহস্যও প্রকাশ হইবে। ২৯

এই ভাবিয়া দেবী বসুন্ধরা পুত্রের জন্য কিছু চিন্তিত হইলেন এবং তৎকাল-কর্ত্তব্য কার্য্য নিশ্চয় করিয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩০

তাহার পর গৌতমের সহিত রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া যশস্বিনী বসুন্ধরা পুত্রের জন্য এই কথা বলিলেন। ৩১

আমার প্রস্তাবিত নিয়ম আপনি প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আমার বিনয়াবনত পুত্রকেও আপনি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন। ৩২

পুত্রও যৌবনে পদার্পণ করিয়াও অত্যন্ত বিনীত হইয়াছে; আপনার অনুগ্রহে আমার পুত্র সুখে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ৩৩

বর্ত্তমান সময়ে পুত্রকে পূর্ব্বের নিয়মানুসরণ করাইতে ইচ্ছা করি; অতএব আপনি নরককে যাইতে অনুমতি করুন। ৩৪

হে রাজন্! পুরোহিতের সহিত আপনি কিঞ্চিৎ সময় প্রতীক্ষা করুন এবং দুঃখিত হইবেন না, আমি নরককে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে গমন করি। ৩৫

১। গুপ্তমেব কথাম্—ইতি পাঠান্তরম্। ২। উপাগতম্—ইতি পাঠান্তরম্।

নৃপোঽপি তস্যাস্তথাক্যমঙ্গীকৃত্য ক্ষিতিং প্রতি।
তস্যাঃ প্রত্যক্ষতঃ স্থানং জগাম সপুরোহিতঃ ॥ ৩৭
অথৈকদা ধরা দেবী মায়ামানুষরূপিণী।
উপাংশু নরকং প্রাহ ধাত্রী তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৮
ত্বয়া সমং মহাবাহো গঙ্গাং যাতুং মনো মম।
যদি ত্বং যাসি যাস্যামি রথেনাদ্যৈব পুত্রক ॥ ৩৯

নরক উবাচ—

ন পিতুর্বচনং যাস্যে বিনা মাতস্ত্বয়া সমম্।
অনুজ্ঞাপ্য মহারাজং করিষ্যামি তবেপ্সিতম্[১] ॥ ৪০
গুরুঞ্চ তনয়ং তস্য শতানন্দং দ্বিজোত্তমম্[২]।
অনুজ্ঞাপ্য রথেনাহং যাস্যে গঙ্গাং ত্বয়া সমম্ ॥ ৪১

ধাত্র্যুবাচ—

ন তে পিতায়ং জনকো যঃ সর্ব্বজগতাং প্রভুঃ।
স তে পিতা তং গঙ্গায়াং পশ্য গত্বা ময়া সহ ॥ ৪২
অয়ং পিতা পালকস্তে ন রাজ্যং সম্প্রদাস্যতি।
যস্তে বর্দ্ধয়িতা তাত তমাসাদয় পুত্রক ॥ ৪৩
অন্যদ্ যদ্ যদ্রহস্যং তদ্ গঙ্গায়ামেব পুত্রক।
কথয়িষ্যাম্যহং সর্ব্বং রহোভঙ্গস্ততোঽন্যথা ॥ ৪৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—জগৎ-মাতা বসুন্ধরা বিদেহাধিপতিকে এই কথা বলিয়া, এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপারদর্শনোন্মুখ রাজা ও শতানন্দের সমক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন। ৩৬

রাজাও ক্ষিতির সেই বাক্য অঙ্গীকার করত পুরোহিতের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন, ক্ষিতি তাহা অন্তর্হিতভাবেই দেখিলেন। ৩৭

অনন্তর এক সময়ে নরক-ধাত্রী বসুন্ধরা মায়াবলে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া নির্জ্জনে নরককে বলিলেন। ৩৮

মহাবাহু নরক! তোমার সহিত অদ্য গঙ্গাগমনে অভিলাষিণী হইয়াছি; পুত্র! যদি তুমি অনুগমন কর, তাহা হইলে সুখে যাইতে পারি। ৩৯

নরক বলিলেন,—পিতৃআজ্ঞা ব্যতীত আপনার অনুগমনে স্বীকৃত হইতে পারি না; মহারাজের অনুমতি লইয়া আপনার ঈপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করিব।৪০

গুরুপুত্র শতানন্দের অনুমতি লইয়া রথে আরোহণ করত আপনার সহিত গঙ্গাতীরে গমন করিব। ৪১

ধাত্রী বলিলেন,—জনক তোমার পিতা নহেন, কিন্তু যিনি সর্বজগতের প্রভু, তিনি তোমার পিতা, আমার সহিত গমন করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পারিবে। ৪২

মহারাজ জনক, তোমার মাত্র প্রতিপালক পিতা; কিন্তু হে সুব্রত! যিনি তোমার জন্মদাতা, তাঁহাকে অচিরাৎ দেখিতে পাইবে। ৪৩

অন্যান্য গোপনীয় বিষয় গঙ্গাতীরে তোমাকে বলিব, না হইলে গোপনীয় বিষয় সমস্ত প্রকাশিত হইবে। ৪৪

১। ও ২। এই দুই পংক্তি পুস্তকান্তরে নাই।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জাতসম্প্রত্যয়ো ধাত্র্যা বচসা নরকস্তথা
বিহায় যানং ছন্দেন পদ্‌ভ্যাং গঙ্গাং যযৌ তদা ॥ ৪৫
অথ গঙ্গাং সমাসাদ্য সংস্থাপ্য বিবিধং সুতম্ ।
আত্মানং দর্শয়ামাস পৃথিবী বসুতায় বৈ ॥ ৪৬
মায়ামানুষমূর্ত্তিং তাং বিহায় জগতাং প্রসূঃ ।
নীলোৎপলদলশ্যামং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৪৭
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং চারু নানালঙ্কারভূষিতম্ ।
পুত্রায় দর্শয়ামাস নরকায় বসুন্ধরা[1] ॥ ৪৮
কথামেতাঞ্চ পূর্ব্বস্মিন্ ভূতাং পৃথিবী তদা ।
কথয়ামাস পুত্রায় প্রতীতির্জায়তে যথা ॥ ৪৯

পৃথিব্যুবাচ—

মম গর্ভে যদা পুত্র বর্দ্ধসে ত্বং দিনে দিনে ।
ব্রহ্মাদয়স্তদা দেবা আলোক্য মন্ত্রমেব তে ॥ ৫০
যদিনীক্ষিতিসঞ্জাতঃ পুত্রো বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ।
আসুরং ভাবমাস্থায় সর্ব্বানস্মান্ হনিষ্যতি ॥ ৫১
ইতি চিন্তাপরা দেবাঃ কুমন্ত্রং চক্রিরে তদা ।
অয়ং নোৎপন্নতাং গর্ভাদ্ গর্ভে তিষ্ঠত্বয়ং সদা ॥ ৫২
ততো মম ভবান্ গর্ভে সুবহূনি যুগান্যথ ।
অবসদ্ দুঃখবান্ পুত্র দেবানাঞ্চ কুমন্ত্রতঃ ॥ ৫৩
মৃতকল্পাভবমহং ভবতো ধারণাৎ সুত ।
ততোঽহং শরণং যাতা ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৫৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নরক ধাত্রীবাক্যে বিশ্বাস করিয়া রথ পরিত্যাগ করত গুপ্তভাবে পদব্রজে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। ৪৫

অনন্তর বসুন্ধরা, গঙ্গাতীরে পুত্রকে রাখিয়া মনুষ্যমূর্ত্তি পরিত্যাগ করত নীলোৎপল-দলের ন্যায় শ্যাম সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং মনোহর বিবিধ অলঙ্কার-ভূষিত স্বকীয় মূর্ত্তি দেখাইলেন। ৪৬-৪৮

পূর্ব্বে এ ভাব গুপ্ত ছিল কেন, পৃথিবী তাহা—যাহাতে পুত্রের প্রতীতি হয়, এরূপভাবে বলিলেন। ৪৯

হে পুত্র! যে সময়ে তুমি আমার গর্ভে দিন দিন বাড়িতে লাগিলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহা দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন। ৫০

ক্ষিতি পূর্ব্বে ঋতুমতী ছিল, সে সময়ে তাহার গর্ভে বিষ্ণুর ঔরসে জাত মহাবলসম্পন্ন পুত্র উদ্ভূত হইয়াছে; অতএব সেই গর্ভজাত পুত্র, অসুররূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিবে। ৫১

এইরূপে চিন্তাকুল দেবগণ, সেই সময়ে একটি কুৎসিত মন্ত্রণা করিলেন,—এই গর্ভস্থ বালক গর্ভেতেই সর্ব্বদা অবস্থান করুক। ৫২

তাহার পর তুমি আমার গর্ভেই বহুকাল অবস্থান করিলে, সেই সময়ে দেবতাদের কু-চক্রে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ৫৩

১। বসুন্ধরা—ইতি পাঠান্তরম্।

নারায়ণস্য বাক্যাত্তু ভবানুৎপন্নবাংস্ততঃ ।
ইতি সত্যং মম বচঃ পুত্র জানীহি নিশ্চিতম্ ॥ ৫৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ যাবন্ন পুত্রস্য বিস্ময়ঃ সমপদ্যত ।
তাবদেব স্বয়ং দেবী প্রোচে পুত্রমিদং বচঃ ॥ ৫৬
যথা বিদেহরাজস্য যজ্ঞভূমাবসূয়ত ।
বিদেহরাজেন সমং যাদৃশঃ সময়োঽভবৎ ॥ ৫৭
যথা মানুষরূপেণ ধাত্রী সা সমপদ্যত ।
তৎ সর্বং কথয়ামাস নরকায় মহাত্মনে ॥ ৫৮
অথৈনাং পৃথিবীং প্রাহ নরকঃ পুনরেব হি ।
পৃথিব্যা বচনং শ্রুত্বা স্বল্পসংশয়সংযুতঃ ॥ ৫৯

নরক উবাচ—

যদ্যেবং মে পিতা বিষ্ণুর্মাতা ত্বং পৃথিবী শুভে ।
আগচ্ছতু জগন্নাথো মমৈবাভ্যুপপত্তয়ে ॥ ৬০
স এব সর্বলোকেশো যদি মাং ভাষতেঽচ্যুতঃ ।
পিতাহং তে স্থিরং মাতা স্বন্দধে তথহং শুভে ॥ ৬১
কৃত্বা মানুষরূপেণ ধাত্র্যাহং প্রতিপালিতঃ ।
তদ্রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যদি তে রূপমীদৃশম্ ॥ ৬২

বহুকাল তোমাকে গর্ভে ধারণ করাতে মৃতপ্রায় হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলাম । ৫৪

তাঁহার বাক্যের প্রভাবেই তুমি প্রসূত হইলে। হে পুত্র। আমি তোমার জন্মের যে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম, তাহা নিশ্চিতরূপ সত্য বলিয়া ধারণা কর। ৫৫

অনন্তর বসুধা, পুত্রের যতক্ষণ বিস্ময়ভাবের উদয় না হইল, ততক্ষণ তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ৫৬

আপনি যেরূপে বিদেহনাথের যজ্ঞভূমিতে প্রসব করিয়াছিলেন এবং বিদেহ-রাজের সহিত যেরূপ আচার-ব্যবহার হইয়াছিল, যেরূপে মায়াবলে, মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া নরকের ধাত্রীভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত নরককে বলিলেন। ৫৭-৫৮

অনন্তর পৃথিবীবাক্যে কিঞ্চিৎ সংশয়িত হইয়া নরক পুনর্বার পৃথিবীকে বলিলেন। ৫৯

যদি আমার পিতা বরং বিষ্ণু এবং আপনি স্বয়ং পৃথিবী মাতা, তাহা হইলে পিতা বিষ্ণু আমার উপপত্তিসাধনে ত্বরায় আগমন করুন। ৬০

সেই সর্বলোক-ঈশ্বর বিষ্ণু যদি বলেন যে, আমি তোমার পিতা ও বসুন্ধরা তোমার মাতা, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিতে পারি। ৬১

আপনি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া ধাত্রীরূপে আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, কিন্তু যদি তোমার এইপ্রকার রূপ হয়, তাহা হইলে সেই কাত্যায়নী রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ৬২

পৃথিব্যুবাচ—

অহং তে জননী তাত ময়া জাতোঽসি পুত্রক।
পৃথিব্যহং জগদ্ধাত্রী মদ্রূপং মৃন্ময়ন্ত্বিদম্॥ ৬৩
পিতা তব মহাবাহো প্রভুর্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
অচ্যুতো জগতাং ধাতা মহাত্মা সূকরাত্মধৃক্॥ ৬৪
তেনাহিতস্ত্বং মদ্গর্ভে সুচিরং ত্বং পুরাবসঃ।
সম্প্রাপ্তে সময়ে জাতঃ পালিতশ্চেহ ভূভৃতা॥ ৬৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা হর্ষশোকাকুলস্তদা।
নরকঃ পৃথিবীং দেবীমিদমাহ ধনুর্ধরঃ॥ ৬৬

নরক উবাচ—

ন মাতা বিদিতা পূর্ব্বং মাতাহমিতি ভাষসে।
বিষ্ণুঃ পিতেতি চ বচো ন পিতা বিদিতো মম॥ ৬৭
জানামি পিতরঞ্চাহং বিদেহাধিপতিং নৃপম্।
তস্য ভার্য্যাং সুমত্যাখ্যামহং জানামি মাতরম্॥ ৬৮
ভ্রাতরস্তৎসুতাঃ সর্ব্বে সীতা মে ভগিনী শুভা।
সুমতির্মম মাতেতি লোকো জানাতি সন্ততম্॥ ৬৯
কাত্যায়নী চ ধাত্রী মে যাধুনৈব কৃতা ত্বয়া।
এতৎ সর্ব্বং ত্বয়া মিথ্যা শংসিতং মম সাম্প্রতম্॥ ৭০
যথা তবাহং তনয়ঃ সত্যমাখ্যাহি তন্মম॥ ৭১

সেই সময়ে দেবী বসুন্ধরা পুত্রকে এই কথা বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমার জননী, আমা হইতেই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আমিই জগদ্ধাত্রী পৃথিবী; আমারই স্বরূপ মৃত্তিকা। ৬৩

হে মহাবাহু! তোমার পিতা জগৎপালক, অচ্যুতরূপ বিষ্ণু। তাঁহার বরাহ অবস্থাতে সেই বরাহরূপে বিষ্ণুর ঔরসে আমার গর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল। ৬৪

কালক্রমে তোমার জন্ম হইল, তাহার পর এই রাজা জনক তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। ৬৫

ধনুর্দ্ধর নরক পৃথিবীকে এই কথা বলিলেন; আমার মাতা পূর্বেই স্থির হইয়াছেন, কিন্তু আপনি বলিতেছেন, আমি তোমার মাতা এবং পিতাও পূর্বেই বিহিত হইয়াছেন, আপনি বলিতেছেন বিষ্ণু তোমার পিতা। ৬৬-৬৭

কিন্তু আমি জানি, বিদেহাধিপতি জনক আমার পিতা, তাঁহার মহিষী সুমতী আমার জননী, তাঁহার পুত্রগণ আমার ভ্রাতা ও জনক-নন্দিনী-সীতা আমার ভগিনী। জনক-পত্নী সুমতী আমার মাতা, তাহা সমস্ত লোকেই বিশেষ জানে। ৬৮-৬৯

যে কাত্যায়নীর রূপ আপনি কিছুক্ষণ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কাত্যায়নী আমার ধাত্রী। কিন্তু আপনি যে পিতা ও মাতার কথা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই আমার নিকট মিথ্যা জল্পনা করিয়াছেন, যেরূপেতে আমি আপনার পুত্র, সে বিষয় নিশ্চিতভাবে আমাকে বলুন। ৭০-৭১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

পুত্রস্য বচনঞ্চেতি শ্রুত্বা সর্ব্বংসহা তদা।
সর্ব্বং তৎপূর্ব্ববৃত্তান্তং তনয়ায় স্ববেদয়ৎ ॥ ৭২
যথা যলিপ্তা সম্ভোগো বরাহস্যাভবৎ পুরা।
যথা গর্ভে ধৃতো দৈবৈর্যেন বা কারণেন সঃ ॥ ৭৩
যথা চ গর্ভদুঃখার্ত্তা মাধবং শরণং গতা
যথা তেন প্রদত্তশ্চ সময়ো জনকং প্রতি ॥ ৭৪

ঋষয় উচুঃ—

কিমর্থং সময়ো দত্তো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
নিহতে রাবণে বীরে রামেণ সুমহাত্মনা ॥
ভবিষ্যতি সুতস্তে বৈ তত্র নঃ সংশয়ো মহান্।
এতত্ত্বং[1] সংশয়ান্ ছিন্ধি গুরো শাস্তাসি নঃ সদা ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভারার্ত্তা রাবণাদীনাং পৃথিবী মাংসভোগিনাম্।
অধোগতা যোজনানি পঞ্চ বৈ দ্বিজসত্তমাঃ॥
অয়ং বরাহবীর্য্যেণ জাতো গর্ভে ক্ষিতেঃ পুনঃ।
অসাবপি মহারাজো দশগ্রীবো যথাভবৎ ॥
অধো যাস্যতি ভারার্ত্তা সাতীব পৃথিবী স্থিতি।
সময়ং দত্তবান্ বিষ্ণু রাবণে নিহতে সতি।
ধরায়ৈ ভারবিহৃতিব্যাজেন দ্বিজসত্তমাঃ॥
তৎপূর্ব্বরূপং দৃষ্ট্বা বৈ বচনাচ্চ জগদ্‌গুরোঃ।
জাতশ্রদ্ধো মহাভাগে স্বাস্যামি সময়ে তব ॥ *

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা পৃথিবী প্রথমং তদা।
মায়ামানুষরূপং তৎ প্রতিজগ্রাহ তৎপুরঃ ॥ ৭৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্যের উদ্ভব হইলেও বসুন্ধরা তাহার পর শোকোচ্ছ্বাসে আকুল হইলেন। সর্বংসহা সমস্ত পুত্র-বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব-বৃত্তান্ত সুবিশদরূপে পুত্রকে বলিলেন। ৭২-৭৩

যেরূপে ঋতুমতী হইয়া বরাহরূপী বিষ্ণুর সহিত সম্ভোগ হইয়াছিল যে কারণে দৈবদুর্বিপাকে পুত্রকে গর্ভে বহুকাল ধারণ করিয়াছিলেন, যেরূপে গর্ভ-যাতনায় পীড়িতা হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্না হইয়াছিলেন এবং যেরূপে জনকরাজকে বিষ্ণু তাঁহার প্রস্তাবিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, সে সমস্ত পুত্রকে বলিলেন। তথাপি সে সব বাক্যে নরকের সন্দেহ দূর হইল না। ৭৪-*

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী বসুধা পূর্ব্ব স্বীকৃত মায়া-মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেন। ৭৫

১। এতান্ ত্বং……ইতি পাঠান্তরম্।
* ঋষয় উচুরিত্যাদি গ্রন্থো মুরশীমুদ্রিত-পুস্তক এব লভ্যতে।

তথা কাত্যায়নীরূপং যেন রূপেণ পালিতঃ।
নরকঃ সা তু তদ্‌গৃহ্য তত্যাজ পৃথিবীতনুম্ ॥ ৭৬
অথ দৃষ্ট্বৈব নরকো ধাত্রীং কাত্যায়নীং তদা।
পপ্রচ্ছ পূর্ববৃত্তান্তং যদ্‌বৃত্তং নৃপমন্দিরে ॥ ৭৭
সা তথা কথয়ামাস যথা সম্প্রতি পালিতঃ।
যদ্‌বৃত্তং পূর্বতো গেহে নৃপস্য জনকস্য তু ॥ ৭৮
জাতসম্প্রত্যয়স্তত্র নরকঃ সমপদ্যত।
পৃথিবী চ পুনর্দেবীরূপং স্বং জগৃহে তদা ॥ ৭৯
অথ সস্মার পৃথিবী জগন্নাথং হরিং প্রভুম্।
সময়ে পূর্ববিহিতে প্রণম্য শিরসা মুহুঃ ॥ ৮০
স্মৃতমাত্রস্তদা ক্ষিত্যা মাধবো গরুড়ধ্বজঃ।
প্রসন্নো জগতাং নাথঃ প্রত্যক্ষত্বং গতস্তদা ॥ ৮১
তং দৃষ্ট্বা পৃথিবী দেবী দেবং গরুড়বাহনম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৮২
পীতাম্বরং জগন্নাথং শ্রীবৎসোরস্কমব্যয়ম্।
প্রণনাম মহাভক্ত্যা পস্পর্শ শিরসা মহীম্[১] ॥ ৮৩
পরমেশ জগন্নাথ জগৎকারণকারণ।
প্রসীদেতি বচশ্চাপি তদা প্রোচে জগৎপ্রভুঃ ॥ ৮৪
নরকস্তু হরিং দৃষ্ট্বা নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্।
তত্তেজসা চাভিভূতস্তদা ভূমাবুপাবিশৎ ॥ ৮৫

যে কাত্যায়নীরূপে নরককে প্রতিপালন করিতেন ; পৃথিবী নিজমূর্তি পরিত্যাগ করিয়া সেই মূর্তিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৭৬

অনন্তর, নরক, ধাত্রী কাত্যায়নীকে দেখিয়া রাজমন্দিরগত পূর্ব-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭৭

কাত্যায়নীরূপিণী বসুন্ধরাও যেরূপে নরক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং জনকভবনে যাহা হইয়াছিল, তৎসমস্তই নরককে বলিলেন। ৭৮

নরক, কাত্যায়নীর বাক্যে বিশ্বস্ত হইলেন ; পৃথিবীও কাত্যায়নী-মূর্তি পরিত্যাগ করত স্বমূর্তি গ্রহণ করিলেন। ৭৯

অনন্তর পৃথিবী পূর্ববিহিত সময়ে বারংবার প্রণাম করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। ৮০

ক্ষিতি স্মরণ করিবামাত্র গরুড়ধ্বজ মাধব প্রত্যক্ষ ভাবে সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৮১

দেবী পৃথিবী সম্মুখস্থ গরুড়বাহন, নীলোৎপল-দলের ন্যায় শ্যাম, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী পীতবস্ত্র-পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন জগৎ-প্রভু নারায়ণকে দেখিয়া ভক্তিপূর্বক ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ৮২-৮৩

'হে জগন্নাথ জগৎকারণ! হে পরমেশ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন' পৃথিবী এই প্রকার নানাবিধ স্তুতি করিলেন। ৮৪

নরকও হরিকে দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন এবং তাঁহার তেজঃপুঞ্জের বিপুল প্রভাবে ভৃপ্তি লাভ করত ভূমিতেই উপবেশন করিলেন। ৮৫

১। মহী—ইতি পাঠান্তরম্।

উপবিষ্টে তদা দেবী তনয়ে নরকাহ্বয়ে।
প্রসাদয়ামাস তদা পুত্রার্থে বরবর্ণিনী ॥ ৮৬
প্রসাদ্যমানো ধরয়া হরির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
শঙ্খাগ্রেণ তদা পুত্রং পস্পর্শ নরকাহ্বয়ম্ ॥ ৮৭
স্পৃষ্টমাত্রোঽথ হরিণা নরকোঽভূৎ সুদর্শনঃ।
হৃষ্টশ্চোৎসাহবাংশ্চৈব বলবান্ সমপদ্যত ॥ ৮৮
তত উত্থায় নরকো হরিং নারায়ণং প্রভুম্।
ভক্ত্যা প্রণম্য গোবিন্দং সাষ্টাঙ্গঞ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮৯
ননাম পৃথিবীং বীরো জাতসংপ্রত্যয়স্তদা।
প্রণম্য চ মহাভাগাং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৯০
প্রাঞ্জলিঃ পুরতস্তস্থৌ নোক্তা কিঞ্চন বৈ ভিয়া।
ততস্তদর্থে পৃথিবী মাধবং সমযাচত ॥ ৯১
প্রসীদ দেবদেবেশ সময়ং প্রতিপালয়।
ত্বয়ায়ং তনয়ো দত্তো মম সর্ব্বং জগৎপতে।
এতদর্থে প্রতিজ্ঞাতং সময়ং প্রতিপালয় ॥ ৯২

ভগবানুবাচ—

ভবতী যৎ সুপুত্রার্থে মামযাচত পুরা মহী।
তৎ সর্ব্বং তব দত্তং বৈ রাজ্যং দত্তঞ্চ ত্বৎসুতে ॥ ৯৩
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুরাদায় নরকাহ্বয়ম্।
সার্দ্ধং পৃথিব্যা লঙ্কায়াং মমজ্জ জগতাং প্রভুঃ ॥ ৯৪

নরক উপবিষ্ট হইলে দেবী বসুধা পুত্রের নিমিত্ত নানাবিধ স্তুতি বাক্যে নারায়ণকে প্রসন্ন করিলেন। ৮৬

নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্খাগ্রদ্বারা পুত্র নরককে স্পর্শ করিলেন, স্পর্শমাত্রেই নরকের দিব্যচক্ষু হইল এবং নরক অত্যন্ত হৃষ্ট, উৎসাহসম্পন্ন ও মহাবলবান হইলেন। ৮৭-৮৮

তাহার পর উঠিয়া মহাভক্তিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে জগৎকর্ত্তা হরিকে মুহুর্মুহু প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৮৯

নরক-বীর সেই সময়ে পৃথিবীকে বিশেষ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকেও ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ৯০

প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ ভীত চিত্তে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া মৌনভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার পর পৃথিবী পুত্রের জন্য মাধবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ৯১

সর্ব্বদেব-ঈশ্বর নারায়ণ, আপনি প্রসন্ন হইয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করুন। আপনি আমাকে এ পুত্র প্রদান করিয়াছেন; ইহার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করুন। ৯২

ভগবান বলিলেন, পৃথিবী। তুমি পুত্রের জন্য যে সমস্ত প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা সমস্তই দিয়াছি এবং উত্তম রাজ্যও দিয়াছি। ৯৩

জগৎকর্ত্তা নারায়ণ এই কথা বলিয়া নরক ও পৃথিবীকে লইয়া লঙ্কাতে প্রবেশ করিলেন। ৯৪

নিমজ্জ্য ক্ষণমাত্রেণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং গতঃ।
মধ্যগং কামরূপস্য কামাখ্যা যত্র নায়িকা ॥ ৯৫
স চ দেশঃ স্বরাজ্যার্থে পূর্ব্বং গুপ্তশ্চ শম্ভুনা।
কিরাতৈর্বলিভিঃ ক্রূরৈরজ্ঞৈরপি চ বাসিতঃ ॥ ৯৬
কুম্ভস্তম্ভনিভাংস্তত্র কিরাতান্ জ্ঞানবর্জ্জিতান্।
অনর্থমুণ্ডিতান্ মদ্যমাংসাশনৈকতৎপরান্ ॥ ৯৭
দদর্শ বিষ্ণুঃ কুপিতান্[১] বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা দ্বিজর্ষভাঃ ॥ ৯৮
তেষামধিপতিস্তত্র ঘটকো নাম বীর্যবান্।
কুম্ভস্তম্ভনিভস্তম্ভঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ ॥ ৯৯
স ক্রোধাচ্চতুরঙ্গেন বলেন মহতা যুতঃ।
আসসাদ জগন্নাথং নরকঞ্চ মহাবলম্ ॥ ১০০
আসাদ্য শরবর্ষেণ ববর্ষ প্রভুমব্যয়ম্।
কিরাতৈঃ সহিতো রাজা ঘটকাখ্যঃ কিরাতরাট্ ॥ ১০১
মাধবোঽপি তদা পুত্রং নরকং বীর্য্যবত্তরম্।
প্রেষয়ামাস যুদ্ধায় কিরাতনৃপতেস্তদা ॥ ১০২
নরকো ধনুরাদায় সহ তৈর্বলবত্তরৈঃ।
সুযুধে সুচিরং তত্র শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধেরিতৈঃ ॥ ১০৩
ততোঽসৌ ভল্লমাদায় যোজয়িত্বা ধনুর্গুণৈঃ।
শিরঃ কিরাতরাজস্য চিচ্ছেদ নরকো বলী ॥ ১০৪

এবং ক্ষণকালের মধ্যেই প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানটি কামরূপের মধ্যে। ৯৫

যেখানে কামাখ্যাদেবী নায়িকা, সেই দেশে নিজের পুত্রের জন্য পূর্ব্বে মহাদেব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৯৬

সে স্থানে অত্যন্ত কর্কশকায় বহু-কিরাতবর্গের বাস; বিষ্ণু সেই স্থানে সুবর্ণ স্তম্ভনিভ, জ্ঞান-হীন, বিনা কারণে মুণ্ডিতমস্তক, মদ্য ও মাংস ভোজনে তৎপর কিরাতকুল দেখিতে পাইলেন; তাহারাও ভগবানকে দেখিয়া কুপিত হইলেন। ৯৭-৯৮

তাহাদের অধিপতির নাম ঘটক, সে অত্যন্ত বীর্যবান্, তাহার সুবর্ণ-স্তম্ভ-সদৃশ দীর্ঘ কলেবর, অতএব প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। ৯৯

সেই ঘটক ক্রোধ-পরবশ হইয়া চতুরঙ্গ সেনার সহিত মহাবল নরক ও ভগবান্‌কে আক্রমণ করিল এবং বহু কিরাত সহ ঘটক, নারায়ণকে শরবর্ষণ করিয়া নিতান্ত জর্জ্জরিত করিল। ১০০-১০১

মাধবও মহাবীর্য্যবান্ পুত্র নরককে কিরাত-সহ যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। ১০২

নরক, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, ধনুর্গ্রহণ করত বলবান্ কিরাতরাজের সহিত বহু অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অনেক সময় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১০৩

তাহার পর বলবান্ নরক, ধনুর্গুণে ভল্ল নামক অস্ত্র যোজনা করিয়া কিরাতরাজের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। ১০৪

১। দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং তদা তত্র।
তেষামধিপতির্ঘোরং……॥ ইতি পাঠান্তরম্‌.

মুখ্যান্ মুখ্যান্ কিরাতাংশ্চ বহূন্ সেনাধিপাংস্তথা।
জঘান কুপিতো বীরঃ কেশরীব মৃগব্রজান্॥ ১০৫
হতেঽথ নৃপতৌ কেচিৎ পলায়নপরায়ণাঃ।
কিরাতাঃ কেচন পুনর্নরকং শরণং গতাঃ॥ ১০৬
নিহত্য যুধ্যমানাংস্তু সংরক্ষ্য শরণং গতান্।
নরকঃ পিতরং গত্বা প্রণম্যাথ স্মুবেদয়ং॥ ১০৭

নরক উবাচ—

হতস্তাত কিরাতানামধিপো ঘটকো ময়া।
সেনাধিপাংশ্চ তস্যাস্যান্[1] কিমন্যৎ করবাণ্যহম্॥ ১০৮

ভগবানুবাচ—

কিরাতান্ জহি যাবত্তং দেবীং দিক্করবাসিনীম্।
পলায়মানান্ বিদ্রাব্য পালয় শরণং গতান্॥ ১০৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ স নরকো বীরঃ সমারুহ্য সিতং গজম্।
চতুর্দন্তং মহাকায়ং কিরাতাধিপবাহনম্॥ ১১০
ঐরাবতসমং বীর্য্যে বেগেন গরুড়োপমম্।
কিরাতান্ দ্রাবয়ামাস যাবদ্দিকরবাসিনীম্॥ ১১১

নরক উবাচ—

পিতরং পুনরাগত্য বচনঞ্চেদমব্রবীৎ।
বিদ্রাবিতাঃ কিরাতাস্তে সাগরান্তং সমাশ্রিতাঃ।
হতশ্চ ঘটকাখ্যো হি কিরাতাধিপতির্মহান্॥ ১১২

সিংহ যেমন বনমধ্যে হরিণদিগকে বিনাশ করে, সেইরূপ নরক বীরও প্রধান প্রধান কিরাতদিগকে ও সেনাপতিদিগকে বিনাশ করিলেন। ১০৫

অনন্তর, কিরাতরাজ হত হইলে কিরাত-বলের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিল, কেহ বা নরকের শরণাপন্ন হইল। ১০৬

যাহারা যুদ্ধেতেই রত ছিল তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া নরক, শরণাগত-দিগকে রক্ষা করিলেন। ১০৭

তাহার পর নরক পিতার নিকট গিয়া প্রণাম করত বলিলেন, তাত! কিরাতরাজ ঘটক হত হইয়াছেন এবং তাহার সেনাপতিগণও হত হইয়াছে, এখন কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। ১০৮

ভগবান্ বলিলেন;—পুত্র! দেব দিক্করবাসিনীর স্থান পর্য্যন্ত কিরাতদিগের অপসারিত কর এবং পলায়িতদিগকে খুব শাস্তি প্রদান করিয়া শরণাগতদিগকে রক্ষা কর। ১০৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার পর নরক বীর চতুর্দন্ত বিপুল শরীর বীর্য্যে ঐরাবত সদৃশ, বেগে গরুড়-তুল্য কিরাতরাজের বাহন শ্বেতহস্তী আরোহণ করিয়া দিক্করবাসিনীর স্থান পর্য্যন্ত কিরাতদিগকে অপসারিত করিলেন। ১১০-১১১

১। সেনাধিপাংশ্চ তস্যাস্তে—ইতি পাঠান্তরম্।

বেগিনং গজমারুহ্য ঐরাবতসমং শুভৈঃ।
যদন্যৎ করণীয়ং মে তদাজ্ঞাপয় সম্প্রতি ॥ ১১৩

ভগবানুবাচ—

করতোয়া সদা গঙ্গা পূর্ব্বভাগাবধিশ্রয়া।
যাবল্ললিতকান্তাস্তি তাবদেব পুরং তব ॥ ১১৪
অত্র দেবী মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূঃ।
কামাখ্যারূপমাস্থায় সদা তিষ্ঠতি শোভনা ॥ ১১৫
অত্রাস্তি নদরাজোঽয়ং লৌহিত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
অত্রৈব দশদিক্পালাঃ স্বে স্বে পীঠে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১১৬
অত্র স্বয়ং মহাদেবো ব্রহ্মা চাহং ব্যবস্থিতঃ।
চন্দ্রঃ সূর্য্যশ্চ সততং বসতোঽত্র চ পুত্রক ॥ ১১৭
সর্ব্বে ক্রীড়ার্থমায়ান্ত্য রহস্যং দেশমুত্তমম্।
অত্র শ্রীর্বসতে ভদ্রা ভোগমত্র তথা বহু ॥ ১১৮
অস্য মধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্নক্ষত্রং সসর্জ্জ হ।
ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা ॥ ১১৯
অত্র ত্বং বস ভদ্রং তে হ্যভিষিক্তো ময়া স্বয়ম্।
কৃতদারং সহামাত্যৈ রাজা ভূত্বা মহাবলঃ ॥ ১২০

অনন্তর, নরক কিরাতদিগকে তাড়িত করিয়া পুনর্ব্বার পিতার নিকটে আসিয়া এই কথা বলিলেন। কিরাতগণ আমার প্রভাবে তাড়িত হইয়া সাগরের সন্নিকট-ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কিরাতাধিপতি ঘটক নিহত হইয়াছে। ১১২

এসময়ে অন্য কর্ত্তব্য কি আছে আদেশ করুন, ঐরাবত-সদৃশ এই গজে আরোহণ করিয়া সমস্ত সম্পাদন করি। ১১৩

ভগবান্ বলিলেন ; পুত্র ! করতোয়া নামে গঙ্গা সর্ব্বদা পূর্ব্বদিগ্ ভাগে বহিতেছেন, যে স্থানে ললিতকান্তাদেবী আছেন, সেই স্থান পর্য্যন্ত তোমার ভবন হইবে। ১১৪

এই স্থানে দেবী মহামায়া জগৎপ্রসবিনী যোগনিদ্রা, কামাখ্যারূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য নামক নদও রহিয়াছে ; এই পুণ্যভূমে দশদিক্পালগণও স্বকীয় স্বকীয় স্থানে আছেন। ১১৫-১৬

এই স্থানে স্বয়ং মহাদেব, ব্রহ্মা ও আমি—সর্ব্বদা অবস্থান করি এবং চন্দ্র সূর্য্যও নিরন্তর বাস করিতেছেন। ১১৭

এটি অত্যন্ত রহস্যস্থান, এজন্য সমস্ত দেবতারাই ক্রীড়ার নিমিত্ত এ স্থলে আগমন করেন। ১১৮

এস্থলে সর্ব্বতোভদ্রা নামে লক্ষ্মী আছেন এবং এটি অত্যন্ত গোপনীয় এবং ভোগের স্থান ; এই পুরীতে ব্রহ্মা পূর্ব্বে একটি নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্রপুরী সদৃশ এই পুরীর প্রাগ্জ্যোতিষ নাম হইল। ১১৯

ভদ্র নরক ! তুমি দারপরিগ্রহ করত রাজা হইয়া অমাত্যের সহিত কুশলে বাস কর, আমি তোমাকে অভিষিক্ত করিলাম। ১২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা স্বয়ং বিষ্ণুঃ শম্ভোরনুমতেস্তদা।
সর্ব্বান্ কিরাতান্ পূর্ব্বস্যাং সাগরান্তে ন্যবেশয়ৎ ॥ ১২১
পূর্ব্বং ললিতকান্তায়াঃ সমাধায়াবধিং পুনঃ।
যাবৎ সাগরপর্য্যন্তং কিরাতাস্তাবদাবসন্ ॥ ১২২
পশ্চাল্ললিতকান্তায়া দেশং কৃত্বাবধিং পুনঃ।
করতোয়া নদীং যাবৎ কামাখ্যানিলয়স্তু তৎ ॥ ১২৩
তস্মাৎ কিরাতান্ৎসার্য্য বেদশাস্ত্রাভিগান্ বহূন্।
দ্বিজাতীন্ বাসয়ামাস তত্র বর্ণান্ সনাতনান্ ॥ ১২৪
বেদাধ্যয়নদানানি সততং বর্ত্ততে যথা।
তথা চকার ভগবান্ মুনিভির্বাসয়ন্ বিভুঃ ॥ ১২৫
বেদবাদরতাঃ সর্ব্বে দানধর্ম্মপরায়ণাঃ।
নচিরাদভবদ্দেশঃ কামরূপাহ্বয়স্তদা ॥ ১২৬
ততো বিদর্ভরাজস্য পুত্রীং মায়াহ্বয়াং হরিঃ।
পুত্রার্থং বরয়ামাস[১] নরকস্য সমাং গুণৈঃ ॥ ১২৭
তামুদ্বাহ্য হৃষীকেশস্তস্মিন্ পুরবরে স্বয়ম্।
তয়া সমং স্বতনয়ং রাজত্বেনাভ্যষেচয়ৎ ॥ ১২৮
সুগুপ্তাঞ্চ পুরীং চক্রে গিরিদুর্গেণ মাধবঃ।
তদ্দুর্গং সর্ব্বতো ভদ্রং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ১২৯
ততঃ কিরাতরাজস্য চতুর্দ্দিক্ষাঃ সুধন্বিনঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রা মহামাত্রভৃথৈর্বৃতাঃ ॥ *

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বিষ্ণু পুত্রকে এই কথা বলিয়া মহাদেবের আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বসাগরের নিকট ভূমিতে তাঁহাদের বাসস্থান নির্ণয় করিলেন। ১২১

ললিত-কান্তার পূর্বভাগ অবধি করিয়া সাগর পর্য্যন্ত ভূমি, কিরাতদের বাসস্থান হইল এবং ললিতকান্তার পশ্চাৎভাগকে সীমা করিয়া, করতোয়া নদী-পর্য্যন্ত কামাখ্যাদেবীর আবাসস্থান। ১২২-১২৩

সেইস্থান হইতে কিরাতদিগকে দূর করিয়া, বেদশাস্ত্রবিৎ বহু ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণের বাসস্থান করিলেন। ১২৪

নারায়ণ, মুনিদিগের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া যেরূপে বেদাধ্যয়ন দান ধর্ম ইত্যাদি নিরন্তর বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিলেন। ১২৫

সেই স্থানের সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বেদবাক্যে নিরত এবং দানধর্ম্মে পরায়ণ বলিয়া দেবতারাও অনেককাল কামরূপ ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। ১২৬

তাহার পর হরি, পুত্রের বিবাহের জন্য মায়ানাম্নী বিদর্ভ রাজকন্যাকে বরণ করিলেন। ১২৭

হৃষীকেশ, পুত্রের সহিত মায়ার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার সহিত পুত্রকে রাজত্বে অভিষেক করিলেন। ১২৮

মাধব, গিরিদুর্গ-মধ্যবর্ত্তী কোন সুগুপ্তস্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিলেন, সেটি অত্যন্ত নিভৃত ও সকল বিষয়ে সুখকর এবং দেবতাদেরও অগম্য। ১২৯

১। রূপগুণাদিতাং তদা—ইতি পাঠান্তরম্।
* ইদমর্দ্ধং কচিদধিকং লভ্যতে

যানি রত্নান্যনেকানি সৈন্যানি বিবিধানি চ।
অশ্বাশ্চাভরণাশ্চৈব তৎ সর্ব্বং নরকোঽগ্রহীৎ ॥ ১৩০
যদ্যৎ সুভূষণং রাজ্ঞো ধ্বজাশ্চাভরণানি চ।
তানি তানি স্বয়ং বিষ্ণুস্তনয়ায় দদৌ তদা ॥ ১৩১
রথঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
লোহাষ্টচক্রসম্পন্নমর্দ্ধযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ১৩২
যুক্তমশ্বসহস্রৈশ্চ তথাশ্বীভির্মনোজবৈঃ।
রত্নকাঞ্চনচিত্রাঢ্যং বেদিকাভাগবিস্তরম্ ॥ ১৩৩
বজ্রধ্বজেন মহতা কাঞ্চনেন বিরাজিতম্।
হেমদণ্ডপতাকাঢ্যং বৈদূর্য্যমণিকূবরম্ ॥ ১৩৪
সিংহব্যাঘ্রসমুদ্ভূতৈশ্চর্ম্মভিশ্ছাদিতং সদা।
লোহজালৈশ্চ সহস্রং কিঙ্কিণীজালমালিনম্।
সর্ব্বপ্রহরণৈর্যুক্তং বহুমায়াসমন্বিতম্ ॥ ১৩৫
শক্তিঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ সর্ব্বশত্রুবিনাশনীম্
জ্বালামালাভিদীপ্তাঙ্গীং বিপ্রকৃষ্টাগ্নিরূপিণীম্ ॥ ১৩৬
ইমঞ্চ সময়ং প্রোচে নরকায় মহাত্মনে।
নরকস্য হিতায়েশো বসুধায়াঃ সমক্ষতঃ ॥ ১৩৭

ভগবানুবাচ—

ইমাং শক্তিং ন হি ভবান্ প্রাণস্য[1] সংশয়ং বিনা।
প্রয়োক্ষ্যতি কদাচিত্তু মানুষেষু বিশেষতঃ ॥ ১৩৮
এষা মায়া[2] চ বৈদর্ভী ভবতঃ সদৃশী গুণৈঃ।
ভবতো জীবনং যাবত্তাবৎ স্থাস্যতি শোভনা ॥ ১৩৯

তৎপরে, নরক কিরাতরাজের চতুর্দ্দন্ত বহুবিধ হস্তী, প্রভৃত সৈন্য, অশ্ব ভূষণ ইত্যাদি সমস্ত গ্রহণ করিলেন। ১৩০

বিষ্ণু কিরাতরাজের নিজের ব্যবহার্য্য ভূষণ এবং ধ্বজ ও আভরণাদি সমস্ত পুত্রকে দিলেন। ১৩১

তাঁহার ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ লৌহময় চক্র-শোভিত অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত, মনের ন্যায় বেগশালী সহস্র সহস্র অশ্বযুক্ত, কাঞ্চনখচিত, বেদিকার বিস্তারের ন্যায় বিস্তৃত, কাঞ্চনময়, বজ্রের ন্যায় কঠিন ধ্বজ-শোভিত এবং স্বর্ণ-নির্ম্মিত দণ্ড পতাকা যুক্ত বৈদূর্য্যমণিদ্বারা মনোহর, সিংহ ও ব্যাঘ্রের চর্ম্মে আচ্ছাদিত ও লৌহজালে আচ্ছাদিত, কিঙ্কিণীজালরূপ মালাভূষিত, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র যুক্ত মায়াময় রথও তাহাকে দিলেন এবং সর্ব্ব-শত্রুবিনাশিনী শক্তিও তাহাকে দিলেন, সেই শক্তি অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তরূপিণী ও বিপ্রকৃষ্ট অগ্নিরূপা। ১৩২-১৩৬

নরকের হিতের জন্য বসুধার সমক্ষে বিষ্ণু এই নিয়ম করিলেন এবং নরককে বলিলেন,—তুমি এই শক্তি প্রাণসংশয় ব্যতীত মনুষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিও না। ১৩৭-৩৮

এই বৈদেহী মায়া রূপ ও গুণে তোমারই অনুরূপা; যতদিন তুমি বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তোমার নিকট অবস্থান করিবেন। ১৩৯

১। প্রাণনাশং—ইতি পাঠান্তরম্। ২। ভার্য্যা—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বং তু প্রজার্থে ত্রেতায়াং যত্নবান্ বৈ ভবিষ্যসি।
দ্বাপরান্তে তু সম্প্রাপ্তে প্রজা তব ভবিষ্যতি ॥ ১৪০
বিরোধো মুনিভিঃ সার্দ্ধং ব্রাহ্মণৈরপি পুত্রক।
ন কদাচিত্ত্বয়া কার্য্যশ্চিরঞ্জীবিতুমিচ্ছতা ॥ ১৪১
ন রাজভির্ন দেবৈশ্চ বিরোধো যুজ্যতে তব।
মহাদুর্গস্য বৈ মধ্যে বসতো অপরাজিতে ॥ ১৪২
দিব্যযোষিদ্গণৈঃ সার্দ্ধং রমমাণোঽতিভোগবান্।
স্বপর্ব্বতে কামরূপে চিরং ত্বং তিষ্ঠ পুত্রক ॥ ১৪৩
মহাদেবীং মহামায়াং জগন্মাতরমম্বিকাম্।
কামাখ্যাং ত্বং বিনা পুত্র নাপ্যদেবং যজিষ্যসি ॥ ১৪৪
ইতোঽন্যথা ত্বং বিহরন্ গতপ্রাণো ভবিষ্যসি।
তস্মান্নরক যত্নেন সময়ং প্রতিপালয় ॥ ১৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুর্নরকং তনয়ং স্বকম্।
তমপাস্য রহস্যেনাং পৃথিবীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৪৬
যদ্যৎপূর্ব্বং ময়া প্রোক্তং কর্ত্তব্যং তব সুন্দরি।
তৎসর্ব্বং নরকায়াশু ভূত্যৈ সমুপদেশয় ॥ ১৪৭
যদৈনং ত্বং স্বয়ং হন্তুং মাং জগদ্ধাত্রি ভাষসে।
তদা তু মানুষঃ কশ্চিন্নরকং নিহনিষ্যতি ॥ ১৪৮

তুমি পুত্রের জন্য ত্রেতাতে যত্ন করিও তাহার পর দ্বাপরের শেষভাগে পুত্র হইবে। ১৪০

পুত্র! চিরকাল বাঁচিতে ইচ্ছা করিলে, ব্রাহ্মণ ও মুনিগণের সহিত কদাচ বিরুদ্ধাচরণ করিও না এবং রাজা ও দেবগণের সহিতও বিরুদ্ধাচরণ করিও না। ১৪১-৪২

পরে অজেয়, এই মহাদুর্গের মধ্যে সদাকাল বাস কর এবং দিব্য স্ত্রীগণের সহিত সুখভোগে রত থাকিয়া নিরন্তর সুখে কালযাপন কর। ১৪৩

পুত্র! তুমি কামরূপে এই কমনীয় পর্ব্বতে চিরকাল বাস করিবে এবং জগন্মাতা মহামায়ারূপিণী কামাখ্যাদেবী ব্যতীত অন্য দেবপূজায় বিশেষ রত হইও না। ১৪৪

নরক! আমার প্রস্তাবিত নিয়মের অন্যথা করিলে তোমার প্রাণ-নাশ হইবে, অতএব এই নিয়ম যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন কর। ১৪৫

বিষ্ণু নিজ-তনয়কে এই কথা বলিয়া পৃথিবীকে গোপনে এই কথা বলিলেন। ১৪৬

সুন্দরি! তোমার নিকট যে যে বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, সে সমস্তই নরকের আশু মঙ্গলের জন্য। অতএব সে বিষয়ে তুমি উহাকে উপদেশ দান কর। ১৪৭

জগদ্ধাত্রি! তুমি যে সময়ে নরকের বিনাশ করিতে আমাকে বলিবে, সেই সময়ে কোন এক মনুষ্য তাহাকে বিনাশ করিবে। ১৪৮

পৃথিব্যুবাচ—

প্রজার্থমেষ যত্নো মে নিন্দাঃ স্যাৎ সন্ততিং বিনা।
তস্মান্নাথ প্রযত্নান্মে সন্ততিং পালয়িষ্যসি॥ ১৪৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমস্ত্বিতি তাং বিষ্ণুঃ পৃথিবীং প্রতি পাবনঃ।
নরকঞ্চ সমাভাষ্য তত্রান্তর্হিতবান্ ক্ষণাৎ॥ ১৫০
গতে হরৌ নিজস্থানং পৃথিবী তনয়ং স্বকম্।
যৎ পূর্ব্বং হরিণা প্রোক্তং তত্র তং ন্যনয়ৎ স্বয়ম্॥ ১৫১
নরকোঽপি তদা ধীমান্ বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ।
ব্রহ্মণ্যনীতিকুশলো বদান্যো দানতৎপরঃ॥ ১৫২
কামাখ্যাপূজনরতো নীলকূটে মহাগিরৌ।
মহাভোগী মহাশ্রীমান্ হীনবাধশ্চ শক্রভিঃ।
সুচিরং রাজ্যমকরোচ্ছক্রবত্রিদশালয়ে॥ ১৫৩
ততো বিদেহরাজোঽপি শ্রুত্বৈব নরকশ্রিয়ম্।
সপুত্রভার্য্যঃ সগণো নরকং দ্রষ্টুমভ্যগাৎ॥ ১৫৪
প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরং গত্বা কামরূপান্তরস্থিতম্।
দদর্শ নরকং রাজা শরচ্চন্দ্রসমং শ্রিয়া॥ ১৫৫
প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরং মেনে স রাজা হ্যমরাবতীম্।
দেবেন্দ্রং নরকং মেনে সংপরিচ্ছদভূষণম্॥ ১৫৬
ততো মহিষ্যো তং সর্ব্বং জনকো বাক্যমব্রবীৎ।
এষ তে পালিতসুতঃ শ্রীমান্ নরকসংজ্ঞকঃ॥ ১৫৭

পৃথিবী বলিলেন, পুত্রের জন্যই আমার এই যত্ন, কিন্তু পুত্রের অভাব হইলে আমার নিন্দা হইবে, অতএব নাথ! আপনি পুত্রকে প্রতিপালন করিবেন। ১৪৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বিষ্ণু পৃথিবীকে বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহাই করিব। এবং নরককেও স্নেহবাক্য বলিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। ১৫০

হরি স্বস্থানে প্রস্থান করিলে করিলে পৃথিবী তনয়কে হরির প্রস্তাবিতরূপে সেই স্থলে স্থাপন করিলেন। ১৫১

বেদ-শাস্ত্র পারদর্শী, ব্রাহ্মণ-কর্ত্তব্য-কার্য্যে রত, নীতিজ্ঞ, নম্র, দানতৎপর কামাখ্যা দেবীর পূজাতে রত, নীলকূটনামক পর্ব্বতে নানাবিধ সুখভোগে আসক্ত, শোভাসম্পন্ন এবং শত্রুর অজেয়, নরক-বীরও, সেই পুরীতে ইন্দ্রের ন্যায় চিরকাল রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ১৫২-৫৩

তাহার পর বিদেহ-রাজও নরকের সুখ-সম্পত্তির কথা শ্রবণ করিয়া স্ত্রী-পুত্র বন্ধুগণের সহিত নরককে দেখিতে আসিলেন এবং কামরূপের মধ্যে প্রাগ্‌-জ্যোতিষ নামক পুরে গমন করিয়া শারদীয়-নিশাকরের ন্যায় শোভা সম্পন্ন নরক রাজাকে দেখিলেন। ১৫৪-৫৫

বিদেহরাজ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরকে ইন্দ্রভবন বলিয়া বোধ করিতে লাগি-

---

১। সপরিবদ্ভূষিতম্।

পৃথিব্যা নরিতঃ পুত্রঃ সঞ্জাতো মূর্ত্তিরূপিণা।
বিষ্ণুনা জগদীশেন ত্বয়েদং পশ্য সঙ্কৃতম্[1] ॥ ১৫৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা জনকো রাজা যথা বৃত্তং তথা পুরা।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস নরকো জাতবান্ যথা ॥ ১৫৯
ততস্তত্র চিরং স্থিত্বা প্রাগ্জ্যোতিষপুরে মুদা।
বিদেহাধিপতী রাজা নরকেণ প্রপূজিতঃ ॥ ১৬০
স্বস্থানং গতবাংস্তস্মাৎ স্বগণৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৬১
এবং স নরকো জাতঃ পৃথিব্যাস্তনয়স্তদা।
হীনাসুরস্বভাবঃ সংবিজহার চিরং ক্ষিতৌ ॥ ১৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেঽষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

লেন এবং নানাবিধ ভূষণে ভূষিত নরককে দেবরাজ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ১৫৭

তাহার পর জনক, মহিষীকে সমস্ত বলিলেন,—এ মহাত্মা তোমার পালিত পুত্র নরক, বরাহরূপী জগৎপালক বিষ্ণুর ঔরসজাত পৃথিবী দেবীর পুত্র, কিরূপ ভাবে পরিণত হইয়াছে দেখ। ১৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, জনকরাজা এই কথা বলিয়া যেরূপে নরকের জন্ম হইয়াছিল, পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। ১৫৯

তাহার পর বিদেহাধিপতি নরকের সৎকারে সৎকৃত হইয়া আনন্দিত-চিত্তে সেই প্রাগ্জ্যোতিষপুরে কিছুদিন অবস্থান করিয়া বন্ধুগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ১৬০-১৬১

পৃথিবীপুত্র নরক প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া চিরকাল বিহার করিতে লাগিলেন। ১৬২

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮

১। সঙ্কৃতা—ইতি পাঠান্তরম্।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

স রাজা নরকঃ শ্রীমাংশ্চিরজীবী মহাভুজঃ।
মানুষেণৈব ভাবেন চিরং রাজ্যমথাকরোৎ ॥ ১
ত্রেতাখ্যে ব্যতীতায়াং দ্বাপরস্য তু শেষতঃ।
অভবচ্ছোণিতপুরে বাণো নাম মহাসুরঃ ॥ ২
তস্যাগ্নিদুর্গং নগরং স চ শম্ভুসখো বলী।
সহস্রবাহুর্দ্দুর্দ্ধর্ষঃ প্রিয়ঃ পুত্রঃ স বৈ বলেঃ ॥ ৩
নরকেণ সমং তস্য মহামৈত্রী ব্যজায়ত ॥ ৪
গমনাগমনান্নিত্যমন্যোন্যানুগ্রহৈস্তথা।
তয়োরভূৎ মহাপ্রীতিঃ পবনানলয়োর্যথা ॥ ৫
স চ বাণঃ সমারাধ্য মহাদেবং জগৎপ্রভুম্।
আসুরেণাথ ভাবেন ব্যচরচ্চাকুতোভয়ঃ ॥ ৬
তৎসংসর্গাৎ স নরকো দৃষ্ট্বা তস্যাদ্ভুতাং কৃতিম্।
তেনৈব সহ ভাবেন বিহর্তুমুপচক্রমে ॥ ৭
ন ব্রাহ্মণান্ পূজয়তি যথা পূর্ব্বং তথা দ্বিজাঃ।
ন চ যজ্ঞেষু দানেষু পূর্ব্ববন্মুদিতঃ স চ ॥ ৮
ন তথা বিষ্ণুমভ্যেতি পৃথিবীং বাপি নার্চ্চতি।
কামাখ্যায়াং তথা ভক্তিস্তদা তস্যাথ নাভবৎ ॥ ৯

নরকের চরিত্র

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মনোহর শোভাশালী, দীর্ঘজীবী নরক, মনুষ্য-প্রথানুসারে বহুকাল রাজত্ব করিলেন। ১

তাহার পর ত্রেতা অতীত হইলে দ্বাপরের শেষভাগে, শোণিতপুরে বাণ নামক অসুর জন্মগ্রহণ করিল। ২

সে অত্যন্ত বলবান্ এবং শিবের মিত্র, তাহার অগ্নিনামক নগর। বলিপুত্র সেই মহাত্মা, প্রবল প্রতাপশালী হইল এবং নরক রাজার সহিত তাহার অত্যন্ত মিত্রতা হইল ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশেষ অনুগ্রহ হইল এবং গমনাগমন হইতে লাগিল। ৩-৪

উভয়েই পবন ও অগ্নির ন্যায় প্রবল প্রীতিপাশে বদ্ধ হইলেন। ৫

বাণ মহাদেবকে আরাধনা করিয়া অকুতোভয়ে, অসুরের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। ৬

হে দ্বিজগণ! বাণের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া এবং তাহার সংসর্গে নরকও সেই ভাব অবলম্বন করিলেন। ৭

পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকে আর পূজা করিতেন না এবং যজ্ঞ দানাদি ধর্ম্ম-কার্য্যেও পূর্ব্বের ন্যায় মনোযোগ করিতেন না। ৮

বিষ্ণু ও পৃথিবীকেও পূর্ব্বরূপ পূজা করিতেন না এবং কামাখ্যা দেবীর প্রতিও পূর্ব্বরূপ ভক্তি করিতেন না। ৯

এতস্মিন্নন্তরে ধাতৃতনয়ো মুনিসত্তমঃ।
বসিষ্ঠো নাম কামাখ্যাং দ্রষ্টুং প্রাগ্‌জ্যোতিষং গতঃ ॥ ১০
তাং দুর্গাভ্যন্তরে নীলকূটদেবীং ব্যবস্থিতাম্।
দ্রষ্টুং গন্তুং বশিষ্ঠস্য ন দ্বারং নরকো দদৌ ॥ ১১
ততো বসিষ্ঠঃ কুপিতো বচনং পরুষং মুনিঃ।
জগাদ নরকং বীরং গর্হয়ন্মুনিসত্তমঃ ॥ ১২

বসিষ্ঠ উবাচ—

কথং পৃথিব্যাস্তনয়ো বরাহস্য সুতোঽগ্রসা[১]।
দেবীং দ্রষ্টুং ব্রাহ্মণস্য ন দদাসি তথাগতঃ ॥ ১৩
কিন্তে কুলোচিতং কর্ম্ম ত্বং করোষি বরাত্মজ।
দেবীং প্রাগ্‌জ্যোতিষং গত্বা পূজয়িষ্যে জগন্ময়ীম্ ॥ ১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ স নরকো রাজা প্রাপ্তকালঃ ক্ষিতেঃ সুতঃ।
পরুষেণাথ বাক্যেন তমাক্ষিপ্য নিরস্তবান্ ॥ ১৫
ততো মুনিঃ স কুপিতঃ শশাপ নরকং নৃপম্।

বসিষ্ঠ উবাচ—

নচিরাদ্‌যেন জাতোঽসি তেন মানুষরূপিণা।
মরণং ভবিতা পাপ বরাহকুলপাংসন ॥ ১৬
মৃতে ত্বয়ি মহাদেবীং কামাখ্যাং জগতাং প্রভুম্।
পূজয়িষ্যাম্যহং পাপ তিষ্ঠ যাস্যে স্বমালয়ম্ ॥ ১৭

ইহার মধ্যে এক সময় ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ মুনি, কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিবার জন্য প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিলেন। ১০

নীলকূট পর্ব্বতের দুর্গমধ্যে কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিবার জন্য নরক বসিষ্ঠ দেবকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। ১১

তারপর বসিষ্ঠ মুনি কুপিত হইয়া কর্কশবাক্যে নরককে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, তুমি মহাতেজস্বী বরাহের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণকে দেবতা-দর্শন করিতে দিতেছ না। ১২-১৩

হে বরাত্মজ। এ কি তোমার কুলপ্রথামত কার্য্য করিতেছ, দ্বারপ্রবেশ করিতে দাও, দেবী জগন্মাতাকে অর্চ্চনা করি। ১৪

তাহার পর পৃথিবীপুত্র-নরক কর্কশবাক্যে মুনিকে ভর্ৎসনা করত তাহা হইতে নিরস্ত করিলেন। ১৫

তৎপরে মুনি কুপিত হইয়া নরককে শাপ দিলেন, পাপিষ্ঠ। বরাহপুত্র। তুই যাঁহার ঔরসে জন্মিয়াছিস্, মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া সেই মহাত্মা অচিরাৎ তোকে বিনাশ করিবেন। ১৬

পাপাত্মা। তোর মৃত্যু হইলে তাহার পর জগন্মাতা কামাখ্যা দেবীকে পূজা করিব, থাক, আমি নিজ স্থানে যাইতেছি।। ১৭

১। বরাহস্য মহৌজসা—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বং যাবজ্জীবিতা পাপ কামাখ্যাপি জগৎপ্রসূঃ[1] ।
সর্ব্বৈঃ পরিকরৈঃ সার্দ্ধমন্তর্দ্ধানায় গচ্ছতু[2] ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মপুত্রঃ স স্বস্থানং গতবান্ মুনিঃ ।
বসিষ্ঠস্তেন ভৌমেন নিরস্তঃ কুপিতো ভৃশম্ ॥ ১৯
গতে বসিষ্ঠে নরকঃ শীঘ্রং বিস্ময়সংযুতঃ ।
জগাম দেবীভবনং নীলকূটং মহাগিরিম্ ॥ ২০
তত্র গত্বা ন চাপশ্যৎ কামাখ্যাং কামরূপিণীম্ ।
ন যোনিমণ্ডলং তস্যাঃ সর্ব্বান্ পরিকরাংস্তথা ॥ ২১
ততঃ স বিমনা ভূত্বা ক্ষিতিং সস্মার মাতরম্ ।
পিতরঞ্চ জগন্নাথং নরকঃ প্রভুমব্যয়ম্ ॥ ২২
ন তাবপি তদা যাতৌ তস্য প্রত্যক্ষতাং দ্বিজাঃ ।
ব্যুৎক্রান্তসময়স্যেতি নীতিহীনস্য শত্রবে ॥ ২৩
চিরং প্রতীক্ষ্য তৌ তত্র ভৌমো বসুধাকেশবৌ ।
অপ্রাপ্তদৃষ্টিবিধিঃ স সশোকঃ স্বনিবেশনম্ ॥ ২৪
স গচ্ছন্ স্বগৃহং ভৌমঃ পুরীং স্বাং দৃষ্টবাংস্তু সঃ ।
পূর্ব্বশ্রিয়া পরিত্যক্তাং মলিনাং বনিতামিব ॥ ২৫
দেব্যামন্তর্হিতায়ান্তু বেদবাদবিবর্জ্জিতম্ ।
পুণ্যশ্রদ্ধাবর্জ্জনং[3] তৎপুরং সমপদ্যত ॥ ২৬

পাপিষ্ঠ ! তুই যতদিন জীবিত থাকিবি, ততদিন জগজ্জননী কামাখ্যা সমস্ত পরিবারের সহিত অন্তর্দ্ধান হউন। ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ব্রহ্ম-নন্দন বসিষ্ঠ মুনি নরকের কর্কশ বাক্যে অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ১৯

মুনির গমনের পর নরক বিস্মিত হইয়া নীলকূট গিরির গুহাভ্যন্তরে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। ২০

মন্দিরে যাইয়া কামরূপেশ্বরী কামাখ্যাকে দেখিতে পাইলেন না এবং তাঁহার যোনিমণ্ডল ও সমস্ত পরিজন কিছুই দেখিলেন না। ২১

তাহার পর নরক বিমর্ষ হইয়া মাতা বসুন্ধরাকে এবং পিতা জগৎকর্ত্তা নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। ২২

হে দ্বিজগণ ! কিন্তু বসুধা ও বিষ্ণু, নীতিমার্গ পরিত্যাগ করাতে এবং নিয়মের অপ্রতিপালনে নরককে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিলেন না। ২৩

বহুক্ষণ নরক বসুন্ধরা ও বিষ্ণুর দর্শন অভিলাষে অনেক সময় প্রতীক্ষা করিয়াও দেখিতে পাইলেন না। ২৪

তাঁহাদের দর্শন না পাইয়া নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং ঋতুমতী স্ত্রীর ন্যায় স্বকীয় পুরী শোভাশূন্য হইয়াছে দেখিলেন। ২৫

দেবী অন্তর্হিত হওয়াতে সেই পুরীস্থিত মনুষ্যগণ পূর্ব্বরূপ বেদবাক্য উচ্চারণ করিত না এবং পুণ্যকার্য্যেও বিশেষ যত্ন করিত না। ২৬

১। জগৎপ্রসূঃ। ২। পরিসরৈঃ সার্দ্ধং অন্তর্দ্ধানং সাগচ্ছতু।
৩। পুণ্যো ব্রহ্মদেবজনঃ।

ন দেবাস্তত্র গচ্ছন্তি ন বিপ্রা ন মহর্ষয়ঃ।
বভূব নগরং তস্য যজ্ঞযজ্ঞক্রিয়োৎসবম্ ॥ ২৭
ঈতয়ো বহবো জাতা মৃতাশ্চ বহবো জনাঃ।
লৌহিত্যনদরাজোঽপি হীনতোয়স্তদাভবৎ ॥ ২৮
বহূনি বিপরীতানি দৃষ্ট্বা স নরকস্তদা।
মেনে মরণমাসন্নমাত্মনো ব্রহ্মশাপতঃ ॥ ২৯
ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষাধ্যক্ষঃ শোকবিহ্বলচেতনঃ।
চিন্তয়ন্ মনসা মিত্রং বাণং বলিসুতং যযৌ ॥ ৩০
সখা প্রাণসমঃ সোঽস্য সততাপত্সু রক্ষকঃ।
তৎপরো বাণনরকৌ স্বর্বৈদ্যাবশ্বিনাবিব ॥ ৩১
এতস্মিন্নন্তরে বাণো মিত্রং শম্ভুসখো বলী।
অনুকূলমিতো মন্ত্রপ্রদানেন মহাসুরঃ ॥ ৩২
ইতি চাসীন্মতিস্তস্য বজ্রকেতোস্তদাচলা।
দূতঞ্চ প্রাহিণোচ্ছীঘ্রং বাণস্য নগরং প্রতি ॥ ৩৩
স শোণিতপুরং গত্বা স্যন্দনেনাশুগামিনা।
ততো ভৌমস্য বৃত্তান্তং বাণায়াশু ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩৪
যথা শপ্তো বসিষ্ঠেন যথা চান্তর্হিতাম্বিকা।
যথা বিঘ্নঃ পুরবরে জাতঃ প্রাগ্জ্যোতিষাহ্বয়ে ॥ ৩৫
সময়স্য ব্যতিক্রান্তিভূর্মিমাধবয়োর্যথা।
তথা স দূতো ভৌমস্য শশংস বলিসূনবে ॥ ৩৬

দেবগণ মনুষ্যগণ ও মহর্ষিগণ কেহই নরকভবনে যাইতেন না। সেই নগর যজ্ঞক্রিয়া এবং উৎসবাদিশূন্য হইল। ২৭

রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া বহুলোক বিনাশপ্রাপ্ত হইল; লৌহিত্যনামক নদের জলও অল্পপ্রায় হইল। ২৮

নরক সে সময়ে রাজ্যে এইরূপ বিপরীতভাব দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, ব্রহ্মশাপে মরণ অতি নিকটে আগমন করিয়াছে। ২৯

এই ভাবিয়া প্রাগ্জ্যোতিষপতি নরক, শোকে অধীর হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিপুত্র বাণের নিকট গমন করিলেন। ৩০

বাণ, নরকের প্রাণসম বন্ধু, কোন বিপদে পতিত হইলে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় উভয়ে উভয়কেই রক্ষা করিয়া থাকেন। ৩১

বজ্রকেতু নরক স্থির করিলেন, এ সময়ে শম্ভুসখা, মিত্র বাণ অনুকূল মন্ত্রণা প্রদানে প্রাজ্ঞ। ৩২

এই প্রকার স্থিরবুদ্ধি করিয়া বাণনগরে দূত প্রদান করিলেন। ৩৩

দূত; দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া শোণিতপুরে গমন করিল; তাহার পর বাণকে নরকের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। ৩৪

যেরূপে বসিষ্ঠ শাপ দিয়াছেন, যেরূপে কামাখ্যা অন্তর্হিতা হইয়াছেন এবং যেরূপে প্রাগ্জ্যোতিষপুরে নানারূপ বিঘ্ন হইতেছে, যেরূপে নিয়মের ভঙ্গ হওয়াতে ক্ষিতি ও বিষ্ণু স্মরণ করিলেও আগমন করেন নাই, নরক-দূত সমস্তই বলিপুত্র বাণকে বলিল। ৩৫-৩৬

স সমাকর্ণ্য মিত্রস্য সম্যগ্ দৈবপরাভবম্ ।
স্বয়ং জগাম নরকং সম্ভাষ্ট্তুমীশ্বরঃ ॥ ৩৭
স কাঞ্চনবিচিত্রাঙ্গং যুক্তমশ্বশতৈস্ত্রিভিঃ ।
লৌহচক্রঞ্চ বৈয়াঘ্রং ময়ূরধ্বজভূষিতম্ ॥ ৩৮
হেমদণ্ডসিতচ্ছত্রচ্ছাদিতং কিঙ্কিণীগণৈঃ ।
নানারত্নৌঘরচিতমারুরোহ মহারথম্ ॥ ৩৯
স সহস্রভুজঃ শ্রীমাংশ্চতুরঙ্গবলৈর্যুতঃ ।
প্রাগ্জ্যোতিষং ভৌমপুরমচিরাদাজগাম হ ॥ ৪০
তমাসাদ্য মহাবাহুর্বাণঃ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরম্ ।
হীনং পূর্ব্বশ্রিয়া মিত্রমপশ্যন্নগরঞ্চ তৎ ॥ ৪১
স তেন পূজিতো বাণো যথাযোগ্যং সুতেন কোঃ ।
পপ্রচ্ছ কিং নিমিত্তন্তে হীনশ্রীকমভূৎ পুরম্ ॥ ৪২

বাণ উবাচ—

শরীরঞ্চ যথা পূর্ব্বং তথা ন তব রাজতে ।
মনশ্চ তে নাতি হৃষ্টং তত্র হেতুং বদস্ব মে ॥ ৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমার্কীদি পৃষ্টঃ স নরকঃ ক্ষিতিনন্দনঃ ।
যথা বসিষ্ঠশাপোঽভূৎ তং সর্ব্বং তস্য চাব্রবীৎ ॥ ৪৪
যজ্জাতং ভৌমবদনাত্তিদ্ভ্তাবেদিতং পুরা ।
জ্ঞাত্বা তথা তং প্রোবাচ বাণো বজ্রধ্বজং পুনঃ ॥ ৪৫

বাণ উবাচ—

ন হি মন্যুস্ত্বয়া কার্য্যঃ সুখে দুঃখে শরীরিণাম্ ।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তেতে নৈতাভ্যাং কোঽপি হীয়তে ॥ ৪৬

বাণ মিত্রের দৈব-পরাভব শ্রবণ করিয়া, নরককে প্রতিকারবিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য, কাঞ্চনময় বিচিত্রাঙ্গ তিনশত অশ্বযুক্ত, লৌহময় চক্র, ব্যাঘ্র ও ময়ূর-ধ্বজে ভূষিত, সুবর্ণ দণ্ড ধবল ছত্র-যুক্ত, কিঙ্কিণী আচ্ছাদিত এবং নানারত্নখচিত রথে আরোহণ করিলেন। ৩৭-৩৯

সহস্র-বাহুশোভিত বাণ, চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে প্রাগ্জ্যোতিষ নামক নরকভবনে উপস্থিত হইলেন। ৪০

বাণ, প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর নরকের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার পূর্ব্বের সেরূপ শোভা নাই দেখিতে পাইলেন। ৪১

বাণ তাঁহার যথাযোগ্য সৎকারে সৎকৃত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার পুরী শোভাহীন হইয়াছে কেন ? ৪২

আপনার শরীরেরও পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই ও মনও নিতান্ত অসন্তুষ্ট দেখিতেছি, ইহার কারণ কি আমাকে বলুন। ৪৩

বাণ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, ক্ষিতি-কুমার নরক, বসিষ্ঠ মুনির শাপ অবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ৪৪

বাণ যাহা নরকের নিকট শুনিলেন, দূত সে সমস্তই পূর্ব্বে বলিয়াছে। বাণ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বজ্রধ্বজ নরককে বলিলেন। ৪৫

দুঃখং তত্র প্রতীকারঃ কার্য্যো ধীরৈর্বিভূতয়ে।
ভবানপি প্রতীকারং কর্ত্তুমর্হতি সম্প্রতি ॥ ৪৭
য এব মানুষঃ পৃথ্ব্যামসাধারণভূতিভিঃ।
বর্দ্ধতে দানবো বাপি দৈত্যো বাপ্যথবাসুরঃ ॥ ৪৮
রাক্ষসঃ কিন্নরো বাপি শক্রস্তান্ সহতে নহি ॥ ৪৯
স কৌটিল্যং দেবগণৈঃ সার্দ্ধং কুর্ব্বন্নিতস্ততঃ।
যথা তথা প্রকারেণ ভ্রংশয়ত্যেব তং শ্রিয়ঃ ॥ ৫০
তস্য চেষ্টিতমো দেবো বিষ্ণুর্নিত্যং সনাতনঃ।
স ন শক্রস্য কুরুতে মনোঽনিষ্টং মনাগপি ॥ ৫১
যঃ সমারাধয়েদ্ বিষ্ণুং শক্রস্যানিষ্টকারকঃ।
তস্মৈ বরঞ্চ মচ্ছিদ্রং দত্বা তং পাতয়ত্যতঃ ॥ ৫২
চিরমারাধিতো বিষ্ণুরিষ্টান্ কামান্ প্রযচ্ছতি।
মহতা কায়দুঃখেন পূজিতঃ সম্প্রসীদতি ॥ ৫৩
বিনেষ্টদেবতাপূজাং বিভূতিমতুলাং পুমান্।
কঃ প্রাপ্নোতি রুক্তঃ পূর্ব্বং ন বা পূর্ব্বকৃতৈঃ কচিৎ ॥ ৫৪
ত্বয়া নারাধিতঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মা বা বিষ্ণুরীশ্বরঃ।
তেন তেঽন্ত মহাবিঘ্না উৎপন্না বিষয়ে তব ॥ ৫৫
যো বা বিষ্ণুঃ পালকস্তে ন নিসর্গানুকম্পকঃ।
কিন্তু তে স ক্ষিতের্বাক্যাত্ত্বয়া চারাধিতো মুহুঃ ॥ ৫৬

এবিষয়ে শোক করা আপনার উচিত নহে, শরীরি-মাত্রেরই সুখ-দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু কাহাকেও পরিত্যাগ করে না। ৪৬

দুঃখ উপস্থিত হইলে ধীর ব্যক্তিদের প্রতিকার করাই কর্ত্তব্য; সেই প্রতিকারই মঙ্গলজনক হয়, আপনিও সম্প্রতি প্রতিকার বিষয়ে যত্নবান্ হউন। ৪৭

এই পৃথিবীতে মনুষ্য দানব অথবা অসুর রাক্ষস কিন্নর—ইহার মধ্যে যে কেহ অসাধারণ ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন, ইন্দ্রের তাহা কিছুতেই সহ্য হইবে না। ৪৮-৪৯

দেবগণের সহিত কুটিলতা করিয়া যে প্রকারেই হউক, তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করিবে। ৫০

তাহার মনোমত দেবতা নিত্য সনাতন বিষ্ণু; তিনি ইন্দ্রের সামান্য অনিষ্টও করিবেন না। ৫১

ইন্দ্রের অনিষ্ট করিব বলিয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণুর আরাধনা করে, বিষ্ণু তাহাকে কৌশলে অনিষ্ট বরদান করিয়া বিনাশ করেন। ৫২

অনেককাল আরাধনা করিলে বিষ্ণু অভিলষিত বিষয় দান করেন এবং অত্যন্ত কায়ক্লেশে পূজা করিলে প্রসন্নভাব অবলম্বন করেন। ৫৩

ইষ্টদেবের আরাধনা ব্যতীত, কোন্ ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে পাইতেছে? ৫৪

আপনি পূর্ব্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন না, এজন্য আপনার রাজ্যে নানারূপ বিঘ্ন উৎপন্ন হইতেছে। ৫৫

দত্তং ছিদ্রঞ্চ তে বিষ্ণুর্নাপরাধ্যাত্তয়া দ্বিজাঃ ॥ ৫৭
ইতোঽন্যথা ত্বং ভবিতা হতশ্রীরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৫৮
অপরাধ্যাত্তয়া ভূপ বসিষ্ঠঃ পরমো মুনিঃ।
তেন স্মরণমাত্রেণ নায়াতৌ ক্ষিতিমাধবৌ ॥ ৫৯
তস্মাত্ত্বং মিত্র বুধ্যস্ব কৌটিল্যং হরিমেধসঃ ॥ ৬০
নাধুনা যুজ্যতে ভৌম তবৌদাসীনতাকৃতিঃ।
যত্তে মনসি তাতোঽয়মিতি সম্প্রত্যয়ঃ স তে ॥ ৬১
বরাহ এব তে তাতঃ স চ লোকান্তরং গতঃ
বরাহোঽপি হরেরংশ ইতি যচ্ছ্রূয়তে ত্বয়া ॥ ৬২
তস্যাংশ ইত্যমুক্রোশঃ কেন বা ক্রিয়তে বদ
তস্মাত্ত্বং কুরু শম্ভোর্বা ব্রহ্মণো বাধুনার্চনম্ ॥ ৬৩
স তে প্রসন্নঃ পরমমিষ্টকামঃ প্রদাস্যতি।
বিঘ্নো বা মুনিশাপো বা যদ্বেত্তির্বাতিপীড়কঃ ॥ ৬৪
বিধৌ প্রসন্নে শম্ভৌ বা নচিরাৎ ক্ষয়মেষ্যতি ॥ ৬৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জাতসম্প্রত্যয়ো ভৌমো বাণস্য বচনাত্তদা।
সুপ্রীতঃ সম্নবাচেদং ধীরবর্ষরনিঃস্বনঃ ॥ ৬৬

ভৌম উবাচ—

যত্ত্বয়া গদিতং বাণ হিতং মে মিত্রবৎসল।
তৎ কার্য্যমচিরাদেব তপশ্চরণমুত্তমম্ ॥ ৬৭

যে বিষ্ণু আপনার পালক তাঁহার বশতাবত কাহারও প্রতি অনুগ্রহ হয় না; কিন্তু বিষ্ণুকে ক্ষিতির বাক্যানুসারে নিরন্তর আরাধনা করিয়াছেন। ৫৬

সেই বিষ্ণুই আপনাকে সচ্ছিদ্র বস্ত্র দান করিয়াছেন; বসিষ্ঠের কোন অপরাধ আছে বলিয়া স্থির করিবেন না। ৫৭

আপনি ইহার অন্যথা আচরণ করিলে হতশ্রী হইবেন। ৫৮

বসিষ্ঠের প্রতি অপরাধ আরোপ করিবেন না, আপনি স্মরণ করিলেও ক্ষিতি ও মাধব আগমন করিলেন না। ৫৯

অতএব মিত্র! ইহা হরির বুদ্ধির কুটিলতাই স্থির করুন। ৬০

এসময়ে আপনার উদাসীনভাবে থাকা ভাল নহে, 'বিষ্ণু আমার পিতা' এইরূপ আপনার মনের বিশ্বাস। ৬১

কিন্তু বরাহই আপনার পিতা, তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। বরাহ হরির অংশ, এইরূপ আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। ৬২

কিন্তু তাঁহার অংশ এই কথা কে কোথায় বলিয়া থাকে বলুন? তাহা হইলে আপনি—শিব অথবা ব্রহ্মার অর্চনা করুন। ৬৩

তাঁহারা প্রসন্ন হইলে অভিলষিত বিষয় দান করিবেন; বিঘ্নই হউক অথবা মুনিশাপ হউক, কিংবা পীড়াদায়ক যে কোনরূপই হউক, ব্রহ্মা কিংবা শিব প্রসন্ন হইলে সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৬৪-৬৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভূমি-পুত্র নরক বাণের বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৬৬

বিষ্ণুর্নারাধনীয়ো মে তত্র হেতুস্ত্বয়োদিতঃ।
নৈবারাধ্যস্তথা শম্ভুস্তত্ত্বংশঃ স মে পুরে॥ ৬৮
তস্মাদ্‌ব্রহ্মা সমারাধ্যো বচনাত্তব মিত্রক।
তৎপুত্রস্য মহাবাহো লৌহিত্যস্যাম্বুসন্নিধৌ॥ ৬৯
ভবতাধ্যাপিতশ্চাহং শিষ্যোঽথ গুরুণা যথা।
মিত্রং মিত্রং যথা মীর সাম্না পরমবল্গুনা॥ ৭০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স মহাবাহুর্বাণং বজ্রধ্বজস্তদা।
যথাবৎ পূজয়ামাস তন্মিত্রং মিত্রবৎসলঃ॥ ৭১
অর্চ্চয়িত্বা যথাযোগ্যং প্রস্থাপ্য চ বলেঃ সুতম্।
ব্রহ্মারাধনমত্যগ্রং কর্ত্তুমিচ্ছন্ ক্ষিতেঃ সুতঃ॥ ৭২
স তীর্থে নররাজস্য লৌহিত্যস্য মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মাচলং সমারুহ্য তপস্তপ্তুমুপস্থিতঃ॥ ৭৩
স মানুষেণ মানেন ক্ষিতিপুত্রঃ শতং সমাঃ।
জলাহারব্রতেনৈব সমানর্চ্চ পিতামহম্॥ ৭৪
সন্তুষ্টঃ শতবর্ষান্তে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
প্রত্যক্ষীভূয় নরকস্যাগ্রতঃ সমুপস্থিতঃ॥ ৭৫
প্রীতোঽস্মি তে বরং দাস্যে বরং বরয় সুব্রত।
ইতি চোবাচ নরকং স তদা কমলাসনঃ॥ ৭৬

মিত্রবৎসল! বাণ! আপনি যাহা বলিলেন, সেই আরাধনা করা আমার শীঘ্রই কর্ত্তব্য। ৬৭

বিষ্ণু আমার আরাধনীয় নহেন। তাহার কারণ পূর্ব্বেই আপনি বলিয়াছেন, কিন্তু শম্ভুও আমার আরাধনীয় নহেন; কারণ তিনি আমার পুরমধ্যে গুপ্তভাবে আছেন। ৬৮

তাহা হইলে মিত্র! আপনার বাক্যানুসারে ব্রহ্মা আমার আরাধনীয়। অতএব মিত্র সেই ব্রহ্মার পুত্র লৌহিত্যনদের জলসমীপে তাঁহার উপাসনা করিব। ৬৯

হে মিত্র! গুরু যেমন শিষ্যকে উপদেশ দেন, সেইরূপ আপনার উত্তমরীতি অনুসারে সান্ত্বনাবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছি। ৭০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বজ্রধ্বজ মিত্রবৎসল নরক এই কথা বলিয়া বাণকে যথাযোগ্য সংকার করিলেন। ৭১

তাহার পর বলিপুত্র সংকৃত হইয়া স্বীয় নগরে গমন করিলেন। ক্ষিতিপুত্র অব্যগ্রচিত্তে ব্রহ্মার উপাসনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৭২

তাহার পর মহাত্মা নররাজ লৌহিত্যের তীরে ব্রহ্মার আরাধনাদি তপস্যার জন্য উপস্থিত হইলেন। ৭৩

একশত বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রথানুসারে জলাহাররূপ ব্রতাচরণ করিয়া ব্রহ্মাকে অর্চ্চনা করিলেন। ৭৪

লোক-পিতামহ ব্রহ্মা একশত বৎসরের পর সন্তুষ্ট হইয়া, প্রত্যক্ষভাবে নরকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৭৫

স দৃষ্ট্বা সর্ব্বলোকেশং প্রত্যক্ষং কমলাসনম্
প্রণম্য প্রাঞ্জলিঃ প্রোচে বিনয়ানতকন্ধরঃ ॥ ৭৭
দেবাসুরেভ্যো রক্ষোভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো দেবযোনিতঃ।
অবধ্যত্বং সুরশ্রেষ্ঠ বরমেকং প্রযচ্ছ মে ॥ ৭৮
অবিচ্ছিন্না সন্ততির্মে যাবচ্চন্দ্রো রবিস্তপেৎ।
তাবত্ত্বস্তু লোকেশ দ্বিতীয়োঽয়ং বরো মম ॥ ৭৯
তিলোত্তমাদ্যা যা দেব্যঃ সরূপগুণসংযুতাঃ।
তাভ্যো মে দয়িতাঃ সন্তু সহস্রাণি তু ষোড়শঃ ॥ ৮০
অজেয়ত্বং সদা শ্রীর্মাং ন জহাতু কদাচন[1]।
ইতি পঞ্চ বরা মেঽদ্য বৃতাস্তত্তঃ পিতামহ ॥ ৮১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মায়য়া মোহিতো ভৌমো মুনিশাপং বিস্মৃতা চ।
অন্যবরান্তরং বব্রে মুনিশাপস্তথা স্থিতঃ ॥ ৮২
এবমস্ত্বিতি তান্ সর্ব্বান্ বরান্ দত্ত্বা পিতামহঃ।
উবাচেদং দ্বাপরান্তে সন্ধ্যায়াং সুরকন্যকাঃ ॥ ৮৩
তিলোত্তমাদ্যাস্তে জাতাঃ সম্ভবিষ্যন্তি ভূতলে।
ন যাবন্নারদো যাতি বজ্রধ্বজ পুরং তব।
তাবন্ন মৈথুনে যোজ্যা ভবতা তাঃ ক্ষিতেঃ সুত ॥ ৮৪

"হে সুব্রত! তোমার উপাসনায় প্রীত হইয়াছি, তোমাকে বরদান করিব, তুমি বর প্রার্থনা কর" কমলাসন, নরককে এই কথা বলিলেন। ৭৬

তাহার পর নরক সর্ব্বলোকেশ্বর কমলাসনকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এবং বিনয়-নম্র মস্তকে কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রণাম করত বলিলেন। ৭৭

হে সুরজ্যেষ্ঠ! দেব অসুর রাক্ষস এবং সকল দেবযোনি ইঁহাদের সকলের অবধ্য হই, প্রথম এই বর দান করুন। ৭৮

যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য জগতে প্রকাশিত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আমার সন্তান-পরম্পরা অবিচ্ছিন্নভাবে জগতে অবস্থান করুক, দ্বিতীয়তঃ এই বর প্রদান করুন। ৯

এবং তিলোত্তমাদির যে সমস্ত রূপ ও গুণ আছে, সেই সমস্ত রূপ ও গুণ-সম্পন্ন ষোড়শসহস্র স্ত্রী হইবে, তৃতীয়তঃ এই বর প্রদান করুন। ৮০

সকলের অজেয় এবং শ্রীসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্যের অপরিত্যক্ত হইব, হে পিতামহ! অদ্য এই পাঁচটি বর আমি প্রার্থনা করি। ৮১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ভূমি-পুত্র মায়ায় মোহিত হইয়া এবং মুনি-শাপ বিস্মৃত হইয়া অন্য বর প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু মুনিশাপ বর্ত্তমান রহিল। ৮২

"তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, সে সমস্তই তোমার সিদ্ধ হইবে; পিতামহ, নরককে এইরূপ বর দান করিয়া বলিলেন, দ্বাপরের শেষ ভাগে তিলোত্তমাদির ন্যায় রূপবতী সুরকন্যাগণ জন্ম গ্রহণ করিবে, যতদিন নারদ তোমার বজ্রধ্বজ-পুরে গমন না করেন, ততদিন হে ক্ষিতিপুত্র! তাহাদের সহিত সম্ভোগাদি করিও না। ৮৩-৮৪

১। ……কদা শ্রীর্মাং ন জহাতু বিভূতিভিঃ। ইতি পাঠান্তরম্।

ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বলোকেশঃ ক্ষণাদন্তর্হিতোঽভবৎ।
মুদমাসাদ্য পরমাং স্বস্থানং নরকোঽভ্যগাৎ ॥ ৮৫
ততো মুদিতলোকং স্বং নগরং শ্রীনিষেবিতম্।
সদা সোৎসাহসম্পূর্ণমীতিবিঘ্নবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৮৬
অভবৎ পশুসস্যৈশ্চ বাজিবারণকুঞ্জকৈঃ।
সম্পূর্ণং দেবরাজস্য দয়িতেবামরাবতী ॥ ৮৭
উত্তীর্ণতপসং শ্রুত্বা বাণো দত্তবরং তথা।
স্বয়ং পুনরুপাতিষ্ঠন্তৌমং বজ্রধ্বজং তদা ॥ ৮৮
স গত্বা ভৌমনগরং বাণঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাহ্বয়ম্।
পপ্রচ্ছ নরকং মিত্রং তপসঃ সন্নিবেশনম্ ॥ ৮৯
কুত্র ত্বয়া তপস্তপ্তং কিং বাং চীর্ণত্বয়া ব্রতম্।
কীদৃশো বা বরো লব্ধস্তং মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৯০
দৃষ্টং তব পুরং সর্ব্বং প্রহৃষ্টজনসঙ্কুলম্।
বাজিবারণবৃন্দৌঘৈঃ পূরিতং মঙ্গলস্বনৈঃ ॥ ৯১
দৃশ্যতেঽদ্য ত্বয়া পাল্যং শস্যপূর্ণমনাময়ম্।
কথ্যতাং বা কথং ব্রহ্মা বরং তুভ্যং প্রদত্তবান্ ॥ ৯২

ভৌম উবাচ—

ব্রহ্মা স্বয়ং পর্ব্বতরূপধারী, কামেশ্বরীং ধর্তুমিহাবতীর্ণঃ।
তত্র স্বয়ং সম্প্রতি যত্নমেতি, পুরা ন যাবচ্ছপতে বশিষ্ঠঃ ॥ ৯৩
সোঽহং পুরে মে বলিপুত্র রাজতে
দেবোঘসেব্যোঽপ্যমরোত্তমাংশঃ।
তত্রাহমেকো বরতোরভোজনো
বর্ষাণ্যকার্ষঞ্চ তপঃ শতানি বৈ ॥ ৯৪

এই কথা বলিয়া সর্ব্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। নরক, পরম আনন্দ লাভ করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ৮৫

তাহার পর স্বকীয় নগর—আনন্দিত লোক সকলে অধিষ্ঠিত, লক্ষ্মীযুক্ত, সদা উৎসাহসম্পন্ন, বিঘ্নবর্জ্জিত দেখিলেন এবং পশু, শস্য, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদিতে নগর পরিপূর্ণ হইল, নগর পুনরায় দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায় হইল। ৮৬-৮৭

নরকের তপস্যা শেষ হইয়া বর লাভ হইয়াছে শুনিয়া বাণ সেই সময়ে স্বয়ং বজ্রধ্বজ নরকের সমীপে গমন করিলেন এবং ভৌমনগর প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরীতে উপস্থিত হইয়া মিত্র নরককে তপস্যার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন; 'কোথায় আপনি তপস্যা করিয়াছেন? কিরূপে ব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন? কিরূপ বর লাভ করিয়াছেন? তৎসমস্ত আমাকে বলুন। ৮৮-৯০

আপনার নগর আনন্দপূর্ণ এবং জনসমাজও অত্যন্ত প্রফুল্ল, অশ্ব-হস্তি-পূর্ণ এবং মঙ্গলধ্বনিযুক্ত, নানাবিধ শস্য পরিপূর্ণ, ব্যাধিশূন্য। ৯১

আপনি উত্তমরূপে পালন করিতেছেন দেখিতে পাইয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। আপনি বলুন, কিরূপে ব্রহ্মা হইতে বর লাভ করিলেন?" ৯২

ভৌম বলিলেন;—ব্রহ্মা স্বয়ং পর্ব্বতরূপ ধারণ করিয়া কামেশ্বরীকে ধারণ করিবার জন্য এখানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; যতক্ষণ বসিষ্ঠ আমাকে শাপ দেন নাই ততক্ষণ কামাখ্যাধারণে স্বয়ং যত্ন করিয়াছিলেন। ৯৩

লৌহিত্যাতীরে ঘনবায়ুসেবিতে
মনোহরে প্রাণভৃতাং সুখপ্রদে ॥
তপঃপ্রবৃত্তস্য সুখং সমাগম-
ন্নবৎসরৈকা শরদাং শতানি মে ॥ ৯৫
ততঃ স তুষ্টশ্চতুরাননোঽভবৎ
প্রত্যক্ষতো মাং স্বপদঞ্চ মন্ত্রিতম্ ।
তব প্রসন্নোঽস্মি বরং যথেপ্সিতং
দাস্যে গৃহাণেতি পুরোঽথ তুষ্টা ॥ ৯৬
অবধ্যতা মে সুরযোনিতঃ সুরা-
দচ্ছিন্নসন্তানমজেয়তা তথা ।
সদা বিভূতির্ন জহাতু মামিতি
বরাশ্চ নার্য্যো নবযৌবনান্বিতাঃ ॥ ৯৭
এতে বরাঃ পঞ্চ ময়া ততো বৃতাঃ
সোঽপি প্রতিজ্ঞায় গতো নিজাস্পদম্[১] ॥ ৯৮
ততোঽহমভ্যেত্য পুরং নিজং মুদা
মন্ত্রিপ্রবীরৈঃ সহিতঃ পুনস্তান্[২] ।
পৌরান্ সবন্ধূন্ সগণানমোদয়ম্
দানেন মানেন চ ভোজনেন ॥ ৯৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতীরিতং তস্য বলেঃ সুতস্তদা
ভৌমস্য শ্রুত্বা মুমুদে ন তৎক্ষণাৎ ।
ইদং তদোচে বচনং ক্ষিতেঃ সুতং
তৎকালযুক্তং ন চ সুনৃতোত্তমম্ ॥ ১০০

হে বলিপুত্র ! ব্রহ্মা আমার পুরে এই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতে দেবকুল-সেব্য হইয়াও বিরাজ করিতেছেন। তাহার পর আমি বারিভক্ষণ করিয়া একশত বৎসর তপস্যা করিলাম। ৯৪

তখন বায়ু-সেব্য, মনোহর এবং প্রাণীদিগের সুখকর লৌহিত্যাতীরে তপস্যাতে রত হইবার পর, এক শত বৎসর এক বৎসরের ন্যায় অতীত হইল। ৯৫

তৎপরে চতুরানন সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষভাবে আমার সমক্ষে আগমন করত হিতবাক্য বলিলেন। তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, ঈপ্সিত বর গ্রহণ কর। ৯৬

সুরাসুর এবং দেবযোনিমাত্রের অবধ্যতা, অবিচ্ছিন্ন সন্তান, পরের অজেয়তা, অখণ্ড ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য, উত্তমরূপ-সম্পন্ন স্ত্রীগণের পতিত্ব, এই পাঁচটি বর আমি প্রার্থনা করিলাম, তিনিও তাহা দিয়া নিজমন্দিরে গমন করিলেন। ৯৭-৯৮

তাহার পর আমি হৃষ্টান্তঃকরণে নিজপুরে আগমন করিয়া সৎকার্য্য-রত মন্ত্রিগণের সহিত সমস্ত পুরাতন বন্ধুবান্ধবদিগকে দান এবং মান্য ব্যক্তির সন্তোষ সাধন করিলাম। ৯৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বলিপুত্র নরকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তত সন্তুষ্ট-

১। নিজং পদম্ ইতি পাঠান্তরম্।
২। সমস্তান্ ইতি পাঠান্তরম্।

বাণ উবাচ—

ন তে মুনেঃ শাপমতীত্য গন্তুং
কৃতা মতির্মিত্র তদা বিধেঃ পুরঃ।
কথন্তু ভদ্রং ভবিতা তবেহ
ভাবীত্যবশ্যং ক্ষিতিপুত্র নিত্যম্ ॥ ১০১

কৃতস্য করণং নাস্তি দৈবাধিষ্ঠিতকর্ম্মণঃ।
ভাবীত্যবশ্যং যদ্ভাব্যং তত্র ব্রহ্মাপ্যবাধকঃ ॥ ১০২
তস্মাত্ত্বং সুমহাবীরানসুরান্ পাবকোপমান্।
সভ্যায় চ পুরস্কৃত্য সাচিব্যে বিনিযোজয় ॥ ১০৩
দ্বারি সংস্থাপ্য বৈ বীরান্ দেবৈরপি দুরাসদান্।
অতিক্রম্য দেবেশং যদি লব্ধবরো ভবান্ ॥ ১০৪
বিধিনা যো বরো দত্তো ভবতে তৎপরীক্ষণম্।
কর্ত্তুমর্হসি জায়ায়ামপুত্রো জনয়াত্মজম্ ॥ ১০৫
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বাণো যথাবত্তেন পূজিতঃ।
নরকো মিত্রবচনং কর্ত্তুং সমুপচক্রমে ॥ ১০৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

হইলেন না; এবং নরককে সেই সময়ের উপযুক্ত বাক্য বলিলেন, মনোমত বাক্যও বলিলেন না। ১০০

তাহার পর কহিলেন, মিত্র! তোমার মতি ব্রহ্মার সমক্ষে বশিষ্ঠ-শাপ অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; হে ক্ষিতিপুত্র! তোমার মঙ্গল কিরূপে হইবে? অবশ্যম্ভাবী যে কার্য্য সেটি নিত্য। ১০১

কৃত দৈবকার্য্য পুনর্ব্বার করা যায় না; অবশ্যম্ভাবী কার্য্য নিশ্চয়ই হইবে, তাহা ব্রহ্মাও প্রতিরোধ করিতে পারেন না। ১০২

অতএব মহাবীর পাবকসদৃশ অসুরদিগকে সচিবের পদে নিযুক্ত করুন, দেবতাদিগেরও দুর্জ্জেয় বীরদিগকে দ্বারীর পদে নিযুক্ত করুন। ১০৩

যদি দেবেশ্বরকে অতিক্রম করিয়া আপনি বর লাভ করিয়া থাকেন,—যে বর ব্রহ্মা আপনাকে দিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করুন এবং নিজ পুরে অবস্থিতি করিয়া জায়াগর্ভে পুত্রোৎপাদন করুন। ১০৪-১০৫

বাণ, এই কথা বলিয়া যথানিয়মে সংকৃত হইয়া গমন করিলেন, নরকও মিত্র-বচন প্রতিপালন করিতে উপক্রম করিলেন। ১০৬

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ঋতুমত্যান্তু ভার্য্যায়াং কালে স নরকঃ ক্রমাৎ।
ভগদত্তং মহাশীর্ষং মদবন্তং সুমালিনম্॥ ১
চতুরো জনয়ামাস পুত্রানেতান্ ক্ষিতেঃ সুতঃ।
মহাসত্ত্বান্ মহাবীর্য্যান্ বীরৈরন্যৈর্দ্দুরাসদান্॥ ২
ততো বাণস্য বচনাদ্ধয়গ্রীবং তথা মুরুম্।
সন্ধায়াথ সমানীয় সৈনাপত্যেঽভ্যষেচয়ৎ॥ ৩
মুরুং সন্নিহিতং শ্রুত্বা হয়গ্রীবঞ্চ ভৌমিনা।
যে যে ক্ষিতৌ তদা হ্যাসন্নসুরাস্তেঽপি সঙ্গতাঃ॥ ৪
হয়গ্রীবং মুরুং শ্রুত্বা নরকেণ সমাগতম্।
নিসুম্ভসুম্ভনামানাবসুরৌ সৈনিকৈঃ সহ।
বিরূপাক্ষস্তদা দৈত্যঃ সর্ব্বে তেন সমাগমন্॥ ৫
ততঃ স পশ্চিমদ্বারি নরকঃ সেনয়া সহ।
মুরুং দ্বারাধিপং চক্রে হয়গ্রীবং তথোত্তরে॥ ৬
পূর্ব্বদ্বারি নিসুম্ভঞ্চ বিরূপাক্ষঞ্চ দক্ষিণে।
মধ্যে পঞ্চজনং সুম্ভং সৈনাপত্যেঽভ্যষেচয়ৎ॥ ৭
মুরুং ক্ষুরান্তান্ পাশাংশ্চ ষট্সহস্রাণ্যযোজয়ৎ।
দ্বারি তৎপুররক্ষার্থং সংস্কৃতঃ ক্ষিতিসূনুনা॥ ৮
এবং পূর্ব্বান্ পূর্ব্বতরানবমত্য সুমন্ত্রিণঃ।
অসুরৈরেব সততং সোঽসুরো মুদিতোঽভবৎ॥ ৯

নরকের পুত্রোৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কালক্রমে পত্নী ঋতুমতী হইলে ক্ষিতিপুত্র নরক, ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবান্, সুমালী নামে চারিটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। ১

তাহারা মহা বলবান্, অত্যন্ত বীর্য্যবান্ ও অন্য বীরগণের দুর্দ্দমনীয় হইল। তাহার পর বাণের বাক্যানুসারে অনুসন্ধান করিয়া হয়গ্রীব নামক অসুরকে আনয়ন করত সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। ২-৩

হয়গ্রীবের বিষয় শ্রবণ করিয়া মুরুনামে অসুর তথায় উপস্থিত হইল; এবং পৃথিবীতে উপযুক্ত যত অসুর ছিল, সকলেই নরক-ভবনে উপস্থিত হইল। ৪

নরক-ভবনে হয়গ্রীব আগমন করিয়াছে শুনিয়া সুম্ভ-নিসুম্ভ নামক অসুরদ্বয় সকল সৈন্যের সহিত তথায় উপস্থিত হইল; এবং বিরূপাক্ষ অসুরও সেই স্থানে আগমন করিল। ৫

অসুরগণ একত্র সমবেত হইলে নরক, সমস্ত সৈন্যের সহিত মুরুকে পশ্চিমদ্বারের অধিপতি করিলেন, হয়গ্রীবকে উত্তরদ্বারাধিপতি করিলেন। ৬

নিসুম্ভকে পূর্ব্বদ্বারের অধিপতি করিলেন, বিরূপাক্ষকে দক্ষিণদ্বারে এবং সুম্ভকে মধ্যে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। মুরু ষট্‌সহস্র ক্ষুরান্ত পাশ দ্বারে যোজনা করিল। ৭-৮

নরক, পুররক্ষার জন্য তাহাদিগকে বিশেষ সংকার করিলেন; এবং পূর্ব্ব-

পূর্ব্বং গৃহীতং ভাবং স পরিত্যজ্য ক্ষিতেঃ সুতঃ।
আসুরং ভাবমাসাদ্য বাধতে ত্রিদিবৌকসঃ॥ ১০
স দেবান্ স মুনীন্ সর্ব্বান্* ন চ জানাতি কাংশ্চন।
সুরেশ্বরং জিগায়াও হয়গ্রীবসহায়বান্॥ ১১
এবং স চাসুরং ভাবং ভবানো বিচরন্ ক্ষিতৌ।
বাণস্য বচনাদ্রুং বাধয়ত্যেব বৈ মুনীন্॥ ১২
দেবেন্দ্রং ত্রিধা জিত্বা হয়গ্রীবসহায়বান্।
অদিত্যাঃ কুণ্ডলযুগং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্*॥ ১৩
সর্ব্বরত্নাস্তবাবি দুঃখবিঘ্নহরং পরম্॥ ১৪
জহার নরকো ভৌমো নির্ভীতো মুনিশাপতঃ*।
এবং দেবান্ বাধমানো মুনীন্ বিপ্রান্ ক্ষিতেঃ সুতঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি রাজ্যং প্রাগ্জ্যোতিষেঽকরোৎ॥ ১৫
এতস্মিন্নন্তরে দেবী মহাভারার্দিতা ক্ষিতিঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমুখান্ দেবান্ রক্ষার্থং শরণং গতা।
ইদং চোবাচ ধাতারং প্রণম্যোর্ব্বী সমাধবম্॥ ১৬

পৃথিব্যুবাচ—

দানবা রাক্ষসা দৈত্যা হরিণা যে চ সূদিতাঃ।
তে রাজ্ঞাং মন্দিরে জাতা অধুনা বলগর্ব্বিতাঃ॥ ১৭
তেষাং ভারমহং সোঢুং ন শক্নোমি মহত্তরম্।
অসংখ্যাতাশ্চ তে সর্ব্বে তান্ সংখ্যাতুং ন চোৎসহে॥ ১৮

ভন মন্ত্রিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, সর্ব্বদা অসুরের সহিত অবস্থান করত আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। ৯

তাহার পর ক্ষিতিপুত্র পূর্ব্ব-পরিচিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া অসুরভাব গ্রহণ করত দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। ১০

দেবতা ও মুনিগণকে নিরন্তর অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন; নরক হয়গ্রীবের সাহায্যে দেবরাজকে জয় করিলেন। ১১

এইরূপ অসুরভাব বিস্তার করত ক্ষিতিপুত্র নরক ক্ষিতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন; এবং বাণের বাক্যানুসারেই ইন্দ্র ও মুনিদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। ১২

হয়গ্রীবের সহায়তাবশতঃ নরকবীর দেবরাজকে হঠাৎ পরাজিত করিয়া ত্রিলোকদুর্লভ সর্ব্ব-রত্ন-স্রাবী দুঃখ ও বিঘ্ননিবারক অদিতির কুণ্ডলদ্বয়, মুনি-শাপে ভয় না করিয়া হরণ করিলেন। ক্ষিতিপুত্র এইরূপ দেবতা ও মুনিদিগের উৎপীড়নে রত হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর প্রাগ্জ্যোতিষপুরে রাজত্ব করিলেন। ১৩—১৫

ইহার মধ্যে ক্ষিতি মহাভারাক্রান্তা হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের শরণাপন্না হইলেন। তিনি মাধব ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন। ১৬

যে দানব রাক্ষস দৈত্যদিগকে বিষ্ণু বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহারা রাজা নরকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা অত্যন্ত বলবান্, তাহাদের দুর্ব্বহ

১। বিপ্রান্ নাবজানাতি। ২। দুর্লভং। ৩। দেবশাপতঃ।

অষ্টৌ শতসহস্রাণি তেষাং মুখ্যা মহাবলাঃ।
তেষপ্যতিবলান্ বোঢুং ন তান্ শক্নোমি চাধুনা ॥ ১৯
বাণং বলেঃ সুতং বীরং কংসং ধেনুকমেব চ।
অরিষ্টঞ্চ প্রলম্বঞ্চ মুনামানং মুরুং শলম্ ॥ ২০
চাণূরমুষ্টিকৌ মল্লৌ জরাসন্ধং মহাবলম্।
নরকঞ্চ হয়গ্রীবং নিসুম্ভং সুন্দমেব চ ॥ ২১
বিরূপাক্ষং শঙ্খজনং হিড়িম্বঞ্চ বকং বলম্।
জটাসুরঞ্চ কির্মীরমনায়ুধমলম্বুষম্ ॥ ২২
সৌভাখ্যঞ্চ জরাসন্ধং দ্বিবিদঞ্চাপি বানরম্।
ক্রত্বায়ুধং মহাদৈত্যং শতায়ুধমথাপরম্ ॥ ২৩
ঋষ্যশৃঙ্গসুতঞ্চৈব সুবাহুমতিবাহুকম্।
কালকঞ্জাংস্তথা দৈত্যাং হিরণ্যপুরবাসিনঃ ॥ ২৪
এতেষাং তু পদক্ষোভৈর্বিশীর্ণাহং দিনে দিনে।
লোকান্ বোঢ়ুং ন শক্নোমি তান্নিঘ্নত সুরোত্তমাঃ ॥ ২৫
নচেন্নঙ্ক্ষ্যাং প্রকুর্বন্তি ভবন্তঃ সুরসত্তমাঃ।
তদা বিশীর্ণা যাস্যামি পাতালমবশাধুনা ॥ ২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
দৈত্যচ্ছেদে করিষ্যামঃ ক্ষিতে ভারবিমোক্ষণম্ ॥ ২৭
বিসৃজ্য পৃথিবীং দেবীং সর্ব্বে দেবাঃ সনাতনম্।
মাধবং তোষয়ামাসু র্ভারাবতরণং প্রতি ॥ ২৮
স তু তুষ্টঃ সুরান্ সর্ব্বান্ যাংশৈরবতরন্ত বৈ।
ক্ষিতৌ ভারাবতারায়েত্যুক্ত্বা ব্রহ্মমিহ প্রভুঃ ॥ ২৯

ভার আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তাহারা অসংখ্য—তাহাদের সংখ্যা করিতে আমি সক্ষম হইতেছি না। ১৭-১৮

সেই অসুরদের মধ্যে অষ্টশত সহস্র—প্রধান এবং অত্যন্ত বলবান্; তাহার মধ্যে অত্যন্ত বলসম্পন্ন বলিপুত্র বাণ, বীর কংস, ধেনুক, অরিষ্ট, প্রলম্ব, মল্ল চাণূর, মুষ্টিক, মহাবলবান্ জরাসন্ধ, নরক, হয়গ্রীব, নিসুন্দ, সুন্দ, বিরূপাক্ষ, শঙ্খজন, হিড়িম্ব, বক, জটাসুর, কির্ম্মীর, অনায়ুধ, অলম্বুষ, সৌভ, জরাসন্ধ ও দ্বিবিদ বানর, ক্রত্বায়ুধ, মহাদৈত্য শতায়ুধ, ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র সুবাহু, অতিবাহু, হিরণ্যপুরনিবাসী কালকঞ্জ প্রভৃতি দৈত্যবর্গের ভার আমি কিছুতেই সহ্য করিতে সক্ষম হইতেছি না। ১৯-২৪

ইহাদের চরণে নিরন্তর দলিত হইয়া দিন দিন বিশীর্ণ হইতেছি। এ সমস্ত দৈত্যের ভার বহন করিতে নিতান্তই অক্ষম হইয়াছি, ইহাদিগকে দেবগণ বিনাশ করুন। না হইলে একেবারে বিশীর্ণ হইব, অথবা পাতালে গমন করিব। ২৫-২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাহার পর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর—"আমরা ক্ষিতির ভার মোচন করিব" এই বলিয়া পৃথিবীকে বিদায় করিলেন। ২৭

তাহার পর সকল দেবগণ সনাতন মাধবকে ক্ষিতির ভারাবতরণের জন্য তোষণ করিলেন। ২৮

অবতীর্ণোঽথ[1] দেবক্যা গর্ভে ভারাবতারণে।
বিষ্ণুং চাবতরিষ্যন্তং জ্ঞাত্বা দেবাঃ সনাতনম্॥ ৩০
রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ দেব্যো রূপগুণান্বিতাঃ।
ক্ষিতাবুৎপাদয়ামাসুঃ সহস্রাণি তু ষোড়শ॥ ৩১
তাঃ সর্ব্বা হিমবৎপৃষ্ঠে ক্রীড়মানা বরস্ত্রিয়ঃ।
অপশ্যন্নরকো ভৌমস্তা জহার তদা হঠাৎ॥ ৩২
ক্ষণেন তা ধর্ষিত্বা দেব্যো নীতাঃ প্রাগ্জ্যোতিষং প্রতি।
নরকং প্রার্থয়ামাসুঃ সময়ং মৈথুনং প্রতি॥ ৩৩
নারদো যাবদায়াতি নগরং প্রতি ভৌম তে।
অস্মাকং কুরু রক্ষাঞ্চ তাবন্নো মুঞ্চ মৈথুনে॥ ৩৪
স সমেষ্যতি বীর ত্বাং ন চিরান্নো হ্যনুগ্রহাৎ।
তেন দৃষ্টা বয়ং সার্দ্ধমেষ্যামঃ সঙ্গমং ত্বয়া॥ ৩৫
ইতি সম্প্রার্থিতস্তাভির্নরকো ভূমিনন্দনঃ।
ব্রহ্মবাক্যং তদা স্মৃত্বা এবমস্ত্বিচিবান্[2] মুহুঃ॥ ৩৬
এতস্মিন্নন্তরে দেবো ভগবান্ লোকভাবনঃ[3]।
দেবক্যা জঠরাজ্জাতো বৃদ্ধো নন্দগৃহেঽভবৎ॥ ৩৭
কংসকেশিপ্রলম্বাদীন্ হত্বা দৈত্যাননেকশঃ।
অকরোদ্দ্বারকাবাসং সাগরে সলিলান্তরে[4]॥ ৩৮
তত্রাষ্টৌ কন্যকাস্তেন স্বধর্ম্মেণ চ বীকৃতাঃ॥ ৩৯

ভগবান্ তুষ্ট হইয়া বলিলেন, দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব রূপে পৃথিবীর ভারাবতারণের জন্য পৃথিবীতে অবতরণ কর;—এই কথা বলিয়া স্বয়ং ভারাবতারণের নিমিত্ত দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন। দেবগণ সনাতন হরি অবতীর্ণ হইয়াছেন জ্ঞাত হইয়া পৃথিবীতে রম্ভা ও তিলোত্তমার ন্যায় রূপ ও গুণসম্পন্না ষোড়শ সহস্র স্ত্রী উৎপাদন করিলেন, তৎপরে সেই মনোহারিণী স্ত্রীগণ হিমবৎপ্রস্থে ক্রীড়া করিতেছে দেখিয়া ভূমিপুত্র নরক হঠাৎ তাহাদিগকে হরণ করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই পরাভূত করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরে লইয়া গেলেন। ২৯-৩২

সেই স্ত্রীগণ নরকসমীপে সম্ভোগ বিষয়ে কিছু সময় প্রতীক্ষা করিতে প্রার্থনা করিল—হে ভূমিপুত্র! নারদ এই নগরে যতদিন আগমন না করেন, ততদিন সম্ভোগস্পৃহা নিবৃত্তি করুন, এবং আমাদের রক্ষা করুন। হে বীর! নারদ শীঘ্রই এই নগরে আগমন করিবেন, তাঁহার আগমন কাল পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া প্রতীক্ষা করুন। তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইলে তৎপরে আপনার সঙ্গে সম্ভোগ-সুখভোগ করিব। এইরূপ তাহারা কিঞ্চিৎ সময়ের প্রার্থনা করিলে পৃথিবী-পুত্র নরক সেই সময় ব্রহ্ম-বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাদের কথায় সম্মত হইলেন। ৩৩-৩৬

ইহার মধ্যে বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নন্দগৃহে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন। তাহার পর কংস কেশী ও প্রলম্বাদি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বারকাতে বাস করিতে লাগিলেন। ৩৭-৩৮

১। অবতীর্ণঃ। ২। বাঢ়মিত্যুচিবান্।
৩। বিষ্ণুরবতীর্ণো ধরাতলে। ৪। অম্বুপ্রান্তনিবান্তরে।

কালিন্দী মানুষীরূপা রুক্মিণী রমণী ততঃ ॥ ৪০
নগ্নজিতনয়া সত্যা লক্ষণা চারুহাসিনী।
সুশীলা শীলসম্পন্না তথা জাম্ববতী সতী ॥ ৪১
এতাসু স্ত্রীষু চ ততো হ্যনুরক্তস্য তস্য বৈ।
ষট্ ত্রিংশদ্বৎসরা জাতা বলদেবসহায়িনঃ ॥ ৪২
প্রদ্যুম্নসাম্বপ্রমুখাঃ পুত্রাস্তস্য মহাবলাঃ।
জাতাস্তত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শাস্ত্রে শস্ত্রে চ কোবিদাঃ[1] ॥ ৪৩
অনেকে নিহতা দৈত্যা ভারভূতাস্তদা ক্ষিতেঃ।
প্রহৃষ্টঃ ক্রীড়মানশ্চ দ্বারকায়ামুবাস সঃ ॥ ৪৪
অথ শক্রস্তদায়াতো নরকেণার্দ্দিতো ভৃশম্।
দ্বারকাং প্রতি কৃষ্ণস্য দর্শনায় গণৈঃ সহ ॥ ৪৫
তত্র গত্বা পরিষ্বজ্য কৃষ্ণং লোকনমস্কৃতম্।
পূজিতস্তেন বহুশ আসনে কাঞ্চনে স্থিতঃ ॥ ৪৬
কথয়ামাস হরয়ে নরকস্য বিচেষ্টিতম্।
শক্রো যথা পূর্ব্ববৃত্তং যথা বা বর্ত্ততেঽধুনা ॥ ৪৭

শক্র উবাচ—

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো যদর্থমহমাগতঃ।
কথয়িষ্যামি তৎ সর্ব্বং তত্র শঙ্কাং ন সঙ্কুরু ॥ ৪৮

তাহার পর সেই দ্বারকাতে মনুষ্য-রূপধারী কৃষ্ণ—কালিন্দী, রুক্মিণী, নগ্নজিৎ-কন্যা, সত্যা, লক্ষণা, চারুহাসিনী, শীল-সম্পন্না সুশীলা ও জাম্ববতী এই আটটী রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ৩৯-৪১

সেই কন্যাদিগের প্রতি সতত অনুরক্ত থাকিয়া ভগবানের ষট্‌ত্রিংশ বৎসর অতীত হইল। সেই সময় বলদেব তাঁহার সহায় ছিলেন। ৪২

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তৎপরে কৃষ্ণের শাস্ত্র ও অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী প্রদ্যুম্ন শাম্ব প্রভৃতি মহাবলশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। ৪৩

তাঁহাদের পরাক্রমে ক্ষিতির ভারভূত বহুদৈত্য বিনষ্ট হইল। তৎপরে কৃষ্ণ নানাবিধ ক্রীড়াতে রত হইয়া দ্বারকাতে বাস করিতে লাগিলেন। ৪৪

অনন্তর ইন্দ্র নরকের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া নিজগণের সহিত দ্বারকাতে, কৃষ্ণের দর্শনাভিলাষে আগমন করিলেন। ৪৫

দ্বারকায় আসিয়া তিনি লোকনাথ কৃষ্ণকে বহু নমস্কার করত কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিলেন এবং কৃষ্ণ, তাঁহার বিশেষ আদর করিলেন। তাহার পর শক্র, নরকের আচরণ সমুদয় বলিতে লাগিলেন; নরক; পূর্ব্বে যাহা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে সময়ে যাহা করিতেছেন, আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিলেন। ৩৬-৪৭

ইন্দ্র বলিলেন, মহাবাহু কৃষ্ণ! আমি যে জন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, সে সমস্তই বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন, তাহাতে শঙ্কা করিবেন না। ৪৮

১। নিক্ষিতান।

ভূমিপুত্রোঽসুরো নাম্না নরকঃ সুরমর্দ্দনঃ ।
চিরজীবী পুরা বিষ্ণুক্ষিতিভ্যাং পরিপালিতঃ ॥ ৪৯
অধুনা স ক্ষিতিং বিষ্ণুমবজ্ঞায় দুরাসদঃ ।
বাণস্য বচনাদ্ভৌমো ব্রহ্মাণং পর্য্যতোষয়ৎ ॥ ৫০
ব্রহ্মণঃ স বরান্ লব্ধ্বা অতীবাভূৎ প্রদর্পিতঃ[1] ।
মাধবং পৃথিবীং বাপি সস্মার ন কদাচন ॥ ৫১
পূর্ব্বমাসীৎ স ধর্ম্মাত্মা দেবারাধিতসুরো ব্রতী ।
অধুনা বাধতে সর্ব্বানাসুরং ভাবমাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অদিতেঃ কুণ্ডলে মোহাজ্জহারামৃতসম্ভবে ।
দেবানৃষীন্ বাধমানো[2] বিপ্রাণামপ্রিয়ে রতঃ ॥ ৫৩
মাং চাপি বাধতে নিত্যং কামগামী দুরাসদঃ ।
জেতা তু সুরদৈত্যানামবধ্যঃ সর্ব্বদেহিনাম্[3] ।
তব চাপ্যন্তরপ্রেক্ষী তং পাপং জহি ভূতয়ে ॥ ৫৪
ত্বদর্থং সর্ব্বদেবৈর্যা দেবগন্ধর্ব্বকন্যকাঃ ।
ধৃতা পর্ব্বতমুখ্যে তু হিমবত্যবতারিতাঃ ॥ ৫৫
চতুর্দ্দশসহস্রাণি সহস্রে দ্বে শতাধিকে ॥ ৫৬
তাঃ সর্ব্বাঃ কন্যকাঃ পাপঃ প্রসহ্য বরদর্পিতঃ ।
জহার স দুরাধর্ষো হয়গ্রীবসহায়বান্ ॥ ৫৭
সাগরে যানি রত্নানি পৃথিব্যাঞ্চ ত্রিবিষ্টপে[4] ।
তানি সর্ব্বাণি সংহৃত্য প্রমথ্য সুরমানুষান্ ॥ ৫৮

সুরপীড়ক দুষ্ট ভূমি-পুত্র নরক, চিরজীবী হইয়া বিষ্ণু ও ক্ষিতিকর্ত্তৃক প্রতি-পালিত হইয়াছে, এ সময়ে দুষ্ট—বিষ্ণু ও ক্ষিতিকে অবজ্ঞা করত বাণের বাক্যানুসারে ব্রহ্মাকে পরিতোষ করিয়াছে এবং ব্রহ্মদত্ত বরলাভ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছে ; মাধব ও ক্ষিতিকে কদাচ স্মরণ করে না । ৪৯-৫১

সেই দুরাত্মা পূর্ব্বে ধর্ম্মশীল দেবারাধনায় রত এবং ব্রতশীল ছিল, বর্ত্তমান সময়ে অসুরভাব ধারণ করত সকলকেই পীড়া দিতেছে, মোহবশে অদিতির অমৃত-নিস্যন্দী কুণ্ডল-দ্বয় হরণ করিয়াছে । ৫২

দেব ও ঋষিগণকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে, এবং ব্রাহ্মণদিগের অপ্রিয়কার্য্যে সর্ব্বদা রত থাকিয়া, দুষ্ট ইচ্ছানুসারে নিরন্তর আমাকেও উৎপীড়ন করিতেছে । ৫৩

অসুর ও দেবতাদিগের জেতা এবং দেবাদির অবধ্য হইয়াছে,—এমন কি আপনার পর্য্যন্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছে । অতএব সেই পাপাত্মাকে মঙ্গলের নিমিত্ত বিনাশ করুন । ৫৪

আপনার জন্য দেবগণ—দেব ও গন্ধর্ব্ব কন্যাগণকে পর্ব্বত প্রধান হিমালয়ে রাখিয়াছিলেন । ৫৫

সেই দেবকন্যা ও গন্ধর্ব্বকন্যা শতাধিক ষোড়শ সহস্র । ৫৬

সেই সমস্ত কন্যাগণকে বলগর্ব্বিত পাপিষ্ঠ নরক; হয়গ্রীবের সাহায্যে হরণ করিয়াছে । ৫৭

১। ব্রহ্মাতঃ·····দতো বভূবাতীব দর্পিতঃ ।
২। দানবানাং ।
৩। জৈত্রস্ত সুরদেবানাং বাধকঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
৪। ত্রিপিষ্টপে ।

তীরে লৌহিত্যতীর্থস্য সোঽকরোন্মণিপর্ব্বতম্ ॥ ৫৯
তস্মিন্ গিরৌ পুরীং রম্যাং কারয়িত্বাঽলকাহ্বয়াম্।
তাঃ সর্ব্বা বাসয়ামাস দেবগন্ধর্ব্বযোষিতঃ ॥ ৬০
একবেণীধরাঃ সর্ব্বাঃ সম্ভোগপরিবর্জ্জিতাঃ।
ত্বামেব তাঃ প্রতীক্ষন্তে সনাথাঃ কুরু কৃষ্ণ তাঃ ॥ ৬১
যাবদাগচ্ছতি পুরং ভবতো নারদো মুনিঃ।
তাবন্ন মৈথুনে যত্নং তোয় ত্বং করিষ্যসি ॥ ৬২
ইতি তাঃ সময়ং চক্রুর্নরকস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৬৩
নারদস্ত যদাযাতঃ প্রাগ্জ্যোতিষপুরং প্রতি।
যদা ত্বং নরকং হন্তুং গন্তা তৎপুরমুত্তমম্ ॥ ৬৪
তস্মাত্ত্বং পাপকর্ম্মাণং নরকং নরকোপমম্।
জহি দেবমনুষ্যাণাং কণ্টকং তং দুরাসদম্ ॥ ৬৫
বধাত্তস্য ক্ষিতির্দেবী পুত্রশোকং ন চাপ্স্যতি।
স্বয়মেব বধং তস্য দেবেভ্যো যদযাচত ॥ ৬৬
তস্মাত্তং জহি পাপিষ্ঠং নরকং পাপপূরুষম্ ;
স্ত্রীরত্নান্যপি রত্নানি তং নিহত্য সমুদ্ধর ॥ ৬৭
ইত্যুক্তো জগতাং নাথঃ শক্রেণ সুমহাত্মনা।
প্রতিজজ্ঞে ক্ষিতিসুতং হন্তুং প্রতি তদৈব হি ॥ ৬৮
প্রতিজ্ঞায় বধং তস্য শক্রেণ সহ কেশবঃ।
তদৈব যাত্রামকরোৎ প্রাগ্জ্যোতিষপুরং প্রতি ॥ ৬৯

সাগরে পৃথিবীতে ও স্বর্গে যে সকল রত্ন ছিল, সে সমস্তই দেবতা ও মনুষ্যদিগকে উৎপীড়ন করিয়া আত্মসাৎ করত লৌহিত্যনদের তীরে, মণি-পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়াছে। ৫৮-৫৯

সেই রত্নপর্ব্বতে অলকা নামে মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাতে সেই সকল দেব ও গন্ধর্বকন্যাগণ বাস করিতেছে। ৬০

এবং তাহারা সম্ভোগ-বর্জ্জিত হইয়া একবেণী ধারণ করত আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছে। অতএব কৃষ্ণ! আপনি তাহাদিগকে সনাথা করুন। ৬১

"ভূমি-পুত্র! যতদিন নারদমুনি আপনার নগরে না আসিবেন, ততদিন আমাদের সঙ্গে সম্ভোগ বিষয়ে আপনি বিরত থাকিবেন। ৬২

এইরূপে সেই কন্যাগণ দুরাত্মা নরকের নিকট সময় প্রার্থনা করিয়া তাহাকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত রাখিতেছে। ৬৩

যে সময়ে নারদ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন করিবেন, সেই সময়ে নরককে বিনাশ করিবার জন্য আপনিও সেই নরকভবনে গমন করিবেন। ৬৪

এবং আপনি পাপকর্ম্মা দেব ও মনুষ্যগণের কণ্টকস্বরূপ, নরকসদৃশ দুর্দমনীয় নরককেও বিনাশ করুন। ৬৫

তাহার বধের জন্য ক্ষিতিদেবীও পুত্রশোক প্রাপ্ত হইবেন না ; যেহেতু দেবী স্বয়ং তাহার বধের জন্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। ৬৬

অতএব আপনি পাপিষ্ঠ নরককে বিনাশ করুন ; তাহাকে বিনাশ করিয়া স্ত্রী এবং মণিরত্নাদি উদ্ধার করুন। ৬৭

ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া, জগৎপতি নারায়ণ, নরক বিনাশ করিবার

আরুহ্য গরুড়ং কৃষ্ণঃ সত্যভামাদ্বিতীয়কঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষমুখোঽগচ্ছদ্বাসবস্ত্রিদিবং যযৌ ॥ ৭০
দিবমাক্রম্য গচ্ছন্তৌ কৃষ্ণশক্রৌ মহাদ্যুতী।
যাদবা দদৃশুস্তত্র সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যথা ॥ ৭১
সংস্তূয়মানৌ গন্ধর্বৈর্দৈবৈরপ্সরসাং গণৈঃ।
কৃষ্ণঃ শক্রঃ ক্ষণাদেব গতৌ খে তাবদৃশ্যতাম্ ॥ ৭২
ততঃ ক্ষণেন গরুড়েনাসসাদ জগৎপতিঃ।
পুরং প্রাগ্‌জ্যোতিষং রম্যং নরকেণ বশীকৃতম্ ॥ ৭৩
স দুর্গং মৌরবৈঃ পাশৈঃ ষট্‌সহস্রৈর্ভয়ঙ্করৈঃ।
ক্ষুরান্তৈর্বেষ্টিতং পার্শ্বে মৃত্যুপাশৈরিবোচ্ছ্রিতম্ ॥ ৭৪
নির্গচ্ছন্তং পুরাত্তস্মাৎ নারদঞ্চ দদর্শ সঃ।
স তু দেবমুনিঃ শ্রীমান্ যদাগান্নরকং প্রতি ॥ ৭৫
তদা প্রাগ্‌জ্যোতিষং গত্বা সংকৃতস্তেন নারদঃ।
সঙ্গমে সময়ং প্রোচে নরকায় স যোষিতাম্ ॥ ৭৬
প্রবর্ত্ততেঽদ্য চৈত্রস্য শুক্লপক্ষস্য পঞ্চমী।
নবম্যান্তু ধরাপুত্র প্রাপ্নোতি[১] মহদাপদম্ ॥ ৭৭
তদা যদি চতুর্দশ্যাং সুস্নাতা যোষিতস্ত্বিমাঃ।
সুরতেষু ত্বয়া তত্র প্রয়োক্তব্যা যথাসুখম্ ॥ ৭৮

জন্য সেই সময়েই প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং তৎকালেই প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৬৮-৬৯

বিষ্ণু সত্যভামার সহিত গরুড়ে আরোহণ করিয়া নরক-পুরে গমন করিলেন এবং ইন্দ্র স্ব-ভবনে স্বর্গে গমন করিলেন। ৭০

মহাদ্যুতি বিষ্ণু ও ইন্দ্র আকাশে গমন করিতেছেন—দেখিয়া যাদবগণ, সূর্য্য ও চন্দ্র একত্র উদয় হইয়াছেন মনে করিল। ৭১

তাঁহাকে দেখিয়া অপ্সরাগণ ও গন্ধর্ব্বগণ স্তব করিতে লাগিল; তাঁহারা ক্ষণকালমধ্যেই উভয়ে অদৃশ্য হইলেন। ৭২

তৎপরে ক্ষণকালমধ্যেই জগৎপতি নরকের বশীকৃত প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে রম্য নগরে উপস্থিত হইলেন। ৭৩

সেই নগর ভয়ঙ্কর মৃত্যুপাশের ন্যায় মুরু নামক অসুরের ক্ষুরান্ত ষট্‌সহস্র পাশের দ্বারা সুগুপ্তভাবে-বেষ্টিত। ৭৪

বিষ্ণু সেই পুরী হইতে নারদকে বাহির হইতে দেখিলেন; বিষ্ণু যে সময়ে দ্বারকা হইতে আসিতেছিলেন। ৭৫

সেই সময়ে নারদ প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে যাইয়া নরকের সংকারে সংকৃত হইলেন এবং নরক তাঁহার সমীপে দেবকন্যাগণের সহিত সম্ভোগের সময় প্রার্থনা করিলেন। ৭৬

তাহার পর নারদ বলিলেন, অদ্য চৈত্রের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী প্রবৃত্ত হইয়াছে, হে ধরাপুত্র! নবমীতে আপনার বিশেষ বিপদ্; তাহার পর চতুর্দ্দশীতে এই স্ত্রীগণ যদি সুন্দররূপে ঋতুস্নাতা হয়, তাহা হইলে আপনি ইহাদের সহিত সুখে সম্ভোগ করিবেন। ৭৭-৭৮

১। প্রাপ্নোতি।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা নরকো ভয়মোহিতঃ[1] ।
আসারঞ্চ প্রসারঞ্চ নগরে সমাবেশয়ৎ[2] ॥ ৭৯
রক্ষিতো রক্ষিতং রাজ্যং রক্ষিতঞ্চ সমন্ততঃ ।
ভয়হর্ষযুতো ভৌমঃ সময়ং সমবৈক্ষত ॥ ৮০
তস্মিন্নবসরে প্রাপ কৃষ্ণঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরম্ ।
প্রথমং পশ্চিমং দ্বারমাসাদ্য গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৮১
পাশানাং ষট্‌সহস্রাণি ক্ষুরান্ সচ্ছিদ্য নৈকধা ।
জঘান স মুরুং দৈত্যং সানুগঞ্চ সবান্ধবম্ ॥ ৮২
ষট্‌সহস্রা মহাবীরা দানবা দ্বারি সংস্থিতাঃ ।
হতাশ্চক্রেণ হরিণা তৈরেব ত্বরুণা সহ ॥ ৮৩
মুরুং হত্বা সহস্রাণি পুত্রাংস্তস্যাপরাংশ্চ ষট্ ।
জঘান চক্রেণ তদা খণ্ডশোঽন্যাংশ্চ দানবান্ ॥ ৮৪
ততোঽনেকশিলাসঙ্ঘানতিক্রম্য জনার্দনঃ ।
সগণং সানুগঞ্চৈব নিসুন্দং সমপোথয়ৎ ॥ ৮৫
একো যো যোধয়েদ্দেবান্ সহস্রং বৎসরান্ পুরা ।
শক্রঞ্চ সমতিক্রম্য মহাবীরপরাক্রমঃ ॥ ৮৬
তং জঘান হয়গ্রীবং সমতিক্রম্য কেশবঃ ।
মধ্যে লৌহিত্যসংজ্ঞস্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ৮৭
ঔদকায়াং বিরূপাক্ষং সুন্দং হত্বা মহাবলঃ ।
ততঃ পঞ্চজনং বীরং জঘান পরমেশ্বরঃ ॥ ৮৮

নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরক ভীত হইলেন ; এবং নগরে বিশেষরূপে সৈন্য নিবেশ করিলেন। ৭৯

রাজ্য—রাক্ষসেরা রক্ষা করিতেছিল, এখন আবার বিশেষরূপে চারিদিকে রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। ভয় ও হাস্যযুক্ত হইয়া নরক সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৮০

সেই অবসরে গরুড়ধ্বজ কৃষ্ণ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইয়া পশ্চিমদ্বার আক্রমণ করিলেন। ৮১

ষট্‌সহস্র ক্ষুর নামক পাশসমূহ খণ্ড খণ্ড করিলেন ; এবং মুরু নামে দৈত্যকে তাহার অনুচর ও বন্ধুগণের সহিত বিনাশ করিলেন। ৮২

মহাবলসম্পন্ন ষট্‌সহস্র দ্বার-রক্ষকদিগকে বিষ্ণু, চক্রের দ্বারা সেই সময়ে বিনাশ করিলে ; সহস্র সৈন্যের সহিত মুরুকে যমালয়ে পাঠাইলেন। ৮৩

তাহার ছয় পুত্রকে চক্রের দ্বারা বিনাশ করিলেন এবং অন্যান্য দানবদিগকেও চক্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেন। ৮৪

তাহার পর জনার্দন, বহুশিলা অতিক্রম করিয়া, বন্ধু-বান্ধবের সহিত নিসুন্দ ও সুন্দকে বধ করিলেন। ৮৫

পূর্ব্বে যে বীর একাকী সহস্র বৎসর দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং শক্রকে অতিক্রম করিয়া অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিল। ৮৬

কেশব—সেই হয়গ্রীব বীরকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিলেন। মহাবল,

১। মায়ামোহিতঃ। ২। প্রবেশয়ৎ।

এতান্ হত্বা মহাকায়ান্ মহাবীর্য্যান্ দুরাসদান্ ।
আসসাদ জগন্নাথঃ পুরং প্রাগ্জ্যোতিষাহ্বয়ম্ ॥ ৮৯
বিয়ৎস্থৈর্দৈবতৈঃ সর্বৈর্নারদেন মহাত্মনা ।
জয়শব্দৈঃ স্তূয়মানঃ প্রবিবেশ যথেশ্বরঃ ॥ ৯০
শ্রিয়া যুক্তাং দীপ্যমানাং প্রাকারাট্টালভূষিতাম্ ।
স মেনে নগরীং বিষ্ণুঃ কিমিন্দ্রস্যামরাবতী ॥ ৯১
তত্র যুদ্ধং মহদ্ভূতং নানাপ্রহরণোদ্যতম্ ।
ভীরূণাং ত্রাসজননং সুরাণাং হর্ষবর্দ্ধনম্ ।
যথা দেবাসুরং যুদ্ধং তথৈব সমপদ্যত ॥ ৯২
ততঃ শার্ঙ্গবিনির্মুক্তৈর্বাণৈস্তান্ দানবান্ বহূন্ ।
নিজঘান মহাবাহুর্গরুড়স্থো জনার্দ্দনঃ ॥ ৯৩
অষ্টৌ শতসহস্রাণি অষ্টৌ শতশতানি চ ।
হত্বাসুরান্ মহাবাহুর্নরকং তং সমাসদৎ ॥ ৯৪
ততঃ শ্রুত্বা স নরকঃ পতিতানসুরান্ বহূন্ ।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং মহাবাহুং গরুড়স্থং মহাবলম্ ॥ ৯৫
বশিষ্ঠশাপং সস্মার সময়ং মাধবস্য চ ।
নারদস্য বচশ্চাপি বরচ্ছিদ্রং তথা বিধেঃ ॥ ৯৬
স প্রাপ্তকালশ্চ তদা কেশবেন সমাগতঃ ।
যুদ্ধমেব পরং মেনে স্মরন্ বাণবচস্তদা ॥ ৯৭

পরমেশ্বর, ভগবান দেবকীপুত্র লৌহিত্য-গঙ্গার মধ্যজলে বিরূপাক্ষ ও সুন্দকে বিনাশ করিয়া, পঞ্চজন বীরকেও বিনাশ করিলেন। ৮৭-৮৮

জগন্নাথ, মহাকায় দুরাসদ মহাবীর্য্যগণকে নিধন করিয়া, প্রাগ্জ্যোতিষ পুরী প্রাপ্ত হইলেন। ৮৯

তাহার পর আকাশস্থ সমস্ত দেবগণ ও নারদমুনি ঈশ্বরকে জয় শব্দের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন এবং তিনি সেই পুরে প্রবেশ করিলেন। ৯০

শ্রীসম্পন্ন অত্যন্ত দীপ্তিশীল প্রাকার ও অট্টালিকা দ্বারা ভূষিত সেই পুরীকে বিষ্ণু, ইন্দ্রের অমরাবতী বিবেচনা করিলেন। ৯১

সেই পুরে সমস্ত প্রহরিগণের সহিত—ভীরুদিগের ভয়জনক দেবতাদিগের আনন্দবর্দ্ধক মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল, যেরূপ দেবাসুরের যুদ্ধ হয়, সেইরূপই হইল। ৯২

তাহার পর শার্ঙ্গবিনির্মুক্ত বাণের দ্বারা সেই মহাবাহু গরুড়াসীন জনার্দ্দন বহু দানবগণকে বধ করিলেন। ৯৩

তাহার পর অষ্টশত সহস্র ও অষ্ট শত অসুর বিনাশ করিয়া নরকের নিকট উপস্থিত হইলেন। ৯৪

নরক, যুদ্ধে সকল অসুর পতন হইয়াছে শুনিয়া এবং মহাবাহু মহাবলসম্পন্ন গরুড়স্থ কৃষ্ণকে দেখিয়া, বশিষ্ঠের শাপ এবং মাধবের প্রস্তাবিত নিয়ম স্মরণ করিতে লাগিলেন। নারদের বাক্য ও ব্রহ্মার সচ্ছিদ্র বর—সমস্তই স্মরণ হইল। ৯৫-৯৬

কেশব কালপ্রাপ্ত হইয়া আগমন করিয়াছেন, অতএব বাণের বাক্য স্মরণ করত যুদ্ধই নিশ্চয় করিলেন। ৯৭

স কাঞ্চনং সমারুহ্য রথং বজ্রধ্বজং বরম্ ।
লৌহচক্রাষ্টসংযুক্তং ত্রিনল্বপ্রমিতং[1] রথম্ ॥ ৯৮
যুক্তমশ্বসহস্রৈস্তু বজ্রধ্বজবিরাজিতম্ ।
নানাপ্রহরণোপেতং বহুতূণীরসংবৃতম্ ।
অগচ্ছৎ সমরায়াশু নরকঃ পৃথিবীসুতঃ ॥ ৯৯
স গচ্ছন্ সমরায়াশু মানুষং ভাবমাস্থিতম্ ।
নিন্দাং তথাসুরং মেনে স্মরন্ পূর্ব্ববচো হরেঃ ॥ ১০০
ক্ষণাৎ কৃষ্ণং স দদর্শ গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ-বরাসিধরমচ্যুতম্ ॥ ১০১
কিরীটকুণ্ডলযুতং শ্রীবৎসবক্ষসং হরিম্ ।
কৌস্তভোদ্ভাসিতোরস্কং পীতাম্বরধরং পরম্ ॥ ১০২
স তেন যুযুধে বীরো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপো ভৌমো[2] নরকঃ পৃথিবীসুতঃ ॥ ১০৩
স যুধ্যং কৃষ্ণনিকটে কালিকাং কালিকোপমাম্ ।
রক্তাক্তনয়নাং দীর্ঘাং খড়্গপাশধরাং[3] তদা ।
অপশ্যজ্জগতাং ধাত্রীং কামাখ্যামপি মোহিনীম্[4] ॥ ১০৪
স বিস্মিতস্তদা ভীতস্তাং দৃষ্ট্বা জগতাং প্রসূম্ ।
যোদ্ধব্যমিত্যেব তদা যুযুধে নরকোঽসুরঃ ॥ ১০৫
তেন সার্দ্ধং তদা কৃষ্ণঃ কৃত্বা সুমহদদ্ভুতম্ ।
যুদ্ধং যাদৃক্ পুরা ভূতং ন দেবে ন চ মানুষে ॥ ১০৬
ততস্তেনাথ ভৌমেন যুদ্ধকেলিং স মাধবঃ ।
চিরং কৃত্বা তদানাথ দেবেন্দ্রং প্রতিহর্ষয়ন্ ॥ ১০৭

তাহার পর পৃথিবীপুত্র নরক কাঞ্চনময় বজ্রধ্বজ, অষ্ট লৌহচক্রযুক্ত, সহস্র অশ্বযুক্ত, বহুতূণীর-বদ্ধ, নানা প্রহরণযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন । ৯৮-৯৯

নরক, সমরের নিমিত্ত মনুষ্যভাব গ্রহণ করিয়া শীঘ্র আগমন করিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যেই গরুড়ের উপরিস্থিত কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ; দেখিলেন,— অচ্যুত শঙ্খ-চক্র-গদাধারী কিরীট-কুণ্ডল-বিভূষিত শ্রীবৎস-বক্ষ কৌস্তভমণি-প্রদীপ্ত-বক্ষস্থল পীতাম্বরধারী । ১০০-১০২

অনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি পৃথিবীপুত্র নরক বীর, প্রভু বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । ১০৩

তৎপরে যুদ্ধ করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট কালিকা-সদৃশী কালিকা-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন ; তাঁহার রক্তবর্ণমুখ ও নয়ন, দীর্ঘ কলেবর, করে খড়্গ ও পাশ, তিনি জগদ্ধাত্রী জগন্মোহিনী কামাখ্যাদেবী । ১০৪

নরক জগৎপ্রসবিনী দেবীকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত ভীত হইল এবং মনে করিল,—যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য । অনন্তর নরকাসুর যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১০৫

তৎকালে কৃষ্ণ তাহার সহিত, দেবতাদের মধ্যে ও মনুষ্যগণের মধ্যে অভূত-পূর্ব্ব অদ্ভুত যুদ্ধ করিলেন । ১০৬

১। ত্রিপুরপ্রমিতং ।
২। বীরো ।
৩। ......পাশধরাং তদা ।
৪। কামাখ্যাং কামরূপিণীম্ ।

সুদর্শনেন চক্রেণ মধ্যদেশে তদা হরিঃ ;
দ্বিধা চিচ্ছেদ নরকং খণ্ডিতোঽভ্যপতদ্ভুবি ॥ ১০৮
বিভক্তং তচ্ছরীরন্তু ভূমৌ নিপতিতং তদা।
বিভ্রাজতে বজ্রভিন্নো যথা গৈরিকপর্ব্বতঃ ॥ ১০৯
পতিতে তনয়ে দেবী পৃথ্বী দৃষ্ট্বা শরীরকম্।
শোকবেগং তদা সেহে জ্ঞাত্বা কালং তদাগতম্ ॥ ১১০
অদিতেঃ কুণ্ডলযুগং সমাদায় কাশ্যপী।
উপাতিষ্ঠত গোবিন্দং বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১১১

পৃথিব্যুবাচ—

ত্বয়া বরাহরূপেণ যদাহঞ্চোদ্ধৃতা পুরা।
তদা ত্বদ্গাত্রসংস্পর্শাৎ পুত্রো মে নরকঃ স্থিতঃ।
সোঽয়ং ত্বয়া পালিতশ্চ পাতিতশ্চাধুনা মৃতঃ॥ ১১২
গৃহাণ কুণ্ডলে চেমে অদিতেঃ সর্ব্বকামদে।
সন্ততিঞ্চাস্য গোবিন্দ প্রতিপালয় নিত্যদা ॥ ১১৩

শ্রীভগবানুবাচ—

ভারাবতরণে দেবি নরকস্য বধঃ পুরা।
ত্বয়ৈব প্রার্থিতো যস্মাত্তেনাসৌ নিহতো ময়া ॥ ১১৪
পালয়িষ্যেঽস্য সন্তানং দেবি ত্বদ্বচনাদহম্।
প্রাগ্জ্যোতিষেঽভিষেক্ষ্যামি ভগারং ভগদত্তকম্ ॥ ১১৫

মাধব ভূমিপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবরাজের হর্ষোৎপাদন করত তাহাকে বধ করিলেন। ১০৭

সুদর্শন চক্রের দ্বারা হরি নরকের মধ্যদেশ দ্বিখণ্ড করিলেন, সে হত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। ১০৮

চক্র-ছিন্ন ভূমিপতিত নরক-দেহ বজ্র-ভিন্ন গৈরিক পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ১০৯

পুত্র, ভূমিতে পতিত হইলে তাহার শরীর দেখিয়া বসুধা সেইটি তাহার-মৃত্যুকাল ইহাই বিবেচনা করত শোক-বেগ সহ্য করিলেন। ১১০

পৃথিবী স্বয়ং অদিতির কুণ্ডলদ্বয় লইয়া গোবিন্দকে উপঢৌকন দান করিয়া বলিলেন। ১১১

আপনি বরাহাবতারে যখন আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আপনার সংসর্গে আমার গর্ভে নরকের উৎপত্তি হয়, তাহাকে এত দিন আপনি প্রতিপালন করিয়াছেন, অদ্য যুদ্ধে আপনিই বিনাশ করিলেন। ১১২

সকল অভীষ্টপ্রদ অদিতির এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন এবং হে গোবিন্দ! ইহার সন্ততি আপনি সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১১৩

ভগবান্ বলিলেন, দেবি। ভারাবতারণের জন্য নরকের বধ প্রার্থনা করিয়াছিলে বলিয়া আমি তাহাকে বধ করিয়াছি। ১১৪

দেবি। তোমার বাক্যানুসারে ইহার সন্তানদিগকে আমি প্রতিপালন করিব এবং প্রাগ্জ্যোতিষপুরে পৌত্র ভগদত্তকে অভিষিক্ত করিব। ১১৫

এবমুক্‌্‌া মহাবাহুর্ভগবান্ মধুসূদনঃ।
অন্তঃপুরং বিবেশাথ নরকস্য ধনালয়ম্। ১১৬
স তত্র দদৃশে বীরো রত্নানি বিবিধানি চ।
রাশীভূতানি তত্রানি পর্ব্বতানিব রাজতঃ। ১১৭
মুক্তামণিপ্রবালানাং বৈদূর্য্যস্য চ পর্ব্বতম্।
তথা রজতকূটানি বজ্রকূটানি মাধবঃ।
সুবর্ণসঞ্চয়ান্ রুক্মদণ্ডান্ রত্নময়ধ্বজান্। ১১৮
বাহনানি বিচিত্রাণি যানানি শয়নানি চ।
খচিতানি স্বর্ণরত্নৈর্মহার্হাণি মহান্তি চ। ১১৯
যদ্‌যদ্দৃষ্টঞ্চ মাধবঃ ধনং রত্নং মণিস্তথা
ভুবি তাদৃক্ চ নো দৃষ্টমন্যত্র নরকালয়াৎ। ১২০
ন কুবেরস্য নেন্দ্রস্য ন যমস্যাপ্যপাং পতেঃ।
তাবন্তি ধনরত্নানি যাবন্তি নরকালয়ে। ১২১
কেশবোঽপ্যথ তত্রৈব নারদেন চ সঙ্গতঃ।
অবেক্ষ্যান্তঃপুরধনং সারং সারতরং ততঃ।
তেষাং সমাদদে গ্রাহ্যং প্রভূতং শত্রুবীরহা। ১২২
যা দত্তা বৈষ্ণবীশক্তির্বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
হত্বা ভৌমঞ্চ তাং শক্তিং জগ্রাহ দেবকীসুতঃ। ১২৩
পৃথিব্যা নারদেনৈব সহিতঃ কেশবস্তদা।
ভগদত্তং ভৌমসুতং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরোত্তমে। ১২৪
অভিষিচ্য তদা ভূতং পুরমধ্যে ন্যবেশয়ৎ। ১২৫
অভিষিক্তস্তু তং দৃষ্ট্বা ভগদত্তং তথা ক্ষিতিঃ।
দত্তুমর্হেঽথ তাং শক্তিং কেশবং সমযাচত। ১২৬

এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভগবান্ মধুসূদন অন্তঃপুরে নরকের ধনাগারে প্রবেশ করিলেন। বীর জনার্দ্দন সেই স্থানে রাশিকৃত পর্ব্বতাকার বিবিধ রত্ন দেখিতে পাইলেন। ১১৬-১১৭

মাধব মণি মুক্তা প্রবাল এবং বৈদূর্য্যের পর্ব্বত হীরক-পর্ব্বত ও রজতময় দেখিলেন। সুবর্ণ সমুদয়, রুক্মনির্ম্মিত দণ্ড, রত্নময় ধ্বজ দেখিলেন। ১১৮

বিচিত্র বাহনসমূহ, যান, শয্যা এবং সুবর্ণ-খচিত মহামূল্যবান্ অনেক বস্তু দেখিলেন। ১১৯

যে যে মণিরত্নাদি ধনসমূহ নরকভবনে দেখিলেন, সেরূপ অন্যত্র কোথাও দেখেন নাই। ১২০

যে সমস্ত ধনরত্ন নরকভবনে আছে, সেরূপ—কুবের, ইন্দ্র, যম, বরুণ—ইহাদের কাহারও নাই। ১২১

কেশব—নারদ ও পৃথিবীর সহিত সার হইতে সারতর পুরধন অবেক্ষণ করিলেন; তাহার মধ্যে তাহাদের গ্রহণীয় বস্তু গ্রহণ করিলেন। শত্রুবীর-প্রহারিণী সমস্ত বৈষ্ণবী শক্তিও গ্রহণ করিলেন। ১২২-১২৩

তাহার পর কেশব—পৃথিবী ও নারদসহ নরকপুত্র ভগদত্তকে সেই শ্রেষ্ঠ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বিশেষরূপে অভিনিবেশ করিলেন। ১২৪-১২৫

কেশবোঽপি ক্ষিতের্বাক্যান্নারদানুমতেন চ।
তাং শক্তিং ভগদত্তায় সুপ্রীতমনসা দদৌ ॥ ১২৭
বরুণং বরুণং জিত্বা কাঞ্চনস্রাবিসংজ্ঞকম্।
সমানয়ৎ পুরা ভৌমস্তচ্ছত্রং হরিরাদদে ॥ ১২৮
অষ্টভারসুবর্ণানি যৎসংস্রবতি চান্বহম্।
যৎ ক্রোশমাত্রবিস্তীর্ণমর্দ্ধযোজনমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ১২৯
রত্নোত্তমানি সর্ব্বাণি চতুর্দন্তাংস্তথা গজান্।
চতুর্দ্দশসহস্রাণি পূজিতাঃ প্রমদাস্তথা ॥ ১৩০
দ্বারকাং প্রতি দৈত্যৈস্তৈর্বাহয়ামাস কেশবঃ ॥ ১৩১
যা দেবকন্যকাঃ পূর্ব্বং নরকেণ হৃতা বলাৎ।
তাসাং কৃত্বা হৃষীকেশো বেণীবন্ধবিমোক্ষণম্ ॥ ১৩২
বাসোভির্ভূষণৈর্দিব্যৈস্তাঃ সংকৃত্বা মুহুর্মুহুঃ।
আরোপ্য চ বিমানে তু রক্ষিভির্বলিভির্দৃঢ়ৈঃ।
নারদাধিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বা দ্বারকাং প্রত্যবাহয়ৎ ॥ ১৩৩
যঃ কৃতঃ সুরকন্যার্থে ভৌমেন মণিপর্ব্বতঃ।
মণিরত্নৌঘসম্পূর্ণো দিবাকরসমপ্রভঃ ॥ ১৩৪
উৎপাট্য তং জগন্নাথস্তার্ক্ষ্যপৃষ্ঠে ন্যধাপয়ৎ।
তথৈব বারুণং ছত্রং গরুড়োপরি মাধবঃ।
আরোপ্য সত্যয়া সার্দ্ধমাসীনঃ সুমনা হরিঃ ॥ ১৩৫
ভগদত্তং সমাভাষ্য পৃথিবীঞ্চ জগৎপতিঃ।
প্রতস্থে দ্বারকাং বীরো বিহগমার্গেণ বৈ দ্রুতম্ ॥ ১৩৬

ক্ষিতি, ভগদত্তকে অভিষিক্ত দেখিয়া তাহার জন্য কেশব সমীপে সেই শক্তি পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন। ১২৬

কেশবও নারদের অনুমতিতে ক্ষিতির বাক্যানুসারে প্রীত হইয়া সেই শক্তি ভগদত্তকে দিলেন। ১২৭

নরক বরুণকে জয় করিয়া যে কাঞ্চনস্রাবী ছত্র আনয়ন করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিলেন। ১২৮

সেই ছত্র প্রতিদিন অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করে এবং একক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ও অর্দ্ধ যোজন দীর্ঘ। ১২৯

কেশব উৎকৃষ্ট রত্ন সকল এবং চতুর্দ্দন্ত মদস্রাবী শ্রেষ্ঠ, চতুর্দ্দশসহস্র গজ—দৈত্যের দ্বারা দ্বারকাতে পাঠাইলেন। ১৩০-১৩১

যে সমস্ত দেবকন্যাকে নরক বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন, কেশব তাহাদের বেণী মোচন করিলেন। ১৩২

বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা তাহাদিগকে ভূষিত করত বিমানে আরোহণ করাইয়া দৃঢ় ও বলবান্ সৈন্য দ্বারা নারদ সহ দ্বারকাতে প্রেরণ করিলেন। ১৩৩

নরক সুরকন্যাগণের জন্য যে দিবাকর-তুল্য প্রভাশীল, রত্নসমূহ-খচিত, মণিপর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৩৪

জগন্নাথ তাহা উৎপাটন করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন এবং সেইরূপ বরুণের ছত্রও গরুড়ের উপরে তুলিয়া সত্যভামার সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন। ১৩৫

সুপর্ণঃ কাঞ্চনস্রাবিচ্ছত্রং মণিপর্বতম্।
কেশবং সত্যয়া সার্দ্ধং হেলয়া খে বহন্ যযৌ॥ ১৩৭
ক্ষণেন দ্বারকাং প্রাপ্য কেশবঃ পরবীরহা।
মুমুদে মেদে সকলৈর্বন্ধুবৈশ্চ তথা গণৈঃ॥ ১৩৮
এবং কালী মহামায়া কালিকাখ্যা জগন্ময়ী।
বিমুঞ্চ জগতাং নাথং পরাপরপতিং হরিম্॥ ১৩৯
জগৎকারণকর্ত্তারং জ্ঞানগম্যং জগন্ময়ম্।
সম্মোহয়ত্যেব তথা হ্যনুরাগবিরাগবান্॥ ১৪০
অনুগৃহ্ণাতি মিত্রাণি অমিত্রাণি নিহন্তি চ।
নারীষু মূঢ়ো রমতে যত্নেনাপি চ মুহ্যতে॥ ১৪১
ইতি বঃ কথিতং বিপ্রা যথাভূন্নরকোঽসুরঃ।
যথা চ বরলাভোঽভূদ্ যথা চাস্য বিচেষ্টিতম্॥ ১৪২
আরাধিতো যথা ব্রহ্মা বাণবুদ্ধ্যাথ ভৌমিনা।
কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছথ তদ্বদন্তু দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৪৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে নরকোপাখ্যানে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০

জগৎপতি হরি—ভগদত্ত ও পৃথিবীকে সাদরবাক্য বলিয়া আকাশমার্গে দ্বারকাতে প্রস্থান করিলেন। ১৩৬

অষ্টভার-সুবর্ণস্রাবী ছত্র মণি-পর্বত ও সত্যভামার সহিত কেশবকে বহন করিয়া গরুড় অবলীলাক্রমে গমন করিল। ১৩৭

তাহার পর ক্ষণকালমধ্যেই পরবীরবিনাশক কেশব দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া বন্ধুগণ ও সুরগণের সহিত আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। ১৩৮

অনুরাগ ও বিরাগের কারণ মহামায়া জগন্ময়ী কালিকা জগন্নাথ পরাপর-পতি জগৎকারণ জগৎকর্ত্তা জ্ঞানগম্য জগন্ময় হরিকে এইরূপেই মোহিত করিয়া থাকে। ১৩৯-৪০

মূঢ় ব্যক্তিরা মিত্রকে অনুগ্রহ করেন এবং অমিত্রকেও বিনাশ করেন; এবং মূঢ়রূপে স্ত্রীতেই সর্ব্বদা রমণ করে। ১৪১

হে বিপ্রগণ! যেরূপে নরকাসুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যেরূপে বরলাভ করিয়াছিল, যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে এবং বাণের বুদ্ধিতে যেরূপে ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়াছিল, সে সমস্তই আপনাদিগকে বলিলাম। হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদের আর যে বিষয় জানিতে অভিলাষ হয়, জিজ্ঞাসা করুন। ১৪২-৪৩

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪০

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ—

কথং গিরিসুতা কালী বভূব জগতাং প্রসূঃ।
দাক্ষায়ণী ত্যক্ততনুঃ কথমাপ হরং পতিম্[1] ॥ ১
কথমর্দ্ধশরীরং সা জহার চ পিনাকিনঃ।
এতন্নঃ পৃচ্ছতাং সম্যক্ কথয়স্ব মহামতে ॥ ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলা যথা দাক্ষায়ণী সতী।
ভূত্বা গিরিসুতা পূর্ব্বং যথার্দ্ধমহরত্তনুম্ ॥ ৩
যদাঽত্যজত্তনুং দেবী পূর্ব্বং দাক্ষায়ণী সতী।
তদৈব মনসাগচ্ছন্ মেনকাং হিমবদ্গিরিম্ ॥ ৪
যদা হরেণ সহিতা দক্ষকন্যা হিমাচলে।
চিক্রীড় চ তদা তস্যা মেনকাভূদ্ধিতৈষিণী ॥ ৫
তস্যাঃ সুতা স্যামিতি চ আধায়[2] মনসি দ্বিজাঃ।
ত্যক্তপ্রাণা তদা দেবী ভূতা হিমবতঃ সুতা ॥ ৬
যদা দাক্ষায়ণী প্রাণান্ দক্ষকোপাজ্জহৌ পুরা।
তদৈব মেনকাদেবী আরিরাধয়িষুঃ[3] শিবাম্ ॥ ৭
মহামায়াং জগদ্ধাত্রীং যোগনিদ্রাং সনাতনীম্।
মোহিনীং সর্ব্বভূতানাং শরণং সর্ব্বনাকিনাম্ ॥ ৮

পার্ব্বতীর জন্ম

ঋষিগণ বলিলেন, কিরূপে জগৎপ্রসবিনী কালী দাক্ষায়ণী গিরিসুতা হইলেন? কিরূপে তিনি হরকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন? ১

কিজন্যই বা তিনি পিনাকীর অর্দ্ধ শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন? হে মহা-মতে। এই জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল—সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে বলুন। ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ। যেরূপে দাক্ষায়ণী সতী গিরিসুতা হইয়াছেন এবং যেরূপে শিবের অর্দ্ধশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। ৩

দাক্ষায়ণী সতী প্রাণত্যাগ করিয়া মানসিক গতিতে হিমালয় পর্ব্বতে মেনকাসমীপে গমন করিলেন। ৪

হে দ্বিজগণ। যে সময়ে দক্ষকন্যা সতী শিবসহ হিমাচলে ক্রীড়া করিতেন, সেই সময়ে মেনকা তাঁহার হিতৈষিণী ছিলেন। ৫

অতএব তাঁহাতেই আমি জন্মগ্রহণ করিব, সতী এই মনে করিয়া প্রাণত্যাগ করত হিমালয়সুতা হইলেন। ৬

পূর্ব্বে যে সময়ে দাক্ষায়ণী দক্ষের প্রতি কোপ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, সেই সময়ে মেনকা শিবাকে আরাধনা করিতেন। ৭

১। কথমপি হরং প্রতি।
২। তস্যাহং সুতা ভাবিত্যাধায়।
৩। প্রাবিরাধয়িষুঃ।

অষ্টম্যামুপবাসন্তু কৃত্বা সা নবমীতিথৌ।
মোদকৈর্ব্বলিভিঃ পিষ্টেঃ পায়সৈর্গন্ধপুষ্পকৈঃ॥ ৯
চৈত্রে মাসি সমারভ্য সপ্তবিংশতিবৎসরান্।
যাবৎ সম্পূজয়ামাস পুত্রার্থিন্যহং শুচিঃ[১]॥ ১০
গঙ্গায়ামোষধিপ্রস্থে কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
কদাচিৎ সা নিরাহারা কদাচিৎ সা ধৃতব্রতা॥ ১১
শিবাবিন্যস্তমনসা সপ্তবিংশতিবৎসরান্।
নিনায় মেনকা দেবী পরমাং ভূতিমিচ্ছতী॥ ১২
সপ্তবিংশতিবর্ষান্তৈর্জগন্মাতা জগন্ময়ী।
সুপ্রীতাভবদত্যর্থং প্রাহ প্রত্যক্ষতাং গতা॥ ১৩

দেব্যুবাচ—

যৎ প্রার্থিতং ত্বয়া দেবি মত্তস্তৎ প্রার্থয়াধুনা।
দাস্যে তবাহং তৎসর্ব্বং বাঞ্ছিতং যদ্ হৃদা ভবেৎ॥ ১৪
ততঃ সা মেনকা দেবী প্রত্যক্ষং কালিকাং গতাম্[২]।
দৃষ্ট্বৈব প্রণম্যাথ বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ১৫
দেবী প্রত্যক্ষতো রূপং তব দৃষ্টং ময়াধুনা।
ত্বামহং স্তোতুমিচ্ছামি প্রসন্না যদি মে শিবে॥ ১৬
ততঃ সা মাতরিত্যুক্ত্বা কালিকা সর্ব্বমোহিনী।
বাহুভ্যাং চারুবৃত্তাভ্যাং মেনকাং পরিষস্বজে॥ ১৭
ততঃ সা মেনকা দেবী কালিকাং পরমেশ্বরীম্।
তুষ্টাব বাগ্‌ভিরিষ্টাভিঃ শিবাং প্রত্যক্ষতঃ স্থিতাম্॥ ১৮

মহামায়া জগদ্ধাত্রী সনাতনী যোগনিদ্রাস্বরূপা সর্ব্বভূতমোহিনী সর্ব্বলোকের শরণ সেই জগদম্বাকে চৈত্রমাসের অষ্টমীতে উপবাস করিয়া নবমীতে মোদক, পিষ্টক, পায়স ও গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা সপ্তবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রকামনা করত প্রত্যহ পূজা করিতেন। ৮-১০

ওষধিপ্রস্থে গঙ্গাতে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি করিয়া কোন সময়ে নিরাহারে, কোন সময়ে সংযতাহারে, মহামায়াতে মন অর্পণ করত সপ্তবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত মেনকা-দেবী মহাঐশ্বর্য্য লালসাতে পূজা করত কাল যাপন করিলেন। ১১-১২

সপ্ত বিংশতি বৎসরের পর জগন্মাতা; জগন্ময়ী অত্যন্ত প্রীতিলাভ করত প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইয়া বলিলেন। ১৩

দেবি! আপনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন; তাহা এইক্ষণ প্রার্থনা করুন; আপনার মনের বাঞ্ছিত বিষয় সমস্ত প্রদান করিব। ১৪

তাহার পর মেনকা দেবী প্রত্যক্ষভাবে কালীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং এই কথা বলিলেন। ১৫

দেবি! আপনার মূর্ত্তি আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম; কিন্তু শিবে! যদি আপনি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে আপনাকে কিঞ্চিৎ স্তব করিতে ইচ্ছা করি। ১৬

সর্ব্বমোহিনী কালিকা 'মাতঃ' এই বলিয়া মনোহর বাহু দ্বারা মেনকাকে আলিঙ্গন করিলেন। ১৭

১। শুচী। ২। তদা।

মেনকোবাচ—

প্রেয়মতীং জগদ্ধাম চণ্ডিকাং লোকধারিণীম্ ।
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং সর্ব্বকামার্থসাধিনীম্[1] ॥ ১৯
[2]নিত্যানন্দাং জ্ঞানময়ীং যোগনিদ্রাং জগৎপ্রসূম্ ।
প্রণমামি শিবাং শুদ্ধাং বিধিগৌরীশিবাত্মিকাম্[3] ॥ ২০
মায়াময়ীং মহামায়াং ভক্তশোকবিনাশিনীম্ ।
কামস্য বনিতাং ভদ্রাং নমামি ত্বাং চিতিং শিবাম্ ॥ ২১
সত্ত্বোদ্রেকাদ্ যা ভবিত্রীহ নিত্যা
নিত্যা চাপি প্রাণিনাং বুদ্ধিরূপা ।
সা ত্বং বন্ধচ্ছেদহেতুর্যতীনাং
কস্তে গন্তা মাদৃশীভিঃ প্রভাবঃ ॥ ২২
যা ত্বং সাম্নাং সিদ্ধিরুক্তিস্তথার্চ্চা
যা বৃত্তির্যা যজুষাং বীর্য্যরূপা
হিংসা যা বাঽথর্ব্ববেদস্য সা ত্বং .
নিত্যং কামং ত্বং মমেষ্টং বিধেহি ॥ ২৩
নিত্যানিত্যৈর্ভাগহীনৈঃ পরস্থৈ[4]-
স্তন্মাত্রৈর্যৈর্যত্যতে ভূতবর্গঃ ।
তেষাং শক্তিস্ত্বং সদা নিত্যরূপা
কা তে যোষা যোগ্যং বক্তুং সমর্থা ॥ ২৪

তাহার পর মেনকাদেবী, প্রত্যক্ষভাবে অবস্থিতা পরমেশ্বরী কালীকে অভি-লষিত বাক্যের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ১৮

মেনকা বলিলেন, জগদ্ধাত্রী লোকধারিণী চণ্ডিকাকে আমি প্রণাম করি-তেছি ; সর্ব্বকামার্থদায়িনী জগদ্ধাত্রীকেও প্রণাম করি। ১৯

নিত্যানন্দা জ্ঞানময়ী জগৎপ্রসবিনী মহামায়াকে আমি করজোড়ে প্রণাম করি। যিনি সর্ব্বদা শুদ্ধা, যিনি হর-বিরিঞ্চিরূপিণী গৌরী মহামায়া, ভক্তের শোক-দুঃখনাশিনী, যিনি শিবজায়া, ভদ্রা, তাঁহাকে আমি প্রণিপাত করি। ২০-২১

যিনি চিৎস্বরূপা শিবা, যিনি সত্ত্বগুণসম্পন্না নিত্যস্বরূপা, যিনি অনিত্যা, প্রাণিগণের বুদ্ধিরূপা, তাঁহাকে প্রণাম করি। আপনি যতিদিগের সংসার-বন্ধনচ্ছেদিনী, আমাদের সেই গতির অনুসরণ করিবার ক্ষমতা কোথায়। ২২

আপনি সামবেদের উক্তি সিদ্ধিরূপা এবং ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের অনুষ্ঠেয় যাগাদিরূপ বীর্যকার্য্যরূপা, আপনিই অথর্ব্ববেদোক্ত অভিচারাদি কার্য্যস্বরূপা ; অতএব আপনি আমার নিত্য অভিলাষ পূর্ণ করুন। ২৩

ভূতবর্গ, নিত্য, অনিত্য, ভাগহীন, পরস্থ ও তন্মাত্র ইহা দ্বারা আপনাকেই বোধ করে, আপনি তাহাদের নিত্যরূপা শক্তি। কোন্ স্ত্রী আপনার যোগ্য রূপ বলিবার নিমিত্ত সক্ষম হইবে। ২৪

১। ......দায়িনীম্ । ২। কুলবধানন্দকরীং ভুবনত্রয়মূর্ত্তিভাম্—ইত্যধিকঃ পাঠঃ।
৩। বিধিগৌরীশরূপিকাম্ ।
৪। পরৈস্তৈস্তন্মাত্রৈর্যৈর্বর্ত্তি ভূতবর্গঃ।

ক্ষিতির্ধরিত্রী জগতাং ত্বমেব
ত্বমেব নিত্যা প্রকৃতিস্বরূপা।
যয়া বশঃ ক্রিয়তে ব্রহ্মরূপঃ
সা ত্বং নিত্যা মে প্রসীদাশু মাতঃ ॥ ২৫
ত্বং জাতবেদোগতশক্তিরূপা
ত্বং দাহিকা সূর্য্যকরস্য শক্তিঃ।
আহ্লাদিকা ত্বং বহু চন্দ্রিকায়া-
স্তাং ত্বামহং স্তৌমি নমামি চাম্বিকাম্ ॥ ২৬

যোষা যোষিৎপ্রিয়াণাং ত্বং বিদ্যা ত্বং চোর্দ্ধরেতসাম্।
বাঞ্ছা ত্বং সর্ব্বজগতাং মায়া চ ত্বং তথা হরেঃ ॥ ২৭
যানেকরূপাণি বিধায় নিত্যং, সৃষ্টিং স্থিতিং হানিমপীহ কর্ত্রী।
ব্রহ্মাচ্যুতস্থাণুশরীরহেতুঃ, সা ত্বং প্রসীদাস্তু পুনর্নমস্তে ॥ ২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ সা জগতাং মাতা কালিকা পুনরেব হি।
উবাচ মেনকাং দেবীং বাঞ্ছিতং বরয়েত্যুত ॥ ২৯
ততঃ সা প্রথমং পুত্রশতং বব্রে যশস্বিনী।
বীর্য্যবচ্চায়ুষা যুক্তমৃদ্ধিসিদ্ধিসমন্বিতম্ ॥ ৩০
পশ্চাত্ত্বথৈকাং তনয়াং সুরূপাং গুণশালিনীম্।
কুলদ্বয়ানন্দকরীং ভুবনত্রয়দুর্লভাম্ ॥ ৩১
ততো ভগবতী প্রাহ মেনকাং মুনিসত্তিতাম্।
স্মিতপূর্ব্বং তদা তস্যাঃ পূরয়ন্তী মনোরথম্ ॥ ৩২

আপনি ক্ষিতি এবং ধরিত্রী ও জগতের নিত্য প্রকৃতিস্বরূপা; যে শক্তি দ্বারা ব্রহ্মরূপ বশ হয়, আপনি সেই নিত্যরূপ শক্তি; অতএব মাতঃ আমার প্রতি প্রসন্না হউন। ২৫

আপনিই অগ্নিগত উগ্রাশক্তিস্বরূপা এবং সূর্য্যকরের দাহিকাশক্তিরূপা; চন্দ্রিকার আহ্লাদিকা শক্তিরূপা; অতএব আপনাকে স্তব করত প্রণিপাত করিতেছি। ২৬

আপনি যোষিৎপ্রিয়দিগের যোষিৎস্বরূপা, ঊর্দ্ধরেতাদিগের বিদ্যারূপা, সর্ব্বজগতের বাঞ্ছারূপা এবং হরির মায়াস্বরূপা। ২৭

আপনি বহুরূপ ধারণ করত নিরন্তর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতেছেন, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির শরীরের কারণ; অতএব দেবি! আপনাকে প্রণিপাত করি, প্রসন্ন হউন। ২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাহার পর জগন্মাতা কালিকা পুনর্ব্বার মেনকাকে বলিলেন, দেবি! বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। ২৯

তৎপরে যশস্বিনী মেনকা প্রথমেই বীর্য্যবান্, আয়ুষ্মান্ এবং ধনসম্পন্ন শত পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ৩০

তাহার পরে সুরূপ ও গুণশালিনী কুলদ্বয়ের আনন্দরূপা ও ত্রিভুবন-দুর্লভা একটী কন্যা প্রার্থনা করিলেন। ৩১

তাহার পর দেবী ঈষৎ হাস্যসহকারে মেনকার অভিলাষ পূর্ণ করত বলিলেন,

দেব্যুবাচ—

শতং পুত্রাঃ সত্ত্ববন্তো ভবত্যা বীর্য্যসংযুতাঃ।
তত্রৈকো বলবান্মুখ্যঃ প্রথমং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৩৩
সুতা চ তব দেবানাং মানুষাণাঞ্চ রক্ষসাম্।
হিতায় সর্ব্বজগতাং ভবিষ্যাম্যহমেব তে ॥ ৩৪
ত্বং[1] সুখপ্রসবা নিত্যং তথা নিত্যং পতিব্রতা।
অম্লানা রূপসম্পন্না সুভগা চ ভবিষ্যসি ॥ ৩৫
এবমুক্ত্বা জগদ্ধাত্রী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
মেনকা চ মুদং লব্ধা স্বস্থানং প্রবিবেশ হ ॥ ৩৬
ততঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে মৈনাকমচলোত্তমম্।
শক্রেণ[2] সহ যোঽদ্যাপি সিন্ধুমধ্যে প্রবর্ত্ততে।
মেনকা সুষুবে দেবী দেবেন্দ্রং স্পর্দ্ধয়াগতম্ ॥ ৩৭
অন্যানূনশতং পুত্রান্ ক্রমাৎ সা সুষুবে সতী।
মহাবীর্য্যান্ মহাসত্ত্বান্ সম্পন্নান্ সর্ব্বতো গুণৈঃ ॥ ৩৮
ততঃ সা কালিকা দেবী যোগনিদ্রা জগন্ময়ী।
পূর্ব্বত্যক্তসতীরূপা জন্মার্থং মেনকাং যযৌ ॥ ৩৯
সময়স্যানুরূপেণ মেনকাজঠরে শিবা।
সমুদ্ভূয় সমুৎপন্না সা লক্ষ্মীরিব সাগরাৎ ॥ ৪০
বসন্তসময়ে দেবী নবম্যামৃক্ষযোগতঃ।
অর্দ্ধরাত্রে সমুৎপন্না গঙ্গেব শশিমণ্ডলাৎ ॥ ৪১

—তোমার বীর্য্যবান্ একশত পুত্র হইবে। কিন্তু প্রথম পুত্র অত্যন্ত বলবান্ হইবে। ৩২-৩৩

দেবতা রাক্ষস ও মনুষ্যের—সকল জগতের হিতের জন্য আমিই তোমার কন্যা হইব। ৩৪

তুমি নিত্য সুখপ্রসবা, নিত্য পতিব্রতা এবং অম্লান-রূপ-সম্পন্না ও সুভগা হইবে। ৩৫

জগদ্ধাত্রী এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। মেনকাও—প্রফুল্ল চিত্তে স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৩৬

তাহার পর কালক্রমে মেনকা দেবী মৈনাককে প্রসব করিলেন, এই মৈনাক ইন্দ্রের সমস্পর্দ্ধী হইয়া পক্ষের সহিত অদ্য পর্য্যন্তও সমুদ্রমধ্যে আছে। ৩৭

তাহার পর দেবী একনূ্যন শত পুত্র ক্রমে প্রসব করিলেন; তাহারা মহা-বীর্য্যবান্, মহাসত্ত্বসম্পন্ন ও সকল-লক্ষণ-যুক্ত। ৩৮

তাহার পর—জগন্ময়ী যোগনিদ্রা কালিকা পূর্ব্বে সতীদেহ ত্যাগ করিয়াছেন, পুনর্ব্বার জন্মের নিমিত্ত মেনকাসমীপে গমন করিলেন এবং অনুরূপ সময়ে তাঁহার গর্ভে উৎপন্না হইয়া সাগর হইতে লক্ষ্মীর ন্যায় জন্ম গ্রহণ করিলেন। ৩৯-৪০

দেবী বসন্তকালে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমীতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে গঙ্গার ন্যায় জন্মিলেন। ৪১

১। ত্বমনুষে দেবী দেবেন্দ্রস্পর্দ্ধয়াগতং মম—ইত্যধিকঃ পাঠঃ।
২। যক্ষেণ।

ততস্তস্যান্তু জাতায়াং প্রসন্না অভবন্ দিশঃ।
অনুকূলো ববৌ বায়ুর্গম্ভীরো গন্ধবান্ শুভঃ॥ ৪২
বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ তোয়বৃষ্টিপুরঃসরা।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তা জগর্জ্জুশ্চ বলাহকাঃ॥ ৪৩
তস্যান্তু জাতমাত্রায়াং সর্ব্বং হাস্যময়ং জগত্।
তান্তু দৃষ্ট্বা তথা জাতাং নীলোৎপলদলানুগাম্॥ ৪৪
শ্যামাং সা মেনকা দেবী মুদমাপাতিহর্ষিতা।
দেবাশ্চ হর্ষমতুলং প্রাপুস্তত্র মুহুর্মুহুঃ॥ ৪৫
তুষ্টুবুশ্চান্তরিক্ষস্থা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ॥ ৪৬
তান্তু নীলোৎপলদলশ্যামাং হিমবতঃ সুতাম্।
কালীতি নাম্না হিমবানাজুহাব কৃতে দিনে[১]॥ ৪৭
বান্ধবৈস্তু সমস্তৈস্তন্নাম্না স পার্ব্বতীতি চ[২]।
কালীতি চ তথা নাম্না কীর্ত্তিতা গিরিনন্দিনী[৩]॥ ৪৮
ততঃ সা ববৃধে দেবী গিরিরাজগৃহে শুভা।
গঙ্গেব বর্ষাসময়ে শরদীবাথ চন্দ্রিকা॥ ৪৯
অনুদিনং চার্ব্বঙ্গী চারুতাং মুহুঃ।
দধ্রে সানুদিনং কালী চন্দ্রবিম্বং কলামিব॥ ৫০
সা বালভাবমাপন্না ক্রীড়ন্তী কালিকা মুদম্।
সখীভিঃ প্রাপ বিপুলাং কালিন্দীব সরিদ্বরৈঃ॥ ৫১

দেবীর জন্ম হইলে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, বায়ু অনুকূল হইয়া সুন্দর গন্ধে আমোদিত করিতে লাগিল। ৪২

তৎপরে জল রূপ তোয়-বৃষ্টির ন্যায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মহা প্রজ্বলিত অগ্নি প্রশান্তভাব ধারণ করিল। মেঘকুল মৃদু গর্জ্জন করিতে লাগিল। ৪৩

দেবীর জন্ম হইতেই সমস্ত জগৎ হাস্যময় হইল। নীলোৎপলদল-সদৃশ নবপ্রসূতা শ্যামাকে দেখিয়া মেনকা হাস্যের সহিত আনন্দপ্রাপ্ত হইলেন; এবং দেবগণও অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ৪৪-৪৫

অন্তরীক্ষস্থ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যাম সেই হিমালয়-সুতাকে স্তব করিতে লাগিল। ৪৬

হিমালয় তাঁহাকে 'কালী' এই নামে আহ্বান করিলেন; বান্ধবগণ দেবীর 'পার্ব্বতী' এই নাম রাখিলেন, আর তাঁহারা কালী ও গিরিনন্দিনী ইহাও বলিলেন। ৪৭-৪৮

তাহার পর দেবী, গিরিরাজ-গৃহে বর্ষাকালীন গঙ্গার ন্যায় ও শারদীয় চন্দ্রিকার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। ৪৯

অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্তা চার্ব্বঙ্গী কালী চন্দ্র-বিম্বের কলার ন্যায় মনোহর কান্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। ৫০

কালী বাল্যভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। নদীসমূহ যেরূপ কালিন্দীতে মিলিতা হয়, সেইরূপ সখীগণও কালীর সহিত ক্রীড়াচ্ছলে মিলিতা হইল। ৫১

১। কৃতোদনে। ২। বান্ধবাস্তু সুসন্তানাং মুদাতাং পার্ব্বতীতি চ।
৩। কেচিত্তাং গিরিনন্দিনীম্।

বহুগুণাস্তাং স্বয়ং দেবীং পূর্ব্বজন্মবশীকৃতাঃ[1] ।
স্বয়মীয়ুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাবৃষং কালিকা যথা ॥ ৫২
অতিচক্রাম স্বগুণৈঃ সা দেবী দেবকন্যকাঃ ।
রূপেণাপ্সরসঃ সর্ব্বা গীতৈর্গন্ধর্ব্বকন্যকাঃ ॥ ৫৩
সা বাল্য এব সততং বন্ধুবর্গপ্রিয়া শুভা ।
গুণৈঃ স্ববন্ধূন্ পিতরং মাতরঞ্চাপ্যতোষয়ৎ ॥ ৫৪
মাতুঃ তুষ্টিকরী[2] নিত্যং পিতৃপূজনতৎপরা ।
সর্ব্বদা ভ্রাতৃসহিতা জগন্মাতাভবত্তদা ॥ ৫৫
সর্ব্বদা সা জগন্মাতা কন্যা সা সমুপস্থিতা ।
পিতুঃ সমীপে বসতি কালিন্দীব বিভাবসোঃ ॥ ৫৬
অথৈকদা তাং নিকটে নিধায় হিমবদ্গিরিঃ ।
তনয়ৈঃ সহ সঙ্গম্য স্থিতঃ পরমকৌতুকাৎ ॥ ৫৭
অথাগতস্তত্র মুনির্নারদো দেবলোকতঃ ।
হিমবন্তং সুখাসীনং সুতৈঃ সার্দ্ধং দদর্শ সঃ ॥ ৫৮
অপশ্যন্নিকটে কালীং কালিকামিব সূর্য্যতঃ ।
জ্যোৎস্নামিব সুধাংশোস্তু সম্যক্পূর্ণাং শরন্নিশি ॥ ৫৯
পূজিতস্তেন গিরিণা কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
নারদঃ প্রথমং শৈলং বৃত্তান্তং পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ৬০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! দেবী পূর্ব্ব-জন্ম-বশীকৃত বিষয়ের ন্যায় স্বয়ং সমস্ত গুণ-রাশি প্রাপ্ত হইলেন । ৫২

গিরিকন্যা নিজগুণে দেবকন্যা ও অপ্সরাগণকে অতিক্রম করিলেন এবং গানে গন্ধর্ব্ব-কন্যাদিগকে অতিক্রম করিলেন । ৫৩

তাঁহার লাবণ্য সর্ব্বদা বন্ধুবর্গের প্রীতিকর হইল । গুণের দ্বারা পিতা, মাতা ও বন্ধুগণকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন । ৫৪

তাহার পর জগন্মাতা নিত্য, মাতার তুষ্টিকারিণী হইয়া পিতার পূজাদি সংকার্যে সর্ব্বদা রত হইলেন এবং ভ্রাতাদিগের সহিত সর্ব্বদা রত থাকিলেন । ৫৫

কালিন্দী যেরূপ সূর্য্যসমীপে সর্ব্বদা থাকেন সেইরূপ জগন্মাতা সর্ব্বদা কন্যারূপে পিতার সমীপে উপস্থিত থাকিতেন । ৫৬

অনন্তর একদা গিরি, তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া তনয়গণের সহিত সঙ্গত হইয়া অতি গৌরবে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় নারদ স্বর্গ হইতে সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং পুত্রগণের সহিত সুখাসীন হিমালয়কে দেখিতে পাইলেন । ৫৭-৫৮

নিকটস্থিতা কালীকে সূর্য্যসমীপে কালিন্দী সদৃশ দেখিলেন, এবং তাঁহাকে শরতের রাত্রিকালে সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত চন্দ্রকিরণের ন্যায় বিবেচনা করিলেন । ৫৯

গিরি তাঁহাকে পূজা করত উপবেশন করিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করি-লেন । নারদ প্রথমতঃ গিরিরাজকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । ৬০

---

১ । বহুগুণাংস্তান্ স্বয়ং দেবী……বশীকৃতান্ ।
২ । প্রিয়করী দেবকন্যা উপস্থিতাঃ ।

ততো বিদিতবৃত্তান্তো নারদো মেনকাং প্রতি[১] ।
উবাচ হর্ষয়ন্ বাক্যং মুনির্বাক্যবিশারদঃ ॥ ৬১
এষা তে তনয়া রুচ্যা শুভ্রাংশোরিব বর্দ্ধিতা ।
আদ্যা কন্যা শৈলরাজ সর্ব্বলক্ষণশালিনী ॥ ৬২
শম্ভোর্ভবিত্রী দয়িতা সানুকূলা সদা হরে ।
তস্য চিত্তং বশে চৈষা করিষ্যতি তপস্বিনী ॥ ৬৩
স চাপ্যেনামৃতে জায়াং নান্যামুদ্বাহয়িষ্যতি ।
এতয়োর্যাদৃশঃ প্রেমা কয়োশ্চিন্নৈব তাদৃশঃ ।
ভূতো বা ভবিতা বাপি নাধুনা চ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৪
অনয়া সুরকার্য্যাণি কর্ত্তব্যানি বহূনি চ ।
অনয়ৈব গিরিশ্রেষ্ঠ অর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ ॥ ৬৫
ভবিষ্যতি চ সৌহার্দ্দাজ্জ্যোৎস্নয়েবামৃতাত্মনঃ ।
শরীরার্দ্ধং হরস্যৈষা করিষ্যতি নিজাস্পদে ॥ ৬৬
সুবর্ণগৌরী সুবর্ণাভা তপসা তোষিতে হরে ।
বিদ্যুদ্গৌরী নাম্না পশ্চাত্তু খ্যাতিমেবা গমিষ্যতি ॥ ৬৭
মান্যস্মৈ ত্বমিমাং দাতুং মনঃ কর্ত্তুমিহার্হসি ।
ইদঙ্গোপ্যংত্ত দেবানাং ন প্রকাশং করিষ্যসি ॥ ৬৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবর্ষের্নারদস্য চ ।
উবাচ হিমবান্ বাক্যং মুনিং প্রতি বিশারদঃ ॥ ৬৯

তাহার পর বিদিত-বৃত্তান্ত বাগ্বিশারদ মুনি, হাস্যপূর্ব্বক মেনকাকে বলিলেন, আপনার এই কন্যা অতি রমণীয়া, যেন শুভ্রাংশুর কিরণ দ্বারাই বৃদ্ধি পাইতেছেন। শৈলরাজ! আপনার সর্ব্বসুলক্ষণশালিনী এই প্রথমপ্রসূতা কন্যা শম্ভুর দয়িতা হইয়া তাঁহার সর্ব্বদা অনুকূল-বর্ত্তিনী হইবেন। ৬১-৬৩

এই তপস্বিনী শম্ভুর চিত্তও সর্ব্বদা প্রসন্ন করিবেন; তিনিও ইঁহাকে ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে পরিণয় করিবেন না। ইঁহাদের যেরূপ প্রণয় হইবে, সেরূপ প্রণয় এ জগতে কাহারও হয় নাই, হইবেন না এবং বর্ত্তমান সময়েও হইতেছে না। ৬৪

হে গিরিশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা দেবতাদিগের অনেক হিতকর কার্য্য করিবেন এবং ইঁহার দ্বারাই শিব অর্দ্ধনারীর ঈশ্বর হইবেন। ৬৫

শিবের—দেবীর সহিত অত্যন্ত সৌহার্দ্দ হইবে এবং দেবী ভগবানের শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিবেন ও তাঁহার আস্পদ প্রাপ্ত হইবেন। ৬৬

আপনার তনয়া কালী, তপস্যাদ্বারা হরকে প্রসন্ন করিলে সুবর্ণাভা ও সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী বিদ্যুৎ-সদৃশী হইবেন; ইঁহার নাম পরে গৌরী বলিয়াই খ্যাত হইবে। ৬৭

এই কন্যা শিব ভিন্ন অন্য বরে প্রদান করিতে মনেও স্থান দিও না। এইটী অতি গোপনীয় বিষয়,—দেবতাদিগের নিকটও প্রকাশ করিবেন না। ৬৮

১। নারদো মুনিসত্তমঃ।

শ্রূয়তে ত্যক্তসঙ্গঃ স মহাদেবো যতাত্মবান্ ।
তপস্তোপাংশু তপতি দেবানামপ্যগোচরঃ ॥ ৭০
স কথং ধ্যানমার্গস্থঃ পরব্রহ্মার্পিতং মনঃ ।
ভ্রংশয়িষ্যতি দেবর্ষে তত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৭১
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম প্রদীপকলিকোপমম্ ।
সোঽন্তঃ পশ্যতি সর্ব্বত্র ন তু বাহ্যং নিরীক্ষতে ॥ ৭২
ইতি স্ম শ্রূয়তে নিত্যং কিন্নরাণাং মুখাদ্দ্বিজ ।
স কথং তাদৃশং স্বান্তং শক্তো ভ্রংশয়িতুং হরঃ ॥ ৭৩
বিশেষতঃ শ্রূয়তে স্ম দাক্ষায়ণ্যা সমং হরঃ ।
সময়ং জ্ঞাতবান্ পূর্ব্বং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৭৪
গ্রাহ্যতেঽন্যাং ন বনিতাং[1] দাক্ষায়ণি সতি প্রিয়ে ।
ভার্য্যার্থে সংগ্রহীষ্যামি সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥ ৭৫
ইতি সত্যা সমং তেন পুরৈব সময়ঃ কৃতঃ ।
তস্যাং মৃতায়াং স কথং স্ত্রিয়মন্যাং গ্রহীষ্যতি ॥ ৭৬

নারদ উবাচ—

নাত্র কার্য্যা ত্বয়া চিন্তা গিরিরাজ ভবৎসুতা ।
এষা সতী সমুৎপন্না হরার্থৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স তু দেবর্ষির্নারদস্তু যথা সতী ।
মেনকায়াং সমুৎপন্না সর্ব্বং তৎ প্রোক্তবান্ গিরৌ ॥ ৭৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হিমালয় নারদ ঋষির কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ;—আমি শুনিতেছি, মহাদেব মানুষসঙ্গ পরিত্যাগ করত সংযতাত্মা হইয়া নির্জ্জনে দেবতাদিগের অগম্য স্থানে তপস্যা করিতেছেন। ৬৯-৭০

হে দেবর্ষে! ধ্যানমার্গস্থিত মহাদেব, পরমব্রহ্মে অর্পিত মনকে, কিরূপে ভ্রষ্ট করিবেন, সেবিষয়ে আমার সংশয় বোধ হইতেছে। ৭১

অক্ষর মহাদেব, প্রদীপ-কলিকা-সদৃশ পরমব্রহ্মকে অন্তরে সর্ব্বস্থানে নিরন্তর দেখিতেছেন ; তিনি বাহ্যদৃষ্টিশূন্য হইয়াছেন। ৭২

হে দ্বিজ! আমি কিন্নরদিগের মুখে এইরূপ শ্রুত হইয়াছি ; তাহা হইলে হর, কিরূপে তাদৃশ মনকে ভ্রষ্ট করিতে সক্ষম হইবে? ৭৩

বিশেষতঃ আমি এই শুনিয়াছি, হর দাক্ষায়ণীর সহিত পূর্ব্বে শপথ করিয়াছিলেন যে, "প্রিয়ে দাক্ষায়ণি সতি! তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিব না" ; মুনে! এ বিষয় আপনাকে সত্য বলিতেছি। ৭৪-৭৫

সতীর সহিত পূর্ব্বে ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এখন অন্য স্ত্রীকে গ্রহণ করিবেন কিরূপে? ৭৬

নারদ বলিলেন, গিরিরাজ! আপনি চিন্তা করিবেন না—আপনার এই কন্যা সেই সতী ; শিবের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সংশয় নাই। ৭৭

১। ন গ্রাহ্যতেঽন্যাং বনিতাং।

তৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৃত্তান্তং নারদস্য মুখাদ্ গিরিঃ।
শ্রুত্বা সপুত্রদারঃ স তদা নিঃসংশয়োঽভবৎ ॥ ৭৯
ততঃ কালী কথাং শ্রুত্বা নারদস্য মুখাত্তদা।
লজ্জয়াধোমুখী ভূত্বা স্মিতবিস্তারিতাননা ॥ ৮০
করেণ তাস্তু সংগৃহ্য প্রোন্নময্য মুখং গিরিঃ।
মূর্দ্ধ্নি সমাঘ্রায় স্বাসনে সন্ন্যবেশয়ৎ ॥ ৮১
ততস্তাং পুনরেবাহ নারদঃ শৈলপুত্রিকাম্।
হর্ষয়ন্ গিরিরাজস্তু মেনকাং তনয়ৈঃ সহ ॥ ৮২
সিংহাসনেন কিং হ্যস্যাঃ শৈলরাজ ভবেত্তব।
শম্ভোরূরুঃ সদৈবাস্যা আসনন্তু ভবিষ্যতি ॥ ৮৩
হরোরুমাসনং প্রাপ্য তনয়া তব সত্তম্।
নান্যত্র কুত্রচিত্তু স্তিমাসনে প্রাপ্যতে গিরে ॥ ৮৪
ইতি বচনমুদারং নারদঃ শৈলরাজং
ত্রিদিবগমগমত্ত্বা তৎক্ষণাদ্দেববানৈঃ।
গিরিপতিরপি চিন্তাহর্ষসম্মোহযুক্তঃ
প্রবিশদচলরাজো স্বান্তরং গন্ধগর্ভম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—নারদ ঋষি, যেরূপে সতী মেনকাতে উৎপন্না হইয়াছেন, তৎসমস্তই গিরিরাজকে বলিলেন। গিরিরাজ পুত্রদারের সহিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিঃসংশয় হইলেন। ৭৮-৭৯

তাহার পর কালী নারদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে লজ্জাতে অধোমুখী হইলেন। ৮০

গিরি, হস্ত দ্বারা তাঁহার মুখ মার্জ্জনা করত কিঞ্চিৎ উন্নমিত করিলেন এবং মস্তকে নিরন্তর চুম্বন করিয়া নিজের আসনে বসাইলেন। ৮১

তাহার পর নারদ পুনর্ব্বার মেনকাতনয়গণের সহিত গিরিরাজকে আনন্দিত করত শৈলতনয়ার জন্য বলিলেন, শৈলরাজ। এই সামান্য সিংহাসনে দেবীর প্রয়োজন কি? শিবের ঊরুই ইঁহার সর্ব্বদা আসন হইবে। ৮২-৮৩

পর্ব্বতরাজ। আপনার তনয়া হরের ঊরুরূপ আসন নিরন্তর প্রাপ্ত হইবেন,—অন্য কোন স্থানে এরূপ উৎকৃষ্ট আসন পাইবে না। ৮৪

নারদ, শৈলরাজকে এইরূপ উদার-বাক্য বলিয়া তৎক্ষণাৎ দেবযানে ত্রিদশ-ভবনে গমন করিলেন। গিরিপতিও চিন্তা, হর্ষ ও আমোদযুক্ত হইয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ৮৫

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুঃ শিপ্রং ত্যক্ত্বা তদা সরঃ।
গঙ্গাবতারমগমদ্ হিমবৎ-প্রস্থমুত্তমম্ ॥ ১
যত্র গঙ্গা নিপতিতা পুরা ব্রহ্মপুরাৎ সৃতা।
ঔষধীপ্রস্থনগরস্যাদূরে সানুরুত্তমঃ ॥ ২
তত্র ভর্গঃ স্বমাত্মানমক্ষরং পরমাৎ পরম্।
চেতো জ্ঞানময়ং নিত্যং জ্যোতীরূপং নিরাকুলম্ ॥ ৩
জগন্ময়ং প্রদীপাভং দ্বৈতহীনাবিশেষকম্।
একাগ্রং চিন্তয়ামাস ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ॥ ৪
হরে ধ্যানপরে তস্মিন্ প্রমথা ধ্যানতৎপরাঃ।
অভবন্ কেচিদপরে নন্দিভৃঙ্গ্যাদয়ো গণাঃ ॥ ৫
দ্বাঃস্থা ভূত্বা মহাভাগা যে পূর্ব্বমপি যোজিতাঃ।
তাবত্তোঽপি গণাস্তত্র নৈব কিঞ্চন কূজিতম্ ॥ ৬
তেষাং সংশ্রয়ণে সর্ব্বে নিঃশব্দাঃ সংস্থিতাস্ততঃ।
অন্যে তু তত্র ক্রীড়ন্তি গণা দূরান্তরস্থিতাঃ ॥ ৭
কুসুমৈশ্চ দলৈর্ভক্তৈ গিরিপ্রস্রবণোদকৈঃ।
রত্নানি চ বিচিত্রন্তো ভূষিতা গৈরিকৈস্তথা ॥ ৮
সগণস্তু তথা দৃষ্ট্বা গিরিরাজোঽ[১] গতং হরম্।
স্বস্থানমোষধিপ্রস্থামিঃসৃত্য সহিতো গণৈঃ ॥ ৯

মদন-ভস্ম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইহার মধ্যে শম্ভু, শিপ্রা সরোবর পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীর্থে হিমালয় পর্ব্বতে যে স্থানে গঙ্গা ব্রহ্মপুর হইতে নিঃসৃত হইয়া পতিত হইয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। ১

ওষধি-প্রস্থ-নগরের-অনতিদূরে এক সানুতে বৃষধ্বজ শিব,—পরাৎপর অচ্যুত, জ্ঞানময়, নিত্য জ্যোতীরূপ নিরঞ্জন জগৎব্যাপী, প্রদীপের আভার ন্যায় অতি প্রদীপ্ত, দ্বৈতহীন, বিশেষযুক্ত পরমাত্মাকে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২-৩

মহাদেব ধ্যান-রত হইলে প্রমথাদিগণসমূহও ধ্যান-রত হইল; এবং নন্দী-ভৃঙ্গীও ধ্যানে রত হইলেন। ৪

পূর্ব্বে যাহারা দ্বারে ছিল, তাহারাই দ্বারে নিযুক্ত হইল, ও সমস্ত প্রমথবৃন্দ সেই স্থানে অতি নিঃশব্দে রহিল। ৫

এবং সকলেই জানিতে পারিল যে, তাঁহারা নিঃশব্দভাবে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। ৬

অন্য লোকও—গণদিগের অবস্থানের দূরে ক্রীড়া করত কুসুম-দল ও গিরি-প্রস্রবণ জল-দ্বারা তাহারা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে এবং গৈরিকের দ্বারা ভূষিত হইয়া রত্নভূষণে ভূষিতবৎ বোধ হইল। ৭-৮

১। গিরিরাজাৎ গতম্—ইতি পাঠান্তরম্।

পূজার্থমুপতস্থে স যথাযোগ্যং তথার্চ্চয়ৎ ॥ ১০
স চাপি শম্ভুস্তস্যার্চ্চাং পরয়া শ্রদ্ধয়া যুতঃ।
প্রতিজগ্রাহ কৃষ্টশ্চো গঙ্গাশীর্ষে যথা পুরা ॥ ১১
পূজিতস্তেন সহসা গিরিরাজং বৃষধ্বজঃ।
উবাচ ধ্যানযোগস্থঃ স্ময়ন্নিব জগৎপতিঃ ॥ ১২

ঈশ্বর উবাচ—

তব প্রস্থে তপস্তপ্তুং রহস্যমহমাগতঃ।
ন যথা কোঽপি নিকটং সমায়াতি তথা কুরু ॥ ১৩
ত্বং মহাত্মা জগদ্ধাম মুনীনাঞ্চ সদাশ্রয়ঃ।
দেবানাং রাক্ষসানাঞ্চ যক্ষাণাং কিন্নরস্য চ ॥ ১৪
সদাবাসো দ্বিজাতীনাং গঙ্গাপূতশ্চ নিত্যশঃ।
ত্বৎপুরস্যাস্য নিকটে প্রস্থং গঙ্গাবতারণম্।
আশ্রিতোঽহং গিরিশ্রেষ্ঠ তদ্‌যোগ্যং কুরু সাম্প্রতম্ ॥ ১৫
ইত্যুক্তে জগতাং নাথস্তূষ্ণীমাস বৃষধ্বজঃ।
গিরিরাজস্তদা শম্ভুং প্রণয়াদিদমব্রবীৎ ॥ ১৬
পূতোঽস্মি জগতাম্নাথ ত্বয়াহং পরমেশ্বর।
আগতেনাত্র বিষয়মিতঃ কৃত্যং কিমস্তি মে ॥ ১৭
তপসা মহতা ত্বং হি দেবৈর্যত্নপরস্থিতৈঃ[১]।
ন প্রাপ্যসে জগন্নাথ স ত্বং স্বয়মুপস্থিতঃ ॥ ১৮

গিরিরাজ, গণের সহিত মহাদেবকে প্রত্যহ দেখিয়া একদিন বন্ধুগণের সহিত ওষধিপ্রস্থ হইতে প্রস্থান করত পূজার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য পূজা করিলেন। ৯-১০

পর্ব্বতস্থ শম্ভুও পূর্ব্বে গঙ্গাকে যেরূপ শিরে ধারণ করিয়াছিলেন; সেইরূপ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গিরিরাজের পূজা গ্রহণ করিলেন। বৃষধ্বজ পূজিত হইয়া সহসা গিরিরাজকে ধ্যানযোগস্থ হইয়াও সবিস্ময়ে বলিলেন। ১১-১২

তোমার প্রস্থে গোপনীয় স্থানে তপস্যার জন্য আমি আগমন করিয়াছি, কিন্তু যাহাতে কোন ব্যক্তি আমার নিকট আসিতে না পারে তাহাই কর। ১৩

তুমি মহাত্মা, জগতের ধামস্বরূপ, মুনিদিগের সর্ব্বদা আশ্রয়স্বরূপ, তুমি দেবতা, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর ও দ্বিজগণের সর্ব্বদা আবাস স্থান এবং গঙ্গা প্রভাবে সর্ব্বদা পবিত্র। ১৪

গিরিশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার পুর-সমীপে গঙ্গা-প্রবাহ-যুক্ত প্রস্থ আশ্রয় করিয়াছি, সম্প্রতি তাহার উপযুক্ত কার্য্য কর। জগন্নাথ, বৃষধ্বজ এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ১৫

তাহার পর গিরিরাজ শম্ভুকে সপ্রণয়ে এই কথা বলিলেন, হে পরমেশ্বর; হে জগন্নাথ! আপনি আগমন করিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন, ইহা হইতে অন্য কর্ত্তব্য বিষয় কি আছে। ১৬-১৭

হে জগন্নাথ! জন্মাবধি দেবগণ মহা তপস্যা করিয়াও আপনাকে প্রাপ্ত হন না—অদ্য আপনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। ১৮

১। মহতা তপসা ত্বং হি দেবধ্যানপরস্থিতৈঃ।

মত্তো ধন্যতরো নাস্তি ন মত্তোঽন্যোঽস্তি পুণ্যবান্ ।
যদ্ভবান্ হিমবৎপ্রস্থে তপসে সমুপস্থিতঃ ॥ ১৯
দেবেন্দ্রাদধিকং মন্যে আত্মানং পরমেশ্বর ।
সগণেন ত্বয়া প্রাপ্তো যদাহং কামচারতঃ ॥ ২০
ইত্যুক্ত্বা গিরিরাজোঽথ স্ববেশ্ম পুনরাগমৎ ।
নিয়মায় পরিবারান্ গণানপ্যবদৎ স্বকান্[২] ॥ ২১
অদ্য প্রভৃতি নো গন্তা কোঽপি গঙ্গাবতারণম্ ।
মচ্ছাসনং ন হি বিনা যো গন্তা দণ্ডয়ে হ্যহম্ ॥ ২২
ইতি তান্ স নিয়ম্যাশু তিলপুষ্পকুশান্ ফলম্ ।
সমাদায়াশু তনয়াসহিতোঽগাদ্ধরান্তিকম্ ॥ ২৩
অথ গত্বা জগন্নাথং হরং ধ্যানপরং তদা ।
নমস্তামাস তনয়াং কালীং সর্বগুণান্বিতাম্ ॥ ২৪
তিলপুষ্পাদিকং যদ্ যত্তত্তদগ্রে নিধায় সঃ ।
অগ্রে কৃত্বা সুতাং শম্ভুমিদমাহ স শৈলরাট্ ॥ ২৫
ভগবংস্তনয়েয়ং মে ত্বামারাধয়িতুং প্রতি ।
সমাদিষ্টা সমানীতা ত্বদারাধনকাঙ্ক্ষিণী ॥ ২৬
সখিভ্যাং সহ নিত্যং ত্বাং সেবতামীশ শঙ্কর ।
অনুজানীহি সেবার্থে ময়ি তে যদ্যনুগ্রহঃ ॥ ২৭
অথ তাং শঙ্করোঽপশ্যৎ প্রথমারূঢ়যৌবনাম্ ।
ফুল্লেন্দীবরপত্রাভাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥ ২৮

অতএব আমি বিবেচনা করি, আমা হইতে ধন্যতর নাই ও পুণ্যবান্ও নাই ; যেহেতু আপনি হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। হে পরমেশ্বর। আমি, আমাকে ইন্দ্র হইতেও অধিকতর বলিয়া বিবেচনা করি। যেহেতু আপনি ইচ্ছাবশত গণের সহিত এই হিমালয়ে আগমন করিয়াছেন। ১৯-২০

গিরিরাজ এই কথা বলিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন, তাহার পর নিজ পরিবারবর্গকে আদেশ করিলেন, অদ্য প্রভৃতি কেহ গঙ্গাতে গমন করিও না ; যে ব্যক্তি আমার শাসন অতিক্রম করিয়া যাইবে, সে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। ২২

গিরি এরূপ আদেশ করিয়া তিল পুষ্প ও কুশাসন গ্রহণ করত নিজ তনয়াকে সঙ্গে করিয়া হর-সমীপে গমন করিলেন। ২৩

অনন্তর, গমন করিয়া ধ্যান-রত জগন্নাথকে গিরিরাজ, সর্ব্বগুণান্বিতা নিজ তনয়া কালী দ্বারা প্রণাম করাইলেন এবং পূজার জন্য আনীত তিল-কুসুমাদিও তাঁহার অগ্রে প্রদান করিলেন। শৈলরাজ, তনয়াকে অগ্রে করিয়া শম্ভুকে বলিলেন। ২৪-২৫

ভগবন্! আমার এই তনয়া আপনাকে আরাধনা করিবার জন্য সমাদিষ্টা হইয়া এস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। ২৬

অতএব সখীগণের সহিত আপনার আরাধনাকাঙ্ক্ষিণী তনয়াকে—আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক—আরাধনের নিমিত্ত আদেশ করুন। ২৭

২। গণানপি তদা সুধান্।

সমগ্রনীলকেশৌঘ-প্রাপ্তবেশবিজৃম্ভিকাম্ ।
কম্বুগ্রীবাং বিশালাক্ষীং চারুকর্ণযুগোজ্জ্বলাম্ ॥ ২৯
মৃণালায়তপর্য্যন্ত-বাহুযুগ্মমনোরমাম্ ।
রাজীবকুড্মলপ্রখ্য-ঘনপীনোন্নতস্তনৌ ॥ ৩০
বিভ্রতীং ক্ষীণমধ্যাং রক্তপাণিতলদ্বয়াম্ ।
স্থলপদ্মপ্রতীকাশ-পাদযুগ্মমনোরমাম্ ॥ ৩১
মধ্যক্ষীণাং মহাসত্ত্বাং বৃত্তস্থূলঘনোজ্জ্বলাম্ ।
সুজঙ্ঘাং নাগনাসোরুং নিম্ননাভিবিভূষিতাম্ ॥ ৩২
সুবৃত্তচারুজঙ্ঘাগ্রাং ত্রিগম্ভীরাং ষডুন্নতাম্ ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণাং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভাম্ ॥ ৩৩
ধ্যানপঞ্জরনির্বদ্ধ-মুনিমানসমপ্যরম্ ।
দর্শনাদ্ ভ্রংশিতুং শক্তাং যোষিদ্গণশিরোমণিম্ ॥ ৩৪
তাং দৃষ্ট্বা তপসে নিত্যং ধ্যানিনাঞ্চ মনোহরাম্ ।
বিঘ্নহেতুকানুরাগবর্দ্ধিনীং কামরূপিণীম্ ॥ ৩৫
গিরিরাজস্য বচনাত্তস্যাং তস্য শঙ্করঃ ।
পর্য্যেষণার্থে জগৃহে গোরবামপি গোরথঃ ॥ ৩৬
উবাচেদং তব সুতা সখিভ্যাং সহ শৈলরাট্ ।
নিত্যং মে সেবয়া যত্তা[১] নির্ভীতা হ্যত্র তিষ্ঠতু ।
এবমুক্ত্বা তাং দেবীং সেবার্থে জগৃহে হরঃ ॥ ৩৭

অনন্তর শঙ্কর, নবযৌবনা শৈলরাজ-তনয়াকে দেখিলেন ; গিরিতনয়ার বিকশিত নীলপদ্মের ন্যায় আভা ; পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখকান্তি ; তিনি নীলকেশ-কলাপ-শোভিতা ; তাঁহার কম্বুগ্রীবা, আয়ত-লোচন, উজ্জ্বল মনোহর কর্ণযুগল, মৃণালসদৃশ আয়ত ভুজদ্বয় । ২৮-২৯

অত্যন্ত মনোহারিণী দেবী কালিকার পদ্মকুট্মল সদৃশ ঘন ও স্থূল স্তনদ্বয় । ৩০

তাঁহার মধ্যে ক্ষীণ, পাণিতলদ্বয় রক্তবর্ণ, পাদপদ্মের যুগল স্থলপদ্মের ন্যায় মনোহর । ৩১

মধ্যদেশ ক্ষীণ ও মহাসত্ত্বসম্পন্ন, বৃত্ত, স্থূল ঘন উজ্জ্বল জঙ্ঘাদ্বয়, ওষ্ঠ বিম্ব-সদৃশ, জঙ্ঘাগ্রভাগ সুবৃত্ত, তিন স্থল গম্ভীর, ছয়ভাগ উন্নত ; তিনি সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না যোষিৎগণের শিরোরত্ন-সদৃশী লোকত্রয়ে দুর্লভা । ৩২-৩৪

দেবী ধ্যানরূপ পঞ্জরে আবদ্ধ মুনিদিগের মনকেও দর্শনমাত্রই যোগভ্রষ্ট করিতে সক্ষম । ৩৫

শঙ্কর, গিরিরাজের বাক্যানুসারে মনোহরা, তপস্যা ও ধ্যানাদির নিত্য-বিঘ্ন-হেতু, অনুরাগবর্দ্ধিনী কামরূপিণী গিরিতনয়াকে দেখিয়া উপবেশনের নিমিত্ত বলদকে অবলম্বন করিলেন এবং এই কথা বলিলেন । ৩৬

গিরিরাজ । তোমার তনয়া সখীগণের সহিত নির্ভয়ে নিত্য আমার সেবাতে রত হইয়া এস্থানে অবস্থান করুক । এই কথা বলিয়া মহাদেব সেবার নিমিত্ত দেবীকে আদেশ করিলেন । ৩৭

১। সেবতাং রতাং……।

ইদমেব মহৈশ্বর্য্যং যদ্বিঘ্নো ন হি বিঘ্নয়েৎ।
নির্বিঘ্নং স্থানমাসাদ্য যত্তপঃ ক্রিয়তে দ্বিজৈঃ॥ ৩৮
সবিঘ্নো বিঘ্নহেতুং যঃ পরিভূয় প্রবর্ত্ততে।
তন্মহত্ত্বঞ্চ তপসাং ধীরতা চ তপস্বিনাম্॥ ৩৯
ততঃ স্বপুরমায়াতো গিরিরাট্ পরিচারকৈঃ।
হরশ্চ ধ্যানযোগেন পরং চিন্তয়িতুং স্থিতঃ॥ ৪০
কালী সখিভ্যাং সহিতা প্রত্যহং চন্দ্রশেখরম্।
সেবমানা মহাদেবং গমনাগমনে স্থিতা॥ ৪১
কদাচিৎ সহিতা কালী সখিভ্যাং শঙ্করাগ্রতঃ।
বিস্তরন্তী শুভং গীতং পঞ্চমক্বাণনোত্তমা॥ ৪২
কদাচিৎ কুশপুষ্পাদিসমিদ্বারি হরায় সা।
সখিভ্যাং স্থানসংকারং কুর্ব্বতী শুবসন্তদা॥ ৪৩
কদাচিদগ্রে নিয়তা স্থিতা চন্দ্রভৃতো মুখম্।
বীক্ষন্তী চিন্তয়ামাস সকামা চন্দ্রশেখরম্॥ ৪৪
যদা কার্য্যেষু সা ব্যগ্রা তদা তৎকর্ম্ম চেষ্টতে।
কৃত্যহীনা যদা সা তু তদৈবাচিন্তয়দ্ধরম্॥ ৪৫
কদা মামেব ভূতেশঃ কর্ত্তা পাণিগৃহীতিকাম্।
কদা ময়া সমং রক্তা নানসদ্ভাবভাবনৈঃ॥ ৪৬
ইতি চিন্তাপরা কালী স্বপ্নেঽপি পরমেশ্বরম্।
অর্চ্চয়ত্যেব পরমং সদাচিন্তনতৎপরা॥ ৪৭

বিঘ্নের কারণ সত্ত্বেও যাঁহার বিঘ্ন হয় না, তাঁহারই মহৈশ্বর্য্য। নির্ব্বিঘ্ন স্থানে দ্বিজগণ যে তপস্যা করে, তাহা হইতে—বিঘ্নযুক্ত স্থানে বিঘ্নহেতুকে পরাভব করিয়া যে ব্যক্তি তপস্যা করে, তাহারই মহত্ত্ব ও তাপসদিগের মধ্যে তপস্যার ধীরতা। ৩৮-৩৯

তাহার পর গিরিরাজ, পরিচারকবর্গের সহিত স্বমন্দিরে গমন করিলেন। হরও পরম ব্রহ্মের চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ৪০

কালী সখীগণের সহিত প্রত্যহ চন্দ্রশেখর মহাদেবের সেবাতে রত হইয়া গমনাগমন করিতে লাগিলেন। ৪১

কোন সময়ে কালী, সখীগণের সহিত শঙ্করসমক্ষে পঞ্চমস্বরে গান করিতে লাগিলেন, কোন সময়ে তিনি সখীকুলসহ সমিধ-বারি-পুষ্পাদি আহরণ করিয়া স্থান করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪২-৪৩

কোন সময়ে অভিলাষিণী হইয়া চন্দ্রশেখরের অগ্রে তাঁহাকে চিন্তা করত তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেন। ৪৪

যে সময়ে কোন কার্য্যে ব্যগ্র থাকিতেন, সে সময়ে তাঁহার কার্য্য করিতেই চেষ্টা করিতেন; সে সময়ে কোন কার্য্য না থাকিত, সে সময়ে হরকে চিন্তা করিতেন। ৪৫

কোন সময় ভূতেশ আমার পাণিগ্রহণ করিবেন এবং কোন সময়ে নানারূপ সদ্ভাবে আমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন; কালী সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তান্বিতা হইয়া স্বপ্নেও পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতেন। ৪৬-৪৭

অগ্রং গতা যদা কালী প্রধ্যায়তি মহেশ্বরম্।
তদা তদেব ভূতেশস্তাং নিসর্গপরিস্থিতাম্॥ ৪৮
কিন্তু গর্ভগতৈর্বীজৈর্দ্ধৃতদেহেতি তাং তদা।
নাগ্রহীদ্গিরিশঃ কালীং ভার্য্যার্থে ধৃতব্রতাম্॥ ৪৯
মহাদেবোঽপি তাং দৃষ্ট্বা ভবেদেবমচিন্তয়ৎ।
কথমেষা তপশ্চর্য্যাব্রতং কুর্য্যাদ্ গিরেঃ সুতা॥ ৫০
কৃতব্রতাং গ্রহীষ্যামি গর্ভবীজবিবর্জ্জিতাম্।
কালীং ভার্য্যাং মদম্বিতাং যোনিজামতিদূষিতাম্॥ ৫১
ব্রতেন চাথ সংস্কারৈর্গর্ভবীজং বিমুচ্যতে।
তস্মাদ্ ব্রতং যথা কালী কুর্য্যাত্তদয়ুজ্যতে কথম্॥ ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূতেশস্তদা ধ্যানমনাঃ স্থিতঃ।
ধ্যানাসক্তস্য তস্যাথ নান্যচিন্তা ব্যজায়ত॥ ৫৩
কালী তদ্দিনং শম্ভুং ভক্ত্যা ভৃশমসেবত
বিচিন্তয়ন্তী সততং তস্য রূপং মহাত্মনঃ॥ ৫৪
হরো ধ্যানপরঃ কালীং নিত্যং প্রত্যক্ষতঃ স্থিতাম্।
বিস্মৃত্য পূর্ব্ববৃত্তান্তং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥ ৫৫
এতস্মিন্নন্তরে দেবাংস্তারকো নাম দৈত্যরাট্।
ববাধে সর্ব্বলোকাংশ্চ ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ॥ ৫৬

যে সময়ে কালী সম্মুখে থাকিয়া মহেশ্বরকে ধ্যান করিতেন, সে সময়ে সর্ব্বভূত-ঈশ্বর গিরিশ, এখনও কালী গর্ভ-গত বীর্য্যের দ্বারা শরীর ধারণ করিতেছে, এই বলিয়া নিসর্গ-সুন্দরী ধৃতব্রতা সেই কালীকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিলেন না। ৪৮-৪৯

মহাদেবও তাঁহাকে দেখিয়া এই চিন্তা করিলেন, গিরি-সুতা তপস্যাচরণ করত ব্রত করিতেছে কেন? ৫০

কৃতব্রতা গর্ভ-বীজ-বর্জ্জিতা হইলে ইহাকে গ্রহণ করিব; কালী ভার্য্যা হইলে মুদম্বিতা হয়, কিন্ত এ রমণী যোনি-জাতা অতএব দূষিতা। ৫১

যাহাতে ব্রত ও সংস্কারের দ্বারা গর্ভ-বীজ জনিত দোষ দূর হয়, কালী সেই রূপ ব্রত করিতে যত্ন করুক। ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভূতেশ, এই চিন্তা করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—ধ্যানাসক্ত হইয়া তাঁহার অন্য চিন্তার উদ্ভব হইত না। ৫৩

কালীও প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক শম্ভুকে সেবা করিতে লাগিলেন এবং সতত তাঁহার রূপ চিন্তা করিতেন। ৫৪

ধ্যানস্থ হর, পূর্ব্বচিন্তা বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর সম্মুখস্থিতা কালীকে দেখিয়া সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিতেন না। ৫৫

ইহার মধ্যে তারক নামক অসুররাজ ব্রহ্ম-বরে দর্পিত হইয়া দেবতাদিগকে ও সমস্ত জগৎস্থিত লোকদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল এবং ত্রিভুবন বশী-ভূত করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইল। ৫৬

বশীকৃত্য স লোকাংস্ত্রীন্ স্বয়মিন্দ্রো বভূব হ ॥ ৫৭
বিদ্রাব্য সকলান্ দেবান্ দৈত্যান্ স্বাংস্তৎপদেষু চ ।
স্বয়ং নিযোজয়ামাস দেবযোনিষু চাপ্যসৌ ॥ ৫৮
ন যমঃ স্বেচ্ছয়া লোকাংস্তস্মিন্ রাজ্ঞি নিযচ্ছতি ।
ন স্বেচ্ছয়া তথা সূর্য্যো লোকাংস্তপতি তদ্ভয়াৎ ॥ ৫৯
চন্দ্রস্তু নর্ম্মসাচিব্যং তস্য কুর্ব্বন্ স রশ্মিভিঃ ।
বায়ুনা সহ সম্বন্ধ্য তৎসেবাং বিদধেঽনিশম্ ॥ ৬০
সদা সৌগন্ধ্যগাম্ভীর্য্যশৈত্যস্নিগ্ধত্বসংযুতঃ ।
তং বীজয়ন্ ববৌ বায়ুঃ শাসনাত্তস্য ভূভৃতঃ ॥ ৬১
ধনদোঽপি যথাসারং ধনমাদায় যত্নতঃ ।
সাবধানস্তস্য সেবামকরোত্তারকেচ্ছয়া ॥ ৬২
অগ্নিস্তস্যাভবৎ সূদঃ শাসনাত্তারকস্য তু ।
ব্যঞ্জনান্নঞ্চ ভোজ্যানি চক্রে তস্যেচ্ছয়া তদা ॥ ৬৩
নির্ঋতিস্তস্য সততং সহিতঃ সর্ব্বরাক্ষসৈঃ ।
অশ্বান্ গজান্ বাহনানি কারয়ামাস সাঙ্কুশাৎ ॥ ৬৪
নৃত্যৈশ্চাপ্সরসোভিশ্চ স্তবদ্ভিঃ সূতমাগধৈঃ ।
গায়মানৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ সংক্রীড়ৎ সুরান্ দ্বিষন্ ॥ ৬৫
এবং স সর্ব্বলোকাংস্তু ত্রিলোকস্থ বিলোড়য়ন্ ।
লোকেষু সারান্ সারাংশ্চ দেবানামপ্যথাগ্রহীৎ ॥ ৬৬
তেনাভিবাধিতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুরনাথা নাথমুত্তমম্ ॥ ৬৭

তারক তিনলোক জয় করিয়া নিজেই ইন্দ্র হইল এবং সমস্ত দেবতাদিগকে তাড়াইয়া স্বকীয় দৈত্যগণকে সেই পদে নিযুক্ত করিল। ৫৭-৫৮

তারক রাজা হইলে, যম ইচ্ছামত লোকদি-কে শাসন করিতে পারিতেন না। সূর্য্যও তাহার ভয়ে লোকদিগকে ইচ্ছামত তাপ দিতে পারিতেন না। ৫৯

চন্দ্র রশ্মি বিস্তার করিয়া তাহার নর্ম্ম-সাচিব্য করিতে লাগিলেন। বায়ু নিরন্তর সুগন্ধি গম্ভীর ও স্নিগ্ধ হইয়া তাহারই সেবাতে রত হইলেন। তারকের শাসনে বায়ু সর্ব্বদা তাহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। ৬০-৬১

কুবেরও সারভূত ধন গ্রহণ করিয়া তারকের ইচ্ছানুসারে তাহার সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬২

তারকের ইচ্ছানুসারে অগ্নি পাচক হইলেন,—ব্যঞ্জন ও অন্ন ভোজনীয় বস্তু-সকল তাহার ইচ্ছামত পাকাদিসম্পন্ন করিতে লাগিলেন; নির্ঋতি সমস্ত রাক্ষসগণের সহিত তাহার অশ্ব গজ ইত্যাদির শিক্ষা দিতেন। ৬৩-৬৪

তারক অপ্সরাগণের নৃত্য দর্শনে, মাগধদিগের স্তুতিপাঠ শ্রবণে, গন্ধর্ব্ব-গণের গান শ্রবণে, পরিতৃপ্ত হইয়া দেবতাদিগকে দ্বেষ করত ক্রীড়া করিতে লাগিল। ৬৫

ত্রিজগতে সমস্ত লোকদিগকে বিলোড়ন করিয়া লোকস্থ দেবতাদিগের সার সার বস্তু গ্রহণ করিল। ৬৬

শক্র প্রভৃতি দেবগণ তারকের উৎপীড়নে পীড়িত হইয়া অনাথনাথ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ৬৭

তে প্রণম্য সুরাঃ সর্ব্বে পুরুহূতপুরোগমাঃ।
ইদমূচুর্মহাত্মানং সর্ব্বলোকপিতামহম্ ॥ ৬৮

দেবা ঊচুঃ—

লোকেশ তারকো দৈত্যো বরেণ তব দর্পিতঃ।
নিরস্যাস্মান্ হঠাদস্মদ্বিষয়ান্ স্বয়মগ্রহীৎ ॥ ৬৯
রাত্রিন্দিবং বাধতেঽস্মান্ যত্র তত্র স্থিতা বয়ম্।
পলায়িতাশ্চ পশ্যামঃ সর্ব্বকাষ্ঠাসু তারকম্ ॥ ৭০
অগ্নির্যমোঽথ বরুণো নিঋতির্বায়ুরেব চ।
তথা মনুষ্যধর্ম্মা চ সর্ব্বৈঃ পরিকরৈর্যুতঃ ॥ ৭১
এতে তেনার্দ্দিতা ব্রহ্মন্ দেবাস্তস্যৈব শাসনাৎ।
অনিচ্ছাকার্য্যনিরতাঃ সর্ব্বে তস্যানুজীবিনঃ ॥ ৭২
যা দেববনিতাঃ স্বর্গে যে চাপ্যপ্সরসাঙ্গনাঃ।
তান্ সর্ব্বানগ্রহীদ্দৈত্যঃ সারং লোকেষু যচ্চ বৎ ॥ ৭৩
ন যজ্ঞাঃ সম্প্রবর্ত্তন্তে ন তপস্যন্তি তাপসাঃ।
দানধর্ম্মাদিকং কিঞ্চিৎ ন লোকেষু প্রবর্ত্ততে ॥ ৭৪
তস্য সেনাপতিঃ পাপঃ ক্রৌঞ্চো নামাস্তি দানবঃ।
স পাতালতলং গত্বা বাধতেঽহর্নিশং প্রজাঃ ॥ ৭৫
তস্মাত্ত্বং তারকেনেদং সকলং ভুবনত্রয়ম্।
হৃতং সর্ব্বং জগত্রাহি পাপাত্তস্মাৎ পিতামহ ॥ ৭৬
বয়ঞ্চ যত্র স্থাস্যামস্তৎস্থানং বিনির্দ্দেশয়।
যস্থানাচ্চ্যাবিতাস্তেন লোকনাথ জগদ্গুরোঃ[১] ॥ ৭৭

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ লোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন। ৬৮

সর্ব্বলোক-ঈশ্বর তারক-দৈত্য আপনার বরে দর্পিত হইয়া, আমাদিগকে হঠাৎ নিরাস করত বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াছে। ৬৯

দিবা রাত্রি আমাদিগকে পীড়া দিতেছে, আমরা যেখানে সেখানে অবস্থান করিতেছি; আমরা পলায়িত হইয়াও সমস্ত দিকেই তারককেই দেখিতে পাই। ৭০

ব্রহ্মন্! অগ্নি, যম, বরুণ, নির্ঋতি, বায়ু, কুবেরাদি দেবগণ—তাহার শাসনবশতঃ পরিবারবর্গের সহিত নিতান্ত পীড়িত হইতেছেন; ইহাদিগকে অনিচ্ছাতেও কার্য করিতে হয় এবং সকলেই তাহার অনুজীবী। ৭১-৭২

সমস্ত দেব-বনিতা ও অপ্সরাগণ এবং যাহা লোকে সারভূত, দৈত্য সে সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে। ৬৮-৭৩

বর্ত্তমান সময়ে যজ্ঞ হইতেছে না, তাপসগণ তপস্যা করিতেছে না এবং দান ধর্ম্মাদি কার্য্যও কিছুই দেবলোকে হইতেছে না। ৭৪

তাহার সেনাপতি ক্রৌঞ্চ নামে দানব, পাতালে গমন করিয়া দিবারাত্র প্রজাদিগকে পীড়া দিতেছে। তারকের উৎপীড়নে জগৎ আকুল হইতেছে। অতএব পিতামহ! পাপিষ্ঠ তারক হইতে জগৎ পরিত্রাণ করুন। ৭৫-৭৬

১। গুরো—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বন্নো গতিশ্চ শাস্তা চ ত্বং নস্ত্রাতা পিতা প্রভুঃ ।
ত্বমেব ভুবনানাঞ্চ স্থাপকঃ পালকঃ কৃতী । ৭৮
তস্মাদ্‌যথা বত্তারকাখ্যো বহ্নৌ দগ্ধাঃ প্রজাপতে ।
ন ভবামস্তথা কর্ত্তুং ভবতা যুজ্যতেঽধুনা । ৭৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

সুরাণাং বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
প্রত্যুবাচ সুরান্ সর্ব্বাংস্তৎ-কালসদৃশং বচঃ । ৮০

ব্রহ্মোবাচ—

মমৈব বরদানেন তারকাখ্যঃ সমেধিতঃ ।
ন মত্তস্তস্য মরণং যুজ্যতে ত্রিদিবৌকসঃ । ৮১
যুষ্মাকঞ্চ প্রতীকারঃ কর্ত্তব্যঃ প্রতিকর্ম্মণি ।
কিন্তু সম্যক্ ন শক্নোমি প্রতিকর্ত্তুং প্রচোদিতঃ[1] । ৮২
তস্মাদ্‌যথা তারকাখ্যঃ স্বয়মেষ্যতি সঙ্‌ক্ষয়ম্ ।
তথা যূয়ং সংবিদধ্বমুপদেশকরস্ত্বহম্ । ৮৩
ন ময়া তারকো বধ্যো ন তথা বনমালিনা ।
ন হরেণ তথা বধ্যো নান্যৈরপি সুরৈর্নরৈঃ । ৮৪
এষ এব বরো দত্তো ময়া তস্মৈ তপস্যতে ।
উপায়শ্চিন্তিতশ্চাস্তি তং কুর্ব্বন্তু সুরোত্তমাঃ । ৮৫
সতী দাক্ষায়ণী পূর্ব্বং ত্যক্তদেহা স্বজন্মনে ।
অগচ্ছন্মেনকাং দেবী শৈলরাজস্য যোষিতম্ । ৮৬

আমরা যে স্থানে ছিলাম, সেইস্থানে পুনর্ব্বার স্থাপন করুন। হে লোকনাথ! হে জগৎগুরো! আমরা তারক কর্ত্তৃক স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। ৭৭

আপনি আমাদের গতি, শাস্তা, ত্রাতা, পিতা ও মাতা এবং ত্রিভুবনের স্থাপক ও পালক; তাহা হইলে হে-প্রজাপতে! যাহাতে আমরা তারক-রূপ বহ্নিতে দগ্ধ না হই, তাহাই এখন আপনার করা উচিত। ৭৮-৭৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—লোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণকে সময়োচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৮০

হে দেবগণ! আমারই বর দানে তারক অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছে, আমা হইতে তাহার মরণ যুক্তিযুক্ত নহে; তোমাদের প্রতিকার সমস্ত কার্য্যেই কর্ত্তব্য কিন্তু তাহার প্রতিকার করিতে প্রকাশ্যরূপে সক্ষম হইব না; যাহাতে তারক স্বয়ং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই তোমরা যত্ন কর;—আমি তাহার উপদেশ দিতেছি। ৮১-৮৩

তারক—আমার, নারায়ণের, মহাদেবের এবং অন্য দেবগণের—কাহারও বধ্য নহে এই বর আমি তপস্যাকালে সেই তারককে দিয়াছি, কিন্তু এক উপায় আছে, হে সুরোত্তমগণ! তাহাই কর। ৮৪-৮৫

দাক্ষায়ণী সতী, পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিয়া শৈল-রমণী মেনকা-সমীপে আগমন

১। প্রবোধিতঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

তাং সমুৎপাদয়ামাস মেনকাজঠরে গিরিঃ।
লক্ষ্মীমিব পুরা খ্যাত্যাং ভৃগুঃ মত্তনয়ো মম॥ ৮৭
তামবশ্যং মহাদেবঃ কুর্যাৎ পাণিগ্রহীতিকাম্।
যথা স নচিরাত্তস্যামনুরক্তো ভবেৎ সুরাঃ।
তথা বিদধ্বং সুতরাং তত্তেজঃ প্রতিকর্ত্ত্ বঃ[১]॥ ৮৮
ঊর্দ্ধরেতসং শম্ভুং সৈব প্রচ্যুতরেতসম্।
কর্ত্তুং সমর্থা নান্যাস্তি কাচিদপ্যবলা পরা॥ ৮৯
তস্য তেজশ্চ্যুতং যচ্চ তস্মাদ্যো জায়তে সুতঃ।
স এব তারকাখ্যস্য হন্তা নাস্তন্ত বিদ্যতে॥ ৯০
সা সুতা গিরিরাজস্য সাম্প্রতং রূঢ়যৌবনা।
তপস্যন্তং গিরিপ্রস্থে নিত্যং পর্য্যেষতে হরম্॥ ৯১
বাক্যাদ্ধিমবতঃ সা তু কালী নাম্না নিষেবতে।
সখিভ্যাং সহ সর্ব্বজ্ঞং ধ্যানস্থং পরমেশ্বরম্॥ ৯২
তামগ্রতো বর্ত্তমানাং ত্রিলোকবরবর্ণিনীম্।
ধ্যানাসক্তো মহাদেবো মনসাপি ন চেচ্ছতি[২]॥ ৯৩
যথা সমীহতে ভার্য্যাং কালীং স চন্দ্রশেখরঃ।
তথা কুরুধ্বং ত্রিদশা নচিরাদেব যত্নতঃ॥ ৯৪
স্বস্থানং ভবতাং স্বর্গস্তস্যাস্তারকমপাহম্।
নিবর্ত্তয়িষ্যে সঙ্গম্য গচ্ছধ্বং বিগতজ্বরাঃ॥ ৯৫
ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বলোকেশস্তারকাখ্যমুপস্থিতঃ
উপসঙ্গম্য বচনং সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ॥ ৯৬

করিয়াছিলেন; গিরি তাহাকে মেনকাজঠরে উৎপাদন করিয়াছেন;—যেরূপ আমার তনয় ভৃগু পূর্ব্বে স্বকীয় স্ত্রীতে লক্ষ্মীকে উৎপাদন করিয়াছিল। ৮৬-৮৭

মহাদেব সেই গিরি-কন্যার অবশ্য পাণি-গ্রহণ করিবেন; হে সুরগণ। যাহাতে মহাদেব, শীঘ্র অনুরক্ত হইতে পারেন, তাহাই চেষ্টা কর, তাঁহার তেজ আপনাদের প্রতিকারে সমর্থ হইবে। ৮৮

সেই ঊর্দ্ধরেতা শম্ভুকে গিরি তনয়াই প্রচ্যুতরেতা করিতে সক্ষমা, অন্য কোন স্ত্রী সে বিষয়ে সক্ষমা হইবে না। শম্ভুর পরিত্যক্ত তেজ হইতে যে পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিবে, সেই তারকের হন্তা; অন্য কেহই তাহাকে বধ করিতে সক্ষম হইবে না। ৮৯-৯০

সম্প্রতি সেই গিরিরাজ-সুতা পূর্ণ যৌবনা; তিনি গিরিপ্রস্থে ধ্যান-রত হরকে নিত্য সেবা করেন। ৯১

হিমালয়ের বাক্যানুসারে সখীগণ-সহ কালীনাম্নী গিরিসুতা সর্ব্বজ্ঞ ধ্যানস্থ পরমেশ্বরকে নিরন্তর সেবা করেন। ধ্যানাসক্ত মহাদেব সম্মুখ-স্থিতা ত্রৈলোক্য-সুন্দরী কালীকে মনের দ্বারাও ইচ্ছা করেন না। ৯২-৯৩

হে ত্রিদশগণ! চন্দ্রশেখর যাহাতে কালীকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ চেষ্টা কর, তাহা হইলে অচিরাৎ স্বস্থান স্বর্গপুর লাভ করিতে পারিবে; তবে তারককেও আমি গমন করিয়া নিবৃত্ত করিব। হে নির্জ্জরগণ! তোমরা গমন কর। ৯৪-৯৫

১। প্রতিকর্তৃকঃ—ইতি পাঠান্তরম্। ২। চেহতে—ইতি পাঠান্তরম্।

ততো তো তারক মা স্বর্গরাজ্যং ত্বং পরিপালয় ভোঃ।
তদর্থং ন তপস্তপ্তং সময়ে ভবতা পুরা ॥ ৯৭
বরো নাপি ময়া দত্তো ন ময়া স্বর্গরাজতা।
তস্মাৎ স্বর্গং পরিত্যজ্য ক্ষিতৌ রাজ্যং সমাচর ॥ ৯৮
দেবভোগ্যানি তত্রৈব সর্ব্বাণ্যপি তেঽসুর।
ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বলোকেশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৯৯
স তারকঃ পরিত্যজ্য স্বর্গং ক্ষিতিমথাভ্যয়াৎ। ১০০
তত্রৈব সংস্থিতো দেবান্ বাধতে স্ম স নিত্যশঃ।
ইন্দ্রং করপ্রদং চক্রে নিদেশস্থং মহাবলম্[1]। ১০১
তমিন্দ্রঃ সততং দেবভোগ্যানি বিতরন্ মুহুঃ।
সেবমানঃ ক্ষমো নাভূৎ সন্তোষয়িতুমীশ্বরম্ ॥ ১০২
এবং তেনার্দ্দিতা দেবা মন্যুনা পরিপীড়িতাঃ।
বিধাতুরুপদেশেন যত্নং চক্রুর্হরাশ্রয়ে ॥ ১০৩
ততঃ ইন্দ্রোঽথ গুরুণা সহ কৃতনিশ্চয়ঃ।
কুসুমেষুং সমাহূয় বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১০৪

ইন্দ্র উবাচ—

ত্বয়েদং পাল্যতে বিশ্বং ত্বয়া বিশ্বং প্রসূয়তে।
ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং প্রীতিহেতুঃ পুরা ভবঃ ॥ ১০৫
ব্রহ্মা প্রীত্যা যথা পূর্ব্বমগৃহ্ণাচ্চরিতব্রতাম্।
সাবিত্রীং মাধবো লক্ষ্মীং সতীং দাক্ষায়ণীং হরঃ ॥ ১০৬

এই কথা বলিয়া সর্ব্বলোকেশ ব্রহ্মা তারকভবনে গমন করিলেন এবং তাহার নিকটে যাইয়া এই কথা বলিলেন, অহে তারক। তুমি স্বর্গ-রাজ্য শাসন করিও না; তোমার জন্য কেহ তপশ্চরণ করিতে পারিতেছে না। ৯৬-৯৭

সময়ানুসারে পূর্ব্বে বর প্রার্থনা করাতে আমি বরদান করিয়াছিলাম, কিন্তু স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য আমি বর দিই নাই; অতএব স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিতিতলে রাজত্ব কর; সেই মর্ত্ত্যলোকেই তোমার দেবভোগ্য সমস্তই হইবে। এই কথা বলিয়া সর্ব্বলোকেশ ব্রহ্মা সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। ৯৮-৯৯

তারকও স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিতিতলে গমন করিল; কিন্তু ক্ষিতিতলে থাকিয়াই নিরন্তর দেবতাদিগকে পীড়া দিতে লাগিল। মহাবল তারক, ইন্দ্রকে আদেশবর্ত্তী করবহ করিল; ইন্দ্র, সতত দেবভোগ্য বস্তুসমূহ তাহাকে দিতে লাগিলেন; এইরূপ সেবা করিয়াও ঈশ্বর তারকের সন্তোষ সাধন করিতে সক্ষম হইতেন না। ১০০-১০২

এইরূপ দেবগণ পীড়িত হইয়া ক্রোধেও অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইলেন, হরের দারগ্রহণের প্রতি বিধাতার উপদেশানুসারে যত্ন করিলেন; তাহার পর ইন্দ্র, বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া কুসুমেষুকে ডাকিয়া এই কথা বলিতে অভিমত করিলেন। ১০৩-১০৪

ইন্দ্র বলিলেন, তুমি এই জগৎ প্রতিপালন করিতেছ, তুমিই এই বিশ্ব প্রসব করিয়াছ; তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইঁহাদিগের প্রীতির হেতু হও; যেরূপ ব্রহ্মার

১। মহাবলঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

তাঃ প্রীতয়ে পুরা তেষাং দেবেশানাং যথা কৃতাঃ।
তথৈব কুরু মে প্রীতিং কাম প্রাণভৃতাং সদা ॥ ১০৭
ন ত্বং ন কস্যচিৎ স্বর্গে পাতালে বাথ ভূতলে।
প্রিয়ঃ প্রাণভৃতাং কাম সততং জগতাং মতঃ ॥ ১০৮
দেবদানবযক্ষাণাং রক্ষসাং মানুষস্য চ।
ত্বং পালকশ্চ কর্ত্তা চ হৃদয়ে চ প্রবর্ত্তসে ॥ ১০৯
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বজগতাং হিতায় কুরু চেষ্টিতম্[১]।
দেবদানবযক্ষাণাং মানুষাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ১১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য শক্রস্য মকরধ্বজঃ।
দেবরাজমুবাচেদং সুপ্রীতস্তবচোঽমৃতৈঃ ॥ ১১১
যত্রাহমীশিতা শক্র ত্বং কর্ম্ম বিদিতং ত্বয়া।
তস্যাস্ম্যোচিতং শক্যং করিষ্যে তন্নিদেশয় ॥ ১১২
পঞ্চৈব বাণা মৃদবস্তে চ পুষ্পময়া মম।
চাপস্তথা পুষ্পময়ঃ শিঞ্জিনী ভ্রমরাত্মিকা ॥ ১১৩
রতির্মে দয়িতা জায়া বসন্তঃ সচিবো মম।
যন্তা মলয়জো বায়ুর্মিত্রং মম সুধানিধিঃ ॥ ১১৪
সেনাধিপো মে শৃঙ্গারো হাবা ভাবাশ্চ সৈনিকাঃ।
সর্ব্বে মে মৃদবোঽক্রূরা অহঞ্চাপি তথাবিধঃ ॥ ১১৫
যদ্যেন যুজ্যতে কার্য্যং ধীমাংস্তত্তেন যোজয়েৎ।
মম যোগ্যন্তু যৎ কর্ম্ম তস্মাত্তস্মিন্ নিযোজয় ॥ ১১৬

প্রীতি সাধনের নিমিত্ত পূর্ব্বে ব্রতাচরণে রতা সাবিত্রীকে গ্রহণ করাইয়াছিলে, মাধব লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, হর দাক্ষায়ণী সতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদিগকে প্রীতিযুক্ত কর। দেবেশদিগের সম্বন্ধে যেরূপ প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলে, কাম! তুমি দেবতাদিগের সেইরূপ প্রীতি উৎপাদন কর। ১০৪-১০৭

তুমি পাতালে, স্বর্গে, ভূতলে, কোন ব্যক্তির প্রিয় নও তাহা নহে,—জগতের প্রাণিমাত্রেরই প্রিয়; অতএব দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, মানব—ইহাদিগের সকলের তুমি পালক ও কর্ত্তা এবং হৃদয়েও সর্ব্বদা বাস কর; তুমি সমস্ত জগতের হিতের জন্য চেষ্টা কর; দেব দানব, যক্ষ, মানব, সকলেরই হিতে রত হও। ১০৮-১১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মকরধ্বজ দেবরাজের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করত প্রীত হইয়া ইন্দ্রকে এই বাক্য বলিলেন,—হে শক্র; আপনি যে কার্য্যের নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া আমাকে বলিতেছেন, সেটী আপনি অবগত আছেন; যদি আমি সক্ষম হই এবং উচিত হয়, তাহা হইলে আদেশ করুন। আমার পাঁচটী মাত্র বাণ; তাহা পুষ্পময়, অতএব মৃদু; সেইরূপ চাপ পুষ্পময়, ভ্রমরশ্রেণী গুণ; রতি আমার দয়িতা, বসন্ত সচিব, সারথি মলয়জ বায়ু, চন্দ্র আমার মিত্র, সেনাপতি শৃঙ্গার, হাব-ভাব সৈনিক,—সকলই আমার কঠিনতাশূন্য, অতএব

১। চেষ্টনম্—ইতি পাঠান্তরম্।

ইন্দ্র উবাচ—

যৎ কারয়িতুমিচ্ছামি ভবন্তং জন্মনোভব।
তত্তে সমুচিতং কর্ম তস্মিন্ শক্তিযুতো ভবান্। ১১৭
কৃতকর্ম্মাপি তত্র ত্বং কৃতী চাপি মনোভব।
অন্যৈঃ কিন্তু দুঃসাধ্যং তস্মাৎ ত্বাং নিয়োজয়ে। ১১৮
শ্রূয়তে হি তপস্যন্তং ধ্যানস্থং বৃষভধ্বজম্।
গিরেহিমবতঃ প্রস্থে নিরাকাঙ্ক্ষং বধূকৃতৌ। ১১৯
তং পিতুর্বচনাৎ কালী তপস্যন্তং নিষেবতে।
সখিভ্যাং সহিতা নিত্যং হরস্যানুমতেঽধুনা। ১২০
আরূঢ়যৌবনাং তাস্ত স্ত্রীরত্নমপি সুন্দরীম্।
ধ্যানাসক্তো মহাদেবো নেহতে মনসাপি চ। ১২২
সানুরাগো যথা তস্যাং জায়তে বৃষভধ্বজঃ।
তথা বিধৎস্ব দেবানাং হিতায় জগতামপি। ১২৩
সহ সত্যা যথা রেমে সানুরাগো বৃষধ্বজঃ।
তথৈতয়া গিরিজয়া রমতাং ত্বৎকৃতেন বৈ। ১২৪
তস্যাঃ কৃতে তু যত্তেজঃ প্রচ্যুতং স্যাচ্ছস্য বৈ।
ততো যো জায়তে সোঽস্মাংস্তারকাদুদ্ধরিষ্যতি॥ ১২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ স দেবরাজস্য বচঃ শ্রুত্বা মনোভবঃ।
প্রাগুক্তকালজং সস্মার শাপং ব্রহ্মকৃতং পুরা। ১২৬

যুদ্ধ ; আমিও সেইরূপ। যে যে কার্যে উপযুক্ত, ধীমান্ ব্যক্তি, তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করেন ; যদি সে কার্য্য আমা দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিয়োগ করুন। ১১১-১১৬

ইন্দ্র বলিলেন, হে মনোভব। যে কার্য তোমা দ্বারা সম্পাদন করাইতে ইচ্ছা করি, সেটী তোমার উচিত কার্য ; সে কার্য্যে তুমি বলবান্, কৃতকর্মা ও প্রাজ্ঞ কিন্তু অন্যের সেটী দুঃসাধ্য, সেই জন্য তোমাকে নিয়োগ করিতেছি। ১১৭-১১৮

আমি শুনিতেছি, হিমালয়প্রস্থে বৃষভধ্বজ ধ্যানস্থ হইয়া তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু দারগ্রহণে নিরাকাঙ্ক্ষ ; পিতৃ-বাক্যানুসারে কালী, সখীগণ সহ হরের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে নিত্য সেবা করিতেছে ; কিন্তু ধ্যানরত মহাদেব আরূঢ়-যৌবনা অতি সুন্দরী সেই স্ত্রীরত্নকে মনের দ্বারাও ইচ্ছা করিতেছেন না। ১১৯-১২২

যেরূপে বৃষভধ্বজ কালীতে অনুরক্ত হন, তুমি দেবতাদিগের ও জগতের হিতের জন্য তাহার চেষ্টা কর। ১২৩

পূর্ব্বে যেরূপ বৃষধ্বজ সতীতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তোমার যত্নে গিরিতনয়ার সহিত তাঁহার রমণাভিলাষ হউক। ১২৪

সেই গিরিতনয়ার প্রভাবে হরের রেতঃ স্খলিত হইবে ; তাহা হইতে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সেই আমাদিগকে তারকাসুরের যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবে। ১২৫

সন্ধ্যাং প্রতি বিধাতারং যদা শস্ত্রং পরীক্ষিতুম্ ।
কামোঽহনৎ পুষ্পবাণৈস্তদা তমশপদ্বিধিঃ ।
শম্ভুনেত্রাগ্নিদগ্ধস্ত্বং ভবিষ্যসি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১২৭
যদা কুর্য্যাদ্‌গিরিসুতাং হরঃ পাণিগৃহীতিকাম্ ।
তদা ভবান্ শরীরেণাগমিষ্যতি সমগ্রতাম্ ॥ ১২৮
ইতি স্মৃত্বা বিধেঃ শাপং ভীতোঽপি মকরধ্বজঃ ।
অঙ্গীচক্রে শক্রবাক্যাৎ কাল্যা যোজয়িতুং হরম্ ॥ ১২৯
ইদঞ্চ বচনং প্রোচে তৎকালসদৃশং পুনঃ ॥ ১৩০

মদন উবাচ—

করিষ্যে তদ্বচঃ শক্র হরং সঙ্গময়াম্যহম্ ।
কাল্যা গিরিজয়া সার্দ্ধং দাক্ষায়ণ্যা যথা পুরা ॥ ১৩১
কিন্ত্বেকং মম সাহায্যং কর্ত্তা ত্বং হরমোহনে ॥ ১৩২
যদা সম্মোহনেনাহং হরং সম্মোহয়ামি চ ।
তদা কুরু সহায়ং ত্বং স্বঃস্থমাপাদয়স্ব মাম্ ॥ ১৩৩
প্রবিশ্যাহং সুরভিনা ন চিরাচ্ছঙ্করাশ্রমম্ ।
বিধায় পূর্ব্বং মনসো বিকারং হর্ষণেন তু ।
স মোহনেন সুদৃঢ়ং মোহয়িষ্যে বৃষধ্বজম্ ॥ ১৩৪
স্মরিষ্যসি ত্বং সম্প্রাপ্তে কালে মাং মম পালনে ।
অহং গচ্ছামি সহিতং তৎকর্ত্তুং বলসূদন ॥ ১৩৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার পর ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোভবের—পূর্ব্বে ব্রহ্মদত্ত শাপের কাল উপস্থিত, ইহাই স্মরণ হইল। ১২৬

হে দ্বিজগণ! যে সময়ে কাম অস্ত্রের পরীক্ষার জন্য সন্ধ্যাকে উদ্দেশ করিয়া বিধাতার প্রতি পুষ্পময় বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিধি তাঁহাকে শাপ দিয়াছেন,—তুমি শম্ভুর নেত্রানলে দগ্ধ হইবে। ১২৭

যে সময়ে হর গিরিসুতার পাণি গ্রহণ করিবেন; সেই সময়ে তোমার সমস্ত শরীর ভস্মসাৎ হইবে। ১২৮

এইরূপ, ব্রহ্মার শাপ স্মরণ করত কাম ভীত হইয়াও ইন্দ্রবাক্যানুসারে শিবকে কালীর সহিত যোগ করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলেন। ১২৯

কাম পুনর্ব্বার ইন্দ্রকে তৎকালোচিত বাক্য বলিলেন। ১৩০

মদন বলিলেন,—হে শক্র! আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। পূর্ব্বে দাক্ষায়ণীর সহিত যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ গিরিজা কালীর সহিত হরের মিলন করাইব। ১৩১

কিন্তু হরের মোহ জন্মাইবার সময় আপনাদিগকে আমার সাহায্য করিতে হইবে। ১৩২

যে সময়ে সম্মোহনাস্ত্র দ্বারা আমি হরের সম্পূর্ণ মোহ জন্মাইব, সেই সময়ে আমাকে সুস্থ করিতে হইবে, এই সহায়তা করিবেন। ১৩৩

আমি বসন্তের সহিত শীঘ্র শঙ্করাশ্রমে প্রবেশ করিব। প্রথমতঃ হর্ষণ বাণ দ্বারা মনের বিকার উৎপাদন করিয়া তাহার পর সম্মোহনাস্ত্র দ্বারা সেই গম্ভীর বৃষধ্বজকে মোহিত করিব। ১৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স জগামাথ মদনঃ শঙ্করাশ্রমম্।
শক্রোঽপি ত্রিদশান্ সর্ব্বানিদমাহ বচস্তদা॥ ১৩৬
যূয়ং কুরুধ্বং সাহায্যং যত্র যাতি মনোভবঃ।
তত্র তত্রানুসময়েন সময়ে মাঞ্চ বোধত॥ ১৩৭
যদা সম্মোহনেনায়ং সম্মোহয়তি শঙ্করম্।
তদাহমপি যাস্যামি তত্র বোধত মাং সুরাঃ॥ ১৩৮
ইত্যুক্তাস্তেন শক্রেণ দেবা জগ্মুর্মনোভবম্।
সোঽপি গত্বা যত্র হরো গঙ্গাবতরণে গিরেঃ।
হিমভারভৃতঃ সানৌ সুরভিঞ্চ ন্যযোজয়ৎ॥ ১৩৯
ততস্তত্র গতে সম্যক্ সুরভৌ তস্য লক্ষণম্।
অভবন্ন চিরাদেব তরুগুল্মলতাসু চ॥ ১৪০
পুষ্পিতাঃ কিংশুকাস্তত্র মঞ্জুলাঃ কেতকাস্তথা।
সরাংসি চ সপদ্মানি সবিকারাশ্চ জন্তবঃ॥ ১৪১
ববৌ বায়ুশ্চ গম্ভীরো গন্ধিলঃ পুষ্পরেণুভিঃ।
শনৈঃ শনৈঃ সুখকরঃ কর্ষয়ন্ স হি মানসম্॥ ১৪২
পক্ষিণশ্চ মৃগাশ্চৈব যে চান্যে প্রাণধারিণঃ।
সিদ্ধাশ্চ কিন্নরাশ্চৈব মন্মভাবং বিতেনিরে॥ ১৪৩
চূতাঃ কুসুমিতাস্তত্র নবস্তবকভূষিতাঃ।
অশোকাঃ পাটলাশ্চৈব নাগকেশরকারুণাঃ॥ ১৪৪

হে বলসূদন্; যে সময়ে কাল উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে বল-সূদন আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন; আমি কার্য্য করিতে গমন করিলাম। ১৩৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া মদন শঙ্করাশ্রমে গমন করিলেন এবং শক্রও সমস্ত দেবগণকে বলিলেন। ১৩৬

হে দেবগণ। মনোভব যে কার্য্যে গমন করিতেছে, তাহাতে আপনারা তাহার সাহায্য করুন এবং সেই স্থানে সময়ানুসারে আমাকে অবগত করাইবেন। ১৩৭

যে সময়ে সম্মোহনাস্ত্র দ্বারা মদন মহাদেবকে মোহিত করিবে, সে সময়ে আমিও সেই স্থানে যাইব, আমাকে আপনারা জানাইবেন। ১৩৮

শক্র এই কথা বলিলে দেবগণ—মনোভব-সমীপে গমন করিলেন এবং মদনও হিমালয়ের গঙ্গাপ্রবাহস্থানে হরের তপস্যাভূমিতে যাইয়া সেই সানুতে অনুচর বসন্তকে নিয়োগ করিলেন। ১৩৯

তাহার পর সুরভি সেই স্থানে অবতীর্ণ হইল, ক্ষণকালমধ্যে তরু গুল্মলতাদিতে তাহার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। ১৪০

কিংশুক, বকুল, কেশর প্রভৃতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল; সরোবর সমস্ত প্রফুল্ল পদ্মফুলে শোভা পাইতে লাগিল; জন্তুগণ বিকারভাব প্রাপ্ত হইল। ১৪১

বায়ু—গম্ভীর ও পুষ্পরেণু দ্বারা সুগন্ধিভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাম, ধীরে ধীরে সুখকর কারণ সমস্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১৪২

মৃগ, পক্ষী, সিদ্ধ, কিন্নর প্রভৃতি জীবগণ মন্মভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। ১৪৩

সবিকারা গণাশ্চাসন্ শঙ্করস্য তদা দ্বিজাঃ ।
প্রত্যক্ষতো যযুস্তেঽপি বিকারং শম্ভুসাধ্বসাৎ ॥ ১৪৫
ভ্রমন্তি স্ম তদা তত্র ভ্রমরাঃ কুসুমোদ্ভবম্ ।
পিবন্তো মধুমচ্চৈতং গুঞ্জন্তঃ সহ জায়য়া ॥ ১৪৬
এবং প্রবৃত্তে সুরভৌ শৃঙ্গারোঽপি গণৈঃ সহ ।
হাবভাবযুতস্তত্র প্রবিবেশ হরান্তিকম্ ॥ ১৪৭
মদনঃ সগণস্তত্র নিবসংশ্চিরমেব হি ।
ন দৃষ্টবাংস্তদা শম্ভোশ্ছিদ্রং যেন প্রবেক্ষ্যতি ॥ ১৪৮
যদা চ প্রাপ্তবিবরস্তদা ভয়বিমোহিতঃ ।
নাগ্রেসরোঽভবত্তস্য মদনো রতিবারিতঃ ॥ ১৪৯
এবং গতস্তস্য কালঃ প্রভূতো দ্বিজসত্তমাঃ ।
নিরূপয়ন্ন বা চাপ ছিদ্রং তস্য যতেস্তদা ॥ ১৫০
জ্বলৎকালাগ্নিসঙ্কাশং ভানুলক্ষসমপ্রভম্ ।
ধ্যানস্থং শঙ্করং কো বা সমাসাদয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ১৫১
অথৈকদা গিরিসুতা কালী তস্যাভবৎ পুরঃ ।
কৃত্বা পরীষ্টিং কর্তব্যাং সখিভ্যাং প্রণতা স্থিতা ॥ ১৫২
শঙ্করোঽপি তদা ধ্যানং ত্যক্ত্বা ক্ষণমবস্থিতঃ ।
যোজয়ন্ ভগবান্ কৃত্যে জ্যোতিশ্চিন্তাবিবর্জিতঃ ॥ ১৫৩

সেই স্থানে চূতবৃক্ষ কুসুমিত হইয়া অভিনব স্তবক দ্বারা ভূষিত হইল। হে দ্বিজগণ! অশোক, পাটল, নাগকেশর ও করুণাদি বৃক্ষ সকল কুসুমস্তবকে সুশোভিত হইল। ১৪৪

শিবের প্রমথাদিগণসমস্তও বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইল। শম্ভুর ভয়ে তাহারা প্রত্যক্ষভাবে বিকারজনিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিল না। ১৪৫

সেই স্থানে ভ্রমরকুল কুসুম-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং সুমধুর গুঞ্জন করিয়া জায়ার সহিত মধুপানে মত্ত হইল। ১৪৬

এইরূপ বসন্ত প্রবৃত্ত হইলে শৃঙ্গার, পরিজনের সহিত হাব-ভাব সহ যুক্ত হইয়া, হর-সমীপে উপস্থিত হইলেন। ১৪৭

মদন, সমস্ত পরিজনের সহিত এইরূপ অবস্থান করিয়া, শম্ভুর কোনরূপ ছিদ্র পাইলেন না—যে, প্রবিষ্ট হইবেন। ১৪৮

যে সময়ে বা প্রবেশের ছিদ্র প্রত্যক্ষ হয়, সে সময়ে তিনি ভয়ে আকুল হইয়া পড়েন। রতি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে বারণ করিয়াছেন বলিয়া শিবের প্রতি অগ্রসর হইতেছেন না। ১৪৯

হে দ্বিজগণ! এইরূপভাবে মদনের অনেক কাল অতিবাহিত হইল; বিশেষ সাবধানে প্রতীক্ষা করিয়াও প্রবেশের পথ পাইলেন না। ১৫০

জ্বলন্ত-কালাগ্নি সদৃশ প্রদীপ্ত অত্যন্ত প্রভাশালী ধ্যানস্থ সেই শঙ্করকে কোন্ ব্যক্তি বিকৃত করিতে সক্ষম হইবে? ১৫১

অনন্তর গিরিজা কালী সখীগণের সহিত হরসমীপে তাঁহার কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রণাম করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৫২

শঙ্করও ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তচ্ছিদ্রং প্রাপ্য মদনঃ প্রথমং হর্ষণেন তু।
বাণেন হর্ষয়ামাস পার্শ্বস্থং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ১৫৪
শৃঙ্গারশ্চ তদা ভাবৈর্হাবৈশ্চ সহিতো হরম্।
জগাম কামসাহায্যং কুর্ব্বন্ সুরভিনা সহ ॥ ১৫৫
হর্ষণেনাতিহৃষ্টচিত্তঃ শৃঙ্গারাদ্যৈর্নিষেবিতঃ।
শঙ্করো বদনং কাল্যাঃ সাকূতং সমবালোকয়ৎ ॥ ১৫৬
তৎ প্রাপ্য বিবরং কামঃ পুষ্পং চাপে সমযোজয়ৎ।
সম্মোহনং পুষ্পযুতং পুষ্পমালাবিবর্দ্ধিতম্ ॥ ১৫৭
তদাস্য দক্ষিণে পার্শ্বে রতিঃ প্রীতিস্তু বামতঃ।
পৃষ্ঠে বসন্তস্তূণীরং পৌষ্পমাদায় সুন্দরঃ ॥ ১৫৮
আকর্ণপূরিতং পুষ্পং চাপমাকৃষ্য সংযতঃ।
যদি মনোভবো বায়ুস্তদা তং সমুপেয়িবান্ ॥ ১৫৯
সহিতে পুষ্পবাণে তু গিরিজাং চন্দ্রশেখরঃ।
জাতেন্দ্রিয়বিকারঃ সন্ দিদৃক্ষুঃ সঙ্গমেঽভবৎ ॥ ১৬০
অমরাঃ শক্রসহিতাস্তদা সর্ব্বে বিয়দগতাঃ।
সম্যঙ্মনোভবং মেনে সুরকৃত্যে নিবেশিতম্ ১৬১
অথ সংস্মৃত্য সংযম্য নিগৃহ্য বিকৃতিং তদা।
ইন্দ্রিয়স্য মহাদেবঃ সহসেদং ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ১৬২
যোনিজাং গিরিজাং কালীং তপোব্রত-বিবর্জ্জিতাম্।
কথং সঙ্গমকামোঽহং ধর্ত্তুমিচ্ছামি বৈ হঠাৎ ॥ ১৬৩

কাম, ভাবী চিন্তা না করিয়া পরিবারবর্গকে কার্য্যে নিয়োগ করিলেন এবং ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ পার্শ্বে অবস্থান করত হর্ষণ বাণ দ্বারা চন্দ্রশেখরকে হাস্য-পরতন্ত্র করিলে সে সময়ে শৃঙ্গার, হাবভাবও বসন্তের সহিত কামের সাহায্যার্থে গমন করিল। ১৫৩-১৫৫

হর্ষণবাণ-প্রভাবে হৃষ্ট শঙ্কর শৃঙ্গারাদির বশীভূত হইয়া কালীর বদন সাদরে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ১৫৬

কাম সেই ছিদ্র পাইয়া পুষ্পবাণ যোজনা করিলেন; বাণটী সম্মোহন ও পুষ্পযুক্ত পুষ্পমালাদ্বারা বর্দ্ধিত,। ১৫৭

তাহার দক্ষিণপাশে রতি, বামে প্রীতি, পৃষ্ঠে বসন্ত তিনি পুষ্পময় তূণীর গ্রহণ করিয়া সাবধানে কর্ণ পর্য্যন্ত সেই পুষ্পচাপ যে সময়ে আকর্ষণ করিলেন, সেই সময়ে বায়ু, গন্ধ বহন করিয়া হরসমীপে যাইয়া আমোদিত করিল; পুষ্পবাণ সংযুক্ত হইলে, চন্দ্রশেখর ইন্দ্রিয়-বিকার প্রাপ্ত হইয়া, গিরিতনয়াকে সম্ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৫৮-১৬০

সেই সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ বিবেচনা করিলেন, দেবকার্য্যে মনোভবকে উপযুক্ত নিয়োগ করা হইয়াছে। ১৬১

অনন্তর, মহাদেব ইন্দ্রিয়ের বিকৃতভাব স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নিগ্রহ করিতে সংযম করিলেন এবং সহসা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৬২

যোনিজা অননুষ্ঠিত-তপোব্রতা কালীকে অভিলাষ-যুক্ত হইয়া হঠাৎ সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইল কেন? ১৬৩

তপোব্রতপবিত্রাঙ্গীং তপশ্চরণসংস্কৃতাম্ ।
স্বয়মেব গ্রহীষ্যামি সতীং দাক্ষায়ণীমিব ॥ ১৬৪
কথং বিকৃতকামোঽহমনিচ্ছন্নপি সাম্প্রতম্ ।
কেনাপি চাকৃষ্ট ইব চিকীর্ষুঃ সঙ্গমোত্তমম্ ॥ ১৬৫
এবং বিকারহেতুং স নিশ্চিন্বন্নিন্দ্রিয়স্য তু ।
পুরোঽবলোকয়ামাস সংহিতেষুং মনোভবম্ ॥ ১৬৬
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা বিজ্ঞাতসময়ঃ সুরান্ ।
দৃষ্ট্বা স্থানাদাজগাম তৎসমাজমনুগ্রহাৎ ॥ ১৬৭
ততঃ স কুপিতো দৃষ্ট্বা সন্ধিতেষুং মনোভবম্ ।
জজ্বাল জ্বলনপ্রখ্যস্তং দিধক্ষুঃ প্রসহ্য তু ॥ ১৬৮
কামোঽয়ং সময়ং জ্ঞাত্বা মাং মোহয়িতুমিচ্ছতি ।
মনো মে স্ববশং কর্তুং তন্নয়ামি যমক্ষয়ম্ ॥ ১৬৯
এবং বিচিন্তমানস্য নেত্রোদ্ভাবিততেজসা ।
বহ্নিতো জ্বলনো ভূত্বা ক্রোধং নেত্রাৎ সমর্জ্জ হ ॥ ১৭০
তং ক্রোধাগ্নিঃসন্নিধাস্তং জাতবেদঃস্বরূপিণম্ ।
জ্ঞাত্বা কামস্য তান্ বাণান্ পৌষ্পচাপনিষঙ্গকান্ ।
শক্তিং প্রাণাংস্তথাত্মানমাকৃষ্যাপালয়দ্বিধিঃ ॥ ১৭১
উৎসারয়ামাস তস্য বসন্তং স পিতামহঃ ।
নিজশক্ত্যা তদা শম্ভুক্রোধাদ্রক্ষন্মনোভবম্ ॥ ১৭২
অথাকাশগতা দেবাঃ ক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা মহেশ্বরম্ ।
প্রসীদ জগতাং নাথ কামে ক্রোধং পরিত্যজ ॥ ১৭৩

দাক্ষায়ণী সতীর ন্যায় তপোব্রতানুষ্ঠান-পবিত্র-কলেবরা এবং তপশ্চরণে সংস্কৃত-শরীরা দয়িতাকে আমি নিজেই গ্রহণ করিব, কিন্তু সম্প্রতি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এরূপ বিকৃতাভিলাষী হইতেছি কেন ? ১৬৪

আমার বোধ হইতেছে যেন কেহ আকর্ষণ করিয়া সঙ্গমে ইচ্ছা জন্মাইতেছে। ১৬৫

মহাদেব এইরূপ ইন্দ্রিয়-বিকারের কারণ নিশ্চয় করিয়া সম্মুখে বাণ-সংযত পুষ্প-ধনু-হস্তে কামকে দেখিলেন। ১৬৬

এই অবসরে ব্রহ্মা সময় জানিতে পারিয়া দেবতাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই দেব-সমাজে উপস্থিত হইলেন। ১৬৭

তাহার পর মহাদেব কুপিত হইয়া সংযত-বাণ মনোভবকে হঠাৎ দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় ক্রোধে অগ্নিসদৃশ জ্বলিতে লাগিলেন। ১৬৮

এই কাম, সময় জানিতে পারিয়া দেবতাদিগের কার্য উদ্ধারের জন্য আমার মনের মোহ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছে, অতএব ইহাকে যম-ভবনে প্রেরণ করিব। ১৬৯

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নেত্র হইতে ক্রোধবশতঃ বহ্নিতে অগ্নির ন্যায় তেজ নির্গত হইল; পিতামহ, নেত্র-নিঃসৃত জ্বলন-সদৃশ সেই ক্রোধাগ্নি দেখিয়া কামের পুষ্পবাণ, ধনু, শক্তি, প্রাণ, আত্মা এবং বসন্ত এই সমস্তই আকর্ষণ করিয়া কাম হইতে পৃথক করিলেন এবং নিজ শক্তি দ্বারা এই রূপে কামকে রক্ষা করিলেন। ১৭০-১৭২

ত্বয়া যথা পুরা সৃষ্টঃ শম্ভুরূপেণ কর্মণা।
যেন চাপ্যোজিতং কর্ম তৎ করোতি মনোভবঃ ॥ ১৭৪
তস্মাত্ত্বং মদনে শম্ভো ক্রোধাগ্নিমুপসংহর।
প্রসীদ সর্বভূতেশ ভক্ত্যা ত্বাং প্রণতা বয়ম্ ॥ ১৭৫
ইতি স্ম বদতাং তেষামমরাণাং তদানলঃ।
ললাটচক্ষুঃসম্ভূতো ভস্মাকার্ষীন্মনোভবম্ ॥ ১৭৬
দগ্ধ্বা কামং তদাবহ্নির্জ্বালামালাভিদীপিতঃ।
সংস্তম্ভিতোঽথ বিধিনা হরং গন্তুং শশাক ন ॥ ১৭৭
মহাদেবোঽপি তত্তস্য মনোভবশরীরজম্।
আদায় সর্বগাত্রেষু ভূতিলেপং তদাকরোৎ ॥ ১৭৮
লেপশেষাণি ভস্মানি সমাদায় তদা হরঃ।
সগণোঽন্তর্দধে কালীং বিহায় বিধিসম্মতে ॥ ১৭৯
ব্রহ্মা ক্রোধানলং শম্ভোর্দহন্তং সকলান্ সুরান্।
বড়বারূপিণং চক্রে দেবানাং পুরতস্তদা ॥ ১৮০
বড়বাং তাং তদা দেবাঃ সৌম্যাং জ্বালামুখীং শুভাম্।
দৃষ্ট্বা নির্বিঘ্নমনসো বভূবুঃ পূর্বপীড়িতাঃ ॥ ১৮১
বড়বাং তাং সমাদায় তদা জ্বালামুখীং বিধিঃ।
সাগরং প্রযযৌ লোক-হিতায় জগতাং পতিঃ ॥ ১৮২
গত্বাথ সাগরং ব্রহ্মা প্রোবাচ পরিপূজিতঃ।
যথাবত্তেন বিপ্রেন্দ্রাঃ সময়ঞ্চ নিবেদয়ন্ ॥ ১৮৩

অনন্তর আকাশস্থ দেবগণ মহেশ্বরকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বলিলেন, হে জগন্নাথ! আপনি প্রসন্ন হউন, কামের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন; আপনিই পূর্ব্বে শম্ভু-রূপে সৃজন করিয়া যে কর্মে নিয়োগ করিয়াছেন, মনোভব, তাহাই করিতেছে, হে শম্ভো! আপনি কামের প্রতি নিক্ষিপ্ত ক্রোধানল সম্বরণ করুন; হে সর্ব্ব-ভূতেশ! আমরা সকলে প্রণত হইয়া বলিতেছি, ক্ষান্ত হউন। ১৭৩-১৭৫

দেবগণ এইকথা বলিতে বলিতে হরের ললাটস্থিত নেত্র হইতে উদ্ভূত অনল মনোভবকে ভস্মসাৎ করিল এবং অনল, কামকে দগ্ধ করত শিখামালাতে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রহ্মার কৌশলে স্তম্ভিত হইয়া হর সমীপে যাইতে সক্ষম হইল না। ১৭৬-১৭৭

অনন্তর মহাদেব মনোভবশরীর-জাত ভস্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত শরীরে লেপন করিলেন; তাহার শেষভাগ গ্রহণ করত বিধির মতানুসারে গণসহ কালীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। ১৭৮-১৭৯

ক্রোধানল, সর্ব্বসুরবৃন্দকে ভস্ম করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্রহ্মা তাহাকে দেবতা-দিগের সমক্ষেই, বড়বা-রূপ করিলেন। ১৮০

সে সময়ে দেবগণ সেই অগ্নিপ্রভাবে পূর্ব্বে পীড়িত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে জ্বালামুখী সেই বড়বাকে দেখিয়া নির্বিঘ্নমনা হইলেন। ১৮১

তৎপরে জগৎপ্রভু বিধি, জ্বালামুখী বড়বাকে লইয়া, লোকের হিতের জন্য সাগরসমীপে গমন করিলেন। ১৮২

অনন্তর হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ব্রহ্মা সাগরতটে গমনের পর সাগরের পূজা গ্রহণ করিয়া, একটী সময় প্রতিপালনের আদেশ করিলেন। ১৮৩

অয়ং ক্রোধো মহেশস্য বড়বারূপধৃক্ ত্বয়া ।
জ্বালামুখঃ সদা ধার্য্যো যাবন্ন বিনয়াম্যহম্ ॥ ১৮৪
যদা ত্বামহমাগম্য বদামি সরিতাং পতে ।
তদা ত্বয়া পরিত্যাজ্যঃ ক্রোধোঽয়ং বড়বামুখঃ ॥ ১৮৫
ভোজনং ভবতস্তোয়মেতস্য তু ভবিষ্যতি ।
যত্নাদেবং বিধার্য্যোঽয়ং যথা নো যাতি চান্তরম্ ॥ ১৮৬
ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা সিন্ধুরঙ্গীচক্রে তদা ক্রুধম্ ।
গ্রহীতুং বড়বাবক্ত্রং শম্ভোশ্চাশক্তমপ্যরম্ ॥ ১৮৭
ততঃ প্রবিষ্টো জলধৌ পাবকো বড়বামুখঃ ।
বার্য্যোঘান্নিদহন্ সম্যগ্ জ্বালামালাতিদীপিতঃ ॥ ১৮৮
যদাভবচ্ছম্ভুনেত্রাগ্নিদাহ মদনং তদা ।
অভবং সুমহাশব্দো যেনাকাশঃ প্রপূরিতঃ ॥ ১৮৯
তেন শব্দেন মহতা কামদাহে ক্ষণেন চ ।
সখীভ্যাং সহ ভীতাভূৎ কালী শোকযুতা তদা ॥ ১৯০
তেন শব্দেন হিমবান্ শঙ্কিতো বিস্মিতস্তদা ।
সুতামেব জগামাশু গতাং কালীং হরাশ্রমম্ ॥ ১৯১
তাং তত্র কালীং তনয়াং ভয়শোকাকুলাং শুভাম্ ।
রুদন্তীং শম্ভুবিরহাদাসসাদাচলেশ্বরঃ ॥ ১৯২
আসাদ্য পাণিনা তস্যা মার্জ্জয়ন্নয়নদ্বয়ম্ ।
মা ভৈষীঃ কালি মা রোদীরিত্যুক্ত্বা তাং তদাগ্রহীৎ ॥ ১৯৩

এই বড়বারূপ-ধারী মহাদেবের ক্রোধ, যতদিন আমি ইহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ না করি, ততদিন তোমার—এই জ্বালামুখ বড়বারূপ মহাদেবের ক্রোধকে ধারণ করিতে হইবে। ১৮৪

হে সরিৎপতে! যে সময় আমি আগমন করিয়া পরিত্যাগ করিতে বলিব, সেই সময়ে এই বড়বামুখ ক্রোধকে পরিত্যাগ করিও। ১৮৫

তোমার জলপান করিয়া বড়বা অবস্থান করিবে, তুমি ইহাকে যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিবে, যেন অন্তরে না যাইতে পারে। ১৮৬

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে সাগর, বড়বামুখ শম্ভুর ক্রোধকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অশক্ত হইলেও অঙ্গীকার করিলেন। ১৮৭

তাহার পর বড়বামুখ পাবক, সাগরে প্রবেশ করত জ্বালা-সমূহে প্রদীপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বারিসমূহ দগ্ধ করিতে লাগিল। ১৮৮

শিবনেত্রাগ্নি যে সময়ে মদনকে দগ্ধ করে, সে সময়ে যে শব্দ হইয়াছিল, সেই শব্দে গগন পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৯

মদন-দাহ সময়ে যে শব্দ হইয়াছিল, সেই ঘোর শব্দে কালী সখীগণের সহিত ভীতা হইয়া শোকাকুলাও হইয়াছিলেন। ১৯০

সেই শব্দে হিমালয় বিস্মিত ও চকিত-প্রায় হইয়া শিবের আশ্রমস্থিতা কালীর সমীপে গমন করিলেন। ১৯১

অচলেশ্বর এইস্থানে কালীকে ভীতা ও শম্ভুবিরহে শোকাকুলা দেখিয়া, হস্তদ্বারা নয়নজল মার্জ্জনা করিলেন এবং বলিলেন, কালি! ভয় নাই, রোদন করিও না। ১৯২-১৯৩

ক্রোড়ীকৃত্য সুতাং তাঞ্চ হিমবানচলেশ্বরঃ।
স্বমালয়মথানিন্যে সান্ত্বয়ামাস চার্দ্দিতাম্ ॥ ১১৪
অন্তর্হিতে হরে কালী বিরহাত্তস্য সন্ততম্।
নিবসন্তী পিতুর্গেহে শুশোচ মুমোহ চ ॥ ১১৫
শৈলাধিরাজোঽপ্যথ মেনকাপি
মৈনাকমুখ্যোঽপি সখীদ্বয়ঞ্চ।
তাং সান্ত্বয়াঞ্চক্রুরদীনসত্ত্বাং
হরং বিসস্মার তথাপি নোমা ॥ ১১৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ দেবমুনির্যাতো হিমবন্মন্দিরং তদা।
নিযোজিতো বলভিদা নারদঃ কামগঃ পরম্ ॥ ১
স গতঃ পূজিতস্তেন হরেণেন মহাত্মনা।
তং সমুৎসৃজ্য রহসি কালীং তামাসসাদ হ ॥ ২
আসাদ্য কালীং স মুনিঃ সম্বোধ্য জ্ঞানশালিনীম্।
উবাচেদং বচস্তথ্যং সর্ব্বেষাং জগতাং হিতম্ ॥ ৩

এই বলিয়া গিরি, তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। তাহার পর পীড়িতা কালীকে লইয়া নিজ ভবনে গমন করত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ১১৪

শিব অন্তর্হিত হইলে কালী তাঁহার বিরহে নিরন্তর শোক ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পিতার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ১১৫

অনন্তর শৈলরাজ, মেনকা, মৈনাক প্রভৃতি ভ্রাতাগণ ও সখীদ্বয়, কালীকে সান্ত্বনা করিলেন। তাহা হইলেও প্রবল পরাক্রান্তা কালী হরকেই নিরন্তর স্মরণ করিতে লাগিলেন। ১১৬

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়
শিবের প্রসন্নতা

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর দেবমুনি কামচারী নারদ, শক্রের নিয়োগ-বশত হিমালয় মন্দিরে গমন করিলেন। ১

গিরিভবনে উপস্থিত হইবামাত্র অচল-রাজ তাঁহাকে পূজাদি সৎকার করিলেন, তারপর মুনি অচল-রাজকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে কালীর সমীপে গমন করিলেন। ২

জ্ঞানশালিনী কালীকে প্রবোধ-বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া সমস্ত জগতের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৩

নারদ উবাচ—

শৃণু কালি বচো মহ্যং সত্যং তদবধারয় ।
সেবিতঃ স মহাদেবস্তুয়েহ তপসা বিনা ॥ ৪
অনুরক্তোঽপি তেন ত্বাং মহাদেবো বিসৃষ্টবান্ ।
ত্বামৃতে শঙ্করো নান্যাং দ্বিতীয়াং সংগ্রহীষ্যতি ॥ ৫
ত্বং চাপি নান্যং দয়িতং গ্রহীষ্যসি বিনেশ্বরম্ ।
তস্মাত্ত্বং তপসা যুক্তা চিরমারাধয়েশ্বরম্ ॥ ৬
তপসা সংস্কৃতাং ত্বাস্তু স দ্বিতীয়াং করিষ্যতি ।
মন্ত্রোঽয়ং তস্য সুভগে শৃণু ত্বং যেন সোঽচিরাৎ ॥ ৭
আরাধিতস্তে প্রত্যক্ষো ভবিষ্যতি মহেশ্বরঃ ।
ওঁ নমঃ শিবায়েতি চ সর্ব্বদা শঙ্করপ্রিয়ঃ ॥ ৮
চিন্তয়ন্তী তু তদ্রূপং নিয়মস্থা ষড়ক্ষরম্ ।
মন্ত্রং জপ ত্বং গিরিজে তেন তুষ্টো ভবেদ্ধরঃ ॥ ৯
এবমুক্তা তদা কালী নারদেন মহাত্মনা ।
কর্ত্তব্যমনুমেনে সা হিতং তথ্যঞ্চ তদ্বচঃ ॥ ১০
অনুমান্য তপস্তপ্তুং তদা কালীঞ্চ নারদঃ ।
স্বর্গং জগাম তস্যাশ্চ নিশ্চিতাভূন্মতিস্তদা তে ॥ ১১
অথ যাতে দেবমুনৌ কালী সামান্য মেনকাম্ ।
তপঃপ্রবৃত্তিং সমাচখ্যৌ চাত্মনো হরসঙ্গমে ॥ ১২

কাল্যুবাচ—

তপস্তপ্তুং গমিষ্যামি মাতঃ প্রাপ্তুং মহেশ্বরম্ ।
অনুজানীহি মাং গন্তুং তপসেঽদ্য তপোবনম্ ॥ ১৩

নারদ বলিলেন, দেবি কালি ! আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সত্য বলিয়া ধারণা করুন ; আপনি মহাদেবকে তপস্যা ব্যতীত আরাধনা করিয়াছেন । ৪

অতএব সেই জন্য তিনি আপনার প্রতি অনুরক্ত হইয়াও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন । ৫

মহাদেব, আপনাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও গ্রহণ করিবেন না এবং আপনিও মহেশ্বর ভিন্ন কাহাকেও পতিপদে বরণ করিবেন না । ৬

অতএব আপনি তপস্যাতে রত হইয়া মহাদেবকে আরাধনা করুন । আপনি তপশ্চরণের দ্বারা সংস্কৃত হইলে শিব আপনাকে গ্রহণ করিবেন । ৭

হে সুভগে ! সেই তপস্যার অন্তর্ভূত মন্ত্র শ্রবণ করুন, এই মন্ত্রবলে আরাধিত মহেশ্বর প্রত্যক্ষভাবে শীঘ্র দর্শন দেন । হে গিরিজে ! "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষরমন্ত্র, শঙ্করপ্রিয় ; নিয়ম প্রতিপালন করিয়া ইহা শঙ্কররূপ চিন্তা করত জপ করুন, তাহা হইলেই হর সন্তোষ হইবেন । ৮-৯

নারদ এই কথা বলিলে কালী তপশ্চরণ কর্ত্তব্য মনে করিলেন এবং নারদবাক্য অত্যন্ত হিতকর বিবেচনা করিলেন । ১০

নারদ কালীকে তপস্যার জন্য উপদেশ করিয়া ত্রিদশভবনে গমন করিলেন কালীও তত কার্য্যে নিশ্চিত-বুদ্ধি হইলেন । ১১

নারদমুনি গমন করিলে কালী, মাতা মেনকাকে নিজের—হর-সহ মিলনেচ্ছায় তপঃপ্রবৃত্তি বিশেষরূপে বলিলেন । ১২

তপঃকর্তুমপযন্তুং মে পিতুশ্চাবেদয় দ্রুতম্ ।
যাবন্ন দহ্যে জননি দ্রুতেশবিরহাগ্নিনা ॥ ১৪
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা মেনকা শোককর্শিতা।
আলিঙ্গ্য স্বসুতামূচে মা তপঃ কুরু বল্লভে ॥ ১৫
মৃদুদেহাসি পুত্রি ত্বং মা তপো যাহি কর্কশম্ ।
তপঃ সোঢ়ুং মুনের্গাত্রং শক্তং তে ন কলেবরম্ ॥ ১৬
বনবাসশ্চ তে পুত্রি নেষ্টঃ শত্রুগণৈরপি ॥ ১৭
তস্মাৎ ত্বং সম্পরিত্যজ্য বনবাসোদ্ভবং তপঃ ।
আত্মনো হ্যনুরূপেণ তপস্ত্বং কুরু যদ্বিতম্ ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মাতুঃ সা বচনং শ্রুত্বা গিরিজা দীনমানসা ।
ইত্যূচে চ তদা বাক্যং তপোযত্নপরা প্রসূম্ ॥ ১৯
মা নিষেধয় মাং যাস্যে তপসেঽন্য তপোবনম্ ।
প্রচ্ছন্নয়াপি যাস্যামি নানুজ্ঞাতাপ্যহং ত্বয়া ॥ ২০

মেনকোবাচ—

গৃহস্থ দেবাঃ সততং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
তস্মাদ্ গৃহে পুত্রি দেবানর্চয় ত্বং যথেপ্সিতান্ ॥ ২১

কালী বলিলেন, মাতঃ! মহাদেবকে পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে গমন করিব ; অতএব আপনি অন্য তপস্যার জন্য তপোবনে গমন করিতে অনুমতি করুন এবং আমার এই তপশ্চরণের ইচ্ছা পিতার নিকট শীঘ্র বলুন। আমাকে শিব বিরহানল—যত বিলম্ব হইতেছে, ততই দগ্ধ করিতেছে। ১৩-১৪

মেনকা, কালীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুল-চিত্তে নিজ তনয়াকে আলিঙ্গন করত বলিলেন, বল্লভে। তোমার তপস্যাতে প্রয়োজন নাই। ১৫

তুমি অত্যন্ত কোমলাঙ্গী ; অতএব পুত্রি। তুমি সম্পূর্ণরূপ তপস্যা করিলে অত্যন্ত কর্কশ হইয়া পড়িবে। মুনিদিগের শরীর তপস্যাসহ, কিন্তু তোমার শরীরে সে কষ্ট কিছুতেই সহ্য হইবে না ; পুত্রি। তোমার বনবাস অবলম্বন করা শত্রুদিগেরও অভিলষিত নহে। ১৬-১৭

তাহা হইলে তুমি বনবাস-সাধ্য তপস্যা পরিত্যাগ করত নিজের সাধ্যানুরূপ উপযুক্ত তপশ্চরণ কর। ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, গিরিজা, মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তপোযত্নের অনুকূল বাক্য বলিলেন। ১৯

আমাকে নিষেধ করিবেন না, আমি তপস্যার জন্য অন্য তপোবনে নিশ্চয় যাইব ; আপনি যদি অনুমোদন নাই করেন, তাহা হইলে প্রচ্ছন্নভাবে যাইব। ২০

মেনকা বলিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ গৃহেই সর্বদা অবস্থান করিতেছেন, তাহা হইলে গৃহেতে সেই ঈপ্সিত দেবতাকে অর্চনা কর। ২১

স্ত্রীণাং তপোবনগতির্ন শ্রুতা স্বামিনা বিনা।
তস্মান্ন যুজ্যতে পুত্রি তপোযাত্রা বনং প্রতি ॥ ২২
যতো নিরুদ্ধা তপসে বনং গন্তুং মেনয়া।
উমেতি তেন সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতী ॥ ২৩
অবজ্ঞায় তদা মাতুর্বচনং হিমবৎসুতা।
সখীভ্যাং জ্ঞাপয়ামাস পিতরং তপসোদ্যমম্ ॥ ২৪
স তু জ্ঞাত্বা গিরিপতিস্তপসে চরিতোদ্যমম্।
দুহিতুস্তামনুমেনে চ নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ২৫
সানুজ্ঞাপ্য তদা তাতং যত্র দগ্ধো মনোভবঃ।
শম্ভুনা প্রযযৌ তত্র গঙ্গাবতরণং প্রতি ॥ ২৬
গঙ্গাবতরণং নাম প্রস্থো হিমবতঃ স চ।
হরশূন্যোঽথ দদৃশে কাল্যা তচ্চিত্তয়া তদা ॥ ২৭
যত্র স্থিত্বা পুরা শম্ভুর্ধ্যানবানভবদ্ ভৃশম্।
তত্র ক্ষণন্তু সা স্থিত্বা বভূব বিরহার্দ্দিতা ॥ ২৮
হা হরেতি ক্ষণং তত্র রোদমানা গিরেঃ সুতা।
বিললাপাতিদুঃখার্ত্তা চিন্তাশোকসমন্বিতা ॥ ২৯
ক্ষণং বিলপ্য সা কালী স্মৃত্বা পূর্ব্বোক্তবৎ তদা।
হার্দ্দং হরস্য সা মোহমবাপ কমলেক্ষণা ॥ ৩০
ততশ্চিরেণ সা মোহং ধৈর্য্যাৎ সংত্যজ্য ভামিনী।
নিয়মায়াভবত্তত্র দীক্ষিতা হিমবৎসুতা ॥ ৩১

স্ত্রীগণের স্বামী ভিন্ন বনগমন আমি কখনও শুনি নাই; অতএব পুত্রি! তুমি তপস্যার জন্য তপোবনে যাত্রা করিও না। ২২

যেহেতু তপোবন-গমনোদ্যত তনয়াকে "উ মা" এই সম্বোধন করিয়া মেনকা নিষেধ করিলেন, সেই জন্য তাঁহার উমা নাম হইল। ২৩

তাহার পর গিরিজা মাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া সখীগণদ্বারা পিতাকে তপস্যার উদ্যোগ জানাইলেন। ২৪

গিরিপতি দুহিতার তপস্যার উদ্যম জানিয়া বিশেষ হৃষ্ট না হইয়াও অনুমোদন করিলেন। ২৫

পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া যে স্থানে মহাদেব মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গঙ্গাবতরণে গমন করিলেন। ২৬

কালী হিমবৎপ্রস্থ গঙ্গাবতরণ-প্রদেশ হর-শূন্য দেখিলেন এবং যে স্থানে শম্ভু ধ্যানস্থ ছিলেন, সেই স্থানে গিরিসুতা বিরহার্দ্দিত-চিত্তে ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া 'হা হর!' এই শব্দে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন; চিন্তা, শোক ও দুঃখে নিতান্ত পীড়িতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২৭-২৯

তাহার পর ক্ষণকাল বিলাপ করিয়া, কমলেক্ষণা কালী, সেই সময়ে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করত হৃদয়স্থিত হর-সম্বন্ধীয় মোহ প্রাপ্ত হইলেন। ৩০

তাহার পর কিছু সময় গত হইলে কালী সেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া মোহ সম্বরণ করিলেন। হিমালয়-সুতা নিয়ম প্রতিপালনের নিমিত্ত দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। ৩১

প্রথমং নিয়মস্তস্যা বভূব ফলভোজনম্ ।
চর্য্যা পঞ্চাতপা চিন্তা শাম্ভবী শাম্ভবো জপঃ ॥ ৩২
যজ্ঞিয়ৈর্দারুভিঃ তৈস্তৈশ্চতুর্দিক্ষু চতুষ্টয়ম্ ।
বহ্নিসংস্থাপনং গ্রীষ্মে তীব্রাংশুস্তত্র পঞ্চমঃ ॥ ৩৩
হস্তান্তরে চতুর্বহ্নীন্ কৃত্বা বৈশ্বানরেদ্ধিনা ।
তন্মধ্যস্থা সূর্য্যবিম্বং বীক্ষতী বদ্ধপাংশুকা ॥ ৩৪
গ্রীষ্মং নিন্যে বহ্নিমধ্যে শিশিরে তোয়বাসিনী ।
প্রথমং ফলভোগেন দ্বিতীয়ং তোয়ভোজনম্ ॥ ৩৫
তৃতীয়স্তু স্বয়ম্পাতি-বৃক্ষপত্রৈভোজনম্ ।
ক্রমেণ তু তদা পর্ণং নিরস্য হিমবৎসুতা ॥ ৩৬
নিরাহারব্রতা ভূত্বা তপশ্চরণধিয়িকা ॥ ৩৭
আহারে ত্যক্তপর্ণাভূদ্ যস্মাদ্ধিমবতঃ সুতা ।
তেন দেবৈরপর্ণেতি কথিতা পৃথিবীতলে ॥ ৩৮
পঞ্চাতপস্তথৈবৈষ তোয়ানাঞ্চ প্রবেশনৈঃ ।
একপাদস্থিতা সা তু বসন্তে হিমবৎসুতা ॥ ৩৯
যড়ক্ষরং জপন্তী সা চিরং তেপে তপো মহৎ ।
চীরবল্কলসংবীতা জটাসঙ্ঘাতধারিণী ॥ ৪০
কৃশাঙ্গী চিন্তনে শক্তা জিগায় তপসা মুনীন্ ।
তাং তপশ্চরণে শক্তাং রক্ষ শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
আপ্যায়তি স্ম স তদা ভবাব্রুক্তি হর্ষিতঃ ॥ ৪১

তাঁহার প্রথম নিয়ম—ফলভোজন দ্বারা নিষ্পন্ন হইল। তৎপরে গিরিজা, শম্ভু-সম্বন্ধে চিন্তা ও শম্ভুর নাম জপই পঞ্চতপে কর্ত্তব্য মনে করিয়া যজ্ঞীয় কাষ্ঠদ্বারা চারিদিকে চারিভাগ করত তাহাতে অগ্নি স্থাপন করিলেন এবং সূর্য্যদ্বারা পঞ্চাগ্নি পূর্ণ হইল। ৩২-৩৩

নিজ আসনের একহস্ত পরিমাণ দূরে চারিদিকে চারি ভাগে বৈশ্বানর-যজ্ঞ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, গ্রীষ্মকালে তাহার মধ্যে বহবস্ত্র-বেষ্টিত হইয়া নিরন্তর উর্দ্ধমুখে সূর্য্যকিরণ অবলোকন করত অবস্থান করিতেন এবং শীতকালে তোয়মধ্যে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৩৪-৩৫

প্রথম ফলাহারে, দ্বিতীয়তঃ তোয়াহারে, তৃতীয়তঃ স্বয়ংপতিত বৃক্ষ-পত্র ভোজন করিয়া, ক্রমে পতিত পত্র পরিত্যাগ করিয়া নিরাহারেই তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ৩৬-৩৭

দেবী, আহারে পত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া দেবগণ তাঁহার নাম 'অপর্ণা' রাখিলেন। ৩৮

হিমালয়সুতা কোন সময়ে পঞ্চতপ অবলম্বন করিয়া, কোন সময়ে জলে প্রবেশ করিয়া, কোন সময়ে এক পদাবলম্বনে স্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৯

যড়ক্ষর মন্ত্র জপ করত বহুকাল তপস্যা করিলেন। তিনি চীর বল্কলদ্বারা আবদ্ধা এবং জটাধারিণী ছিলেন। ৪০

কৃশাঙ্গী কালী চিন্তাবিষয়ে অত্যন্ত সক্ষমা হইয়া মুনিদিগকে পরাজয়

এবং তস্যাস্তপস্যন্ত্যাশ্চিন্তয়ন্ত্যা মহেশ্বরম্ ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি জগ্মুঃ কাল্যাস্তপোবনে ॥ ৪২
ষট্‌ত্রিবর্ষসহস্রাণি সংস্কৃতা বীক্ষণাৎ স্বয়ম্ ।
দৈবেন বিধিনা দেবী হরযোগ্যা তদাভবৎ ॥ ৪৩
ষট্‌ত্রিবর্ষসহস্রান্তে যত্র তেপে তপো হরঃ ।
তত্র ক্ষণমথোষিত্বা চিন্তয়ামাস ভামিনী ॥ ৪৪
নিয়মস্থাং মহাদেবঃ কিং মাং জানাতি নাধুনা ।
যেনাহং সুচিরং তেন নানুজ্ঞাতা তপোরতা ॥ ৪৫
লোকে নাস্ত্যত্র গিরিশঃ কিং তত্ত্ব মুনিভিঃ স্তুতঃ ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বগো দেবো হরো দেবৈর্নিগদ্যতে ॥ ৪৬
স সর্বগশ্চ সর্বজ্ঞঃ সর্বাত্মা সর্বহৃদ্গতঃ ।
সর্বভূতিপ্রদো দেবঃ সর্বভাবনভাবনঃ ॥ ৪৭
সতী চ মেনকা মাতা যদি চাহং বৃষধ্বজে ।
সানুরক্তা ন চান্যস্মিন্ স প্রসীদতু শঙ্করঃ ॥ ৪৮
যদি নারদবক্ত্রোত্থো মন্ত্রোঽয়ং স্যাৎ ষড়ক্ষরঃ ।
যদি ভক্ত্যা ময়া জপ্তং হরস্তেন প্রসীদতু ॥ ৪৯
সত্যং যদি তপস্তপ্তং সত্যেনারাধিতো হরঃ ।
সত্যং ভবেদ্ যদি তপো হরস্তেন প্রসীদতু ॥ ৫০

করিলেন। তপস্যাতে আসক্ত ব্যক্তিকে শঙ্কর স্বয়ং রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহাদের সহিত আনন্দিতচিত্তে আপ্যায়িত করেন ও ভয়ে রক্ষা করেন। ৪১

তপোবনে তপস্যারতা কালীর শঙ্করকে চিন্তা করিতে করিতে তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল। ৪২

তাহার পর অষ্টাদশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মা আগমন করত দৈব-বিধি-অনুসারে তাঁহার সংস্কার করিলেন, তৎপরেই দেবী হরের গ্রহণযোগ্যা হইলেন। ৪৩

তাহার পর যেস্থানে মহাদেব অষ্টাদশ বৎসর তপস্যা করিয়াছেন, সেইস্থানে ক্ষণকাল অবস্থান করত ভামিনী কালী চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪৪

আমি নিয়ম-রতা হইয়া তপস্যা করিতেছি, তাহা বোধ হয় মহাদেব জানিতে পারেন নাই, যেহেতু বহুকাল তপোরতা হইয়াও তাঁহার বিদিত হইতে পারিলাম না। ৪৫

গিরীশ ইহলোকে নাই, এই যে মুনিগণ বলিয়া থাকেন, তাহা কি সত্য? কিংবা দেবগণ বলিয়া থাকেন, শিব সর্বজ্ঞ সর্বগ দেব। ৪৬

যদি তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বগ, সর্বলোকের আত্মাস্বরূপ সর্বহৃদয়গত সর্ব-ঐশ্বর্যপ্রদ, সর্বভাবন দেব হন এবং আমার মাতা মেনকা যদি সতী হন ও আমি যদি অন্যে অনুরক্তা না হইয়া বৃষধ্বজেই অনুরক্তা হইয়া থাকি, তাহা হইলে শঙ্কর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪৭-৪৮

যদি নারদমুখনিঃসৃত এই ষড়ক্ষর মন্ত্র হয় এবং আমি যদি ভক্তিপূর্বক জপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে হর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪৯

যদি আমি তপস্যা করিয়া থাকি এবং হর যদি সত্য আরাধিত হইয়া থাকেন, যদি তপস্যা সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে হর প্রসন্ন হউন। ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বিচিন্তয়ন্তী সা যদাতিষ্ঠদ্ধরাশ্রমে।
অধোমুখী দীনবেশা জটাবল্কলমণ্ডিতা ॥ ৫১
তদৈব ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদ্ ব্রহ্মচারী কৃতব্রতঃ।
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েণ ধৃতদণ্ডকমণ্ডলুঃ ॥ ৫২
ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া দীপ্যমানঃ স্বর্ণগৌরঃ সুশোভনঃ।
জটাভিঃ পরিবীতাভি-রুৎক্রিষ্টতনুদেহভৃৎ ॥ ৫৩
উপস্থিতস্তদা কালীং শম্ভুর্ব্রাহ্মণরূপধৃক্।
আসাদ্য প্রথমং কালীং সমাভাষ্য তদা দ্বিজঃ ॥ ৫৪
জ্ঞাতুং প্রত্যক্ষতো রাগং শ্রোতুমিচ্ছংশ্চ তদ্বচঃ।
বাগ্মী বিচিত্রবাক্যেন পপ্রচ্ছ গিরিজাং তদা ॥ ৫৫

ব্রাহ্মণ উবাচ—

কা ত্বং কস্যাসি কল্যাণি কিমর্থং বিজনে বনে।
তপশ্চরসি দুর্ধর্ষং মুনিভিঃ প্রযতাত্মভিঃ ॥ ৫৬
ন বালা ত্বং নাপি বৃদ্ধা তরুণী চাতিশোভনা।
কথং পতিং বিনাভীক্ষ্ণং তপশ্চরসি সাম্প্রতম্ ॥ ৫৭
কিংবা তপস্বিনী ভদ্রে কস্যচিৎ সহচারিণী।
তপস্বিনঃ স পুষ্পাদি সমাহর্তুং গতোঽন্যতঃ ॥ ৫৮
এতৎ সর্বং সমাচক্ষ যদি গুহ্যং ভবেন্ন তে ॥ ৫৯
যদি তে হৃদয়ে মন্যুঃ কশ্চিদস্তি সম্প্রতি।
তদাচক্ষ্ব সমর্থোঽস্মি তমহং চাপি বারিতুম্ ॥ ৬০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কালী এইরূপ চিন্তা করত জটাবল্কল-বস্ত্রা দীনবেশে অধোমুখী হইয়া হরের পূর্ব্বের আবাসস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫১

সেই সময়ে কোন এক ব্রাহ্মণ, কালীসমীপে উপস্থিত হইলেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী; তাঁহার কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়, হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু। ৫২

শরীর স্বর্ণের ন্যায় গৌর, ব্রহ্মার শোভার ন্যায় প্রদীপ্ত দেহ-ভাগ, বিস্তৃত-জটা-কলাপে শোভিত; শম্ভু এই ব্রাহ্মণরূপধারী। ৫৩

ব্রাহ্মণ-রূপী শম্ভু—প্রথমত কালীসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুরাগ জানিবার জন্য এবং তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত বাগ্মী গিরিজাকে বিচিত্র বাক্যের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫৪-৫৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুমি কে? এবং কাহার কন্যা? কি জন্যই বা প্রযতাত্মা মুনিদিগের দুর্দ্ধর্ষ তপশ্চরণ করিতেছ? ৫৬

তুমি বালাও নহ এবং বৃদ্ধাও নহ—অতি শোভাশালিনী তরুণী; সম্প্রতি পতি ভিন্ন কি জন্য এই তপস্যা করিতেছ? ৫৭

ভদ্রে! তুমি কাহারও কি সহচারিণী তপস্বিনী? তোমার তপস্বী কি অন্য স্থানে পুষ্পাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন? ৫৮

যদি তোমার গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট বল। ৫৯

ইত্যুক্তা তেন বিপ্রেণ গিরিজাথ নিজাং সখীম্ ।
তস্যোত্তরপ্রদানায় কটাক্ষেণ ন্যযোজয়ৎ ॥ ৬১
সা সখী বিজয়া তস্যা বচনাদ্ ব্রাহ্মণং তদা ।
প্রোবাচেদং যথাতথ্যং বীক্ষন্তী গিরিজামুখম্ ॥ ৬২
এতত্ত গিরিরাজস্য তনয়েয়ং দ্বিজোত্তম ।
খ্যাতা চ পার্ব্বতী নাম্না কালীতি চ সুশোভনা ॥ ৬৩
ঊঢ়ে যন্ন চ কেনাপি শঙ্করং বৃষভধ্বজম্ ।
বাঞ্ছন্তী দয়িতং তীব্রং তপশ্চরতি বৈ পতিম্ ॥ ৬৪
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি তপস্তপতি ভামিনী ।
ন শঙ্করো গিরিসুতামদ্যাপ্যভ্যুপপদ্যতে ॥ ৬৫
শঙ্করো গিরিশো দেবঃ সর্ব্বগঃ পরমেশ্বরঃ ।
ইতি স্ম গদ্যতে দেবৈর্ম্মুনিভিশ্চ তপোধনৈঃ ॥ ৬৬
কিমেনাং স ন জানাতি কিং সানৌ নাস্তি বা গিরেঃ ।
ইতি চিন্তাবিষণ্ণেয়মদ্য নো লভতে সুখম্ ॥ ৬৭
অপ্রার্থিতস্ত্বমনয়া দয়সে যদি বা সুখম্ ।
তদৈনাং শঙ্করেণাশু ত্বং সঙ্গময় সুব্রত ॥ ৬৮
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মচারী তদা দ্বিজঃ ।
স্ময়মান ইদং বাক্যং হেলয়োবাচ পার্ব্বতীম্ ॥ ৬৯

যদি তোমার হৃদয়ে দুঃখের কোন কারণ থাকে, তাহা হইলে বল, তাহার নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত আমি সমর্থ হইব। ৬০

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে গিরিজা তাহার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত নিজ সখী বিজয়াকে নয়ন-সঙ্কেতে নিয়োগ করিলেন। ৬১

বিজয়া, কালীর বাক্যানুসারে গিরিজার মুখপানে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণকে সত্য বাক্যে উত্তর প্রদান করিতে লাগিল। ৬২

হে দ্বিজোত্তম! ইনি গিরিরাজের তনয়া, ইঁহার নাম কালী ; এবং পার্ব্বতী নামও ইঁহার খ্যাত আছে। ৬৩

ইঁহাকে কেহ পরিণয় করে নাই, বৃষধ্বজ শঙ্করকে পতিপদে বরণ করিতে বাঞ্ছা করিয়া তীব্র তপশ্চরণ করিতেছেন। ৬৪

ভবানী কালী তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু শঙ্কর অদ্য পর্য্যন্তও গিরি-সুতাকে গ্রহণ করিলেন না। ৬৫

তাপসগণ ও দেবগণ বলিয়া থাকেন ; শঙ্করদেব গিরিশ সর্ব্বগত এবং সর্ব্বজ্ঞ। ৬৬

তাহা হইলে ইঁহাকে কি তিনি জানিতে পারিলেন না ? অদ্য এই চিন্তা-পরবশা হইয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইতেছেন। ৬৭

অতএব হে সুব্রত! আমাদের সখী প্রার্থনা না করিলেও অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি ইঁহার প্রতি দয়া করুন ; এবং সখীকে শঙ্করের সহিত সঙ্গতা করুন। [illegible]

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মচারী দ্বিজ, কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৯

ব্রাহ্মণ উবাচ—

অমোঘদর্শনশ্চাস্মি হরং চানমিতুং ক্ষমঃ ।
কিন্ত্বেকং নিগদাম্যত্র নিশ্চিতং মন্মতং শৃণু ॥ ৭০
জানাম্যহং মহাদেবং তং বদামি শৃণুষ্ব মে ।
বৃষধ্বজো মহাদেবো ভূতিলেপী জটাধরঃ ।
ব্যাঘ্রচর্মাংশুকশ্চৈকঃ সংবীতো গজকৃত্তিনা ॥ ৭১
কপালধারী সর্পৌঘৈঃ সর্বগাত্রেষু বেষ্টিতঃ ।
বিষদগ্ধগলস্ত্র্যক্ষো বিরূপাক্ষো বিভীষণঃ ॥ ৭২
অব্যক্তজন্মা সততং গৃহভোগ্যবিবর্জিতঃ ।
জ্ঞাতিভির্বান্ধবৈর্হীনো ভক্ষ্যভোজ্যবিবর্জিতঃ ॥ ৭৩
শ্মশানবাসী সততং সংসঙ্গপরিবর্জিতঃ ॥ ৭৪
গর্জদ্ভির্বিকটৈর্ভীমৈর্ভূতৌঘৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৭৫
শৃঙ্গাররসহীনশ্চ ভার্য্যাপুত্রবিবর্জিতঃ ।
কেন বা কারণেন ত্বং ভর্তারং তং সমীহসে ॥ ৭৬
পূর্বং শ্রুতং ময়া চৈব তস্যাশ্চর্যমিদং কৃতম্ ।
শৃণু তে নিগদাম্যদ্য যদি তে শুভ রোচতে ॥ ৭৭
দক্ষস্য দুহিতা সাধ্বী সতী বৃষভবাহনম্ ।
বব্রে পতিং পুরা দৈবাৎ সম্ভোগপরিবর্জিতম্ ॥ ৭৮
কপালিজায়েতি সতী দক্ষেণ পরিবর্জিতা ।
যজ্ঞভাগপ্রদানায় শম্ভুশ্চাপি বিবর্জিতঃ ॥ ৭৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমার দর্শন কখনও বিফল হয় না, আমি শিবকে জানিতে পারি, কিন্তু একটি কথা বলিতেছি, তাহা নিশ্চয়রূপে শ্রবণ কর। ৭০

আমি মহাদেবকে জানি, তাহার বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর ; মহাদেবের বাহন বৃষ, অঙ্গে নিরন্তর ভূতি লেপন করে এবং জটাধারী, তাহার ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান এবং গজচর্ম্ম উত্তরীয়। ৭১

নর-কপালধারী-সর্পসমূহের দ্বারা সর্ব্বগাত্রে বেষ্টিত এবং বিষবেগে দগ্ধ গলদেশে অক্ষমালা ; সে বিরূপাক্ষ এবং ভয়ঙ্কর। ৭২

তাঁহার জন্মের কোন নিশ্চয় নাই ; সে সর্ব্বদা গৃহভোগত্যাগী, জ্ঞাতি ও বান্ধবাদি-শূন্য, তাহার ভোজনব্যাপার ও ভোজনীয় দ্রব্যের কোন সংস্রব নাই। তিনি নিরন্তর শ্মশানবাসী, সংসঙ্গবর্জ্জিত। ৭৩-৭৪

নিরন্তর গর্জ্জনকারী বিকট ভূতগণের মধ্যে তাহার সর্ব্বদা বাস। ৭৫

সে শৃঙ্গারাদি-রসশূন্য ও ভার্য্যাপুত্ররহিত, অতএব কি জন্য তুমি তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ৭৬

আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি ; সে একটি কার্য্য করিয়াছে, তাহা বলিতেছি ; যদি তোমাদের অভিরুচি হয় তাহা হইলে গ্রহণ করিবে। ৭৭

পূর্ব্বে দক্ষকন্যা সাধ্বী সতী, দৈববশতঃ সম্ভোগবর্জ্জিত বৃষধ্বজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ৭৮

'কপালীর জায়া' এই বলিয়া দক্ষ, কন্যাকে পরিত্যাগ করেন এবং যজ্ঞভাগ শিবকে প্রদান করিলেন না। ৭৯

সাধ্বি তেনাপমানেন ভৃশং শোকাকুলা সতী।
তত্যাজ স্বাং প্রিয়াং প্রাণাংস্তথা তত্যাজ শঙ্করঃ ॥ ৮০
ত্বং স্ত্রীরত্নং তব পিতা রাজা নিখিলভূভৃতাম্।
তথাবিধং পতিং কস্মাদুগ্রেণ তপসেহসে ॥ ৮১
দেবেন্দ্রো বা ধনেশো বা পবনো বাপ্যপাং পতিঃ।
অগ্নির্বান্যঃ সুরো বাপি স্বর্বৈদ্যাবশ্বিনাবপি ॥ ৮২
বিদ্যাধরো বা গন্ধর্বো নাগো বা মানুষোঽথ বা।
রূপযৌবনসম্পন্নঃ সমস্তগুণসংযুতঃ ॥ ৮৩
স তে যোগ্যঃ পতিঃ শ্রীমানুদারকুলসম্ভবঃ ॥ ৮৪
যেন ত্বং বহুরত্নৌঘপূরিতেঽনর্ঘবিস্তৃতে।
মাল্যপ্রবরসংযুক্তে ধূপচূর্ণৈঃ সুবাসিতে ॥ ৮৫
মুক্তাস্তরণসংবৃত্তে বিস্তৃতে সুমনোহরে।
চারুপ্রাসাদগর্ভস্থে কাঞ্চনদবিচিত্রিতে।
শয্যাতলে সমাসাদ্য স যোগ্যস্তে ভবেৎ পতিঃ ॥ ৮৬
এবং জ্ঞাত্বাপি সুভগে যদি বাঞ্ছসি শঙ্করম্।
কিন্তে তপোভিঃ সুতরামহং ত্বং যোজয়ে ত্বয়া ॥ ৮৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা তদা কালী ব্রাহ্মণস্যোত্তরং তদা।
মিতশুথ্যং জগাদেদং ব্রাহ্মণং কোপসংযুতা ॥ ৮৮

কাল্যুবাচ—

ন জানাসি হরং দেবং ত্বং জানামীতি ভাষসে।
বহির্মন্দ্মুখতে তত্ত্বে কথিতং দ্বিজনন্দন ॥ ৮৯

সতী সেই অপমানে অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়া নিজের প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং হরকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৮০

তুমি স্ত্রীদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপা এবং তোমার পিতা সমস্ত পর্ব্বতের রাজা, তাঁহার সমক্ষে এইরূপ পতিকে কিজন্য উগ্র তপস্যার দ্বারা বরণ করিতেছ? ৮১

দেবেন্দ্র, কুবের, পবন, অগ্নি, কি অন্য সুরগণ অথবা স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য—ইহার মধ্যে রূপ ও নবযৌবনসম্পন্ন যে কেহ হয়, প্রশস্ত-কুলোদ্ভব সেই শ্রীমান ব্যক্তিই তোমার পতির যোগ্য। ৮২-৮৪

যাহার সহিত তুমি বহুরত্নপূর্ণ সুবিস্তৃত মাল্যসমূহ-সংযুক্ত ধূপচূর্ণের দ্বারা সুবাসিত স্বর্ণখচিত আস্তরণ-সংযুক্ত বিস্তৃত মনোহর সুবর্ণবিভূষিত সুন্দর প্রাসাদ-মধ্যে শয্যাতলে সুখভোগে রত হইতে পার, সেই পতিই তোমার উপযুক্ত। ৮৫-৮৬

হে সুভগে! যদি ইহা জানিয়াও শঙ্করকে বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার তপস্যার প্রয়োজন নাই; আমি তোমাকে হর সহ সঙ্গতা করিব। ৮৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কালী ব্রাহ্মণের সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপান্বিতচিত্তে ব্রাহ্মণকে পরিমিত ও সত্যবাক্য বলিলেন। ৮৮

কালী বলিলেন,—হে দ্বিজনন্দন! আপনি হরকে বিশেষ না জানিয়া

যস্ত ভাবং ন জানন্তি সেন্দ্রা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
তস্য ত্বং বিপ্রতনয় শিশুর্জ্ঞাস্যসি কিং ভবম্॥ ১০
যচ্চোক্তং ভবতা নীচবদনাদ্ ভাষিতং লঘু।
ইতস্ততস্ত শ্রুত্বৈব ভাষসে ত্বম দৃষ্টবান্॥ ১১
তস্মাত্ত্বত্তো বরং নাহং বাঞ্ছয়ে নাপি বা পতিম্।
অন্যদন্ন চ শ্রুতো বাঞ্ছয়ে হরসঙ্গমম্॥ ১২
ইত্যুক্ত্বা গিরিজা বিপ্রমবলোক্য সখীমুখম্।
ইদমাহ তদা কালী সংশয়ারূঢ়চেতনা॥ ১৩
মহতা চিন্তনেনেহ তপসারাধিতো হরঃ।
তস্যমাগ্রে বিপ্রসুতো নিন্দিতুং বাক্যমুক্তবান্।
তদহং চাপনেষ্যামি স্তুতিবাক্যেন সাম্প্রতম্॥ ১৪
মহাত্মনাঞ্চ যো নিন্দাং শৃণোতি কুরুতেঽথ বা।
তয়োরাগঃ সমং পূর্বং ময়া তাতমুখাচ্ছ্রুতম্॥ ১৫
তস্মাত্তদপনেষ্যেঽহং ত্বরিষেধয় বিপ্রকম্॥ ১৬
ইত্যুক্ত্বা সা সখীং কালী শম্ভুপঙ্কপ্রমানসা।
আগঃসম্মার্জ্জনায়াশু হরং স্তোতুমুপাক্রমং॥ ১৭

কাল্যুবাচ—

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥ ১৮

এরূপ বলিতেছেন, তাঁহার বাহ্যভাব দর্শন করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন। ৮৯

ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, যাঁহার ভাব জানিতে অক্ষম, আপনি শিশু বিপ্রতনয় হইয়া কি তাঁহার ভাব জানিতে পারিবেন? ১০

আপনি হরকে না দেখিয়া কোন নীচ ব্যক্তির মুখে এই কুৎসিত বাক্য শ্রবণ করিয়া এরূপ বলিতেছেন। ১১

সেই মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ পতিকে আমি বাঞ্ছা করি না; অন্যের বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছাও করি না; হরসঙ্গমই নিরন্তর বাঞ্ছা করি। ১২

গিরিজা বিপ্রকে এই কথা বলিয়া সখীর মুখ অবলোকন করত সংশয়িত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন। ১৩

আমি এই স্থানে মহৎ চিন্তাপূর্বক তপস্যা দ্বারা হরকে আরাধনা করিতেছি, কিন্তু সেই আরাধ্য মহাদেবকে আমার সমক্ষে এই বিপ্রপুত্র নিন্দাবাক্য বলিতেছেন, অতএব ইঁহাকে স্তুতিবাক্য দ্বারা এখান হইতে দূর করি। ১৪

আমি পিতার মুখে পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি, মহাত্মাদিগের নিন্দা যে করে, এবং যে তাহা শ্রবণ করে, উভয়ের অপরাধই সমান হয়। ১৫

তাহা হইলে উঁহাকে এখান হইতে অপনয়ন করাই ভাল, অতএব তুমি বিপ্রকে নিষেধ কর। ১৬

কালী, সখীকে এই কথা বলিয়া শিব-নিন্দা-শ্রবণজনিত অপরাধ মার্জ্জনের জন্য শম্ভু-সন্নত-চিত্তে হরকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১৭

কালী বলিলেন, কারণত্রয়ের হেতু জিতেন্দ্রিয় শিবকে আমি প্রণাম করি।

বিজ্ঞানসৌভাগ্যসুহৃদ্‌গতায় তে
পত্রঙ্কহীনায় হিরণ্যবাহবে।
নমোঽস্তু নারায়ণপদ্মসম্ভব
প্রধানবীজায় জগদ্ধিতায় তে ॥ ৯৯
ইতি স্তুবতীং পুনরেব স দ্বিজ-
স্তদা বচঃ কিঞ্চিদ্ধবীবিতুং পুনঃ।
সমীক্ষ্য কালীমকরোৎ সবক্তুকং
বুদ্ধা সমাচষ্ট সখীং গিরেঃ সুতা ॥ ১০০
অয়ং দ্বিজঃ কিঞ্চন বক্তুমিচ্ছ-
ত্যুগ্রং হরং চাপি ন সংবিদানঃ।
নিন্দন্নহি প্রাণহরীং হরস্য
নিন্দামহং শ্রোতুমিহ ক্ষমামি ॥ ১০১
যাবন্নৃবিবচোঽস্যাহং ন শৃণোম্যধুনা সখি।
গচ্ছামি তাবদ্দূরায় সমুত্তিষ্ঠামি মৎপ্রিয়ে ॥ ১০২
ইত্যুক্ত্বা সা তদা সখ্যা সহিতা হিমবৎসুতা।
প্রতস্থেঽথ সমুত্থায় তমুৎসৃজ্য দ্বিজং হঠাৎ ॥ ১০৩
অথ শম্ভুর্নিজং রূপমাস্থায় হিমবৎসুতাম্।
তং সমুৎসৃজ্য গচ্ছন্তীং হরঃ স্মেরমুখোঽব্রবীৎ ॥ ১০৪
অহং হরো মহাদেবো মাং সংত্যেক্ষি ন চাধুনা।
সম্মুখীভব হে কালি সমাশ্বাসয় শাঙ্করি ॥ ১০৫

হে পরমেশ্বর! আপনিই একমাত্রগতি, অতএব আপনাকেই আত্মা উৎসর্গ করিতেছি। ৯৮

হৃদগত উৎকৃষ্ট জ্ঞানশালী প্রপঙ্কহীন হিরণ্যবাহকে আমি সাদরে প্রণিপাত করিতেছি এবং নারায়ণ-পদ্ম-সম্ভূত প্রধান বীজস্বরূপ জগতের হিতসাধক গিরিশকে আমি নমস্কার করিতেছি। ৯৯

দ্বিজ, পুনর্ব্বার অপ্রিয় শিবনিন্দাবাক্য তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বলিতে লাগিলেন; কালিকে উদ্দেশ্য করিয়া দ্বিজ, কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া গিরিসুতা সখীকে বলিলেন। ১০০

এই দ্বিজ উগ্র হরকে না জানিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে কিছু বলিতে উপক্রম করিতেছে, প্রাণ-বিনাশক হর-নিন্দা কিছুতেই আমি শুনিতে পারিব না। ১০১

সখি! যত দূরে গমন করিলে এই দ্বিজ-বাক্য শুনিতে না পাই, আমি তত দূরে গমন করিয়া অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। ১০২

এই কথা বলিয়া হিমালয়সুতা হঠাৎ গাত্রোত্থান করত দ্বিজকে পরিত্যাগ করিয়া সখীর সহিত প্রস্থান করিলেন। ১০৩

অনন্তর শম্ভু নিজরূপ ধারণ করত, কালী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে দেখিয়া সহাস্যাস্যকরণে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গমন করিলেন এবং বলিলেন। ১০৪

অয়ি শঙ্করি! কালি! আমিই মহাদেব, আমি সেই হর, এখন আমার

ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবো গত্বাস্তাঃ পুরতো দ্রুতঃ।
প্রসার্য্য হস্তৌ কাল্যাস্ত গতিং তস্যা বিরোধয়ন্ ॥ ১০৬
সা বীক্ষ্য শম্ভুবদনং তৎক্ষণাদভবদ্ধঠাৎ।
অধোমুখী তড়িত্বাস্তচকিতেব গিরেঃ সুতা ॥ ১০৭
মন্দাক্রং প্রীতিলজ্জাভিঃ সা জড়েব তদাভবৎ।
বক্তুঞ্চ নাশকৎ কিঞ্চিদিচ্ছুরপি ভামিনী ॥ ১০৮
মনোরথানাং সিদ্ধ্যা তু সুধাভিরিব পূরিতম্।
শরীরমভবত্তস্যা যথা পূর্ণং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১০৯
ষষ্টিত্রিবর্ষসহস্রৈস্তু তপঃক্লেশমবিন্দত।
তত্তং ক্ষণাৎ সমুৎসৃজ্য সম্মোদমুদিতাভবৎ ॥ ১১০
তাঞ্চ বীক্ষ্য তথাভূতাং প্রণয়াদ্ বৃষভধ্বজঃ।
কামেন ভস্মরূপেণ গাত্রস্থেন চ মোহিতঃ ॥ ১১১
অথ তাং বিরহোদ্রিক্তঃ সমেত্য বৃষভধ্বজঃ।
সম্বোধয়ন্নিদং চাটুবচনং প্রোক্তবান্ মুদা ॥ ১১২
ন তু সুন্দরি মাং বক্তুং কিঞ্চনাপি ত্বমর্হসে।
তপঃক্লেশং স্মরন্তী কিং মহ্যং কুপ্যসি সাম্প্রতম্ ॥ ১১৩
অহঞ্চ পরিতপ্যামি ত্বামৃতে সুভগে মম।
সমবাদ্ বং সমারব্ধং তপস্তপ্তুং তথা সমম্ ॥ ১১৪

সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? তুমি সম্মুখিনী হও, আমাকে আশ্বাস প্রদান কর। ১০৫

এই কথা বলিয়া মহাদেব কালীর অগ্রভাগে যাইয়া হস্ত প্রসারণ করত তাঁহার গতিরোধ করিলেন। ১০৬

গিরি-সুতা শম্ভুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার ভয়ে চকিতের ন্যায় হঠাৎ অধোমুখী হইলেন। ১০৭

অত্যন্ত লজ্জা ও প্রীতিতে সে সময়ে তিনি জড়ের ন্যায় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ভামিনী, বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও কিছু বলিবার নিমিত্ত সক্ষম হইলেন না। ১০৮

হে দ্বিজোত্তমগণ! মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার শরীর যেরূপ সুধা-পূর্ণ হয়, সেইরূপ আনন্দপূর্ণ হইল। ১০৯

অষ্টাধিক সহস্র বৎসর পর্যন্ত যে সমস্ত তপঃক্লেশ পাইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পরিত্যাগ করত আনন্দিতা হইলেন। ১১০

বৃষধ্বজ, কালীকে সেইরূপ দেখিয়া প্রণয়বশতঃ গাত্রস্থ ভস্মরূপ কাম দ্বারা মোহিত হইলেন। ১১১

অনন্তর, বিরহোদ্রিক্ত বৃষধ্বজ কালীকে প্রাপ্ত হইয়া সম্বোধন করত হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কিঞ্চিৎ চতুরতাযুক্ত বাক্য বলিলেন। ১১২

হে সুন্দরি! তুমি আমাকে কিছুই বলিতেছ না, তবে কি তপঃক্লেশ স্মরণ করিয়া আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া রহিয়াছ। ১১৩

হে সুভগে! আমিও তোমা বিহনে পরিতাপ ভোগ করিতেছি; আমার নিয়মের নিমিত্ত তুমি তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলে, সেই জন্য তোমার সহিত অনুরক্ত হই না। ১১৪

সানুরক্তোঽথ সংস্কৃত্য ভবিষ্যামি ত্বয়া প্রিয়ে।
অধুনা সমতীতো মে যঃ কৃতঃ সময়ো ময়া ॥ ১১৫
তপসে ভবতী চাপি তপসৈব সুসংস্কৃতা। ১১৬
সচ্চিন্তনেন জপ্যেন তীব্রেণ তপসা তথা।
মূল্যেন মহতা ক্রীতো দাসোঽহং মাং নিযোজয় ॥ ১১৭
ত্বদঙ্গানাং সংস্করণে জটানাঞ্চ প্রসাধনে।
প্রমুচ্য বন্ধনং গাত্রাচ্চার্ব্বংশুকনিবেশনে ॥ ১১৮
হারনূপুরকেয়ূর-কাঞ্চ্যাদিপরিধাপনে।
দ্রুতং নিযোজয় শুভে যদি স্নেহোঽস্তি মাদৃশি। ১১৯
নির্দগ্ধো যো ময়া কামো ভস্মরূপেণ মত্তনৌ।
স্থিতো মাং প্রতিকৃত্যেব ত্বদগ্রে দগ্ধুমিচ্ছতি ॥ ১২০
তস্মাদুদ্ধর মাং কামাদগ্নেরিব মনোহরে।
ত্বদঙ্গামৃতদানেন প্রসীদ দয়িতে মম ॥ ১২১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

তাহার পর প্রিয়ে! তপোবলে তুমি সংস্কার-সম্পন্না হইলে তোমাতে অনুরক্ত হইয়াছি। আমি যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তপস্যার জন্য তাহা অতীত হইয়াছে, তুমিও তপস্যা দ্বারা সংস্কৃতা হইয়াছ। ১১৫-১১৬

সচ্চিন্তা, জপ এবং তীব্র তপস্যা-রূপ মহৎ মূল্য দ্বারা আমি তোমার ক্রীতদাস হইয়াছি। ১১৭

অতএব তোমার অঙ্গ-সংস্কার, জটাসমূহের সংস্কার ও গাত্র হইতে বন্ধন মুক্ত করিয়া মনোহর বস্ত্র নিবেশ করিতে, হার, নূপুর, কেয়ূর, কাঞ্চ্যাদি পরিধান করাইতে—শীঘ্র নিয়োগ করিয়া আমাতে স্নেহ প্রকাশ কর। ১১৮-১৯

আমার নেত্রানলে দগ্ধ মদন ভস্মরূপে আমার অঙ্গেই বাস করিতেছেন; সে যেন প্রতিকার করিবার নিমিত্তই তোমার সমক্ষে আমাকে দগ্ধ করিতেছে। ১২০

অয়ি মনোহারিণি! তোমার অঙ্গরূপ অমৃত দান করিয়া সেই অগ্নি-সদৃশ কাম হইতে আমাকে উদ্ধার কর। দয়িতে! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ১২১

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩

চতুঃশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ শ্রুত্বা বচঃ শম্ভোর্গিরিজাতীব হর্ষিতা।
মেনে প্রাপ্তং তদা শম্ভুং সুন্দরং দয়িতং পতিম্ ॥ ১
অথ প্রাহ তদা কালী সখীবক্ত্রেণ শঙ্করম্।
যথা স শৃণুতে বাক্যং শ্রোতুমিচ্ছংশ্চ শঙ্করঃ ॥ ২
ন সদ্ভাবতিভেদেন প্রবর্ত্তন্তেঽত্র সজ্জনাঃ।
মর্য্যাদয়া হরস্তং মে পাণিং গৃহ্লাতু শঙ্করঃ ॥ ৩
পিতৃদত্তা ভবেৎ কন্যা তপোদত্তা ভবেন্ন হি।
তপসা চেৎ প্রদত্তাহং মাং তাতশ্চ প্রদাস্যতি ॥ ৪
তস্মাৎ সম্প্রার্থ্য পিতরং হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
বৈবাহিকেন বিধিনা পাণিং গৃহ্লাতু মে হরঃ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ কালী লজ্জাসমন্বিতা।
হরোঽপি তদ্বচঃ সত্যং তথ্যং যোগ্যং তদাগ্রহীৎ ॥ ৬
ততঃ স সগণঃ শম্ভুস্তত্র বাসং তদাকরোৎ।
গঙ্গাবতরণে সানৌ যথা পূর্ব্বং তথাধুনা ॥ ৭
কালী পিতুর্গৃহং যাতা সখীভিঃ পরিবারিতা।
নালোকয়ন্তী সা দীনা গুরূণাং বদনং সতী ॥ ৮

শিব-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—গিরিজা, শম্ভুবাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে বিবেচনা করিলেন, মনোহর পতি পাইয়াছি। ১

অনন্তর কালী, যেরূপে শঙ্কর শুনিতে পান এবং শুনিয়া উৎসুক হন, সেই ভাবে সখী দ্বারা বলাইলেন। ২

সজ্জনেরা মর্য্যাদানুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে হর, মর্য্যাদা-অনুসারে আমার পাণিগ্রহণ করুন। ৩

কন্যা পিতৃদত্তাই হইয়া থাকে, তপোদত্তা কখনও হয় না; যদি আমি তপোদত্তাই হইয়া থাকি, তাহা হইলেও পিতা আমাকে প্রদান করিবেন। ৪

তবে পিতা হিমালয়ের নিকট, প্রার্থনা করিয়া বৈবাহিক বিধিমতে হর আমার পাণিগ্রহণ করুন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া কালী লজ্জাপরবশ-চিত্তে শীঘ্র মৌনভাব অবলম্বন করিলেন, হরও সেই বাক্য সত্য ও হিতকর এবং যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ৬

তাহার পর শম্ভু, গণের সহিত সেই গঙ্গাবতরণ সানুতে পূর্ব্বের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। ৭

কালী সখীগণের সহিত পিতার গৃহে গমন করিলেন; লজ্জাবশত সতী গুরুজনের মুখপানেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। ৮

এতস্মিন্নন্তরে সপ্ত মরীচিপ্রমুখান্ মুনীন্।
চিন্তয়ামাস শশিভৃৎ কালীং প্রার্থয়িতুং তদা॥ ৯
চিন্তিতাঃ সপ্ত মুনয়স্তৎক্ষণান্মদনারিণা।
আকৃষ্টা ইব কেনাপি তৎসকাশমুপাগতাঃ॥ ১০
তান্ মুনীন্ দদৃশে শম্ভুঃ সত্যাগ্নীনিব দীপিতান্।
অরুন্ধতীং বশিষ্ঠস্য সকাশে দদৃশে সতীম্॥ ১১
অরুন্ধতীং ততো দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠস্য সমীপতঃ।
মেনে যোষিদ্‌গ্রহং ধর্ম্মং মুনিভিস্চাপ্যবর্জ্জিতম্॥ ১২
ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে সম্পূজ্য বৃষভধ্বজম্।
ইদমূচুঃ প্রহর্ষেণ স্মরণাকর্ষিতাঃ প্রিয়ম্॥ ১৩

ঋষয় ঊচুঃ—

যৎ প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে শুদ্ধরূপং
চন্দ্রপ্রখ্যং চন্দ্রখণ্ডোপশোভি।
অন্তঃপ্রজ্ঞং ভাবিতং তন্মুনীনাং
ভাগ্যং দৃষ্টং ভাগধেয়েন মুক্তেঃ॥ ১৪
প্রজ্ঞাতন্ত্রং ধ্যানতন্ত্রং পুরস্তা-
স্থিত্যং ধ্যেয়ং ধ্যায়িনাং স্বপ্রকাশম্।
পূজীভূতং বাহ্যতত্ত্বেন শশ্বদ্-
যোগপ্রাপ্যং ধাম শক্তোরুদারম্॥ ১৫
দৃষ্ট্বা যস্যোধ্বাগ্রভাগং স নেত্রং
ত্রাণার স্যাদ্দর্শনং সূর্য্যতুল্যম্।
তত্ত্বাম্মেদং স্থানসর্ব্বস্য নিত্যং
ভক্ত্যা স্তুত্যং তং নমঃ শম্ভুদেহম্॥ ১৬

ইহার মধ্যে চন্দ্রশেখর, কালীর প্রার্থনার জন্য মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মুনিকে চিন্তা করিলেন। ৯

মদনারি হর চিন্তা করিবামাত্রই মুনিগণ আকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় হর-সমীপে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। ১০

শম্ভু, মুনিগণকে প্রদীপ্ত সত্যাগ্নির ন্যায় দেখিলেন, তাহার পর বসিষ্ঠ-সমীপে তৎপত্নী অরুন্ধতীকে দেখিলেন। ১১

মুনি-সমীপে অরুন্ধতীকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, মুনিরাও দারপরিগ্রহ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। ১২

তাহার পর স্মরণাকৃষ্ট মুনিগণ বৃষধ্বজকে বিধিমতে পূজা করত হর্ষ-গদ্গদ-চিত্তে এইরূপ প্রিয় বাক্য বলিলেন। ১৩

ঋষিগণ বলিলেন,—চন্দ্র-সদৃশ চন্দ্রখণ্ডের দ্বারা শোভিত এবং অভ্যন্তরে প্রজ্ঞা দ্বারা বিশেষরূপে চিন্তিত সেই শুদ্ধরূপ অঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হইতেছেন। এটি মুনিগণের বহু অদৃষ্টফল। ১৪

প্রজ্ঞাতন্ত্র এবং ধ্যানতন্ত্র সম্মুখে উপস্থিত, ধ্যানীদিগের নিরন্তর ধ্যেয় স্বয়ং প্রকাশমান, যাহার অগ্রভাগ দর্শন করিয়া নেত্রের সহিত দর্শক পরিত্রাণ পায়। সেই সূর্য্যতুল্যদর্শন, তেজের স্থান, সকলের পক্ষে নিত্য শম্ভুদেহ—ভক্তি এবং স্তুতিপূর্ব্বক নমস্কার করি। ১৫-১৬

প্রকাশতে যঃ প্রথমাদিভাগতঃ
স্থিতঃ স যাবে য ইহৈব নেতা।
সোঽস্মাকমস্তু প্রথমং স্বসিদ্ধ্যৈ
হরস্তু শক্ত্যা বিধৃতো ললাটে ॥ ১৭

যঃ প্রধানাত্মকঃ সত্ত্বরজোভ্যাং তমসান্বিতঃ।
পুরুষঃ সর্ব্বজগতাং স হরো নঃ প্রসীদতু ॥ ১৮
ইতি সংস্তুত্য দেবেশং মুনয়ো বিনয়ান্বিতাঃ।
উচুঃ কিমর্থং ভবতা স্মৃতাস্তস্মো নিগদ্যতাম্ ॥ ১৯
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা শঙ্করঃ প্রহসন্নিব।
জগাদ তান্মুনীন্ সর্ব্বানাভাষ্য চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২০

ঈশ্বর উবাচ—

হিতায় সর্ব্বজগতাং সম্ভোগায়াত্মনস্তথা।
দারান্ গ্রহীতুমিচ্ছামি তথা সন্তানবৃদ্ধয়ে ॥ ২১
সহায়ং তত্র কুর্ব্বন্তু ভবন্তো মম সাম্প্রতম্।
মদর্থে চ ততঃ কালীং যাচন্তাং তুহিনাচলম্ ॥ ২২
মহতা তপসা কালী মাং পতিং লব্ধু মিচ্ছতাম্।
কিন্তু গ্রহীতব্যে বিধিনা তস্মাদ্ যাচন্ত তং গিরিম্ ॥ ২৩
যথা যথা স্বয়ং কালীং শৈলো দাতুং সমুৎসহেৎ।
তথা তথা বিদধ্বং হি যূয়ং বাগ্মিভবাগ্মিতাঃ ॥ ২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

হরং নত্বাথ মুনয়ো অগচ্ছন্ গিরিরাড্গৃহম্।
তেন প্রপূজিতাস্তে তু প্রোচুস্তং মুনয়ো গিরিম্ ॥ ২৫

যে কলারূপে আদিভাগ স্থিত হইয়া প্রকাশ করিতেছেন; যাঁহাকে হর, শক্তি দ্বারা ললাটে ধারণ করিতেছেন; তিনি আমাদের প্রথমতঃ সুসিদ্ধির নিমিত্ত হউন। ১৭

যিনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রিতয়ের দ্বারা জগতের প্রধান পুরুষ, সেই হর, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৮

এইরূপ স্তব করিয়া বিনয়াধার মুনিগণ বলিলেন, আপনি আমাদিগকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন, তাহা বলুন। ১৯

তাহার পর শঙ্কর মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ স্মিতভাবে সেই সমস্ত মুনিগণের প্রত্যেককে বলিলেন। ২০

জগতের হিতের জন্য, নিজের সুখ ভোগের নিমিত্ত এবং সন্তানবৃদ্ধির জন্য দার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ২১

সেই বিষয়ে সম্প্রতি আপনাদের সাহায্য করিতে হইবে। আমার নিমিত্ত হিমালয়-সমীপে তৎসুতা কালীকে প্রার্থনা করিবেন। ২২

কালী, মহাতপস্যা করিয়া আমাকে পতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিধি-ক্রমে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, অতএব গিরিসমীপে প্রার্থনা করুন। ২৩

আপনারা অত্যন্ত বাগ্মী, অতএব যেরূপে হিমালয় স্বয়ং কালীকে প্রদান করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হন, সেইরূপ যত্ন করুন। ২৪

যশ্চন্দ্রশেখরো দেবো দেবদেবশ্চ যো মতঃ।
শাপানুগ্রহণে শক্তো য একো জগতাং পতিঃ ॥ ২৬
যঃ সংহরতি সর্ব্বাণি জগন্তি প্রলয়োন্তবে।
যো বিভূতিপ্রদো ভক্তে নানারূপো মনোহরঃ ॥ ২৭
স তে দুহিতরং কালীং ভার্য্যার্থমাতুমিচ্ছতি।
যদি পশ্যসি ত্বং যোগ্যং বরং ত্বং দুহিতুঃ সমম্।
তদা প্রযচ্ছ তনয়াং কালীং শশিভৃতে গিরে ॥ ২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তৈস্তৈর্গিরিপতিশ্চিরং যদ্ধৃদয়স্থিতম্ ॥ ২৯
দুহিতুশ্চ প্রিয়ং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য সদ্বচনাম্বুদম্।
আহ চেদং প্রকাশেন যুষ্মাভিস্ত্বহমাগতৈঃ ॥ ৩০
পাবিতো মুনিশার্দ্দূলৈঃ পূরিতশ্চ মনোরথঃ।
দাস্যামি শম্ভবে পুত্রীং যুষ্মাভিঃ প্রার্থিতস্ত্বহম্ ॥ ৩১
পূর্ব্বমেব তপস্তপ্ত্বা তবেশঃ পতিরীহিতঃ।
ধাতুর্নিয়োজনমিদং কোঽন্যথা কর্ত্তুমুৎসহেৎ ॥ ৩২
কোঽন্যঃ প্রার্থয়িতুং শক্তঃ সুতাং মম বিনা হরাৎ।
হরেণাবগৃহীতা যা তামন্যঃ কঃ সমুৎসহেৎ ॥ ৩৩
হরং গৃহীত্বা মনসা নান্যং সাপীহ বাঞ্ছতি।
ইত্যুক্ত্বা মেনয়া সার্দ্ধং সুতাং দাতুঞ্চ শম্ভবে ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মুনিগণ হরকে সম্ভাষণ করিয়া গিরিভবনে গমন করি-লেন এবং গিরিকর্তৃক পূজিত হইয়া তাহাকে বলিলেন। ২৫

যিনি চন্দ্রশেখর দেব, যিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ, যিনি জগতের একমাত্র কর্তা, যাঁহাকে অভিশপ্ত ব্যক্তি জানিতে অক্ষম, যিনি প্রলয়কালে সমস্ত জগৎকে সংহার করেন যিনি ভক্তসমূহে ঐশ্বর্য্য দান এবং যিনি নানারূপে মনোহর। ২৬-২৭

তিনিই আপনার কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি তাঁহাকে আপনার কন্যার যোগ্য বর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে হে গিরিরাজ। সেই চন্দ্রশেখরের হস্তে কন্যা কালীকে সম্প্রদান করুন। ২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মুনিগণ এই কথা বলিলে, গিরিপতি চিরকাল হৃদয়ে জাগরূক সেই বর, দুহিতার প্রিয় জানিতে পারিয়া হৃদয় সেই পথেই ধাবমান হইল। ২৯-৩০

প্রকাশ্যভাবে মুনিগণকে বলিলেন, ভবাদৃশ মুনিশ্রেষ্ঠদিগের আগমনে আমি পবিত্র হইলাম এবং আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, আপনাদের প্রার্থনা বশতই আমি হরকে সমর্পণ করিব। ৩১

পূর্ব্বে শিবকে পতি হইবার জন্য কালী কঠোর তপস্যা করিয়াছে। এটি বিধাতার নিয়োগ, অতএব কোন ব্যক্তি অন্যথা করিতে সক্ষম হইবে? ৩২

আমার কন্যাকে হর ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিতে পারে? হর যাহাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাকে অন্য কেহ ইচ্ছা করিতে পারে না, কালীও হরকে মনের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে, অন্য কাহাকেও বাঞ্ছা করে না। ৩৩

অঙ্গীকৃত্য বিসৃষ্টাস্তে হ্যনুপ্রাপুর্মহেশ্বরম্ ।
তে গত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে মরীচিপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥ ৩৫
শৈলরাজো যদাচষ্ট তদূচুর্মদনারয়ে ।
হিমবাংস্তনয়াং দাতুং তুভ্যমুৎসহতে হর ॥ ৩৬
যদিদানীং ত্বয়া কর্ত্তুং যুজ্যতে ক্রিয়তাং নু তৎ ।
অস্মাংশ্চাপ্যনুজানীহি হর গন্তুং নিজাস্পদম্ ॥ ৩৭
সিদ্ধং জ্ঞাত্বা হরঃ কার্য্যং মুদিতস্তান্ বিসৃষ্টবান্ ।
যথাযোগ্যং সমাভাষ্য ক্রমাদেকৈকশো মুনীন্ ॥ ৩৮
কালীবিবাহাবসরে যূয়মায়াত মাং প্রতি ।
ইতি তে বৈ হরেণোক্তং প্রতিশ্রুত্যর্ষয়ো যযুঃ ॥ ৩৯
অথান্যোন্যপ্রিয়তয়া কৃত্বা কৃত্বা গতাগতম্ ।
সময়ং কারয়ামাস বিবাহায় হরো গিরিম্ ॥ ৪০
মাধবে মাসি পঞ্চম্যাং সিতে পক্ষে গুরোর্দিনে ।
চন্দ্রে চোত্তরফল্গুন্যাং ভরণ্যামৌ স্থিতে রবৌ ॥ ৪১
আগতা মুনয়স্তত্র মরীচিপ্রমুখা মুহুঃ ।
হরেণ চিন্তিতাঃ সর্ব্বে তথা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ৪২
তথা চ সর্ব্বে দিক্‌পালা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ।
শচ্যা সহ তথা শক্রো ব্রহ্মাণ্যাদ্যাস্তু মাতরঃ ॥ ৪৩

এই কথা বলিয়া গিরি মেনকার সহিত শিবকে পার্ব্বতীদানে অঙ্গীকার করিলেন, মুনিগণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, শিব-সমীপে গমন করিলেন। ৩৪

হে দ্বিজগণ! মরীচ্যাদি ঋষিগণ গমন করিয়া, হিমালয় যাহা বলিয়াছেন তৎসমস্ত শিবকে বলিলেন। ৩৫

হে হর! হিমালয় আপনাকেই কন্যা দান করিবার নিমিত্ত স্বীকৃত হইয়াছেন। ৩৬

অতএব আপনার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন। ভগবন্! আমাদিগকে স্বস্থানে যাইতে অনুমতি করুন। ৩৭

হর, কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে, জানিতে পারিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। ৩৮

তাঁহাদের উপযুক্ত মত কথা বলিয়া প্রত্যেককে ক্রমে ক্রমে বলিলেন, আপনারা কালীর বিবাহ সময়ে পুনর্ব্বার আমার নিকট আগমন করিবেন। হর এই কথা বলিলে, মুনিগণ প্রতিশ্রুত হইয়া গমন করিলেন। ৩৯

তাহার পর গমনাগমন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হইলেন এবং হরের আজ্ঞানুসারে গিরি, বিবাহের সময় নিরূপণ করিলেন। ৪০

বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্র এবং ভরণী নক্ষত্রস্থিত সূর্য্য হইলে সেই দিন মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ আগমন করিলেন। ৪১-৪২

হর, চিন্তা করিবামাত্র ব্রহ্মাদি দেবগণ, সমস্ত দিক্‌পাল, মুনিগণ, শচীসহ ইন্দ্র, ব্রহ্মাণী আদি মাতৃগণ, ব্রহ্মাপুত্র নারদমুনি—ইঁহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। ৪৩

নারদশ্চ গতস্তত্র দেবর্ষিস্ত্র্যক্ষণঃ স্তুতঃ।
এতৈঃ পরিচরৈঃ সার্দ্ধং গণৈরাপ্যায়িতঃ স্বকৈঃ ॥ ৪৪
বৈবাহিকেন বিধিনা গিরিপুত্রীং হরোঽগ্রহীৎ
বিবাহে গিরিজা শম্ভোঃ সর্পা যেঽষ্টৌ তনৌ স্থিতাঃ ॥ ৪৫
তে জাম্বুনদসম্বন্ধা অলঙ্কারাস্তদাভবন্।
বিভূষোঽভূন্মহাদেবো জটাঃ কেশত্বমাগতাঃ ॥ ৪৬
শিরস্থিতশ্চন্দ্রখণ্ডঃ সোঽর্চিষা জ্বলিতোঽভবৎ।
ললাটনেত্রমভবত্তদা রত্নমহার্ঘকম্ ॥ ৪৭
বিচিত্রবসনং ব্যাঘ্রকৃত্তিরাসীত্তদা দ্বিজাঃ।
বিভূতিলেপো হ্যভূৎ সুগন্ধিমলয়োদ্ভবঃ ॥ ৪৮
গৌররূপো হরস্তত্র বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ ॥ ৪৯
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্হরং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্।
হিমবান্ মুদিতশ্চাসীৎ সহপুত্রৈশ্চ মেনয়া ॥ ৫০
জ্ঞাতয়শ্চাস্য মুমুদুর্হরং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্।
ইদং ব্রহ্মা তত্র জগৌ হরং দৃষ্ট্বা মনোহরম্ ॥ ৫১
সর্ব্বং শিবকরং যস্মাৎ সুবেশমভবৎ সুরাঃ।
তস্মাচ্ছিবোঽয়ং লোকেষু নাম্নাখ্যাতোঽধিকঃ শিবঃ ॥ ৫২
মহেশ্বরমুমাযুক্তমীদৃশং যঃ স্মরেন্নরঃ।
সততং তস্য কল্যাণং বাঞ্ছিতঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৫৩
এবং কালী মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূঃ।
পূর্ব্বং দাক্ষায়ণী ভূত্বা পশ্চাদ্গিরিসুতাভবৎ ॥ ৫৪

এই সমস্ত পরিজনের সহিত সুর ও প্রমথাদিগণের সহিত আপ্যায়িত হইয়া, হর বিবাহ-বিধি অনুসারে গিরি-রাজপুত্রী কালীকে গ্রহণ করিলেন। ৪৪

গিরিজা ও শম্ভুর বিবাহ সময়ে শিব-অঙ্গস্থিত অষ্টটি সর্প স্বর্ণনির্ম্মিত অষ্ট-অলঙ্কারস্বরূপ এবং মহাদেব বিভূষ হইলেন। ৪৫

তাঁহার জটা সুচিক্কণ কেশরূপ হইল, শিরস্থিত চন্দ্র তেজঃপ্রভাবে অত্যন্ত জ্বলিতে লাগিল এবং ললাটস্থিত নেত্র, মহামূল্য রত্নস্বরূপ হইল। ৪৬-৪৭

হে দ্বিজগণ! সেই ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিচিত্র বসনরূপ ধারণ করিল। বিভূতিলেপ মলয়োদ্ভব সুগন্ধির স্বরূপ হইল, হর সেই সময়ে মনোহর রূপ ধারণ করত আশ্চর্য্যদর্শন হইলেন। ৪৮

তাহার পর দেবগণ গন্ধর্ব্ববৃন্দের সহিত ও সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিবর্গ হরকে সেইরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং হিমালয়, পুত্রগণ ও মেনকার সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গও হরের মনোহর রূপ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইল। ৪৯-৫১

ব্রহ্মা হরকে মনোহর দেখিয়া এই গান করিতে লাগিলেন,—হে সুরগণ! যেহেতু ইহাঁর ভস্মাদি সমস্তই মঙ্গল জনক হইয়াছে। তাহা হইলে এই জগতে মঙ্গলস্বরূপ ইহা হইতে অধিক মঙ্গলজনক আর কি আছে? ৫২

মহেশ্বরকে যে ব্যক্তি এইরূপ উমাযুক্তভাবে হৃদয়ে স্মরণ করে, তাহার সতত কল্যাণ-বৃদ্ধি হয় এবং বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রাপ্তি হয়। ৫৩

স্বয়ং সমর্থাপি সতী কালী সম্মোহিতুং হরম্।
তথাপ্যুগ্রং তপস্তেপে হিতায় জগতাং শিবা ॥ ৫৫
এবং সম্মোহয়ামাস কালিকা চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৫৬
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং ত্যক্তদেহা সতী যথা।
হিমবত্তনয়া ভূত্বা পুনঃ প্রাপ মহেশ্বরম্ ॥ ৫৭
ইদং যঃ কীর্ত্তয়েৎ পুণ্যং কালিকাচরিতং দ্বিজাঃ।
নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য দীর্ঘায়ুঃ স চ জায়তে ॥ ৫৮
ইদং পবিত্রং পরমমিদং কল্যাণবর্দ্ধনম্।
শ্রুত্বাপি সকৃদেবেদং শিবলোকায় গচ্ছতি ॥ ৫৯
যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়েদ্বিপ্রান্ কালিকাচরিতং মহৎ।
পিতরস্তস্য কৈবল্যমাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬০
যঃ শ্রাবয়েদ্ ব্রাহ্মণানাং সন্নিধৌ বা সভাগতঃ।
তত্র স্বয়ং হরো গত্বা শৃণোতি সহ মায়য়া ॥ ৬১
ইতি বঃ কথিতং পুণ্যং সর্ব্বং পাপপ্রণাশনম্।
যুষ্মভ্যং রোচতে চান্যদ্ যত্তং পৃচ্ছত সত্তমাঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে কালীহরসমাগমো
নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

আর মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎ-প্রসবিনী কালী পূর্ব্বে দাক্ষায়ণী হইয়া পরে গিরিসুতা হইয়াছেন। ৫৪

কালী স্বয়ং মহাদেবকে মোহিত করিবার নিমিত্ত সক্ষমা; তথাপি শিবা জগতের হিতের জন্য উগ্র তপশ্চরণ করিয়াছেন। ৫৫

এইরূপে কালী চন্দ্রশেখরকে মোহিত করিবে এবং হিমালয় তনয়া হইয়া শিবকে পুনর্ব্বার পাইবে। এই সমস্ত কথা বলিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন। ৫৬-৫৭

হে দ্বিজগণ। যে ব্যক্তি এইরূপ পুণ্য কালিকাচরিত কীর্ত্তন করে, তাহাকে ব্যাধি ও মনঃপীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয় না এবং দীর্ঘায়ু হয়। ৫৮

কল্যাণবর্দ্ধক পবিত্র কালিকা-চরিত একবারমাত্র শ্রবণ করিয়াও শিবলোকে গতি হয়। ৫৯

শ্রাদ্ধকালে যে ব্যক্তি কালিকা-চরিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করায়, তাহার পিতা নিশ্চয় কৈবল্য প্রাপ্ত হন। ৬০

ব্রাহ্মণদিগের নিকট অথবা সভাগত হইয়া যে ব্যক্তি কালিকা-চরিত শ্রবণ করায়, সে স্থলে উমার সহিত হর স্বয়ং গমন করিয়া শ্রবণ করেন। ৬১

হে দ্বিজসত্তমগণ। সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশন পুণ্যচরিত আপনাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে আপনাদের যে বিষয়ে অভিরুচি হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করুন। ৬২

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ—

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ব্রহ্মন্ কালীহরাগমম্ ।
পুণ্যং পাপহরং নিত্যং ভক্তিসৌখ্যপ্রদং বরম্ ॥ ১
ভূয়ঃ কথয় সর্ব্বস্য কালীতত্ত্বমনুত্তমম্ ।
কথং জহার গৌরী বা কথত্বমতাথ কালিকা ॥ ২
কেন বা কারণেনাত্ত কৃষ্ণা গৌরীত্বমাগতা ।
তন্নঃ কথয় তত্ত্বেন মুনিশ্রেষ্ঠ দ্বিজোত্তম ॥ ৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইদন্ত মহদাখ্যানং কথয়িষ্যামি বোঽধুনা ॥ ৪
মহর্ষয়স্তচ্ছৃণ্বন্তু তত্ত্বেন শুভদং পরম্ ।
এতদৌর্ব্বং পুরা রাজা সগরঃ পৃষ্টবান্মুনিম্ ।
স তং যথা সমাচষ্ট তথোঽথ নিগদাম্যহম্ ॥ ৫
পুরাভূৎ সোমবংশে চ সগরো নাম পার্থিবঃ ।
স শ্রীমান্ বলবান্ দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ৬
সোঽভূদেকরথেনৈব জিত্বা সর্ব্বান্ মহীভুজঃ ।
সার্ব্বভৌমো নরপতিঃ সর্ব্বরাজগুণৈর্যুতঃ ॥ ৭
তং প্রাপ্তরাজ্যং রাজানং সগরং পার্থিবোত্তমম্ ।
সভাজয়িতুমত্যর্থং মুনয়ঃ সমুপাগতাঃ ॥ ৮
প্রাচ্যোদীচ্যা মহাত্মানো দাক্ষিণাত্যাস্তথোত্তরাঃ ।
মুনয়ো ব্রাহ্মণাশ্চৈব নৃপং দ্রষ্টুং সমাগমন্ ॥ ৯

কালীর গৌরীমূর্ত্তি ও শিবের অর্দ্ধাঙ্গতা প্রাপ্তি

ঋষিগণ বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! আপনি কালী হর-সম্বন্ধীয় পাপহর ভক্তিসুখপ্রদ পুণ্য বিচিত্র শ্রেষ্ঠ আখ্যান শ্রবণ করাইলেন । ১

পুনর্ব্বার বলুন, কালী কি জন্যে শিবের অর্দ্ধাঙ্গ গ্রহণ করিলেন ? কি কারণেই বা কালী গৌরত্ব প্রাপ্ত হইলেন ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! হে দ্বিজোত্তম ! সেই বিষয় যথার্থরূপে বলুন । ২-৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহর্ষিগণ ! সেই মহদাখ্যান, আপনাদিগকে বলিতেছি, আপনারা যথার্থরূপে শুভপ্রদ আখ্যান শ্রবণ করুন । ৪

ইহার পূর্ব্বে সগর রাজা ঔর্ব্বমুনিকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি । ৫

পূর্ব্বে সগর নামে রাজা সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । সগর, অত্যন্ত শোভাশালী বলবান, ক্ষমতাপন্ন ও সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী হইলেন । ৬

তিনি এক রথারূঢ় হইয়াই সমস্ত রাজকুলকে জয় করত সকল রাজগুণসম্পন্ন সার্ব্বভৌম নরপতি হইলেন । ৭

রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, পার্থিবোত্তম সগররাজাকে মুনিগণ সম্মান করিবার জন্ত তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন । ৮

আগতেষ্বথ সর্ব্বেষু মহাত্মা জ্বলনোপমঃ।
ঔর্ব্বো নাম মুনিঃ শ্রীমানাগতো নন্দিতুং নৃপম্॥ ১০
তমাগতং মুনিং দৃষ্ট্বা জ্বলন্তমিব পাবকম্।
সপর্য্যয়া মহত্যা তু সগরস্তমপূজয়ৎ॥ ১১
পাদ্যমাচনীয়ঞ্চ দত্ত্বেবার্ঘ্যপুরোগমম্।
নিবেশয়ামাস চ তং মুনিশ্রেষ্ঠং বরাসনে॥ ১২
উবাচ চ মহাত্মানমৌর্ব্বং স সগরো নৃপঃ।
প্রণম্য চ যথাযোগ্যং কুশলং ত ইতি দ্বিজম্॥ ১৩
স চ প্রাহ মুনিশ্রেষ্ঠো নরেন্দ্র সদা মম।
সর্ব্বত্র কুশলং ত্বাং তু দ্রষ্টুং কুশলমুৎসহে॥ ১৪
ত্বত্তঃ কোঽন্যোঽস্তি কুশলী পৃথিব্যাং সর্ব্বরাজসু।
স একঃ সঞ্জিগায়াশু ভবান্ সকলপার্থিবান্॥ ১৫
কুশলং বর্দ্ধতাং নিত্যং তব রাজবরোত্তম।
যথা নীত্যা সদাচারৈঃ পৃথিবীং শাধি ভূপতে॥ ১৬
তব বৃদ্ধৌ জগদ্বৃদ্ধির্বৃদ্ধৌ চেষ্টাং ততঃ কুরু।
শুভ্রাংশুবৃদ্ধৌ সততং সাগরস্যেব বর্দ্ধনম্॥ ১৭
প্রথমং সদ্গুণৈরাত্মা ক্রিয়তাং নৃপ যোজনম্।
ততঃ স্বভার্য্যা মহিষী ক্রিয়তাং তদ্গুণৈর্যুতা॥ ১৮

পশ্চিম-দেশীয়, উত্তর-দেশীয়, পূর্ব্ব-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় মহাত্মা মুনি ও ব্রাহ্মণগণ, রাজাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। ৯

সকলে আগমন করিলে জ্বলনসদৃশ মহাত্মা ঔর্ব্ব-নামা শ্রীসম্পন্নমুনি, নৃপকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। ১০

তাহার পর অভ্যাগত মুনিকে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দেখিয়া সগর বিবিধ পূজোপকরণদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন। ১১

পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় ইত্যাদি দান করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠকে উত্তম আসনে বসাইলেন। ১২

হে দ্বিজগণ! তৎপরে সগররাজা প্রণাম করত মহাত্মা ঔর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে! আপনার যথাযোগ্য কুশল ত? ১৩

মুনিশ্রেষ্ঠ বলিলেন, নররাজ! আমার সকল বিষয়ে কুশল, বিশেষ আপনাকে দর্শন করিয়া আরও কুশল চেষ্টা করিতেছি। ১৪

এই পৃথিবীতে সকল রাজবর্গের মধ্যে আপনা হইতে অন্য কুশলী কে আছে? এই ধরাতলে অন্য কোন শুভাদৃষ্ট ব্যক্তি সমস্ত পার্থিববর্গকে জয় করিয়াছে? ১৫

হে রাজশ্রেষ্ঠ! আপনার নিরন্তর কুশল বৃদ্ধি হউক। হে ভূপতে! প্রকৃষ্ট নীতি অনুসারে সদা সদ্ব্যবহারে পৃথিবী শাসন করুন। ১৬

যেরূপ নিশাকরের বৃদ্ধিতেই সাগরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বৃদ্ধি হইলেই জগতের বৃদ্ধি; অতএব বৃদ্ধি বিষয়ে চেষ্টা করুন। ১৭

হে নৃপতে! প্রথমতঃ বন্ধুগণের সহিত স্বয়ং সদ্ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হউন। তাহার পর আপনার গুণের অনুরূপা ভার্য্যাকে মহিষী করুন। ১৮

নিত্যা সংযোজিতা চেৎ স্যাদনিতা স্বয়মেব হি।
স্বগুণেষু প্রবেক্ষ্যন্তী মহতাপি ধৃতব্রতা ॥ ১৯
শ্রূয়তে হিমবৎপুত্রী শম্ভুসঙ্গতমানসা।
ক্রিয়াত্মপায়ৈর্বহুভিঃ শম্ভুনা সা প্রযোজিতা ॥ ২০
ততোঽতিমহতা প্রেম্ণা শঙ্করস্যাথ পার্ব্বতী।
শরীরমর্দ্ধমহরত্তস্যৈবানুমতে সতী ॥ ২১
অর্দ্ধনারীশ্বরস্তেন তদা প্রভৃতি শঙ্করঃ।
অভবন্নৃপশার্দ্দূল নান্যাং ভার্য্যাং গৃহীতবান্ ॥ ২২
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র স্বজায়ামাত্মনোত্তরে।
গুণৈঃ সংযোজয় লঘু সংযোজয় ততঃ সুতম্ ॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যৌর্ব্বভাষিতং শ্রুত্বা সগরোঽপি মুদান্বিতঃ।
ইদং মুনিমপৃচ্ছৎ স নৃপতিঃ স্মিতসম্ভূতঃ ॥ ২৪

সগর উবাচ—

কথং সা গিরিজা দেবী কায়ার্দ্ধমহরৎ সতী।
শঙ্করস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ তদহং শ্রোতুমুৎসহে ॥ ২৫
নীত্যা যয়া বা যোক্তব্যা আত্মা ভার্য্যা সুতোঽথবা।
তাং নীতিঞ্চ সদাচারসংহিতাং শ্রোতুমুৎসহে ॥ ২৬
রাজনীতিং সতাং নীতিমন্যেষাঞ্চ কৃতাত্মনাম্।
পৃথক্ পৃথক্ শ্রোতুমিচ্ছুরহং তাং নাথয়ে দ্বিজ ॥ ২৭

যদি নীতিক্রমে সঙ্গতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বকীয় প্রভৃত গুণদ্বারা ব্রত ধারণ করত প্রবেশ করিয়া স্বয়ং বনিতা হইবে। ১৯

আমি শুনিয়াছি, হিমালয়-সুতা শম্ভুর সঙ্গম মানস করিয়াছিলেন, তৎপরে বহুযত্নবশতঃ শম্ভু সে ক্রিয়া সম্পাদন করেন। ২০

তাহার পর শম্ভুর অত্যন্ত প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া পার্ব্বতী তাঁহার অনুমতি ক্রমে শরীরার্দ্ধস্বরূপা হইলেন, তজ্জন্য সেই অবধি শঙ্কর অর্দ্ধনারীশ্বর হইলেন। ২১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ। তিনি অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করেন নাই; অতএব রাজেন্দ্র আপনিও নিজের পত্নীকে গুণযুক্তা করুন, তাহার পর তনয়কেও গুণযুক্ত করুন। ২২-২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সগর ঔর্ব্ব-বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন এবং নৃপতি, ঈষৎ হাস্য করিয়া মুনিকে এই কথা বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কিজন্য সতী গিরিজা, শঙ্করের কায়ার্দ্ধ গ্রহণ করিলেন, তাহাই শুনিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়াছি। ২৪-২৫

কোন্ নীতিতে আত্মা, ভার্য্যা, অথবা পুত্র ইহাদিগকে যোগ করা কর্ত্তব্য? সদাচারময় সেই নীতিই শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি। ২৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। রাজনীতি, সজ্জনদিগের নীতি এবং অন্য কৃতাত্মাদিগের নীতি আমি শুনিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ২৭

যদি গুহ্যমিদং ব্রহ্মন্ তদা শ্রোতুমুৎসহে।
তথা নাজ্ঞাপয়ামি ত্বাং শ্রোতুমিচ্ছুশ্চ তৎসমম্ ॥ ২৮
কৃপয়া কথনীয়ঞ্চেত্তদা কথয় তন্মুনে ॥ ২৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যেবং সগরেণোক্ত ঔর্ব্বোঽপি দ্বিজসত্তমঃ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং কৃপালুস্তত্র ভূপতৌ ॥ ৩০

ঔর্ব্ব উবাচ—

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যদ্‌যৎ পৃষ্টমিহ ত্বয়া।
যথা হরস্য শরীরার্দ্ধং ভূভৃৎপুত্রী পুরাহরৎ ॥ ৩১
যথা নীতিস্তয়া কার্য্যা যত্র যত্র নৃপোত্তম।
সর্ব্বেষাঞ্চ সদাচারং ক্রমাদ্বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৩২
যদোঢ়া হিমবৎপুত্রী শঙ্করেণ মহাত্মনা।
কিয়ন্তং স তদা কালং তত্র নিন্যে সহোময়া ॥ ৩৩
রমমাণস্তয়া সার্দ্ধং সানৌ কুঞ্জে দরীষু চ।
বিজহার চিরং তত্র পার্ব্বতীং মোদয়ন্ হরঃ ॥ ৩৪
অথ কালে তু সম্প্রাপ্তে শম্ভুঃ কৈলাসপর্ব্বতম্।
সগণো ভার্য্যয়া সার্দ্ধমগচ্ছত্রিদিবোপমম্ ॥ ৩৫
স তয়া ক্রীড়মানশ্চ ত্যক্তধ্যানাদ্যচিন্তনঃ।
তদ্বক্ত্রচন্দ্রে নেত্রাণি চকোরানিব চাকরোৎ ॥ ৩৬
পুষ্পাণি কতিদাহৃত্য গিরিজাং প্রতি শঙ্করঃ।
সর্ব্বাঙ্গসঙ্গিনীং মালাং বিদধেঽতিমনোহরাম্ ॥ ৩৭

হে ব্রহ্মন্! যদি গোপনীয় বিষয় না হয়, তাহা হইলে শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি, কিন্তু শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়াই আপনাকে যে আজ্ঞা করিতেছি তাহা নহে। ২৮

যদি আপনার বক্তব্য হয়, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। ২৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সগর এই সমস্ত কথা বলিলে, দ্বিজসত্তম সগররাজের প্রতি কৃপালু হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। ৩০

রাজন্! যে যে বিষয় আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন, পূর্ব্বে যেরূপ পার্ব্বতী শঙ্করের শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন। ৩১

যেরূপ নীতি যে যে স্থলে আপনার অবলম্বন-যোগ্য; হে নৃপোত্তম! তৎসমস্ত, ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৩২

যে সময়ে মহাত্মা শঙ্কর হিমাচল-সুতাকে বিবাহ করিলেন, সেই সময়ে কিয়ৎকাল উমার সহিত যাপন করিলেন। ৩৩

সানু-কন্দর কুঞ্জমধ্যে উমার সহিত রমমাণ হইয়া বিহার করিলেন এবং হর সেই স্থানে পার্ব্বতীকে শোভা দ্বারা বিশেষ আনন্দযুক্তা করিলেন। ৩৪

অনন্তর কালক্রমে শম্ভু, গণ ও ভার্য্যার সহিত ত্রিদিবোপম কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। ৩৫

পার্ব্বতীকে নিরন্তর চিন্তা করত ধ্যানাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মুখরূপচন্দ্রে নিজ নেত্রসমূহকে চকোরের ন্যায় করিলেন। ৩৬

কদাচিদাদর্শতলে যুগপচ্চাত্মনো মুখম্
মুখং তথৈবাপর্ণায়া বীক্ষাঞ্চক্রে বৃষধ্বজঃ ॥ ৩৮
কদাচিন্মৃগনাভীনাং বিলেপৈর্গন্ধপত্রকম্ ।
তস্যা ঘনস্তনযুগে বিলিলেখ স্মরান্তকঃ ॥ ৩৯
গন্ধসারবিলেপেন তিলকাণ্ডবিকাতনৌ ।
ললাটে চাকরোচ্চারু চন্দ্রবদ্ঘনসন্ধিষু ॥ ৪০
উমা নির্যাসসংসক্তকেশপাশেষু চিত্রকম্ ।
চন্দনাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমস্য বিলেপনৈঃ ॥ ৪১
চকার যেন তস্যাস্তু কেশপাশো ব্যরাজত ।
নর্ত্তনায়াবকীর্ণস্য শিখিপুচ্ছস্য সাম্যধৃক্ ॥ ৪২
জাম্বূনদময়ানৃদ্ধান্ কুণ্ডলাদ্যান্ মনোহরান্ ।
অলঙ্কারানুমাদেহে সমাকার্ষীদ্বৃষধ্বজঃ ॥ ৪৩
তৈর্জাম্বূনদসম্ভূতৈর্যোজিতৈর্গিরিজাতনুঃ ।
বিভাতি জলদাপূর্ণে কালিকেব তড়িদ্গণৈঃ ॥ ৪৪
সর্ব্বৈর্দিব্যৈরলঙ্কারৈর্নানারত্নৈঃ সদংশুকৈঃ ।
সম্পূর্ণমণ্ডিতা কালী সাদৃশ্যং প্রকৃতের্দধৌ ॥ ৪৫
এবং সদা সানুরাগস্তস্যাং শম্ভুর্জগৎপতিঃ ।
জগদ্ধিতায় চিক্রীড় কাল্যা দয়িতয়া সহ ॥ ৪৬
কালী চ জগতাং ধাত্রী মহামায়া জগন্ময়ী ।
যোগনিদ্রা জগদ্বৃদ্ধিবিদ্যাবিদ্যাত্মিকাখিলা ॥ ৪৭

গিরিজার প্রতি শঙ্কর অনুরাগবশতঃ কোন সময়ে পুষ্প আহরণ করত অত্যন্ত মনোহর সর্ব্বাঙ্গে দান করিবার উপযুক্ত মালা রচনা করেন। ৩৭

কোন সময়ে বৃষধ্বজ আদর্শতলে এক সময়ে নিজ মুখ ও অপর্ণার মুখ একত্র দর্শন করেন। ৩৮

কোন সময়ে স্মরান্তকারী শিব মৃগনাভির লেপনের দ্বারা গন্ধযুক্ত পত্রাবলী পার্ব্বতীর নিবিড় স্তনযুগে অঙ্কিত করেন। ৩৯

তাঁহার ললাটে গন্ধদ্রব্য বিলেপন করত মনোহর চন্দ্রের ন্যায় তিলক অঙ্কিত করিলেন। ৪০

নিবিড় সন্ধিস্থলে নির্যাস-সংসক্ত কেশপাশে চন্দন, অগুরু এবং কস্তূরী দ্বারা নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিলেন। ৪১

তাহাতে উমার কেশপাশ অত্যন্ত মনোহর শোভাযুক্ত হইল। তখন তিনি নর্ত্তনের নিমিত্ত বিকীর্ণ অথচ সমান শিখিপুচ্ছ ধারণ করিলেন। ৪২

বৃষধ্বজ উমার অঙ্গে সুবর্ণময় উৎকৃষ্ট এবং মনোহর অলঙ্কার সমস্ত অর্পণ করিলেন। ৪৩

সেই সুবর্ণময় অঙ্গস্থিত অলঙ্কার সমূহে, গিরিজার অঙ্গ—নিবিড় মেঘরাশিতে তড়িন্মালার অবস্থানে তাহার যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভা পাইল। ৪৪

নানারত্নময় দিব্য অলঙ্কারে এবং মনোহর বস্ত্রে সম্পূর্ণরূপ ভূষিতা কালী প্রকৃতির সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। ৪৫

এইরূপ সর্ব্বদা কালীতে অনুরক্ত জগৎপতি শম্ভু, জগতের হিতের নিমিত্ত, দয়িতা কালিকার সহিত ক্রীড়া করি- ক লাগিলেন। ৪৬

প্রকৃতিঃ পরমা মূর্ত্তিঃ সর্গান্তস্থিতিকারিণী ॥ ৪৮
সম্মোহ্য শঙ্করং যত্নাজ্ জগতাঞ্চ হিতৈষিণী ।
রেমে তেন সমং দেবী চন্দ্রিকেব সুধাংশুনা ॥ ৪৯
অথৈকদা স্মরহরঃ কৈলাসাগ্রে সহোময়া ।
রমমাণো মুদা যুক্তো দদৃশেঽপ্সরসঃ শুভাঃ ॥ ৫০
রূপযৌবনসম্পন্নাঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ ।
তাসাং মধ্যগতা বেশ্যা উর্ব্বশী চ মনোহরা ॥ ৫১
তাঃ সর্ব্বা রক্তগৌরাঙ্গ্যঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ ।
মুনীনাঞ্চ মনোঽত্যর্থং শক্তা মোহয়িতুং হঠাৎ ॥ ৫২
তাঃ প্রণম্য হরং দৃষ্ট্বা গিরিজাঞ্চ মনোরমাম্ ।
অগ্রে প্রাঞ্জলয়স্তস্থু-স্তস্থুর্ভীতিনতমস্তকাঃ ॥ ৫৩
অথ প্রাহ তদা ভর্গঃ পার্ব্বতীমিদমদ্ভুতম্ ।
তাসাং সমক্ষং তস্যাস্তু ভাষিতুং হ্যপ্রিয়ম্ ॥ ৫৪
কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে উর্ব্বশ্যাদ্যপ্সরোগণৈঃ ।
ভবেহ স্ত্রীস্বভাবেন সংলাপঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ৫৫
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যথাযোগ্যঞ্চ সোর্ব্বশী ।
অপ্সরসঃ সমাভাষ্য বিসৃষ্টা গিরিজা তদা ॥ ৫৬
অথ সা ক্রোধবশগা পার্ব্বতী ভর্গভাষিতাৎ ।
কালী ভিন্নাঞ্জনশ্যামেত্যুদিতা হ্যভবৎ রুষাৎ ॥ ৫৭

জগন্মাতা জগৎ-স্বরূপা মহামায়া যোগনিদ্রা জগতের ভূতি-স্বরূপা বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপা পরমা মূর্ত্তি এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী প্রকৃতি কালী জগতের হিতাভিলাষে যত্নবশতঃ হরকে মোহিত করিয়া সুধাংশুর সহিত চন্দ্রিকার ন্যায় তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ৪৭-৪৯.

অনন্তর, এক সময়ে স্মরহর, উমার সহিত কৈলাস পর্ব্বতের অগ্রভাগে আনন্দিত-চিত্তে ক্রীড়া করিতেছেন, এরূপ সময়ে কতকগুলি অপ্সরাকে দেখিতে পাইলেন । ৫০

তাহারা রূপযৌবনশালিনী সমস্ত সুলক্ষণযুক্তা ; তাহাদের মধ্যে উর্ব্বশী নামে বেশ্যা অত্যন্ত মনোহরা । ৫১

অপ্সরাগণের মধ্যে সকলেই গৌরাঙ্গী সমস্ত অলঙ্কার-ভূষিতা ; তাহারা মুনিদিগের অবিচলিত মনও হঠাৎ মোহিত করিতে পারে । ৫২

বেশ্যাগণ হর ও মনোরমা গিরিজাকে দেখিয়া প্রণাম করত কিন্তু ভয়াকুল-চিত্তে নত-মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল । ৫৩

অনন্তর ভর্গ পার্ব্বতীকে তাহাদের সমক্ষে অপ্রিয়বৎ অদ্ভুত কথা বলিলেন । ৫৪

ভিন্নাঞ্জনশ্যামলে ! কালি ! এই প্রদেশে তুমি স্ত্রীস্বভাব অবলম্বন করিয়া উর্ব্বশী প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ কর, এই কথা বলিলেন । ৫৫

উর্ব্বশী উপযুক্ত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অপ্সরাদিগকে আহ্বান করত কালীর সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন । ৫৬

অনন্তর পার্ব্বতী কালী ভিন্নাঞ্জন-শ্যামলা, এইরূপ শম্ভুবাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধপরবশা হইলেন । ৫৭

সা চাপ্সরসাং পুরতো বর্ণোদেনবিকত্থনম্ ।
ন সেহে মন্যুনা যুক্তা গিরিজেন্দুকলাভৃতঃ ॥ ৫৮
অথ সা রোষসংযুক্তা ত্যক্ত্বা বৃষভবাহনম্ ।
অপহ্নুতে শৈলসানৌ রোষাপহ্নুতিমাগতা ॥ ৫৯
মার্গমাণোঽথ বিরহব্যাকুলো বৃষবাহনঃ ।
নাসসাদ কিয়ৎকালং পার্ব্বতীং পর্ব্বতোত্তমে ॥ ৬০
বিরহব্যাকুলং জ্ঞাত্বা স্বয়ং সা পার্ব্বতী হরম্ ।
আত্মানং দর্শয়ামাস গিরিসানাপবহ্নুতে ॥ ৬১
তামাসাদ্য ততঃ শম্ভুঃ কিমর্থমভজঃ প্রিয়ে ।
মানং মনোনুগং দেবি বিশীর্ণ ইব চাব্রবীৎ ॥ ৬২
ভর্ত্তৃরাগঃ পুরস্ত্রীণাং মানগ্রহণকারণম্ ।
তদ্বিনা গ্রহণাত্তস্য ভীরু প্রাপ্নোতি বাচ্যতাম্ ॥ ৬৩
তস্মাৎ কিমর্থমকরো রোষং ত্বং জলজাননে ।
তদাচক্ষ্ব দ্রুতং কান্তে মনো মে ন প্রসীদতি ॥ ৬৪
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করো দেবীং তামাভিলিঙ্গিতুমুদ্যতঃ ।
কালী তং বারয়ামাস বচনং চাব্রবীদিদম্ ॥ ৬৫
ন দৃষ্টপূর্ব্বা কিমহং যেন ভিন্নাঞ্জনোপমা ।
ক্রিয়তে ময়ি ভূতেশ উপহাসোঽপ্সরসাং পুরঃ ॥ ৬৬
জাতিহীনং বৃত্তিহীনং রূপহীনমদক্ষিণম্ ।
হীনাঙ্গমতিরিক্তাঙ্গং তেন দোষেণ নাক্ষিপেৎ ॥ ৬৭

গিরিজা অপ্সরাদিগের সমক্ষে শশিশেখরের ব্যাজ নিন্দায় ক্রোধান্বিতা হইয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। ৫৮

তাহার পর পার্ব্বতী রোষপরবশা হইয়া বৃষভবাহনকে পরিত্যাগ করত শৈলশিখরে গুপ্তা হইয়া প্রকৃতি-ভাব প্রাপ্ত হইলেন। ৫৯

অনন্তর বৃষধ্বজ, বিরহব্যাকুল হইয়া পার্ব্বতীকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্ষণকাল অন্বেষণ করত সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে তাঁহাকে পাইলেন না। ৬০

তাহার পর পার্ব্বতী হরকে ব্যাকুল জানিতে পারিয়া সেই সুগুপ্ত গিরি-সানুতে স্বয়ং দর্শন দিলেন। ৬১

তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শম্ভু, বিশীর্ণের ন্যায় বলিলেন, প্রিয়ে! মনের মলিনতারূপ মান করিয়াছ কেন? ৬২

স্বামীর অপরাধই স্ত্রীদিগের মানের কারণ; কিন্তু সেই অপরাধ না করিলেও অপরাধ মনে করিয়া ভীরু ব্যক্তিকে কটু উক্তি শ্রবণ করিতে হয়। ৬৩

এক্ষণে অয়ি কমলাননে! তুমি কিজন্য রাগ করিয়াছ? কান্তে! তুমি শীঘ্র বল, না হইলে আমার মন প্রসন্ন হইতেছে না। ৬৪

এই বলিয়া শঙ্কর দেবীকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন, কালী তাঁহাকে বারণ করিয়া এই কথা বলিলেন। ৬৫

হে ভূতেশ! আপনি কি পূর্ব্বে দর্শন করেন নাই যে, অপ্সরাদের সমক্ষে আমাকে অঞ্জন-সদৃশ বলিয়া উপহাস করিলেন। ৬৬

জাতিহীন, বিত্তহীন, রূপহীন, অনুদার, হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ এই সমস্ত দোষ কীর্ত্তন করা উচিত নহে। ৬৭

ইতি ব্রহ্মা পুরা প্রাহ বেদেষ্বার্থাবিনিশ্চয়ম্ ।
তৎকাবমস্ত ভবতা পরিহাসোঽভ্যভাষত ॥ ৬৮
যাবন্ন মে শরীরস্য ভবিত্রী স্বর্ণগৌরতা ।
ন সমেষ্যে ত্বয়া তাবদিতি সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৬৯
শরীরগৌরতাং শম্ভো ন সমেষ্যে ত্বয়া বিনা ।
তত্র মে শৃণু সন্ধায় আত্মনঃ শিরসা শপে ॥ ৭০
ইত্যুক্ত্বা স তদা দেবী তস্যৈব পুরতো যযৌ ।
মহাকোষীপ্রপাতাখ্যং হিমবৎসানুমুত্তমম্ ॥ ৭১
মহাদেবোঽপি তং ভাবং জ্ঞানেন কৃতনিশ্চয়ম্ ।
অর্থং জ্ঞাত্বা তদাপর্ণাং সর্বজ্ঞো নাপ্যবারয়ৎ ॥ ৭২
সা গত্বা পূর্ববত্তত্র শম্ভুগতমানসা ।
শতমারাধয়ামাস বর্ষাণি বৃষভধ্বজম্ ॥ ৭৩
একং পাদং সমুৎক্ষিপ্য বামেনাক্রম্য সা ক্ষিতিম্ ।
উত্তরাভিমুখী ভূত্বা নিরাহারা নিরন্তরম্ ॥ ৭৪
বৈয়াঘ্রচর্মবসনা সোর্দ্ধমূর্দ্ধাননা সতী ।
জ্যোতির্ময়ং পরং শান্তং শিবং শিবকরং বরম্ ।
আত্মরূপতপোজ্ঞা তত্ত্বেনারাধয়ন্তরম্ ॥ ৭৫
তাং চিন্তয়ন্তীং পরমস্থিরচলাং তন্ময়মানসাম্ ।
মেনে মুনিগণঃ স্থাণুর্যো ন জানাতি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৬
এবং তস্যাস্তপস্যন্ত্যা অগমন্বর্ষাণি বৈ শতম্ ।
অক্ষেবাক্ষ যথা শম্বদেকং নৃপতিসত্তম ॥ ৭৭

এইটি ব্রহ্মা পূর্ব্বে বেদসমূহে নিশ্চয় করিয়াছেন ; তাহা অবজ্ঞা করিয়া আপনি পূর্ব্বোক্তরূপে পরিহাস করিয়াছেন। ৬৮

অতএব আমি সত্য বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত আমার শরীর স্বর্ণের ন্যায় গৌর না হয়, সে পর্য্যন্ত আপনার সহিত সম্ভোগাদি করিব না। ৬৯

হে শম্ভো ! তোমা ভিন্ন শরীরের গৌরতাকে প্রাপ্ত হইব না, তাহার সন্ধান শ্রবণ করুন, আমি শিরে হস্ত দিয়া শপথ করিতেছি। ৭০

এই কথা বলিয়া কালী শিবের সমক্ষেই মহাকোষী-প্রপাত নামক হিমালয় সানুতে গমন করিলেন। ৭১

সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবও ভাবী বিষয় জ্ঞান দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পত্নীর গমনে প্রতিরোধ করিলেন না। ৭২

কালী গমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শম্ভুতে মনোভিনিবেশ করত শত বর্ষ পর্য্যন্ত বৃষধ্বজের আরাধনা করিলেন। ৭৩

এক পদ উত্তোলন করিয়া বামপদের দ্বারা ক্ষিতিতে অবস্থান করিলেন এবং উত্তরাভিমুখে অনশনে নিরন্তর ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া উর্দ্ধমুখে জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ শান্ত, মঙ্গল-জনক শিবকে আত্ম-স্বরূপ তত্ত্ব ও জ্ঞান-তত্ত্বের দ্বারা আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭৪-৭৫

নিশ্চলশরীরে, নিশ্চলমনে, পরমপদার্থের চিন্তায় আসক্তা কালীকে মুনি-গণমধ্যে যাহারা না জানিত, তাহারা শাখা-পল্লবাদিশূন্য বৃক্ষ বলিয়া মনে করিল। ৭৬

ততস্তাং শতবর্ষান্তে শঙ্করো যোগতৎপরঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস ক্রমাদেকং স সত্রপম্ ॥ ৭৮
প্রথমং দর্শয়ামাস ব্রহ্মাণঞ্চ হরিং ততঃ।
ততস্তু শাম্ভবং দেহং ততস্তেষামথৈকতাম্ ॥ ৭৯
জ্যোতির্ময়ত্বং শুদ্ধত্বং সর্ব্বেষাং হেতুতাং তথা ॥ ৮০
ততস্তু শম্ভুরূপং স দর্শয়ামাস শঙ্করঃ।
যোগনিদ্রাং মহামায়াং যোগিনীং কালিকাম্বিকাম্ ॥ ৮১
প্রথমং দর্শয়িত্বা তু তস্যাঃ প্রকৃতিরূপতাম্।
পশ্চাৎ সা পার্ব্বতীত্যেব ক্রমাত্তস্যা অদর্শয়ৎ ॥ ৮২
তপসা সম্ভৃতেনাত্র জ্ঞানমাসাদ্য পার্ব্বতী।
অন্তর্দৃষ্ট্যা বহির্দৃষ্ট্যা তত্ত্বং জ্ঞাত্বা যথাতথম্ ॥ ৮৩
শম্ভুং জগন্ময়ং মেনে তথাত্মানং জগন্ময়ীম্।
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্হরশ্চাপি ততঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৮৪
অহং সমস্তপ্রকৃতির্যোগনিদ্রা তথা সতী।
ইতি ধ্যানেন সা দেবী প্রাপ্য ধ্যানং তদাত্যজৎ।
উন্মীল্য নয়নদ্বন্দ্বং বহিঃ শম্ভুং দদর্শ চ ॥ ৮৫
সা দৃষ্ট্বা শঙ্করং দেবং দেবদেবমুমাপতিম্।
তুষ্টাব বাগ্‌ভিরিষ্টাভির্যমিনং যোগতৎপরম্ ॥ ৮৬

পার্ব্বত্যুবাচ—

নমস্তে জগতাং নাথ নমস্তে কেশবাব্যয়।
প্রধানপুরুষাতীত কারণত্রয়কারণ ॥ ৮৭

নৃপসত্তম! এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে এক শত বৎসর অল্পের এক বৎসরের ন্যায় অতীত হইল। ৭৭

শত বৎসর পরে যোগতৎপর শঙ্কর কালীকে সলজ্জ হইয়া ক্রমে দর্শন দিলেন। প্রথম ব্রহ্মারূপে, তাহার পর হরিরূপে, তৎপরে শম্ভুরূপে, অনন্তর এই সমস্তের একতারূপে দর্শন দিলেন। ৭৮-৭৯

সেই রূপ—জ্যোতির্ময়, শুদ্ধ এবং সকলের হেতুভূত। তাহার পর শঙ্কর, পুনর্ব্বার শম্ভুরূপ দর্শন করাইলেন। ৮০

যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী কালিকাম্বিকা এইরূপ তাঁহাকে প্রথম দর্শন করাইয়া পরে কালীর প্রকৃতিরূপে দর্শন করাইলেন; তাহার পর পার্ব্বতীকে ক্রমে এইরূপ কালীকে দর্শন করাইলেন। ৮১-৮২

পার্ব্বতী, তপঃসম্ভূত জ্ঞানের দ্বারা এবং অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি দ্বারা সমস্তের যাথার্থ্য জানিতে পারিলেন। ৮৩

শম্ভুকে জগন্ময় বিবেচনা করিলেন, আপনাকে জগন্ময়ী বলিয়া জানিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর ও শম্ভু এই সমস্তই এক শম্ভুর স্বরূপ। ৮৪

আমিই যোগনিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতি-স্বরূপা। দেবী ধ্যানে এই বিষয় জানিয়া সেই সময়ে ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া বাহিরেও শম্ভুকে দেখিতে পাইলেন। ৮৫

দেবী, উমাপতি জিতেন্দ্রিয় যোগতৎপর শঙ্করকে দেখিয়া অভিলষিত বাক্য দ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮৬

যোগমোহমনোরাগ-ধর্ম্মাধর্ম্মময়স্তথা।
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপস্য শাম্ভবঃ কায় এব তে ॥ ৮৮
ত্বং নিঃশ্রেয়ঃ শ্রেয়সা যুজ্যমানো
দৃশ্যোঽদৃশ্যো যোগমূর্ত্তির্মনীষী।
সম্যক্ শ্রদ্ধা পৌরুষে তত্ত্বরূপং
ত্বং বৈ জ্যোতিঃ শান্তিরূপং পুরস্তাৎ ॥ ৮৯
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্ত্বং হরস্ত্বং মহেন্দ্রঃ
সূর্য্যঃ সোমো বায়ুরগ্নির্ধনেশঃ।
ত্বং তোয়েশঃ শমনো রাক্ষসশ্চ
শেষস্ত্বত্তো ভিদ্যতে কোঽপি নাস্মিন্ ॥ ৯০
ত্বং ভূমির্দ্যৌর্হ্যপাং চাপি পন্থা-
স্ত্বং স্থাবরো জঙ্গমো ভূর্ভুবস্বঃ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং ধ্যানগম্যঞ্চ তত্ত্বং
পরাৎপরং ব্যক্তরূপং পরেষাম্ ॥ ৯১
ত্বং পুরুষঃ পরমাত্মা প্রধানং
ত্বং হি জ্যায়ানাগমো জ্ঞানগম্যঃ।
ভাবঃ কৃত্যং শক্তরূপী সমস্তৈ-
র্মানান্তস্তে গোচরাস্তস্তবায় ॥ ৯২
কীর্ত্তিঃ কার্য্যঃ স্তুত্যরূপী স্তুতিশ্চ
দ্রষ্টা দৃশ্যঃ ঐশ্বর্য্যযুক্ স্থাবরশ্চ।
নিত্যোঽনিত্যো যুক্তযোগো বিয়োগে
ধানাদানে ভেদনামপ্রয়োগঃ ॥ ৯৩

পার্ব্বতী বলিলেন, হে জগন্নাথ! তুমি কেশব, অচ্যুত ও প্রধান পুরুষ অতীতকারণ কারণত্রয়স্বরূপ শম্ভু, তোমাকে প্রণাম করি। ৮৭

শম্ভু! যোগ, মোহ, মনোরাগ, ধর্ম্মাধর্ম্মময় বিদ্যা, অবিদ্যা প্রভৃতি তোমার শরীরের স্বরূপ। ৮৮

তুমি নিঃশ্রেয়স-শ্রেয়োযুক্ত দৃশ্য-অদৃশ্য এবং মানসিক যোগমূর্ত্তি; তুমি শ্রদ্ধারূপ পৌরুষ বিষয়ে তত্ত্বস্বরূপ; তুমি জ্যোতিঃ এবং শান্তি-স্বরূপ। ৮৯

তুমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর-বাসব-স্বরূপ এবং তুমি আদিত্য, বায়ু, অগ্নি, কুবের; তুমি বরুণ, তুমি শমন ও রাক্ষসেশ্বর তুমি শেষ-স্বরূপ; এই জগতে তোমা ভিন্ন কেহই নাই। ৯০

তুমি ভূমি, আকাশ, জল এবং পথ; তুমি স্থাবর, জঙ্গম ও ভূতল; তুমি জ্ঞান, জ্ঞেয়, ধ্যানগম্য এবং পরাপর তত্ত্বস্বরূপ ও শত্রুদিগের সম্বন্ধে ব্যক্তরূপ। ৯১

তুমি পুরুষ, পরমাত্মা এবং প্রধান রূপ; তুমি জ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানগম্য আগম স্বরূপ; তুমি ভাব ও করণীয় বিষয় এবং শক্তরূপী, সমস্ত জগৎ প্রত্যক্ষরূপে তোমার রূপ দেখিতে পায়। ৯২

তুমি কীর্ত্তি, কার্য্য, স্তব-বিষয়, স্তুতি, দ্রষ্টা, দৃশ্য, ঐশ্বর্য্যশীল এবং ভাবনা-যোগ্য; তুমি নিত্য, অনিত্য, নিত্য-যোগ, বিয়োগ, হীন হইতেও হীন, ভেদ ও নামের প্রয়োগ স্বরূপ। ৯৩

নীতির্নেয়ো দীক্ষিতো দক্ষিণাশ্চ
সারাং সারং সংবিধাতা বিধেয়ঃ।
আর্য্যোঽনার্য্যো রূপধৃক্ রূপহীনো
দিব্যো দেবো মানুষোঽমানুষশ্চ ॥ ১৪
সৃজ্যঃ স্রষ্টা পালকঃ পাল্যরূপ-
শ্চেত্তা চেয়ো সোর্ম্মিযুক্তস্তথোর্ম্মিঃ।
বিদ্যাবিদ্যাবেদবাক্যৈকরূপো
রূপারূপস্তীক্ষ্ণসৌম্যৈকরূপঃ ॥ ১৫
ভাবাভাবঃ শোভনঃ শুদ্ধরূপী
শশ্বচ্ছান্তঃ শান্তিরুগ্রা মুনীনাম্।
দ্বন্দ্বোঽদ্বন্দ্বঃ সর্ব্বগোঽসর্ব্বগশ্চ
ভ্রান্তোঽভ্রান্তঃ সিদ্ধসিদ্ধিপ্রদশ্চ ॥ ১৬
একস্ত্বং সর্ব্বগোপ্তা সুদেহো
নির্দ্দেহস্ত্বং দেহ একঃ সুরাণাম্।
স্থূলঃ সূক্ষ্মো নির্ব্বিকারঃ শরীরী
বিশ্বাত্মা ত্বং নাস্তি ভিন্নো ভবত্তঃ ॥ ১৭
কার্য্যাকার্য্যে যস্য রূপে সমস্তে
ব্যাপ্যাব্যাপ্যে ভাগহীনোঽতিপূর্ণঃ।
যোগজ্ঞানস্থায়কং যস্য নিত্যং
রূপং যস্য শ্রীদ তস্মৈ নমস্তে ॥ ১৮
প্রধানপুংসোরপি যো বিধাতা
যঃ কালরূপী পুরুষঃ পরেশঃ।
তমীশমুগ্রং বরদং বরেণ্যং
নমামি চিন্নীতিবিতানকং ত্বাম্ ॥ ১৯

তুমি নীতি, নেয়, উদার, সার ও অসার; তুমি বিধানকর্ত্তা ও বিধেয়; আর্য্য-অনার্য্য, রূপহীন স্বরূপ, মনুষ্য ও অমনুষ্য। ১৪

তুমি সৃজ্য, স্রষ্টা, পালক, পাল্যরূপ, চিত্ত-স্বরূপ, চেতনোর্ম্মিযুক্ত, ঊর্ম্মি, বিদ্যা, অবিদ্যা এবং বেদবাক্যস্বরূপ; তুমি রূপ, অরূপ, তীক্ষ্ণরূপ এবং সৌম্যরূপ। ১৫

তুমি ভাব, অভাব, শোভাশালী, শুদ্ধরূপী, নিরন্তর শান্ত এবং মুনিদিগের উগ্রা শান্তি; তুমি দ্বন্দ্ব, অদ্বন্দ্ব, সর্ব্বগ ও অসর্ব্বগত; তুমি ভ্রান্ত, অভ্রান্ত, সিদ্ধ ও সিদ্ধপ্রদ। ১৬

তুমি একত্ব, সর্ব্বলোক-প্রাপ্ত-দেহ, দেহশূন্য এবং একদেহ। তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম, নির্ব্বিকার এবং শরীরী ও বিশ্বাত্মা; তুমি নাস্তিবাদ শূন্য। ১৭

যাঁহার রূপ কার্য্য ও অকার্য্য সমস্ত ব্যাপ্ত ও অব্যাপ্ত ভাগহীন অতি পূর্ণ, যিনি নিত্য স্থানাভিলাষীর যোগ জ্ঞান, যাঁহার শ্রীপদ নিত্য-রূপ, তাঁহাকে প্রণাম করি। ১৮

যিনি প্রধান পুরুষেরও বিধাতা, যিনি কালরূপী এবং প্রধান পুরুষ; সেই উগ্র প্রভাশালী, বরপ্রদ এবং শ্রেষ্ঠ, চিত্ত-নীতির বিতান স্বরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম করি। ১৯

অক্ষয়ো যোঽব্যয়ঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রধৃগ্বরঃ।
তস্মৈ নমস্তে বিশ্বাত্মন্ বৃষধ্বজ মহেশ্বর ॥ ১০০
জ্ঞানামৃতবিনিস্যন্দি যস্য চিত্তভ্রমাঃ সদা।
তদ্রূপমেকং যং জ্ঞেয়ং ভক্তিমাত্রং নমোঽস্তু তে ॥ ১০১

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইতি স্তুতো মহাদেবঃ সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ।
প্রসন্নবদনঃ প্রাহ পার্ব্বতীং প্রতিহর্ষয়ন্ ॥ ১০২

ঈশ্বর উবাচ—

প্রীতোঽস্মি দেবি ভদ্রং তে বরং বরয় বাঞ্ছিতম্।
তপসাপ্যায়িতশ্চাহং ত্বয়া ব্রহ্মা তথা হরিঃ ॥ ১০৩
তপসা ত্বৎসমো নাস্তি শীলেন চ গুণেন চ।
ত্বাং বিনা ন হি তৃপ্যামি প্রিয়ে কুরু যথেপ্সিতম্ ॥ ১০৪
ততঃ সা মোহিতা প্রাহ মায়য়া হিমবৎসুতা।
জাম্বূনদাভগৌরো মে দেহো ভবতু সাম্প্রতম্ ॥ ১০৫
অনন্তকান্তস্তুকাপি ত্বয়া মত্তো বিনা হর ॥ ১০৬
এবমুক্তো মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা পার্ব্বতীং ততঃ।
আকাশগঙ্গাতোয়ৌঘে মজ্জয়ামাস ভামিনীম্ ॥ ১০৭
সা নিমজ্জ্য সমুত্তীর্ণা বিদ্যুদ্গৌরী ব্যজায়ত।
সিতাম্ভোমধ্যগা দেবী শারদাভ্রে তড়িদ্যথা ॥ ১০৮

হে বিশ্বাত্মন্! বৃষধ্বজ! মহেশ্বর! যিনি অক্ষয়, অব্যয়, সকল কার্য্যের সাক্ষি-স্বরূপ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রধারী, তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। ১০০

যাঁহার চিত্তরূপ চন্দ্রমা, জ্ঞানরূপ-অমৃত-নিস্যন্দী, সেইরূপ আমি কেবল ভক্তিতে কিরূপে জানিতে পারিব? তথাপি তাঁহাকে কর-জোড়ে প্রণিপাত করি। ১০১

ঔর্ব্ব বলিলেন, সর্ব্বভূতানুকম্পন মহাদেব এইরূপ স্তুত হইয়া প্রফুল্ল বদনে পার্ব্বতীর সন্তোষসাধন করিয়া বলিলেন, দেবি! তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি, অভিমত বর প্রার্থনা কর; তোমার তপঃপ্রভাবে আমি, ব্রহ্মা ও হরি সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছি। ১০২-১০৩

তপস্যাশীল এবং সচ্চরিত্র তোমার সমান কেহই নাই। প্রিয়ে! তোমা ভিন্ন কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হইতেছে না, তোমার যাহা ইচ্ছা, কর। ১০৪

তাহার পর হিমালয়-সুতা মায়াতে মোহিত হইয়া বলিলেন, সম্প্রতি আমার শরীর সুবর্ণ সদৃশ গৌর হউক এবং হে শম্ভো! আপনিও আমা ভিন্ন অন্য কান্তাতে অভিলাষী হইতে পারিবেন না। ১০৫-১০৬

পার্ব্বতী এই কথা বলিলে মহাদেব, পার্ব্বতীকে আকাশগঙ্গার তোয়সমূহে স্নান করাইলেন। ১০৭

তাহার পর সেই সলিল হইতে উত্তীর্ণা গিরিজা বিদ্যুতের ন্যায় গৌরবর্ণা হইলেন, শুভ্র সলিলে অবস্থিতি সময়ে দেবী শরৎকালীন মেঘে তড়িন্মালার ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। ১০৮

শম্ভুশ্চাঙ্গীচকারাণ্ড নাহং ত্বত্তো বিনা প্রিয়ে।
মনসাপি গ্রহীষ্যামি নাম্যাং সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ১০৯

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ তোয়াৎ সমুত্তীর্ণা পার্ব্বতী মোদসংযুতা।
তপঃক্লেশপরিত্যক্তা চন্দ্রিকেব বিশোর্যথা ॥ ১১০
অথ তাং পার্ব্বতীং দেবীমাদায় বৃষভধ্বজঃ।
জগাম শৈলং কৈলাসং স্বমাশ্রমপদং লঘু ॥ ১১১
তদা গত্বা হরো দেবীমধিবাস্য বিভূষ্য চ।
পূর্ব্ববন্মোদয়ামাস নর্ম্মহাসকথাদিভিঃ ॥ ১১২
সাপি সৌবর্ণগৌরাঙ্গী বীক্ষ্য রূপং মনোহরম্।
গৃহীতসময়ং শম্ভুং প্রাপ্যাতীব মুমোদ হ ॥ ১১৩
এবং তত্রোক্ত শিবয়োরন্যোন্যরমমাণয়োঃ।
জগাম সুচিরং কালং কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে ॥ ১১৪
অথৈকদা মহাদেবসমীপে হিমবৎসুতা।
আসীনা দদৃশে তস্য স্বাং ছায়ামুরসি স্থিতাম্ ॥ ১১৫
স্ফটিকাভ্রসমে স্বচ্ছে হৃদি শম্ভোর্মনোহরে।
যোগিজ্ঞানাদর্শতলে চার্ব্বঙ্গীং প্রতিবিম্বিতাম্ ॥ ১১৬
আঙ্গচ্ছায়াং গিরিসুতা বামভাগে মনোহরে।
দদর্শ বনিতারূপাং স্মিতবক্ত্রাং মনোহরাম্ ॥ ১১৭

তৎপরে শম্ভু অঙ্গীকার করিলেন, প্রিয়ে! তোমাকে সত্য বলিতেছি, আমি তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে মনের দ্বারাও গ্রহণ করিব না। ১০৯

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর পার্বতী তোয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং শরৎকালীন চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায় তাঁহার তপঃক্লেশ পরিত্যক্ত হইল। ১১০

অনন্তর বৃষধ্বজ দেবী পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় আশ্রম কৈলাস পর্ব্বতে শীঘ্র গমন করিলেন। ১১১

কৈলাসে গমন করিয়া হর, দেবীকে বিবিধ বসন ভূষণাদিদ্বারা ভূষিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যজনক বিবিধ বাক্যদ্বারা আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ১১২

সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী গিরিজাও স্বকীয় মনোহর রূপ দর্শন করত এবং সময়ানুসারে শম্ভুকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। ১১৩

এইরূপ শিব ও গৌরী, পরস্পরে ক্রীড়াতে আসক্ত হইলে, কিয়ৎকাল কৈলাস পর্ব্বতেই অতীত হইল। ১১৪

অনন্তর একদিন হিমালয়সুতা মহাদেবসমীপে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, স্বীয় ছায়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়াছে। ১১৫

গিরিজা—স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, মনোহর, যোগিগণের জ্ঞানের আদর্শস্থল শম্ভুর বক্ষঃস্থলে পতিত বামভাগে প্রতিবিম্বিতা মনোহরাঙ্গী ছায়াকে হাস্যযুক্ত মনোহরবদনা বনিতার স্বরূপ দর্শন করিলেন। ১১৬

তাঁহার দৃষ্টির বিভ্রমবশতঃ ছায়াতে বনিতাজ্ঞান এই বুদ্ধি হইল,—গিরিজা

ম্রাত্যা দৃষ্ট্যাথ পার্ব্বত্যাস্তদা জ্ঞানমজায়ত।
কৃতসত্যোঽপি গিরিশঃ কিমন্যাং বনিতাং দধৌ॥ ১১৮
মায়য়া স্থাপিতাং গাত্রে বীক্ষতীং কুটিলঞ্চ যাম্।
ইতি তস্যাস্তদা বক্ত্রং মলিনং ভ্রুকুটীযুতম্।
বভূব বৃষকেতুশ্চ শ্যাম উৎপাতকো যথা॥ ১১৯
সা দৃষ্ট্বাথ তদা ছায়াং বিষ্ণুমায়া-বিমোহিতা।
অপহ্নুত্য গিরেঃ শৃঙ্গং মানাদ্রোষাদ্বিবেশ হ॥ ১২০
অথ তাং মার্গমাণস্তু শঙ্করো বিরহাকুলঃ।
চিরাদপহ্নুতাং দেবীমাসসাদ ততো হরঃ॥ ১২১
তামাসাদ্য মহাদেবো বিবর্ণবদনাং প্রিয়াম্।
উবাচ রোষণে হেতুং জ্ঞাতুমিচ্ছুর্যথাতথম্॥ ১২২

ঈশ্বর উবাচ—

কিমর্থন্ত্বং বরারোহে মহ্যং কুপ্যসি কোপনে।
রোষহেতুং ন জানামি তবেচ্ছামীহ বল্লভে॥ ১২৩
ন ত্বামপরাধোঽস্ত্যেব বাচা বা মনসাথবা।
কায়েন বা কথং কোপং কর্তুমর্হসি ভামিনি॥ ১২৪

দেব্যুবাচ—

সময়েন ময়া পূর্ব্বং তথা সম্প্রার্থিতো ভবান্।
কথং ত্বং পরিহায় ত্বমন্যাং ভার্য্যাং সমীহসে॥ ১২৫
প্রত্যক্ষেণ ময়া দৃষ্টা তব হৃদন্তরে হর।
চার্ব্বঙ্গী বনিতা কাচিত্তোয়নির্ধাতভস্মনি॥ ১২৬

সত্য করিয়াও পুনর্ব্বার মায়াদ্বারা শরীরে স্থাপিতা কুটিলা এবং চঞ্চলা অন্যস্ত্রী গ্রহণ করিলেন? ১১৭-১১৮

এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার বদন মলিন হইল এবং ভ্রূ কুঞ্চিত হইল; মহাদেবও সেই সত্যভঙ্গপাতকেই যেন শ্যামরূপ হইলেন। ১১৯

পার্ব্বতী বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিতা হইয়া ছায়াকে দর্শন করত প্রচ্ছন্নভাবে গিরিকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। ১২০

তৎপরে শঙ্কর বিরহাকুলচিত্তে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে শিব, গিরিকুঞ্জে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতা দেবীকে প্রাপ্ত হইলেন। মহাদেব মলিন-বদনা প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধের কারণ যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন। ১২১-১২২

অয়ি কোপনে! বরারোহে! তুমি আমার প্রতি কোপ করিয়াছ কেন? সেই কোপের কারণ জানিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি, আমি তোমার সমীপে বাক্য মন শরীরের দ্বারা কোন অপরাধ করি নাই; তবে ভামিনি! কোপ করিয়াছ কেন? ১২৩-১২৪

দেবী বলিলেন, পূর্ব্বে তপস্যাদ্বারা প্রতিজ্ঞানুসারে আপনি প্রার্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিজন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যভার্য্যা গ্রহণ করিলেন? ১২৫

ভবান্ সর্ব্বজ্ঞানময়ঃ সর্ব্বগঃ পরমেশ্বরঃ।
তোষিতো মে তপোব্রাতৈর্ন তুষ্টস্ত্বং মহেশ্বর॥ ১২৭
তস্মাদহং তপস্তপ্তুং পুনরাশু সমুৎসহে।
অনুজানীহি মাং শম্ভো মা বিলম্বং বৃথা কৃথাঃ॥ ১২৮
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ স্মিতবিস্তারিতাননঃ।
শঙ্করঃ পার্ব্বতীং প্রাহ সস্নিগ্ধামিব ভামিনীম্॥ ১২৯

ঈশ্বর উবাচ—

নাহমন্যাং স্ত্রিয়ং বোঢ়া নাহং সময়ভেদকঃ।
তব মিথ্যামতির্জাতা মুগ্ধে মুগ্ধতয়াধুনা॥ ১৩০
শুশ্রূষসি যদি শ্রোতুং তত্র হেতুঞ্চ পার্ব্বতি।
তদহং কথয়ে তত্ত্বং মানং মানিনি মা কৃথাঃ॥ ১৩১
মম বক্ষসি বিস্তীর্ণে দর্পণস্বচ্ছভাসিনি।
তবৈব বপুষশ্ছায়া-বিম্বিতা লোকিতা ত্বয়া॥ ১৩২
ইদানীমেব বুধ্যস্ব ত্বত্তো নাস্তি সা যদি।
মাত্র মানস্ত্বয়া কার্য্যো হৃদয়াব্জসংস্থিতে॥ ১৩৩

দেব্যুবাচ—

ময়ি স্থিতায়াং ছায়াস্তি মাযতে নাস্তি সা পুনঃ।
কথমেতন্ময়া জ্ঞেয়ং তন্মে বদ বৃষধ্বজ॥ ১৩৪

হে হর! আমি প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছি, অন্যদেহে তপ দূরীভূত হইলে বক্ষঃস্থলে মনোহরশরীরা কোন এক বনিতা অবস্থান করিতেছেন। ১২৬

আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ এবং পরমেশ্বর; হে পরমেশ! তপঃসমূহে তোষিত হইয়াও কি আমার প্রতি তুষ্ট হন নাই? ১২৭

তাহা হইলে পুনর্ব্বার আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি। হে শম্ভো! আমাকে তপোবনগমনে অনুমতি করুন, বৃথা বিলম্ব করিবেন না। ১২৮

এইরূপ পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যযুক্ত-বদনে শঙ্কর ভামিনী পার্ব্বতীকে স্নেহের সহিত বলিলেন। ১২৯

আমি অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করি নাই এবং আমি সত্যভ্রষ্টও হই নাই। তোমার মিথ্যা তত্ত্ব জ্ঞান হইয়াছে এবং তুমি মুগ্ধা হইয়াছ। ১৩০

পার্ব্বতি! তাহার কারণ, যদি তুমি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে মানিনি! আমি বলিতেছি, তুমি মান করিও না। ১৩১

বিস্তীর্ণ এবং দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ আমার বক্ষঃস্থলে প্রতিবিম্বিত তোমার শরীরের ছায়াকে দেখিয়াছ। ১৩২

তাহা এখন নিশ্চয় অবধারণ কর। তোমা হইতে সে ভিন্ন নহে। অয়ি হৃদয়সংস্থিতে, গিরিজে! এই বিষয়ে মান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ১৩৩

দেবী বলিলেন, হে বৃষধ্বজ! আমি থাকিলেই ছায়া আছে, অতএব ছায়া আমা হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু আপনার বক্ষঃস্থলে যে ছায়া পড়িয়াছিল ইহা কিরূপে আমি জানিতে পারিব, তাহা আপনি বলুন। ১৩৪

ঈশ্বর উবাচ—

গবাক্ষাভ্যন্তরে স্থিত্বা তজ্জালেন মনোহরে।
পশ্য তোয়ৌঘনির্ধৌতভূতিলেপমুরো মম ॥ ১৩৫
তথা ত্বং মণ্ডিতং দেহং বীক্ষ্যাদর্শতলে পুনঃ।
মদ্বদাসন্নমাসাদ্য তাদৃক্ছায়াং বিলোকয় ॥ ১৩৬
যথা দ্রক্ষ্যসি দেহে স্বং ত্বং রূপ স্বং তথা মম।
আলোকয় নিজাং ছায়াং ত্বাং বিনা নাস্তি তৎ পুনঃ ॥ ১৩৭
ত্বমেব জ্ঞাস্যসি চ্ছায়াং মদ্বক্ষসি মনোহরে।
জ্ঞাত্বা বিসৃজ্য মানন্ত মাং কৃপাপ্যপপৎস্যসি ॥ ১৩৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

এবমুক্তা হরেণাথ পার্ব্বতীন্দুকলাভৃতঃ।
তোয়ৈর্নির্দ্ধাব্য হৃদয়ং স্বাং ছায়াং পুনরৈক্ষত ॥ ১৩৯
দৃষ্ট্বাদর্শতলে বক্ত্রং নিজং দেহঞ্চ পার্ব্বতী।
আলোকয়ামাস তদা শম্ভোশ্চন্দ্রবক্ষসি ॥ ১৪০
যথা সা কুরুতে দেবী কাপট্যং নেত্রবিভ্রমম্।
তথা সা কুরুতে চ্ছায়া করকম্পাদিকং তথা ॥ ১৪১
ততঃ পুনর্গবাক্ষস্য জালে স্থিত্বা হিমাদ্রিজা।
তথা ব্যালোকয়চ্ছম্ভোর্হৃদয়ং ধৌতভূতিকম্ ॥ ১৪২
তয়া তত্র তু পার্ব্বত্যা বৃষভধ্বজবক্ষসি।
ন কাপি দৃষ্টা বনিতা দৃষ্টং জালস্য মণ্ডলম্ ॥ ১৪৩
এবং বহুবিধৈর্দেবী তদোপায়ৈস্ততস্ততৈঃ।
নির্যাতসংশয়া ভূত্বা লজ্জাং প্রাপ বরাঙ্গনা ॥ ১৪৪

ঈশ্বর বলিলেন, অয়ি মনোহরে! তুমি গবাক্ষের ভিতরে থাকিয়া বিশেষ জ্ঞানপূর্ব্বক আমার শরীরের ভূতিলেপ সলিলধারা দর্শন কর এবং পুনর্ব্বার আদর্শস্থলে স্বীয় ভূষিত দেহ দর্শন কর; তাহার পর আমার হৃদয়সমীপে আসিয়া সেইরূপ ছায়া দেখ। ১৩৫-১৩৬

অয়ি মনোহরে! যেরূপ স্বীয় দেহ দেখিবে, সেই রূপ-বিশিষ্ট নিজ ছায়া আমার বক্ষে দেখিতে পাইবে, কিন্তু সেই ছায়া তোমা হইতে ভিন্ন নহে। ১৩৭

সেইটি বিশেষরূপে জানিয়া মান পরিত্যাগ করত আমার প্রতি কৃপা কর। ১৩৮

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর চন্দ্রশেখর শিব, এই কথা বলিলে, পার্ব্বতী জল-দ্বারা হৃদয় ধৌত করিয়া স্বকীয় ছায়া দেখিলেন, পার্ব্বতী আদর্শতলে নিজ বক্ত্র ও দেহ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার শঙ্করবক্ষে দেখিলেন,—যেরূপ দেবী কপট নেত্রবিভ্রম করিলেন, ছায়াও সেইরূপ করিল এবং তদীয় কর-কম্পাদির অনু-করণ করিল। ১৩৯-১৪১

তাহার পর হিমাদ্রিসুতা পুনর্ব্বার গবাক্ষ-জালসমীপে থাকিয়া ভূতিশূন্য শম্ভুর হৃদয়ে দেখিলেন, কিন্তু সেই বৃষধ্বজের বক্ষে কোন বনিতা দেখিতে পাই-লেন না, কেবলমাত্র জালের মণ্ডল দেখিলেন। ১৪২-১৪৩

তবাঙ্গনা দেবী বহুবিধ উপায় দ্বারাও দেখিতে না পাইয়া সংশয় দূরীভূত

তাং লজ্জিতাং গিরিসুতামীষদ্ভীতামধোমুখীম্ ।
শম্ভুরালিঙ্গ্য পাণিভ্যাং মুখকান্ত্যাশ্চচুম্ব চ ॥ ১৪৫
স তামাহ মহাদেবো দেবীমাশ্বাসয়ন্ মুহুঃ ।
মা ব্রীড়স্ব মহাভাগে ভ্রান্তিঃ কস্য ন জায়তে ॥ ১৪৬
মানস্তুহি বরস্ত্রীভিঃ কার্য্যঃ প্রেমকরো যতঃ ।
তথাপি বিরলঃ কার্য্যো মানো দেবি ন সর্ব্বদা ॥ ১৪৭
ইত্যুক্তা দেবদেবেন মৈনাকসহজাম্বিকা ।
শঙ্করং প্রণয়াৎ প্রাহ সুনৃতং মধুরং বচঃ ॥ ১৪৮

দেব্যুবাচ—

যথা তবাহং সততং ছায়েবানুগতা হর ।
ভবেয়ং সাহচর্য্যেণ তথা মাং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৪৯
সর্ব্বগাত্রেণ সংস্পর্শং নিত্যালিঙ্গনবিভ্রমম্ ।
অহমিচ্ছামি ভবতস্তদ্যুক্তং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৫০

ভগবানুবাচ—

রোচতে তন্মহ্যমপি যত্ত্বমিচ্ছসি ভামিনি ।
তত্রোপায়মহং বক্ষ্যে যদি শক্নোষি তং কুরু ॥ ১৫১
অর্দ্ধং মম গৃহীণ ত্বং শরীরস্য মনোহরে
অর্দ্ধং ভবতু মে নারী তথৈবার্দ্ধং পুমানিতি ॥ ১৫২
যদি ত্বং হি শক্নোষি কর্ত্তুং তদর্দ্ধমীদৃশম্ ।
তদাহং তে হরিষ্যামি শরীরার্দ্ধং বরাননে ॥ ১৫৩

হইলে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া অধোমুখী গিরিজাকে শম্ভু বাহুদ্বারা আলিঙ্গন এবং চুম্বন করিলেন। ১৪৪-১৪৫

মহাদেব, দেবীকে আশ্বাসবাক্যে বলিলেন, অয়ি মহাভাগে। তুমি লজ্জিতা হইও না, কাহার ভ্রান্তি না আছে? ১৪৬

এবং স্ত্রীদিগের মানও শ্রেষ্ঠকার্য্য, যেহেতু মানই সুন্দর ও প্রেমোৎপাদক। দেবি। তুমি হঠাৎ মান করিও না। ১৪৭

হে দ্বিজগণ। মহাদেব, মৈনাক-সহোদরাকে এই কথা বলিলে তিনি শঙ্করকে প্রণয়ের সহিত মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিলেন। ১৪৮

হর। যেরূপে আমি ছায়ার ন্যায় আপন অনুগতা হইয়া সহচারিণী হইতে পারি, তাহাই করুন। ১৪৯

আমি সর্ব্বদা আপনার শরীর সংস্পর্শ এবং অবিচ্ছিন্ন আলিঙ্গনসুখ ইচ্ছা করি, অতএব আমাকে সেই সুখভাগিনী করাই আপনার উচিৎ। ১৫০

ভগবান বলিলেন, ভামিনি। যাহা তুমি ইচ্ছা করিয়াছ, যদি আমাতে সেইরূপ সুখভোগের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তাহার উপায় আমি বলিতেছি, যদি সক্ষমা হও তবে সেই উপায় অবলম্বন কর। ১৫১

হে মনোহরে। তুমি আমার শরীরের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার অর্দ্ধভাগ নারীরূপ হইবে এবং অর্দ্ধভাগ পুরুষ থাকিবে। ১৫২

যদি তুমিও শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। ১৫৩

তবৈবার্দ্ধং তথা নারী ত্বর্দ্ধং ভবতু পুরুষঃ।
বিদ্যতে তত্র শক্তির্মে ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৫৪

দেব্যুবাচ—

তবৈবাহং হরিষ্যামি শরীরার্দ্ধং বৃষধ্বজ।
কিং ত্বহং চৈকমিচ্ছামি তচ্চেত্ত্বং কর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ১৫৫
যদাহমর্দ্ধং ভবতো হৃত্বা তিষ্ঠামি তাবতা।
ত্যক্ষাম্যহং যদা তেঽর্দ্ধং সম্পূর্ণং স্যাত্তদা দ্বয়ম্ ॥ ১৫৬
ইত্যর্দ্ধভাগহরণং ভবেদ্যদি যথেপ্সিতম্।
তবৈবাহং তদা শম্ভো শরীরার্দ্ধং হরাম্যহম্ ॥ ১৫৭

ঈশ্বর উবাচ—

এবমস্তু ভবেন্নিত্যং যথার্দ্ধং হর্ত্তুমর্হসি।
শরীরস্যার্দ্ধহরণং ত্বমেতব যথেপ্সিতম্ ॥ ১৫৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ গৌরী তদা পূর্ব্বমনুভূতং তপঃস্থিতৌ।
যোগনিদ্রাস্বরূপং তদাত্মনোঽচিন্তয়ন্থিরা ॥ ১৫৯
হরং প্রণম্য প্রথমং ব্রহ্মাণঞ্চ ততঃ পরম্।
ততস্ত্রিজগতামীশং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১৬০
চিন্তয়িত্বা তদা তেষামেকতাং সা জগন্ময়ী।
আত্মানং যোগনিদ্রাঞ্চ চিন্তয়িত্বা তপস্বিনী ॥ ১৬১
দক্ষিণে স্বশরীরস্য ভাগার্দ্ধং শশভৃদ্ভৃতঃ।
শরীরস্য তদা বামমতিপ্রেম্না নিজং হরে ॥ ১৬২

তাহা হইলে তোমারই দেহের অর্দ্ধভাগ পুরুষ হউক, অর্দ্ধভাগ নারীরূপই থাকিবে—তোমার সেই শরীরার্দ্ধ পুরুষরূপে আমার শক্তিই থাকিবে। তবে সে বিষয়ে আমাকে অনুমতি কর। ১৫৪

দেবী বলিলেন, হে বৃষধ্বজ আমিই আপনার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। হে হর! আমি এক অভিলাষ করি, কিন্তু তাহা আপনার অভিলষিত হইলে হয়। ১৫৫

আমি আপনার অর্দ্ধদেহ গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিব, কিন্তু যে সময়ে সেই দেহার্দ্ধ পরিত্যাগ করিব, সেই সময়ে উভয় দেহ যেন পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপ হয়। ১৫৬

এইরূপে অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করা যদি অভিমত হয় তবে আমি আপনার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। ১৫৭

ঈশ্বর বলিলেন, এইরূপই তোমার ইপ্সিত বিষয়, ইহা নিশ্চয় সম্পূর্ণ হইবে, অতএব শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করাই তোমার কর্ত্তব্য। ১৫৮

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর গৌরী পূর্ব্বানুভূত তপস্যা সময়ে স্বীয় যোগনিদ্রা-স্বরূপ চিন্তা করিলেন। ১৫৯

প্রথমতঃ হরকে প্রণাম করিয়া তৎপরে ব্রহ্মা ও জগৎপ্রভু নারায়ণকে প্রণাম করিলেন এবং জগন্ময়ী তাঁহাদের একরূপতা ও আপনাকে যোগনিদ্রাস্বরূপ চিন্তা

হরোঽপি স্বশরীরার্দ্ধং গৌরীকায়ে তদা স্বয়ম্।
প্রেম্না ন্যবেশয়ত্তস্যাশ্চিকীর্ষুঃ প্রিয়মদ্ভুতম্॥ ১৬৩
অথ স্থিত্বা তদা ভর্গঃ কাল্যা সহ চিরং তদা।
পরিত্যজ্য শরীরার্দ্ধং পৃথগেব বভৌ কৃতা॥ ১৬৪
কালী ভূত্বা স্বর্ণগৌরী শরীরার্দ্ধঞ্চ শাঙ্করম্।
প্রাপ্তবোদা তদাত্মানং সন্তুষ্টা চ জগন্ময়ী॥ ১৬৫
এবং যদা শরীরার্দ্ধমাদাক্ পরমেশ্বরী।
হরস্তে তিষ্ঠতি তদা রাজতেঽতীব শোভনা॥ ১৬৬
অর্দ্ধং ধম্মিল্লসংযুক্তং জটাজুটৈর্দ্ধবোজ্জিতম্।
একস্মিন্ শ্রবণে ভোগী ভাগে জাম্বুনদার্চ্চিতম্॥ ১৬৭
কুণ্ডলং শ্রবণেঽন্যস্মিন্ শীর্ষে তস্যা ব্যরাজত।
অর্দ্ধং মৃগাক্ষি চান্যার্দ্ধং বৃষভাক্ষি ব্যজায়ত॥ ১৬৮
অর্দ্ধং স্থূলনসং চারু তিলপুষ্পনসং পরম্।
দীর্ঘশ্মশ্রু তথৈবাদ্ধমর্দ্ধং শ্মশ্রুবিবর্জ্জিতম্॥ ১৬৯
আরক্তচারুদশনং রক্তোষ্ঠমেকতস্তথা।
অপরং শুক্লবিপুলং দীর্ঘাকৃতিরবং পরম্॥ ১৭০
অর্দ্ধনীলগলং চার্দ্ধমপরং হারসংযুতম্।
অর্দ্ধং কঙ্কণকেয়ূর-যুক্তবাহু তথাপরম্॥ ১৭১
নাগকেয়ূরসংযুক্তং স্থূলবাহুনিরুষ্মিকম্।
অর্দ্ধং বিলোলসুভুজং করিহস্তভুজং পরম্॥ ১৭২

করত স্বশরীরের দক্ষিণভাগে শিব-শরীরার্দ্ধভাগ ধারণ করিলেন ও তাঁহাতে বামাদি প্রীতি-সহকারে নিবেশ করিলেন। ১৬০-১৬২

শিবও গৌরীর প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত প্রেমবশতঃ নিজ দেহার্দ্ধ গৌরীদেহে নিবেশ করিলেন। ১৬৩

তারপর শিব কালীর সহিত চিরকাল এক থাকিয়া শরীরার্দ্ধ পরিত্যাগ করত যেন পৃথকরূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ১৬৪

কালী স্বয়ং স্বর্ণসদৃশ গৌরবর্ণা হইয়া শঙ্কর-দেহার্দ্ধ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে অসীম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৬৫

পরমেশ্বরী এইরূপে হরদেহার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া হরগৌরীরূপে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৬৬

তাঁহার অর্দ্ধভাগ সংযত-কেশ-পাশযুক্ত, অর্দ্ধভাগ জটাজুট-বিভূষিত; এক ভাগ স্বর্ণখচিত শ্রবণালঙ্কারে শোভিত, অপরভাগে শ্রবণকুণ্ডলযুক্ত। অর্দ্ধ মৃগলোচন, অর্দ্ধ বৃষভাক্ষ। ১৬৭-১৬৮

নাসিকা একদিকে স্থূল, অপরদিকে তিল-কুসুম-সদৃশ। একভাগ দীর্ঘ শ্মশ্রুযুক্ত অপরভাগ শ্মশ্রু-রহিত। ১৬৯

একদিকে আরক্ত দশন এবং রক্তবর্ণ ওষ্ঠ অপর দিকে শুক্লবর্ণ বিপুলনেত্র ও দীর্ঘদন্ত। ১৭০

অর্দ্ধ গলদেশ নীলবর্ণ, অপরার্দ্ধ মনোহর হারে শোভিত। তাঁহার এক বাহু কনকময় কেয়ূর-ভূষিত, অপর বাহু নাগরূপ কেয়ূর-যুক্ত, স্থূল ও দীপ্তিহীন এবং একবাহু মৃণাল-সদৃশ আয়ত অপরটি করিকর-সদৃশ স্থূল। ১৭১-১৭২

একত্র সৌম্যিকালাখ্যা করস্ত্বন্যত্র তাং বিনা।
একস্তনস্ত স্তনবং রোমাবল্যার্দ্ধসংবৃতম্ ॥ ১৭৩
রম্ভাস্তম্ভসমানোরু সুপার্ষ্ণি মৃদুপাদকম্।
একং তথাপরং স্থূলং সংহতোরুপদাবৃতম্ ॥ ১৭৪
একং চারুমৃদুস্থূলজঘনং সুমনোহরম্।
তথাপরং দৃঢ়কটি সংহতোদ্ধিপদাবয়ম্ ॥ ১৭৫
একং বৈয়াঘ্রচর্ম্মৌঘবৃতং ভূতিবিলেপনম্।
অপরং মৃদু কৌশেয়বসনং চন্দনোক্ষিতম্ ॥ ১৭৬
এবমর্দ্ধং তথা জাতং যোষিল্লক্ষণসংবৃতম্।
অপরং বলবদ্ভূরি সুদৃঢ়ং পুরুষাকৃতি ॥ ১৭৭
এবমর্দ্ধং স্মররিপোর্জহার গিরিজা সতী।
হিতায় সর্ব্বজগতাং কালিকা কালিকোপমা ॥ ১৭৮
তস্যাঃ শরীরং রাজেন্দ্র হরতুর্দ্ধসংবৃতম্।
যেনোপমেয়ং তন্নাস্তি মার্গিতং ভুবনত্রয়ে ॥ ১৭৯
সন্তানঃ পারিজাতো বা একান্তবিশদস্তরুঃ।
অমোঘয়া যথা বল্যা তৌ চাপি যবতুর্নহি ॥ ১৮০
যদ্বা চ পৃথক্ তেন তৌ রেমাতে নরেশ্বর।
অর্দ্ধনারীশ্বরো ভূত্বা স তু রেমে কদাচন ॥ ১৮১
ইতি যদ্যপি ভূতেশঃ স্বয়ং শক্নোতি কালিকাম্।
গৌরীং কর্ত্তুং তদা সর্ব্বভূত-কারণকারণঃ ॥ ১৮২

একটি হস্ত দীপ্তিশালী শাখাস্বরূপ, অপরটি তাহা নহে, বক্ষের অর্দ্ধভাগ এক স্তনযুক্ত, অপরার্দ্ধ লোমাবলীবিরাজিত। ১৭৩

এক পার্শ্বস্থিত উরু রম্ভাতরু-সদৃশ, পার্ষ্ণি মনোহর এবং চরণতল অতি কোমল, অপরপার্শ্বের উরু স্থূল, কটি পর্য্যন্ত বদ্ধ। ১৭৪

একটি জঙ্ঘা মৃদু এবং মনোহর, অপরটি দৃঢ়রূপে পদ ও কটি পর্য্যন্ত সবদ্ধ। ১৭৫

দেবীর শরীরের একাংশ ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও ভূতিযুক্ত, অপরাংশ চন্দন-সিক্ত মৃদু-বস্ত্র শোভিত। এইরূপ অর্দ্ধভাগ স্ত্রীলক্ষণসম্পন্ন হইল, অপরার্দ্ধ সুদৃঢ় পুরুষাকৃতি হইল। ১৭৬-১৭৭

কালিকা-সদৃশী গিরিজা সতী কালিকা জগতের হিতের জন্য শম্ভুর শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিলেন। ১৭৮

হে রাজেন্দ্র! কালীর শরীরার্দ্ধ হরদেহার্দ্ধযুক্ত হইলে ত্রিভুবনে তাহার উপমার উপযুক্ত বস্তু—বিশেষ অন্বেষণেও অপ্রাপ্য হইল। ১৭৯

হে নরেশ্বর! সন্তান, কল্পবৃক্ষ, পারিজাত এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ একান্ত বিশদ তরুগণ পৃথক্‌রূপে কিংবা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে সেবা করিবার উপযুক্ত হইল না। শিব অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া বিশেষ সুখাসক্ত হইলেন। ১৮০-১৮১

যদিও ভূতপতি স্বয়ং কালীকে তপস্যা ব্যতীতই গৌরবর্ণা করিতে পারিতেন, তথাপি সর্ব্বভূতের আদি-কারণ মহাদেব গিরিসুতাকে প্রথমতঃ নানাবিধ ক্রিয়া

তথাপি তাং গিরিসুতাং সংযোজ্য বিবিধৈঃ পুরা।
তপস্যযোজয়েদ্বঃ ক্রিয়োপায়ৈরনেকশঃ। ১৮৩
তপোনির্দ্ধূতসর্বাঙ্গীং পশ্চাদর্দ্ধাঙ্গীমথাকরোৎ।
অর্দ্ধঞ্চ প্রদদৌ তস্যৈ শরীরস্য মহেশ্বরঃ॥ ১৮৪
নৈবাস্য তত্ত্বং জানন্তি শক্রাদ্যাঃ সকলাঃ সুরাঃ।
শরীরার্দ্ধপ্রদানস্য তপসে যোজনস্য চ॥ ১৮৫
এতস্য তত্ত্বং জানন্তি মহাত্মানো মহাবলাঃ।
নন্দী ভৃঙ্গী মহাকালো বেতালো ভৈরবস্তথা॥ ১৮৬
অঙ্গভূতা মহেশস্য বীতভীতাস্তপোধনাঃ।
যে মানুষশরীরেণ প্রাপিরে তপসো বলাৎ।
গণানামাধিপত্যঞ্চ তে জানন্তি হরং পরম্॥ ১৮৭
এবং সদা ত্বয়া যোজ্যাঃ সানুগা নৃপসত্তম।
বনিতাঃ সংক্রিয়োপায়ৈস্ততো ভদ্রমবাপ্স্যসি॥ ১৮৮
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যমদ্ভুতং পুণ্যদায়কম্।
শিবয়োঃ প্রীতিকরণং শরীরার্দ্ধগ্রহং তথা॥ ১৮৯
গৌরীত্বসাধনঞ্চৈব কালিকায়াঃ শুভাবহম্।
ন তস্য বিঘ্না জায়ন্তে স চ পুণ্যতমো ভবেৎ॥ ১৯০
দীর্ঘায়ুঃ স সুখী ভূয়াৎ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ। ১৯১
সততং পরিশ্রাবয়ন্ শিবয়োশ্চরিতং মহৎ।
শিবলোকমবাপ্নোতি সুচিরং শিববল্লভঃ॥ ১৯২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেঽর্দ্ধনারীশ্বরচরিতে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪৫

এবং তপস্যা আচরণ করাইয়া তাঁহার তপোবিশুদ্ধ অঙ্গকে গৌরবর্ণ করিয়াছেন এবং শরীরার্দ্ধও প্রদান করিয়াছেন। ১৮২-১৮৪

এইরূপ তপস্যা আচরণ এবং শরীরার্দ্ধ প্রদান,—ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহার তত্ত্ব কিছুই জানেন না। ১৮৫

কিন্তু মহাত্মা মহাবল নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল ও কালভৈরব প্রভৃতি বীতভয় মহাকালের অঙ্গভূত অনুচরবর্গ অর্থাৎ যাঁহারা তপোবলে মনুষ্যশরীরেই গণের আধিপত্য এবং পূর্ণব্রহ্ম ভূতেশকে জানিয়াছেন, সেই তত্ত্ব তাঁহারাই জানেন ১৮৬-১৮৭

হে নৃপসত্তম! এইরূপ যানুগতা বনিতাকে সংক্রিয়া ও সদুপায়ে যোগ করিয়া ভার্য্যা পদে প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গলাস্পদ হইবেন। ১৮৮

যে ব্যক্তি এইরূপ হরগৌরীর প্রীতিকর শরীরার্দ্ধ গ্রহণ এবং কালিকার গৌরীত্ব-প্রাপ্তিরূপ পুণ্যকথা নিত্য শ্রবণ করে, সে কোনরূপ বিঘ্নাক্রান্ত না হইয়া দীর্ঘায়ু, সুখী এবং পুত্র-পৌত্রযুক্তও শ্রেষ্ঠ পুণ্যবান্ হয়। ১৮৯-১৯১

যে ব্যক্তি এইরূপ হরগৌরীর অদ্ভুত চরিত লোকদিগকে শ্রবণ করায়, তাহার শিব-লোক-প্রাপ্তি হয় এবং সে শিব-বল্লভ হয়। ১৯২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

সগর উবাচ—

কোঽসৌ ভৈরবনামাভূৎ কো বা বেতালসংজ্ঞকঃ।
কথং বা তৌ শরীরেণ মানুষেণ গণাধিপৌ।
অভূতাং দ্বিজশার্দ্দূল তন্মে বদ মহামুনে॥ ১
জানামি নন্দিনং বিপ্র সহায়ং শশভৃদ্ভৃতঃ।
যথাভবদ্‌গণাধ্যক্ষ-স্তন্নারদমুখাচ্ছ্রুতম্॥ ২
যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ বিজ্ঞতৌ হি হরাত্মজৌ।
কথং বা তৌ সমুৎপন্নৌ তত্তঃ শ্রোতুং সমুৎসহে॥ ৩
যোঽসৌ শরভরূপস্য মহাদেবস্য বৈ পুরা।
কায়ভাগঃ শ্রুতঃ পূর্ব্বং স মহাভৈরবাহ্বয়ঃ॥ ৪
স এব কিং ভৈরবাখ্যঃ কিং বান্যো দ্বিজসত্তম।
বেত্তুং তত্ত্বেন তং সর্ব্বমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম॥ ৫
কস্য বা তনয়ৌ ভূত্বা গণাধ্যক্ষত্বমাগতৌ॥ ৬
তচ্চাপি কথয়স্বাদ্য যথা তৌ বানরাননৌ॥ ৭

ঔর্ব্ব উবাচ—

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি মহাকালস্য ভৃঙ্গিণঃ।
ভৈরবস্যাপি চরিতং বেতালস্য মহাত্মনঃ॥ ৮
যোঽসৌ ভৃঙ্গী হরসুতো মহাকালোঽপি তদ্‌গজঃ।
তাবেব গৌরীশাপেন সম্ভূব নরযোনিজৌ॥ ৯

বেতাল-ভৈরবের উপাখ্যান

সগর বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বেতাল কাহার নাম? ভৈরবই বা কাহার নাম? এবং কিরূপেই বা তাঁহারা মনুষ্য-শরীরে গণাধিপতি হইলেন? তাহা আমাকে বিশেষরূপে বলুন। ১

নন্দীকে শিবের সহচর বলিয়া জানি এবং যেরূপে তিনি গণাধিপতি হইয়াছেন, তাহা নারদমুখে শ্রুত হইয়াছি। ২

হে দ্বিজসত্তম! এ বিষয় যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। ইঁহারা কাহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া গণাধ্যক্ষ হইলেন? ৩

মহাভৈরবাখ্য গণাধিপ—শুনিয়াছি—শরভরূপ মহাদেবের শরীরের অংশস্বরূপ। ৪

কিন্তু হে দ্বিজোত্তম! সেই ভৈরব এ ভৈরব কি না, তাহাই যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ৫

কাহার তনয় হইয়া গণাধিপ হইলেন এবং কি জন্যই বা তাঁহাদের উভয়ের মুখ বানরাকৃতি হইল, তাহাই বলুন। ৬-৭

ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে রাজন্! মহাত্মা মহাকাল, ভৃঙ্গী, ভৈরব ও বেতালের অদ্ভুতচরিত বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৮

বেতালভৈরবৌ জাতৌ পৃথিব্যাং নৃপবেশ্মনি ।
যথা ভৃঙ্গিমহাকালাবুৎপন্নৌ প্রাক্ তথা শৃণু ॥ ১০
যোঽসৌ মহাভৈরবাখ্যঃ সকায়ঃ শরভো হরঃ ।
ভৈরবঃ পৃথগেবায়ং গণাধ্যক্ষো হরাত্মজঃ ॥ ১১
উমায়াং হিমবৎপুত্র্যাং ভর্গেণ সুমহাত্মনা ।
তারকস্য বধার্থায় দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ ।
স্তুতিভির্নতিভিঃ শম্ভুং সন্ততির্যাচিতা পুরা ॥ ১২
স যাচিতো দেবগণৈর্ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ
মহামৈথুনমারেভে সন্তানায়োময়া সহ ॥ ১৩
আরব্ধে মৈথুনে তেন নরবর্ষাণ বৈ যযুঃ ।
দ্বাত্রিংশদ্বৎসরা রাজন্ ক্ষণবচ্চন্দ্রধারিণঃ ॥ ১৪
স মহামৈথুনং কুর্ব্বংস্তৃপ্তিং নাপ মহেশ্বরঃ ।
নাপ্যস্য প্রচ্যুতং তেজো ন তৃপ্তিং প্রাপ পার্ব্বতী ॥ ১৫
তন্মহাসঙ্গসময়ে চকম্পে বসুধা স্ফুটম্ ।
আকুলাঃ সকলা দেবাঃ স্যুঃ স্বর্গস্থাশ্চ যেঽপরে ॥ ১৬
সর্ব্বং জগত্তদা ভূতমাকুলং শিবয়োস্তয়োঃ ॥ ১৭
ততো নিবৃত্তির্জাতেন মহামৈথুনকর্ম্মণা ।*
অথ সেন্দ্রাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্ ।
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্ভীতাঃ শঙ্করকেলিভিঃ ॥ ১৮

ভৃঙ্গী হরাত্মজ এবং মহাকালও হরসুত ; ইঁহারা উভয়েই গৌরীর শাপে নরযোনিজ হইয়াছেন । ৯

বেতাল ও ভৈরব পৃথিবীতে কোন নৃপভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; যেরূপে মহাকাল ও ভৃঙ্গী পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ করুন । ১০

মহাভৈরব শরভরূপী মহাদেবের কায়ভাগ, কিন্তু ভৈরব পৃথক একজন ;— ইনি গণাধ্যক্ষ এবং হরাত্মজ । ১১

ইন্দ্রাদি দেবগণ তারকের বধের নিমিত্ত স্তুতিবাক্যে উমার গর্ভে হরের ঔরসে হরসমীপে সন্তান প্রার্থনা করিলেন । ১২

ভগবান্ বৃষধ্বজও দেবগণের প্রার্থিত হইয়া পুত্রের নিমিত্ত উমাসহ মহাসুরত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন । ১৩

হে রাজন্ ! চন্দ্রশেখরের সেই মহাসুরত ক্রীড়া আরম্ভ হইলে মনুষ্য-পরিমিত বর্ষ-সংখ্যায় বত্রিশ বৎসর ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইল । ১৪

মহেশ্বর এইরূপ নিধুবনক্রীড়ায় তৃপ্তিলাভ করিলেন না এবং তেজও প্রচ্যুত হইল না, পার্ব্বতীও কিছুই তৃপ্তিলাভ করিলেন না । ১৫

সেইরূপ ঘোর নিধুবন সময়ে বসুধা নিরন্তর কম্পিতা হইতে লাগিল এবং স্বর্গস্থ সমস্ত দেবগণ আকুল হইলেন । ১৬

হরগৌরীর সেইরূপ সুরত ব্যাপারে সমস্ত জগৎ আকুলীভূত হইল । ১৭

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ হরের কেলিতে ভীত হইয়া জগৎপতি শরণ্য ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন । ১৮

---

* ইদমৰ্দ্ধং ক্বচিন্নাস্তি ।

তে শক্রমাথ ধাতারং প্রণম্য চ সুরোত্তমাঃ।
আকুলং সর্ব্বমাচক্ষুর্হরমৈথুনকর্ম্মণা ॥ ১৯
ততঃ সর্ব্বান্ দেবগণান্ পশ্চাৎ কৃত্বৈব বৃত্রহা।
স্বয়মাহ বিধাতারং তৎকালভয়ভাষিতম্ ॥ ২০

ইন্দ্র উবাচ—

আকুলাঃ সকলা লোকা হরমৈথুনকর্ম্মণা।
অহং মহদ্ভয়ং প্রাপ্য শরণং ত্বামিহাগতঃ ॥ ২১
এবম্ভূতে সঙ্গমে চ শঙ্করস্যোময়া সহ।
যঃ পুত্রো জায়তে ব্রহ্মন্ স মামভিভবিষ্যতি ॥ ২২
তৎক্রিয়াদর্শনাদেব সুৎপন্নাদপি তৎসুতাৎ।
ভয়ং মে জায়তে[১] ব্রহ্মংস্তারকাদপি চাধিকম্ ॥ ২৩
তস্মাদেবং ত্বং বিধেহি তৎসুতো মাং সুরাংস্তথা।
ন বাধেত তথা ব্রহ্মংস্তারয়াস্মান্মহাভয়াৎ ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ—

উমায়াং জায়তে পুত্রো যদি শঙ্করতেজসা।
অশক্যঃ সর্ব্বলোকেশৈঃ সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ২৫
তস্মাদয়ো যথোমায়াং ন প্রসূতো ভবিষ্যতি।
তথাহং সংবিধাস্যামি গত্বা দেবৈর্হরান্তিকম্ ॥ ২৬
তারকস্য বিঘাতশ্চ যথা স্যাচ্ছঙ্করতেজসা।
তচ্চাপ্যহং করিষ্যামি খোত্তু তে মানসো জ্বরঃ ॥ ২৭

সুরোত্তমগণ মিলিত হইয়া বিধাতাকে প্রণামকরত হরক্রীড়ায় আকুলচিত্তে সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। ১৯

তাহার পর ইন্দ্র সকল দেবগণকে পশ্চাৎ রাখিয়া তৎকালোপস্থিত ভয়-গদ্গদবাক্যে বিধাতাকে বলিলেন। ২০

ইন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! হরের সুরতক্রীড়ায় সমস্ত জগৎ আকুলিত হইয়াছে এবং আমিও অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ২১

হে ব্রহ্মন্! এইরূপ হরগৌরীর সঙ্গমে যে পুত্র উদ্ভূত হইবে, সে নিশ্চয় আমাকে অতিক্রম করিবে। ২২

ক্রীড়াসক্ত মহাদেবের ঔরসজাত পুত্র হইতে আমার তারক অপেক্ষাও অধিক ভয় হইতেছে। ২৩

তাহা হইলে সেই হরপুত্র আমাকে ও দেবগণকে পীড়া না দিতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন করত আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন। ২৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—যদি উমার গর্ভে শঙ্করের তেজে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রের পরাক্রম ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের ও সমস্ত লোকের দুঃসহ হইবে। ২৫

যাহাতে হর-তেজঃসম্ভূত পুত্র উমাগর্ভে উৎপন্ন না হয়, আমি দেবগণসহ হর-সমীপে গমন করত সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছি। ২৬

১। ব্রহ্মন্ জাতং ভয়ং মেঽদ্য……ইতি পাঠান্তরম্।

ইত্যুক্ত্বা সহ দেবৌঘৈঃ কৈলাসাদ্রিং প্রজাপতিঃ।
জগাম রেমে গিরিশো গিরিপুত্র্যা সমং ভৃশম্ ॥ ২৮
তত্র গত্বা মহাদেবং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সর্বৈঃ সুরগণৈঃ সার্দ্ধং তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্ ॥ ২৯

দেবা উচুঃ—

প্রীতয়ে যস্য ন রতির্ন কামো মন্মনোভবঃ।
ন যস্য জন্মনো হেতুস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩০
যস্য লোকহিতায়ৈব জাতো জায়াপরিগ্রহঃ।
ত্র্যম্বকায় নমস্তস্মৈ স শিবো নঃ প্রসীদতু ॥ ৩১
মন্মথং বিনা দেবং শৃঙ্গারাদ্যা বিশন্তি চ।
স্মরণেনৈব তং দেবং ত্বাং বয়ং প্রণতা হরম্ ॥ ৩২
হিরণ্যরেতাঃ বর্ণাত্যো যো হিরণ্যভুজাহ্বয়ঃ।
স ত্বং সর্গহরো দেবো নিত্যং নোঽভিপ্রসীদতু ॥ ৩৩
জগন্ময়ী যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়া বলীয়সী।
যস্যাভবৎ স্বয়ং জায়া তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩৪
পঞ্চভূতময়ং যস্য পঞ্চশীর্ষং বিরাজতে।
তং পঞ্চবদনং দেবং ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামহে ॥ ৩৫
সদ্যোজাতমঘোরঞ্চ বামদেবমুমাপতিম্।
ঈশানং প্রণমামোঽস্য যং তৎপুরুষমাহ বৈ ॥ ৩৬

যাহাতে তারকাসুর হর-তেজঃ-প্রভাবে শীঘ্র বিনষ্ট হয়, তাহারও প্রতিবিধান করিতেছি। ২৭

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া দেবগণসহ কৈলাসপর্বতে হরগৌরীর সুরতস্থানে গমন করিলেন। ২৮

লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণসহ সেইস্থানে গমন করিয়া বৃষধ্বজকে দেবগণ সহ স্তব করিতে লাগিলেন। ২৯

দেবগণ বলিলেন, যাঁহার রতি—প্রীতির নিমিত্ত নহে এবং কাম যাঁহার মনোজ নহে, যাঁহার জন্মের কোনরূপ কারণাদি নাই, তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি। ৩০

যাঁহার লোকহিতের নিমিত্ত জায়াপরিগ্রহ, সেই ত্র্যম্বককে আমরা ভক্তি-প্রবণ চিত্তে প্রণাম করি—তিনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩১

মন্মথ ব্যতীত, শৃঙ্গারাদি যাঁহার স্মরণমাত্রেই আশ্রয় করে, সেই দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি। ৩২

যিনি হিরণ্যরেতা হিরণ্যাভ ও হিরণ্য-বাহুরূপে খ্যাত—সেই সৃষ্টি-সংহার-কারী শিব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৩

জগন্ময়ী যোগনিদ্রা বলীয়সী বিষ্ণুমায়া স্বয়ং যাঁহার পত্নী হইয়াছেন, তাঁহাকে আমরা প্রণাম করিতেছি। ৩৪

যাঁহার পঞ্চভূতস্বরূপ পঞ্চ-বদন শোভা পাইতেছে, সেই পঞ্চবক্ত্র দেবকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিতেছি। ৩৫

যোঽসত্তাবশিবো নিত্যং যো বা ভক্তিমতাং শিবঃ।
শিবাশিবস্বরূপায় নমস্তস্মৈ শিবায় তে ॥ ৩৭
কল্পৈস্ত্রিভির্যঃ স্থিতিসৃষ্টিনাশং
বিষ্ণ্বাদিভিঃ শম্ভুরিতি প্রসিদ্ধৈঃ।
করোতি শশ্বজ্জগতাং মুরহর
শিবং বিরূপাক্ষমমুং শিবেশম্ ॥ ৩৮
যঃ শূলখট্বাঙ্গমৃগাঙ্কধারী
যো গোধ্বজঃ শক্তিমান্ শক্ররূপী।
তস্মৈ স্তুত্যং জাতবেদঃপ্রভায়
ভূয়ো ভূয়ো নো নমঃ শঙ্করায় ॥ ৩৯
ব্রহ্মার্চ্চিমান্ ভোগভৃদ্দৈত্যহন্তা
স্রষ্টা বোদ্ধা বীতগর্ভো জগত্যাঃ।
স ত্বং স্তুতো নঃ প্রসীদস্থনন্তো
নিত্যোহ্যেকী মুক্তরূপঃ প্রধানঃ ॥ ৪০
~~পরব্রহ্মরূপী নিরতৈকমুক্তঃ~~
পরজ্যোতিরূপী নিরতস্ত্বনন্তঃ।
পরঃ পাররূপী নিরতাত্মভাগী
স নো ভর্গরূপী গিরিশোঽস্তু ভূত্যৈ ॥ ৪১
উমাপতিং মহামায়ং মহাদেবং জগৎপতিম্।
শিবং শিবকরং শান্তং নমামঃ স প্রসীদতু ॥ ৪২

লোকে যাঁহাকে প্রধানপুরুষ বলে, সেই সদ্যোজাত অঘোর বামদেব উমাপতি ঈশানকে প্রণাম করিতেছি। ৩৬

যিনি অসৎ ব্যক্তির অমঙ্গল স্বরূপ এবং ভক্তিশালীর মঙ্গল স্বরূপ—যিনি মঙ্গল ও অমঙ্গল স্বরূপ, সেই উভয় গুণসম্পন্ন মহাদেবকে আমরা প্রণিপাত করি। ৩৭

যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রিবিধ-রূপসম্পন্ন হইয়া নিরন্তর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশাদি বিধান করিতেছেন; হে বিভো! সেই মঙ্গলাস্পদ বিরূপাক্ষকে আমরা বন্দনা করিতেছি। ৩৮

যিনি শূল, খট্বাঙ্গ ও মৃগাঙ্কাদি ধারণ করিতেছেন, যিনি সর্ব্ব শক্তিমান্, যাঁহার গোধ্বজ, সেই জাতবেদঃপ্রভাশালী ভগবান্ মহাদেবকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। ৩৯

যিনি ব্রহ্মা ও অগ্নিস্বরূপ, সর্পধারী, দৈত্যহন্তা, ত্রিলোকের কর্ত্তা এবং যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের দর্পহারী; সেই আপনি স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪০

অনন্ত নিত্যোহ্যেকী, বিবিধ রূপসম্পন্ন প্রধান এবং পরমব্রহ্ম স্বরূপ, নিরত একবিষয়ে লীন, নিত্যজ্যোতীরূপ, নিয়ত অসীম, নিরন্তর আত্মভোগরত, ভর্গরূপ গিরিশ আমাদের মঙ্গলবর্দ্ধক হউন। ৪১

মহামায়াধার উমাপতি মহাদেব জগৎপতি শান্ত মঙ্গলকর শিবকে আমরা প্রণিপাত করিতেছি—প্রসন্ন হউন। ৪২

ইতি স্তুতো মহাদেবঃ শক্রাদ্যৈস্ত্রিদশৈঃ স্বয়ম্ ।
উমাসঙ্গং পরিত্যজ্য ভর্গোঽগাত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৪৩
যেন ভাবেন স তদা মহামৈথুনতৎপরঃ ।
আসীত্তেনৈব ভাবেন ব্রহ্মাদীনাং সমাপ হ ॥ ৪৪
অথ তান্ স সুরান্ প্রাহ মহাদেবস্ত্বরন্নিব ।
কিমর্থমাগতা যূয়ং তন্মে বদত নির্জরাঃ ॥ ৪৫
তমূচুস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মশক্রপুরোগমাঃ ।
ত্বন্মহামৈথুনাত্তর্গ ব্যাকুলং সকলং জগৎ ॥ ৪৬
পৃথিবী কম্পতেঽতীব সশৈলবনকাননা ।
সাগরাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে নদা নদ্যশ্চ শঙ্কর ॥ ৪৭
দেবাশ্চ সর্ব্বে দিক্‌পালা ন শান্তিং প্রাপ্নুবন্তি বৈ ।
তস্মাত্বং সর্ব্বলোকেশ সকলাননুকম্পয় ।
ত্যক্ত্বা মহামৈথুনন্তু রতিমাত্রং নিয়োজয় ॥ ৪৮
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
উবাচ শঙ্করো দেবো নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ৪৯

ঈশ্বর উবাচ—

ইয়ং প্রবৃত্তির্ভবতাং শিবায়ামরসত্তমাঃ ॥ ৫০
ত্যক্তে মহামৈথুনে তু রতিমাত্রং প্রযোজিতে ।
নোমায়াং ভবিতা পুত্রস্তদর্থমযমুদ্যমঃ ॥ ৫১
উমাশরীরজঃ পুত্রো যো ভবেন্মম তেজসা ।
স এব তু রিপূন্ হত্বা ত্রিদশান্ বর্দ্ধয়িষ্যতি ॥ ৫২

মহাদেব, এইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের স্তবে প্রসন্ন হইয়া উমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। ৪৩

যেরূপে মহাসুরত ক্রীড়াসক্ত ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ব্রহ্মাদি দেবগণসমীপে উপস্থিত হইলেন। ৪৪

অনন্তর মহাদেব, সুরগণকে সত্বর বলিলেন, হে নির্জ্জরগণ। আপনারা কিজন্য আগমন করিয়াছেন, তাহা বলুন। ৪৫

শক্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, মহাদেবকে বলিলেন; হে ভর্গ। আপনার মহাসুরত ক্রীড়াতে সকল জগৎ কম্পিত হইতেছে। ৪৬

পৃথিবী—শৈল কাননাদি সহ নিরন্তর কম্পিত হইতেছে, সমস্ত নদ নদী ও সাগরাদি ক্ষুব্ধপ্রায়। ৪৭

দেবগণ ও দিক্‌পালগণ নিরন্তর অশান্তি অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন; অতএব হে সর্ব্বলোকেশ। সকলের প্রতি কৃপা করুন। মহামৈথুন ত্যাগ করত কেবল মাত্র রতি অবলম্বন করুন। ৪৮

শঙ্কর, পরমাত্মা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করত হৃষ্ট না হইয়া দেবগণকে বলিলেন। ৪৯

হে দেবগণ। আমার এই প্রবৃত্তি আপনাদের হিতের জন্য; মহামৈথুন ত্যাগ করত রতিমাত্র অবলম্বন করিলে উমাগর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইবে না। তাই আমার এই উদ্যম। ৫০-৫১

তস্মান্মহামৈথুনে মেঽতীব ভীতাঃ সুরোত্তমাঃ।
স্বং স্বং স্থানং প্রগচ্ছন্তু অহং তদনুচিন্তয়ে॥ ৫৩

দেবা ঊচুঃ—

উমাশরীরজঃ পুত্রো যথা ন ভবিতা হর।
তথা কুরু জগন্নাথ তন্মহামৈথুনং ত্যজ॥ ৫৪

ঈশ্বর উবাচ—

রতিমাত্রেণ নোমায়াং মৎপুত্রঃ সম্ভবিষ্যতি।
মহামৈথুনসত্যাগাৎ স্যাদপুত্রী তু পার্ব্বতী॥ ৫৫
তস্মাদহন্তু দেবানাং বচনাদ্ ব্রহ্মণস্তথা।
ত্যক্ষ্যে মহামৈথুনন্তু কিং ত্বেকং কুরুতামরাঃ॥ ৫৬
যেন মে প্রসৃতং তেজো মহামৈথুনকারণাৎ।
ধার্য্যং তেজস্বিনং দেবমানয়ন্ত্বমরাস্তু তম্॥ ৫৭
যো নিষ্কম্পো নির্ব্বিকারো ভূত্বা তেজো গ্রহীষ্যতি।
তস্মৈ বদন্তু ত্রিদশাস্ত্যক্ষ্যে তেজঃ শরীরজম্॥ ৫৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

বৃষধ্বজবচঃ শ্রুত্বা দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ।
হরতেজো গ্রহায়াথ বীতিহোত্রং যযুর্দ্ধিয়া॥ ৫৯
অথ ব্রহ্মাণমামন্ত্র্য তথানুজ্ঞাপ্য পাবকম্।
সেন্দ্রা দেবগণাঃ সর্ব্বে হরমূচুরিদং বচঃ॥ ৬০

উমার গর্ভে সেই জন্যই আমার তেজে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র, রিপুকুল বিনাশ করত দেবতাদিগকে উদ্ধার করিবে। ৫২

অতএব আমার এই ক্রীড়াতে বীতভয় হইয়া সুরোত্তমগণ স্বস্থানে প্রস্থান করুন,—আমি কর্ত্তব্য কার্য্য চিন্তা করি। ৫৩

দেবগণ বলিলেন,—হে জগন্নাথ! উমাশরীরজ পুত্র যাহাতে না হয়, সেই অনুষ্ঠান করত মৈথুন পরিত্যাগ করুন। ৫৪

ঈশ্বর বলিলেন, কেবল রতি-মাত্রে উমাতে আমার পুত্র হইবে না, অতএব মহামৈথুন পরিত্যাগ করিলে পার্ব্বতী অপুত্রা হইবেন। ৫৫

তাহা হইলেও দেবতাদের ও ব্রহ্মার বাক্যানুসারে আমি মহামৈথুন পরিত্যাগ করিতেছি। ৫৬

হে নির্জ্জরগণ! আপনারা এক কার্য্য করুন, মহামৈথুন জন্য আমার প্রসৃত তেজ, যিনি নিষ্কম্প ও নির্ব্বিকার হইয়া ধারণ করিতে পারিবেন, সেই তেজস্বী দেবতাকে আপনারা আনয়ন করুন; হে ত্রিদশগণ! এরূপ ব্যক্তি দেখাইয়া দিন—আমি শরীরজ তেজ পরিত্যাগ করি। ৫৭-৫৮

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর বৃষধ্বজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বুদ্ধিপূর্ব্বক বীতিহোত্রসমীপে গমন করিলেন। ৫৯

অনন্তর ব্রহ্মা সহ মন্ত্রণা করত পাবককে তেজোধারণে স্বীকৃত করাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ হরকে এই বাক্য বলিলেন। ৬০

দেবা ঊচুঃ—

এষ বৈশ্বানরঃ শ্রীমান্ ভূরিতেজোময়ো বলী।
মহামৈথুনবীজস্তু তেজস্তঃ সংগ্রহীষ্যতি ॥ ৬১
ইত্যুক্ত্বা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে বীতিহোত্রং পুরঃস্থিতম্।
তস্মৈ নিদেশয়ামাসুঃ শম্ভবে সর্ব্বহেতবে ॥ ৬২
ততঃ স্বতেজং স্বং রেতো ব্যাদিতে দহনাননে।
উৎসসর্জ্জ মহাবাহুর্মহামৈথুনকারণম্ ॥ ৬৩
অগ্নাবুৎসৃজ্যমানস্য তেজসঃ শশভৃদ্ভৃতঃ।
অণুদ্বয়মতিস্বল্পং গিরিপ্রস্থে পপাত হ ॥ ৬৪
তয়োস্তু কণয়োঃ সদ্যঃ সম্ভূতৌ শঙ্করাত্মজৌ।
একো ভৃঙ্গসমঃ কৃষ্ণো ভিন্নাঞ্জননিভোঽপরঃ।
ভৃঙ্গাভস্য তদা ব্রহ্মা নাম ভৃঙ্গীতি চাকরোৎ।
মহাকৃষ্ণৈকরূপস্য মহাকালেতি লোকভৃৎ ॥ ৬৫
ততস্তৌ পালয়ামাস শঙ্করঃ প্রমথোৎকরৈঃ।
অপর্ণয়া চাপি তথা ক্রমাত্তাববিবর্দ্ধিতৌ।
প্রবৃদ্ধৌ তৌ মহাত্মানৌ হরোমাপ্রতিপালিতৌ।
ক্রমাদ্গণেশৌ কৃত্বা তৌ হরো দ্বারি ন্যযোজয়ৎ ॥ ৬৬

সগর উবাচ—

উৎসৃষ্টমগ্নৌ যত্তেজস্তৎ কিং বৃত্তং দ্বিজোত্তম।
তদপ্যহং শ্রোতুমিচ্ছুঃ সক্ষেপাত্তদ্বদস্ব মে ॥ ৬৭

ঔর্ব্ব উবাচ—

অগ্নাবুৎসৃজ্য তেজাংসি তাবৎ কালং বৃষধ্বজঃ।
আকাশগঙ্গাম্বুভিশ্চ দেবানিদমুবাচ হ ॥ ৬৮

এই তেজোময় বলী বৈশ্বানর আপনার মহামৈথুনসম্ভূত তেজ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। এই কথা বলিয়া ত্রিদশগণ অগ্রস্থিত বীতিহোত্রকে সর্ব্বকারণ শম্ভুসমীপে নির্দ্দেশ করিলেন। ৬১-৬২

তাহার পর মহাবাহু ভর্গ, মৈথুন-সম্ভূত স্বকীয় তেজ দহনশীল বহ্নিমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। ৬৩

শশি-শেখরের— অগ্নিতে পরিত্যক্ত তেজের পরমাণুদ্বয় পরিমিত অল্পতেজ, গিরি-সানুতে পতিত হইল। ৬৪

সেই পতিত অণুদ্বয়-মাত্র তেজ হইতে শঙ্করের দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই পুত্রদ্বয় মধ্যে একটী ভৃঙ্গ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্রহ্মা তাহার নাম ভৃঙ্গী রাখিলেন, অপরটী মর্দ্দিত অঞ্জন-সদৃশ অত্যন্ত কৃষ্ণ, এইজন্য পিতামহ তাহার নাম মহাকাল রাখিলেন। ৬৫

শঙ্কর, তাহাদের উভয়কে প্রমথাদি গণসমূহ দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন এবং অপর্ণাও তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করত বর্দ্ধিত করিলেন। তাহারা হর ও উমার প্রতিপালনে প্রবৃদ্ধ হইল এবং হর তাহাদিগকে গণাধিপতি করিয়া দ্বারে নিয়োগ করিলেন। ৬৬

এতত্তেজো দুরাধর্ষং স্ত্রীভিরন্যৈঃ সুরোত্তমাঃ।
যোগনিদ্রামৃতে দেবীং শৈলপুত্রীমৃতেঽথ বা ॥ ৬৯
তস্মাদহং প্রবক্ষ্যামি যথেদং তেজসা সুতঃ
যত্র বা ভবিতা দেবো যা চ বা তদ্গ্রহীষ্যতি ॥ ৭০
ইয়ং ত্বাকাশগা গঙ্গা শৈলরাজসুতাপরা।
উমায়া ভগিনী জ্যেষ্ঠা ততোঽপত্যং হুতাশনাৎ ॥ ৭১
জনিষ্যত্যাত্মবীর্য্যেণ তেজসানুপমদ্যুতিঃ।
ভবিষ্যতি স বঃ শ্রীমান্ সেনাপতিররিন্দমঃ ॥ ৭২
স তারকং বঃ পুরতো বিজেষ্যতি শিখিধ্বজঃ।
অমোঘয়া মহাশক্ত্যা ময়ৈব প্রতিবর্দ্ধিতঃ ॥ ৭৩
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবো বিসৃজ্য সকলান্ সুরান্।
পার্ব্বতীমভিসম্প্রায়াৎ শৌচার্থং গতবাংস্তদা ॥ ৭৪
পার্ব্বতী বচনং শ্রুত্বা দেবানামপ্রিয়ং সতী।
চুকোপ ত্রিদশেভ্যঃ পুত্রাশা-পরিবর্জ্জিতা ॥ ৭৫
বল্গুনা সহমানেব স্ফুরদোষ্ঠাধরা তদা।
ইদমাহ সুরান্ দৃষ্ট্বা হরঞ্চ ত্যক্তমৈথুনম্ ॥ ৭৬

দেব্যুবাচ—

যস্মাত্ত্রিদিবোজিতঃ শম্ভুর্যুষ্মাভির্মম মৈথুনে
অপ্রাপ্তপুত্রা চ কৃতা বারস্ত্রীবাহমর্দ্ধিতা ॥ ৭৭

সগর বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম। যে তেজ, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা কিরূপ হইল ; সেই বিষয় জানিতে আমার অভিলাষ, অতএব সংক্ষেপ-রূপে তাহা বলুন। ৬৭

ঔর্ব্ব বলিলেন,—বৃষধ্বজ অগ্নিতে তেজঃসমূহ তৎকালে পরিত্যাগ করত আকাশগঙ্গাকে উদ্দেশ করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন। ৬৮

হে সুরোত্তমগণ। দেবী যোগনিদ্রা ভিন্ন এবং শৈলতনয়া ভিন্ন অন্য স্ত্রী এই তেজ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ৬৯

হে দেবগণ। আমি এইকথা বলিতেছি যে, এই তেজ যে গ্রহণ করিবে, তাহার পুত্র উৎপাদন হইবে। ৭০

এই আকাশ গঙ্গা শৈলরাজের অপর সুতা, উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ইহার গর্ভে হুতাশন নিজ প্রভাবে এই তেজ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিবে। ৭১

সেই পুত্র অনুপমদ্যুতিশালী দেবতা এবং অরিন্দম হইয়া সেনাপতি হইবে। সেই শিখিধ্বজ, তারককে আপনাদের সমক্ষে পরাজয় করিবে ; তাহাকে অপ্রতিহত মহাবীর্য্যের দ্বারা আমিই বর্দ্ধিত করিব। ৭২-৭৩

এই কথা বলিয়া মহাদেব সকল দেবগণকে পরিত্যাগ করত পার্ব্বতীসমীপে নিজের শুদ্ধতার নিমিত্ত গমন করিলেন। ৭৪

সতী পার্ব্বতী, দেবগণের সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রের আশা পরিত্যাগ করত দেবসমূহের প্রতি কোপ করিলেন। ৭৫

কোপে দগ্ধপ্রায় হইয়াই যেন তাঁহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি পরিত্যক্তমৈথুন হরকে দেখিয়া সুরগণকে এই কথা বলিলেন। ৭৬

তস্মাৎ সর্ব্বে সুরগণা অদ্যাবধি নিরন্তরম্।
মহামৈথুনবিভ্রষ্টা ভবন্তু নিজযোষিতি ॥ ৭৮
তেষামপি তথা পুত্রা ন জনিষ্যন্তি যে যথা।
ভার্য্যাশ্চ সন্তপত্যেন হীনা দেব্যো বরাঙ্গনাঃ ॥ ৭৯
যথাহং পরিতপ্যামি পুত্রাশা-পরিবর্জ্জিতা।
তথা সন্তু সমস্তাস্তা দেব্যঃ পুত্রাশয়া চ্যুতাঃ ॥ ৮০

ঔর্ব্ব উবাচ—

এবং সুরান্ গিরিসুতা শশাপ কুপিতা ভৃশম্।
তৎকালাবধি ন স্বর্গে জায়ন্তে দেবপুত্রকাঃ ॥ ৮১
নাদ্যাপি সম্প্রজায়ন্তে পুত্রাস্তাসু সুধাশিনাম্ ॥ ৮২
দহনোঽপি তথা কালে প্রাপ্তে গঙ্গোদরে হরম্।
রেতঃ সংক্রাময়ামাস শাম্ভবং স্বর্ণসন্নিভম্ ॥ ৮৩
সা তেন রেতসা দেবী সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্।
পূর্ণকালেঽসূত সুষুবে পুত্রযুগ্মং মনোহরম্ ॥ ৮৪
একঃ স্কন্দো বিশাখাখ্যো দ্বিতীয়শ্চারুরূপধৃক্।
শক্তিদ্বয়ধরৌ যৌ তৌ তেজঃকান্তিবিবর্দ্ধিতৌ ॥ ৮৫
তাবেকত্বং জগামাশু বিশাখঃ স্কন্দ এব চ।
শিশুশ্চাপ্যভবদ্ বালো যথান্যস্য সুতস্তথা ॥ ৮৬
ততস্তং তনয়ং জাতং গঙ্গা দৃষ্ট্বাতিবিস্মিতা।
মধ্যে শরবণস্যাশু গঙ্গা তং বাসৃজৎ হঠাৎ ॥ ৮৭

যেহেতু আপনারা আমার সুরত কার্য্য হইতে শম্ভুকে বিমুক্ত করিলেন এবং আমি অকৃতপুত্রা হইয়া বারস্ত্রীর ন্যায় নিতান্ত পীড়িতা হইলাম। ৭৭

অতএব সুরগণ—অদ্য পর্য্যন্ত নিজ স্ত্রী সহ মহামৈথুনভ্রষ্ট হউন। ৭৮

ইঁহাদেরও আর আনন্দদায়ক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে না। বরাঙ্গনা দেবস্ত্রীসকল পুত্রহীন হউক। ৭৯

যেরূপে আমি পুত্রের আশায় বঞ্চিত হইয়া পরিতাপ করিতেছি, সেইরূপ দেবযোষিদ্গণও পুত্রাশায় বঞ্চিত হইয়া পরিতাপ করিবে। ৮০

গিরিসুতা এইরূপ ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় হইয়া দেবগণকে শাপ দিলেন; সেই পর্য্যন্ত ত্রিদশভবনে অদ্যাবধিও দেবগণের পুত্র উৎপন্ন হইতেছে না। ৮১-৮২

অগ্নি, কালক্রমে গঙ্গার উদরে হর-সম্বন্ধীয় সুবর্ণসন্নিভ রেতঃ সংক্রান্ত করিলেন। ৮৩

দেবী গঙ্গা সেই রেত দ্বারা সম্পূর্ণ কালে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মনোহর পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। ৮৪

সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটীর নাম স্কন্দ, অপরটীর নাম বিশাখ। তাঁহারা তেজঃ-সম্ভূত কান্তিবর্দ্ধিত হইয়া মনোহর রূপশালী হইলেন এবং উভয়েই শক্তি-ধর হইলেন। ৮৫

তৎপরে বিশাখ ও স্কন্দের উভয় দেহ, একভাবে পরিণত হইল, যেমন জগতে অন্য শিশু হয়। সেই শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া গঙ্গা, বিস্মিতচিত্তে হঠাৎ শরবণমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ৮৬-৮৭

বিসৃজ্য গর্ভং তং গঙ্গা বহুলায়ৈ স্বয়ং তদা।
গর্ভবৃত্তান্তমাচখ্যৌ জাতঞ্চ ব্যসৃজদ্‌যথা॥ ৮৮
তচ্ছ্রুত্বা বহুলা জ্ঞাত্বা মহাদেবতনূদ্ভবম্।
পরিগৃহ্য সুতং তত্র পালয়ামাস কৃত্তিকা॥ ৮৯
উমায়াঃ শঙ্করস্যাপি বিজ্ঞাপ্যানুমতে তয়োঃ।
ততো নীত্বা দদৌ দেব্যৈ তং পুত্রমরিমর্দ্দনম্॥ ৯০
সোঽতিবৃদ্ধঃ শক্তিধরো মহাবলপরাক্রমঃ।
বর্দ্ধিতঃ শঙ্করেণাশু দেবসেনাধিপোঽভবৎ॥ ৯১
ততঃ সুরারিং সগণং তারকং লোকতারকম্।
শক্তিহস্তো হরসুতঃ প্রমমাথ মহাবলম্॥ ৯২
এবমগ্নৌ সমুৎসৃষ্টং তেজো ভর্গেণ সঙ্গতম্।
যথা বৃত্তং তথা তেঽদ্য কথিতং নৃপসত্তম॥ ৯৩
সাম্প্রতং প্রস্তুতং শ্রাব্যং মহাকালস্য ভৃঙ্গিণঃ।
বৃত্তান্তং শৃণু রাজেন্দ্র তৌ ভূতৌ মনুজৌ যথা॥ ৯৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৬

গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাদেবী গর্ভের বৃত্তান্ত ও জাত পুত্র পরিত্যাগ—সমস্তই বহুলার নিকট বলিলেন। ৮৮

বহুলা শ্রবণ করত মহাদেবের পুত্র জানিতে পারিয়া অবিলম্বে সেই পুত্র গ্রহণ করত প্রতিপালন করিলেন। ৮৯

তৎপরে উমা ও শঙ্করকে জ্ঞাত করাইয়া তাঁহাদের অনুমতিক্রমে সেই অরিং-মর্দ্দন পুত্রকে দেবীর করে সমর্পণ করিলেন। ৯০

অতিপ্রবৃদ্ধ মহাবলপরাক্রম শক্তিধর শঙ্কর-প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া দেব-সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলেন। ৯১

তাহার পর মহাবল শক্তি-হস্ত হরতনয় সুরারি তারকাসুরকে গণের সহিত অবসাদিত করিলেন। ৯২

হে নৃপোত্তম! এইরূপে ভর্গের তেজ অগ্নিতে পরিত্যক্ত হইয়া যেরূপ হইয়াছিল, তাহা বলিলাম। ৯৩

সম্প্রতি মহাকাল ও ভৃঙ্গীর প্রকৃত বৃত্তান্ত আপনাদের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। অতএব হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা উভয়ে যেরূপে মানবযোনি প্রাপ্ত হইলেন, সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ৯৪

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

হরো যাবজ্জগতার্থে দেববর্গৈঃ প্রসাদিতঃ।
তাবন্মহামৈথুনেন হীনোঽভূদুময়া সহ ॥ ১
বর্ত্ততে রতিমাত্রেণ স্বেচ্ছাং সম্পূরয়ন্ সদা।
তথা মনোরথং দেব্যাঃ সততং পূরয়ন্মৃডঃ ॥ ২
অথৈকদোময়া সার্দ্ধং নিগূঢ়ে রতিমন্দিরে।
নর্ম্মাকল্পান্মহাদেবো মোদযুক্তো রতিপ্রিয়ঃ ॥ ৩
যদা সা নর্ম্মণে যাতা গৌরী স্মরহরান্তিকম্।
তদা ভৃঙ্গিমহাকালৌ দ্বাঃস্থৌ দ্বারি প্রতিষ্ঠিতৌ ॥ ৪
নর্ম্মাবসানে সা দেবী মুক্তধম্মিল্লবন্ধনা।
স্রস্তনীবীং গলদ্গাত্রাদ্বস্ত্রমালম্ব্য পাণিনা ॥ ৫
ব্যস্তহারা গন্ধপুষ্পৈরাকুলৈর্নাতিশোভনা।
বিলুপ্তকুঙ্কুমা দষ্টদশনচ্ছদবিভ্রমা ॥ ৬
নিঃসৃতা রতিসংকেলি-নিলয়াজ্জলজাননা।
ঈষদাঘূর্ণনয়না নিচিতা স্বেদবিন্দুভিঃ ॥ ৭
তাং নিঃসরন্তীং সদনাত্তথাভূতামনিন্দিতাম্।
অযোগ্যাং বীক্ষিতুঞ্চান্যৈর্বৃষধ্বজমৃতে পতিম্ ॥ ৮
দদর্শতুর্মহাত্মানৌ নাতিহৃষ্টাত্মমানসৌ।
ভৃঙ্গী চাপি মহাকালঃ প্রাপ্তকালং চুকোপতুঃ ॥ ৯

ভৃঙ্গী ও মহাকালের শাপবিবরণ

ঔর্ব্ব বলিলেন,—জগতের জন্য হরকে দেবকুল, স্তুতিবাক্যে প্রসাদিত করিলে, মহাদেব উমাসহ মহামৈথুন পরিত্যাগ করিলেন। ১

কিন্তু কেবল রতিমাত্র অবলম্বন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন এবং সেইরূপেই দেবীরও মনোরথ পূরণ করিতে লাগিলেন। ২

অনন্তর এক সময়ে মহাদেব উমার সহিত রতিমন্দিরে আমোদযুক্ত হইয়া চাটুবাক্যে সংলাপ করিতেছেন। ৩

যে সময়ে পার্ব্বতী হরসমীপে গমন করেন, সেই সময়ে ভৃঙ্গী ও মহাকাল দ্বাররক্ষক হইয়া দ্বারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৪

কৌতুকাবসান হইলে দেবী বন্ধনমুক্ত কেশপাশে গাত্র হইতে স্খলিত বস্ত্র, হস্ত দ্বারা অবলম্বন করত, বিপর্য্যস্ত হার হইয়া, সুগন্ধ পুষ্পে অঙ্গ শোভাসম্পন্না, অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন করিয়াছেন বলিয়া মনোহারিণী, অধরপল্লব দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিশেষ বিভ্রমযুক্তা—এইরূপ মনোহর ভাবযুক্তা পদ্মাননা উমা, রতিতে আসক্ত মনেই নিজভবন হইতে নিঃসৃত হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় ঈষদ্ঘূর্ণিত এবং স্বেদবিন্দু-নিচিত। ৫-৭

প্রিয় বৃষধ্বজ ভিন্ন অন্যের দর্শনের অযোগ্যা সেই রতি-সময়ের মনোহর অবস্থাপন্না উমা পুর হইতে নির্গত হইতেছেন। ৮

দৃষ্ট্বা তাং মাতরং দীনৌ তথাভূতাবধোমুখৌ।
চিন্তাঞ্চ জগ্মতুস্তীব্রাং নিশশ্বসতুরুত্তমৌ ॥ ১০
ততৌ পশ্যন্তৌ তদা দেবী দদর্শ হিমবৎসুতা।
স্বকোপঞ্চ তদাপর্ণা বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥ ১১
এবম্ভূতাঞ্চ মাং কস্মাদসম্বন্ধাবগন্ততাম্।
ভবন্তৌ তনয়ৌ দৃষ্টৌ হ্রীমর্য্যাদাবিবর্জ্জিতৌ ॥ ১২
যস্মাদিমামমর্য্যাদাং ভবন্তৌ নিরপত্রপৌ।
অকুর্ব্বতাং ততো ভূয়াস্তবতোর্জন্ম মানুষে ॥ ১৩
মানুষীং যোনিমাসাদ্য মদবেক্ষণদোষতঃ।
ভবিষ্যতো ভবন্তৌ তু শাখামৃগমুখৌ ভুবি ॥ ১৪
ইতি তাবুভয়া শপ্তৌ হরপুত্রৌ মহামতী।
ভৃঙ্গী চৈব মহাকালঃ যযাতুরন্তিকং তদা ॥ ১৫
ততৌ প্রাপ্তদুঃখৌ তু তদা দুর্ম্মনস্কৌ হরাত্মজৌ।
শাপং তস্যা ন সেহাতে প্রোচতুশ্চেদমদ্রিজাম্ ॥ ১৬
অনাগসৌ সর্ব্বদাবাং ভবত্যা হিমবৎসুতে।
কথং শপ্তৌ ত্বয়া মাতর্হঠাদেবং প্রকোপয়া ॥ ১৭
নিয়োজিতৌ যথা দ্বারি মহেশেন ত্বয়া সহ।
তথা নিয়োগং কুর্ব্বন্তৌ তিষ্ঠাবো দ্বারি সংযতৌ ॥ ১৮

মহাত্মা ভৃঙ্গী ও মহাকাল দর্শন করিল ; সেই সময়ে তাহারা অত্যন্ত কুপিত হইল। ৯

তৎপরে মাতাকে তদ্রূপাবস্থাপন্না দেখিয়া অতি দীনভাবে অধোবদন হইল এবং তাহাদিগের তীব্র চিন্তাবেগ প্রবাহিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইতে লাগিল। ১০

তাহারা সেইরূপ অবস্থাতে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে বলিয়া হিমালয়সুতা অপর্ণা ক্রোধপরবশা হইয়া এইরূপ বাক্য বলিলেন। ১১

অহো! আমার এইরূপ অসম্বন্ধ অবস্থা কিজন্য ইহারা দেখিল।—তোমরা তনয় হইয়াও এইরূপ লজ্জা-মর্য্যাদা-বর্জ্জিত হইয়াছ। ১২

যেহেতু তোমরা এইরূপ নির্লজ্জ হইয়া আমাকে অমর্য্যাদা করিয়াছ, অতএব তোমাদের জন্ম মনুষ্যযোনিতে হইবে। ১৩

মাতৃ-অবেক্ষণদোষে মনুষ্যযোনিতে জন্ম হইয়া বানরমুখসদৃশ তোমাদের মুখকান্তি হইবে। ১৪

এইরূপে মহামতি ভৃঙ্গী ও মহাকাল উভয়েই অভিশাপগ্রস্ত হইয়া মাতৃ-সমীপে গমন করিল। ১৫

হর-তনয়-দ্বয় শাপজনিতদুঃখার্ত্ত হইয়া বিমর্ষচিত্তে তাঁহার শাপবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া গিরিজাকে বলিল। ১৬

হে গিরিজে! আমরা সর্ব্বদা নিরপরাধ, অতএব মাতঃ! হঠাৎ এরূপ কুপিত হইয়া আমাদিগকে অভিশাপ দিলেন কেন? ১৭

আপনার সহিত একত্র হইয়া মহাদেব আমাদিগকে দ্বারে নিয়োগ করিয়াছেন। সেই নিয়োগক্রমে আমরা দ্বারেই সংযতরূপে অবস্থান করিতেছি। ১৮

হঠান্নিঃসরণং গেহাত্তবৈব ন হি যুজ্যতে।
আগচ্ছন্ত্যা ভবত্যা তু দৃষ্টাবাবাং সুসংযতৌ ॥ ১৯
তস্মান্নিরর্থকঃ কোপঃ কো দোষস্তত্র চাবয়োঃ।
তস্মাত্তত্র প্রতীকারং শৃণু মাতরনিন্দিতে ॥ ২০
ত্বং মানুষী ক্ষিতৌ ভূত্বা হরো ভবতু মানুষঃ।
মানুষস্য হরস্যাথ জায়ায়াং হরতেজসা ॥ ২১
ভবত্যাশ্চাপি মানুষ্যা ভবিষ্যাবস্তথোদরে ॥ ২২
যদি সত্যং হরসুতাবাবাং যদি নিরাগসৌ।
তদাবয়োরিদং বাক্যং সত্যমস্তু গিরেঃ সুতে ॥ ২৩
ইত্যন্যোন্যমথো শাপং দত্ত্বা দত্ত্বা সুদারুণম্।
বিবিশুর্নৃপশার্দ্দূল গৌরী হরসুতৌ চ তৌ ॥ ২৪
অথ কালে ব্যতীতে তু সর্ব্বজ্ঞো বৃষভধ্বজঃ।
জ্ঞাত্বাবি কর্ম্ম জাতৈব মানুষে হ্যভবৎ স্বয়ম্ ॥ ২৫
ব্রহ্মণো দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষো ব্রহ্মসুতোঽভবৎ।
অদিতিস্তৎসুতা জাতা ততঃ পূষাহ্বয়োঽভবৎ ॥ ২৬
পূষ্ণঃ পুত্রোঽভবৎ পৌষ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ।
যস্য তুল্যো নৃপো ভূমৌ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৭
স পুত্রহীনো রাজাভূৎ পৌষ্যো নৃপতিসত্তমঃ।
শেষে বয়সি সম্প্রাপ্তে ভার্য্যাভিস্তিসৃভিঃ সহ।
পৌষ্যঃ পরময়া ভক্ত্যা ব্রহ্মাণং পর্য্যতোষয়ৎ ॥ ২৮

গৃহ হইতে হঠাৎ নিঃসৃত হওয়া আপনারই অনুচিত হইয়াছে; আপনি আগমন করিয়াই সুন্দর সংযতাবস্থায় আমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছেন। ১৯

আমাদের তাহাতে দোষ কি? অতএব আপনি নিরর্থক ক্রোধ করিয়াছেন, যাহা হউক মাতঃ! তাহার এক প্রতীকার আছে, তাহা শ্রবণ করুন। ২০

আপনি মানুষীরূপে ক্ষিতিতে অবতরণ করুন এবং হর মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হউন; তাহার পর মনুষ্যরূপী হরের তেজে তাঁহার জায়া মনুষ্যরূপিণী আপনার গর্ভে আমরা উভয়ে জন্মগ্রহণ করিব। ২১-২২

হে গিরিসুতে! আমরা যদি নিশ্চয় হরাত্মজ এবং নিরপরাধ হই, তাহা হইলে আমাদের এই বাক্য সত্য হউক। ২৩

হে নৃপশার্দ্দূল! এইরূপ পরস্পরকে পরস্পরে ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান করত ভৃঙ্গী ও মহাকাল প্রস্থান করিলেন। ২৪

অনন্তর কিঞ্চিৎকাল অতীত হইলে সর্ব্বজ্ঞ বৃষধ্বজ ভবিষ্যৎ-কার্য্য জানিতে পারিয়া স্বয়ং মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ২৫

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ব্রহ্মসুত দক্ষ জন্মগ্রহণ করিলেন, তৎপরে তাঁহার কন্যা অদিতি জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৬

তাহার পর পূষা নামক দক্ষসুত উৎপন্ন হইল। পূষার পুত্র পৌষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্ব শাস্ত্র-পারদর্শী হইলেন। ২৭

যাঁহার সমসংখ্য নৃপতি হয় নাই ও হইবেও না; নৃপতিসত্তম পৌষ্যরাজ পুত্রহীন হইলেন; তাহার পর বয়ঃ-পরিণামাবস্থায় পৌষ্য ভার্য্যাত্রয়ের সহিত পরম ভক্তিভাবে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন। ২৮

তস্য প্রসন্নো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
তমুবাচ রাজানং কিমিচ্ছসি বদস্ব মে ॥ ২৯
প্রসন্নোঽস্মি নৃপশ্রেষ্ঠ প্রদাস্যামি যথেপ্সিতম্।
যদিষ্টং তব জায়ানাং তদ্বদিষ্যসি সাম্প্রতম্ ॥ ৩০

পৌষ্য উবাচ—

হিরণ্যগর্ভাপুত্রোঽহং পুত্রার্থী ত্বামুপাস্মহে।
ত্বয়ি প্রসন্নে পুত্রো মে ভূয়াল্লক্ষণসংযুতঃ ॥ ৩১
এতদর্থে সভার্য্যোঽহং ভক্ত্যা ত্বাং সমুপস্থিতঃ।
যথা মে জায়তে পুত্রস্তথা কুরু জগৎপতে ॥ ৩২
পুন্নাম্নো নরকাৎ পুত্রস্ত্রায়তে পিতরং প্রভুম্।
অতস্তস্মাত্ত্বমং ব্রহ্মংস্তং নাশয়িতুমর্হসি ॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু পৌষ্য যথা ভাবী পুত্রস্তব কুলোদ্বহঃ।
তদহং তে বদাম্যদ্য ভার্য্যাভিস্তৎ সমাচর ॥ ৩৪
ইদং ফলং গৃহাণ ত্বং ময়া দত্তং নৃপোত্তম।
অজীর্ণং বহুলে কালে প্রাপ্তেঽপি সুরসং সদা ॥ ৩৫
ফলমেতৎ সমাদায় যাবৎ সংবৎসরদ্বয়ম্।
আরাধয় মহাদেবং স প্রসন্নো ভবিষ্যতি ॥ ৩৬
যথা সম্ভাষতে ভর্গঃ ফলমেতৎ তথা ভবান্।
করিষ্যতি ফলং রাজন্ ভার্য্যাভিস্ত্রিসৃভিঃ সহ ॥ ৩৭

লোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি কি অভিলাষ করিতেছেন আমাকে বলুন, আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব সেই অভিলষিত বস্তু আপনাকে প্রদান করিব। সম্প্রতি আপনার জায়াগণের যাহা অভিলষিত, তাহা আমাকে বলুন। ২৯-৩০

পৌষ্য বলিলেন, হে হিরণ্যগর্ভ! আমি অপুত্র, পুত্রার্থী হইয়া আপনাকে উপাসনা করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইলে, সর্ব্ব-সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হইবে। ৩১

ইহার নিমিত্ত ভার্য্যার সহিত ভক্তিপূর্ব্বক আপনার আরাধনায় রত আছি। হে জগৎপতে! যাহাতে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাই করুন। ৩২

পুত্র—পিতা ও মাতাকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে, অতএব ব্রহ্মন্! সেই ঘোর নরকভয় নিবারণ করুন। ৩৩

ব্রহ্মা বলিলেন, হে পৌষ্য! আপনার কুলোদ্ভব-পুত্র ভবিষ্যতে হইবে, তজ্জন্য আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনার ভার্য্যাগণসহ তাহা আচরণ করুন। ৩৪

হে নৃপোত্তম! আমি এই ফল আপনাকে প্রদান করিতেছি—গ্রহণ করুন। সুবর্ণের বহুকালেও জীর্ণের অযোগ্য এই রসযুক্ত ফল গ্রহণ করত বৎসরদ্বয় পর্য্যন্ত মহাদেবকে আরাধনা করুন। তিনি প্রসন্ন হইবেন। ৩৫-৩৬

তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া যাহা বলিবেন, আপনিও তাহা করিবেন এবং হে

ততস্তে লক্ষণোপেতস্তনয়ঃ কুলবর্দ্ধনঃ।
ভবিষ্যতি স্বয়ং শাস্তা চক্রবর্ত্তী বসুন্ধরাম্ ॥ ৩৮
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ ব্রহ্মা রাজাপি সহ ভীরুভিঃ।
হরং বর্ষং সমারেভে ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৩৯
নিরাশীঃ সংযতাহারঃ কদাচিৎ ফলভোজনঃ।
দৃষদ্বতীনদীতীরে ফলং সংস্থাপ্য চাগ্রতঃ ॥ ৪০
পুষ্পার্ঘদীপধূপৈশ্চ বৃষধ্বজমতর্পয়ৎ ॥ ৪১
স তু বর্ষদ্বয়েঽতীতে মহাদেবো জগৎপতিঃ।
পৌষ্যস্য নৃপতেঃ সম্যক্ প্রসসাদার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪২
প্রসন্নঃ প্রাহ নৃপতিং মহাদেবো হসন্নিব।
উপাসসে কিমর্থং মাং তন্মে বদ দদানি তে ॥ ৪৩

পৌষ্য উবাচ—

অপুত্রোঽহং পুত্রকামস্তস্মাত্ত্বাং বৃষধ্বজ।
যথাহং পুত্রবান্ বৈ স্যাং বৃষধ্বজ তথা কুরু ॥ ৪৪
ইতি স স্বপদত্রাজা ভার্য্যাভিঃ সহ হর্ষিতঃ।
প্রণম্য স্তুতিপূর্ব্বেণ ভক্তিনম্রাত্মমানসঃ ॥ ৪৫
ততঃ পুত্রার্থিনং ভূপং প্রসন্নো বৃষভধ্বজঃ।
ব্রহ্মদত্তফলং হস্তে কৃত্বেদং তমুবাচ হ ॥ ৪৬

ঈশ্বর উবাচ—

ইদং ফলং ব্রহ্মদত্তং বিভজ্য নৃপতে ত্রিধা।
ভোজয়েথাঃ স্বজায়াস্তং প্রহৃষ্টঃ সুস্থমানসঃ ॥ ৪৭

রাজন্! ভার্য্যাত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া ভর্গের উপদেশমতে অনুষ্ঠান করিবেন। ৩৭

তাহা হইলেই লক্ষণসম্পন্ন কুলবর্দ্ধন আপনার যে তনয় উৎপন্ন হইবে, সে চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত হইবে। ৩৮

ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন; রাজাও সস্ত্রীক পরম ভক্তির সহিত হরের আরাধনায় রত হইলেন। ৩৯

নিরাহারে সংযতাহারে এবং কোন সময়ে ফলভোজন করত দৃষদ্বতী-নদী-তীরে সেই ব্রহ্ম-প্রদত্ত ফল অগ্রে সংস্থাপন করিয়া পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ দীপাদি দ্বারা বৃষধ্বজের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন। ৪০-৪১

এইরূপে বর্ষদ্বয় অতীত হইলে, জগৎপতি মহাদেব, পৌষ্যরাজের অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া সহর্ষ-চিত্তে নৃপতিকে বলিলেন, আমাকে কি জন্য উপাসনা করিতেছ বল, আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিব। ৪২-৪৩

পৌষ্য বলিলেন, হে বৃষধ্বজ! আমি পুত্র-হীন, অতএব সেই পুত্র কামনায় আরাধনা করিতেছি, যেরূপে আমি পুত্রবান্ হই, তাহাই করুন। ৪৪

রাজা ভার্য্যাগণের সহিত ভক্তি-প্রবণচিত্তে স্তুতিবাক্যে এই কথা বলিলেন। তাহার পর বৃষভধ্বজ, প্রসন্নচিত্তে ব্রহ্মদত্ত ফল হস্তে করিয়া পুত্রার্থী রাজাকে এই কথা বলিলেন। ৪৫-৪৬

ততঃ প্রবৃত্তে ভবত এতাসু ঋতুসঙ্গমে ।
আধাস্যন্তি তু গর্ভাংস্তু ভার্য্যাস্তে যুগপন্নৃপ ॥ ৪৮
কালপ্রাপ্তে চ যুগপৎ প্রসবো যোষিতাং তব ।
ভবিষ্যতি নৃপশ্রেষ্ঠ তত্রৈবং ত্বং করিষ্যসি ॥ ৪৯
একাস্যা জঠরে শীর্ষভাগস্তে সম্ভবিষ্যতি ।
অপরস্যাস্তদা কুক্ষের্মধ্যভাগো ভবিষ্যতি ॥ ৫০
অন্যো নাভ্যাস্তু যো ভাগঃ সোঽপরস্যাং ভবিষ্যতি ।
তচ্চ খণ্ডত্রয়ং ভূপ যথাস্থানং পৃথক্ পৃথক্ ।
যোজয়িষ্যসি পশ্চাত্তে পুত্র একো ভবিষ্যতি ॥ ৫১
তস্য শীর্ষে চন্দ্ররেখা সহজা সম্ভবিষ্যতি ।
তেনৈব নাম্না স খ্যাতিং গমিষ্যতি চ ভূতলে ॥ ৫২
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবস্তাসাং গর্ভান্ স্বয়ং তদা ।
সংস্কর্ত্তুং জাহ্নবীতোয়মাস্ববাসায় বৈ স্বধাং ॥ ৫৩
ততঃ ফলে স্বয়ং দেবঃ প্রবিবেশ বৃষধ্বজঃ ।
তৎক্ষণাত্তৎ ফলং ভূতং ত্রিভাগং স্বয়মেব হি ॥ ৫৪
পৌষ্যস্তৎফলমাদায় মুদিতঃ সহ ভার্য্যয়া ।
প্রযযৌ মন্দিরং হৃষ্টো অনুজ্ঞাপ্য বৃষধ্বজম্ ॥ ৫৫
ততঃ সমুচিতে কালে প্রাপ্তে তাভিস্তু ভক্ষিতম্ ।
তৎফলং নৃপশার্দ্দূল গর্ভাশ্চাপ্যাহিতা শুভাঃ ॥ ৫৬

হে নৃপতে ! এই মদ্দত্ত ফল ত্রিভাগ করত অতি হৃষ্টান্তঃকরণে তোমার পত্নী-ত্রয়কে ভোজন করাও । ৪৭

তাহার পর তোমার সহিত ইহাদের রতি সঙ্গম প্রবৃত্ত হইলে হে নৃপ ! তোমার পত্নীত্রয় এক সময়ে গর্ভবতী হইবে । ৪৮

তাহার পর কালক্রমে তোমার ভার্য্যাগণ এক সময়ে প্রসব করিবে । হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! তাহাতে তুমি এক কার্য্য করিও । ৪৯

তোমার এক স্ত্রীর গর্ভে শিরোভাগ হইবে, অপর এক ভার্য্যার গর্ভে কুক্ষি ও মধ্যভাগ হইবে এবং অবশিষ্ট এক ভার্য্যার জঠরে নাভির অধোভাগ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবে, সেই প্রসূত খণ্ডত্রয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে যথাস্থানে সংযোগ করিতে হইবে । ৫০-৫১

পরে সেই ভাগত্রয় যোগে তোমার এক পুত্র হইবে, তাহার শিরোদেশে স্বভাবতঃ চন্দ্রলেখা হইবে, সেই বালক, সেই নামেই ভূতলে খ্যাত হইবে । ৫২

এই কথা বলিয়া, মহাদেব স্বয়ং নিজের নিবাসযোগ্য তাহাদের গর্ভসংস্কার করিবার নিমিত্ত তাহা স্বশিরস্থ জাহ্নবীজলে নিহিত করিলেন । ৫৩

তাহার পর সেই ফলে মহাদেব প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করিবামাত্রই ফল স্বয়ং ত্রিভাগ হইল । ৫৪

পৌষ্য সেই ফল গ্রহণ করিয়া ভার্য্যাগণ-সহ হৃষ্টান্তঃকরণে এবং হরের অনুমতিক্রমে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন । ৫৫

হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে পৌষ্য-ভার্য্যাগণ সেই ত্রিভাগ ফল তিনজনে ভক্ষণ করিলেন, তাহাতেই উঁহাদের গর্ভসঞ্চার হইল । ৫৬

সম্পূর্ণে গর্ভকালে তু গর্ভেভ্যঃ সমজায়ত।
খণ্ডত্রয়ং পৃথগ্‌ভাজংস্তথা ভর্গেণ ভাষিতম্ ॥ ৫৭
তচ্চ খণ্ডত্রয়ং পৌষ্যো যথাস্থানং নিযোজ্য চ।
একপিণ্ডং চকারাশু তত্র পুত্রো ব্যজায়ত ॥ ৫৮
তস্য শীর্ষে তদা রাজন্ সহজেন্দুকলা শুভা।
বিররাজ যথা খস্থা শরৎকালে কলা বিধোঃ ॥ ৫৯
তং সর্ব্বলক্ষণোপেতং পীনোরস্কং সুনাসিকম্।
সিংহগ্রীবং বিশালাক্ষং দীর্ঘায়তভুজং তদা ॥ ৬০
দৃষ্ট্বা পৌষ্যোঽথ ভার্য্যাভিস্তিসৃভিঃ সহ সম্মদম্।
লেভে দরিদ্রঃ সংকোষং প্রাপ্যেব বিপুলং ততঃ ॥ ৬১
তস্য নামাকরোদ্রাজা ব্রাহ্মণৈঃ স্বৈঃ পুরোহিতৈঃ।
চন্দ্রশেখর ইত্যেব কান্ত্যা চন্দ্রমসঃ সমঃ ॥ ৬২
ববৃধে স মহাভাগঃ প্রত্যহং চন্দ্রবৎ সুতঃ।
কলাভিরিব তেজস্বী শরদীব নিশাকরঃ ॥ ৬৩
এবং তিসৃণামম্বানাং গর্ভে জাতো যতো হরঃ।
অতস্ত্র্যম্বকনামাভূৎ প্রথিতো লোকবেদয়োঃ ॥ ৬৪
স রাজপুত্রঃ কৌমারীমবস্থাং প্রাপয়ংস্তদা।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বিষ্ণোস্তুল্যো বভূব হ ॥ ৬৫
বলে বীর্য্যে প্রহরণে শাস্ত্রে শীলে চ তৎসমঃ।
নান্যোঽভূৎ নৃপশার্দ্দূল নো বা ভূমৌ ভবিষ্যতি ॥ ৬৬

গর্ভকাল সম্পূর্ণ হইলে খণ্ডত্রয় প্রসব হইল; শিবের সেই বাক্যানুসারে পৌষ্য রাজা খণ্ডত্রয় পৃথক্‌রূপে যথাস্থানে যোগ করিয়া এক পিণ্ড করিলেন, তাহাতেই একপুত্র উৎপন্ন হইল। ৫৭-৫৮

হে রাজন্! তাহার শিরোভাগে আকাশস্থ শারদীয় চন্দ্রের কলার ন্যায় ইন্দুকলা বিরাজ করিতে লাগিল। ৫৯

অনন্তর পৌষ্য, ভার্য্যাত্রয়ের সহিত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, বিস্তারিত-বক্ষঃস্থল, সুন্দর-নাসিকাযুক্ত, সিংহের ন্যায় গ্রীবা, বিশাল-নেত্র, দীর্ঘভুজ সেই পুত্রকে দেখিয়া, বিপুল ধনাগারপ্রাপ্ত দরিদ্রের ন্যায়, অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। ৬০-৬১

তাহার পর রাজা ব্রাহ্মণবর্গ ও স্বীয় পুরোহিতের দ্বারা সংস্কারপূর্ব্বক তাঁহার 'চন্দ্রশেখর' এই নাম রাখিলেন; পুত্রও স্বয়ং চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর লাবণ্যময় হইলেন। ৬২

সেই মহাভাগ বাল্যরূপ-সম্পন্ন হইয়া তেজস্বিভাবে যেরূপ শারদীয় নিশাকর, কলাসমূহ দ্বারা নিরন্তর বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ৬৩

এইরূপে মাতৃত্রয়ের গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছে বলিয়া জগতে এবং বেদে হরের ত্র্যম্বক নাম খ্যাত হইল। ৬৪

রাজপুত্র কৌমারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থপারদর্শী বিষ্ণুতুল্য তত্ত্বজ্ঞ হইলেন। ৬৫

তিনি বল, বীর্য্য, শাস্ত্রপারদর্শিতা ও সুশীলতাতেও বিষ্ণুসম হইলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তাঁহার সমান সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তি জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না। ৬৬

অভিষিচ্যাথ তং রাজ্যে কুমারং বলবত্তরম্ ।
দশপঞ্চৈকবর্ষীয়ং সর্ব্বরাজগুণৈর্যুতম্ ॥ ৬৭
ভিসৃভিঃ সহভার্য্যাভি র্বনং পৌষ্যো বিবেশ হ ।
বৃদ্ধোচিতক্রিয়াং কর্ত্তুং রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৬৮
গতে পিতরি রাজা স বনবাসং মহাবলঃ ।
সর্ব্বাং ক্ষিতিং বশে চক্রে সামাত্যশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৯
সার্ব্বভৌমো নৃপো ভূত্বা রাজভিঃ পরিসেবিতঃ ।
অমরৈরিব দেবেন্দ্রো বিজহার প্রিয়া যুতঃ ॥ ৭০
এবং পৌষ্যসুতো ভূত্বা ত্র্যম্বকঃ পুণ্যনির্বৃতঃ ।
ব্রহ্মাবর্ত্তাহ্বয়ে রম্যে করবীরাহ্বয়ে পুরে ।
দৃষদ্বতীনদীতীরে রাজা ভূত্বা মুমোদ হ ॥ ৭১
অথৈকদা স পিতরং বনবাসগতং স্বয়ম্ ।
মাতৃংশ্চাপি নৃপশ্রেষ্ঠ দ্রষ্টুকামোঽভবন্নৃপঃ ॥ ৭২
স একস্যন্দনেনৈব একাকী চন্দ্রশেখরঃ ।
বিশ্রুতং ধনুরাদায় সমার্গণগণং তদা ॥ ৭৩
তপোবনং পুণ্যময়ং বিষয়ান্তে ব্যবস্থিতম্ ।
আসসাদ দিদৃক্ষুঃ স তাতং বৃদ্ধং সমাতৃকম্ ॥ ৭৪
স গচ্ছন্ পিতুরভ্যাসং নৃপতিং চন্দ্রশেখরঃ ।
দদর্শ নমুচং নাম তপস্যন্তং মহামুনিম্ ॥ ৭৫
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েণ সংবীতং সূর্য্যসন্নিভম্ ।
উর্দ্ধগাভির্জটাভিশ্চ সংযুতং ধ্যানিনং কৃশম্ ॥ ৭৬

তৎপরে পৌষ্য রাজা, বলশালী সমস্ত রাজগুণসম্পন্ন ষোড়শবর্ষীয় পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । ৬৭

পরম ধার্ম্মিক সেই রাজা, বৃদ্ধ-কালোচিত কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত ভার্য্যাগণ সহ বনে গমন করিলেন । ৬৮

পিতার বন গমনের পর চন্দ্রশেখর, অমাত্যগণের সহিত সমস্ত রাজ্য স্বীয় আয়ত্তাধীন করিলেন । ৬৯

সার্ব্বভৌম নৃপতিরূপে রাজবর্গের পূজিত হইলেন এবং অমরগণসেবিত দেবেন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন । ৭০

পুণ্যশীল ত্র্যম্বক এইরূপে পৌষ্য-সুত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তের মধ্যে দৃষদ্বতীনদী-তীরে করবীরনামক পুরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন ।৭১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর একদা রাজার, বনবাসগত মাতা-পিতার দর্শনের নিমিত্ত অভিলাষ হইল । চন্দ্রশেখর একাকী এক-রথারূঢ় হইয়া, বাণ-সংযোজিত শরাসন গ্রহণ করিলেন । ৭২-৭৩

বৃদ্ধ পিতা-মাতার দর্শনাভিলাষে বিষয় বাসনার অবসানে ব্যবস্থিত পুণ্যময় তপোবনে গমন করিলেন । ৭৪

নৃপতি চন্দ্রশেখর, পিতার সমীপে গমন করিয়া তপস্যারত নমুচ নামক মহামুনিকে দর্শন করিলেন । ৭৫

তাঁহার কলেবর, কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় দ্বারা সংবীত, সূর্য্যসদৃশ-প্রভাশীল উর্দ্ধগামী-জটাভারযুক্ত ; তিনি কৃশ ও ধ্যান-নিরত । ৭৬

তপসা দ্যোতিততনুং নিশ্চলং কুশমাসনম্ ।
তং দৃষ্ট্বা নৃবরো বীরো রথোপস্থাসবাতরৎ ॥ ৭৭
উপতস্থে চ বিপ্রেন্দ্রং বিনয়ানতকন্ধরঃ ।
প্রণমায় মুনিং তত্র বাক্যমেতদুদীরয়ন্ ॥ ৭৮
পৌষ্যস্য তনয়ো ব্রহ্মন্ নাম্নাহং চন্দ্রশেখরঃ ।
প্রণমামি মহাভক্ত্যা ভবন্তং মুনিসত্তমম্ ॥ ৭৯
ইত্যুক্ত্বা প্রাঞ্জলিস্তস্থৌ মুনেস্তস্যাগ্রতো নৃপঃ ।
নিরূচন্ মুখং বীক্ষ্য ভক্তিনম্রাত্মমানসঃ ॥ ৮০
পূর্ব্বমেব যদা রাজা প্রাবিশত্তপসে বনম্ ।
তদৈব সহভার্য্যাভিস্তং মুনিং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৮১
চিরমারাধ্য নমুচং পৌষ্যঃ পরমপণ্ডিতঃ ।
প্রসাদয়ামাস মুনিং পুত্রার্থে সুনৃতাক্ষরৈঃ ॥ ৮২
বিষয়াত্তে তপঃ কুর্ব্বন্ মুনিশ্রেষ্ঠেহ তিষ্ঠসি ।
একন্ত প্রার্থয়ে ত্বত্তো যদি মাং দয়সে মুনে ॥ ৮৩
শিশুর্মে তনয়ো রাজা চন্দ্রশেখরসংজ্ঞকঃ ।
সহজেন্দুকলাযুক্তো বালভাবাচ্চ চঞ্চলঃ ॥ ৮৪
স চেত্ত্বত্তমাসাদ্য কদাচিদপরাধ্যতি ।
তদা ক্ষমিষ্যসি মুনে মমৈতৎ প্রার্থিতং ত্বয়ি ॥ ৮৫
পৌষ্যস্য বচনং শ্রুত্বা মুনিস্তাঙ্গীচকার হ ।
দৃষ্ট্বা তত্তনয়ং বিপ্রঃ পৌষ্যবাক্যমথাস্মরৎ ॥ ৮৬

তাঁহার শরীর তপঃপ্রভাবে অত্যন্ত প্রদীপ্ত এবং নিশ্চল। তিনি কুশময় আসনে উপবিষ্ট ; রাজা রথ হইতে সেই মুনিকে দর্শন করিলেন। ৭৭

আদরের সহিত বিনয়াবনত মস্তকে মুনিকে কিঞ্চিৎ স্তুতিবাক্য বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন। ৭৮

হে ব্রহ্মন্! আমি পৌষ্যের পুত্র, আমার নাম—চন্দ্রশেখর ; আমি ভক্তি-পূর্ব্বক আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ৭৯

এই কথা বলিয়া নৃপতি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মুনির মুখ দর্শন করত ভক্তি-নম্র-মস্তকে তাঁহার অগ্রস্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৮০

পরম পণ্ডিত পৌষ্যরাজ, তপস্যার জন্য যে সময়ে তপোবনে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে ভার্য্যাগণসহ মুনিকে পূজা করেন। তাঁহাকে অনেক সময় আরাধনা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। ৮১-৮২

তিনি বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি বিষয়-ভোগান্তে তপস্যা করত এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন ; আমি একটী প্রার্থনা করি, যদি আমার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে দান করুন। ৮৩

হে মুনে! আমার পুত্র চন্দ্রশেখর রাজা হইয়াছে ; সে শিশু—স্বাভাবিক ইন্দুকলাযুক্ত এবং বালভাববশতঃ চঞ্চল। ৮৪

অতএব যদি সে আপনার সমক্ষে কোন দিন অপরাধ করে, তবে আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। ৮৫

পৌষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি তাহাই স্বীকার করিলেন। রাজ-তনয়কে দেখিয়া মুনি পৌষ্যবাক্য স্মরণ করিলেন। ৮৬

স্থিতাগ্রতঃ স্থিতং নম্রং সুচিরং চন্দ্রশেখরম্।
ইদং প্রোবাচ স মুনি র্দয়াবান্নম্রুচাহ্বয়ঃ॥ ৮৭
বিনয়েনাস্য তুষ্টোঽস্মি ভবতঃ চন্দ্রশেখর।
বরং বরয় দাস্যামি বাঞ্ছিতং মে মহত্তরম্॥ ৮৮
তস্য শ্রুত্বা ততো বাক্যং নৃপতিশ্চন্দ্রশেখরঃ।
পুনঃ প্রণম্য নম্রুচ-মিদমাহাতিসূনৃতম্॥ ৮৯
কায়েন মনসা বাচা যদভ্যর্থং দ্বিজোত্তম।
তৎ সর্ব্বং বিষয়ে মেঽস্তি তাদৃশা যস্য দক্ষিণাঃ॥ ৯০
মনোগতং মে দুষ্প্রাপং বাঞ্ছনীয়ং ন বিদ্যতে।
তদেব বরণীয়ং মে যদ্দদাতি স্বয়ং ভবান্॥ ৯১

নম্রুচ উবাচ—

ত্বং সপ্তদশবর্ষাণাং প্রাপ্তে সংবৎসরে পরে।
ভবিষ্যসি নৃপশ্রেষ্ঠ বররামাপতিঃ স্বয়ম্॥ ৯২
যথা গিরিসুতা শম্ভোর্যথা লক্ষ্মীর্গদাভৃতঃ।
যথা সুরেশস্য শচী তথা তেঽপি ভবিষ্যতি॥ ৯৩
ইত্যুক্ত্বা স মুনিস্তূর্ণং নম্রুচস্তপসাং নিধিঃ।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা স চাপি মুদিতো যযৌ॥ ৯৪
স গত্বা পিতরং প্রাপ্য মাতৃশ্চ চন্দ্রশেখরঃ।
অপূজয়দ্ যথার্হস্তু তৈরপ্যাশ্বাসিতঃ সুতঃ॥ ৯৫
অথাগতো নৃপঃ স্বীয়াং করবীরপুরীং প্রতি।
মুদিতঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধং রেমে দেবেন্দ্রসন্নিভঃ॥ ৯৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৭

অনন্তর দয়াশীল মুনি নম্রভাবে অগ্রস্থিত চন্দ্রশেখরকে এই কথা বলিলেন;—হে চন্দ্রশেখর। তোমার বিনয়ে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি দান করিব। ৮৭-৮৮

রাজা চন্দ্রশেখর, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া নম্রুচ মুনিকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৮৯

হে দ্বিজসত্তম। শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা যাহা প্রার্থনা করিব, সে সমস্তই আমার বিষয়ে আছে এবং সমস্তই আমার অনুকূল। ৯০

আমার দুষ্প্রাপ্য মনোগত বিষয় বিদ্যমান দেখিতে পাই না; অতএব আপনি যাহা স্বয়ং দান করিবেন, সেইটীই আমার পক্ষে বরণীয়। ৯১

নম্রুচ বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! বর্ত্তমান সময়ে তুমি সপ্তদশবর্ষীয়; আর এক বৎসর অতীত হইলে উৎকৃষ্টা স্ত্রীর পতি হইয়া অত্যন্ত সুখী হইবে। ৯২

যেরূপ শম্ভুর গিরিসুতা, গদাধরের লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শচী; তোমার পত্নী সেই-রূপ হইবে। এই কথা বলিয়া তপোনিধি নম্রুচ রাজাকে বিদায় করিলেন, রাজাও হৃষ্টান্তঃকরণে গমন করিলেন। ৯৩-৯৪

চন্দ্রশেখর, পিতা মাতার নিকট গমন করিয়া যথাযোগ্য তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। ৯৫

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

অবতীর্ণে মহাদেবে পৌষ্যজায়াসুখেচ্ছয়া।
মানুষেণ প্রমাণেন গতে সংবৎসরত্রয়ে ॥ ১
গিরিজাপি ককুৎস্থস্য রাজ্ঞো ভার্য্যাব্যজায়ত।
মেনকায়াং যথা পূর্ব্বং স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরী ॥ ২
অথার্য্যাবর্ত্তবিষয়ে ব্রহ্মণ্যঃ সুরসত্তমঃ।
ইক্ষ্বাকুবংশজো রাজা ককুৎস্থো নাম ধার্ম্মিকঃ ॥ ৩
ভোগবত্যাহ্বয়ায়াং তু পুর্য্যাং রিপুনিষূদনঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নো ভূপালগুণসংযুতঃ ॥ ৪
তস্য ভার্য্যা মহাভাগা ভর্গদেবস্য পুত্রিকা।
সা মনোন্মথিনী নাম্না পূজিতা পাণ্ডবল্লভা ॥ ৫
তস্যাঃ পুত্রশতং যজ্ঞে দেবগর্ভাভমদ্ভুতম্।
বলবীর্য্যসমাযুক্তং ককুৎস্থনৃপসত্তমাৎ ॥ ৬
পুত্রী ন বিদ্যতে তস্যান্তদর্থং সা গৃহান্তরে।
নিভৃতং স্থণ্ডিলং কৃত্বা চণ্ডিকাং সমপূজয়ৎ ॥ ৭

অনন্তর রাজা চন্দ্রশেখর স্বীয় করবীরপুরে গমন করিয়া সচিবগণের সহিত আনন্দিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৯৬

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

চন্দ্রশেখরের বিবাহ

ঔর্ব্ব বলিলেন, মহাদেব পৌষ্যজায়াতে ইচ্ছাবশতঃ অবতীর্ণ হইলে এবং মনুষ্য-পরিমাণে দুই বৎসর অতীত হইলে, গিরিজা যেরূপ পূর্ব্বে মেনকার জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ককুৎস্থ রাজার ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ১-২

আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত ভোগবতী নামে নগরীতে ব্রহ্মণ্যানুষ্ঠান-রত মহাঃ বীর্য্যশালী ককুৎস্থ নামে অতি ধার্ম্মিক অত্যন্ত রিপুনিষূদনকারী, সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন, সমস্ত রাজগুণ-যুক্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন। ৩-৪

মহাভাগ্যশালিনী ভর্গদেবের তনয়া মনোন্মথিনী নামে তাঁহার প্রেয়সী ভার্য্যা ছিলেন। ৫

ককুৎস্থ নৃপতি হইতে তাঁহার দেবগণের ন্যায় অদ্ভুত বলবীর্য্যযুক্ত এক শত পুত্র জন্মিল; একটীও কন্যা প্রসূতা হইল না। ৬

সেইজন্য ককুৎস্থ-পত্নী গৃহান্তরে নিভৃত স্থানে চণ্ডিকাকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭

পূজ্যমানা মহাদেবী চণ্ডিকা রাজভার্যয়া।
প্রসন্না সা ত্রিভির্বর্ষৈস্তাং স্বপ্নে চাব্রবীদিদম্‌ ॥ ৮
যোষিল্লক্ষণসম্পন্না সার্ব্বভৌমস্য ভামিনী।
নক্ষত্রমালয়া যুক্তা পুত্রী তব ভবিষ্যতি ॥ ৯
সাপি স্বপ্নে বরং প্রাপ্য মুদিতাভূন্নৃপাঙ্গনা।
পার্ব্বত্যপি স্বয়ং তস্যা গর্ভে কালে বিবেশ হ ॥ ১০
সা মনোন্মথিনী দেবী প্রবৃত্তে ভানুসঙ্গমে[১]।
গর্ভং দধৌ মহাসত্ত্বং চন্দ্রিকেবামৃতোৎকরম্‌ ॥ ১১
সম্পূর্ণে তু ততঃ কালে প্রাপ্তে নক্ষত্রমালিনীম্‌।
সা মনোন্মথিনী দেবী সুষুবে তনয়াং শুভাম্‌ ॥ ১২
তাং দৃষ্ট্বা হারসংযুক্তাং শরজ্জ্যোৎস্নোপমাং শুভাম্‌।
ককুৎস্থো ভার্য্যয়া সার্দ্ধমত্যর্থমুদিতোঽভবৎ ॥ ১৩
সহজেনাথ হারেণ ভূষিতা তু ককুৎস্থজা।
ববৃধে মন্দিরে তস্য বর্ষাস্বিব সুরাপগা ॥ ১৪
তেনৈব হারচিহ্নেন তস্যাস্তারাবতীতি বৈ।
নামাকরোৎ পিতা কালে যথোক্তে নৃপসত্তম ॥ ১৫
কালক্রমেণ সা বাল্যং ব্যতীতা বরবর্ণিনী।
মঞ্জুলং যৌবনোদ্ভেদং প্রাপ শ্রীরিব মাধবে ॥ ১৬
সা প্রিয়া প্রিয়মস্যেতি শোচেনাথ সতী শুভা।
সুশীলাং শীলচরিতৈঃ স্বরূপেণ চ পার্ব্বতীম্‌ ॥ ১৭

মহাদেবী চণ্ডিকা পূজিত হইয়া তিন বৎসরের পর প্রসন্না হইলেন এবং স্বপ্নে ককুৎস্থপত্নীকে বলিলেন। ৮

স্ত্রীলক্ষণ-সম্পন্না সার্ব্বভৌম রাজার স্ত্রী এবং নক্ষত্রমালাযুক্তা তোমার একটী কন্যা হইবে। ৯

ককুৎস্থ-পত্নী স্বপ্নে বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন; পার্ব্বতীও স্বয়ং কালক্রমে তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। ১০

দেবী মনোন্মথিনী ঋতুসঙ্গম বশতঃ অমৃতসমূহ চন্দ্রিকার ন্যায় মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন গর্ভ ধারণ করিলেন। ১১

তাহার পর, কালপূর্ণ হইলে দেবী মনোন্মথিনী নক্ষত্রমালিনী সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। ১২

শারদীয় চন্দ্রিকার ন্যায় মনোহারিণী এবং হার-সংযুক্তা, সেই নবপ্রসূতা তনয়াকে দেখিয়া ককুৎস্থ, ভার্য্যার সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ১৩

সহজ হারে ভূষিতা ককুৎস্থতনয়া বর্ষাকালীন সুরনদীর ন্যায় ককুৎস্থের ভবনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ১৪

হে নৃপসত্তম। স্বাভাবিক হারচিহ্ন আছে বলিয়া পিতা উপযুক্ত কালে তাঁহার নাম তারাবতী রাখিলেন। ১৫

সেই বরবর্ণিনী কালক্রমে বাল্যভাব অতিক্রম করিয়া, মাধবের লক্ষ্মীর ন্যায় যৌবনের উদ্গমজনিত শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ১৬

১। ঋতুসঙ্গমে—ইতি পাঠান্তরম্‌।

তস্যাস্তু যৌবনোদ্ভেদং দৃষ্ট্বা রাজা সুতৈঃ সহ ।
ককুৎস্থঃ কারয়ামাস সময়েঽথ স্বয়ংবরম্ ॥ ১৮
মাধবে মাসি সম্প্রাপ্তে চন্দ্রবৃদ্ধৌ শুভে দিনে ।
স্বয়ংবরসভাঞ্চক্রে তারাবত্যাঃ পিতা সুতৈঃ ॥ ১৯
বার্ত্তিকাংস্তু বহূন্ রাজা বড়বাভিক্রমেণ বৈ[১] ।
তূর্ণং প্রস্থাপয়ামাস নানাদেশনৃপান্ প্রতি ॥ ২০
তে রাজানস্তদা শ্রুত্বা বার্ত্তাং বৈ বার্ত্তিকাননাৎ ।
তূর্ণমেব সমাজগ্মুস্তারাবত্যাঃ স্বয়ংবরম্ ॥ ২১
তং শ্রুত্বা পৌষ্যতনয়শ্চতুরঙ্গবলৈর্বৃতঃ ।
স্বয়ংবরং জগামাশু দিব্যালঙ্কারসংযুতঃ ॥ ২২
তত্র গত্বা নৃপশ্রেষ্ঠাঃ ককুৎস্থেন বিনির্ম্মিতে ।
স্বয়ংবরসভামধ্যে যথযোগ্যমুপস্থিতাঃ ॥ ২৩
আসীনেষ্বথ ভূপেষু ককুৎস্থতনয়াং স্বকাম্ ।
শুভে মুহূর্ত্তে সম্প্রাপ্তে সভাং নেতুং মনোঽকরোৎ ॥ ২৪
এতস্মিন্নন্তরে রাজ্ঞঃ কুমারী বরবর্ণিনী ।
বৃদ্ধাং ধাত্রীং নিজাং সম্যক্সম্পূর্ণজ্ঞানশালিনীম্ ॥ ২৫
স্বয়ংবরসভাং দ্রষ্টুং প্রাহিণোৎ সদসং প্রতি ।
উবাচ চ তদা ধাত্রীং রাজপুত্রী সুমঙ্গলাম্ ॥ ২৬

তারাবতী, স্বীয় শোভার দ্বারা লক্ষ্মীর অনুকরণ করিলেন এবং শুদ্ধতায় সতীর অনুকরণ করিলেন, শান্তলতায় মৃণালার ও চরিত্রধারা পার্ব্বতীর অনুকরণ করিলেন। ১৭

রাজা ককুৎস্থ, তনয়ার যৌবনোদ্গম দর্শন করিয়া সুতগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার স্বয়ংবর করাইলেন। ১৮

বৈশাখমাসের প্রারম্ভে শুক্লপক্ষে শুভদিনে পিতা সুতগণের সহিত, তারাবতীর স্বয়ংবর সভা করিলেন। ১৯

নানাদেশীয় রাজবর্গের সমীপে স্বয়ংবর-বার্ত্তাবহ বহু দূত অশ্বপৃষ্ঠে শীঘ্র প্রেরণ করিলেন। ২০

রাজবর্গ দূতমুখে স্বয়ংবর-বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া শীঘ্র তারাবতীর স্বয়ংবর স্থলে সমবেত হইলেন। ২১

পৌষ্য-তনয় চন্দ্রশেখর-রাজা তাহা শ্রবণ করত চতুরঙ্গবলের সহিত দিব্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বয়ম্বর-স্থলে গমন করিলেন। ২২

নৃপশ্রেষ্ঠগণ ককুৎস্থ-নির্ম্মিত স্বয়ম্বর-সভা-বেদিকায় উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্যাসনে উপবেশন করিল। ২৩

ককুৎস্থ নিজ তনয়াকে শুভলগ্নে শুভমুহূর্ত্তে সভায় উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ২৪

ইহার মধ্যে বরবর্ণিনী রাজকুমারী, সম্পূর্ণ জ্ঞানশালিনী স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীকে স্বয়ম্বর-সভা দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। ২৫

সেই সময়ে মঙ্গলযুক্তা রাজনন্দিনী ধাত্রীকে বলিলেন, ধাত্রি। তুমি স্বয়ংবর-

---

১। বড়বাভিঃ ক্রমেলকৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

স্বয়ংবরসভাং গত্বা চারুরূপং সুলক্ষণম্।
সুপং নিরূপ্য ভো ধাত্রি সমক্ষং মে নিবেদয় ॥ ২৭
ত্বং মাতর্মম কল্যাণং সৌভাগ্যমপি বাঞ্ছসি।
যথা সৌভাগ্যদঃ স্বামী মম স্যাত্ত্বং তথা কুরু ॥ ২৮
এবং তাং প্রেষয়িত্বাথ ধাত্রীং নৃপতিপুত্রিকা।
সা যশোস্বিনী যত্র প্রারাধয়ত চণ্ডিকাম্।
তত্র প্রায়ান্ মহাভাগা শুভা তারাবতী তদা ॥ ২৯
তত্র গত্বা মহাদেবীং প্রণম্য কালিকাহ্বয়াম্ ॥ ৩০
মানুষেণাথ ভাবেন তাং জ্ঞাত্বাত্মমাত্মনা।
প্রণনাম মহাভক্ত্যা বাক্যঞ্চেতদুবাচ হ ॥ ৩১
প্রণমামি মহামায়াং যোগনিদ্রাং জগন্ময়ীম্।
সা মে প্রসীদতাং গৌরী চণ্ডিকা ভক্তবৎসলা ॥ ৩২
যদি সত্যং জনন্যা মে মদর্থে ত্বং প্রপূজিতা।
তেন সত্যেন সুভগঃ পতির্মম নৃপোত্তমঃ ॥ ৩৩
স্বয়ংবরেঽদ্য ভবতু প্রসীদ হরবল্লভে ॥ ৩৪
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা চণ্ডিকা হরমোহিনী।
মোহয়ন্তী নৃপসুতাং যথাত্মানং ন বেত্তি চ।
তথা প্রাহাদৃশ্যমূর্ত্তিরিদং সা সুনৃতং বচঃ ॥ ৩৫

দেব্যুবাচ—

পৌষ্যস্য তনয়ো যোঽসৌ নাম্নাভূচ্চন্দ্রশেখরঃ।
স মনোহররূপস্তে প্রিয়ঃ স্বামী ভবিষ্যতি ॥ ৩৬

সভাস্থলে গমন করিয়া, মনোহর-রূপ-সম্পন্ন সর্ব্বসুলক্ষণশালী রাজাকে বিশেষ-রূপে নিরূপণ করিয়া আমার নিকটে আসিয়া বল। ২৬–২৭

হে মাতঃ! তুমিই আমার কল্যাণ ও সৌভাগ্য বিশেষ বাঞ্ছা কর। অতএব যাহাতে আমি সৌভাগ্যশালী স্বামী পাইতে পারি, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন কর। ২৮

ধাত্রীকে প্রেরণ করিয়া নৃপতনয়া যশোস্বিনী যেস্থানে চণ্ডীর আরাধনা করিয়াছেন, সেইস্থানে গমন করিলেন। ২৯

মহাভাগ্যশালিনী তারাবতী চণ্ডিকার মন্দিরে গমন করিয়া, দেবী কালি-কাকে প্রণাম করিলেন। ৩০

মনুষ্যভাবে আপনার প্রকৃষ্ট জ্ঞান না থাকাতে মহাভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করত তিনি এই কথা বলিলেন;—মহামায়া জগন্ময়ী যোগনিদ্রাকে আমি প্রণাম করিতেছি, সেই ভক্তবৎসলা চণ্ডিকা আমার প্রতি প্রসন্না হউন। ৩১–৩২

যদি মাতা আমার জন্য সত্য আপনাকে পূজা করিয়া থাকেন, তবে সেই সত্যে অদ্য স্বয়ম্বরে আমার নৃপোত্তম সুভগ পতি হউক। ৩৩

হে হরবল্লভে! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৪

তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হরমোহিনী চণ্ডিকা, যেরূপে আপনাকে না জানিতে পারে, তদ্রূপ নৃপসুতাকে মোহিত করিয়া অদৃশ্যভাবে এই মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৩৫

তস্মিন্দুকলয়া শীর্ষে চিহ্নিতং নৃপসত্তমম্ ।
বরয়স্ব বরারোহে পার্ব্বতীব বৃষধ্বজম্ ॥ ৩৭
ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ পার্ব্বতী নৃপপুত্রিকাম্ ।
সাপি নত্বা তথাভূতাং হর্ষোৎফুল্লবিলোচনা ।
জগাম মঙ্গলগৃহং জনন্যা যত্র বাসিতা ॥ ৩৮
অথাজগাম সা ধাত্রী নিরূপ্য সদৃশং পতিম্ ।
তারাবত্যাস্তদাচষ্ট রহস্যং নৃপসত্তম ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা তামগ্রতো ধাত্রীং প্রহৃষ্টাং নৃপতেঃ সুতা ।
পপ্রচ্ছ নিভৃতং কীদৃক্ কো বা দৃষ্টস্ত্বয়া নৃপঃ ॥ ৪০
সা প্রাহ ধাত্রী বচনাত্তব ভূপা বিলোকিতাঃ ।
চারুরূপাঃ কুলীনাশ্চ শাস্ত্রে শস্ত্রে চ পারগাঃ ॥ ৪১
তেষামহং ন শক্নোমি প্রবক্তুং সুবহূন্ গুণান্ ।
যেষু মে রোচতে তাংস্তু কথয়ামি শুভপ্রদে ॥ ৪২
চারুরূপা ময়া তেষু চত্বারঃ পুরুষাঃ শুভে ।
দৃষ্টাস্তত্রাপি নাসত্যৌ দেবৌ দ্বাবপরৌ নরৌ ॥ ৪৩
দেবয়োঃ কথনে কৃত্যং কিঞ্চিন্নাপি ন বিদ্যতে ॥ ৪৪
যৌ পুনঃ পৃথিবীপালৌ তয়োরেকঃ সদারকঃ ।
নাম্না সর্ব্বাঙ্গকল্যাণোঽথাপরশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৪৫

চন্দ্রশেখর নামে গৌরাঙ্গতনয় মনোহররূপ সম্পন্ন ; সেই তোমার প্রিয় স্বামী হইবে । ৩৬

হে বরারোহে ! শিরঃস্থিত ইন্দুকলাচিহ্নিত সেই নৃপসত্তমকে, যেরূপে পার্ব্বতী বৃষধ্বজকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও বরণ কর । ৩৭

পার্ব্বতী নৃপতনয়াকে এইকথা বলিয়া নীরব হইলেন ; নৃপতনয়াও অদৃশ্য-রূপা চণ্ডিকাকে প্রণাম করত হর্ষোৎফুল্ল লোচনে মাতৃ-নির্দ্দিষ্ট মঙ্গলগৃহে গমন করিলেন । ৩৮

হে নৃপসত্তম ! অনন্তর ধাত্রী তারাবতীর সদৃশ পতি নিরূপণ করত গোপনীয় বিষয় বলিতে আগমন করিল । ৩৯

নৃপসুতা ধাত্রীকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিভৃতস্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ধাত্রি ! তুমি কোন্ নৃপতিকে কিরূপ দেখিলে ? ৪০

সেই ধাত্রী বলিতে লাগিল,—তোমার সদৃশ বরের উপযুক্ত বহু রাজা আমি দেখিয়াছি ; তাঁহারা মনোহররূপসম্পন্ন, কুলীন ও সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী । ৪১

তাঁহাদের গুণ বর্ণনা করিতে আমি সক্ষম হইতেছি না ; সেই রাজবর্গের মধ্যে তাঁহাদিগের সকলকেই আমি ভাল বলি । ৪২

হে শুভপ্রদে ! তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি ;—সেই বহু-রাজার মধ্যে চারিটী পুরুষ আমি দেখিলাম, কিন্তু তাঁহার মধ্যে দুইটী অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অপর দুইটী মনুষ্য । ৪৩

সেই দেবদ্বয়ের কার্য্য বলিবার কোন দরকার নাই । সেই দুইটী ক্ষিতি-পালের মধ্যে সুলক্ষণ-সম্পন্ন একটি সপত্নীক, নাম সর্ব্বাঙ্গকল্যাণ, অপরটীর নাম চন্দ্রশেখর । ৪৪-৪৫

নাসত্যয়োরেতয়োস্ত বিশেষো নাস্তি কশ্চন।
রূপে শরীরসৌভাগ্যে সর্ব্বে চাতিমনোহরাঃ॥ ৪৬
নৃপৌ পুনর্মহাসত্ত্বৌ সিংহস্কন্ধৌ মহাভুজৌ।
আরক্তপাণিনয়নমুখপাদকরোত্তবৌ॥ ৪৭
পীনোরস্কৌ বিশালাক্ষৌ লগ্নভ্রূযুগলাবুভৌ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণৌ দেবাঙ্গকারমণ্ডিতৌ॥ ৪৮
তয়োরপি বয়ঃস্থত্বাৎ প্রশস্তশ্চন্দ্রশেখরঃ।
সুশীলঃ সূনৃতবচাঃ শাস্ত্রে শস্ত্রে চ সম্মতঃ॥ ৪৯
ঈষচ্ছিন্নরোম্না তু নীলেন চারু নির্ম্মলম্।
রাজতে বদনং তস্য লক্ষ্মণেব নিশাকরঃ॥ ৫০
দীপ্তিমত্যাপি কলয়া রাজতে স নিশাপতেঃ।
সহজেন শিরস্থেন সাক্ষাৎ স চন্দ্রশেখরঃ॥ ৫১
স এব তে পতির্যোগ্যশ্চিহ্নেনানেন সুন্দরি।
তং ত্বং বরয় রাজানং তব যোগ্যং শুভোদয়ম্॥ ৫২
ধাত্র্যাশ্চৈবং বচঃ শ্রুত্বা রাজপুত্রী জগাদ তাম্।
মৎপার্শ্বচারিণী ভূত্বা নিদেশয় নৃপোত্তমম্॥ ৫৩
ধাত্রি স্বয়ংবরসভা-প্রবেশসময়ে মম।
তয়োরায়াত্তদা রাজা হত্তোক্তং ভাষমাণয়োঃ॥ ৫৪
সুতাং স্বয়ংবরসভাং নেতুং কালে শুভোদয়ে।
স্বয়ং তদা ককুৎস্থস্তু সুতায়া মঙ্গলালয়ে॥ ৫৫

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত তাঁহাদের বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই। রূপে শরীরলাবণ্যে সকলেই অত্যন্ত মনোহর। ৪৬

তাহার মধ্যে সেই নৃপদ্বয় মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন, সিংহস্কন্ধ ও মহাভুজ-বিশিষ্ট, তাঁহাদের নয়ন, মুখ, হস্ত ও পদ আরক্ত। ৪৭

বক্ষঃস্থল স্থূল, নয়নদ্বয় বিশাল, ভ্রূযুগল পরস্পর-সংযুক্ত; তাঁহারা সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন এবং দেবালঙ্কারে ভূষিত। ৪৮

তাঁহাদের মধ্যে বয়ঃস্থহেতু চন্দ্রশেখরই উপযুক্ত; তিনি সুশীল, সত্যবাদী, শাস্ত্র ও-শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। ৪৯

তাঁহার ঈষদ্‌গত-রোমাবলী-বিরাজিত সুনির্ম্মল মনোহর বদন মৃগলাঞ্ছিত চন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন। ৫০

তিনি শিরঃস্থিত প্রদীপ্ত চন্দ্রকলা দ্বারা সাক্ষাৎ চন্দ্রশেখরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ৫১

হে সুন্দরি। তিনিই তোমার পতিপদে প্রতিষ্ঠার যোগ্য, অতএব শিরঃস্থিত চন্দ্রকলারূপ চিহ্ন দ্বারা লক্ষ্য করত তোমার যোগ্য সেই শুভোদয় রাজাকে তুমি বরণ কর। ৫২

রাজকুমারী, ধাত্রীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, ধাত্রি! সেই স্বয়ম্বর স্থলে গমন করত আমার পার্শ্বচারিণী হইয়া সেই রাজকুমারকে তোমায় দেখাইতে হইবে। ৫৩

এইরূপ ধাত্রী ও রাজকুমারী পরস্পর আলাপ করিতেছেন, এমন সময় রাজা স্বয়ম্বরস্থলে উপস্থিত করিবার জন্য তাহাদের সমীপে গমন করিলেন। ৫৪

আসাদ্য পুত্রীং দয়িতাং যোষিদ্ভিঃ কৃতমঙ্গলাম্ ।
মাল্যং সুগন্ধিপুষ্পাণাং করেণাদায় তৎকরে ।
দত্বা চেদমুবাচাশু প্রাপয়ন্ মঙ্গলালয়াৎ ॥ ৫৬
প্রবিশ্য সমিতৌ মাতুর্মাল্যেনানেন সত্তমম্ ।
যং ত্বমিচ্ছসি রাজানং দ্বিজং বা তং বরিষ্যসি ॥ ৫৭
এবমুক্ত্বা শিবিকয়া বাহ্যেতয়ৈশ্চ পুরুষৈঃ ।
প্রবেশয়ামাস সুতাং ককুৎস্থঃ সমিতিং মুদা ॥ ৫৮
তামাগতাং সভাং দৃষ্ট্বা শক্রাদ্যাস্ত্রিদশাস্তদা ।
অন্যে দিক্পতয়শ্চাপি সভাং তৎক্ষণমাগতাঃ ॥ ৫৯
সাবতীর্য্য তদাবাপ্য যানাত্তারাবতী মুদা ।
ধাত্র্যা চানুগয়া যুক্তা ব্যচরৎ সদসোঽন্তরে ॥ ৬০
সভামধ্যে চিরং সা তু বিহৃত্য বরবর্ণিনী ।
ভাবিতানিয়তের্যোগাচ্চণ্ডিকায়াঃ প্রসাদতঃ ॥ ৬১
তয়োঃ সমত্বাদেকত্বাদ্বয়া ধাত্র্যা বিবোধিতা ।
গতিখেদজঘর্ম্মাম্ভঃ-কণিকানিচিতাননা ॥ ৬২
পতিং পূর্ব্বতরং পুত্রী রাজ্ঞস্তারাবতী সতী ।
স্বয়ং সা পার্ব্বতী দেবী বব্রে চ চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৬৩
বৃতং দৃষ্ট্বা তদা তত্র ব্রাহ্মণাঃ সামগীতিভিঃ ।
তয়োর্বৈবাহিকঞ্চক্রুর্মঙ্গলং যতমানসাঃ ॥ ৬৪
বৈতালিকা গায়কাশ্চ তথা তৌর্য্যত্রিকা নৃপ ।
প্রশংসন্তি স্ম গায়ন্তি বাদয়ন্তি চ কৌতুকাৎ ॥ ৬৫

সমস্ত পুরস্ত্রীগণ, মঙ্গলগৃহে তনয়ার বিবাহোচিত মঙ্গলাচরণ করিলে ককুৎস্থ স্বয়ং তাহার সমীপে গমন করিলেন। ৫৫

গন্ধযুক্ত পুষ্প-মাল্য গ্রহণ করিয়া কন্যার করে অর্পণ করিলেন এবং ক্ষণ-কাল অবস্থান করত বলিলেন। ৫৬

মাতঃ। তুমি স্বয়ম্বরসভার উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠ রাজা, কি ব্রাহ্মণ,—যিনি তোমার অভিলষিত হইবেন, তাঁহাকেই বরণ করিও। ৫৭

এই কথা বলিয়া ককুৎস্থ, রাজতনয়াকে সপ্ত-বৃদ্ধ-পুরুষ-বাহ্য শিবিকাতে আরোহণ করাইয়া সভার উপস্থিত করিলেন। ৫৮

রাজকুমারী সভায় আগমন করিয়াছেন দেখিয়া শক্রাদি দেবগণ ও দিক্-পালগণ সকলেই সেই সময় আগমন করিলেন। ৫৯

তারাবতী, শিবিকা হইতে অবতরণ করত ধাত্রীসহ সভামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৬০

সভামধ্যে কণকাল বিচরণ করিয়া, ভাবি-নিয়তিবশতঃ চণ্ডিকায় প্রসাদে এবং তাঁহাদের সমতা ও একতাহেতু ধাত্রীর নির্দ্দেশক্রমে—গমন-জন্য পরিশ্রম-বশতঃ উদগত ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা বিরাজিতবদনে ককুৎস্থরাজকুমারী তারাবতী স্বয়ং পার্ব্বতীর ন্যায় ভূতপূর্ব্ব পতি চন্দ্রশেখরকে বরণ করিলেন। ৬১-৬৩

বরণ শেষ হইলে ব্রাহ্মণগণ সংযতচিত্তে সাম-গীতি দ্বারা তাঁহাদের বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ৬৪

সর্ব্বে চ ত্রিদশা মোদমবাপুশ্চন্দ্রশেখরে ।
তারাবত্যা বৃতে চাথ ককুৎস্থোঽপ্যতিহর্ষিতঃ ॥ ৬৬
বৃতান্তং বীক্ষ্য যে ভূপাঃ সুবাহুপ্রমুখাঃ পরে ।
রুষ্টাস্তান্ বারয়ামাস সস্মিতো চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৭
ততো যাতেষু দেবেষু ত্রিদিবং প্রতি স্বেচ্ছয়া ।
ভূপেষু চ প্রযাতেষু ককুৎস্থেনার্চ্চিতেষু চ ॥ ৬৮
বৈবাহিকেন বিধিনা স রাজা চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৯
তারাবতীং তদা ভার্য্যাং ককুৎস্থানুমতে পুনঃ ।
সংস্কৃত্য স্থাপয়ামাস দেবেভ্যো বৈদিকৈর্ম্মখৈঃ ॥ ৭০
পাণিগ্রহণসংস্কারান্ কৃত্বা তাং সহচারিণীম্ ।
করবীরপুরায়াশু প্রযযৌ চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৭১
অষ্টাবিংশত্তু সহস্রাণি দাসীনাং প্রদদৌ পুনঃ ।
ককুৎস্থাখ্যো বিটপতয়ে তস্মিন্ বাহকর্ম্মণি ॥ ৭২
গবাং ষষ্টিসহস্রাণি সৌরভীণাং তথৈব চ ।
দুহিত্রে প্রদদৌ দায়ং দাসান্ দাসীঃ প্রমাণতঃ ॥ ৭৩
অপরা যা নিজা পুত্রী ককুৎস্থাখ্যস্য ভূপতেঃ ।
নাম্না চিত্রাঙ্গদা খ্যাতা রূপৈস্তারাবতীসমা ॥ ৭৪
দাসীনামধিপা ভূত্বা স্বয়ং চানুযযৌ তদা ।
তারাবতীং ভূপসুতাং জ্যেষ্ঠাং স্বাং ভগিনীং শুভাম্ ॥ ৭৫
তান্ দাসান্ সমাদায় ককুৎস্থতনয়ো মহান্ ।
জ্যেষ্ঠো বিদ্যাবসুর্নাম গচ্ছন্তং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৭৬

হে নৃপ ! তাহার পর বৈতালিকগণ প্রশংসা করিতে লাগিল, গায়কেরা সুমধুরতানে গান করিতে লাগিল, বাদকগণ একতান বাদ্য করিতে লাগিল । ৬৫

তারাবতী চন্দ্রশেখরকে বরণ করিলে দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, ককুৎস্থও অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন । ৬৬

সুবাহু প্রভৃতি ভূপতিগণ এইরূপ বরণ দর্শনে অত্যন্ত রোষ-পরবশ হইয়া উঠিলে চন্দ্রশেখর তাঁহাদিগকে সহাস্তেই নিবারণ করিলেন । ৬৭

তাহার পর দেবগণ ইচ্ছাবশতঃ ত্রিদশভবনে গমন করিলেন এবং ভূপতিগণ ককুৎস্থের অর্চ্চনা গ্রহণ করত স্বস্থানে গমন করিলেন । ৬৮

চন্দ্রশেখর ককুৎস্থের অনুমতিক্রমে বৈবাহিক বিধি অনুসারে ভার্য্যা তারাবতীকে পুনর্ব্বার সংস্কার করত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিবাহ-সংস্কার দেবতাদিগকে জ্ঞাপন করাইলেন । ৬৯-৭০

চন্দ্রশেখর তারাবতীকে সহচারিণী করিয়া শীঘ্র করবীরপুরে গমন করিবার উদ্‌যোগ করিলেন । ৭১

ককুৎস্থরাজা চন্দ্রশেখরকে বিবাহে অষ্টাবিংশতি সহস্র দাসী এবং ষষ্টি সহস্র সৌরভী গো দান করিলেন । রাজা দুহিতাকে পরিমাণমত দাস দাসী ধন প্রভৃতি দান করিলেন । ৭২-৭৩

ককুৎস্থের চিত্রাঙ্গদা নামে অপর তনয়া, রূপে তারাবতী-তুল্যা । ৭৪

সে স্বয়ং দাসীগণের অধীশ্বরী হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী তারাবতীর সহিত গমন করিল । ৭৫

তারাবত্যা চ সহিতং স্যন্দনেনাশুগামিনা।
যীমাননুযযৌ পশ্চাৎ করবীরপুরং প্রতি॥ ৭৭
তারাবত্যা সমং রাজা পৌষ্যজশ্চন্দ্রশেখরঃ।
করবীরপুরে রম্যে রেমে নৃপতিশেখরঃ॥ ৭৮
ইতি স্বয়ং মহাদেবো মানুষীং যোনিমাশ্রিতঃ।
পার্ব্বতী চ স্বয়ং জাতা নরযোনিমনিন্দিতা॥ ৭৯
যথা ভৃঙ্গী মহাকাল এতযোরভবৎ সুতঃ।
তথা ত্বং শৃণু রাজেন্দ্র কথয়ামি সমস্তবম্॥ ৮০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেঽষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮

বিশ্বাবসু নামে ককুৎস্থরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিবাহে প্রদত্ত ধনসমস্ত গ্রহণ করত শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করিলেন। ৭৬

তিনি তারাবতীসহ স্বীয় নগরাভিমুখে গমনোদ্যত চন্দ্রশেখরের করবীরপুর পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন। ৭৭

নৃপশ্রেষ্ঠ পৌষ্যতনয় চন্দ্রশেখর, রমণীয় করবীরপুরে তারাবতী সহ সুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ৭৮

এইরূপে মহাদেব স্বয়ং মানবযোনি আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং পার্ব্বতীও স্বয়ং এইরূপে মনুষ্য-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭৯

হে রাজেন্দ্র! যেরূপে মহাকাল ও ভৃঙ্গী ইঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৮০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব উবাচ—

অথ কালে ব্যতীতে তু ককুৎস্থতনয়া সতী।
বিধাতুমার্ত্তবং স্নানং যোষিদ্ভিঃ পরিবারিতা। ১
শীতামলজলাং রম্যাং নদীং প্রাপ্তা দৃষদ্বতীম্।
প্রভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশাং কল্মষধ্বংসকোবিদাম্॥ ২
কৃতস্নানামনুত্তীর্ণামর্দ্ধমগ্নাং মহাসতীম্।
দদৃশে স্বর্ণগৌরাঙ্গীং কাপোতো মুনিসত্তমঃ॥ ৩
কাপোতং বপুরাস্থায় প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
বিচচার যতঃ পূর্ব্বং কাপোতস্তেন স স্মৃতঃ॥ ৪
তাং দৃষ্ট্বা হেমগর্ভাভাং চন্দ্রিকাং শারদীমিব।
কাপোতঃ কাময়ামাস কামবাণার্দ্দিতো ভৃশম্॥ ৫
কামাগ্নিপরিতপ্তঃ স ককুৎস্থতনয়াং মুনিঃ।
অভিগম্যাথ কল্যাণীমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৬
কা ত্বং কস্যাসি বনিতা পুত্রী বা কস্য সুন্দরি।
কস্মাৎ সমাগতা বা ত্বমুপাংশু তটিনীজলম্॥ ৭
রূপং তে সৌম্যমাহ্লাদি পূর্ণচন্দ্রনিভং মুখম্।
তিলপুষ্পপ্রতীকাশং নাসিকাযুগলং তব॥ ৮

ঋষি-দর্শন

ঔর্ব বলিলেন, অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ককুৎস্থ-তনয়া, একদা ঋতু-স্নানের নিমিত্ত স্ত্রীগণসহ, শীতল মনোহর জলরাশি-পূরিত, প্রভিন্ন-অঞ্জন-সদৃশ শোভাসম্পন্না বিবিধ পাপরাশি-বিনাশিনী দৃষদ্বতী নামে নদীতে গমন করিলেন। ১-২

তৎপরে স্নানাদি সম্পাদন করিলে কাপোত নাম কোন এক ঋষি, অর্দ্ধো-ত্তীর্ণ অর্দ্ধজল-মগ্নাবস্থায় সেই স্বর্ণ-গৌরাঙ্গী সতী ককুৎস্থাত্মজাকে দর্শন করিলেন। ৩

তিনি প্রাণি-বধের আশঙ্কায় পূর্ব্বে কপোত শরীর ধারণ করত বিচরণ করিতেন, এইজন্য মুনির কাপোত নাম হইয়াছিল। ৪

কাপোত ঋষি, দেবীরূপা এবং শারদীয় চন্দ্রিকার ন্যায় মনোহারিণী তারাবতীকে দর্শন করিবামাত্র, কামার্দ্দিত হইয়া তাঁহার সম্ভোগাভিলাষ করিলেন। ৫

কামপীড়িত ঋষি, কল্যাণী ককুৎস্থ-তনয়ার নিকটে গমন করত এই কথা বলিলেন। ৬

হে সুন্দরি! তুমি কে? কাহার স্ত্রী? এবং কাহারই বা কন্যা? কি জন্যই বা এই নির্জ্জন তটিনীজলে আগমন করিয়াছ? ৭

তোমার রূপ মনোহর এবং আহ্লাদজনক, মুখ পূর্ণ-নিশাকরসদৃশ মনোহর, তোমার তিলপুষ্প-সদৃশ নাসিকা। ৮

বাতকম্পিতনীলাব্জসদৃশে লোচনে তব।
বাহু মনোহরৌ মৃদ্বৌ মৃণালমৃদুলায়তৌ।
ঊরু করিকরপ্রখ্যৌ মধ্যং বেদিবিলগ্নকম্ ॥ ৯
ঈদৃশেন তু রূপেণ ন ত্বং মানুষভামিনী।
দেবী বা দানবী বা ত্বমপ্সরোগুণশালিনী ॥ ১০
অথবা ভাগ্যভোগায় শ্রীস্ত্বং নারীত্বমাগতা।
অপর্ণা বা শচী বা ত্বং তত্ত্বে বদ মনোহরে ॥ ১১

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইতি বাক্যং মুনেঃ শ্রুত্বা জলাদুত্তীর্য্য ভামিনী।
প্রণম্য তং মুনিং নম্রা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১২
অহং তারাবতী নাম্না ককুৎস্থস্য সুতা সতী।
চন্দ্রশেখরভূপস্য ভার্য্যাং জানীহি মাং মুনে ॥ ১৩
নাহং দেবী ন গন্ধর্ব্বী ন যক্ষী ন চ রাক্ষসী।
মানুষ্যহং নৃপসুতা চারিত্রব্রতধারিণী ॥ ১৪

কাপোত উবাচ—

ত্বাং দৃষ্ট্বা মাং স্বয়ং কামঃ সঙ্গতঃ সঙ্গমায় তে।
পীড়িতশ্চাতি তেনাহং ত্বয়া শক্ত্যা সমক্ষয়া ॥ ১৫
স্মরসাগরকল্লোলপতিতং মাং নিরাকুলম্।
মদুরুতরিণা ত্রাহি তূর্ণং ত্বং মৃদুভাষিণী ॥ ১৬
মত্তঃ পুত্রদ্বয়ং চারু রূপলক্ষণসংযুতম্।
ভবিষ্যতি মহাভাগে বলবীর্য্যযুতং মহৎ ॥ ১৭

বাতকম্পিত নীল পদ্মযুগলসদৃশ নয়নদ্বয়; বাহুযুগল মনোহর এবং সুকোমল ও মৃণালতুল্য মৃদুল অথচ আয়ত, ঊরু করি-কর-সদৃশ, মধ্যদেশ বেদিবৎ কৃশ। ৯

এইরূপ মনোহর রূপ দর্শনে তোমাকে দেবী কি দানবী কিংবা অপ্সরা বলিয়া বোধ হইতেছে। ১০

অথবা তুমি ভোগ্য বস্তুর ভোগে স্বয়ং লক্ষ্মীই স্ত্রীরূপে ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াছ; অয়ি মনোহারিণী। তুমি অপর্ণা কি শচী? তাহাই প্রকাশ্যরূপে বর্ণন কর। ১১

ঔর্ব্ব বলিলেন,—তারাবতী মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত জল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন এবং মুনিকে প্রণাম করত বলিলেন। ১২

মুনে। আমার নাম তারাবতী, আমি ককুৎস্থ-রাজার তনয়া, চন্দ্রশেখর-রাজার পত্নী। ১৩

আমাকে দেবী দানবী যক্ষী কি রাক্ষসী বলিয়া সন্দেহ করিবেন না, আমি মানুষী নৃপাত্মজা, চারিত্রব্রত পরিপালন আমার কার্য্য। ১৪

কাপোত বলিলেন,—সুন্দরি। তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি তোমার সম্ভোগের নিমিত্ত কাম আমাতে সংগত হইয়া আমাকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে তাহার উপশমে তুমিই সক্ষমা। ১৫

হে মৃদুভাষিণি! নিরাকুল কাম-সাগর-কল্লোলে পতিত হইয়াছি, অতএব তোমার উরুরূপ তরণী দ্বারা শীঘ্র আমাকে পরিত্রাণ কর। ১৬

কাপোতস্য বচঃ শ্রুত্বা ভয়দুঃখসমাকুলা।
জগাদ গদ্গদং বাক্যং বাগ্মিতশ্চ কম্বুকণ্ঠজা ॥ ১৮

তারাবত্যুবাচ—

বাক্যমনুষ্ময়া কার্য্যং ন কার্য্যমতিনিন্দিতম্।
তস্মাত্মা বদ্ মামিত্থং প্রণম্য ত্বাং প্রসাদয়ে ॥ ১৯
তথাপি নৈতদ্ যোগ্যং স্যান্মুনেরিহ তপোধন।
তপঃক্ষয়করং গর্হ্যং সতীত্বভ্রংশকং মম ॥ ২০

কাপোত উবাচ—

তপোব্যয়ো বা চান্যথা দূষণং তন্ময়াস্ত্বিহ।
তথাপি ত্বামহং ত্যক্তুং নেচ্ছামি সুরতে শুভে।
অবশ্যং মম কামেভ্যস্ত্রাণং কর্তুমিহার্হসি ॥ ২১
অন্যথা কামদগ্ধোঽহং ত্বয়া ত্যক্তো মনোহরে।
ভবতীঞ্চ করিষ্যামি শাপদগ্ধাং সবান্ধবাম্ ॥ ২২
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবী তারাবতী তদা।
ঋষিশাপভয়াৎ সাধ্বী ন কিঞ্চিদোত্তরং দদৌ।
সম্ভাষয়েঽহং স্বসখীরিহ তিষ্ঠ মহামুনে ॥ ২৩
এবমুক্ত্বা তদা দেবী দাসীনাং মধ্যমাগতা।
চিত্রাঙ্গদাং সমাহূয় বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৪

হে মহাভাগে! আমা হইতে তোমার সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মহাবলশালী পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইবে। ১৭

মধুরভাষিণী কম্বুকণ্ঠজা কাপোতবাক্য শ্রবণ করিয়া ভয় ও দুঃখে আকুলিতচিত্তে গদ্গদস্বরে বলিলেন। ১৮

তাদৃশ সাধু ব্যক্তির পত্নী হইয়া আমার এরূপ নিন্দিত কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না; প্রসন্নতার নিমিত্ত আপনি আমার প্রণামার্হ। ১৯

হে তপোধন! আপনি মুনি; অতএব মুনিজন-বিগর্হিত তপঃক্ষয়কর এবং আমার পাতিব্রত্য-নাশক এই অসদাচরণ আপনার অযোগ্য। ২০

কাপোত বলিলেন,—হে শুভে! আমার তপঃক্ষয় হউক অথবা দোষকর কার্য্যই হউক, তথাপি তোমাকে সুরতক্রীড়াতে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না; অতএব অবশ্য আমাকে কামপীড়া হইতে পরিত্রাণ করা তোমার কর্ত্তব্য। ২১

হে মনোহরে! তোমাকে পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয় আমি কামানলে দগ্ধপ্রায় হইব এবং তোমাকে স-বান্ধবে শাপ দ্বারা দগ্ধ করিব। ২২

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধ্বী তারাবতী ঋষির শাপে ভীতা হইয়া কোন উত্তর প্রদান করিলেন না এবং বলিলেন, হে মহামুনে! আপনি কিঞ্চিৎ অবস্থান করুন, আমি সখীদিগকে বলি। ২৩

দেবী তারাবতী এই কথা বলিয়া দাসীদের মধ্যে গমন করত চিত্রাঙ্গদাকে এই কথা বলিলেন। ২৪

চিত্রাঙ্গদে মুনিরসৌ মাং বৈ কাময়তে ভৃশম্
কিং করিষ্যে সতীভাবাদ্ ভ্রষ্টা স্যামহং কথম্ ॥ ২৫
পতিং বন্ধূংশ্চ কাপোতঃ সদ্যঃ শাপাগ্নিনা দহেৎ ।
নাহং মুনিং কাময়ে চেৎ সংশয়ে পতিতা ত্বহম্ ॥ ২৬
ততশ্চিত্রাঙ্গদা প্রাহ মা ভৈষ্ত্বং সত্যভাষিণি ।
তত্রোপায়মহং বক্ষ্যে যং কৃত্বা ত্বং প্রমোক্ষ্যসে ॥ ২৭
ন জহাতি মুনিশ্চেত্ত্বাং দাসীমেকাং মনোহরাম্ ।
সুভূষণৈর্ভূষয়িত্বা মুনয়ে ত্বং নিয়োজয় ॥ ২৮
কামাতুরো মুনির্মোহাৎ ভূষণৈ জ্ঞাস্যতে ন হি ।
দাসীং তদ্ভূষণাচ্ছন্নাং জ্যোৎস্নাচ্ছন্নাং মৃগীমিব ॥ ২৯
এবং কুরু মহাভাগে মা ত্বং চিন্তাং গমঃ শুভে ।
ত্বং চেৎ সতীতি নিয়তং ন জ্ঞাস্যতি তদা মুনিঃ ॥ ৩০
ততস্তারাবতী প্রাহ তাং রূপগুণশালিনীম্ ।
চিত্রাঙ্গদাং ভূপপুত্রীং নম্রবিনয়সূনৃতাম্ ॥ ৩১
ত্বমেব গচ্ছ ভগিনি কাপোতাশ্রমসন্নিধে ।
মদ্ভূষণৈর্ভূষয়িত্বা স্বশরীরং মনস্বিনি ॥ ৩২
অন্যাং প্রস্থাপিতাং বিপ্রঃ সম্বুধ্য ক্রোধবহ্নিনা ।
ধক্ষ্যত্যাবকং সকুলাং মাং তস্মাদ্ গচ্ছ সুন্দরি ॥ ৩৩
ত্বং মৎসমা সর্ব্বগুণৈঃ সর্ব্বভূষণভূষিতা ।
মুনিং সম্প্রযাহি রক্ষ মাং সকুলাং শুভে ॥ ৩৪

চিত্রাঙ্গদে ! এই মুনি আমার সহিত অত্যন্ত সম্ভোগাভিলাষ করিতেছে, তাহাতে কি করি এবং কি উপায়ে বা সতীত্ব হইতে ভ্রষ্টা না হই । ২৫

কপোত, পতি ও বন্ধুবর্গকে নিশ্চয় শাপানলে দগ্ধ করিবে ; আমি মুনিসহ সম্ভোগে ইচ্ছা করি না । ইহাতে খুব সংশয়ে পতিত হইয়াছি । ২৬

তাহার পর চিত্রাঙ্গদা বলিল, হে সত্যবাদিনি ! তোমার কোন ভয় নাই, সে বিষয়ে আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিতেছি, তাই অবলম্বন করিলে সেই পতিব্রত্য-নাশ অথবা মুনিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে । ২৭

মুনি যদি তোমাকে পরিত্যাগ না করে, তুমি এক মনোহারিণী দাসীকে বিবিধভূষণে সজ্জিত করিয়া মুনিসমীপে প্রেরণ কর । ২৮

মুনি, কামবশে মোহিত হইয়া জ্ঞানশূন্য-চিত্তে বিবিধ-ভূষণ দ্বারা প্রচ্ছন্ন-ভাববিশিষ্টা দাসীকে চন্দ্রস্থিত জ্যোৎস্নার দ্বারা আচ্ছাদিতা মৃগীর ন্যায়, কিছুতেই জানিতে সক্ষম হইবেন না । ২৯

হে সুভগে ! তুমি এইরূপ কর, চিন্তা করিও না ; মুনি,—তুমিই যে সেই সতী, তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিবে না । ৩০

তাহার পর, তারাবতী, রূপগুণ-শালিনী নম্রা মিষ্টভাষিণী নৃপাত্মজা চিত্রাঙ্গদাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, ভগিনি ! আমার বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিতা হইয়া তুমি কপোত- মুনির নিকট গমন কর । ৩১-৩২

হে সুন্দরি ! অন্য কাহাকে প্রেরণ করিলে মুনি জানিতে পারিলে ক্রোধানলে আমাকে বন্ধুবর্গসহ ভস্মীভূত করিবে, তবে তুমিই গমন কর । ৩৩

ততস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা বিনয়েন সকাতরম্ ।
তুষ্ণীং ভূত্বা ক্ষণং তস্থৌ নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ৩৫
জগাদ চ মহাভাগাং চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থজাম্ ।
করিষ্যে বচনং তেঽদ্য সময়ে মাং স্মরিষ্যসি ॥ ৩৬
মদর্থে পিতরঞ্চেমং ভূপঞ্চ চন্দ্রশেখরম্ ।
আশ্বাসয়িষ্যতি তথা সমস্তাংশ্চ সখীগণান্ ॥ ৩৭
এবমুক্ত্বা ভূষণানি তারাবত্যাঃ পিধায় সা ।
চিত্রাঙ্গদা জগামাশু মুনেঃ কামোৎসবায় চ ॥ ৩৮
তারাবতী তদা দীনা বস্ত্রালঙ্কারবর্জিতা ।
দাসীমধ্যগতা ভূত্বা তামেবানুযযৌ প্রিয়াম্ ॥ ৩৯
তামায়ান্তীং ততো দৃষ্ট্বা কপোতঃ কামমোহিতঃ ।
মুনীনাং পরজায়াসু সস্মার সঙ্গমং তদা ॥ ৪০
প্রম্লোচা কামিতা পূর্ব্বং বতশুত্র সুতেন বৈ ।
যথা বা কামিতা পদ্মা ভরদ্বাজেন ধীমতা ॥ ৪১
তথাহং কামযিষ্যামি সাম্প্রতং বরবর্ণিনীম্ ।
পশ্চাত্তপোবলাৎ তদ্ধজায়াপাশাদ্ বিমোক্ষয়ে ॥ ৪২
ইতি চিন্তয়তস্তস্য তদা চিত্রাঙ্গদা শুভা ।
সমেত্য তং মুনিং লজ্জাযুক্তা চৈবাহ কিঞ্চন ॥ ৪৩
তামাসাদ্য মহাভাগঃ কপোতো মুনিসত্তমঃ ।
শৃঙ্গারবেষভাবায় মদনং মনসাস্মরৎ ॥ ৪৪

তুমি রূপ ও গুণে আমার সমান; অতএব আমার ভূষণাদিদ্বারা ভূষিত হইয়া, মুনিসহ সম্ভোগ করত বন্ধুবর্গসহ আমাকে মুনিশাপ হইতে পরিত্রাণ কর। ৩৪

তৎপরে তারাবতীর বাক্য শ্রবণ করত চিত্রাঙ্গদা বিনয় ও কাতরতার সহিত কিঞ্চিৎকাল মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কিছু বিমর্ষভাবে নৃপাত্মজা তারাবতীকে বলিলেন, আমার জন্য পিতাকে এবং ভূপতি চন্দ্রশেখরকে আশ্বাস প্রদান করিবে; আমার আত্মীয়া সখীগণকেও আশ্বাসবাক্য বলিও। ৩৫-৩৭

চিত্রাঙ্গদা এই কথা বলিয়া তারাবতীর ভূষণাদি অঙ্গে পরিধান করত কামোৎসবের নিমিত্ত শীঘ্র মুনিসমীপে গমন করিলেন। ৩৮

তারাবতী বস্ত্রালঙ্কারাদি-বিযোজিতা হইয়া, দাসীগণের মধ্যে চিত্রাঙ্গদার অনুগমন করিলেন। ৩৯

চিত্রাঙ্গদা আসিতেছে দেখিয়া কপোত, কাম মুগ্ধচিত্তে মুনিদিগের পত্নী-সম্ভোগ স্মরণ করিতে লাগিলেন। ৪০

পূর্ব্বে উতথ্যপুত্র গোতম প্রম্লোচার সম্ভোগাভিলাষ করিয়াছিলেন এবং ধীসম্পন্ন ভরদ্বাজ মুনি পদ্মাকে সম্ভোগের নিমিত্ত কামনা করিয়াছিলেন। ৪১

সেইরূপ আমিও আগতা এই বরবর্ণিনী-সহ সম্ভোগক্রীড়া সম্পাদন করিব, তাহার পর তপোবলে সঞ্জাত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব। ৪২

চিত্রাঙ্গদা এইরূপ চিন্তামগ্ন ঋষিসমীপে গমন করিয়া কিছু লজ্জিতা হইলেন। ৪৩

স্মৃতমাত্রোঽথ মদনঃ স্বয়মেত্য মহামুনিম্ ।
গন্ধমাল্যৈঃ সুবাসোভিরধ্যাসাদাতিভূষিতঃ ॥ ৪৫
তেনাধিবাসিতো বিপ্রঃ কপোতশ্চারুরূপধৃক্ ।
জজ্বাল তেজসা চাপি দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৬
মনোহরং তথা দৃষ্ট্বা কাপোতং মদনোপমম্ ।
তারাবতীমৃতে সর্ব্বাঃ সকামাশ্চাভবন্ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৭
তারাবতী মুনিং দৃষ্ট্বা সুন্দরং মদনোপমম্ ।
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা মুনিং কামমমন্যত ॥ ৪৮
অথ চিত্রাঙ্গদাং বিপ্রঃ কামুকঃ কামসঙ্গমে ।
তদা নিয়োজয়ামাস সুপ্রীতশ্চাভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪৯
ততস্তস্যাং সমুৎপন্নং সদ্যোজাতং সুতদ্বয়ম্ ।
দেবগর্ভোপমং দীপ্তজ্বলনার্কসমপ্রভম্ ॥ ৫০
জাতে সুতদ্বয়ে তাং তু মুনিঃ সংস্পৃশ্য পাণিনা ।
নিনায় পূর্ব্ববদ্ভাবং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৫১
মৎসঙ্গমে কিয়ৎকালং প্রিয়ে তিষ্ঠ তপোবনে ।
মদিচ্ছয়া যাস্যসি ত্বং ভয়ং তে নাস্তি রাজতঃ ॥ ৫২
এবমস্ত্বিতি সা প্রাহ ঋষিং শাপভয়াৎ সতী ।
ততো বিসর্জ্জয়ামাস মুনিরন্যাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৫৩

মহাভাগ মুনিসত্তম কপোত, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শৃঙ্গারোচিত বেশ-ভূষাদির জন্য মদনকে স্মরণ করিলেন। ৪৪

স্মরণমাত্র মদন স্বয়ং মুনিসমীপে উপস্থিত হইলে বিপ্র কপোত, গন্ধ মাল্য ও উৎকৃষ্ট বসনাদিদ্বারা ভূষিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করত দীপ্তযুক্ত হইলেন। ৪৫

বিপুল তেজঃপুঞ্জের প্রখরতাবশতঃ মুনি দ্বিতীয় প্রভাকরের সদৃশ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ৪৬

ঋষিবরের সেই মদনসদৃশ রূপরাশি দর্শন করিয়া তারাবতী ভিন্ন সমস্ত স্ত্রীগণের সুরতাভিলাষ হইল। ৪৭

তারাবতী, মুনিকে মদনতুল্য মনোহর দর্শন করিয়া বিস্ময়ের সহিত মুনিকে কাম বলিয়াই বিবেচনা করিলেন। ৪৮

অনন্তর মুনি চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিয়া কামব্যাকুলচিত্তে তাহার সঙ্গমসুখে রত হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন। ৪৯

সঙ্গমাবসানে সদ্যঃপ্রসূত পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইল; তাহারা দেবতুল্য এবং প্রদীপ্তপাবক ও ভাস্কর সদৃশ প্রভাশালী। ৫০

পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইলে মুনি, চিত্রাঙ্গদাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া পূর্ব্বভাব অবলম্বন করিলেন এবং বলিলেন, প্রিয়ে! আমার আশ্রমে ক্ষণকাল অবস্থান কর, তাহার পর আমার ইচ্ছানুসারে গমন করিবে; তুমি রাজাকে কোন ভয় করিও না। ৫১-৫২

সতী চিত্রাঙ্গদা, মুনিশাপে ভীতা হইয়া বলিলেন, তাহাই হইবে। তাহার পর মুনি অন্য স্ত্রীগণকে প্রস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। ৫৩

ততস্তারাবতী দেবী দাসীভিঃ পরিবারিতা ।
ভগিনীমনুশোচন্তী জগাম ভবনং নিজম্ ॥ ৫৪
গত্বা তৎ-সর্ব্ববৃত্তান্তং কপোতকৃতমদ্ভুতম্ ।
ব্রহ্মাবর্ত্তাধিপায়াত্র শশংসাথ ককুৎস্থজা ॥ ৫৫
স শ্রুত্বা নৃপশার্দ্দূলঃ ক্ষণমাত্রং বিচিন্ত্য চ ।
চিত্রাঙ্গদায়াঃ সাহায্যং কাপোতানুমতেঽকরোৎ ॥ ৫৬
কপোতোঽপি তদা তস্যাং জাতয়োঃ সুতয়োস্তয়োঃ ।
যথোক্তেনাথ বিধিনা সংস্কারমকরোত্তদা ॥ ৫৭

সাগর উবাচ—

চিত্রাঙ্গদা কথং পুত্রী ককুৎস্থস্যাভবত্তদা ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব দ্বিজোত্তম ॥ ৫৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

একদা তু ককুৎস্থোঽসৌ হিমবন্তং মহাগিরিম্ ।
মৃগয়ায়ৈ জগামাথ মৃগাশ্চাপি নিপাতিতাঃ ॥ ৫৯
পতন্তীং সুরলোকাত্তু ভূমিং প্রতি তদোর্ব্বশীম্ ।
বিশ্রামায়োপবিষ্টস্তু সানৌ বেশ্যাং দদর্শ হ ॥ ৬০
তামাসাদ্য মহারাজঃ কামবাণ-প্রপীড়িতঃ ।
অবতীর্ণাং গিরৌ স্বঙ্গসঙ্গমযাচত ॥ ৬১
সা জ্ঞাত্বা নৃপশার্দ্দূলং ককুৎস্থং শক্রসন্নিভম্ ।
উর্ব্বশী রময়ামাস গিরিকুঞ্জে যথেপ্সিতম্ ॥ ৬২

মুনির আদেশক্রমে তারাবতী দাসীগণসহ ভগিনীর বিষয় শোকচিত্তে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে নিজ ভবনে গমন করিলেন। ৫৪

স্বভবনে উপস্থিত হইয়া ককুৎস্থ-তনয়া কপোত-চরিত সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত ব্রহ্মাবর্ত্তাধিপতি চন্দ্রশেখরকে বলিলেন। ৫৫

নৃপশ্রেষ্ঠ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত কাপোতের অনুমতি-ক্রমে চিত্রাঙ্গদার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৬

কপোতও সেই নবজাত সুতদ্বয়ের যথোক্ত বিধি অনুসারে সংস্কার করিলেন। ৫৭

সগর বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম। চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থ-রাজের তনয়া হইলেন কিরূপে? তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি বিশদরূপে বর্ণন করুন। ৫৮

ঔর্ব্ব বলিলেন, একদা ককুৎস্থ, হিমালয়ে ভ্রমণের নিমিত্ত গমন করিয়া বৃহত্তর মৃগ নিপাত করত বিশ্রামার্থ একস্থানে উপবেশন করিলেন। ৫৯

এমন সময়ে স্বর্ব্বেশ্যা উর্ব্বশীকে সুরলোক হইতে ভূমিতে অবতরণ করিতে দেখিতে লাগিলেন। ৬০

উর্ব্বশী অবতরণ করিলে ককুৎস্থ-রাজা তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কামবাণ-পীড়িতান্তঃকরণে সেই গিরিসানুতে পুনঃপুনঃ সঙ্গমপ্রার্থনা করিলেন। ৬১

উর্ব্বশী, নৃপশ্রেষ্ঠ ককুৎস্থকে শক্রসদৃশ জানিয়া তাঁহার সহিত গিরিকুঞ্জে ঈপ্সিতরূপ সুরত ক্রীড়া সম্পাদন করিলেন ৬২

ততো রাজ্ঞঃ ককুৎস্থস্য স্বর্বেশ্যায়াং তদা সুতা।
অভবন্ নৃপশার্দূলাৎ সদ্যোজাতা মনোহরা ॥ ৬৩
অথ কামেন সন্তুষ্টং ককুৎস্থং সা তদোর্ব্বশী।
যথেষ্টদেশং বিজ্ঞাপ্য গন্তুমৈচ্ছদনিন্দিতা ॥ ৬৪
তামাহ রাজা তনয়াং পরিত্যজ্য কথং শুভে।
গন্তুমিচ্ছসি চার্ব্বঙ্গি সুতামেনাস্তু পালয় ॥ ৬৫
সা প্রাহাহং বর্গণিকা ময়ি কস্য ন চাভবৎ।
তনয়স্তনয়া বাপি সদ্যোজাতা নৃপাত্মজা ॥ ৬৬
স্বতেজসা শরীরস্য বিকারো মে ন বিদ্যতে।
সুতাশ্চাপি ন পাল্যন্তে বেশ্যাভাবাৎ স্বভাবতঃ ॥ ৬৭
দয়াস্তি যদি তে পুত্র্যাং নীত্বৈনাং বর্দ্ধয় স্বয়ম্।
গন্তুং মামনুজানীহি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৬৮
ইত্যুক্ত্বা সা জগামাশু যথেষ্টং সোর্ব্বশী নৃপঃ।
পুত্রীং তাং সমপাদায় নগরং স্বং বিবেশ হ ॥ ৬৯
তস্যাশ্চিত্রাঙ্গদা নাম স চকার নৃপঃ স্বয়ম্।
মনোন্মথিন্যৈ চাদাত্তাং ভার্য্যায়ৈ পুত্রিকাং শুভাম্।
ইদঞ্চ বচনং দেবীং তদা প্রাহ নৃপোত্তমঃ ॥ ৭০
দেবি পুত্রী মমেয়ং ত্বমেনাং পালয় সদ্‌গুণাম্।
ময়ানীতাং শৈলজাতাং মা হেলাং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৭১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তৎপরে ককুৎস্থ রাজা উর্ব্বশীর গর্ভে মনোহররূপ সম্পন্না এক তনয়া জন্মগ্রহণ করিল। ৬৩

অনন্তর উর্ব্বশী রাজাকে কাম-ব্যাপারে সন্তোষ করত রাজাকে গমনের অভিমতস্থান বলিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৬৪

রাজা তাঁহাকে বলিলেন, হে শুভে! তনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন? আমার এই তনয়া তুমিই প্রতিপালন কর। ৬৫

স্বর্বেশ্যা রাজাকে বলিল,—হে নৃপোত্তম! আমার গর্ভে কাহার তনয় ও তনয়া জন্মগ্রহণ না করে। ৬৬

পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলে আমার শরীরে কোন বিকৃতভাব হয় না এবং বেশ্যাভাববশতঃ প্রসূত পুত্র-কন্যাকেও প্রতিপালন করি না, এই আমাদের স্বভাব। ৬৭

যদি আপনার কন্যার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাকে লইয়া আপনি প্রতিপালন করুন, আমি আপনাকে সত্য বলিলাম—আমাকে গমন করিতে অনুমতি করুন। ৬৮

হে নৃপ! এই কথা বলিয়া উর্ব্বশী অভিলষিত স্থানে গমন করিল; রাজা তনয়াকে গ্রহণ করত নিজ ভবনে গমন করিলেন। ৬৯

তাহার পর রাজা স্বয়ং তনয়ার নাম রাখিলেন চিত্রাঙ্গদা এবং স্বীয় ভার্য্যা মনোন্মথিনীকে সেই তনয়া প্রদান করিয়া নৃপসত্তম এই কথা বলিলেন। ৭০

দেবি! এই সদ্‌গুণসম্পন্না আমার কন্যা, ইহাকে তুমি প্রতিপালন কর, ইহার পর্ব্বতে জন্ম হইয়াছে, ইহার প্রতি অবজ্ঞা করিও না। ৭১

ইত্যুক্তা রাজপুত্রী সা পালনে চাকরোন্মতিম্‌।
ভর্ত্তুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নাহং কিঞ্চিদুবাচ হ ॥ ৭২
সা চৈকদা বাল্যভাবাদষ্টাবক্রং মহামুনিম্‌।
ব্রজন্তং জিহ্মমেবাশু জহাসোপজহাস চ ॥ ৭৩ ॥ ৭৩
স চকোপ মুনিস্তস্যৈ শাপং পরমদারুণম্‌।
দদৌ দাসী স্ববংশস্য ভবিতেতি ককুৎস্থজে ॥ ৭৪
দাস্যা ভূত্বা স্ববংশস্য হ্যনূঢ়ৈব সুতদ্বয়ম্‌।
জনয়িষ্যসি পাপষ্ঠে ততো ভদ্রমবাপ্স্যসি ॥ ৭৫
এবং ককুৎস্থতনয়া জাতা চিত্রাঙ্গদা নৃপ।
দাসী চ ভূতা সা তেন তারাবত্যা নিবাসিতা ॥ ৭৬
অনূঢ়াপালভৎ পুত্রযুগ্মং মুনিবরাচ্ছুভাং ॥ ৭৭
তৌ চ পুত্রৌ মহাভাগৌ মহাকার্য্যং করিষ্যতঃ ॥ ৭৮
ইতি তে কথিতং রাজন্‌ যথাচিত্রাঙ্গদাঽভবৎ।
ককুৎস্থস্য সুতা সাধ্বী প্রস্তুতং শৃণু সাম্প্রতম্‌ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

এই কথা বলিলে রাজ-মহিষী পতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং অন্য প্রত্যুত্তর করিলেন না। ৭২

চিত্রাঙ্গদা একদিন বাল্যভাববশতঃ মহামুনি অষ্টাবক্রকে কুটিল গতিতে গমন করিতে দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক উপহাস করিলেন। ৭৩

সেই মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভীষণ শাপ দিলেন। ৭৪

চপলে! ককুৎস্থনন্দিনি! তুমি দাসীর ঈশ্বরী হইয়া অনূঢ়াবস্থায় পুত্রদ্বয় প্রসব করিবে। তাহার পর দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইয়া মঙ্গললাভ করিতে পারিবে। ৭৫

হে নৃপ! এইরূপে ককুৎস্থাত্মজা চিত্রাঙ্গদার জন্ম হয় এবং পিতা তাহাকে তারাবতীর দাসীর ঈশ্বরী করিয়া দিলেন। ৭৬

অনূঢ়াবস্থায় মুনিবর হইতে পুত্রদ্বয় লাভ করিল। ৭৭

সেই পুত্রদ্বয় মহাভাগ্যশালী হইয়া মহৎকার্য্যানুষ্ঠান করিবে। ৭৮

হে রাজন্‌! যেরূপে ককুৎস্থাত্মজা সাধ্বী চিত্রাঙ্গদার জন্ম হইয়াছে, আপনাকে সমস্তই বলিলাম, সম্প্রতি প্রকৃত বিষয় শ্রবণ করুন। ৭৯

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ কালে ব্যতীতে তু পুনস্তারাবতী শুভা।
আর্ত্তবং বিহিতং স্নানং নদীং প্রাপ্তা দৃষদ্বতীম্ ॥ ১
দাসীসহস্রৈঃ সংযুক্তা নানালঙ্কারমণ্ডিতা।
রম্ভাদিভির্যথেন্দ্রাণী তথা সা প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২
সাবতীর্ণা জলে দেবী গৌরাঙ্গী তড়িদুজ্জ্বলা।
নদীমুজ্জ্বলয়ামাস তিমিরাঞ্জনসন্নিভম্ ॥ ৩
স্থলীং কাচময়ীং যদ্বৎ কাঞ্চনী প্রতিমা যথা।
স্বভাসা জ্বলয়ামাস প্রতিবিম্বেন সা তথা ॥ ৪
অথ তাং পুনরেবাথ কপোতো মুনিসত্তমঃ।
স্নানাভিমগ্নাং তোয়ৌঘৈর্দদর্শ সুমনোহরাম্ ॥ ৫
দৃষ্ট্বা তামথ পপ্রচ্ছ তদা চিত্রাঙ্গদাং মুনিঃ।
কেয়ং জলে দৃষদ্বত্যামবতীর্ণা সখীশতৈঃ ॥ ৬
শ্রিয়া জ্বলন্তী শ্রীতুল্যা কিমপর্ণা গিরেঃ সুতা।
অতীব ভ্রাজতে রূপেণ সংস্তৌষি ন তাং কিম্ ॥ ৭
অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনেশ্চিত্রাঙ্গদা তদা।
ঋষিশাপভয়াৎ সাধ্বী সংস্তৌমীতি তদাব্রবীৎ ॥ ৮
ইয়ং তারাবতী নাম ককুৎস্থস্য সুতা সতী।
চন্দ্রশেখরভূপাল-ভার্য্যাতিদয়িতা শুভা ॥ ৯

নারদের উপদেশে চন্দ্রশেখরের আত্ম-সাক্ষাৎকার

ঔর্ব্ব কহিলেন,—কিছুকালের পর আবার সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা তারাবতী, রম্ভাদি দিব্য বারাঙ্গনাপরিবৃত ইন্দ্রাণীর ন্যায় রূপলাবণ্য-সম্পন্ন শতাধিক পরিচারিকার সহিত ঋতুস্নান করিবার নিমিত্ত দৃষদ্বতী নদীতে গমন করিলেন। ১-২

এই নদীর জলরাশি—অতিশয় শীতল, নির্ম্মল এবং সম্যক্ নীলবর্ণ, বিদ্যুতাকৃতি গৌরাঙ্গী দেবী তারাবতী যে সময় সেই নদীর জলে নামিলেন। ৩

হিরণ্ময়ী প্রতিমা, প্রতিবিম্বের দ্বারা কাচময় স্থানকে যেরূপ উদ্ভাসিত করে, সেইরূপ তিনিও স্বীয় অঙ্গপ্রভায় দিক্ সকল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ৪

এই সময় কাপোত মুনি, জলনিমগ্না চারুরূপা তারাবতীকে দেখিলেন। ৫

তৎকালে চিত্রাঙ্গদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, (চিত্রাঙ্গদে!) যিনি এই দৃষদ্বতী নদীতে স্নান করিতেছেন, ইনি কে? ৬

ইহাঁর সৌন্দর্য্যরাশি অবলোকন করিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়া বোধ হয়; ইনি কি পর্ব্বতরাজপুত্রী অপর্ণা? যেহেতু ইনি স্বর্গীয় জ্যোতিতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, তুমি কেন ইহাঁর প্রশংসা করিতেছ না। ৭

তখন পতিব্রতা চিত্রাঙ্গদা ঋষির এই সকল কথা শুনিয়া, পাছে ঋষি শাপ প্রদান করেন; এই ভয়ে প্রশংসাপূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় দিতে লাগিলেন। ৮

এষা তয়া কামিতা তু কামার্থং পূর্ব্বতো মুনে।
স্বালঙ্কারৈরলঙ্কৃত্য মাং দত্ত্বা তে গৃহং গতা ॥ ১০
সেয়ং পুনর্নদীং স্নাতুং ভগিনী মে সমাগতা।
জ্যেষ্ঠাং তাং হে মুনে বক্তুং ন তে কিঞ্চিৎ যুজ্যতে ॥ ১১
ত্বমত্র তিষ্ঠ বিপ্রেন্দ্র জ্যেষ্ঠাং তাং ভগিনীং প্রিয়াম্।
সমাভাষ্য সমেষ্যে ত্বামনুজানাসি চেদ্ গতৌ ॥ ১২
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা মুনিঃ প্রেহেন বঞ্চনাম্।
তারাবত্যা কৃতাং পূর্ব্বং মুনিস্তস্যৈ চুকোপ হ[1] ॥ ১৩
ইয়ং পাপীয়সী রামা বঞ্চনামকরোন্ময়ি।
তস্যাঃ সঙ্কালনঞ্চাহং করিষ্যাম্যদ্য নিশ্চিতম্ ॥ ১৪
ইত্যুক্ত্বা স তয়া সার্দ্ধং মুনিশ্চিত্রাঙ্গদাখ্যয়া।
জগাম যত্র সা দেবী স্থিতা তারাবতী শুভা ॥ ১৫
গত্বা তাং তু সমাসাদ্য কাপোতো মুনিসত্তমঃ।
ইদং তারাবতীং প্রাহ কুপিতঃ প্রহসন্নিব ॥ ১৬
কামার্থং প্রার্থিতা পূর্ব্বং ত্বং ময়া ছদ্মনা কৃতা।
বঞ্চিতোঽস্মি দুরাধর্ষে ফলং তস্য সমাপ্নুহি ॥ ১৭
যথাপি পুরতঃ পাপে ত্বং সতীতি বিকত্থসে।
সতীত্বভ্রংশকং মাং ত্বং নৈব কামিতবত্যসি ॥ ১৮

হে মুনিসত্তম! ইনি ককুৎস্থের কন্যা, ইহাঁর নাম তারাবতী, এই দেবী চন্দ্রশেখর নামক ভূপতির প্রিয়ভার্য্যা। ৯

পূর্ব্বে আপনি এই সুন্দরী রমণীর প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন, কিন্তু ইনি আমাকেই নিজের নানালঙ্কারে ভূষিত করিয়া আপনার শ্রীচরণে অর্পণপূর্ব্বক গৃহে গমন করেন। ১০

ইনি আমার সেই জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পুনর্ব্বার এই নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তম! আপনার ইহাঁকে কিছু বলা উচিত নয়। ১১

আপনি এইখানেই থাকুন, যদি যাইতে অনুমতি করেন ত, প্রিয়জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত আলাপ করিয়া পরে আপনার নিকট আগমন করি। ১২

তখন সেই কাপোত মুনি চিত্রাঙ্গদার নিকট সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তারাবতীর পূর্ব্বকৃত প্রতারণা জানিতে পারিলেন, পরে তদ্বিষয়ে অসহিষ্ণু হইয়া তারাবতীর প্রতি যৎপরনাস্তি কুপিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন। ১৩

এই পাপীয়সীই আমাকে সেই সময় বঞ্চনা করিয়াছিল, আচ্ছা অদ্যই আমি ইহার প্রতিশোধ লইব। ১৪

মুনি এই কথা বলিয়া যেখানে তারাবতী ছিলেন, চিত্রাঙ্গদার সহিত সেইখানে গমন করিলেন। ১৫

তখন কাপোত মুনি, তথায় গমন করিয়া ক্রোধবিজৃম্ভিত হাস্য করিয়া তারাবতীকে কহিতে লাগিলেন। ১৬

পূর্ব্বে তোমাকে আমি উপভোগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি ছলনা করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ; অতএব হে দুঃসাহসিকে! তুমি শীঘ্রই ইহার ফলভোগ করিবে। ১৭

১। চুকোপাতৈব মুনিস্তু সঃ।

তস্মাদ্বীভৎসবেষস্ত্বাং কপালী পলিতো রহঃ ।
বিরূপো ধনহীনশ্চ কাময়িষ্যতি বৈ হঠাৎ ॥ ১৯
সদ্যোজাতং পুত্রযুগং সশ্রীকং বানরাননম্ ।
ভবিষ্যতি চ তে পাপে দেকাব্দাভ্যন্তরেঽধুনা ॥ ২০
এতচ্ছ্রুত্বা মুনের্বাক্যং প্রাহ তারাবতী মুনিম্ ।
কোপাত্ত্রাসাচ্চ সা দেবী স্ফুরদোষ্ঠপুটা তদা ॥ ২১
যদি সা পূজয়িত্বা তু চণ্ডিকাং প্রাপ মাং প্রসূঃ ।
যদ্যহং ব্রতিনী নিত্যং নৃপতৌ চন্দ্রশেখরে ॥ ২২
ককুৎস্থস্য সুতা সত্যং যদ্যহং দ্বিজসত্তম ।
তেন সত্যেন মে দেবাদন্যো মাং কাময়িষ্যতি ॥ ২৩
যদি সত্যং মহাদেবো নিত্যমারাধ্যতে ময়া ।
তেন সত্যেন মে দেবাদারাধ্যাচ্চন্দ্রশেখরাৎ ।
স্বপ্নেঽপি মুনিশার্দ্দূল নান্যো মাং কাময়িষ্যতি ॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বা সা মুনিং নত্বা ব্যাবিদ্ধবদনাননা ।
যযৌ তারাবতী দেবী স্বস্থানমিতি ভামিনী ॥ ২৫
তস্যাং গতায়াং দেব্যান্তু চিন্তয়ামাস তাং মুনিঃ ।
মমৈব পুরতশ্চৈষা নির্ভীতাতি প্রবল্গতে[1] ॥ ২৬
অস্যাস্তু বিনিগৃহ্য বীজং শুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ২৭

হে পাপিনি ! আমারই সম্মুখে তুই সতী বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছিস এবং আমাকে সতীত্ব-ধর্ম্মনাশক বলিয়া আমার প্রতি অনুরক্তা হও নাই। ১৮

অতএব আমি বলিতেছি, বীভৎসবেশধারী, বিরূপ, ধনহীন, নরকপালশোভী পলিতকেশ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে। ১৯

হে পাংশুলে ! অদ্য হইতে এক বৎসরের ভিতর তোর গর্ভে সদ্যঃ দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহাদিগের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র লক্ষিত হইবে না ; প্রত্যুত মুখগুলি বানরের ন্যায় হইবে। ২০

দেবী তারাবতী, কাপোত মুনির এই সকল বাক্য শ্রবণে কোপ ও ভয়-নিবন্ধন স্ফুরিতাধরোষ্ঠে তখন মুনিকে কহিতে লাগিলেন। ২১

হে দ্বিজসত্তম ! যদি চণ্ডী-আরাধনা করিয়া মাতা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর মহারাজ চন্দ্রশেখরের উপর যদি আমার অবিচলিত ভক্তি থাকে, আর যদি আমি বাস্তবিক ককুৎস্থের কন্যা হই, তবে নিশ্চয়ই দেবতা ব্যতিরেকে অন্য কেহই আমাকে ইচ্ছা করিবেন না। ২২-২৩

আমি সত্য সত্যই যদি মহাদেবকে অহরহঃ পূজা করিয়া থাকি, হে নর-শার্দ্দূল ! সেই সত্য-প্রভাবেই আমার সেব্য শিব ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবতাই আমাকে স্বপ্নেও অভিলাষ করিবেন না। ২৪

এই কথা বলিয়া পতিব্রতা দেবী তারাবতী ঋষিকে নমস্কারপূর্ব্বক কুপিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। ২৫

তখন কাপোত মুনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই তেজস্বিনী নারী আমার সম্মুখেই নির্ভয়ে নিজের অহঙ্কার প্রকাশ করিল। ২৬

১। প্রগল্ভতে।

এবং বিচিন্ত্য স মুনির্ধ্যানসংযুক্তমানসঃ।
দিব্যজ্ঞানপরো ভূত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তমাপদে ॥ ২৮
যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ দেব্যা শপ্তৌ সুতাবুভৌ।
প্রতিশাপং যথা তৌ তু দদতুঃ পার্ব্বতীং হরম্ ॥ ২৯
যথাবতীর্ণৌ মানুষযোনৌ তৌ তু যদর্থতঃ।
চিত্রাঙ্গদা যথা জাতা যদর্থং দেবকন্যকা।
দিব্যজ্ঞানেন তজ্ জ্ঞাত্বা মুনিঃ কিঞ্চন নাকরোৎ ॥ ৩০
চিত্রাঙ্গদামাদরেণ সমাদায় মুনিস্ততঃ।
স্বস্থানং গতবান্ বিপ্রঃ পূজয়ামাস তাং মুনিঃ ॥ ৩১
তারাবতী চ তৎসর্ব্বং চন্দ্রশেখরভূপতেঃ।
বৃত্তান্তং মুনিশাপস্য কথয়ামাস ভামিনী ॥ ৩২
তৎসর্ব্বং পৌষ্যজো রাজা স্বগতং চিন্তয়া যুতঃ।
আশ্বাস্য দয়িতাং ভার্য্যাং মাভৈর্দেবীতি সোঽচিরাৎ ॥ ৩৩
সততং সেবয়া পত্যুর্ধর্ম্মার্থপরিসেবনৈঃ।
বর্জ্জনাদপ্রশস্তানাং মুনিশাপোঽপনীয়তে ॥ ৩৪
তস্মাত্ত্বং দেবি সুভগে চারিব্রতধারিণী।
কল্যাণভাগিনী নিত্যং নাপদং সমবাপ্স্যসি ॥ ৩৫
এবমুক্ত্বা স রাজা তু করবীরপুরাধিপঃ।
প্রাসাদং কারয়ামাস উচ্চৈরভ্রংকষং বহু ॥ ৩৬

অতএব বোধ হয় ইহার ভিতর কোন নিগূঢ় ও বিশুদ্ধ কারণ থাকিবে। ২৭

এই ভাবিয়া মুনি ধ্যানস্থ হইলেন। পরে দিব্যজ্ঞানবলে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল জানিতে পারিলেন। ২৮

পূর্ব্বকালে ভৃঙ্গী মহাকালনামক দুইটি পুত্র দেবী কর্তৃক শাপগ্রস্ত হন, পরে আবার দুইজন হর-পার্ব্বতীকে প্রতিশাপ প্রদান করেন। ২৯

যে জন্য এই দুইজন যেরূপে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দেবকন্যা চিত্রাঙ্গদাও যেজন্য যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, কাপোত ঋষি দিব্যজ্ঞানদ্বারা এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আর কিছুই করিলেন না। ৩০

পরে চিত্রাঙ্গদাকে সাদর সম্ভাষণে ডাকিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বাটীতে যাইয়া ব্রাহ্মণ কাপোত ঋষি চিত্রাঙ্গদাকে যথাবিধি সংকার করিলেন। ৩১

এদিকে তারাবতী স্বস্থানে আসিয়াই ভূপতি চন্দ্রশেখরের নিকট কুপিত হইয়া মুনিশাপের আমূল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। ৩২

সেই পৌষ্যজ রাজা, তারাবতীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অন্তরে কিছু চিন্তিত হইলেন; কিন্তু চিন্তিত হইলেও তৎক্ষণাৎ প্রিয় পত্নীকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। ৩৩

পতিসেবা, সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান, অসৎসঙ্গপরিবর্জ্জন—এই সকল শুভকর্ম্মদ্বারা মুনিশাপ অপনীত হয়। ৩৪

দেবী তারাবতী তুমি প্রশস্ত প্রশস্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাক, সুতরাং তুমি দেবতাদিগের কল্যাণভাগিনী; অতএব তোমার বিপদ কখনই হইবে না। ৩৫

উচ্চৈশ্চতুঃশতং ব্যামং ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তৃতম্ ॥ ৩৭
রক্তস্ফটিকতুম্যন্তঃখচিতং রক্তকর্ম্মুরৈঃ।
বৈদূর্য্যপটলৈঃ শুভ্রৈশ্ছাদিতং সুমনোহরম্ ॥ ৩৮
স্বর্ণরত্নস্তুলাস্তম্ভং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্।
রক্ষার্থং কারয়ামাস তারাবত্যাঃ প্রিয়করম্ ॥ ৩৯
রত্নসোপানসংযুক্তং বৈদূর্য্যবলভীযুতম্।
সৌবর্ণনীপসম্বদ্ধ সুধর্ম্মাসদৃশং গুণৈঃ ॥ ৪০
তস্মাং সমস্তভোগ্যানি বাসাংসি চ মৃদূনি চ
আপ্তৈরাসাদয়ামাস পুরুষৈশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৪১
ততস্তারাবতীং দেবীমাদায় চন্দ্রশেখরঃ।
নিত্যং প্রাসাদপৃষ্ঠং তমারুহ্য রমতে নৃপঃ ॥ ৪২
এবং সংবৎসরং যাবদন্তৈরপ্রাপ্যঃবেশ্মনি।
আপ্তৈরধিষ্ঠিতদ্বারি তাং দেবীং সমরক্ষত ॥ ৪৩
একদা তু বিনা তেন করবীরাধিপেন তু।
উচ্চৈঃ প্রাসাদমারুহ্য স্থিতা তারাবতী সদা।
চিন্তয়ন্তী নৃপং তত্র দয়িতং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৪৪
তৎপদে ন্যস্তমনসা সাবিত্রীব পতিব্রতা।
আরাধ্য চ মহাদেবং পার্ব্বত্যা সহিতং তদা ॥ ৪৫

করবীরপুরাধিপতি রাজা চন্দ্রশেখর, তারাবতীকে এই সকল কথা কহিয়া তখন তাঁহার বাসার্থ বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা তাঁহার মনোমত একটি অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। ৩৬

ইহার দৈর্ঘ্য চারিশত ব্যাম (বাঁও), বিস্তার ত্রিশ ব্যাম। ৩৭

তলদেশটি রাশি রাশি স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত; তাহার আবার নানাস্থানে শ্বেত রক্ত পীত নীল প্রভৃতি নানাবর্ণের বহুতর রত্ন দ্বারা খচিত; সেই মনোহর প্রাসাদ—শুভ্রবর্ণপ্রবাল-নিচয়ে আচ্ছাদিত। ৩৮

স্তম্ভগুলি রত্নাদিদ্বারা সংগঠিত, বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা নির্ম্মিত রাজা তারাবতীর রক্ষার জন্য এরূপ প্রিয় অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। ৩৯

সোপানশ্রেণী রত্নপ্রবালাদি দ্বারা প্রস্তুত এবং পুঞ্জ পুঞ্জ বড়ভী প্রবালময়, সুতরাং সৌন্দর্য্যদ্বারা সেই অট্টালিকা—স্বর্গীয় পরম রমণীয় দেবসভার নিকট কোন ক্রমেই ন্যূন নহে। ৪০

রাজা চন্দ্রশেখর, বিশ্বস্ত পুরুষ দ্বারা সেই অট্টালিকা মধ্যে বাস্ সুকোমল সমস্ত ভোজ্যবস্তু পাঠাইয়া দিতেন। ৪১

রাজা, প্রত্যহ সেই প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া দেবী তারাবতীর সহিত ক্রীড়া করিতেন। ৪২

এক বৎসর কাল এই অট্টালিকায় তারাবতীকে রাখিলেন; যে পর্য্যন্ত তারাবতী তথায় বাস করিয়াছিলেন, তাবৎকাল অট্টালিকার দ্বারগুলি প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া সাধারণের যাতায়াত বন্ধ করিয়াছিল। ৪৩

কোন সময়ে সুন্দরহাসিনী তারাবতী, করবীরাধিপতি-বিযুক্ত হইয়া একাকী এই বৃহৎ অট্টালিকায় উপবেশনপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে ভর্ত্তা চন্দ্রশেখরকে চিন্তা করিতেছেন। ৪৪

ইষ্টাং দেবীঞ্চ সা দেবী চিন্তয়ন্তী স্ম চ স্থিতা।
তত্র সা চিন্তয়ন্তী তু ত্র্যম্বকং চন্দ্রশেখরম্।
বিবেদ ভেদং ন তয়োশ্চন্দ্রশেখরয়োর্দ্বয়োঃ॥ ৪৬
এবং প্রাসাদপৃষ্ঠে তু স্থিতা তারাবতী সতী।
সুবর্ণাম্বধ্যগা দেবী শক্রশ্রীরিব ভূষিতা॥ ৪৭
অথোময়া স্বয়ং দেবো বিয়তা চন্দ্রশেখরঃ।
আজগাম তদা গচ্ছন্ প্রাসাদং প্রতি তং নৃপ॥ ৪৮
সদৃশে সুন্দরন্তী সা উমায়াঃ সদৃশী গুণৈঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা মাধবস্যেব মাধবী॥ ৪৯
তাং দৃষ্ট্বা জগদম্বেবীং গৌরীং বৃষভকেতনঃ।
স্মিতপ্রসন্নবদনঃ প্রহসন্নিব ভামিনীম্॥ ৫০

ঈশ্বর উবাচ—

ইয়ন্তে মানুষী মূর্ত্তিঃ প্রিয়ে তারাবতীতি যা।
ভৃঙ্গিমহাকালয়োস্তে জন্মনো বিহিতা স্বয়ম্॥ ৫১
ত্বত্তো হ্যন্যস্ত্রিকান্তোঽহং নাস্ত্যং গন্তুমিহোৎসহে।
ত্বমিদানীং মৎকান্ত্যাং মূর্ত্ত্যাং প্রবিশ ভামিনি॥ ৫২
তত্র উৎপাদয়িষ্যামি মহাকালঞ্চ ভৃঙ্গিণম্॥ ৫৩

দেব্যুবাচ—

ময়ৈব মানুষী মূর্ত্তিরস্যাং বৃষভকেতন।
বিশামি তেঽত্র বচনাদুৎপাদয় সুতদ্বয়ম্॥ ৫৪

সেই সময় পতিব্রতা সাবিত্রীর ন্যায় পতিপদে মন রাখিয়া পার্ব্বতীপার্শ্বস্থ মহনীয় মহাদেবকে চিন্তা করিলেন। ৪৫

তাহার পর আবার ইষ্টদেবীকে চিন্তা করিলেন। পুনর্ব্বার বৃষভবাহন ত্র্যম্বক চন্দ্রশেখরকে ধ্যান করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে স্বামী চন্দ্রশেখর এবং ভগবান্ চন্দ্রশেখরের পার্থক্য উপলব্ধি হইল না। ৪৬

যখন এইরূপে দেবী তারাবতী দেবসভার মধ্যস্থিত নানালঙ্কার-ভূষিত ইন্দ্রাণীর ন্যায় প্রাসাদোপরি চিন্তিতান্তঃকরণে বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে মহাদেব ভগবতীর সহিত আকাশমার্গের দ্বারা সেই প্রাসাদে আগমন করিলেন। ৪৭-৪৮

তিনি আসিয়া গুণ-বাহুল্যে ভগবতী-সদৃশ সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত নারীগণের লক্ষ্মীস্বরূপ রাজপত্নীকে দেখিলেন। ৪৯

শিব তারাবতীকে দেখিয়া দেবী গৌরীকে প্রফুল্লচিত্তে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন। ৫০

প্রিয়ে! এই যে তারাবতীকে দেখিতেছ, এইটি তোমার মানুষীমূর্ত্তি, যাহা ভৃঙ্গী ও মহাকালের জন্মের জন্য তুমি নিজেই গ্রহণ করিয়াছ। ৫১

আমার আর অন্য স্ত্রী নাই। তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীসংসর্গে আমার উৎসাহ হয় না। হে ভামিনি! এইরূপে তুমি স্বয়ং এই মূর্ত্তিতে প্রবেশ কর। ৫২

প্রবেশ করিলে তোমার মানুষী মূর্ত্তির গর্ভে ভৃঙ্গী ও মহাকাল পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিব। ৫৩

মম ভৃঙ্গিমহাকাল-কপোতানাঞ্চ শাপতঃ।
এবং মোক্ষো ভবেত্তর্গ তস্মাত্ত্বং কুরু মৎপ্রিয়ম্ ॥ ৫৫

ঔর্ব্ব উবাচ—

প্রবিবেশ ততো দেবী স্বয়ং তারাবতীতনৌ।
মহাদেবোঽপি তস্যাঞ্চ কামার্থং সমুপস্থিতঃ ॥ ৫৬
ততঃ সাপর্ণ্যাবিষ্টা দেবী তারাবতী সতী।
কাময়ানং মহাদেবং স্বয়মেবাভ্যকমুদা ॥ ৫৭
তস্মিন্ কালেঽভবদ্ভর্গঃ কপালী চাস্থিমাল্যধৃক্ ।
বীভৎসবেশো দুর্গন্ধঃ পলিতোঽতিবিরূপধৃক্ ॥ ৫৮
কামাবসানে তস্যাস্তু সদ্যোজাতং সুতদ্বয়ম্।
অভবন্নৃপশার্দ্দূল তথা শাখামৃগাননম্।
তদ্দেহান্নিঃসৃতাপর্ণা জাতয়োঃ সুতয়োস্তয়োঃ।
মোহয়িত্বা যথাত্মানং ন জানাতি ককুৎস্থজা ॥ ৫৯
অহং গৌরী তথা ভর্গভাবেন[১] মানুষেণ তু ॥ ৬০
অথ তারাবতী দেবী সুতৌ দৃষ্ট্বা ক্ষিতিস্থিতৌ।
পাতিব্রত্যাং পরিভ্রষ্টা আত্মানং বীক্ষ্য ভামিনী ॥ ৬১
তথা বীভৎসবেশঞ্চ হরং দৃষ্ট্বাগ্রতঃ স্থিতম্।
মুনিশাপং তদা মেনে প্রাপ্তং কালান্তকোপমম্ ॥ ৬২

দেবী কহিতে লাগিলেন;—হে বৃষভকেতন। আমারই এই মানুষীমূর্ত্তি, আপনার অনুমতিক্রমে এই দৃষ্টিতে প্রবেশ করি—আপনি পুত্রদ্বয় উৎপাদিত করুন। ৫৪

তাহা হইলে আমার ভৃঙ্গী ও মহাকাল কাপোতের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবেন। হে পার্ব্বতীনাথ! আপনি আমার এই প্রিয়কার্য্যটি করুন। ৫৫

ঔর্ব্ব করিতে লাগিলেন,—তাহার পর স্বয়ং ভগবতী তারাবতীর দেহে প্রবেশ করিলেন, মহাদেবও উপভোগের নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৫৬

অনন্তর দেবীভাবাপন্ন পতিব্রতা দেবী তারাবতী, মহাদেবকে রমণেচ্ছু জানিয়া স্বয়ংই তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। ৫৭

সেই সময় ভগবান্ ভবানীপতি কপালী অস্থিমাল্যধারী বীভৎস-বেশ, দুর্গন্ধ-দেহ, জরাজীর্ণ অতিবিরূপ হইয়া তারাবতীতে উপগত হইলেন। ৫৮

হে নরশার্দ্দূল! তাঁহাদিগের পরস্পরের রতি-ক্রীড়া সমাপ্ত হইলে সদ্যই তারাবতীর গর্ভে বানরমুখ দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। পুত্র দুইটি জন্মিলে ভগবতী, তারাবতীর দেহ হইতে নিঃসৃত হইলেন। ৫৯

তখন মনুষ্যভাবাপন্ন তারাবতীর আত্মা মোহপূর্ণ হওয়ায় তিনি জানিতে পারিলেন না যে, আমি গৌরী আর ইনি মহেশ্বর। ৬০

অনন্তর তেজস্বিনী দেবী তারাবতী, পুত্রদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ দেখিয়া এবং সম্মুখীন বীভৎসবেশধারী মহেশকে অবলোকন করিয়া আপনাকে ভ্রষ্টা বিবেচনাপূর্ব্বক তখন পূর্ব্বদত্ত মুনিশাপকে কালপ্রাপ্ত অন্তকের ন্যায় বিবেচনা করিলেন ৬১-৬২

---

[১]। গৌরীতি ॥ তথা ভাবেন—ইতি পাঠান্তরম্।

ইতি শোকবিমূঢ়া চ নিনিন্দ চ সতীব্রতম্ ।
ইদঞ্চোবাচ তং বীক্ষ্য মহাদেবং ত্রিশূলিনম্ ॥ ৬৩
মুনিব্রতাদপি বরং নারীণাঞ্চ সতীব্রতম্ ।
ইতি স্ম সততং ধীরা ব্যাহরন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৬৪
ন তৎ সত্যমহং মন্যে যৎ প্রবৃত্তং মমেদৃশম্ ।
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী শুশোচ চ মুমোহ চ ॥ ৬৫
তামাহাথ মহাদেবো মা কার্ষীস্ত্বং বরাননে ।
শোকং সতীব্রতঞ্চাপি মা নিন্দ ত্বং সুচেতনে ॥ ৬৬
কপোতেন যদা শপ্তা ত্বং তদৈব তদগ্রতঃ ।
উক্তবত্যসি দীর্ঘাক্ষি যত্তবৃত্তং তবাধুনা ॥ ৬৭
যদি সত্যং মহাদেবো নিত্যমারাধ্যতে ময়া ।
তেন সত্যেন মে দেবাদারাধ্যাচ্চন্দ্রশেখরাৎ ।
স্বপ্নেঽপি মুনিশার্দ্দূল নান্যো মাং কাময়িষ্যতি ॥ ৬৮
সোঽহমেব মহাদেব আরাধ্যশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
ত্বং ময়া কামিতা চাপি মা কার্ষীঃ শোকমঙ্গনে ।
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৬৯
মায়য়া মোহিতা দেবী তত্র তারাবতী সতী ।
ভূমৌ মলিনবেশেন মন্যুনা সমুপাবিশৎ ॥ ৭০
সুতৌ চ পতিতৌ ভূমৌ সা দেবী নাসভাজয়ৎ ।
ভর্ত্তুরাগমনং শশ্বৎ কাঙ্ক্ষন্তী ভর্গভাষিতম্ ।
ন ররাজ গৃহে চাপি মুক্তকেশী তথাস্থিতা ॥ ৭১

তখন শোকগ্রস্তা তারাবতী সতীব্রতকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং ত্রিশূলধারী মহাদেবকে দেখিয়া কহিলেন,—পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা সর্ব্বদাই কহিয়া থাকেন যে, নারীদিগের সতীব্রত—মুনিব্রতাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ৬৩-৬৪

কিন্তু আমার আজ এরূপ হওয়ায় আমি মুনিদিগের সেই কথাটি সত্য বলিয়া বিবেচনা করিলাম না। এই সকল কথা কহিয়া তিনি শোক করিতে লাগিলেন এবং মোহ প্রাপ্তও হইলেন। ৬৫

তখন মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন,—হে বরাননে! তুমি শোক করিও না, সতীব্রতকে নিন্দা করিও না। ৬৬

হে চৈতন্যশালিনি! যে সময় তুমি কাপোত ঋষি-কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইলে, হে বিশালাক্ষি! সেই সময়েই তাঁহারই সম্মুখে—এক্ষণে যেটি তোমার ঘটিল, সেইটিই কহিয়াছিলে। ৬৭

যথা—"হে মুনিশার্দ্দূল! যদি আমি নিত্য মহাদেবের আরাধনা করিয়া থাকি, সেই সত্যবলেই আমার আরাধ্য চন্দ্রশেখর দেবতা ভিন্ন অন্য কেহ স্বপ্নেও আমাকে অভিলাষ করিবেন না।" ৬৮

অতএব অবলে! আমি সেই আরাধ্য মহাদেব চন্দ্রশেখর, আমা কর্ত্তৃকই তুমি উপভুক্ত হইয়াছ, অতএব শোক করিও না। এই কথা বলিয়াই মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। ৬৯

তখন পতিব্রতা দেবী তারাবতী মায়ামোহিত হইয়া শোকনিবন্ধন মলিন-বেশে মৃত্তিকায় বসিয়া রহিলেন। ৭০

অথ ক্ষণান্মহাভাগঃ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ।
প্রাসাদপৃষ্ঠমাগচ্ছদ্ দ্রষ্টুং তারাবতীং তদা ॥ ৭২
স তং প্রাসাদমারুহ্য জায়াং তারাবতীং তদা।
দদর্শ পতিতাং ভূমৌ মুক্তকেশীং নিরুৎসবাম্।
শ্যামাননাং শ্বসন্তীঞ্চ সত্যগর্হণতৎপরাম্ ॥ ৭৩
সুতৌ চ পতিতৌ ভূমৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তদা।
বানরাস্যৌ স দদৃশে পদক্ষোভং বৃষস্য চ ॥ ৭৪
ইতি সর্ব্বমবেক্ষ্যাথ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ।
ভীতশ্চ বিস্মিতশ্চৈব ভার্য্যাং পপ্রচ্ছ সম্ভ্রমাৎ ॥ ৭৫
কিং কিং তারাবতি তব প্রবৃত্তং নির্জ্জনে গৃহে।
কো বা ধর্ষিতবাংস্ত্বাং হি শিবঃ সিংহবধূমিব ॥ ৭৬
কস্য বা পৃথুকাবেতৌ প্রোদ্দীপ্তৌ বানরাননৌ
তন্মে ক্রুতং সমাচক্ষ কো বা ত্বাং কামিতোঽপরঃ ॥ ৭৭

ঔর্ব্ব উবাচ—

এবমুক্তা তু ভূপেন তদা তারাবতী সতী।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস সকলং চন্দ্রশেখরে ॥ ৭৮
যথা সমাগতো ভর্গ উক্তবাংশ্চ যথোক্তবান্।
তৎসর্ব্বং কথয়ামাস বাষ্পকণ্ঠা সগদ্গদা ॥ ৭৯

পুত্রদ্বয় ভূমিতে পড়িয়া রহিল, তথাপি তিনি সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কেবল আলুলায়িতকেশে প্রতিক্ষণ ভর্ত্তার আগমন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; মহাদেবের বাক্যে কিছুমাত্র আদর প্রকাশ করিলেন না। ৭১

অনন্তর কিছুকাল বিলম্বে মহারাজ চন্দ্রশেখর তারাবতীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রাসাদপৃষ্ঠে আগমন করিলেন। ৭২

তখন তথায় যাইয়া দেখেন, তারাবতী নিরানন্দে মলিনবদনে আলুলায়িত-কেশে ভূমে পড়িয়া আছেন আর আর্ত্তনাদ ও সত্যের নিন্দা করিতেছেন এবং চন্দ্রসূর্য্য-সদৃশ বানর মুখ পুত্র দুইটিও পড়িয়া আছে এবং বৃষের পদচিহ্নও দেখিতে পাইলেন। ৭৩-৭৪

তখন মহারাজ চন্দ্রশেখর, এই সকল দেখিয়া ও বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তারাবতি! নির্জ্জনগৃহে তোমার কি কি ঘটনা হইয়াছে। শৃগাল সিংহীকে আক্রমণ করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তোমাকে কে আক্রমণ করিয়াছিল? ৭৫-৭৬

আর বানরমুখ প্রদীপ্ত পুত্র দুইটি বা কাহার?—তুমি শীঘ্র আমাকে বল, অপর কোন্ ব্যক্তি তোমার কামনায় এইখানে আসিয়াছিল। ৭৭

ঔর্ব্ব কহিলেন, তখন পতিব্রতা তারাবতী ভূপকর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইলে তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। ৭৮

এবং মহাদেব যেমন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং পরেও যে সকল কথা বলেন, সেই সকল কথাও সজল নয়নে ও গদ্গদস্বরে ভর্ত্তার নিকট নিবেদন করিলেন। ৭৯

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা চিন্তয়ংশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
কিং বৃত্তমিতি বিজ্ঞাতুং ভূতলে সমুপাবিশৎ ॥ ৮০
স্বগতং চিন্তয়ন্ রাজা চকারেমাং বিচারণাম্ ।
অনন্যকান্তো গিরিশঃ স নান্যাং পার্ব্বতীমৃতে ।
কাময়িষ্যতি তস্মাৎ স ন ভর্গঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৮১
ঋষিশাপো হি বলবাংস্তচ্ছাপাদেব রাক্ষসঃ ।
কোঽপি মায়াবলোপেতঃ শঙ্কররূপমাগতঃ ॥ ৮২
এষা সতী প্রিয়া ভার্য্যা রাক্ষসেনাপি দূষিতা ।
কথমেষা ময়া গ্রাহ্যা পূর্ব্ববৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৮৩
এতৌ চ তনয়ৌ তস্য সদ্যোজাতৌ চ রাক্ষসৌ ।
অন্যথা বা কথম্ভূতৌ শাখামৃগমুখৌ সুতৌ ॥ ৮৪
এবং চিন্তয়তস্তস্য দেবৈর্ব্বিনিয়োজিতা ।
সরস্বতী বিয়ৎস্থা তু রাজানমিতি চাব্রবীৎ ॥ ৮৫
ন ত্বয়া সংশয়ঃ কার্য্যস্তারাবত্যাং নৃপোত্তম ।
সত্যমেব মহাদেবো ভার্য্যাং তব সমেয়িবান্ ॥ ৮৬
এতৌ চ তনয়ৌ তস্য রাজংস্তং পরিপালয় ।
যোঽস্মিংস্তে সংশয়োঽপ্যস্তি নারদস্তং ছেৎস্যতি ॥ ৮৭
ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ বাগ্দেবী প্রিয়বাদিনী ।
জাতসম্প্রত্যয়ো রাজা ভার্য্যামাশ্বাসয়ত্তদা ॥ ৮৮

মহারাজ চন্দ্রশেখর তাঁহার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইটী জানিবার জন্য চিন্তিত হইয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। ৮০

তিনি মনে মনে চিন্তা করিয়া এই ধারণা করিলেন, মহাদেবের ভার্য্যান্তর নাই, তিনি পার্ব্বতী ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে আকাঙ্ক্ষাও করেন না; এরূপ না হইলেও তিনি পরমেশ্বর হইতেন না। ৮১

অতএব এ ঘটনায় ঋষিশাপই বলবান, সেই শাপবলেই মায়াবী কোন রাক্ষস শঙ্করের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এইখানে আসিয়াছিল। ৮২

এক্ষণে আমার প্রিয়পতিব্রতা ভার্য্যা রাক্ষসসংস্পর্শে পাপিষ্ঠ হইয়াছে, আমি পূর্ব্ববৎ সকল কর্ম্মে কিরূপে ইহাকে গ্রহণ করি? ৮৩

আর তাঁহার সদ্যোজাত এই দুইটি শিশু নিশ্চয়ই রাক্ষস, তাহা না হইলে ইহাদিগের মুখ বানরের ন্যায় হইবে কেন? ৮৪

যখন রাজা চন্দ্রশেখর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় সরস্বতী, দেবতাগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আকাশ হইতে রাজা চন্দ্রশেখরকে এই সকল কথা বলিলেন। ৮৫

"হে মহারাজ। তারাবতীর প্রতি আপনার সন্দেহ করা উচিত কার্য্য নয়, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার ভার্য্যার নিকট আসিয়াছিলেন। ৮৬

এই দুইটি পুত্র মহাদেবেরই; মহারাজ! এক্ষণে আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন, এ বিষয়ে যে সংশয় থাকে, পরে নারদ তাহা ভঞ্জন করিবেন।" ৮৭

বাগ্দেবী মধুর-বচনে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া তৎক্ষণেই অন্তর্হিতা হইলেন। তখন রাজা ভার্য্যার প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন। ৮৮

সুতৌ তু দেবদেবস্য সংস্কৃত্য বিধিনা তদা।
পালয়ামাস নৃপতিরাকাঙ্ক্ষন্নারদাগমম্॥ ৮৯
অথাজগাম দেবর্ষির্নারদস্তস্য মন্দিরম্।
পূজাভির্বহুভিস্তঞ্চ প্রত্যাগৃহ্লাৎ স ভূপতিঃ॥ ৯০
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং তারাবত্যা সমং নৃপঃ।
উচ্চৈঃ প্রাসাদমতুলং সুরেশভবনোপমম্।
আরোহয়ামাস তদা তং মুনিং চন্দ্রশেখরঃ॥ ৯১
তত্রোপাংশু তদা রাজা সভার্যাশ্চন্দ্রশেখরঃ।
পূর্ব্বপ্রবৃত্তবৃত্তান্ত-মপৃচ্ছচ্চন্দ্রশেখরঃ॥ ৯২
পূতোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা ব্রহ্মসূনুনা।
অন্তর্বহিশ্চ বিপ্রেন্দ্র তুঙ্গপ্রাসাদগামিনা॥ ৯৩
একং মে সংশয়ং ব্রহ্মংশ্ছেত্তুমর্হসি হৃদ্গতম্।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা নৈবাস্তি কুত্রচিৎ॥ ৯৪
ঋষিশাপেন ভার্য্যেয়ং মম তারাবতী সতী।
বীভৎসবেশাকৃতিনা ধর্ষিতা কৃত্তিবাসসা।
তস্যাত্মজৌ সমুৎপন্নৌ সদ্যোজাতাবিমৌ পুনঃ।
তত্র মে সংশয়ঃ শশ্বন্নিত্যং চিত্তে প্রবর্ত্ততে॥ ৯৫
অনন্তকান্তো গিরিশো গিরিজাং পার্ব্বতীমৃতে
কথং সঙ্গময়ামাস মানুষীং হীনজন্মজাম্॥ ৯৬
কথমুৎপাদয়ামাস মনুষ্যৌ তনয়ৌ বকৌ।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ যদি গুহ্যং ন তে ভবেৎ॥ ৯৭

তিনি মহাদেবের পুত্র দুইটি যথাবিধি সংস্কার করিয়া নারদের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৮৯

অনন্তর দেবর্ষি নারদ, রাজভবনে উপস্থিত হইলে পর রাজা চন্দ্রশেখর অত্যন্ত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহাকে আনিলেন এবং সস্ত্রীক যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া ইন্দ্রভবনসদৃশ নিরুপম আপনার উচ্চ অট্টালিকায় তাঁহাকে বসাইলেন। ৯০-৯১

তিনি সস্ত্রীক নির্জ্জনে তাঁহাকে সেই সকল পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৯২

হে দ্বিজোত্তম! আপনি ব্রহ্মার পুত্র, আপনি আমার বাটী আসিয়াছেন, সুতরাং আমি অনুগৃহীত হইলাম এবং সম্যক্ প্রীতিলাভ করিলাম ৯৩

হে ব্রহ্মন্! হৃদয়ে আমার একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; আপনার তাহা খণ্ডন করিতে হইবে। যেহেতু আপনি ভিন্ন আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি কোথাও নাই। ৯৪

আমার এই পতিব্রতা পত্নী তারাবতী, কাপোত ঋষির অভিসম্পাতে, বীভৎসবেশ বিরূপ মৃগচর্ম্মধারী কোন পুরুষকর্ত্তৃক উপভুক্তা হন এবং তাঁহারই ঔরসে সদ্যোজাত পুত্র দুইটি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতএব এবিষয়ে আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই দুরপনেয় সংশয় উপস্থিত হইয়া আছে। ৯৫

তাহার কারণ, গিরিজা ভিন্ন মহাদেবের আর দ্বিতীয় পত্নী নাই, আর তিনি কেনই বা নীচ কুলোদ্ভব মানুষীর সংসর্গ করিবেন এবং কি নিমিত্তই বা তিনি

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইতি পৃষ্টঃ স তু মুনিশ্চন্দ্রশেখরভূভৃতা ।
কথয়ামাস তৎসর্ব্বং নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৯৮
যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ সমুৎপন্নৌ পুরাতনৌ ।
যথা শপ্তৌ চ পার্ব্বত্যা তৌ চোপাহরতাং যথা[1] ॥ ৯৯
যথা পৌষ্যসুতো জাতো ভর্গঃ স চন্দ্রশেখরঃ ।
তারাবতী ককুৎস্থস্য গৃহে গৌরী যথাভবৎ ॥ ১০০
তৎসর্ব্বং কথয়ামাস নারদশ্চন্দ্রশেখরে ।
ইদঞ্চ পরমাখ্যানং কথয়ামাস নারদঃ ॥ ১০১

নারদ উবাচ—

ব্যাজহার যদাপর্ণাং কালীতি বৃষভধ্বজঃ ।
তদোমা তপসে যাতা বপুর্গৌরত্বকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১০২
অমর্ষযুক্তা বচনাচ্ছঙ্করস্য গিরেঃ সুতা ।
বিনীয়মানা ভর্গেণ সানুং হিমবতো গিরেঃ ॥ ১০৩
তস্যাং গতায়াং পার্ব্বত্যাং শঙ্করো বিরহার্দ্দিতঃ ।
কৈলাসাদ্রিং পরিত্যজ্য মেরুপৃষ্ঠং তদা যযৌ ॥ ১০৪
তত্রাপি শর্ম্ম নো লেভে পার্ব্বত্যা চ বিনাকৃতঃ ।
মোহিতঃ কামদেবেন তথা বৈ যোগনিদ্রয়া ॥ ১০৫
অথৈকদা মেরুপৃষ্ঠে চরন্তীং সুমনোহরাম্ ।
সাবিত্রীং দদৃশে শম্ভুঃ পার্ব্বত্যাঃ সদৃশীং গুণৈঃ ॥ ১০৬

মানুষীর গর্ভে আপনার আত্মজদ্বয় উৎপাদন করিবেন ? এ সকল বিষয় যদি আপনার বলিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আমাকে বলুন। ৯৬-৯৭

ঔর্ব্ব কহিলেন,—তখন মুনিবর নারদ, এইরূপে চন্দ্রশেখরকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই সকল কথা তাঁহাকে কহিলেন। ৯৮

পূর্ব্বকালে ভৃঙ্গী ও মহাকাল নামক দুইটি মহাদেবের অনুচর, পার্ব্বতীকর্তৃক অভিশপ্ত হন এবং তাঁহারাও আবার পার্ব্বতীকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহাতেই মহাদেব এই চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং গৌরীও ককুৎস্থের গৃহে তারাবতী নামে কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ৯৯-১০১

নারদ চন্দ্রশেখরকে এই সকল কথা বলিয়া আর একটি সুন্দর উপাখ্যান কহিতে লাগিলেন। মহাদেব, ভগবতীকে যখন কালী (কৃষ্ণাঙ্গী) বলিয়া আহ্বান করেন, তখন পর্ব্বতরাজপুত্রী উমা শঙ্করের অনাদর-বাক্যে নিজে গৌরাঙ্গী হইবার জন্য তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলে মহাদেব, তাঁহাকে হিমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ১০২-১০৩

পার্ব্বতী তপস্যার নিমিত্ত হিমালয়ে গমন করিলে, বিরহবিধুর মহাদেব তখন কৈলাস পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া সুমেরুশৈল-শিখরে গমন করিলেন। ১০৪

তথায় যোগনিদ্রাভিভূত বৃষধ্বজ, মীনধ্বজের শরবিদ্ধ হইয়া ভগবতী ব্যতি-রেকে কিছুমাত্র সুখী হন নাই। ১০৫

১। তৌ পশ্চাদাহতুর্যথা—ইতি পাঠান্তরম্।

তাং দৃষ্ট্বা মদনাবিষ্টঃ পার্ব্বত্যা বিরহার্দ্দিতঃ।
অবিজ্ঞায় সমাবিষ্টো বভূব প্রাকৃতো যথা ॥ ১০৭
অথ তাং পার্ব্বতীভ্রান্ত্যা চরন্তীমন্বধাবত।
এহি মাং পার্ব্বতি শুভে ত্বদ্বিরহপীড়িতম্ ॥ ১০৮
প্রহরত্যেষ মাং কামঃ পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্।
মম তস্য প্রতীকারং কুরু সম্প্রতি বল্লভে ॥ ১০৯
ইত্যুক্ত্বা বিমুখীং যান্তীং সাবিত্রীং বৃষভধ্বজঃ।
স্কন্ধে হস্তেন পস্পর্শ সা চুকোপ ততো ভৃশম্ ॥ ১১০
অথ সা সম্মুখী ভূত্বা সাবিত্র্যতিপতিব্রতা।
ইদমাহ মহাদেবং গর্হয়ন্তী বৃষভধ্বজম্ ॥ ১১১
কিং ত্বং পশুপতে মূর্খ মানুষঃ প্রাকৃতো যথা।
নিরস্য কলহৈর্ভার্য্যামনুনেতুমিহার্হসি ॥ ১১২
বিমূঢ়চেতসঃ কামৈর্ন সংক্ষোভি পরস্ত্রিয়ম্।
অসংস্তুতাপি সম্প্রষ্টুং মাদৃশীং যুজ্যতে তব ॥ ১১৩
কিমহং পার্ব্বতী মূঢ় যেন মৎস্কন্ধদেশতঃ।
হস্তং দদাস্যবিজ্ঞায় সাবিত্রীং বিদ্ধি মাং সতীম্ ॥ ১১৪
যস্মান্মানুষবন্মাং ত্বমনুজানাসি বর্ব্বর[1]।
তস্মাত্ত্বং মানুষীযোন্যাং সুরতং সংবিধাস্যসি ॥ ১১৫

কোন সময়ে উমাকান্ত, সর্ব্বগুণ-সম্পন্না রূপলাবণ্যে ভগবতীর তুল্য সাবিত্রীকে হিমালয় শৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া মায়া-মুগ্ধ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় স্মর-শরে জর্জ্জরিত হইলেন। ১০৬

তখন পার্ব্বতী-ভ্রমে সাবিত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে বলিলেন, হে শুভে পার্ব্বতি! আমার নিকট এস, আমি তোমার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, আর কন্দর্প, পূর্ব্ববৈর-নির্য্যাতনাভিপ্রায়ে আমাকে বড়ই ক্লেশ দিতেছে; হে প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমার বিপদের প্রতীকার বিধান কর। ১০৮-১০৯

এত অনুনয় বিনয়ের পরও যখন দেখিলেন, সাবিত্রী—তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়াই চলিয়া যান, তখন তিনি তাঁহার স্কন্ধে এক হস্ত প্রদান করিলেন। ১১০

তদনন্তর সাবিত্রী ক্রোধপূর্ব্বক তাঁহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আমি পতিব্রতা সাবিত্রী। ১১১

হে পশুপতে! তুমি মূর্খ প্রাকৃত মনুষ্যের মত কেন আমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেছ? অগ্রে ভার্য্যাকে তিরস্কারপূর্ব্বক তাড়াইয়া এখন অনুনয় করিতেছ? ১১২

আর কেনই বা কামের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্ত্রী প্রার্থনা করিতেছ? ওরূপ তোষামোদ না করিয়াই আমার ন্যায় স্ত্রীলোকের সহিত তোমার কথাবার্ত্তা বলা উচিত। ১১৩

মূঢ়! আমি কি পার্ব্বতী, যে বিশেষ না জানিয়াই আমার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিলে! তুমি আমাকে জান—আমি পতিব্রতা সাবিত্রী। হে অদূর-দর্শিন্!

১। যস্মাৎ মানুষবর্দ্দিন্ মামনুজানীতমাম্ হৃষ্য।

গৌরীমৃতে নারকাত্তত্ত্বমস্তাত্ত সমীহসে।
তস্যোত্তং ফলিতং ভর্গ গচ্ছ মাং ত্বং পরিত্যজ।
ইত্যুক্ত্বা সা গতা দেবী যথাশ্রমপদং সতী॥ ১১৬
লজ্জাবিস্ময়সংযুক্তো হরোঽপ্যায়াৎ নিজাস্পদম্।
অতোঽহং মানুষীযোনৌ সুরতং শঙ্করোঽকরোৎ॥ ১১৭
ত্বমাগ্নিঃসংশয়ং রাজন্নিষ্যাং তারাবতীং সতীম্।
দয়য় তনয়াবেতৌ ভর্গস্য প্রতিপালয়॥ ১১৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

ততঃ স রাজা শ্রুত্বৈব নারদস্য মুখাত্তদা।
আত্মনঃ শম্ভুরূপত্বং গৌরী তারাবতীতি চ।
মনুষ্যযোনাবুৎপন্নাবুমাবৃষভকেতনৌ॥ ১১৯
কথাভিঃর্হর্ষিতো রাজা বিস্মিতো নারদং পুনঃ।
পপ্রচ্ছ মুনিশার্দ্দূলং বিজ্ঞাতুমিতি চাত্মনঃ॥ ১২০
শঙ্করত্বঞ্চ গৌরীত্বং তারাবত্যাং সমক্ষতঃ।
যথাহং তং ন পশ্যামি তং মাং জ্ঞাপয় নিশ্চিতম্॥ ১২১

নারদ উবাচ—

অঙ্কে তারাবতীং কৃত্বা অক্ষিণী ত্বং নিমীলয়।
ক্ষণং তারাবতী চাপি নিমীলয়তু চক্ষুষী॥ ১২২

তুমি যেহেতু আমাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিলে, অতএব তুমি মানুষ যোনিতে সুরতক্রীড়াসক্ত হইবে। ১১৪-১১৫

হে শম্ভো! যেহেতু তুমি পরস্ত্রী-সংসর্গ-বিমুখ হইয়াও অদ্য গৌরী বিরহে অন্য স্ত্রীকে অভিলাষ করিতেছ, সেই অভিলাষেরই এই ফল জানিবে। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে গমন ও আমাকে পরিত্যাগ কর। তখন পতিব্রতা দেবী সাবিত্রী, শঙ্করকে এই সকল কথা বলিয়া নিজের আশ্রমে গমন করিলেন। ১১৬

মহাদেবও লজ্জাবিস্ময়যুক্ত হইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! এই সকল কারণেই মহাদেব মানুষীতে উপগত হইয়াছেন। ১১৭

অতএব আপনি, পতিব্রতা তারাবতীর প্রতি সন্দেহ করিবেন না। আর মহাদেবের এই দুইটী পুত্রকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করুন। ১১৮

ঔর্ব্ব কহিলেন,—অনন্তর রাজা, নারদমুনি হইতে আপনার শিবত্ব ও তারাবতীর ভগবতীত্ব শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিলেন, মনুষ্য-যোনিতেই মহাদেব ও ভগবতী উৎপন্ন হইয়াছেন। ১১৯

এই সকল কথা শ্রবণের পর রাজা বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২০

হে মুনিবর! আমি নিজের শিবত্ব ও দেবী তারাবতীর ভগবতীত্ব কিরূপে জানিতে ও সমক্ষে দেখিতে পাই, তাহা আমাকে সম্যক্‌রূপে বলিয়া দিন। ১২১

নারদ কহিলেন; তুমি তারাবতীকে সঙ্গে করিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া থাক এবং তারাবতীও ক্ষণকালের নিমিত্ত চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করুন। ১২২

নিমিল্য পশ্চাদ্রাজেন্দ্র উন্মীলয় ততো দ্রুতম্।
ততস্তে শাম্ভবং জ্ঞানং রূপঞ্চাপি ভবিষ্যতি ॥ ১২৩
ইত্যুক্তো নারদেনাথ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ।
বামেন পাণিনা ধৃত্বা দেবীং তারাবতীং সতীম্ ॥
চক্ষুষী চ তয়া সার্দ্ধং নিমীল্যোন্মীল্য তৎক্ষণাৎ ॥ ১২৪
তন্নিমীলনকালে তু তস্যাভূচ্ছম্ভুরূপতা।
গৌরীরূপাভবদ্দেবী ততস্তারাবতী সতী।
অহং শম্ভুরহং গৌরীতি বিজ্ঞানং তয়োরভূৎ ॥ ১২৫
ততঃ প্রোবাচ তং শম্ভুং নারদঃ প্রহসন্নিব।
শম্ভুঃ সাক্ষাত্ত্বমান্ গৌরী দেবী তারাবতী স্বয়ম্।
প্রত্যক্ষং তে মহাভাগ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা ॥ ১২৬
ততো রাজা তথৈবেমিত্যুক্ত্বাথ স্বকাং তনুম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানাং দশভির্বাহুভির্যুতাম্ ॥ ১২৭
ত্রিশূলখট্বাঙ্গধরাং শক্ত্যাদিযুতহস্তকাম্।
বৃষভোপরি সংস্থাঞ্চ জটাজুটবিভূষিতাম্ ॥ ১২৮
তারাঞ্চ বিদ্যুদ্গৌরাঙ্গীং পদ্মহস্তাং শুভাননাম্।
বীক্ষ্য সম্প্রত্যয়ং প্রাপ জ্ঞানেনাপি তদাত্মনি ॥ ১২৯
ততস্তু নারদঃ প্রাহ শৃণু রাজন্ বচো মম।
নৃযোনৌ বৈষ্ণবী মায়া যুবাং পূর্ব্বমমোহয়ৎ ॥ ১৩০
তেন তেন শরীরেণ শম্ভুত্বং নেক্ষিতং ত্বয়া।
অধুনা দর্শিতা তেঽদ্য শম্ভুনা শম্ভুরূপতা ॥ ১৩১

মুদ্রিত করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার উন্মীলিত করিবে, হে মহারাজ! এইরূপ করিলেই তোমার শৈব জ্ঞান ও রূপ হইবে। ১২৩

মহারাজ চন্দ্রশেখর নারদকর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইলে, তখন তিনি, বাম হস্তের দ্বারা তারাবতীকে ধরিয়া স্বয়ং চক্ষু দুইটী তারাবতীর সহিত মুদ্রিত করিয়াই উন্মীলিত করিলেন। ১২৪

নেত্র নিমীলনকালে তাঁহাদিগের শিবত্ব ও ভগবতীত্ব এতাদৃশ জ্ঞান হওয়ায় "আমি শম্ভু', 'আমি ভগবতী' এইরূপ উভয়ের জ্ঞান হইয়াছিল। ১২৫

অনন্তর নারদ, হাসিতে হাসিতে তখন সেই শম্ভুকে বলিলেন,—আপনি সাক্ষাৎ মহাদেব ও দেবী তারাবতী সাক্ষাৎ ভগবতী; হে মহাভাগ! এখন সমক্ষে আপনাতে আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। ১২৬

তখন রাজা 'তথাস্তু' এইরূপ বলিয়া স্বীয় শরীর ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত, দশহস্ত, হস্তগুলিতে আবার ত্রিশূল খট্বাঙ্গ শক্তি প্রভৃতি রহিয়াছে—বৃষাসীন,—জটাজূটশোভী দেখিয়া তারাবতীকেও সুন্দরমুখী পদ্মহস্তা বিদ্যুৎ-সদৃশ গৌরাঙ্গী দেখিলেন, পরে জ্ঞানবলে সমস্ত বিষয় আপনাতে বিশ্বাস করিলেন। ১২৭-১২৯

পুনর্ব্বার নারদ কহিলেন, হে রাজন্! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, পূর্ব্বে বিষ্ণুমায়া আপনাদিগের দুইজনকে মনুষ্যযোনিতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ১৩০

সেই হেতু মনুষ্য-শরীরের দ্বারা আপনি আপনার শিবত্ব জানিতে পারেন নাই; সম্প্রতি শম্ভুই তোমাকে তোমার শম্ভুরূপত্ব দেখাইলেন। ১৩১

নিমীল্য নয়নদ্বন্দ্বং পুনস্ত্বং যাহি মর্ত্যতাম্ ।
আসাদ্য মানুষং ভাবমাদেহান্তং স্থিরো ভব ।
তথা তারাবতী দেবী তূর্ণং ভবতু মানুষী ॥ ১৩২

ঔর্ব্ব উবাচ—

আত্মনো দেবরূপত্বং জ্ঞাত্বা দৃষ্ট্বাথ চক্ষুষা ।
জাতসম্প্রত্যয়ো রাজা সমীলয়ত লোচনে ॥ ১৩৩
ততস্তারাবতী দেবী সমীলয়ত চক্ষুষী ।
পুনস্তৌ মানবৌ জাতৌ মহিষী নৃপতিস্তথা ॥ ১৩৪
উন্মীল্য তৌ তু নেত্রেঽপি মানুষত্বং তদাত্মনোঃ ।
দৃষ্ট্বা আবাং তথা মর্ত্ত্যাবিতি জ্ঞানং ততস্তয়োঃ ॥ ১৩৫
ততো বিমোহিতৌ তু দম্পতী বিষ্ণুমায়য়া ।
অহং রাজা চ মহিষী অহমিত্যভবন্মতিঃ ॥ ১৩৬
তস্যাং সুতৌ তু জায়ায়াং দেবাংশাবিতি তন্মতী ।
আবাং স্থিতা কলা মূর্দ্ধ্নি অভূতাং জাতচিহ্নতৌ ॥ ১৩৭
ততঃ স রাজা প্রণতস্তং মুনিং নারদং মুদা ।
সত্যমেতত্ত্বয়া প্রোক্তং করিষ্যে বচনং তব ॥ ১৩৮
পালয়িষ্যে শম্ভুপুত্রৌ সত্যাসত্যৌ সদৈব হি ।
কিন্ত্বেতৌ মুনিশার্দ্দূল ত্বং সংস্কুরু যথাবিধি ॥ ১৩৯

ঔর্ব্ব উবাচ—

ততস্তয়োর্নাম চক্রে নারদো বচনান্নৃপ ।
জ্যেষ্ঠো ভৈরবনামাভূজ্জ্যোষ্ঠীপুত্রো ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৪০

এখন তুমি আবার নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ কর ; যাবৎকাল তোমার দেহ থাকিবে, তাবৎকাল মনুষ্য-ভাবাপন্ন হইয়া বিচরণ কর ; এবং দেবী তারাবতীও অবিলম্বে মানুষী মূর্ত্তি ধারণ করুন । ১৩২

ঔর্ব্ব কহিলেন,—রাজা চন্দ্রশেখর আপনার দেবরূপত্ব জানিয়া ও স্বচক্ষে দেখিয়া যখন নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন, তখন দেবী তারাবতীর সহিত নেত্র উন্মীলিত করিলেন । ১৩৩

উন্মীলন করিবামাত্র, বিষ্ণুমায়াবলে মোহিত হইয়া আপনাদিগের মনুষ্যত্ব বোধ করিলেন এবং তখন উভয়ে নেত্র উন্মীলন করিয়া আপনাদিগের মনুষ্যভাব দেখিয়া 'আমরা মনুষ্য' এইরূপ জানিতে পারিলেন । ১৩৪-১৩৫

তৎপরেই তাঁহারা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া আমি রাজা, ইনি মহিষী— এরূপও বোধ করিলেন । ১৩৬

তাহার পত্নীতে দেবাংশে পুত্রদ্বয় জন্মিয়াছে—এ মতি হইল । যেহেতু জাতকদ্বয়ের মস্তকে চিহ্ন রহিয়াছে । ১৩৭

তখন রাজা আনন্দিত হইয়া নারদ মুনিকে কহিলেন,—আপনার বাক্য আমি সফল করিব, নিধিসদৃশ মহাদেবের সুতদ্বয়কে সর্ব্বদা পালন করিব ; কিন্তু হে মুনিপুঙ্গব ! আপনি এই দুইটী পুত্রের যথাবিধি সংস্কার করুন । ১৩৮-১৩৯

ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে নৃপ ! তাহার পর নারদ ঋষি, রাজার আজ্ঞানুসারে

বেতালসদৃশঃ কৃষ্ণো বেতালোঽভূত্তথাপরঃ।
ইতি চক্রে তয়োর্নাম দেবর্ষির্ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ ১৪১
অন্যাংস্ত সর্ব্বান্ সংস্কারান্নারদো মুনিসত্তমঃ।
চকার ক্রমশো বাক্যাচ্চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ॥ ১৪২
এবং সর্ব্বান্ সংশয়াংস্ত সঞ্ছিদ্য মুনিসত্তমঃ।
সংস্কৃত্য তৎতনয়ৌ বিসৃষ্টস্তেন ভূভৃতা।
যযাবাকাশমার্গেণ নাকপৃষ্ঠং স নারদঃ॥ ১৪৩
নারদে তু গতে রাজা মুদিতশ্চন্দ্রশেখরঃ।
তারাবত্যা সমং রেমে করবীরাহ্বয়ে পুরে॥ ১৪৪
শম্ভোরংশেঽহমিত্যেবং গৌর্য্যাস্তারাবতীতি চ।
জাতশ্রদ্ধস্তদা রাজা শশাস সুচিরং ক্ষিতিম্॥ ১৪৫
তনয়ৌ চ হরস্যাথ তদা বেতালভৈরবৌ।
ববৃধাতে মহাত্মানৌ শরচ্চন্দ্রাবিবোদিতৌ॥ ১৪৬
চন্দ্রশেখরভূপস্য তারাবত্যাং নৃপোত্তমঃ।
ত্রয়ঃ পুত্রা মহাবীর্য্যা রূপসম্পৎ-সমন্বিতাঃ।
জ্যেষ্ঠস্তত্রোপরিচরো দমনোঽলর্ক এব চ॥ ১৪৭
বেতালভৈরবাভ্যাস্ত জ্যায়াংসস্তেঽভবংস্ত্রয়ঃ।
এবমেতে ত্রয়ঃ পুত্রাশ্চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ॥ ১৪৮

সেই দুইটি পুত্রের নামকরণ সংস্কার করিলেন। বল-প্রদীপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রটির নাম 'ভৈরব' হইল এবং বেতাল-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম রাখিলেন 'বেতাল'। ১৪০-১৪১

ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ, দুইজনের নামকরণ যেরূপ করিলেন, সেইরূপ রাজা চন্দ্রশেখরের বচনানুসারে ক্রমশঃ অন্যান্য সংস্কার সকলও করিলেন। ১৪২

দেবর্ষি নারদ, এইরূপে চন্দ্রশেখরের সকল সংশয় ছেদন করিয়া এবং পুত্রদ্বয়ের কতকগুলি সংস্কারও যথাশাস্ত্র সম্পাদন করিয়া রাজা কর্ত্তৃক অভিলষিত স্থলে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন। তৎপরেই নারদ, আকাশমার্গের দ্বারা স্বর্গে গমন করিলেন। ১৪৩

নারদ স্বর্গে গমন করিলে পর, রাজা চন্দ্রশেখর করবীরপুরে তারাবতীর সহিত আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন ১৪৪

আমি শঙ্করের অংশ, তারাবতী গৌরীর অংশ যখন রাজার এইরূপ জ্ঞান হইল, তখন তিনি শ্রদ্ধা সহকারে দীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন।-১৪৫

এই সময়, হরের সেই মহাত্মা পুত্রদ্বয়ও উদিত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ১৪৬

হে নরোত্তম। ইহা ভিন্ন তারাবতীর গর্ভসম্ভূত রাজা চন্দ্রশেখরের মহাবল পরাক্রান্ত পরম রূপবান্ তিনটী ঔরস পুত্র; তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম উপরিচর, মধ্যমের নাম দমন, কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। ১৪৭

ইঁহারা বেতাল ও ভৈরব হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। চন্দ্রশেখরের এই তিনটি ঔরস পুত্র, আর এদিকে বেতাল ও ভৈরব, মহাদেবের সদ্যোজাত দুইটি

বেতালভৈরবৌ চাপি সদ্যোজাতৌ হরাত্মজৌ।
সমানভোগা বর্দ্ধন্তশ্চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ।
পালিতাস্ত সতাবর্ধেণ সমানাশনবাহনাঃ॥ ১৪৯
ইতি পঞ্চসুতা মহাবলাঃ
পঞ্চভূতসদৃশাঃ কৃতা বিধেঃ।
বর্দ্ধিরে প্রথমং সকলং জগৎ
সমজৈত্য মুদা বলদর্পিতাঃ॥ ১৫০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ। ৫০

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ কালক্রমেণৈব প্রবৃদ্ধাস্তে মহাবলাঃ।
শস্ত্রাস্ত্রজ্ঞানকুশলাঃ শাস্ত্রার্থপরিনিষ্ঠিতাঃ॥ ১
সম্প্রাপ্তযৌবনা দীপ্তা দুর্দ্ধর্ষাঃ পরিপন্থিভিঃ।
ধর্মার্থজ্ঞানকুশলা ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ॥ ২
সদা সহচরৌ তত্র প্রীত্যা বেতালভৈরবৌ।
অলর্কো দমনশ্চৈব তথোপরিচরস্ত্রয়ঃ।
সদা সহচরা নিত্যং ভ্রাতরশ্চন্দ্রশেখরাঃ॥ ৩
ত্রিধাত্মজেষু নৃপতেঃ সদোপরিচরাদিষু।
মমত্বমধিকং নিত্যং প্রীতিস্নেহৌ তথাধিকৌ॥ ৪

সন্তান। সর্ব্বসমেত এই পাঁচটি পুত্র সমানভাবে বাড়িতে লাগিল এবং রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই ইঁহাদিগকে তুল্য ভোজনাদি দ্বারা পালন করিতে লাগিলেন। ১৪৮-১৪৯

বিধাতার পঞ্চভূত-সদৃশ অশেষ শক্তি-সম্পন্ন এই পাঁচটি পুত্র, কালক্রমে সমুন্নত হইয়া স্বীয় ঔদার্য্য ও দর্পে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। ১৫০

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০

একপঞ্চাশ অধ্যায়

বেতাল ভৈরবের গণাধ্যক্ষতা

ঔর্ব্ব কহিলেন,—অতঃপর কালক্রমে ইঁহারা বলশালী, দীর্ঘকায়, সমুন্নত, সর্ব্ব-শাস্ত্রকুশল, অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ, প্রাপ্তযৌবন, সুন্দরকান্তি, শত্রুদিগের দুর্দ্ধর্ষ, বেদপারগ হইয়া উঠিলেন। ১-২

প্রীতিনিবন্ধন বেতাল ও ভৈরব নিত্যসহচর হইলেন, উপরিচর, অলর্ক ও দমন এই তিনটি ভ্রাতাও। ইঁহারা সর্ব্বদাই পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিতেন,—কেহ কাহার সঙ্গ ছাড়িতেন না। ৩

বেতালে ভৈরবে চাপি চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ ।
নাস্তোব তাদৃশী প্রীতির্যাদৃশী যেষু জায়তে ॥ ৫
ন তৌ দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ কদাচিচ্চন্দ্রশেখরঃ ।
অত্যাহ্লাদরতেঽভবৎ পুত্রবুদ্ধ্যোয়াতেঽথবা ॥ ৬
তৌ বীরৌ ধর্ম্মকুশলৌ মহাবলপরাক্রমৌ ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ে দক্ষৌ শস্ত্রাস্ত্রগ্রামপারগৌ ॥ ৭
তাভ্যাং বিভেতি চ নৃপঃ কদা কিংবা করিষ্যতঃ ।
বেতালভৈরবাবেতৌ মাং সুতান্ রাজ্যমেব বা ॥ ৮
ইতি চিন্তাপরো রাজা নিত্যমেব নিরীক্ষতে ।
প্রণতাবপি তৎপুত্রৌ সম্যগ্ বেতালভৈরবৌ ॥ ১০
অথোপরিচরং রাজা যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ।
জ্যায়াংসমৌরসং পুত্রং সর্ব্বরাজগুণৈর্যুতম্ ॥ ১১
যঃ পশ্চাৎ সর্ব্বভূপালান্ যোজয়িষ্যতি নীতিভিঃ ।
রাজোপরিচরো নাম সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ১২
দমনায় দদৌ দায়ং তথালর্কায় ভূমিভৃৎ ।
প্রভূতধনরত্নানি তথাসনরথান্ বহূন্ ॥ ১৩
তাবত্তু ন দদৌ তাভ্যাং দায়বিত্তানি ভাগশঃ ।
বেতালভৈরবাভ্যাং তু ততস্তৌ মন্যুরাবিশৎ ॥ ১৪
মন্যুনাভিপরীতৌ তৌ বিচরন্তাবিতস্ততঃ ।
ন ভোগমীষতুঃ বীরৌ তপসে চ কৃতোদ্যমৌ ।
অনূঢ়ভার্য্যৌ সততং নির্জ্জনে বসতঃ সদা ॥ ১৫

রাজা, উপরিচর প্রভৃতি তিনটি পুত্রের প্রতি সর্ব্বদাই স্নেহ, মমত্ব ও প্রীতি অধিক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৪

রাজার স্নেহ, ইহাদিগের প্রতি যেরূপ, বেতাল ও ভৈরবের প্রতি তাদৃশ কিছুই হইল না এবং রাজা, এই দুই জনকে দেখিয়া কখন পুত্রজ্ঞানে আনন্দিতও হইতেন না। ৫-৬

কিন্তু এই দুই জনও কালক্রমে ত্রিলোক-জয়ী, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, অস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী, মহাবলবান্ হইয়া উঠিলেন। ৭

সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা কখন কি ঘটিবে, এই ভাবিয়াই রাজা বেতাল ও ভৈরবের নিকট ভীত হইলেন। আরও ইহাদিগের দ্বারা আমার বা আমার পুত্রদিগের অথবা রাজ্যের কখন কি অনিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ চিন্তাযুক্ত হইলেন। রাজা, বেতাল ও ভৈরবকে নম্র-স্বভাব ও ধর্ম্মিষ্ঠ দেখিয়াও অতি সাবধানে রহিলেন। ৮-১০

তারপর পরম রূপবান্ ও রাজলক্ষণাক্রান্ত জ্যেষ্ঠপুত্র উপরিচরকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ১১

যুবরাজ উপরিচর সম্পূর্ণ নীতিতে, সকল রাজাকে অনুগত করিলেন। ১২

রাজা, দমন ও অলর্ককেও ধনাদি প্রদান করিলেন, অথচ রাজকোষে অপরিমিত রত্ন ছিল। ১৩

যত রত্নাদি সিংহাসন প্রভৃতি এবং রথ সকল ছিল, সেগুলির ভাগ-ক্রমে তিনি বেতাল ভৈরবকে কিছুমাত্র দিলেন না। ১৪

তথাভূতৌ তদা পুত্রৌ দেবৌ বেতালভৈরবৌ।
বুবুধে চিন্তয়াক্রান্তা দেবী তারাবতী তদা।
রাজোপরিচরাদ্ভীত্যা পত্যুশ্চ চন্দ্রশেখরাৎ।
নোবাচ কিঞ্চিৎ সুদতী চ্ছন্নং তৌ বোধয়ত্যপি॥ ১৬
এতস্মিন্নন্তরে বিদ্বান্ কাপোতো মুনিসত্তমঃ।
চিত্রাঙ্গদাসঙ্গভোগী সন্তুষ্টঃ সুরতোৎসবৈঃ।
চিত্রাঙ্গদাং পরিত্যজ্য সপুত্রাং সহচারিণীম্।
ইয়েষ গন্তুং স প্রোচে তদা চিত্রাঙ্গদাং বচঃ॥ ১৭

মুনিরুবাচ—

চিত্রাঙ্গদে তপস্তপ্তুং গমিষ্যামি তপোবনম্।
কিং তে প্রিয়ং করোমীহ তৎ মে বদ মনোহরে॥ ১৮

চিত্রাঙ্গদোবাচ—

তুম্বুরুশ্চ সুবর্চ্চাশ্চ তনয়ৌ তব সুব্রত।
এতয়োস্ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রিয়ং কুরু যথোচিতম্॥ ১৯
মাঞ্চাপি ভগিনীগেহে সংস্থাপ্য দ্বিজসত্তম।
তদা তপোবনং গচ্ছ যদি তে রোচতেঽনঘ॥ ২০
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ কপোতো মুনিসত্তমঃ।
হিরণ্যার্থং সমালোচ্য কুবেরসদনং যযৌ॥ ২১
প্রার্থয়িত্বা কুবেরন্তু সুবর্ণানাং শতানি ষট্।
নিষ্কাণান্তু সহস্রাণি স লেভে মুনিসত্তমঃ॥ ২২

তখন ইহারা নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। আবার কখনও ভোগ-বঞ্চিত অদ্ভুত-পরিণয় এই বীরদ্বয় নির্জ্জনে বসিয়া তপশ্চরণে মনোভিনিবেশ করিল। ১৫

যখন দেবী তারাবতী, বেতাল ভৈরবকে এইরূপ দুর্গতিগ্রস্ত দেখিলেন, তখন তিনি চিন্তান্বিতা হইলেন। যুবরাজ উপরিচর ও পতি চন্দ্রশেখরের নিকট ভীতা হইয়া পুত্রদ্বয়ের নির্জ্জনবাস বিদিত হইয়াও তাঁহাদিগের দুইজনকে কিছুই বলেন নাই। ১৬

ইত্যবসরে সুরতক্রীড়ানুরাগী স্ত্রীসঙ্গপ্রিয় যোগবলপ্রদীপ্ত কাপোত মুনি, সহচারিণী পুত্রবতী চিত্রাঙ্গদাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে যাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন এবং চিত্রাঙ্গদাকে কহিলেন। ১৭

প্রিয়ে চিত্রাঙ্গদে! আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত তপোবনে গমন করিব। হে সুন্দরি! তোমার কি প্রিয়কার্য্য এই সময় করিব, তাহা আমাকে বল। ১৮

তখন চিত্রাঙ্গদা কহিতে লাগিলেন, হে তপস্বিন্! আপনার তুম্বুরু ও সুবর্চ্চ নামে যে দুইটি পুত্র হইয়াছে, হে মুনিসত্তম! আপনি এই দুই জনের যথোচিত প্রিয়কার্য্য করুন। ১৯

হে পূতচরিত্র দ্বিজোত্তম! আমাকেও আমার ভগিনীগৃহে রাখিয়া, যদি আপনার অভিরুচি হয়, তবে আপনি তপোবনে গমন করুন। ২০

কাপোত ঋষি চিত্রাঙ্গদার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন অর্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত অনুসন্ধানপূর্ব্বক কুবেরভবনে গমন করিলেন। ২১

শতং ভারাংশ্চ স্বর্ণানামানীয় চ সবীবধৈঃ ।
পুত্রাভ্যাং প্রদদৌ বিপ্রো ভার্য্যায়ৈ চ বিশেষতঃ ॥
ততস্তাং সহপুত্রাভ্যাং তৈর্দ্ধনৈরপি ভূরিভিঃ ।
চিত্রাঙ্গদামতেনাথ পুত্রয়োরপি সম্মতে ॥ ২৩
সুবর্চসং ভূষুরুঞ্চ তথা চিত্রাঙ্গদামপি ।
আমন্ত্র্য মুনিশার্দ্দূলঃ করবীরপুরং যযৌ ॥ ২৪
তত্র গত্বা স কপোতো রাজানং চন্দ্রশেখরম্ ।
রাজোপরিচরং চৈব বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২৫
ইয়ং ককুৎস্থজা ভূপ তবৈব বিদিতা পুরা ।
সদ্যোজাতৌ তথৈবাস্যামেতৌ মে তনয়ৌ শুচী ॥
এভির্বিত্তৈঃ সমং পুত্রৌ মম ত্বং প্রতিপালয় ।
রাজোপরিচরশ্চাপি পালয়ত্বিহ মে সুতৌ ॥ ২৬
অপুত্রস্য নৃপঃ পুত্রো নির্দ্ধনস্য ধনং নৃপঃ ।
অমাতুর্জ্জননী রাজা হ্যতাতস্য পিতা নৃপঃ ॥ ২৭
অনাথস্য নৃপো নাথো হ্যভর্ত্তুঃ পার্থিবঃ পতিঃ ।
অভৃত্যস্য নৃপো ভৃত্যো নৃপ এব নৃণাং সখা ।
সর্ব্বদেবময়ো রাজা তস্মাত্ত্বামর্থয়ে নৃপ ॥ ২৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

ততঃ স রাজা তং প্রাহ মুনিমেবং দ্বিজোত্তমম্ ।
করিষ্যে বচনঞ্চাহং রাজোপরিচরশ্চ সঃ ॥ ২৯

কুবেরের নিকট প্রার্থনা করিয়া হয় শত সুবর্ণমুদ্রা ও রাজার নিজ সংগ্রহ করিলেন। ২২

ব্রাহ্মণ তখন চমরী-পৃষ্ঠে করিয়া সুবর্ণের একশত ভার আনিয়া পুত্রদ্বয়কে দিলেন এবং বিশেষ করিয়া স্ত্রীকে দিলেন। ২৩

মুনিবর,—সুবর্চ্চ, ভূষুরু ও চিত্রাঙ্গদাকে আহ্বান করিয়া করবীরপুরে গমন করিলেন। ২৪

কাপোতমুনি তথায় গমন করিয়া, রাজা চন্দ্রশেখর ও যুবরাজ উপরিচরকে এই কথা বলিলেন। ২৫

হে রাজন্। চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থের কন্যা ইহা আপনি জানেন, ইহাঁর গর্ভেই আমার এই সদ্যোজাত দুইটি পুত্র হইয়াছে; হে নৃপ। আপনি এই ধনরাশি-দ্বারা আমার এই পুত্র দুইটিকে সমান-দৃষ্টিতে পালন করুন এবং যুবরাজ উপরিচরও ইহাদিগকে রক্ষা করুন। ২৬

অপুত্রকের রাজাই পুত্র, নির্ধনের রাজাই ধন, মাতৃহীনের রাজাই মাতা, পিতৃহীনের রাজাই পিতা। ২৭

অসহায়ের রাজাই সহায়, পতিহীনার রাজাই প্রভু, দরিদ্রের রাজাই সাহায্যকারী, মনুষ্যের রাজাই বন্ধু, রাজা সর্ব্বদেবময়; হে রাজন্। এই নিমিত্তই আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। ২৮

ঔর্ব্ব কহিলেন,—তখন রাজা চন্দ্রশেখর, সেই দ্বিজবর মুনি-প্রধানকে কহিলেন, আমি ও আমার পুত্র যুবরাজ উপরিচর—আমরা উভয়েই আপনার আজ্ঞা পালন করিব। ২৯

অথ চিত্রাঙ্গদাং রাজা জগ্রাহ মুনিসম্মতে।
সুতৌ চ তস্য সধনৌ ন্যাসবৎ সুনবে দদৌ।
স চোপরিচরঃ প্রাদাদ্রাজ্যার্দ্ধং সুবর্চ্চসে।
তথৈব সচিবাধ্যক্ষমকরোত্তুম্বুরুং তদা। ৩০
কাপোতশ্চাপি সুপ্রীতঃ পুত্রার্ত্তং সমবেক্ষ্য চ।
জগামামন্ত্র্য নৃপতিং তপসে চ তপোবনম্। ৩১
পথি গচ্ছন্ স কাপোতঃ শম্ভুপুত্রৌ মনোহরৌ।
একাকিনৌ চরন্তৌ তু সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। ৩২
তয়োর্দদর্শ চ তদা বদনে বানরাকৃতী।
স্মৃত্বা পূর্ব্বকথাং দৃষ্ট্বা তাবপৃচ্ছত্তপোধনঃ। ৩৩
কৌ যুবাং দেবসঙ্কাশৌ চরন্তৌ বিজনে পথি।
একাকিনৌ নরশ্রেষ্ঠৌ তন্মে বদতমীরিতম্। ৩৪
অথ তৌ প্রণিপত্যৈনং সম্ভাষ্য চ সমঞ্জসম্।
কাপোতাখ্যং মুনিশ্রেষ্ঠমূচতুঃ শঙ্করাত্মজৌ।
চন্দ্রশেখরপুত্রৌ নৌ তারাবত্যাং সমুদ্গতৌ।
বিদ্ধি ত্বং মুনিশার্দ্দূল প্রণমাবঃ পদং তব।
অবজ্ঞাং বীক্ষ্য নৃপতেরাবয়োঃ সততং মুনে।
একাকিনৌ নির্জ্জনেষু ভ্রমাবো মন্যুনা সদা।
কিমর্থমাত্মজৌ পুত্রৌ প্রণতৌ সততং নৃপঃ।
অবজ্ঞায় মহাভাগ দাতুমাত্রং ন লিপ্সতি। ৩৫

এই কথা বলিয়া রাজা, মুনিমতানুসারে চিত্রাঙ্গদাকে গ্রহণ করিলেন এবং কাপোতের দুইটী পুত্র ও তাঁহার প্রদত্ত ধনাদি, নিজপুত্র উপরিচরের নিকট অর্পণ [illegible]রিলেন। তখন যুবরাজ উপরিচর, রাজ্যের অর্দ্ধাংশ সুবর্চ্চকে প্রদান করি[illegible]। তুম্বুরুকে সচিবাধ্যক্ষ করিলেন। ৩০

অতঃপর কাপোত ঋষি প্রসন্ন হইয়া পুত্রদ্বয়ের মুখাবলোকন ও মহারাজকে সম্ভাষণ করিয়া তপশ্চরণের নিমিত্ত তপোবন যাত্রা করিলেন। ৩১

পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন পরম রূপবান্ মহাদেবের দুইটি পুত্র সহায়শূন্য হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। ৩২

আরও দেখিলেন, তাহাদের মুখগুলি বানর-মুখের অনুরূপ। তখন তাপস-প্রধান কাপোতমুনি এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পূর্ব্বকথা সকল স্মরণপূর্ব্বক তাহাদিগের দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৩

দেবসদৃশ মনুষ্য-প্রধান হইয়া একাকী নির্জ্জনে ভ্রমণ করিতেছ, তোমরা দুইজন কে? তাহা আমাকে বল। ৩৪

অনন্তর শঙ্করের সেই দুইটি পুত্র যথাবিধি প্রণাম ও সম্ভাষণ করিয়া কাপোত মুনিকে কহিলেন; হে মুনিসত্তম! আমরা তারাবতীর গর্ভ-সম্ভূত রাজা চন্দ্রশেখরের পুত্র, আমরা আপনাকে প্রণাম করি। হে মুনে! আমাদিগের প্রতি রাজার সর্ব্বদা অবজ্ঞা দেখিয়া আমরা একাকী এই নির্জ্জনদেশে মনের কষ্টে ভ্রমণ করিতেছি; হে মহাভাগ! আমরা রাজা চন্দ্রশেখরের বিশেষ বশীভূত ঔরসপুত্র, তিনি কি নিমিত্ত অবজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে কিছু মাত্র ধন দিতে ইচ্ছা করিলেন না। ৩৫

তস্মাদাবাং তপস্তপ্তুমিচ্ছাবো দ্বিজসত্তম।
উপদেশপ্রদানেন চানুগৃহ্লাতি চেদ্ ভবান্ ॥ ৩৬
ততস্তয়োর্বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিসত্তমঃ।
ভূতভব্যভবজ্জ্ঞান স্তাবিদং মুনিরব্রবীৎ ॥ ৩৭

মুনিরুবাচ—

ন যুবাং তনয়ৌ তস্য চন্দ্রশেখরভূপতেঃ।
তারাবত্যাং সমুৎপন্নৌ ভবন্তৌ শঙ্করাত্মজৌ ॥ ৩৮
সদ্যো জাতৌ মহাবীর্য্যৌ বেতালভৈরবাহ্বয়ৌ ॥ ৩৯
ভৃঙ্গিমহাকালসংজ্ঞৌ শাপাচ্ছরণিমাগতৌ।
যুবয়োরত্র তেনৈব ন দাতুং দিৎসতি প্রিয়ম্ ॥ ৪০
গচ্ছতং শরণং তাতং শঙ্করং বৃষভধ্বজম্।
স এব যুবয়োঃ সর্ব্বং করিষ্যতি মহেশ্বরঃ ॥ ৪১
কিং বাহ্যেন তপসা চিরকালফলেন বৈ ॥ ৪২
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দ্দূলঃ কপোতঃ পরমার্থবিৎ।
ভূতভব্যভবজ্জ্ঞান-স্বাভাৎ সর্ব্বমথোচিবান্ ॥ ৪৩
যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ শপ্তাববনিমাগতৌ।
যথা হরশ্চ গৌরী চ পৃথিবীমাগতৌ নৃপ ॥ ৪৪
তারাবতী যথা শপ্তা তেনৈব মুনিনা পুরা।
যথা তৌ চ সমুৎপন্নৌ তারাবত্যুদরে পুরা ॥ ৪৫

সেই কারণেই হে দ্বিজোত্তম। আমরা তপস্যা করিবার ইচ্ছা করিতেছি; অতএব আপনি যদি উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগের দুই জনকে গ্রহণ করেন। ৩৬

তখন কাপোত মুনি বেতাল ও ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের ঘটনাগুলি কহিলেন। ৩৭

মুনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, তোমরা রাজা চন্দ্রশেখরের ঔরসপুত্র নও। শঙ্করের ঔরসে তারাবতীর গর্ভে তোমাদিগের জন্ম। ৩৮

ভৃঙ্গী ও মহাকালনামক শিবের দুইটী অনুচর অভিশাপগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বতস্তে বীর্য্যবান্ সদ্যোজাত তোমাদিগের দুইটির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ৩৯

এই কারণেই রাজা তোমাদিগকে প্রিয় ধনাদি বস্তু দিতে ইচ্ছা করেন নাই। ৪০

এক্ষণে জন্মদাতা মহাদেবের নিকট গমন কর ও তাঁহারই শরণাপন্ন হও। সেই মহেশ্বরই তোমাদিগের বাসনা সফল করিবেন। ৪১

বহুদিনের পর যাহার ফল হয় সে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন কি ৪২

ত্রিকালজ্ঞ পরমার্থপরিজ্ঞাত কাপোত মুনি এইরূপ আদেশ করিয়া তৎপরেই আবার যেরূপে ভৃঙ্গী মহাকাল শাপাবিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং যেরূপে হর-পার্ব্বতী মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হন। ৪৩-৪৪

ইতিপূর্ব্বে যেরূপেই বা তারাবতী আপনা কর্তৃক অভিশপ্ত হইলেন; আর তারাবতীর গর্ভেই বা যেরূপে এই দুইটি বালক জন্মগ্রহণ করিল। ৪৫

যথা বা নারদেনৈব সংশয়চ্ছেদনং নৃপে।
তৎ সর্ব্বং কথয়ামাস পুত্রাভ্যাং গিরিশস্য তু ॥ ৪৬
তচ্ছ্রুত্বা তৌ মহাত্মানৌ তদা বেতালভৈরবৌ।
মুদা পরময়া যুক্তৌ বভূবতুরনিন্দিতৌ ॥ ৪৭
মোদপূর্ণৌ তদা ভূত্বা সিক্তাবিব সুধারসৈঃ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ কাপোতং বেতালো ভৈরবোঽপি চ ॥ ৪৮
পিতাবয়োর্মহাদেব-স্ত্বয়া সত্যমিতীরিতম্।
সোঽর্চ্চনীয়ো যথাবাভ্যাং সিদ্ধয়ে মুনিসত্তম ॥ ৪৯
আবাভ্যাঞ্চ যথারাধ্যো যত্র বারাধিতো হরঃ।
প্রসাদমেষ্যত্যচিরাত্তন্নো বদ মহামতে ॥ ৫০
ধন্যাবনুগৃহীতৌ নৌ ত্বয়া মুনিসত্তম।
বিজ্ঞাপিতমিদং সর্ব্বং হৃচ্ছল্যং চোদ্ধৃতঞ্চ নৌ ॥ ৫১
পুনরাবাং দয়স্ব ত্বং কৃপাময় মুনীশ্বর।
প্রাপ্স্যাবেহ্যো নচিরাদ্ ভর্গং যথা বদ তথৈব নৌ ॥ ৫২

মুনিরুবাচ—

শৃণু ত্বং কথয়াম্যদ্য যত্র চারাধিতো হরঃ।
নচিরাদেব ভবতোরায়াস্যতি সমক্ষতাম্ ॥ ৫৩
নিত্যং যত্র মহাদেবো বসন্ ভবতি তুষ্টয়ে।
যুবাং তৎ সম্প্রবক্ষ্যামি স্থানং গুহ্যং প্রকাশিতম্ ॥ ৫৪

তাহার পর নারদ আসিয়াই বা যেরূপে রাজা চন্দ্রশেখরের সংশয় সকল অপনীত করিলেন, এই সকল কথা তাঁহাদিগকে কহিলেন। ৪৬

তখন সদাশয় বেতাল ও ভৈরব এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া যেন সুধাভিষিক্ত হইয়াছেন এইরূপভাবে পরম আনন্দিত হইলেন। বেতাল ও ভৈরব এইরূপ প্রমুদিত হইয়া আবার কাপোত ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪৭-৪৮

হে মুনিসত্তম! মহাদেব আমাদিগের পিতা, কেন না আপনি সত্য কথা কহিলেন; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত কিরূপভাবে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ৪৯

তিনিই বা আমাদিগের কিরূপ আরাধ্য বস্তু; আর তিনি যেরূপ স্থলে পূজিত হইলে শীঘ্র প্রসন্ন হইবেন,—হে মুনিবর! সেই সকল উপদেশ আমাদিগকে দিউন। ৫০

হে যোগিরাজ! অদ্য আপনা কর্ত্তৃক এরূপ অনুগৃহীত হওয়ায় আমরা ধন্য হইলাম। আপনি এই সকল নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয়-শল্য উদ্‌ঘাটিত করিলেন। ৫১

হে মুনিসত্তম! আপনি আবার আমাদিগকে বলুন, যে উপায়ে আমরা যোগীশ্বর ত্রিপুরারিকে অচিরে পাইতে পারিব। ৫২

মুনি কহিলেন, যেরূপ স্থলে শঙ্কর পূজিত হইলে অচিরে তোমরা তাঁহার প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, তাহা তোমাদিগকে বলি শ্রবণ কর। ৫৩

মহাদেব যে স্থলে থাকিয়া নিত্য নিত্য আনন্দ ভোগ করেন, সেই গুপ্ত অথচ সর্ব্বজন-বিদিত স্থলটী তোমাদিগকে বলি। ৫৪

বারাণসী নাম পুরী গঙ্গাতীরে মনোহরে।
বরণাবাস্তথা চাসের্মধ্যে চাপাকৃতিঃ সদা॥ ৫৫
স্বয়ং বৃষধ্বজস্তত্র নিত্যং বসতি যোগিনাম্।
সদা প্রীতিকরো যোগী স্বয়ং চাপ্যাত্মচিন্তকঃ॥ ৫৬
বিয়ংস্থা সা পুরী নিত্যং ভর্গযোগবলাকৃতা।
শিবাজ্ঞানং দদাত্যেষা তত্র যো ম্রিয়তে নরঃ।
তস্মৈ স্বয়ং মহাদেবঃ সংসারগ্রন্থিমুক্তয়ে॥ ৫৭
স ভূত্বা পরমো যোগী মৃতস্তত্র ভবান্তরে।
সুলভেনৈব নির্বাণমাপ্নোতি হরসম্মতঃ॥ ৫৮
যোগযুক্তো মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা সহিতঃ সদা।
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং মানুষাণাঞ্চ নিত্যশঃ॥ ৫৯
জ্ঞেয়ো হরঃ প্রকাশঞ্চ ক্ষেত্রং তচ্চ প্রকাশিতম্।
ন তত্র কামদো দেবো নচিরাচ্চ প্রসীদতি।
আরাধিতশ্চিরং প্রীত্যা নির্ব্বাণায় প্রসীদতি॥ ৬০
গৌর্য্যা বিবর্জ্জিতা সা তু পুরী তত্র ন গচ্ছতি।
যোগস্থানং মহাক্ষেত্রং কদাচিদপি শাঙ্করী।
আনয়ং যুবয়োঃ ক্ষেত্রমিদং বারাণসী তু যৎ।
কথিতং নাতিদূরে চ বর্ত্ততে নরসত্তমৌ॥ ৬১
অপরন্তু প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং পীঠং সদাঞ্চিতম্।
হরগৌরীসমাযুক্তং পরং ধর্ম্মার্থকামদম্।
তপসা চাতি তীব্রেণ চিরান্তবতি মোক্ষদম্॥ ৬২

গঙ্গাতীরে বরুণ ও অসির মধ্যে চাপাকৃতি পরম মনোহর বারাণসী নামে একটি পুরী আছে। যোগিগণের নিত্য প্রমোদ-প্রদ যোগী মহেশ্বর স্বয়ং সেস্থলে আপনি আপনার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন। ৫৫-৫৬

সেই বাসভূমি মহাদেবের যোগবলে সর্ব্বদা আকাশমার্গে স্থিত। যে মনুষ্য এই স্থলে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহার মুক্তির নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেব তাহাকে শিবাজ্ঞান প্রদান করেন। ৫৭

পরে সেই স্থলে মৃত হইয়া জন্মান্তরে পরম যোগী হইলে তখন অনায়াসেই শিব-সম্মত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫৮

ভগবতীর সহিত নিত্য সংযুক্ত যোগরত মহাদেব, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, সকলেরই নিত্য আরাধ্য বস্তু। ৫৯

এখন হরের বিষয় জানিতে পারিলে এবং তাঁহার ক্ষেত্রও প্রকাশ করিয়াছি। এইক্ষেত্রে শঙ্কর কাহারও অভিলাষ শীঘ্র পূর্ণ করেন না এবং কাহারও প্রতি অচিরে প্রসন্নও হন না। বহুকাল ধরিয়া ভক্তির সহিত আরাধিত হইলে তবে নির্ব্বাণ প্রদান করেন। ৬০

এই বারাণসী ক্ষেত্র গৌরীর গমনাগমনশূন্য জানিবে এবং মহাক্ষেত্রে যোগস্থানে গৌরী কখনও গমন করেন না। হে নরসত্তম! অনতিদূরবর্ত্তী সেই বারাণসী ক্ষেত্র যাহা তোমাদিগের নিকট কহিলাম, এখান হইতে তাহা অতি নিকট। ৬১

১। বরুণাবাস্তথৈবাসে......ইতি পাঠান্তরম্।

নচিরাৎ কামদং পুণ্যং ক্ষেত্রং পীঠং নিগদ্যতে।
চিরাত্তু কামদো দেবো ন চিরাদ্যত্র জ্ঞানদঃ।
তৎক্ষেত্রমিতি লোকেষু গদ্যতে পূর্ব্ববন্দিভিঃ। ৬৩
কামরূপং মহাপীঠং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং পরম্।
সদা সন্নিহিতস্তত্র পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ।
নচিরাৎ পূজিতো দেবস্তস্মিন্ পীঠে প্রসীদতি ॥ ৬৪
পার্ব্বতী চানুগৃহ্লাতি ভর্গভক্তস্তু তত্র বৈ।
দদাতি নচিরাৎ কামং ভক্তায় পরমেশ্বরঃ।
তত্তু পীঠং প্রবক্ষ্যামি শৃণুতং সাম্প্রতং যুবাম্।
করতোয়া নদী পূর্ব্বং যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তম্ ॥ ৬৫
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভূতাচলপূরিতম্।
নদীশতসমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৬
শম্ভুনেত্রাগ্নিনির্দ্দগ্ধঃ কামঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ।
তত্র রূপং যতঃ প্রাপ কামরূপং ততোঽভবৎ ॥ ৬৭
তস্য পীঠস্য বায়ব্যাং নৈর্ঋত্যাং মধ্যভাগতঃ।
ঐশান্যাঞ্চ তথাগ্নেয্যাং মধ্যে পার্শ্বে চ শঙ্করঃ ॥ ৬৮
যথাক্রমপদং কৃত্বা বট্‌সু স্থানেষু শোভনম্।
নিত্যং বসতি তত্রাপি পার্ব্বত্যা সহ সর্ব্বভিঃ।
মধ্যে দেবীগৃহং তত্র তদধীনস্তু শঙ্করঃ।
নীলাখ্যে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে পার্ব্বতী তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৬৯

পরন্তু অপর একটী গুহ্য পীঠের কথা বলি ;—যাহার নাম কামরূপ। চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ, সর্ব্বদা লোক-পূজিত এই পীঠস্থলে হরগৌরী নিত্য বাস করেন ; এইখানে থাকিয়া তপস্যা করিলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করা যায়। ৬২

এই জন্য এই পুণ্যজনক পীঠটী অচিরে ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর মহাদেব চির-ফলপ্রদ হইলেও তিনি যদি এই স্থলে পূজিত হন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই ফল প্রদান করেন। ঋষিরা এই পীঠস্থান অপেক্ষা অন্য আর উত্তম পীঠস্থান বলেন নাই। ৬৩

মহাদেব, পার্ব্বতীর সহিত এই গুহ্যাদপি গুহ্যতর কামরূপ মহাপীঠে নিত্য বাস করেন, তিনি এই পীঠে পূজিত হইলে শীঘ্রই প্রসন্ন হন। ৬৪

পার্ব্বতীও এই স্থলে শিবভক্তকে অনুগ্রহ করেন ও পরমেশ্বরও ভক্তদিগের অভিলাষ পূর্ণ করেন। এক্ষণে পীঠের বিষয় আরও কিছু বলি, তোমরা দুই-জনে শ্রবণ কর। করতোয়া নদী ইহার পশ্চাৎ ভাগে বিরাজিত। দৈর্ঘ্যে ত্রিশ যোজন। ৬৫

ইহা ত্রিকোণ, কৃষ্ণবর্ণ, প্রভূত-পর্ব্বত-বেষ্টিত ; ইহার চতুর্দ্দিকে শত শত নদী প্রবাহিত হইতেছে। ৬৬

কাম হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া আবার মহাদেবের অনুগ্রহেই এই পীঠে আসিয়া রূপ ধারণ করেন, এই নিমিত্ত তদবধি এই পীঠ "কামরূপ" নামে অভিহিত হইলেন। ৬৭

এই পীঠের বায়ুকোণে ও নৈঋ'ত-কোণে এবং কোণের মধ্যদেশে আর

ঐশান্যাং নাটকে শৈলে শঙ্করস্য মহাশ্রমঃ।
নিত্যং বসতি তত্রেশস্তদধীনা চ পার্ব্বতী ॥ ৭০
অপরে চাশ্রমাঃ সন্তি হরগৌর্য্যোঃ সনাতনাঃ।
নৈতয়োঃ সদৃশঃ কোঽপি বিদ্যতে শঙ্করাশ্রমঃ।
যত্রারাধ্যো মহাদেবো ভবদ্ভ্যাং নরসত্তমৌ।
তৎস্থানং মনসাদায় প্রসাদয় বৃষধ্বজম্ ॥ ৭১

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

কামরূপং গমিষ্যাবো রহস্যং নাটকাচলম্।
গৌরীহরৌ স্থিতৌ যত্র নিত্যং সন্নিহিতৌ মুনে ॥ ৭২
আরাধনীয়ো ভূতেশো হরশ্চমিহ চাবয়োঃ।
যথৈবারাধয়িষ্যাবস্তথাচক্ষ দ্বিজোত্তম ॥ ৭৩
যেন মন্ত্রেণ বা দেবো নচিরাত্তু প্রসীদতি।
তদ্বং বদ মহাভাগানুগ্রহোঽস্ত্যাবয়োর্যদি ॥ ৭৪

ঋষিরুবাচ—

নাটকং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং গচ্ছতং নরসত্তমৌ।
তত্র নিত্যং মহাদেবো রমতেঽপর্ণয়া সহ ॥ ৭৫
সন্ধ্যাচলে তত্র মুনিরারাধয়তি শঙ্করম্।
বশিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তং যুবামনুগচ্ছতম্ ॥ ৭৬

ঈশান কোণে, অগ্নি কোণে এই উভয়ের মধ্যস্থলে, মহাদেব এই জল ও স্থলে স্বীয় সুন্দর আশ্রম প্রস্তুত করিয়া পার্ব্বতীর সহিত পরম সুখে নিত্য বাস করেন, —পীঠের মধ্যস্থলে দেবীর গৃহ, এখানেও শঙ্কর অবস্থান করেন। অত্রত্য নীলাখ্য পর্ব্বতে পার্ব্বতী বাস করেন। ৬৮ ৬৯

ঈশান-কোণ-স্থিত নাটকশৈলে মহাদেবের সুন্দর আশ্রম আছে, তথায় শিব ও শিবা উভয়েই বাস করেন। ৭০

এই পীঠের অনেক স্থানে হরগৌরীর আরও অনেক প্রাচীন আশ্রম আছে। হরপার্ব্বতীর এরূপ পীঠস্থান আর কোথাও নাই ; হে সদাশয়! মহাদেব-আরাধনা করিবার তোমাদিগের সেইটী উপযুক্ত স্থল, অতএব সেই স্থলে গিয়া মনের সহিত মহাদেবের উপাসনা কর। ৭১

তখন বেতাল ও ভৈরব কহিলেন ;—হে মুনে! আমরা কামরূপে গমন করিব এবং যে নাটকশৈলে শঙ্কর, শঙ্করীর সহিত সর্ব্বদা বাস করেন, সেই পর্ব্বতেই আমরা ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনা করিব। ৭২-৭৩

দ্বিজোত্তম! কি প্রণালীতে শিবের আরাধনা করিতে হইবে, তাহা আমাদিগকে বলুন ; এবং কোন্ মন্ত্রদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলে তিনি শীঘ্র প্রসন্ন হন, তাহাও শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! আমাদিগের প্রতি যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে বলুন। ৭৪

ঋষি কহিলেন ;—হে নরসত্তম! তোমরা নাটকাচলে গমন কর ; তথায় মহাদেব দুর্গার সহিত বাস করিতেছেন। ৭৫

ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ ঋষি, সন্ধ্যা-পর্ব্বতে মহাদেবকে আরাধনা করেন, তোমারা তাঁহার নিকট গমন কর। ৭৬

স চ মন্ত্রং সতন্ত্রঞ্চ হরারাধনকর্ম্মণি।
জ্ঞাপয়িষ্যতি বাং পৃষ্টঃ কিল বেতালভৈরবৌ।
তপসে গন্তুমিচ্ছামি নেদানীং কালযাপনা।
যুজ্যতে মম তস্মাদ্বাং ত্যজতং বীরসত্তমৌ।
এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠঃ কপোতঃ প্রযযৌ বনম্।
তৌ তাং মুনিং নমস্কৃত্য জগ্মতুর্ভবনং নিজম্ ॥ ৭৭
অথ তৌ সমহং কৃত্বা দীক্ষিতৌ তপসে তদা।
পিতারাবপ্যনুজ্ঞাপ্য ভ্রাতৄনন্যাংশ্চ বান্ধবান্।
প্রস্থানং কামরূপায় চক্রতুস্তৌ মহামতী ॥ ৭৮
তৌ গচ্ছন্তৌ পরিজ্ঞায় শঙ্করোঽপি সহোময়া।
দেবান্ সর্ব্বানুবাচেদং সান্ত্বয়ন্নিব সেন্দ্রকান্ ॥

ঈশ্বর উবাচ—

পুত্রৌ মে তপসে যাতঃ সাম্প্রতং সুরসত্তমাঃ।
মদারাধনচিত্তৌ তু তৌ দক্ষং সুরেশ্বরাঃ ॥ ৭৯
সংস্কৃত্য তপসা চৈতৌ পুত্রৌ বেতালভৈরবৌ।
গাণপত্যে নিযোক্ষ্যামি তৌ সংস্কুর্ব্বন্তু নির্জ্জরাঃ। ৮০
অনেনৈব শরীরেণ তৌ গাণপত্যমাপ্স্যতঃ।
তপসা তু তয়োঃ কায়ৌ ভাবং ত্যক্ত্বা তু মানুষম্।
যথাপ্নুতঃ দেবভাবং বিধাস্যামি স্বয়ং তথা ॥ ৮১
ইত্যুক্ত্বা বামদেবোঽপি পার্ব্বত্যা সহ পুত্রকৌ।
গচ্ছন্তৌ বিরতা স্নেহাৎ পশ্চাদনুযযৌ শিবঃ ॥ ৮২

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমাদিগকে তদুপযোগী সরহস্য মন্ত্র বলিয়া দিবেন। হে বীরাগ্রগণ্য! এখন আমি তপোবন যাত্রা করি ; তোমরা আমাকে পরিত্যাগ কর ; আর আমার সময়ক্ষেপ করা উচিত নয়। তখন মহাত্মা কপোত মুনি, এই সকল কথা বলিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। বেতাল ও ভৈরব কপোত ঋষিকে প্রণাম করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। ৭৭

অনন্তর মহামতি বেতাল ও ভৈরব, একটী শুভদিন দেখিয়া দীক্ষিত হইলেন। পরে পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু বান্ধব—ইঁহাদের নিকট অনুমতি লইয়া তপস্যার নিমিত্ত গৃহ হইতে কামরূপে গমন করিলেন। ৭৮

এই সময় হর-পার্ব্বতী বেতাল-ভৈরবকে তপস্যার নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত দেখিয়া, তখন ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে অনুনয়পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন ; —হে দেবগণ! সম্প্রতি আমার পুত্রদ্বয় আমার উপাসনার নিমিত্ত তদ্গত চিত্ত হইয়া কামরূপে গমন করিতেছেন। ৭৯

অতএব হে ত্রিদশবৃন্দ! বেতাল ও ভৈরব আমার এই পুত্রদুইটীকে তপশ্চরণাধিকারী করিয়া পরে গাণপত্য প্রয়োগের নিমিত্ত সংস্কার বিধান কর। ৮০

ইঁহারা এই শরীরেই গাণপত্য প্রাপ্ত হইবে ; তপোবলে ইঁহাদের দেহ মানুষভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক যেরূপে দেবভাবাপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে উপায় আমিই করিব। ৮১

শক্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে দিক্‌পালাশ্চ তথাপরে।
সর্ব্বে হরস্তাবনুগম্যনুগচ্ছংস্তাবাত্মজৌ ॥ ৮৩
অথ তৌ তু নদীং প্রাপ্য কৃষ্ণাজিনধরৌ তদা।
আধায় তাপসং ভাবং গঙ্গাতুল্যাং দৃষদ্বতীম্ ॥ ৮৪
তপস্বিনৌ তৌ দেবেন ত্র্যম্বকেণাথ পালিতৌ।
দেবৈঃ সহ তদায়াতৌ কামরূপাহ্বয়াশ্রমম্ ॥ ৮৫
আসাদ্য কামরূপন্তু করতোয়ানদীজলে।
উপস্পৃশ্য ততস্তৌ তু নন্দিকুণ্ডং নৃপোত্তম ॥ ৮৬
তত্র স্নাত্বাপ্যুপস্পৃশ্য নদীং গত্বা জটোদ্ভবাম্।
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য চ তৌ নন্দিনং তপসা বৃতম্ ॥ ৮
প্রণম্য জল্পিশং দেবং জগ্মতুর্নাটকাচলম্ ॥ ৮৮
নাটকাচলমাসাদ্য প্রণম্য বৃষভধ্বজম্।
আরাধনোপদেশায় কাপোতকবচঃ স্মরৌ[১]।
জগ্মতুর্দক্ষিণাং কাষ্ঠাং যত্র সন্ধ্যাচলঃ স্থিতঃ ॥ ৮৯
কান্তা নাম নদী তত্র বশিষ্ঠেনাবতারিতা।
তস্যাস্তীরে মহাশৈলঃ স্নিগ্ধচ্ছায়লতাতরুঃ।
সন্ধ্যাং বশিষ্ঠঃ কৃতবাংস্তত্র যস্মাদ্বিধেঃ সুতঃ।
অতঃ সন্ধ্যাচলং নাম তস্য গায়ন্তি দেবতাঃ ॥ ৯০

তখন ভগবতীর সহিত ভগবান্ এই কথা বলিয়া স্নেহনিবন্ধন আকাশ-মার্গের দ্বারা কামরূপ গমনকারী পুত্রদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ৮২

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ দিক্‌পালসকল ও আরও অপর অপর লোক, মহাদেবকে পুত্রদ্বয়ের পশ্চাৎগামী দেখিয়া তাঁহারা সকলে মহাদেবের অনুগামী হইলেন। ৮৩

অনন্তর যখন বেতাল ও ভৈরব, গঙ্গা সদৃশ দৃষদ্বতী নদী প্রাপ্ত হইলেন, তখন কৃষ্ণসার-চর্ম্ম পরিধান করিয়া যোগিবেশ ধারণ করিলেন। ৮৪

অনন্তর, তখন পশুপতি-পালিত যোগিরূপ-ধারী বেতাল-ভৈরব, দেবতাদিগের সহিত কামরূপে গমন করিলেন। ৮৫

কামরূপে উপস্থিত হইয়া করতোয়ানদীজলে আচমন করিয়া পরে নন্দিকুণ্ডে স্নান ও আচমনপূর্ব্বক জটোদ্ভবা নদীতে যাইলেন, তথায়ও আচমনাদি করিয়া নন্দীকুণ্ড-সমীপস্থ জল্পিনাশক দেবতার বন্দনা করিয়া নাটক-শৈলে গমন করিলেন। ৮৬-৮৮

তথায় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া কাপোত মুনির বাক্য স্মরণ হইলে, শিবোপাসনার নিয়ম জানিবার নিমিত্ত যে ভাগে সন্ধ্যাচল আছে, সেই দক্ষিণ দিকেই গমন করিলেন। ৮৯

সেইখানে, বশিষ্ঠকর্ত্তৃক আনীত কান্তা-নদী রহিয়াছে, সেই নদীর তীরে ছায়া-প্রধান বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ একটী বৃহৎ পর্ব্বত, ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ—এই পর্ব্বতে বসিয়া সন্ধ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতারা তাহার নাম সন্ধ্যাচল রাখিয়াছেন। ৯০

১। কপোতস্য বচঃ স্মরন্—ইতি পাঠান্তরম্।

তত্রাগত্য বশিষ্ঠন্তু সাক্ষাদিব হুতাশনম্।
আরাধয়ন্তং গিরিশং ধ্যানসংযুক্তমানসম্।
তপঃশ্রিয়া দীপ্যমানং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্।
প্রণম্য পুরতস্তস্য তদা বেতালভৈরবৌ।
প্রাঞ্জলী তস্তুবুর্ভূপ বিনয়ানতকন্ধরৌ।
ইদঞ্চাপ্যূচতুস্তৌ তু প্রণমন্তৌ বিধেঃ সুতম্।
তারাবত্যাং সমুৎপন্নৌ চন্দ্রশেখরভূভুজঃ।
ক্ষেত্রে ভর্গস্য তনয়াবাবাং জানীহি মানুষৌ ॥ ১১
আরাধয়িতুমিচ্ছাবো হরং কার্য্যস্য সিদ্ধয়ে।
বাঞ্ছিতস্য যদি ত্বং নাবনুগৃহ্ণাসি সুব্রত ॥ ১২
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
উবাচেতি যুবাং জাতৌ ময়া সত্যং হরাত্মজৌ।
হরস্যারাধনং কার্য্যং যুবয়োর্নরসত্তমৌ।
তত্রাস্তি মম কৃত্যং কিং তদ্ব্রূতমনিন্দিতৌ।
বৃষধ্বজারাধনায় যুবয়োস্তু প্রয়োজনম্।
বিদ্যতে তন্নিমিত্তং যত্তৎ সিদ্ধমিতি চিন্ত্যতাম্ ॥ ১৩

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

যেন মন্ত্রেণ নচিরাৎ সম্যগারাধিতো হরঃ।
প্রসাদমেষ্যত্যবনৌ তন্নো বদ মহামুনে ॥ ১৪
যথা চারাধয়িষ্যাবস্তন্ত্রং যদ্‌যাদৃশঃ ক্রমঃ।
তৎসর্ব্বং মুনিশার্দ্দূল বক্তুমর্হসি চোত্তরম্ ॥ ১৫
যথা ত্বদুপদেশেন প্রাপ্স্যাবো নচিরাদ্বরম্।
তথা বাচাং মুনিশ্রেষ্ঠ ত্বনুশাধি ন তৌ ভক্তি ॥ ১৬

এইখানে যাইয়া তাঁহারা, শিবপূজাপরায়ণ ধ্যানসক্ত-চিত্ত মূর্ত্তিমান্ অগ্নি-স্বরূপ বসিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবনত-মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা প্রণত হইয়া একথাও বলিলেন যে, হে সুব্রত! আমরা রাজা চন্দ্রশেখরের তারাবতী নামক স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছি। আমাদিগকে মহাদেবের মানুষ পুত্র বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ১১

মহাদেবের আরাধনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি, যদি আপনি আমাদের বাঞ্ছিত কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অনুগ্রহ করেন। ১২

তখন যোগেশ্বর বসিষ্ঠ ঋষি, বেতাল ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিলেন;—তোমরা যে মহাদেবের পুত্র, তাহা আমি নিঃসন্দেহে জানিলাম এবং হে নরসত্তম! এইক্ষণে তোমাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম মহাদেবের উপাসনা।

হে অরিন্দম! এবিষয়ে আমার কি করিতে হইবে, তাহা তোমরা বল এবং মহাদেবের উপাসনার নিমিত্ত যেটী তোমাদিগের প্রয়োজন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বিদিত হও। ১৩

বেতাল-ভৈরব বলিলেন,—যে মন্ত্র দ্বারা পূজিত হইলে মহাদেব আমাদের দুইজনের প্রতি অবিলম্বে পরিতুষ্ট হইবেন, হে মুনে! তাহাই বলুন। ১৪

আর কোন্ তন্ত্র অবলম্বন করিব? সে তন্ত্রের অনুষ্ঠানক্রমই বা কিরূপ? এই সকল বিষয়ের উপদেশ দিউন। ১৫

বশিষ্ঠ উবাচ—

প্রসন্ন এব ভবতোর্বৃষকেতুঃ সহোময়া । ৯৭
ন চিরাৎ স্বয়মেবাত্র প্রসাদঞ্চ সমেষ্যতি ।
সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং সভার্য্যো বৃষভধ্বজঃ । ৯৮
আকাশমার্গেণায়াতঃ পালয়ন্ যুবতো গৃহাৎ ।
কিন্তু মানুষদেহৌ বামধিবাস্য তপোব্রতৈঃ । ৯৯
স্বয়ং নেষ্যতি কৈলাসং গাণপত্যে নিযোজ্য বাম্ ।
অহঞ্চাপ্যুপদেক্ষ্যামি যথা ভর্গং যুবাং দ্রুতম্ ।
প্রাপ্স্যথঃ পার্ব্বতীপুত্রাবেকাগ্রং শৃণুতং তু তৎ । ১০০
চিরাৎ প্রসীদতি ধ্যানাদচিরাদ্ধ্যানপূজনাৎ ।
তস্মাদ্ধ্যানং পূজনঞ্চ কথয়াম্যদ্য তত্ত্বতঃ । ১০১
তেজোময়ঃ সদা শুদ্ধো জ্ঞানামৃতবিবর্দ্ধিতঃ ।
জগন্ময়শ্চিদানন্দঃ শৌরিব্রহ্মস্বরূপধৃক্ । ১০২
মহাদেবো মহামূর্ত্তি মহাযোগযুতঃ সদা ।
জগন্তি তস্য রূপাণি তানি কো গদিতুং ক্ষমঃ । ১০৩
কিন্তু যৈরিহ রূপৈস্তু বিচরত্যেষ শঙ্করঃ ।
তেষাং যন্মে জ্ঞানগম্যং তদভীষ্টং নিগদামি বাম্ ॥ ১০৪
প্রথমং শৃণুতং মন্ত্রং ততোঽনুধ্যানগোচরম্ ।
ততঃ ক্রমস্তু পূজায়াঃ ক্রমাদুক্তং নরর্ষভৌ । ১০৫

আর হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যে সদুপদেশে ভবদাশ্রিত আমরা দুইজন, মহাদেবকে পাইতে পারি, আমাদিগকে সেইরূপ উপদেশ করুন। ৯৬

বশিষ্ঠ বলিলেন ;—আশুতোষ ও ভগবতী উভয়েই তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন আছেন। ৯৭

আর এ বিষয়ে তিনি স্বয়ংই অনুরাগ প্রকাশ করিলেন ; যেহেতু তিনি সস্ত্রীক হইয়া সকল দেবগণের সহিত তোমাদিগের রক্ষাপূর্ব্বক স্বর্গ হইতে আকাশমার্গের দ্বারা এইখানে আসিয়াছেন। ৯৮

কিন্তু তোমরা মনুষ্য, ব্রতানুষ্ঠানে তোমাদের সংস্কার বিধান হইলে, তখন স্বয়ং মহাদেব তোমাদিগকে গণেশত্ব লাভ করাইয়া কৈলাসে লইয়া যাইবেন। হে পার্ব্বতীনন্দন ! তোমরা যে উপায়ে অনতিবিলম্বে মহাদেবকে পাইবে, তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করি, তোমরা একাগ্র হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ৯৯-১০০

মহাদেব ধ্যানে বিলম্বে প্রসন্ন হন, ধ্যান ও পূজা দ্বিবিধ অনুষ্ঠানেই আশু প্রসন্ন হন, অতএব সম্প্রতি যথার্থরূপে ধ্যান ও পূজা-প্রকরণ বলি। ১০১

যিনি তেজোময় নিত্যনিরঞ্জন জ্ঞানসুধাস্বাদক জগন্ময় চিদানন্দ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-স্বরূপ বিশ্বরূপ সর্ব্বদা মহাযোগযুত, তাঁহার যতগুলি মূর্ত্তি আছে, কোন্ ব্যক্তি সে সকল বলিতে পারে ? ১০২-১০৩

কিন্তু যে যে মূর্ত্তিতে এস্থলে বাস করেন, তাহার মধ্যে আমার যে মূর্ত্তিটি বোধগম্য আছে, তোমাদিগের উদ্দেশ্য বিষয়ে সেই মূর্ত্তিটি ইষ্ট বলিয়া জানি। ১০৪

সমস্তানাং স্বরাণাঞ্চ দীর্ঘাঃ জ্ঞেয়াঃ সবিন্দুকাঃ।
ঋলৃশূন্যাঃ সার্দ্ধচন্দ্রা উপান্তেনাভিসংহিতাঃ ॥ ১০৬
এভিঃ পঞ্চাক্ষরৈর্মন্ত্রং পঞ্চবক্ত্রস্য কীর্ত্তিতম্।
ক্রমাৎ সম্মদসম্মোহ-নাদগৌরব-সংজ্ঞকাঃ ॥ ১০৭
প্রাসাদশ্চ ভবেদেষঃ পঞ্চমন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একৈকেন তথৈকৈকং বক্ত্রং মন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ১০৮
একং সমুদিতং কৃত্বা পঞ্চাভির্বা প্রপূজয়েৎ।
প্রসাদেনাথবা পঞ্চবক্ত্রং দেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ১০৯
শম্ভোঃ প্রসাদনেনৈব যস্মাদ্ বৃত্তশ্চ মন্ত্রকঃ।
তেন প্রাসাদসংজ্ঞোঽয়ং কথ্যতে মুনিসত্তমৈঃ ॥ ১১০
তস্মাৎ সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু প্রাসাদঃ প্রীতিদঃ পরঃ।
আমোদকারকঃ শম্ভোর্মন্ত্রঃ সম্মদ উচ্যতে।
মনঃপ্রপূরণাচ্চাপি সম্মোহঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
আকর্ষকো ভবেন্নাদো গুরুত্বাদ্‌গৌরবাহ্বয়ঃ।
এতদ্যুক্তং সমস্তঞ্চ মন্ত্রং শম্ভোঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১১১
পঞ্চাক্ষরঞ্চ মন্ত্রং পঞ্চবক্ত্রস্য কীর্ত্তিতম্।
যূয়ং তেনৈব মন্ত্রেণ আরাধয়ত মীশ্বরম্ ॥ ১১২
ধ্যানং বক্ষ্যামি শৃণুতং সম্যগ্‌বেতালভৈরবৌ।
পঞ্চবক্ত্রং মহাকায়ং জটাজূটবিভূষিতম্।
চারুচন্দ্রকলাযুক্তং মূর্দ্ধ্নি বালেন্দুভূষিতম্ ॥ ১১৩
বাহুভির্দশভির্যুক্তং ব্যাঘ্রচর্ম্মবরাম্বরম্।
কালকূটধরং কণ্ঠে নাগহারোপশোভিতম্ ॥ ১১৪
কিরীটবন্ধনং বাহুভূষণঞ্চ ভুজঙ্গমান্।
বিভ্রতং সর্ব্বগাত্রেষু জ্যোৎস্নাপিতসুরোচিষম্।

প্রথম মন্ত্রের বিষয় শ্রবণ কর, পরে ধ্যানের বিষয় বলিব; তাহার পর পূজার পরিপাটি বলিব। ১০৫

হে নরর্ষভ! ঋ ও ৯ ছাড়া স্বরবর্ণের সমস্ত দীর্ঘস্বরের সহিত বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া পঞ্চাক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র বলা হইয়াছে। এইরূপ ক্রমে অন্যান্য বিষয়ও বলিব। সম্মদ, সম্মোহ, নাদ, গৌরব, প্রাসাদ, নির্দিষ্ট এই পাঁচ মন্ত্রের এক একটী মন্ত্র দ্বারা এক একটী বক্ত্র পূজা করিবে অথবা মাত্র প্রসাদমন্ত্রের দ্বারাই মহাদেবকে পূজা করিবে। ১০৬-১০৯

সম্মদাদি পাঁচটি মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ নামক মন্ত্রটিই প্রশস্ত; এই মন্ত্রটি, মহাদেবের প্রসন্নতা হেতু বীর্য্যবান্ হইয়াছে বলিয়াই পূর্ব্ব-ঋষিরা ইহার নাম প্রাসাদ রাখিয়াছেন। ১১০

সেই হেতু সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ মন্ত্রটিই প্রভুর প্রীতিপ্রদ। আর সম্মদ মন্ত্রটি, মহাদেবের আনন্দকর জানিবে। আর সম্মোহ;—মনের অভিলাষ পূরণ করেন বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। শব্দোচ্চারণে ইষ্টদেব আকৃষ্ট হন, তাঁহার নাম নাদ, আর গুরুত্ব হেতুই মন্ত্রের নাম হইয়াছে গৌরব। তোমরা এই মন্ত্র দ্বারাই ঈশ্বরের আরাধনা কর। ১১১-১১২

এখন ধ্যান বলি, শ্রবণ কর। পঞ্চমুখ, মহাকায়, জটাজূট-বিভূষিত, চারু-

ভূতিসংলিপ্তসর্ব্বাঙ্গমেকৈকত্র ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
নেত্রৈস্তু পঞ্চদশভির্জ্যোতিম্ভির্বিরাজিতম্।
বৃষভোপরি সংস্থঞ্চ গজকৃত্তিপরিচ্ছদম্॥ ১১৫
সদ্যোজাতং বামদেবমঘোরঞ্চ ততঃ পরম্।
তৎপুরুষং তথেশানং পঞ্চবক্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১১৬
সদ্যোজাতং ভবেচ্ছুক্লং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্।
পীতবর্ণং তথা সৌম্যং বামদেবং মনোহরম্॥ ১১৭
নীলবর্ণমঘোরন্তু দংষ্ট্রা ভীতিবিবর্দ্ধনম্।
রক্তং তৎপুরুষং দেবং দিব্যমূর্ত্তিং মনোহরম্॥ ১১৮
শ্যামলঞ্চ তথেশানং সর্ব্বদৈব শিবাত্মকম্।
চিন্তয়েৎ পশ্চিমে হ্যাদ্যং দ্বিতীয়ন্তু তথোত্তরে॥ ১১৯
অঘোরং দক্ষিণে দেবং পূর্ব্বে তৎপুরুষং তথা।
ঈশানং মধ্যতো জ্ঞেয়ং চিন্তয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ॥ ১২০
শক্তিত্রিশূলখট্বাঙ্গবরদাভয়দং শিবম্।
দক্ষিণেষথ হস্তেষু বামেষপি ততঃ শুভম্॥ ১২১
অক্ষসূত্রং বীজপূরং ভুজগং ডমরুৎপলম্।
অষ্টৈশ্বর্য্যসমাযুক্তং ধ্যায়েত্তু হৃদ্‌গতং শিবম্॥ ১২২
এবং বিচিন্তয়েদ্ ধ্যানে মহাদেবং জগৎপতিম্।
চিন্তয়িত্বা দ্বারপালান্ গণেশাদীন্ প্রপূজয়েৎ॥ ১২৩
বিশুদ্ধিং পঞ্চভূতানাং চিন্তয়িত্বা ততো মুহুঃ।
অষ্টমূর্ত্তীস্ততঃ পশ্চাৎ পূজয়েদষ্টনামভিঃ॥ ১২৪
আসনানি চ তস্যাথ পূজয়েৎ সকলানি তু।
ভাবালীপুষ্পাণি হৃদৈব বিনিযোজয়েৎ।
নারাচমুদ্রয়া তস্য তাড়নং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১২৫

চন্দ্রকলা-শোভী, অহিগণপরিবেষ্টিত-মস্তক, দশ-হস্ত, ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী, বিষপূর্ণ-কণ্ঠ, ফণিভূষণ, এক একটি বক্ত্রে তিনটি তিনটি নেত্র, অতএব পঞ্চদশ নেত্র-শোভী, বহু জ্যোতিঃপূর্ণ বৃষবাহন, হস্তিচর্ম্মাচ্ছাদিত। ১১৩-১৫

তাঁহার পাঁচটি মুখের নাম ;—সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ, ঈশান (এই পঞ্চমুখের স্বরূপকথন।)। ১১৬

নির্ম্মলস্ফটিক সদৃশ সদ্যোজাত। বামদেব পীতবর্ণ অথচ সৌম্য ও মনোহর। অঘোর, নীলবর্ণ ভয়জনক দন্তবিশিষ্ট। তৎপুরুষ, রক্তবর্ণ দেবমূর্ত্তি ও মনোরম। ঈশান, শ্যামবর্ণ নিত্যশিবরূপী। পশ্চিমদিকে সদ্যোজাত, উত্তরে বামদেব, দক্ষিণে তৎপুরুষ, সর্ব্বমধ্যে ঈশান,—এইরূপ ক্রমে ভক্তির সহিত তাঁহাকে ধ্যান করিবে। ১১৭-১২০

দক্ষিণদিকের পাঁচ হস্তে শক্তি, ত্রিশূল, খট্বাঙ্গ, বরদ, অভয় এই পাঁচটি রহিয়াছে। বামদিকের পাঁচ হস্তে অক্ষসূত্র, বীজপূর, ভুজঙ্গ, ডমরু, উৎপল (পদ্ম) এই পাঁচটি রহিয়াছে। অণিমাদি-অষ্ট ঐশ্বর্য্য-যুক্ত মহাদেবের এইরূপ মূর্ত্তি হৃদয়ে চিন্তা করিবে। ধ্যানকালে জগৎপতি মহাদেবকে এইরূপ চিন্তা করিয়া গণেশাদি দ্বারপালদিগকে পূজা করিবে। ১২১-১২৩

তাহার পর ভূতশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তি অষ্টনামের

বিসর্জ্জনং ধেনুমুদ্রাং দর্শয়িত্বা বিধানতঃ।
নির্ম্মাল্যধারণং কুর্য্যাৎ সদা চণ্ডেশ্বরং ধিয়া ॥ ১২৬
প্রত্যেকং পঞ্চভির্মন্ত্রৈরঙ্গাদীনি প্রমার্জ্জয়েৎ।
সদ্যদাদিভিরেতস্য পূর্ব্বোক্তৈর্নরসত্তমো ॥ ১২৭
বামাং জ্যেষ্ঠাং তথা রৌদ্রীং কালীং চ তদনন্তরম্।
কলবিকরিণীং দেবীং বলপ্রমথিনীং তথা ॥ ১২৮
দমনীং সর্ব্বভূতানাং মনোন্মথিনীং তথৈব চ।
অষ্টৌ তাঃ পূজয়েদ্দেবীঃ ক্রমাচ্ছম্ভোশ্চ প্রীতয়ে। ১২৯
এবং শিবং পূজয়িত্বা ধ্যানতৎপরমানসঃ।
জপেন্মালাং সমাদায় মন্ত্রং ধ্যাত্বা তথা গুরুম্ ॥ ১৩০
একং পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রমেকং প্রাসাদমেব বা।
তৎসক্তমনসৌ জপ্ত্বা শীঘ্রং সিদ্ধিমবাপ্স্যথ ॥ ১৩১
ইতি বাং কথিতং মন্ত্রং ধ্যানপূজাক্রমং তথা।
গচ্ছতং নাটকং শৈলং তত্রারাধয়তং হরম্ ॥ ১৩২

বেতালভৈরবাবূচতুঃ

পঞ্চাক্ষরস্তু মন্ত্রোঽয়ং ধৃতস্তৎসম্মতে মুনে।
অনেনৈব হরং দেবং পূজয়িষ্যাবহে মুদা। ১৩৩
ইত্যুক্ত্বা তন্নমস্কৃত্য তদা বেতালভৈরবৌ।
জগ্মতুর্নাটকং শৈলং বশিষ্ঠানুমতে নৃপ ॥ ১৩৪
তত্রাস্তি সরসী রম্যা সুসম্পূর্ণমনোহরা।
সর্ব্বদা স্বচ্ছসলিলা প্রফুল্লকমলোৎপলা ॥ ১৩৫

দ্বারা পূজা করিবে; পরে আসন সকলের পূজা করিয়া ভাবাদি অষ্ট পুষ্প রচনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিবে। নারাচ মুদ্রা দ্বারা তাড়ন করিবে। পরে ধেনুমুদ্রায় দ্বারা বিসর্জ্জন করিয়া চণ্ডেশ্বর বুদ্ধিতে যথাবিধি নির্ম্মাল্য ধারণ করিবে। ১২৪-১২৬

হে নরোত্তম। পূর্ব্বোক্ত সদ্যদাদি পঞ্চ মন্ত্রদ্বারা যাবৎ অঙ্গ এক এক করিয়া মার্জ্জনা করিবে, তদনন্তর বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকরিণী, (কলা-বিকারিণী) বলপ্রমথিনী, সর্ব্বভূতদমনী, মনোন্মথিনী—এই অষ্টদেবীকে শম্ভুর প্রীতির নিমিত্ত যথাক্রমে পূজা করিবে। ১২৭-১২৯

এইরূপে ধ্যান-তৎপর হইয়া মহাদেবের পূজা করণানন্তর, গুরু ও মন্ত্র ধ্যান করিয়া পরে মালা-গ্রহণপূর্ব্বক জপ করিবে। তদ্গত চিত্তে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র অথবা মাত্র প্রাসাদ জপ করিলে শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১৩০-১৩১

এখন তোমাদিগকে ধ্যান, মন্ত্র ও অর্চনাক্রম সকলই বলা হইল। অতএব নাটকশৈলে গমন কর, সেইস্থানে শঙ্কর আছেন, তাঁহার আরাধনা কর। ১৩২

বেতাল ও ভৈরব বলিলেন,—হে মুনে। আপনার অনুমত্যনুসারে এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রই অবলম্বন করিলাম, ইহার দ্বারাই মহাদেবকে ভক্তির সহিত পূজা করিব। ১৩৩

হে নৃপ। এই কথা বলিয়া তখন বেতাল ও ভৈরব, বশিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার উপদেশক্রমে নাটকশৈলে গমন করিলেন। ১৩৪

তস্যাস্তীরে তু বিপুলঃ সুমনোজ্ঞো হরাশ্রমঃ।
সর্ব্বদা দানবৈর্দেবৈঃ কিন্নরৈঃ প্রমথৈস্তথা।
রক্ষ্যতে নৃপশার্দ্দূল নৃত্যবাদনতৎপরৈঃ॥ ১৩৬
যস্মান্নটতি তত্রেশো নিত্যং কৌতুকতৎপরঃ।
তস্মান্নাটকনাম্নাসৌ শৈলরাজঃ প্রগীয়তে॥ ১৩৭
ছত্রাকারশ্চ তং শৈলং মনোজ্ঞং শঙ্করপ্রিয়ম্।
আসাদ্য যত্র সরসী তত্র গত্বা তু তৌ তদা॥
ন চৈবাপশ্যতাং তত্র হরাশ্রমমনুত্তমম্॥ ১৩৮
গন্তুং চৈবাশ্রমস্থানং তৌ নৈবাশকতাং নৃপ।
ততো হরং প্রণম্যাশু তস্যৈব সরসস্তটে॥ ১৩৯
নির্ম্মায় স্থণ্ডিলং চারু বশিষ্ঠোক্তক্রমেণ তু।
হরমারাধ্যমারেভে বেতালো ভৈরবোঽপি চ॥ ১৪০
আরাধয়ন্তৌ ভূতেশং তৌ তদা শঙ্করাত্মজৌ।
দৃষ্ট্বা হরো দেবগণৈঃ সার্দ্ধং তস্মিংস্তু পর্ব্বতে।
অধিত্যকায়াং বসতিং যাশ্রমেঽপর্ণয়া সহ॥ ১৪১
অধোভাগে সরস্তীরে তপস্যন্তৌ হরাত্মজৌ।
স্থিতৌ দৃষ্ট্বা দেবগণৈঃ সহিতঃ শঙ্করঃ স্থিতঃ॥ ১৪২
নৃত্যমর্দ্দলশব্দো যো হরস্য সততং ভবেৎ।
শৃণুতস্তৌ তদা শব্দং গন্তুং দ্রষ্টুং ন লভ্যতে॥ ১৪৩

তথায় চিরনির্ম্মল সলিলপূর্ণ প্রফুল্ল-কমল-কুলবিরাজিত, সুদীর্ঘ পরম-রমণীয় একটী সরোবর আছে। ১৩৫

তাহার তীরেই প্রশস্ত অতি মনোহর মহাদেবের এক আশ্রম আছে। হে নরশার্দ্দূল। সেইখানে দেব দানব কিন্নর প্রমথাদি, সর্ব্বদা নৃত্য ও বাদ্য করিতেছেন। ১৩৬

ইহাঁদিগের নৃত্যবাদনাদি-হেতুক মহাদেবও সেস্থলে কৌতুকপর হইয়া নিত্যই নৃত্য করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের নটনহেতুকই সেই আশ্রম নাটকশৈল নামে পরিচিত হইয়াছে। ১৩৭

এই নাটক-শৈল, ছত্রাকার শঙ্করপ্রিয় ও সুদৃশ্য। তখন বেতাল ও ভৈরব অনুসন্ধানপূর্ব্বক সরোবরে যাইয়া তথায় মহেশ্বরের মহাশ্রম দেখিতে পাইলেন না। ১৩৮

হে নৃপ। তাঁহারা তথায় যাইতে সক্ষমও হইলেন না। তদনন্তর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া সেই সরোবরের তীরে তৎক্ষণাৎ একটী সুন্দর স্থণ্ডিল (ব্রতানুষ্ঠানের ভূমি) প্রস্তুত করিয়া বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে বেতাল ও ভৈরব, হরোপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। ১৩৯-১৪০

তখন, সেই পর্ব্বতে দেবগণের সহিত, মহাদেব আপনার পুত্রদ্বয়কে শিবোপাসনারত দেখিয়া পার্ব্বতীর সহিত নাটক-শৈলের অধিত্যকায় বাস করিলেন। ১৪১

নিম্নে, সরোবরের তীরে বেতাল-ভৈরব তপস্যা করিতে লাগিলেন, ঊর্দ্ধে, মহাদেবও দেবগণের সহিত থাকিলেন। ১৪২

হরেণাধিষ্ঠিতঃ শৈলঃ সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ।
রাজতে স্ম তদা ভূপ সুধর্ম্মা বাসবো যথা ॥ ১৪৪
ধ্যায়তোস্ত তদা তত্র ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
নচিরাদেব তস্থাভূদ্ধ্যানমার্গেষু নিশ্চলঃ ॥ ১৪৫
তৌ পূজয়ন্তৌ গচ্ছন্তৌ স্থিতৌ বা চন্দ্রশেখরম্।
নৈব তত্যজতুশ্চিত্তৈঃ কদাচিদপি ভূমিপ ॥ ১৪৬
পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পূজয়ন্তৌ বৃষধ্বজম্।
ব্যতিচক্রমতুস্তৌ তু সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ১৪৭
নিরাহারৌ যতাহারৌ হরসংসক্তমানসৌ।
তপসা নিন্যতুর্বর্ষান্ সহস্রং চৈকবর্ষবৎ ॥ ১৪৮
গতে বর্ষসহস্রে তু স্বয়মেব বৃষধ্বজঃ।
প্রসন্নস্তু তয়োর্ভূত্বা প্রত্যক্ষত্বমুপাগতঃ ॥ ১৪৯
তস্ত প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট্বা তদা বেতালভৈরবৌ।
বৃষধ্বজং তুষ্টুবতুর্ধ্যানগম্যং পুরঃ স্থিতম্ ॥ ১৫০
হররূপং যথাধ্যাতং হৃদ্গতং তেজসোজ্জ্বলম্।
তথা দৃষ্ট্বা ততস্তাভ্যাং বশিষ্ঠো মনসা নুতঃ[১] ॥ ১৫১

বেতালভৈরবাবূচতুঃ

পঞ্চবক্ত্রং মহাকায়ং সর্ব্বজ্ঞানময়ং পরম্।
সংসারসাগরত্রাণং প্রণমাবো বৃষধ্বজম্ ॥ ১৫২

সেখানে হরের নিত্যই যে নৃত্য ও মার্দলের শব্দ হইত, তাহা তাঁহারা শুনিতে পাইত, কিন্তু তাহা দেখিতে বা সেখানে যাইতে পারিত না। ১৪৩

হে ভূমিপ! মহাদেব, সকল দেবতাদিগের সহিত সেই পর্ব্বতে আরূঢ় হইলে, পর্ব্বতটী ইন্দ্রসভার ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। ১৪৪

পরে মহাদেব, ইঁহাদিগকে ধ্যান-নিযুক্ত দেখিয়া তৎক্ষণেই ধ্যানমার্গে সুস্থির হইয়া বসিলেন। ১৪৫

হে রাজন্! বেতাল ও ভৈরব যখন পূজা করেন, কি যখন গমন করেন, বা অবস্থান করেন, সকল সময়েই হৃদয়ে মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।১৪৬

পঞ্চাক্ষর মন্ত্রদ্বারা মহাদেবের পূজা করিতে ইঁহাদিগের সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৪৭

ইঁহারা উপবাস, ভোজ্যনিয়ম, মহাদেব-পরিচিন্তন, এই সকল বিষয়ে তৎপর হইয়া তপোবলে বর্ষসহস্রকে একবৎসরের মতন জ্ঞান করিয়াছিলেন। ১৪৮

এইরূপে সহস্রবৎসর অতিবাহিত হইলে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন। ১৪৯

তখন বেতাল ও ভৈরব তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থিত ধ্যানগম্য বৃষধ্বজকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১৫০

তখন সম্মুখে তেজোময় সম্যক্ পরিচিন্তিত, হৃদবস্থিত-হররূপকে দেখিয়া মনে মনে বশিষ্ঠকে পূজা করিলেন, পরে বেতাল ও ভৈরব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৫১

১। বশিষ্ঠস্তানুমানতঃ—ইতি পাঠান্তরম্

ত্বং পরঃ পরমাত্মা চ পরেশঃ পুরুষোত্তমঃ।
ত্বং কূটস্থো জগদ্ব্যাপী প্রধানঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৫৩
রূপাত্মা ত্বং মহাত্মা ত্বং তত্ত্বজ্ঞানালয়ং[1] প্রভুঃ।
সাংখ্যযোগালয়ঃ শুদ্ধো গুণত্রয়বিভাগবিৎ ॥ ১৫৪
ত্বং নিত্যস্ত্বমনিত্যশ্চ জগৎকর্তা লয়ঃ স্মৃতঃ।
একোঽনেকস্বরূপশ্চ শান্তচেষ্টো জগন্ময়ঃ ॥ ১৫৫
নির্বিকারো নিরাধারো নিত্যানন্দঃ সনাতনঃ।
ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং মহেন্দ্রস্ত্বং ব্রহ্মা ত্বং জগতাং পতিঃ ॥ ১৫৬

যো রূপরূপেশ্বরবত্তমাজঃ, সম্ভূতিভূতো নিরবগ্রহশ্চ।
কাক্ষ্যাবতীর্ণাবগতপ্রমাথী, যোগেশ্বরো জ্ঞানগতিস্ত্বগম্যঃ ॥ ১৫৭
প্রমেয়রূপাম্বধরাধরাভো, ভোগীন্দ্রবদ্ধামৃতভোগতন্ত্রঃ।
সূক্ষ্মাক্ষরস্তত্ত্ববিদপ্রমাথী, ত্বং দেবদেবঃ শরণং সুরাণাম্ ॥ ১৫৮
বিকল্পমানাপরিহীনদেহঃ, শুদ্ধাত্মধামানুগতৈকবিন্দঃ।
বহিষ্কৃতোগ্রঃ পুরুষঃ পরাত্মা, ত্বমিন্দ্রিয়েষ্বোঘস্য বিচারবুদ্ধিঃ ॥ ১৫৯
ত্বং নাথনাথঃ প্রভবঃ পরেষাং, গতির্মুনীনাং পরযোগিগম্যঃ।
ত্বং ভূধরো ভোগধরো হ্যনন্তো, বিশ্বাত্মনস্তে বহুবঃ প্রপঞ্চাঃ ॥ ১৬০

পঞ্চবক্ত্র, প্রশান্ত-শরীর সর্বজ্ঞানময় পরমাত্মা সংসারসাগরের পরিত্রাণ-কারী মহাদেবকে প্রণাম করি। ১৫২

আপনি পর ও পরমাত্মা এবং পরেশ ও পুরুষোত্তম; আপনি কূটস্থ পরিবর্তনশূন্য জগদ্ব্যাপী সর্বপ্রধান পরমেশ্বর; আপনি পরমাত্মা, আপনিই মহাত্মা, আপনি তত্ত্বজ্ঞানময় প্রভু। আপনি সাংখ্যযোগের আলয় ও নির্মল এবং গুণত্রয়বিভাগবিৎ। ১৫৩-১৫৪

আপনি নিত্য, আপনিই অনিত্য, আপনি জগৎকর্তা, আপনিই জগৎ-সংহারক, আপনি এক হইয়া অনেকের স্বরূপ। আপনি নিষ্ক্রিয় ও জগন্ময়। ১৫৫

আপনি নির্বিকার নিরাধার, নিরানন্দ ও সনাতন; আপনি বিষ্ণু, আপনি মহেন্দ্র, আপনি ব্রহ্মা, আপনি জগৎপতি। ১৫৬

আপনি সবিশেষ রূপবান্ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত, বন্ধনশূন্য—স্ব-ইচ্ছায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আপনি সর্ববিদিত ও সর্বসংহারক এবং দুর্জ্ঞেয়, আপনি যোগেশ্বর ও জ্ঞানমার্গানুসারী। ১৫৭

আপনি সামান্য ধবল-বর্ণ গিরির ন্যায় ফণীন্দ্রবেষ্টিত ও অমৃতভোগ-পরায়ণ আপনি সূক্ষ্ম অথচ অব্যয়, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের দর্পচূর্ণকারী, আপনি দেবদেব ও সকল দেবতাদির আশ্রয়। ১৫৮

আপনি প্রলয়কালেও অপরিত্যক্তদেহ ও পূতাত্মাদিগের হৃদয়ে বাস করেন। আপনি মহান্ ও নিত্য। আপনি বহিষ্কৃত অথচ উগ্র এবং মহাত্মা পুরুষ। আপনি একাদশ ইন্দ্রিয়ের চালনায় বিশেষ অভিজ্ঞ। ১৫৯

আপনি প্রভুর প্রভু; এইজন্য সকল বস্তুর জন্মহেতু, মুনিগণের গতিকারক এবং পরম যোগীদিগেরও প্রাপ্য। আপনি পৃথিবী-পালক এবং অনন্তরূপে অনন্ত শরীর ধারণ করেন। আপনি বিশ্বরূপী, আপনার প্রপঞ্চ বহুতর। ১৬০

১। তত্ত্বজ্ঞানময়ঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

জ্ঞানামৃতস্যন্দকপূর্ণচন্দ্রো, মোহান্ধকারস্য পরঃ প্রদীপঃ ।
ভক্তাত্মজানাং পরমঃ পিতা ত্বং, কামে চ পঞ্চাননরূপধারী ॥ ১৬১
শাস্তাখিলানাং প্রথমো বিবস্বাং-তনূনপাৎ ত্বং তনূষে অপাপোবান্ ।
ত্বং ব্রহ্মরূপেণ করোষি সৃষ্টিং, বিষ্ণুস্বরূপেঃ সততং স্থিতিঞ্চ ॥ ১৬২
ত্বং রুদ্ররূপী কুরুষে তথান্তং, ত্বত্তো ন চান্যজ্জগতীহ বস্তু ।
ত্বং রাত্রিনাথো দিবসেশ্বরশ্চ, ত্বমগ্নিরাপঃ পবনো ধরিত্রী ॥ ১৬৩
নভস্তথা ত্বং ক্রতুতন্ত্রহোতা, ত্বদষ্টমূর্ত্তের্ভবতো ন চান্যৎ ।
অনন্তমূর্ত্তিস্ত্বিহ মুখ্যভাবান্নিগদ্যতে চাষ্টময়ী ত্রিমূর্ত্তিঃ ॥ ১৬৪
অনন্তমূর্ত্তেঃ কথমন্যথা তে, সংখ্যাস্তি রূপস্য যদষ্টমূর্ত্তিঃ ।
ত্বং ত্র্যম্বকস্ত্বং ত্রিপুরান্তকশ্চ, ত্বং শম্ভুরীশঃ শমনো বিধাতা ॥ ১৬৫
সহস্রবাহুশ্চ হিরণ্যবাহুঃ, সহস্রমূর্ত্তিস্ত্বিহ পঞ্চবক্ত্রঃ ।
প্রভূতনেত্রস্তু ষড়র্দ্ধনেত্রঃ, প্রভূতবাহুর্দশবাহুরীশঃ ॥ ১৬৬
প্রভূতভোগী মিতভোগযুক্তো, ভোগানুসারো নিরুপগ্রহশ্চ ॥ ১৬৭

নিত্যানিত্যস্বরূপায় নিত্যধামস্বরূপিণে ।
পরতত্ত্বস্বরূপায় নমস্তুভ্যং শিবাত্মনে ॥ ১৬৮
নান্তং শিরস্য যস্যাপুঃ বিষ্ণুনা ব্রহ্মণা তব ।
তস্যাবাং কিং বিধাস্যাবঃ স্তুতিবাক্যং বৃষধ্বজ ॥ ১৬৯

আপনি জ্ঞানামৃতের ধারাসম্পাদক পূর্ণচন্দ্র। মোহান্ধকারের উজ্জ্বল প্রদীপ; ভক্ত-পুত্রদিগের পরম-পিতা, আপন ইচ্ছায় পঞ্চানন-রূপ ধারণ করিয়াছেন। ১৬১

আপনি যাবৎলোকের প্রথম শাস্তা (উপদেশক), আপনি সূর্য্য ও বহ্নি এবং সর্ব্বপাপমুক্ত। আপনি ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন ও বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন। ১৬২

রুদ্ররূপ (সংহারমূর্ত্তি) অবলম্বন করিয়া বিনাশ করিতেছেন। অতএব এই জগতে আপনার তুল্য অন্য বস্তু নাই। আপনি চন্দ্র, আপনি সূর্য্য, আপনি অনিল, অনল, জল ও ক্ষিতি। ১৬৩

আপনি আকাশ, আপনি যজ্ঞস্থলীয় হোতা যজমান, আপনার এই অষ্ট-মূর্ত্তির অন্য আর কিছুই নাই। আপনি অনন্তমূর্ত্তি; কিন্তু এই কয়েকটি মূর্ত্তির প্রধানত্ব-নিবন্ধন জগতে এই অষ্টমূর্ত্তিরই কথা বলিয়া থাকে। ১৬৪

আপনি ত্র্যম্বক, আপনি ত্রিপুরারি, আপনি শম্ভু, ঈশ, শমন ও বিধাতা। ১৬৫

আপনি সহস্রবাহু, হিরণ্যবাহু, আপনি সহস্রমূর্ত্তি; কিন্তু সম্প্রতি পঞ্চবক্ত্র। আপনি প্রভূত নেত্র হইলেও ত্রিনেত্র এবং প্রভূতবাহু হইলেও দশবাহু। ১৬৬

আপনি ঐশ্বর্য্যশালী, প্রচুরভোগী এবং মিতভোগযুক্ত। আপনি ভোগ্য বস্তুর অনুগত কিন্তু তাহাতে অনাসক্ত। ১৬৭

আপনি নিত্যানিত্য-স্বরূপ এবং নিত্যধামস্বরূপ, আপনি পরতত্ত্বস্বরূপ এবং শিবাত্মা আপনাকে নমস্কার। ১৬৮

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু—আপনার স্বরূপের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। হে বৃষধ্বজ! আমরা আর আপনাকে কি স্তব করিব? ১৬৯

স্বরূপং যস্য জানন্তি ন দেবা নাপি দানবাঃ।
বালাবাবাং কথয় ত্বাং স্তোষ্যাবঃ পরমেশ্বর॥ ১৭০
ভক্তিমাত্রেণ দেবেশ তবাবাং বৃষভধ্বজ।
কুর্ব্বঃ প্রণামং গৌরীশ ভূয়স্তভ্যং নমো নমঃ॥ ১৭১

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইতি স্তুতো মহাদেবো বেতালেন মহাত্মনা।
ভৈরবেণাপি রাজেন্দ্র প্রসন্নঃ প্রাহ তৌ তদা॥ ১৭২

ভগবানুবাচ—

তুষ্টোঽস্মি যুবয়োঃ পুত্রৌ বৃণুতং বাঞ্ছিতং বরম্।
দাস্যামি যুবয়োরিষ্টং প্রসন্নোঽহং তপোব্রতৈঃ॥ ১৭৩
স্তুতিভিশ্চ দমৈশ্চাপি তথৈকান্তানুচিন্তনৈঃ।
মুহুর্মুহুঃ সুপ্রসন্ন ইষ্টং দাস্যামি বাং সুতৌ॥ ১৭৪

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

তুষ্টোঽসি যদি সত্যং নৌ সত্যমাবাং সুতৌ যদি।
বৃষধ্বজ তবৈবেহ তদেষ্টং দেহি নৌ বরম্॥ ১৭৫
সুতভাবেন পিতরং ভবন্তং জগতাং পতিম্।
নিত্যং যথাবগচ্ছাবস্তথা দেহি বরং তু নৌ॥ ১৭৬
ন রাজ্যমভিকাঙ্ক্ষাবো ন ধনং নান্যদেব বা।
তদ্ভক্ত্যা সেবনং কর্ত্তুং তবেচ্ছাবো বৃষধ্বজ॥ ১৭৭

দেবগণ ও দানবেরা যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন নাই, আমরা বালক হইয়া দেবাদি-দুর্লভ-পরমেশ্বর আপনাকে কিরূপে স্তব করিব? ১৭০

হে বৃষধ্বজ! হে দেবেশ। আমরা মাত্র ভক্তির সহিত আপনাকে প্রণাম করিতেছি, হে গৌরীশ। পুনর্ব্বার আপনি আমাদিগের বার বার প্রণাম গ্রহণ করুন। ১৭১

ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! মহাদেব, মহাত্মা বেতাল ও ভৈরব কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইলে তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন। ১৭২

হে বৎস! আমি তোমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, তোমাদিগকে বর প্রদান করিব। ১৭৩

হে বৎস! আমি তপোব্রত, স্তুতি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বদা নির্জ্জনধ্যান—এই সকলের দ্বারা সম্যক্ প্রসন্ন হইয়াছি,—তোমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিব। ১৭৪

বেতাল ও ভৈরব কহিলেন, হে বৃষবাহন! যদ্যপি আপনি আমাদিগের প্রতি সত্যই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমরা আপনার বাস্তবিক পুত্রই হই—তবে আপনি আমাদিগকে অভিলষিত বর প্রদান করুন। ১৭৫

আপনি আমাদিগের জগদীশ্বর পিতা, যেরূপে পুত্রভাবে আমরা আপনার সর্ব্বদা অনুরত থাকিতে পারি, সেইরূপ বর আমাদিগকে প্রদান করুন। ১৭৬

আমরা রাজ্যাভিলাষ করি না, ধন বা অন্য কিছুই চাহি না; হে বৃষধ্বজ! কেবল তদ্গত ভক্তিতে আপনার সেবা করিতে ইচ্ছা করি। ১৭৭

ত্বৎপাদপঙ্কজদ্বন্দ্বে নিত্যং মধুকরাঙ্কিতাম্।
ত্বয়ি প্রসন্নে নেত্রাণাং যুগলে প্রাপ্নুতাং সদা ॥ ১৭৮
ইতোঽন্যথা ত্বচ্চিন্তাভিস্ত্বদ্ধ্যানৈস্ত্বৎপ্রপূজনৈঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি যান্তু সম্যক্ তথাবয়োঃ ॥ ১৭৯
তত্তদ্বচনং শ্রুত্বা মহাদেবো হসন্নিব।
সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং দেবত্বমকরোত্তয়োঃ ॥ ১৮০
দেবেন্দ্রসম্মতেনৈব সুধামানীয় নাকতঃ।
বেতালভৈরবৌ তাস্তু পায়য়ামাস শঙ্করঃ ॥ ১৮১
পীতেঽমৃতে ততস্তৌ তু মর্ত্ত্যতাং নরসত্তমৌ।
অমর্ত্ত্যতাং পরিত্যজ্য প্রাপতুঃ শিবশক্তিতঃ ॥ ১৮২
তস্মিন্ কালে বলন্তৌ তু দিব্যজ্ঞানবলান্বিতৌ।
দিব্যরূপোপসম্পন্নৌ বভূবতুররিন্দমৌ ॥ ১৮৩
অভিন্নেনৈব দেহেন দেবত্বং গতয়োস্তয়োঃ।
প্রাহ শম্ভুস্তদা তৌ তু সুতৌ পরমহর্ষিতৌ ॥ ১৮৪

ভগবানুবাচ—

অহং তুষ্টস্তু যুবয়োঃ পার্ব্বতীং দয়িতাং মম।
মত্তস্তং কামমিচ্ছন্তা-বারাধয়তমীশ্বরীম্[1] ॥ ১৮৫
তাম্বতে তু ন শক্নোমি দাতুমিষ্টং সনাতনম্।
সেবিতুং চ সুতৌ নিত্যং শরণং ব্রজতং শিবাম্ ॥ ১৮৬
অচিরাদ্ যেন ভাবেন প্রীতিং দেবী গমিষ্যতি।
অত্র বা তত্র বা গত্বা তেন ভাবেন চার্চ্চ তাম্ ॥ ১৮৭

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

আপনি প্রসন্ন হইলে আপনার শ্রীপাদ-পদ্ম-দ্বন্দ্বে আমাদিগের নয়নদ্বয় সর্ব্বদা ভ্রমর-স্বভাবত্ব প্রাপ্ত হউক। ১৭৮

আপনার ধ্যান, আপনার অর্চ্চন—এই সকল কর্ম্মের দ্বারা আমাদিগের কোটি কোটি কল্প সম্যক্‌রূপে অতিবাহিত হউক। ১৭৯

তখন মহাদেব, সকল দেবগণের সহিত হাসিতে হাসিতে বেতাল ও ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেবত্ব প্রদান করিলেন। ১৮০

ইন্দ্রের সম্মতিতে স্বর্গ হইতে অমৃত আনিয়া শঙ্কর তাঁহাদিগকে পান করাইলেন। তখন তাঁহারা দুইজন অমৃত পান করিয়া শিবশক্তি দ্বারা মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করত অমরত্ব লাভ করিলেন। ১৮১-১৮২

সেই সময় বলশালী দ্বয় বেতাল ও ভৈরব,—দৈবশক্তি, দৈবজ্ঞান, দৈবরূপ লাভ করিলেন। ১৮৩

মহাদেব তখন অভিন্নরূপে দেবত্বপ্রাপ্ত আনন্দযুক্ত পুত্রদ্বয়কে বলিলেন।১৮৪

আমি তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। যদি আমার প্রদত্ত ইষ্ট ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার দয়িতা ঈশ্বরী আদ্যাশক্তির সেবা কর; আমি তদ্ব্যতিরেকে অব্যয় ইষ্টফল দিতে পারিব না; অতএব হে বৎস! তাঁহার আরাধনার নিমিত্ত তাঁহাকে আশ্রয় কর। ১৮৫-১৮৬

১। তস্যাস্তাং শরণং ব্রজ—ইতি পাঠান্তরম্।

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

এবং বদতি ভূতেশে তদা বেতালভৈরবৌ।
প্রাহতুর্ব্যোমকেশং তৌ হর্ষোৎফুল্লবিলোচনৌ ॥ ১

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

পার্ব্বত্যা ন হি জানীবো ধ্যানং মন্ত্রং বিধিং তথা।
কথমারাধয়িষ্যাবো ভগবন্ সমাগুচ্যতাম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ—

মহামায়াবিধিং মন্ত্রং কল্পঞ্চ ভবতোঃ সুতৌ।
উপদেক্ষ্যামি তত্ত্বেন যেন সর্ব্বং ভবিষ্যতি ॥ ৩

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স মহামায়াধ্যানং মন্ত্রং বিধিং তথা।
কথয়ামাস গিরিশস্তয়োঃ সম্যঙ্ নৃপোত্তম ॥ ৪
যদষ্টাদশভিঃ পশ্চাৎপটলৈশ্চ স ভৈরবঃ।
স নির্ণয়বিধিং কল্পং নিববন্ধ শিবাহৃতে ॥ ৫

যাহাতে শীঘ্র তিনি প্রীতিলাভ করিতে পারেন। যেখানে সেখানে থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে পার। ১৮৭

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

মন্ত্রোপদেশ আরম্ভ

ঔর্ব্ব কহিলেন,—মহাদেব এইরূপ উপদেশ দিলে তখন বেতাল ও ভৈরব হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে ব্যোমকেশকে কহিলেন। ১

হে ভগবন্! আমরা পার্ব্বতীর ধ্যান, মন্ত্র, অর্চ্চন-ক্রম, কিছুই জানি না, কিরূপে তাঁহাকে আরাধনা করিব, তদ্বিষয়ে সম্যক্ উপদেশ দিউন। ২

ভগবান্ কহিলেন, হে বৎস! আমি মহামায়ার বিধি, মন্ত্র ও কল্প—সকলই তোমাদিগকে যথার্থরূপে উপদেশ দিতেছি, তাহাতেই তোমাদিগের সকল সিদ্ধ হইবে। ৩

ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে নরপতে! এই কথা বলিয়া মহাদেব তখন মহামায়ার ধ্যান, মন্ত্র এবং বিধি তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে বলিলেন। ৪

মহাদেব পার্ব্বতী-পূজার পশ্চাল্লিখিত অষ্টাদশ পটলের দ্বারা নির্ণয়পূর্ব্বক বিধি কল্প রচনা করিয়াছেন। ৫

সগর উবাচ—

কীদৃঙ্মন্ত্রং পুরা শম্ভুরবোচদ্ভৈরবোত্তয়োঃ।
যেনারাধ্য মহামায়াং তৌ গণেশত্বমাপতুঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ সাঙ্গং তচ্ছ্রোতুমুৎসহে।
দশাষ্টপটলৈর্যত্তু নিববন্ধ স ভৈরবঃ॥ ৬

ঔর্ব্ব উবাচ—

বহুত্বাদ্বদিতুং তস্য চিরেণৈব তু শক্যতে।
তস্মাৎ সদঃ সমুদ্ধৃত্য যন্মহাদেবভাষিতম্।
সঙ্ক্ষেপাৎ কথয়ে তত্ত্বং তচ্ছৃণুষ্ব নৃপোত্তম॥ ৭
পৃচ্ছতৌ পার্ব্বতীমন্ত্রং তদা বেতালভৈরবৌ।
জগাদ স মহাদেবঃ শৃণুতং মন্ত্রকল্পকৌ॥ ৮

শ্রীভগবানুবাচ—

শৃণুং মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং পরম্।
অষ্টাক্ষরন্তু বৈষ্ণব্যা মহামায়ামহোৎসবম্॥ ৯
অস্য শ্রীবৈষ্ণবীমন্ত্রস্য নারদ ঋষিঃ শম্ভুর্দেবতা।
অনুষ্টুপ্ছন্দঃ সর্ব্বার্থসাধনে বিনিয়োগঃ॥ ১০
হান্তান্তপূর্ব্বো রান্তশ্চ[1] নান্তো শান্তস্তথৈব চ।
কৈকাদশাষ্টাদিষষ্ঠঃ খান্তো বিষ্ণুপুরঃসরঃ॥ ১১
এভিরষ্টাক্ষরৈর্মন্ত্রং শোণপত্রসমপ্রভম্।
ওঁকারং পূর্ব্বতঃ কৃত্বা জপ্যং সর্ব্বৈস্তু সাধকৈঃ॥ ১২

সগর রাজা কহিলেন,—পূর্ব্বে শঙ্কর কিরূপ মন্ত্র, বেতাল ও ভৈরবকে কহিয়াছিলেন, যে মন্ত্র দ্বারা মহামায়াকে আরাধনা করিয়া তাঁহারা গণেশত্ব লাভ করেন। আমি সেই কল্প, সেই মন্ত্র, সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি। অষ্টাদশ পটলের দ্বারা মহাদেব, যে মন্ত্র ও যে কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ৬

ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে নৃপোত্তম। মহাদেব যে সকল মন্ত্রাদির বিষয় বলিয়াছেন, তাহা অতি বিস্তৃত; সম্পূর্ণ বলিতে গেলে অনেক সময় লাগিবে; অতএব সেই সকলের সারভাগ উদ্ধৃত করিয়া বলি শ্রবণ কর। ৭

যখন বেতাল ও ভৈরব পার্ব্বতী-মন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মহাদেব কহিলেন, তোমরা পার্ব্বতীমন্ত্র ও পার্ব্বতীকল্প শ্রবণ কর। ৮

ভগবান্ কহিলেন,—আমি মহামায়া বৈষ্ণবীর মহোৎসবদায়ক, গুহ্য হইতে অতি গুহ্যতম অষ্টাক্ষর মন্ত্র বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ৯

এই বৈষ্ণবী মন্ত্রের ঋষি নারদ, দেবতা শম্ভু, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ এবং সর্ব্ব-অর্থ-সাধনার্থ ইহার প্রয়োগ হয়। ১০

হান্তান্ত (ব), রান্ত (য), নান্ত (প), শান্ত (ত), কৈকাদশ (ট), আদিষষ্ঠ (চ), খান্ত (ক), বিষ্ণু (অ), ইহা বামাবর্ত্তে পাঠ করিলে "অ ক চ ট ত প য ব" এই মন্ত্র হয়। ১১

১। রান্তশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্।

মহামন্ত্রমিদং গুহ্যং বৈষ্ণবীমন্ত্রসংজ্ঞকম্ ।
মন্ত্রং কলেবরগতং তস্মাদঙ্গং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৩
মহাদেবস্যোর্দ্ধমুখং বীজমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
ওঁকারাক্ষরবীজঞ্চ মকারঃ শক্তিরুচ্যতে ॥ ১৪
সবীজং কথিতং মন্ত্রং কল্পঞ্চ শৃণু ভৈরব ॥ ১৫
তীর্থে নদ্যাং দেবখাতে গর্ত্তপ্রস্রবণাদিকে ।
পরকীয়েতরে তোয়ে স্নানং পূর্ব্বং সমাচরেৎ ॥ ১৬
আচান্তঃ শুচিতাং প্রাপ্তঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা স্থণ্ডিলং মার্জ্জয়েৎ ততঃ ॥ ১৭
করেণানেন মন্ত্রেণ যুং সঃ ক্ষিত্যা ইতি স্বয়ম্ ।
ওঁ হ্রীঁ[1] স ইতি মন্ত্রেণ আশাপূরণকেন চ ।
তোয়েরভ্যুক্ষয়েৎ স্থানং ভূতানামপসারণে ॥ ১৮
ততঃ সব্যেন হস্তেন গৃহীত্বা স্থণ্ডিলং শুচিঃ ।
মন্ত্রং লিখেৎ সুবর্ণেন যাজ্ঞিকেন কুশেন বা ॥ ১৯
ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নম ইতি মন্ত্ররাজমথাপি বা ।
ততস্ত্রিমণ্ডলং কুর্য্যাত্তেনৈব সমরেখয়া ॥ ২০
নিত্যাসু ন হি পূজাসু রজোভির্মণ্ডলং লিখেৎ ।
পুরশ্চরণকার্য্যেষু তৎকাম্যেষু প্রযোজয়েৎ ॥ ২১

এই অষ্টাক্ষর দ্বারা ঐ মন্ত্র নিষ্পন্ন হয়, উহার রক্তপদ্ম সদৃশ প্রভা; পূর্ব্বে প্রণব উচ্চারণ করিয়া সাধকগণ উহার জপ করিবে। ১২

ইহা একটি অতি গুহ্য মহামন্ত্র, ইহার নাম বৈষ্ণবী মন্ত্র; ইহা কলেবর-বিশিষ্ট বলিয়া উহাকে অঙ্গমন্ত্র বলা হয়। ১৩

মহাদেবের ঊর্দ্ধমুখ এবং প্রণবের বীজই ইহার বীজ এবং মকার ইহার শক্তি। ১৪

হে ভৈরব! সবীজ মন্ত্র কথিত হইল, এক্ষণে পূজার কল্প শ্রবণ কর। ১৫

তীর্থে, নদীতে, দেবখাতে, গর্ত্তে, প্রস্রবণাদিতে এবং পরকীয় জল ভিন্ন যে কোন জলাশয়ে প্রথমে স্নান করিবে। ১৬

স্নানান্তর আচমন করিয়া শুদ্ধ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া উত্তরাভিমুখে স্থণ্ডিলের মার্জ্জনা করিবে। ১৭

'যুং সঃ ক্ষিত্যা' এই মন্ত্র এবং 'ওঁ হ্রীং স' এই আশাপূরক মন্ত্র দ্বারা ভূতাপসরণের নিমিত্ত হস্তে জল লইয়া উহা দ্বারা পূজাস্থানের অভ্যুক্ষণ করিবে। ১৮

অনন্তর শুচি সাধক, বাম হস্ত দ্বারা স্থণ্ডিল গ্রহণ করিয়া সুবর্ণশলাকা বা যাজ্ঞিক কুশ দ্বারা উহাতে মন্ত্র লিখিবে। ১৯

"ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র অথবা মন্ত্ররাজ অঙ্কিত করিবে। অনন্তর উহার সহিত সমরেখায় একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। ২০

নিত্য পূজায় পঞ্চবর্ণগুঁড়ি দ্বারা মণ্ডল অঙ্কিত করিবার আবশ্যক নাই, কাম্য পূজায় বা পুরশ্চরণাদিতে ঐরূপ করিবে। ২১

১। হ্রং—ইতি পাঠান্তরম্।

রেখামুদীচ্যাং প্রথমং পশ্চিমে তদনন্তরম্ ।
দক্ষিণে তু ততঃ পশ্চাৎ পূর্ব্বভাগে তু শেষতঃ ॥ ২২
বর্ণনাঞ্চ সদ্বারৈরেবমেব ক্রমো ভবেৎ ।
ওঁ হ্রীঁ শ্রীং স ইতি মন্ত্রেণ মণ্ডলং পূজয়েত্ততঃ ॥ ২৩
হস্তেন মণ্ডলং কৃত্বা কুর্য্যাদ্দিগ্বন্ধনং ততঃ ।
আশাবন্ধনমন্ত্রেণ পূর্ব্বোক্তেন যথাক্রমম্ ।
ফড়ন্তেনাথবাপ্যত্র করেণৈব নিবন্ধয়েৎ ॥ ২৪
যবানাং[1] তণ্ডুলৈরেকমঙ্গুলং চাষ্টভির্ভবেৎ ।
অদীর্ঘযোজিতৈর্হস্তে-শ্চতুর্বিংশতিরঙ্গুলৈঃ ॥ ২৫
তৎপ্রমাণেন হস্তেন হস্তৈকং তস্য মণ্ডলম্ ।
পদ্মং বিতস্তিমাত্রং স্যাৎ কর্ণিকারং তদর্দ্ধকম্ ॥ ২৬
দলাগ্রন্থোন্যসক্তানি হ্যায়তানি নিযোজয়েৎ ।
ন ন্যূনাধিকভাগানি মবহির্বেষ্টিতানি চ ॥ ২৭
মধ্যভাগে ন্যসেদ্ দ্বারম্ ন্যূনে নাধিকে তথা ॥ ২৮
সুবৃত্তং মণ্ডলং তচ্চ রক্তবর্ণং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৯
ইতোঽন্যথা মণ্ডলমুগ্রমস্যাঃ
করোতি যো লক্ষণভাগহীনম্ ।
ফলং ন চাপ্নোতি ন কামমিষ্টং
তস্মাদিদং মণ্ডলমত্র লেখ্যম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে মহামায়াকল্পেঽষ্টাদশপটলে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

তাহার পর পশ্চিমে এবং তদনন্তর দক্ষিণে রেখা অঙ্কন করিবে ; সর্ব্বশেষে পূর্ব্বভাগে রেখা অঙ্কন করিবে । ২২

দ্বার এবং দল অঙ্কন করিবার এইরূপ ক্রম জানিবে । 'ওঁ হ্রীং স' এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের পূজা করিবে । ২৩

অনন্তর মণ্ডল হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ফট্-অন্ত দিগ্বন্ধন মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে দশ দিক্ বন্ধন করিবে এবং স্বহস্ত দ্বারাই দিগ্বন্ধন করিবে । ২৪

আটটি যবের দ্বারা একটি অঙ্গুলি হয়, অদীর্ঘ অর্থাৎ বিস্তারভাগে যোজিত চতুর্ব্বিংশতি-অঙ্গুলি দ্বারা একটি হস্ত হয় । ২৫

এই প্রমাণ হস্তের নিজের এক হস্ত-পরিমিত মণ্ডল করিবে । উহাতে বিতস্তিপরিমিত পদ্ম এবং অর্দ্ধ বিতস্তি-পরিমিত কর্ণিকার করিবে । ২৬

পদ্মের দলগুলিকে পরস্পর-সংলগ্ন, আয়ত ন্যূনাধিকভাব-শূন্য এবং বহির্ব্বেষ্টন-যুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিবে । ২৭

উহার ঠিক মধ্যভাগে ন্যূন বা অধিক ভাগে নহে— একটী দ্বার করিবে । ২৮

সেই মণ্ডলকে বর্ত্তুলাকার রক্তবর্ণ চিন্তা করিবে । ২৯

যে ব্যক্তি উক্ত লক্ষণহীন একটা কিম্ভূত-কিমাকার-রূপ মণ্ডল দেবীর পূজার্থ অঙ্কিত করে, সে পূজার ফল ও নিজের অভিলষিত প্রাপ্ত হয় না, অতএব যথাবিধি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে । ৩০

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫২

১। যবানাং যত্তৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ততো নমিতি মন্ত্রেণ অর্ঘ্যপাত্রস্য মণ্ডলম্।
চতুষ্কোণং বিধায়াত্র স্বারশন্যবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১
ওঁ হ্রীং শ্রীমিতি মন্ত্রেণ অর্ঘ্যপাত্রস্য মণ্ডলে।
বিন্যসেৎ প্রথমং তত্র পূজয়িত্বা সমিধ্যতি ॥ ২
ওঁ হ্রীং হ্রৌমিতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পং তথা জলম্।
অর্ঘ্যপাত্রে ক্ষিপেত্তত্র মণ্ডলং বিন্যসেৎ ততঃ ॥ ৩
পূর্ব্ববন্মণ্ডলং কৃত্বা অর্ঘ্যপাত্রে ততো জলৈঃ।
ত্রিভাগৈঃ পূরয়েৎ পাত্রং পুষ্পং তত্র বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ৪
ততো হ্রীমিতি মন্ত্রেণ আসনং পূজয়েৎ বকম্ ॥ ৫
ততঃ ক্লৌমিতি মন্ত্রেণ আত্মানং পূজয়েদ্ বুধঃ।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ শিরোদেশে ততঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৬
ওঁ হ্রীং স ইতি মন্ত্রেণ পুষ্পং হস্ততলস্থিতম্।
সংযুক্তা সব্যহস্তেন ঘ্রাত্বা বামকরেণ তু।
ঐশান্যাং নিক্ষিপেত্তৎ পূর্ব্বমন্ত্রেণ কোবিদঃ ॥ ৭
রক্তপুষ্পং গৃহীত্বা তু করাভ্যাং পাণিকচ্ছপম্।
বদ্ধা কুর্য্যাত্ততঃ পশ্চাদ্দহনপ্লবনাদিকম্ ॥ ৮

মণ্ডল-নির্ম্মাণাদি

ভগবান্ কহিলেন,—তাহার পর 'নমঃ' এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্র রাখিবার নিমিত্ত পথ ও দ্বার-শূন্য একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া 'ওঁ হ্রীং শ্রীং' এই মন্ত্রদ্বারা স্বীয় আসন পূজা করিবে। ১

তৎপরে 'ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' এই মন্ত্রদ্বারা অর্ঘ্য পাত্রটী পূর্ব্বনির্ম্মিত মণ্ডলে স্থাপিত করিয়া প্রথম সেই অর্ঘ্য পাত্রটী অর্চ্চন করিবে। ২

পরে এই অর্ঘ্যপাত্রে 'ঐঁ হ্রুঁ হ্রৌঁ' এই মন্ত্র বলিয়া গন্ধ পুষ্প-জল নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে আবার একটী মণ্ডল রচনা করিবে। ৩

এই অর্ঘ্যপাত্র পূর্ব্ববৎ একটী মণ্ডল রচনা করিয়া পাত্রটীকে ত্রিভাগ জলের দ্বারা পূরণ করিবে; তৎপরে ঐ অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলে একটী পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। ৪

তাহার পর 'হ্রীং' এই মন্ত্রদ্বারা স্বীয় আসন পূজা করিবে। ইহার পর সাধক, 'ক্লৌঁ' এই মন্ত্রদ্বারা আত্মাকে পূজা করিয়া গন্ধ পুষ্পদ্বারা আপনার শিরোদেশ অর্চ্চনা করিবে। ৫-৬

অতঃপরঃ 'ওঁ হ্রীং সঃ' এই মন্ত্রদ্বারা হস্ততলস্থিত পুষ্পটীকে দক্ষিণ হস্তদ্বারা পূজা করিয়া আবার তাহা বাম হস্তের দ্বারা ঘ্রাণ লইয়া সেই পুষ্পটী পূর্ব্ব মন্ত্র-দ্বারা ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবে। ৭

দুই হস্তদ্বারা রক্তপুষ্প গ্রহণ করিয়া পাণিতল কচ্ছপাকৃতি করিবে, ইহার পর দহন ও প্লাবনাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য। ৮

বামহস্তস্য তর্জ্জন্যাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকাম্।
তথা দক্ষিণতর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠং নিয়োজয়েৎ॥ ৯
উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ।
অঙ্গুলীর্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ॥ ১০
বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা।
অধোমুখে তু তে কুর্য্যাদ্দক্ষিণস্য করস্য চ॥ ১১
কূর্ম্মপৃষ্ঠসমং পৃষ্ঠং কুর্য্যাদ্দক্ষিণহস্ততঃ॥ ১২
এবং বদ্ধঃ সর্ব্বসিদ্ধিং দদাতি পাণিকচ্ছপঃ।
কুর্য্যাত্তদ্ধৃদয়াসন্নং নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্॥ ১৩
সমং কায়শিরোগ্রীবং কৃত্বা স্থিরমনা বুধঃ।
ধ্যানং সমারভেদ্দেব্যা দাহপ্লবনপূর্ব্বকম্॥ ১৪
অগ্নিং বায়ৌ বিনিক্ষিপ্য বায়ুং তোয়ে জলং হৃদি।
হৃদয়ং নিশ্চলে দত্ত্বা আকাশে নিক্ষিপেৎ ঘনম্॥ ১৫
ওঁ হুঁ ফড়িতি মন্ত্রেণ ভিত্ত্বা ব্রহ্ম মস্তকে।
শক্তেন সহিতং জীবমাকাশে স্থাপয়েৎ ততঃ॥ ১৬
বায়্বগ্নিযমশক্রাণাং বীজেন বরুণস্য চ।
পঞ্চাধানশরাশ্চৈতৈঃ সার্দ্ধচন্দ্রৈঃ সবিন্দুকৈঃ।* ১৭
শোষং দাহং তথোচ্ছ্বাদং পীযূষাসেচনং পরম্।
যথাক্রমেণ কর্ত্তব্যং চিত্তামাত্রং বিশুদ্ধয়ে॥ ১৮
ততস্তু দেব্যা বীজন্তু শুদ্ধজাম্বূনদাকৃতি[1]।
তত্রাসাদ্য দ্বিধা কুর্য্যাৎ ঐঁ হ্রীং শ্রীমিতি মন্ত্রকৈঃ॥ ১৯

(কচ্ছপাকার হস্ত করিবার প্রণালী) বামহস্তের তর্জ্জনীর সহিত দক্ষিণ-হস্তের কনিষ্ঠের যোগ হইবে এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর সহিত বামাঙ্গুষ্ঠের যোগ হইবে। ৯

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত থাকিবে, বামহস্তে মধ্যমাদি অঙ্গুলী দক্ষিণ-হস্তের ক্রোড়ে (ক) যোগ করিবে এবং বামহস্তের তৃতীয় অঙ্গুলীর সহিত দক্ষিণ-হস্তের মধ্যম ও অনামিকা নামক দুইটী অঙ্গুলীকে অধোমুখ করিয়া যোগ করিবে। তাহার পর দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠটী কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় করিবে। ১০-১২

পাণিতল এইরূপ কচ্ছপাকারে বদ্ধ হইলে সকল সিদ্ধি প্রদান করে; এবং নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরকে হৃদয়গত করিবে। ১৩

সাধক ধ্যানকালে শরীর, মস্তক ও গ্রীবাদেশ সমান রাখিয়া সুস্থিরচিত্তে দাহন প্লাবনাদ্যে দেবীর ধ্যানে নিযুক্ত হইবে। বায়ুতে অগ্নি, জলে বায়ু, হৃদয়ে জল, নিক্ষিপ্ত করিয়া তখন হৃদয়কে নিশ্চল করিয়া উহা আকাশে নিক্ষেপ করিবে। "ওঁ হুঁ ফট্" এই মন্ত্রদ্বারা মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া পরে শক্তের সহিত জীবকে আকাশে স্থাপন করিবে। ১৪-১৬

চন্দ্রবিন্দুর সহিত বায়ু, অগ্নি, যম, শক্র ও বরুণের বীজের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যথাক্রমে শোষণ, পূরণ, অমৃতসিঞ্চন ইত্যাদি কর্ম্ম সকল কর্ত্তব্য। ১৭-১৮

* ইদমর্দ্ধং ক্বচিন্নাস্তি।

(ক) তন্ত্র-সংগ্রহকার কৃষ্ণানন্দ, পৃষ্ঠ শব্দে ক্রোড় লিখিয়াছেন।

১। ততস্তু দেবীবীজেন অণ্ডং জাম্বূনদাকৃতিম্—ইতি পাঠান্তরম্।

তদূর্দ্ধভাগে বিধিনা[1] লোকং স্বর্গঞ্চ খং তথা।
নিষ্পাদ্য শেষভাগে তু ভুবং পাতালচারিণীম্ ॥ ২০
চিন্তয়েত্তত্র সর্ব্বাণি সপ্তদ্বীপাঞ্চ মেদিনীম্ ॥ ২১
তত্রেক্ষুসাগরান্তঃস্থং[2] স্বর্ণদ্বীপং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২২
তন্মধ্যে রত্নপর্য্যঙ্কং রত্নমণ্ডপসংস্থিতম্।
আকাশগঙ্গাতোয়ৌঘৈঃ সদৈবাসেবিতং শুভম্ ॥ ২৩
তৎপর্য্যঙ্কে রত্নপদ্মং প্রসন্নং সর্ব্বদা শিবম্।
চিন্তয়েৎ স্বর্ণমালাঙ্কং সপ্তপাতালনালকম্ ॥ ২৪
আব্রহ্মভুবনস্পর্শি স্বর্ণবর্ণককর্ণিকম্।
তত্র স্থিতাং মহামায়াং ধ্যায়েদেকাগ্রমানসঃ ॥ ২৫
শোণপদ্মপ্রতীকাশাং মুক্তমূর্দ্ধজলম্বিনীম্।
চলৎকাঞ্চনসম্বদ্ধ-কুণ্ডলোজ্জ্বলশালিনীম্ ॥ ২৬
সুবর্ণরত্নসম্বদ্ধ-কিরীটবরধারিণীম্।
শুক্লকৃষ্ণারুণৈর্নেত্রৈস্ত্রিভিশ্চারুবিভূষিতাম্ ॥ ২৭
সন্ধ্যাচন্দ্রসমপ্রখ্য-কপোলাং লোললোচনাম্।
বিপক্বদাড়িমীবীজদন্তাং সুভ্রূযুগোজ্জ্বলাম্ ॥ ২৮
বন্ধূকদন্তবসনাং শিরীষ-প্রভনাসিকাম্।
কম্বুগ্রীবাং বিশালাক্ষীং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্ ॥ ২৯

তাহার পর দেবীবীজের দ্বারা সুবর্ণাকার ব্রহ্মাণ্ডকে ঐং হ্রীং শ্রীং এইমন্ত্র দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত করিবে। ১৯

ঐ অণ্ডের উর্দ্ধভাগের দ্বারা আকাশ ও স্বর্গ মনের দ্বারা সৃষ্ট করিয়া অপর শেষ ভাগের দ্বারা পৃথিবী ও পাতাল সৃষ্টি করিতে হইবে। ২০

ইহাতে অন্যান্য বস্তু ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবী চিন্তা করিবে। এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে আবার ইক্ষুসাগরের মধ্যস্থিত স্বর্ণদ্বীপ চিন্তা করিবে। ২১-২২

সেই স্বর্ণদ্বীপের মধ্যে আবার সর্ব্বদা মন্দাকিনীজলে ক্ষালিত রত্নমণ্ডপস্থিত সুন্দর রত্নপর্য্যঙ্ক বিরাজ করিতেছে। ২৩

এই রত্নপর্য্যঙ্কে একটী প্রফুল্ল কাঞ্চন পদ্ম সর্ব্বদা রহিয়াছে এবং ইহার স্বর্ণমালাকৃতি মৃণাল সপ্তপাতালগামী এবং পদ্মটী পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। ২৪

ইহার কেশরের বর্ণ কাঞ্চন-বর্ণ-সদৃশ;—এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। এই কাঞ্চন-পদ্ম-স্থিত মহামায়াকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে হইবে। ২৫

শোণ পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠে দোদুল্যমান; কর্ণদ্বয়ে রত্ন-খচিত চঞ্চল কাঞ্চনময় কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। ২৬

মস্তকে রত্ন-খচিত হিরণ্ময় কিরীট রহিয়াছে; তিনি শুক্ল-কৃষ্ণ-রক্তবর্ণ-মিশ্রিত তিনটী নেত্র-দ্বারা অতিশয় মনোজ্ঞা হইয়াছেন। ২৭

তাঁহার কপোলদ্বয় নবশশধর-সদৃশ; নয়ন চঞ্চল ও বিশাল; দন্তপংক্তি পরিপুষ্ট দাড়িমীবীজ-সদৃশ; ভ্রূযুগল পরম সুন্দর। ২৮

পরিধেয় বসনখানির বর্ণ বন্ধূক-পুষ্পের ন্যায়; নাসিকা শিরীষপুষ্প সদৃশ।

১। তদূর্দ্ধভাগেন্দু স্বর্লোকং—ইতি পাঠান্তরম্।
২। তত্রেন্দু সাগরাংস্তাংশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্

চতুর্ভুজাং বিবসনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥ ৩০
দক্ষিণোর্দ্ধেন নিস্ত্রিংশং পরেণ সিদ্ধসূত্রকম্ ।
বিভ্রতীং বামহস্তাভ্যামভীতিবরদায়িনীম্ ।
নিম্ননাভিং ক্রমাক্রান্ত-ক্ষীণমধ্যাং মনোহরাম্ ॥ ৩১
আনম্রনাগনাসোরুং[১] গুপ্তগুল্ফাং সুপার্ষ্ণিকাম্ ।
বদ্ধপর্য্যঙ্কসন্নদ্ধনিবিড়াসনরাজিতাম্ ॥ ৩২
গাত্রেণ রক্তস্তম্ভং সমাগালম্ব্য সংস্থিতাম্ ।
কিমিচ্ছসীতি বচনং ব্যাহরন্তীং মুহুর্ম্মুহুঃ ।
পঞ্চাননং পুরঃসংস্থং নিরীক্ষন্তীং স্ববাহনম্ ॥ ৩৩
মুক্তাবলীস্বর্ণরত্ন-কেয়ূরকঙ্কণাদিভিঃ ॥ ৩৪
সর্ব্বৈরলঙ্কারগণৈরুজ্জ্বলাং সস্মিতাননাম্ ।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ৩৫
নবযৌবনসম্পন্নাং তথা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্ ।
ঈদৃশীমম্বিকাং ধ্যাত্বা নমঃ ফড়িতি মস্তকে ॥ ৩৬
স্বকীয়ে সুমনো দত্ত্বাং সাহমেবং বিচিন্তয়ন্[২] ।
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ ততঃ কুর্য্যাৎ ক্রমেণ তু ॥ ৩৭
এভির্মন্ত্রৈঃ স্বরৈঃ সর্ব্বৈর্দীর্ঘভূতৈঃ ক্রমান্বিতৈঃ ।
ওম্ ফোম্ চৈতে সপ্রণবা রক্তবর্ণা মনোহরা ॥ ৩৮

গ্রীবাদেশ শঙ্খ-সদৃশ, প্রভা সূর্য্য-কোটি-সদৃশ, তিনি চতুর্ভুজা সুবসনা পীনোন্নত-পয়োধরা। ২৯-৩০

তাঁহার দক্ষিণ দিকের ঊর্দ্ধ হস্তে খড়্গ, নিম্ন হস্তে সিদ্ধসূত্রক। বাম হস্তের দ্বারা অভয় বরপ্রদায়িনী। তাঁহার গভীর নাভি ও মধ্যদেশ যথাক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। ৩১

তিনি মনোহরা অতিশয় নম্র-স্বভাবা; তাঁহার ঊরুদ্বয় হস্তিশুণ্ড-সদৃশ, গুল্ফদ্বয় অতি নিম্ন, পার্ষ্ণিভাগ অতি সুন্দর; তিনি নিবিড় বদ্ধ পর্য্যঙ্কাসনে বসিয়া গাত্রদ্বারা একটী রক্তস্তম্ভ অবলম্বন করিয়া আছেন; "তুমি কি অভিলাষ কর?" এইরূপ বাক্য যেন সকলকে বার বার বলিতেছেন, সম্মুখস্থিত নিজ বাহন সিংহটীকে দেখিতেছেন। ৩২-৩৩

তিনি মুক্তামালা স্বর্ণ ও রত্নহার এবং কঙ্কণাদি হস্তভূষণ ও অন্যান্য যাবতীয় অলঙ্কারের দ্বারা সমুজ্জ্বল, মুখখানি হাস্যযুক্ত, তিনি সূর্য্য-কোটি-সদৃশ সমুজ্জ্বল, সর্ব্ব-লক্ষণাক্রান্ত নবযৌবনসম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী। অম্বিকার এইরূপ ধ্যান করিয়া ও "নমঃ ফট্" এই মন্ত্রদ্বারা কূর্ম্মমুদ্রিত হস্তস্থিত পুষ্পটী মস্তকে দিয়া দেবীর সহিত আপনাকে অভিন্ন চিন্তা করিবে। ৩৪-৩৬

অনন্তর, যথাক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। প্রধান-মূলে আকার প্রভৃতি দীর্ঘ স্বর ও বিন্দু যোজনা করিয়া তদন্তে "নমঃ" "স্বাহা" ইত্যাদি অঙ্গ-মন্ত্র যথাযথ উচ্চারণ-পূর্ব্বক অঙ্গ প্রণব দিয়া "ওঁ আং নমঃ" "ওঁ ঈং শিরসে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা, যথাক্রমে উক্ত ন্যাসদ্বয় কর্ত্তব্য। এই সমস্ত মন্ত্র রক্ত-বর্ণ এবং মনোহর। ৩৭-৩৮

১। আনম্রনাগনাসোরুং—ইতি পাঠান্তরম্।
২। স্বকীয়ে প্রথমং দত্ত্বাং সোঽহমেব বিচিন্ত্য চ—ইতি পাঠান্তরম্।

অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তং মন্ত্রসংবেষ্টনঞ্চ ফট্।
প্রান্তেন কুর্য্যাদ্বিন্যাসং পূর্ব্বং করতলদ্বয়োঃ ॥ ৩৯
হৃচ্ছিরঃশিখাকবচনেত্রেষু তৎক্রমান্ন্যসেৎ ॥ ৪০
ততস্তু মূলমন্ত্রস্য নেত্রে পৃষ্ঠে তথোদরে।
বাহ্বোর্হস্তে পাদয়োশ্চ জঙ্ঘয়োর্জঘনে ক্রমাৎ।
বিন্যসেদক্ষরাণ্যষ্টৌ ওঙ্কারঞ্চ তথা স্মরন্ ॥ ৪১
এভিঃ প্রকারৈরভিশুদ্ধদেহঃ, পূজাং সদৈবার্হতি নান্যথা হি
শরীরশুদ্ধিং মনসো নিবেশং, ভূতপ্রসারং কুরুতে নৃণাং তৎ ॥ ৪২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

—শ্রীভগবানুবাচ—

ততোঽর্ঘ্যপাত্রে তন্মন্ত্রমষ্টধাবৃত্ত্যা সঞ্জপেৎ।
তেন তোয়েন পুষ্পাণি স্বমণ্ডলমথাসনম্ ॥ ১
আসেচয়েৎ ততঃ পশ্চাৎ পূজোপকরণং সমম্ ॥ ২
ঐং হ্রীং শ্রীমিতি[1] মন্ত্রেণ শঙ্খপ্রান্তবিবর্জ্জিতম্।
দ্বারপালং ততো দেব্যা আসনানি চ পূজয়েৎ ॥ ৩

পঞ্চ অঙ্গুলি ন্যাসের পরে অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত সমস্ত করতল ঘুরাইয়া করতলদ্বয়-যোগে অঙ্গুলিপ্রান্তভাগ দ্বারা "ফট্" উচ্চারণপূর্ব্বক ন্যাস করিবে। ৩৯

হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ এবং নয়নত্রয়ে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে অর্থাৎ "ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে, পরে ঐরূপ করতলে ন্যাস করা কর্ত্তব্য। ৪০

অনন্তর, চক্ষু, পৃষ্ঠ, উদর, বাহু-যুগল, হস্ত, পদযুগল, জঙ্ঘাদ্বয় এবং জঘন-দ্বয়ে যথাক্রমে মূলমন্ত্রের অন্তর্গত আটটী অক্ষর ওঙ্কার স্মরণ করত ন্যাস করিবে। ৪১

এইরূপে শরীরশুদ্ধি, ভূতাপসরণ ও মনোনিবেশ করিয়া মনুষ্যগণ, সতত পূজা করিতে অধিকারী হয়। নতুবা পূজা করিতে অধিকারী হইবে না। ৪২

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

পূজা-পারিপাট্য

ভগবান কহিলেন,—তাহার পর সেই অর্ঘ্যপাত্রে সেই মন্ত্র অষ্টবার আবৃত্তি করিয়া জপ করিবে। ১

পরে সেই জল দ্বারা পুষ্পাদি সকল ও আপনার মণ্ডল আসন ও পূজোপকরণ সমস্ত অভ্যুক্ষিত করিবে। ২

১। ওঁ ঐং হ্রীং হ্রৌমিতি······ইতি পাঠান্তরম্।

নন্দিভৃঙ্গিমহাকাল-গণেশা দ্বারপালকাঃ।
উত্তরাদিক্রমাৎ পূজ্যা আসনানি চ মধ্যতঃ।
আধারশক্তি-প্রভৃতি হেমাদ্র্যন্তান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪
প্রসিদ্ধান্ সর্ব্বতন্ত্রেষু পূজাকল্পেষু ভৈরব।
দশদিক্‌পালসহিতান্ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকাংস্তথা।
মণ্ডলাগ্ন্যাদিকোণেষু পূজয়েৎ পার্শ্বদেশতঃ ॥ ৫
সূর্য্যাগ্নিসোমমরুতাং মণ্ডলানি চ পদ্মকম্।
রজস্তথা তমঃ সত্ত্বং যোগপীঠং গুরোঃ পদম্।
সারাদীন্ তন্ত্রপীঠান্তান্ সাঙ্গোপাঙ্গান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬
ব্রহ্মাণ্ডং স্বর্ণডিম্বঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্।
সসাগরান্ সপ্তদ্বীপান্ স্বর্ণদ্বীপং সমণ্ডপম্ ॥ ৭
রক্তপদ্মং সপর্য্যঙ্কং রত্নস্তম্ভং তথৈব চ।
পঞ্চাননং মণ্ডপস্য মধ্যেঽবশ্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৮
হ্রীং মন্ত্রেণ ততঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠং পাণ্যোর্নিবধ্য চ।
ধ্যাত্বৈব পূর্ব্ববদ্দেবীমাসাদ্যাসনমুত্তমম্ ॥ ৯
হৃন্মধ্যে চিন্তয়েৎ স্বর্ণদ্বীপং পর্য্যঙ্কসংযুতম্ ॥ ১০
পশ্যন্নিব ততো দেবীমেকাগ্রমনসা স্মরেৎ।
প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে মানসৈরুপচারকৈঃ ॥ ১১
ষোড়শানাং প্রকারৈস্তু হৃদিস্থাং পূজয়েচ্ছিবাম্।
ততস্তু বায়ুবীজেন দক্ষিণেন পুটেন চ।
নাসিকায়া বিনিঃসার্য্য ক্রীং মন্ত্রেণ চ ভৈরব ॥ ১২

ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্রদ্বারা অস্ফুটস্বরে দ্বারপাল ও দেবীর আসনগুলি পূজা করিবে। ৩

নন্দীভৃঙ্গী মহাকাল গণেশ দ্বারপাল—ইহাদিগকে উত্তরাদিক্রমে এবং আধারশক্তি হইতে হেমাদ্রি পর্য্যন্ত মধ্য ক্রমে পূজা করিবে। ৪

হে ভৈরব। সর্ব্ব তন্ত্রের পূজা প্রকরণে প্রসিদ্ধ দশ দিক্‌পাল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইত্যাদি গ্রহগণ মণ্ডলের অগ্নিকোণ হইতে পূজা করিবে। ৫

তাহার পর সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, পবন ও সকল মণ্ডল পদ্ম, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, যোগপীঠ, গুরুপদ, সারদাদি তন্ত্রপীঠ ইহাদিগকে সাঙ্গোপাঙ্গরূপে পূজা করিবে। ৬

তাহার পর ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্ণডিম্ব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সকল সমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, সমণ্ডপ স্বর্ণ দ্বীপ ও পর্য্যঙ্ক, রক্তপদ্ম, রত্নস্তম্ভ, সিংহ এই সকলের পূজা মণ্ডপমধ্যে অবশ্য করিবে। ৭-৮

হ্রীং এই মন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে, হস্ত কূর্ম্ম-পৃষ্ঠাকারে বদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপূত আসনে সমাসীন হইয়া দেবীকে পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। ৯

তাহার পর হৃৎপদ্মে স্বর্ণদ্বীপ ও উত্তম পর্য্যঙ্কখানি চিন্তা করিবে। ১০

অনন্তর তাঁহাকে যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপভাবে একাগ্রচিত্তে দেবীকে স্মরণ করিবে। ১১

ইহার পর ষোড়শপ্রকার উপচার দ্রব্যে হৃদয়স্থ দেবীকে মনে মনে পূজা করিবে। ১২

স্থাপয়েৎ পদ্মমধ্যে তু তত্তং ন বিযোজয়েৎ ॥ ১৩
কৃতে বিয়োগে হস্তস্য পুষ্পাত্তস্মাচ্চ ভৈরব ॥ ১৪
গন্ধর্বৈঃ পূজ্যতে দেবী পূজকৈর্নাপ্যতে ফলম্ ॥ ১৫
আবাহনং ততঃ কুর্য্যাদ্গায়ত্র্যা শিরসা সহ ।
মহামায়ায়ৈ বিদ্মহে ত্বাং চণ্ডিকায়াং ধীমহি ।
এতদুক্ত্বা ততঃ পশ্চাদ্ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১৬
স্নানীয়ং দেবি তে তুভ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং নম ইত্যতঃ ।
স্নানীয়ঞ্চ ততো দেব্যৈ দদ্যাল্লক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ১৭
ততস্তু মূলমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পং সদীপকম্ ।
ধূপাদিকং প্রদদ্যাত্তু মোদকং পায়সং তথা ॥ ১৮
সিতাং গুড়ং দধি ক্ষীরং সর্পির্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ ।
রক্তপুষ্পং পুষ্পমালাং সুবর্ণরজতাদিকম্ ॥ ১৯
নৈবেদ্যমুত্তমং দেয়া নাগরং মোদকং সিতাম্ ।
পাণ্ডিত্যকরতাম্রাখ্য-কুষ্মাণ্ডানাং ফলানি চ ॥ ২০
হরীতকীফলান্যপি নাগরঙ্গকমেখলাম্ ।
বালপ্রিয়ঞ্চ বস্ত্বন্যং কসেরুকবিসাদিকম্
তোয়ঞ্চ নারিকেলস্য দেব্যৈ দেয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ২১
রক্তং কৌশেয়বস্ত্রঞ্চ দেয়ং নীলং কদাপি ন ॥ ২২
দেব্যাঃ প্রিয়াণি পুষ্পাণি বকুলং কেশরং তথা ।
মাধ্যং কহ্লারবজ্রাণি করবীরকুরুণ্টকান্ ॥ ২৩
অর্কপুষ্পং শাল্মলকং দূর্বাঙ্কুরং সুকোমলম্ ।
কুশমঞ্জরিকা দর্ভা বন্ধুককমলে তথা ॥ ২৪

হে ভৈরব ! তাহার পর বায়ু বীজের দ্বারা নাসিকার দক্ষিণপুট দ্বারা বায়ু-নিঃসারণ করিয়া সেই কূর্ম্মমুদ্রাবদ্ধ হস্ত হইতে দেবীকে পদ্মমধ্যে স্থাপন করিবে । ১৩

যাবৎকাল না স্থাপন হইবে, তাবৎকাল হস্তবন্ধন ত্যাগ করিবে না । ১৪

কূর্ম্মমুদ্রা-বদ্ধ হস্ত যদি পুষ্পবিযুক্ত করিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা হইলে গন্ধর্ব—সেই পূজার ফলপ্রাপ্ত হন, পূজক তাহা প্রাপ্ত হন না । ১৫

তাহার পর "মহামায়ায়ৈ বিদ্মহে চণ্ডিকায়ৈ ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এই গায়ত্রী দ্বারা আহ্বান করিবে । ১৬

তাহার পর "ওঁ হ্রীং শ্রীং নমঃ" এই কথা বলিয়া লক্ষণাক্রান্ত স্নানীয়োদক প্রদান করিবে । ১৭

মূলমন্ত্র দ্বারা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পায়স, মোদক, শর্করা, গুড়, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, নানাবিধ ফল, রক্তপুষ্প—মালা, সুবর্ণ, রজত, অতি উত্তম নৈবেদ্য, দেবীর আনন্দজনক পক্ক নাগরঙ্গ ফল, বহু কুষ্মাণ্ড ফল, হরীতকী ফল, নাগরঙ্গ মেখলা, বালকপ্রিয় আর আর দ্রব্য সকল, নারিকেল জল এই গুলি দেবীকে যত্নপূর্ব্বক প্রদান করিবে । ১৮-২১

দেবীকে রক্তবর্ণকৌষেয় বস্ত্র দিবে, কখন নীলবর্ণের বস্ত্র দিবে না । ২২

বকুল, নাগকেশর, কুন্দ, মন্দার, বজ্র (ধনুহী পুষ্প অথবা তিল পুষ্প), করবীর, কুরুণ্ট (ঝিণ্ট), অর্কপুষ্প (আকন্দ), শাল্মলী (শিমূল), সুকোমল

মালূরপত্রং পুষ্পঞ্চ ত্রিসন্ধ্যারক্তপর্ণকে।
সুমনাংসি প্রিয়াণ্যেতাগুদ্বিকায়াশ্চ ভৈরব ॥ ২৫
বন্ধুকং বকুলং মাদ্যং বিল্বপত্রাণি সন্ধ্যকম্।
উত্তমং সর্ব্বপুষ্পেষু দ্রব্যে পায়সমোদকৌ ॥ ২৬
মাল্যং বন্ধুকপুষ্পস্য শিবায়ৈ বকুলস্য বা।
করবীরস্য মাদ্যস্য সহস্রাণাং দদাতি যঃ।
স কামান্ প্রাপ্য চাভীষ্টান্ মম লোকে প্রমোদতে ॥ ২৭
চন্দনং শীতলঞ্চৈব কালীয়কসমন্বিতম্।
অনুলেপনমুখ্যন্তু দেব্যৈ দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ২৮
কর্পূরং কুঙ্কুমং কুষ্ঠং মৃগনাভিঃ সুগন্ধিকম্।
কালীয়কং সুগন্ধেষু দেব্যাঃ প্রীতিকরং পরম্ ॥ ২৯
যক্ষধূপঃ প্রতীবাহঃ পিণ্ডধূপঃ সগোলকঃ।
অগুরুঃ সিহ্লবারশ্চ ধূপাঃ প্রীতিকরা মতাঃ ॥ ৩০
অঙ্গরাগেষু সিন্দূরং দেব্যাঃ প্রীতিকরং পরম্।
সুগন্ধি শালিজং চান্নং মধুমাংসসমন্বিতম্।
অপূপং পায়সং ক্ষীরমন্নং দেব্যাঃ প্রশস্যতে ॥ ৩১
রত্নোদকং সকর্পূরং পিণ্ডীতককুমারকৌ।
রোচনং পুষ্পকং দেব্যাঃ স্নানীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩২
ঘৃতপ্রদীপো দীপেষু প্রশস্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ মূলমন্ত্রেণ শোভনম্ ॥ ৩৩

দূর্ব্বাঙ্কুর, কুশমঞ্জরী, কুন্দ, বন্ধুক, পদ্ম, বিল্বপত্র, রক্তপদ্ম এই সকল বস্তু দেবীর প্রিয়। ২২-২৫

হে ভৈরব! পুষ্পের মধ্যে বন্ধুক, কুন্দ, বকুল বিল্বপত্র এইগুলি বিশেষ প্রিয়। দ্রব্যের মধ্যে পায়স ও মোদক বিশেষ প্রীতিকর। ২৬

যে ব্যক্তি সহস্র বকুল, বন্ধুক, করবীর, কুন্দপুষ্পের মালা দেবীকে প্রদান করেন, সে ব্যক্তি সকল অভীষ্ট কামনা লাভ করিয়া আমার লোকে (শিবলোকে) আগমনপূর্ব্বক আনন্দভোগ করেন। ২৭

কালীয়কযুক্ত চন্দন ও কুঙ্কুম এই দুইটী বস্তু লেপন-দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অতএব দেবীকে ইহা যত্নপূর্ব্বক দিবে। ২৮

কর্পূর, কুসুম্ভ পুষ্প, সুগন্ধ মৃগনাভি, কালীয়, গন্ধদ্রব্যের মধ্যে এইগুলি দেবীর প্রীতিকর। ২৯

তীব্রগন্ধী যক্ষধূপ (ধুনা) সুগোল পিণ্ড ধূপ, অগুরু সিহ্লবার এই সকল ধূপ দেবীর অভিলষিত। ৩০

অঙ্গরাগের মধ্যে সিন্দূর দেবীর আমোদজনক; মধু মাংসযুক্ত সুগন্ধিশালি তণ্ডুলোৎপন্ন, অপূপ (পিষ্টক), পায়স, ক্ষীর এই ভোজনদ্রব্যগুলি দেবীর পক্ষে প্রশস্ত। ৩১

সকর্পূর রত্নোদক, পিণ্ডীতক (ময়না), কুমার (বরুণ), রোচন, এই সকলের পুষ্পমিশ্রিত জল দেবীর স্নানীয়। ৩২

দীপের মধ্যে ঘৃতপ্রদীপই সুপ্রশস্ত। এই সকল দ্রব্য, দেবীকে প্রদান করিয়া পরে মূল মন্ত্রদ্বারা পুষ্পাঞ্জলিত্রয় উত্তমরূপে প্রদান করিবে। ৩৩

দল্পোপচারানখিলান্মধ্যে চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ।
কামেশ্বরীং গুপ্তদুর্গাং বিন্ধ্যকন্দরবাসিনীম্।
কোটেশ্বরীং দীর্ঘিকাখ্যাং প্রকটীং ভুবনেশ্বরীম্।
আকাশকন্যাং কামাখ্যাং তথা দিকরবাসিনীম্।
মাতঙ্গীং ললিতাং দুর্গাং ভৈরবীং সিদ্ধিদাং তথা।
বলপ্রমথিনীং চণ্ডীং চণ্ডোগ্রাং চণ্ডনায়িকাম্ ॥ ৩৪
উগ্রাং ভীমাং শিবাং শান্তাং জয়ন্তীং কালিকাং তথা।
মঙ্গলাং ভদ্রকালীঞ্চ শিবাং ধাত্রীং কপালিনীম্।
স্বাহাং স্বধামপর্ণাঞ্চ পঙ্কপুষ্করিণীং তথা ॥ ৩৫
দমনীং সর্ব্বভূতানাং মনঃপ্রোৎসাহকারিণীম্।
দমনীং সর্ব্বভূতানাং চতুঃষষ্টিঞ্চ যোগিনীঃ ॥৩৬*
এতাঃ সম্পূজ্য মধ্যে তু মন্ত্রেণাঙ্গানি পূজয়েৎ।
হৃচ্ছিরস্তু শিখাবর্ম্ম-নেত্রবাহুপদানি চ ॥ ৩৭
মূলমন্ত্রাদ্যক্ষরৈস্তু ত্রিভিরাদ্যঙ্গপূজনে।
একৈকং বর্দ্ধয়েৎ পশ্চান্মন্ত্রাণাং শেষপূজনে ॥ ৩৮
সিদ্ধসূত্রঞ্চ খড়্গঞ্চ খড়্গমন্ত্রেণ পূজয়েৎ।
ততোঽষ্টপত্রমধ্যে তু পূজয়েদষ্টযোগিনীঃ ॥ ৩৯
শৈলপুত্রীং চণ্ডঘণ্টাং স্কন্দমাতরমেব চ।
কালরাত্রিঞ্চ পূর্ব্বাদি চতুর্দিক্ষু প্রপূজয়েৎ ॥ ৪০
চণ্ডিকামথ কুষ্মাণ্ডীং তথা কাত্যায়নীং শুভাম্।
মহাগৌরীং চাগ্নিকোণে নৈঋত্যাদিষু পূজয়েৎ ॥ ৪১
মহামায়াং নমস্যেতি[১] মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়া।
পূজয়েৎ পদ্মমধ্যে তু বলিদানং ততঃ পরম্ ॥ ৪২

তৎপরে কামেশ্বরী বিন্ধ্যকন্দর-বাসিনী, গুপ্তদুর্গা, মাতঙ্গী, ললিতা, দুর্গা, সিদ্ধিদা, ভৈরবী, বলপ্রমথিনী, চণ্ডী, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, কোটীশ্বরী, দীর্ঘিকা, উগ্রা, ভীমা, শিবা, শান্তা, জয়ন্তী, কালিকা, মঙ্গলা, ভদ্রকালী, শিবা, ধাত্রী, কপালিনী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, পঙ্ক-পুষ্করিণী, সর্ব্বভূতদমনী, মনঃপ্রোৎসাহকারিণী—এই সকল দেবীকে পূজা করিয়া, হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্র, বাহু, চরণ—মন্ত্রদ্বারা এই সকল অঙ্গ পূজা করিবে। ৩৪-৩৭

মূল মন্ত্রের প্রথম তিন অক্ষরের দ্বারা প্রথমোক্ত অঙ্গের পূজা কর্ত্তব্য, পরে মন্ত্রের এক একটি অক্ষর বাড়াইয়া পর পর এক একটা অঙ্গ পূজা করিবে। ৩৮

সিদ্ধ সূত্র ও খড়্গ মূল মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে। তাহার পর পদ্মের অষ্টদলে অষ্ট যোগিনী পূজা করিবে। ৩৯

পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে শৈলপুত্রী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা ও কালরাত্রির পূজা করিবে। ৪০

অগ্নিকোণাদি চতুষ্কোণে চণ্ডিকা, কুষ্মাণ্ডী, কাত্যায়নী ও মহাগৌরী এই দেবী কয়েকটিকে পূজা করিবে। ৪১

পদ্মমধ্যে "মহামায়াং নমামি" ও মূল মন্ত্রদ্বারা মহামায়া অর্চনা করিবে। ইহার পর বলিদান। ৪২

---

* কচিদেতৎ পাদদ্বয়মধিকমস্তি। ১ মহামীতি—পাঠান্তরম্।

এবং যদা কল্পবিধানমার্গৈঃ
সম্পূজ্যতে ভৈরব কামদেবী।
তদা স্বয়ং মণ্ডলমেত্য দেয়ং
গৃহ্লাতি কামঞ্চ দদাতি সম্যক্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

বলিদানং ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্দেব্যাঃ প্রমোদকম্।
মোদকৈর্গণনাথঞ্চ হবিষা তোষয়েদ্রবিম্[১] ॥ ১
তৌর্যত্রিকৈশ্চ নিয়মৈঃ শঙ্করং তোষয়েদ্ধরিম্[২]।
চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা ॥ ২
পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহাশ্ছাগলাশ্চ বরাহকাঃ।
মহিষো গোধিকাশোষা তথা নববিধা মৃগাঃ ॥ ৩
চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ শশঃ পঞ্চাননস্তথা।
মৎস্যাঃ স্বগাত্ররুধিরৈশ্চাষ্টধা বলয়ো মতাঃ ॥ ৪
অভাবে চ তথৈবৈষাং কদাচিদ্ধয়হস্তিনৌ।
ছাগলাঃ শরভাশ্চৈব নরশ্চৈব যথাক্রমাৎ।
বলির্মহাবলিরিতি বলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫

হে ভৈরব! যে সময় এইরূপ কল্পাদিক্রমে কামদেবী পূজিত হন, তখন তিনি স্বয়ং মণ্ডলে আসিয়া ভক্তের দেয় পদার্থ গ্রহণ করেন এবং ভক্তের অভিলাষ সম্যক্ পূরণ করেন। ৪৩

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

বলিদান

ভগবান্ বলিলেন, তাহার পর দেবীর প্রমোদজনক বলি প্রদান করিবে। কেননা, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে সাধক, মোদক দ্বারা গণপতিকে, ঘৃতদ্বারা হরিকে, নিয়মিত গীত বাদ্যদ্বারা শঙ্করকে এবং বলিদান দ্বারা চণ্ডিকাকে সর্বদা সন্তুষ্ট করিবে। ১-২

(১) পক্ষী (২) কচ্ছপ (৩) কুম্ভীর (৪) নবপ্রকার মৃগ যথা—বরাহ, ছাগল, মহিষ, গোধা, শশক, বারসিংহ, চমর, কৃষ্ণসার, শশ এবং (৫) সিংহ, মৎস্য (৬) স্বগাত্র-রুধির (৭) এবং ইহাদিগের অভাবে হয় এবং (৮) হস্তী এই আট প্রকার বলি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৩-৪

ছাগল, শরভ এবং মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে বলি, মহাবলি এবং অতিবলি নামে প্রসিদ্ধ। ৫

১। সদা—ইতি পাঠান্তরম্। ২। হরম্—ইতি পাঠান্তরম্।

স্থাপয়িত্বা বলিং তত্র পুষ্পচন্দনধূপকৈঃ ।
পূজয়েৎ সাধকো দেবীং বলিমন্ত্রৈর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা বলিং পূর্ব্বমুখং তথা ।
নিরীক্ষ্য সাধকঃ পশ্চাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৭
বরশ্চং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ ।
প্রণমামি ততঃ সর্ব্বরূপিণং বলিরূপিণম্ ॥ ৮
চণ্ডিকাপ্রীতিদানেন দাতুরাপদ্বিনাশন: ।
বৈষ্ণবীবলিরূপায় বলে তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৯
যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ।
অতস্ত্বাং ঘাতয়াম্যদ্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ ॥ ১০
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি মন্ত্রেণ তং বলিং কামরূপিণম্ ।
চিন্তয়িত্বা ন্যসেৎ পুষ্পং মূর্দ্ধ্নি তস্য চ ভৈরব ॥ ১১
ততো দেবীং সমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য চাত্মনঃ ।
অভিষিচ্য বলিং পশ্চাৎ করবালং প্রপূজয়েৎ ॥ ১২
রসনা ত্বং চণ্ডিকায়াঃ সুরলোকপ্রসাধক ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি মন্ত্রেণ ধ্যাত্বা খড়্গং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৩
কৃষ্ণং পিনাকপাণিঞ্চ কালরাত্রিস্বরূপিণম্ ।
উগ্রং রক্তাস্যনয়নং রক্তমাল্যানুলেপনম্ ॥ ১৪
রক্তাম্বরধরং চৈকং পাশহস্তং কুটুম্বিনম্ ।
পীয়মানঞ্চ রুধিরং ভুঞ্জানং ক্রব্যসংহতিম্ ॥ ১৫

পুষ্প, চন্দন এবং ধূপদ্বারা বলিকে স্থাপিত করিয়া সাধক বারংবার বলি-দানোক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ৬

সাধক, স্বয়ং উত্তরাভিমুখ হইয়া এবং বলিকে পূর্বমুখ স্থাপিত করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠ করিবে। ৭

তুমি শ্রেষ্ঠ জীব, আমার ভাগ্যে বলিরূপে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব সর্ব্ব-স্বরূপ বলিরূপী তোমাকে আমি ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি। ৮

হে বলে! তুমি চণ্ডিকার প্রীতি উৎপাদন করিয়া দাতার আপদ সকল বিনাশ কর, বৈষ্ণবীর বলিরূপী তোমাকে নমস্কার। ৯

ব্রহ্মা, স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্ত সকল প্রকার বলির সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বধ করি, এই জন্যে যজ্ঞে পশুবধ হিংসার মধ্যে গণ্য নয়। ১০

হে ভৈরব! সেই বলিকে কামরূপী চিন্তা করিয়া ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র দ্বারা তাহার মস্তকে পুষ্পদান করিবে। ১১

তাহার পর দেবীর উদ্দেশে আপনার কামনা নির্দ্দেশ করিয়া বলিকে অভিষিক্ত করিয়া করবালের পূজা করিবে। ১২

হে খড়্গ! তুমি চণ্ডিকার রসনাস্বরূপ এবং সুরলোকের সাধক এই বলিয়া ধ্যান করিয়া ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্রদ্বারা খড়্গকে পূজা করিবে। ১৩

তাহার পর কালরাত্রিস্বরূপ উগ্রমূর্ত্তি রক্তাস্য রক্তনয়ন রক্তমাল্যানুলেপন রক্তবস্ত্রধর পাশহস্ত সকুটুম্ব রুধিরপায়ী মাংসভোজী কৃষ্ণবর্ণ পিনাকীপাণিকে পূজা করিবে। ১৪-১৫

অসির্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো[1] বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তু তে ॥ ১৬
পূজয়িত্বা ততঃ খড়্গং ওঁ আঁ হ্রীং ফড়িতি মন্ত্রকৈঃ।
গৃহীত্বা বিমলং খড়্গং ছেদয়েদ্বলিমুত্তমম্ ॥ ১৭
ততো বলীনাং রুধিরং তোয়সৈন্ধবসংস্কৃতৈঃ।
মধুভির্গন্ধপুষ্পৈশ্চ অধিবাস্য প্রযত্নতঃ।
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৌশিকীতি রুধিরং দাপয়ামি তে ॥ ১৮
স্থানে নিয়োজয়েচ্ছুদ্ধং শিরশ্চ সপ্রদীপকম্ ॥ ১৯
এবং দত্ত্বা বলিং পূর্ণং ফলং প্রাপ্নোতি সাধকঃ ॥ ২০
হীনং স্যাদ্ধীনতামূলং নিষ্ফলং স্যাদ্বিপর্য্যয়াৎ ॥ ২১
বলিদানে তু দুর্গায়া অন্যত্রাপি বিধিঃ সদা।
অয়মেব প্রযোক্তব্যঃ সদ্ভির্বেতালভৈরবৌ ॥ ২২
জপং সমারভেৎ পশ্চাৎ পূর্ব্ববদ্ধ্যানমাস্থিতঃ ॥ ২৩
হস্তেন স্রজমাদায় চিন্তয়েন্মনসা শিবাম্ ॥ ২৪
চিন্তয়িত্বা গুরুং মূর্দ্ধ্নি যথা বর্ণাদিকং ভবেৎ।
মস্তকে কণ্ঠতো ধ্যাত্বা সিতবর্ণং হিরণ্ময়ম্ ॥ ২৫
মহামায়াঞ্চ হৃদয়ে আত্মানং গুরুপাদয়োঃ।
আচক্ষেত ততঃ পশ্চাদ্গুরোর্মন্ত্রস্য চাত্মনঃ ॥ ২৬
দেব্যাশ্চাপ্যেকতাং ধ্যাত্বা সুষুম্নাবর্ত্মনা ততঃ।
তত্ত্বস্বরূপমেকস্তু ষট্চক্রং প্রতি সঞ্চরেৎ ॥ ২৭

হে খড়্গ! তোমার নাম অসি, বিশসন, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় এবং ধর্ম্মপাল, তোমাকে নমস্কার করি। ১৬

তাহার পর আঁং হ্রীং ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা খড়্গকে পূজা করিয়া সেই বিমল খড়্গ গ্রহণ করিয়া বলিচ্ছেদন করিবে। ১৭

তাহার পর ছিন্ন বলির রুধির—জল, সৈন্ধব, সুস্বাদু ফল, মধু, গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা সুবাসিত করিয়া ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৌশিকি এই রুধির দ্বারা প্রীতিলাভ কর, এই মন্ত্র বলিয়া যথাস্থানে রুধির নিক্ষেপ করিয়া ছিন্ন মস্তকের উপর প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবে, এইরূপে সাধক, বলির পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে। ১৮-২০

কোন বিষয় ন্যূনতা হইলে ফলেরও ন্যূনতা হয় এবং বিপর্য্যয় হইলে কর্ম্ম একবারে নিষ্ফল হয়। ২১

হে বেতাল ও ভৈরব! দুর্গার সকল প্রকার বলিদানে এই একই বিধি জানিবে এবং পণ্ডিতগণ ইহারই অনুষ্ঠান করিবেন। ২২

তাহার পর পূর্ব্বের মত ধ্যানতৎপর হইয়া জপ আরম্ভ করিবে। হস্তে মালা গ্রহণ করিয়া মনে মনে দুর্গাদেবীর চিন্তা করিবে। ২৩-২৪

গুরুবর্ণাদি যেরূপ হইবে, সেইরূপে গুরুকে মস্তকে চিন্তা করিবে, কণ্ঠে পীতবর্ণ হিরণ্ময় মন্ত্রের ধ্যান করিবে। ২৫

হৃদয়ে মহামায়ার ধ্যান করিবে এবং আপনাকে গুরুপদে বিলীন বিবেচনা করিবে। ২৬

১। শ্রীগর্ভো—ইতি পাঠান্তরম্।

ষট্‌চক্রেঽপি মহামায়াং ক্ষণং ধ্যাত্বা প্রযত্নতঃ ।
তন্মন্ত্রমূলমাত্রেণ বাদিষোড়শচক্রকম্ ॥ ২৮
আদিষোড়শচক্রস্থাং সাধকানন্দকারিণীম্ ।
চিন্তয়ন্ সাধকো দেবীং জপকর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ২৯
ভ্রুবোরুপরি নাড়ীনাং ত্রয়াণাং প্রান্ত উচ্যতে ।
তৎপ্রান্তং ত্রিপথস্থানং ষট্‌কোণং চতুরঙ্গুলম্ ।
রক্তবর্ণন্ত যোগজ্ঞৈরাজ্ঞাচক্রমিতীর্য্যতে ॥ ৩০
কণ্ঠে ত্রয়াণাং নাড়ীনাং বেষ্টনং বিদ্যতে নৃণাম্ ॥ ৩১
সুষুম্নেড়াপিঙ্গলানাং ষট্‌কোণং তৎষড়ঙ্গুলম্ ।
তৎষট্‌চক্রমিতি প্রোক্তং শুক্লং কণ্ঠস্য মধ্যগম্ ॥ ৩২
ত্রয়াণামথ নাড়ীনাং হৃদয়ে চৈকতা ভবেৎ ।
তৎস্থানং ষোড়শাখ্যং স্যাৎ সপ্তাঙ্গুলপ্রমাণতঃ ॥ ৩৩
তৎপ্রযুক্তং তু যোগজ্ঞৈরাদিষোড়শচক্রকম্ ।
ধ্যানানামথ মন্ত্রাণাং চিন্তনস্য জপস্য চ ।
যস্মাদাদ্যং হৃদয়ং-তস্মাদাদীতি গদ্যতে ॥ ৩৪
জপাদৌ পূজয়েন্মালাং তোয়ৈরভ্যুক্ষ্য যত্নতঃ ।
নিধায় মণ্ডলস্যান্তঃ সব্যহস্তগতাঞ্চ বা ॥ ৩৫
ওঁ মালে মালে মহামায়ে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি ।
চতুর্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব ॥ ৩৬

তাহার পর সুষুম্না-পথ দিয়া গুরু, মন্ত্র, আত্মা এবং দেবীর একতা চিন্তা করিবে। তাহার পর তত্ত্বস্বরূপ একটি ষট্‌চক্রকে আশ্রয় করিবে। ২৭

বিচক্ষণ সাধক ঐ ষট্‌চক্রেও ক্ষণকাল মহামায়ার ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র, আদি ষোড়শচক্রে আশ্রয় করিবে। ২৮

আদি-ষোড়শ চক্র-স্থিত, সাধকদিগের আনন্দকারিণী দেবীকে চিন্তা করিয়া সাধক জপকর্ম্ম আরম্ভ করিবে। ২৯

জ্রর উপরিভাগ নাড়ীত্রয়ের প্রান্তভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই প্রান্তভাগ ত্রিপথ ষট্‌কোণ এবং চতুরাঙ্গুলপরিমিত। রক্ত-চন্দন-যোগজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ স্থানকে আজ্ঞাচক্র বলিয়া অভিহিত করেন। ৩০

মনুষ্যদিগের কণ্ঠে সুষুম্না, ইড়া ও পিঙ্গলা এই নাড়ীত্রয়ের ষড়ঙ্গুলিপরিমিত ষট্‌কোণ, একটি বেষ্টন আছে। উহাও একটি ষট্‌চক্র, উহা কণ্ঠের মধ্যস্থিত এবং শুক্লবর্ণ। ৩১-৩২

হৃদয়ে তিনটি নাড়ীর একত্র মিলন হইয়াছে, ঐ স্থান সপ্তাঙ্গুল প্রমাণ এবং ষোড়শার নামে বিখ্যাত। ৩৩

যোগজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ আদি ষোড়শচক্রকে পীতবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যেহেতু ধ্যান, মন্ত্র-চিন্তনের এবং জপের হৃদয় আদ্য স্থান, এই নিমিত্ত হৃদয় আদি নামে অভিহিত হয়। ৩৪

জপের প্রথমে জল দ্বারা যত্নপূর্ব্বক মালা ধৌত করিয়া মণ্ডলের মধ্যে অথবা বামহস্তে রক্ষা করিয়া তাহার পূজা করিবে। ৩৫

হে মালে। তুমি মহামায়া সর্ব্বশক্তিস্বরূপা, তোমাতে চতুর্বর্গ ন্যস্ত হইয়াছে, তুমি আমার সিদ্ধিপ্রদা হও। ৩৬

পূজয়িত্বা ততো মালাং গৃহ্লীয়াদ্দক্ষিণে করে।
মধ্যমায়া মধ্যভাগে বর্জয়িত্বাথ তর্জনীম্।
অনামিকাকনিষ্ঠাভ্যাং যুতায়া নম্রভাগতঃ।
স্থাপয়িত্বা তত্র মালামঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ তদ্গতম্।
প্রত্যেকং বীজমাদায় জপ্যাদ্‌যুক্তেন ভৈরব॥ ৩৭
প্রতিবারং পঠেন্মন্ত্রং শনৈরোষ্ঠঞ্চ চালয়েৎ[১]।
মালাবীজন্তু জপ্তব্যং স্পৃশেন্নহি পরস্পরম্॥ ৩৮
পূর্ব্বজাপপ্রযুক্তেন নৈবাঙ্গুষ্ঠেন ভৈরব।
পূর্ব্ববীজং জপন্ যস্তু পরবীজঞ্চ সংস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন ভবেৎ তস্য নিষ্ফলস্তস্য তজ্জপঃ॥ ৩৯
মালাং হৃন্মধ্যসংস্থে ধৃত্বা দক্ষিণপাণিনা।
দেবীং বিচিন্তয়ন্ জপ্যং কুর্য্যাত্তমেন ন স্পৃশেৎ॥ ৪০
স্ফটিকেন্দ্রাক্ষরুদ্রাক্ষৈঃ পুত্রজীবসমুদ্ভবৈঃ।
সুবর্ণমণিভিঃ সম্যক্ প্রবালৈরথবাব্জকৈঃ।
অক্ষমালা তু কর্ত্তব্যা দেবীপ্রীতিকরী পরা।
জপেদুপাংশু সততং কুশগ্রন্থ্যাথ পাণিনা॥ ৪১
মালাবীজেষু সর্ব্বেষু রুদ্রাক্ষো মৎপ্রিয়াপ্রিয়ঃ।
রুদ্রপ্রীতিকরী যস্মাৎ তেন রুদ্রাক্ষরোচনী॥ ৪২
প্রবালৈরথবা কুর্য্যাদষ্টাবিংশতিবীজকৈঃ।
পঞ্চপঞ্চাশতা বাপি ন ন্যূনৈরধিকৈশ্চ বা॥ ৪৩
রুদ্রাক্ষৈর্যদি জপ্যেত ইন্দ্রাক্ষৈঃ স্ফটিকৈস্তথা।
নানাং মধ্যে প্রযোক্তব্যং পুত্রজীবাদিকঞ্চ যৎ॥ ৪৪

হে ভৈরব! এইরূপে মালার পূজা করিয়া দক্ষিণ হস্তে তর্জ্জনী ত্যাগ করিয়া অনামিকা ও কনিষ্ঠার সহিত মিলিত মধ্যমার মধ্যভাগে ঐ মালা গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে মালা ধারণ করিয়া এক একটি বীজ স্পর্শ করিয়া জপ করিবে। ৩৭

প্রতিবার ধীরে ধীরে মন্ত্র পাঠ করিবে; ওষ্ঠ চালিত করিবে না, মালার এক একটি বীজ গণনা করিয়া জপ করিবে, একদা উভয় বীজ স্পর্শ করিবে না। ৩৮

হে ভৈরব! পূর্ব্ব জপে প্রযুক্ত অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা পূর্ব্ববীজ জপ করত পর বীজ স্পর্শ করিবে না, ঐরূপ করিলে তাহার সেই জপ নিষ্ফল হইবে। ৩৯

যে ব্যক্তি মালাকে হৃদয়ের সন্নিহিত করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধারণপূর্ব্বক দেবীকে চিন্তা করত জপ করে, তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না। ৪০

স্ফটিক, ইন্দ্রাক্ষ, রুদ্রাক্ষ, পুত্রজীব-সমুদ্ভব বীজ, সুবর্ণ, মণি, প্রবাল অথবা পদ্মের বীজ—ইহার একতরের দ্বারা দেবীর পরম প্রীতিকর অক্ষমালা নির্ম্মাণ করিবে। কুশ-গ্রন্থিযুক্ত হস্তদ্বারা সর্ব্বদা অনুচ্চ স্বরে জপ করিবে। ৪১

সমুদয় মালাবীজের মধ্যে রুদ্রাক্ষ আমার প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়; যেহেতু রুদ্রের প্রীতি উৎপাদন করে, এই জন্য উহার নাম রুদ্রাক্ষ। ৪২

প্রবালের অষ্টাবিংশতি বা পঞ্চপঞ্চাশৎ বীজদ্বারা মালা রচনা করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক বা ন্যূন সংখ্যা দ্বারা করিবে না। ৪৩

১। ন চালয়েৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

যদ্যন্যং তু প্রযুঞ্জীত মালায়াং জপকর্ম্মণি।
তস্য কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ দদাতি ন প্রিয়ঙ্করী ॥ ৪৫
মিশ্রীভাবং ততো যাতি চাণ্ডালৈঃ পাপকর্ম্মভিঃ।
জন্মান্তরে জায়তে স বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৪৬
একো মেরুস্তত্র দেয়ঃ সর্ব্বেভ্যঃ স্থূলসম্ভবঃ।
আদ্যং স্থূলং ততস্তস্মাৎ ন্যূনং ন্যূনতরং তথা ॥ ৪৭
বিন্যসেৎ ক্রমতস্তস্মাৎ সর্পাকারা হি সা যতঃ।
ব্রহ্মগ্রন্থিযুতং কুর্য্যাৎ প্রতিবীজং যথাস্থিতম্ ॥ ৪৮
অথবা গ্রন্থিরহিতং দৃঢ়রজ্জুসমন্বিতম্।
ত্রিরাবৃত্ত্যাথ মধ্যেন চার্দ্ধাবৃত্ত্যান্তদেশতঃ।
গ্রন্থিঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ স ব্রহ্মগ্রন্থিসংজ্ঞকঃ ॥ ৪৯
আত্মনা যোজয়েন্মালাং নামন্ত্রো যোজয়েন্নরঃ।
দৃঢ়ং সূত্রং নিযুঞ্জীত জপে ত্রুট্যতি নো যথা ॥ ৫০
যথা হস্তান্ন চ্যবেত জপতঃ স্রক্ তথাচরেৎ।
হস্তচ্যুতায়াং বিঘ্নং স্যাচ্ছিন্নায়াং মরণং ভবেৎ ॥ ৫১
এবং যঃ কুরুতে মালাং জপঞ্চ জপকোবিদঃ।
স প্রাপ্নোতীপ্সিতং কামং হীনে স্যাৎ তু বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৫২
অন্যত্রাপি জপেন্মালাং জপ্যং দেবমনোহরম্।
তাদৃশঃ সাধকঃ কুর্য্যান্নান্যথা তু কদাচন ॥ ৫৩

রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ, বা স্ফটিক দ্বারা যদি জপমালা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে উহার মধ্যে পুত্রজীবাদি অন্য কিছু মিশ্রিত করিবে না। ৪৪

জপকর্ম্মে মালার মধ্যে যদি অন্য কিছু মিশ্রিত করে, তাহা হইলে প্রিয়ঙ্করী দেবী তাহাকে কাম বা মোক্ষ দান করেন না। ৪৫

সে জন্মান্তরে বেদবেদাঙ্গ-পারগ হইয়া জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু পরে পাপ-কর্ম্মবশে চণ্ডালদিগের সহিত মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয়। ৪৬

মালার মূলে একটী পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলবীজ গ্রহণ করিবে, তাহার পর ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত কৃশ বীজের বিন্যাস করিবে। ৪৭

এইরূপ ক্রমে মালা নির্ম্মাণ করিবে, যাহাতে সেটি একটি সর্পাকারে পরিণত হয়। প্রতিবীজ যথাস্থিত ব্রহ্মগ্রন্থি-যুক্ত করিবে। ৪৮

গ্রন্থিশূন্য দৃঢ় রজ্জুযুক্ত করিবে। যে গ্রন্থির মধ্যদেশে ত্রিরাবৃত্তি, অন্তদেশে অর্দ্ধাবৃত্তি এবং দক্ষিণাবর্ত্ত হয়, তাহার নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। ৪৯

মালা স্বয়ং যোজিত করিবে, মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া যোজনা করিবে না। এরূপ দৃঢ় সূত্রের যোজনা করিবে যাহাতে জপ করিতে ত্রুটিত না হয়। ৫০

এইরূপ দৃঢ় করিয়া মালা ধরিবে, যাহাতে জপ করিতে করিতে হস্ত হইতে চ্যুত না হয়। মালা হস্ত হইতে চ্যুত হইলে বিঘ্ন হয় এবং ছিন্ন হইলে মরণ হয়। ৫১

আমার কথানুসারে যে ব্যক্তি মালা প্রস্তুত করে এবং জপ করে, তাহার অভীপ্সিত সিদ্ধ হয়; কোন বিষয়ে হীন হইলে বিপরীত ফল হয়। ৫২

অন্য সময়েও অভীষ্ট দেবকে স্মরণ করিয়া মালা জপ করিবে। পূর্ব্বে যেরূপ উপদেশ করা গেল, সাধক, তদনুসারেই জপ করিবে; কখনও অন্যরূপ করিবে না। ৫৩

যথাশক্তি জপং কুর্য্যাৎ সংখ্যয়ৈব প্রযত্নতঃ ।
অসংখ্যাতন্ত মন্ত্রস্তং তস্য তন্নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৫৪
জপ্ত্বা মালাং শিরোদেশে প্রোংস্তস্থানেঽথ বা ন্যসেৎ ।
স্তুতিপাঠং ততঃ কুর্য্যাদিষ্টং কামং নিবেদ্য চ ॥ ৫৫
স্তুতিশ্চাপি মহামন্ত্রং সাধনং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ।
বক্ষ্যে যুবাং মহাভাগৌ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৫৬
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোঽস্তু তে ॥ ৫৭
সপ্তবারবর্ত্তনং কৃত্বা স্তুতিমেনাং চ সাধকঃ ।
পঞ্চপ্রণায়ামান্ কুর্য্যাৎ ঐং হ্রীং শ্রীমিতি মন্ত্রকৈঃ ।
অন্যেষাং পূরতশ্চৈব অধিকং বা যথেচ্ছয়া ॥ ৫৮
যোনিমুদ্রাং ততঃ পশ্চাদ্দর্শয়িত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৯
দ্বৌ পাণী প্রসৃতীকৃত্য কৃত্বা চোত্তানমঞ্জলিম্ ।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বয়ং ন্যস্য কনিষ্ঠাগ্রদ্বয়োস্ততঃ ॥ ৬০
অনামিকায়াং বামস্য তৎকনিষ্ঠাং পুরো ন্যসেৎ ।
দক্ষিণস্যানামিকায়াং কনিষ্ঠাং দক্ষিণস্য চ ॥ ৬১
অনামিকায়াঃ পৃষ্ঠে তু মধ্যমে যে নিবেশয়েৎ ।
যে তর্জ্জন্যৌ কনিষ্ঠাগ্রে তদগ্রেণৈব যোজয়েৎ ॥ ৬২
যোনিমুদ্রা সমাখ্যাতা দেব্যাঃ প্রীতিকরী মতা ॥ ৬৩

যথাশক্তি সংখ্যাপূর্ব্বক যত্ন করিয়া জপ করিবে, সংখ্যাহীন জপ নিষ্ফল হয় । ৫৪

জপ সমাপন করিয়া মালা শিরোদেশে অথবা উচ্চ স্থানে স্থাপন করিবে । তাহার পর আপনার মনোগতভাব নিবেদন করিয়া স্তুতি পাঠ করিবে । ৫৫

স্তুতি একটি মহামন্ত্র সর্ব্বকর্ম্মের সাধক । হে মহাভাগদ্বয় ! তোমাদের দুজনকে সেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক স্তুতির কথা বলিতেছি । ৫৬

হে সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে ! হে সর্ব্বার্থসাধিকে ! হে শরণ্যে ! ত্র্যম্বকে ! গৌরবর্ণে ! নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার করি । ৫৭

সাধক এই স্তুতি পাঠ করত সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিবে । তাহার পর ঐং হ্রীং শ্রীঁ এই মন্ত্র দ্বারা পাঁচবার প্রাণায়াম করিবে, অথবা অন্য কার্য্যের পরে আপনার ইচ্ছায় অধিকবারও প্রাণায়াম করিতে পারে । ৫৮

তাহার পর যোনিমুদ্রা দেখাইয়া বিসর্জ্জন করিবে । ৫৯

দুইটি হস্ততল বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধদিকে অঞ্জলি করিবে । দুই কনিষ্ঠার অগ্রভাগে দুইটি অঙ্গুষ্ঠের অগ্র সংযোজিত করিবে । ৬০

বাম হস্তের অনামিকার সম্মুখে তাহার কনিষ্ঠার বিন্যাস করিবে, এইরূপ দক্ষিণ হস্তের অনামিকার সম্মুখভাগে তাহার কনিষ্ঠার বিন্যাস করিবে । ৬১

দুই হস্তের দুইটি তর্জ্জনীর অগ্রভাগ কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত যুক্ত করিবে । ৬২

এইরূপ করিলে একটি যোনিমুদ্রা হইবে, এই যোনিমুদ্রা দেবীর অতিশয় প্রীতিকরী । ৬৩

ত্রিবারং দর্শয়েৎ তাস্তু মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ।
তাং মুদ্রাং শিরসি ন্যস্য মণ্ডলং বিন্যসেৎ ততঃ ॥ ৬৪
ঐশান্যামগ্রহস্তেন দ্বারপদ্ম-বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৫
তত্র নত্বা রক্তচণ্ডাং হ্রীঁ শ্রীঁমন্ত্রেণ সাধকঃ।
রক্তচণ্ডায়ৈ নম ইতি নির্ম্মাল্যং তত্র নিক্ষিপেৎ ॥ ৬৬
উদকে তরুমূলে বা নির্ম্মাল্যং তত্র সন্ত্যজেৎ।
এবং যঃ পূজয়েদ্দেবীং বিধানেন শিবাং নরঃ।
সোঽচিরেণ লভেৎ কামান্ সর্ব্বানেব মনোগতান্ ॥ ৬৭
অর্দ্ধলক্ষজপং জপ্ত্বা প্রথমং চৈব সাধকঃ।
পুরশ্চরেদ্বিশেষেণ নানানৈবেদ্যবেদনৈঃ ॥ ৬৮
কুণ্ডং মণ্ডলবৎ কৃত্বা চাষ্টম্যাং সমুপোষিতঃ।
নবম্যাং শুক্লপক্ষস্য রজোভিঃ পঞ্চভির্নরঃ।
পূর্ব্ববন্মণ্ডলং কৃত্বা গুরুপিত্রোশ্চ সন্নিধৌ ॥ ৬৯
অনেনৈব বিধানেন পূজয়িত্বা তু চণ্ডিকাম্।
সহিতৈর্বিল্বপত্রৈশ্চ অষ্টোত্তরশতত্রয়ম্।
তিলৈর্হোমং চরেৎ তস্যাং সহস্রত্রিতয়ং জপেৎ ॥ ৭০
নৈবেদ্যং গন্ধপুষ্পং চ বস্ত্রং দদ্যাচ্চ যৎ প্রিয়ম্।
পূর্ব্বোক্তঞ্চান্নপাত্রং প্রদদ্যাৎ পায়সং তথা ॥ ৭১
পূজাবসানে দেয়ং স্যাৎ ত্রিজাতীয়ং বলিত্রয়ম্।
সিন্দূরং স্বর্ণরূপাণি বস্ত্রং স্ত্রীণাং বিভূষণম্।
নিবেদয়েদ্ যথাশক্ত্যা পুষ্পমাল্যঞ্চ ভূরিশঃ ॥ ৭২

সাধক প্রতিমার সম্মুখে তিনবার যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। ঐ মুদ্রা মস্তকে স্থাপিত করিয়া পরে মণ্ডলের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে। ৬৪

তাহার পর দ্বারপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশানকোণে ঐ যোনিমুদ্রার অগ্রভাগ করিয়া সেই স্থানে রক্তচণ্ডাকে নমস্কার করিবে। ৬৫

তদনন্তর সাধক হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক রক্তচণ্ডায়ৈ নমঃ এই বলিয়া নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ করিবে। ৬৬

তাহার পর জলেই হউক, অথবা বৃক্ষমূলেই হউক, নির্ম্মাল্যের বিন্যাস করিবে। এইরূপ বিধানে যে মনুষ্য সেই মঙ্গলদায়িনী দেবীর পূজা করে, সে সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়। ৬৭

সাধক, প্রথমে অর্দ্ধ লক্ষ জপ করিয়া বিশেষ নৈবেদ্য দান করিয়া পুরশ্চরণ করিবে। ৬৮

শুক্লপক্ষে অষ্টমীর দিবস উপবাস করিয়া মণ্ডল তুল্য একটি কুণ্ড করিবে। নবমীর দিবস পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি দিয়া পিতা এবং গুরুকে নিকটে রাখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় একটি মণ্ডল করিবে। ৬৯

পূর্ব্বোক্ত বিধানে চণ্ডিকা দেবীর পূজা করিয়া বিল্বপত্র সহিত তিলের দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার হোম করিয়া তিন সহস্রবার জপ করিবে। ৭০

নৈবেদ্য, গন্ধপুষ্প, প্রিয়বস্ত্র, পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য বস্তু এবং পায়স দেবীকে দান করিবে। ৭১

পূজার অবসানে ত্রিজাতীয় তিনটি বলি প্রদান করিবে। তাহার পর

মহাশক্তুং সশাল্যন্নং সব্যঞ্জনসংযুতম্ ।
দেব্যৈ নবম্যাং সম্পূর্ণং বলিং দদ্যাদ্ ঘৃতাদিভিঃ ॥ ৭৩
দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাৎ সুবর্ণং গাং তথা তিলম্ ॥ ৭৪
অভিশপ্তমপুত্রঞ্চ সাবদ্যং কিতবং তথা ।
ক্রিয়াহীনমকল্যঞ্চ বামনং গুরুনিন্দকম্ ।
সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং মন্ত্রেষু বর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৫
গুরুর্ম্মন্ত্রস্য মূলং স্যান্মূলশুদ্ধৌ তদন্বিতম্ ।
সফলং জায়তে যস্মাত্তস্মাদ্ যত্নাৎ পরীক্ষয়েৎ ॥ ৭৬
শাঠ্যাৎ ক্রোধাত্তু মোহাদ্বা নাসম্মত্যা গুরোর্ম্মুখাৎ ।
কল্পেষু দৃষ্ট্বা বা মন্ত্রং গৃহ্ণীয়াচ্ছদ্মনাথ বা ॥ ৭৭
স মন্ত্রস্তেয়পাপেন তামিস্রে নরকে নরঃ ।
মন্বন্তরত্রয়ং স্থিত্বা পাপযোনিষু জায়তে ॥ ৭৮
শঠে ক্রূরে চ মূর্খে চ ছদ্মকারিণ্যভক্তিকে ।
মন্ত্রং ন দূষিতে দদ্যাৎ সুবীজং বিপিনে তথা ॥ ৭৯
লক্ষেণ সাধয়েৎ কামং পুরশ্চরণপূর্ব্বকম্ ।
পাপক্ষয়ো ভবেদ্ যস্মাৎ পুরশ্চরণকর্ম্মণা ॥ ৮০
লক্ষত্রয়েণ মন্ত্রস্য জপেন নরসত্তম ।
ত্রিসন্ধ্যাসু প্রতিদিনং বীজসম্পুটকেন চ ।
কবির্বাগ্মী পণ্ডিতশ্চ যশস্বী চ প্রজায়তে ॥ ৮১
সাধকঃ সাধকশ্রেষ্ঠ পূজাস্থানস্ততঃ শৃণু ॥ ৮২

সিন্দূর, স্বর্ণ, রত্নাদি স্ত্রীদিগের ভূষণ সকল এবং শক্তি অনুসারে ভূরি পরিমাণে পুষ্পমালা প্রদান করিবে । ৭২

নবমীর দিবস শালি অন্ন সহিত মহাশক্তু, ব্যঞ্জনযুক্ত দ্রব্য এবং সন্ধ্যাকালে ঘৃতের সহিত বলি দেবীকে দান করিবে । ৭৩

গুরুকে সুবর্ণ, গাভী এবং তিল দক্ষিণা দান করিবে । ৭৪

অভিশপ্ত, অপুত্র, নিন্দনীয়, ক্রিয়াহীন, অকল্যজ, বামন, গুরুনিন্দক, এবং সর্ব্বদা মৎসরযুক্ত এইরূপ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না । ৭৫

গুরু,—মন্ত্রের মূল, যেহেতু মূল শুদ্ধ হইলে তৎসম্বন্ধীয় অন্য সকল সফল হয়, এই নিমিত্ত তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে । ৭৬

শাস্ত্রে কোন একটি ভাল মন্ত্র দেখিয়া তাহা শাঠ্যদ্বারা, ক্রোধ-প্রদর্শনপূর্ব্বক মোহ উৎপাদন করিয়া, সম্পত্তির লোভ দেখাইয়া, অথবা ছলনাপূর্ব্বক গুরুর মুখ হইতে গ্রহণ করিবে না । ৭৭

সেই-মন্ত্র-চৌর্য্য-রূপ পাপে মনুষ্য মন্বন্তর-ত্রয় নরকে বাস করিয়া পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । ৭৮

যেমন নিবিড় অরণ্য মধ্যে সুশস্যের বীজ বপন অনুচিত, সেইরূপ শঠ, ক্রূর, মূর্খ, ছলনাকারী, অভক্ত এবং দূষিত ব্যক্তিকে মন্ত্র দান করা উচিত নয় । ৭৯

পুরশ্চরণপূর্ব্বক একলক্ষবার মন্ত্র জপ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ; কারণ পুরশ্চরণ কার্য্য দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হয় । ৮০

হে নরশ্রেষ্ঠবর ! প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা বীজসংপুট করিয়া ত্রিলক্ষ বার মন্ত্র জপ করিলে মনুষ্য—কবি, বাগ্মী, পণ্ডিত এবং যশস্বী হয় । ৮১

যত্র যত্র নরঃ পূজাং নির্জ্জনে কুরুতে চ যঃ ।
তস্যাদত্তে স্বয়ং দেবী পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ॥ ৮৩
শিলা প্রশস্তা পূজায়াং স্থণ্ডিলং নির্জ্জনং তথা ।
জপশ্চোপাংশু সর্ব্বেষামুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮৪
অশুচির্ন মহামায়াং পূজয়েৎ তু কদাচন ।
অবশ্যন্তু স্মরেন্মন্ত্রং যোঽতিভক্তিযুতো নরঃ ॥ ৮৫
দন্তরক্তে সমুৎপন্নে স্মরণঞ্চ ন বিদ্যতে ।
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং স্মরণান্নরকং ব্রজেৎ ॥ ৮৬
জানূর্দ্ধে ক্ষতজে জাতে নিত্যং কর্ম্ম ন চাচরেৎ ।
নৈমিত্তিকঞ্চ তদধঃ স্রবদ্রক্তো ন চাচরেৎ ॥ ৮৭
সূতকে চ সমুৎপন্নে ক্ষৌরকর্ম্মণি মৈথুনে ।
ধূমোদ্গারে তথা বান্তে নিত্যকর্ম্মাণি সন্ত্যজেৎ ॥ ৮৮
দ্রব্যে ভুক্তে হ্যজীর্ণে চ ন বৈ ভুক্ত্বা চ কিঞ্চন ।
কর্ম্ম কুর্য্যান্নরো নিত্যং সূতকে মৃতকে তথা ॥ ৮৯
পত্রং পুষ্পঞ্চ তাম্বূলং ভেষজত্বেন কল্পিতম্ ।
কণাদিপিপ্পল্যন্তঞ্চ ফলং ভুক্ত্বা ন চাচরেৎ ॥ ৯০
জলস্যাপি নরশ্রেষ্ঠ ভোজনাদ্ভেষজাদৃতে ।
নিত্যক্রিয়া নিবর্ত্তেত সহ নৈমিত্তিকৈঃ সদা ॥ ৯১

হে সাধকগণ ! ইহার পর সাধকদিগের শ্রেষ্ঠ পূজা-স্থান শ্রবণ কর । ৮২

যে মনুষ্য, যে কোনরূপ নির্জ্জন স্থানে পূজা করে, দেবী স্বয়ং তাহার দত্ত পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল গ্রহণ করেন । ৮৩

পূজা বিষয়ে শিলা, স্থণ্ডিল এবং নির্জ্জন স্থান—সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত এবং সকল প্রকার জপের মধ্যে উপাংশু জপই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে । ৮৪

অশুচি মনুষ্য, কদাপি মহামায়ার পূজা করিবে না । কিন্তু তাহার অন্তরে যদি ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য মন্ত্রের স্মরণ করিতে পারে । ৮৫

দন্ত হইতে রক্ত নির্গত হইলে স্মরণ নিষিদ্ধ । ঐ অবস্থায় কোন প্রকার মন্ত্রের স্মরণ করিলেই নরকে গতি হয় । ৮৬

জানুর ঊর্দ্ধে ক্ষত হইলে কখনও নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না ; জানুর অধোদেশে যদি রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না । ৮৭

ক্ষৌরকর্ম্ম বা মৈথুনে লোম বা কেশ হইতে রক্ত বিগলিত হইলে ধূমোদ্গার অর্থাৎ চোঁয়া-ঢেকুর উঠিলে বা বমন হইলে নিত্যকর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিবে । ৮৮

কোন দ্রব্য ভোজন করিয়া অজীর্ণ হইলে অথবা কোন বস্তু ভোজন করিয়া —মনুষ্য নিত্য কর্ম্ম করিবে না । জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হইলেও নিত্য-কর্ম্মের পরিত্যাগ করিবে । ৮৯

হে নরশ্রেষ্ঠ ! পত্র, পুষ্প এবং তাম্বুল যাহা ঔষধরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই ঔষধ ভিন্ন যে কোন দ্রব্য, ফল অথবা জলও ভোজন করিয়া কোন নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না । ৯০-৯১

জলৌকাং গূঢ়পাদঞ্চ কৃমিগণ্ডূপদাদিকম্।
কামাদ্ধস্তেন সংস্পৃশ্য নিত্যকর্ম্মাণি সন্ত্যজেৎ ॥ ৯২
বিশেষতঃ শিবাপূজাং প্রমীতপিতৃকো নরঃ।
যাবৎসংবৎসরপর্য্যন্তং মনসাপি ন চাচরেৎ ॥ ৯৩
মহাগুরুনিপাতে তু কাম্যং কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ।
আত্বিজ্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ শ্রাদ্ধং দেবযজ্ঞঞ্চ যৎ ॥ ৯৪
গুরুমাক্ষিপ্য বিপ্রঞ্চ প্রহৃত্যৈব চ পাণিনা।
ন কুর্য্যান্নিত্যকর্ম্মাণি রেতঃপাতে চ ভৈরব ॥ ৯৫
আসনঞ্চার্ঘ্যপাত্রঞ্চ ভগ্নমাসাদ্যেন্ন তু।
উষরে কৃমিসংযুক্তে স্থানে মৃষ্টেঽপি নার্চ্চয়েৎ ॥ ৯৬
নীচৈরাসনমাসাদ্য শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
অর্চ্চয়েচ্চণ্ডিকাং দেবীং দেবমন্যঞ্চ ভৈরব ॥ ৯৭
দিগ্বিভাগে তু কৌবেরী দিক্ ছিবাপ্রীতিদায়িনী ॥ ৯৮
তস্মাৎ তন্মুখ আসীনঃ পূজয়েচ্চণ্ডিকাং সদা ॥ ৯৯
পুষ্পঞ্চ কৃমিসম্ভিন্নং বিশীর্ণং ভগ্নমুদ্গতে।
সকেশং মূষিকোচ্ছিষ্টং যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০০
যাচিতং পরকীয়ঞ্চ তথা পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
অন্ত্যসৃষ্টং পদা স্পৃষ্টং যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০১

জলৌকা, গূঢ়পাদ, কৃমি এবং গণ্ডূপদাদি জীবকে ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে নিত্যকর্ম্মের অধিকার থাকে না। ৯২

বিশেষ মৃত-পিতৃক মনুষ্য এক বৎসর পর্য্যন্ত শিবপূজা এবং দুর্গাদেবীর মানসিক হইলে এক বৎসর যাবৎ কোন কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। ৯৩

. ঋতুতে কর্ত্তব্য যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ এবং কোন প্রকার দেবকার্য্যও করিবে না। ৯৪

হে ভৈরব! গুরুর নিন্দা করিলে, স্বহস্তে ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে এবং রেতঃপাত করিলে নিত্যকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে না। ৯৫

মনুষ্য, ভগ্ন আসন বা অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া পূজা করিবে না। এবং উষর অর্থাৎ ক্ষার ভূমিতে, কৃমিযুক্ত স্থানে অথবা অমার্জ্জিত স্থানেও পূজা করিবে না। ৯৬

হে ভৈরব! নীচ আসনে উপবেশনে করিয়া শুচি এবং পবিত্রমানস হইয়া চণ্ডিকাদেবী এবং অন্য দেবতাকে অর্চ্চনা করিবে। ৯৭

সমুদয় দিকের মধ্যে কৌবেরী (উত্তর) দিক্ চণ্ডিকার প্রীতিকারিণী, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা উত্তরমুখে আসীন হইয়া চণ্ডিকার পূজা করিবে। ৯৮

কীট-ভিন্ন, বিশীর্ণ, ভগ্ন, স্বয়ংপতিত, কেশযুক্ত এবং মূষিকা-চর্ব্বিত পুষ্প যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ৯৯

এইরূপ বিশীর্ণ, ভগ্ন, উদ্গত, কেশযুক্ত এবং মূষিকা-যুক্ত দীপ ও আসনও পরিত্যাগ করিবে। ১০০

যে সকল বস্তু যাচিত, যা পরকীয় বা পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসি, অথবা অন্ত্যজ-জাতিস্পৃষ্ট অথবা পদদ্বারা স্পৃষ্ট এ সকল বস্তু বহু যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ১০১

ইদং শিবায়াঃ পরমং মনোহরং
করোতি যোঽনেন তদীয়পূজনম্।
স বাঞ্ছিতার্থং সমবাপ্য চণ্ডিকা-
গৃহং প্রযাতা ঽচিরেণ ভৈরব ॥ ১০২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ঔর্ব্বসগরসংবাদে পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অস্য[১] মন্ত্রস্য কবচং শৃণু বেতালভৈরব।
বৈষ্ণবীতন্ত্রসংজ্ঞস্য বৈষ্ণব্যাশ্চ বিশেষতঃ ॥ ১
তত্র মন্ত্রাদ্যক্ষরস্তু বাসুদেবস্বরূপধৃক্।
বর্ণো দ্বিতীয়ো ব্রহ্মৈব তৃতীয়শ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ২
চতুর্থো গজবক্ত্রশ্চ পঞ্চমস্তু দিবাকরঃ।
শক্তিঃ স্বয়ং পকারশ্চ মহামায়া জগন্ময়ী।
যকারস্তু মহালক্ষ্মীঃ শেষবর্ণঃ সরস্বতী ॥ ৩
যোগিনী পূর্ব্ববর্ণস্য শৈলপুত্রী প্রকীর্ত্তিতা।
দ্বিতীয়স্য তু বর্ণস্য চণ্ডিকা যোগিনী মতা।
চণ্ডঘণ্টা তৃতীয়স্য কুষ্মাণ্ডী তৎপরস্য চ ॥ ৪
স্কন্দমাতা তকারস্য পঞ্চ কাত্যায়নী স্বয়ম্।
কালরাত্রিঃ সপ্তমস্য মহাদেবীতি সংস্থিতা ॥ ৫

হে ভৈরব। যে মনুষ্য উক্তরূপ বিধান অনুসারে চণ্ডিকা দেবীর পরম মনোরম পূজন করে, সে ইহলোকে সমুদয় বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইয়া অচিরকাল মধ্যে চণ্ডিকার ভবনে গমন করে। ১০২

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়
মন্ত্র-কবচ

ভগবান্ বলিলেন,—হে বেতাল-ভৈরব! বৈষ্ণবী তন্ত্রসংজ্ঞক অস্মিমন্ত্রের এবং বিশেষতঃ বৈষ্ণবী দেবীর কবচ শ্রবণ কর। ১

তাহাতে মন্ত্রের আদি অক্ষর বাসুদেবস্বরূপধারী (অ), দ্বিতীয় বর্ণ স্বয়ং ব্রহ্মা (ক) এবং তৃতীয় স্বয়ং চন্দ্রশেখর মহাদেব (চ)

চতুর্থ গণেশ (ট), পঞ্চম দিবাকর সূর্য্য (ত), মহামায়া জগন্ময়ী শক্তি স্বয়ং পকারস্বরূপ, যকার স্বয়ং মহালক্ষ্মীস্বরূপ এবং শেষবর্ণ স্বয়ং সরস্বতী। ৩

শৈলপুত্রী প্রথম বর্ণের যোগিনী, দ্বিতীয় বর্ণের যোগিনী চণ্ডিকা, তৃতীয় মন্ত্রের যোগিনী চণ্ডঘণ্টা এবং চতুর্থের কুষ্মাণ্ডী ৪

১। অস্মি—ইতি পাঠান্তরম্।

প্রথমং বর্ণকবচং যোগিনীকবচং তথা।
দেবৌঘকবচং পশ্চাদ্দেবীদিক্‌কবচং তথা ॥ ৬
ততস্তু পার্শ্বকবচং দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরস্য চ।
কবচঞ্চ ততঃ পশ্চাৎ ষড়্‌বর্ণং কবচং তথা।
অভেদ্যকবচং চেতি সর্ব্বত্রাণপরায়ণম্ ॥ ৭
ইমানি কবচাগ্র্যাণি যো জানাতি নরোত্তমঃ।
সোঽহমেব মহাদেবো দেবীরূপশ্চ শক্তিমান্ ॥ ৮
অস্য বৈষ্ণবীতন্ত্রকবচস্য নারদ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ।
কাত্যায়নী দেবতা সর্ব্বকামার্থসাধনে বিনিয়োগঃ ॥ ৯
অঃ পাতু পূর্ব্বকাষ্ঠায়ামাগ্নেয্যাং পাতু কঃ সদা।
পাতু চো যমকাষ্ঠায়াং টো নৈঋত্যাঞ্চ সর্ব্বদা ॥ ১০
মাং পাতু তোঽসৌ পাশ্চাত্যে শক্তির্বায়ব্য-দিগ্‌গতা।
যঃ পাতু মাং চোত্তরস্যামৈশান্যাং বস্তথাবতু ॥ ১১
মূর্দ্ধ্নি রক্ষতু মাং সোঽপ্যসৌ বাহৌ মাং দক্ষিণে তু কঃ।
মাং বামবাহৌ চঃ পাতু হৃদি টো মাং সদাবতু ॥ ১২
তঃ পাতু কণ্ঠদেশে মাং কট্যোঃ শক্তিস্তথাবতু।
যঃ পাতু দক্ষিণে পাদে বো মাং বামপদে তথা ॥ ১৩
শৈলপুত্রী তু পূর্ব্বস্যামাগ্নেয্যাং পাতু চণ্ডিকা।
চণ্ডঘণ্টা পাতু যাম্যাং যমভীতিবিবর্জ্জিনী ॥ ১৪

তকারের যোগিনী স্কন্দমাতা এবং শকারের যোগিনী স্বয়ং কাত্যায়নী। মহাদেবী নামে প্রসিদ্ধা কালরাত্রি সপ্তম বর্ণের যোগিনী। ৫

প্রথমে বর্ণ-কবচ, তাহার পর যোগিনী-কবচ। তদনন্তর দেবৌঘ-কবচ এবং তাহার পর দেবী-দিক্-কবচ। ৬

তাহার পর পার্শ্ব-কবচ। তদনন্তর দ্বিতীয়াষ্টাক্ষর-কবচ। তাহার পর ষড়ক্ষর-কবচ। তদনন্তর অভেদ্য-কবচ। ৭

যে মনুষ্য, এই সকল শ্রেষ্ঠ কবচ পরিজ্ঞাত হয়, সে আমার সহিত অভিন্ন শক্তিমান্, মহাদেব এবং দেবীর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ৮

এই বৈষ্ণবীতন্ত্র কবচের ঋষি নারদ, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা কাত্যায়নী এবং সকল প্রকার কাম ও অর্থ সাধন বিষয়ে ইহার বিনিয়োগ হয়। ৯

অ পূর্ব্বদিকে আমার রক্ষাবিধান করুন, ক আমাকে সর্ব্বদা অগ্নিকোণে রক্ষা করুন, চ দক্ষিণদিকে, ট নৈর্ঋত কোণে। ১০

ত পশ্চিমদিকে, শক্তি (প) বায়ুকোণে, য উত্তরদিকে এবং (ব) ঈশান-কোণে আমাকে রক্ষা করুন। ১১

অ আমার মস্তকে রক্ষা বিধান করুন, দক্ষিণ বাহুতে ক, বাম বাহুতে চ, এবং ট সর্ব্বদা হৃদয়ে রক্ষা করুন। ১২

ত আমার কণ্ঠদেশে, উভয় কটিদেশে শক্তি, য দক্ষিণ পাদে এবং ব বাম-পাদে রক্ষা করুন। ১৩

শৈলপুত্রী পূর্ব্বদিকে, চণ্ডিকা অগ্নিকোণে, যমভয়-নিবারিণী চণ্ডঘণ্টা দক্ষিণ-দিকে রক্ষা করুন। ১৪

নৈর্ঋত্যে তু কুষ্মাণ্ডী পাতু মাং জগতাং প্রসূঃ।
স্কন্দমাতা পশ্চিমায়াং মাং রক্ষতু সদৈব হি ॥ ১৫
কাত্যায়নী মাং বায়ব্যে পাতু লোকেশ্বরী সদা।
কালরাত্রি তু কৌবের্য্যাং সদা রক্ষতু মাং স্বয়ম্ ॥ ১৬
মহাগৌরী তথৈশান্যাং সততং পাতু পাবনী।
নেত্রয়োর্বাসুদেবো মাং পাতু নিত্যং সনাতনঃ ॥ ১৭
ব্রহ্মা মাং পাতু বদনে পদ্মযোনিরযোনিজঃ।
নাসাভাগে রক্ষতু মাং সর্ব্বদা চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১৮
শর্ব্বসূনুঃ স্তনযুগ্মে পাতু নিত্যং হরাত্মজঃ।
বাহুদক্ষিণপাণ্যো মাং নিত্যং পাতু দিবাকরঃ ॥ ১৯
মহামায়া স্বয়ং নাভৌ মাং পাতু পরমেশ্বরী।
মহালক্ষ্মীঃ পাতু গুহ্যে জান্বোস্তু সরস্বতী ॥ ২০
মহামায়া পূর্ব্বভাগে নিত্যং রক্ষতু মাং শুভা।
অম্বিকালা তথাগ্নেয্যাং পায়ান্নিত্যং সুবাসিনী ॥ ২১
রুদ্রাণী পাতু মাং যাম্যাং নৈর্ঋত্যাং চণ্ডনায়িকা।
উগ্রচণ্ডা পশ্চিমায়াং পাতু নিত্যং মহেশ্বরী ॥ ২২
প্রচণ্ডা পাতু বায়ব্যে কৌবের্য্যাং ঘোররূপিণী।
ঈশ্বরী চ তথৈশান্যাং পাতু নিত্যং সনাতনী।
ঊর্দ্ধং পাতু মহামায়া পাত্বধঃ পরমেশ্বরী ॥ ২৩
অগ্রতঃ পাতু মামুগ্রা পৃষ্ঠতো বৈষ্ণবী তথা।
ব্রহ্মাণী দক্ষিণে পার্শ্বে নিত্যং রক্ষতু শোভনা ॥ ২৪

জগৎ-প্রসবিনী কুষ্মাণ্ডী নৈর্ঋতে রক্ষা করুন, স্কন্দমাতা সর্ব্বদা আমার পশ্চিমদিকে রক্ষা করুন। ১৫

ত্রিলোকের ঈশ্বরী কাত্যায়নী বায়ুকোণে এবং কালরাত্রি সর্ব্বদা উত্তরদিকে রক্ষা করুন। ১৬

ঈশানকোণে পাবনী মহাগৌরী সতত রক্ষা করুন এবং সনাতন বাসুদেব নেত্রদ্বয় রক্ষা করুন। ১৭

পদ্মযোনি এবং অযোনিজ ব্রহ্মা আমার বদনে রক্ষা করুন এবং ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমার নাসাভাগ রক্ষা করুন। ১৮

মহাদেবের পুত্র গজানন আমার স্তনযুগে রক্ষা করুন এবং দিবাকর সূর্য্য বাহু ও দক্ষিণ হস্তে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১৯

পরমেশ্বরী মহামায়া স্বয়ং আমার নাভিদেশে রক্ষা করুন, মহালক্ষ্মী গুহ্যদেশে রক্ষা করুন এবং সরস্বতী জানুদ্বয়ে রক্ষা করুন। ২০

মঙ্গলরূপা মহামায়া নিত্য পূর্ব্বভাগে রক্ষা করুন এবং সুবাসিনী অম্বিকালা নিত্য অগ্নিকোণে রক্ষা করুন। ২১

রুদ্রাণী আমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন এবং নৈর্ঋতকোণে চণ্ডনায়িকা রক্ষা করুন। আমাকে পশ্চিমদিকে মহেশ্বরী উগ্রচণ্ডা সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ২২

বায়ুকোণে প্রচণ্ডা এবং ঘোররূপিণী উত্তরদিকে রক্ষা করুন। সনাতনী ঈশ্বরী সর্ব্বদা ঈশানকোণে রক্ষা করুন। ঊর্দ্ধদিকে মহামায়া এবং অধোদিকে পরমেশ্বরী রক্ষা করুন। ২৩

মাহেশ্বরী বামপার্শ্বে নিত্যং পাতু বৃষধ্বজা।
কৌমারী পর্ব্বতে পাতু বারাহী সলিলে চ মাম্। ২৫
নারসিংহী সংস্থিতে পাতু মাং বিপিনেষু চ।
ঐন্দ্রী মাং পাতু চাকাশে তথা সর্ব্বজলে স্থলে। ২৬
সেতুঃ সর্ব্বাঙ্গুলীঃ পাতু দেবাদিঃ পাতু কর্ণয়োঃ।
দেবান্তশ্চিবুকে পাতু পার্শ্বয়োঃ শক্তিপঞ্চমঃ। ২৭
হ্রা পাতু মাং ভুবৌরুর্বো শীতা রক্ষতু জঙ্ঘয়োঃ। ২৮
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি যঃ পাতু রোমকূপেষু সর্ব্বদা।
ত্বচি মাং বৈ সদা পাতু মাং পাতু সর্ব্বদা।
নখদন্তকরেষ্ঠাদৌ স্রো[1] মাং পাতু সর্ব্বেব হি। ২৯
দেবাদিঃ পাতু মাং বস্তৌ দেবান্তঃ স্তনকক্ষয়োঃ। ৩০
এতদাদৌ তু যঃ সেতুর্বাহ্যে মাং পাতু দেহতঃ। ৩১
আজ্ঞাচক্রে সুষুম্নায়াং ষট্চক্রে হৃদি সন্ধিষু।
আদিষোড়শচক্রে চ ললাটাকাশ এব চ।
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রো মাং নিত্যং রক্ষতু তিষ্ঠতু। ৩২
কর্ণনাড়ীষু সর্ব্বাসু পার্শ্বকুক্ষিশিরাসু চ।
রুধিরস্নায়ুমজ্জাসু মস্তিষ্কেষু চ সর্ব্বশঃ।
দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরো মন্ত্রঃ কবচং পাতু সর্ব্বতঃ। ৩৩
বেদো বায়ো নাভিমধ্যে পৃষ্ঠসন্ধিষু সর্ব্বতঃ।
ষড়ক্ষরস্তৃতীয়োঽয়ং মন্ত্রো মাং পাতু সর্ব্বদা। ৩৪

আমার সম্মুখে উগ্রা এবং পশ্চাদ্ভাগে বৈষ্ণবী সর্ব্বদা রক্ষা করুন এবং শোভনা ব্রহ্মাণী নিত্য দক্ষিণ পার্শ্বে রক্ষা করুন। ২৪

বৃষভবাহিনী মহেশ্বরী আমার বাম পার্শ্বে নিত্য রক্ষা করুন। কৌমারী পর্ব্বতে এবং বারাহী জলে রক্ষা করুন। ২৫

নারসিংহী অরণ্য মধ্যে শৃংষ্ট্রীবগণের ভয় হইতে রক্ষা করুন এবং ঐন্দ্রী আকাশে সমুদয় জল ও স্থলভাগে আমাকে রক্ষা করুন। ২৬

সেতু সকল অঙ্গুলী রক্ষা করুন এবং দেবাদি কর্ণদ্বয় সর্ব্বদা রক্ষা করুন। দেবান্ত চিবুকে এবং শক্তিপঞ্চম পার্শ্বদ্বয়ে রক্ষা করুন। ২৭

ভ এবং ব আমার উরুদ্বয়ে এবং জঙ্ঘাদ্বয়ে রক্ষা করুন। ২৮

য সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং রোমকূপের রক্ষা বিধান করুন। য সদা সর্ব্বদা আমার ত্বকে ওষ্ঠে এবং নখ, দন্ত ও কর আদিতে রক্ষা করুন। ২৯

দেবাদি আমার বস্তিদেশে রক্ষা করুন এবং দেবান্ত আমার কক্ষদ্বয়ে রক্ষা করুন। য ইত্যাদি সর্ব্বত্র অবয়বে রক্ষা করুন এবং সেতু দেহের বহির্ভাগে রক্ষা করুন। ৩০-৩১

এই বৈষ্ণবী তন্ত্র মন্ত্র—আমার আজ্ঞা চক্রে, সুষুম্নায়, ষট্চক্রে, হৃদয়ের সন্ধিস্থলে, আদি ষোড়শচক্রে এবং ললাটকোষে নিত্য বিদ্যমান হইয়া রক্ষা করুন। ৩২

সমুদয় গর্ভ, নাড়ী, পার্শ্ব কুক্ষি, শিরানিচয়, রুধির, স্নায়ু, মজ্জা, মস্তিষ্ক এবং সমুদয় সর্ব্বভাগে দ্বিতীয়াষ্টাক্ষর মন্ত্রময় কবচ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। ৩৩

১। স্রী—ইতি পাঠান্তরম্।

নাসারন্ধ্রে মহামায়া কণ্ঠরন্ধ্রে তু বৈষ্ণবী ।
সর্ব্বসন্ধিষু মাং পাতু দুর্গা দুর্গার্ত্তিহারিণী ॥ ৩৫
শ্রোত্রয়োর্হুং ফডিত্যেবং নিত্যং রক্ষতু কালিকা ।
নেত্রবীজত্রয়ং নেত্রে সদা তিষ্ঠতু রক্ষিতুম্ ॥ ৩৬
ওঁ ঐং হ্রীং হ্রৌং নাসিকায়াং রক্ষন্তী চাস্তু চণ্ডিকা ।
ওঁ হ্রীং[১] হুং মাং সদা তারা জিহ্বামূলে তু তিষ্ঠতু ॥ ৩৭
হৃদি তিষ্ঠতু মে সেতুর্জ্ঞানং রক্ষিতুমুত্তমম্ ।
ওঁ ক্রোঁ ফট্ চ মহামায়া পাতু মাং সর্ব্বতঃ সদা ॥ ৩৮
হ্রূং সঃ প্রাণান্ কৌশিকী মাং প্রাণান্ রক্ষতু রক্ষিকা ।
হ্রীং হূং সৌঃ ভর্গদয়িতা দেহশূন্যেষু পাতু মাম্ ॥ ৩৯
নমঃ সদা শৈলপুত্রী সর্ব্বান্ রোগান্ প্রমর্দ্দতাম্ ॥ ৪০
হ্রীং সঃ ফ্রেং ক্রঃ ফডন্তার সিংহব্যাঘ্রভয়াদ্রণাৎ ।
শিবদূতী পাতু নিত্যং হ্রীং সর্ব্বাঙ্গেষু তিষ্ঠতু ॥ ৪১
ওঁ হ্রীং হ্রীং সশ্চণ্ডঘণ্টা কর্ণছিদ্রেষু পাতু মাম্ ॥ ৪২
ক্রৌং সঃ কামেশ্বরী কামানভিতিষ্ঠতু রক্ষতু ।
ওঁ আং হুং ফডুগ্রচণ্ডা রিপূন্ বিঘ্নান্ বিমর্দ্দতাম্ ॥ ৪৩

রেতঃ, বায়ু, নাভিরন্ধ্র এবং সকল প্রকার পৃষ্ঠসন্ধিতে তৃতীয় ষড়ক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা রক্ষা করুন । ৩৪

মহামায়া আমার নাসারন্ধ্রে রক্ষা করুন, বৈষ্ণবী কণ্ঠরন্ধ্রে রক্ষা করুন এবং দুর্গার্ত্তিহারিণী দুর্গা আমার সকল সন্ধিস্থলে রক্ষা করুন । ৩৫

শ্রোত্রদ্বয়ে হুঁ ফট্ এই প্রকারে কালিকা নিত্য রক্ষা করুন এবং নেত্র রক্ষা করিতে বীজত্রয় অবস্থান করুক । ৩৬

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রৌঁ এই বীজান্বিতা চণ্ডিকা নাসাভাগ রক্ষা করত অবস্থান করুন এবং ঐঁ হ্রীঁ হুঁ এই বীজান্বিতা তারা সর্ব্বদা জিহ্বামূলে অবস্থান করুন । ৩৭

সেতু আমার হৃদয়ে অবস্থান করত উত্তম জ্ঞান রক্ষা করুন এবং ওঁ ক্রোঁ ফট্ এই বীজসমন্বিতা মহামায়া আমাকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করুন । ৩৮

ওঁ হ্রূং সঃ এই বীজান্বিতা রক্ষাকারিণী কৌশিকী সর্ব্বদা আমার প্রাণ রক্ষা করুন এবং ওঁ হূং সৌঃ এই বীজান্বিতা ভর্গদয়িতা দেহশূন্য স্থানে আমার রক্ষা করুন । ৩৯

ওঁ নমঃ এই বীজান্বিতা শৈলপুত্রী আমার সকল প্রকার রোগের নাশ করুন । ৪০

ওঁ হ্রীঁ সঃ ফ্রেঁ ক্রঃ অস্ত্রায় ফট্ এই বীজযুতা শিবদূতী নিত্য সকল অঙ্গে স্থিত হইয়া সিংহ-ব্যাঘ্রভয় হইতে এবং যুদ্ধকালে আমাকে রক্ষা করুন । ৪১

ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সঃ এই বীজান্বিতা চণ্ডঘণ্টা আমার কর্ণছিদ্র রক্ষা করুন । ৪২

ওঁ ক্রৌঁ সঃ এই বীজান্বিতা কামেশ্বরী আমার কাম অর্থাৎ অভিলষিত বস্তু-সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিদ্যমান হউন । ওঁ আঁ হুঁ ফট্ এই বীজশালিনী উগ্রচণ্ডা আমাদিগের রিপু এবং বিঘ্ন সকলকে বিমর্দ্দিত করুন । ৪৩

১। ক্লীং—পাঠান্তরম্ ।

*ওঁ অং শূলাৎ পাতু নিত্যং বৈষ্ণবী জগদীশ্বরী ।
কং ব্রহ্মাণী পাতু চক্রাৎ চং রুদ্রাণী তু শক্তিতঃ ॥ ৪৪
টং কৌমারী পাতু বজ্রাৎ তং বারাহী তু কাণ্ডতঃ ॥ ৪৫
পং পাতু নারসিংহী মাং ক্রব্যাদেভ্যস্তথাস্ত্রতঃ ॥ ৪৬
শস্ত্রাস্ত্রেভ্যঃ সমস্তেভ্যো যন্ত্রেভ্যোঽনিষ্টমন্ত্রতঃ ।
চণ্ডিকা মাং সদা পাতু যং সং দেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৭
বিশ্বাসঘাতকেভ্যো মাহেন্দ্রী রক্ষতু বন্নমঃ ॥ ৪৮
ওঁ নমো মহামায়ায়ৈ ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমো নমঃ ।
রক্ষ মাং সর্ব্বভূতেভ্যঃ সর্ব্বত্র পরমেশ্বরি ॥ ৪৯
আধারে বায়ুমার্গে হৃদি কমলদলে চন্দ্রবহ্ন্যর্কসূর্যৌ,
অন্তো বহ্নৌ সন্নিবিষ্টে বিলসতু বরদস্তা মন্ত্রমষ্টাক্ষরত্বং ।
যদ্ব্রহ্মা মূর্দ্ধ্নি ধত্তে হরির্বহতি চন্দ্রচূড়ো ফণিশ্বং,
তৎ মাং পাতু প্রধানং নিখিলমভিমতং পদ্মসর্ব্বাণ্ডবীজম্ ॥ ৫০
আদ্যাঃ দেবাঃ যশোবৈর্যমবলবরৈ-র্বরৈরপি পূর্বৈঃ,
সাম্বাষাঢ়াবিমর্দ্দৈর্বিহ্বরবিদিতং যৎসহস্রঞ্চ সার্দ্ধম্ ।
মন্ত্রাণাং সেতুবন্ধং নিবসতি সততং বৈষ্ণবীতন্ত্রমধ্যে,
তস্মাৎ পায়াৎ পবিত্রং পরমপরমকং ভূতলব্যোমভাগে ॥ ৫১
যন্মাতৃকাষ্টৌ তথাষ্টৌ বসব ইহ ভৈরবাষ্টমূর্ত্তির্দলানি,
প্রোক্তাস্তষ্টৌ তথাষ্টৌ মধুমতিরচিতাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবেয় ।
অষ্টাবষ্টাষ্টসংখ্যা বসতি রতিকলাঃ ক্ষিপ্রকাষ্ঠাহযোগা
মহাষ্টাক্ষরাণি কবচু ন হি গণো যন্মনো মন্ত্রমুখ্যম্ ॥ ৫২

ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই বীজান্বিতা কালরাত্রি খড়্গ হইতে আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ অং এই বীজান্বিতা জগদীশ্বরী বৈষ্ণবী আমাকে শূল হইতে রক্ষা করুন এবং ওঁ কং এই বীজান্বিতা ব্রহ্মাণী আমাকে চক্র হইতে আর ওঁ চং এই বীজান্বিতা রুদ্রাণী আমাকে শক্তি হইতে রক্ষা করুন। ৪৪

ওঁ টং এই বীজযুক্তা কৌমারী আমাকে বজ্র হইতে রক্ষা করুন এবং ওঁ তং এই বীজযুক্তা বারাহী আমাকে কাণ্ড হইতে রক্ষা করুন। ৪৫

ওঁ পং এই বীজযুক্ত নারসিংহী আমাদিগকে ক্রব্যাদ্গণের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। ৪৬

ওঁ যং এই বীজান্বিতা চণ্ডিকা সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র হইতে এবং নিখিল যন্ত্র এবং অনিষ্টকারী মন্ত্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন, দেবীকে নমস্কার করি। ৪৭

বং নমঃ ঐন্দ্রী আমাকে বিশ্বাসঘাতকের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। ৪৮

মহামায়া বৈষ্ণবী দেবীকে ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করি। সেই পরমেশ্বরী আমাকে নিখিল ভূতগণ হইতে রক্ষা করুন। ৪৯

এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অষ্টাক্ষরাত্মক মন্ত্র আমার আধার শক্তিতে বায়ুমার্গে, হৃদয়ে এবং চন্দ্ররশ্মি ও সূর্য্যযুক্ত কমলদলে, বহ্নিস্থানে এবং বহ্নিতে অধিষ্ঠান করুন। যাহাকে—ব্রহ্মা মস্তকে, বিষ্ণু পদদেশে এবং মহেশ্বর কণ্ঠে ধারণ করেন, সেই ব্রহ্মাণ্ড-বীজ সকলের প্রধান মন্ত্র আমাকে রক্ষা করুন। ৫০

---

* 'ওঁ হ্রীং ক্লীং হ্রীং হ্রীঁ কালরাত্রিঃ খড়্গাৎ রক্ষতু মাং সদা'—ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ।

ইতি তে কবচং প্রোক্তং ধর্মকামার্থসাধকম্ ।
ইদং রহস্যং পরমমিদং সর্বার্থসাধকম্ ॥ ৫৩
যঃ সকৃৎ শৃণুয়াদেতৎ কবচং ময়কোদিতম্ ।
স সর্বান্ লভতে কামান্ পরত্র শিবরূপতাম্ ॥ ৫৪
সকৃদ্ যস্তু পঠেদেতৎ কবচং ময়কোদিতম্ ।
স সর্বযজ্ঞস্য ফলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫
সংগ্রামেষু জয়েচ্ছত্রূন্ মাতঙ্গানিব কেশরী ॥ ৫৬
দহেৎ তৃণং যথা বহ্নিস্তথা শত্রূন্ দহেৎ সদা ॥ ৫৭
নাস্ত্রাণি তস্য শস্ত্রাণি শরীরে প্রবিশন্তি বৈ ।
ন তস্য জায়তে ব্যাধির্ন চ দুঃখং কদাচন ॥ ৫৮
গুটিকাঞ্জনপাতাল-পাদলেপরসাঞ্জনম্ ।
উচ্চাটনাদ্যাস্তাঃ সর্বাঃ প্রসীদন্তি চ সিদ্ধয়ঃ ॥ ৫৯
বায়োরিব গতিস্তস্য ভবেদস্যৈরবারিতা ।
দীর্ঘায়ুঃ কামভোগী চ ধনবানপি জায়তে ॥ ৬০
অষ্টম্যাং সংযতো ভূত্বা নবম্যাং বিধিবচ্ছিবাম্ ।
পূজয়িত্বা বিধানেন বিচিন্ত্য মনসা শিবাম্ ।
যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬১
জিতব্যাধিঃ শতায়ুশ্চ রূপবান্ গুণবান্ সদা ।
ধনরত্নৌঘসম্পূর্ণো বিদ্যাবান্ স চ জায়তে ॥ ৬২

যে বৈষ্ণবী মন্ত্রে অষ্টোত্তর সহস্র সেতুবদ্ধ মন্ত্র বিদ্যমান, সেই অ ক চ ট প্রভৃতি অষ্টাক্ষর মন্ত্র সস্বর, স্বরহীন, সানুস্বার, স-বিসর্গ ইত্যাদি বিধিরূপে আমাকে স্বর্গ, ভূতল ও জলে রক্ষা করুন। ধর্ম কাম এবং অর্থের সাধন এই কবচ আমি তোমাকে বলিলাম। ইহা অতি রহস্য এবং সকল প্রকার অর্থের সাধক। ৫১-৫৩

যে ব্যক্তি আমাকর্তৃক উক্ত এই কবচ একবার শ্রবণ করে, সে ইহলোকে সমুদয় কাম প্রাপ্ত হয় এবং পরকালে শিবস্বরূপতা লাভ করে। ৫৪

আমাকর্তৃক কথিত এই কবচ যে ব্যক্তি একবার পাঠ করে, সে সকল প্রকার যজ্ঞের ফল লাভ করে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৫৫

কেশরী যেমন অবলীলাক্রমে হস্তীকে পরাজয় করে, সেইরূপ সে সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাজয় করে। ৫৬

অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ সেও শত্রুদিগকে দগ্ধ করে। ৫৭

তাহার শরীরে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই প্রবেশ করে না এবং তাহার কোন ব্যাধি বা দুঃখ উৎপন্ন হয় না। ৫৮

গুটিকাঞ্জন, পাতাল পাতন, পরযাঞ্জন প্রভৃতি যে সকল সিদ্ধি আছে, সে সকলই ইহা দ্বারা প্রসন্ন হয়। ৫৯

তাহার গতি বায়ুর ন্যায় হইবে এবং তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না এবং সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ, কামভোগী এবং ধনবান হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৬০

অষ্টমীতে সংযত হইয়া নবমীতে ভগবতী দুর্গার বিধিবৎ পূজা করিয়া, যে ব্যক্তি নিজদেহে কবচের বিন্যাস করে, তাহার সম্যক্ ফল শ্রবণ কর। ৬১

নাগ্নির্দহতি তৎকায়ং নাপঃ সংক্লেদয়ন্তি চ।
ন শোষয়তি তং বায়ুঃ ক্রব্যাদস্তং ন হিনস্তি চ ॥ ৬৩
শস্ত্রাণি নৈব ছিন্দন্তি ন তাপয়তি ভাস্করঃ।
ন তস্য জায়তে বিঘ্নো নাস্তি তস্য চ সংজ্বরঃ ॥ ৬৪
বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা গণনায়কাঃ।
সর্ব্বে তস্য বশং যান্তি ভূতগ্রামাশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ৬৫
নিত্যং পঠতি যো ভক্ত্যা কবচং হরনির্ম্মিতম্।
সোঽহমেব মহাদেবো মহামায়া চ মাতৃকা ॥ ৬৬
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ তস্য নিত্যং করে স্থিতাঃ।
অন্যস্য বরদঃ সোঽর্থৈর্নিত্যং ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ৬৭
কবিত্বং সত্যবাদিত্বং সততং তস্য জায়তে।
বদেৎ শ্লোকসহস্রাণি ভবেচ্ছ্রুতিধরস্তথা ॥ ৬৮
লিখিতং যস্য গেহে তু কবচং ভৈরব স্থিতম্।
ন তস্য দুর্গতিঃ কাপি জায়তে তস্য দূষণম্ ॥ ৬৯
গ্রহাশ্চ সর্ব্বে তুষ্যন্তি বশং গচ্ছন্তি ভূমিপাঃ ॥ ৭০
যদ্রাজ্যে কবচঞ্চাস্তি জায়তে তত্র নেতরঃ ॥ ৭১
সেতুর্দেবঃ শক্তিবীজং পঞ্চযোহায় তে নমঃ।
বাগ্ভবেন চৈতাভৈ দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরং প্রিয়ম্ ॥ ৭২

তাহার ব্যাধি হয় না, পরমায়ু শতবর্ষ হয় এবং সে রূপবান্, গুণবান্, ধন এবং রত্নসমূহে পরিপূর্ণ, বিদ্যাবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৬২

অগ্নি তাহার শরীরকে দগ্ধ করে না এবং জলও ক্লিন্ন করে না, বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে পারে না এবং মাংসাশিগণ তাহাকে মারিতে পারে না। ৬৩

শস্ত্র সকল তাহাকে ছেদ করিতে পারে না। সূর্য্য তাহাকে তাপিত করিতে পারেন না। তাহার কোনরূপ বিঘ্ন বা পীড়া হয় না। ৬৪

বেতাল, পিশাচ, রাক্ষস এবং গণনায়ক এই চারি প্রকার ভূতযোনি তাহার বশীভূত হয়। ৬৫

যে এই মহাদেব-নির্ম্মিত কবচ নিত্য পাঠ করে, সে আমার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয় এবং মহাদেব, মহামায়া, মাতৃকাবর্ণ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এ সকল তাহার হস্তের মুষ্টিমধ্যে অবস্থিতি করে। সে পণ্ডিত এবং অপরকে বর দানে সমর্থ হয়। ৬৬-৬৭

সর্ব্বদা তাহার কবিত্ব এবং সত্যবাদিত্ব উৎপন্ন হয়। সে প্রত্যহ এক সহস্র শ্লোক বলিতে পারে ও শ্রুতিধর হয়। ৬৮

হে ভৈরব! যাহার গৃহে এই কবচ লিখিত হইয়া স্থিতি করে, তাহার কোনরূপ দুর্গতি বা দূষণ হয় না। ৬৯

গ্রহ সকল তাহার উপর তুষ্ট এবং রাজা সকল বশীভূত হয়। ৭০

আর যে রাজ্যে এই কবচ অবস্থান করে, সে রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতি উৎপন্ন হয় না। ৭১

সেতু শক্তিবীজ পঞ্চস্বরূপ, তাঁহার কখন হীনতা হয় না। তিনি রুদ্রে বাগ্‌তুল্য এবং দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরাত্মক। ৭২

সেতুর্দেবোহথ বৈষ্ণব্যা বশকরমিদং স্মৃতম্ ॥ ৭৩
এতত্ত্রয়ন্ত জিহ্বাগ্রে সততং যস্য বর্ত্ততে।
তস্য দেবী মহামায়া কায়ে তিষ্ঠতি বৈ সদা ॥ ৭৪
মন্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুস্তৎসেতুঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৫
ক্ষরত্যনোঙ্কৃতঃ পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে ॥ ৭৬
নমস্কারো মহামন্ত্রো দেব ইত্যুচ্যতে সুরৈঃ।
দ্বিজাতীনাময়ং মন্ত্রঃ শূদ্রাণাং সর্ব্বকর্ম্মণি ॥ ৭৭
অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়াৎ সমুদ্ধৃত্য প্রণবং নির্ম্মমে পুরা ॥ ৭৮
স উদাত্তো দ্বিজাতীনাং রাজ্ঞাং স্যাদনুদাত্তকঃ।
প্রচিতস্তোরুজাতানাং মনসাপি তথা স্মরেৎ ॥ ৭৯
চতুর্দ্দশস্বরো যোহসৌ শেষ ঔকারসংজ্ঞকঃ।
স চানুস্বারচন্দ্রাভ্যাং শূদ্রাণাং সেতুরুচ্যতে ॥ ৮০
নিঃসেতু চ যথা তোয়ং ক্ষণান্নিম্নং প্রসর্পতি।
মন্ত্রস্তথৈব নিঃসেতুঃ ক্ষণাৎ ক্ষরতি যজ্বনাম্ ॥ ৮১
তস্মাৎ সর্ব্বত্র মন্ত্রেষু চতুর্বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
পার্শ্বয়োঃ সেতুমাধায় জপকর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ৮২
শূদ্রাণামাদিসেতুর্বা দ্বিঃসেতুর্বা যথেচ্ছতঃ।
দ্বিঃসেতবঃ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বৈব দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৮৩

বৈষ্ণবীর সেতু বশকরাত্মক এবং শুভদায়ক। ৭৩

এই তিনটি সর্ব্বদা যাঁহার জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান হয়; দেবী মহামায়া, সর্ব্বদা তাঁহার শরীরে অধিষ্ঠান করেন। ৭৪

সেতু মন্ত্রের প্রণবস্বরূপ, এই হেতু সেতু প্রণব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ৭৫

ইহা পূর্ব্বে অনঙ্কৃত হয় এবং পরে শেষ হয়। ৭৬

নমস্কার মহামন্ত্র—দেবগণ উহাকে দ্বিজাতিদিগের দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং শূদ্রদিগের উহা সকল কর্ম্মে মহামন্ত্র স্বরূপ। ৭৭

পূর্ব্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা,—অকার, উকার এবং মকার এই তিনটি অক্ষরকে বেদত্রয় হইতে নিষ্কাসিত করিয়া প্রণব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৭৮

সেই ওঁ কার ব্রাহ্মণদিগের উদাত্ত এবং ক্ষত্রিয়দিগের অনুদাত্ত উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। বৈশ্যেরা মনে মনে স্মরণ করিলে প্রশস্ত ফল লাভ করে। ৭৯

চতুর্দ্দশ স্বরের মধ্যে শেষকালে যে ঔকার আছে, উহা অনুস্বার এবং চন্দ্রবিন্দু দ্বারা যুক্ত হইয়া শূদ্রদিগের সেতু হয়। ৮০

জল যেমন আলরহিত হইলে নিম্নদিকে গমন করে, মন্ত্রও সেইরূপ সেতু রহিত হইলে ক্ষরিত হয়। ৮১

এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়, সকল মন্ত্রের উভয় পার্শ্বে সেতু স্থাপন পূর্ব্বক জপ কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। ৮২

শূদ্রেরা ইচ্ছানুসারে মন্ত্রের প্রথমে একবার মাত্র সেতু দিতে পারে অথবা আদি-অন্ত দুই-দিকেই সেতু দিতে পারে। দ্বিজাতিমাত্রেই "দ্বিঃ-সেতু" বলিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ তাহাদের আদি-অন্ত দুই দিকেই সেতু দেওয়া বিধেয়। ৮৩

ঔর্ব্ব উবাচ—

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কবচং ত্র্যম্বকোদিতম্।
অভেদ্যং কবচং তত্তু কবচাষ্টকমুত্তমম্ ॥ ৮৪
মহামায়ামন্ত্রকল্পং কবচং মন্ত্রসংবৃতম্।
মন্ত্রাক্ষরসমাযুক্তং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ৮৫
এতৎ ত্বং নৃপশার্দ্দূল নিত্যভক্তিযুতঃ পঠন্।
জপন্ মন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণব্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ৮৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে মহামায়ামন্ত্রকল্পো
নাম ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শ্রুত্বেমং সগরো রাজা সংবাদং ভৈরবেণ বৈ।
বেতালেনাপি ভর্গস্য পুনরৌর্ব্বমপৃচ্ছত ॥ ১

সগর উবাচ—

মন্ত্রং কলেবরগতং সাঙ্গং প্রোক্তং ত্বয়া দ্বিজ।
অঙ্গমন্ত্রাণি যে দেব্যাঃ কথ্যতাং তে দ্বিজোত্তম ॥ ২
তথা মন্ত্রাণি সর্ব্বাণি পূজাস্থানানি সর্ব্বশঃ।
তথৈবোত্তরমন্ত্রাণি কবচানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩

ঔর্ব্ব বলিলেন,—মহাদেব কর্ত্তৃক কথিত সকল কবচই তোমার নিকট বলিলাম। এই কবচাষ্টক উত্তম একটি অভেদ্য কবচ-স্বরূপ। ৮৪

এই মন্ত্রসংযুক্ত মন্ত্রকল্প কবচ মহামায়া মন্ত্রকল্প এবং তিনলোকে দুর্লভ। ৮৫

হে নৃপশার্দ্দূল! নিত্য ভক্তিসহকারে এই কবচ পাঠ কর এবং বৈষ্ণবী দেবীর মন্ত্র জপ কর, তাহা হইলে সকল বিষয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ৮৬

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

অঙ্গ-মন্ত্র কথন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—মহারাজ সগর বেতাল ও ভৈরবের সহিত ভর্গের এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার ঔর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

হে দ্বিজসত্তম! আপনি আমাকে সাবয়ব অঙ্গি-মন্ত্র বলিলেন, এক্ষণে অঙ্গমন্ত্র সকল কীর্ত্তন করুন। ২

তাহাদের যেরূপ অস্ত্র, যেরূপ পূজাসন, যেরূপ পরিশিষ্ট মন্ত্র এবং যেরূপ কবচ এই সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করুন। ৩

কামাখ্যায়াশ্চ মহাত্ম্যং সরহস্যং সমন্ত্রকম্ ।
যথা প্রাহ ভগবান্ মহাদেব উমাপতিঃ ॥ ৪
বেতালভৈরবাভ্যাং তং সমাচক্ষ্ব সবিস্তরাৎ ।
শৃণ্বতো ন হি মে তৃপ্তির্জায়তে মহদদ্ভুতম্ ॥ ৫
ভবতা কথ্যমানং হি পরং কৌতূহলং মম ॥ ৬

ঔর্ব্ব উবাচ—

শৃণু ত্বং রাজশার্দ্দূল যৎপুত্রাভ্যামুমাপতিঃ ।
উবাচ মহদাখ্যানং তন্মে নিগদতোঽধুনা ॥ ৭
এতদ্রহস্যং পরমং পবিত্রং পাপনাশনম্ ।
পরং স্বস্ত্যয়নং পুংসাং গর্ভে পুংসবনং শুভম্ ॥ ৮
কল্যাণকারকং তন্ত্রং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ।
শঠায় চলচিত্তায় নাস্তিকায়াজিতাত্মনে ॥ ৯
দেবদ্বিজগুরূণাঞ্চ মিথ্যানির্বন্ধকারিণে ।
স্ব পাপিষ্ঠায়াভিশপ্তায় যক্ষ্মকাসাদিরোগিণে ॥ ১০
ন কথ্যং ন চ বা দেয়ং শ্রদ্ধাবিরহিতায় চ ।
মহামায়ামন্ত্রকল্পং প্রোক্ত্বা তাভ্যামুমাপতিঃ ॥ ১১
বেতালভৈরবাভ্যাঞ্চ পুনরেবাভ্যভাষত ॥ ১২

ভগবানুবাচ—

অঙ্গমন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি প্রোক্তবাংস্তন্ত্রমুত্তমম্ ।
তদেব প্রথমং বিদ্ধি সর্ব্বপূজাসু সঙ্গতম্ ॥ ১৩

ভগবান্ উমাপতি বেতাল ও ভৈরবের নিকট যে মন্ত্র এবং রহস্যের সহিত কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহাও আমার নিকট বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। ৪-৫

এই মহদদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না, আপনি যতই বলিতেছেন, ততই আমার কৌতূহল বৃদ্ধি পাইতেছে। ৬

ঔর্ব্ব বলিলেন ;—হে রাজশার্দ্দূল! ভগবান্ উমাপতি পুত্রদ্বয়ের নিকট যে মহৎ আখ্যান বলিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৭

ইহা একটি পরম পবিত্র পাপনাশক রহস্য, ইহা মনুষ্যদিগের একটি শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন এবং গর্ভকালে ইহা পুংসবনের কার্য্য করে। ৮

ইহা কল্যাণকারক মঙ্গলময় এবং চতুর্ব্বর্গফল প্রদান করে। শঠ, চঞ্চলচিত্ত, নাস্তিক, অজিতেন্দ্রিয়, দেব দ্বিজ এবং গুরুর সহিত মিথ্যা নির্বন্ধকারী, পাপিষ্ঠ, অভিশপ্ত, যক্ষ্ম কাসাদি রোগ-বিশিষ্ট এবং শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বলিবেও না এবং দিবেও না। ৯-১২

ভগবান্ উমাপতি বেতাল ও ভৈরবের নিকট মহামায়ামন্ত্রকল্প কথনের কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—আমি তোমাদের নিকট প্রধান মন্ত্র বলিতেছি, ইহাকে সর্ব্ব-পূজা-সঙ্গত এবং প্রথম বলিয়া জানিও। ১৩

আচান্তঃ শুচিতাং প্রাপ্তঃ স্নাতো দেবপূজনে ।
পূজাবেদ্যা বহিঃ স্থিত্বা চতুর্হস্তান্তরে স্থিরা ।
গৃহে বা দ্বারদেশস্থঃ প্রণম্য শিরসা গুরুম্ ।
প্রণমেদিষ্টদেবঞ্চ দিক্পালানপি চেতসা ॥ ১৪
যৎপূর্ব্বমর্জ্জিতং পাপং তদ্দিনেঽন্যদিনেঽপি বা ।
প্রায়শ্চিত্তৈর্নাশয়েৎ তচ্চ পাপং স্মরেদ্ধিয়া ॥ ১৫
তৎপাপস্থাপনোদায় মন্ত্রদ্বয়মুদীরয়েৎ ॥ ১৬
দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম ।
তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হুং ফট্ চ তে নমঃ ॥ ১৭
সূর্য্য সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ বৈ ।
এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥ ১৮
ততঃ পুন হুঁং ফডিতি পার্শ্বমূর্দ্ধমধস্তথা ।
আত্মানং ক্রোধদৃষ্ট্যাথ নিরীক্ষ্য সুমনা ভবেৎ ॥ ১৯
এবং কৃতে প্রথমতঃ পাপোৎসারণকর্ম্মণি ।
যৎ স্যাদ্দূরতরং পাপং তদ্দূরে চাবতিষ্ঠতে ॥ ২০
অতীতে পূজনে স্থানং স্বং প্রয়াতি পুনশ্চ যৎ ।
যৎ স্যাদল্পতরং পাপং তন্নাশমুপগচ্ছতি ॥ ২১
ওঁ অঃ ফডিতিমন্ত্রেণ পূজাবেদীং ততো বিশেৎ ।
পূজনে ত্যক্তপাপস্য কামসিদ্ধিং ক্ষণাল্লভেৎ ॥ ২২
নারাচমুদ্রয়া দৃষ্ট্যা সমন্তা স প্রলোকয়েৎ ॥ ২৩

দেব-পূজাকালে বিধিপূর্ব্বক স্নান ও আচমন করিয়া শুদ্ধ হইয়া পূজা-বেদীর বাহিরে আনুমানিক চতুর্হস্ত দূরে গৃহের চত্বর দেশে থাকিয়া মনে মনে গুরুকে, অভীষ্ট দেবতাকে এবং দিক্পালগণকে প্রণাম করিবে। ১৪

পূর্ব্বে সেই দিবসে বা অন্য দিবসে যে সকল পাপ অর্জ্জিত হইয়াছে, মনে মনে সেই সকল পাপ স্মরণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার খণ্ডন করিবে। ১৫

সেই সকল পাপের অপনোদনার্থ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে। ১৬

হে দেবি! আমার প্রাকৃত-চিত্ত পাপ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, আপনি আমার চিত্ত হইতে সেই পাপ দূরীভূত করুন হুঁং ফট্ তোমাকে নমস্কার করি। ১৭

সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল এবং পঞ্চ মহাভূত এই নবজন ইহলোকে শুভ এবং অশুভ কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ। ১৮

তাহার পর ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা হুঁং ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আপনার পার্শ্বদ্বয় ঊর্দ্ধ এবং অধোদেশ নিরীক্ষণ করিয়া সুস্থির হইবে। ১৯

এইরূপ পাপোৎসারণ কার্য্য করিলে দূরতর পাপ সকলও দূরে অবস্থান করে। ২০

পূজা শেষ হইলে তাহারা পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার স্থান প্রাপ্ত হয়, আর অল্প অল্প পাপ সকল একেবারেই নাশ প্রাপ্ত হয়। ২১

তাহার পর ওঁ অঃ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা-বেদীর নিকট গমন করিবে। পাপ-রহিত মনুষ্যের পূজন সময়ে ক্ষণকালের মধ্যে ইষ্ট লাভ হয়। ২২

পুষ্পনৈবেদ্যগন্ধাদি হ্রীং হুং ফডিতি মন্ত্রকৈঃ ॥ ২৪
যদাত্মনানবজ্ঞাতং সম্যক্ পুষ্পাদি দূষণম্ ।
অস্পৃশ্যস্পর্শনং বাপি যদকার্য্যাজ্জিতঞ্চ বা ॥ ২৫
তথা নির্ম্মাল্যসংস্পৃষ্ট-কীটাদ্যাঘ্রাণঞ্চ যৎ ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি নৈবেদ্যাদ্যবলোকনাৎ ॥ ২৬
ততো রমিতি মন্ত্রেণ শিখাং দীপস্য সংস্পৃশেৎ ।
স তস্য শুভদো দীপো ভবেৎ স্পর্শনমাত্রতঃ[1] ॥ ২৭
পতঙ্গকীটকেশাদি-দাহাৎ ক্রব্যাদসংহতঃ ॥ ২৮
বসামজ্জাস্থিসম্পৃক্তি-যজ্ঞাদ্যানুপযোজনম্ ।
অজ্ঞাতরূপং তৎসর্ব্বং দোষং স্পর্শাদ্বিনাশয়েৎ ॥ ২৯
নারসিংহেন মন্ত্রেণ দেবতীর্থেন সংস্পৃশেৎ ।
পানীয়ং ঘটমধ্যস্থং বীক্ষ্যাভ্যুক্ষ্য সাধকঃ ॥ ৩০
বামেন পাণিনা ধৃত্বা বামপার্শ্বে স্থিতং তদা ।
পাত্রাধারমন্ত্রেণ সংকুর্ব্বন্ সংস্পৃশেজ্জলম্ ॥ ৩১
যজ্জলানাদপেয়াদি সংসৃষ্টিরিহ সন্ততা ।
যদ্যদ্দূষণং পাত্রে তোয়ে বা জ্ঞানতো ভবেৎ ॥ ৩২
জলাশয়ং শবস্পর্শাজ্জলং স্নানাচ্চ সন্ততম্ ।
দূষণানি বিনশ্যন্তি তানি বৈ দেবপূজনে ॥ ৩৩
প্রজাপতিযুতো হান্তগাত্রঃ স্বরসমন্বিতঃ ।
চন্দ্রার্দ্ধবিন্দুসহিতো মন্ত্রোঽয়ং নারসিংহকঃ ॥ ৩৪

তাহার পর নারাচ-মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক সমীপবর্ত্তী স্থান অবলোকন করিবে এবং হ্রীঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা পুষ্প, নৈবেদ্য এবং গন্ধাদি অবলোকন করিবে। ২৩-২৪

যদি পুষ্পাদির অস্পৃশ্যস্পর্শন, কোন অকার্য্যরূপে অর্জিত হওন, নির্ম্মাল্য-স্পর্শ বা দুষ্ট কীটাদির আঘ্রাণ প্রভৃতি দূষণ নিজের সম্যক্‌রূপে অজ্ঞাত থাকে, নৈবেদ্যাদির অবলোকন দ্বারাই উক্ত দোষসকল বিনষ্ট হয়। ২৫-২৬

তাহার পর রং এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দীপশিখা স্পর্শ করিবে। এইরূপ করিলে সেই শুভপ্রদ দীপ ক্রব্যাদতা মুক্ত হইয়া সাধকের পূজার শুভফল প্রদান করে। ২৭

পতঙ্গ, কীট এবং কেশাদির দাহনহেতু দীপের ক্রব্যাদতা প্রাপ্তি হয় এবং যজ্ঞাদির উপযোগী নিহত পশুর বসা, মজ্জা ও অস্থি সংসর্গেও দীপের ক্রব্যাদতা হইয়া থাকে, ঐ সকল অজ্ঞাত দোষও বিনষ্ট হয়। ২৮-২৯

তাহার পর সাধক, ঘট-মধ্যস্থিত জল বীক্ষণ এবং অভ্যুক্ষণ করিয়া নরসিংহ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবতীর্থ দ্বারা স্পর্শ করিবে। ৩০

বাম-পার্শ্ব-স্থিত জলঘট বামহস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া আধার মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক পাত্রসংস্কার করিয়া জল স্পর্শ করিবে। ৩১

অজ্ঞানবশতঃ জলে যদি কোন প্রকার দূষণ হয়, জলাশয়ে শবদেহের স্পর্শ বা স্নানহেতু যে দূষণ হয়, ঐ সকল দূষণ দেবপূজাকালে বিনষ্ট হয়। ৩২-৩৩

১। শুভদো দীপো নিক্রব্যাদঃ শুভপ্রদঃ —ইতি পাঠান্তরম্।

বসংজ্ঞাদ্যক্ষরং বিন্দুচন্দ্রার্দ্ধেনবিবোধিতম্ ।
আধারমন্ত্রং জানীয়াৎ সাধকঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৩৫
তত আধারমন্ত্রেণ পাণিভ্যামাসনং স্বকম্ ।
আদায় বিনিধায়াথ পুনঃ সংস্পৃশ্য পাণিনা ॥ ৩৬
আত্মমন্ত্রেণোপবিশেৎ তদা তস্মিন্ বরাসনে ॥ ৩৭
দুঃশিল্পিরচিতত্বাদি যথ্যাসনদূষণম্ ।
অজ্ঞাতং বিলয়ং যাতি উপবেশাৎ সমন্ত্রকাৎ ॥ ৩৮
আদ্যন্ত বাক্ষরং পূর্ব্বং সোমসাগ্নিসমন্বিতম্ ।
সবিন্দুকং বিজানীয়াদাত্মমন্ত্রং সাধকঃ ॥ ৩৯
ততস্ত মাতৃকান্যাসং নাদবিন্দুসমন্বিতম্ ।
কুর্য্যাৎ তু মাতৃকামন্ত্রৈঃ স্বশরীরে বিচক্ষণঃ ॥ ৪০
কল্পেষু চ যদজ্ঞাতং মন্ত্রোচ্চারণকর্ম্মণি ।
মন্দ্রষ্টং বা তথা স্পষ্টং মাত্রাভ্রষ্টাদিদূষণম্ ।
তন্ন্যস্তা মাতৃকামন্ত্রা নাশয়ন্তি সদৈব হি ॥ ৪১
ব্যঞ্জনানি চ সর্ব্বাণি তথা বিষ্ণ্বাদয়ঃ স্বরাঃ ।
সর্ব্বে তে মাতৃকা মন্ত্রাশ্চন্দ্রবিন্দুবিভূষণাঃ ॥ ৪২
সর্ব্বে ন্যাসাঙ্গমন্ত্রেষু যন্ত্রেষু ন্যূনপূরণম্ ।
মন্ত্রে কল্পে চ কুর্ব্বন্তি বিন্যস্তা মাতৃকাঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩

প্রজাপতিযুক্ত হ্রঁকারান্ত প্রান্তভাগে স্বর-সমন্বিত এবং চন্দ্রার্দ্ধবিন্দু-সংযুক্ত যে মন্ত্র, তাহার নাম নারসিংহ মন্ত্র। ৩৪

ব সংজ্ঞক আদ্যক্ষর বিন্দু এবং চন্দ্রার্দ্ধযুক্ত মন্ত্রকে সাধক, আধারমন্ত্র বলিয়া জানিবে। উহা সর্ব্বকার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত হয়। ৩৫

তদনন্তর আধারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা নিজের আসন গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ সেই আসন এক হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া আত্মমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিবে। ৩৬-৩৭

মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিলে আসনের দুঃশিল্পি রচিতত্ব বা অন্য কোনরূপ দোষ এবং অজ্ঞান, বিলয় প্রাপ্ত হয়। ৩৮

প্রথমে বসংজ্ঞক অক্ষর অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দু-বিশিষ্ট মন্ত্রকে সাধক, আত্মমন্ত্র বলিয়া জানিবে। ৩৯

তদনন্তর বিচক্ষণ সাধক, স্বীয় শরীরে মাতৃকা মন্ত্র দ্বারা নাদ ও বিন্দুযুক্ত মাতৃকা-ন্যাস করিবে। ৪০

মাতৃকা মন্ত্র সকল ন্যস্ত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলে কর্ম্মে যে সকল বিধি অজ্ঞাত থাকে এবং যে মাত্রাদি ভ্রষ্ট দোষ এবং যাহা অস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়, সেই সকল সর্ব্বদা বিনষ্ট হয়। ৪১

সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ এবং বিষ্ণু আদিস্বর ইহারা সকলে চূড়া অর্থাৎ মস্তকে বিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইয়া মাতৃকা মন্ত্র বলিয়া গণ্য হয়। ৪২

সমুদয় অঙ্গ-মন্ত্রের ন্যাস কার্য্যে যদি কিছু ন্যূনতা থাকে, মাতৃকাগুলি মন্ত্রবিধিতে দূসমস্ত হইয়া সেই ন্যূনতার পূরণ করে। ৪৩

একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
প্লুতস্ত্রিমাত্রো বিজ্ঞেয়ো বর্ণা এতা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৪
সর্বেষামেব বর্ণানাং মাত্রাদেব্যস্তু মাতৃকাঃ।
শিবদূতীপ্রভৃতয়-স্তন্ন্যাসাত্তত্তনুস্থিতাঃ ॥ ৪৫
পূরয়ন্তি চ তান্ ন্যূনাংশ্চতুর্বর্গং তথাচিরাৎ।
দদত্যেব সদা রক্ষাং কুর্বন্তি সুরপূজনে ॥ ৪৬
চতুর্বর্গপ্রদশ্চায়ং সর্বকামফলপ্রদঃ।
সর্বদা মাতৃকান্যাস-তুষ্টিপুষ্টিপ্রদায়কঃ ॥ ৪৭
যঃ কুর্যাৎ মাতৃকান্যাসং বিনাপি সুরপূজনাৎ।
তস্মাদ্বিভেতি সততং ভূতগ্রামশ্চতুর্বিধঃ ॥ ৪৮
তং দ্রষ্টুমপি দেবাশ্চ স্পৃহয়ন্তি মহৌজসম্।
স সর্বস্য বশং কুর্যান্ন চ যাতি পরাভবম্ ॥ ৪৯
কুসুমং বিষ্ণুমন্ত্রেণ অঙ্গুল্যগ্রেণ সাধকঃ।
বিমর্দনার্থং গৃহ্ণীয়াৎ করশোধনকর্মণি ॥ ৫০
উপান্তঃ সার্দ্ধচন্দ্রেণ রঞ্জিতঃ বিন্দুসংযুতঃ।
রুদ্রান্তোপরিসংসৃষ্টো মন্ত্রোঽয়ং বৈষ্ণবো মতঃ ॥ ৫১
প্রাসাদেন তু মন্ত্রেণ অঙ্গুল্যগ্রেণ সাধকঃ।
গৃহীত্বা চ ততঃ কুর্যাৎ করাভ্যাং পুষ্পমর্দনম্ ॥ ৫২
নির্মথেৎ কামবীজেন জিঘ্রেদ্ আঘ্রেণ তৎ পুনঃ।
প্রাসাদেন পরিত্যাগো দিক্ষ্বৈশান্যাং বিশেষতঃ ॥ ৫৩

একমাত্র বর্ণকে হ্রস্ব, দ্বিমাত্র বর্ণকে দীর্ঘ এবং ত্রিমাত্র বর্ণকে প্লুত বলা হয়। বর্ণ সকল এইরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে। ৪৪

সকল বর্ণেরই মাত্রা-দেবতা শিবদূতী প্রভৃতি মাতৃকা; অতএব ঐ সকল বর্ণের বিন্যাস করিলে ঐ মাতৃকাগণ শরীরে অবস্থান করেন। ৪৫

ঐ সকল মাতৃকাগণ ন্যূনতা পূরণ করেন, অচিরকালে চতুর্বর্গ প্রদান করেন এবং দেবপূজন কালে রক্ষার বিধান করেন। ৪৬

এই মাতৃকান্যাস চতুর্বর্গপ্রদ, সর্বকাম-ফলপ্রদ এবং সর্বদা তুষ্টি ও পুষ্টির প্রদায়ক। ৪৭

যে সাধক, মাতৃকান্যাস করে, সে দেবপূজা না করিলেও তাহা হইতে চারিজাতীয় ভূতগণ সর্বদা ভীত হয়। ৪৮

সেই মহাতেজস্বী পুরুষকে দেখিবার নিমিত্ত দেবগণও কামনা করেন। সে, সকলকে নিজের বশীভূত করে এবং কখনও পরাভব প্রাপ্ত হয় না। ৪৯

সাধক, হস্ত শোধন নিমিত্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা বিষ্ণুমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বিমর্দনার্থ একটি পুষ্প গ্রহণ করিবে। ৫০

উপান্তভাগ অর্দ্ধচন্দ্ররঞ্জিত বিন্দুযুক্ত এবং অন্তে ও উপরিভাগে রুদ্রসংস্পৃষ্ট মন্ত্রকে বিষ্ণুমন্ত্র বলে। ৫১

সাধক প্রাসাদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা পুষ্প গ্রহণ করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা উহার মর্দন করিবে। ৫২

তাহার পর কামবীজ উচ্চারণ করিয়া উহাকে নির্মথন, হস্তের পৃষ্ঠভাগে

এবং কৃতে তু করয়োর্বিশুদ্ধিরতুলা ভবেৎ।
জলৌকাগৃহপালাদিস্পর্শাচ্ছুদ্ধির্বিশোধনাৎ ॥ ৫৪
দুর্গন্ধ্যুচ্ছিষ্টসংস্পর্শাদ্‌দূষণং করয়োস্তু যৎ।
অত্যন্তদূষণং তৎসর্ব্বং নাশয়েৎ সুবিধানতঃ ॥ ৫৫
অঙ্গুল্যগ্রাণি শুদ্ধানি পুষ্পাণাং গ্রহণাদ্ভবেৎ।
তলদ্বয়ং মর্দ্দনাত্তু বিশুদ্ধমভিজায়তে ॥ ৫৬
নির্ঘর্ষণাৎ পাণিপৃষ্ঠং ঘ্রাণাদ্‌ঘ্রাণাগ্রমুত্তমম্।
তীর্থানি চ সমায়ান্তি নাসিকায়াং করং প্রতি ॥ ৫৭
তস্মাৎ যত্নেন কার্য্যাণি কর্ম্মাণ্যেতানি ভৈরব।
প্রান্ত্যাদির্বাসুদেবেন বর্ণেনাপি চ সংহিতঃ ॥ ৫৮
শশ্চন্দ্রকাবিন্দুযুক্তঃ প্রাসাদশ্চ স উচ্যতে ॥ ৫৯
কামবীজন্তু বিজ্ঞেয়ং বাসুদেবেন্দুবিন্দুভিঃ।
যাজনকান্তক প্রান্তষষ্ঠ্যা তু পূর্ব্বকম্ ॥ ৬০
আদ্যন্তষষ্ঠ্যয়ং পঞ্চাষ্টকং প্রণবোত্তমম্।
ব্রহ্মবীজমিদং প্রোক্তং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৬১
প্রণবং দীর্ঘমুচ্চার্য্য প্রথমং মুখশুদ্ধয়ে।
বাসুদেবস্য বীজেন প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৬২
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্।
তদেব পূজকে তত্র চিন্তয়েৎ পূরকাদিভিঃ ॥ ৬৩

রক্ষা করিবে এবং ব্রহ্মবীজ দ্বারা উহার আঘ্রাণ লইবে। অনন্তর পুনর্ব্বার প্রাসাদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঈশান কোণে উহাকে পরিত্যাগ করিবে। ৫৩

এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে করের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি হইবে। হস্তের শোধন দ্বারা জলৌকা (জোঁক) এবং গৃহপাল আদি অস্পৃশ্য জন্তুর স্পর্শ জন্য দোষ নষ্ট হয়। ৫৪

দুর্গন্ধ এবং উচ্ছিষ্টবস্তু স্পর্শে হস্তদ্বয়ের যে অত্যন্ত দোষ হয়, বিধানপূর্ব্বক করশোধন করিলে সে সকল বিনষ্ট হয়। ৫৫

পুষ্পের গ্রহণেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ বিশুদ্ধ হয় এবং মর্দ্দনদ্বারা তলদ্বয়ের শুদ্ধি হয়। নির্ঘর্ষণদ্বারা হস্তের পৃষ্ঠভাগ বিশুদ্ধ হয়। ৫৬

ঘ্রাণ দ্বারা নাসিকার অগ্রভাগ পবিত্র হয়। এবং সমুদায় তীর্থ নাসিকার অগ্রভাগ এবং হস্তদ্বয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। ৫৭

অতএব হে ভৈরব! এই সকল কার্য্যের যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবে। প্রান্ত এবং আদিভাগ বাসুদেববর্ণে সংযুক্ত ও অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুর সহিত মিলিত মন্ত্রকে প্রাসাদ মন্ত্র বলা হয়। ৫৮–৫৯

বাসুদেব মন্ত্র চন্দ্রবিন্দুযুক্ত আদ্য এবং অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব ষষ্ঠবর্ণযুক্ত বীজকে কামবীজ বলা হয়। আদ্য এবং অন্ত্য ষষ্ঠবর্ণযুক্ত প্রণবকে ব্রহ্মবীজ বলা হয়, ইহা সমুদয় পাপ নাশক। ৬০–৬১

প্রথম মুখশুদ্ধির নিমিত্ত দীর্ঘ প্রণব উচ্চারণ করিয়া পরে বাসুদেব বীজদ্বারা প্রাণায়াম করিবে। ৬২

যে দেবতার যাদৃশ রূপ, যাদৃশ ভূষণ এবং বাহন, পূরকাদি মন্ত্রদ্বারা তাহার সেইরূপ চিন্তা করিবে। ৬৩

বৈকবীতত্রমন্ত্রস্য কণ্ঠাদ্যং যৎপুরঃসরম্ ।
তদ্বীজং বাসুদেবস্য পূর্ণচন্দ্রনিভং সদা ॥ ৬৩
গঙ্গাবতারবীজেন প্রথমং ধেনুমুদ্রয়া ।
অমৃতীকরণং কুর্য্যাদর্ঘপাত্রাহিতে জলে ॥ ৬৪
শশিখণ্ডযুতঃ কণ্ঠঃ পঞ্চমীবলবীজকঃ ।
গঙ্গাবিতারমন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বপাপপ্রণাশকঃ ॥ ৬৬
মায়াদ্বয়যুতো বিষ্ণুর্বলবীজমুদাহৃতম্ ॥ ৬৭
অমৃতীকরণে যুক্তে তোয়ং যদ্দীয়তেঽমৃতম্ ।
ভূত্বা প্রয়াতি দেবস্য প্রীতয়ে সুরপূজনে ॥ ৬৮
গঙ্গাপি যস্মাদায়াতি পূজাপাত্রজলং প্রতি ।
অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ কর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৬৯
স্বস্তিকং গোমুখং পদ্মমর্দ্ধস্বস্তিকমেব চ ।
পর্য্যঙ্কমাসনং শস্তমভীষ্টসুরপূজনে ॥ ৭০
পাদযন্ত্রমিদং প্রোক্তং সর্ব্বমন্ত্রোত্তমোত্তমম্ ॥ ৭১
তদ্গৃহ্ণীয়াদ্বরাহস্য বীজেন প্রথমং বুধঃ ।
মায়াদিরগ্নিবীজস্য চতুর্থঃ সমবাস্তিকঃ[1] ।
ষষ্ঠ[2]স্বরোপরিস্থেন্দো বারাহং বীজমুচ্যতে ॥ ৭২
বারাহবীজসংযুক্তং মন্ত্রপাদদ্বয়ে কৃতম্ ।
পশ্যন্নভীষ্টদেবস্তু পাদদোষং ন পশ্যতি ॥ ৭৩
ন যুক্তমন্যথা পাদার্পণং সুরপূজনে ।
মন্ত্রেণ[3] নন্দতেঽভীষ্টং-ত্বন্যাসমপরো ভবেৎ ॥ ৭৪

বৈকবীতত্র মন্ত্রের কণ্ঠাদ্য যার পুরঃসর, উহাই বাসুদেবের বীজ, দেখিতে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ ; প্রথম অর্ঘ্যপাত্রাপিত জলে ধেনু মুদ্রাদ্বারা গঙ্গাবতার বীজদ্বারা অমৃতীকরণ করিবে । ৬৪-৬৫

বল বীজযুক্ত কণ্ঠের পর চন্দ্রবিন্দুযুক্ত হইলে গঙ্গাবতার মন্ত্র হয়, উহা সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশক । মায়া বীজদ্বয় ও বিষ্ণুমন্ত্রের নাম বলবীজ । ৬৬-৬৭

অমৃতীকরণ করিবার যে জল দেওয়া হয়, তাহা পূজাকালে অমৃত হইয়া দেবতার প্রীতির নিমিত্ত গমন করে । ৬৮

গঙ্গাও স্বয়ং পূজাপাত্রের জলে আগমন করেন, অতএব সকল কর্ম্ম এবং অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত অমৃতীকরণ করিবে । ৬৯

স্বস্তিক, গোমুখ, পদ্ম, অর্দ্ধস্বস্তিক এবং পর্য্যঙ্ক—অভীষ্ট দেবপূজন কালে ইহার অন্যতম আসন আশ্রয় করিতে হয় । ৭০

এই আসন পাদমন্ত্র এবং সমুদয় মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ, অতএব পণ্ডিত, বরাহ-বীজ উচ্চারণ করিয়া ঐ আসন গ্রহণ করিবে । ৭১

অগ্নিবীজের যাহা আদি, সমাপ্তির সহিত চতুর্থ ষষ্ঠস্বরের উপরিস্থ চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত—ইহার নাম বরাহ-বীজ । ৭২

অভীষ্ট-দেবতা বরাহ-বীজ সংযুক্ত মন্ত্রকে পাদদ্বয়ে কৃত দেখিয়া পাদদোষ সকলের উপর দৃষ্টি করেন না । ৭৩

১। সমবাস্তিকঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।
২। ষষ্ঠ । ৩। মন্ত্রেণ……পরো ভবেৎ ।

পাণিকচ্ছপিকাং কুর্য্যাৎ কূর্ম্মমন্ত্রেণ সাধকঃ।
তত্র সংস্কৃতপুষ্পেণ পূজয়েদাত্মনো বপুঃ ॥ ৭৫
পূজিতে তেন পুষ্পেণ দেবত্বং তস্য জায়তে ॥ ৭৬
দ্বিতীয়ং বৈষ্ণবীতন্ত্রং বীজং বিন্দুসংযুতম্।
ষষ্ঠস্বরোপরিচরং কূর্ম্মবীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৭
শয়নপ্লবনস্থানৌ রক্তস্য দশমস্য তু।
ভেদনং সাধকঃ কুর্য্যান্মন্ত্রেণ প্রণবেন তু ॥ ৭৮
বীজেন বাসুদেবস্য আকাশে বিনিধাপয়েৎ।
প্রাণেন সহিতং বীজং তৎপূর্ব্বং[1] প্রতিপাদিতম্।
অজ্ঞাতা প্রযতামাত্র মণ্ডলস্থানমার্জ্জনাৎ ॥ ৭৯
দ্রব্যাণাং দ্বিপ্রকারঃ স্যাৎ সংসর্গাণাং তথৈব চ।
মধুকৈটভয়োর্মেদঃ-সম্পাতৈর্দৃঢ়তাং গতা ॥ ৮০
মেদিনী সর্ব্বদাশুদ্ধা সুরপূজাসু সর্ব্বতঃ।
অদ্যাপি সর্ব্বে ত্রিদশা ন স্পৃশন্তি পদা ক্ষিতিম্ ॥ ৮১
ন চ স্বীয়তনুচ্ছায়াং যোজয়ন্তি চ ভূতলে ॥ ৮২
তস্য দোষস্য মোক্ষার্থং মন্ত্ররাজং[2] লিখেৎ ক্ষিতৌ।
প্রোক্ষণাদীক্ষণাচ্চাপি শুদ্ধা ভবতি মেদিনী ॥ ৮৩
বীক্ষণং বর্ম্মবীজেন ঋত্বিজস্য সমাচরেৎ ॥ ৮৪
দান্তো বলেন সংযুক্তশ্চন্দ্রাবিন্দুসমন্বিতঃ।
বর্ম্মবীজমিতি প্রোক্তং সর্ব্বকামার্থ-সাধনম্ ॥ ৮৫

দেবতা পূজার সময় অন্যপ্রকারে পাদদর্শন যুক্তিযুক্ত নয়। যত্ন দ্বারাই অভীষ্ট লাভ হয়, এই জন্য পাদদ্বয় যত্নযুক্ত করিবে। ৭৪

তাহার পর সাধক, কূর্ম্মমন্ত্রদ্বারা পাণি কচ্ছপাকার করিয়া তাহাতে সংস্কৃত পুষ্পদ্বারা আপনার শরীর পূজা করিবে। ৭৫

সেই পুষ্পদ্বারা আপনাকে পূজা করিলে নিজের দেবত্ব উৎপন্ন হয়। ৭৬

চন্দ্রবিন্দু-সংযুক্ত দ্বিতীয় বৈষ্ণবীতন্ত্রের বীজ ষষ্ঠস্বরের উপর অবস্থিত হইলে কূর্ম্মবীজ হয়। ৭৭

সাধক, শয়ন ও প্লাবনের পূর্ব্বে প্রণবমন্ত্র-দ্বারা দশম রক্তের ভেদ করিবে। ৭৮

পূর্ব্বে প্রতিপাদিত প্রাণ সহিত বীজ, বাসুদেব-বীজদ্বারা আকাশে সন্নি-বেশিত করিবে। ৭৯

মণ্ডলস্থান মার্জ্জনা করিলে অজ্ঞাতাশৌচ অশুচি বস্তু এবং সংসর্গ-দূষিত বস্তু বিশুদ্ধ হয়। পৃথিবী মধু ও কৈটভের মাংসসমূহ দ্বারা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হওয়ায় সর্ব্বদা দেবপূজায় অশুদ্ধ। ৮০

এই নিমিত্ত অদ্যাবধি দেবতাগণ পাদদ্বারাও পৃথিবীকে স্পর্শ করেন না এবং আপনাদের শরীরচ্ছায়াও পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেন না। ৮১-৮২

এই দোষের মোচনের নিমিত্ত পৃথিবীতে মন্ত্রবীজ লিখিবে। প্রোক্ষণ ও বীক্ষণ দ্বারা পৃথিবী শুদ্ধা হয়। ৮৩

বর্ম্মবীজ উচ্চারণ করিয়া ঋত্বিকের বীক্ষণ করিবে। ৮৪

১। তৎসর্ব্বম্। ২। মন্ত্রবীজং ইতি পাঠান্তরম্।

আধানং ধারণঞ্চৈব তথা সংস্থানপূজনে।
পূরণং সলিলেনৈব নিঃক্ষেপো গন্ধপুষ্পয়োঃ।
মণ্ডলস্যাথ বিন্যাসঃ পুনঃ পুষ্পস্য সংশ্রয়ঃ।
অমৃতীকরণং পাত্রপ্রতিপত্তিরিয়ং নবঃ ॥ ৮৬
আনিরুদ্ধেন চাদায় অস্ত্রমন্ত্রেণ ধারণম্।
পাত্রে তু মণ্ডলন্যাসং বাগ্বীজাখ্যেন যোজয়েৎ ॥ ৮৭
আনিরুদ্ধং ভবেদ্বীজমাদ্যং বিন্দুধরোত্তরম্।
ফড়ন্তেনানিরুদ্ধস্য অস্ত্রমন্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৮
শক্ররাদ্যে বলঃ প্রান্তঃ সম্পূর্ণা সহিতা ইমে।
পরতঃ পরতঃ পূর্ব্বং সমাপ্তান্তাঃ সবিন্দুকাঃ ॥ ৮৯
তৃতীয়ং বাগ্ভবং বীজং সকলং নিষ্কলাহ্বয়ম্।
স্বরশ্চতুর্থঃ সকলঃ সংসৃষ্টৌ বিন্দুনেন্দুনা ॥ ৯০
বর্গাদ্যাদির্দ্বিতীয়ন্তু বাগ্ভবং বীজমুচ্যতে।
কামরাজাহ্বয়ঞ্চৈতদ্‌ধর্মকামার্থসাধনম্ ॥ ৯১
মনোভবস্য বীজন্তু কুণ্ডলীশক্তিসংযুতম্।
বাসুদেবেন সম্পৃক্তমাদ্যং বাগ্ভবমুচ্যতে ॥ ৯২
ইদং সারস্বতং নাম যদাদ্যং বাগ্ভবং স্মৃতম্।
একৈকং কামবীজাদি মিলিতস্তু ত্রিপুরাহ্বয়ঃ ॥ ৯৩
আদ্যং তৃতীয়ং সাধোন্দুবিন্দুভ্যাং সমলঙ্কৃতম্।
মদনস্য তু মন্ত্রোঽয়ং কামভোগফলপ্রদঃ ॥ ৯৪

মস্তকে বিন্দুযুক্ত বলবীজসমন্বিত শাক্ত মন্ত্র ধর্ম্মবীজ, উহা সকল প্রকার কাম ও অর্থের সাধন। ৮৫

গ্রহণ, ধারণ, সংস্থান, পূজন, জলদ্বারা পূরণ, গন্ধ-পুষ্পের নিক্ষেপ, মণ্ডল ন্যাস, পুনর্ব্বার পুষ্পক্ষেপ এবং অমৃতীকরণ—পাত্রের এই নয়টি প্রতিপত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ। ৮৬

অনিরুদ্ধ মন্ত্রদ্বারা গ্রহণ, অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা ধারণ এবং বাগ্বীজের দ্বারা পাত্রে মণ্ডল ন্যাস করিয়া যোগ করিবে ৮৭

বিন্দুধরোত্তর আদ্যাক্ষর হইলে অনিরুদ্ধ বীজ হয় এবং অনিরুদ্ধ বীজের অন্তে ফট্‌ থাকিলে অস্ত্র হয়। ৮৮

· আদিতে কাং, প্রান্তে বল, তাহার পূর্ব্বে সং (স) ইহারা সকলে -মিলিত হইয়া পরস্পরে পূর্ব্বে বিন্দুর সহিত সমাপ্তান্ত হইবে। ৮৯

তৃতীয় বাগ্বীজ সকল, উহা নিষ্কল নামে অভিহিত হয়। চন্দ্রবিন্দুযুক্ত চতুর্থ স্বরের নাম সকল। ৯০

আদ্য বর্গের আদি অক্ষর দ্বিতীয় বাগ্‌বীজ—ইহাকে কামবীজও বলা হয়, ইহা ধর্ম্ম কাম এবং অর্থের সাধন। ৯১

কুণ্ডলী এবং শক্তিসংযুক্ত এবং বাসুদেব বীজের সহিত মিলিত মনোভব-বীজকে প্রথম বাগ্‌বীজ বলা হয়। ৯২

আদ্য বাগ্‌বীজ সারস্বত নামে প্রসিদ্ধ, ইহা যখন এক একটি পৃথক্ হইয়া থাকে, তখন কামবীজাদি নামে খ্যাত হয় এবং তিনটি মিলিত হইলে ত্রিপুরা নামে অভিহিত হয়। ৯৩

ঔঁদেতোত্রপবিষ্টং মন্ত্রং ভাস্করসন্নিভম্ ।
ঔকারো কুণ্ডলীশক্তির্মন্ত্রেণাত্র নিগদ্যতে ॥ ৯৫
ভূতাপসারণং কুর্য্যাদস্ত্রেণানেন সাধকঃ ।
যস্মিন্ কৃতে স্থানভূতাদয়ঃ[1] যান্তি সুরার্চ্চনে ॥ ৯৬
স্থিতেষু তত্র ভূতেষু নৈবেদ্যমণ্ডলং তথা
বিলুম্পন্তি সদা দুষ্টা ন গৃহ্ণন্তি চ দেবতাঃ ॥ ৯৭
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং ভূতানামপসারণম্ ।
অস্ত্রমন্ত্রেণ সহিতং তত্র মন্ত্রমিদং স্মৃতম্ ॥ ৯৮
অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ ।
ভূতানামবিরোধেন পূজাকর্ম্ম করোম্যহম্ ॥ ৯৯
অনেন স্থণ্ডিলাদ্ভূতানপসার্য্যাথ সাধকঃ ।
ততো দিগ্বন্ধনং কৃত্বা দিগ্ভ্যস্তানপসারয়েৎ ॥ ১০০
বিষ্ণুবীজং ফডন্তং তু মন্ত্রং দিগ্বন্ধনে স্থিতম্ ॥ ১০১
করেণ ছোটিকাপূর্ব্বং বেষ্টনং বন্ধনং দিশঃ ।
আত্মনঃ পূজনেনাথ কর্ম্মারম্ভাধিকারিতা ॥ ১০২
পূজিতঞ্চাসনং যোগপীঠস্য সদৃশং ভবেৎ ।
স্বভাবতঃ সদা শুদ্ধং পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ ।
মলপূতিসমাযুক্ত-শ্লেষ্মবিণ্মূত্রপিচ্ছিলম্ ॥ ১০৩
রেতোনিষ্ঠীবলালাভিঃ স্রবদ্ভিরপরিষ্কৃতম্ ।
বীজভূতানি চৈতস্য মহাভূতানি পঞ্চ বৈ ॥ ১০৪

বর্ণের আদি অক্ষর চন্দ্রবিন্দুযুক্ত তৃতীয় স্বরে অলঙ্কৃত হইলে মদনের মন্ত্র হয়, উহা কাম এবং ভোগের প্রদায়ক। ৯৪

উপরি অন্ত মন্ত্র ভাস্কর তুল্য, ঔকারের নাম কুণ্ডলীশক্তি। ৯৫

সাধক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বারা ভূতদিগের অপসারণ করিবে। ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে পূজার সময় ঐ স্থানস্থিত ভূতসকল দূরে পলায়ন করে ৯৬

সেই স্থানে যদি ভূতসকল অবস্থান করে, তাহা হইলে ঐ দুষ্ট ভূত সকল নৈবেদ্য এবং মণ্ডল দূষিত করে, দেবতা আর উহা গ্রহণ করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক ভূতদিগের অপসারণ করা কর্ত্তব্য। অস্ত্র মন্ত্রের সহিত বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূতাপসারণ করিবে। ৯৭-৯৮

যে সকল ভূত এই ভূমির পালক, তাঁহারা দূরে গমন করুন, আমি ভূত-দিগের অবিরোধে এই পূজাকর্ম্ম করিতেছি। ৯৯

সাধক এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দিগ্বন্ধন দ্বারা দিঙ্মণ্ডল হইতে তাহাদিগকে অপসারিত করিবে। ১০০

বিষ্ণুবীজের অন্তে ফট্ উচ্চারণ করিয়া দিগ্বন্ধন করিবে। ১০১

হাতে তুড়ি দিয়া চারিদিক্ বেষ্টন করার নাম দিগ্বন্ধন। অনন্তর আত্ম-পূজা করিলে কর্ম্মারম্ভে অধিকার হয়। ১০২

পূজিত আসন, যোগপীঠের সদৃশ পবিত্র। এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর সর্ব্বদা স্বাভাবিক অশুদ্ধ। ইহা মল এবং পূতিগন্ধযুক্ত, শ্লেষ্ম ও বিণ্মূত্রে ব্যাপ্ত। ১০৩

১। ......স্থানভূতা দূরং যান্তি...... ।

তেষাঞ্চ সর্ব্বভূতানাং বীজানাং দেহসম্মিতাম্‌ ।
বায়ুতেজঃপৃথিব্যম্ভোবিয়তাং শুদ্ধয়ে ক্রমাৎ ॥ ১০৫
শোষণং দহনং ভস্ম-প্রোৎসারোঽমৃতবর্ষণম্‌ ।
আপ্লাবনঞ্চ কর্ত্তব্যং চিন্তামাত্র-বিশুদ্ধয়ে ॥ ১০৬
অতস্তু চিন্তনাত্তেজস্তন্মধ্যে দেবচিন্তনাৎ ।
স্বকীয়স্যেষ্টদেবস্য চিন্তা সর্ব্বাত্মনা ভবেৎ ॥ ১০৭
সোঽহমিত্যাত্ম সততং চিন্তনাদ্দেবরূপতা ।
আত্মনো জায়তে সম্যক্‌ সংস্কৃতিঃ পুষ্পদানতঃ ॥ ১০৮
অহং দেবোঽথ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধাদিকঞ্চ যৎ ।
পূজোপকরণার্থঞ্চ দেবত্বমিহ জায়তে ॥ ১০৯
দেবাধারো হ্যহং দেবো দেবং দেবায় যোজয়েৎ ।
সর্ব্বেষাং দেবতাসৃষ্ট্যা জায়তে শুদ্ধতাপি চ ॥ ১১০
মনোজীবাত্মনোঃ শুদ্ধিঃ প্রাণায়ামেন জায়তে ।
অন্তর্গতং যচ্চ মলং তচ্চ শুদ্ধং প্রজায়তে ॥ ১১১
গৃহে চেৎ পূজয়েদ্দেবং তদা তস্য বিলোকনম্‌ ।
কুর্য্যাদাদিত্যবীজেন চতুঃপার্শ্বেঽপি ক্রমাৎ ॥ ১১২
হান্তঃ সমাপ্তিসহিতো বহ্নিবীজেন সংযুতঃ ।
উপান্তঃ সচতুর্থস্তু স তথা সকলোঽগ্রতঃ ॥ ১১৩
আদিত্যবীজং কথিতং সর্ব্বরোগবিনাশনম্‌ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং তোষদায়কম্‌ ॥ ১১৪

শ্লেষ্মঃ ও অনবরত গলিত নিষ্ঠীবন-লালায় অপরিষ্কৃত। এই দেহের বীজ পঞ্চমহাভূত। ১০৪

সেই দেহ সঙ্গী বীজরূপ বায়ু, তেজঃ, পৃথিবী জল এবং আকাশ এই ভূত-সকলের শুদ্ধির নিমিত্ত ক্রমশঃ দেহের শোষণ, দহন, ভস্মোৎসারণ, অমৃতবর্ষণ এবং অমৃতধারা আপ্লাবন কর্ত্তব্য ; ঐ সকল ক্রিয়ার মনে মনে চিন্তামাত্রই শুদ্ধির হেতু। ১০৫-১০৬

প্রথমে অগ্ন্যাকার বিম্বের চিন্তা করিয়া তাহার তেজ করিবে, তন্মধ্যে দেবতার চিন্তা করিলে সর্ব্বপ্রকারে স্বকীয় ইষ্টদেবেরই চিন্তা হইবে। ১০৭

(সোঽহং) সেই আমি সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা দ্বারাই নিজের ইষ্টদেবের সারূপ্য হয়। তদনন্তর পুষ্পদানদ্বারা সংস্কার জন্মায়। ১০৮

পুষ্পগন্ধাদি যে সকল নৈবেদ্য বস্তু সকলই আত্মদেব-স্বরূপ এইরূপ চিন্তা করিলে পূজার উপকরণসকলেরও দেবত্ব জন্মে। ১০৯

দেবতার আধারও আত্মদেবতাস্বরূপ। দেবতার নিমিত্ত দেবতাকে যোজিত করিবে, এইরূপে সকলের দেবত্ব সৃষ্টি হইলে শুদ্ধতা উৎপন্ন হয়। ১১০

প্রাণায়াম দ্বারা মন ও জীবাত্মার শুদ্ধি হয়। এবং অন্তর্গত সমুদায় মলেরই বিশুদ্ধি হয়। ১১১

যদি গৃহমধ্যে দেবতার পূজা করে, তাহা হইলে আদিত্যবীজদ্বারা দেবতার প্রতিমা এবং চতুঃপার্শ্ব অবলোকন করিবে। ১১২

সমাপ্তিযুক্ত হকারান্ত, উপান্তে চতুর্থ-স্বরযুক্ত স, তাহার পর স—এইরূপ

অন্তজপক্ষিসংযোগ-পক্ষিবিষ্ঠাপ্রলেপনে ।
মূষিকাণাং তথা স্পর্শঃ কৃমিকীটাদিসম্ভবঃ ॥ ১১৫
এবমাদীনি নশ্যন্তি দোষজাতং গৃহদূষণম্ ।
ততস্তু যোগপীঠস্য ধ্যানং প্রথমতশ্চরেৎ ॥ ১১৬
ধ্যানমাত্রং যোগপীঠং প্রবিশত্যেব মণ্ডলম্ ।
যোগপীঠে স্থিতে সর্ব্বং যোগপীঠময়ং সমম্ ॥ ১১৭
ন যোগপীঠাদধিকং বিদ্যতে পরমাসনম্ ।
যস্য ধ্যানাজ্জগদ্ব্যাপ্তং সচরাচরমানুষম্ ॥ ১১৮
তচ্চিন্তনস্য মাহাত্ম্যং কো বা বক্তুং সমুৎসহেৎ ।
চিন্তামাত্রেণ মানুষং পশ্য শোকবিনাশনম্ ।
ধারণাদ্ যোগপীঠস্য চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ১১৯
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং চতুষ্কোণকচতুর্ব্বৃতিম্ ।
আধারশক্ত্যা বিহিতং প্রগ্রহং সূর্য্যসন্নিভম্ ॥ ১২০
আগ্নেয়াদিষু কোণেষু চতুর্ষু ক্রমতঃ স্থিতম্ ।
ধর্ম্মো জ্ঞানং তথৈশ্বর্য্যং বৈরাগ্যং ক্রমতঃ সদা ।
পূর্ব্বাদিদিক্ষু চৈতানি স্থিতানি ক্রমতো যথা ॥ ১২১
অধর্ম্মশ্চ তথাজ্ঞান-মনৈশ্বর্য্যং ততঃ পরম্ ।
অবৈরাগ্যং পরং তস্যাধারণার্থং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১২২
তস্যোপরি জলৌঘস্তু তস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডমাস্থিতম্ ।
ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তোয়ং কূর্ম্মস্তস্যোপরি স্থিতঃ ॥ ১২৩

বীজকে আদিত্য-বীজ বলা হয়, ইহা সকল রোগের নাশক। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের কারণ তোষপ্রদ। ১১৩-১৪

ইহা দ্বারা অবলোকন করিলে অন্তজপক্ষীর সংযোগ, পক্ষীর বিষ্ঠা, মূষিকের আত্মস্পর্শ এবং কৃমি কীটাদির সংসর্গ জন্য গৃহের দোষসকল বিনষ্ট হয়। তাহার পর প্রথমে যোগপীঠের ধ্যান করিবে। ১১৫-১৬

ধ্যানমাত্রই যোগপীঠ, মণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করে। পীঠে নিখিল বস্তু অবস্থান করে এবং সকল বস্তুই যোগপীঠময়। ১১৭

যোগপীঠ-সদৃশ শ্রেষ্ঠ আসন আর নাই; যাহার ধ্যানদ্বারা চর অচর ও মনুষ্য সহিত নিখিল জগন্মণ্ডল ব্যাপ্ত, তাহার চিন্তন-মাহাত্ম্য কে বলিতে সক্ষম হয়? ১১৮

ইহার চিন্তামাত্রেই সমুদায় শোকের নাশ হয় এবং ধারণ করিলে চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয়। ১১৯

যোগপীঠের ধ্যান—যথা, যোগপীঠ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ, চতুষ্কোণ, চতুরাবৃত্তি আধারশক্তি সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান্। ১২০

যাহার ধারণার্থ আগ্নেয়াদি চারি কোণে যথাক্রমে ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য এবং বৈরাগ্য অবস্থিত এবং পূর্ব্বাদি চারি দিকে যথাক্রমে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য্য এবং অবৈরাগ্য অবস্থিত। ১২১-২২

ইহার উপর জলরাশি, ঐ জলরাশিতে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জল, সেই জলের উপরে কূর্ম্ম। ১২৩

কূর্ম্মোপরি তথানন্তঃ পৃথ্বী তস্যোপরি স্থিতা।
অনন্তগাত্রসংভূতং নালং পাতালগোচরম্ ॥ ১২৪
পৃথ্বীমধ্যে স্থিতং পদ্মং দিক্‌পত্রং গিরিকেশরম্।
তস্যাষ্টদিক্ষু দিক্‌পালাঃ স্বর্গো মধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১২৫
কর্ণিকায়াং ব্রহ্মলোকো মহর্লোকাদয়ো হ্যধঃ।
স্বর্গে জ্যোতীংষি দেবাশ্চ চতুর্বেদাস্তদন্তরে ॥ ১২৬
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
সদা স্থিতাঃ পদ্মমধ্যে পরং তত্ত্বং তথৈব চ ॥ ১২৭
আত্মতত্ত্বং তত্র সংস্থ-মূর্দ্ধচ্ছদনমূর্দ্ধতঃ।
অধোঽধশ্ছদনং তত্র কেশরাগ্রে স্থিতং পুনঃ ॥ ১২৮
সূর্য্যাগ্নিচন্দ্রমরুতাং মণ্ডলানি ক্রমাত্ততঃ।
শবাসনং যোগপীঠে সুধাসনমতঃ পরে ॥ ১২৯
আরাধ্যাসনমস্মাচ্চ ততশ্চ বিমলাসনম্।
মধ্যে বিচিন্তয়েৎ সর্ব্বং জগদ্বৈ সচরাচরম্ ॥ ১৩০
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাংশ্চৈব ভাগত্রয়বিনিশ্চিতান্।
আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র পূজনে সমুপস্থিতম্ ॥ ১৩১
মণ্ডলং যোগপীঠস্য পদ্মে পদ্মঞ্চ চিন্তয়েৎ।
শবাদীন্যাসনানীহ চত্বার্য্যপি বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৩২

কূর্ম্মের উপর অনন্ত, অনন্তের উপর পৃথিবী। অনন্তের গাত্রে পাতালগামী একটি নাল আছে। ১২৪

পৃথিবী তাহার মধ্যস্থিত পদ্মের স্বরূপ, দিক্ সকল ঐ পদ্মের পাপ্‌ড়ি এবং পর্ব্বত কেশর-স্বরূপ। তাহার আট দিকে দিক্‌পালগণ বিরাজমান; মধ্যস্থলে স্বর্গ। ১২৫

তাহার কর্ণিকাভাগে ব্রহ্মলোক এবং তাহার অধোভাগে মহর্লোক-আদি। স্বর্গে গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্গণ, দেবগণ এবং চারিবেদ বর্ত্তমান। ১২৬

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই প্রকৃতি-সম্ভূত গুণত্রয় এবং পরতত্ত্ব অর্থাৎ চৈতন্য ঐ পদ্মমধ্যে বর্ত্তমান। ১২৭

সেই স্থানে আত্মতত্ত্বও অবস্থিত, উপরে ঊর্দ্ধাচ্ছাদন এবং অধোভাগে অধঃ-চ্ছাদন। ১২৮

কেশরের অগ্রভাগে পদ্মাকার যোগপীঠের মণ্ডল, ঐ পদ্মমধ্যে ক্রমশঃ সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র এবং বায়ুগণের মণ্ডল চিন্তা করিবে। যোগপীঠে পর পর শবাসন (বীরাসন), তাহার পর সুধাসন। ১২৯

তাহার পর আরাধ্যাসন এবং বিমলাসনের চিন্তা করিবে। তাহার মধ্যে চরাচরাত্মক জগন্মণ্ডলের চিন্তা করিবে। ১৩০

উহাকে ত্রিভাগ করিয়া এক একটি ভাগে অবস্থিত ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবের চিন্তন করিবে। সেইস্থানে আত্মাকে এবং উপস্থিত পূজনকে চিন্তা করিবে। ১৩১

যোগপীঠ মণ্ডলাকার, তাহার মধ্যে একটি পদ্মের চিন্তা করিবে। তাহার মধ্যে শবাদি আসন চতুষ্টয়ের চিন্তা করিবে। ১৩২

যোগপীঠং পৃথগ্‌ধ্যাত্বা মণ্ডলেন সহৈকতাম্ ।
পুনর্ধ্যাত্বা ততঃ পশ্চাৎ পূজয়েদাসনং ততঃ ॥ ১৩৩
ধ্যানেন যোগপীঠস্য যথা বস্তীয়তে জলম্ ।
নৈবেদ্যপুষ্পধূপাদি তৎ স্বয়ং চোপতিষ্ঠতে ॥ ১৩৪
সর্ব্বে দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সচরাচরগুহ্যকাঃ ।
চিন্তিতাঃ পূজিতাশ্চ স্যুর্যোগপীঠস্য পূজনে ॥ ১৩৫
অভীষ্টদেবতাপূজাং বিনা যস্য বিচিন্তনাৎ ।
লভতে বৈ চতুর্ব্বর্গং ভুক্তিঃ পুষ্টিশ্চ জায়তে ॥ ১৩৬
আবাহনানন্তরতঃ পাণিভ্যামবতারয়েৎ ।
প্রাগুত্তানৌ করৌ কৃত্বা উর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য সান্তরৌ ॥ ১৩৭
নিরন্তরাবধঃ কুর্য্যান্নাময়ন্ পূজকস্তথা ।
হেরম্বস্য তু বীজেন তস্মাদবতরেতি চ ॥ ১৩৮
আম্রেড়িতেন চাভীষ্টদেবানাং কম্পনায় বৈ ।
নাসিকাবায়ুনিঃসারাদ্বিয়ৎস্থা দেবতা ভবেৎ ।
এবং কৃতে মণ্ডলে তু স্থিতিরস্য প্রকাশ্যতে ॥ ১৩৯
খান্তঃ চন্দ্রাংশবিন্দুভ্যাং হৈরম্বং বীজমুচ্যতে ।
নাশনং বিঘ্নবীজানাং ধর্ম্মকামার্থসাধনম্ ॥ ১৪০
গন্ধপুষ্পে তথা ধূপদীপৌ নৈবেদ্যমেব চ ।
যদন্যদীয়তে বস্ত্রমলঙ্কারাদিকঞ্চ যৎ ॥ ১৪১
তেষাং দৈবতমুদ্রাভিঃ কৃত্বা প্রোক্ষণপূজনে ।
উৎসৃজ্য মূলমন্ত্রেণ প্রতি মাত্রা নিবেদয়েৎ ॥ ১৪২

যোগপীঠের পৃথক্ ধ্যান করিয়া উহার মণ্ডলের সহিত উহার ঐক্য সম্পাদন করিয়া ধ্যান করিবে, তাহার পর আসন পূজা করিবে। ১৩৩

যোগপীঠের ধ্যান করিলে পর যে সকল জল, নৈবেদ্য, পুষ্প ও ধূপাদি বস্তু দেবতাকে দেওয়া হয়, সেই সকল বস্তু নিজেই দেবতার নিকট পৌঁছে। ১৩৪

যোগপীঠের পূজা করিলে সকল দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চর, অচর এবং গুহ্যক-সমূহ—ইহারা সকলে চিন্তিত এবং পূজিত হয়। ১৩৫

অভীষ্ট-দেবতার পূজা বিনাও কেবল যোগপীঠের চিন্তা করিলে, সাধকের চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয় এবং তাহার ভুক্তি ও পুষ্টি জন্মে। ১৩৬

অনন্তর পূজক কর-তলদ্বয় উত্তান করিয়া অন্তরের সহিত মধ্যে ফাঁক রাখিয়া ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিবে। ১৩৭

অধোদিকে নামাইয়া নিরন্তর অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত করিবে। তাহার পর গণেশের বীজ দ্বারা ঐ হস্তদ্বয় অবতারিত করিবে। ১৩৮

এইরূপ বারংবার করিলে, দেবতাদিগের প্রীতি জন্মে। নাসিকাবায়ুর নিঃসারণ হেতু দেবতা আকাশে অবস্থান করেন; কিন্তু উক্তরূপ প্রক্রিয়া করিলে মণ্ডল-মধ্যে তাঁহার অবস্থান হয়। ১৩৯

খান্ত এবং অর্দ্ধচন্দ্র বিন্দুযুক্ত বীজের নাম হেরম্ব বীজ। ইহা সমুদয় বিঘ্নের নাশক এবং ধর্ম্ম কাম ও অর্থের সাধন। ১৪০

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, অন্যান্য বস্ত্র, অলঙ্কারাদি যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য দেবতাদিগকে দেওয়া হয়। ১৪১

বরুণস্য তু বীজেন তেষাং প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥ ১৪৩
ইষ্টেন মূলমন্ত্রেণ তথোৎসর্গনিবেদনে।
দান্তার্দ্ধচন্দ্রবিন্দুভ্যাং বীজং বারুণমুচ্যতে ॥ ১৪৪
বিলোকনং পূজনঞ্চ তথা দানং পৃথক্ পৃথক্।
জপকর্ম্মণি মালায়াঃ প্রতিপত্তিরিয়ং ত্রয়ম্ ॥ ১৪৫
ইষ্টমন্ত্রেণ মালায়াঃ প্রোক্ষণং পরিকীর্ত্তিতম্।
বীজং পাশপতং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য তদনন্তরম্ ॥ ১৪৬
অবিঘ্নং কুরু মালে ত্বং গৃহ্ণীয়াদিত্যনেন চ।
জপান্তে শিরসি ন্যাসো মালায়াঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
গ্রহমালাং পাণিভ্যাং শ্রীবীজেন তথার্চ্চয়েৎ ॥ ১৪৭
অন্ত্যদন্ত্যান্তমাত্রাঢ্যা-চাদিবর্গতৃতীয়কৌ।
পরতঃ পরতঃ পূর্ব্বং শ্রীবীজং বিন্দুনেন্দুনা ॥ ১৪৮
মালায়া অবতারস্তু শিরসঃ ক্রিয়তে যদা।
তাং সমাদায় পাণিভ্যাং কুর্য্যাৎ সারস্বতেন[1] বৈ ॥ ১৪৯
শ্রীবীজানামাদ্যমাদ্যং বিন্দুচন্দ্রার্দ্ধসংযুতম্।
এতচ্চতুষ্টয়ং বীজং সারস্বতমুদীরিতম্ ॥ ১৫০
পৌরাণিকৈর্বৈদিকৈশ্চ মূলমন্ত্রেণ চৈব হি।
প্রদক্ষিণাং প্রণামঞ্চ কুর্য্যাৎসর্ব্বার্থসাধকম্ ॥ ১৫১

ঐ সকল বস্তুর দৈবত উচ্চারণ করিয়া তাহার প্রোক্ষণ এবং অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর মূলমন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিয়া সেই সেই বস্তুর নাম গ্রহণপূর্ব্বক নিবেদন করিবে। ১৪২

বরুণের বীজের দ্বারা দেবদের বস্তুসকলের প্রোক্ষণ করিবে। ১৪৩

অভীষ্ট দেবতার মূল মন্ত্রদ্বারা উহাদের উৎসর্গ এবং নিবেদন করিবে। অর্দ্ধচন্দ্র এবং বিন্দুযুক্ত দান্ত বীজের নাম বরুণবীজ। ১৪৪

মালাজপ কার্য্যে এক একটি করিয়া বিলোকন, পূজন এবং আদান—এই তিন প্রকার ক্রিয়াকে প্রতিপত্তি বলে। ১৪৫

মূল মন্ত্রদ্বারা মালার প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর পাশপত বীজ উচ্চারণ করিবে। ১৪৬

"হে মালে! তুমি আমার বিঘ্নধ্বংস কর" এই বলিয়া মালা গ্রহণ করিবে। জপের অবসানে মালা মস্তকোপরি স্থাপিত করিবে। মালাকে হস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া শ্রীবীজ উচ্চারণপূর্ব্বক ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ১৪৭

অন্তে দন্ত্যবর্গের অন্ত্যবর্ণযুক্ত অন্তের আদিতে ম, প্রথমে চ, তাহার পর চবর্গের তৃতীয় এবং চতুর্থ-বর্ণযুক্ত এই সকল বর্ণ পরে পরে বিন্যস্ত এবং অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুযুক্ত মন্ত্রের নাম শ্রীবীজ। ১৪৮

মস্তক হইতে যখন মালার অবতারণ করিবে, তখন হস্তদ্বয় দ্বারা ঐ মালা গ্রহণ করিয়া সারস্বত বীজ উচ্চারণ করিয়া ঐ মালার অবতারণ করিবে। ১৪৯

শ্রীবীজের এক একটি আদ্য অক্ষর অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুযুক্ত হইলে, যে চারিটি বীজ হয়, তাহাকে সারস্বতবীজ বলে। ১৫০

১। বাগ্বিন্দুনেন—ইতি পাঠান্তরম্।

ভূমিং বীক্ষ্য তথাভ্যুক্ষ্য ক্ষিতিবীজেন পূর্ব্বতঃ।
স্পৃশংস্তাং শিরসা ভূমিং প্রণমেদিষ্টদেবতাঃ ॥ ১৫২
সমাপ্তিহীনং বারাহং বীজং বিন্দ্বিন্দুসংযুতম্ ।
ক্ষিতিবীজং বিজানীয়াচ্চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়কম্ ॥ ১৫৩
দর্পণং ব্যজনং ঘণ্টাং চামরং প্রোক্ষয়েৎ পুনঃ।
নৈবেদ্যালোকমন্ত্রেণ পূর্ব্বপ্রোক্তেন ভৈরব ॥ ১৫৪
নামাক্ষরাণি চাদ্যানি চৈতেষাং বিন্দুনেন্দুনা।
তস্মৈ নম ইতি প্রান্তে গ্রহণে মন্ত্র উচ্যতে।
নিবেদনমথৈতেষা-মিষ্টমন্ত্রেণ চাচরেৎ ॥ ১৫৫
বাগ্‌ভবস্য দ্বিতীয়েন কামবীজেন ভৈরব।
মুদ্রায়া বন্ধনং কার্য্যং মূলমন্ত্রেণ দর্শনম্ ॥ ১৫৬
পরিত্যাগস্তু মুদ্রায়াস্তারাবীজেন চাচরেৎ।
প্রান্তাদিশ্চন্দ্রবিন্দুভ্যাং ষষ্ঠস্বরসমন্বিতঃ ॥ ১৫৭
তারাবীজমিতি প্রোক্তং ধর্ম্মকামার্থসাধনম্ ॥ ১৫৮
মুদং দদাতি যস্মাৎ সা মুদ্রা তেন প্রকীর্ত্তিতা।
দর্শিতায়ান্তু মুদ্রায়াং ভবেৎ পূজাসমাপনম্ ॥ ১৫৯
কামং মোক্ষং তথা ধর্ম্মমর্থমোদযুতা বরম্ ।
দদাতি সাধকায়াশু দেবতা পরমুৎসুকা ॥ ১৬০
মুদ্রান্তে তু মহামন্ত্রান্ ষড়িমান্ সমুদীরয়েৎ ॥ ১৬১

পৌরাণিক বা বৈদিক মন্ত্রদ্বারা ধর্ম্মাদির সাধন প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে। ১৫১

প্রথমে ক্ষিতি বীজদ্বারা ভূমিকে বীক্ষণ এবং অভ্যুক্ষণ করিয়া, মস্তকদ্বারা ভূমি স্পর্শ করত অভীষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিবে। ১৫২

অন্ত্যাক্ষরহীন এবং অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুযুক্ত বরাহবীজকে ক্ষিতিবীজ বলা হয়, ইহা চতুর্ব্বর্গের প্রদানকারী। ১৫৩

অনন্তর, দর্পণ, ব্যজন, ঘণ্টা ও চামরের প্রোক্ষণ করিবে। হে ভৈরব! পূর্ব্বোক্ত নৈবেদ্যালোকনমন্ত্র দ্বারাই ঐ কার্য্য করিবে। ১৫৪

ইহাদিগের নামাক্ষরের আদ্য আদ্য অক্ষরের অন্তে অনুস্বার ও অর্দ্ধচন্দ্র যোগ করিয়া উহা প্রথমে উচ্চারণ করত 'তস্মৈ নমঃ' অর্থাৎ চং চামরায় নমঃ, ঘং ঘণ্টায়ৈ ইত্যাদি রূপে উহাদিগের অর্চনা করিবে এবং ইষ্ট অর্থাৎ মূলমন্ত্রদ্বারা উহাদিগের নিবেদন করিবে। ১৫৫

হে ভৈরব! দ্বিতীয় বাগ্বীজ অথবা কামবীজ দ্বারা মুদ্রার বন্ধন করিবে এবং মূলমন্ত্র দ্বারা উহার প্রদর্শন করিবে। ১৫৬

তারা মন্ত্রদ্বারা মুদ্রার পরিত্যাগ করিবে। প্রান্ত ও আদিতে অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত এবং ষষ্ঠস্বর-সমন্বিত মন্ত্রকে তারাবীজ বলা হয়। ১৫৭

উহা ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থের সাধন। দেবতাকে পরম প্রীতিদান করে বলিয়া উহার নাম মুদ্রা। মুদ্রা প্রদর্শিত হইলে, পূজা সমাপ্তি হয়। ১৫৮-৫৯

পূজা সমাপনান্তে সত্বরে উৎসুক দেবতা মুদ্রা দর্শনে পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া সাধককে শীঘ্র কাম, মোক্ষ, ধর্ম্ম এবং অর্থ দান করেন। ১৬০

মুদ্রা দর্শনান্তে ছয়টি বক্ষ্যমাণ মহামন্ত্রের উচ্চারণ করিবে। ১৬১

যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।
আবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্গৃহাণানুকম্পয়া ॥ ১৬২
আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জ্জনম্ ।
পূজাভাবং ন জানামি ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরি ॥ ১৬৩
কর্ম্মণা মনসা বাচা ত্বত্তো নান্যো গতির্মম[1] ।
অন্তশ্চরেণ ভূতানাং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরি ॥ ১৬৪
মাতর্যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতেঽস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ১৬৫
দেবী দাত্রী চ ভোক্ত্রী চ দেবী সর্ব্বমিদং জগৎ ।
দেবী জয়তি সর্ব্বত্র যা দেবী সোঽহমেব চ[2] ॥ ১৬৬
যদক্ষরপরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ ।
তৎসর্ব্বং ক্ষম্যতাং[3] দেবি কস্য ন স্খলিতং মনঃ ॥ ১৬৭
মন্ত্রেষু পঠিতেষ্বেষু স্বয়মেব প্রসীদতি ।
দাতুং দেবী চতুর্ব্বর্গং ন চিরাদেব ভৈরব ॥ ১৬৮
ঐশান্যাং মণ্ডলং কুর্য্যাদ্দ্বারপত্রবিবর্জ্জিতম্ ।
বিসর্জ্জনার্থং নির্ম্মাল্যধারিণ্যাঃ পূজনায় বৈ ॥ ১৬৯
গন্ধাদিভিঃ পূজয়িত্বা ধ্যাত্বা নির্ম্মাল্যধারিণীম্ ।
নিঃক্ষিপ্য তস্মিন্ নির্ম্মাল্যং মন্ত্রেণ তু বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১৭০

কেবল ভক্তিপূর্ব্বক আমি যে কিছু পত্র, পুষ্প, ফল, জল ও নৈবেদ্য দান করিয়াছি, হে দেবি ! আপনি দয়াপরবশ হইয়া উহা গ্রহণ করুন । ১৬২

আমি আপনার আবাহনও জানি না, বিসর্জ্জনও জানি না এবং পূজা ভাবও জানি না । হে পরমেশ্বরি ! তুমিই একমাত্র আমার গতি । ১৬৩

আমার কর্ম্মের, মনের ও বাক্যের তোমা ভিন্ন আর কোন গতি নাই । হে পরমেশ্বরি ! আপনি ভূতসকলের অন্তশ্চর হইয়া সৃষ্টি করিতেছেন । ১৬৪

হে অচ্যুতে ! আমি যে হাজার হাজার যোনিতে ভ্রমণ করিব, সেই সকল যোনিতেই তোমার প্রতি যেন অচ্যুত ভক্তি থাকে । ১৬৫

দেবতাই দাতা, দেবতাই ভোক্তা, দেবতাই এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত । সর্ব্বত্র দেবতাই প্রধানভাবে অবস্থান করিতেছেন, দেবতা ও আমি অভিন্ন । ১৬৬

এই পূজা কার্য্যে যে অক্ষর পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, অথবা মাত্রাহীন হইয়াছে, আপনি তাহা সহন করুন, হে দেবি ! কাহার মন না স্খলিত হয় ? ১৬৭

হে ভৈরব ! এই সকল মন্ত্র পাঠ করিলে দেবতা স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া অচির কাল মধ্যেই সাধককে চতুর্ব্বর্গ প্রদান করেন । ১৬৮

তাহার পর বিসর্জ্জনের জন্য নির্ম্মাল্য-ধারিণীর পূজার নিমিত্ত ঈশানকোণে দ্বারপত্রহীন একটি মণ্ডল করিবে । ১৬৯

নির্ম্মাল্য-ধারিণীর ধ্যান করিয়া এবং গন্ধাদির দ্বারা পূজা করিয়া সেই

---

১ । নান্যাস্তি মে গতিঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।
২ । দেবী দাতা চ ভোক্তা চ দেবঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ।
দেবো জয়তি সর্ব্বত্র যো দেবো সোঽহমেব চ ॥ ১৬৬ ইত্যপি পাঠঃ ।
৩ । ক্ষন্তুমর্হসি মাং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি ।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ন বিদুঃ পরমং পদম্ ॥ ১৭১
বিসৃজ্য মন্ত্রেণানেন ততঃ পূরকবায়ুনা ।
ধ্যায়ংস্তু মন্ত্রেণানেন দেবীং তাং স্থাপয়েদ্ধৃদি ।
তিষ্ঠ দেবি পরে স্থানে স্বস্থানে পরমেশ্বরি ।
যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে সুরাস্তিষ্ঠন্তি মে হৃদি ॥ ১৭২
তত একজটাবীজেনেষ্টদেবীং ধিয়া স্মরন্ ।
নির্ম্মাল্যং মূর্দ্ধ্নি গৃহ্নীয়াদ্ ধর্মকামার্থসাধনম্ ॥ ১৭৩
মণ্ডলপ্রতিপত্তিস্তু ততঃ শুদ্ধ্যাদিহেতবে ।
সর্ব্বাঙ্গুলীনামগ্রৈস্তৈঃ পদ্মমষ্টদলান্বিতম্ ॥ ১৭৪
নির্ম্মৃজেৎ ক্ষিতিবীজেন মণ্ডলঞ্চাপি ভৈরব ।
ততস্তু মূলমন্ত্রেণ সর্ব্ববশ্যেন বা পুনঃ ॥ ১৭৫
অনামিকানামগ্রেণ ললাটমপি সংস্পৃশেৎ ।
সমাপ্তিসহিতঃ প্রান্ত-তারাবীজং ততঃ পরম্ ॥ ১৭৬
স্বরবীজং[1] বিসর্গেণ পরতঃ পরতঃ পরম্ ।
ভবেদেকজটাবীজং ধর্মকামার্থসাধনম্ ॥ ১৭৭
ততো ভাস্করবীজেন সহিতেনাত্মনা পুনঃ ।
মন্ত্রেণ ভাস্করায়ার্ঘ্যমচ্ছিদ্রার্থং নিবেদয়েৎ ॥ ১৭৮

মণ্ডল মধ্যে নির্ম্মাল্য নিঃক্ষেপণপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা বিসর্জ্জন করিবে । ১৭০

হে দেবি ! সেই পরমশ্রেষ্ঠ নিজস্থানে গমন কর, সেই পরমস্থানের স্বরূপ ব্রহ্মাদি দেবগণও জানিতে পারেন না । ১৭১

এই মন্ত্র দ্বারা বিসর্জ্জন করিয়া সাধক পূরকদ্বারা ধ্যান করত দেবতাকে আপনার হৃদয়ে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থাপিত করিবে । হে দেবি ! আপনার এই শ্রেষ্ঠস্থানে অবস্থান কর, আমার হৃদয়ের ঐ স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ অবস্থান করিতেছেন । ১৭২

তাহার পর একজটামন্ত্র দ্বারা ইষ্টদেবকে মনে মনে স্মরণ করত ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থের সাধন নির্ম্মাল্য মস্তকে গ্রহণ করিবে । ১৭৩

হে ভৈরব ! তাহার পর বিশুদ্ধির নিমিত্ত জলের প্রতিপত্তি করিবে । সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা ক্ষিতিবীজ উচ্চারণপূর্ব্বক অষ্টদলান্বিত পদ্মাকার মণ্ডল স্পর্শ করিবে । ১৭৪

তাহার পর মূলমন্ত্র বা সর্ব্ববশ্য মন্ত্রদ্বারা অনামিকার অগ্রভাগদ্বারা আপনার ললাট স্পর্শ করিবে । প্রান্তে সমাপ্তি সহিত, তাহার পর তারাবীজ । ১৭৫-১৭৬

তাহার পর বিসর্গযুক্ত বধূবীজ, ইহারা পরপর অবস্থিত হইলে একজটাবীজ হয়, ইহা ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থের সাধন । ১৭৭

অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণের নিমিত্ত একজটা বীজের সহিত ভাস্করবীজ উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যকে একটি অর্ঘ্য দান করিবে । ১৭৮

১। বধূবীজং—ইতি পাঠান্তরং ।

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে ।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥ ১৭৯
ততঃ কৃতাঞ্জলিভূ'ত্বা পঠিত্বা মন্ত্রমীরিতম্ ।
একাগ্রমনসা বাগ্ভিরচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ ॥ ১৮০
মন্ত্রচ্ছিদ্রং তপশ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং পূজনে মম ।
সর্ব্বং তদচ্ছিদ্রমস্তু ভাস্করস্য প্রসাদতঃ ॥ ১৮১
ততস্তু পুষ্পনৈবেদ্য-তোয়পাত্রাদিকঞ্চ যৎ ।
দেবীবীজেন তৎসর্ব্বং পুনরেব বিলোকয়েৎ ॥ ১৮২
হস্তেন চক্ষুষা বাপি যত্র যত্র কৃতঃ পুরা ।
মন্ত্রন্যাসস্তত্র তত্র বিসৃষ্টিরমুনা ভবেৎ ॥ ১৮৩
প্রান্তাদি পঞ্চমো বহ্নিবীজষষ্ঠস্বরান্বিতঃ ।
তথোপান্তং বাগ্ভবান্তং দুর্গাবীজং প্রচক্ষতে ॥ ১৮৪
স্থণ্ডিলে জলপদ্মে চ তোয়ে সূর্য্যমরীচিষু ।
প্রতিমাসু চ শুদ্ধাসু শালগ্রামশিলাসু চ ।
শিবলিঙ্গশিলায়াঞ্চ[১] পূজা কার্য্যা বিভূতয়ে ॥ ১৮৫
সর্ব্বত্র মণ্ডলন্যাসং কুর্য্যাদেকাগ্রমানসঃ ।
যোগপীঠস্য বীজেন স্থণ্ডিলাদিষু সাধকঃ ॥ ১৮৬
বাসুদেবস্য রুদ্রস্য ব্রহ্মণো মিহিরস্য চ ।
কুর্য্যাৎ সর্ব্বত্র পূজাসু প্রতিপত্তিমিমাং বুধঃ ॥ ১৮৭

হে ব্রহ্মন্ সবিতঃ। আপনি বিবস্বান্, ভাস্বান্, বিষ্ণুতেজঃ-সম্পন্ন, জগতের প্রসবকারী, শুচি অর্থাৎ নির্ম্মল এবং কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, আপনাকে নমস্কার করি। ১৭৯

তাহার পর কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া একাগ্রমনে অচ্ছিদ্র অবধারণ করিবে। ১৮০

মন্ত্রচ্ছিদ্র, তপস্যার ছিদ্র এবং আমার পূজা কার্য্যে যে ছিদ্র ঘটিয়াছে, ভগবান্ সূর্য্যের প্রসাদে সে সকল অচ্ছিদ্র হউক। ১৮১

তদনন্তর পুষ্প, নৈবেদ্য এবং তোয়পাত্রাদি সমস্ত বস্তু দেবীবীজ উচ্চারণ করিয়া পুনর্ব্বার অবলোকন করিবে। ১৮২

হস্ত দ্বারাই হউক, আর চক্ষু দ্বারাই হউক, পূর্ব্বে যেখানে যেখানে মন্ত্রন্যাস করা হইয়াছিল জল দ্বারা সেই সকল স্থানের বিমার্জ্জন করিবে। ১৮৩

প্রান্তাদিতে পঞ্চম, বহ্নিবীজ ও ষষ্ঠ স্বরযুক্ত এবং উপান্তে বাগ্ভবাবীজ মিলিত হইয়া দুর্গাবীজ হয়। ১৮৪

সাধক বিভূতির নিমিত্ত স্থণ্ডিলে অঙ্কিতে, জলে সূর্য্যকিরণে, বিশুদ্ধ প্রতিমায়, শালগ্রাম শিলায়, শিবলিঙ্গে এবং শিলাখণ্ডে দেবতার পূজা করিবে। ১৮৫

সাধক, একাগ্র মানসে পূর্ব্বোক্ত স্থণ্ডিলাদি সমুদয় স্থলেই যোগপীঠ বীজ-দ্বারা মণ্ডলের ন্যাস করিবে। ১৮৬

বিদ্বান্ সাধক—বাসুদেব, রুদ্র, ব্রহ্মা এবং সূর্য্য এই সকল দেবতার পূজাতে উক্ত প্রতিপত্তিগুলির অনুষ্ঠান করিবে। ১৮৭

১। শিবলিঙ্গে শিলায়াঞ্চ—ইতি পাঠান্তরম্।

এবং যঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুমেভিঃ প্রতিপত্তিভিঃ ।
চতুর্বর্গ-প্রদস্তস্য ন চিরাজ্জায়তে হরিঃ ॥ ১৮৮
শিবো বা মিহিরো বাপি হেরম্বো লম্বোদরাদয়ঃ ।
প্রীণন্তি সুরাঃ সর্ব্বে পূজায়া বিধিনামুনা ॥ ১৮৯
বিশেষতো মহাদেবী মহামায়া জগন্ময়ী ।
প্রতিপত্তিমিমাং নিত্যং স্পৃহয়ত্যেব পূজনে ॥ ১৯০
এবং যঃ কুরুতে পূজাং সম্যক্ স ফলভাগ্ভবেৎ ।
এতৈর্বিহীনা যা পূজা ততোঽল্পমাত্রং ফলং ভবেৎ* ॥ ১৯১
অঙ্গহীনস্তু পুরুষো ন সম্যগ্ যাজ্ঞিকো যথা ।
অঙ্গহীনা তথা পূজা ন সম্যক্ ফলভাগ্ ভবেৎ[1] ॥ ১৯২
ইদং রহস্যং পরমমিদং স্বস্ত্যয়নং পরম্ ।
মন্ত্রবেদময়ং শুদ্ধং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৯৩

যঃ শ্রাবয়েদ্ ব্রাহ্মণসন্নিধানে
শ্রাদ্ধেষু যজ্ঞে সুরপূজনেষু ।
সম্যক্ ফলং তস্য লভেৎ স কর্ম্মণো
বিনাপি পূজাং তদনন্তমশ্নুতে ॥ ১৯৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে উত্তরতন্ত্রে সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

উক্ত প্রতিপত্তিসমূহ দ্বারা যে, বিষ্ণুর পূজা করে, ভগবান হরি, অচিরকাল মধ্যেই তাহাকে চতুর্বর্গ প্রদান করেন। ১৮৮

শিব, সূর্য্য এবং লম্বোদর গণেশ প্রভৃতি অন্যান্য সমুদায় দেবগণই উক্ত বিধানানুসারে পূজা হইলে প্রসন্ন হন। ১৮৯

বিশেষ মহামায়া জগন্ময়ী মহাদেবী পূজনে সর্ব্বদাই এইরূপ প্রতিপত্তির অভিলাষ করেন। ১৯০

এইরূপ বিধানানুসারে যে পূজা করে, সে সম্যক্ ফলভাগী হয়। যে পূজা উক্তস্বরূপ বিধানবিহীন, তাহা হইতে অল্পমাত্র ফল হয় না। ১৯১

যেরূপ অঙ্গহীন পুরুষ যজ্ঞকর্ম্মের অধিকারী হয় না, সেইরূপ অঙ্গহীন পূজা সর্ব্বপ্রকারে ফলপ্রদ হয় না। ১৯২

ইহা—পরম রহস্য, শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন, বেদমন্ত্র স্বরূপ, শুদ্ধ এবং সমুদয় পাপের বিনাশন। ১৯৩

যে মনুষ্য, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ এবং পূজা কালে ব্রাহ্মণের নিকট ইহা শ্রবণ করে, সে পূজা না করিয়া কর্ম্মের সমগ্র ফল লাভ করিয়া অনন্তকাল অবধি ভোগ করে। ১৯৪

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭

১। ততোঽল্পা ফলদা ভবেৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

দেব্যাস্তন্ত্রং বিশেষেণ[১] শৃণুতং সাম্প্রতং সুতাম্।
যেন চারাধিতা দেবী নচিরাদ্বরদা ভবেৎ॥ ১
পূর্ব্বতন্ত্রাদ্বিশেষেণ তথা বৈ তন্ত্রমুত্তরম্।
বিশেষেণ চ সামান্যাৎ কথিতং ভবতোঃ পুরা॥ ২
পুনর্দেব্যা বিশেষেণ পূজায়াং ভক্তিকর্ম্মণি।
যানি তন্ত্রাণি শেষাণি[২] তানি বক্ষ্যাম্যহং পুনঃ॥ ৩
যঃ কুর্য্যাত্তু মহামায়াভক্তিমেকাগ্রমানসঃ।
অঙ্গৈন্যঙ্গমন্ত্রেণ তেন কার্য্যমিদং শুভম্॥ ৪
ফলং পুষ্পঞ্চ তাম্বূল-মন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
অদত্ত্বা তু মহাদেব্যৈ ন ভোক্তব্যং কদাচন॥ ৫
পথি বা পর্ব্বতাগ্রে বা সভায়ামপি সাধকঃ।
যথা তথা নিবেদ্যৈব স্বমর্থমুপকল্পয়েৎ॥ ৬
দৃষ্ট্বৈব মদিরাভাণ্ডং রক্তবর্ণাস্তথা স্ত্রিয়ঃ।
সিংহং শবং রক্তপদ্মং ব্যাঘ্রবারণসঙ্গমম্।
গুরুং রাজানমথবা মহামায়াং ততো নমেৎ॥ ৭
পতিব্রতায়াং ভার্য্যায়াং সদৈব ঋতুসঙ্গমঃ।
ক্রিয়তে চণ্ডিকাং ধ্যাত্বা তদা কার্য্যো বিভূতয়ে॥ ৮

দেবী-তন্ত্র

ভগবান্ বলিলেন ;—এক্ষণে আমি দেবীর তন্ত্র বলিতেছি, তোমরা দুইজনে শ্রবণ কর, যে তন্ত্রানুসারে আরাধিতা হইয়া দেবী অচিরকাল মধ্যেই বর প্রদান করেন। ১

এই তন্ত্র অপর তন্ত্রসকল হইতে বিশেষ এবং শ্রেষ্ঠ ; পূর্ব্বে আমি তোমাদের নিকট ইহা সামান্যাকারে কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে বিশেষরূপে বলিতেছি। ২

দেবীর পূজা ও জপকার্য্যে যে সকল বিশেষ তন্ত্র অবশিষ্ট আছে, আমি পুনরায় সেই সকলের কীর্ত্তন করিব। ৩

যে মনুষ্য একাগ্র-মানস হইয়া মহামায়াতে ভক্তি করে, অঙ্গ ও অঙ্গমন্ত্র দ্বারা সে এই শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে। ৪

ফল, পুষ্প, তাম্বূল, অন্ন ও পানাদি যে কিছু খাদ্য বস্তু—মহাদেবীকে উৎসর্গ করিয়া না দিয়া কখনই উহা ভোজন করিবে না। ৫

সাধক, পথেই থাকুক, আর পর্ব্বতের অগ্রেই থাকুক বা সভামধ্যেই অবস্থান করুক,—যেখানে সেখানেই থাকুক—ভোজ্যবস্তু দেবীকে দিয়াই আপনাকে সমর্থ বলিয়া বিবেচনা করিবে। ৬

মদিরাভাণ্ড, রক্তবর্ণ স্ত্রী, সিংহ, শব, রক্তপদ্ম, ব্যাঘ্র ও হস্তীসঙ্গম (বা রণ-সঙ্গম), গুরু এবং রাজা ইহাদিগকে দেখিয়া মহামায়াকে নমস্কার করিবে। ৭

১। প্রবক্ষ্যামি—ইতি পাঠান্তরম্।
২। অবিশেষাণি—ইতি পাঠান্তরম্।

শান্তিকং পৌষ্টিকং বাপি তথেষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মণী।
যদা কুর্য্যাত্তদা নত্বা দেবীযাত্রাং সমাচরেৎ ॥ ৯
তৌর্য্যত্রিকং যদা শৃণ্বেৎ কেবলং গীতমেব বা।
তচ্চ দেব্যৈ নিবেদ্যৈব কর্ত্তব্যং স্বোপযোজনম্ ॥ ১০
যদেব ভূষণং বাসো মলয়োত্তবমেব বা।
স্বকায়ে পরিযুঞ্জীত তত্র মন্ত্রং ধিয়া ন্যসেৎ ॥ ১১
ব্যায়ামে চ বিধানে চ সভায়াং বা জলে স্থলে।
যত্র যত্র স্বয়ং গচ্ছেত্তত্র দেবীং সদা স্মরেৎ ॥ ১২
যদ্যৎ কর্ম্ম তু পূজাঙ্গং তত্তন্মন্ত্রেণ চাচরেৎ।
মন্ত্রহীনং পূজনাঙ্গং কর্ম্ম যত্তত্তু নিষ্ফলম্ ॥ ১৩
যস্মিন্ কর্ম্মণি যোদ্দিষ্টো মন্ত্রপূজাসু ভৈরব।
নৈবেদ্যালোকমন্ত্রেণ তত্তৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ১৪
দেব্যান্তে মণ্ডলন্যাসমিষ্টমন্ত্রেণ চাচরেৎ।
পূজান্তে মণ্ডলং লিপ্ত্বা তিলকং তেন কারয়েৎ ॥ ১৫
সর্ব্ববশ্যেন মন্ত্রেণ ধর্ম্মকামার্থদায়িনা ॥ ১৬
বলিদানে বলিং ছিত্ত্বা খড়্গাস্থৈ রুধিরৈঃ স্বকৈঃ।
সর্ব্ববশ্যেন মন্ত্রেণ ললাটে তিলকং ন্যসেৎ ॥ ১৭
জগদ্বশে ভবেত্তস্য চতুর্থঃ কন্ত বহ্নিনা।
ষষ্ঠস্বরেণ সংযুক্তঃ কলাবিন্দুসমন্বিতঃ ॥ ১৮

চণ্ডিকার ধ্যান করিয়া বিভূতির নিমিত্ত সর্ব্বদাই পতিব্রতা ভার্য্যার যত্ন রক্ষা করিবে। ৮

যখন কেহ কোনরূপ শান্তিপৌষ্টিক অথবা পূর্ত্ত কর্ম্ম করিবে, তখন উহা দেবীকে সমর্পণ করিয়া উৎসব করিবে। ৯

যখন তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য গীত শ্রবণ করিবে, তখন উহা দেবীকে নিবেদন করিয়াই নিজে উপভোগ করিবে। ১০

যে কোন অলঙ্কার, বস্ত্র অথবা চন্দন, আপনার শরীরে ধারণ করিবে, ঐ ধারণ করিবার সময় মনে মনে মন্ত্রের ন্যাস করিবে। ১১

ব্যায়ামেই হউক, বিধানেই হউক, সভাতেই হউক, জলেই হউক, আর স্থলেই হউক—যেখানেই গমন করুন না কেন, গমন করিবার সময় দেবীকে স্মরণ করিবে। ১২

পূজাকালে যে সকল কার্য্যের আবশ্যক হয়, মন্ত্র পূর্ব্বেই সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। পূজনের অঙ্গীভূত কর্ম্ম যদি মন্ত্রহীন হয় তবে উহা নিষ্ফল হয়। ১৩

হে ভৈরব। পূজার অঙ্গীভূত কোন কর্ম্মে যদি মন্ত্র উক্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নৈবেদ্যালোকমন্ত্র দ্বারা উহার অনুষ্ঠান করিবে। ১৪

ইষ্টমন্ত্র দ্বারা উহার মণ্ডলে দেবীর ন্যাস করিবে, পূজার অবসান হইলে ঐ মণ্ডল মুছিয়া উহা দ্বারা তিলক করিবে। ১৫-১৬

বলিদানে ধর্ম্মকামার্থদায়ী সর্ব্ববশ্য মন্ত্রদ্বারা বলিচ্ছেদ করিয়া খড়্গাস্থ রুধির দ্বারা ঐ সর্ব্ববশ্য মন্ত্র দ্বারা নিজের ললাটে তিলক করিবে। ১৭

অথোপান্তস্ককারান্তঃ সপক্ষোঽপি তথা পুনঃ।
ঘিমোহীতি হকারস্ত[1] তুর্য্যো বিষমসংজ্ঞিনা ॥ ১৯
তৃতীয়বর্গ-প্রান্তেন তৃতীয়-স্বরসংজ্ঞিনা।
পূরিতান্তো দ্বিধাবর্ণস্তথা বাদিচতুর্থকঃ[2] ॥ ২০
স্বরো দ্বিতীয়স্ত তথা ক্ষোতশব্দঃ পুরঃসরঃ।
পুরেতি সহিতঃ সোঽপি মিত্রং শত্রুশ্চ রাক্ষসঃ।
যক্ষপ্রজা তথা রাজা সর্ব্বশাস্ত্র ইতি স্মৃতঃ ॥ ২১
বিনাপি পূজনং কুর্য্যাদ্ যো রহস্তিলকং নরঃ।
মন্ত্রেণানেন সততং সর্ব্বং তস্য বশে ভবেৎ ॥ ২২
রাজা বা রাজপুত্রো বা স্ত্রিয়ো বা যক্ষরাক্ষসাঃ।
সর্ব্বে তস্য বশং যান্তি ভূতগ্রামাশ্চতুর্বিধাঃ ॥ ২৩
প্রবাসে পথি বা দুর্গে স্থানাপ্রাপ্তৌ জলেঽপি বা ॥ ২৪
কারাগারে নিবদ্ধো বা প্রায়োবেশগতোঽপি বা।
কুর্য্যাত্তত্র মহামায়াপূজাং বৈ মানসীং বুধঃ ॥ ২৫
মনোভক্তে[3] সমুৎপন্নে সিংহব্যাঘ্র-সমাকুলে।
পরচক্রাগমে বাপি কুর্য্যান্মানসপূজনম্ ॥ ২৬
মনসা হৃদয়স্যান্ত ধ্যাত্বা যোগাখ্যপীঠকম্।
তত্রৈব পৃথিবীমধ্যে পূজাং তত্র সমাচরেৎ ॥ ২৭
মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনকর্ম্ম বৈ।
অন্যচ্চ সর্ব্বং মনসা কৃত্বা কুর্য্যাচ্চ পূজনম্ ॥ ২৮

এইরূপ তিলক ধারণ করিলে জগৎ তাহার বশীভূত হয়; ক-বর্গের চতুর্থ বর্ণ, বহ্নি, ষষ্ঠ স্বর অর্দ্ধ চন্দ্র ও বিন্দুযুক্ত, উপান্ত এইরূপ ককারান্ত, উপান্তের পরবর্ণও ঐরূপ, উহা নির্মোহী (ঘিমোহী) টকারের চতুর্থ বর্ণ যমযুক্ত তৃতীয় বর্ণ প্রান্তে যার, এইরূপ তৃতীয় স্বরে অন্তে পূরিত, হইয়া দ্বিধাবর্ণ এবং ব হইতে চতুর্থ বর্ণ দ্বিতীয় স্বর, তাহার পর পুর সহিত ক্ষোত শব্দ এইরূপ মন্ত্র মিত্র, শত্রু, রাক্ষস, যক্ষ, প্রজা এবং রাজারূপে স্মৃত হইয়াছে। ১৮-২১

যদি মনুষ্য পূজা না করিয়াও এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ব্বদা তিলক করে, তাহা হইলে সকল বস্তু তাহার বশীভূত হয়। ২২

রাজা, রাজপুত্র, স্ত্রী, যক্ষ, রাক্ষস এবং চতুর্ব্বিধ ভূতযোনি—ইহারা সকলে সর্ব্বদা তাহার বশীভূত হয়। ২৩

প্রবাসে, পথে, দুর্গম স্থানে, স্থানের অভাবে, জলে, কারাগারে, নিরুদ্ধাবস্থায় এবং প্রায়োপবেশনে অবস্থায় জ্ঞানী মনুষ্য মহামায়ার মানসী পূজা করিবে। ২৪-২৫

কোনরূপ মনের প্রীতি উৎপন্ন হইলে, সিংহব্যাঘ্র-সমাকুলস্থানে, কিংবা পর-চক্র মধ্যে গমন করিয়া মানস পূজা করিবে। ২৬

মনে মনে হৃদয়ের মধ্যে যোগপীঠের ধ্যান করিয়া সেই যোগপীঠেই পৃথিবী মধ্যে পূজার অনুষ্ঠান করিবে। ২৭

১। ঔকারস্ত—ইতি পাঠান্তরম্।
২। ভাদিচতুর্থকঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। মনস্তুষ্টৌ—ইতি পাঠান্তরম্।

পশ্চাৎ[১] পুষ্পাদিভিঃ পূজা বহির্দেশে বিধীয়তে।
তথা হৃদ্যপি কর্ত্তব্যা সর্ব্বাশ্চ প্রতিপত্তয়ঃ ॥ ২৯
অষ্টম্যাং সততং দেবীযাজকঃ স্যাৎ সদা ব্রতী।
নবম্যান্তু তথা পূজা কর্ত্তব্যা নিজশোণিতৈঃ ॥ ৩০
লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্দেবীং পুস্তকস্থাং তথৈব চ।
স্থণ্ডিলস্থাং মহামায়াং পাদুকাপ্রতিমাসু চ ॥ ৩১
চিত্রে চ ত্রিশিখে খড়্গে জলস্থাং বাপি পূজয়েৎ।
পঞ্চাশদঙ্গুলং খড়্গং ত্রিশিখঞ্চ ত্রিশূলকম্ ॥ ৩২
শিলায়াং পর্ব্বতস্যাগ্রে তথা পর্ব্বতগহ্বরে।
দেবীং সম্পূজয়েন্নিত্যং ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ৩৩
বারাণস্যাং সদা পূজা সম্পূর্ণফলদায়িনী।
ততস্তদ্দ্বিগুণা প্রোক্তা পুরুষোত্তমসন্নিধৌ ॥ ৩৪
ততোঽপি দ্বিগুণা প্রোক্তা দ্বারাবত্যাং বিশেষতঃ।
সর্ব্বক্ষেত্রেষু তীর্থেষু পূজা দ্বারাবতীসমা ॥ ৩৫
বিন্ধ্যে শতগুণা প্রোক্তা গঙ্গায়ামপি তৎসমা।
আর্য্যাবর্ত্তে মধ্যদেশে ব্রহ্মাবর্ত্তে তথৈব চ ॥ ৩৬
বিন্ধ্যবৎ ফলদা পূজা প্রয়াগে পুষ্করে তথা।
ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা করতোয়ানদীজলে ॥ ৩৭

মৈত্র অর্থাৎ পুরীষত্যাগ, প্রসাধন, স্নান, দন্তধাবন এবং অন্যান্য শুদ্ধিকারক কর্ম্ম সকল মনে মনে সম্পাদন করিয়া পূজা করিবে। ২৮

পুষ্পাদিদ্বারা যেরূপ রীতিতে বাহ্যিক পূজার অনুষ্ঠান করা হয়, মানসিক পূজাতেও সেই সমুদয় রীতির অনুসরণ কর্ত্তব্য। ২৯

সাধক, প্রতি অষ্টমীতেই দেবীর পূজা করিবে এবং নবমীর দিবস আপনার শোণিতদ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ৩০

কোনরূপ লিঙ্গ, পুস্তক বা স্থণ্ডিলস্থিত মহামায়ার পূজা করিবে, তাঁহার পাদুকাদ্বয় বা প্রতিমা কল্পনা করিয়া তাহাতে তাঁহার পূজা করিবে। ৩১

খড়্গ বা ত্রিশিখ—চিত্রিত করিয়া তাহাতে দেবীর পূজা করিবে, অথবা জলে দেবীর পূজা করিবে। 'খড়্গ' পঞ্চদশাঙ্গুলি পরিমিত এবং 'ত্রিশিখ' বলিতে ত্রিশূল বুঝিতে হইবে। ৩২

মনুষ্য—ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শিলায়, পর্ব্বতের অগ্রভাগে, পর্ব্বতের গুহায়, নিত্য দেবীর পূজা করিবে। ৩৩

বারাণসীতে দেবীর আরাধনা করিলে সম্পূর্ণ ফললাভ হয়, আর পুরুষোত্তমের নিকট পূজা করিলে তাহা অপেক্ষাও দ্বিগুণ ফল হয়। ৩৪

বিশেষতঃ দ্বারাবতীতে পূজা করিলে পূর্ব্বাপেক্ষাও দ্বিগুণ ফল হয়। নিখিলক্ষেত্রে ও তীর্থে পূজা করিলে দ্বারাবতীর সমান ফল হয়। ৩৫

বিন্ধ্যাচলে দেবীর পূজা করিলে শতগুণ ফললাভ হয়, গঙ্গাতীরেও ঐরূপ আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যদেশে এবং ব্রহ্মাবর্ত্তে পূজা করিলেও উক্তরূপ ফললাভ হয়। ৩৬

১। মধ্যা—ইতি পাঠান্তরম্।

তস্মাচ্চতুর্গুণফলা নন্দিকুণ্ডে চ ভৈরব।
ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা জল্পীশেশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৩৮
তত্র সিদ্ধেশ্বরীযোনৌ ততোঽপি দ্বিগুণা স্মৃতা।
ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা লৌহিত্যনদপাথসি ॥ ৩৯
তথৈষা কামরূপে তু সর্বত্রৈব জলে স্থলে।
সর্বশ্রেষ্ঠো যথা বিষ্ণুর্লক্ষ্মীঃ সর্বোত্তমা যথা।
দেবীপূজা তথা শস্তা কামরূপে সুরালয়ে ॥ ৪০
দেবীক্ষেত্রং কামরূপং বিদ্যতেঽন্যন্ন তৎসমম্ ॥ ৪১
অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে।
ততঃ শতগুণা প্রোক্তা নীলকূটস্য মস্তকে ॥ ৪২
ততোঽপি দ্বিগুণা প্রোক্তা হেরুকে শিবলিঙ্গকে[১]।
ততোঽপি দ্বিগুণা প্রোক্তা শৈলপুত্র্যাদিযোনিষু ॥ ৪৩
ততঃ শতগুণা প্রোক্তা কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে।
কামাখ্যায়াং মহামায়াপূজাং যঃ কৃতবান্ সকৃৎ ॥ ৪৪
স চেহ লভতে কামান্ পরত্র শিবরূপতাম্।
ন তস্য সদৃশোঽন্যোঽস্তি কৃত্যং তস্য ন বিদ্যতে ॥ ৪৫
বাঞ্ছিতার্থমবাপ্যেহ চিরায়ুরভিজায়তে।
বায়োরিব গতিস্তস্য ভবেদন্যৈরবারিতা ॥ ৪৬

বিন্ধ্যাচলে পূজা করিলে যেরূপ ফল, প্রয়াগ ও পুষ্করে পূজা করিলেও সেই রূপ ফল লাভ হয়। কিন্তু করতোয়া নদীর জলে পূজা করিলে উহা অপেক্ষাও চতুর্গুণ ফল হয়। ৩৭

হে ভৈরব। নন্দীকুণ্ডে পূজা করিলে পূর্বাপেক্ষাও চতুর্গুণ ফল লাভ হয়। জল্পেশ্বরসমীপে তাহা হইতেও চতুর্গুণ ফল লাভ হয়। ৩৮

সেই স্থানে সিদ্ধেশ্বরীযোনিতে পূজা করিলে উহা অপেক্ষাও দ্বিগুণ ফল হয় এবং লৌহিত্য নদের জলে উহা অপেক্ষাও চতুর্গুণ ফল হয়। ৩৯

কামরূপে জলেই হউক, আর স্থলেই হউক, যেখানে পূজা করিবে, উক্তরূপ ফল লাভ হইবে। বিষ্ণু যেরূপ সকলের শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মী যেমন সকলের উত্তম, কামরূপ দেব-মন্দিরে পূজাও সেইরূপ প্রশস্ত। ৪০

কামরূপ—দেবীর সাক্ষাৎ ক্ষেত্র, তাহার তুল্য স্থান আর নাই। অন্যত্র দেবী দুর্লভা, কিন্তু কামরূপে প্রতিগৃহেই বিরাজমান। নীলকূট পর্বতের মস্তকে পূজা করিলে তাহা অপেক্ষা শতগুণ ফল হয়। ৪১-৪২

হেরুক নামক শিবলিঙ্গে পূজা করিলে তাহা অপেক্ষাও দ্বিগুণ ফল হয়। শৈলপুত্র্যাদি যোনিতে পূজা করিলে পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ফল হয়। ৪৩

কামাখ্যাযোনিতে পূজা করিলে তদপেক্ষাও শতগুণ ফল লাভ হয়। যে মনুষ্য, কামাখ্যায় একবার মহামায়ার পূজা করে, সে ইহলোকে সমুদয় অভিলষিত অর্থ এবং পরকালে শিব-সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। তাহার সদৃশ আর কেহ নাই এবং তাহার কোন কৃত্যও নাই। ৪৪-৪৫

সে দীর্ঘায়ু হইয়া ইহলোকে বাঞ্ছিত অর্থ সকল লাভ করিতে থাকে। তাহার গতি অন্য কর্তৃক অবারিত এবং বায়ুসদৃশ হয়। ৪৬

১। হেরুকেশ্বরলিঙ্গকে—ইতি পাঠান্তরম্।

সংগ্রামে শাস্ত্রবাদে বা দুর্জ্জয়ঃ স চ জায়তে।
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রেণ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে ॥ ৪৭
সকৃত্তু পূজনং কৃত্বা ফলং শতগুণং লভেৎ।
মূলমূর্ত্তির্মহামায়া যোগনিদ্রা জগন্ময়ী ॥ ৪৮
তস্যাস্তু বৈষ্ণবীতন্ত্রং মন্ত্রং প্রাক্ প্রতিপাদিতম্।
অন্যা যা মূর্ত্তয়ঃ প্রোক্তাঃ শৈলপুত্র্যাদয়োঽপরাঃ ॥ ৪৯
তস্যা এব বিভাগাস্তাস্তচ্ছরীরবিনির্গতাঃ।
নিঃসরন্তি যথা নিত্যং সূর্য্যবিম্বান্ মরীচয়ঃ ॥ ৫০
দেব্যাস্তথোগ্রচণ্ডাদ্যা মহামায়াশরীরতঃ।
তাসামেবাঙ্গরূপাণি বক্তব্যানি ময়া তব ॥ ৫১
একৈব তু মহামায়া কার্য্যার্থং ভিন্নতাং গতা।
কামাখ্যা তু মহামায়া মূলমূর্ত্তিঃ প্রগীয়তে ॥ ৫২
পীঠেভিন্নাহ্বয়া সা তু মহামায়া প্রগীয়তে।
এক এব যথা বিষ্ণুর্নিত্যত্বাদ্ধি সনাতনঃ ॥ ৫৩
জনানামর্দ্দনাৎ সোঽপি জনার্দ্দন ইতি স্মৃতঃ।
তথৈব সা মহামায়া কামার্থং সঙ্গতা গিরৌ।
কামাখ্যেতি সদা দেবৈর্গীয়তে সততং নরৈঃ ॥ ৫৪
যথা হি পুরুষঃ কোঽপি ছত্রী ছত্রগ্রহাদ্ভবেৎ।
স্নাপকঃ স্নানকালে বৈ কামাখ্যাপি তথাহ্বয়া ॥ ৫৫
মহামায়াশরীরন্ত কামার্থং সমুপস্থিতম্।
লোহিতৈঃ কুঙ্কুমৈঃ পীতং কামার্থমুপযোজিতৈঃ ॥ ৫৬

সে যুদ্ধে ও শাস্ত্রের তর্কে অজেয় হয়। বৈষ্ণব তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে একবারমাত্র পূজা করিয়া শত গুণ ফল লাভ করে। জগন্ময়ী যোগনিদ্রা মহামায়া মূল-মূর্ত্তিস্বরূপ। ৪৭-৪৮

বৈষ্ণবী তন্ত্র, তাঁহার মন্ত্র ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শৈল-পুত্রী আদি সমুদয় ইহারই মূর্ত্তিভেদ। ৪৯

ইহার শরীর হইতে বিনির্গত অংশ স্বরূপ। সূর্য্যবিম্ব হইতে যেরূপ কিরণ নির্গত হয়, সেইরূপ উগ্রচণ্ডাদি দেবীসকল মহামায়ার শরীর হইতে নির্গত হইয়াছে। তাঁহাদের অঙ্গমন্ত্র আমি তোমাকে বলিব। ৫০-৫১

এক মহামায়াই আপনার ইচ্ছায় নানারূপ ধারণ করিয়াছেন। কামাখ্যাই মহামায়া এবং মূল মূর্ত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ৫২

ঐ মহামায়ার ভিন্ন ভিন্ন পীঠেও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ বিষ্ণু নিত্য বলিয়া সনাতন নামে অভিহিত হন। ৫৩

জনদিগের অর্দ্দন (পীড়ন) করেন বলিয়া তিনিই জনার্দ্দন নামে অভিহিত হন। সেইরূপ এই মহামায়া লোকের অভিলাষ পূরণার্থ পর্ব্বতে সঙ্গত দেব এবং মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক কামাখ্যা নামে অভিহিত হন। ৫৪

যেমন কোন মহাপুরুষ হাতে ছত্র গ্রহণ করিলে লোক তাঁহাকে ছত্রী বলে, এবং তিনিই স্নানকালে স্নাপক নামে অভিহিত হন, কামাখ্যানামও সেইরূপ। ৫৫

কামপূরণার্থ মহামায়ার শরীরই কামাখ্যারূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইনি

খড়্গং ত্যক্ত্বা কামকালে সা গৃহ্ণাতি স্রজং স্বয়ম্ ।
যদা তু ত্যক্তকামা সা তদা স্যাদসিধারিণী ॥ ৫৭
কামকালে শিবপ্রেতে ন্যস্তলোহিতপঙ্কজে ।
রমতে ত্যক্তকামা তু সিতপ্রেতোপরি স্থিতা ॥ ৫৮
তথৈবেতস্ততো গত্বা সিংহস্থা কামদা ভবেৎ ।
কদাচিৎ সা সিতপ্রেতে কদাচিদ্রক্তপঙ্কজে ।
কদাচিৎ কেশরীপৃষ্ঠে রমতে কামরূপিণী ॥ ৫৯
যদা লোহিতপদ্মস্থা তথাগ্রে কেশরীচরঃ ।
যদা প্রেতগতা দেবী তদাগ্রেঽঙ্কং নিরীক্ষতে ॥ ৬০
মহামায়াস্বরূপেণ যদা সা বরদা ভবেৎ ।
পূজাকালে তদা প্রেতপদ্মসিংহোপরি স্থিতা ॥ ৬১
রক্তপদ্মে যদা ধ্যায়েত্তদাগ্রে চিন্তয়েদ্ধরিম্ ।
যদা ধ্যায়েদ্ধরৌ চান্যদ্বয়মগ্রে বিচিন্তয়েৎ ॥ ৬২
ত্রিষু ধ্যাতেষু যুগপৎ প্রেতপদ্মহরৌ[১] ক্রমাৎ ।
স্থিতেষু কামদা দেবী তেষু ধ্যায়েত কামদাম্[২] ॥ ৬৩
একৈকস্মিন্নপি তথা যথাবচ্চিন্তয়েচ্ছিবাম্ ।
একা সমস্তা জগতাং প্রকৃতিঃ সা যতস্ততঃ ॥ ৬৪
বিষ্ণুব্রহ্মাশিবৈর্দেবৈর্ধ্রিয়তে সা জগন্ময়ী ।
সিতপ্রেতো মহাদেবো ব্রহ্মা লোহিতপঙ্কজম্ ॥ ৬৫

কামকালে খড়্গত্যাগ করিয়া কামার্থ নিবেদিত লোহিত কুঙ্কুমদ্বারা পীতবর্ণ মালা স্বয়ং গ্রহণ করেন। যখন কাম পূর্ণ হয়, তখন ইনি পুনর্ব্বার খড়্গ গ্রহণ করেন। ৫৬-৫৭

কামকালে সিত প্রেতে বিন্যস্ত লোহিত পঙ্কজে রমণ করেন এবং কাম-পরিত্যাগ করিয়া প্রেতরূপ শিবের উপর বিরাজ করেন। ৫৮

এইরূপ ইনি সিংহস্থ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক কাম প্রদান করেন। কখন সিতপ্রেতে, আর কখন বা রক্ত-পঙ্কজে অবস্থান করেন। ইনি কামরূপিণী কখন কেশরীপৃষ্ঠে বিরাজ করেন। ৫৯

পূজাকালে ইনি কখন প্রেত, কখন পদ্ম, কখন সিংহের উপর স্থিত হন, তখন অঙ্ককে দেখে থাকেন। যখন তিনি মহামায়া স্বরূপে বর্তমান, তখন তিনি বরদা হন। ৬০-৬১

যখন ইঁহাকে রক্ত পদ্মে অবস্থিত ধ্যান করিবে, তখন ইঁহার অগ্রে হরিকে চিন্তা করিবে এবং যখন ইঁহাকে সিংহস্থিত করিবে, তখন অগ্রে ব্রহ্মা এবং শিবের চিন্তা করিবে। ৬২

এককালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের ধ্যান করিলে ক্রমে পদ্ম সিংহে গমন করেন, এই তিন-মূর্ত্তি সন্নিহিত থাকিলে সেই কামদাদেবী আরও কাম-দায়িনী হন। ৬৩

ইঁহাদের এক একটিতেও শিবাকে যথাবৎ চিন্তা করিবে। তিনি একাই সমস্ত জগতের প্রকৃতি এবং স্থাপন-কর্ত্রী। ৬৪

১। প্রেতে পদ্মে হরৌ ক্রমাৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। ধ্যাতাভিকামদা—ইতি পাঠান্তরম্।

হরির্হরিস্তু বিজ্ঞেয়ো বাহনানি মহৌজসঃ।
স্বমূর্ত্ত্যা বাহনত্বন্তু তেষাং যস্মান্ন যুজ্যতে ॥ ৬৬
তস্মান্মূর্ত্ত্যন্তরং কৃত্বা বাহনত্বং গতাস্ত্রয়ঃ।
যস্মিন্ যস্মিন্ মহামায়া প্রীণাতি সততং শিবা ॥ ৬৭
তেন তেনৈব রূপেণ আসনাত্ত্বমবাংস্ত্রয়ঃ।
সিংহোপরি স্থিতং পদ্মং রক্তং তস্যোর্দ্ধগঃ শবঃ ॥ ৬৮
তস্যোপরি মহামায়া বরদাভয়দায়িনী।
এবং রূপেণ যো ধ্যাত্বা পূজয়েৎ সততং শিবাম্ ॥ ৬৯
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাস্তেন পূজিতাঃ স্যুরসংশয়ম্।
এবং সদা মহামায়া কামাখ্যা চৈকরূপিণী ॥ ৭০
ধ্যানতো রূপতো ভিন্না তস্মাত্তাং তত্র পূজয়েৎ।
এবং বিশেষতন্ত্রাণি দুর্গায়াঃ কথিতানি বাম্।
অঙ্গমন্ত্রাণি তস্যাস্তু শ্রূয়তাং নরসত্তমৌ ॥ ৭১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

সেই জগন্ময়ী শিবা ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। মহাদেবই সিত-প্রেত, ব্রহ্মাই লোহিত পঙ্কজ। ৬৫

বিষ্ণুই সিংহ, এই তিনজনই সেই মহাতেজোময়ী দেবীর বাহন। তাঁহাদের স্বয় মূর্ত্তিতে বাহন হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়। ৬৬

তাঁহারা অন্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবীর বাহনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহামায়া শিবা যে যে মূর্ত্তিতে প্রীতিলাভ করেন। ৬৭

ঐ তিনজন সেই সেইরূপে বাহনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সিংহের উপর রক্ত-পদ্ম, তদুপরি শিব। ৬৮

তাহার উপর অবস্থিত মহামায়া—বর এবং অভয় প্রদান করেন। যে সাধক এইরূপ মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া পূজা করে। তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পূজিত হন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মহামায়া এবং কামাখ্যা এক। ৬৯-৭০

তথাপি ধ্যানে স্বরূপে ভিন্ন, এই নিমিত্ত কামরূপেই কামাখ্যার পূজা করিবে। দুর্গার বিশেষ তন্ত্র তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে হে ভৈরব। অঙ্গ মন্ত্র সকল শ্রবণ কর। ৭১

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অঙ্গমন্ত্রাণ্যহং বক্ষ্যে চণ্ডিকায়া বিশেষতঃ ।
যৈঃ সমারাধিতা দেবী চতুর্বর্গপ্রদা ভবেৎ ॥ ১
তালব্যান্তো যুতঃ ষষ্ঠস্বরবিন্দ্বিন্দুবহ্নিভিঃ[১] ।
তথোপান্তো যুতস্তৈস্তেরাদ্যং বাগ্‌ভবমেব চ ॥ ২
নেত্রবীজং চণ্ডিকায়াস্ত্রয়মেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
বামললাটদক্ষিণনেত্রেষু ত্রিতয়ং ক্রমাৎ ॥ ৩
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সর্ব্বদা কারণং পরম্ ।
মন্ত্রমেতন্মহাগুহ্যং দুর্গাবীজমিতি স্মৃতম্ ॥ ৪
যদা কাত্যায়নমুনেরাশ্রমেষু দিবৌকসাম্ ।
তেজোভির্ধৃতকায়াভূদ্দেবী দেবৌঘসংস্তুতা ।
তদা নেত্রত্রয়াদ্দেব্যা মূলমূর্ত্তির্বিনিঃসৃতা ॥ ৫
তেজোময়ী জগদ্ধাত্রী মহিষাসুরঘাতিনী ।
তেজোভিঃ সর্ব্বদেবানাং সা দধারাপরুত্তমম্ ॥ ৬
অস্ত্রাণ্যনেকান্যাদায় দেবৈর্দত্তানি ভাগশঃ
সগণং সানুবন্ধঞ্চ সমাত্যবলবাহনম্ ।
ব্রহ্মাদ্যৈঃ সংস্তুতা দেবী জঘান মহিষাসুরম্ ॥ ৭

অঙ্গমন্ত্রের বিশেষ বিবরণ

ভগবান্ বলিলেন,—আমি শক্তি সকলের বিশেষ করিয়া চণ্ডিকার সেই অঙ্গ মন্ত্র সকলের কীর্ত্তন করিতেছি। দেবী গৌরী ইহা দ্বারা আরাধিতা হইয়া চতুর্ব্বর্গ প্রদান করেন। ১

অন্তে তালব্য বর্ণ, ষষ্ঠ স্বর আদি ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত, কিংবা উপান্ত পূর্ব্বোক্ত বর্ণযুক্ত অথবা আদি বাগ্‌ভব বীজ। ২

এই তিনটি চণ্ডিকার নেত্রবীজ। এই তিনটি নেত্রবীজ যথাক্রমে বাম ললাট এবং দক্ষিণ চক্ষুতে বিন্যস্ত। ৩

ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কারণ হয়। এই মন্ত্র অতিশয় গুহ্য এবং দুর্গাবীজ নামে বিখ্যাত। ৪

যখন দেবী মহামায়া কাত্যায়ন-মুনির আশ্রমে দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া দেবতাদিগের তেজে শরীর ধারণ করিয়াছেন, দেবী নেত্রত্রয় বিশিষ্ট মূল মূর্ত্তিতেই অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। ৫

সেই তেজোময়ী জগদ্ধাত্রী মহিষাসুরনাশিনী দেবী নিখিল দেবগণের তেজে শরীর ধারণ করেন। ৬

দেবগণ কর্ত্তৃক একে একে দত্ত অস্ত্রসকল গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সগণ,সানুবন্ধ এবং অমাত্য বল ও বাহনের সহিত বর্ত্তমান মহিষাসুরকে বধ করেন। ৭

১। ......স্বরবিন্দুবহ্নিভিঃ।
তথোপান্তঃ স্বরস্তৈস্তে বাদ্যং...... ॥২

হতে তু মহিষে দেবী পূজিতা ত্রিদশৈস্ততঃ।
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ লোকে খ্যাতিঞ্চ সা গতা ॥ ৮
ততঃ প্রভৃতি সা মূর্ত্তিঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।
মূলমূর্ত্তিঃ মুগুপ্তাভূৎ মহুর্ত্ত্যা খ্যাতিমাগতা ॥ ৯
দেবানাং বরদানেন ব্রহ্মাদ্যৈ রূপযোজনাৎ।
মন্মূর্ত্তিঃ পূজ্যতে সর্ব্বৈস্তাং মূর্ত্তিং শৃণু ভৈরব ॥ ১০
জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্[১] ॥ ১১
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ১২
সুচারুদশনাং তীক্ষ্ণাং[২] পীনোন্নতপয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্ ॥ ১৩
মৃণালায়তসংস্পর্শ-দশবাহুসমন্বিতাম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে ধেয়ং[৩] খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥ ১৪
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং বাহুসন্ধ্যেষু সঙ্গতাম্।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশং চাঙ্কুশমূর্দ্ধতঃ ॥ ১৫
ঘণ্টাঞ্চ পরশুঞ্চাপি বামেঽধঃ প্রতিযোজয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বচ্ছিন্নশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৬

মহিষাসুর নিহত হইলে দেবগণ এই মন্ত্র দ্বারাই দেবীর পূজা করেন এবং সেই দেবীও লোকে সেই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিতে বিখ্যাত হন। ৮

সেই অবধি সর্ব্বত্র সেই সকল লোক সেই মূর্ত্তিরই পূজা করে। মূল মূর্ত্তি একণে অন্তর্হিত, এই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ৯

দেবতাদিগের বর দানহেতু এবং ব্রহ্মাদির উপযোগ হেতু ঐ মূর্ত্তিকে সকলে পূজা করে, হে ভৈরব। আমি সেই মূর্ত্তির বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। ১০

মস্তকে জটাজূটসমাযুক্ত এবং অর্দ্ধচন্দ্র শেখরস্বরূপ বিরাজমান, তিন লোচনে শোভিত এবং পূর্ণচন্দ্রতুল্য দীপ্তিমান্। ১১

বর্ণের আভা তপ্তকাঞ্চন তুল্য, তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতা এবং সুলোচনা, তাঁহার শরীর নবীন যৌবন সম্পন্ন এবং সকল আভরণে বিভূষিত। ১২

দন্তগুলি অতি মনোহর, স্তনদ্বয় পীন এবং উন্নত, তাঁহার শরীরসংস্থান ত্রিভঙ্গক্রমে এবং মহিষমর্দ্দিনী। ১৩

মৃণাল-সদৃশ কোমল অথচ আয়ত দশবাহুযুক্ত, ঐ দশ বাহুর মধ্যে দক্ষিণ পাঁচ বাহুতে যথাক্রমে এই সকল অস্ত্র আছে—দক্ষিণের সর্ব্বোপরি বাহুতে ত্রিশূল, তাহার নীচে ক্রমে ক্রমে খড়্গ, চক্র। ১৪

তীক্ষ্ণবাণ এবং শক্তি; পাঁচ বাম বাহুতেও যথোর্দ্ধ খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ ও অঙ্কুশ। ১৫

অধঃ বাহুতে ঘণ্টা বা পরশু। দেবীর নীচে ছিন্নশির মহিষ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬

১। পদ্মেন্দু......ইতি পাঠান্তরম্। ২। তথং...।
৩। ধ্যেয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্।

শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্ ।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতম্ ॥ ১৭
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ[১] রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্ ।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীকুটিলাননম্ ॥ ১৮
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া ।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৯
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্ ।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥ ২০
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা ।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চামুণ্ডা চণ্ডিকা তথা ॥ ২১
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্ ।
চিন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥ ২২
এতস্যাশ্চাঙ্গমন্ত্রস্তু দুর্গাতন্ত্রমিতি শ্রুতম্ ।
শৃণুষ্বৈকমনা ভূত্বা ধর্মকামার্থসাধনম্ ॥ ২৩
বহ্নিভার্য্যা স্বরঃ ষষ্ঠো[২] হান্তঃ প্রান্তোঽগ্নিরেব চ ।
দুর্গাদ্বিরিতি সোঙ্কারং দুর্গামন্ত্রমিতি[৩] শ্রুতম্ ॥ ২৪
রবৌ মকররাশিস্থে যা ভবেৎ সিতপঞ্চমী ।
তস্যামনেন মন্ত্রেণ সম্পূজ্য বিধিবচ্ছিবাম্ ॥ ২৫

মহিষের শিরশ্ছেদ হওয়াতে উহা হইতে একটি খড়্গপাণি দানব উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার বক্ষঃস্থল শূলদ্বারা বিদ্ধ এবং সর্ব্বশরীর মহিষের অন্ত্রে বিভূষিত। ১৭

মহিষের রক্তে তাহার শরীর রক্তবর্ণ এবং চক্ষুর্দ্বয়ও আরক্ত, নাগপাশ তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং তাহার মুখ ভ্রূকুটিতে কুটিল হইয়াছে। ১৮

তাহার কেশ একত্র করিয়া দুর্গা বাম হস্তে ধারণ করিয়াছেন। তাহার মুখ দিয়া রক্ত বমন হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় দেবী সিংহকে তাহার প্রতি ধাবিত করিয়াছেন। ১৯

ঐ সিংহের উপর দেবীর দক্ষিণ পাদ বিন্যস্ত, বামপাদ একটু ঊর্দ্ধাধোভাবে, কিন্তু তাহার অঙ্গুষ্ঠ মহিষের উপর। ২০

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা এবং চণ্ডিকা সর্ব্বদা এই অষ্টশক্তিতে পরিবেষ্টিত; সেই ধর্ম্ম, কাম, অর্থ এবং মোক্ষদায়িনী দেবীকে এইরূপে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। ২১-২২

এই দেবীর অঙ্গমন্ত্রই দুর্গাতন্ত্র নামে বিখ্যাত। ঐ ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থের সাধন মন্ত্রকে একমনা হইয়া শ্রবণ কর। ২৩

অন্তে বহ্নি-ভার্য্যা, তৎপূর্ব্বে চক্রে (৭) চ কার হইতে আদি ষষ্ঠস্বর (ই), তৎপূর্ব্বে হান্ত (ক্ষ), তৎপূর্ব্বে অগ্নি। তাহার পূর্ব্বে দুর্গে দুর্গে এবং ওঙ্কার ইহাই দুর্গামন্ত্র নামে খ্যাত; তবেই হইল "ওঁ দুর্গে দুর্গে ঋক্ষণি স্বাহা"। ২৪

সূর্য্য মকর রাশিস্থ হইলে যে শুক্লপক্ষের পঞ্চমী হইবে, তাহাতে এই মন্ত্র দ্বারা বিধিপূর্ব্বক সেই মঙ্গলময়ী দেবীকে বিধানানুসারে পূজা করিবে। ২৫

১। রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ।
২। ......স্বরে তুর্য্যে।
৩। ......তন্ত্রমিতি।

শুক্লাষ্টম্যাং পুনর্দেবীং পূজয়িত্বা যথাবিধি।
নবম্যাং বলিদানানি প্রভূতানি সমাচরেৎ॥ ২৬
সন্ধ্যায়াং চ বলিং কুর্য্যান্নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্।
এবং কৃতে তু কল্যাণৈর্যুক্তো নিত্যং প্রমোদতে॥ ২৭
*পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধস্তু ধনধান্যসমৃদ্ধিভিঃ।
দীর্ঘায়ুঃ সর্ব্বসুভগো লোকেঽস্মিন্ ন চ জায়তে॥ ২৮
সিতাষ্টম্যাস্তু চৈত্রস্য পুষ্পৈস্তৎকালসম্ভবৈঃ।
অশোকৈরপি যঃ কুর্য্যান্মন্ত্রেণানেন পূজনম্॥ ২৯
ন তস্য জায়তে শোকো রোগো বাপ্যথ দুর্গতিঃ।
জ্যৈষ্ঠে তু শুক্লপক্ষস্য অষ্টম্যাং সমুপোষিতঃ॥ ৩০
নবম্যাং সতিলৈরম্যৈর্যাবকৈরথ মোদকৈঃ।
ক্ষীরৈরাজ্যৈস্তথা ক্ষৌদ্রৈঃ শর্করাভিঃ সপিষ্টকৈঃ॥ ৩১
নানাপশূনাং রুধিরৈর্মাংসৈরপি চ পূজয়েৎ।
ততো দশম্যাং শুক্লায়ামদ্ভিস্তু তিলমিশ্রিতৈঃ॥ ৩২
দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ দাতব্যমঞ্জলিত্রয়ম্।
এবং কৃতে দশম্যাস্তু যৎপাপং দশজন্মভিঃ॥ ৩৩
কৃতং তৎপ্রলয়ং যাতি দীর্ঘায়ুরপি জায়তে।
আষাঢ়ে শুক্লপক্ষস্য যাষ্টমী শ্রাবণস্য চ॥ ৩৪
পবিত্রারোপণং কুর্য্যাদ্দেবীপ্রীতিকরং পরম্।
দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ দুর্গাবীজেন ভৈরব॥ ৩৫

তাহার পর সেই মহাদেবীকে শুক্ল অষ্টমীতে যথাবিধি পূজা করিয়া নবমীর দিবস প্রভূত বলিদান করিবে। ২৬

সন্ধ্যাকালে আপনার গাত্রের রক্তে প্রলিপ্ত বলি প্রদান করিবে। এইরূপ করিলে নিত্য কল্যাণযুক্ত হইয়া প্রমুদিত হয়। ২৭

পুত্র, পৌত্র, ধন ও ধান্যে সম্পূর্ণ হয় এবং দীর্ঘায়ু হইয়া ইহলোকে শুভ প্রাপ্ত হয়। ২৮

চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে তৎকাল-সম্ভূত অন্যান্য পুষ্প এবং অশোক পুষ্পদ্বারা এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যে দেবীর পূজা করে, তাহার শোক রোগ অথবা কোনরূপ দুর্গতি হয় না। ২৯

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষে অষ্টমীতে উপবাসী হইয়া নবমীর দিন, তিল, রম্য যাবক, মোদক, ক্ষীর, আজ্য, মধু, শর্করা, পিষ্টক, নানাবিধ পশুর রুধির ও মাংস দ্বারা পূজা করিবে। ৩০-৩১

তাহার পর শুক্লাদশমীতে তিলমিশ্রিত জল দ্বারা এই দুর্গাতন্ত্র মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তিনবার অঞ্জলি দান করিবে। ৩২

দশমীর দিন এইরূপ করিলে দশজন্মার্জ্জিত যাবতীয় পাপের নাশ হয় এবং সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হয়। ৩৩

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীর দিবস দেবীর পরম প্রীতিকর পবিত্রারোহণ করিবে। ৩৪

---

* ন তস্য জায়তে শোকো ন চ মারী প্রজায়তে—ইত্যধিকঃ পাঠঃ দৃশ্যতে।

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রেণ পবিত্রারোপণং চরেৎ।
বিশেষাচ্ছ্রাবণং[১] প্রাপ্য দেব্যাঃ কুর্য্যাৎ পবিত্রকম্ ॥ ৩৬
সর্ব্বেষামেব দেবানাং পবিত্রারোপণং চরেৎ।
আষাঢ়ে শ্রাবণে বাপি সংবৎসরফলপ্রদম্ ॥ ৩৭
প্রতিপদ্ধনদস্যোক্তা পবিত্রারোপণে তিথিঃ।
দ্বিতীয়া তু শ্রিয়ো দেব্যাস্তিথীনামুত্তমা স্মৃতা ॥ ৩৮
তৃতীয়া ভবভাবিন্যাশ্চতুর্থী তৎসুতস্য চ।
পঞ্চমী সোমরাজস্য ষষ্ঠী প্রোক্তা গুহস্য চ ॥ ৩৯
সপ্তমী ভাস্করস্যোক্তা দুর্গায়াশ্চ তথাষ্টমী।
মাতৃণাং নবমী প্রোক্তা বাসুকের্দশমী মতা ॥ ৪০
একাদশী ঋষীণাঞ্চ দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ।
ত্রয়োদশী অনঙ্গস্য মম চৈব চতুর্দ্দশী ॥ ৪১
ব্রহ্মণো দিক্পতীনাঞ্চ পৌর্ণমাসী তিথির্মতা।
পবিত্রারোপণং যো বৈ দেবানাং ন সমাচরেৎ ॥ ৪২
তস্য সাংবৎসরীপূজাফলং হরতি কেশবঃ।
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং পবিত্রারোপণং পরম্ ॥ ৪৩
কৃতে বহুফলপ্রাপ্তিস্তৎপূজা সফলা ভবেৎ।
পবিত্রং যেন সূত্রেণ যথা কার্য্যং বিজানতা।
তচ্ছৃণুষ্ব প্রমাণঞ্চ বচনান্মম ভৈরব ॥ ৪৪

উক্ত দুর্গাতন্ত্র মন্ত্রদ্বারা পবিত্রারোহণ করিবে। বিশেষতঃ শ্রবণা হইতে দেবীর পবিত্র নির্ম্মাণ করিবে। ৩৫

আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে সমুদয় দেবতারই পবিত্রারোহণ করিবে, তাহা হইলে সংবৎসর শুভ ফল হইবে ৩৬

ধনদ অর্থাৎ কুবেরের পবিত্রারোহণের জন্য প্রতিপৎ তিথি উক্ত হইয়াছে এবং তিথির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিথি দ্বিতীয়া লক্ষ্মীদেবীর পবিত্রারোহণে উক্ত।৩৭-৩৮

ভবতারিণী (ভাবিনী) দেবীর তৃতীয়া এবং তাঁহার পুত্রের চতুর্থী। সোমরাজের পঞ্চমী এবং কার্ত্তিকেয়ের ষষ্ঠী। ৩৯

ভাস্করের সপ্তমী, দুর্গার অষ্টমী, মাতৃকাদিগের নবমী এবং বাসুকির জন্য দশমী নির্দ্দিষ্ট। ৪০

ঋষিদিগের পবিত্রারোহণের জন্য একাদশী শ্রেষ্ঠ তিথি, চক্রপাণির জন্য দ্বাদশী, অনঙ্গের ত্রয়োদশী এবং আমার চতুর্দ্দশী। ৪১

ব্রহ্মা এবং দিক্পালগণের পবিত্রারোহণ নিমিত্ত পৌর্ণমাসী তিথি নির্দ্দিষ্ট। যে মনুষ্য দেবতাগণের পবিত্রারোহণ কার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, কেশব তাহার সংবৎসরকৃত পূজার ফল হরণ করেন। এই নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ পবিত্রারোহণ কার্য্য যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবে। ৪২-৪৩

এই পবিত্রারোহণ কার্য্য করিলে, অনেক লাভ হয় এবং পূজা সফল হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তি যে সূত্রদ্বারা পবিত্র নির্ম্মাণ করিবে, হে ভৈরব! আমার কথামত তাহা শ্রবণ কর। ৪৪

১। শ্রাবণারভ্য—ইতি পাঠান্তরম্।

প্রথমং দর্ভসূত্রঞ্চ পদ্মসূত্রং ততঃ পরম্ । ৪৫
ততঃ ক্ষৌমং সুপুণ্যং স্যাৎ কার্পাসকমতঃ পরম্ ।
পট্টসূত্রং তথান্যেন পবিত্রাণি ন কারয়েৎ ॥ ৪৬
বিচিত্রাণি পবিত্রাণি কর্ত্তব্যানি তু যত্নতঃ ।
গন্ধমাল্যৈঃ সুরভিভী রচিতানি যথোদিতম্ ॥ ৪৭
কন্যা চ কর্ত্তয়েৎ সূত্রং প্রমদা চ পতিব্রতা ।
বিধবা সাধুশীলা বা দুঃখশীলা ন কর্ত্তয়েৎ ॥ ৪৮
বংসূচিভিন্নং দগ্ধঞ্চ ভস্মধূমাভিগুণ্ঠিতম্ ।
তদ্বর্জনীয়ং যত্নেন সূত্রমস্মিন্ পবিত্রকে ॥ ৪৯
উপযুক্তং চাপ্যজস্থং মধ্যরক্তাদিদূষিতম্ ।
মলিনং নীলরক্তঞ্চ প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫০
সূত্রৈঃ পবিত্রং কুর্ব্বীত কনিষ্ঠোত্তমমধ্যমম্ ।
কনিষ্ঠং যৎ পবিত্রন্তু সপ্তবিংশতিতন্তুভিঃ ॥ ৫১
মর্ত্ত্যলোকে যশঃ কীর্ত্তিঃ সুখসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ।
চতুঃপঞ্চাশতা প্রোক্তং তন্তূনাং মধ্যমং পরম্ ॥ ৫২
দিব্যভোগাবহং পুণ্যং স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কম্ ।
উত্তমঞ্চৈব তন্তূনামষ্টোত্তরশতেন বৈ ॥ ৫৩
তদ্দত্ত্বা তু মহাদেব্যৈ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ।
উত্তমং বাসুদেবায় দদ্যাদ্ যদি পবিত্রকম্ ॥ ৫৪
তদা যাতি হরের্লোকং সাধকো নাত্র সংশয়ঃ ।
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু রত্নমালেতি গীয়তে ॥ ৫৫

প্রথমে দর্ভসূত্র, তাহার পর পদ্ম সূত্র, অনন্তর সুপবিত্র ক্ষৌম, তদভাবে কার্পাস। পট্টসূত্র এবং অন্যান্য সূত্র দ্বারা পবিত্র নির্ম্মাণ করিবে না। ৪৫-৪৬

পবিত্র সকল যত্নপূর্ব্বক বিচিত্ররূপে নির্ম্মাণ করিবে এবং গন্ধ ও সুরভি-মাল্যদ্বারা পবিত্রদিগের যথোচিত অর্চ্চনা করিবে। ৪৭

কন্যা অথবা পতিব্রতা সচ্চরিত্রা প্রমদা, পবিত্রের সূত্র কর্ত্তন করিবে; বিধবা দুঃশীলা রমণী পবিত্রের সূত্র কর্ত্তন করিবে না। ৪৮

সূচিভিন্ন, দগ্ধ ভস্ম বা ধূম দ্বারা অবগুণ্ঠিত—এইরূপ সূত্র পবিত্রনির্ম্মাণ বিষয়ে যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে। ৪৯

উপযুক্ত, মুষিকদষ্ট, মধ্যে রক্তাদি দ্বারা দূষিত, মলিন এবং নীলি-রাগযুক্ত এই সকল সূত্র যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ৫০

সূত্র দ্বারা কনিষ্ঠ, উত্তম এবং মধ্যম এই তিন প্রকার পবিত্র নির্ম্মাণ করিবে। সাতাইশ খেয়া সূত্রদ্বারা যে পবিত্র প্রস্তুত হয়, উহা কনিষ্ঠ। ৫১

চুয়ান্ন খেয়া সূত্র দ্বারা যাহা নির্ম্মিত হয় উহা মধ্যম এবং মর্ত্তলোকে যশঃ, কীর্ত্তি, সুখ এবং সৌভাগ্যের বর্দ্ধন। এক শত আট খেয়া সূত্রদ্বারা যাহা নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম উত্তম। ৫২-৫৩

উহা দিব্যভোগের উৎপাদক পবিত্র, স্বর্গ ও মোক্ষের সাধক; এই উত্তম পবিত্র মহাদেবীকে দান করিয়া মনুষ্য শিবের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। সাধক, যদি বাসুদেবকে উত্তম পবিত্র দান করে, তাহা হইলে সে বিষ্ণুলোকে গমন করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৫৪-৫৫

পবিত্রকং মহাদেব্যা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ।
রুদ্রমালাখ্যং যো দদ্যান্মহাদেব্যৈ পবিত্রকম্ ॥ ৫৬
কল্পকোটিসহস্রাণি স্বর্গে স্থিত্বা শিবো ভবেৎ ।
এতত্তু নাগহারাখ্যং শঙ্করস্য পবিত্রকম্ ॥ ৫৭
অষ্টোত্তরসহস্রেণ তন্তুনা সুমনোহরম্ ।
যঃ প্রযচ্ছতি মহ্যং স যাবাংস্তন্তুসঞ্চয়ঃ ॥ ৫৮
তাবৎকল্পসহস্রাণি মম লোকে প্রমোদতে ।
অষ্টোত্তরসহস্রেণ বনমালা হরেঃ স্মৃতা ॥ ৫৯
তত্তুল্যং তস্য দানেন বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ।
যৎ কনিষ্ঠং পবিত্রন্তু নাভিমাত্রং ভবেত্তু তৎ ॥ ৬০
দ্বাদশগ্রন্থিসংযুক্তমাত্মমানেন যোজয়েৎ ।
ঊরুপ্রমাণং মধ্যং স্যাদ্ গ্রন্থীনাং তত্র যোজয়েৎ ॥ ৬১
চতুর্বিংশতিমপ্যাত্ম মানমাত্রেন এব চ ॥ ৬২
পবিত্রমুত্তমং প্রোক্তং জানুমাত্রন্তু ভৈরব ।
ষট্‌ত্রিংশত্তত্রগ্রন্থীনাং যোজয়েদাত্মমানতঃ
শতমষ্টোত্তরং কার্য্যং গ্রন্থীনাং সুবিধানতঃ ॥ ৬৩
নাগহারাহ্বয়ং তদ্বদন্যেষু চ বিধানতঃ ।
পবিত্রং ক্রিয়তে যেন সূত্রেণ গ্রন্থয়ঃ পুনঃ ॥ ৬৪
তদন্তর্বর্ণসূত্রেণ কর্ত্তব্যা লক্ষণান্বিতাঃ ।
গ্রন্থিভিঃ সপ্তভিঃ কুর্য্যাদষ্টৈর্ব্বা কনিষ্ঠকে ॥ ৬৫

অষ্টোত্তরসহস্র সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত পবিত্রকে রুদ্রমালা বলে। এইরূপ পবিত্র, মহাদেবীর প্রতি ভক্তি ও মুক্তিপ্রদায়ক। ৫৬

যে মনুষ্য মহাদেবীকে রুদ্রমালাসংজ্ঞক পবিত্র প্রদান করে, সে কোটি সহস্র কল্প স্বর্গে থাকিয়া অন্তে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫৭

এইরূপ অষ্টোত্তর সহস্র তন্তুদ্বারা মহাদেবের নিমিত্ত যে মনোহর পবিত্র নির্ম্মিত হয়, উহাকে নাগ-হার বলে। ৫৮

যে মনুষ্য এইরূপ পবিত্র আমাকে দান করে, সে যতগুলি সূত্রদ্বারা ঐ পবিত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তত সহস্র কল্প আমার লোকে প্রমুদিত হয়। ৫৯

এইরূপ অষ্টোত্তর সহস্র তন্তু দ্বারা হরির নিমিত্ত যে পবিত্র নির্ম্মিত হয়, তাহার বনমালা; তাহা প্রদান করিলে বিষ্ণু-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৬০

পূর্ব্বে যে কনিষ্ঠ নামে পবিত্র উক্ত হইয়াছে, উহাকে নাভি পর্য্যন্ত লম্বমান এবং আপন পরিমাণ অনুসারে দ্বাদশ গ্রন্থি-যুক্ত করিবে। ৬১

মধ্যম পবিত্রও ঊরু পর্য্যন্ত লম্বমান, উহাকে আত্মপরিমাণানুরূপ চতুর্বিংশতি গ্রন্থিযুক্ত করিবে। ৬২

হে ভৈরব। উত্তম পবিত্র জানু পর্য্যন্ত লম্বমান, উহাকেও আত্মপরিমাণানুসারে ছত্রিশ গ্রন্থি যুক্ত করা কর্ত্তব্য। ৬৩

নাগহার-নামক পবিত্রে যথাবিধি অষ্টোত্তর শত গ্রন্থি করা কর্ত্তব্য। তাদৃশ আর যে সকল পবিত্র উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়েও ঐ পরিমাণে গ্রন্থি করিবে। ৬৪

যেরূপ সূত্র দ্বারা পবিত্র নির্ম্মাণ করা হইবে, গ্রন্থি সকল তাহার অন্তর্বর্ণ

দ্বিগুণৈর্মধ্যমে কুর্য্যাত্ত্রিগুণৈরুত্তমে তথা।
অধিবাস্য পবিত্রাণি পূর্ব্বস্মিন্ দিবসে ততঃ ॥ ৬৬
মন্ত্রন্যাসং পবিত্রে তু কুর্য্যাত্তত্রাপরেঽহনি।
দুর্গাবীজেন মন্ত্রেণ মন্ত্রন্যাসং দ্বিজশ্চরেৎ ॥ ৬৭
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রেণ কুর্য্যুরন্যে চ ভৈরব।
প্রতিগ্রন্থি স্বয়ং কুর্য্যান্মন্ত্রন্যাসং বিচক্ষণঃ ॥ ৬৮
অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ জপনং মালায়ামিহ ভৈরব।
যাবন্তো গ্রন্থয়স্তত্র তাবন্তোষ চ সন্ন্যসেৎ ॥ ৬৯
মন্ত্রাণি তস্য তেন স্যাদ্দেবাঙ্গোপনিযোজনম্।
দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ তত্ত্বন্যাসন্তু কারয়েৎ ॥ ৭০
একত্র স্থাপ্য সকলং যজ্ঞপাত্রে পবিত্রকম্।
তস্মিন্ নিধায় গন্ধাদি পুষ্পাণি চ সুশোভনম্ ॥ ৭১
তত্ত্বন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদঙ্গুল্যগ্রেণ ভৈরব।
বিষ্ণোস্তু মূলমন্ত্রেণ তত্ত্বন্যাসন্তু কারয়েৎ।
ইদং বিষ্ণুরিতি প্রোক্তং মন্ত্রন্যাসং দ্বিজস্য হি ॥ ৭২
শূদ্রাণাং মন্ত্রবিন্যাসে মন্ত্রো বৈ দ্বাদশাক্ষরঃ।
প্রাসাদেন তু মন্ত্রেণ তত্ত্বন্যাসো মম স্মৃতঃ ॥ ৭৩
অনেন মন্ত্রন্যাসঞ্চ দানঞ্চানেন কারয়েৎ।
কুঙ্কুমোশীরকর্পূরৈশ্চন্দনাদিবিলেপনৈঃ ॥ ৭৪

সূত্র দ্বারা সুলক্ষণান্বিতরূপে নির্ম্মাণ করিবে। কনিষ্ঠ পবিত্রে সপ্তবেষ্টনের পর একটি গ্রন্থি করিবে। ৬৫

মধ্যম বেষ্টন তাহার দ্বিগুণ। এবং উত্তমের বেষ্টন তাহার দ্বিগুণ। পবিত্র সকলের পূর্ব্বদিন অধিবাস করিয়া পর দিবস তাহাতে মন্ত্রের ন্যাস করিবে। ৬৬

ব্রাহ্মণ, দুর্গার বীজ মন্ত্র দ্বারা উহাতে মন্ত্রের ন্যাস করিবে এবং অপর-লোকও উহাতে বৈষ্ণবীতন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিতে পারে। ৬৭-৬৮

বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রতিগ্রন্থিতে নিজে মন্ত্র ন্যাস করিবে। এই মালায় সমুদয় গ্রন্থিতে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা মন্ত্রজপ করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবে। ৬৯

এইরূপ মন্ত্রন্যাস করিয়া ঐ পবিত্র—দেবীর অংশে যোজিত করিয়া দুর্গাতন্ত্র মন্ত্রের বিন্যাস করিবে। ৭০

একটি যজ্ঞপাত্রে সমুদয় পবিত্র স্থাপন করিয়া সেই স্থানে শোভন গন্ধ ও পুষ্পাদি স্থাপিত করিবে। ৭১

হে ভৈরব! তদনন্তর উহাতে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা তত্ত্বন্যাস করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর তত্ত্বন্যাস করিবে। মন্ত্রন্যাস-কালে দ্বিজাতিগণ "ইদং বিষ্ণু" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৭২

মন্ত্রবিন্যাসকালে শূদ্রেরা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিবে এবং প্রাসাদ মন্ত্র দ্বারা আমার তত্ত্বন্যাস করিবে। ৭৩

ঐ মন্ত্র দ্বারা আমার মন্ত্রন্যাসও করিবে এবং দানও করিবে। পবিত্র সকল—কুঙ্কুম, উশীর, কর্পূর এবং চন্দনাদি বিলেপন দ্বারা লিপ্ত করিয়া তাহাতে তত্ত্বন্যাস করিবে। ৭৪

পবিত্রাণি বিলিপ্যাথ তত্তৎস্থানেষু যোজয়েৎ।
সম্পূজ্য মণ্ডলে দেবীং বিধিবৎ প্রযতো নরঃ ॥ ৭৫
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রেণ দুর্গাতন্ত্রেণ ভৈরব।
দুর্গাবীজেন দদ্যাত্তু দেব্যা মূর্দ্ধ্নি পবিত্রকম্ ॥ ৭৬
যস্য দেবস্য যঃ প্রোক্তস্তস্য তেনৈব মণ্ডলম্।
যস্য যস্য তু যো মন্ত্রো যথা ধ্যানাদিপূজনম্ ॥ ৭৭
তত্তত্তেনৈব মন্ত্রেণ পূজয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
তস্যৈব বীজমন্ত্রাভ্যাং মূর্দ্ধ্নি দদ্যাৎ পবিত্রকম্ ॥ ৭৮
পবিত্রং মম যো দদ্যাদ্দেবেভ্যশ্চ পবিত্রকম্।
সর্ব্বেষামেব দেবানাং সম্পূর্ণার্থঞ্চ ভৈরব ॥ ৭৯
অগ্নির্ব্রহ্মা ভবানী চ গজবক্ত্রো মহোরগঃ।
স্কন্দো ভানুর্মাতৃগণো দিক্পালাশ্চ নবগ্রহাঃ ॥ ৮০
এতান্ ঘটেষু প্রত্যেকং পূজয়িত্বা যথাবিধি।
পবিত্রং মূর্দ্ধ্নি চৈকৈকং দদ্যাদেভ্যঃ সমাহিতঃ ॥ ৮১
পঞ্চগব্যচরুং কৃত্বা দেব্যৈ দত্ত্বাহুতিত্রয়ম্।
তেনৈব বিষ্ণবে দত্ত্বা শম্ভবে চ যথাবিধি ॥ ৮২
আজ্যৈরষ্টোত্তরশতং তিলৈরাজ্যৈস্তথৈব চ।
অষ্টোত্তরশতং দদ্যান্মহাদেব্যৈ চ সাধকঃ ॥ ৮৩
এবমেব বিধানেন বিষ্ণ্বাদীনাঞ্চ সাধকঃ।
পবিত্রারোপণং কুর্য্যাদ্ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৮৪
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ পেয়ৈর্বটপিষ্টকমোদকৈঃ।
কুষ্মাণ্ডৈর্নারিকেলৈশ্চ খর্জ্জুরৈঃ পনসৈস্তথা ॥ ৮৫

হে ভৈরব! মনুষ্য প্রযত হইয়া বৈষ্ণবী তন্ত্রমন্ত্র অথবা দুর্গাতন্ত্র দ্বারা মণ্ডলে দেবীর পূজা করিয়া দুর্গাবীজ দ্বারা দেবীর মস্তকে পবিত্র প্রদান করিবে। ৭৫-৭৬

যে যে দেবতার যেরূপ যেরূপ পদক্রম, যেরূপ যেরূপ মণ্ডল, যেরূপ যেরূপ ধ্যান এবং পূজন, সেই সেই দেবতাকে সেইরূপ মন্ত্রাদি দ্বারা যত্নপূর্ব্বক পূজা করিয়া তাহারই বীজ এবং মন্ত্র দ্বারা তাঁহার মস্তকে পবিত্র দান করিবে। ৭৭-৭৮

হে ভৈরব! সকল দেবেরই পূজা সমাপনার্থ পবিত্র সময়ে দেবতাদিগকে পবিত্র দান করিবে। ৭৯

অগ্নি, ব্রহ্মা, ভবানী, গণেশ, অনন্ত, স্কন্দ, সূর্য্য, মাতৃগণ, দিক্পাল এবং নবগ্রহ—ইঁহাদের প্রত্যেককে ঘটে পূজা করিয়া সমাহিত চিত্তে প্রত্যেকের মস্তকে পবিত্র দান করিবে। ৮০-৮১

পঞ্চগব্য চরু নির্ম্মাণ করিয়া উহা দ্বারা তিনবার দেবীর হবন করিয়া তথা বিধি বিষ্ণু ও শম্ভুরও হবন করিবে। ৮২

সাধক, কেবল আজ্য দ্বারা অষ্টোত্তর শত তিল ও আজ্য দ্বারা অষ্টোত্তর শত আহুতি দেবীকে ও আমাকে অর্পণ করিবে। ৮৩

বৈষ্ণব ব্যক্তি ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ বিধানে বিষ্ণু প্রভৃতিরও পবিত্রারোহণ করিবে। ৮৪

আম্রদাড়িমকর্কারুদ্রাক্ষাদিবিবিধৈঃ ফলৈঃ।
ভক্ষ্যভোজ্যাদিভিঃ সর্ব্বৈর্মৎস্যৈর্মাংসৈস্তথৌদনৈঃ ॥ ৮৬
গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈশ্চ সুমনোহরৈঃ।
বাসোভির্ভূষণৈশ্চৈব ভবানীসাধকো যজেৎ ॥ ৮৭
নটনর্ত্তকসঙ্ঘৈশ্চ বেশ্যাভিশ্চৈব ভৈরব।
নৃত্যগীতৈঃ সমুদিতো জাগরং কারয়েন্নিশি ॥ ৮৮
ভোজয়েৎ ব্রাহ্মণাংশ্চাপি জ্ঞাতীনপি দ্বিজাতিভিঃ।
পবিত্রারোপণে বৃত্তে দক্ষিণামুপদাপয়েৎ ॥ ৮৯
হিরণ্যং গাং তিলঘৃতং বাসো বা শাকমেব বা।
ইমং মন্ত্রং ততঃ পশ্চাৎ সাধকঃ সমুদীরয়েৎ ॥ ৯০
মণিবিদ্রুমমালাভি-র্মন্দারকুসুমাদিভিঃ।
ইয়ং সাংবৎসরী পূজা তবাস্তু পরমেশ্বরি ॥ ৯১
ততো বিসর্জ্জয়েদ্দেবীং পূজাভিঃ প্রতিপত্তিভিঃ।
এবং কৃতে পবিত্রাণাং দানে দেব্যা যথাবিধি ॥ ৯২
সংবৎসরস্য যা পূজা সম্পূর্ণা বৎসরান্তরৈঃ।
কল্পকোটিশতং যাবদ্দেবীগেহে বসেন্নরঃ ॥ ৯৩
তত্রাপি সুখসৌভাগ্যসমৃদ্ধিরতুলা ভবেৎ ॥ ৯৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

নানাবিধ নৈবেদ্য, পেয়, অনেক প্রকার পিষ্টক, মোদক, কুষ্মাণ্ড, নারিকেল, খর্জ্জুর, পনস, আম্র, দাড়িম্ব, কর্কন্ধু, দ্রাক্ষাদি বিবিধ ফল, সকল প্রকার ভক্ষ্য ও ভোজ্য, মদ্য, মাংস, ওদন, গন্ধ পুষ্প, মনোহর, ধূপ, দীপ, বসন ও ভূষণ—এই সকল উপচার দ্বারা সাধক দেবীর পূজা করিবে। ৮৬-৮৭

এবং রাত্রিকালে নট, নর্ত্তক ও বেশ্যা দ্বারা নৃত্য গীত করাইয়া আনন্দিত হইয়া জাগরণ করিবে। ৮৮

দ্বিজাতিগণের সহিত ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে ভোজন করাইবে। পবিত্রারোহণ সম্পন্ন হইলে সুবর্ণ, গো, ধেনু, তিল, বসন বা অশোক বৃক্ষ দক্ষিণারূপ দান করিবে। অনন্তর, সাধক, বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। ৮৯

মণি, বিদ্রুম মালাদ্বারা এবং মন্দার পুষ্প দ্বারা তোমার এই বাৎসরিক পূজা হইতে থাকুক। ৯১

তাহার পর পূজা এবং প্রতিপত্তিপূর্ব্বক দেবীর বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপে যথাবিধি দেবীর পবিত্র-দান সম্পন্ন হইলে বাৎসরিক পূজা সম্পূর্ণ হয়। এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মনুষ্য একশত কোটি কল্প দেবীর গৃহে বাস করে এবং সেই স্থানে তাহার অতুল-সুখ সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি লাভ হয়। ৯২-৯৪

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৯

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ কুর্য্যাদ্দুর্গামহোৎসবম্ ।
মহানবম্যাং শরদি বলিদানং নৃপাদয়ঃ ॥ ১
আশ্বিনস্য তু শুক্লস্য ভবেদ্ যা অষ্টমী তিথিঃ ।
মহাষ্টমীতি সা প্রোক্তা দেব্যাঃ প্রীতিকরী পরা ॥ ২
ততোঽনু নবমী যা স্যাৎ সা মহানবমী স্মৃতা ।
সা তিথিঃ সর্ব্বলোকানাং পূজনীয়া শিবপ্রিয়া ।
অনয়োর্বৎস পূজায়াং বিশেষং শৃণু ভৈরব ॥ ৩
সম্পূজ্য মণ্ডলে দেবীং বিধিবৎ প্রযতো নরঃ ।
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রেণ দুর্গাতন্ত্রেণ ভৈরব । *
মূর্ত্তিভেদে যথা দেবী পূজাং গৃহ্লাতি ভূতয়ে ।
কন্যাসংস্থে রবৌ বৎস শুক্লামারভ্য নন্দিকাম্ ॥ ৪
অযাচিতাশী নক্তাশী একাশী অথ বাপদঃ[১] ।
প্রাতঃস্নায়ী জিতদ্বন্দ্বস্ত্রিকালং শিবপূজকঃ ॥ ৫
জপহোমসমাযুক্তো ভোজয়েচ্চ কুমারিকাঃ ॥ ৬
বোধয়েদ্বিল্বশাখাসু ষষ্ঠ্যাং দেবীফলেষু চ ॥ ৭
সপ্তম্যাং বিল্বশাখাং তামাহৃত্য প্রতিপূজয়েৎ ॥ ৮
পুনঃ পূজাং তথাষ্টম্যাং বিশেষেণ সমাচরেৎ ।
জাগরঞ্চ স্বয়ং কুর্য্যাদ্বলিদানং মহানিশি ॥ ৯

কাত্যায়নীর আবির্ভাব

ভগবান্ বলিলেন ;—রাজা-মহারাজারা শরৎকালে মহানবমীতে দুর্গা-মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা দুর্গার মহোৎসব এবং বলিদান করিবে । ১

আশ্বিন মাসের যে শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথি, তাহা দেবীর অতিশয় প্রীতি-করী 'মহা অষ্টমী' নামে বিখ্যাত । ২

তৎপরবর্ত্তী মহানবমী বলে । সেই তিথি শিবপ্রিয় এবং সর্ব্বলোক-পূজনীয় ; হে ভৈরব ! প্রতিবর্ষে ঐ তিথিদ্বয়ে দুর্গাপূজার বিশেষ ফল শ্রবণ কর । ৩

হে বৎস ! মহাদেবী দুর্গা যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি প্রদানের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্নরূপে পূজা গ্রহণ করেন ; সেইরূপ রবি, কন্যারাশি গত হইলে শুক্ল প্রতি-পদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি দানের নিমিত্ত পূজাগ্রহণ করেন । ৪-৫

অনাহারী, নক্তাহারী, একাহারী অথবা বায়ুভোজী হইয়া প্রাতঃস্নান, ইন্দ্রিয়জয় এবং ত্রৈকালিক-শিবপূজা, জপ ও হোম করত কুমারিকা ভোজন করাইবে এবং ষষ্ঠীর দিবস বিল্বশাখা ও ফলে দেবীর পূজা করিবে । ৬-৭

সপ্তমীর দিবস সেই বিল্বশাখা আহরণ করিয়া পুনরায় পূজা করিবে । ৮

---

* শ্লোকোঽয়ং ক্বচিদধিকো লক্ষ্যতে ।

১ । অথ বা পদঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রভূতবলিদানন্তু নবম্যাং বিধিবচ্চরেৎ।
ধ্যায়েদ্দশভুজাং দেবীং দুর্গাতন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ১০
বিসর্জ্জনং দশম্যান্তু কুর্য্যাদ্বৈ শাবরোৎসবৈঃ[১]।
কৃত্বা বিসর্জ্জনং তস্যাং তিথৌ নক্তং সমাচরেৎ ॥ ১১
যদা তু ষোড়শভুজাং মহামায়াং প্রপূজয়েৎ।
দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ বিশেষং তত্র বৈ শৃণু ॥ ১২
কন্যায়াং কৃষ্ণপক্ষস্য একাদশ্যামুপোষিতঃ।
দ্বাদশ্যামেকভক্তন্তু নক্তং কুর্য্যাৎ পরেঽহনি ॥ ১৩
চতুর্দ্দশ্যাং মহামায়াং বোধয়িত্বা বিধানতঃ।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈ র্নানানৈবেদ্যবন্দনৈঃ ॥ ১৪
অযাচিতং বুধঃ কুর্য্যাদুপবাসং পরেঽহনি।
এবমেব ব্রতং কুর্য্যাদ্‌যাবদ্বৈ নবমী ভবেৎ ॥ ১৫
জ্যেষ্ঠায়াঞ্চ সমভ্যর্চ্চ্য মূলেন প্রতিপূজয়েৎ।
উত্তরেণার্চ্চনং কৃত্বা শ্রবণান্তে বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬
যদা ত্বষ্টাদশভুজাং মহামায়াং প্রপূজয়েৎ।
দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ তত্রাপি শৃণু ভৈরব ॥ ১৭
কন্যায়াং কৃষ্ণপক্ষস্য পূজয়িত্বার্দ্রকে দিবা।
নবম্যাং বোধয়েদ্দেবীং গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ ॥ ১৮
শুক্লপক্ষে চতুর্থ্যান্তু দেবীকেশবিমোচনম্।
প্রাতরেব তু পঞ্চম্যাং স্নাপয়েত্তু শুভৈর্জলৈঃ[২] ॥ ১৯

পুনর্ব্বার অষ্টমীর দিন বিশেষ উপচারের সহিত পূজা করিবে, স্বয়ং বলিদান করিবে এবং মহানিশাতে জাগরণ করিবে। ৯

নবমীতে যথেষ্ট বলিদান করিবে, দশভুজা দেবীর ধ্যান করিবে এবং দুর্গাতন্ত্র মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিবে। ১০

দশমীতে শাবরোৎসব-পূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে। বিসর্জ্জন করিয়া রাত্রে পূর্ব্ববৎ আচরণ করিবে। যখন দুর্গা-তন্ত্র-মন্ত্রদ্বারা মহামায়ার ষোড়শভুজা মূর্ত্তি পূজা করিবে, তাৎকালিক বিশেষবিধি শ্রবণ কর। ১১-১২

কন্যার-রবিতে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর দিন উপবাসী হইয়া দ্বাদশীতে একাহার এবং পরদিবস নক্ত করিবে। ১৩

চতুর্দ্দশীতে গীত ও বাদ্যের শব্দ করিয়া নানাবিধ নৈবেদ্য দান ও বন্দনা-পূর্ব্বক দেবীর বোধন করিবে এবং পরদিন উপবাস করিবে। ১৪

নবমী পর্য্যন্ত এইরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ১৫

জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রে পূজা আরম্ভ করিয়া মূলা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে পূজা করিয়া শ্রবণার শেষে বিসর্জ্জন করিবে। ১৬

যখন অষ্টাদশভুজা মূর্ত্তির দুর্গা-তন্ত্র-মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে, হে ভৈরব! সে বিষয়েও বিশেষ বিধি শ্রবণ কর। ১৭

কন্যারাশির কৃষ্ণপক্ষে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীর দিবাভাগে গীত ও বাদ্যের শব্দ করিয়া দেবীর বোধন করিবে। ১৮

১। শাবরোৎসবৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। সুজলৈঃ শিবাম্—ইতি পাঠান্তরম্।

সপ্তম্যাং পত্রিকাপূজা অষ্টম্যাঞ্চাপ্যুপোষণম্ ।
পূজাজাগরণঞ্চৈব নবম্যাং বিধিবদ্বলিঃ ॥ ২০
সম্প্রেষণং দশম্যান্তু ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ।
নীরাজনং দশম্যান্তু বলবৃদ্ধিকরং মহৎ ॥ ২১
যদা বৈ বৈষ্ণবীং দেবীং মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ।
পূজয়েত্তত্র চ তদা বিশেষং শৃণু ভৈরব ॥ ২২
কন্যাসংস্থে রবৌ পূজ্যা যা শুক্লা তিথিরষ্টমী ।
তস্যাং রাত্রৌ পূজিতব্যা মহাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ২৩
নবম্যাং বলিদানন্তু কর্ত্তব্যং বৈ যথাবিধি ।
জপং হোমঞ্চ বিধিবৎ কুর্য্যাত্তত্র বিভূতয়ে ॥ ২৪
সম্পূজয়েন্মহাদেবীমষ্টপুষ্পিকয়া নরঃ ॥ ২৫
রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা ॥ ২৬
ততস্তু ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনে সিতে ।
জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীদ্রাঘবঃ পুরা ॥ ২৭
তত্র গত্বা মহাদেবী তদা তৌ রামরাবণৌ ।
যুদ্ধে নিয়োজয়ামাস স্বয়মন্তর্হিতাম্বিকা ॥ ২৮
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ জগ্ধ্বা সা মাংসশোণিতে[১] ।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং সপ্তাহং সা হ্যযোজয়েৎ ॥ ২৯

শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে দেবীর কেশমোচন করিয়া পঞ্চমীর দিন প্রাতঃকালেই সুগন্ধি জলদ্বারা স্নান করাইবে । ১৯

সপ্তমীর দিন পত্রিকা পূজা, অষ্টমীতে উপবাস এবং নবমীতে বিধিপূর্ব্বক পূজা জাগরণ ও বলি প্রদান করিবে । ২০

দশমীতে ক্রীড়া-কৌতুক ও মঙ্গলাচরণ করিয়া বিসর্জন করিবে । দশমীতে নিরাজন করিলে অতিশয় বল বৃদ্ধি হয় । ২১

হে ভৈরব ! যখন জগন্ময়ী মহামায়া বৈষ্ণবী দেবীকে পূজা করিবে, তাৎকালিক বিশেষ বিশেষ বিধি শ্রবণ কর । ২২

কন্যারাশিস্থিত রবিতে যে পূজনীয় শুক্লাষ্টমী তিথি, তাহার রাত্রিকালে অতিশয় বিভব বিস্তারপূর্ব্বক পূজা করিবে । ২৩

নবমীতে যথাবিধি বলিদান করিবে এবং বিভূতির নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক জপ ও হোম করিবে । ২৪

মনুষ্য অষ্ট পুষ্পিকাদ্বারা মহামায়ার পূজা করিবে । পূর্ব্বে রামের প্রতি অনুগ্রহ এবং রাবণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা রাত্রিকালে এই মহাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন । ২৫-২৬

অনন্তর মহাদেবী প্রবোধিত হইয়া রাবণের বাস-ভূমি লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন । ২৭

সেই লঙ্কা নগরে গমন করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইয়া রাম এবং রাবণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন । ২৮

---

১ । মাংসশোণিতম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ব্যতীতে সপ্তমে রাত্রৌ নবম্যাং রাবণং ততঃ।
রামেণ ঘাতয়ামাস মহামায়া জগন্ময়ী ॥ ৩০
যাবত্তয়োঃ স্বয়ং দেবী যুদ্ধকেলিমুদৈক্ষত।
তাবত্তু সপ্তরাত্রাণি সৈব দেবৈঃ সুপূজিতা ॥ ৩১
নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ সুরৈঃ।
বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ ॥ ৩২
ততঃ সম্প্রেষিতা দেবী দশম্যাং শার্বরোৎসবৈঃ ॥ ৩৩
শক্রোঽপি দেবসেনায়া নীরাজনমথাকরোৎ।
শান্ত্যর্থং সুরসৈন্যানাং দেবরাজ্যস্য বৃদ্ধয়ে ॥ ৩৪
রামরাবণবাণেন যুদ্ধঞ্চাবেক্ষ্য ভীতিদম্।
তৃতীয়াযাস্তু লঙ্কায়াঃ পূর্ব্বোত্তরদিশি স্থিতম্ ॥ ৩৫
স্বাতীনক্ষত্রযুক্তায়াং ভীতং সুরবলং মহৎ।
শান্ত্যর্থং বরয়ামাস দেবেন্দ্রো বচনান্তরেঃ ॥ ৩৬
ততস্তু শ্রবণেনাথ দশম্যাং চণ্ডিকাং শুভাম্।
বিসৃজ্য চক্রে শান্ত্যর্থং বলনীরাজনং হরিঃ ॥ ৩৭
নীরাজিতবলঃ শক্রস্তত্র রামঞ্চ রাঘবম্।
সম্প্রাপ্য প্রযযৌ স্বর্গং সহ দেবৈঃ শচীপতিঃ ॥ ৩৮
ইতি বৃত্তং পুরাকল্পে মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
প্রাদুর্ভূতা দশভুজা দেবী দেবহিতায় বৈ ॥ ৩৯

ঐ যুদ্ধে রাক্ষস এবং বানরদিগের মাংসও ভক্ষণ করত রাম-রাবণের যুদ্ধ সপ্তাহ স্থায়ী করিয়াছিলেন। ২৯

সপ্তরাত্র অতীত হইলে নবমীতে জগন্ময়ী মহামায়া রামের দ্বারা রাবণের বিনাশ করেন। ৩০

যে সপ্তরাত্রি দেবী আনন্দের সহিত তাঁহাদের দুজনের যুদ্ধক্রীড়া দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সপ্তরাত্র সমুদয় দেবগণ তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। ৩১

রাবণ নিহত হইলে, নবমীতে পিতামহ ব্রহ্মা, নিখিল দেবগণের সহিত দেবীর বিশেষ পূজা করিয়াছিলেন। ৩২

তাহার পর দশমীতে সেই দেবী ভগবতী, শার্বরোৎসবের সহিত বিসর্জ্জিত হইয়াছিলেন। ৩৩

অনন্তর ইন্দ্রও দেব-সৈন্যের শান্তির নিমিত্ত এবং দেব-রাজ্যের বৃদ্ধির নিমিত্ত দেবসেনারও নীরাজন করিয়াছিলেন। ৩৪

স্বাতি-নক্ষত্র-যুক্ত তৃতীয়া তিথিতে রামরাবণের সেই ভয়প্রদ বাণযুদ্ধ দেখিয়া লঙ্কার পূর্ব্বোত্তর দিকে অবস্থিত সুমহৎ সুরসৈন্যকে ভীত দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের বচনানুসারে তাহাদের ভয় নিবারণার্থ দেবী স্বয়ং রক্ষা করিয়াছিলেন। ৩৫-৩৬

অনন্তর শ্রবণা-যুক্ত দশমীতে শুভদায়িনী চণ্ডিকা দেবীকে বিসর্জ্জন করিয়া ইন্দ্র, শান্তির নিমিত্ত স্বসৈন্যের নীরাজন করিয়াছিলেন। ৩৭

শচীপতি ইন্দ্র স্বসৈন্যের নীরাজনান্তে তত্রস্থিত রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সম্ভাষণ করিয়া দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ৩৮

নৃণাং ত্রেতাযুগস্যাদৌ জগতাং হিতকাম্যয়া ।
পুরা কল্পে যথা বৃত্তং প্রতিকল্পং তথা তথা ॥ ৪০
প্রবর্ত্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ ।
প্রতিকল্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্চাপি রাক্ষসঃ ॥ ৪১
তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথা ত্রিদশসঙ্গমঃ ॥ ৪২
এবং রামসহস্রাণি রাবণানাং সহস্রশঃ ।
ভবিতব্যানি ভূতানি তথা দেবী প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৩
পূজয়ন্তি সুরাঃ সর্ব্বে বলং নীরাজয়ন্ত্যপি ।
তথৈব চ নরাঃ সর্ব্বে কুর্য্যুঃ পূজাং যথাবিধি ॥ ৪৪
বলনীরাজনং রাজা কুর্য্যাদ্বলবিবৃদ্ধয়ে ।
দিব্যালঙ্কারযুক্তাভির্বারস্ত্রীভিঃ[1] প্রবর্ত্তনম্ ।
কর্ত্তব্যং নৃত্যগীতানি ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥ ৪৫
মোদকৈঃ পিষ্টকৈঃ পেয়ৈর্ভক্ষ্যভোজ্যৈরনেকশঃ ।
কুষ্মাণ্ডৈর্নারিকেলৈশ্চ খর্জ্জূরৈঃ পনসৈস্তথা ॥ ৪৬
দ্রাক্ষামলকদাড়িম্বৈঃ প্রীহৈশ্চ করুণৈস্তথা ।
কশেরুক্রমুকৈর্মূলৈঃ সজম্বূতিন্দুকাদিভিঃ ॥ ৪৭
গব্যৈর্গুড়ৈস্তথা মাংসৈর্মদ্যৈর্মধুভিরেব চ ।
শালিপিষ্টৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নানাজাতফলাদিভিঃ ॥ ৪৮
ইক্ষুদণ্ডৈঃ সিতাভিশ্চ নবনীতাপরক্তকৈঃ ।
অজাভির্মহিষৈর্মেষৈরাত্মশোণিতসঞ্চয়ৈঃ ॥ ৪৯

পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মনুর অন্তরে দেবী ভগবতী, দেবগণের হিতের নিমিত্ত দশভুজা রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে। ৩৯

উহা মনুষ্যদিগের ত্রেতাযুগের আদিতে জগতের হিতের নিমিত্ত সংঘটিত হয়। পূর্বকল্পে যেরূপ ঘটিয়াছিল, প্রতিকল্পেই সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রতি কল্পেই দৈত্যদিগের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্ত হন এবং রাবণ-রাক্ষস ও রামও প্রতি কল্পে উৎপন্ন হন। ৪০-৪১

প্রতিকল্পে ঐ উভয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হয় এবং পূর্ব্বের মত দেবতাদিগের সহিতও রামের সঙ্গ হয়। ৪২

এইরূপ হাজার হাজার রাম ও হাজার হাজার রাবণ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে; ভূত ও ভবিষ্যতে দেবীরও একইরূপ প্রবৃত্তি। ৪৩

সকল দেবগণ কল্পে কল্পে দেবীর পূজা ও সৈন্যের নীরাজন করেন; অতএব মনুষ্যদিগেরও যথাবিধি দেবীর পূজা করা উচিত। ৪৪

রাজগণ, শক্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত দিব্য দিব্যালঙ্কার-ভূষিত কামিনীগণ দ্বারা নিজ নিজ সৈন্যের নীরাজন করাইবে এবং নৃত্য গীত ক্রীড়া কৌতুক ও মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ৪৫-৪৬

মোদক, পিষ্টক, পেয়, অনেক প্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য, কুষ্মাণ্ড, নারিকেল, খর্জ্জুর, পনস, দ্রাক্ষা, আমলক, দাড়িম্ব, প্রীহ, করুণ, কশেরু, ক্রমুক, মূল, জাম, জম্বু এবং তিন্দুক আদি ফল, আর গব্য, গুড, মাংস, মদ্য, মধু, ইক্ষুদণ্ড,

[1] ললনাভিঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

পক্ষ্যাদিবলিজাতীয়ৈস্তথা নানাবিধৈর্মৃগৈঃ।
পূজয়েচ্চ জগদ্ধাত্রীং মাংসশোণিতকর্দ্দমৈঃ॥ ৫০
রাত্রৌ স্কন্দবিশাখস্য কৃত্বা পিষ্টকপুত্রিকাম্।
পূজয়েচ্ছত্রুনাশায় দুর্গায়াঃ প্রীতয়ে তথা॥ ৫১
হোমঞ্চ সতিলৈরাজ্যৈ-র্মাংসৈরপি তথা চরেৎ।
উগ্রচণ্ডাদিকাঃ পূজ্যা-স্তথাষ্টৌ যোগিনীঃ শুভাঃ॥ ৫২
যোগিন্যশ্চ চতুঃষষ্টিস্তথা বৈ কোটিযোগিনীঃ।
নবদুর্গাস্তথা পূজ্যা দেব্যাঃ সন্নিহিতাঃ শুভাঃ॥ ৫৩
জয়ন্ত্যাদির্গন্ধপুষ্পৈস্তা দেব্যা মূর্ত্তয়ো যতঃ।
দেব্যাঃ সর্ব্বাণি চাস্ত্রাণি ভূষণানি তথৈব চ॥ ৫৪
অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্তানি বাহনং সিংহমেব চ।
মহিষাসুরমর্দ্দিন্যাঃ পূজয়েদ্ভূতয়ে সদা॥ ৫৫
পুরা কল্পে মহাদেবী মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
নৃণাং কৃতযুগস্যাদৌ সর্ব্বদেবৈঃ স্তুতা সদা॥ ৫৬
মহিষাসুরনাশায় জগতাং হিতকাম্যয়া।
যোগনিদ্রা মহামায়া জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী॥ ৫৭
ভুজৈঃ ষোড়শভির্যুক্তা ভদ্রকালীতি বিশ্রুতা।
ক্ষীরোদস্যোত্তরে তীরে বিভ্রতী বিপুলাং তনুম্॥ ৫৮
অতসীপুষ্পবর্ণাভা জ্বলৎকাঞ্চনকুণ্ডলা।
জটাজূটসখণ্ডেন্দুমুকুটত্রয়ভূষিতা।
নাগহারেণ সহিতা স্বর্ণহারবিভূষিতা॥ ৫৯

শর্করা, নবলী, নারঙ্গক, ছাগল, মহিষ, মেষ, নিজের শোণিত, পক্ষী আদি পশু, নয় প্রকার মৃগ—এই সকল উপকরণ দ্বারা নিখিল জগতের ধাত্রী মহামায়ার পূজা করিবে, এবং এত পরিমাণে বলিদান করিবে, যাহাতে মাংস ও শোণিতের কর্দ্দম হয়। ৪৭-৫০

শত্রুর নাশ-নিমিত্ত এবং দুর্গার প্রীতি ইচ্ছা করিয়া পিষ্টকের পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া রাত্রে স্কন্দ ও বিশাখের পূজা করিবে। ৫১

তিল ও মাংসের সহিত আজ্য দ্বারা হোম করিবে এবং উগ্রচণ্ডাদি শুভদায়িনী অষ্ট যোগিনীর পূজা করিবে। ৫২

চতুঃষষ্টি যোগিনী এবং কোটি যোগিনীরও পূজা করিবে। সর্ব্বদা দেবীর সন্নিহিত শুভদায়িনী জয়ন্তী প্রভৃতি নবদুর্গারও গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে, যেহেতু তাঁহারা দেবীর মূর্ত্তিভেদ-মাত্র। ৫৩-৫৪

মহিষাসুরমর্দ্দিনী দেবীর সমুদয় অস্ত্র এবং অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে স্থিত সমুদয় ভূষণ এবং বাহন সিংহকেও ভূতির নিমিত্ত সর্ব্বদা পূজা করিবে। ৫৫

পূর্ব্বকল্পে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে মনুষ্যদিগের ত্রেতাযুগের আদিতে মহিষাসুরের বিনাশ এবং জগতের নিমিত্ত যোগনিদ্রা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী মহাদেবী মহামায়া—সমুদয় দেবগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়াছিলেন। ৫৬-৫৭

অনন্তর তিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরতীরে অতিবিপুল শরীর ধারণ করিয়া ষোড়শভুজারূপে আবির্ভূত হইয়া ভদ্রকালী নামে আবির্ভূত হন। ৫৮

তৎকালে তাঁহার বর্ণ অতসী পুষ্পের মত হইয়াছিল, কর্ণে উজ্জ্বল কাঞ্চনের

শূলং চক্রঞ্চ খড়্গঞ্চ শঙ্খং বাণং তথৈব চ।
শক্তিং বজ্রঞ্চ দণ্ডঞ্চ নিত্যং দক্ষিণবাহুভিঃ ॥ ৬০
বিভ্রতী সততং দেবী বিকাশিদশনোজ্জ্বলা ॥ ৬১
খেটকং চর্ম্ম চাপঞ্চ পাশঞ্চাঙ্কুশমেব চ।
ঘণ্টাং পরশুঞ্চ মুষলং বিভ্রতী বামপাণিভিঃ ॥ ৬২
সিংহস্থা নয়নৈ রক্তবর্ণৈস্ত্রিভিরভিজ্বলা।
শূলেন মহিষং ভিত্ত্বা তিষ্ঠন্তী পরমেশ্বরী ॥ ৬৩
বামপাদেন চাক্রম্য তত্র দেবী জগন্ময়ী। ৬৪
তাং দৃষ্ট্বা সকলাঃ দেবাঃ প্রণম্য পরমেশ্বরীম্।
নোচুঃ[1] কিঞ্চন তং দৃষ্ট্বা নিহতং মহিষাসুরম্ ॥ ৬৫
ততঃ প্রোবাচ দেবাংস্তান্ ব্রহ্মাদীন্ পরমেশ্বরী।
স্মিতপ্রভিন্নবদনা বিকাশিদশনোজ্জ্বলা ॥ ৬৬
গচ্ছন্তু ভোঃ সুরগণা জম্বুদ্বীপান্তরং প্রতি।
হিমবৎ পর্ব্বতাসন্নে বরং কাত্যায়নাশ্রমম্।
তত্রৈব ভবতাং সাধ্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭
ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৬৮
দেবা অপি তদা জগ্মুঃ কাত্যায়নমুনেঃ পুরম্।
আশ্রমং প্রতি তে গত্বা বিস্ময়াবিষ্টমানসাঃ[2] ॥ ৬৯

কুণ্ডল ছিল এবং মস্তক জটাজুট, অর্দ্ধচন্দ্র এবং মুকুটে ভূষিত ছিল। তাঁহার গলদেশে নাগহারের সহিত সুবর্ণের হার বিরাজ করিয়াছিল। ৫৯

তিনি দক্ষিণ বাহুসমূহে শূল, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, বাণ, শক্তি, বজ্র এবং দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন; তাঁহার দাঁতগুলি সমুজ্জ্বলরূপে বিকাশিত হইয়াছিল। ৬০-৬১

তাঁহার বামহস্ত-নিচয়ে খেটক, চর্ম্ম, চাপ, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু এবং মুষল শোভিত ছিল। ৬২

তিনি সিংহের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন এবং রক্তবর্ণ নয়ন-ত্রয়ে উজ্জ্বলিত হইয়াছিলেন। সেই জগন্ময়ী পরমেশ্বরী দেবী মহিষকে বামপাদের দ্বারা আক্রমণ করিয়া শূলের দ্বারা তাহার শরীর ভেদ করিয়াছিলেন। ৬৩-৬৪

তখন দেবগণ, পরমেশ্বরীর সেই মূর্ত্তি এবং মহিষাসুরকে নিহত দেখিয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই অর্থাৎ বিস্ময়াবেশে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ৬৫

অনন্তর সেই ঈষৎ-হাস্যনিঃসৃত-সমুজ্জ্বল-দন্তকিরণাবলি দেবী পরমেশ্বরী, ব্রহ্মাদি দেবগণকে বলিয়াছিলেন। ৬৬

হে সুরগণ! তোমরা সকলে জম্বুদ্বীপে হিমালয় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী কাত্যায়নমুনির আশ্রমে গমন কর। সেই স্থানেই তোমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। ৬৭

সেই মহাদেবী এই কথা বলিয়াই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। ৬৮

দেবগণও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে কাত্যায়নমুনির আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। ৬৯

১। প্রোচুঃ—ইতি পাঠান্তরম্। ২। …চেতনাঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

নিহতো মহিষো দেব্যা দিষ্টোঽস্মাভির্যদর্থতঃ।
স্তুতা চৈষা মহাদেবী জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী ॥ ৭০
কিমর্থমাহ সা দেবী গন্তুং কাত্যায়নাশ্রমম্।
কিমন্যদাঙ্কিতং কার্য্যমস্মাকং বা ভবিষ্যতি ॥ ৭১
ইতি ব্রুবন্তস্তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি স্ম পরস্পরম্।
হিমবৎপর্ব্বতাসন্নং মুনিং কাত্যায়নাশ্রমম্ ॥ ৭২
তত্র সেন্দ্রাঃ সদিক্‌পালা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাস্তথা।
নিষেদুঃ সুচিরং প্রীতা দুর্গাদর্শনলালসাঃ ॥ ৭৩
ততো রুদ্রগণাঃ সর্ব্বে মহিষাসুরচেষ্টিতম্।
আগত্য কথয়ামাসুর্দেবলোকপরাভবম্ ॥ ৭৪
ততস্তত্র মহাকোপং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
চক্রুঃ কোঽন্যোঽস্তি মহিষো হতো দেব্যা স দানবঃ।
পুনর্যেনেহ ক্রিয়তে জগদ্বিধ্বংসনং ভৃশম্ ॥ ৭৫
ইতি প্রকুপ্যতাং তেষাং শরীরেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্।
নিশ্চক্রমুশ্চ তেজাংসি সুস্থিরাণি তৎক্ষণাৎ ॥ ৭৬
ততস্তেজোভির্ধৃতবপুর্দেবী কাত্যায়নেন বৈ।
সম্যক্ষিতা পূজিতা চ তেন কাত্যায়নী স্মৃতা ॥ ৭৭
ততস্তেনৈব মন্ত্রেণ[১] দশবাহুযুতেন বৈ।
পশ্চাজ্জঘান মহিষং জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী ॥ ৭৮

যাহার নিধনের জন্য আমরা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী মহাদেবীর স্তব করিয়াছিলাম ; সেই মহিষাসুর আমাদের সম্মুখে নিহত হইয়াছে। ৭০

তবে কি জন্য সেই মহাদেবী আমাদিগকে কাত্যায়নের আশ্রমে যাইতে আদেশ করিলেন ? আমাদের আর কি অভিলষিত কার্য্য বাকী আছে ? ৭১

সেই দেবগণ, পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে হিমালয়ের সহিত কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। ৭২

সেই স্থানে ইন্দ্রের সহিত দিক্‌পালগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইঁহারা দুর্গার দর্শনে অভিলাষী হইয়া প্রীতিসহকারে সেই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৭৩

তাহার পর রুদ্রগণ আসিয়া মহিষাসুরের চেষ্টা এবং দেবতাদিগের পরাভব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৭৪

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব আদি দেবগণ অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন ;—মহিষ অসুরকে ত দেবী হত করিয়াছেন ; তদ্ভিন্ন অন্য আর মহিষ কে আছে ? যে এই জগতের অত্যন্ত ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ৭৫

তাঁহারা এইরূপে কোপ করিলে তাঁহাদের প্রত্যেকের শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ পৃথক্ পৃথক্ তেজ নির্গত হইয়াছিল। ৭৬

সেই তেজোরাশি হইতে উপজাতশরীরা দেবী কাত্যায়ন কর্ত্তৃক প্রথমে সম্যক্ষিত এবং পূজিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কাত্যায়নী বলা হয়। ৭৭

১। রূপেণ—ইতি পাঠান্তরম্।

যদা স্তুতা মহাদেবী বোধিতা চাশ্বিনস্য চ।
চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষে প্রাদুর্ভূতা জগন্ময়ী ॥ ৭৯
দেবানাং তেজসাং মূর্ত্তিঃ শুক্লপক্ষে সুশোভনে।
সপ্তম্যাং সাকরোদ্দেবী অষ্টম্যাং তৈরলঙ্কৃতা ॥ ৮০
নবম্যামুপহারৈস্তু পূজিতা মহিষাসুরম্।
নিজঘান দশম্যান্তু বিসৃষ্টান্তর্হিতা শিবা ॥ ৮১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শ্রুত্বেমাং সগরো রাজা দেব্যাঃ সচ্চরিতমুত্তমাম্ ॥ ৮২
সংশয়াপনুত্তদ্রূপে পুনরৌর্ব্বমপৃচ্ছত ॥ ৮৩

সগর উবাচ—

যদি পশ্চান্মহাদেবী জঘান মহিষাসুরম্।
কথং পূর্ব্বং[১] ভদ্রকালী-রূপাত্তন্মহিষাসুরম্ ॥ ৮৪
তথাহি দর্শনং তস্যাঃ পাদাক্রান্তশ্চকার চ।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং দদৃশুঃ সকলাঃ সুরাঃ ॥ ৮৫
এবন্তু[২] সংশয়ঞ্ছিন্ধি মুনিশ্রেষ্ঠ যথাধুনা ॥ ৮৬

ঔর্ব্ব উবাচ—

শৃণু ত্বং নৃপশার্দ্দূল ভদ্রকালী যথা পুরা।
প্রাদুর্ভূতা মহামায়া মহিষেণ সহৈব তু ॥ ৮৭

তাহার পর সেই দশভুজা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী মহাদেবী, মহিষাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন। ৭৮

সেই মহাদেবী দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত এবং প্রবোধিত হইয়া, আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ৭৯

সুশোভন শুক্লপক্ষের সপ্তমীর দিবস দেবগণের তেজে সেই দেবীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অষ্টমীতে দেবগণ নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিয়াছিলেন। ৮০

নবমীতে দেবী নানাবিধ উপহার দ্বারা পূজিত হইয়া মহিষাসুরকে নিহত করেন এবং দশমীতে দেবগণ কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া অন্তর্ধান করিলেন। ৮১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—মহারাজ সগর, দেবীর এইরূপ উত্তম চরিত শ্রবণ করিয়া, সংশয় অপনোদনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার ঔর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৮২-৮৩

যদি মহাদেবী পশ্চাৎই মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তবে ভদ্রকালীরূপে যে মহিষ বধ করিয়াছিলেন উক্ত হইয়াছে, উহা কি? ৮৪

দেবগণ যখন সেই ভদ্রকালী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তখন মহিষকে দেবীর পাদদ্বারা আক্রান্ত এবং হৃদয়ে শূল বিদ্ধ দেখিয়াছিলেন। ৮৫

হে মুনিশ্রেষ্ঠ। আপনি আমার এই সংশয় ছেদন করুন। ৮৬

ঔর্ব্ব বলিলেন; হে মহারাজ। যেরূপে মহিষের সহিতই মহাভাগা ভদ্রকালী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৮৭

১। তং কালীরূপাত্তন্—ইতি পাঠান্তরম্।
২। ততস্তং—ইতি পাঠান্তরম্।

মহিষাসুর এবাসৌ নিদ্রায়াং নিশি পর্ব্বতে[1] ।
স্বপ্নং প্রদদৃশে বীরো দারুণং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৮৮
মহামায়া ভদ্রকালী ছিত্ত্বা খড়্গেন মে শিরঃ
পপৌ তস্য চ রক্তানি বাদিতাস্যাতিভীষণা ॥ ৮৯
ততঃ প্রাতর্ভয়যুতঃ স দৈত্যো মহিষাসুরঃ ।
তামেব পূজয়ামাস সুচিরং সানুগস্তদা ॥ ৯০
আরাধিতা তদা দেবী মহিষেণাসুরেণ বৈ ।
প্রাদুর্ভূতা ভদ্রকালী ভুজৈঃ ষোড়শভির্যুতা ॥ ৯১
ততঃ প্রণম্য মহিষো মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ।
উবাচেদং বচো নম্রমূর্ত্তি র্ভক্তিযুতোঽসুরঃ ॥ ৯২

মহিষ উবাচ—

দেবি খড়্গেন সচ্ছিদ্য শোণিতানি শিরো মম ।
ত্বয়া ভুক্তানি দৃষ্টানি ময়া স্বপ্নেন নিশ্চিতম্ ॥ ৯৩
অবশ্যন্তু ত্বয়া কার্য্যং ময়া জ্ঞাতং প্রমাণতঃ ।
এতদ্রুধিরপানং মে তত্রৈকং দেহি মে বরম্ ॥ ৯৪
বধ্যস্তবাহং নাত্রাস্তি সংশয়ঃ পরমেশ্বরি ।
মমাপি তত্র নো দুঃখং নিয়তিঃ কেন লঙ্ঘ্যতে ॥ ৯৫
কিন্তু ত্বয়ৈব সহিতঃ শম্ভুরারাধিতঃ পুরা ।
মম পিত্রা মদর্থেন জাতঃ পশ্চাদহং ততঃ ॥ ৯৬

ঐ বীর মহিষাসুর, রাত্রে পর্ব্বতে নিদ্রা যাইতে যাইতে অতি নিদারুণ ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছিল । ৮৮

সে স্বপ্নে দেখিল,—যেন মহামায়া ভদ্রকালী অতি ভীষণরূপে আস্য বিস্তার-পূর্ব্বক খড়্গদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া তাহার রক্তপান করিয়াছেন ।৮৯

অনন্তর প্রাতঃকালে সেই দৈত্য মহিষাসুর অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনার অনুচরবর্গের সহিত সেই দেবীরই পূজা করিয়াছিল । ৯০

অনন্তর দেবী মহিষাসুর কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া ষোড়শভুজা ভদ্রকালীরূপে আবির্ভূত হন । ৯১

তাহার পর অসুর মহিষ, ভক্তিসহযোগে নম্রশরীরে সেই জগন্ময়ী মহামায়াকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল । ৯২

হে দেবি ! আমি সত্যই স্বপ্নে দেখিয়াছি, আপনি আমার শিরশ্ছেদ করিয়া রুধিরপান করিতেছেন । ৯৩

তাহাতে আমি নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি আমার রুধিরপান করিবেন । অতএব এক্ষণে আমাকে একটি বরদান করুন । ৯৪

হে পরমেশ্বরি ! আমি যে আপনার বধ্য, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই, আমারও তাহাতে দুঃখ নাই ; কারণ নিয়তিকে কে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় ? ৯৫

কিন্তু আমার পিতা আমার নিমিত্তই পূর্ব্বে আপনার সহিত শম্ভুকে আরাধনা করিয়াছিলেন, অনন্তর আমার জন্ম হয় । ৯৬

১। পূর্ব্বতঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ময়াপ্যারাধিতঃ শম্ভুঃ প্রাপ্তাশ্চেষ্টাস্তথাবিধাঃ।
মন্বন্তরত্রয়ং যাবদাসুরং রাজ্যমুত্তমম্।
অকণ্টকং ময়া ভুক্তমনুতাপো ন বিদ্যতে॥ ৯৭
কাত্যায়নেন মুনিনা শপ্তোঽহং শিষ্যকারণাৎ।
সীমন্তিনী বিনাশং তে করিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৯৮
পুরা মুনিং তপস্যন্তং রৌদ্রাশ্বং নাম সত্তমম্।
মুনেঃ কাত্যায়নাখ্যস্য শিষ্যং হিমবদন্তিকে॥ ৯৯
দিব্যস্ত্রীরূপমতুলং কৃত্বাহং কৌতুকাজ্জনা।
ময়া সম্মোহিতো বিপ্রোঽত্যাজং সমস্তদা তপঃ॥ ১০০
নদূরাৎ সংস্থিতেনাহং মুনিনা কাত্যসূনুনা।
জ্ঞাত্বা মায়াং তদা শপ্তঃ শিষ্যার্থে ক্রোধবহ্নিনা॥ ১০১
যস্মাত্ত্বয়া মে শিষ্যোঽয়ং মোহিতস্তপসশ্চ্যুতঃ।
কৃতস্ত্বয়া স্ত্রীরূপেণ তস্মাৎ স্ত্রী নিহনিষ্যতি॥ ১০২
ইতি মাং শপ্তবান্ পূর্ব্বং মুনিঃ কাত্যায়নঃ স্বয়ম্।
তস্য শাপস্য কালোঽয়মাগতো সমুপস্থিতঃ॥ ১০৩
দেবেন্দ্রত্বং ময়া প্রাপ্তং ভুক্তং ত্রিভুবনং সমম্।
কিঞ্চিন্ন শোচ্যং মেঽত্রাস্তি বাঞ্ছনীয়ং হি যন্ময়া॥ ১০৪
তস্মাত্ত্বাং বৈ প্রপন্নোঽহং প্রার্থয়ে শেষং হি যন্মম।
যদ্দেহি দেবি দুর্গে ত্বং তুভ্যন্তাং নমো নমঃ॥ ১০৫

আমিও শম্ভুর আরাধনা করিয়া অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছি। আমি তিন মন্বন্তরকাল ব্যাপিয়া নিষ্কণ্টকে শ্রেষ্ঠ অসুররাজ্য ভোগ করিয়াছি, আমার কিছুই অনুতাপ নাই। ৯৭

শিষ্যের নিমিত্ত কাত্যায়নমুনি আমাকে শাপ দিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি তোমাকে নিহত করিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৯৮

পূর্ব্বে কাত্যায়নমুনির শিষ্য রৌদ্রাশ্বনামে একটি অতিশয় সাধুচরিত্র ঋষি হিমালয় পর্ব্বতের নিকট তপস্যা করিতেছিলেন। ৯৯

আমি কৌতুক-বশে অতুলসৌন্দর্য্যশালী দিব্য স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া সেই ঋষিকে মোহিত করি। ঋষি, বিমুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তপস্যা হইতে বিরত হন। ১০০

কাত্যের পুত্র অর্থাৎ কাত্যায়ন ঋষি সেই স্থানের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছিলেন। আমার সেই মায়া জানিতে পারিয়া তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল, তিনি শিষ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাকে শাপ দিলেন। ১০১

যেহেতু তুমি স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া আমার শিষ্যকে মোহিত করিয়া তপস্যাচ্যুত করিলে, সেই হেতু স্ত্রীজাতি তোমার বধসাধন করিবে। ১০২

পূর্ব্বে মুনি কাত্যায়ন, এইরূপে আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। সেই শাপের ফল-প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। ১০৩

আমি দেবেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অখণ্ড ত্রিভুবন-রাজ্য নির্ব্বিবাদে ভোগ করিয়াছি। আমার ইহলোকে এমন কোন বাঞ্ছনীয় নাই, যাহার অপ্রাপ্তি হেতু অনুতাপ করিতে হয়। ১০৪

এই নিমিত্ত আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছি। হে দেবি দুর্গে! তুমি

দেব্যুবাচ—

প্রার্থনীয়ো বরো যস্তে ত্বং বৃণুষ্ব মহাসুর।
দাস্যামি তে বরং প্রার্থ্যং সংশয়ো নাত্র বিদ্যতে। ১০৬

মহিষ উবাচ—

যজ্ঞভাগমহং ভোক্তুমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদতঃ।
যথা যজ্ঞেষু সর্ব্বেষু পূজ্যোঽহং স্যাং তথা কুরু। ১০৭
ত্বৎপাদসেবাং ন ত্যক্ষ্যে যাবৎ সূর্য্যঃ প্রবর্ত্ততে।
এবং বরদ্বয়ং দেহি যদি দেয়ো বরো মম। ১০৮

দেব্যুবাচ—

যজ্ঞভাগাঃ সুরেভ্যস্তু কল্পিতা বৈ পৃথক্ পৃথক্।
ভাগো ন বিদ্যতে চান্যো যং দাস্যামি তবাধুনা। ১০৯
কিন্তু ত্বয়ি ময়া যুদ্ধে নিহতে মহিষাসুর।
নৈব ত্যক্ষ্যসি মৎপাদং সততং নাত্র সংশয়ঃ। ১১০
মম প্রবর্ত্ততে পূজা যত্র যত্র চ তত্র তে।
পূজ্যশ্চিন্ত্যশ্চ তত্রৈব কায়ো যত্তব[1] দানব। ১১১
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ প্রত্যুবাচ মহিষাসুরঃ।
বরং প্রাপ্যেহ মুদিতঃ প্রসন্নবদনস্তদা। ১১২
উগ্রচণ্ডে ভদ্রকালি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে।
প্রভূতা মূর্ত্তয়ো দেবি ভবত্যাঃ সকলাত্মিকাঃ। ১১৩

পুনর্ব্বার আমার জন্মের শেষ প্রার্থনা পূরণ কর, আমি তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। ১০৫

দেবী বলিলেন ;—হে মহাসুর। তোমার অভিলষিত বর কি, তাহা আমাকে শ্রবণ করাও। তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব ; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১০৬

মহিষ বলিল ;—আমি আপনার অনুগ্রহে যজ্ঞভাগ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। অতএব নিখিল যজ্ঞে যাহাতে আমি পূজ্য হই, সেইরূপ করুন। ১০৭

যে পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব বর্ত্তমান থাকিবেন, সেকাল পর্য্যন্ত আমি তোমার পদ-সেবা ত্যাগ করিব না। যদি আমাকে বর দেওয়া আপনার উচিত বলিয়া বিবেচনা হইয়া থাকে, তবে এ বরটীও প্রদান করুন। ১০৮

দেবী বলিলেন ;—পূর্ব্বেই এক একটি করিয়া সমুদয় যজ্ঞের ভাগ দেবতা-দিগের মধ্যে বণ্টিত হইয়াছে। যজ্ঞের এমন একটী ভাগ নাই, যাহা এক্ষণে আমি তোমাকে দিতে পারি। ১০৯

কিন্তু হে মহিষাসুর! আমাকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াও তুমি আমার চরণ কোন কালে ত্যাগ করিবে না, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১১০

আর হে দানব! যেখানে যেখানে আমার পূজা হইবে, সেই সেই স্থানেই তোমার এই শরীরের পূজা হইবে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। ১১১

দেবীর এই বাক্য শুনিয়া মহিষাসুর, বর লাভে অত্যন্ত হৃষ্ট এবং প্রসন্নবদন হইয়া বলিল। ১১২

১। কায়োঽয়ং তব দানব—ইতি পাঠান্তরম্।

কাভিস্তে মূর্ত্তিভিঃ পূজ্যো যজ্ঞেঽহং পরমেশ্বরি।
তৎ সমাচক্ষ্ব যদি মে ভবত্যোঽহ কৃপা কৃতা ॥ ১১৪

দেব্যুবাচ—

যানি নামানি প্রোক্তানি ত্বয়েহ মহিষাসুর।
তাসু মূর্ত্তিষু সম্পৃক্তঃ পূজ্যো লোকে ভবিষ্যসি ॥ ১১৫
উগ্রচণ্ডেতি যা মূর্ত্তির্ভদ্রকালী হ্যহং পুনঃ।
যয়া মূর্ত্ত্যা ত্বাং হনিষ্যে সা দুর্গেতি প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১১৬
এতাসু মূর্ত্তিষু সদা পাদলগ্নো নৃণাং ভবান্।
পূজ্যো ভবিষ্যতি স্বর্গে দেবানামপি রক্ষসাম্ ॥ ১১৭
আদিসৃষ্টাবুগ্রচণ্ডামূর্ত্ত্যা ত্বং নিহতঃ পুরা।
দ্বিতীয়সৃষ্টৌ তু ভবান্ ভদ্রকাল্যা ময়া হতঃ ॥ ১১৮
দুর্গারূপেণাধুনা ত্বাং হনিষ্যামি সহানুগম্।
কিন্তু পূর্ব্বং ন গৃহীতস্ত্বং ময়া পাদয়োস্তলে ॥ ১১৯
অধুনা প্রার্থিতবরো গৃহীতঃ পূর্ব্বকায়য়োঃ।
গৃহীতব্যশ্চ পশ্চাত্ত্বং যজ্ঞভাগোপভুক্তয়ে ॥ ১২০

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া উগ্রচণ্ডাহ্বয়াং তনুম্।
দর্শয়ামাস চ তদা মহিষায়াসুরায় বৈ ॥ ১২১

হে উগ্রচণ্ডে! ভদ্রকালি! দেবি! দুর্গে! আপনাকে নমস্কার করি। আপনার মূর্ত্তি অনেক; এই জগতের সমুদয় বস্তুই আপনার মূর্ত্তিভেদ। ১১৩

অতএব হে পরমেশ্বরি! আমি যজ্ঞে আপনার কোন্ কোন্ মূর্ত্তির সহিত পূজ্য হইব। যদি আমার উপর আপনার কৃপা হইয়া থাকে, তবে ইহা কীর্ত্তন করুন। ১১৪

দেবী বলিলেন;—হে মহিষাসুর! তুমি আমার যে নামগুলির কীর্ত্তন করিলে, তুমি ঐ সকল মূর্ত্তিতে আমার পাদলগ্ন পূজ্য হইবে। ১১৫

উগ্রচণ্ডা—এই মূর্ত্তি; ভদ্রকালী মূর্ত্তি—যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমি তোমাকে দ্বিতীয় সৃষ্টিতে নিহত করি; এবং দুর্গা বলিয়া আমার যে মূর্ত্তি কীর্ত্তিত হয়,—এই তিন মূর্ত্তিতে তুমি সর্ব্বদা আমার পাদলগ্ন হইয়া মনুষ্য, দেব এবং রাক্ষসগণেরও পূজ্য হইবে। ১১৬-১১৭

আদি সৃষ্টিতে আমি উগ্রচণ্ডা রূপে তোমাকে নিহত করিয়াছি। দ্বিতীয় সৃষ্টিতে আমি ভদ্রকালীরূপে তোমাকে বিনাশ করি। ১১৮

এক্ষণে দুর্গারূপে অনুচরবর্গের সহিত তোমাকে বধ করিব। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তিতে আমি নিজ চরণতলে তোমাকে গ্রহণ করি নাই। এক্ষণে তোমার বর প্রার্থনা অনুসারে ঐ উভয় মূর্ত্তিতেও তোমাকে গ্রহণ করিলাম এবং তোমার যজ্ঞভাগের উপভোগের নিমিত্ত দুর্গামূর্ত্তিতেও তোমাকে গ্রহণ করিব। ১১৯-১২০

মহামায়া এই সকল কথা বলিয়া তৎকালে মহিষাসুরকে নিজের উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। ১২১

যা মূর্ত্তিঃ ষোড়শভুজা ভদ্রকালীতি বিশ্রুতা।
তথৈব মূর্ত্তিং বাহুভ্যামপরাভ্যাস্তু বিভ্রতী ॥ ১২২
দক্ষিণাভ্যাং গদাং বামপাণিনা পানপাত্রকম্।
সুরাপূর্ণঞ্চ শিরসা মুণ্ডমালাং বিলেশয়ম্ ॥ ১২৩
ভিন্নাঞ্জনচয়প্রখ্যা প্রচণ্ডা সিংহবাহিনী।
রক্তনেত্রা মহাকায়া যুক্তাষ্টাদশবাহুভিঃ ॥ ১২৪
উগ্রচণ্ডা ভদ্রকালী দেব্যা মূর্ত্তিদ্বয়ং তথা।
মহিষঃ প্রণনামাশু দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতঃ ॥ ১২৫
ততো যথা পদাক্রম্য নিহতো মহিষাসুরঃ।
তথৈব জগৃহে পাদতলে দেবীদ্বয়স্তু তম্ ॥ ১২৬
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং মাহিষং বিশিরস্ককম্।
গৃহীতকেশং দেব্যা তু নির্য্যদন্ত্রবিভূষিতম্ ॥ ১২৭
বমদ্রক্তং মহাকায়ং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বতনুং স্বকম্।
ভয়ং প্রাপ্যাসুরঃ সোঽথ শুশোচ চ মুমোহ চ ॥ ১২৮
ততস্তু ক্ষণমাত্মানং সংস্তভ্য স তু দানবঃ।
প্রণম্য বচনং দেবীমিদমাহ সগদ্গদম্ ॥ ১২৯

মহিষ উবাচ—

যদি দেবি প্রসন্নাসি যজ্ঞভাগাশ্চ কল্পিতাঃ।
তদা মমাস্তদা নাশ এবমেতদ্ ভবেন্ন হি ॥ ১৩০

যাদৃশ ষোড়শভুজা মূর্ত্তি ভদ্রকালী নামে বিখ্যাত, তাদৃশ মূর্ত্তিতে আরও দুইটী বাহু, অধিক যুক্ত হইলে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি হয়। ঐ অতিরিক্ত বাহুদ্বয়ের মধ্যে দক্ষিণদিকের হস্তে একটী গদা ও বামদিকের হস্তে সুরাপূর্ণ পানপাত্র এবং মস্তকে মুণ্ডমালা ধৃত হইয়াছে। ১২২-২৩

ঐ মূর্ত্তির প্রভা দলিত-অঞ্জন-সদৃশ; মূর্ত্তি দেখিতে প্রচণ্ড এবং সিংহবাহিনী, নেত্র রক্তবর্ণ, শরীরের আয়তন অতি বৃহৎ এবং অষ্টাদশ বাহুযুক্ত। ১২৪

মহিষ, ভদ্রকালী দেবীর সেই উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিল। ১২৫

অনন্তর পূর্ব্বে যেমন চরণদ্বারা আক্রমণ করিয়া মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, দেবী তৎকালেও নিজ চরণতলে তাহাকে সেইরূপে গ্রহণ করিলেন। ১২৬

তখন হৃদয় শূল দ্বারা ভিন্ন মহিষ-রূপ ছিন্নমস্তক, দেবীকর্তৃক কেশে গৃহীত এবং মহিষ শরীর হইতে নির্গত-অন্ত্র-দ্বারা ভূষিত, রক্তস্রাবকারী এবং অতি-বৃহৎ আয়তন মহিষ আপনার পূর্ব্ব শরীরকে এইরূপে অবস্থিত দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া যুগপৎ শোক এবং মোহ প্রাপ্ত হইল। ১২৭-১২৮

অনন্তর সেই দানব মহিষাসুর আপনাকে সুস্থির করিয়া এবং দেবীকে প্রণাম করিয়া গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল। ১২৯

হে দেবি! যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, এবং আমার নিমিত্ত যজ্ঞ-ভাগেরও কল্পনা করিয়াছেন, তবে যেন আমি পুনরায় আর এরূপ না হই। ১৩০

যথাহং ন সুরৈঃ সার্দ্ধং করিষ্যে বৈরমদ্ভুতম্।
তথা মাং কুরু ভো দেবি ন জন্ম প্রলভে যথা॥ ১৩১

দেব্যুবাচ—

আরাধিতাহং ভবতা বরো দত্তো ময়া তব।
যথাস্ত ত্বং ময়ৈবেহ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৩২
ত্বয়ুক্তা প্রার্থিতকাপি সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ।
বিরোধী যে সদা যা ভূর্নতি চাপি ভবিষ্যতি॥ ১৩৩
মৎপাদতলসংস্পর্শাচ্ছরীরং তব দানব।
যজ্ঞভাগোপভোগায় বিশীর্ণং ন ভবিষ্যতি॥ ১৩৪
তব জীবাত্মভিঃ প্রাণাঃ সর্ব্ব এব মহাসুর।
হরস্য পাদসংযোগাচ্চিরং স্থাস্যন্তি কেবলম্॥ ১৩৫
কল্পকোটিসহস্রাণি ত্রিংশত্তং মহিষাসুর।
শতানি চাষ্টাবষ্টানি জন্ম তে ন ভাবিষ্যতি॥ ১৩৬
ইতি দেবী বরং দত্ত্বা মহিষায়াসুরায় বৈ।
প্রণতা তেন শিরসা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১৩৭
মহিষোঽপি নিজস্থানং পুনঃ প্রায়াৎ স মোহিতঃ।
মায়য়া চাসুরং ভাবমাদায় নৃপ পূর্ব্ববৎ॥ ১৩৮

সগর উবাচ—

অনেকে নিহতা দৈত্যা মায়য়া লোকভূতয়ে।
ন তে পুনঃ প্রগৃহীতাস্তেভ্যো দত্তা বরান্ শুভান্॥ ১৩৯

হে দেবি! যাহাতে আমি আর দেবগণের সহিত কোনরূপ বৈর উৎপাদন না করি, আর যাহাতে পুনরায় আমার আর জন্ম না হয়, তাহা করুন। ১৩১

দেবী বলিলেন, তুমি আমার আরাধনা করিয়াছ, আমি তোমাকে বরদান করিয়াছি তুমি আমারই বধ্য, সে বিষয়ে কোন বিচার করিও না। ১৩২

তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছ, দেবগণের সহিত তোমার আর বিরোধ না হউক—তাহাই হইবে। ১৩৩

হে দানব! আমার পাদতল-সংস্পর্শে তোমার শরীর যজ্ঞভাগ গ্রহণের নিমিত্ত বিশীর্ণ হইবে না। ১৩৪

হে মহাসুর! মহাদেবের পাদসংস্পর্শে তোমার প্রাণসকল কেবল তোমার জীবাত্মার সহিত অবস্থান করিবে। ১৩৫

হে মহিষাসুর! একশত অষ্টাধিক ত্রিশ সহস্র কোটি কল্প পর্য্যন্ত তোমার পুনর্ব্বার জন্ম হইবে না। ১৩৬

দেবী মহিষাসুরকে এইরূপ বর প্রদান করিলে, সে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং দেবীও অন্তর্হিত হইলেন। ১৩৭

হে নৃপ! মহিষও নিজস্থানে গমন করিল, কিন্তু মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত অসুরভাব প্রাপ্ত হইল। ১৩৮

সগর বলিলেন, ভগবতী মহামায়া লোকের বিভূতির নিমিত্ত অনেক দৈত্যকে নিহত করিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও তিনি গ্রহণ করেন নাই এবং কাহাকেও তিনি বর দান করেন নাই। ১৩৯

তেনৈবাকারণেনায়ং[১] প্রগৃহীতো বরাঃ কথম্ ।
মহ্যমস্তৈ সমাচক্ষ্ব মম সম্যগ্‌দ্বিজোত্তম ॥ ১৪০

ঔর্ব্ব উবাচ—

আরাধিতো মহাদেবো রম্ভেণ সুরবৈরিণা ।
চিরেণ স সুপ্রীতস্তপসা তস্য শঙ্করঃ ॥ ১৪১
অথ তুষ্টো মহাদেবঃ প্রত্যক্ষং রম্ভমূচিবান্ ।
প্রীতোঽস্মি তে বরং রম্ভ বরয়স্ব যথেপ্সিতম্ ॥ ১৪২
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ রম্ভস্তং চন্দ্রশেখরম্ ।
অপুত্রোঽহং মহাদেব যদি তে মধ্যনুগ্রহঃ ॥ ১৪৩
মম জন্মত্রয়ে পুত্রো ভবান্ ভবতু শঙ্কর ।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং জেতা চ ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ১৪৪
চিরায়ুশ্চ যশস্বী চ লক্ষ্মীবান্ স চ শঙ্কর ।
এবমুক্তস্ত দৈত্যেন প্রত্যুবাচ বৃষধ্বজঃ ॥ ১৪৫
ভবত্বেতদ্বাঞ্ছিতং তে ভবিষ্যামি সুতস্তব ।
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
রম্ভোঽপি যাতঃ স্বস্থানং হর্ষোৎফুল্লবিলোচনঃ ॥ ১৪৬
পথি গচ্ছন্ স রম্ভোঽথ দদর্শ মহিষীং শুভাম্ ।
ত্রিহায়ণীং চিত্রবর্ণাং সুন্দরীমৃতুশালিনীম্ ॥ ১৪৭
স তাং দৃষ্ট্বাথ মহিষীং রম্ভঃ কামেন মোহিতঃ ।
দোর্ভ্যাং গৃহীত্বা চ তদা চকার সুরতোৎসবম্ ॥ ১৪৮

হে দ্বিজোত্তম ! কি কারণে দেবীকর্ত্তৃক এই মহিষাসুর গৃহীত হইল এবং কেনই বা তিনি তাহাকে বরদান করিলেন, ইহা আমার নিকট সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করুন । ১৪০

ঔর্ব্ব বলিলেন, রম্ভনামে দৈত্য বহুকাল তপশ্চরণ করিয়া মহাদেবেরে আরাধনা করে, মহাদেব তাহার তপস্যায় প্রীতি-লাভ করেন । ১৪১

অনন্তর মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন ; হে রম্ভ ! আমি তোমার উপর প্রীত হইয়াছি ; তুমি অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর । ১৪২

এইরূপে উক্ত হইয়া রম্ভ অসুর মহাদেবকে বলিল, হে মহাদেব ! আমি অপুত্র, আপনার যদি আমার উপর অনুগ্রহ হইয়া থাকে, আমার তিন জন্মে আপনি আমার পুত্র হউন এবং আমার পুত্র হইয়া সকল প্রাণীর অবধ্য, দেবগণের জেতা, চিরায়ু, যশস্বী, লক্ষ্মীবান্ এবং সত্য-প্রতিজ্ঞ হউন । ১৪৩-৪৪

দৈত্যকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাদেব তাহাকে বলিলেন ; তোমার এই বাঞ্ছিত সিদ্ধ হউক, আমি তোমার পুত্র হইব । ১৪৫

এই কথা বলিয়া মহাদেব সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন এবং রম্ভাসুরও হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে আপনার স্থানে গমন করিল । ১৪৬

পথে যাইতে যাইতে রম্ভ একটি তিন বৎসর-বয়স্ক ঋতুমতী বিচিত্রবর্ণা সুন্দরী মহিষীকে দেখিতে পাইল । ১৪৭

১। কেন বা কারণেনায়ং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

তযোঃ প্রবৃত্তে সুরতে তদা সা তস্য তেজসা।
দধার মহিষী গর্ভং তদাভূন্মহিষাসুরঃ ॥ ১৪৯
তস্যাং স্বাংশেন গিরিশস্তৎপুত্রত্বমবাপ্তবান্।
ববৃধে স তদা রাত্রিঃ শুক্লপক্ষশশাঙ্কবৎ ॥ ১৫০
তঞ্চ কাত্যায়নমুনিঃ শপ্তবান্মহিষাসুরম্।
দুর্নযং বীক্ষ্য শিষ্যার্থে শিষ্যানুগ্রহকারকঃ ॥ ১৫১
কাত্যায়নেন শপ্তং তং বিজ্ঞায় মহিষাসুরম্।
প্রাহ প্রণামপূর্ব্বস্তু চণ্ডিকাং চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১৫২

ঈশ্বর উবাচ—

দেবী কাত্যায়নেনায়ং শপ্তোঽস্তু মহিষাসুরঃ।
যোষিদ্বিনাশকর্ত্রীতি ভবিতেতি কথনয়ে ॥ ১৫৩
নিঃসংশয়মৃষের্বাক্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
মদীয়ো মহিষঃ কায়স্ত্বয়া দেবী জগন্ময়ি[1]।
হন্তব্যঃ সততং যোগযুক্তঃ পূর্ব্বে পরেঽপি চ ॥ ১৫৪
হরির্হরিষরূপেণ ন ত্বাং বোঢ়ুং ক্ষমোঽধুনা।
মমায়ং মাহিষঃ কায়স্তব বোঢ়া ভবিষ্যতি ॥ ১৫৫
ইতি পূর্ব্বং মহাদেবো দেবীং প্রার্থিতবান্ পুরা।
তেন দেবী মহাদেবং জগ্রাহ মহিষাসুরম্ ॥ ১৫৬

সেই মহিষীকে দেখিয়া সে কামে মোহিত হইয়া তাহাকে হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া তাহার সহিতেই রতিক্রীড়া করিল। ১৪৮

এইরূপে তাহাদের উভয়ের সুরত সম্পূর্ণ হইলে রম্ভের তেজে মহিষী গর্ভ-ধারণ করিল এবং সেই গর্ভ হইতেই মহিষাসুরের জন্ম হয়। ১৪৯

সেই মহিষীর গর্ভেই মহাদেব, রম্ভের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এবং জন্ম হইতে মহিষাসুর শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মত প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৫০

সেই মহিষাসুরকে শিষ্যানুগ্রহকারী কাত্যায়ন মুনি শিষ্যের প্রতি অত্যাচার করায় শাপ দিয়াছিলেন। ১৫১

মহিষাসুর কাত্যায়ন-কর্তৃক শপ্ত দেখিয়া চন্দ্রশেখর মহাদেব, চণ্ডিকাকে প্রণয়পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ১৫২

হে দেবি জগন্ময়ি! কাত্যায়ন-মুনি, মহিষাসুরকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছেন যে স্ত্রীজাতি তোমার বিনাশ-কর্ত্রী হইবে ১৫৩

ঋষির বাক্য যে সফল হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে জগন্ময়ি দেবি! যোগযুক্ত মহিষ শরীর আমারই, উহা যথাবস্থ পূর্ব্বেও তোমা কর্তৃক হত হইয়াছে এবং পরেও হত হইবে। ১৫৪

এক্ষণে ভগবান্ হরি, একা সিংহরূপে তোমাকে বহন করিতে অক্ষম, আমার এই মহিষ-শরীরই তোমার বাহক হইবে। ১৫৫

পূর্ব্বকালে মহাদেব, দেবীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই দেবী মহিষাসুররূপী মহাদেবকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫৬

১। দেবি কার্য্যস্ত্বয়া হরি—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্রিষু জন্মসু পুত্রোঽভূদ্রম্ভস্য ভগবান্ হরঃ।
সৃষ্টিত্রয়ে স রম্ভোঽপি রম্ভ এব ব্যজায়ত ॥ ১৫৭
আসুরং তাদৃশস্তেপে তপঃ পরমদারুণম্।
তথৈবারাধিতঃ শম্ভুঃ পুত্রার্থে প্রদদৌ বরম্ ॥ ১৫৮
তথৈব মহিষীং ভেজে প্রথমং সুরতায় সঃ।
তস্যাং তথাভবদ্বীরো দানবো মহিষাসুরঃ ॥ ১৫৯
তথৈব শেপে ভগবান্ মুনিঃ কাত্যায়নস্তু তম্।
ইতি প্রবৃত্তে পূর্ব্বেঽস্মিন্ পরস্মিন্ স তু জন্মনি।
মহিষঃ পূজয়িত্বাথ দেবীং বরমযাচত ॥ ১৬০
তৃতীয়ে জন্মনি বরং প্রাপ্য কল্পানশেষতঃ।
নেহ মে জন্ম ভবিতেত্যেবং বরমযাচত ॥ ১৬১
তেন দেবীপাদতলে তিষ্ঠত্যেষোঽসুরোঽধুনা।
নোৎপত্তিরপি তস্যাথ সংবর্ত্তাত্তাদভূন্নৃপ ॥ ১৬২
এবং দেবীপ্রসাদেন মহাদেবাংশসম্ভবঃ।
পরামবাপ সততং প্রতিপত্তিং মহাসুরঃ ॥ ১৬৩
ইতি তে কথিতং রাজন্ যথা স মহিষাসুরঃ।
দেবীপাদতলং প্রাপ্য যথা সোঽদ্যাপি মোদতে।
প্রস্তুতং শৃণু ভো রাজন্ কথয়ামি নৃপোত্তম ॥ ১৬৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি বঃ কথিতং রাজ্ঞা সগরঃ সহিতো যথা।
ঔর্ব্বেণ চক্রে সংবাদং দেবীমহিষযোজনে ॥ ১৬৫

ভগবান হর, তিন জন্মে রম্ভাসুরের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। রম্ভাসুর ঐ তিন বার রম্ভ নামেই জন্মগ্রহণ করে। ১৫৭

রম্ভাসুর জন্মত্রয়েই অতি নিদারুণ তপস্যা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত ভগবান্ শম্ভুর আরাধনা করে এবং শম্ভুও তাহাকে পূর্ব্ববৎ বর প্রদান করেন। ১৫৮

পূর্ব্বের মত সুরতোৎসুক হইয়া রম্ভ, মহিষীর অনুসরণ করে এবং মহিষীর গর্ভে মহিষাসুর দৈত্যের জন্ম হয়। ১৫৮

প্রতি জন্মেই মহিষাসুরকে ভগবান কাত্যায়ন-মুনি শাপ প্রদান করেন; কারণ, পূর্ব্ব এবং পরজন্মে মহিষেরও তাঁহার শিষ্যকে ভুলাইবার প্রবৃত্তি হয়। ১৫৯

কল্পে কল্পে তৃতীয় জন্মে মহিষও দেবীর পূজা করিবার বর প্রার্থনা করে এবং অভিলষিত বর প্রাপ্ত হয়। ১৬০

"আর যেন ইহলোকে আমার জন্ম না হয়" এইরূপ বর প্রার্থনা করে। ১৬১

হে নৃপ! সেই জন্য ঐ অসুর দেবীর পাদতলে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহার আর অনেক কল্পান্ত অবধি জন্ম হইবে না। ১৬২

এইরূপ দেবীর প্রসাদে মহাদেবাংশ-সম্ভব মহিষাসুর নিত্য উৎকৃষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। ১৬৩

হে রাজন্! সেই মহিষাসুর দেবীর পাদতল প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ অদ্যাপি আনন্দ ভোগ করিতেছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তিত হইল। হে নৃপোত্তম! এক্ষণে তোমার নিকট প্রস্তুত বিষয়ের কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১৬৪

পুনর্যদাহ ভূয়োঽপি সগরায় মহাত্মনে।
তচ্ছৃণুধ্বং মুনিশ্রেষ্ঠা গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং পরম্ ॥ ১৬৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে মহিষাসুরোপাখ্যানো নাম
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

যথাহ ভগবান্ দেবো ভৈরবায় মহাত্মনে।
বেতালায় নৃপশ্রেষ্ঠ তথা ত্বং প্রস্তুতং শৃণু ॥ ১

ভগবানুবাচ—

উগ্রচণ্ডা চ যা মূর্ত্তিরষ্টাদশভুজাঽভবৎ।
সা নবম্যাং পুরা কৃষ্ণপক্ষে কন্যাং গতে রবৌ।
প্রাদুর্ভূতা মহামায়া যোগিনীকোটিভিঃ সহ ॥ ২
আষাঢ়স্য তু পূর্ণায়াং সত্রং দ্বাদশবার্ষিকম্।
দক্ষঃ কর্ত্তুং সমারেভে বৃতাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ ॥ ৩
ততোঽহং ন বৃতস্তেন দক্ষেণ সুমহাত্মনা।
কপালীতি সতী চাপি তজ্জায়েতি চ নো বৃতা ॥ ৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ঔর্ব্বের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজ সগর যেরূপে দেবী ও মহিষের সংবাদ ভুবনে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তিত হইল। ১৬৫

পুনর্ব্বার মহর্ষি ঔর্ব্ব, মহারাজ সগরের নিকট যে কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই অতি গোপনীয় কথা বলিতেছি, হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা শ্রবণ করুন। ১৬৬

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০

একষষ্টিতম অধ্যায়

দেবীপূজায় কর্ত্তব্যতা

ঔর্ব্ব কহিলেন ;—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! পুনর্ব্বার ভগবান্ মহাদেব বেতাল ও ভৈরবের নিকট যে বিষয়ের বর্ণন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই প্রস্তুত বিষয়ের বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ১

ভগবান্ বলিলেন ;—ভগবতী অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা নামে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, উহা পূর্ব্বে, সূর্য্য কন্যারাশিগত হইলে কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে, কোটি যোগিনীর সহিত প্রাদুর্ভূত হয়। ২

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাতিথিতে প্রজাপতি দক্ষ, দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করে ; ঐ যজ্ঞে সমুদয় দেবগণকে বরণ করা হইয়াছিল। ৩

ততো রোষসমাযুক্তা প্রাণাংস্তত্যাজ সা সতী।
ত্যক্তদেহা সতী চাপি চণ্ডমূর্ত্তিস্তদাভবৎ ॥ ৫
ততঃ প্রবৃত্তে যজ্ঞেঽপি তস্মিন্ দ্বাদশবার্ষিকে।
নবম্যাং কৃষ্ণপক্ষে তু কন্যায়াং চণ্ডমূর্ত্তিধৃক্ ॥ ৬
যোগনিদ্রা মহামায়া যোগিনীকোটিভিঃ সহ।
সতীরূপং পরিত্যজ্য যজ্ঞভঙ্গমথাকরোৎ ॥ ৭
শঙ্করস্য গণৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতা শঙ্করেণ চ।
স্বয়ং বভঞ্জ সা দেবী মহাসত্রং মহাত্মনঃ ॥ ৮
ততো দেব্যা মহাক্রোধে ব্যতীতে ত্রিদিবৌকসঃ।
পূজয়াঞ্চক্রুরতুলাং দেবীং পূর্ব্বোদিতেন বৈ ॥ ৯
পূর্ব্বোদিতবিধানেন পূজামস্যা দিবৌকসঃ।
কৃত্বৈব পরমামাপুর্নিবৃত্তিং দুঃখহানয়ে ॥১০
এবমন্যৈরপি সদা কার্য্যং দেব্যাঃ প্রপূজনম্।
বিভূতিমতুলাং প্রাপ্তুং চতুর্বর্গপ্রদায়িকাম্ ॥ ১১
যো মোহাদথবালস্যাদ্দেবীং দুর্গাং মহোৎসবে।
ন পূজয়তি দম্ভাদ্বা দ্বেষাদ্বাপ্যথ ভৈরব।
ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য কামানিষ্টান্নিহন্তি বৈ ॥ ১২
পরত্র চ মহামায়া-বলি দুর্গা প্রজায়তে। ১৩
অষ্টম্যাং রুধিরৈশ্চৈব মহামাংসৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়েদ্বহুজাতীয়ৈর্বলিভির্ভোজনৈঃ শিবাম্ ॥ ১৪

ঐ যজ্ঞে দক্ষ, আমাকে কপালী বলিয়া বরণ করে নাই এবং আমার পত্নী বলিয়া তাহার নিজের কন্যা সতীকেও বরণ করেন নাই। ৪

তখন সতী, ক্রোধ-পরবশা হইয়া নিজের দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং দেহত্যাগ করিয়া চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করেন। ৫

অনন্তর, দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইলে, কন্যারাশি কৃষ্ণপক্ষে নবমী-তিথিতে সতীরূপ পরিত্যাগ করিয়া যোগনিদ্রা চণ্ডরূপধারিণী মহামায়া কোটি যোগিনীর সহিত যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছিলেন। ৬-৭

মহাদেবের সমুদয় গণের সহিত এবং সাক্ষাৎ মহাদেবের সহিত দেবী স্বয়ং মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞভঙ্গ করেন। ৮

অনন্তর দেবীর সেই নিদারুণ ক্রোধ অপগত হইলে সমস্ত দেবগণ, পূর্ব কথিত বিধান-অনুসারে দেবীর অতুলা পূজা করিয়াছিলেন। ৯

দুঃখহানির নিমিত্ত দেবগণ পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে দেবীর পূজা করিয়া অতিশয় শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০

এইরূপ অতুল বিভূতি লাভের নিমিত্ত অপর ব্যক্তিরও দেবীর চতুর্ব্বর্গপ্রদ পূজন করা উচিত। ১১

হে ভৈরব! যে ব্যক্তি মোহবশতই হউক, আলস্যবশতই হউক, দম্ভ অথবা দ্বেষবশতই হউক, মহোৎসবকালে ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজা না করে, দেবী ভগবতী তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অভিলষিত কামনাসকল নষ্ট করেন এবং পরে সে দুর্গার বলিরূপে জন্মগ্রহণ করে। ১২-১৩

অষ্টমীর দিবস রুধির, মাংস, সুগন্ধি মহামাংস, নানাজাতীয় বলি, সিন্দুর,

সিন্দূরৈঃ পট্টবাসোভির্নানাবিধবিলেপনৈঃ ।
পুষ্পৈরনেকজাতীয়ৈঃ ফলৈর্বহুবিধৈরপি ॥ ১৫
উপবাসং মহাষ্টম্যাং পুত্রবান্ ন সমাচরেৎ ।
যথা তথৈব পূতাত্মা ব্রতী দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৬
পূজয়িত্বা মহাষ্টম্যাং নবম্যাং বলিভিস্তথা ।
বিসর্জ্জয়েদ্দশম্যান্তু শ্রবণে শাবরোৎসবৈঃ ॥ ১৭
অন্ত্যপাদো দিবাভাগে শ্রবণস্য যদা ভবেৎ ।
তদা সম্প্রেষণং দেব্যা দশম্যাং কারয়েদ্ বুধঃ ॥ ১৮
সুবাসিনী-কুমারীভির্বেশ্যাভির্নর্ত্তকৈস্তথা ।
শঙ্খতূর্য্যনিনাদৈশ্চ মৃদঙ্গৈঃ পটহৈস্তথা ॥ ১৯
ধ্বজৈর্বস্ত্রৈর্বহুবিধৈর্লাজপুষ্পপ্রকীর্ণকৈঃ ।
ধূলিকর্দ্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥ ২০
ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ ।
ভগলিঙ্গাদিশব্দৈশ্চ ক্রীড়য়েয়ুরলং জনাঃ ॥ ২১
পরৈর্নাক্ষিপ্যতে যস্তু যঃ পরান্নাক্ষিপেদ্ যদি ।
ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য শাপং দদ্যাৎ সুদারুণম্ ॥ ২২
আদিপাদো নিশাভাগে শ্রবণস্য যদা ভবেৎ ।
তদা দেব্যাঃ সমুত্থানং নবম্যাং ন পুনর্দিবা ॥ ২৩
অন্ত্যপাদো নিশাভাগে শ্রবণস্য যদা ভবেৎ ।
তদা দেব্যাঃ সমুত্থানং নবম্যাং দিনভাগতঃ ॥ ২৪

পট্টবাস, নানাবিধ বিলেপন, অনেক জাতীয় পুষ্প এবং বহুবিধ ফল দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ১৪

পুত্রবান্ ব্যক্তি মহাষ্টমীর দিবস উপবাস করিবে না। এবং ব্রতশালীও সর্ব্ব প্রকারে পূতাত্মা হইয়া দেবীর পূজা করিবে। ১৬

মহাষ্টমীর দিন পূজা করিয়া, নবমীর দিবস বহুবিধ বলি প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া, দশমীর দিবস শ্রবণানক্ষত্রে শাবরোৎসবের সহিত দেবীর বিসর্জ্জন করিবে। ১৭

যে দশমী তিথির দিবাভাগে শ্রবণার শেষ পাদ হইবে, সেই দশমী তিথিতেই দেবীর বিসর্জ্জন করিবে। ১৮

সধবা স্ত্রী, কুমারী ও বেশ্যা এবং নর্ত্তকগণ সঙ্গে লইয়া শঙ্খ, তূরী মৃদঙ্গ এবং পটহের শব্দ করিতে করিতে নানাবিধ বস্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়া খই এবং ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে ধূলি-কর্দ্দম নিক্ষেপ করত নানা ক্রীড়া-কৌতুক ও মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক ভগ-লিঙ্গাদি বাচক গ্রাম্যশব্দ উচ্চারণ ও তাদৃশ শব্দবহুল গান এবং তাদৃশ অশ্লীল বাক্যালাপ করিয়া বিসর্জ্জন সময়ে ক্রীড়া করিবে। ১৯-২১

সেই দিবস যদি কোন মনুষ্য, নিজের উপর অপর কর্ত্তৃক অশ্লীল ব্যবহার করা না ভালবাসে এবং অপরের উপর অশ্লীল ব্যবহার করিতে না চাহে, তাকে ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া গমন করেন। ২২

যে নবমীর নিশাভাগে শ্রবণার আদিপাদ হইবে, সেই নবমীর রাত্রিকালেই দেবীর সমুত্থান করিবে; দিবাভাগে নহে। ২৩

বিসর্জ্জনমনেনৈব মন্ত্রেণ বৎস ভৈরব।
কর্ত্তব্যমম্ভসি স্থাপ্য বিসৃজ্য চ বিভূতয়ে ॥ ২৫
উত্তিষ্ঠ দেবি চণ্ডেশে শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ।
কুরুষ মম কল্যাণমষ্টভিঃ শক্তিভিঃ সহ ॥ ২৬
গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে[১]।
যৎ পূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥ ২৭
ব্রজ ত্বং স্রোতসি জলে তিষ্ঠ গেহে চ ভূতয়ে।
নিমজ্যাম্ভসি সন্ত্যজ্য[২] পত্রিকাবর্জ্জিতে জলে ॥ ২৮
পুত্রায়ুর্দ্ধনবৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া।
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ দেবীং সংস্থাপয়েজ্জলে ॥ ২৯
সর্ব্বলোকহিতার্থায় সর্ব্বলোকবিভূতয়ে। ৩০
দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ পূজিতব্যে উভে অপি।
ভদ্রকালীমুগ্রচণ্ডাং মহামায়াং মহোৎসবে ॥ ৩১
নেত্রবীজন্তু সর্ব্বাসাং পূজনে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩২
যোগিনীনাঞ্চ সর্ব্বাসাং মূলমূর্ত্তেস্তথৈব চ।
মন্ত্রং তথোগ্রচণ্ডায়াঃ পৃথক্ ত্বং শৃণু ভৈরব ॥ ৩৩
আদ্যস্বরং নেত্রবীজং মন্ত্রস্যোপান্তমন্তরে।
বহ্নিনান্তঃস্বরেন্দুবিন্দুভ্যাং তন্ত্রমোগ্রকম্ ॥ ৩৪

যে নবমীর রাত্রিকালে শ্রবণার অন্ত পাদ হইবে, সেই নবমীরই দিবাভাগে দেবীর সমুত্থান করিবে। ২৪

হে ভৈরব! দেবীর প্রতিমা জলে রাখিয়া বিভূতির নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা বিসর্জ্জন করিবে। ২৫

হে দেবি! চামুণ্ডে! আমার শুভ পূজা গ্রহণ করিয়া উত্থান করুন এবং অষ্ট শক্তির সহিত আমার কল্যাণ করুন। ২৬

হে দেবি! আপনার সেই শ্রেষ্ঠস্থানে গমন করুন এবং আমার পূজা পরিপূর্ণ হউক। ২৭

আপনি স্রোতোজলে গমন করুন অথচ আমার গৃহে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন। আপনি এই বেগশালী জলে পত্রিকাকে সঙ্গে লইয়া নিমগ্ন হউন। ২৮

পুত্র, আয়ুঃ ও ধনের বৃদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমাকে জলে স্থাপন করিতেছি। সর্ব্বলোকের হিত এবং বিভূতির নিমিত্ত এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীকে জলে স্থাপন করিবে। ২৯-৩০

মহামায়ার মহোৎসব সময়ে ভদ্রকালী এবং উগ্রচণ্ডা এই উভয়কেই দুর্গা তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। ৩১

সকল প্রকার যোগিনী এবং মূলমূর্ত্তি—ইঁহাদের সকলের পূজাতেই নেত্র-বীজ উক্ত হইয়াছে। ৩২

হে ভৈরব, তুমি উগ্রচণ্ডার পৃথক্ মন্ত্র শ্রবণ কর। উপান্তে নেত্রবীজ মন্ত্রের আদ্যস্বর অন্তরে অন্ত্যস্বর ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত বহ্নিবীজ বিন্যস্ত হইলে উগ্রচণ্ডার মন্ত্র

১। পরমেশ্বরি—ইতি পাঠান্তরম্। ২। সম্পূজ্য—ইতি পাঠান্তরম্।

নেত্রবীজং দ্বিতীয়ন্ত দ্বিধাবর্ত্তিতমুচ্যতে।
ভদ্রকাল্যাস্তু মন্ত্রোঽয়ং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৩৫
যদা তু বৈষ্ণবী দেবী মহামায়া জগন্ময়ী।
পূজ্যতে বৈষ্ণবী দেবী তন্ত্রোক্তা অষ্টযোগিনীঃ ॥ ৩৬
তাঃ প্রোক্তাঃ শৈলপুত্র্যাশ্চ পূর্ব্বকল্পে চ ভৈরব।
উগ্রচণ্ডাদয়শ্চাষ্টৌ দুর্গাতন্ত্রস্য কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৭
ভদ্রকাল্যাস্তু মন্ত্রেণ ভদ্রকালীং প্রপূজয়েৎ।
পূজয়েদ্বৃত্তিবৃদ্ধ্যর্থমেতা একাষ্টযোগিনীঃ ॥ ৩৮
জয়ন্তীং মঙ্গলাং কালীং ভদ্রকালীং কপালিনীম্।
দুর্গাং শিবাং ক্ষমাং ধাত্রীং দলেষষ্টসু পূজয়েৎ ॥ ৩৯
যদোগ্রচণ্ডাতন্ত্রেণ সা দেবী তত্র পূজ্যতে।
যোগিন্যস্তত্র পূজ্যাঃ স্যুরষ্টাবন্যাশ্চ ভৈরব ॥ ৪০
কৌশিকী শিবদূতী চ উমা হৈমবতীশ্বরী।
শাকম্ভরী চ দুর্গা চ সপ্তমী চ মহোদরী ॥ ৪১
উমায়াঃ সৌম্যমূর্ত্তেস্তু তন্ত্রং ত্বং শৃণু ভৈরব।
পাদিঃ সমাপ্তিসহিতঃ ফড়ন্তো নান্ত এব চ।
একাক্ষরস্ত্র্যক্ষরশ্চ উমামন্ত্র ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪২
সুবর্ণসদৃশীং গৌরীং ভুজদ্বয়সমন্বিতাম্।
নীলারবিন্দং বামেন পাণিনা বিভ্রতীং সদা ॥ ৪৩
শুক্লন্তু চামরং ধৃত্বা ভর্গস্যাঙ্কেঽথ দক্ষিণে।
বিন্যস্য দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিন্তয়েৎ ॥ ৪৪

হয়। দ্বিরাবর্ত্তিত নেত্রবীজের দ্বিতীয় অক্ষর ভদ্রকালীর মন্ত্র ; ইহা ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থের সাধন। ৩৩-৩৫

যখন মহামায়া জগন্ময়ী বৈষ্ণবী দেবীর পূজা করা হয়, তখন অষ্টযোগিনীও পূজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৩৬

হে ভৈরব। পূর্ব্বকল্পে সেই অষ্ট যোগিনী শৈলপুত্রী প্রভৃতি। আর দুর্গা-তন্ত্রের অষ্ট যোগিনী উগ্রচণ্ডাদি, ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩৭

ভদ্রকালীর তন্ত্র দ্বারা ভদ্রকালীর পূজাকালে ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ অষ্টযোগিনীর পূজা করিবে। ৩৮

জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা এবং ধাত্রী —এই অষ্ট যোগিনীকে অষ্টদলে পূজা করিবে। ৩৯

যখন উগ্রচণ্ডা মন্ত্র দ্বারা সেই দেবীর পূজা করিবে, হে ভৈরব! তখন অপর অষ্ট যোগিনীর পূজা করিবে। তাঁহাদের নাম—কৌশিকী, শিবদূতী, হৈমবতী, ঈশ্বরী, শাকম্ভরী, দুর্গা এবং মহোদরী এই সাত এবং উগ্রচণ্ডা। ৪০-৪১

হে ভৈরব! সৌম্য-মূর্ত্তি উমার মন্ত্র শ্রবণ কর। প আদি, সমাপ্তি সহিত ফট্ অন্তে অথবা অন্তে ফট্ শূন্য এই একাক্ষর অথবা ত্র্যক্ষর উমা মন্ত্র। ৪২

উমা সুবর্ণসদৃশী গৌরবর্ণা, দ্বিভুজা, বামহস্তে নীলারবিন্দ-ধারিণী শুক্ল চামর ধারণ করিয়া শিবের দক্ষিণ অঙ্কে দক্ষিণ হস্ত বিন্যাস করিয়া অবস্থিত, এইরূপে চিন্তা করিবে। ৪৩-৪৪

বিনাপি শম্ভুং রুদ্রাণীং ভক্তস্তু পরিচিন্তয়েৎ।
দ্বিভুজাং স্বর্ণগৌরাঙ্গীং পদ্মচামরধারিণীম্ ॥ ৪৫
ব্যাঘ্রচর্ম্মস্থিতে পদ্মে পদ্মাসনগতাং সদা ॥
এতস্যাঃ পূজনে প্রোক্তা অষ্টৌ বেতালভৈরব ॥
যোগিন্যো নায়িকাশ্চাপি পৃথক্‌ত্বেন ব্যবস্থিতাঃ ॥
জয়া চ বিজয়া চৈব মাতঙ্গী ললিতা তথা।
নারায়ণ্যথ সাবিত্রী স্বধা স্বাহা তথাষ্টমী ॥ ৪৭
পূর্ব্বং শুম্ভো নিশুম্ভশ্চ দানবৌ ভ্রাতরাবুভৌ।
বভূবতুর্মহাসত্ত্বৌ মহাকায়ৌ মহাবলৌ।
অন্ধকস্য সুতৌ যৌ তৌ দন্তিনাবিব দুর্ম্মদৌ ॥ ৪৮
ময়া বিনিহতে তস্মিন্নন্ধকাখ্যে মহাবলে
সসৈন্যবাহনৌ তৌ তু পাতালতলমাশ্রিতৌ ॥ ৪৯
ততস্তপ্ত্বা তপস্তীব্রং ব্রাহ্মণস্তৌ মহাসুরৌ।
সম্যক্ তদাতোষয়তাং স সুপ্রীতো বরং দদৌ ॥ ৫০
তৌ ব্রহ্মবরদৃপ্তৌ তু সমাসাদ্য জগত্রয়ম্।
ইন্দ্রত্বমকরোচ্ছুম্ভশ্চন্দ্রত্বঞ্চ নিশুম্ভকঃ ॥ ৫১
সর্ব্বেষামেব দেবানাং যজ্ঞভাগানুপাহরৎ।
স্বয়ং শুম্ভো নিশুম্ভশ্চ দিক্‌পালত্বঞ্চ তৌ গতৌ ॥ ৫২
সর্ব্বে সুরগণাঃ সেন্দ্রাস্ততো গত্বা হিমাচলম্।
গঙ্গাবতারনিকটে মহামায়াং প্রতুষ্টুবুঃ ॥ ৫৩

ভক্ত, মহাদেবের সঙ্গ ব্যতীতও কেবল সুবর্ণ-সদৃশী গৌরাঙ্গী, পদ্মচামর-ধারিণী, দ্বিভুজা এবং সর্ব্বদা ব্যাঘ্র-চর্ম্মস্থিত পদ্মে পদ্মাসনে উপবিষ্ট রুদ্রাণীকেও চিন্তা করিতে পারে। ৪৫

হে ভৈরব। এই উমার পূজাকালে যে অষ্টযোগিনী ও নায়িকার পূজা কর্ত্তব্য, তাহাদের প্রত্যেকের নাম শ্রবণ কর। ৪৬

জয়া, বিজয়া, মাতঙ্গী, ললিতা, নারায়ণী, সাবিত্রি, স্বধা এবং স্বাহা এই আটজন। ৪৭

পূর্ব্বকালে মহাসত্ত্ব, মহাকায়, প্রবল পরাক্রান্ত হস্তীর মত দুর্দ্দম, দৈত্য শুম্ভ এবং নিশুম্ভ নামে অন্ধকের দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ৪৮

মহাসুর অন্ধক আমাকর্ত্তৃক নিহত হইলে সেই দুই ভ্রাতা সৈন্য এবং বাহনের সহিত পাতালতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ৪৯

অনন্তর সেই অসুরদ্বয় অতি তীব্র তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মাকে সম্পূর্ণ-রূপে সন্তুষ্ট করে। ৫০

ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করেন। সেই দানবদ্বয় ব্রহ্মার বরে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া ত্রিজগৎ অধিকার করিয়া শুম্ভ, ইন্দ্রত্ব এবং নিশুম্ভ, চন্দ্রত্ব করিতে থাকে। ৫১

শুম্ভ স্বয়ং নিখিল দেবগণের যজ্ঞভাগ অপহরণ করে এবং নিশুম্ভ দিক্‌পাল-দিগের অধিকার গ্রহণ করে। ৫২

অনন্তর ইন্দ্রের সহিত নিখিল দেবগণ হিমালয়ে গমন করিয়া গঙ্গাবতরণ স্থানের সমীপে মহামায়ার স্তব করিয়াছিলেন। ৫৩

অনেকশঃ স্তুতা দেবী তদা সর্ব্বামরোৎকরৈঃ।
মাতঙ্গবনিতামূর্ত্তিভূর্ত্বা দেবানপৃচ্ছত ॥ ৫৪
যুষ্মাভিরমরৈরত্র স্তূয়তে কা চ ভামিনী।
কিমর্থমাগতা যূয়ং মাতঙ্গস্যাশ্রমং প্রতি ॥ ৫৫
এবং ব্রুবত্যা মাতঙ্গ্যাস্তস্যাস্তু কায়কোষতঃ।
সমুদ্ভূতাব্রবীদ্দেবী মাং স্তুবন্তি সুরা ইতি ॥ ৫৬
শুম্ভো নিশুম্ভো হ্যসুরৌ বাধেতে সকলান্ সুরান্।
তস্মাত্তয়োর্বধায়াহং স্তূয়ে তৈঃ সকলৈঃ সুরৈঃ ॥ ৫৭
বিনিঃসৃতায়াং দেব্যাস্তু মাতঙ্গ্যাঃ কায়কোষতঃ।
ভিন্নাঞ্জননিভা কৃষ্ণা সাভূদ্গৌরী ক্ষণাদপি।
কালিকাখ্যাভবৎ সাপি হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥ ৫৮
তামুগ্রতারামৃষয়ো বদন্তীহ মনীষিণঃ।
উগ্রাদপি ভয়াত্রাত্রী যস্মাদ্ভক্তান্ সদাম্বিকা ॥ ৫৯
এতস্যাঃ প্রথমং বীজং কথিতং ত্রয়মেব চ।
এষৈবৈকজটাখ্যা তু যস্মাত্তস্যাজ্জটৈকিকা ॥ ৬০
শৃণুতং চিন্তনঞ্চাস্যাঃ সম্যগ্বেতালভৈরবৌ।
যথা ধ্যাত্বা মহাদেবীং ভক্তঃ প্রাপ্নোত্যভীপ্সিতম্ ॥ ৬১
চতুর্ভুজাং কৃষ্ণবর্ণাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খড়্গং দক্ষিণপাণিভ্যাং বিভ্রতীং চামরং ত্বধঃ ॥ ৬২

তখন দেবী দেবগণ কর্ত্তৃক বারংবার সংস্তুত হইয়া মাতঙ্গের স্ত্রীর রূপ ধারণপূর্ব্বক দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৫৪

হে অমরগণ! তোমরা এস্থানে আসিয়া কোন্ স্ত্রীর স্তব করিতেছ এবং তোমরা এই মাতঙ্গের আশ্রমেই বা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? ৫৫

সেই মাতঙ্গী এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে একটি দেবী তাঁহার শরীর-কোষ হইতে নির্গত হইয়া বলিলেন যে, দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন। ৫৬

শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুইজন দানব, সমস্ত দেবগণকে বাধা দিতেছে। সেই হেতু তাহাদের বধের জন্য দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন। ৫৭

মাতঙ্গীর শরীর হইতে সেই দেবী নিঃসৃত হইলে পর, সেই হিমাচলাশ্রিতা গৌরবর্ণা মাতঙ্গী তৎক্ষণাৎ দলিত অঞ্জন-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণা হইলেন এবং কালিকা নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ৫৮

মনীষী ঋষিগণ, তাঁহাকে উগ্রতারা নামে অভিহিত করেন; কারণ, সেই অম্বিকা ভক্তগণকে সর্ব্বদা উগ্রভয় হইতে রক্ষা করেন। ৫৯

বীজক্রমে প্রথমেই ইঁহার বীজ কথিত হইয়াছে। ইঁহার একটি জটা আছে বলিয়া ইঁহার নাম একজটা। ৬০

হে বেতাল ও ভৈরব! যেরূপ ধ্যান করিলে ভক্তের অভিলষিত লাভ হয়, এক্ষণে ইঁহার সেই ধ্যান শ্রবণ কর। ৬১

উগ্রতারা—চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালা বিভূষিতা; ইঁহার দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে খড়্গ ও অধোহস্তে চামর। ৬২

কর্ত্রীঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্বামেন বিভ্রতীম্।
দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতীং শিরসা স্বয়ম্॥ ৬৩
মুণ্ডমালাধরাং শীর্ষে গ্রীবায়ামপি সর্ব্বদা।
বক্ষসা নাগহারন্তু বিভ্রতীং রক্তলোচনাম্॥ ৬৪
কৃষ্ণবস্ত্রধরাং কট্যাং ব্যাঘ্রাজিনসমন্বিতাম্।
বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্।
বিন্যস্য সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানাং শবং স্বয়ম্॥ ৬৫
সাট্টহাসাং মহাঘোরাং রাবযুক্তাতিভীষণাম্।
চিন্ত্যোগ্রোগ্রতারা সততং ভক্তিমদ্ভিঃ সুখেপ্সুভিঃ॥ ৬৬
এতস্যাঃ সম্প্রবক্ষ্যামি যা অষ্টৌ যোগিনীঃ স্মৃতাঃ॥ ৬৭
মহাকাল্যথ রুদ্রাণী উগ্রা ভীমা তথৈব চ।
ঘোরা চ ভ্রামরী চৈব মহারাত্রিশ্চ সপ্তমী।
ভৈরবী চাষ্টমী প্রোক্তা যোগিনীস্তাঃ প্রপূজয়েৎ॥ ৬৮
যা কায়কোষান্নিঃসৃতা কালিকায়াস্তু ভৈরব।
সা কৌশিকীতি বিখ্যাতা চারুরূপা মনোহরা॥ ৬৯
নিঃসৃতা হৃদয়াদ্দেব্যা রসনাগ্রেণ চণ্ডিকা।
নৈতস্যাঃ সদৃশী মূর্ত্ত্যা চারুরূপেণ বিদ্যতে॥ ৭০
ত্রিষু লোকেষু কান্ত্যা বা নাস্যাস্তুল্যা ভবিষ্যতি।
যোগনিদ্রা মহামায়া যা মূলপ্রকৃতির্মতা।
তস্যাঃ প্রাণস্বরূপেয়ং দেবী যা কৌশিকী স্মৃতা॥ ৭১
নেত্রবীজং তথৈতস্যা বীজন্তু পরিকীর্ত্তিতম্।
মন্ত্রমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি মূর্ত্তিরূপঞ্চ ভৈরব॥ ৭২

বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে কাতারী ও অধোহস্তে খর্পর; ইনি মস্তকে আকাশভেদকারিণী একটি জটা দ্বারা শোভিতা। ৬৩

সমস্ত মস্তক ও গ্রীবাদেশে মুণ্ডমালা এবং বক্ষঃস্থল নাগ-হারে অলঙ্কৃতা, রক্তনেত্রা। ৬৪

কৃষ্ণবস্ত্রধরা, ইহার কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে শোভিত, বামপাদ শবের হৃদয়ে এবং দক্ষিণপাদ সিংহের পৃষ্ঠে স্থাপিত; ইনি স্বয়ং শবদেহ লেহনে নিযুক্তা। ৬৫

অট্টহাস্যশালিনী অতিঘোর-শব্দ-কারিণী এবং স্বয়ং অতি ভীষণ-স্বরূপা। সুখাভিলাষী ভক্তগণ উগ্রতারাকে এইরূপে চিন্তা করিবে। ৬৬

ইঁহার যে আটজন যোগিনী আছেন, আমি তাঁহাদিগের বিষয়ও কীর্ত্তন করিতেছি। ৬৭

মহাকালী, রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, মহারাত্রি এবং ভৈরবী এই আটটী যোগিনী; ইঁহাদিগেরও পূজা করিবে। ৬৮

হে ভৈরব! কালিকার কায়কোষ হইতে যে দেবী নির্গত হইয়াছেন, সেই সুচারুরূপসম্পন্না মনোহরা দেবী কৌশিকীনামে বিখ্যাত। ৬৯

ঐ চণ্ডিকা, কালিকা দেবীর হৃদয় হইতে রসনাগ্র দ্বারা নিঃসৃতা হইয়াছিলেন; তত্তুল্য সুন্দর রূপ আর কাহারও নাই। ৭০

ত্রিভুবনে শরীর-কান্তিতে ইঁহার সদৃশ আর কেহই নাই, কারণ যিনি যোগনিদ্রা, মহামায়া এবং মূল প্রকৃতি, এই দেবী কৌশিকী তাঁহারই প্রাণস্বরূপ। ৭১

সমাপ্তিনান্তদন্তাস্তু ষড়্বর্গাদিসবিন্দুভিঃ।
ষষ্ঠস্বরেণ সংস্পৃষ্টো বিন্দুনা সমলঙ্কৃতঃ।
কৌশিকীমন্ত্রতন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বকামার্থদায়কঃ ॥ ৭৩
তস্যাস্তু সম্প্রবক্ষ্যামি যা মূর্ত্তিরিহ ভৈরব।
শৃণুষ্বৈকমনা ভূত্বা জগদাহ্লাদকারকম্ ॥ ৭৪
ধম্মিল্লসংযতকচাং বিধোশ্চাধোমুখীং কলাম্।
কেশান্তে তিলকঞ্চোর্দ্ধে দধতী সুমনোহরা।
মণিকুণ্ডলসংঘৃষ্ট-গণ্ডা মুকুটমণ্ডিতা ॥ ৭৫
সজ্জ্যোতিঃ কর্ণপূরাভ্যাং কর্ণমাপূর্য্য সঙ্গতা।
সুবর্ণমণিমাণিক্য-নাগহারবিরাজিতা ॥ ৭৬
সদা সুগন্ধিভিঃ[১] পদ্মৈরম্লানৈরতিসুন্দরী।
মালাং বিভর্ত্তি গ্রীবায়াং রত্নকেয়ূরধারিণী ৭৭
মৃণালায়তবৃত্তৈস্তু বাহুভিঃ কোমলৈঃ শুভৈঃ।
রাজন্তী কঞ্চুকোপেত-পীনোন্নতপয়োধরা ॥ ৭৮
ক্ষীণমধ্যা পীতবস্ত্রা ত্রিবলীপ্রখ্যভূষিতা ॥ ৭৯
শূলং বজ্রঞ্চ বাণঞ্চ খড়্গং শক্তিং তথৈব চ।
দক্ষিণৈঃ পাণিভির্দেবী গৃহীত্বা তু বিরাজিতা ॥ ৮০
গদাং ঘণ্টাঞ্চ চাপঞ্চ চর্ম্ম শঙ্খং তথৈব চ।
ঊর্দ্ধাদিক্রমতো দেবী দধতী বামপাণিভিঃ ॥ ৮১

নেত্রবীজ ইঁহারও বীজরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, এক্ষণে মনুষ্যের সর্ব্বকামপ্রদ ইঁহার মন্ত্র বলিতেছি। ৭২

সমাপ্তিতে নান্ত দান্ত ষষ্ঠবর্গের আদি—ষষ্ঠস্বর এবং চন্দ্রবিন্দুযুক্ত এই কয়েকটী মিলিত হইয়া কৌশিকীমন্ত্র হয়, ইহা মনুষ্যের ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থপ্রদ। ৭৩

হে ভৈরব! আমি জগতের আহ্লাদকারক ইঁহার মূর্ত্তি এবং রূপের কথা বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। ৭৪

মস্তকে কবরীবন্ধন, তাহার নীচে অধোমুখী চন্দ্রকলা, কেশের অন্তে একটী ঊর্দ্ধমুখ তিলক, গণ্ডস্থল মণিকুণ্ডল দ্বারা সংসৃষ্ট, মস্তকে মুকুট। ৭৫

কর্ণ সমুজ্জ্বল কর্ণপূরনামক কর্ণভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত; সুবর্ণ, মণিমাণিক্য এবং নাগহারে বিরাজিত। ৭৬

নিয়ত-সুগন্ধ অম্লান পদ্মদ্বারা অতি-সৌন্দর্য্যের আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রীবাদেশে মালা, কেয়ূর-রত্ননির্ম্মিত। ৭৭

মৃণালসদৃশ কোমল আয়ত অথচ গোল গোল সুন্দর বাহুনিচয়ে সুশোভিত শরীর—কঞ্চুক দ্বারা আবৃত, পয়োধর পীন এবং উন্নত। ৭৮

মধ্য ক্ষীণ ত্রিবলী-ভূষিত, বস্ত্র পীতবর্ণ। ৭৯

দক্ষিণদিকের হস্তনিচয় দ্বারা ঊর্দ্ধ হইতে যথাক্রমে নীচে নীচে শূল, বজ্র, বাণ, খড়্গ এবং শক্তি ধারণ করিয়া আছেন। ৮০

ঐরূপ বামদিকের হস্তনিকর দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃক্রমে গদা, ঘণ্টা, চাপ এবং চর্ম্ম ধারণ করিয়া আছেন। ৮১

১। পুষ্পৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

সিংহস্যোপরি তিষ্ঠন্তী ব্যাঘ্রচর্ম্মণি কৌশিকী।
বিভ্রতী রূপমতুলং সন্নুরাসুরমোহনম্ ॥ ৮২
এতস্যাঃ শৃণু বৎস ত্বং যাঃ পূজ্যা অষ্টযোগিনীঃ।
তাঃ পূজিতাশ্চ কুর্ব্বন্তি চতুর্বর্গং নৃণাং সদা ॥ ৮৩
ব্রহ্মাণী প্রথমা প্রোক্তা ততো মাহেশ্বরী মতা।
কৌমারী চৈব বারাহী বৈষ্ণবী পঞ্চমী তথা।
নারসিংহী তথৈবৈন্দ্রী শিবদূতী তথাষ্টমী।
এতাঃ পূজ্যা মহাভাগা[১] যোগিনীঃ কামদায়িনীঃ ॥ ৮৪
দেব্যা ললাটনিষ্ক্রান্তা যা কালীতি চ বিশ্রুতা।
তস্যা মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি কামদং শৃণু ভৈরব ॥ ৮৫
সবাঞ্ছিসহিতো দন্ত্যঃ প্রান্তস্তস্মাৎ পুরঃসরঃ।
ষষ্ঠস্বরাগ্নিবিন্দিন্দুসহিতো সাদিরেব চ ॥ ৮৬
কালীমন্ত্রমিতি প্রোক্তং ধর্ম্মকামার্থদায়কম্।
এতন্মূর্ত্তিং প্রবক্ষ্যামি বৎসৈকাগ্রমনাঃ[২] শৃণু ॥ ৮৭
নীলোৎপলদলশ্যামা চতুর্বাহুসমন্বিতা।
খট্বাঙ্গং চন্দ্রহাসঞ্চ বিভ্রতী দক্ষিণে করে ॥ ৮৮
বামে চর্ম্ম[৩] চ পাশঞ্চ ঊর্দ্ধাধোভাগতঃ পুনঃ।
দধতী মুণ্ডমালাঞ্চ ব্যাঘ্রচর্ম্মধরা বরাম্ ॥ ৮৯
কৃশাঙ্গী দীর্ঘদংষ্ট্রা চ অতিদীর্ঘাতিভীষণা।
লোলজিহ্বা নিম্নরক্ত-নয়না নাদভৈরবা ॥ ৯০

সিংহের উপরে আস্তীর্ণ ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া কৌষিকী অতুলরূপে সুর এবং অসুরকে বিমোহিত করিতেছেন। ৮২

হে বৎস! ইঁহার সহিত পূজ্য অষ্টযোগিনীগণের নাম শ্রবণ কর। তাঁহারা পূজিত হইয়া মনুষ্যকে চতুর্বর্গ প্রদান করেন। ৮৩

ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী এবং শিবদূতী। এই কামপ্রদায়িনী যোগিনীগণ সর্ব্বদা পূজ্য। ৮৪

দেবীর ললাট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যিনি কালী নামে খ্যাত হইয়াছেন; হে ভৈরব! তাঁহার কামপ্রদ মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৫

"ক্রী" কট্" ইহা ধর্ম্ম-কামার্থ-সাধক কালীমন্ত্র। হে বৎস! আমি ইঁহার মূর্ত্তি বর্ণন করিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ কর। ৮৬-৮৭

ইনি নীলোৎপলদলের মত শ্যামবর্ণা চতুর্ভুজা। দক্ষিণদিকের হস্তদ্বয়ে ঊর্দ্ধাধঃক্রমে খট্বাঙ্গ ও চন্দ্রহাস। ৮৮

বামদিগের হস্তদ্বয়ে সেইরূপ চর্ম্ম ও পাশ ধারণ করিতেছেন। গলদেশে মুণ্ডমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। ৮৯

কৃশাঙ্গী, দীর্ঘদংষ্ট্রা, অতিদীর্ঘ এবং ভীষণাকার; জিহ্বা লক লক করিতেছে; চক্ষুঃ অতিশয় লাল, তাহাতে মূর্ত্তি আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছে। ৯০

১। ......মহামায়া যোগিন্যঃ কামদায়িকা—ইতি পাঠান্তরম্।
২। বৎসৈকাগ্রমনাঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। চর্ম্ম কপালং চ—ইতি পাঠান্তরম্।

কবন্ধ-বাহনাসীনা বিস্তার-শ্রবণাননা।
এষা তারাহ্বয়া দেবী চামুণ্ডেতি চ গীয়তে ॥ ৯১
এতস্যা যোগিনীশ্চাষ্টৌ পূজয়েচ্চিন্তয়েদ্ যদি।
ত্রিপুরা ভীষণা চণ্ডী কর্ত্রী হর্ত্রী বিধায়িনী ॥ ৯২
করালা শূলিনী চেতি অষ্টৌ তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
এষাতিকামদা দেবী জাড্যহানিকরী সদা।
এতস্যাঃ সদৃশী কাচিৎ কামদা ন হি বিদ্যতে ॥ ৯৩
কৌশিক্যা হৃদয়াদ্দেবী নিঃসৃতা ধ্যায়তো হরেঃ।
শিবদূতীতি সা খ্যাতা যা চ দেবশতৈর্বৃতা ॥ ৯৪
মন্ত্রমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি ধর্মকামার্থদায়কম্।
যচ্ছ্রুত্বা সাধকো যাতি দুর্লভং শিবমন্দিরম্ ॥ ৯৫
যামারাধ্য মহাদেবীং শিবদূতীং শিবাত্মিকাম্।
নচিরাল্লভতে কামান্নরঃ সর্ব্বজয়ী ভবেৎ ॥ ৯৬
অন্তঃ সমাপ্তিসহিতো বিষ্ণিস্তস্যাং দশাবরঃ।
স্বরেণোপান্তদন্ত্যেন সংস্পৃষ্টোঽন্ত্যেন পূর্ব্বগঃ ॥ ৯৭
স এব বিন্দুযুগলপূর্ব্বস্থোপান্তপাবকঃ।
ষষ্ঠস্বরকলাপূর্ণৈঃ সহিতঃ প্রথমস্থিতঃ ॥ ৯৮
মন্ত্রোঽয়ং[1] শিবদূত্যাস্তু শিবদূতীজয়প্রদঃ।
রূপমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু বৎসৈকমানসঃ ॥ ৯৯
চতুর্ভুজং মহাকায়ং সিন্দূরসদৃশদ্যুতি।
রক্তদন্তং মুণ্ডমালা-জটাজুটার্দ্ধচন্দ্রধৃক্ ॥ ১০০

কবন্ধ বাহনে আসীন এবং শ্রবণ ও আনন অতি বিস্তার; ইনি তারা ও চামুণ্ডা বলিয়াও অভিহিত হন। ৯১

ইঁহার সহিত অষ্টযোগিনীর পূজা এবং ধ্যান করিবে। ত্রিপুরা, ভীষণা, চণ্ডী, কর্ত্রী, হর্ত্রী, বিধায়িনী, করালা, শূলিনী এই আটটি যোগিনী কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই দেবী অতিশয় কাম প্রদায়িনী এবং সর্ব্বদা জড়তাবিনাশিনী। ইঁহার সদৃশ কামপ্রদায়িনী দেবী আর নাই। ৯২-৯৩

কৌষিকীর ধ্যান করিতে করিতে হরির হৃদয় হইতে যে দেবী নিঃসৃত হইয়াছেন, যিনি শিবদূতী নামে বিখ্যাত শত শত শৃগালবৃন্দে আবৃত। ৯৪

ইঁহার ধর্ম্ম কাম এবং অর্থ-প্রদ মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, যাহা শুনিয়া সাধক, দুর্লভ শিবমন্দিরে গমন করে। ৯৫

এই মন্ত্র দ্বারা মনুষ্য শিবস্বরূপিণী শিবদূতীর আরাধনা করিয়া অচির-কালের মধ্যে সকল অভীষ্ট লাভ করে এবং সর্ব্বজয়ী হয়। ৯৬

হ্রূং ইত্যাদি শিবদূতীর মন্ত্র; ইহা বলিলাম। শিবদূতী জয়দায়িনী; এক্ষণে ইঁহার রূপের বর্ণনা করিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। ৯৭-৯৯

চতুর্ভুজা, মহাকায়া, দ্যুতি সিন্দূর-সদৃশ, রক্তদন্ত, জটাজুট, মুণ্ডমালা এবং অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা মস্তক শোভিত। ১০০

---

১. তন্ত্রোঽয়ং—ইতি পাঠান্তরম্।

নাগকুণ্ডলহারাভ্যাং শোভিতং নখরোজ্জ্বলম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং দক্ষিণে শূলখড্গধৃক্ ॥ ১০১
বামে পাশং তথা চর্ম্ম বিভ্রদূর্দ্ধাপরক্রমাৎ।
স্থূলবক্ত্রঞ্চ পীনোষ্ঠং তুঙ্গমূর্ত্তিং ভয়ঙ্করম্ ॥ ১০২
নিক্ষিপ্য দক্ষিণং পাদং সন্তিষ্ঠং কুণপোপরি।
বামপাদং শৃগালস্য পৃষ্ঠে ফেরুশতৈর্বৃতম্ ॥ ১০৩
ঈদৃশীং শিবদূত্যাস্তু মূর্ত্তিং ধ্যায়েদ্ বিভূতয়ে।
ধ্যানমাত্রাদপ্যেতস্যা নরঃ কল্যাণমাপ্নুয়াৎ।
পূজনাদচিরাদ্দেবী সর্ব্বান্ কামান্ দদাতি চ ॥ ১০৪
যঃ শিবাবিরুতং শ্রুত্বা শিবদূতীং শুভপ্রদাম্[১]।
প্রণমেৎ সাধকো ভক্ত্যা তস্য কামাঃ করে স্থিতাঃ ॥ ১০৫
যদা জঘান জগতাং রক্তবীজং হিতায় বৈ।
মহাদেবী মহামায়া তদাস্যাঃ কায়তঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০৬
দূতং প্রস্থাপয়ামাস শিবং শুম্ভায় সাম্বিকা
তেন[২] সা শিবদূতীতি দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রগীয়তে ॥ ১০৭
ক্ষেমঙ্করী চ শান্তা চ বেদমাতা মহোদরী।
করালা কামদা দেবী ভগাস্যা ভগমালিনী ॥ ১০৮
ভগোদরী ভগারোহা ভগজিহ্বা ভগা তথা।
এতা দ্বাদশ যোগিন্যঃ পূজনে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০৯
এতা দ্বাদশ যোগিন্যঃ শিবদূত্যাঃ সদৈব হি।
বিচরন্তী স্বয়ং দেবী যত্র তত্রৈব গচ্ছতি ॥ ১১০

নখগুলি সমুজ্জ্বল, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, দক্ষিণদিকের হস্তদ্বয়ে ঊর্দ্ধাধঃক্রমে শূল ও খড়্গ। ১০১

বাম দিকের হস্তদ্বয়ে পাশ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়াছে। বক্ত্র স্থূল, পীন ওষ্ঠ, মূর্ত্তি উচ্চ ও তুঙ্গ এবং দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। ১০২

দক্ষিণ চরণ শবের বক্ষে এবং বামচরণ শৃগালের পৃষ্ঠে বিন্যস্ত; শত শত ফেরুগণে পরিবেষ্টিত। ১০৩

শিবদূতীর এইরূপ বিভীষণমূর্ত্তি বিভূতি লাভার্থ চিন্তা করিবে। মনুষ্য কেবল ইঁহার ধ্যান করিলেই শুভফল প্রাপ্ত হয়। আর পূজা করিলে ত দেবী অচির কালমধ্যে সমুদয় অভিলষিত প্রদান করেন। ১০৪

যে সাধক, শিবার শব্দ শুনিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শিবদূতীর পূজা করে, সমুদয় কামনা তাহার হস্তগত। ১০৫

যৎকালে মহাদেবী, মহামায়া জগতের হিতের নিমিত্ত রক্তবীজের সংহার করেন। ১০৬

সেই সময় যে অম্বিকামূর্ত্তি তাঁহার শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া শিবকে দূত করিয়া শুম্ভের নিকট প্রেরণ করেন, তিনিই সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক শিবদূতীনামে গীত হইয়াছেন। ১০৭

ক্ষেমঙ্করী, শান্তা, বেদমাতা, মহোদরী, করালা, কামদা, ভগাখ্যা, ভগ-

---

১। শিবপ্রদাম্—ইতি পাঠান্তরম্।
২। তথা—ইতি পাঠান্তরম্।

যোগিন্যো হ্যথ সখ্যঃ স্যুর্যথান্যাসাং তথা পুনঃ।
চণ্ডিকায়াস্তু যোগিন্যঃ সখ্যোঽত্র চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১১১
ইতি তে ত্বঙ্গমন্ত্রাণি কথিতানি সমাসতঃ।
কামাখ্যায়াশ্চ মাহাত্ম্যং কল্পমন্ত্রং বদামি বাম্ ॥ ১১২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে কামাখ্যামাহাত্ম্যে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ভগবানুবাচ—

কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহোগতা ॥ ১
কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে ॥ ২
এতস্যাঃ শৃণু মাহাত্ম্যং কামাখ্যায়া বিশেষতঃ।
যা সা প্রকৃতিরূপেণ জগৎ সর্ব্বং নিযোজয়েৎ ॥ ৩
মধুকৈটভনাশায় মহামায়াবিমোহিতঃ।
যদা সংযুযুধে বিষ্ণুস্তদৈবা মোহয়দ্ধরেম্[১] ॥ ৪

মালিনী, ভগোদরী, ভগারোহা, ভগজিহ্বা এবং ভগা এই দ্বাদশটি যোগিনী সর্ব্বদাই শিবদূতীর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করেন ১০৮-১০

যোগিনীগণ সখীস্বরূপ। অন্যান্য মূর্ত্তির ন্যায় চণ্ডিকার যোগিনীও পরি-কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১১১

হে বেতাল-ভৈরব! তোমাদিগের নিকট অঙ্গমন্ত্র সকল কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য, পূজাকল্প এবং মন্ত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিব। ১১২

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬১

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়
কামাখ্যা-বিবরণ

ভগবান্ বলিলেন,—যেহেতু আমার সহিত কাম চরিতার্থ করিবার জন্য মহাগিরিতে আগমন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত নীলকূট পর্ব্বতে নির্জ্জনস্থা দেবী কামাখ্যা নামে কথিত হইয়াছেন। ১

ইনি কামিনী, কামদা, কামা, কান্তা এবং কামাদি দায়িনী; যেহেতু ইনি কামাঙ্গনাশিনী এই হেতু ইনি কামাখ্যা নামে উক্ত হইয়াছেন। ২

এই কামাখ্যা দেবীর বিশেষ মাহাত্ম্য শ্রবণ কর,—এই কামাখ্যা দেবীই প্রকৃতিরূপে সমুদয় জগৎকে নিয়োজিত করিতেছেন। ৩

মহামায়াবিমোহিত হইয়া বিষ্ণু যখন মধু ও কৈটভাসুরের সংহারের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখন এই কামাখ্যা দেবীই তাঁহাকে মোহিত করেন। ৪

১। মোহয়েদ্ধরিম্—ইতি পাঠান্তরম্।

দৈনন্দিনে তু প্রলয়ে প্রসুপ্তে গরুড়ধ্বজে।
তস্য শ্রবণবিড্‌জাতাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৫
কূর্মপৃষ্ঠে স্থিতা দেবী বিশীর্ণেবাম্ভবজ্জলৈঃ[১]।
তাং বিশীর্ণাং যোগনিদ্রা মহামায়া হ্যলোকয়ৎ ॥ ৬
তাং বৈ দৃঢ়তরাং পৃথ্বীং কর্ত্তুং প্রতি তদেশ্বরী।
উপায়ঞ্চিন্তয়ামাস কথং পৃথ্বী ভবেদ্দৃঢ়া ॥ ৭
ইদানীমাজ্যবৎ[২] পৃথ্বী প্রবৃত্তা কোমলা জলৈঃ।
সৃষ্টিকালে জনান্ সোঢ়ুং কথং শক্তা ভবিষ্যতি ॥ ৮
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা মায়া জগতাং সৃষ্টিরূপিণী।
উপগম্য তদা বিষ্ণুমাসসাদ সুনিদ্রিতম্ ॥ ৯
তত্র সুপ্তং সমাসাদ্য জগন্নাথং জগৎপতিম্।
বামহস্তকনিষ্ঠাগ্রং তস্য কর্ণে প্রবেশয়ৎ ॥ ১০
নিবেশ্য নখরাগ্রেণ প্রোদ্ধৃত্য শ্রাবণং মলম্।
চূর্ণীচকার সা দেবী যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূঃ।
তৎকর্ণমলচূর্ণেভ্যো মধুর্নামাসুরোঽভবৎ ॥ ১১
ততো দক্ষিণহস্তস্য কনিষ্ঠাগ্রস্য দক্ষিণে।
কর্ণে প্রবেশয়দ্দেবী তস্মাদপ্যাহৃতং মলম্ ॥ ১২
তচ্চাপি ক্ষোদয়ামাস করশাখাদ্বয়েন তু ॥ ১৩
ততোঽভূৎ কৈটভো নাম বলবান্ সোঽসুরো মহান্ ॥ ১৪

দৈনন্দিন প্রলয়কালে ভগবান্ গরুড়ধ্বজ, প্রসুপ্ত হইলে তাঁহার কর্ণ বিবর হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুইটি দানব নির্গত হয়। ৫

কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ-স্থিতা পৃথিবী প্রলয়জলে নিমগ্না হইয়াছিলেন, যোগনিদ্রা মহামায়া ঐ পৃথিবীকে বিশীর্ণাবস্থায় অবলোকন করেন। ৬

তখন ঈশ্বরী মহামায়া পৃথিবীকে দৃঢ়তর করিতে অভিলাষী হইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে পৃথিবী দৃঢ় হয়। ৭

এই প্রলয়কালে পৃথিবী যেন ঘৃতের মত জলে ভাসিতেছে, কিন্তু সৃষ্টিকালে এইরূপ অবস্থায় থাকিলে কিরূপে প্রজা ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। ৮

সৃষ্টিরূপিণী জগন্মাতা এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া উপায় স্থির করিলেন। ৯

তিনি সেই জগৎপতি জগন্নাথকে প্রসুপ্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া বাম হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করাইলেন। ১০

সেই জগৎ-প্রসবিনী যোগনিদ্রাদেবী ঐরূপে কর্ণবিবরে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া নখের অগ্রভাগ দ্বারা কর্ণস্থিত মলকে চূর্ণ করিলেন। সেই বামকর্ণের মল হইতে মধু নামে অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল। ১১

তাহার পর, দেবী দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগ দক্ষিণকর্ণে প্রবেশ করাইলেন এবং সেই দক্ষিণ কর্ণ হইতেও মল প্রাপ্ত হইলেন। ১২

সেই মলও অঙ্গুলীদ্বয়ের অগ্রভাগ দ্বারা চূর্ণ করিয়াছিলেন। ১৩

১। কূর্মপৃষ্ঠগতা পৃথ্বী প্রবৃত্তা কোমলাজলৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। ইদানীং নাভবৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

উৎপন্নঃ স চ পানার্থং যস্মাদভ্যর্থিতবান্মধু ।
ততস্তস্য মহাদেবী মধু নামাকরোত্তদা ॥ ১৫
উৎপন্নঃ কীটবদ্ভাতি মহামায়াকরে যতঃ ।
ততোঽস্য কৈটভং নাম মহামায়া তদাকরোৎ ॥ ১৬
তাবুবাচ মহামায়া যুধ্যতাং হরিণা সহ ।
যুবাং সো প্রভবেদাত্র ভবন্তৌ নিহনিষ্যতি ॥ ১৭
যুবাং যদা প্রভাষেথে আবাং বিষ্ণো বধান ভোঃ ।
তদৈবায়ং যুবাং হন্তা নান্যথা হরিরপ্যথ ॥ ১৮
মহামায়ামোহিতৌ তৌ বিষ্ণুগাত্রন্তদা গতৌ ।
ভ্রমমাণৌ দদৃশতুর্নাভিপদ্মোত্থিতং বিধিম্ ॥ ১৯
তমূচতুস্তৌ খাদাবং হনিষ্যাবোঽদ্য ত্বামিহ ।
ত্বং জাগরয় বৈকুণ্ঠং যদি জীবিতুমিচ্ছসি ॥ ২০
ততো ব্রহ্মা মহামায়াং যোগনিদ্রাং জগৎপ্রসূম্ ।
প্রাসাদয়ামাস তদা স্তুতিভির্বহুভির্ভয়াৎ ॥ ২১
চিরং স্তুতাথ সা দেবী ব্রহ্মণা জগদাত্মনা ।
প্রসন্না তরসা ব্যগ্রমুবাচ চ যথাবিধি ॥ ২২
কিমর্থং সংস্তুতা চাহং কিং করিষ্যাম্যহং তব ।
তদ্বদ ত্বং মহাভাগ করিষ্যাম্যহমদ্য তে ॥ ২৩

সেই মল হইতে কৈটভ নামে বড় বলবান্ মহা-অসুর উৎপন্ন হইল । ১৪

যেহেতু প্রথম অসুর উৎপন্ন হইয়াই মধুপান করিবার প্রার্থনা করিয়াছিল, এই নিমিত্ত মহাদেবী তাহার নাম মধু রাখিয়াছিলেন ১৫

দ্বিতীয় অসুর উৎপন্ন হইয়াই মহামায়ার হস্তে কীটের মত শোভা পাইয়াছিল, এইজন্য দেবী স্বয়ং তাহার নাম কৈটভ রাখিয়াছিলেন । ১৬

মহামায়া সেই দুই অসুরকে বলিলেন, তোমরা হরির সহিত যুদ্ধ কর । তাহা হইলে হরি তোমাদিগের প্রাণসংহার করিবেন । ১৭

যদি তোমরা নিজমুখে প্রার্থনা কর যে, হে বিষ্ণো ! তুমি আমাদিগকে বধ কর, তাহা হইলেই তিনি তোমাদিগকে বধ করিবেন, নতুবা হরিও তোমাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন না । ১৮

এইরূপে মহামায়া কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া সেই অসুরদ্বয় বারংবার বিষ্ণুর শরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে নাভি-পদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইল । ১৯

তখন তাহারা সেই ব্রহ্মাকে বলিল ;—অদ্য আমরা তোমাকে এই স্থানেই বধ করিব । অতএব যদি তুমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে বিষ্ণুকে জাগরিত কর । ২০

অনন্তর, ব্রহ্মা ভীত হইয়া বহুবিধ স্তব দ্বারা যোগনিদ্রা জগৎ-প্রসূ মহামায়াকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন । ২১

অনন্তর দেবী, জগতের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চিরকাল স্তুত হইয়া প্রসন্না হইলেন এবং সেই ব্যগ্রচিত্ত ব্রহ্মাকে বলিলেন ;—হে মহাভাগ ! কি নিমিত্ত আমার স্তব করিলে ? ২২

আমি তোমার কি কার্য্য করিব, তাহা শীঘ্র বল, আমি অদ্যই তোমার সেই কার্য্য করিব । ২৩

ততস্তেন মহামায়া প্রোক্তা ধাত্রা মহাত্মনা।
প্রবোধয় জগন্নাথং যাবত্তৌ মাং হনিষ্যতঃ।
সম্মোহয় দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ॥ ২৪
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী ব্রহ্মণা জগদাত্মনা।
বোধয়ামাস বৈকুণ্ঠং মোহয়ামাস[1] তৌ তদা॥ ২৫
ততঃ প্রবুদ্ধঃ কৃষ্ণস্তু দদর্শ ভয়শালিনম্।
ব্রহ্মাণং তৌ তদা ঘোরাবসুরৌ মধুকৈটভৌ॥ ২৬
ততস্তাভ্যাং স যুযুধে হ্যসুরাভ্যাং জনার্দনঃ।
নাশকজ্জেতুং বীরাবসুরৌ মধুকৈটভৌ॥ ২৭
অনন্তোঽপি ফণাগ্রেণ তান্ ধর্তুং ক্ষমোঽভবৎ।
যুধ্যমানান্ মহাবীরান্ বৈকুণ্ঠং মধুকৈটভান্॥ ২৮
অথ ব্রহ্মা শিলারূপাং স্থিতিশক্তিং তদাকরোৎ।
অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণামর্দ্ধযোজনমায়তাম্॥ ২৯
তস্যাং শিলায়াং গোবিন্দো যুযুধে নৃপসত্তম।
সহ তাভ্যাং শিলা সা তু প্রবিবেশ জলান্তরম্॥ ৩০
তস্যান্তু মগ্নায়াং তোয়ে স যুযুধে হরিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুযুদ্ধৈর্নিরন্তরম্॥ ৩১
যদা বৈ নাশকদ্বন্ধুং তৌ বিষ্ণুর্জগতাং পতিঃ[2]।
পরাং চিন্তাং তদাবাপ বিধাতাপি ভয়াত্ততঃ॥ ৩২

তখন মহাত্মা বিধাতা মহামায়াকে বলিলেন, যে পর্য্যন্ত এই মধুকৈটভ আমাকে না মারিয়া ফেলে, তাহার মধ্যে আপনি জগন্নাথকে প্রবোধিত করুন এবং এই অসুর মধু ও কৈটভকে সম্মোহিত করুন। ২৪

জগতের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেবী মহামায়া নারায়ণকে প্রবোধিত এবং মধু ও কৈটভকে মোহিত করিলেন। ২৫

অনন্তর ভগবান্ হরি প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে ভীত এবং ঘোররূপ অসুরদ্বয় মধু এবং কৈটভকে দেখিতে পাইলেন। ২৬

অনন্তর ভগবান্ জনার্দ্দন সেই অসুরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই বীর মধু ও কৈটভকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। ২৭

অনন্তও ফণার অগ্রভাগ দ্বারা সেই যুধ্যমান মধু, কৈটভ এবং নারায়ণ—এই তিন বীরকে বহন করিতে অসমর্থ হইলেন। ২৮

অনন্তর ব্রহ্মা, অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত এবং অর্দ্ধযোজন আয়ত একটি শিলারূপা স্থিতিশক্তি করিলেন। ২৯

নারায়ণ সেই শিলার উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সেই শিলাও তাহাদের সহিত জলের মধ্যে প্রবেশ করিল। ৩০

সেই শক্তি জলে মগ্ন হইলে ভগবান্ নারায়ণ পঞ্চসহস্র বৎসর জলের মধ্যে থাকিয়া সেই অসুরদ্বয়ের সহিত নিরন্তর বাহুযুদ্ধ করেন। ৩১

তখন জগৎপতি বিষ্ণু, সেই উভয় অসুরকে বধ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন তাঁহার অতিশয় চিন্তা হইল; বিধাতারও অত্যন্ত ভয় ও চিন্তা হইল। ৩২

১। বোধয়ামাস—ইতি পাঠান্তরম্।
২। ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

ততস্তাবেব তং বিষ্ণুমূচতুর্বলদর্পিতৌ।
পুনঃ পুনর্জ্জগন্মাতৃ-মহামায়া-বিমোহিতৌ ॥ ৩৩
তুষ্টৌ স্বস্তুন্নিযুদ্ধেন বরং বরয় মাধব।
তবেষ্টং সম্প্রদাস্যাবঃ সত্যমেতদ্ ব্রুবোঽধুনা ॥ ৩৪
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মাধবো জগতাং পতিঃ।
উবাচ তৌ যুবাং বধ্যৌ ভবতাং মে মহাবলৌ ॥ ৩৫
ইতি দেহি বরং মহ্যং দাতব্যং যদি বিদ্যতে।
তৌ তদা প্রাহতুর্নাশস্তত্তো নৌ শোভনোঽধুনা[১] ॥ ৩৬
তত্রাবাং জহি নো যত্র তোয়ং সম্প্রতি বিদ্যতে ॥ ৩৭
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মাধবো জগতাং পতিঃ।
ব্রহ্মাণং মাঞ্চ শীঘ্রেণ প্রাহেদমাত্মসংজ্ঞয়া ॥ ৩৮
ব্রহ্মশক্তিশিলাং শীঘ্রমুদ্ধৃত্য ধ্রিয়তাং যথা।
তত্র স্থিত্বা মহাঘোরৌ হনিষ্যামি মহাবলৌ ॥ ৩৯
ততো ব্রহ্মা হ্যহঞ্চৈব উদ্দধার শিলাস্তু তাম্।
তস্যাং মধ্যে পূর্ব্বভাগে হ্যহং পর্ব্বতরূপধৃক্ ॥ ৪০
ঊর্দ্ধে স্থিত্বা শিলাং ভিত্ত্বা প্রবিবেশ রসাতলম্।
ঐশান্যামভবৎ কূর্ম্মঃ পর্ব্বতশ্চাগ্রহীচ্ছিলাম্ ॥ ৪১
বায়ব্যাঞ্চ তথানন্তো নৈর্ঋত্যাঞ্চ সুরেশ্বরী।
মহামায়া জগদ্ধাত্রী শৈলরূপপ্রধারিণী ॥ ৪২

তদনন্তর সেই বলদর্পিত অসুরদ্বয় পুনঃপুনঃ জগন্মাতার মহামায়ায় বিমোহিত হইয়া আপনারাই বিষ্ণুকে বলিল। ৩৩

হে মাধব। তোমার যুদ্ধনৈপুণ্যে আমরা তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। এক্ষণে আমরা সত্য বলিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিবে, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব। ৩৪

তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ বলিলেন, হে মহাবলদ্বয়। তোমরা আমার বধ্য হইবে। ৩৫

যদি তোমাদের আমাকে কিঞ্চিৎ দেয় হয়, তবে এই বর প্রদান কর। এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, তোমার নিকট হইতেই আমাদের বধ শোভা পায়। ৩৬-৩৭

অতএব আমাদিগকে সেই স্থানে বধ কর, যেখানে এক্ষণে জল নাই। তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ, ব্রহ্মাকে এবং আমাকে শীঘ্র ডাকিয়া সঙ্কেতে এই কথা বলিলেন। ৩৮

সেই ব্রহ্মশক্তি শিলাকে শীঘ্র উদ্ধৃত করিয়া এইরূপে ধারণ কর যে, আমি তাহার উপর অবস্থান করিয়া ঐ মহাবলদ্বয়কে বধ করিতে সমর্থ হইব। ৩৯

অনন্তর ব্রহ্মা এবং আমি—সেই শিলাকে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার মধ্যে পূর্ব্বভাগে আমি পর্ব্বতরূপ ধারণ করিয়া উপরে থাকিয়া সেই শিলাকে ভেদ করত রসাতলে প্রবেশ করিলাম। ৪০

ঈশানকোণে কূর্ম্মও পর্ব্বতরূপে সেই শিলাকে ধারণ করিলেন। ৪১

১। তৌ তদা প্রাহ যুদ্ধতো যোগ্যো নৌ শোভনো বধঃ।

আগ্নেয্যাঞ্চ তথা বিষ্ণুরেকরূপেণ সংস্থিতঃ ।
ব্রহ্মশক্তিশিলাং গৃহ্ণন্ ভগবান্ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৩
মধ্যে ব্রহ্মা ত্বহঞ্চৈব বরাহশ্চ তথাপরঃ ॥ ৪৪
ততো বরাহপৃষ্ঠস্থ চরমে জগতাং পতিঃ ।
স্থিত্বা শিলামবষ্টভ্য ব্রহ্মশক্তিমধোগতাম্ ॥ ৪৫
বামোরুজঘনে যত্নাদারোপ্য শিরসী তয়োঃ ।
জগদাধারভূতঃ স সর্ব্বযত্নেন সংযুতঃ ॥ ৪৬
সর্ব্ববলৈঃ সমাক্রম্য চিচ্ছেদ চ পৃথক্ পৃথক্ ।
মধুকৈটভয়োঃ সম্যগ্ গ্রীবয়োঃ[১] পৃথিবীমুতে ॥ ৪৭
তস্য চাক্রমতস্তেয়া[২] ব্রহ্মশক্তিরধোগতা ।
ধ্রিয়মাণাপি দেবৌঘৈর্যত্নাদপি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৮
ততস্তয়োস্তু মৃতয়োঃ শরীরে জগতাং পতিঃ ।
ব্রহ্মশক্তিং সমুদ্ধৃত্য স্থাপয়ত্তস্যাং প্রযত্নতঃ ॥ ৪৯
উদ্ধৃতায়াং পৃথিব্যাস্তু তয়োর্মেদোবিলেপনৈঃ ।
সুদৃঢ়ামকরোৎ পৃথ্বীং ক্লেদিতাং তোয়রাশিভিঃ ॥ ৫০
মেদোবিলেপনাদ্ যস্মাদ্গীয়তে মেদিনী চ সা ।
অদ্যাপি পৃথিবী দেবী দেবরাক্ষসমানুষৈঃ ॥ ৫১
অথ কালে বহুতিথে ব্যতীতে প্রাণিসর্জ্জনে ।
অগৃহ্লাং দক্ষতনয়াং ভার্য্যার্থেঽহং বধূং বরাম্ ॥ ৫২

বায়ুকোণে অনন্ত এবং নৈঋ‌র্তকোণে জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রী মহামায়া স্বয়ং শৈলরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪২

অগ্নিকোণে ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণু স্বয়ং অপর একরূপে অবস্থিত হইয়া সেই ব্রহ্মশক্তি শিলাকে ধারণ করিয়াছিলেন। ৪৩

মধ্যে ব্রহ্মা, আমি এবং আর একটি বরাহ অবস্থান করিতে লাগিল। ৪৪

অনন্তর জগতের আধারস্বরূপ জগৎপতি বিষ্ণু, বরাহের পৃষ্ঠোপরি অবস্থান করিয়া সেই অধোগত শিলাকে অবষ্টম্ভন করত নিজের বামজঘনে যত্নপূর্ব্বক তাহাদের মস্তক স্থাপন করিয়া এবং সমুদয় বলদ্বারা উহা আক্রমণ করত সেই মহাবীর মধু ও কৈটভের মস্তক চক্র দ্বারা পৃথিবী ভিন্ন স্থানে শরীর হইতে এক একটি করিয়া পৃথক্ করিলেন। ৪৫-৪৭

এবং সেই ব্রহ্মশক্তি শিলা দেবগণকর্ত্তৃক মুহুর্মুহুঃ যত্নপূর্ব্বক ধৃত হইয়াও অধোগত হইল। ৪৮

অনন্তর জগৎপতি বিষ্ণু, ব্রহ্মশক্তি শিলাকে যত্নপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়া সেই মৃত মধু ও কৈটভের শরীরে স্থাপিত করিলেন। ৪৯

অনন্তর পৃথিবী উদ্ধৃত হইলে, তোয়রাশিদ্বারা ক্লেদিত পৃথিবীকে তাহাদের মেদের বিলেপন দ্বারা দৃঢ় করিলেন। ৫০

সেই মেদের বিলেপন প্রাপ্ত হওয়ায় পৃথিবী দেবী অদ্যাপি দেব মানুষ রাক্ষসগণকর্ত্তৃক মেদিনী বলিয়া গীত হন। ৫১

অনন্তর সমুদয় প্রাণি-সৃষ্টির পর বহুকাল গত হইলে আমি ভার্য্যার্থী হইয়া

১। গ্রীবয়োঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। তস্য চাক্রমত স্তেয়া—ইতি পাঠান্তরম্।

সা মেঽভূৎ প্রেয়সী ভার্য্যা প্রোদায় সময়ং পিতুঃ।
অনিষ্টকারী যদ্যেষ স্যাঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যে তদা হ্যহম্ ॥ ৫৩
ততো যজ্ঞে সমস্তাংস্তু স চ বব্রে চরাচরম্।
ন মাং নাপি সতীং বব্রে তদানিষ্টাম্মৃতা তু সা ॥ ৫৪
ততো মোহং সমাক্রান্তস্তামাদায় মৃতামহম্।
প্রাপ্তঃ[1] পীঠবরং তত্ত্ব ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ ॥ ৫৫
তস্যাস্তস্যানি পর্য্যায়াৎ পতিতানি যতো যতঃ।
ততৎ পুণ্যতমং জাতং যোগনিদ্রাপ্রভাবতঃ ॥ ৫৬
তস্মিংস্তু কুব্জিকাপীঠে সত্যাস্তদ্‌যোনিমণ্ডলম্।
পতিতং তত্র সা দেবী মহামায়া ব্যলীয়ত ॥ ৫৭
লীনায়াং যোগনিদ্রায়াং ময়ি পর্ব্বতরূপিণি।
স নীলবর্ণঃ শৈলোঽভূৎ পতিতে যোনিমণ্ডলে ॥ ৫৮
স তু শৈলো মহাতুঙ্গঃ পাতালতলমাবিশৎ।
তস্যা আক্রমণাদ্গাঢ়ং ধৃতবান্ দ্রুহিণো হঠাৎ ॥ ৫৯
স তু পূর্ব্বং ব্রহ্মশক্তিং শিলাং ধর্তুং চতুর্ম্মুখঃ।
শৈলরূপোঽভবত্তেন শৈলরূপেণ মাদধাৎ ॥ ৬০
ব্রহ্মা পর্ব্বতরূপী স ময়ি পর্ব্বতরূপিণি।
স শক্তোঽধোঽগমদ্ গাঢ়মাক্রান্তো মায়য়া বিধেঃ[2] ॥ ৬১

দক্ষকন্যাকে বধূরূপে গ্রহণ করিলাম। সেই দক্ষকন্যা—"যদি তুমি উঁহার অনিষ্ট কর, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব" পিতাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া আমার প্রেয়সী ভার্য্যা হইয়াছিলেন। ৫২-৫৩

অনন্তর দক্ষ, যজ্ঞ করিয়া সমস্ত চরাচরকে নিমন্ত্রণ করিল, কেবল আমাকে এবং সতীকে নিমন্ত্রণ করিল না, সেই অনিষ্ট কার্য্যহেতুক সতী প্রাণত্যাগ করিলেন। ৫৪

অনন্তর আমি মোহে অবসন্ন হইয়া সতীর সেই মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই পীঠস্থান প্রাপ্ত হইলাম। ৫৫

যোগনিদ্রা-প্রভাবে যেখানে যেখানে পর্য্যায়ক্রমে সেই সতীর অঙ্গ খসিয়া পড়িয়াছিল, সেই সকল স্থান অতি পবিত্র বলিয়া খ্যাত হয়। ৫৬

ঐ কুব্জিকা-পীঠে সতীর যোনিমণ্ডল পতিত হয় এবং মহামায়া দেবীও সেই যোনিতে বিলীন হইয়া থাকেন। ৫৭

পর্ব্বতরূপী আমাতে সেই যোনিমণ্ডল পতিত হইলে এবং তাহাতে যোগনিদ্রা বিলীন হইলে, সেই পর্ব্বত নীলবর্ণ হইয়াছিল। ৫৮

সেই মহামায়ার গাঢ় আক্রমণ হেতুক সেই শৈল, পাতাল-তলে প্রবেশ করিল, তখন ব্রহ্মা তাহাকে ধারণ করিলেন। ৫৯

সেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, পূর্ব্বে ব্রহ্মশক্তি শিলাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পর্ব্বতরূপেই আমাকে ধারণ করিলেন। ৬০

মায়া কর্ত্তৃক গাঢ় আক্রান্ত ব্রহ্মা, পর্ব্বতরূপে পর্ব্বতরূপী আমাকে ধারণ করিতে অশক্ত হইয়া অধোগত হইলেন। ৬১

---

১ প্রাপ্তঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
২ বিধেঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

ততো বরাহঃ সংসক্তো ময়ি মাং স তু মাধবঃ।
শৈলরূপঃ শৈলরূপাং ধর্তুং সমুপচক্রমে ॥ ৬২
সোঽপ্যধোঽধো ময়া সার্দ্ধং তদা পর্ব্বতরূপিণীম্।
আক্রম্য দেবীং পৃথিবীং স্থিতো ভুবি নিখাতিতঃ ॥ ৬৩
শতং শতং যোজনানাং তুঙ্গমাসীদ্গিরিত্রয়ম্।
তদাক্রান্তং মহাদেব্যা সর্ব্বমেব হ্যধোগতম্ ॥ ৬৪
ক্রোশমাত্রস্থিতং তুঙ্গশেষং তস্ত্রিতয়স্য তু ॥ ৬৫
একা সমস্তজগতাং প্রকৃতিঃ সা যতস্ততঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈর্দেবৈর্ধৃতা সা জগতাং প্রসূঃ ॥ ৬৬
তত্র পূর্ব্বো ব্রহ্মশৈলঃ শ্বেত ইত্যুচ্যতে সুরৈঃ।
মদ্রূপধারী শৈলস্তু নীল ইত্যুচ্যতে তথা ॥ ৬৭
স তু মধ্যগতঃ পীঠস্ত্রিকোণোলূখলাকৃতিঃ।
বিরাজমানঃ সততং মধ্যে ব্রহ্মবরাহয়োঃ ॥ ৬৮
বরাহঃ শৈলরূপো যঃ স চিত্র ইতি কথ্যতে।
সর্ব্বেষাং সংস্থিতঃ পশ্চাদ্দীর্ঘঃ সর্ব্বেভ্য এব তু ॥ ৬৯
ঐশান্যাং যোঽভবৎ কূর্ম্মঃ শৈলরূপো মহাদ্যুতিঃ।
মণিকর্ণঃ স নাম্না তু খ্যাতো দেবৌঘসেবিতঃ ॥ ৭০
যোঽনন্তরূপঃ শৈলস্তু বায়ব্যাং সমবস্থিতঃ।
মণিপর্ব্বতসংজ্ঞোঽসৌ পর্ব্বতো মাধবপ্রিয়ঃ ॥ ৭১
মহামায়া গিরির্যস্তু নৈর্ঋত্যাং সমবস্থিতঃ।
স গন্ধমাদনো নাম্না সর্ব্বদা শঙ্করপ্রিয়ঃ ॥ ৭২

অনন্তর আমি বরাহে সংসক্ত হইলে সেই শৈলরূপধারী মাধব, শৈলরূপী আমাকে ধারণ করিতে উদ্যম করিলেন। ৬২

ঐ বরাহও পর্ব্বতরূপে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আমার সহিত অধোগমন করত পৃথিবীতে নিখাতের মত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬৩

এক একটী শত যোজন করিয়া উচ্চ পর্ব্বতত্রয় যখন অধোগত হইল, তখন মহাদেবী তাহাদের সকলকেই ধারণ করিলেন। ৬৪

ঐ পর্ব্বতত্রয়ের শেষ পর্ব্বতটি একক্রোশ মাত্র উচ্চ। ৬৫

যেহেতু সেই মহাদেবী একাই নিখিল জগতের প্রকৃতি, সেই জন্য সেই জগৎ-প্রসব-কারিণীকে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব—ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ৬৬

ঐ পর্ব্বতগণের মধ্যে পূর্ব্বদিকস্থিত ব্রহ্মশৈল, উঁহাকে দেবগণ শ্বেত নামে অভিহিত করেন। আমার মূর্ত্তি শৈল—নীল নামে কথিত হয়। ৬৭

সেই নীলপর্ব্বত মধ্যস্থিত এবং পীঠ, উহা ত্রিকোণ, দেখিতে উদূখলের মত এবং ব্রহ্মা ও বরাহের মধ্যে বিরাজমান। ৬৮

শৈলরূপী বরাহ চিত্র নামে প্রসিদ্ধ। উহা সকলের পশ্চাৎ অবস্থিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ৬৯

ঈশানকোণে মহাদ্যুতি কূর্ম্ম, যে পর্ব্বতরূপে অবস্থান করিতেছেন, ঐ পর্ব্বত মণিকর্ণ নামে খ্যাত এবং দেবসমূহ কর্ত্তৃক সেবিত। ৭০

বায়ুকোণে অনন্ত, যে শৈলরূপে অবস্থিত হইয়াছিলেন, উঁহার নাম মণি-পর্ব্বত ; উহা মাধবের প্রিয়। ৭১

বরাহপৃষ্ঠচরমে যত্তশ্ছিন্নৌ মহাসুরৌ।
হরিণা তত্র সংযাতঃ পাণ্ডুনাম ইতি স্মৃতঃ ॥ ৭৩
ব্রহ্মশক্তিশিলায়াস্তু পূর্ব্বভাগে তু মধ্যতঃ।
যস্তু পর্ব্বতরূপোঽহং স তু ভস্মাচলাহ্বয়ঃ ॥ ৭৪
এবং পুণ্যতমে পীঠে কুব্জিকাপীঠসংজ্ঞকে।
নীলকূটে ময়া সার্দ্ধং দেবী রহসি সংস্থিতা ॥ ৭৫
সত্যাস্তু পতিতং তত্র বিশীর্ণং যোনিমণ্ডলম্।
শিলাত্বমগমচ্ছৈলে কামাখ্যা তত্র সংস্থিতা ॥ ৭৬
সংস্পৃশ্য তাং শিলাং মর্ত্ত্যো হ্যমরত্বমবাপ্নুয়াৎ।
অমর্ত্ত্যো ব্রহ্মসদনং তৎস্থো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৭
তস্যাঃ শিলায়া মাহাত্ম্যং যত্র কামেশ্বরী স্থিতা।
অদ্ভুতং যস্য গুহ্যে তু লোহং ভস্ম ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৭৮
সা চাপি প্রত্যহং তত্র পঞ্চমূর্ত্তিধরাভবৎ।
মোহার্থং সর্ব্বলোকানাং মমাপি প্রীতয়ে শিবা ॥ ৭৯
অহং পঞ্চমুখেনাপি পঞ্চভাগে ব্যবস্থিতঃ।
ঈশানঃ পূর্ব্বভাগস্থঃ কামেশ্বর্য্যাঃ প্রধানতঃ ॥ ৮০
ঐশান্যাং বৈ তৎপুরুষো হ্যঘোরস্তস্য সন্নিধৌ।
সদ্যোজাতোঽথ বায়ব্যাং বামদেবস্তু সঙ্গতঃ ॥ ৮১

ঐ বায়ুকোণে মহামায়া, যে গিরিরূপে অবস্থান করিতেছেন, ঐ গিরির নাম গন্ধমাদন; উহা সর্ব্বদা মহাদেবের প্রিয়। ৭২

বরাহপৃষ্ঠের উপরিভাগে যেখানে ভগবান্ হরি ঐ অসুরদ্বয়ের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পাণ্ডু নামে একটি শিলা উৎপন্ন হইয়াছে। ৭৩

ব্রহ্মশক্তি শিলার মধ্যে এবং পূর্ব্বভাগে যে পর্ব্বত অবস্থিত, উহার নাম ভস্মাচল। ৭৪

কুব্জিকা-পীঠ নামে প্রসিদ্ধ এইরূপ পুণ্যতম ক্ষেত্রে নীলপর্ব্বতের অগ্রভাগে মহামায়াদেবী আমার সহিত সর্ব্বদা নির্জ্জনে বাস করেন। ৭৫

সতীর বিশীর্ণ যোনিমণ্ডল পর্ব্বতে পতিত হইয়া প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রস্তরময় যোনিতে কামাখ্যা দেবী অবস্থান করেন। ৭৬

যে মনুষ্য ঐ শিলাকে স্পর্শ করে, সে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, অমর হইয়া ব্রহ্ম-সদনে গমন করত পরিণামে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৭৭

যে শিলাতে ভগবতী কামেশ্বরী অবস্থান করেন, তাহার মাহাত্ম্য অদ্ভুত; যাহার গুহ্যদেশ প্রাপ্ত হইয়া লৌহও ভস্ম হয়। ৭৮

সেই শিবদায়িনী কামাখ্যাদেবী, সকল লোকের মোহের নিমিত্ত এবং আমার প্রীতির নিমিত্ত প্রত্যহ পঞ্চ মূর্ত্তি ধারণ করেন। ৭৯

আমিও পঞ্চমুখে পঞ্চভাগে সেই কামেশ্বরীস্থানে অবস্থান করি, পূর্ব্বভাগে ঈশানরূপে এবং ঐরূপই প্রধান। ৮০

ঈশান কোণে তৎপুরুষ, তাহার সমীপে অঘোর, বায়ুকোণে সদ্যোজাত এবং বামদেব। ৮১

দেব্যাশ্চাপি[1] নরশ্রেষ্ঠ পঞ্চরূপাণি ভৈরব।
শৃণু বেতাল গুহ্যানি দেবৈরপি সদৈব হি॥ ৮২
কামাখ্যা ত্রিপুরা চৈব তথা কামেশ্বরী শিবা।
শারদাথ মহালোকা কামরূপগুণৈর্যুতা॥ ৮৩
ময়ি লিঙ্গত্বমাপন্নে শিলায়াং যোনিমণ্ডলে।
সর্ব্বে শিলাত্বমাপন্নাঃ শৈলরূপাশ্চ নির্জ্জরাঃ॥ ৮৪
যথাহং নিজরূপেণ রেমে বৈ সহ কাময়া।
শিলারূপপ্রতিচ্ছন্নাস্তথা সর্ব্বাস্তু দেবতাঃ॥ ৮৫
শিলারূপপ্রতিচ্ছন্নাঃ শৈলে শৈলে ব্যবস্থিতাঃ।
রমন্তে চ স্বরূপেণ[2] নিত্যং রহসি সঙ্গতাঃ॥ ৮৬
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্হরশ্চাত্র দিক্‌পালাঃ সর্ব্ব এব তে।
অন্যেঽপ্যত্র স্থিতা দেবাঃ সানুকূলাঃ সদা ময়ি॥ ৮৭
উপাসিতুং তদা দেবীং কামাখ্যাং কামরূপিণীম্॥ ৮৮
নীলশৈলস্ত্রিকোণস্তু মধ্যনিম্নঃ সদাশিবঃ।
তন্মধ্যে মণ্ডলং চারু ত্রিংশচ্ছক্তিসমন্বিতম্॥ ৮৯
গুহা মনোভবা তত্র মনোভব-বিনির্ম্মিতা।
যোনিস্তস্যাং শিলায়াস্তু শিলারূপা মনোহরা।
বিতস্তিমাত্রবিস্তীর্ণা একবিংশাঙ্গুলীযুতা॥ ৯০
ক্রমসূক্ষ্মবিনম্রা সা তন্মশৈলানুগামিনী।
সিন্দূরকুঙ্কুমারক্তা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী॥ ৯১

হে নরশ্রেষ্ঠ বেতাল ও ভৈরব। দেবীরও পঞ্চমূর্ত্তির কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; উহা দেবতাদিগেরও গুহ্য। ৮২

কামাখ্যা, ত্রিপুরা, কামেশ্বরী, শিবা, সারদা,—ইঁহারা সকলেই মহোৎসাহ, কাম, রূপ এবং গুণ দ্বারা অলঙ্কৃত। ৮৩

শিলারূপ যোনিমণ্ডলে আমি লিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইলে, সকল দেবগণ প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৈলরূপ ধারণ করিলেন। ৮৪

যেমন আমি শিলারূপী হইয়াও নিজরূপে কামাখ্যাদেবীর সহিত রমণ করি সেইরূপ অপর দেবতাগণও শিলারূপে আচ্ছন্ন হইয়াও নিত্য নির্জ্জনে সঙ্গত হইয়া নিজ নিজ রূপ ধারণপূর্ব্বক রমণ করিয়া থাকেন। ৮৫-৮৬

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সমুদয় দিক্‌পালগণ এবং অন্যান্য দেবগণ, সর্ব্বদা আমার অনুকূল হইয়া কামরূপিণী কামাখ্যা দেবীর উপাসনার নিমিত্ত এই স্থানে অবস্থান করেন। ৮৭-৮৮

সদাশিব যে নীল-শৈলরূপ ধারণ করিয়াছেন, উহা ত্রিকোণাকার এবং মধ্যে নিম্ন। উহার মধ্যে ছত্রিশশক্তি-সমন্বিত সুচারু মণ্ডল। ৮৯

তাহাতে মনোভবনির্ম্মিত কামগুহা। ঐ গুহাভ্যন্তরে শিলাতে অধিষ্ঠিত শিলারূপিণী মনোহর গুহা। ঐ যোনি দীর্ঘে এক-বিতস্তি পরিমিত এবং একুশ অঙ্গুলি আয়ত। ৯০

১। নো দেব্যাশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। শরীরেণ—ইতি পাঠান্তরম্।

তস্যাং যোনৌ পঞ্চরূপা নিত্যং ক্রীড়তি কামিনী।
মহামায়া জগদ্ধাত্রী মূলভূতা সনাতনী ॥ ৯২
তত্রাষ্টৌ যোগিনীর্নিত্যা মূলভূতাঃ সনাতনীঃ।
পূর্ব্বোক্তাঃ শৈলপুত্র্যাদ্যাঃ স্থিতা দেব্যাঃ সমন্ততঃ ॥ ৯৩
তাসান্তু পীঠনামানি শৃণু চৈকত্র ভৈরব ॥ ৯৪
গুপ্তকামা চ শ্রীকামা তথান্যা বিন্ধ্যবাসিনী।
কোটীশ্বরী বনস্থা তু পাদদুর্গা তথাপরা ॥ ৯৫
দীর্ঘেশ্বরী ক্রমাদেব প্রকটা ভুবনেশ্বরী।
যথোদিষ্টঃ পীঠনাম্না খ্যাতা অষ্টৌ চ দেবতাঃ ॥ ৯৬
সর্ব্বতীর্থানি চৈকত্র জলরূপাণি ভৈরব।
স্থিতানি নাম্না সৌভাগ্যসরস্তত্রাপি পুণ্যদা ॥ ৯৭
বিষ্ণুস্তু তীরে তস্যান্তু নাম্না কমল ইত্যুত।
কামুকাখ্যস্তু বটুকঃ কামাখ্যাভ্যর্ণসংস্থিতঃ ॥ ৯৮
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দেব্যৌ দেব্যাঃ সঙ্গে ব্যবস্থিতে।
ললিতাখ্যাভবল্লক্ষ্মীর্মাতঙ্গী তু সরস্বতী ॥ ৯৯
গণাধ্যক্ষঃ পূর্ব্বভাগে তস্য শৈলস্য সংস্থিতঃ।
সিদ্ধঃ স নাম্না বিখ্যাতো দ্বারে দেব্যাঃ প্রিয়ঃ সুতঃ ॥ ১০০
কল্পবৃক্ষঃ কল্পবল্লী তিন্তিড়ী চাপরাজিতা।
ভূত্বা তস্মিন্ মহাশৈলে স্থিতো দেব্যা খৃতঃ প্রিয়ে ॥ ১০১

ক্রমশঃ সূক্ষ্মরূপে বিনির্ম্মিত এবং ভস্মশৈলানুগামিনী। উহা সিন্দূর ও কুঙ্কুমের মত রক্তবর্ণা, সর্ব্বকামপ্রদায়িনী। ৯১

ঐ যোনিতে নিত্য পঞ্চরূপা, মূলভূতা, সনাতনী, জগদ্ধাত্রী, মহামায়া, কামাখ্যা দেবী ক্রীড়া করেন। ৯২

ঐ স্থানে দেবীকে বেষ্টন করিয়া মূলভূতা সনাতনী পূর্ব্বোক্ত শৈলপুত্র্যাদি আটটি যোগিনী অবস্থান করেন। ৯৩

হে ভৈরব! তাঁহাদের পীঠানুগত নাম একত্র শ্রবণ কর। ৯৪

গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কোটীশ্বরী, বনস্থা, পাদদুর্গা, দীর্ঘেশ্বরী এবং ভুবনেশ্বরী—কামাখ্যা দেবীর এই অষ্টযোগিনী পীঠদেবতা এবং নিজ নিজ পীঠের নামানুসারে বিখ্যাত। ৯৫-৯৬

হে ভৈরব! এই স্থানে সমুদয় তীর্থই জলরূপে অবস্থান করিতেছে এবং সৌভাগ্যনামে পুণ্যদায়িনী একটি অল্প সরোবরও আছে। ৯৭

সেই সরস্তীর তীরে কমলনামে প্রসিদ্ধ স্বর্ণ-নির্ম্মিত কামাখ্যা দেবীর বালকরূপী বিষ্ণু বাস করেন। ৯৮

দেবীর অঙ্গে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী ইঁহারা অবস্থিত। লক্ষ্মী, ললিতা এবং মাতঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ। ৯৯

সেই শৈলে পূর্ব্বভাগে দেবীর দ্বারে প্রিয় পুত্র গণপতি সিদ্ধ নামে বিখ্যাত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ১০০

সেই মহাশৈলে কল্পবৃক্ষ এবং কল্পবল্লী, দেবীর রুচিকর তিন্তিড়ী এবং অপরাজিতারূপে পরিণত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ১০১

বরাহঃ পাণ্ডুনাথাখ্যঃ স্থিতস্তত্র হরির্যতঃ।
জঘনে শিরসী কৃত্বা জঘান মধুকৈটভৌ ॥ ১০২
তস্যাসন্নে ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা ॥ ১০৩
ঈশানাখ্যঃ শিরো যত্র তৎ সিদ্ধেশ্বরসংজ্ঞকম্।
শিলারূপং সিদ্ধকুণ্ডং মধ্যস্থং বিদ্ধি ভৈরব ॥ ১০৪
তস্যাসন্নে গয়াক্ষেত্রং ক্ষেত্রং বারাণসী তথা।
যোনিমণ্ডলসঙ্কাশং কুণ্ডং কৃত্বা ব্যবস্থিতম্ ॥ ১০৫
তত্রৈবামৃতকুণ্ডস্ত সুধাসস্ত্বপ্রপূরিতম্।
মম প্রিয়ার্থমিন্দ্রেণ স্থাপিতং সহ নির্জ্জরৈঃ ॥ ১০৬
বামদেবাহ্বয়ং শীর্ষং শ্রীকামেশ্বরসংজ্ঞকম্।
কামকুণ্ডং মহাপুণ্যং তস্যাসন্নে ব্যবস্থিতম্ ॥ ১০৭
কেদারসংজ্ঞকং ক্ষেত্রং মধ্যস্থং সিদ্ধকাময়োঃ।
দীর্ঘং চতুর্দ্দশব্যাম ছায়াচ্ছত্রাহ্বয়ন্ত তৎ ॥ ১০৮
তস্যাসন্নে শৈলপুত্রী গুপ্তকামাহ্বয়া তু সা।
গুপ্তকুণ্ডস্য মধ্যস্থা কামেশপ্রাবণি সঙ্গতা ॥ ১০৯
কামেশ্বরশিলাসক্তা কামাখ্যাসংজ্ঞিতা সদা।
পূর্ব্বভাগেণ সংসক্তা যোনেস্তু পরমার্গতঃ ॥ ১১০
কামকামাখ্যয়োর্মধ্যে কালরাত্রির্ব্যবস্থিতা।
পীঠে দীর্ঘেশ্বরী নাম্না সীমাভাগে প্রচণ্ডিকা ॥ ১১১
কামাখ্যাপশ্চিমপ্রান্তে কুষ্মাণ্ডী নাম যোগিনী।
পীঠে কোটীশ্বরী নাম্না যোনিরূপেণ সংস্থিতা ॥ ১১২

যেখানে হরি জঘনে মধু-কৈটভকে রাখিয়া শিরশ্ছেদ করেন, সেইখানে পাণ্ডুনাথনামে বরাহ অবস্থিত রহিয়াছে। ১০২

উহার সমীপে ব্রহ্মকুণ্ড ; পূর্ব্বকালে উহা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১০৩

হে ভৈরব ! আমার ঈশাননামে যে মস্তক, ইহাই সিদ্ধেশ্বর-সংজ্ঞক শিলাময় সিদ্ধকুণ্ডরূপে মধ্যে অবস্থিত ইহা জান। ১০৪

তাহার সমীপে গয়াক্ষেত্র এবং বারাণসী, যোনিমণ্ডল-সদৃশ কুণ্ডরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। ১০৫

তাহার সমীপে সুধাসারপূর্ণ অমৃতকুণ্ড অবস্থিত। উহা আমার প্রীতির নিমিত্ত ইন্দ্র, সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া স্থাপিত করেন। ১০৬

আমার বামদেবনামে যে মস্তক আছে, উহাই শ্রীকামেশ্বরনামক মহাপবিত্র কামকুণ্ডরূপে—তাহার সমীপে অবস্থান করিতেছে। ১০৭

সিদ্ধ এবং কামকুণ্ডের মধ্যে কেদার নামে ক্ষেত্র অবস্থিত। উহা চতুর্দ্দশ ব্যাম দীর্ঘ এবং ছায়াচ্ছত্র নামেও অভিহিত হয়। ১০৮

তাহার সমীপে গুপ্তকামা নামে শৈলপুত্রী গুপ্তকুণ্ডের মধ্যে কামেশনামক প্রস্তরে সংস্থিত। ১০৯

কামেশ্বর শিলার পূর্ব্বভাগে কামাখ্যার অবয়বীভূত শিলা সর্ব্বদা সংযুক্ত এবং উহার অপরভাগে যোনিমণ্ডল সংসক্ত। ১১০

কাম এবং কামাখ্যার মধ্যস্থিত পীঠে কাল-রাত্রি দীর্ঘেশ্বরী নামে অবস্থিত এবং সীমা-ভাগে প্রচণ্ডিকা বাস করেন। ১১১

মচ্চাঘোরাহ্বয়ং শীর্ষং তৎকামায়াস্তু দক্ষিণে।
পীঠে ভৈরবনাম্না তু গদিতে পরমার্থিভিঃ॥ ১১৩
চামুণ্ডা ভৈরবী নাম্না ভৈরবাসন্নসংস্থিতা।
নায়িকা কামদা ভক্তেশ্চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥ ১১৪
কামাভৈরবয়োর্মধ্যে স্বয়ং দেবী সুরাপগা।
হিতায় সর্ব্বজগতাং দেব্যাস্তু প্রীতয়ে সদা॥ ১১৫
সদ্যোজাতাহ্বয়ং শীর্ষং পীঠে ত্বাম্রাতকেশ্বরম্।
ভৈরবাখ্যে গহ্বরে তু স্থিতং দেবর্ষিসেবিতম্॥ ১১৬
বিদ্ধি তত্রৈব দুর্গাখ্যাং নায়িকাং যোগরূপিণীম্।
সিদ্ধকামেশ্বরী নাম্না খ্যাতা দেবেষু নিত্যশঃ॥ ১১৭
অজীর্ণপত্রঃ সুচ্ছায়ো বৃক্ষস্তত্র সুসংস্থিতঃ।
আম্রাতকঃ কল্পবৃক্ষঃ কল্পবল্লীসমন্বিতঃ॥ ১১৮
পীঠে তু সিদ্ধগঙ্গাখ্যা স্বয়ং গঙ্গা সমুত্থিতা।
আম্রাতকস্য নিকটে মম প্রীতিবিবৃদ্ধয়ে॥ ১১৯
পুষ্করাখ্যন্তু তৎক্ষেত্রং পীঠে ত্বাম্রাতকাহ্বয়ম্।
ঐশান্যাং তৎপুরুষাখ্যং মম শীর্ষং ব্যবস্থিতম্॥ ১২০
ভুবনেশ্বরনাম্না তু পীঠে খ্যাতঞ্চ ভৈরব।
গহ্বরং ভুবনেশস্য ভুবনানন্দসংজ্ঞকম্॥ ১২১

কামাখ্যা প্রস্তরের প্রান্তভাগে কুষ্মাণ্ডী যোগিনী, পীঠানুগত কোটিশ্বরী নামে যোনিরূপে অবস্থিত। ১১২

আমার অঘোর নামে যে মস্তক আছে, উহা কামাখ্যা দেবীর দক্ষিণপীঠে অবস্থিত ; পরমপদ-প্রার্থিগণ উহাকে ভৈরব নামে কীর্ত্তন করেন। ১১৩

ভৈরবের সমীপে ভৈরবীনামে চামুণ্ডাদেবী অবস্থান করেন। ইনি অষ্ট-নায়িকার অন্যতমা চণ্ডমুণ্ড নামক অসুরদ্বয়ের সংহারকারিণী এবং ভক্তের মনো-বাঞ্ছা-পূরণকারিণী। ১১৪

কাম এবং ভৈরবের মধ্যে স্বয়ং সুরনদী সকল জগতের হিত এবং কামাখ্যা দেবীর প্রীতির নিমিত্ত অবস্থিত। ১১৫

আমার সদ্যোজাত-নামক মস্তক, পীঠে আম্রাতকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। উহা শ্রীভব নামক গহ্বরে অবস্থিত এবং দেবর্ষিগণকর্ত্তৃক সেবিত। ১১৬

ঐ স্থানেই যোনিরূপিণী দুর্গা নামে নায়িকা আছেন, ইহা জান। ঐ নায়িকা দেবগণের মধ্যে নিত্য সিদ্ধকামেশ্বরী নামে বিখ্যাত। ১১৭

ঐ স্থলে কল্পবল্লীসমন্বিত আম্রাতক নামে একটি কল্পবৃক্ষ আছে, তাহার পত্র কখন পুরাতন হয় না এবং ছায়া অতি বিস্তৃত। ১১৮

আম্রাতকের নিকটে আমার প্রীতিবৃদ্ধির নিমিত্ত গঙ্গা নদী স্বয়ং উত্থিত হই-য়াছেন, উহাঁর পীঠনাম সিদ্ধ-গঙ্গা। ১১৯

পুষ্করক্ষেত্র, পীঠে আম্রাতক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং ঈশানকোণে তৎ-পুরুষাখ্য আমার মস্তক অবস্থিত রহিয়াছে। ১২০

হে ভৈরব। উহার পীঠে ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ এবং ভুবনেশ্বরের গহ্বর ভুবনানন্দ নামে অভিহিত হয়। ১২১

তস্যাসন্নে তু সুরভিঃ শিলারূপেণ সংস্থিতা।
কামধেনুরিতি খ্যাতা পীঠে কামপ্রদায়িনী॥ ১২২
যোঽসৌ শরভমূর্ত্তির্মে মধ্যখণ্ড প্রচণ্ডকঃ।
মহাভৈরবনামাভূৎ কোটিলিঙ্গাহ্বয়স্ত সঃ॥ ১২৩
মূর্ত্তিভিঃ পঞ্চভিঃ পঞ্চভাগেষু সমবস্থিতঃ।
অহং পশ্চাদতিপ্রীত্যা ভৈরবাখ্যঃ স্থিতো ধরে॥ ১২৪
মহাগৌরী তু যা দেবী যোগিনী সিদ্ধরূপিণী।
সা ব্রহ্মপর্ব্বতে চাস্তে শিলারূপেণ চোর্দ্ধতঃ॥ ১২৫
অতীবরূপসম্পন্না নাম্না সা ভুবনেশ্বরী।
যত্র ব্রহ্মা তু সংসক্তো ময়ি পর্ব্বতরূপিণি॥ ১২৬
কল্পবল্লী তু তত্রাস্তে নাম্না সা তপরাজিতা।
কামধেনোরদূরস্থা পূর্ব্বভাগে মহেশ্বরী॥ ১২৭
শ্রীকামাখ্যা যোনিরূপা চণ্ডিকা সা তু যোগিনী।
আগ্নেয্যাং বিদ্ধি তাং সংস্থাং সর্ব্বকামপ্রদাং শুভাম্॥ ১২৮
যোগিনী চন্দ্রঘণ্টাখ্যা পীঠেঽভূদ্বিন্ধ্যবাসিনী।
যোগিনী স্কন্দমাতা তৎপীঠেঽভূদ্বনবাসিনী॥ ১২৯
কাত্যায়নী পীঠনাম্না পাদদুর্গেতি গদ্যতে।
নৈর্ঋত্যাং নীলশৈলস্য প্রান্তে সা সংস্থিতা শিবা। ১৩০
যোঽসৌ নন্দী মম তনুঃ স তু পাষাণরূপধৃক্।
সংস্থিতঃ পশ্চিমদ্বারি হনুমান্ পীঠনামতঃ॥ ১৩১

তাহার নিকটে সুরভি, শিলারূপে কামধেনু নামে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি পীঠে সকলের কামনা পূরণ করেন। ১২২

আমার মধ্য ভাগে অতি প্রচণ্ড মহাভৈরব নামে যে শরভমূর্ত্তি আছে, উহা ঐ স্থানে কোটিলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। ১২৩

উহা পঞ্চভাগে পঞ্চ প্রকার মূর্ত্তিতে উত্থিত হইয়াছে। পশ্চাৎভাগে আমি অতি প্রীতি সহকারে ভৈরব নামে অবস্থান করি। ১২৪

মহাগৌরী নামে সিদ্ধরূপিণী যে যোগিনী আছেন, তিনি ব্রহ্মপর্ব্বতের ঊর্দ্ধে শিলারূপে অবস্থান করিতেছেন। ১২৫

তিনি অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী এবং ভুবনেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। যেখানে পর্ব্বতরূপী-আমাতে ব্রহ্মা সংসক্ত হইয়াছেন, সেই স্থানেই তিনি অবস্থিত। ১২৬

সেই স্থানে অপরাজিতা নামে কল্পবল্লী আছেন। কামধেনুর অদূরে পূর্ব্ব ভাগে মহেশ্বর-যোনিরূপা শ্রীকামাখ্যা অবস্থিত। ১২৭

চণ্ডিকা নামে যে যোগিনী আছেন, সেই সর্ব্বকাম-শুভপ্রদা শুভরূপিণীকে অগ্নিকোণে অবস্থিত জানিও। ১২৮

চন্দ্রঘণ্টা নামে যোগিনী, পীঠে বিন্ধ্যবাসিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এবং স্কন্দমাতা নামে যোগিনী, পীঠে বনবাসিনী নামে সিদ্ধ হইয়াছেন। ১২৯

পীঠানুসারে কাত্যায়নীর 'পাদদুর্গা' এই নাম হইয়াছে। সেই শিবদায়িনী নীলশৈলের নৈর্ঋত-প্রান্তে অবস্থিত। ১৩০

ঔর্ব্ব উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শম্ভোরমিততেজসঃ ।
ভৈরবস্তত্ত্ব পপ্রচ্ছ বেতালোঽপি সমুৎসুকঃ ॥ ১৩২

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

শ্রুতঃ পীঠক্রমস্তাত দেব্যাঃ পূজাক্রমস্তথা ।
শ্রোতুমিচ্ছামি মূর্ত্তীনাং পঞ্চানামপি শঙ্কর ॥ ১৩৩
রূপাণি পঞ্চমূর্ত্তীনাং মন্ত্রাণি চ সমস্ততঃ ।
তত্র যন্ত্রাণি তন্ত্রাণি বদ নৌ বৃষভধ্বজ ॥ ১৩৪

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু বক্ষ্যামি বেতাল মন্ত্রং তন্ত্রং পৃথক্ পৃথক্ ।
কামাখ্যাপঞ্চমূর্ত্তীনাং কল্পঞ্চ[1] ভৈরব ॥ ১৩৫
কামস্থং কামমধ্যস্থং কামদেবপুটীকৃতম্ ।
কামেন কাময়েৎ কামী কাম্যং কাম্যে নিয়োজয়েৎ ॥ ১৩৬
জ্যেষ্ঠন্তু ব্যঞ্জনং ব্রহ্মন্ পরঃ শান্তং তদুচ্যতে ।
প্রথমং ক্রমতঃ কুর্য্যাত্তৎসংসক্তং সুধাময়ম্ ॥ ১৩৭
চন্দ্রার্দ্ধসহিতং বীজং কামাখ্যায়াঃ প্রচক্ষতে ॥ ১৩৮
ইদং ধর্ম্মপ্রদং কামমোক্ষার্থানাং প্রদায়কম্
ইদং রহস্যং পরমমন্যত্র তু সুদুর্ল্লভম্ ।
শ্রোত্রেণোদ্যম্য শৃণুয়াদ্ গুরুবক্ত্রান্নরোত্তমঃ ।
স কামানখিলান্ প্রাপ্য শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৩৯

আমারই মূর্ত্যন্তর পাষাণরূপ-ধারী নন্দী, পীঠানুসারে হনুমান্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পশ্চিমদ্বারে অবস্থান করিতেছে। ১৩১

ঔর্ব্ব বলিলেন,—অমিত-তেজাঃ শম্ভুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বেতাল এবং ভৈরব সমুৎসুক-চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৩২

বেতাল ও ভৈরব বলিলেন,—হে তাত! পীঠক্রম এবং দেবীর পূজার ক্রম শুনিলাম। হে শঙ্কর! এক্ষণে পঞ্চ মূর্ত্তির বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১৩৩

হে বৃষধ্বজ! এক্ষণে পঞ্চমূর্ত্তির রূপ, সমগ্র মন্ত্র, যন্ত্র এবং তন্ত্র আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। ১৩৪

ঈশ্বর বলিলেন,—হে বেতাল! হে ভৈরব! কামাখ্যাদেবীর পঞ্চমূর্ত্তির মন্ত্র তন্ত্র রূপ এবং কল্প পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৩৫

কামস্থ কামমধ্যস্থ কামদেবতাদ্বারা পুটিকৃত, কামী কামদেবদ্বারা কমনীয় বস্তুর কামনা করিবে এবং কমনীয় বস্তুকে কাম্যে নিয়োজিত করিবে। ১৩৬

হে ব্রহ্মন্, জ্যেষ্ঠ ব্যঞ্জন পরম শান্ত। প্রথমে ক্রমে ক্রমে উহা সুধাযুক্ত করিবে। চন্দ্রবিন্দু সহিত ইহা কামাখ্যার বীজ বলিয়া অভিহিত হয়। ১৩৭-১৩৮

এই বীজ ধর্ম্মপ্রদ এবং কাম মোক্ষ এবং অর্থপ্রদ। ইহা পরম রহস্য এবং অন্যত্র দুর্ল্লভ। যে নরশ্রেষ্ঠ গুরুবক্ত্র হইতে কর্ণকুহরে ইহা শ্রবণ করে, সে অখিল কামনার বস্তু প্রাপ্ত হইয়া শিবলোকে পূজ্য হয়। ১৩৯

১। কাম্যং রূপং চ—ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রুতিসকলিতসারং দেবকণ্ঠৈকহারং
সকলকলুষহারি শ্রীধরানন্দকারি।
সুনয়শুভযশোভি র্জায়েৎ যদ্ যশোভি-
স্তদিহ শিবসমস্তং বিঘ্নহন্ত্রীজিতার্থম্ ॥ ১৪০
নয়নকরণ্ডকারি ধ্যানিনাক্রোপকারি
প্রণবিসুনয়সংস্থং দেবমর্ত্ত্যান্তরিক্ষস্থম্।
পরমপদবিশীর্ণং সর্ব্বদৌর্ভাগ্যজীর্ণং[1]
শৃণু শিবপদরূপং কামদেব্যাঃ স্বরূপম্ ॥ ১৪১
শ্রবণগগনমাত্রা চার্দ্দিতং যস্য নাম
প্রভবতি বহুভূত্যৈ নীতিমার্গৈকধাম।
সুরগণগণনায়াং কুণ্ডলী যস্য শক্তি-
স্তদিহ পরমরূপং চিন্তনীয়ং হতাশৈঃ[2] ॥ ১৪২
রবিশশিযুতকর্ণা কুঙ্কুমাপীতবর্ণা
মণিকনকবিচিত্রা লোলকর্ণা ত্রিনেত্রা।
অভয়বরহস্তা সাক্ষসূত্রপ্রশস্তা
প্রণতনৃবরেশা সিদ্ধকামেশ্বরী সা ॥ ১৪৩
অরুণকমলসংস্থা রক্তপদ্মাসনস্থা
নবতরুণশরীরা মুক্তকেশী সুহারা।
শবহৃদি পৃথুতুঙ্গস্তনযুগ্মা মনোজ্ঞা
শিশুরবিসমবক্ত্রা সর্ব্বকামেশ্বরী সা ॥ ১৪৪

ইহা সঙ্কলিত শ্রুতির সার, দেবগণের কণ্ঠের অদ্বিতীয় হার-স্বরূপ, নিখিল পাপ-হরণকারী এবং ধরার আনন্দদায়ী। ইহা মনুষ্যকে সুনয়, শুভযশ ও শোভায় যুক্ত করে এবং সমস্ত অশিব ও বিঘ্নের ধ্বংস করে। ১৪০

যাহা ধ্যানকারীদিগের দণ্ডপাণি হইয়া যম-ভয় নিবারণ করে, প্রণবকারী সুনয়-সংস্থিত দেবলোক, মর্ত্ত্যলোক এবং আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত, পরমপদ বিতরণকারী, শুদ্ধ, দুর্ভাগ্যের জীর্ণকারী এবং শিবপদস্বরূপ কামাখ্যাদেবীর এই গুহ্য মন্ত্র শ্রবণ কর। ১৪১

তাঁহার নাম কর্ণ-মধ্যস্থিত আকাশমার্গে সঙ্গত, নীতিমার্গের একমাত্র আশ্রয় এবং বহু ভূতির নিমিত্ত সমর্থ; আর যাঁহার শক্তি সুরগণদিগের গণনায় কুণ্ডলীস্বরূপ; হতাশ ব্যক্তিগণকর্তৃক সেইরূপ চিন্তনীয়। ১৪২

যাঁহার কর্ণ সূর্য্য এবং চন্দ্র সংযুক্ত বর্ণ রক্ত ও ঈষৎ পীত, মণি এবং সুবর্ণ নির্ম্মিত বিচিত্র-ভূষণ কর্ণে দোলায়মান এবং নেত্র তিনটী; হস্ত—বর এবং অভয়দানে নিরত এবং যিনি অক্ষসূত্রধারিণী, প্রণত নৃপ এবং নরগণের ঈশ্বরী সেই সিদ্ধ কামেশ্বরী; যিনি অরুণ কমলোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, যাঁহার শরীর নবযৌবনে শোভিত, যিনি মুক্তকেশী, শোভন-হারশালিনী, শব-হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী, স্থূল এবং উন্নতস্তনদ্বয়শোভিনী এবং যাঁহার আস্য—বাল সূর্য্য-সদৃশ উজ্জ্বল; তিনিই সর্ব্বকামেশ্বরী। ১৪৩-১৪৪

১। শুদ্ধম্—ইতি পাঠান্তরম্।
২। কৃতীশৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

বিপুলবিভবদাত্রী স্মেরবক্ত্রা সুকেশী
ললিত-নখরদন্তা সামিচন্দ্রাবনম্রা।
মনাসজদৃষদিস্থা যোনিমুদ্রালসন্তী
পবনগমনশক্তা সংশ্রুতস্থানভাগা॥ ১৪৫
চিন্ত্যা চৈবং বিদ্যুদগ্নিপ্রকাশা
ধর্ম্মার্থাদ্যং সাধকৈর্বাঞ্ছিতার্থৈঃ।
কল্পান্ত শ্রীণ্যন্তসং সম্যগর্দ্ধং
বেতাল ত্বং ভৈরব শ্রীপ্রতিষ্ঠম্॥ ১৪৬
তস্মিন্নর্দ্ধং[1] মণ্ডলং যদ্ধি পশ্চাৎ
কার্য্যং চৈতচ্চন্দনৈঃ পুষ্পযুক্তৈঃ।
পর্য্যায়ো যো লেখনে পূর্ব্বমুক্তো
দেবীতন্ত্রে সোঽত্র পূর্ব্বং বিধেয়ঃ॥ ১৪৭॥

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে কামাখ্যাপূজাতন্ত্রে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬২

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ—

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রস্য যথা পূর্ব্বং ময়োদিতম্।
মণ্ডলং প্রতিপত্ত্যা তু পর্য্যায়ো মণ্ডলস্য যঃ॥ ১
স এবং প্রথমং কার্য্যঃ শিলায়াং পুষ্পচন্দনৈঃ।
পাত্রাদীনাং প্রতিষ্ঠানং তথৈবাত্রাপি যোজয়েৎ॥ ২

সেই কামেশ্বরী দেবী বিপুল বিভব-প্রদায়িনী, স্মেরবক্ত্রা, সুকেশী, ললি[ত]-নখর-দন্তশালিনী এবং অর্দ্ধচন্দ্রে অলঙ্কৃতা, কাম প্রস্তরে অবস্থিত যোনিমুদ্[রা] দ্বারা উল্লাসিনী, পবনের মত গমনসমর্থা এবং প্রসিদ্ধ-স্থান-ভাগিনী। ১৪৫

এই বিদ্যুৎ এবং অগ্নিসদৃশ প্রকাশ-শালিনী দেবীকে—প্রার্থী সাধক, [ধ]র্ম-প্রভৃতির নিমিত্ত চিন্তা করিবে। হে বেতাল ও ভৈরব! এক্ষণে শ্রী[-] প্রতিষ্ঠাকারী কল্প ও তন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণ কর। ১৪৬

প্রথমে একটি মণ্ডল করিয়া তাহা পরে পুষ্পযুক্ত চন্দনদ্বারা অঙ্কিত করি[বে]। পূর্ব্বে দেবীতন্ত্রে লেখনের যেরূপ ক্রম উক্ত হইয়াছে, এস্থলে প্রথমে সেই[রূপ] ক্রমের অনুষ্ঠান করিবে। ১৪৭

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬২

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

পূজাপ্রকরণ—ত্রিপুরাতন্ত্র

ঈশ্বর বলিলেন;—আমি পূর্ব্বে বৈষ্ণবী তন্ত্র-মন্ত্রের মণ্ডল-প্রতিপত্তি এ[বং] মণ্ডলক্রম যেরূপ বলিয়াছি, প্রথমে পুষ্প ও চন্দনদ্বারা শিলায় সেইরূপ [অঙ্কিত] করিবে এবং পাত্রাদির প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এস্থলেও সেইরূপ পূজা করিবে। ১-[২]

১। তস্মিন্নাগ্রম্—ইতি পাঠান্তরম্।

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রস্য প্রোক্তা যাঃ প্রতিপত্তয়ঃ।
অত্র তাঃ সকলা যোজ্যা আসনাদেশ্চ পূজনম্ ॥ ৩
তেভ্যোঽন্যো যো বিশেষোঽত্র তবক্তো শৃণু ভৈরব ॥ ৪
প্রথমং ভাস্করায়ার্ঘ্যং প্রদদ্যাচ্ছ্বেতসর্ষপৈঃ।
পুষ্পচন্দনসংবীতৈঃ সগণায় মহাত্মনে ॥ ৫
আসনার্চ্চনশেষে তু পীঠোক্তাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
পীঠনাম্না তু সংযোজ্যা মণ্ডলস্য তু মধ্যতঃ ॥ ৬
ধ্যানস্বরূপং ভিন্নং তদ্বৈষ্ণব্যা সহ ভৈরব।
কামায়াঃ[১] সর্ব্বমন্যত্তু মহামায়াস্তবোদিতম্ ॥ ৭
যোগিনীস্তু চতুঃষষ্টিং পূজয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮
গুহাং মনোভবাঞ্চাপি মহোৎসাহাং তথা সখীম্।
অনন্তরং পূজয়েৎ দিক্পালাংশ্চ নবগ্রহান্।
স্বরূপতস্তান্ সমুদ্দিশ্য পূজয়েদিষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ৯
পূর্ব্বদ্বারে গণপতিং প্রথমন্তু প্রপূজয়েৎ।
নন্দিনঞ্চ হনূমন্তং পশ্চিমদ্বারি পূজয়েৎ ॥ ১০
ভৃঙ্গী চোত্তরতঃ পূজ্যা মহাকালস্তু দক্ষিণে।
এতে মম দ্বারপালা দেব্যা দ্বারে প্রপূজয়েৎ ॥ ১১
পাত্রাস্কৃতীকৃতিবিধৌ[২] কুর্য্যাদ্বৈ কামমুদ্রয়া।
ভূতাপসারণং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বং তালত্রয়েণ তু ॥ ১২

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রের যে সকল প্রতিপত্তি উক্ত হইয়াছে, এস্থলেও সেই সকলের গ্রহণ করিবে এবং আসনাদিরও পূজা করিবে। ৩

হে ভৈরব! সেই সকল হইতে যাহা যাহা অতিরিক্ত, তাহাদিগের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪

প্রথমে পুষ্প ও চন্দন সংবীত সিদ্ধার্থ এবং সর্ষপদ্বারা গণের সহিত মহাত্মা সূর্য্যকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। ৫

আসনার্চ্চনের অবসানে মণ্ডলের মধ্যে পীঠোক্ত সমুদয় দেবতাকে পীঠ-নামানুসারে পূজা করিবে। ৬

হে ভৈরব! কামাখ্যার স্বরূপ বৈষ্ণবীর সহিত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। অন্যান্য সকল জ্ঞাতব্য বিষয় মহামায়াস্তবে কথিত হইয়াছে। ৭

কামাখ্যার পূজার সময় চতুঃষষ্টি যোগিনীর এক এক করিয়া পূজা করিবে। অনন্তর মনোভবা গুহা, মহোৎসাহা সখী, দিক্পাল এবং নবগ্রহের স্বরূপ ভাবনা করিয়া ইষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত পূজা করিবে। ৮-৯

প্রথম পূর্ব্বদ্বারে গণপতিকে পূজা করিবে এবং পশ্চিম দ্বারে নন্দী-হনূ-মানের পূজা করিবে। ১০

উত্তর দ্বারে ভৃঙ্গীকে এবং দক্ষিণ দ্বারে মহাকালকে অর্চ্চনা করিবে। ইহারা আমারই দ্বারপাল, দেবীর দ্বারেও ইহাদিগের পূজা করিবে। ১১

কামমুদ্রা দ্বারা পাত্রের সংস্কৃতি করিবে এবং পূর্ব্বে তালত্রয় দ্বারা ভূতগণের অপসারণ করিবে। ১২

১। কামাখ্যায়াঃ—ইতি পাঠান্তরম্। ২। পাত্রস্য সংস্কৃতিবিধৌ।

বামহস্তে দক্ষিণেন পাণিনা তালবাহয়েৎ।
হুঁ হুঁ ফড়িতি মন্ত্রেণ বেতালাদীংশ্চ সারয়েৎ॥ ১৩
সর্ব্বমুত্তরতন্ত্রোক্তং তন্ত্রং কুর্য্যাত্তু সাধকঃ।
অন্ত্রোক্তেন স্বরূপেণ প্রাণায়ামং তথা চরেৎ॥ ১৪
স্নাপয়েৎ প্রথমং দেবীং মূলমন্ত্রেণ পূজকঃ।
মধুক্ষীরাজ্যদধিভি র্গোমূত্রৈর্গোময়ৈস্তথা।
রত্নোদকৈঃ শর্করাভি গু'ড়রত্নকুশোদকৈঃ॥ ১৫
সিতসর্ষপমুদ্গাভ্যাং[১] তিলক্ষীরৈস্তথা যবৈঃ।
রক্তচন্দনপুষ্পৈশ্চ দূর্ব্বাভী রোচনাযুতৈঃ।
নবভির্বিতরেদর্ঘ্যং শিলায়াং যোনিসন্নিধৌ॥ ১৬
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ তত আচমনীয়কম্।
মধুপর্কং স্নানজলং বস্ত্রং চন্দনভূষণম্॥ ১৭
পুষ্পং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ নেত্রাঞ্জনমতঃ পরম্।
নৈবেদ্যাচমনীয়ে চ প্রদক্ষিণনমস্কৃতী।
এতে ষোড়শ নির্দিষ্টা উপচারাস্তু পীঠতঃ॥ ১৮
আবাহয়েন্মহাদেবীং গায়ত্র্যা কামযোগয়া।
ত্বামেব বিদ্ধি বেতাল গুহ্যং ভৈরবদৈবতম্॥ ১৯
কামাখ্যে ত্বমিহাগচ্ছ যথাবন্মম সন্নিধৌ।
পূজাকর্ম্মণি সান্নিধ্যমিহ কল্পয় কামিনি॥ ২০
কামাখ্যায়ৈ চ বিদ্মহে কামেশ্বর্য্যৈ তু ধীমহি।
ততঃ কুর্য্যান্মহাদেবী ততশ্চান্ন প্রচোদয়াৎ।
এষা তু কামগায়ত্রী পূজয়েদনয়া শুভাম্॥ ২১

হুঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বাম হস্তে তালি দিয়া বেতালগণের উৎসারণ করিবে। ১৩

সাধক, উত্তর তন্ত্রোক্ত সমুদয় বিধানেরই অনুষ্ঠান করিবে এবং তন্ত্রোক্ত নিয়মে প্রাণায়াম করিবে। ১৪

পূজক—মধু, ক্ষীর, দধি, গোমূত্র, গোময়, রত্নোদক, শর্করা, গুড়, রত্ন এবং কুশোদক দ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রথমে দেবীকে স্নান করাইবে। ১৫

সিত-সর্ষপ, মুদ্গ, তিল, ক্ষীর, যব, রক্তচন্দন, পুষ্প, দূর্ব্বা এবং রোচনা—এই নয় প্রকার বস্তু দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া যোনি সমীপে শিলাতে প্রদান করিবে। ১৬

আসন, পাদ্য অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানজল, বস্ত্র, ভূষণ, চন্দন, পুষ্প ধূপ, দীপ, নেত্রাঞ্জন, নৈবেদ্য, আচমনীয়, প্রদক্ষিণ এবং নমস্কার পূর্ব্বকাল হইতে এই ষোড়শ প্রকার উপচার নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৭-১৮

কামযুক্ত গায়ত্রী দ্বারা মহাদেবীর আবাহন করিবে। হে বেতাল ও ভৈরব! ঐ গায়ত্রীকেই গুহ্য দেবতা বলিয়া জানিও। ১৯

হে কামাখ্যে দেবি! আপনি এই আমার সমীপে যথাবৎ আগমন করুন। হে কামিনি! আপনি আমার পূজাকার্য্যে সান্নিধ্য রক্ষা করুন। ২০

১। মুক্তাভ্যং—ইতি পাঠান্তরম্।

পূজাবসানে চ বলীন্ দেব্যাঃ প্রীত্যৈ নিবেদয়েৎ।
রুদ্রাক্ষমালয়া জাপ্যমাদরৈব সমাচরেৎ॥ ২২
নাক্ষরৈর্মূলমন্ত্রস্য ত্রিধাবৃত্তৈঃ প্রপূজয়েৎ।
কামাখ্যায়া ষড়ঙ্গানি আহ্বানানন্তরে তথা॥ ২৩
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রস্য করাঙ্গন্যাসয়োশ্চ যে।
স্বরাঃ প্রোক্তাস্তৈঃ স্বরৈস্ত সার্দ্ধচন্দ্রৈঃ সবিন্দুকৈঃ॥ ২৪
মূলমন্ত্রাদ্যক্ষরাভ্যাং যুগপত্তু নিযোজিতৈঃ।
কনিষ্ঠাদিক্রমেণৈব হৃন্ন্যাসং সমাচরেৎ॥ ২৫
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ কৃত্বা পশ্চাত্তু সাধকঃ।
হৃচ্ছিরস্তু শিখাবর্ম-নেত্রাস্যোদরপৃষ্ঠতঃ।
বাহ্বোঃ পার্শ্বোর্জঙ্ঘয়োশ্চ পাদয়োশ্চাপি বিন্যসেৎ॥ ২৬
অভয়ং বরদং হস্তমক্ষমালাঞ্চ সূত্রকম্।
পূজয়েচ্ছশিনং সূর্য্যং শিরশ্চান্দ্রকলাং তথা॥ ২৭
রক্তপদ্মং শবঞ্চৈব লৌহিত্যং অক্ষপুত্রকম্।
মনোভবং শিলাং তত্র শক্তিস্থাং শবমধ্যতঃ।
দেব্যাঃ প্রপূজয়েদ্ভক্তঃ করবালঞ্চ পার্শ্বতঃ॥ ২৮
পীঠাদিদেবতাস্তত্র যজেৎ কামেশ্বরীং শুভাম্।
ত্রিপুরাং পূজয়েন্মধ্যে পীঠপ্রত্যধিদেবতাম্॥ ২৯
শারদাঞ্চ মহোৎসাহাং মধ্য এব প্রপূজয়েৎ॥ ৩০

আমি কামাখ্যা দেবীকে জানিতেছি, কামেশ্বরী দেবীকে জানিতেছি, অতএব কুব্জাদেবী আমাদের অর্থসিদ্ধি করুন। ইহা কামাখ্যা দেবীর গায়ত্রী, ইহা দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। ২১

পূজার অবসানে দেবীর প্রীতি নিমিত্ত বলি প্রদান করিবে। রুদ্রাক্ষমালা-দ্বারা জপের অনুষ্ঠান করিবে। ২২

মূলমন্ত্রের ত্রিরাবৃত্ত তিনটি অক্ষর দ্বারা স্বকীয় অঙ্গ নামের অনুসারে কামাখ্যাদেবীর ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। ২৩

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রের কর এবং অঙ্গন্যাসে যে সকল স্বর উক্ত হইয়াছে, মূলমন্ত্রের আদিস্থিত অক্ষরদ্বয় অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুযুক্ত সেই সকল স্বরদ্বারা কনিষ্ঠাদিক্রমে অঙ্গ ন্যাস করিবে। ২৪-২৫

ভক্তসাধক—অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করিয়া, পরে হৃদয়, শির, শিখা, কর্ণ, নেত্র, আস্য, উদর, পৃষ্ঠ, বাহু, হস্ততল, জঙ্ঘা এবং পদদ্বয়েও মন্ত্রবিন্যাস করিবে। ২৬

অনন্তর, অভয়, বরদ, হস্ত, অক্ষমালা, সিদ্ধসূত্র, শিব, সূর্য্য এবং মস্তকস্থিত চন্দ্রকলারও পূজা করিবে। ২৭

ভক্ত সাধক, সেই শক্তি স্থানের মধ্যে রক্তপদ্ম, শব, লৌহিত্যব্রহ্মপুত্র, মনোভব শিলা এবং করবাল, দেবীর পার্শ্বে ইহাঁদিগেরও পূজা করিবে। ২৮

সেই স্থানে পীঠাদিদেবতা—শুভ-রূপিণী কামেশ্বরী দেবীর পূজা করিবে এবং মধ্যভাগে পীঠের প্রত্যধিদেবতা ত্রিপুরার পূজা করিবে। মধ্যভাগে মহোৎসাহা সারদারও পূজা করিবে। ২৯-৩০

চণ্ডেশ্বরী মহাদেবী দেব্যা নির্ম্মাল্যধারিণী।
যোনিমুদ্রা সমাখ্যাতা কামাখ্যায়া বিসর্জ্জনে ॥ ৩১
ইদং দ্রব্যন্তু সিন্দূরচন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ।
ইতি যো হি ময়া প্রোক্তো বিশেষঃ পরিপূজনে ॥ ৩২
এভির্বিশেষৈঃ সহিতং বৈষ্ণবীতন্ত্রগোচরম্।
সর্ব্বং কল্পং সমাদায় কামাখ্যাং পরিপূজয়েৎ ॥ ৩৩
অনেনৈব বিধানেন কামাখ্যাং যস্তু পূজয়েৎ।
মনোভবগুহামধ্যে স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৪
ব্রহ্মাণী চণ্ডিকা রৌদ্রী গৌরীন্দ্রাণী তথৈব চ।
কৌমারী বৈষ্ণবী দুর্গা নারসিংহী চ কালিকা ॥ ৩৫
চামুণ্ডা শিবদূতী চ বারাহী কৌশিকী তথা।
মাহেশ্বরী শাঙ্করী চ জয়ন্তী সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৩৬
কালী কপালিনী মেধা শিবা শাকম্ভরী তথা।
ভীমা শান্তা ভ্রামরী চ রুদ্রাণী চাম্বিকা তথা ॥ ৩৭
ক্ষমা ধাত্রী তথা স্বাহা স্বধাপর্ণা মহোদরী।
ঘোররূপা মহাকালী ভদ্রকালী ভয়ঙ্করী ॥ ৩৮
ক্ষেমঙ্করী চোগ্রচণ্ডা চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডাবতী চণ্ডী মহামোহা[১] প্রিয়ঙ্করী ॥ ৩৯
কলবিকরিণী দেবী বলপ্রমথিনী তথা।
মদনোন্মথিনী দেবী সর্ব্বভূতদমনী ॥ ৪০
উমা তারা মহানিদ্রা বিজয়া চ জয়া তথা।
পূর্ব্বোক্তাঃ শৈলপুত্র্যাদ্যা যোগিন্যষ্টৌ চ যাঃ ক্রমাৎ ॥ ৪১
তাভিরেভিশ্চ সহিতা চতুঃষষ্টিশ্চ যোগিনীঃ।
পূজয়েদ্গুহমধ্যস্থাঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪২

মহাদেবী চণ্ডেশ্বরী, কামাখ্যা দেবীর নির্ম্মালধারিণী এবং কামাখ্যা দেবীর বিসর্জ্জনের মুদ্রা যোনি-মুদ্রা। ৩১

সিন্দূর, চন্দন, অগুরু এবং কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য দেবীর অঙ্গরাগার্থ প্রদান করিবে। কামাখ্যা দেবীর পূজায় এইগুলিই বিশেষ। ৩২

এই বিশেষের সহিত বৈষ্ণবী-তন্ত্র-গোচর নিখিল কল্পের যোগ করিয়া কামাখ্যা দেবীর পূজা করিবে। ৩৩

যে মনুষ্য এইরূপ বিধানে মনোভব-গুহামধ্যে কামাখ্যা দেবীর পূজা করে, সে পরম গতিপ্রাপ্ত হয়। ৩৪

ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, গৌরী, রৌদ্রী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, দুর্গা, নারসিংহী, কালিকা, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বারাহী, কৌশিকী, মাহেশ্বরী, শঙ্করী, জয়ন্তী, সর্ব্বমঙ্গলা, কালী, কপালিনী, মেধা, শিবা, শাকম্ভরী, ভীমা, শান্তা, ভ্রামরী, রুদ্রাণী, অম্বিকা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, মহোদরী, ক্ষেমঙ্করী, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডী মহামোহা, প্রিয়ঙ্করী, কলবিকরিণী, বলপ্রমথিনী, মদনোন্মথিনী, সর্ব্বভূতদমনী, উমা, তারা, মহানিদ্রা, বিজয়া, জয়া এবং পূর্ব্বোক্ত শৈলপুত্রী প্রভৃতি অষ্টযোগিনী, ইঁহারা সকলে

১। মহামায়া।

নানাবিধঞ্চ নৈবেদ্যং পানং পায়সমেব চ।
মোদকাপূপপিষ্টাদি দেব্যৈ সম্যক্ প্রদাপয়েৎ ॥ ৪৩
এবন্তু পূজয়েদ্দেবীং কামাখ্যাং বরদায়িনীম্।
ভক্তিযুক্তো নরো যস্তু স সর্ব্বান্ লভতে প্রিয়ান্ ॥ ৪৪
মহোৎসাহা তু যা দেবী মহামায়া তু সা স্মৃতা।
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রেণ সা পূজ্যা যোনিমণ্ডলে ॥ ৪৫
তদেব মণ্ডলং তস্যা অঙ্গন্যাসং তথৈব চ।
স এব পূজাপর্য্যায়ে ধ্যানং সৈব দেবতা।
তন্ত্রং[1] তদেবমুক্তন্তু তস্যান্যথং তু কিঞ্চন ॥ ৪৬
মণ্ডলাদিবিসৃষ্ট্যর্থং মহামায়া মহোৎসবে।
যৎপ্রোক্তং তেন তাং দেবীং মহোৎসাহাঞ্চ মণ্ডলে।
স্নানপূর্ব্বং পূজয়েত্তু মধ্বাজ্যাদিভিরাসবৈঃ ॥ ৪৭
শৃণুতং ত্রিপুরামূর্ত্তেঃ কামাখ্যায়াঃ প্রপূজনম্।
এতস্যা মূলমন্ত্রঞ্চ পূর্ব্বমুত্তরতন্ত্রকে।
যুবয়োরিষ্টয়োঃ সম্যক্ ক্রমাত্তৎপ্রতিপাদিতম্ ॥ ৪৮
বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চ তামরঞ্চেতি তত্রয়ম্।
সর্ব্বধর্ম্মার্থকামাদিসাধকং কুণ্ডলীযুতম্ ॥ ৪৯
ত্রীণ্যাস্যাং পুরতো যস্মাদ্দুর্গা ধ্যাতা মহেশ্বরী।
ত্রিপুরেতি ততঃ খ্যাতা কামাখ্যা কামরূপিণী ॥ ৫০

মিলিত হইয়া চতুঃষষ্টি যোগিনী হন। মণ্ডলের মধ্যে সকল প্রকার কাম এবং অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত এই চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবে। ৩৫-৪২

দেবীকে নানাবিধ নৈবেদ্য ও পানীয় দ্রব্য, পায়স, মোদক, অপূপ এবং পিষ্টকাদি সমর্পণ করিবে। ৪৩

যে ভক্তিযুক্ত মনুষ্য উপরি-উক্ত নিয়ম অনুসারে বরদায়িনী কামাখ্যা দেবীর আরাধনা করে, সে সকল প্রকার অভিলষিত লাভ করে। ৪৪

যে মহামায়া দেবী মহোৎসাহা নামে বিখ্যাত, যোনিমণ্ডলে বৈষ্ণবী তন্ত্রের মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকেও পূজা করিবে। ৪৫

উহাই তাঁহার মণ্ডল, তাঁহার অঙ্গন্যাস পূর্ব্বোক্তরূপ। পূজার ক্রম এবং ধ্যানও পূর্ব্বোক্তরূপ,—উভয় দেবতা একই। মুখ্য মন্ত্রও একরূপ; অন্য কোন বিষয়ে কিছু প্রভেদ নাই। ৪৬

মহামায়ার মহোৎসবে মণ্ডল হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত যে সকল বিধানের কথন হইয়াছে, স্নানপূর্ব্বক মণ্ডলমধ্যে মহোৎসাহা দেবীকেও সেইরূপ বিধানে মধু ও মদ্যাদিদ্বারা পূজা করিবে। ৪৭

এক্ষণে ত্রিপুরা-মূর্ত্তি কামাখ্যা পূজা শ্রবণ কর। ইহার মূল মন্ত্র—পূর্ব্বে উত্তর তন্ত্রে প্রিয় শিষ্য তোমাদের উভয়ের নিকট প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৪৮

বাগ্‌ভব, কামবীজ এবং ঈশ্বর, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামাদির সাধক এই তিনটি কুণ্ডলীযুক্ত হইয়া ত্রিপুরা দেবীর মূলমন্ত্র হয়। ৪৯

যেহেতু মহেশ্বরী দুর্গাদেবী তিনের অগ্রে ধ্যাত হন, এইজন্য কামরূপিণী কামাখ্যা ত্রিপুরা নামে প্রসিদ্ধ। ৫০

১। মন্ত্রং তু দেবতাত্যাঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

তস্যাস্তু স্থাপনং যাদৃক্‌কামাখ্যায়াঃ প্রকীর্ত্তিতম্‌ ।
তেনৈব স্থাপনং কুর্য্যান্মূলমন্ত্রেণ পূজকঃ ॥ ৫১
ত্রিকোণং মণ্ডলঞ্চাস্যাস্ত্রিপুরঞ্চ ত্রিরেখকম্‌ ।
মন্ত্রন্তু ত্র্যক্ষরং জ্ঞেয়ং তথা রূপং ত্রয়ং পুনঃ ॥ ৫২
ত্রিবিধা[১] কুণ্ডলী শক্তি-স্ত্রিদেবানাঞ্চ সৃষ্টয়ে ।
সর্ব্বং ত্রয়ং ত্রয়ং যস্মাত্ত্রিপুরা তেন সা স্মৃতা ॥ ৫৩
উদীচ্যামথ পূর্ব্বোক্তা রেখাঃ কার্য্যাস্তু মণ্ডলে ।
ত্রিস্ত্রিরেখাস্তু কর্ত্তব্যাস্তা এব পুষ্পচন্দনৈঃ ।
ঐশান্যামথ নৈর্ঋত্যাং যত্নং কৃত্বা তু সংলিখেৎ ॥ ৫৪
নৈর্ঋত্যাচ্চৈব বায়ব্যাং ততো হৈশান্যগাং পুনঃ ।
এবং ত্রিকোণং বিলিখেন্মণ্ডলস্যান্তরে পুনঃ ॥ ৫৫
ঐশান্যাদ্যাস্তু[২] যা রেখা সা তু শক্তির্নিগদ্যতে ॥ ৫৬
নৈর্ঋত্যাং বায়বীং যাতা ততো হৈশানগা তু যা ।
সা তু শম্ভুঃ সমাখ্যাতা শক্ত্যা শম্ভুং বিভেদয়েৎ ॥ ৫৭
শক্ত্যা বিভিন্নং তচ্ছম্ভুং বেষ্টয়েৎ কমলেন তু ।
অষ্টপত্রেণ তাং ধ্যাত্বা ত্রিবর্ণাং প্রাক্‌ প্রপূজয়েৎ ।
ত্রিভিস্ত্রিভিস্তু রেখাভিঃ শক্তিং শম্ভুঞ্চ বেষ্টয়েৎ ॥ ৫৮
স্থানস্যাভ্যুক্ষণং সম্যঙ্মার্জ্জনং লিখনন্তথা ।
অস্ত্রমন্ত্রপ্রয়োগাদ্যাং ভূতানামপসারণম্‌ ॥ ৫৯

কামাখ্যা দেবীর যেরূপ স্থাপন উক্ত হইয়াছে—সাধক, মূলমন্ত্র দ্বারা তাঁহারও সেইরূপে স্থাপন করিবে। ৫১

ইঁহার মণ্ডল ত্রিকোণ—রেখাত্রয়ে নির্ম্মিত তিনটি পুর, মন্ত্র ত্র্যক্ষর, রূপ তিন প্রকার এবং ত্রিদেবের সৃষ্টির নিমিত্ত কুণ্ডলী শক্তিও ত্রিবিধ। যেহেতু এই সমুদয় বস্তুই তিন তিন, এই নিমিত্ত ইঁহার নাম ত্রিপুরা। ৫২-৫৩

মণ্ডলের উত্তরে পূর্ব্বোক্ত তিনটী রেখা পুষ্প এবং চন্দনদ্বারা অঙ্কিত করিবে। ঈশান কোণ হইতে নৈর্ঋত কোণে ঐ রূপ তিনটী করিয়া রেখা লিখিবে। ৫৪

নৈর্ঋত হইতে বায়ুকোণে এবং বায়ু হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার রেখা অঙ্কিত করিবে। মণ্ডলের মধ্যে ঐরূপ একটী ত্রিকোণ ক্ষেত্র লিখিবে। ৫৫

ঈশান কোণ হইতে যে রেখা প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা শক্তি নামে অভিহিত হয়। ৫৬

নৈর্ঋত হইতে বায়ুকোণে এবং বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণে যে রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, উহা শম্ভুনামে অভিহিত হয়; শক্তি হইতে শম্ভুর ভেদ করিবে। ৫৭

শক্তি হইতে বিভিন্ন শম্ভুকে অষ্টদল কমল দ্বারা বেষ্টন করিবে। তাহার পর ঐ রেখাকে ত্রিবর্ণারূপে ধ্যান করিয়া প্রথমে তাহার পূজা করিবে। তদনন্তর তিন তিনটি রেখা দ্বারা শক্তি ও শম্ভুকে বেষ্টন করিবে। ৫৮

অনন্তর, স্থানের অভ্যুক্ষণ, মার্জ্জন, লিখন, অস্ত্রমন্ত্র প্রয়োগদ্বারা ভূতদিগের অপসারণ করিবে। ৫৯

১। ত্রিপুরা।
২। ঐশান্যাদিষু ইতি পাঠান্তরম্‌।

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রোক্তং তথৈবোত্তরতন্ত্রকে।
যৎ প্রোক্তং তত্তু সামান্যং প্রকুর্য্যাৎ সাধকো নরঃ॥ ৬০
ত্রিপুরায়া বিশেষেণ সহিতং পূজনক্রমম্‌॥ ৬১
এতত্রিকোণং দেবানাং ত্রয়াণাং স্থানমিষ্যতে॥ ৬২
ঐশান্যান্তু তথেশানো নৈর্ঋত্যাঞ্চতুরাননঃ।
বায়ব্যান্তু তথা ব্রহ্মা ষট্‌কোণস্থ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৬৩
দলং ত্বেকপুরং প্রোক্তং কেশরঞ্চাপরং পুরম্‌।
পুরং শেষং ত্রিকোণন্তু ত্রিপুরং মণ্ডলং স্মৃতম্‌॥ ৬৪
দলেষু কেশরে চাপি ত্রিকোণে চ ত্রিধা ত্রিধা
রেখাস্তু বিহিতাঃ সম্যক্‌ কুর্য্যাত্তত্র পুনঃ পুনঃ॥ ৬৫
উত্তরং তত্তবেদ্দ্বারং তস্য বৈ ধনুরাকৃতিঃ।
পূর্ব্বদ্বারন্ত ষট্‌কোণঞ্চতুষ্কোণন্ত দক্ষিণে॥ ৬৬
পশ্চিমং তোরণাকারং যথা চান্যত্র মণ্ডলে॥ ৬৭
ঐশান্যাং পঞ্চবাণাংস্তু লিখেদগ্নৌ চ তদ্ধনুঃ।
নৈর্ঋত্যাং পুস্তকঞ্চাপি বায়ব্যামক্ষমালিকাম্‌॥ ৬৮
এবং কৃত্বা মণ্ডলন্তু ধৃত্বা বামেন পাণিনা।
বাগীশ্বরে নম ইতি মণ্ডলং পূজয়েত্ততঃ॥ ৬৯
পূজয়িত্বা ততো ভূতান্‌ কালিকাত্রিতয়েন তু।
মূলমন্ত্রেণ পূর্ব্বোক্তৈর্মন্ত্রৈরপি সমাচরেৎ॥ ৭০

সকল কার্য্যে উত্তর তন্ত্রে বৈষ্ণবীতন্ত্র-মন্ত্র-প্রসঙ্গে যাহা সামান্যাকারে উক্ত হইয়াছে, সাধক মনুষ্য তৎসমুদয় করিবে। ৬০

ত্রিপুরা দেবীর পূজাক্রমে যাহা বিশেষ বলা হইয়াছে, তাহাও করিবে। ৬১

পূর্ব্বে যে ত্রিকোণ ক্ষেত্রের কথা বলা হইয়াছে, উহা ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়ের স্থান বলিয়া অভিহিত হয়। ৬২

ঈশান কোণে মহাদেব, নৈর্ঋতকোণে ব্রহ্মা এবং বায়ুকোণে বিষ্ণু অবস্থান করেন, ষট্‌কোণেও ঐ সকল দেবতা কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৬৩

দল একটি পুর, কেশর একটি পুর এবং অবশিষ্ট ত্রিকোণ একটি পুর—এই-রূপে উহা ত্রিপুরমণ্ডল নামে অভিহিত হইয়াছে। ৬৪

দলে, কেশরে এবং ত্রিকোণে যে তিন তিনটি করিয়া রেখা বিহিত হইয়াছে, তাহা পুনঃ পুনর্ব্বার করিবে। ৬৫

উত্তরে দ্বার হইবে, ঐ দ্বারের আকার ধনুকের মত; পূর্ব্বদ্বার ষট্‌কোণ এবং দক্ষিণদ্বার চতুষ্কোণ। ৬৬

পশ্চিমদ্বার তোরণাকার হইবে, যেমন অন্য মণ্ডলে হইয়া থাকে। ৬৭

ঈশানকোণে পাঁচটী বাণের স্বরূপ লিখিবে, অগ্নিকোণে ধনুকের স্বরূপ লিখিবে। নৈর্ঋতকোণে পুস্তক এবং বায়ুকোণে অক্ষমালা লিখিবে। ৬৮

এইরূপ মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া উহা বামহস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া 'বাগীশ্বরে নমঃ' এই বলিয়া মণ্ডলের পূজা করিবে। ৬৯

এইরূপে মণ্ডলের পূজা করিয়া মূলমন্ত্র এবং পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসকল উচ্চারণ-পূর্ব্বক তালত্রয় দ্বারা ভূতগণের পূজা করিবে। ৭০

ঐশান্যাদিক্রমাদ্দ্বে দ্বে নায়িকাং পূজয়েন্নরঃ।
পদ্মমণ্ডলয়োর্মধ্যে অগ্নৌ দ্বে চ প্রপূজয়েৎ ॥ ১১৪
ব্রহ্মাণীং ভৈরবীঞ্চৈব তথা মাহেশ্বরীমপি।
কৌমারীং বৈষ্ণবীঞ্চৈব নারসিংহীং তথৈব চ ॥ ১১৫
বারাহীঞ্চ তথেন্দ্রাণীং চামুণ্ডাং চণ্ডিকাং তথা।
আধারশক্তিপ্রভৃতীন্ মণ্ডলস্য তু মধ্যতঃ।
বৈষ্ণবীতন্ত্রকল্পোক্তান্ সর্ব্বান্ ভৈরব পূজয়েৎ ॥ ১১৬
শিবস্য পঞ্চ যাঃ প্রোক্তাঃ সদ্যোজাতাদয়ঃ পুরা।
মূর্ত্তয়স্তাঃ পদ্মমধ্যে পঞ্চপ্রেতত্বমাগতাঃ ॥ ১১৭
তাঃ পঞ্চ পূজয়েন্মধ্যে রক্তপদ্মং শবং তথা।
সিংহঞ্চ পূজয়েত্তত্র জগদাধার-সংজ্ঞিতম্ ॥ ১১৮
জয়ন্তীং মঙ্গলাং কালীং ভদ্রকালীং কপালিনীম্।
দুর্গাং ক্ষমাং শিবাং ধাত্রীং স্বধাং স্বাহাঞ্চ পূজয়েৎ ॥ ১১৯
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
এতাঃ সম্পূজয়েন্মধ্যে মণ্ডলস্য বিশেষতঃ ॥ ১২০
আদিত্যাদীন্ গ্রহান্ সর্ব্বান্ স্বপতো হ্যস্ত্রসংযুতান্।
ক্রমাৎ প্রত্যেকমুদ্দিশ্য পার্শ্বে পার্শ্বে প্রপূজয়েৎ ॥ ১২১
দিক্পালানাঞ্চ মন্ত্রেণ তথা সর্ব্বাংস্তু দিক্পতীন্।
অস্ত্রমন্ত্রেস্তু তান্ সর্ব্বাংস্তেষাং মন্ত্রাণি ভৈরব ॥ ১২২

অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ এবং সংহারী এই নয় জন নায়ক। ১১৩

সাধক মনুষ্য ঈশানকোণাদিক্রমে দু'টি দু'টি করিয়া নায়িকার পূজা করিবে এবং পদ্ম ও মণ্ডলের মধ্যে অগ্নিকোণেও দুজনের পূজা করিবে। ১১৪

ঐ সকল নায়িকার নাম ব্রহ্মাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, নারসিংহী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা এবং চণ্ডিকা। ১১৫

হে ভৈরব! মণ্ডলের মধ্যে বৈষ্ণবী তন্ত্রকল্পোক্ত সমুদয় আধার শক্তি প্রভৃতির পূজা করিবে। ১১৬

পূর্ব্বে সদ্যোজাত প্রভৃতি যে মহাদেবের পঞ্চ মূর্ত্তি কথিত হইয়াছে, উহারা পদ্মমধ্যে প্রেতত্ব প্রাপ্ত পাইয়াছে। ১১৭

পদ্মমধ্যে ঐ সকল মূর্ত্তির এবং রক্ত-পদ্ম-রূপ শবেরও পূজা করিবে। এই সেই স্থানে জগতের আধার সিংহের পূজা করিবে। ১১৮

জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা এবং স্বধা ইঁহাদিগেরও পূজা করিবে। ১১৯

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা এবং চণ্ডিকা ইঁহাদিগকে মণ্ডলমধ্যে বিশেষ করিয়া পূজা করিবে। ১২০

নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র সংযুক্ত আদিত্যাদি গ্রহগণের প্রত্যেককে উদ্দেশ করিয়া যথাক্রমে বাম পার্শ্বে পূজা করিবে। ১২১

হে ভৈরব! সমুদয় দিক্পালগণকে দিক্পালদিগের মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে, অস্ত্রমন্ত্রই তাঁহাদিগের মন্ত্র। ১২২

কর্ণরন্ধ্রে তথা ব্রহ্মদ্বারং কেশতলং তথা।
নাসিকারন্ধ্রযুগলং জানুযুগ্মং পদদ্বয়ম্।
ত্রিধা ত্রিধা ন্যসেদেভিঃ ষড়্‌ভির্মন্ত্রৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮২
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাৎ পূরকৈঃ কুম্ভকৈস্তথা।
রেচকেনাপি ত্রিপুরামূর্ত্তিং দেবীং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৮৩
দহনপ্লবনং কৃত্বা আত্মাং মূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ।
ত্রিধাদৃত্যাথ হৃদয়ে তাং মূর্ত্তিং শৃণু ভৈরব ॥ ৮৪
সিন্দূরপুঞ্জসঙ্কাশাং ত্রিনেত্রাস্তু চতুর্ভুজাম্।
বামোর্দ্ধে পুষ্পকোদণ্ডং ধৃত্বাধঃ পুস্তকং তথা ॥ ৮৫
দক্ষিণোর্দ্ধে পঞ্চবাণানক্ষমালাং তথাপ্যধঃ।
চতুর্ণাং কুণপানান্তু পৃষ্ঠেঽন্যং কুণপান্তরম্ ॥ ৮৬
নিধায় তস্য পৃষ্ঠে তু সমপাদেন সংস্থিতাম্।
জটাজূটার্দ্ধচন্দ্রেণ সমাবদ্ধশিরোধরাম্ ॥ ৮৭
নম্রাং ত্রিবলিভেদেন চারুমধ্যাং মনোহরাম্।
সর্ব্বালঙ্কারসম্পূর্ণাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং শুভাম্ ॥ ৮৮
দ্রবন্তু বিপদন্দোহাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্।
এনান্তু প্রথমং ধ্যাত্বা ত্রিধাত্মানন্তু চিন্তয়েৎ ॥ ৮৯
তদ্রূপঞ্চ ততঃ পশ্চাৎ পুষ্পং তদ্বাগ্‌ভবেন তু।
স্বমস্তকে পুনর্দদ্যাদঙ্গন্যাসং পুনস্তথা ॥ ৯০
মন্ত্রত্রয়ং ত্রিধা জপ্ত্বা বাগ্‌ভবাদ্যন্তু সাধকঃ।
অর্ঘ্যপাত্রস্য তোয়েন্তু তৈস্তোয়ৈঃ সেচয়েচ্ছিরঃ ॥ ৯১

কর্ণরন্ধ্র দ্বয়ে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, কেশতলে, নাসিকারন্ধ্রদ্বয়ে, জানুযুগলে এবং পদদ্বয়ে পূর্ব্বোক্ত ছয়টী মন্ত্র এক একটী পৃথক্ উচ্চারণ করিয়া তিন তিন বার ন্যাস করিবে। ৮২

অনন্তর পূরক, কুম্ভক এবং রেচক দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া, ত্রিপুরা দেবীর মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। ৮৩

প্রাণায়াম দ্বারা তিনবার দহন এবং প্লবন করিয়া, হৃদয়ে দেবীমূর্ত্তির ধ্যান করিবে। হে ভৈরব! এক্ষণে সেই দেবীমূর্ত্তি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৪

ঐ মূর্ত্তি সিন্দূর-পুঞ্জ-সঙ্কাশা, ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে পুষ্পধনুঃ এবং অধোহস্তে পুস্তক। ৮৫

দক্ষিণের ঊর্দ্ধহস্তে পাঁচটী বাণ এবং অধোহস্তে অক্ষমালাধারিণী; চারিটী কুণপের পৃষ্ঠে আর একটী কুণপ রক্ষা করিবে। ৮৬

তাহার পৃষ্ঠে সমপাদে দণ্ডায়মানা; জটাজূট এবং অর্দ্ধচন্দ্রদ্বারা সমাবদ্ধ-কেশা। ৮৭

নম্রা, বলিত্রয় শোভিত-মধ্যা, মনোহরা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, শুভরূপা, ধন-বিতরণকারিণী এবং সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না এই মূর্ত্তির প্রথমে ধ্যান করিয়া আত্মাকে ত্রিধারূপে চিন্তা করিবে। ৮৮-৮৯

তদনন্তর আবার ঐ রূপের চিন্তা করিয়া, বাগ্‌ভবমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আপনার মস্তকে পুষ্প রাখিবে এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত অঙ্গন্যাস করিবে। ৯০

পূজোপকরণজাণি ত্রিরভ্যুক্ষ্য তথৈব তু।
কামপীঠং ততো ধ্যাত্বা পূজয়েৎ ক্রমতস্তিমান্ ॥ ৯২
গণেশঞ্চ গণাধ্যক্ষং গণনাথং তথৈব চ।
গণক্রীড়ং চ পূর্ব্বাদিদ্বারে মন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥
হৈরম্ববীজমেতেষাং মন্ত্রস্ত পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৩
বিদ্যাশান্তির্নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা দ্বারপালকাঃ।
কলাস্তাঃ পূজয়েৎ সম্যক্ পূর্ব্বাদিক্রমতস্তথা ॥ ৯৪
সিদ্ধপুত্রং জ্ঞানপুত্রং তথা সহজপুত্রকম্।
শেষং সময়পুত্রস্ত পূজয়েদ্বটুকানিমান্ ॥ ৯৫
প্রত্যেকন্ত ত্রিধং দেবীং বটুকানাং পরে যজে।
শ্রীমিত্যনেন মন্ত্রেণ পূর্ব্বাদৌ পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৯৬
সিদ্ধস্য সহজস্যাথ জ্ঞানস্য সময়স্য চ।
মুখ্যাগং পূজয়েৎ কোণে ঐশান্যাদৌ তু মণ্ডলে ॥ ৯৭
গোরটং ডামরঞ্চৈব লৌহজঙ্ঘং তথৈব চ।
ভূতনাথং ক্ষেত্রপালমীশানাদৌ প্রপূজয়েৎ ॥ ৯৮
মণ্ডলস্য চ মধ্যে তু পঞ্চবাণান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৯৯
দ্রাবণং শোষণঞ্চৈব বন্ধনং মোহনং তথা।
আকর্ষণঞ্চ মধ্যেন মধ্যেনৈব প্রপূজয়েৎ ॥ ১০০
ততস্ত্রিষথ কোণেষু পূজয়েৎ ত্রিযোগিনীঃ।
ভগন্ত ভগজিহ্বাঞ্চ ভগাস্যামুক্তবাদিকম্ ॥ ১০১

অনন্তর সাধক, বাগ্ভবাদি মন্ত্রত্রয়ের তিন বার জপ করিয়া অর্ঘ্যপাত্রান্তর্গত জল আত্মমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মস্তকে সিঞ্চন করিবে। ৯১

ঐ জলদ্বারা পূজার উপকরণ সকল বারত্রয় অভ্যুক্ষিত করিবে। অনন্তর কামপীঠের ধ্যান করিয়া বক্ষ্যমাণ দেবতাদিগের পূজা করিবে। ৯২

মূল মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পূর্ব্বাদি দ্বারে ক্রমশঃ গণেশ, গণাধ্যক্ষ, গণনাথ এবং গণক্রীড়ের পূজা করিবে। হেরম্ববীজই ইঁহাদের মূলমন্ত্র অবধারিত হইয়াছে। ৯৩

বিদ্যা, শান্তি, নিবৃত্তি এবং প্রতিষ্ঠা ইঁহারা দ্বারপালিকা; পূর্ব্বাদিক্রমে ইঁহাদিগের সম্যক্ পূজা করিবে। ৯৪

সিদ্ধপুত্র, জ্ঞানপুত্র, সহজপুত্র এবং সময়পুত্র এই চারিটি বটুকেরও পূজা করিবে। ৯৫

প্রত্যেক বটুকের ওপর শ্রীদেবীর পূজা করিবে। মণ্ডলের ঈশানাদি কোণে সিদ্ধ, সহজ, জ্ঞান এবং সময় ইঁহাদের পূজা করিবে। ৯৬-৯৭

ঈশানাদিক্রমে গোরট, ডামর, লৌহজঙ্ঘ এবং ভূতনাথ এই ক্ষেত্রপাল চতুষ্টয়েরও পূজা করিবে। ৯৮

মণ্ডলের মধ্যে পাঁচটি বাণের সম্যক্রূপে পূজা করিবে। ৯৯

দ্রাবণ, শোষণ, বন্ধন, মোহন এবং আকর্ষণ এই পাঁচটি বাণ ইষুমন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে। ১০০

অনন্তর তিনকোণে যথাক্রমে ভগা, ভগজিহ্বা এবং ভগাস্যা এই তিন যোগিনীর পূজা করিবে। ১০১

ক্রমাত্তু পূজ্যাস্তিস্রোঽন্যা অন্তা মধ্যে ত্রিকোণকে।
ভগমালিনীন্ত প্রথমে দ্বিতীয়ে তু ভগোদরীম্ ॥ ১০২
তৃতীয়ে ভগমোহান্তু যোগিনীং কামরূপিণীম্ ॥ ১০৩
অনঙ্গকুসুমাং দেবীং তথৈবানঙ্গমেখলাম্।
অনঙ্গমদনাঞ্চৈব হ্যনঙ্গমদনাতুরাম্ ॥ ১০৪
অনঙ্গবেগাকানঙ্গমালিনীং মদনাতুরাম্।
দলকেশরমধ্যে তু হ্যষ্টমীং মদনাঙ্কুশাম্ ॥ ১০৫
শৈলপুত্র্যাদয়শ্চাষ্টৌ ত্রিপুরাপূজনক্রমে ॥ ১০৬
এতন্নামভিরব্যগ্রা বহ্বয়ঃ কামযোগিনীঃ।
বাগ্‌ভবেন তথা দুর্গাং নেত্রবীজাত্মকেন তু ॥ ১০৭
অঙ্গন্যাসং সমন্ত্রৈস্তু ষড়্‌ভিরষ্টাবিমান্ পুনঃ।
পূজয়েৎ ক্ষেত্রপালাংস্তু মধ্যে কিঞ্জল্কপত্রয়োঃ ॥ ১০৮
হেতুকং ত্রিপুরঘ্নং চ অগ্নিজিহ্বং তথৈব চ ॥ ১০৯
অগ্নিবেতালসংজ্ঞঞ্চ কালঞ্চাথ করালকম্।
একপাদং ভীমনাথমুত্তরাদিক্রমেণ তু ॥ ১১০
এভিরেবাষ্টভির্মন্ত্রৈঃ কামরাজেন সংযুতৈঃ।
ভৈরবানসিতাঙ্গাদীন্ নায়কান্ পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ১১১
মণ্ডলস্য চতুর্দ্দিক্ষু দ্বৌ দ্বৌ পূর্ব্বাদিষু ক্রমাৎ।
পদ্মমণ্ডলয়োর্মধ্যে শেষমেকন্তু পূজয়েৎ ॥ ১১২
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তৌ ভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারশ্চেতি বৈ নব ॥ ১১৩

তাহার পর মধ্যস্থিত ত্রিকোণে ক্রমশঃ অপর যোগিনীত্রয়ের পূজা করিবে। প্রথমকোণে ভগমালিনী, দ্বিতীয়কোণে ভগোদরী এবং তৃতীয়কোণে কামরূপিণী ভগমোহা যোগিনীর পূজা করিবে। ১০২-১০৩

অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমেখলা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা অনঙ্গবেগা, অনঙ্গমালিনী, মদনাতুরা এবং মদনাঙ্কুশা, এই আটজন দেবীকে দল ও কেশরের মধ্যে পূজা করিবে। ত্রিপুরার পূজনক্রমে শৈলপুত্রী প্রভৃতি আটজন যোগিনীর পূজা করিবে। ১০৪-১০৬

এই সকল কামযোগিনীদিগকে, নাম উল্লেখ করিয়া অব্যগ্রভাবে অর্চনা করিয়া বাগ্‌ভববীজদ্বারাই হউক অথবা দুর্গার নেত্রবীজের অন্তদ্বারাই হউক, পূজা করিবে। ১০৭

পুনর্ব্বার অঙ্গন্যাস মন্ত্রদ্বারা কিঞ্জল্কপত্রের মধ্যে বক্ষ্যমাণ ছয় জন ইষ্ট ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। ১০৮

তাঁহাদের নাম হেতুক, ত্রিপুরঘ্ন, অগ্নিজিহ্ব, অগ্নিবেতাল, কাল এবং করাল। কামবীজযুক্ত ঐ আটটি মন্ত্রদ্বারা উত্তরাদিক্রমে একপাদ এবং ভীমনাথ প্রভৃতির পূজা করিবে। ১০৯-১১০

মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে এক একটিকে দু'টি করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে অসিতাঙ্গাদি নব নায়কের আটজনের পূজা করিবে এবং পদ্মমণ্ডলের মধ্যে অবশিষ্ট একের পূজা করিবে। ১১১-১১২

নবভিশ্ছোটিকাভিস্ত ত্রিধা কৃত্বা তু বেষ্টনম্ ।
অভ্যুক্ষণং ততঃ কুর্য্যাদ্ভূতানামপসারণম্ ॥ ৭১
প্রতিপত্তিস্ত পাত্রস্ত অর্ঘ্যার্থং নবধা পুনঃ ।
পূর্ব্ববং সাধকঃ কুর্য্যাদ্দহনং প্লবনং তথা ॥ ৭২
অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ প্রথমং ধেনুমুদ্রয়া ।
যোনিমুদ্রাং ততঃ কুর্য্যাৎ পাত্রতোয়ন্ত ত্রিঃ স্পৃশেৎ ॥ ৭৩
মার্ত্তণ্ডভৈরবায়ার্ঘ্যং দূর্ব্বাভিঃ সিদ্ধসর্ষপৈঃ ।
রক্তপুষ্পৈশ্চন্দনৈশ্চ সগণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৭৪
পাণিকচ্ছপিকাং কৃত্বা চিন্তনং যোনিমুদ্রয়া ॥ ৭৫
আদৌ মধ্যে চ কর্ত্তব্যং ক্রমাদ্বেতালভৈরব ।
অস্ত্রমন্ত্রেণ পাত্রস্ত স্থাপনার্থস্তু মণ্ডলম্ ॥ ৭৬
ষট্‌কোণন্তু লিখেৎ পূর্ব্বং তন্মন্ত্রস্থাপনেঽপি চ ।
ঐঁ আঁ হ্রীমিতি মন্ত্রেণ ত্রিধা পাত্রে জলং ক্ষিপেৎ ॥ ৭৭
ত্রিধা গন্ধঞ্চ পুষ্পঞ্চ ত্রিধা দূর্ব্বাক্ষতং পুনঃ ॥ ৭৮
হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রৈঁ হ্রৌমিতি চ অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমাৎ ন্যসেৎ ॥ ৭৯
ওঁ হ্রঃ ইত্যস্ত্রমন্ত্রেণ পাণিপৃষ্ঠতলে তথা ।
হৃদয়াদিক্রমাৎ পশ্চান্ন্যাসং কুর্য্যাদ্ ত্রিধা ত্রিধা ॥ ৮০
সংযোজ্য পাণ্যোঃ ক্রমতশ্চাঙ্গুষ্ঠাদি দ্বয়ং দ্বয়ম্ ।
ত্রিধা ত্রিধা পৃথক্ কুর্য্যাচ্ছেষাঙ্গানি চ বিন্যসেৎ ॥ ৮১

আপনাকে তিনবার বেষ্টন করিয়া নয়টি তুড়ি মারিয়া ভূতদিগের অপসারণের নিমিত্ত অভ্যুক্ষণ করিবে। ৭১

সাধক, অর্ঘ্যের নিমিত্ত পাত্রের পূর্ব্ববৎ নয় প্রকার প্রতিপত্তি করিবে। প্রথমে দহন, প্লবন এবং ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিবে। ৭২

অনন্তর যোনিমুদ্রা করিয়া তিনবার পাত্রের জল স্পর্শ করিবে। দূর্ব্বা, সিতসর্ষপ, রক্তপুষ্প এবং চন্দন দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া সগণ মার্ত্তণ্ড ভৈরবকে নিবেদন করিবে। ৭৩-৭৪

অনন্তর হস্তদ্বয় কচ্ছপাকার করিয়া যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। হে বেতাল ও ভৈরব। ধ্যানের আদিতেই হউক অথবা মধ্যেই হউক, অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পাত্র স্থাপনার্থ মণ্ডল করিবে। ৭৫-৭৬

প্রথমে একটি ষট্‌কোণ লিখিবে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রমন্ত্র পাঠ করিয়া পাত্র স্থাপন করিবে। অনন্তর ঐঁ আঁ হ্রীঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, পাত্রে তিনবার জলক্ষেপ করিবে। ৭৭

ঐ পাত্রে গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা এবং অক্ষতও তিন তিন বার করিয়া নিক্ষেপ করিবে। ৭৮

অনন্তর ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রৈঁ হ্রৌঁ, এই সকল মন্ত্রদ্বারা অঙ্গুষ্ঠাদি ক্রমে ন্যাস করিবে। ৭৯

'ওঁ হ্রঃ' এই অস্ত্রমন্ত্রদ্বারা পাণি-পৃষ্ঠ এবং তলদ্বয়ে ন্যাস করিবে। পরে এইরূপে হৃদয়াদি ক্রমে তিন তিনবার ন্যাস করিবে। ৮০

হস্তের দুটী দুটী অঙ্গুলী সংযুক্ত করিয়া, অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমে তিন তিনবার করিয়া ন্যাস করিবে এবং অবশিষ্ট অঙ্গদিগেরও ন্যাস করিবে। ৮১

নাথং কামেশ্বরং তত্র একবক্ত্রং চতুর্ভুজম্ ।
ভস্মশ্বেতং মধ্যহৃদি রক্তপুষ্পৈশ্চ কুঙ্কুমৈঃ ।
ত্রিশূলঞ্চ পিনাকঞ্চ বামহস্তদ্বয়ে স্থিতম্ ॥ ১২৩
উৎপলং বীজপূরঞ্চ দক্ষিণদ্বিতয়ে তথা ।
শ্বেতপদ্মোপরিস্থঞ্চ ধ্যাত্বা মধ্যে প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৪
কামাখ্যাং মূর্ত্তিতো ধ্যাত্বা কামাখ্যামপি পূজয়েৎ ॥ ১২৫
কামেশ্বরীং তত্র দেবীং পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।
বক্ষ্যমাণেন রূপেণ তত্র বেতালভৈরবৌ ॥ ১২৬
করালং ক্ষেত্রপালঞ্চ কর্ত্রিকর্পরধারিণম্ ।
পূজয়েদ্দীনমত্যর্থং দংষ্ট্রাভিন্নাধরং ভবম্[1] ॥ ১২৭
তিন্তিড়ীং কল্পবৃক্ষঞ্চ সন্ধ্যায়ং রত্নভূষিতম্ ।
ত্রিকূটং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ নীলশৈলং মহাদ্যুতিম্ ॥ ১২৮
মনোভবাং গুহাং তত্র পঞ্চব্যামায়তাং শুভাম্ ।
বৃত্তমণ্ডলসংযুক্তাং রক্তবর্ণাং সুবর্ত্তুলাম্ ॥ ১২৯
অপরাজিতাঞ্চ বল্লীঞ্চ ব্যামত্রয়সুবিস্তৃতাম্ ।
আরক্তবর্ণাং সততং কুসুমৈরুপশোভিতাম্ ॥ ১৩০
বটুকং কমলাখ্যঞ্চ স্বর্ণগৌরং গজাননম্ ।
দ্বিভুজং দক্ষিণে দণ্ডপাণিং বামে কপালকম্[2] ।
বিজ্ঞতং পুরতো দেব্যাঃ পূজ্যো বিঘ্নবিপত্তয়ে ॥ ১৩১
ভৈরবঃ শাণ্ডনাথশ্চ রক্তগৌরশ্চতুর্ভুজঃ ।
গদাং পদ্মঞ্চ শক্তিঞ্চ চক্রঞ্চাপি করেষু চ ।
বিভ্রদ্দেব্যাঃ পুরোভাগে পূজ্যোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্ ॥ ১৩২

সেই স্থানে একবক্ত্র, চতুর্ভুজ, ভস্মশ্বেত, হৃদয়মধ্যে রক্তপুষ্প ও কুঙ্কুমে উপশোভিত, বাম-হস্তদ্বয়ে ত্রিশূল ও পিনাকধারী দক্ষিণ-হস্তদ্বয়ে উৎপল এবং শ্বেতপদ্মে উপবিষ্ট কামেশ্বরনাথের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ১২৩-১২৪

কামাখ্যা মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া কামাখ্যা দেবীরও পূজা করিবে। ১২৫

হে বেতাল ও ভৈরব! সেই স্থানে পরমেশ্বরী কামেশ্বরী দেবীকে বক্ষ্যমাণ স্বরূপে পূজা করিবে। ১২৬

দংষ্ট্রাদ্বারা অত্যন্ত বিদ্ধাধর, কর্ত্তরী ও খর্পরধারী, করালনামক ক্ষেত্র-পালেরও পূজা করিবে। ১২৭

তিন্তিড়ীনামক কল্পবৃক্ষ, সন্ধ্যায় রত্নভূষিত ত্রিকূট, কৃষ্ণবর্ণ মহাদ্যুতি নীল-শৈল, পঞ্চ ব্যামায়ত, বৃত্তমণ্ডল-সংযুক্ত রক্তবর্ণ, সুবর্ত্তুল শুভ মনোভবা নাম্নী গুহা, ব্যামত্রয় বিস্তৃত, ঈষদ্রক্তবর্ণ ও সর্ব্বদা কুসুমসমূহে উপশোভিত, অপরাজিতা লতা এবং সুবর্ণের মত গৌরবর্ণ, দ্বিভুজ, দক্ষিণ-হস্তে দণ্ড এবং বামহস্তে কপালধারী গজানন কমলাখ্য বটুকেরও বিঘ্ননাশের নিমিত্ত দেবীর সম্মুখে পূজা করিবে। ১২৮-৩১

আরক্ত গৌরবর্ণ, চতুর্ভুজ, গদা, পদ্ম, শক্তি ও চক্রধারী, বিশ্বরূপধৃক্ শাণ্ডু-নাথ-নাম ভৈরবকেও দেবীর পুরোভাগে পূজা করিবে। ১৩২

১। ভয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্। ২। কপালকম্ ইতি পাঠান্তরম্।

শ্মশানং হেরুকাখ্যঞ্চ রক্তবর্ণং ভয়ঙ্করম্ ।
অসিচর্মধরং রৌদ্রং ভুঞ্জানং মনুজামিষম্ ॥ ১৩৩
স্রগ্ভির্মুণ্ডমালাভির্গলদ্রক্তাভিরাজিতম্ ।
অস্থিনির্দগ্ধবিগলদ্দগ্ধপ্রেতোপরিস্থিতম্ ।
পূজয়েচ্ছিবনেনৈব শববাহনভূষণম্ ॥ ১৩৪
মহোৎসাহাং যোগিনীঞ্চ মহামায়াস্বরূপিণীম্ ।
ধ্যানতো রূপতস্তাঞ্চ দেব্যা অগ্রে প্রপূজয়েৎ ॥ ১৩৫
পুরীং চন্দ্রবতীং দেব্যা নীলপর্বতপূর্বতঃ ।
যোজনদ্বয়বিস্তীর্ণামর্দ্ধযোজনমায়তাম্[1] ॥ ১৩৬
উচ্চৈরনেকপ্রাসাদ-সৌধসঙ্ঘবিভূষিতাম্ ।
মণিরত্নসুবর্ণৌঘ-জাতপ্রাসাদবিস্তৃতম্ ॥ ১৩৭
ক্রীড়াসরোবরৈঃ শস্তৈঃ সহস্রাং বিকচৈঃ কচৈঃ[2] ।
সংযুতাং পূজয়েত্তত্র দেব্যা অগ্রে সমন্ত্রকম্ ॥ ১৩৮
লৌহিত্যং রক্তগৌরাঙ্গং নীলবস্ত্রবিভূষিতম্ ।
রত্নমালাসমাযুক্তং চতুর্বাহুসমন্বিতম্ ॥ ১৩৯
পুস্তকং শ্বেতপদ্মঞ্চ বিভ্রতং দক্ষিণে করে ।
বামে শক্তিধ্বজঞ্চৈব শিশুমারস্থিতং শুভম্ ॥ ১৪০
পীঠেষ্বস্মিন্ মধ্যে মন্ত্রৈরেতৈঃ প্রপূজয়েৎ ।
নাথং কামেশ্বরং দেবং প্রাসাদেন প্রপূজয়েৎ ॥ ১৪১
কামেশ্বর্য্যাস্তু মন্ত্রেণ যজেৎ কামেশ্বরীং শুভাম্ ॥ ১৪২
বায়ুপান্তৌ বলেনৈব মধনান্তে চ তৎক্রমাৎ ।
যোগবেশাপবিস্তৃত্যাং মায়াকান্তিশতক্রকম্[3] ॥ ১৪৩

রক্তবর্ণ, ভয়ঙ্কর, অসিচর্মধর, রৌদ্র, মনুষ্যমাংস ভোজনে নিরত, রক্ত-ধারা-বর্ষি-মুণ্ডমালা-দ্বারে অলঙ্কৃত, অস্থিদগ্ধ ও গলদগ্ন প্রেতোপরি-স্থিত শব-বাহন ও শব-ভূষণ শ্মশান-হেরুকাখ্যের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ১৩৩-৩৪

দেবীর অগ্রে মহামায়া-স্বরূপিণী মহোৎসাহা নাম্নী যোগিনীর স্বরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ১৩৫

নীল পর্বতের পূর্বদিকে যোজনদ্বয় বিস্তীর্ণ, অর্দ্ধযোজন আয়ত, উচ্চ প্রাসাদ ও সৌধসমূহে বিভূষিত মণি-রত্ন ও সুবর্ণনির্ম্মিত প্রাসাদনিচয়ে সঙ্কীর্ণ, বিকচ-কমল শোভিত দুইটি ক্রীড়া-সরোবর সংযুক্ত চন্দ্রবতী নাম্নী দেবীর পুরীর ও দেবীর অগ্রে সমন্ত্রকপূজা করিবে। ১৩৬-৩৮

রক্তগৌরাঙ্গ, নীলবস্ত্র-বিভূষিত, রত্নমালা-সমাযুক্ত, চতুর্বাহু-সমন্বিত, দক্ষিণ বাহুদ্বয়ে পুস্তক ও পদ্ম এবং বাম বাহুদ্বয়ে শক্তি ও ধ্বজা ধারণকারী শিশুমার-স্থিত লৌহিত্যের পূজা করিবে। ১৩৯-১৪০

মধ্যে এই সকল পীঠাধিষ্ঠাতৃ-দেবতার সমন্ত্রক পূজা করিবে। প্রাসাদ-মন্ত্রদ্বারা কামেশ্বরনাথ দেবের পূজা করিবে। ১৪১

কামেশ্বরীর বীজ দ্বারা শুভদায়িনী কামেশ্বরীর পূজা করিবে। ১৪২

১। সার্দ্ধযোজনবিস্তৃতাম্ ইতি পাঠান্তরম্।
২। বিকচপদ্মকৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।
৩। সমন্ত্রকম্—ইতি পাঠান্তরম্।

চণ্ডিকানেত্রবীজস্য যচ্ছেষমক্ষরন্তু তৎ।
কল্পং তিন্তিড়িকাবৃক্ষমন্ত্রমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৪
উগ্রায়া মধ্যবীজন্তু নীলশৈলস্য মন্ত্রকম্ ॥ ১৪৫
মনোভবস্য বীজন্তু মহাদেবেন সংহিতম্।
আদিস্থেনেন্দুনা বিন্দুযুক্তং বান্তেন যোজিতম্।
মনোভবগুহায়াস্তু মন্ত্রমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৬
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রস্য যচ্ছেষং বীজমন্তরম্।
অধো যান্তসংশ্লিষ্টং চতুর্থস্বরসংযুতম্।
চন্দ্রবিন্দুসমাযুক্তং তন্মন্ত্রঞ্চাপরাজিতম্ ॥ ১৪৭
হয়গ্রীবস্বরূপস্য বিষ্ণোর্যদ্বীজমুত্তমম্[১]।
কমলস্য তু তন্মন্ত্রং পূজনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৮
কেবলঃ সম্প্ররোহাদিষষ্ঠস্বরসমন্বিতঃ।
চন্দ্রবিন্দুসমাযুক্তং হয়গ্রীবস্য বীজকম্ ॥ ১৪৯
ভৈরবং পাণ্ডুনাথঞ্চ বনমালিস্বরূপিণম্।
বারাহেণ তু বীজেন পূজয়েত্তু বিধানতঃ ॥ ১৫০
সশরৌ স্বানুস্বার-বিসর্গাভ্যাং তু সংযুতৌ।
মহাভৈরবমন্ত্রেণ ভৈরবাস্তেন পূজয়েৎ ॥ ১৫১
মহোৎসাহাং মহামায়াং দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরেণ তু।
দেবীতন্ত্রোদিতেনৈব পূজয়েদ্ভূতিবৃদ্ধয়ে ॥ ১৫২

মায়াকারণ মন্ত্রের দুইটী উপান্তে ক্রমশঃ বল ও মদনের সহিত নাদ ও বিন্দুর যোগ করিবে। ১৪৩

চণ্ডিকা-নেত্রবীজের যে শেষ অক্ষর, উহাই তিন্তিড়ী নামক কল্পবৃক্ষের বীজ। ১৪৪

উগ্রার মধ্যবীজই নীল শৈলের মূল মন্ত্র। মনোভবের বীজকে মহাদেবের সহিত মিলাইয়া আদি বা অন্তে চন্দ্রবিন্দুর যোগ করিলে মনোভব গুহার মূল মন্ত্র হইবে। ১৪৫-৪৬

বৈষ্ণবী-তন্ত্র-মন্ত্রের শেষ বীজাক্ষরের নীচে রান্ত অর্থাৎ 'ল' যুক্ত করিয়া তাহাতে চতুর্থ স্বর এবং চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে যে মন্ত্র হয়, উহাই অপরাজিতার বীজ মন্ত্র। ১৪৭

হয়গ্রীব স্বরূপ বিষ্ণুর যে বীজ, কমলাখ্য বটুকের পূজায়ও সেই বীজ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৪৮

কেবল 'হ' পরে থাকিলে এবং ষষ্ঠস্বর ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত 'হ' আদিতে থাকিলে যে মন্ত্র হয়, তাহাই হয়গ্রীবের বীজ। ১৪৯

বনমালি-স্বরূপ পাণ্ডুনামা ভৈরব বরাহবীজের দ্বারা পূজা করিবে। ১৫০

দুইটী হকারের প্রথমটিতে অনুস্বার এবং পরটিতে বিসর্গ যোগ করিলে যে মন্ত্র হয়, উহা মহাভৈরবের মন্ত্র, উহার দ্বারা ভৈরবের পূজা করিবে। ১৫১

ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত তন্ত্রোক্ত দ্বিতীয়াক্ষর বীজ দ্বারা মহামায়া মহোৎসাহা দেবীকে পূজা করিবে। ১৫২

১। বীজমুত্তমম্—ইতি পাঠান্তরম্।

আদ্যাক্ষরস্তু সার্দ্ধেন্দু-বিন্দুভ্যাম্ সমলঙ্কৃতম্ ।
যদাস্য চন্দ্রবত্যাস্তু পূজামন্ত্রং প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৫৩
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতম্ ।
লৌহিত্যনদরাজস্য ব্রহ্মপুত্রস্য ভুক্তিদম্ ।
ব্রহ্মবীজন্তু মন্ত্রং বহ্নিভার্য্যান্তমিষ্যতে ॥ ১৫৪
দ্বিতীয়ং ত্রিপুরারূপং তথৈব তু তৃতীয়কম্ ।
আবাহনার্থং দেব্যাস্তু চিন্তয়েদ্ যোনিমুদ্রয়া ॥ ১৫৫
বন্ধুকপুষ্পসঙ্কাশাং জটাজুটৈন্দুমণ্ডিতাম্ ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্ ॥ ১৫৬
উদ্যদ্রবিপ্রভাং[১] পদ্মপর্য্যঙ্কে সুসংস্থিতাম্ ।
মুক্তারত্নাবলীযুক্তাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥ ১৫৭
বলীবিভঙ্গচতুরা-মাসবামোদমোদিতাম্ ।
নেত্রাহ্লাদকরীং শুভ্রাং ক্ষোভিণীং জগতাং তথা ॥ ১৫৮
ত্রিনেত্রাং যোনিমুদ্রায়ামীষদ্ধাসসমাযুতাম্ ।
নবযৌবনসম্পন্নাং মৃণালাভচতুর্ভুজাম্ ॥ ১৫৯
বামার্দ্ধে পুস্তকং হস্তে অক্ষমালাঞ্চ দক্ষিণে ।
বামেনাভয়দাং দেবীং দক্ষিণার্দ্ধে বরপ্রদাম্ ॥ ১৬০
প্রবরক্তৌঘসূর্য্যাভাং শিরোমালাঞ্চ বিভ্রতীম্ ।
আপাদলম্বিনীং[২] কল্পদ্রুমমাসাদ্য সংস্থিতাম্ ॥ ১৬১
কন্দর্পোপবনান্তস্থাং কামাহ্লাদকরীং শুভাম্ ।
দ্বিতীয়াং ত্রিপুরাং ধ্যায়েদেবংরূপাং মনোহরাম্ ॥ ১৬২
তৃতীয়াং ত্রিপুরারূপং শৃণু বেতালভৈরব ॥ ১৬৩

চন্দ্রবতীর বীজ নামের আদ্য অক্ষর অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দু দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে উহার পূজার বীজ মন্ত্র হইবে। ১৫৩

ব্রহ্মপুত্র নদরাজ লৌহিত্যের বাহাও ব্রহ্মবীজই ভুক্তিপ্রদ বীজ মন্ত্র। ১৫৪

দেবীর আবাহনার্থে দেবীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপ যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। ১৫৫

দ্বিতীয়া ত্রিপুরা মূর্ত্তি বন্ধুক-পুষ্পসঙ্কাশা, জটাজুট ও চন্দ্র দ্বারা মণ্ডিতা, সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিতা উদ্যৎসূর্য্য-সদৃশ বসনপরিধানা পদ্ম-পর্য্যঙ্কসংস্থিতা মুক্তারত্নাবলীযুক্তা পীনোন্নতপয়োধরা বলীত্রয়-মনোহরা আসবামোদমোদিতা, নেত্রাহ্লাদকরী শুভ্রা, জগতের ক্ষোভিণী। ১৫৬-৫৮

ত্রিনেত্রা, যোনিমুদ্রায় প্রতি ঈষৎহাস্য-সমাযুক্তা নবযৌবনসম্পন্না, মৃণাল তুল্য চতুর্ভুজশালিনী, বামদিকে ঊর্দ্ধ হস্তে অক্ষমালা ধারণকারিণী বামদিকের অধোহস্তে এবং দক্ষিণহস্তের অধো হস্তে বরপ্রদায়িনী, প্রবরক্তা সূর্য্যাভা আপাদলম্বিনী শিরোমালা-ধারিণী, কল্পদ্রুমাবলম্বনে সংস্থিতা, কন্দর্পোপবনান্ত-স্থিতা, শুভদায়িনী এবং কামাহ্লাদকরী এইরূপ মনোহরা দ্বিতীয় ত্রিপুরা মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। হে বেতাল ও ভৈরব। এক্ষণে তৃতীয়া ত্রিপুরা-স্বরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৫৯-১৬৩

১। প্রবালবর্ণাং পদ্মপর্য্যঙ্কসংস্থিতাম্—ইতি পাঠান্তরম্।
২। নলিনীং—ইতি পাঠান্তরম্।

জবাকুসুমসঙ্কাশাং মুক্তকেশীং শুভাননাম্ ।
সদাশিবং হসন্তঞ্চ প্রেতবদ্বিনিধায় বৈ ॥ ১৬৪
হৃদয়ে তস্য দেবস্য হ্যূর্দ্ধপদ্মাসনস্থিতাম্ ।
রক্তোৎপলৈর্মিশ্রিতাঞ্চ মুণ্ডমালাং পদানুগাম্ ॥ ১৬৫
গ্রীবায়াং ধারয়ন্তীঞ্চ পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
চতুর্ভুজাং তথা নগ্নাং দক্ষিণার্দ্ধেঽক্ষমালিনীম্ ॥ ১৬৬
বরদাং তদধো বামে অগম্যায়াং তথাভয়ম্ ।
অধশ্চ পুস্তকং হস্তে ত্রিনেত্রাং হসিতাননাম্ ॥ ১৬৭
নবরুধিরভোগার্ত্তাং তথা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্ ।
এবংবিধং তৃতীয়স্য রূপং ধ্যায়েত্তু পূজকঃ ॥ ১৬৮
আদ্যস্য বাগ্‌ভবং রূপং দ্বিতীয়ং কামরাজকম্ ।
ডামরং মোহনঞ্চাপি তৃতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৬৯
একৈকস্য ত্রিরূপাণি প্রাগ্বিচিন্ত্যার্থসাধকঃ ॥ ১৭০
মন্ত্রত্রয়েণ প্রত্যেকং হৃদি ষোড়শকৈস্তথা ।
পূজয়েদুপচারৈস্তু বহির্যদ্বত্তথৈব চ ॥ ১৭১
মন্ত্রত্রয়ং তথৈকত্র কৃত্বা চমনমূর্ত্তয়ঃ ।
কর্ত্তব্যা একতস্তত্র মধ্যরূপে নিবেশয়েৎ ॥ ১৭২
নাসাপুটেন নিঃসার্য্য দক্ষিণেনাথ তাং পুনঃ ।
অবতার্য্য করাভ্যাঞ্চ দেবীমাবাহয়েৎ ত্রিধা ॥ ১৭৩
গায়ত্রীত্রয়মুচ্চার্য্য স্নাপয়েৎ প্রথমন্তু তাম্ ।
আবাহনে তু মন্ত্রোঽয়ং পঠিতব্যশ্চ সাধকৈঃ ॥ ১৭৪

ঐ মূর্ত্তি জবাকুসুম সদৃশী, মুক্তকেশী শুভাননা, হাস্যকারী সদাশিবকে প্রেতবৎ স্থাপন করিয়া সেই দেবের হৃদয়ে ঊর্দ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট, গ্রীবাদেশ হইতে আপাদলম্বিনী রক্তোৎপল-মিশ্রিত মুণ্ডমালাধারিণী, পীনোন্নতপয়োধরা, চতুর্ভুজা, দিগম্বরী দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে অক্ষমালাধারিণী এবং অধোহস্তে বরদায়িনী, বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে অভয়দায়িনী এবং অধোহস্তে পুস্তকধারিণী, ত্রিনেত্রা, হাস্যমুখী নবরুধিরভোগার্ত্তা এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, পূজক এই প্রকার মূর্ত্তির ধ্যান করিবে । ১৬৪-১৬৮

আদ্যরূপ বাগ্‌ভব, দ্বিতীয় কামবীজক, তৃতীয় ডামর এবং মোহন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয় । ১৬৯

সাধক পূর্ব্বে এক একটি করিয়া তিনটী রূপের চিন্তা করত বাহিরের মত হৃদয়াভ্যন্তরেও মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ করিয়া ষোড়শ উপচারদ্বারা প্রত্যেকের পূজা করিবে । ১৭০-১৭১

দেবীর তিন মূর্ত্তি একত্র করিয়া মধ্যরূপে মন্ত্রত্রয় একত্র করিয়া, হৃদয়ে নিবেশ করিবে । ১৭২

পুনর্ব্বার দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা তাঁহাকে নিঃসৃত করিয়া হস্তদ্বয়দ্বারা অবতরণ পূর্ব্বক দেবীকে তিনপ্রকারে আবাহন করিবে । ১৭৩

প্রথম গায়ত্রীত্রয় উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইবে । অনন্তর আবাহনের সময় সাধকগণ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে । ১৭৪

এহি দেবি শুভাবর্ত্তে মন্ত্রেঽস্মিন্ মম সন্নিধৌ।
অচ্ছিন্নাং ততঃ শুদ্ধাং বাচং কণ্ঠস্থ দেহি মে ॥ ১৭৫
এহ্যেহি ভগবত্যম্ব ত্রিপুরে কামদায়িনি।
ইমং ছাগবলিং গৃহ্য সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥ ১৭৬
নারায়ণ্যৈ চ বিদ্মহে বাগ্‌ভবায়ৈ চ ধীমহে।
এবমুক্ত্বা ততঃ পশ্চাত্তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ ১৭৭
নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ত্বাং চণ্ডিকায়ৈ চ ধীমহি।
শেষভাগে প্রযুঞ্জীত তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১৭৮
মহামায়ায়ৈ বিদ্মহে ত্বাং সম্মোহিন্যৈ চ ধীমহি।
পশ্চাদেবং প্রযুঞ্জীত তন্নশ্চণ্ডি প্রচোদয়াৎ ॥ ১৭৯
এতাস্তু ত্রিপুরাদেব্যা গায়ত্র্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
প্রত্যেকং স্নাপনং কুর্য্যাত্ত্রিপুরায়াস্তু তিসৃভিঃ ॥ ১৮০
বাগ্‌ভবেন তু মন্ত্রেণ প্রথমং পূজয়েচ্ছিবাম্
কামরাজেন বৈ পশ্চাড্ডামরেণাপি পূজয়েৎ ॥ ১৮১
পশ্চাদেনাং ত্রিভির্মন্ত্রৈরেকত্রৈব তু পূজয়েৎ।
ততো[1] মন্ত্রেণ বৈ দদ্যাদুপচারাংস্তু ষোড়শ ॥ ১৮২
কামাখ্যাতন্ত্রগদিতান্ সম্পূজ্যাঙ্গকরান্ পুনঃ।
অঙ্গন্যাসস্থ মন্ত্রৈর্দেব্যা অঙ্গানি পূজয়েৎ ॥ ১৮৩

হে শুভাবর্ত্তে দেবি! এই আমার সমীপে আগমন করুন। এবং আমার অচ্ছিন্ন শুদ্ধবাক্য প্রদান করুন। ১৭৫

হে ভগবতি কামদায়িনি মাতঃ ত্রিপুরে! আগমন করুন; এই ছাগবলি গ্রহণ করিয়া এইস্থানে সন্নিহিত হউন। ১৭৬

আমরা নারায়ণীকে জানিতেছি, বাগ্‌ভবার চিন্তা করিতেছি; এই বাক্যটি বলিবার পরে বলিবে; দেবী আমাদিগকে বাক্য প্রদান করুন। ১৭৭

আমরা নারায়ণীকে জানিতেছি, চণ্ডিকা তোমাকে চিন্তা করিতেছি; ইহার শেষে বলিবে,—অতএব আমাদিগকে শক্তি প্রদান করুন। ১৭৮

হে মহামায়ে! আমরা তোমাকে জানিতেছি, তোমার সম্মোহিনীরূপের চিন্তা করিতেছি, ইহার পরে বলিবে,—চণ্ডি! আমাদের অভিলষিত পূরণ করুন। ১৭৯

এই তিনটী ত্রিপুরা দেবীর প্রত্যেক মূর্ত্তির এই তিনপ্রকার গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া স্নান করাইবে। প্রথম সেই শিবাকে বাগ্‌ভববীজ উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিবে। ১৮০

অনন্তর কামবীজ উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ ডামরবীজ উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিবে। ১৮১

তদনন্তর তিনটী মন্ত্র একত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে। তাহার পর সমন্ত্রক ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে। ১৮২

কামাখ্যাতন্ত্র-কথিত সকলের পুনর্ব্বার পূজা করিবে এবং অঙ্গন্যাসমন্ত্র-দ্বারা দেবীর সমুদয় অঙ্গের পূজা করিবে। ১৮৩

১। তেন—ইতি পাঠান্তরম্।

শেষন্তু মূলমন্ত্রেণ চাষ্টাঙ্গানাং প্রপূজনম্।
একৈকং প্রক্রমং পূজ্য ত্রিপুরায়ৈ নমস্ততঃ ॥ ১৮৪
নবধা পূজয়েদ্দেবীং ত্রিপুরাং কামরূপিণীম্।
উত্তরাদিচতুষ্পত্রে পদ্মস্যৈতান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৮৫
ব্রাহ্মণং মাধবং শম্ভুং ভাস্করঞ্চ তথৈব চ।
ঐশান্যাদিষু তেষেবং ক্রমাদ্দেব্যাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৮৬
জয়ন্তীং প্রথমং পশ্চাদ্বায়ব্যামপরাজিতাম্।
নৈর্ঋত্যাং বিজয়াঞ্চৈব তথাগ্নেয্যাং জয়াহ্বয়াম্ ॥ ১৮৭
ত্রিকোণে কেশরস্যান্তে কামং প্রীতিং রতিং তথা।
পূজয়েৎ পঞ্চবাণাংশ্চ পুষ্পং চাপঞ্চ পুষ্টিকাম্ ॥ ১৮৮
অক্ষমালাং পঞ্চশরান্ রত্নপর্য্যঙ্কমেব চ।
প্রেতপদ্মশিবঞ্চৈব সম্যক্ তত্রৈব পূজয়েৎ ॥ ১৮৯
সম্পূজ্য পূর্ব্ববন্মালাং স্ফাটিকামেব ভৈরব।
আদায়াথোত্তরীয়েণ তামাচ্ছাদ্য প্রযত্নতঃ ॥ ১৯০
পূর্ব্বোক্তন্তং জপেৎ সম্যক্ সাধকস্ত্রিপুরামনুম্।
জপ্ত্বা স্তুতিং পঠিত্বা চ প্রণম্য চ মুহুর্মুহুঃ।
ত্রিপুরায়ৈ বলিং দদ্যাৎ সম্ভবাত্তুত্রিজাতিকম্[1]। ১৯১
সফেনৈস্তোয়সংযুক্তৈঃ শর্করামধুসৈন্ধবৈঃ ॥ ১৯২

প্রথমে এক এক করিয়া সকল অঙ্গের পূজা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অষ্ট অঙ্গের পূজা করিবে এবং "ত্রিপুরায়ৈ নমোঽস্তু তে" এই বলিয়া নমস্কার করিবে। ১৮৪

কামরূপিণী ত্রিপুরাদেবীর নব প্রকারে পূজা করিবে, এবং পদ্মের উত্তরাদি চতুষ্পত্রে বক্ষ্যমাণ দেবতার ইচ্ছা পূরণ করিবে। ১৮৫

ব্রহ্মা, মাধব, শম্ভু, ভাস্কর—এই দেবচতুষ্টয়ের উক্ত চারি পাত্রে পূজা করিবে এবং ঈশান-আদিতে ক্রমশঃ বক্ষ্যমাণ দেবতার পূজা করিবে। ১৮৬

ঈশানকোণে জয়ন্তীর, বায়ুকোণে অপরাজিতার, নৈর্ঋতকোণে বিজয়ার এবং অগ্নিকোণে জয়ার পূজা করিবে। ১৮৭

ত্রিকোণকেশরের মধ্যে কাম, প্রীতি, রতি, পঞ্চবাণ, পুষ্প, চাপ এবং পুষ্টিকার পূজা করিবে। ১৮৮

ঐ স্থানেই অক্ষমালা, পাঁচশর, রত্ন-পর্য্যঙ্ক এবং প্রেতপদ্মরূপ শিবের পূজা করিবে। ১৮৯

হে ভৈরব! পূর্ব্ববৎ স্ফটিকমালার পূজা করিয়া এবং উহা হস্তে লইয়া উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদন করত, সাধক পূর্ব্বোক্ত ত্রিপুরামন্ত্রের সম্যক্ প্রকারে জপ করিবে। ১৯০

জপ, স্তুতি এবং বারংবার প্রণাম করিয়া ত্রিপুরা দেবীকে বলিদান প্রদান করিবে, যদি সম্ভব হয়, তবে তিন জাতীয় বলির সংগ্রহ করিবে। ১৯১

হে ভৈরব! তোয়সংযুক্ত সফেন শর্করা, মধু এবং সৈন্ধব দ্বারা রুধির অভ্যুক্ষিত করিয়া কামবীজ উচ্চারণপূর্ব্বক উহার উৎসর্গ করিবে। বাগভব

১. গুরুপুষ্পাসবাদিকান্—ইতি পাঠান্তরম্।

অভ্যুক্ষ্য রুধিরং দদ্যাৎ কামরাজেন ভৈরব।
ছেদয়েদ্বাগ্ভবেনৈব ডামরৈর্বিতরেচ্ছিরঃ॥ ১৯৩
যত্র যত্র বলিং দদ্যাৎ সাধকো দেবতার্চ্চনে।
বৈষ্ণবীতন্ত্রকল্পোক্তমাদদ্যাৎ পূজনে বলিম্॥ ১৯৪
ততো দেব্যৈ বলীন্ দদ্যাদেতদ্বর্ণক্রমাৎ পুনঃ।
গোক্ষীরং ব্রাহ্মণো দদ্যাদ্গব্যমাজ্যন্তু রাজন্যঃ॥ ১৯৫
বৈশ্যস্তু মাক্ষিকং দদ্যাচ্ছূদ্রঃ পুষ্পাসবাদিকম্।
ঘ্রাত্বা পুষ্পমথৈশান্যাং নির্ম্মাল্যং নিক্ষিপেদ্ বুধঃ॥ ১৯৬
নির্ম্মাল্যধারিণী চাস্যা দেবী ত্রিপুরচণ্ডিকা।
বিসৃজ্যাদৌ যোনিমুদ্রাং পদ্মমুদ্রাং তথৈব চ॥ ১৯৭
অর্দ্ধমুদ্রাং ত্রিমুদ্রাঞ্চ প্রত্যেকমপি দর্শয়েৎ।
নির্ম্মাল্যমথ গৃহ্ণীয়াৎ কামরাজাহ্বয়েন তু॥ ১৯৮
এবং যঃ পূজয়েদ্দেবীং ত্রিপুরাং কামরূপিণীম্।
স কামানখিলান্ প্রাপ্য দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৯৯

ইতি কালিকাপুরাণে ত্রিপুরাপূজনে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৩

মন্ত্র দ্বারা বলিচ্ছেদন করিবে এবং ডামরমন্ত্র দ্বারা বলির ছিন্ন মস্তক প্রদান করিবে। ১৯২-১৯৩

দেবতার্চ্চনকালে সাধক যখন যখন বলি প্রদান করিবে, তখন তখন বৈষ্ণবী-তন্ত্র-কল্পোক্ত বলি-পূজাই গ্রহণ করিবে। ১৯৪

অনন্তর বর্ণক্রমে দেবীকে এইরূপে বলি-প্রদান করিবে। যথা :—ব্রাহ্মণ গোক্ষীর, ক্ষত্রিয় গব্য আজ্য, বৈশ্য মক্ষিকা নির্ম্মিত মধু এবং শূদ্র পুষ্প-মধু-আদি প্রদান করিবে। ১৯৫-১৯৬

অনন্তর পণ্ডিত, পুষ্প ঘ্রাণ করিয়া ঈশানকোণে নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ করিবে। ঐ দেবীর নির্ম্মাল্যধারিণী ত্রিপুরচণ্ডিকা দেবী। বিসর্জ্জনের প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া যোনিমুদ্রা, পদ্মমুদ্রা, অর্দ্ধমুদ্রা এবং ত্রিমুদ্রার দর্শন করাইবে। অনন্তর কামবীজ উচ্চারণ করিয়া নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবে। ১৯৭-১৯৮

কামরূপিণী ত্রিপুরার এইরূপে যে পূজা করে, সে অখিল অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া অন্তে দেবীলোকে গমন করে। ১৯৯

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ—

দেব্যাঃ কামেশ্বরীং মূর্ত্তিং শৃণু বক্ষ্যামি ভৈরব।
যস্যাশ্চিন্তনমাত্রেণ সাধকো লভতে প্রিয়ান্ ॥ ১
তন্ত্রং তস্যাঃ প্রথমতস্ততোঽনুধ্যানগোচরম্।
ততঃ পূজাক্রমং বক্ষ্যে ক্রমাদ্বেতালভৈরব ॥ ২
প্রজাপতিস্ততো বহ্নিরিন্দ্রবীজং ততঃ পরম্।
তুর্য্যাচন্দ্রার্দ্ধসহিতং চতুর্থস্বরসংযুতম্।
ইদং কামেশ্বরং বীজমন্ত্রং সর্ব্বার্থসাধনম্ ॥ ৩
স্থানাভ্যুক্ষণযন্ত্রাণি পাত্রস্থাসাদিকং তথা।
ভূতাপসারণাদীংশ্চ বৈষ্ণবীতন্ত্রভাষিতান্।
তথোক্তানুত্তরে তন্ত্রে গৃহ্নীয়াৎ সাধকোত্তমঃ[১] ॥ ৪
প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাদ্দহনং প্লবনং তথা।
বিশেষমণ্ডলঞ্চাস্যাঃ শৃণু বেতালভৈরব ॥ ৫
ষট্‌কোণং মণ্ডলং কুর্য্যাদ্রক্তবর্ণঞ্চ চিন্তয়েৎ ॥ ৬
বিভেদ্য শক্ত্যা শম্ভুঞ্চ ত্রিপুরাতন্ত্রবদ্‌বুধঃ।
ততঃ শক্তিং শম্ভুনাপি ভেদয়েৎ ক্রমতঃ সুধীঃ ॥ ৭
ঐশান্যাদি নৈঋতান্তাং রেখাং কৃত্বাথ দক্ষিণে।
পশ্চিমাৎ পূর্ব্বগাং রেখাং পূর্ব্বাদপি তথোত্তরাম্ ॥ ৮

কামেশ্বরীতন্ত্র

ঈশ্বর বলিলেন ;—হে ভৈরব! এক্ষণে কামেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে মূর্ত্তির চিন্তামাত্রেই সাধক আপনার অভিলষিত লাভ করে। ১

হে বেতাল ও ভৈরব! প্রথমে তাঁহার মন্ত্র, তাহার পর ধ্যান এবং তাহার পর পূজাক্রম বলিব। ২

অগ্রে প্রজাপতি (ক), তাহার পর বহ্নি (র), তাহার চতুর্থ স্বর (ঈ) এবং চন্দ্রবিন্দু যুক্ত (ঁ) ইন্দ্রবীজ, ইহাই কামাখ্যার মন্ত্র, সকল কাম এবং অর্থের সাধক। ৩

স্থানাভ্যুক্ষণ যন্ত্রাদি-নির্ম্মাণ পাত্র স্থাপন-আদি এবং ভূতাপসরণাদি উত্তর-তন্ত্রে বৈষ্ণবীতন্ত্র-প্রসঙ্গে যেরূপ কথিত হইয়াছে, সাধক স্বয়ং সেইরূপে তাহাদের গ্রহণ করিবে। ৪

অনন্তর প্রাণায়াম, দহন এবং প্লবন পূর্ব্ববৎই করিবে। হে বেতাল ও ভৈরব! এক্ষণে কামাখ্যাদেবীর মণ্ডলের বিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫

ষট্‌কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া উহাকে রক্তবর্ণরূপে চিন্তা করিবে। ৬

বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ সাধক, ত্রিপুরাতন্ত্রের মত শক্তিদ্বারা শম্ভুর ভেদ করিয়া ক্রমেতে শম্ভু দ্বারা শক্তির ভেদ করিবে। ৭

১। সাধকঃ স্বয়ং—ইতি পাঠান্তরম্।

উত্তরাৎ পশ্চিমান্তাস্ত কৃত্বা রেখাস্ত যোজয়েৎ।
ধনুস্তোরণসঙ্কাশং দ্বারে চোত্তরপশ্চিমে।
দক্ষিণস্ত ত্রিকোণং স্যাৎ ষট্‌কোণং পূর্ব্বমুচ্যতে। ৯
জালন্ধরং লিখেৎ পীঠমুত্তরে পশ্চিমে লিখেৎ। ১০
ওড্রপীঠং দক্ষিণে তু কামরূপস্ত পূর্ব্বতঃ। ১১
দেব্যা দ্বাদশগুহ্যানি যানি দ্বাদশভিঃ করৈঃ।
লিখেন্মণ্ডলকোণেষু তানি দিক্ষু ত্রয়ং ত্রয়ম্। ১২
ষড়্‌ভিঃ ষড়্‌ভিস্ত রেখাভিঃ কর্ত্তব্যো মণ্ডলক্রমঃ। ১৩
অন্যদুক্তন্তন্ত্রোক্তং বৈষ্ণবীতন্ত্রভাষিতম্।
মণ্ডলস্য ক্রমং সর্ব্বং বিদ্ধি বেতালভৈরব। ১৪
ওঁ ক্লীং মণ্ডলতত্ত্বায়[১] নম ইত্যত্র মণ্ডলম্।
পূজয়েৎ প্রথমং ধ্যাত্বা মণ্ডলং যোগপীঠকম্। ১৫
পীঠে শিলায়াং বিলিখেন্মণ্ডলং যোনিমণ্ডলে।
ত্রিকোণং বিলিখেৎ পশ্চাদ্বেষ্টয়েৎ কমলেন তু। ১৬
রূপন্ত চিন্তয়েদ্দেব্যাঃ কামেশ্বর্য্যা মনোহরম্। ১৭
প্রভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশাং নীলস্নিগ্ধশিরোরুহাম্।
ষড়্‌বক্ত্রাং দ্বাদশভুজামষ্টাদশবিলোচনাম্।
প্রত্যেকং ষট্‌সু শীর্ষেষু চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্। ১৮
মণিমাণিক্যমুক্তাদিকুণ্ডমালাস্বুরঃস্থলে।
কণ্ঠে চ বিভ্রতীং নিত্যং সর্ব্বালঙ্কারমণ্ডিতাম্। ১৯

দক্ষিণে ঈশানকোণ নৈর্ঋতকোণ, অবধি রেখা করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বগামিনী এবং পূর্ব্ব হইতে উত্তরগামিনী রেখা করিবে। ৮

অনন্তর উত্তর হইতে পশ্চিমগামিনী রেখা অঙ্কিত করিয়া ঐ সকল রেখাত যোগ করিবে। উত্তর ও পশ্চিমে ঐ মণ্ডলের দ্বার হইবে, উহা দক্ষিণে ত্রিকোণ এবং পূর্ব্বে ষট্‌কোণ হইবে। অনন্তর উত্তর-পশ্চিমে জালন্ধর পীঠ অঙ্কিত করিবে, দক্ষিণে ওড্র পীঠ এবং পূর্ব্বে কামরূপ অঙ্কিত করিবে। ৯-১১

দেবীর দ্বাদশ কর দ্বারা যে দ্বাদশ গুহ্য সম্পাদিত হইয়াছিল ; তাহাদিগকে মণ্ডলের কোণে এক একদিকে তিনটি করিয়া অঙ্কিত করিবে। ১২

ছয় ছয়টি রেখা দ্বারা মণ্ডলের ক্রম কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন হে বেতাল ও ভৈরব! বৈষ্ণবীতন্ত্রে যেরূপ মণ্ডলের উপক্রম উক্ত হইয়াছে, এস্থলে সেইরূপ জানিবে। ১৩-১৪

প্রথমে মণ্ডলকে যোগপীঠস্বরূপ ধ্যান করিয়া 'ওঁ ক্লীং মণ্ডলতত্ত্বায় নমঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক উহ'র পূজা করিবে। ১৫

যোনিমণ্ডলে পীঠশিলায় একটি ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিবে, পশ্চাৎ উহা পদ্ম দ্বারা বেষ্টিত করিবে। ১৬

অনন্তর কামেশ্বরীর মনোহর রূপ ধ্যান করিয়া চিন্তা করিবে। ১৭

ঐরূপ—দলিত-অঞ্জন-সদৃশ, কেশকলাপ-কৃষ্ণবর্ণ এবং স্নিগ্ধ, ছয়টি মুখ, দ্বাদশটি হস্ত, অষ্টাদশটি লোচন, ছয় মস্তকের প্রতিমস্তকেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি

১। মদন—ইতি পাঠান্তরম্।

পুস্তকং সিদ্ধসূত্রঞ্চ পঞ্চবাণম্ভ-তং তথা।
খড়্গং শক্তিঞ্চ শূলঞ্চ বিভ্রতীং দক্ষিণৈঃ করৈঃ ॥ ২০
অক্ষমালাং মহাপদ্মং কোদণ্ডঞ্চাভয়ং তথা।
চর্ম্মপঙ্কজং পিনাকঞ্চ বিভ্রতীং বামপাণিভিঃ ॥ ২১
শুক্লং রক্তঞ্চ পীতঞ্চ হরিতং কৃষ্ণমেব চ।
বিচিত্রং ক্রমতঃ শীর্ষমৈশান্যাং পূর্ব্বমেব চ ॥ ২২
দক্ষিণং পশ্চিমঞ্চৈব তথৈবোত্তরশীর্ষকম্।
মধ্যকেতি মহাভাগ ক্রমাচ্ছীর্ষাণি বর্ণতঃ ॥ ২৩
শুক্লং মাহেশ্বরীবক্ত্রং কামাখ্যারক্তমুচ্যতে ॥ ২৪
ত্রিপুরা পীতসঙ্কাশা শারদা হরিতা তথা।
কৃষ্ণং কামেশ্বরীবক্ত্রং[১] চণ্ডায়াশ্চিত্রমিষ্যতে।
ধম্মিল্লসংযতকচং প্রতিশীর্ষং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৫
সিংহোপরিসিতপ্রেতং তস্মিন্ লোহিতপঙ্কজম্।
কামেশ্বরী স্থিতা তত্র ঈষৎপ্রহসিতাননা ॥ ২৬
বিচিত্রাংশুকসংবীতাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরাং তথা।
এবং কামেশ্বরীং ধ্যায়েদ্ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২৭
পীঠেঽন্যত্রাথবা দেব্যা পূজায়াং কথ্যতে ক্রমঃ।
পীঠে বিশেষো বক্তব্যঃ সামান্যে তু নিদিষ্যতে।
অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমাদেব সংযোজ্যাথ যুগং যুগম্ ॥ ২৮
মূলমন্ত্রস্যাক্ষরেণ দীর্ঘস্বরযুতেন চ।
ষড়্ভিরাদৈর্ন্যসেৎ পূর্ব্বমঙ্গুলীয়কমেব চ ॥ ২৯

শেখর, কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল মণি মাণিক্য ও মুক্তাদি দ্বারা বিরচিত মালায় অলঙ্কৃত, তাঁহার অন্যান্য অবয়বও সকল প্রকার অলঙ্কারে ভূষিত। ১৮-১৯

দক্ষিণদিকের ছয় হস্তে পুস্তক, সিদ্ধসূত্র, পঞ্চবাণ, খড়্গ, শক্তি এবং শূল বিধারিত। ২০

বামহস্তসমূহে অক্ষমালা, মহাপদ্ম, কোদণ্ড, অভয়, চর্ম্ম এবং পিনাক শোভিত। ২১

হে মহাত্মগণ। ঈশানকোণ পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এবং মধ্যস্থিত মস্তক যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত, হরিত, কৃষ্ণ এবং বিচিত্র এইরূপ নানাবর্ণ-বিশিষ্ট ২২-২৩

শুক্লবক্ত্র মাহেশ্বরী, রক্ত কামাখ্যা, পীতবর্ণা ত্রিপুরা, হরিদ্বর্ণা সারদা, কৃষ্ণ-বক্ত্র কামেশ্বরী, এবং চণ্ডা চিত্রবক্ত্র ; প্রতি মস্তকেই কেশপাশ সংযত। ২৪-২৫

সিংহোপরি শ্বেতবর্ণের একটি প্রেত, তদুপরি লোহিত বর্ণের পদ্ম, তাহার উপর কামেশ্বরী দেবী—ঈষৎ হাস্যমুখে উপবিষ্টা। ২৬

তাঁহার শরীর বিচিত্র অংশুকে সংবীত ও পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ; ধর্ম্ম কাম এবং অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত কামেশ্বরীর এই মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। ২৭

পীঠে বা অন্যত্র দেবীপূজার ক্রম এই যে, পীঠে বিশেষক্রমে পূজা করিবে, অন্যত্র সামান্যক্রমে অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমে দু'টী দু'টী করিয়া অঙ্গুলী সংযুক্ত করিবে। ২৮

১। মাহেশ্বরী......ইতি পাঠান্তরম্।

হৃচ্ছিরস্তু শীর্ষবর্মনেত্রাস্ত্রাণি পুনস্তথা।
তসেদ্দক্ষিণহস্তেন ষড়্ভির্মন্ত্রৈস্তথা ক্রমাৎ ॥ ৩০
আস্যং বাহুযুগং কুক্ষিং গুহ্যং জানুযুগং তথা।
পাদযুগ্মং ক্রমাত্তৈস্তু ষড়ভির্মন্ত্রৈর্ন্যসেত্তথা ॥ ৩১
অষ্টধা মূলমন্ত্রন্তু জপ্ত্বার্ঘ্যাস্থিতে জলে।
তেনোপকরণং দেহঞ্চাভ্যুক্ষ্য ক্রমমারভেৎ ॥ ৩২
দৈশিকঃ পূজয়েদ্দেবীং পীঠেনাদৈশিকঃ ক্বচিৎ।
তস্যৈব হি করস্পর্শাদ্দেবী নোদ্বিজতে শিবা ॥ ৩৩
যদি দেশান্তরাদ্যাতঃ পীঠং দেশান্তরং প্রতি।
তদ্দৈশিকোপদেশেন তদা পূজাং সমারভেৎ ॥ ৩৪
যদ্যন্যতঃ সমাযাতো কামরূপাদৃতে নরঃ।
তদ্দেশজোপদেশেন সম্পূজ্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৫
যস্মিন্ দেশে তু যঃ পীঠ ওড্রপাঞ্চালকাদিষু।
তদ্দেশজোপদেশেন পূজ্যঃ পীঠে সুরো নরৈঃ ॥ ৩৬
ইতোঽন্যথা পূজনে ন সম্যক্ ফলমবাপ্নুয়াৎ।
মহাবিভবসম্পূর্ণৈর্বিহিতৈনৈব ভৈরব ॥ ৩৭
অনুক্তো যঃ ক্রমস্তত্র বৈষ্ণবীতন্ত্রগোচরে।
তদ্যেবোত্তরতন্ত্রেঽপি প্রোক্তো গ্রাহ্যস্তু সাধকৈঃ ॥ ৩৮
পূর্বদ্বারি প্রথমতঃ কামতত্ত্বং প্রপূজয়েৎ।
দক্ষিণে প্রীতিতত্ত্বন্তু রতিতত্ত্বঞ্চ পশ্চিমে ॥ ৩৯

মূলমন্ত্রের আদ্যাক্ষরে ক্রমে ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত করিয়া যে ছয়টি মন্ত্র হইবে, তাহা দ্বারা অঙ্গুলীক্রমে ন্যাস করিবে। ২৯

ঐরূপ দক্ষিণ হস্তদ্বারা হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ এবং নেত্রেও ঐ ছয়টী মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে। ৩০

আস্য, বাহুযুগ, কুক্ষি, অপানদেশ, জানুদ্বয় ও পাদদ্বয়েও ক্রমে ঐ ছয় মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে। ৩১

অনন্তর অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জলে আটবার মূলমন্ত্রের জপ করিয়া ঐ জল দ্বারা স্বদেহ এবং উপকরণের অভ্যুক্ষণ করিয়া পূজা আরম্ভ করিবে। ৩২

দেবীকে কখন দেশীয় কখন বা বিদেশীয় লোকে পূজা করে, কাহারই কর-স্পর্শে দেবী উদ্বিগ্ন হন না। ৩৩

কোন ভিন্ন দেশীয় লোক দেশান্তরস্থিত পীঠস্থানে যাইয়া সেই দেশীয়দিগের উপদেশ অনুসারে পূজা করিবে। ৩৪

যদি কামরূপ ভিন্ন অন্য দেশ হইতে মনুষ্য আগমন করে, তাহা হইলে তদ্দেশীয় উপদেশ অনুসারে পূজা করিয়া ফল প্রাপ্ত হয়। ৩৫

ওড্র এবং পাঞ্চাল প্রভৃতি যে দেশে যে প্রকার পূজার বিধি উক্ত হইয়াছে সেই দেশের পীঠদেবতাকে তদনুসারে পূজা করিবে। ৩৬

হে ভৈরব। যদি মহাবিভব সম্পত্তি দ্বারা অন্যরূপ পূজা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সম্যক্ ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ৩৭

এই বৈষ্ণবীতন্ত্রে যে ক্রম অনুক্ত হইয়াছে, তাহা যদি উত্তর তন্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে, তবে সাধক তাহাও গ্রহণ করিবে। ৩৮

উত্তরে মোহনং তত্ত্বং ক্রমাদেতানি পূজয়েৎ।
ঐশান্যাং পূজয়েদ্দেবীং গণেশং দ্বারপালকম্ ॥ ৪০
অগ্নৌ তু চাগ্নিবেতালং নৈর্ঋত্যাং কালমেব চ।
বায়ব্যাং নন্দিনঞ্চাপি পূজয়েৎ ক্রমতস্ত্রিমান্ ॥ ৪১
চতুষ্কং পঞ্চকং ষট্কং চতুষ্কং পঞ্চকং চতুঃ।
ষট্কারশ্চৈব যো বেদ স যোগ্যঃ পীঠপূজনে ॥ ৪২
ওড্রাখ্যং প্রথমং পীঠং দ্বিতীয়ং জালশৈলকম্
তৃতীয়ং পূর্ণপীঠন্তু কামরূপং চতুর্থকম্ ॥ ৪৩
ওড্রপীঠং পশ্চিমে তু তথৈবোড্রেশ্বরীং শিবাম্ ।
কাত্যায়নীং জগন্নাথমোড্রেশঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৪
উত্তরে পূজয়েৎ পীঠং প্রশস্তং জালশৈলকম্ ।
জালেশ্বরং মহাদেবং চণ্ডীং জালেশ্বরীং তথা।
দীর্ঘিকাঞ্চোগ্রচণ্ডাঞ্চ তত্রৈব পরিপূজয়েৎ ॥ ৪৫
দক্ষিণে পূর্ণশৈলঞ্চ তথা পূর্ণেশ্বরীং শিবাম্ ।
পূর্ণনাথং মহানাথং সরোজামথ চণ্ডিকাম্ ॥ ৪৬
পূজয়েদ্দমনীং দেবীং শান্তামপি তথা শিবাম্ ।
কামরূপং মহাপীঠং তথা কামেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৪৭
নীলঞ্চ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং নাথং কামেশ্বরং তথা।
পূজয়েদ্দ্বারি পূর্ব্বে তু ক্রমাদেতাংস্তু ভৈরব ॥ ৪৮
ওড্রাদীনান্তু পীঠানাং ক্ষেত্রপালান্ গুরূংস্তথা।
অন্যাংস্তু দ্বারপালাদীন্ স্বে স্বে স্থানে প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৯

প্রথমে পূর্ব্বদ্বারে কামতত্ত্বের পূজা করিবে, দক্ষিণে প্রীতিতত্ত্ব ও পশ্চিমে রতিতত্ত্বের পূজা করিবে। ৩৯

উত্তরে মোহনতত্ত্বের পূজা করিবে; ইঁহাদিগের পূজা যথাক্রমে করিবে। ঈশানকোণে দ্বারপাল গণেশের পূজা করিবে। ৪০

অগ্নিকোণে অগ্নিবেতাল, নৈর্ঋতকোণে কাল, এবং বায়ুকোণে বায়ুর পূজা করিবে; ইঁহাদিগের পূজাও ক্রমশঃ করিবে। ৪১

চতুষ্ক, পঞ্চক, ষট্ক, চতুষ্ক, পঞ্চক এবং চতুঃষট্প্রকার যে জানিতে সমর্থ, সেই ব্যক্তিই পীঠপূজা করিতে সমর্থ। ৪২

প্রথম পীঠের নাম ওড্র, দ্বিতীয় জালশৈল, তৃতীয় পূর্ণ এবং চতুর্থ কামরূপ। ৪৩

ওড্র-পীঠ পশ্চিমে অবস্থিত, সেই স্থানে ওড্রেশ্বরী কাত্যায়নী এবং ওড্রেশ্বর জগন্নাথের পূজা করিবে। ৪৪

উত্তরে জালশৈল নামক প্রশস্ত পীঠ, সেই স্থানে জালেশ্বর মহাদেব, জালেশ্বরী চণ্ডী, দীর্ঘিকা এবং উগ্রচণ্ডার পূজা করিবে। ৪৫

দক্ষিণে পূর্ণ শৈল এবং তত্রস্থিত পূর্ণেশ্বরী শিবা, পূর্ণনাথ, মহানাথ, সরোজা এবং চণ্ডিকার পূজা করিবে। ৪৬

ঐ স্থলে দমনী দেবী, শান্তা এবং অম্বিকারও পূজা করিবে। হে ভৈরব ও বেতাল। কামরূপ পীঠ ও তত্রস্থিত কামেশ্বরী শিবা, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ নীল এবং কামেশ্বরনাথ ইঁহাদিগকে ক্রমশঃ—পূর্ব্বাদিদ্বারে পূজা করিবে। ৪৭-৪৮

বিশেষাৎ কামরূপস্থ কামেশ্বরীং প্রপূজয়ন্ ।
তত্রৈব নীলশৈলস্থাং শৃণু বেতালভৈরব ॥ ৫০
নাথঃ কামেশ্বরো দেবো দেবী কামেশ্বরী তথা ।
করালঃ ক্ষেত্রপালশ্চ চিঞ্চাবৃক্ষস্তথৈব চ ॥ ৫১
ত্রিকূটে নীলশৈলস্থ গুহা চাপি মনোভবা ।
বটুকঃ কমলো নাম বল্লী চৈবাপরাজিতা ॥ ৫২
ভৈরবঃ পাণ্ডুনাথশ্চ শ্মশানং হেরুকাহ্বয়ম্ ।
যোগিনী চ মহোৎসাহা তথা চন্দ্রাবতী পুরী ॥ ৫৩
লৌহিত্যো নদরাজশ্চ প্রান্তা দিক্করবাসিনী ।
অগ্নীশাখ্যস্তু বায়ব্যাং কেদারাখ্যোহথ বাহ্যকে ।
এতান্ সম্পূজয়েদ্দ্বারি তথা দেব্যাস্তু মণ্ডলে ॥ ৫৪
দ্বারপালো যোগিনী চ বটুকাখ্যো যথা তথা ।
কামরূপে পীঠবরে ওড্রাদিষ্বথ তত্তথা ॥ ৫৫
মধ্যে তু মণ্ডলস্যাথ দ্রাবণং শোষণং তথা ।
বন্ধনং মোহনঞ্চৈব তথৈবাকর্ষণাহ্বয়ম্ ।
মনোভবস্য বাণাংস্তু পঞ্চৈতান্ পরিপূজয়েৎ ॥ ৫৬
ষট্‌কোণাগ্রেষূত্তরাদৌ ভগাদিষট্‌কমেব চ ।
ত্রিপুরাতন্ত্রমন্ত্রোক্তং পূজয়েৎ ক্রমতঃ সুধীঃ ॥ ৫৭
গণক্রীড়াদিকং তদ্বত্তথা বিদ্যাকলাদিকান্ ।
বটুকান্ সিদ্ধপূজাদীন্ সিদ্ধাদ্যাশ্চ কুমারিকাঃ ॥ ৫৮
চতুশ্চতুষ্কমিত্যেতচ্চতুষ্কমিতি চোচ্যতে ॥ ৫৯

ওড্রাদি পীঠের অন্যান্য ক্ষেত্রপাল এবং অন্যান্য দ্বারপালদিগের স্ব স্ব স্থানে পূজা করিবে। ৪৯

কামেশ্বরী পূজা প্রসঙ্গে কামরূপের কতকগুলি বিশেষ দেবতা আছেন; হে বেতাল ও ভৈরব। নীলপর্বতস্থিত তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর। ৫০

কামেশ্বরনাথ মহাদেব, মহাদেবী কামেশ্বরী, করাল ক্ষেত্রপাল, তিন্তিড়ীবৃক্ষ। ৫১

ত্রিকূট নীল শৈল, মনোভবা গুহা, কমলনামক বটুক, অপরাজিতা বল্লী, পাণ্ডুনাথ নামক ভৈরব; হেরুক নামক শ্মশান, মহোৎসাহা যোগিনী, চন্দ্রাবতী পুরী, লৌহিত্যনামক নদরাজ, প্রান্তা দিক্করবাসিনী, বায়ুকোণস্থিত অগ্নীশ এবং বহিঃস্থিত কেদার। ইঁহাদিগকে দেবীর মণ্ডলে পূর্ব্বদ্বারে পূজা করিবে। ৫২-৫৪

পীঠশ্রেষ্ঠ কামরূপে যেরূপ দ্বারপাল, যোগিনী এবং বটুক আছে, ওড্রাদি পীঠেও তাহাদিগকে সেইরূপ জানিবে। ৫৫

মণ্ডলের মধ্যে মনোভবের দ্রাবণ, শোষণ, বন্ধন, মোহন এবং কর্ষণনামক এই পঞ্চ বাণের পূজা করিবে। ৫৬

সুধী সাধক উত্তরাদি দিকে ষট্‌কোণের অগ্রভাগে ত্রিপুরা তন্ত্রমন্ত্রোক্ত ভগাদি ষট্‌কের ক্রমশঃ পূজা করিবে। ৫৭

সেইরূপ গণক্রীড়াদি, বিদ্যাকলাদি এবং সিদ্ধাদি কুমারীদিগেরও পূজা

কামং রতিঞ্চ প্রীতিঞ্চ অনঙ্গমেখলাদিকম্ ॥ ৬০
সপ্ত বৈ ত্রিপুরাদ্যা অসিতাঙ্গাদয়ো নব।
মাহেশ্বর্য্যাদিকা দেব্যো দশভিঃ পঞ্চভির্গণৈঃ ॥ ৬১
দ্বিতীয়ং পঞ্চকং প্রোক্তং পীঠে কামফলপ্রদম্।
আধারশক্তিমুখ্যা যে নিত্যং তত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৬২
ধর্ম্মাদ্যাশ্চ তথৈবাষ্টৌ তথা সত্ত্বাদিকা গুণা।
একত্র গ্রহদিক্‌পালাশ্চতুষ্কমপরং স্মৃতম্ ॥ ৬৩
দেব্যাস্তথোগ্রচণ্ডাদ্যা নায়িকাঃ পরিপূজয়েৎ।
পূর্ব্বোক্তদেশে মন্ত্রেণ ভক্ত্যা বেতালভৈরব ॥ ৬৪
আবাহনং ষোড়শোপচারাণাং প্রতিপাদনম্।
জপঞ্চ বলিদানঞ্চ অঙ্গাস্ত্রাণাং প্রপূজনম্ ॥ ৬৫
মুদ্রা পূর্ব্বা বিসৃষ্টিশ্চ ষট্‌কমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
এতানি সপ্ত জানাতি প্রকারান্ পূজকঃ সুধীঃ।
স এবোড্রাদিপীঠানি সম্পূজয়িতুমর্হতি ॥ ৬৬
যোঽজ্ঞাত্বা সম্যগেতানি কুরুতে পীঠপূজনম্।
ন সম্যক্ ফলমাপ্নোতি হীনায়ুরপি জায়তে ॥ ৬৭
ত্রিপুরাতন্ত্রমন্ত্রোক্তস্থানেষেতেষু ভৈরব।
পূজয়িত্বা প্রথমতঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৬৮
কামেশ্বরি ইহাগচ্ছ সম্মুখীভব চেশ্বরি।
চিন্তয়িত্বাথ মনসাভ্যর্চ্চ্য কামেশ্বরীং হৃদি ॥ ৬৯

করিবে। ইহাদের চারি চারিটীতে এক একটি গণ হয় বলিয়া, ইহারা চতুষ্ক নামে বিখ্যাত। ৫৯

কাম, রতি, প্রীতি এবং অনঙ্গমেখলাদিরও পূজা করিবে। ৬০

ত্রিপুরা-আদি সপ্ত, অসিতাঙ্গাদি নব এবং মাহেশ্বরী-আদি পঞ্চাশৎ দেবী। ৬১

কামফলপ্রদ কামরূপপীঠে ইঁহারা দ্বিতীয় পঞ্চক নামে বিখ্যাত। তন্ত্রে নিত্য আধারশক্তি আদি প্রতিষ্ঠিত। ৬২

ধর্ম্ম-আদি আট,—সত্ত্বাদিগুণ এবং গ্রহ ও দিক্‌পালগণ ইঁহারা দ্বিতীয় চতুষ্ক নামে বিখ্যাত। ৬৩

হে বেতাল ও ভৈরব! পূর্ব্বোক্ত দেশ-মন্ত্রদ্বারা দেবীর নায়িকা উগ্রচণ্ডা আদির ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। ৬৪

আবাহন, ষোড়শোপচার দান, জপ, বলিদান, অঙ্গ ও অস্ত্রাদির পূজন এবং মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক বিসর্জন, ইহারা ষট্‌কে বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে সুধী পূজক এই সপ্ত প্রকার জ্ঞাত হয়, সেই ব্যক্তিই ওড্রাদিপীঠের পূজা করিতে সমর্থ হয়। ৬৫-৬৬

যে ব্যক্তি সম্যক্ প্রকারে না জানিয়া, এই পীঠপূজা করে, সে সম্যক্ প্রকার ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং অল্পায়ুও হইয়া পড়ে। ৬৭

হে ভৈরব! ত্রিপুরা তন্ত্রমন্ত্রোক্ত স্থানে ইঁহাদিগকে প্রথমে পূজা করিয়া অনন্তর পরমেশ্বরীর চিন্তা করিবে। ৬৮

চিন্তা করিয়া কামেশ্বরীকে হৃদয়ে মনে মনে মনঃকল্পিত কুশ পুষ্পাদি দ্বারা

মানসৈর্গন্ধপুষ্পাদ্যৈস্ততো দক্ষিণনাসয়া।
নিঃসার্য্য বায়ুং তৎপুষ্পমারোপ্য মণ্ডলান্তরে।
আবাহয়েন্মহাদেবীং সর্ব্বকামেশ্বরেশ্বরীম্ ॥ ৭০
কামেশ্বরি ইহাগচ্ছ সম্মুখীভব সন্নিধৌ ॥ ৭১
কামেশ্বরি বিদ্মহে ত্বাং কামাখ্যায়ৈ চ ধীমহি।
তন্নঃ কুব্জি মহামায়ে ততঃ পশ্চাৎ প্রচোদয়াৎ ॥ ৭২
এহ্যেহি ভগবত্যম্ব লোকানুগ্রহকারিণি।
কামেশে কামরূপে ত্বং কামকান্তে প্রসীদ মে ॥ ৭৩
ততস্তু প্রথমং স্নানং জলং দত্ত্বা তু পূজকঃ।
মূলমন্ত্রেণ বিতরেদুপচারাংস্তু ষোড়শ ॥ ৭৪
পূজয়েন্মধ্যভাগে তু ষড়ঙ্গানি ততোঽর্চ্চয়েৎ।
অঙ্গন্যাসে তু যে মন্ত্রাঃ ক্রমে পূর্ব্বন্তু ভাষিতাঃ ॥ ৭৫
তৈরেব মন্ত্রৈরঙ্গানি দেব্যা অপি চ পূজয়েৎ।
পূর্ব্বাদ্যষ্টদলেষ্বেতা যোগিনীঃ পরিপূজয়েৎ ॥ ৭৬
যথাক্রমেণ কামানাং সিদ্ধ্যর্থং কামদায়িকাঃ ॥ ৭৭
গুপ্তকামাং তু শ্রীকামাং তথৈব বিন্ধ্যবাসিনীম্।
কোটেশ্বরীং বনস্থাঞ্চ যোগিনীং পাদচণ্ডিকাম্।
দীর্ঘেশ্বরীঞ্চ প্রকটাং ভুবনেশীং ক্রমাদ্ যজেৎ ॥ ৭৮
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রস্য যান্যষ্টাবক্ষরাণি তু।
তানি বিন্দ্বিন্দুযুক্তানি মন্ত্রন্যাসাংশ্চ চক্ষতে ॥ ৭৯

পূজা করিয়া দক্ষিণ নাসাদ্বারা বায়ু নিঃসারণপূর্ব্বক সেই পুষ্পমণ্ডলমধ্যে স্থাপিত করিয়া সর্ব্বকামেশ্বরেশ্বরী মহাদেবীর আবাহন করিবে। ৬৯-৭০

হে কামেশ্বরি! এই স্থানে আগমন করুন, আমার সমীপে সম্মুখীন হউন। আমরা কামেশ্বরী দেবীকে জ্ঞাত আছি, কামাখ্যা দেবীর ধ্যান করিতেছি। অতএব মহামায়া কুব্জী আমাদের বিশক্তি বর্দ্ধন করুন। ৭১-৭২

হে লোকানুগ্রহকারিণি মাতঃ ভগবতি আগমন করুন। হে কামেশে কামরূপে কামকান্তে! আমার উপর প্রসন্ন হউন। ৭৩

অনন্তর পূজক প্রথমে স্নানজল দান করিয়া পরে মূলমন্ত্র দ্বারা ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে। ৭৪

হে ভৈরব! তদনন্তর সিদ্ধেশ্বরাদি সমুদয় পীঠ দেবতার মণ্ডলের মধ্যে পূজা করিবে। তৎপশ্চাৎ মণ্ডলের মধ্যভাগে চতুঃষষ্টি যোগিনী দেবীর ও সকল প্রকার অস্ত্রের পূজা করিবে; তদনন্তর ষড়ঙ্গেরও পূজা করিবে। অঙ্গন্যাস প্রসঙ্গে যে সকল মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, সেই সকল মন্ত্র দ্বারাই দেবীর অঙ্গসমূহের পূজা করিবে। ৭৫-৭৬

কামনাসমূহের সিদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বাদি অষ্ট দলে যথাক্রমে বক্ষ্যমাণ কামদায়িনী যোগিনীগণের পূজা করিবে। ৭৭

গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কোটীশ্বরী, বনস্থা, পাদচণ্ডিকা, দীর্ঘেশ্বরী এবং প্রকট ভুবনেশ্বরী এই অষ্ট যোগিনীর ক্রমশঃ পূজা করিবে। ৭৮

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রের যে আটটি অক্ষর আছে, তাহাদিগের এক একের উপর এক একটি বিন্দু যোগ করিলে ইহাদিগের মূলমন্ত্র হয়। ৭৯

মন্ত্রেষু ষণ্ণাং কোণানাং ষড়িমাঃ পরিপূজয়েৎ।
ঐশান্যাদিক্রমেণৈব কামাখ্যাং ত্রিপুরাং তথা ॥ ৮০
সারদাঞ্চ[১] মহোৎসাহাং প্রকটাং ভুবনেশ্বরীম্।
সিদ্ধকামেশ্বরীঞ্চাপি দেব্যা রূপাণি ভৈরব ॥ ৮১
অষ্টপুষ্পিকয়া দেবীং পুনঃ সম্পূজ্য চাষ্টধা।
জপ্ত্বা স্তুত্বা বলিং দত্ত্বা নত্বা মুদ্রাং প্রদর্শ্য চ ॥ ৮২
দেব্যাস্তু সিদ্ধচণ্ড্যা বৈ নির্ম্মাল্যং প্রতিপাদ্য চ।
বিসৃজ্য মণ্ডলাদ্দেবীং স্থাপয়েদ্যোনিমণ্ডলে ॥ ৮৩
এতৎ কামেশ্বরীতন্ত্রং কথিতং যুবযোঃ সুতৌ।
শারদায় মহামন্ত্রং সমস্তং শৃণু ভৈরব ॥ ৮৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিপুরাপূজনং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

শরৎকালে পুরা যস্মান্নবম্যাং বোধিতা সুরৈঃ।
শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ মানব[২] ॥ ১
তস্যাস্তু নেত্রবীজাখ্যং মন্ত্রং প্রাক্ প্রতিপাদিতম্।
দুর্গাতন্ত্রঞ্চ তন্মন্ত্রমঙ্গমন্ত্রং পুরোদিতম্ ॥ ২

হে ভৈরব! ঈশানাদিক্রমে ষট্‌কোণের মধ্যে মধ্যে বক্ষ্যমাণ ছয় দেবীর পূজা করিবে। ৮০

কামাখ্যা, ত্রিপুরা, শারদা, মহোৎসাহা, প্রকটা ভুবনেশ্বরী এবং সিদ্ধকামেশ্বরী; ইঁহারা দেবীরই মূর্ত্তিভেদ মাত্র। ৮১

পুনর্ব্বার অষ্ট প্রকার পুষ্পদ্বারা আট বার দেবীর পূজা করিয়া, জপ, স্তব, বলিপ্রদান ও মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ৮২

সিদ্ধচণ্ডীকে দেবীর নির্ম্মাল্য সমর্পণ এবং মণ্ডল হইতে দেবীকে বিসর্জ্জন করিয়া যোনিমণ্ডলে স্থাপন করিবে। ৮৩

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! এই কামেশ্বরী তন্ত্র তোমাদিগের নিকট বলা হইল, এক্ষণে সমস্ত শারদার মহামন্ত্র শ্রবণ কর। ৮৪

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৪

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়
শারদাতন্ত্র

ভগবান্ বলিলেন,—যেহেতু পূর্ব্বে শরৎকালে দেবগণকর্ত্তৃক মহাদেবী বোধিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত পীঠস্থানে এবং লোকমধ্যে তিনি শারদা নামে বিখ্যাত হন। ১

১। শারদাং—ইতি পাঠান্তরম্। ২। মানতঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

তাভ্যামেব তু মন্ত্রাভ্যাং পূজয়েত্তাং জগন্ময়ীম্ ॥ ৩
তৃতীয়ং পীঠমন্ত্রন্তু শারদায়া অনুত্তমম্ ।
শৃণুতং চৈকমনসা চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্ ॥ ৪
চতুর্থস্বরসংযুক্তমুপান্তো বহ্নিনা যুতঃ ।
কামরাজং তথা ষষ্ঠমুপান্তস্বরসংযুতম্ ॥ ৫
হার্দ্দিঃ সশান্তিসহিত এতদ্বীজং চতুর্থকম্ ।
চতুর্ভিরেভিঃ কথিতো মন্ত্রোঽক্ষৈশ্চ সতক্তৈঃ ॥ ৬
অয়ং তৃতীয়ো মন্ত্রস্তু শারদায়াঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
অনেন পূজয়েৎ পীঠে সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭
রূপমস্যাঃ পুরা প্রোক্তং সিংহস্থং দশবাহুভিঃ ।
তত্র পূজাক্রমং সম্যক্ শৃণুতং পুত্রকৌ মম ॥ ৮
চতুর্দ্বারমণ্ডলঞ্চ[1] কুর্য্যাত্তত্র বিভূতয়ে ।
মহামায়ামণ্ডলন্তু শারদায়াস্তু মণ্ডলম্ ॥ ৯
বৈষ্ণবীতন্ত্রকল্পোক্তৈর্মন্ত্রৈঃ স্থানাদিমার্জনম্ ।
কৃত্বা তু নেত্রবীজেন মণ্ডলং প্রস্তরে লিখেৎ ॥ ১০
যোনাবষ্টদলং কৃত্বা ত্রিকোণং মধ্যতো ন্যসেৎ ।
অয়ং বিশেষঃ কথিতো বৈষ্ণবীমণ্ডলাৎ পুনঃ ॥ ১১
মণ্ডলোল্লেখনঞ্চৈব তথা ভূতাপসারণম্ ।
পাত্রস্থ প্রতিপত্তিস্তু অমৃতীকরণং তথা ॥ ১২
গন্ধপুষ্পাম্বসাং ক্ষেপ আত্মাসনপ্রপূজনম্ ।
প্রাণায়ামশ্চ ত্রিবিধো ভূতশুদ্ধিপ্রবেশনম্ ॥ ১৩
দহনপ্লবনে চৈব পাণিকচ্ছপিকা তথা ।

নেত্রবীজই তাঁহার মূলমন্ত্র, ইহাও পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং দুর্গা-তন্ত্র, তাঁহার মন্ত্র ও অঙ্গমন্ত্র বলা হইয়াছে। এই দুই মন্ত্রদ্বারা সেই জগন্ময়ী দেবীর পূজা করিবে ২-৩

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্গ প্রদায়ক তৃতীয় পীঠ মন্ত্রদ্বারা শারদার পূজা করিলে সকল প্রকার সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ৪

ইঁহার স্বরূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সিংহোপরিস্থিত এবং দশবাহুযুক্ত। হে পুত্রদ্বয়! এক্ষণে পূজার ক্রম শ্রবণ কর। ৫-৮

বিভূতিলাভের নিমিত্ত প্রথমে চতুর্দ্বার মণ্ডল করিবে। মহামায়ার যেরূপ মণ্ডল শারদারও সেইরূপ মণ্ডল। ৯

বৈষ্ণবীকল্পোক্ত মন্ত্রদ্বারা স্থান মার্জ্জন করিয়া নেত্র-বীজদ্বারা প্রস্তরে মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। ১০

যোনিতে অষ্টদল অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। বৈষ্ণবীমণ্ডল হইতে ইহাই বিশেষ কথিত হইল। ১১

মণ্ডলে রেখাদি অঙ্কন, ভূতাপসারণ, অর্ঘ্যপাত্রের প্রতিপত্তি, অমৃতীকরণ গন্ধ, পুষ্প ও জলক্ষেপ, আত্মা ও আসনপূজা, ত্রিবিধ প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, প্রবেশন, দহন, প্লাবন, পাণিকচ্ছপিকা এবং যোগপীঠের ধ্যান—এ সকল উত্তর

১। চতুর্দ্বার-----ইতি পাঠান্তরম্।

যোগপীঠস্য চ ধ্যানং বৈষ্ণবীতন্ত্রভাষিতম্ ।
তথৈবোত্তরতন্ত্রোক্তং কুর্য্যাদ্দেব্যাঃ প্রপূজনে ॥ ১৪
অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ সলিলে ধেনুমুদ্রয়া ।
রূপং দেবং দশভুজং পূর্ব্বোক্তন্তু বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৫
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ দুর্গাতন্ত্রেণ ভৈরব ।
নবাক্ষরেণ বৈ কুর্য্যাদঙ্গুষ্ঠাদিক্রমেণ তু ॥ ১৬
হৃদয়াদিক্রমাৎ পশ্চাদ্বক্ত্রাদাবপি পূর্ব্ববৎ ।
এতদেবার্ঘপাত্রে চাষ্টধা মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ ॥ ১৭
তত্তোয়ৈঃ সেচয়েচ্ছীর্ষং পুষ্পগন্ধাদিকং তথা
এবং পূজাক্রমং তত্র কুর্য্যাদ্দেব্যাস্তু মণ্ডলে ॥ ১৮
আদিত্যং চণ্ডিকারূপং ধ্যাত্বা পূর্ব্বং শিলাতলে ।
তস্মৈ নিবেদয়েদর্ঘ্যং সিদ্ধার্থাক্ষতপুষ্পকৈঃ ॥ ১৯
আধারশক্তিপ্রভৃতীন্ ক্লীঁ মন্ত্রেণ চ সাধকঃ ।
পূজয়েৎ প্রথমং মধ্যে ধর্ম্মাদীনপি পূর্ব্ববৎ ॥ ২০
সত্ত্বাদীন্ গুরুপাদান্তান্ পূর্ব্বতন্ত্রোদিতান্ বুধঃ ।
পূজয়েন্মধ্যপদ্মে তু স্বমেকমপি মধ্যতঃ ॥ ২১
পূর্ব্বভাগে মণ্ডলস্য দেব্যাঃ শক্তীঃ প্রপূজয়েৎ ।
নাথকামেশ্বরাদীংস্তু লৌহিত্যান্তান্ বিশেষতঃ ।
সর্ব্বান্ বৈ পীঠদেবাংস্তু মণ্ডপস্যোত্তরে যজেৎ ॥ ২২

তন্ত্রে বৈষ্ণবীতন্ত্র প্রসঙ্গে যেরূপ যেরূপ উক্ত হইয়াছে, শারদা দেবীর পূজাতেও সেই সেই রূপ করিবে । ১২-১৪

সলিলে ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিবে এবং দেবীর যাদৃশ দশভুজারূপ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ধ্যান করিবে । ১৫

হে ভৈরব ! অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস দুর্গাতন্ত্রোক্ত নয় অক্ষর দ্বারা অঙ্গুষ্ঠাদি ক্রমে করিবে । ১৬

পরে হৃদয়াদি ক্রমে, বক্ত্রাদির ন্যাসও পূর্ব্ববৎ করিবে । সুধী সাধক অর্ঘ্য-পাত্রে ঐ মন্ত্রেরই আটবার জপ করিবে । ১৭

অনন্তর অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল দ্বারা আপনার মস্তক ও পুষ্প, গন্ধ আদি পূজার উপকরণ অভিষিক্ত করিবে । দেবীর মণ্ডলে এইরূপ ক্রমে পূজা আরম্ভ করিবে । ১৮

প্রথমে শিলাতলে সূর্য্যকে চণ্ডিকা স্বরূপ চিন্তা করিয়া সিদ্ধার্থ অক্ষত এবং পুষ্প দ্বারা তাঁহাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে । ১৯

সাধক মণ্ডল মধ্যে ক্লীঁ এই মন্ত্র দ্বারা প্রথমে আধারশক্তি প্রভৃতির পূজা করিয়া অনন্তর পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মাদিরও পূজা করিবে । ২০

পণ্ডিত সাধক, পূর্ব্ব তন্ত্রোক্ত সত্ত্ব আদি গুরুপাদ পর্য্যন্ত যাবতীয় পীঠ-দেবতার মধ্যে পূজা করিবে এবং মধ্যভাগে আপনাকেও পূজা করিবে । ২১

মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে দেবীর শক্তিদিগকে পূজা করিবে এবং কামেশ্বরাদি নাথের ও লৌহিত্য প্রভৃতিরও পূজা করিবে । মণ্ডলের উত্তরে সমুদয় পীঠ-দেবতার পূজা করিবে । ২২

মণিকর্ণং চিত্ররথং ভস্মকূটং তথৈব চ।
শ্বেতং নীলঞ্চ চিত্রঞ্চ বারাহং গন্ধমাদনম্।
মণিকূটং নন্দনঞ্চ পশ্চিমে পূজয়েদিমান্॥ ২৩
অল্লীশমথ কেদারং দেবীং দিক্করবাসিনীম্।
ধাত্রীং স্বধাং তথা স্বাহাং মানস্তোকাপরাজিতে।
দক্ষিণে পূজয়েদেতাশ্চতুঃষষ্টিঞ্চ যোগিনীঃ॥ ২৪
গ্রহাংশ্চ দশদিক্পালান্ পূর্ব্বাদ্যুক্তক্রমেণ তু।
পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্ধীমান্ ভৈরবং ভৈরবীমপি॥ ২৫
ততঃ কচ্ছপিকাং বদ্ধ্বা পুনরেব তু পূজকঃ।
ধ্যায়েচ্চ পূর্ব্ববদ্দেবীং হৃদিস্থাং মনসাপি চ॥ ২৬
মানসৈর্গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ পূজয়িত্বা হৃদি স্থিতাম্॥ ২৭
নাসাপুটেন নিঃসার্য্য দক্ষিণেনাথ মণ্ডলে।
পুষ্পমারোপ্য[1] কামাখ্যাং সারদামাহ্বয়েন্মুহুঃ॥ ২৮
এহ্যেহি পরমেশানি সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।
পূজাভাগং গৃহাণেমং মখং রক্ষ নমোঽস্তু তে[2]॥ ২৯
দুর্গে দুর্গে ইহাগচ্ছ সর্ব্বৈঃ পরিকরৈঃ সহ।
পূজাভাগং গৃহাণেমং মখং রক্ষ নমোঽস্তু তে॥ ৩০
নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ত্বাং চণ্ডিকায়ৈ তু ধীমহি।
শেষভাগে তু শারদ্যাস্তন্নশ্চণ্ডি প্রচোদয়াৎ॥ ৩১

মণিকর্ণ, চিত্ররথ, ভস্মকূট, শ্বেত, নীল, চিত্র, বারাহ, গন্ধমাদন, মণিকূট এবং নন্দন ইঁহাদিগকে পশ্চিমে পূজা করিবে। ২৩

অল্লীশ, কেদার, দিক্করবাসিনী দেবী, ধাত্রী, স্বধা, স্বাহা, মানস্তোকা এবং অপরাজিতা ইঁহাদিগকে এবং চতুঃষষ্টি যোগিনীগণকে দক্ষিণে পূজা করিবে। ২৪

নবগ্রহ, দিক্পাল ইঁহাদিগেরও যথোক্তক্রমে পূজা করিবে। বুদ্ধিমান পাঠক পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ভৈরব ও ভৈরবীরও পূজা করিবে। ২৫

অনন্তর সাধক পাণিকচ্ছপিকা বন্ধন করিয়া পুনর্ব্বার হৃদয়স্থিত দেবীর মনে মনে ধ্যান করিবে। ২৬

অনন্তর মনঃকল্পিত গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা হৃদয়স্থিত দেবীর পূজা করিবে। ২৭

অনন্তর দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা হৃদয় হইতে দেবীকে নিঃসারিত করিয়া পুষ্পোপরি আরোপণ করিবে এবং মুহুর্ম্মুহুঃ সেই শারদা কামাখ্যা দেবীর আহ্বান করিবে। ২৮

হে পরমেশানি দেবী! আগমন করুন, আগমন করুন, এই স্থানে সান্নিধ্য স্থাপন করুন; হে শারদে! হে দুর্গে! আপনি সগণ এবং সপরিকর হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়া এই সমস্ত পূজাভাগ গ্রহণ করুন; আমার এই যজ্ঞ রক্ষা করুন, আপনাকে নমস্কার করি। ২৯-৩০

আমরা নারায়ণীকে জানিতেছি এবং চণ্ডিকারূপিণী আপনাকে ধ্যান করিতেছি। অতএব হে চণ্ডি! আমাদিগের মঙ্গল সাধন করুন। ৩১

১। পুষ্পমারোপ্য……শারদাম্……ইতি পাঠান্তরম্।
২। নমস্তুভ্যং মণ্ডলে—ইতি পাঠান্তরম্।

দত্ত্বা স্নানমনেনৈব দুর্গাতন্ত্রেণ বৈ পুনঃ।
নেত্রবীজেন চ তথা পীঠমন্ত্রেণ চান্তরম্।
চতুরক্ষরেণ শেষেণ ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৩২
চতুরক্ষরমন্ত্রেণ পাদ্যাদীনথ ষোড়শ।
বিস্তরেঽপচারাংস্তু পূর্ব্বোক্তাংস্তাংস্তু ভৈরব ॥ ৩৩
দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ দেব্যাঙ্গানি প্রপূজয়েৎ।
দুর্গেত্যনেন হৃদয়ং পুনর্দুর্গেত্যনেন কম্ ॥ ৩৪
শিখাকবচনেত্রাংশ্চ পাদপাদাংশ্চ পঞ্চভিঃ।
বাদিপঞ্চাক্ষরৈঃ শেষৈঃ পূজয়েৎ ক্রমতঃ সুধীঃ ॥ ৩৫
পূর্ব্বাদ্যষ্টদলেষ্বেতাঃ পূজয়েন্নায়িকক্রমাৎ ॥ ৩৬
জয়ন্তীং পূর্ব্বপত্রে তু আগ্নেয্যাদৌ তু মঙ্গলাম্।
কালীঞ্চ ভদ্রকালীঞ্চ তথা চৈব কপালিনীম্।
দুর্গাং শিবাং ক্ষমাঞ্চৈব ক্রমাদেব তু নামতঃ ॥ ৩৭
কেশবস্ত তু মধ্যে তু অষ্টাবেতাস্তু নায়িকাঃ।
নেত্রবীজস্য মন্ত্রেণ বীজেন ষট্সু[১] নায়িকাঃ ॥ ৩৮
অমীষাঞ্চ ততেবাসৌ ষড়ভিরেতাভরাহিতৈঃ।
হ্রীঁ হ্রৌঁ শ্রীমিত্যুপান্তান্ত প্রান্তামাদ্যস্বরেণ বৈ ॥ ৩৯
উগ্রচণ্ডাং প্রচণ্ডাঞ্চ চণ্ডোগ্রাং চণ্ডনায়িকাম্।
চণ্ডাং চণ্ডবতীং চৈব চণ্ডরূপাঞ্চ চণ্ডিকাম্ ॥ ৪০

এই মন্ত্রদ্বারা স্নানীয় দান করিয়া পুনর্ব্বার দুর্গাতন্ত্র, নেত্রবীজ এবং পীঠমন্ত্র দ্বারা অবকাশ দান করিবে। অনন্তর চতুরক্ষর মন্ত্রদ্বারা দেবীর অঙ্গনিচয়ের পূজা করিবে। ৩২

হে ভৈরব। চতুরক্ষর মন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বোক্ত পাদ্য আদি ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে। ৩৩

দুর্গাতন্ত্রোক্ত মন্ত্রদ্বারা দেবীর অঙ্গনিচয়ের পূজা করিবে। সুধীর পূজক দুর্গা এই মন্ত্র দ্বারা হৃদয়ের পূজা করিবে, দুর্গা এই বলিয়া মস্তকের পূজা করিবে।৩৪

শিখা, কবচ, নেত্রত্রয়, বাহুদ্বয় এবং পাদদ্বয় এই পঞ্চাঙ্গের বকারাদি পাঁচটী অক্ষরের এক একটি দ্বারা যথাক্রমে পূজা করিবে। ৩৫

অনন্তর পূর্ব্ব আদি অষ্টদলে বক্ষ্যমাণ নায়িকাগণের অর্চনা করিবে। ৩৬

পূর্ব্ব পত্রে জয়ন্তীর, আগ্নেয়াদিতে মঙ্গলা কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা এবং ধাত্রী ইহাদিগেরও যথাক্রমে পূজা করিবে। ৩৭

এই আটজন নায়িকার কেশরের মধ্যে পূজা করিবে এবং নেত্রবীজের মধ্য-বীজ দ্বারা নায়িকার পূজা করিবে। ৩৮

ইহাদিগেরও মন্ত্র ঐ ছয় অক্ষর মধ্যে থাকিলে, হ্রীঁ হ্রৌঁ শ্রীঁ এই তিন অক্ষর উপান্ত, অন্ত ও প্রান্তে থাকিলে তাহাতে আদ্যস্বর সংযুক্ত হইলে যাহা হয়, তাহাই জানিবে। ৩৯

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা এবং চণ্ডিকা ইহাদিগেরও পূজা করিবে। ৪০

১। ষট্সু—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্রিকোণকেশরাগ্রন্তু কামং প্রীতিং রতিং তথা।
পঞ্চবাণান্ পুষ্পধনুঃ পূজয়েৎ কামমন্ত্রকৈঃ ॥ ৪১
অষ্টপুষ্পিকয়া পশ্চাৎ সম্পূজ্য পরমেশ্বরীম্।
দেব্যাস্তু করগুহ্যাণি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি বাহনম্।। ৪২
পঞ্চাননং কেশবঞ্চ দেব্যগ্রে তু প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৩
পীঠদেবীং শারদাং তু কামাখ্যামধিদেবতাম্।
ত্রিপুরাখ্যাং মহাদেবীং পীঠপ্রত্যধিদেবতাম্ ॥ ৪৪
কামেশ্বরীং মহোৎসাহাং মধ্যে এবং প্রপূজয়েৎ।
চতুরক্ষরমন্ত্রেণ দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ॥ ৪৫
জপ্ত্বা স্তুত্বা বলিং দত্ত্বা নমস্কৃত্যাবগুণ্ঠ্য চ।
যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ নির্মাল্যং দিশি শূলিনঃ[১] ॥ ৪৬
চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নম ইতি নিক্ষিপ্য চ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৭
ততস্তু ভাস্করায়ার্ঘ্যং দদ্যাচ্ছিদ্রাবধারণম্।
দেবীঞ্চ হৃদয়ে স্থাপ্য স্থাপয়েদ্ যোনিমণ্ডলে ॥ ৪৮
এবং দেবীং তু কামাখ্যাং যোনিমুদ্রাং[২] জগন্ময়ীম্।
শারদাখ্যাং মহাদেবীং যোহনেন বিধিনা যজেৎ।
সর্ব্বকামান্ সুসম্প্রাপ্য শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯
যদি পীঠং বিনান্যত্র পূজয়েৎ কামরূপিণীম্।
নীলকূটে তদাপ্যেতৎ সর্ব্বমেব সমাচরেৎ ॥ ৫০

ত্রিকোণ কেশরের মধ্যে কাম, প্রীতি, রতি, পাঁচটি বাণ পুষ্পময় ধনু কাম-মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে। ৪১

পরে অষ্টপুষ্পিকা দ্বারা পরমেশ্বরীর পূজা করিয়া, দেবীর করগুহ্য শস্ত্র ও অস্ত্রাদির পূজা করিবে। অনন্তর দেবীর বাহন সিংহ এবং ডামর নামক দৈত্যেরও অগ্রে পূজা করিবে। ৪২-৪৩

পীঠদেবতা শারদা, অধিদেবতা কামাখ্যা এবং প্রত্যধিদেবতা মহাদেবী ত্রিপুরারও পূজা করিবে। মধ্যভাগে মহোৎসাহা কামেশ্বরীরও পূজা করিবে। এবং চতুর্থাক্ষর মন্ত্রদ্বারা পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে। ৪৪-৪৫

অনন্তর জপ, স্তব, বলিদান, নমস্কার, অবগুণ্ঠন এবং যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ঈশান কোণে নির্মাল্য প্রক্ষেপ করিবে। ৪৬

নির্মাল্য ক্ষেপণের মন্ত্র 'চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমঃ'। নির্মাল্য ক্ষেপণাত্তে বিসর্জ্জন করিবে। ৪৭

অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণের নিমিত্ত সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। এবং দেবীকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া যোনিমণ্ডলে স্থাপিত করিবে। ৪৮

যে ব্যক্তি যোনিরূপা জগন্ময়ী কামাখ্যা দেবীর এবং মহাদেবী শারদার এই রূপ বিধি অনুসারে পূজা করে, সে সমুদয় অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া অন্তে শিব-লোক প্রাপ্ত হয়। ৪৯

যদি পীঠ ব্যতীত এই নীলকূট পর্ব্বতের অন্যত্র কোন স্থানে কামরূপিণীর পূজা করে, তাহা হইলে উক্ত সকল প্রকার বিধির অনুষ্ঠান করিবে। ৫০

১। নির্মাল্যাদি ত্রিশূলিনঃ। ২। যোগনিদ্রাং।

যদ্যন্যত্র যজেদ্দেবীং জলে বা স্থণ্ডিলেঽপি বা।
শিলাদিষু[1] চ বহ্নৌ বা দেবী পীঠে যথেচ্ছয়া।
যজেদ্বা ন যজেদ্বাপি পীঠেঽবশ্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৫১
এবং যঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ পঞ্চমূর্ত্তিধরাং শিবাম্।
একৈকেনাথ বা তস্য স্বয়ং স্যাদ্বরদাম্বিকা[2] ॥ ৫২
বিঘ্না ন তস্য জায়ন্তে নাধয়ো ব্যাধয়স্তথা।
ন তস্য সদৃশোঽন্যঃ স্যাদ্ধনধান্য-সমৃদ্ধিভিঃ ॥ ৫৩
গবাং কোটিপ্রদানাত্তু যৎফলং জায়তে নৃণাম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি কামাখ্যাং পূজয়ন্নরঃ ॥ ৫৪
দশ পূর্ব্বান্ দশপরান্ বংশানুদ্ধৃত্য পাপতঃ।
সকৃৎ সম্পূজনেনৈব মম লোকমবাপ্নুয়াৎ।
ত্রিঃ সম্পূজ্য মহাদেবীং কামাখ্যাং যোনিমণ্ডলে।
শতং বংশান্ সমুদ্ধৃত্য দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫
যস্ত্রিবারান্ পূজয়েৎ বিধিনানেন মানবঃ।
নীলপর্ব্বতমারুহ্য কামাখ্যাং যোনিমণ্ডলে ॥ ৫৬
স সহস্রন্তু বংশানামুদ্ধৃত্য পাপকোষতঃ।
ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্যচিরায়ুষ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৭
দেহান্তে মদ্গৃহং প্রাপ্য গণানামধিপো ভবেৎ ॥ ৫৮
যস্যাং কস্যামথাষ্টম্যাং নবম্যাং বাপি সাধকঃ।
পঞ্চরূপান্তু কামাখ্যাং পঞ্চমন্ত্রৈঃ স্বতন্ত্রকৈঃ।
পূজয়েদ্বরদাং দেবীং মণ্ডলৈশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৯

যদি অন্যত্র জলে স্থণ্ডিলে অথবা শিলাপ্রভৃতিতে দেবীর পূজা করিবে তাহা হইলে ইচ্ছামত পীঠদেবতাদিগের পূজা করুক বা না করুক, পীঠে অবশ্য অবশ্য পীঠদেবতাদিগের পূজা করিবে। ৫১

এইরূপে যে ব্যক্তি পঞ্চমূর্ত্তিধরা শিবাকে পঞ্চ তন্ত্র সমুদয় অথবা এক একটি তন্ত্র দ্বারা পূজা করে, অম্বিকা স্বয়ং তাহাকে বরদান করেন। ৫২

তাহার কোন প্রকার বিঘ্ন আধি বা ব্যাধি উৎপন্ন হয় না এবং ধন ধান্য ও সমৃদ্ধিতে আর কেহই তাহার তুল্য হয় না। ৫৩

কোটি গো প্রদান করিলে মনুষ্যের যে ফল লাভ হয়, কামাখ্যা দেবীকে পূজা করিয়াও মনুষ্য সে ফল প্রাপ্ত হয় ৫৪

মনুষ্য একবার মাত্র কামাখ্যা দেবীর পূজা করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া আমার লোক প্রাপ্ত হয়। ৫৫

যে মনুষ্য যোনিমণ্ডলে কামাখ্যা দেবীকে তিনবার পূজা করে, সে পাপ-কোষ হইতে আত্মবংশীয় সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করিয়া ইহলোকে সুখ ঐশ্বর্য্য ও দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া দেহাবসানে আমার গৃহে গমন করিয়া গণাধিপত্য প্রাপ্ত হয়। ৫৬-৫৮

যে সাধক যে কোন অষ্টমী ও নবমীতে বরপ্রদা পঞ্চরূপা কামাখ্যাদেবীকে পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া স্বতন্ত্র পঞ্চমন্ত্র দ্বারা পঞ্চরূপের ধ্যান এবং পঞ্চ

১। শিলাদিষু জলং দেবীং পীঠদেবান্।
২। বরদাম্বিকা—ইতি পাঠান্তরম্

ধ্যাত্বা তু পঞ্চ রূপাণি জপ্ত্বা মন্ত্রাংশ্চ পঞ্চ বৈ।
কল্পকোটিসহস্রাণি মম লোকে চ মানবঃ।
স্থিত্বা দেবীপ্রসাদেন পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬০
ইহ লোকে বাঞ্ছিতার্থং সুখং প্রাপ্য যশস্তথা।
রিপূন্ জিত্বা স ধর্ম্মাত্মা মাতঙ্গানিব কেশরী।
চিরায়ুঃ পুত্রপৌত্রৈশ্চ বিভবৈশ্চ সমন্বিতঃ ॥ ৬১
ক্রীড়য়িত্বা হ্যমরবদ্ যুবতীভিশ্চ সাদরাৎ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচানাং নেতা ভবতি নিত্যশঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্যৈব দ্বিজরাজসমো ভবেৎ ॥ ৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

এতত্তন্ত্রং সমস্তন্তু শ্রুত্বা বেতালভৈরবৌ।
পপ্রচ্ছতুস্ত্র্যম্বকঞ্চ হর্ষোৎফুল্লবিলোচনৌ ॥ ১

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

কামাখ্যায়াঃ শ্রুতং তন্ত্রং সাঙ্গং যুষ্মৎপ্রসাদতঃ।
নমস্কারং তথা মুদ্রাং বলিদানং তথৈব চ ॥ ২
তথৈব মাতৃকান্যাসং পূজায়াঃ কায়তঃ ক্রমম্।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ জগৎপ্রভো ॥ ৩

মন্ত্র জপ করিয়া পূজা করে, সেই মনুষ্য সহস্রকোটি কল্প আমার লোকে বাস করিয়া অনন্তর দেবীর প্রসাদে পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ৫৯-৬০

যে মনুষ্য ইহলোকে নিখিল বাঞ্ছিতার্থ সুখ ও যশঃ প্রাপ্ত হইয়া সিংহ যেমন অবলীলাক্রমে মাতঙ্গদিগকে বিনাশ করে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে শত্রুসকল বিনষ্ট করিয়া দীর্ঘায়ুঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিত হইয়া পুরস্ত্রীগণের সহিত সাদরে অমরের ন্যায় ক্রীড়া করত এবং যক্ষ, রক্ষঃ ও পিশাচদিগের নায়করূপে নিত্য সকল প্রকার অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া চন্দ্রের সাদৃশ্য লাভ করে। ৬১-৬২

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৫

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়

নমস্কার ও মুদ্রাকথন

ঔর্ব্ব বলিলেন,—বেতাল ও ভৈরব এই সমস্ত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে ত্র্যম্বককে জিজ্ঞাসা করিল। ১

তাহারা বলিল,—আপনার প্রসাদে কামাখ্যার সাঙ্গ তন্ত্র শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে নমস্কার, মুদ্রা, বলিদান, ষোড়শ উপচারের নিয়ম, মাতৃকান্যাস এবং

১। মন্ত্রাণি। ২। দৈবে।

শৃণ্বতো ন হি নৌ তৃপ্তির্জায়তে যোগিভূমিষু ॥৪

শ্রীভগবানুবাচ—

বক্ষ্যামি যদহং পৃষ্টো ভবদ্ভ্যাং পুত্রকোত্তমৌ।
শৃণুতং নরশার্দ্দূলাবেকাগ্রমনসাধুনা ॥ ৫
ত্রিকোণমথ ষট্‌কোণমর্দ্ধচন্দ্রং প্রদক্ষিণম্।
দণ্ডমষ্টাঙ্গমুগ্রঞ্চ সপ্তধা নতিলক্ষণম্ ॥ ৬
ঐশানী বাথ কৌবেরী দিক্ কামাখ্যাপ্রপূজনে।
প্রশস্তা স্থণ্ডিলাদৌ চ সর্ব্বমূর্ত্তেশ্চ সর্বতঃ ॥ ৭
ত্রিকোণাদিব্যবস্থা তু যদি পূর্ব্বমুখো যজেৎ।
পশ্চিমাচ্ছাম্ভবীং গত্বা ব্যবস্থাং নির্দ্দিশেত্তদা ॥ ৮
যদোত্তরামুখঃ কুর্য্যাৎ সাধকো দেবপূজনম্।
তদা যাম্যাত্ত বায়বীং গত্বা কুর্য্যাত্তু সংস্থিতিম্ ॥ ৯
দক্ষিণাদ্ বায়বীং গত্বা দিশং তস্মাচ্চ শাম্ভবীম্।
ততোঽপি দক্ষিণাং গত্বা নমস্কারস্ত্রিকোণবৎ।
ত্রিকোণাখ্যো নমস্কারস্ত্রিপুরাপ্রীতিদায়কঃ ॥ ১০
দক্ষিণাদ্বায়বীং গত্বা বায়ব্যাচ্ছাম্ভবীং ততঃ।
ততোঽপি দক্ষিণাং গত্বা তাং ত্যক্ত্বাগ্নৌ প্রবিশ্য চ ॥ ১১
অগ্নিতো রাক্ষসীং গত্বা তৎপশ্চাদুত্তরাং দিশম্।
উত্তরাচ্চ তথাগ্নেয়ীং ভ্রমণং দ্বিত্রিকোণবৎ।
ষট্‌কোণোঽয়ং নমস্কারঃ প্রীতিদঃ শিবদুর্গয়োঃ ॥ ১২

অন্তত্র পূজার ক্রম, হে জগৎ প্রভো। এই সকল বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। এ সকল শুনিয়া আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না। ২-৪

ভগবান্ বলিলেন,—হে পুত্রশ্রেষ্ঠ বেতাল ও ভৈরব। তোমরা দুইজনে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সেই সকল বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হে নরশার্দ্দূলদ্বয়। তোমরা একাগ্রমনে এক্ষণে শ্রবণ কর। ৫

ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, প্রদক্ষিণ, দণ্ড, অষ্টাঙ্গ এবং উগ্র—এই সাত প্রকার নতি। ৬

কামাখ্যার পূজায় ঈশানকোণ অথবা উত্তরদিক প্রশস্ত; স্থণ্ডিলাদি সকল স্থানে সকল মূর্ত্তিরই পূজা করিতে পারে। ৭

এক্ষণে ত্রিকোণাদির ব্যবস্থা বলা যাইতেছে;—যদি পূর্ব্বমুখ হইয়া পূজা করে, পশ্চিম হইতে ঈশানকোণে যাইয়া অবস্থানের নির্দ্দেশ করিবে। ৮

যৎকালে সাধক উত্তরমুখ হইয়া দেব পূজন করিবে, তখন দক্ষিণদিক্ হইতে বায়ুকোণে যাইয়া অবস্থান করিবে। ৯

দক্ষিণ হইতে বায়ুকোণে গমন করিবে, বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণে গমন করিবে, তাহার পর আবার দক্ষিণে গমন করিয়া উহা ত্যাগ করিয়া অগ্নিকোণে প্রবেশ করিবে। অগ্নিকোণ হইতে নৈঋ্ঋতকোণে গমন করিবে, নৈঋ্ঋত কোণ হইতে উত্তরদিকে গমন করিবে, উত্তর হইতে অগ্নিকোণে গমন করিবে; এইরূপে ত্রিকোণাকারে দুইবার ভ্রমণ করিলে ইহা শিব ও দুর্গার প্রীতিপ্রদ ষট্‌কোণী নমস্কার। ১০-১২

দক্ষিণাদ্বায়বীং গত্বা তস্মাদাবৃত্য দক্ষিণম্ ।
গত্বা যোঽসৌ নমস্কারঃ সোঽর্দ্ধচন্দ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৩
সকৃৎ প্রদক্ষিণং কৃত্বা বর্ত্তুলাকৃতি সাধকঃ ।
নমস্কারঃ কথ্যতেঽসৌ প্রদক্ষিণ ইতি দ্বিজৈঃ ॥ ১৪
ত্যক্ত্বা স্বমাসনস্থানং পশ্চাদ্দুর্গানমস্কৃতিঃ ।
প্রদক্ষিণং বিনা যাতু নিপত্য ভুবি দণ্ডবৎ ।
দণ্ড ইত্যুচ্যতে দেবৈঃ সর্ব্বদেবৌঘমোদদঃ ॥ ১৫
পূর্ব্ববদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ নিপত্য হৃদয়েন তু ।
চিবুকেন মুখেনাথ নাসয়া হনুকেন চ ।
ব্রহ্মরন্ধ্রেণ[১] কর্ণাভ্যাং যদ্ভূমিস্পর্শনং ক্রমাৎ ।
স চাষ্টাঙ্গ ইতি প্রোক্তো নমস্কারো মনীষিভিঃ ॥ ১৬
প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা সাধকো বর্ত্তুলাকৃতিঃ ।
ব্রহ্মরন্ধ্রেণ সংস্পর্শঃ ক্ষিতের্যস্মান্নমস্কৃতৌ ।
স উগ্র ইতি দেবৌঘৈরুচ্যতে বিষ্ণুতুষ্টিদঃ ॥ ১৭
নদানাং সাগরো যদ্বদ্দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা ।
নদীনাং জাহ্নবী যদ্বদ্দেবানামপি চক্রধৃক্ ।
নমস্কারেষু সর্ব্বেষু তথৈবোগ্রঃ প্রশস্যতে ॥ ১৮
ত্রিকোণাদ্যৈর্নমস্কারৈঃ কৃতৈরেব তু ভক্তিতঃ ।
চতুর্ব্বর্গং লভেদ্ভক্তো নচিরাদেব সাধকঃ ॥ ১৯
নমস্কারো মহাযজ্ঞঃ প্রীতিদঃ সর্ব্বতঃ সদা ।
সর্ব্বেষামেব দেবানামন্যেষামপি ভৈরব ॥ ২০

দক্ষিণ হইতে বায়ু কোণে গমন করিয়া সেই স্থান হইতে দক্ষিণদিকে ফিরিয়া আসিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম অর্দ্ধচন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হয় । ১৩

সাধক বর্ত্তুলাকারে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া যে নমস্কার করে, তাহাকে ব্রাহ্মণগণ প্রদক্ষিণ বলিয়া থাকেন । ১৪

আপনার আসন পরিত্যাগ করিয়া উঁহাকে পশ্চাৎ প্রদক্ষিণ বিনা পৃথিবীতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া যে নমস্কার করা হয়, ঐ সর্ব্বদেবের আমোদপ্রদ নমস্কারকে দেবগণ দণ্ড নামে অভিহিত করেন । ১৫

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া হৃদয়, চিবুক, মুখ, নাসিকা হনু, ব্রহ্মরন্ধ্র, কর্ণদ্বয়দ্বারা যথাক্রমে ভূমিস্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, পণ্ডিতগণ উঁহাকে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার বলিয়া অভিহিত করেন । ১৬

যে নমস্কারে বর্ত্তুলাকারে তিনটি প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারা ভূমিস্পর্শ করা হয়, ঐ বিষ্ণুর তুষ্টিপ্রদ নমস্কারকে দেবগণ উগ্র বলিয়া অভিহিত করেন । [illegible]

যেমন নদদিগের মধ্যে সাগর, দ্বিপদদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, নদীগণের মধ্যে জাহ্নবী, দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণু ; সেইরূপ সকল প্রকার নমস্কারের মধ্যে উগ্রনামক নমস্কার প্রশস্ত । ১৮

ভক্ত সাধক ভক্তিপূর্ব্বক ত্রিকোণাদি নমস্কার করিয়া অচির কালেই চতুর্ব্বর্গ লাভ করে । ১৯

১। অক্ষি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যোঽসাবুগ্রো নমস্কারঃ প্রীতিদঃ সততং হরেঃ ।
মহামায়াপ্রীতিকরঃ স নমস্করণোত্তমঃ ॥ ২১
উক্তাস্তত্র নমস্কারাঃ শৃণুতং পরতো যুবাম্ ।
মুদ্রাণাং পরিসংখ্যানং স্বরূপঞ্চ যথাক্রমম্ ॥ ২২
ধেনুশ্চ সম্পুটশ্চৈব প্রাঞ্জলির্বিল্বপদ্মকৌ ।
নারাচো মুণ্ডদণ্ডৌ চ যোনিরঙ্কং তথৈব চ ॥ ২৩
বন্দনী চ[১] মহামুদ্রা মহাযোনিস্তথৈব চ ।
ভগশ্চ পুটকশ্চৈব নিঃসঙ্গোঽথার্দ্ধচন্দ্রকঃ ॥ ২৪
অঙ্কশ্চ দ্বিমুখশ্চৈব শঙ্খমুদ্রা চ মুষ্টিকঃ ।
বক্ত্রঞ্চৈব তথা রুদ্রং ষট্‌যোনির্বিমলং তথা ॥ ২৫
ঘটঃ শিখরিণীতুঙ্গঃ পুণ্ড্রোঽথ হার্দ্ধপুণ্ড্রকঃ ।
সম্মিলনী চ কুণ্ডশ্চ চক্রং[২] শূলং তথৈব চ ॥ ২৬
সিংহবক্ত্রং গোমুখঞ্চ প্রোন্নামোন্নমনং তথা ।
বিম্বং পাশুপতং শুদ্ধং ত্যাগোঽথোৎসারিণী তথা ॥ ২৭
প্রসারিণী চোগ্রমুদ্রা কুণ্ডলীব্যূহ এব চ ।
ত্রিমুখা চাসিবল্লী চ যোগো ভেদোঽথ মোহনম্ ।
বাণো ধনুশ্চ তূণীরং মুদ্রা এতাশ্চ সত্তমাঃ ॥ ২৮
অষ্টোত্তরশতং মুদ্রা ব্রহ্মণা যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
তাসান্তু পঞ্চপঞ্চাশদেতা গ্রাহ্যাস্তু পূজনে ॥ ২৯
শেষাস্তু যাস্ত্রিপঞ্চাশন্মুদ্রাস্তাঃ সময়েষু চ ।
দ্রব্যানয়ন-রুত-নটনাদিষু তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩০
দেবানাং চিন্তনে যোগে ধ্যানে জপ্যে বিসর্জ্জনে ।
আদ্যাস্তু পঞ্চপঞ্চাশন্মুদ্রা ভৈরব কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩১

নমস্কার একটী মহাযজ্ঞ, হে ভৈরব ! উহা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সকল দেবতার এবং অপরেরও প্রীতিপ্রদ । ২০

উগ্রনামে যে নমস্কার, উহা সর্ব্বদা হরির প্রীতিপ্রদ, এই নমস্কার শ্রেষ্ঠ, মহামায়ারও প্রীতিকারক । ২১

নমস্কারসকল উক্ত হইল, এক্ষণে তোমরা দুজনে যথাক্রমে মুদ্রার পরিসংখ্যা এবং স্বরূপ শ্রবণ কর । ২২

ধেনু, সংপুট, প্রাঞ্জলি, বিল্ব, পদ্মক, নারাচ, মুণ্ড, দণ্ড, অঙ্ক, যোনি, বন্দনী, মহাযোনি, ভগ, পুটক, নিঃসঙ্গ, অর্দ্ধচন্দ্র, অঙ্ক, দ্বিমুখ, শঙ্খ, মুষ্টিক, বক্ত্র, রুদ্র, ষট্‌যোনি, বিমল, ঘট, শিখরিণী, তুঙ্গ, পুণ্ড্র, অর্দ্ধপুণ্ড্র, অর্দ্ধধেনু, সম্মিলনী, কুণ্ড, চক্র, শূল, সিংহবক্ত্র, গোমুখ, প্রোন্নাম, উন্নমন, বিম্ব, পাশুপত, শুদ্ধ, ত্যাগ, সারিণী, প্রসারিণী, উগ্রমুদ্রা, কুণ্ডলী ব্যূহ, ত্রিমুখ, আসবল্লী, যোগ, ভেদ, মোহন, বাণ, ধনুঃ, তূণীর, এই সকল শ্রেষ্ঠমুদ্রা, এই একশত আটটি মুদ্রা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে । ২৩-২৯

হে ভৈরব ! মুদ্রারহিত জপ, প্রাণায়াম, দেবতার্চ্চন, যোগ, ধ্যান, আসন

---

১ । নন্দনী চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।
২ । ধর্ম্মার্থনী চ কুণ্ডং চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

মুদ্রাঃ কিন্তু তু যজ্ঞপ্যং প্রাণায়াম্যঃ সুরার্চ্চনম্ ।
যোগে ধ্যানাসনে চাপি নিষ্ফলানি চ ভৈরব ।
প্রত্যেকং লক্ষণং তেষাং শৃণুতং তনয়ৌ যুবাম্ ॥ ৩১
দক্ষিণামধ্যমাগ্রেণ সব্যহস্তস্য তর্জ্জনীম্ ।
যোজয়েৎ সব্যমধ্যান্তু তর্জ্জন্যা দক্ষিণেন বৈ ।
তথা দক্ষানামিকয়া বামহস্তকনিষ্ঠিকাম্ ।
অনামিকান্তু বামস্য দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া ॥ ৩৩
যোজয়েত্তক্তিমান্ সম্যগ্ দক্ষিণাবর্ত্তনেন তু ।
ধেনুমুদ্রা সমাখ্যাতা সর্ব্বদেবস্য তুষ্টিদা ॥ ৩৪
সংযোজ্য দ্বৌ তলৌ সর্ব্বাণ্যঙ্গুল্যগ্রাণি হস্তয়োঃ ।
সংযোজ্য পার্শ্বতোঽঙ্গুষ্ঠৌ সম্পুটঃ প্রোচ্যতে সুরৈঃ ॥ ৩৫
সর্ব্বেষামথ দেবানাং সম্পুটঃ প্রীতিদায়কঃ[1] ।
ধ্যানচিন্তনযোগাদৌ সম্পুটঃ শস্যতে সদা ॥ ৩৬
নিকুঞ্জমূলং পাণ্যোস্তং সংযোজ্যার্দ্ধ এব চ ।
মধ্যশূন্যঃ পুটাকারঃ প্রাঞ্জলিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৭
অঙ্গুষ্ঠমন্তরং কৃত্বা পাণ্যোর্মুষ্টিং বিধায় চ ।
সংযোজ্য বিল্ববত্তে তু বিল্বমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৮
মণিবন্ধাদাকরভং সংযোজ্য করয়োর্দ্বয়োঃ ।
অঙ্গুষ্ঠে চাপি সংযোজ্য তথৈব চ কনিষ্ঠিকে ॥ ৩৯

এ সকলই নিষ্ফল জানিবে। হে পুত্রদ্বয়! এক্ষণে তোমরা দুজনে ঐ সকল মুদ্রার প্রত্যেকের লক্ষণ শ্রবণ কর। ৩০-৩১

দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা বামহস্তের তর্জ্জনীর এবং বামহস্তের তর্জ্জনীর সহিত দক্ষিণহস্তের মধ্যমার যোগ করিবে, এইরূপ দক্ষিণহস্তের অনামিকার সহিত বামহস্তের কনিষ্ঠা এবং বামহস্তের অনামিকার সহিত দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠার সংযোগ করিলে ধেনুমুদ্রা হয়; এই মুদ্রা সমুদয় দেবগণের তুষ্টি প্রদায়িনী। ৩২-৩৪

হস্তদ্বয়ের দুইটি তল এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে এবং উভয়ের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পাশাপাশি করিয়া রাখিলে যে মুদ্রা হয়, তাহাকে দেবগণ সংপুট নামে অভিহিত করিয়াছেন। ৩৫

এই সংপুট সকল দেবতারই সর্ব্বদা প্রীতিপ্রদ, ধ্যান, চিন্তন এবং যোগাদিতে এই সংপুট অতি প্রশস্ত। ৩৬

হস্তদ্বয়ের তলভাগ দ্রোণীর আকারে ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া মধ্যস্থল শূন্য রাখিয়া পরস্পর সংযোগ করিলে যে মুদ্রা হয় তাহার নাম প্রাঞ্জলি। ৩৭

অঙ্গুষ্ঠকে অন্তর করিয়া পাণিদ্বয়ে মুষ্টি আকারে বিল্বফলের মত, পরস্পর সংযোগে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম বিল্বমুদ্রা। ৩৮

উভয় হস্তের মণিবন্ধ হইতে করভভাগ, দুই অঙ্গুষ্ঠ এবং দুইটি কনিষ্ঠ একত্রিত করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিত্রয় অল্প অল্প করিয়া বিস্তৃত রাখিলে যে মুদ্রা হয়, উহার নাম পদ্মমুদ্রা। ৩৯

১। প্রীতিদঃ সদা—ইতি পাঠান্তরম্।

তিস্রস্তিস্রস্তয়োঃ পাণ্যোরঙ্গুলীর্দ্বিরসাত্মকা ।
পদ্মমুদ্রা সমাখ্যাতা চতুর্ব্বর্গফলা নৃণাম্ ॥ ৪০
অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ তর্জ্জন্যা সংযোজ্যাথোর্দ্ধরেখয়া ।
অন্যাঙ্গুলীর্যথান্যস্য নারাচঃ স্যাৎ প্রসার্য্য তে ॥ ৪১
মম চৈব শিবায়াশ্চ প্রীতিদেয়ং প্রিয়ঙ্করী ।
নারাচমুদ্রা সততং প্রীত্যৈ বেতালভৈরব ॥ ৪২
অন্তরাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিঞ্চ কৃত্বা বামকরস্য তু ।
মধ্যমাদ্যা দক্ষিণস্য তথানম্য প্রযত্নতঃ ॥ ৪৩
মধ্যমেনাথ তর্জ্জন্যা অঙ্গুষ্ঠাগ্রা নিযোজ্য তু ।
দক্ষিণং যোজয়েৎ পাণিং বামমুষ্টৌ চ সাধকঃ ॥ ৪৪
দর্শয়েদ্দক্ষিণে ভাগে মুণ্ডমুদ্রেয়মিষ্যতে ।
ইয়ন্তু গণনাথস্য প্রীতিদা মুদ্রিকোত্তমা ॥ ৪৫
সর্ব্বেষামপি দেবানাং তুষ্টিদা সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৪৬
অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাদীংশ্চ সম্যগানম্য তর্জ্জনীম্ ।
প্রসার্য্য দণ্ডমুদ্রেতি দক্ষিণস্য করস্য চ ॥ ৪৭
সর্ব্বাঙ্গুলীশ্চ সংযোজ্য করয়োরুভয়োরপি ।
সংবেষ্ট্য বজ্রবদ্বেতি পাণ্যোরপি কনিষ্ঠিকে ॥ ৪৮
বামস্যানামমূলে বৈ তদগ্রং বিনিযোজয়েৎ ।
দক্ষস্য মধ্যমামূলে তথাগ্রং বামমেব চ ।
যোজয়েদ্ যোজনাৎ পশ্চাদাবর্ত্ত্যা করশাখিকাঃ ॥ ৪৯
যোন্যাকারস্তন্মধ্যং যোনিমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫০

উহা মনুষ্যদিগকে চতুর্ব্বর্গ প্রদান করে। অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা তর্জ্জনীর ঊর্দ্ধরেখা ক্রমে যোগ করিলে এবং অন্যান্য অঙ্গুলী সম্যক্‌রূপে প্রসারিত রাখিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নারাচমুদ্রা। ৪০-৪১

হে বেতাল ও ভৈরব! এই প্রিয়ঙ্করী নারাচমুদ্রা আমার এবং শিবার প্রীতিপ্রদ এবং সর্ব্বদা প্রীতির নিমিত্তই হইয়া থাকে। ৪২

বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া একটি মুষ্টি করিবে। দক্ষিণ হস্তের মধ্যাদি যত্নপূর্ব্বক নত করিয়া মধ্যমার সহিত তর্জ্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্র সংযুক্ত করিয়া সাধক বামমুষ্টির উপর দক্ষিণভাগে দেখাইবে। ৪৩-৪৪

ইহার নাম মুণ্ডমুদ্রা। ইহা গণনাথের সর্ব্বোত্তম প্রীতিপ্রদায়িনী মুদ্রা। এই মুদ্রা নিখিল দেবগণের সকল কার্য্যে তুষ্টি প্রদান করে। ৪৫-৪৬

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাদি অঙ্গুলি সম্যক্‌রূপে নত করিয়া তর্জ্জনীকে প্রসারিত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম দণ্ডমুদ্রা। ৪৭

উভয় করের সকল অঙ্গুলীগুলি সংযোজিত করিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠা-দ্বয়কে রজ্জুতুল্য বদ্ধ ও সংযুক্ত করিয়া বামহস্তের অনামিকামূলে তাহার অগ্র-ভাগের যোগ করিবে এবং দক্ষিণের মধ্যমামূলে বাম অগ্র যোজিত করিবে। ৪৮-৪৯

এইরূপ যোজনা করিবার পর অঙ্গুলিগুলি আবর্ত্তিত করিলে মধ্যে যে যোনির আকার হয়, তাহার নাম যোনিমুদ্রা। ৫০

কামাখ্যায়াঃ পঞ্চমূর্ত্তের্দুর্গায়া অপি ভৈরব ।[1]
প্রীতিদা যোনিমুদ্রেয়ং মম কামস্য চ প্রিয়া ॥ ৫১
সংসক্তা অঙ্গুলীঃ সর্ব্বাঃ প্রসার্য্যাঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণা ।
অগ্রেণ চ কনিষ্ঠায়া অগ্রেণাপি চ যোজয়েৎ ।
করস্য দক্ষিণস্যৈবমর্দ্ধযোনিঃ প্রকীর্ত্তিতা ।
মহাযোনিস্তু কথিতা বৈষ্ণবীতন্ত্রেণ বরে ॥ ৫২
সম্পুটং প্রাঞ্জলিং বাপি যদি শীর্ষে প্রদর্শয়েৎ ।
বন্দনীয়া সমাখ্যাতা মুদ্রা বিষ্ণুপ্রমোদিনী ॥ ৫৩
সৈব চেচ্ছ্রবণাসক্তা* মহামুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ।
দক্ষিণাংসে তু সা সক্তা বৈষ্ণবী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৫৪
মহাযোনিস্তু কথিতা বৈষ্ণবী তন্ত্রগোচরে ।
দ্বয়োস্তু মূলেঽঙ্গুষ্ঠাগ্রমঙ্গুলীঃ কনিষ্ঠয়োঃ ॥ ৫৫
নিযোজ্য প্রসৃতীকৃত্য দ্বৌ পাণী যোজয়েৎ পুনঃ ।
ভগমুদ্রা সমাখ্যাতা লক্ষ্মীবাণীশিবপ্রিয়া ॥ ৫৬
সর্ব্বাঙ্গুলীনামগ্রৌঘং দক্ষিণস্য করস্য চ ।
সংযোজ্যৈকত্র পুরতো নির্দ্দেশঃ পুটকঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীনাং যোজয়েদ্ মুখম্ ।
অগ্রাণ্যেকত্র মধ্যাস্তু তর্জ্জনীঞ্চ প্রসার্য্য বৈ ॥ ৫৮
সূচীকৃত্য করদ্বন্দ্বং পৃথগগ্রে নিদর্শয়েৎ ।
নিঃসঙ্গনামমুদ্রেয়ং নরসিংহবরাহয়োঃ ॥ ৫৯

হে ভৈরব ! পঞ্চমূর্ত্তি কামাখ্যা ভগবতী দুর্গার এবং কামের এই যোনিমুদ্রা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ । ৫১

অঙ্গুলি সকল সংসক্তভাবে প্রসারিত করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রপর্ব্ব দ্বারা কনিষ্ঠার অগ্রভাগের যোগ করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম অর্দ্ধ যোনি-মুদ্রা । ইহাকে বৈষ্ণবীতন্ত্রে মহাযোনি বলে । ৫২

সংপুট অথবা প্রাঞ্জলির যদি মস্তকে মস্তকে যোগ করা হয়, তাহা হইলে উহার নাম বন্দনী মুদ্রা হয়, উহা বিষ্ণুর অতিশয় প্রমোদকারিণী । ৫৩

ঐ মুদ্রা কর্ণে সংসক্ত হইলে মহামুদ্রা নামে অভিহিত হয় এবং উহা দক্ষিণ অংসে সংসক্ত হইলে বৈষ্ণবী নামে কীর্ত্তিত হয় ৫৪

বৈষ্ণবীতন্ত্র প্রসঙ্গে মহাযোনিমুদ্রার বিষয় কথিত হইয়াছে । উভয় হস্তের কনিষ্ঠার মূলভাগে অঙ্গুষ্ঠাগ্র সংযোজিত করিয়া অপর অঙ্গুলিসকল বিস্তৃত করিয়া হস্তদ্বয় দুটি পরস্পর সংলগ্ন করিলে যে মুদ্রা হয়, উহার নাম ভগমুদ্রা ; উহা লক্ষ্মী, বাণী ও শিবার প্রিয় । ৫৫-৫৬

দক্ষিণহস্তের সকল অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া একাগ্রে বিন্যাস করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম প্রকটমুদ্রা । ৫৭

কনিষ্ঠা, অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ একত্র সংযুক্ত আর মধ্যমা ও তর্জ্জনী প্রসারিত । ৫৮

---

* ইত্যধিকং দৃশ্যতে ।

১। শিবয়াসক্তা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

কনিষ্ঠানামিকামধ্যামাকুঞ্চন্ দক্ষিণেন তু।
করস্য তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠে প্রসার্য্য ক্রিয়তে তু যা।
সা মুদ্রা হ্যর্দ্ধচন্দ্রাখ্যা গ্রহাণাং প্রীতিদায়িনী। ৬০
ঊর্দ্ধীকৃত্য তথাঙ্গুষ্ঠং করস্য দক্ষিণস্য তু।
কৃত্বা মধ্যাং তদঙ্গুষ্ঠং বামমুষ্টিং তথোর্দ্ধতঃ।
ঊর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠাং তথা কুর্য্যাদঙ্গমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৬১
এতস্যা এব মুদ্রায়াঃ কনিষ্ঠাদিবিমোক্ষতঃ।
অষ্টৌ মুদ্রাঃ সমাখ্যাতা নাম তাসাং পৃথক্ শৃণু[১]॥ ৬২
দ্বিমুখশ্চৈব মুষ্টিশ্চ বজ্রমাবদ্ধমেব চ।
বিমলশ্চ ঘটশ্চৈব তুঙ্গঃ পুণ্ড্রস্তথৈব চ॥ ৬৩
নবানাং বিষ্ণুমূর্ত্তীনাং সার্দ্ধমঙ্গেন মুদ্রিকাঃ।
ক্রমাদ্বয় সমাখ্যাতা নায়িকানাং তথৈব চ॥ ৬৪
সংযোজ্য করয়োঃ পৃষ্ঠে তথাবর্ত্ত্য তু বৈ সমম্।
প্রসার্য্য তর্জ্জনীযুগ্মং সংযুক্তং সর্ব্বতঃ পুনঃ।
অঙ্গুষ্ঠৌ চ তথাসক্তৌ শঙ্খমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা। ৬৫
উত্তানমঞ্জলিং কৃত্বা অঙ্গুষ্ঠে দ্বে কনিষ্ঠয়োঃ।
মূলে নিক্ষিপ্য তু করৌ সংযোজ্যাথ প্রদর্শয়েৎ।
সা যোনিরিতি বিখ্যাতা মুদ্রা দেবৌঘতুষ্টিদা॥ ৬৬
মুষ্টির্দক্ষিণহস্তস্য যদোর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠিকা ভবেৎ।
সা স্যাচ্ছিখরিণীমুদ্রা ব্রহ্মসূর্য্যাপ্রিয়া চ সা॥ ৬৭

হস্তদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্চিত করিয়া দেবতার সম্মুখে নিদর্শন করার নাম নিঃসঙ্গমুদ্রা, ইহা নরসিংহ এবং বরাহের প্রিয়। ৫৯

দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা এবং মধ্যমা আকুঞ্চিত ও তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিয়া যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম অর্দ্ধচন্দ্র মুদ্রা, উহা গ্রহগণের প্রীতিদায়িনী। ৬০

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধ করিয়া সেই অঙ্গুষ্ঠকে মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর বামমুষ্টি স্থাপিত করিবে এবং উহারও অঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধে রাখিবে, এইরূপে যে মুদ্রা হয় তাহার নাম অঙ্গমুদ্রা। ৬১

এই মুদ্রারই এক একটি করিয়া কনিষ্ঠাদির মোচন করিলে আট প্রকার মুদ্রা হয়, উহাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন। ৬২

যথা দ্বিমুখ, মুষ্টি, বজ্র, আবদ্ধ, বিমল, ঘট তুঙ্গ এবং পুণ্ড্র। ৬৩

নব প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তির অঙ্গমুদ্রার সহিত এই আট মুদ্রা যথাক্রমে প্রিয় এবং উহারা নায়িকাদিগেরও প্রিয়। ৬৪

করতলের পৃষ্ঠভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া তাহা যুগপৎ আবর্ত্তিত করিলে এবং তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত ও সর্ব্বতঃ প্রকারে সংসক্ত এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সম্মুখে সংসক্ত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম শঙ্খমুদ্রা। ৬৫

উত্তান অঞ্জলি করিয়া দুইটী অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাদ্বয়ের মূলে নিক্ষেপ করিবে, পরে পরে হস্তদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত করিলে যেরূপ মুদ্রা হয়, তাহার নাম যোনিমুদ্রা; উহা দেবসমূহের তুষ্টিপ্রদায়িনী। ৬৬

১। পৃথক্ পৃথক্—ইতি পাঠান্তরম্।

অনামিকে কনিষ্ঠে চ সংযোজ্য বাম্যয়া পুনঃ।
মধ্যমাতর্জ্জনীনাঞ্চ ধেনুমুদ্রেব বন্ধনম্।
যার্দ্ধধেনুরিতি খ্যাতা চন্দ্রপ্রীতিবিবর্দ্ধিনী॥ ৬৮
করয়োরঙ্গুলীনাঞ্চ সর্ব্বাগ্রাণ্যেকতঃ স্থিতা।
নিযোজ্য যে তলে চৈব তদধোঽপি নিযোজ্য চ॥ ৬৯
অগ্রৈরগ্রৈর্যোজয়েত্তু মুদ্রা সম্মীলনী তু সা।
ভৌমভূমিমুনীনামামিয়ং প্রীতিবিবর্দ্ধিনী॥ ৭০
সর্ব্বাঙ্গুলীস্তু সংযোজ্য দক্ষিণস্য করস্য চ।
কিঞ্চিদ্ভাগং তথানম্য তলং কুর্য্যাত্তু কুম্ভবৎ।
সমাখ্যাতা কুম্ভমুদ্রা বুধবাণীশিবপ্রিয়া॥ ৭১
সর্ব্বাঙ্গুলীনাং মধ্যস্থ বামহস্তস্য চাঙ্গুলীঃ।
প্রসার্য্যাঙ্গুষ্ঠযুগলং সংযোজ্যাগ্রেণ ভৈরব।
তদঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং কার্য্যং সম্মুখং বিতরেত্ততঃ।
চক্রমুদ্রা সমাখ্যাতা গুরুবিষ্ণুশিবপ্রিয়া॥ ৭২
অঙ্গুষ্ঠং মধ্যমাঞ্চৈব নামস্থিতা করস্য তু।
দক্ষিণস্য পরাস্তিস্রো যোজয়েদগ্রতঃ পুনঃ।
শূলমুদ্রা সমাখ্যাতা মম শুক্রগুহপ্রিয়া॥ ৭৩
নিকুঞ্চীকৃতা তু করৌ বামাঙ্গুলিগণস্য তু।
অগ্রাণি যোজয়েন্মধ্যে তলস্যাসব্যহস্ততঃ।
অধঃ কৃত্বা বামহস্তং মুদ্রা সিংহমুখী স্মৃতা।
ইয়ং প্রীত্যৈ তু দুর্গায়াঃ সূর্য্যপুত্রস্য চক্রিণঃ॥ ৭৪

দক্ষিণ হস্তের মুদ্রাতে অঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধ করিলে শিখরিণী মুদ্রা হয়, উহার নাম ব্রাহ্মী এবং উহা সূর্য্যপ্রিয়া। ৬৭

অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই দুই অঙ্গুলীকে ঋজুভাবে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া মধ্যমা ও তর্জ্জনীর যে ধেনুমুদ্রার ন্যায় বন্ধন, তাহার নাম অর্দ্ধধেনুমুদ্রা, উহা দেখাইলে চন্দ্রের প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। ৬৮

করদ্বয়ের অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ এক একটি পৃথক্ করিয়া রাখিয়া তাহাদের তলদ্বয় সংযোজিত এবং অধোভাগে বিয়োজিত করিয়া অগ্র সকলের যোগ করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম সম্মিলনীমুদ্রা। এই মুদ্রা মঙ্গলগ্রহ এবং পৃথিবীস্থিত লিঙ্গসমূহের প্রীতিবর্দ্ধিনী বলিয়া বিখ্যাত। ৬৯-৭০

দক্ষিণ হস্তের সকল অঙ্গুলি পরস্পর সংসক্ত এবং তলের কিয়ৎ অংশ আনম্র করিলে যে কুম্ভাকার হয় উহার নাম কুম্ভমুদ্রা ; উহা বুধগ্রহ, বাণী এবং শিবপ্রিয়। ৭১

সকল অঙ্গুলির মধ্য দিয়া বাম হস্তের সকল অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া ঐ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে সম্মুখে রাখিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম চক্রমুদ্রা, ইহা বৃহস্পতি গ্রহ, বিষ্ণু এবং শিবের প্রিয়। ৭২

দক্ষিণ করের অঙ্গুষ্ঠ এবং মধ্যমা কিঞ্চিৎ নত করিয়া অঙ্গুলিত্রয়কে অগ্রভাগে সংযুক্ত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম শূলমুদ্রা, ইহা আমার, শুক্রগ্রহের এবং কার্ত্তিকের প্রিয়। ৭৩

হস্ততলদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া বামতলস্থ অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ বামতলের

ভগমুদ্রা কর্ণমূলে গোমুখাখ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
মম বিষ্ণোস্তথা রাহোঃ সর্ব্বদা প্রীতিদায়িনী ॥ ৭৫
মুষ্টিদ্বয়মথোত্তানং কৃত্বা সংযোজ্য পার্শ্বতঃ।
দক্ষিণস্য কনিষ্ঠাদীন্ প্রসার্য্য ক্রমতঃ পুনঃ।
তথা বামকনিষ্ঠাভ্যামেকৈকেন প্রসারয়েৎ ॥ ৭৬
অষ্টৌ মুদ্রাঃ সমাখ্যাতা নামতঃ ক্রমতঃ শৃণু।
প্রোল্লাসোন্নমনঞ্চৈব বিম্বং পাশুপতং তথা।
শুদ্ধং ত্যাগঃ সারণী চ তথা চৈব প্রসারণী ॥ ৭৭
আকুঞ্চকরশাখাস্তু দক্ষিণা সা তু মুদ্রিকা।
উগ্রমুদ্রা সমাখ্যাতা হস্তয়ো বিপর্য্যয়াৎ ॥ ৭৮
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং দশ মুদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সর্ব্বেষামেব দেবানাং পরমপ্রীতিবর্দ্ধনাঃ[1] ॥ ৭৯
অঙ্গুষ্ঠাগ্রন্তু তর্জ্জন্যা অগ্রে ভাগেন যোজয়েৎ।
আকুঞ্চকরশাখাস্তু[2] দক্ষহস্তস্য চাঙ্গুলীঃ ॥ ৮০
দর্শয়েৎ কুণ্ডলাকারং কুণ্ডলীশক্তিতুষ্টিদম্।
সর্ব্বেষামপি দেবানাং যথা তুষ্টিকরং মহৎ ॥ ৮১
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীমধ্যা অগ্রভাগে নিযোজ্য চ।
মধ্যমাঞ্চ কনিষ্ঠাঞ্চ আকুঞ্চ্য দক্ষিণে করে।
ত্রিমুখাখ্যা সমাখ্যাতা বিশ্বদেবপ্রিয়া সদা ॥ ৮২

মধ্যে বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হইতে বাম হস্ত কিঞ্চিৎ নিম্ন করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম সিংহমুখী মুদ্রা। এই মুদ্রা দুর্গার, সূর্য্যের পুত্র শনিগ্রহের এবং চক্রীর প্রীতিপ্রদ। ৭৩

কর্ণমূলে গোমুখাকার করিলে ভগমুদ্রা হয়, উহা আমার, বিষ্ণুর এবং রাহুর সর্ব্বদা প্রীতিদায়িনী। ৭৫

মুষ্টিদ্বয় উত্তানভাবে পাশাপাশি সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি ক্রমশঃ প্রসারিত করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠাদি এক একটী করিয়া প্রসারিত করিলে যে আটটি মুদ্রা হয় তাহাদিগের ক্রমশঃ নাম শ্রবণ কর। যথা —প্রোল্লাস, উন্নমন, বিম্ব, পাশুপত, শুদ্ধ, ত্যাগ, সারণী ও প্রসারণী। ৭৬-৭৭

অঙ্গুলীসকল আকুঞ্চিত করিলে দক্ষিণা নামে মুদ্রা হয়, হস্তের বিপর্য্যয় করিলে উগ্রনামে মুদ্রা হয়। ৭৮

এই দশটী ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের প্রীতিপ্রদ এবং সমুদয় দেবতার অতিশয় প্রীতিবর্দ্ধন। ৭৯

অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ তর্জ্জনীর অগ্রভাগের সহিত যুক্ত করিয়া এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যাদি অঙ্গুলী আকুঞ্চিত করিয়া কুণ্ডলাকার যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম কুণ্ডলী মুদ্রা ; উহা শক্তির তুষ্টিদায়িনী এবং অপরাপর দেবতাদিগেরও অতিশয় তুষ্টিকারিণী। ৮০-৮১

দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী এবং মধ্যমা ও কনিষ্ঠা আকুঞ্চিত করিয়া যে মুদ্রা হইবে ; উহা বিশ্বদেবদিগের সর্ব্বদা প্রিয়। ৮২

১। তথা তুষ্টিকরং মহৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। আকুঞ্চমধ্যমাদ্যাস্তু—ইতি পাঠান্তরম্।

কেতোঃ প্রিয়েয়ং সততং মাতৃণামপি তুষ্টিদা ॥ ৮৩
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরগ্রভাগৌ সংযোজ্য চাঙ্গুলীঃ ।
অন্যা আকুঞ্চয়েত্তির্যঃ সাংশিবল্লী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৮৪
পিতৄণামথ সাধ্যানাং রুদ্রাণাং বিশ্বকর্ম্মণঃ ।
সর্ব্বদা প্রীতিজননী সাংশিবল্লী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৮৫
পাদৌ তলাভ্যাং সংযোজ্য তদঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং ততঃ ।
ঊর্দ্ধং সংযোজয়েন্নাভৌ তস্যোপরি তথাঞ্জলিঃ ।
যোগমুদ্রা সমাখ্যাতা যোগিনাং তত্ত্বদায়িনী ॥ ৮৬
সর্ব্বেষামপি দেবানাং পূজনে চিন্তনে তথা ।
যোগমুদ্রা সমাখ্যাতা তুষ্টিপ্রীতিকরী সদা ॥ ৮৭
প্রাঞ্জলির্নাম মুদ্রা তু ঊর্দ্ধাধো ভাবযোজিতা ।
বিভিন্ন দর্শয়েদ্ধস্তৌ ঊর্দ্ধাধঃ প্রসৃতীকৃতৌ ॥ ৮৮
ভেদমুদ্রা সমাখ্যাতা মম বিষ্ণোর্বিধেঃ প্রিয়া ॥ ৮৯
অঙ্গুষ্ঠে দ্বে তু নিক্ষিপ্য করয়োরুভয়োরপি ।
অগ্রেণ যোজয়েৎ পশ্চাৎ কনিষ্ঠাযুগলং ততঃ[1] ॥ ৯০
উভয়োরিতরেষাঞ্চাগ্রাংস্তর্জ্জন্যাদ্যাংশ্চ যোজয়েৎ ।
অগ্রৈরেভিস্তু পৃথক্‌কৃত্য দর্শয়েত্তু কনিষ্ঠিকাম্ ॥ ৯১
মুদ্রা সম্মোহনং নাম কামদুর্গারমাপ্রিয়া[2] ।
সর্ব্বেষামিহ দেবানাং মোহনং প্রীতিদং স্মৃতম্ ॥ ৯২
আনম্য সব্যহস্তস্য মধ্যমানামিকে তথা ।
তয়োঃ পৃষ্ঠে সুসংযোজ্য অঙ্গুষ্ঠাগ্রং ততঃ পরম্ ॥ ৯৩

এই মুদ্রা সর্ব্বদা কেতুগ্রহের প্রিয় এবং মাতৃগণেরও তুষ্টিপ্রদ । ৮৩

তর্জ্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযোজিত এবং অপর অঙ্গুলিত্রয় আকুঞ্চিত করিয়া যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম অসিবল্লী । ৮৪

এই অসিবল্লী মুদ্রা পিতৃগণের, সাধ্যগণের, রুদ্রগণের এবং বিশ্বকর্ম্মার সর্ব্বদা প্রীতিজননী । ৮৫

পাদদ্বয়ের তলভাগ পরস্পর সংযোজিত এবং তাহার অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ঊর্দ্ধে নাভিদেশে যোজিত করিয়া তাহার উপর অঞ্জলি স্থাপন করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম যোগ মুদ্রা ইহা যোগিনীদিগের তত্ত্ব প্রদায়িনী । ৮৬

এই যোগ মুদ্রা সকল দেবতার পূজনে এবং চিন্তনে তুষ্টি ও প্রীতিকরী । ৮৭

পূর্ব্বোক্ত মুদ্রা ঊর্দ্ধাধোভাবে যোজিত হইলে প্রাঞ্জলি নামে মুদ্রা হয় । ৮৮

কার্য্যের সময় আট প্রকার ভেদ করিয়া দেখাইলে ভেদ নামক মুদ্রা হয়, উহা আমার, বিষ্ণুর এবং বিধাতার প্রিয় । ৮৯

উভয় করতলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় নিক্ষিপ্ত করিয়া পরে অগ্রভাগদ্বারা উভয় হস্তের কনিষ্ঠাযুগলের যোগ করিবে । ৯০

অবশিষ্ট তর্জ্জনী আদি অঙ্গুলিরও অগ্রভাগে যোগ করিয়া কনিষ্ঠাকে পৃথক্ করিয়া দেখাইলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম সম্মোহন নামক মুদ্রা ; উহা কাম, দুর্গা এবং লক্ষ্মীর প্রিয় এবং অপর সকল দেবতারও মোহন ও প্রীতিপ্রদ । ৯১-৯২

১। তর্জ্জন্যাদ্যাংশ্চ যোজয়েৎ—ইতি পাঠান্তরম্ ।
২। শিবদুর্গাবলাপ্রিয়া—ইতি পাঠান্তরম্ ।

কনিষ্ঠাং তর্জ্জনীঞ্চৈব অগ্রেণাযোজয়েত্ততঃ।
বাণমুদ্রা সমাখ্যাতা সর্ব্বদেবস্য তুষ্টিদা ॥ ৯৪
সর্ব্বাঙ্গুলীস্তু সঙ্কোচ্য অঙ্গুষ্ঠমথ তর্জ্জনীম্।
প্রসার্য্য করযোঃ পশ্চাদঙ্গুষ্ঠাগ্রন্তু যোজয়েৎ ॥ ৯৫
অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ তর্জ্জন্যা অগ্রেণাপি চ তর্জ্জনীম্।
যথাশক্তি প্রসার্য্যাপি ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৯৬
সর্ব্বাঙ্গুলীনামগ্রাণি ব্রাহ্মে তীর্থে নিযোজয়েৎ।
অনামিকায়াঃ পৃষ্ঠে তু অঙ্গুষ্ঠাগ্রং নিযোজ্য চ। ৯৭
শূন্যং তূণীরবৎ কৃত্বা তেষামন্তস্তু ভৈরব।
তূণীরমুদ্রা চাখ্যাতা সর্ব্বেষাং প্রীতিবর্দ্ধিনী ॥ ৯৮
মুদ্রাসু সংস্থিতা পূজা সর্ব্বেষু পরিচিন্তনম্।
মুদ্রাসু সংস্থিতো যোগো মুদ্রা মোদকরাস্ততঃ। ৯৯
যদা যদা পূজনেষু চিন্তনে ধ্যানকর্ম্মণি।
যজ্ঞাদৌ স্তবনে বাপি হস্তকৃত্যং ন বিদ্যতে ॥ ১০০
তদা মুদ্রান্বিতং কুর্য্যাদিষ্টাপূর্ব্বে করদ্বয়ম্ ॥ ১০১
যজ্ঞকৃত্যেষু চেচ্ছক্তো হস্তো মুদ্রাসু চ ক্ষমঃ।
তদা মুদ্রাং বিধায়ৈব তত্তৎ কৃত্যং সমাচরেৎ। ১০২
মুদ্রাবিমুক্তহস্তস্য ক্রিয়তে কর্ম্ম দৈবিকম্।
কৃত্যায়ং নিষ্ফলং যস্মাত্তস্মান্মুদ্রান্বিতো ভবেৎ ॥ ১০৩

সব্য অর্থাৎ বামহস্তের মধ্যমা ও অনামিকাকে ঈষৎ নম্র করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠভাগে তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযোজিত করিয়া পরে কনিষ্ঠা এবং তর্জ্জনীকে অগ্রভাগদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম-বাণমুদ্রা, উহা সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ। ৯৩-৯৪

উভয় হস্তের সকল অঙ্গুলী সঙ্কুচিত ও তর্জ্জনীকে প্রসারিত করিয়া এক অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা অপর অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ এবং এক তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা অপর তর্জ্জনীর অগ্রভাগ যথাশক্তি প্রসারিত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম ধেনু মুদ্রা। ৯৫-৯৬

হে ভৈরব! সকল অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ব্রহ্মতীর্থে নিয়োজিত করিলে অনামিকার পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র নিয়োজিত করিলে এবং তাহাদের অভ্যন্তর তূণীরের মত শূন্য করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম তূণীর মুদ্রা; ইহা সকলের প্রীতিবর্দ্ধিনী। ৯৭-৯৮

মুদ্রাতেই পূজার স্থিতি, মুদ্রার উপরেই চিন্তার আবির্ভাব হয়, মুদ্রাতেই যোগ সংলগ্ন, এই নিমিত্ত মুদ্রা সকল অত্যন্ত আমোদকর। ৯৯

যে যে পূজায়, চিন্তায়, ধ্যান কার্য্যে, যজ্ঞাদিতে অথবা স্তব কার্য্যে হস্তের কোন ক্রিয়া না থাকে, সেই সেই সময় করদ্বয়কে প্রথমে মুদ্রাযুক্ত করিবে। ১০০-১০১

যদি করদ্বয় যজ্ঞাদি কার্য্যে আসক্ত হইয়াও মুদ্রা দর্শনে সক্ষম হয়, তাহা হইলে প্রথমে মুদ্রা দেখাইয়াই সেই যজ্ঞের আরম্ভ করিবে। ১০২

যদি মুদ্রাশূন্য হস্তে দেবকার্য্য করে, তাহা হইলে ঐ দেবকার্য্য নিষ্ফল হয়, এই নিমিত্ত মুদ্রাযুক্ত হওয়াই উচিত। ১০৩

বিসর্জ্জনে তু দেবানাং যস্য যা পরিকীর্ত্তিতা।
মুদ্রাং তাং পূজনাদৌ তু তস্য চৈব প্রযোজয়েৎ ॥ ১০৪
বিসৃজ্যোক্তামৃতে মুদ্রাং মুদ্রাযুক্তঃ সমাচরেৎ।
পূজনাদি সমস্তন্তু কর্ম্মবৃদ্ধ্যৈ বিচক্ষণঃ ॥ ১০৫
অতো মুদ্রা পরং নাম মুদ্রা পুণ্যপ্রদায়িনী।
দেবানাং মোদদা মুদ্রা তস্মাত্তাং যত্নতশ্চরেৎ ॥ ১০৬
অর্দ্ধযোনির্মহাযোনি-র্যোনিব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
মুদ্রা বিসর্জ্জনে প্রোক্তা শিবাত্রিপুরয়োঃ সদা।
দুর্গায়াঃ সর্ব্বরূপেষু মুদ্রা এতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০৭
যোনিঞ্চ সম্পুটঞ্চৈব মহাযোনিং তথৈব চ।
বর্জ্জয়িত্বা ব্যস্তভাবাদন্যাদন্যত্র যোজয়েৎ ॥ ১০৮
ভবেদ্ যাস্তু ত্রিপঞ্চাশদস্যা মুদ্রাঃ সমস্তকঃ।
তা ব্যস্তভাবাদ্বামাঃ স্যুর্ম্মুদ্রা মোদকরাঃ পরাঃ ॥ ১০৯
এবং বাং কথিতা মুদ্রাঃ পূজনে পূজ্যতুষ্টিদা
ক্রমন্তু বলিদানস্য শৃণু বেতালভৈরব ॥ ১১০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে মুদ্রাকথনে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

যে দেবতার বিসর্জ্জনের সময় যে মুদ্রা দেখাইবার কথা হইয়াছে, সেই দেবতার পূজার সময় সে মুদ্রা দেখাইবে না। ১০৪

বিচক্ষণ সাধক বিসর্জ্জনোক্ত মুদ্রাভিন্ন অপর যে কেন মুদ্রাযুক্ত হইয়া পূজনাদি সমস্ত কার্য্য করিবে, কারণ, তাহা হইলে কর্ম্ম সকলের আধিক্য হইবে। ১০৫

এই হেতু মুদ্রাই পরে ধর্ম, মুদ্রা পুণ্যপ্রদায়িনী, মুদ্রা দেবতাদিগের আমোদ-দায়িনী, এই নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক মুদ্রাপ্রদর্শন করিবে। ১০৬

অর্দ্ধযোনি, মহাযোনি, যোনিব্রাহ্মী এবং বৈষ্ণবী এই কয়টি শিবা ও ত্রিপুরার বিসর্জ্জনে উক্ত হইয়াছে। দুর্গার সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তিতেই এই মুদ্রাগুলি উক্ত হইয়াছে। ১০৭

যোনি, সম্পুট, মহাযোনি এই কয়েকটি মুদ্রাভিন্ন অবশিষ্ট ত্রিপঞ্চাশৎ মুদ্রা ব্যস্তভাব হেতু যে কার্য্যের নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত স্থলেও প্রয়োগ করিতে পারে। ১০৮

কিন্তু যোনি প্রভৃতি মুদ্রা ব্যস্ত ভাবে বিপরীত ফল প্রদান করে। দেবতা-দিগের পরম আমোদকর বলিয়া উহাদিগের নাম মুদ্রা হইয়াছে। ১০৯

হে বেতাল ও ভৈরব! পূজাকালে পূর্ব্বে দেবতার তুষ্টিপ্রদ মুদ্রার স্বরূপ তোমাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে বলিদান সকলের ক্রম শ্রবণ কর। ১১০

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৬

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ক্রমস্তু বলিদানস্য স্বরূপং রুধিরাদিতঃ[১] ।
যথা স্যাৎ প্রীতয়ে সম্যক্ তত্থাং বক্ষ্যামি পুত্রকৌ ॥ ১
বৈষ্ণবীতন্ত্রকল্পোক্তঃ ক্রমঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ।
সাধকৈর্ব্বলিদানস্য গ্রাহ্যং সর্ব্বনুরস্য চ ॥ ২
পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহা মৎস্যা নববিধা মৃগাঃ ।
মহিষো গোধিকা গাবশ্ছাগো রুরুশ্চ[২] শূকরঃ ॥ ৩
খড়্গশ্চ কৃষ্ণসারশ্চ গোধিকা শরভো হরিঃ ।
শার্দ্দূলশ্চ নরশ্চৈব স্বগাত্ররুধিরং তথা ॥ ৪
চণ্ডিকাভৈরবাদীনাং বলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫
বলিভিঃ সাধ্যতে মুক্তির্ব্বলিভিঃ সাধ্যতে দিবম্ ।
বলিদানেন সততং জয়েচ্ছত্রূন্ নৃপান্ নৃপঃ ॥ ৬
মৎস্যানাং কচ্ছপানাঞ্চ রুধিরৈঃ সততং শিবা ।
মাসৈকং তৃপ্তিমাপ্নোতি গ্রাহৈর্মাসাংস্ত্রীনথ ॥ ৭
মৃগাণাং শোণিতৈর্দেবী নরাণামপি শোণিতৈঃ ।
অষ্টৌ মাসানবাপ্নোতি তৃপ্তিং কল্যাণদা চ সা ॥ ৮
গোধিকানাং গোরুধিরৈর্বার্ষিকীং তৃপ্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯

বলিদান-বিধি

ভগবান্ বলিলেন,—হে পুত্রদ্বয় ! বলিদানের ক্রম এবং স্বরূপ, অর্থাৎ যে প্রকার রুধিরাদি দ্বারা দেবীর সম্পূর্ণ প্রীতি হয়, তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি । ১

সাধকগণ সকল প্রকার বলিদানেই বৈষ্ণবীতন্ত্রকল্পকথিত ক্রম সর্ব্বদা গ্রহণ করিবে । ২

পক্ষী সকল, কচ্ছপ, গ্রাহ, মৎস্য, নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, অজ, আবিক, গো, ছাগ, রুরু, শূকর, খড়্গ, কৃষ্ণসার, গোধিকা, শরভ, সিংহ, শার্দ্দূল, মনুষ্য এবং স্বীয় গাত্রের রুধির, ইহারা চণ্ডিকা দেবী ও ভৈরবাদির বলিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে । ৩-৫

বলি দ্বারা মুক্তি সাধিত হয়, বলি দ্বারা স্বর্গ সাধিত হয় এবং বলিদান দ্বারা নৃপতিগণ শত্রু নৃপতিদিগকে পরাজয় করিয়া থাকেন । ৬

মৎস্য ও কচ্ছপের রুধির দ্বারা শিবা দেবী নিয়ত এক মাস তৃপ্তি লাভ করেন এবং গ্রাহদিগের রুধিরাদি দ্বারা তিন মাস তৃপ্তি লাভ করেন । ৭

দেবী, মৃগ এবং মনুষ্যশোণিত দ্বারা আট মাস তৃপ্তি লাভ করেন এবং সর্ব্বদা কল্যাণ প্রদান করেন । ৮

গো এবং গোধিকার রুধিরে দেবীর সাংবাৎসরিক তৃপ্তি হয় । ৯

১। স্বরূপরুধিরাদিভিঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।
২। শল্লকঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

কৃষ্ণসারস্য রুধিরৈঃ শূকরস্য চ শোণিতৈঃ।
প্রাপ্নোতি সততং দেবী তৃপ্তিং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ॥ ১০
অজাবিকানাং রুধিরৈঃ পঞ্চবিংশতিবার্ষিকীম্।
মহিষাণাঞ্চ খড়্গানাং রুধিরৈঃ শতবার্ষিকীম্।
তৃপ্তিমাপ্নোতি পরমাং শার্দ্দূলরুধিরৈস্তথা ॥ ১১
সিংহস্য শরভস্যাথ স্বগাত্রস্য চ শোণিতৈঃ।
দেবী তৃপ্তিমবাপ্নোতি সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ১২
মাংসৈরপি তথা প্রীতি রুধিরৈর্যস্য যাবতী ॥ ১৩
কৃষ্ণসারমৃগং খড়্গং তথা মৎস্যঞ্চ রোহিতম্।
বার্দ্ধ্রীণসমৃগঞ্চাপি ফলং তেষাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৪
কৃষ্ণসারস্য মাংসেন তথা খড়্গেন চণ্ডিকা।
বর্ষাণাঞ্চ শতান্যেব তৃপ্তিমাপ্নোতি কেবলম্ ॥ ১৫
রোহিতস্য তু মৎস্যস্য মাংসৈর্বার্দ্ধ্রীণসস্য চ।
তৃপ্তিং প্রাপ্নোতি বর্ষাণাং শতানি ত্রীণি মৎপ্রিয়া ॥ ১৬
ত্রিপিবন্ত্বিন্দ্রিয়ক্ষীণং শ্বেতং বৃদ্ধমজাপতিম্।
বার্দ্ধ্রীণসঃ প্রোচ্যতেঽসৌ হব্যে কব্যে চ সৎকৃতঃ ॥ ১৭
নীলগ্রীবো রক্তশীর্ষঃ কৃষ্ণপাদঃ সিতচ্ছদঃ।
বার্দ্ধ্রীণসঃ স্যাৎ পক্ষী চ মম বিষ্ণোরপি প্রিয়ঃ ॥ ১৮
নরেণ বলিনা দেবী সহস্রং পরিবৎসরান্।
বিধিদত্তেন চাপ্নোতি তৃপ্তিং লক্ষং ত্রিভির্নরৈঃ ॥ ১৯

কৃষ্ণসার এবং শূকরের রুধিরে দেবী দ্বাদশ-বার্ষিকী তৃপ্তি লাভ করেন। ১০

অজ ও আবিক রুধিরে দেবীর পঞ্চবিংশতি-বার্ষিকী এবং মহিষ শার্দ্দূল ও খড়্গরুধিরে দেবীর শতবার্ষিকী তৃপ্তি লাভ হয়। ১১

সিংহ, শরভ এবং স্বীয় গাত্রের রুধিরে দেবী সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। ১২

যাহার রুধিরে যাবৎকাল তৃপ্তির কথা হইয়াছে, মাংস দ্বারাও ততকাল তৃপ্তি লাভ হয়। ১৩

কৃষ্ণসারমৃগ, গণ্ডার, রোহিতমৎস্য, মৃগল, মৃগজ বার্দ্ধ্রীণস এই সকল বলি-দানের পৃথক্ পৃথক্ ফল শ্রবণ কর। ১৪

কৃষ্ণসার ও গণ্ডারের মাংসে চণ্ডিকা দেবী পঞ্চশত বর্ষ নিরত তৃপ্তি লাভ করেন। ১৫

আমার পত্নী দুর্গা, রোহিত মৎস্যের মাংসে এবং বার্দ্ধ্রীণসের মাংসে তিন শত বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন। ১৬

ক্ষীণেন্দ্রিয় শ্বেতবর্ণ বৃদ্ধ অজাপতির (পাঁটার) নাম বার্দ্ধ্রীণস, দৈব এবং পৈত্র কার্য্যে ইহার আদর করা হইয়াছে। ১৭

যাহার গ্রীবা নীলবর্ণ, মস্তক রক্তবর্ণ, চরণ কৃষ্ণবর্ণ এবং পক্ষ শ্বেতবর্ণ এরূপ পক্ষীরাজকেও বার্দ্ধ্রীণস বলা হয়, ইহা বিষ্ণু এবং আমার প্রিয়। ১৮

যথাবিধি প্রদত্ত একটি নরবলিতে দেবী সহস্র বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন, আর তিনটি নরবলিতে লক্ষ বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন। ১৯

নারেণেবাথ মাংসেন ত্রিসহস্রঞ্চ বৎসরান্ ।
তৃপ্তিমাপ্নোতি কামাখ্যা ভৈরবী মম রূপধৃক্ ॥ ২০
মন্ত্রপূতং শোণিতন্তু পীযূষং জায়তে সদা ॥ ২১
মস্তকঞ্চাপি তস্যাতি মাংসঞ্চাপি তথা শিবা[১] ।
তস্মাত্তু পূজনে দদ্যাদ্বলেঃ শীর্ষঞ্চ লোহিতম্ ॥ ২২
ভোজ্যে হোমে চ মাংসানি নিযুঞ্জীয়াদ্বিচক্ষণঃ ।
পূজাসু নাম মাংসানি দদ্যান্নৈ সাধকঃ ক্বচিৎ ॥ ২৩
ঋতে তু লোহিতং শীর্ষমমৃতং তত্তু জায়তে ॥ ২৪
কুষ্মাণ্ডমিক্ষুদণ্ডঞ্চ মদ্যমাসবমেব চ ।
এতে বলিসমাঃ প্রোক্তাস্তৃপ্তৌ ছাগসমাঃ সদা ॥ ২৫
চন্দ্রহাসেন কর্ত্র্যা বা ছেদনং মুখ্যমিষ্যতে ।
দাত্রাসিধেনুক্রকচশঙ্কুলাভিস্তু মধ্যমম্ ।
ক্ষুরক্ষুরপ্রভল্লৈশ্চ বাধমং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৬
এভ্যোঽন্যৈঃ শক্তিবাণাদৈর্বলিশ্ছেদ্যঃ কদাপি ন ।
নাত্তি দেবী বলিং তত্তু দাতা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭
হস্তেন ছেদয়েদ্ যস্তু প্রোক্ষিতং সাধকঃ পশুম্ ।
পক্ষিণং বা ব্রহ্মবধ্যামবাপ্নোতি সুদুঃসহাম্ ॥ ২৮
নামন্ত্র্য খড়্গন্তু বলিং নিযুঞ্জীত বিচক্ষণঃ ॥ ২৯
খড়্গস্যামন্ত্রণে মন্ত্রা যাবন্তঃ কথিতাঃ পুরা ।
মহামায়াবলৌ তে বৈ যোজ্যাস্তন্ত্রোদিতা বুধৈঃ ॥ ৩০

মনুষ্যমাংস দ্বারা কামাখ্যা দেবী এবং আমার রূপধারী ভৈরব তিন হাজার বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন। ২০

যেহেতু বলির মস্তক এবং মাংস দেবতার অত্যন্ত অভীষ্ট, এই হেতু পূজার সময় বলির শির এবং শোণিত দেবীকে দান করিবে।২১-২২

বিচক্ষণ সাধক ভোজ্যদ্রব্যের সহিত লোমশূন্য মাংস দান করিবে এবং কখন কখন পূজোপকরণের সহিতও মাংস দান করিবে। ২৩

রক্তশূন্য মস্তক অমৃত তুল্য পরিগণিত হয়। ২৪

কুষ্মাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, মদ্য ও আসব ইহারাও বলি এবং কৃষ্ণ ছাগতুল্য তৃপ্তি-কারক। ২৫

চন্দ্রহাস বা কর্ত্রী দ্বারা বলিচ্ছেদ করাই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে; দাত্র, অসি, ধেনু, করাত বা শঙ্কুল দ্বারা বলিচ্ছেদ মধ্যম এবং ক্ষুর ক্ষুরপ্র ও ভল্ল দ্বারা বলিচ্ছেদ অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২৬

এতদ্ভিন্ন শক্তি বা বাণ প্রভৃতির দ্বারা কখনই বলিচ্ছেদ কর্ত্তব্য নয়। বলি-দানে যে সকল অস্ত্র উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অস্ত্র দ্বারা বলিচ্ছেদ করিলে দেবী উহা ভোজন করেন না এবং বলিদানকর্ত্তা শীঘ্র মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ২৭

যে সাধক প্রোক্ষিত পশু বা পক্ষীকে হস্তদ্বারা ছেদ করে, সে অতি দুঃসহ ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্ত হয়। ২৮

বিচক্ষণ সাধক খড়্গকে মন্ত্রদ্বারা আমন্ত্রিত না করিয়া, কখনও বলিযোগ করিবেন না। ২৯

১। তৃপ্তিদঃ বতঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

তৈঃ সার্দ্ধমেতে মন্ত্রাস্তু যোজ্যাঃ খড়্গাভিমন্ত্রণে ।
পূজনে শারদাদীনাং কামাখ্যায়া বিশেষতঃ ॥ ৩১
দ্বিঃ কালীতি ততো দেব্যা বজ্রেশ্বরিপদং ততঃ ॥ ৩২
ততোঽনু লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ শেষে তু যোজয়েৎ ॥ ৩৩
সম্পূজ্যানেন মন্ত্রেণ খড়্গমাদায় পাণিনা ।
কালরাত্র্যাস্তু মন্ত্রেণ তং খড়্গমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৩৪
নেত্রবীজস্য মধ্যন্তু ত্রিরাবর্ত্ত্য প্রযোজয়েৎ ।
ততোঽনু কালিকালীতি করালোষ্ঠি ততঃ পরম্ ।
হান্তাদীংশ্চ তৃতীয়েন স্বরেণৈকাদশেন বৈ ।
যোজিতো নাদবিন্দুভ্যাং দ্বৌ তৎপশ্চাদ্বিযোজয়েৎ ॥ ৩৫
ফেৎকারিণিপদং তস্মাৎ খাদয়চ্ছেদয়েত্যতঃ ।
সর্ব্বান্ দুষ্টানিতি ততো মির্দারয় মুলায়কম্ ।
খড়্গেন ছিন্ধি ছিন্ধীতি ততঃ কিলকিলেতি বৈ ॥ ৩৬
ততঃ চিকিচিকীত্যেবং ততঃ পিবপিবেতি চ ।
ততোঽনু রুধিরঞ্চেতি স্ফেং স্ফেং কিরিকিরীতি চ ॥ ৩৭
কালিকায়ৈ নম ইতি কালরাত্র্যাস্তু মন্ত্রকম্ ॥ ৩৮
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ করবালেঽভিমন্ত্রিতে ।
কালরাত্রী স্বয়ং তত্র প্রসীদত্যরিহানয়ে ॥ ৩৯

পূর্ব্বে মহামায়ার বলিতে খড়্গের আমন্ত্রণবিষয়ে যতগুলি মন্ত্র কথিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ সেই সকল মন্ত্রের সর্ব্বত্রই যোজনা করিবেন। ৩০

শারদাদেবীর বিশেষ করিয়া কামাখ্যাদেবীর পূজার সময় খড়্গাভিমন্ত্রণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের সহিত বক্ষ্যমাণ কতকগুলি মন্ত্রের যোগ করিবে। ৩১

প্রথমে 'কালী' এই পদটি দুইবার উচ্চারণ করিবে, তদনন্তর 'বজ্রেশ্বরী' এই পদটি উচ্চারণ করিবে। ৩২

তাহার পর 'লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ' এই বলিয়া পূজা করিবে। ৩৩

এই মন্ত্রদ্বারা খড়্গের পূজা করিয়া, কালরাত্রির মন্ত্রদ্বারা সেই খড়্গকে অভিমন্ত্রিত করিবে। ৩৪

প্রথমে নেত্রবীজের মধ্যের তিনবার আবৃত্তি করিয়া প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর কালী কালী এই শব্দের উচ্চারণ করিবে; তদনন্তর বিকটদংষ্ট্রা এই কথাটি বলিবে। হান্ত অর্থাৎ দন্ত্যসকার আদি তৃতীয় অথবা একাদশ স্বর ও চন্দ্রবিন্দুর সহিত যুক্ত করিয়া, তাহার পর আর দুইটি পদের যোগ করিবে। ৩৫

প্রথম 'ফেৎকারিণী' পদ দ্বিতীয় 'খাদয় ছেদয়' এই পদ। তাহার পর "সর্ব্বদুষ্টান্" এই পদটির উচ্চারণ করিয়া "খড়্গেন ছিন্ধি, ছিন্ধি" এবং 'কিল কিল' এই পদদ্বয়ের উচ্চারণ করিবে। ৩৬

তাহার পর "চিকি চিকি" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া তদনন্তর 'পিব পিব' এই কথা বলিবে তাহার পর "রুধিরং" এই কথা বলিয়া তাহার পর 'স্ফেঁ স্ফেঁ কিরি কিরি' ইহাও বলিবে। ৩৭

এই মন্ত্র দ্বারা করবালকে অভিমন্ত্রিত করিলে, কালরাত্রি স্বয়ং তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া, শত্রুর বধ সাধন করেন। ৩৮-৩৯

বলেঃ পূর্ব্বোদিতা মন্ত্রা নিত্যং গুহ্যান্তে[১] সাধকৈঃ।
অয়ং মন্ত্রস্তু বক্তব্যস্তস্য হত্যাবিশান্তয়ে[২] ॥ ৪০
যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি[৩] তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ ॥ ৪১
ততো দৈবতমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য চাত্মনঃ।
ছেদয়েত্তেন খড়্গেন[৪] বলিং পূর্ব্বাননন্তু তম্ ॥ ৪২
অথবোত্তরবক্ত্রং তং স্বয়ং পূর্ব্বমুখস্তথা।
পূর্ব্বোক্তান্ সৈন্ধবাদীংস্তু[৫] বক্ত্রেঽবশ্যং নিযোজয়েৎ ॥ ৪৩
সৌবর্ণং রাজতন্তাম্রং চৈত্রং[৬] পত্রপুটঞ্চ বা।
মাহেয়ং কাংস্যমথবা যজ্ঞকাষ্ঠময়ঞ্চ বা।
পাত্রং রুধিরদানায় কর্ত্তব্যং বিভবাবধি ॥ ৪৪
ন লৌহে বল্কলে বাপি বৈত্রে রাঙ্কেঽথ সৈসকে।
দদ্যাদ্রক্তং বলীনান্তু স্রুচৌ স্রুচি স্রুবে তথা ॥ ৪৫
ন ঘটে ভূতলে বাপি দেয়ং ক্ষুদ্রে ন ভাজনে ॥ ৪৬
রুধিরাপি প্রদদ্যাত্তু ভূতিকামো নরোত্তমঃ।
নরস্য তু সদা রক্তং মাহেয়ে তৈজসেঽথ বা।
দদ্যাদন্নরপতিস্তত্তু ন পত্রাদৌ কদাচন ॥ ৪৭
হয়মেধমৃতে দদ্যান্ন কদাচিদ্ধয়ং বলিম্।
তথা দিক্পালমেধে তু গজং দদ্যান্নরাধিপঃ ॥ ৪৮

পূর্ব্বকথিত বলিদানের মন্ত্রসকল সাধকগণ নিত্য ব্যবহার করিবেন এবং বলির হত্যাদোষ নিবারণের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবেন। ৪০

স্বয়ম্ভু স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্ত পশু সকলের সৃজন করিয়াছেন, এই নিমিত্ত অদ্য তোমার বধ করি। কারণ যজ্ঞে বধ অবধের সমান। ৪১

অনন্তর দেবতার উদ্দেশ করিয়া অথবা নিজের কামনার উল্লেখ করিয়া সেই খড়্গ দ্বারা বলিকে পূর্ব্বমুখ রাখিয়া ছেদন করিবে। ৪২

অথবা বলিকে উত্তরমুখ রাখিয়া স্বয়ং পূর্ব্বমুখ হইয়া বলি ছেদ করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত সৈন্ধব আদিও মুখে সন্নিবেশিত করিবে। ৪৩

আপনার বিভব অনুসারে রুধির দানের নিমিত্ত সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র, বেতপত্রের দোনা, মৃন্ময় খর্পর, কাংস্য অথবা যজ্ঞীয় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটি পাত্র করিবে। ৪৪

লৌহপাত্রে, বল্কলে, পিত্তলপাত্রে, রঙের পাত্রে অথবা কাচ পাত্রে কিংবা স্রুক্ বা স্রুবে বলিদিগের রুধির দান করিবে না। ৪৫

ঐশ্বর্য্যাভিলাষী মনুষ্য ঘটে, মাটীর উপর, ক্ষুদ্র পানপাত্রে রুধির দান করিবে না। ৪৬

নরপতি, মনুষ্যের রক্ত মৃন্ময় অথবা তৈজসপাত্রে রাখিয়া সর্ব্বদা উৎসর্গ করিয়া দিবে, পত্রনির্ম্মিত দোনাদিতে কখনই দিবে না। ৪৭

অশ্বমেধ যজ্ঞ ব্যতীত কখন ঘোটক বলি প্রদান করিবে না। রাজা দিক্পালমেধ যজ্ঞে হস্তী বলি প্রদান করিবে। ৪৮

১। সাধ্যাঃ। ২। হত্যদোষবিহানয়ে। ৩। ঘাতয়াম্যদ্য। ৪। মন্ত্রেণ। ৫। যেমুরাদীংস্তু। ৬। বৈল্বং

ন কদাচিত্তথা দেব্যৈ প্রদদ্যাদশ্বহস্তিনৌ।
হয়াকর্ষে চামরন্তু বলিং দদ্যান্নরাধিপঃ॥ ৪৯
সিংহং ব্যাঘ্রং নরঞ্চাপি স্বগাত্ররুধিরং তথা।
ন দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কদাচন॥ ৫০
সিংহং ব্যাঘ্রন্নরং দত্ত্বা ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ।
ইহাপি স্যাৎ স হীনায়ুঃ সুখসৌভাগ্যবর্জ্জিতঃ ৫১
স্বগাত্ররুধিরং দদ্যাচ্চাত্মবধ্যামবাপ্নুয়াৎ।
মদ্যং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥ ৫২
ন কৃষ্ণসারং বিতরেদ্বলিন্তু ক্ষত্রিয়াদিকঃ।
দদতঃ কৃষ্ণসারন্তু ব্রহ্মহত্যা ভবেদ্ যতঃ॥ ৫৩
যত্র সিংহস্ত ব্যাঘ্রস্য নরস্য বিহিতো বধঃ।
ব্রাহ্মণোক্তা তু বল্যাদৌ তত্রায়ং বিহিতঃ ক্রমঃ॥ ৫৪
কৃত্বা ঘৃতময়ং ব্যাঘ্রং নরং সিংহঞ্চ ভৈরব।
অথবা পূপবিকৃতং যবক্ষোদময়ঞ্চ বা।
ঘাতয়েচ্চন্দ্রহাসেন তেন মন্ত্রেণ সংস্কৃতম্॥ ৫৫
প্রভূতবলিদানে তু দ্বৌ বা ত্রীন্ বাগ্রতঃ কৃতান্।
পূজয়েৎ প্রমুখান্ কৃত্বা সর্ব্বান্ মন্ত্রেণ সাধকঃ॥ ৫৬
সামান্যপূজা কথিতা বলীনাং পূর্ব্বতো ময়া।
বিশেষো যত্র যত্রাস্তি তন্মত্তঃ শৃণু ভৈরব॥ ৫৭

দেবীর নিকট কখনই অশ্ব বা হস্তী বলি প্রদান করিবে না। রাজা অশ্বের পরিবর্ত্তে চামর বলি প্রদান করিবে। ৪৯

ব্রাহ্মণ, দেবীর নিকট সিংহ, ব্যাঘ্র, মনুষ্য, স্বকীয় গাত্রের রুধির অথবা মদ্য কখনই বলি প্রদান করিবে না। ৫০

ব্রাহ্মণ সিংহ, ব্যাঘ্র এবং নরবলি প্রদান করিয়া নরকে গমন করে এবং ইহ-লোকে হীন-আয়ুঃ এবং সুখ-সৌভাগ্যহীন হয়। ৫১

ব্রাহ্মণ স্বীয় গাত্রের রুধির দান করিয়া আত্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হয়, আর মদ্য দান করিয়া ব্রাহ্মণ্য হইতে চ্যুত হয়। ৫২

ক্ষত্রিয় কদাপি কৃষ্ণসার বলি প্রদান করিবে না, কারণ, কৃষ্ণসার বলি-প্রদান করিলে, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। ৫৩

যে স্থলে ব্রাহ্মণের বলিদানপ্রসঙ্গে সিংহ ব্যাঘ্র অথবা মনুষ্যের বধ বিহিত, সেই স্থলে এইরূপ ক্রম হইবে। ৫৪

হে ভৈরব! সে স্থলে ঘৃতময় পিষ্টক বা যবচূর্ণময় ব্যাঘ্র, মনুষ্য অথবা সিংহ-নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত করিবে এবং চন্দ্রহাস অস্ত্র দ্বারা তাহার ছেদ করিবে। ৫৫

সাধক যদি প্রচুর প্রমাণে বলি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে দুইটি বা তিনটি বলিকে সম্মুখে রাখিয়া অবশিষ্ট বলিসকলকে একযোগেই অর্চ্চিত করিবে। ৫৬

হে ভৈরব! বলির পূর্ব্বে আমি সাধারণ পূজামাত্র বলিয়াছি, এক্ষণে যে যে স্থলে বিশেষ হইবে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ৫৭

মহিষং প্রদদেদ্যৈব্যৈ ভৈরব্যৈ ভৈরবায় বৈ।
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ তদা তং পূজয়েদ্বলিম্॥ ৫৮
যথা বাহং ভবান্ দ্বেষ্টি যথা বহসি চণ্ডিকাম্।
তথা মম রিপূন্ হিংস ভদ্রং বহ লুলায়ক॥ ৫৯
যমস্য বাহনস্ত্বং বররূপধরাব্যয়।
আয়ুর্বিত্তং যশো দেহি কাসরায় নমোঽস্তু তে॥ ৬০
খড়্গাস্য তু যদা দানং ক্রিয়তে তত্র মন্ত্রকম্।
জলেনাভ্যুক্ষ্য কুর্বীত গুহাজাতেতি ভাবয়ন্॥ ৬১
দৈবে পৈত্রে চ সুভগঃ খড়্গতুল্যং খড়্গসন্নিভঃ।
ছিন্ধি বিঘ্নান্ মহাভাগ গুহাজাত নমোঽস্তু তে॥ ৬২
প্রদানে কৃষ্ণসারস্য মন্ত্রোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ।
কৃষ্ণসার ব্রহ্মমূর্ত্তে ব্রহ্মতেজোবিবর্দ্ধন॥ ৬৩
চতুর্ব্বেদময়ং প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞাং দেহি যশো মহৎ॥ ৬৪
তথা শরভপূজায়াং মন্ত্রমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৬৫
ত্বমষ্টপাদো বিশিষ্ট-চন্দ্রভাগসমুদ্ভব।
অষ্টমূর্ত্তে মহাবাহো ভৈরবাখ্য নমোঽস্তু তে॥ ৬৬
যথা ভৈরবরূপেণ বরাহো নিহতস্ত্বয়া।
তথা শরভরূপেণ রিপূন্ বিঘ্নান্ নিষূদয়॥ ৬৭
হরিস্ত্বং হররূপেণ যথা বহসি চণ্ডিকাম্।
তথা ভবানি মে নিত্যং বহ বিঘ্নাংশ্চ সূদয়॥ ৬৮

যখন ভৈরবী দেবী অথবা ভৈরবকে মহিষ বলি প্রদান করিবে, তখন সেই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। ৫৮

হে মহিষ! তুমি যেমন অশ্বের সহিত বিরোধ কর এবং চণ্ডিকাকে বহন কর, সেইরূপ আমার শত্রুর বিনাশ কর এবং আমার শুভ বহন কর। ৫৯

হে মহিষ। তুমি যমের বাহন এবং শ্রেষ্ঠরূপধারী এবং অব্যয় তুমি আমাকে আয়ুঃ, বিত্ত এবং যশোদান কর। হে কাসর। তোমাকে নমস্কার করি। ৬০

যে পূজায় খড়্গের বলি প্রদত্ত হইবে, সেই স্থলে জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া গুহা হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করত একটি মণ্ডল করিবে। ৬১

হে খড়্গ। তুমি দৈব ও পৈত্র কার্য্যে সুভগ এবং খড়্গ তুল্য, তুমি আমার বিঘ্ননিচয়ের ছেদ কর, হে গুহাজাত। তোমাকে নমস্কার করি। ৬২

কৃষ্ণসারের বলিদান সময়ে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের পাঠ করিবে। হে কৃষ্ণসার! তুমি ব্রহ্মমূর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজের পরিবর্দ্ধনকারী। ৬৩

তুমি চতুর্ব্বেদময় এবং প্রাজ্ঞ তুমি আমাকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং যশ দান কর। ৬৪

শরভের পূজার সময় বক্ষ্যমাণ মন্ত্র প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি অষ্টপাদ, বিশিষ্টচন্দ্রভাগ হইতে সমুৎপন্ন; হে মহাবাহো! তুমি অষ্টমূর্ত্তি ভৈরবরূপে তোমাকে নমস্কার করি। ৬৫-৬৬

যেমন ভৈরবরূপে তুমি বরাহকে নিহত করিয়াছ, সেই শরভরূপে আমার শত্রু এবং বিঘ্ননিচয়ের বিনাশ কর। ৬৭

হে সিংহ। তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, সিংহরূপে যেরূপ চণ্ডিকাকে বহন

ত্বং হরিঃ সিংহরূপেণ জগৎপ্রত্যূহরূপিণম্।
জঘান যেন সত্যেন হিরণ্যকশিপুং হরন্ ॥ ৬৯
ইত্যেবং সিংহপূজায়াং ক্রম উক্তো ময়ানঘ ॥ ৭০
নরে স্বগাত্ররুধিরে পর্য্যায়ং শৃণু ভৈরব ॥ ৭১
পীঠে চেদ্দীয়তে মর্ত্ত্যো বলিং দদ্যাৎ শ্মশানকে।
শ্মশানং হেরুকাখ্যন্ত তৎপূর্ব্বং প্রতিপাদিতম্ ॥ ৭২
কামাখ্যানিলয়ে শৈলে ভন্ত্রাদৌ[1] বিদ্ধি তৎ ক্রমম্ ॥ ৭৩
মম রূপং শ্মশানং তদ্ভৈরবাখ্যঞ্চ কথ্যতে।
তত্রাজস্রং তপঃসিদ্ধৌ ত্রিভাগস্ত ভবিষ্যতি ॥ ৭৪
পূর্ব্বাঙ্গে ভৈরবাখ্যে তু সদ্যঃসৃষ্টির্নরস্ত তু।
দক্ষিণাঙ্গে শিরো দদ্যাদ্ভৈরব্যা মুণ্ডমালয়া ॥ ৭৫
রুধিরং পশ্চিমাঙ্গে তু হেরুকাখ্যে নিযোজয়েৎ ॥ ৭৬
দত্ত্বা সম্পূজ্য তু নরং বিসৃজ্যাগমনক্রমে।
পীঠশ্মশানেষু বলিং নেক্ষেত্তু বলিদীপকম্ ॥ ৭৭
অন্যত্রাপি যতো যত্র দীয়তে যন্মহাবলিঃ।
তত্রাপ্যন্যত্র চোৎসৃজ্য ছিত্ত্বান্যত্র শিরোঽমৃতম্[2] ॥ ৭৮
নিযোজয়েৎ সাধকস্তু বিসৃজ্য ন বিলোকয়েৎ।
সুস্নাতং মনুজং দীপ্তং পূর্ব্বাহ্নুনিরতাশনম্ ॥ ৭৯

করিতেছ, সেইরূপ আমার মঙ্গল বহন কর এবং আমার শত্রুদিগকে নষ্ট কর,. তুমিই সিংহস্বরূপ ধারণ করিয়া জগতের পীড়াকারী হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছ। ৬৮-৬৯

সিংহের অর্চ্চনার সময় আমি এইরূপ ক্রমের উল্লেখ করিয়াছি। ৭০

হে ভৈরব। এক্ষণে মনুষ্য-বলি ও স্বীয়গাত্রের রুধির বলির অর্চ্চনার ক্রম শ্রবণ কর। ৭১

পীঠপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, নিত্য শ্মশানে বলি প্রদান করিবে। ঐ শ্মশান শব্দে হেরুকনামক শ্মশান, উহা কামাখ্যা দেবীর আবাস শৈলে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে তন্ত্রের আদিতে বিধিবৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৭২-৭৩

ঐ শ্মশান আমার স্বরূপ এবং উহা ভৈরবনামেও অভিহিত হয়। ঐ শ্মশান তপঃসিদ্ধির নিমিত্ত ত্রিভাগে কল্পিত হইয়াছে। ৭৪

উহার পূর্ব্বাঙ্গ ভৈরবনামে প্রসিদ্ধ, তাহাতে তপস্যা করিলে সদ্যঃ সিদ্ধিলাভ হয়; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহার দক্ষিণাঙ্গে ভৈরবীদেবীকে মুণ্ডমালার সহিত মস্তক প্রদান করিবে এবং হেরুক নামক পশ্চিমাঙ্গে রুধির প্রদান করিবে। ৭৫-৭৬

মনুষ্যবলিকে অর্চ্চন, দান এবং আগমনক্রমে পীঠস্থানের শ্মশান-ভূমিতে বিসর্জ্জন করিয়া বলিদীপক প্রজ্বালিত করিবে। ৭৭

এইরূপ যেখানে যে মহাবলি প্রদত্ত হইবে, সেইস্থলেই সাধক একস্থানে উৎসর্গ, একস্থানে ছেদন করিবে এবং অন্যস্থলে মস্তক এবং অন্যস্থলে রুধির প্রদান করিবে। ৭৮

১। তন্ত্রাদৌ। ২। ত্বচো।

মাংসমৈথুনভোগেন হীনং স্রক্চন্দনোক্ষিতম্ ॥ ৮০
কৃত্বোত্তরামুখং তত্র তদঙ্গেষঙ্গদেবতাঃ।
পূজয়েৎ তং তু নাম্না তু দৈবতেন চ মানুষম্ ॥ ৮১
ভদ্রব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মাণং ভূম্যা নাসাঞ্চ মেদিনীম্।
কর্ণয়োস্তু তথাকাশং জিহ্বায়াং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ৮২
জ্যোতীংষি নেত্রয়োর্বিষ্ণুং বদনে পরিপূজয়েৎ।
ললাটে পূজয়েচ্চন্দ্রং শক্রং দক্ষিণগণ্ডতঃ ॥ ৮৩
বামগণ্ডে তথা বহ্নিং গ্রীবায়াং সমবর্ত্তিনম্।
কেশাগ্রে নির্ঋতিং মধ্যে ভ্রুবোশ্চাপি প্রচেতসম্ ॥ ৮৪
নাসামূলে তু শ্বসনং স্কন্ধে চাপি ধনেশ্বরম্।
হৃদয়ে সর্পরাজন্তু পূজয়িত্বা পঠেদিদম্ ॥ ৮৫
নরবর্য্য মহাভাগ সর্ব্বদেবময়োত্তম।
রক্ষ মাং শরণাপন্নং সপুত্রপশুবান্ধবম্ ॥ ৮৬
সরাজ্যং মাং সহামাত্যং চতুরঙ্গসমন্বিতম্[১]।
রক্ষ পরিত্যাজ্য প্রাণান্মরণে নিয়তে সতি ॥ ৮৭
মহাতপোভির্জ্ঞানৈশ্চ যজ্ঞৈর্যৎ সাধ্যতেঽমৃতম্[২]।
তন্মে দেহি মহাভাগ স্বয়াপি প্রাপ্নুহি শ্রিয়ম্ ॥ ৮৮
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ বেতালাদ্যাঃ সরীসৃপাঃ।
নৃপাশ্চ রিপবশ্চান্যে ন মাং তে ঘ্নন্তু ত্বৎকৃতে ॥ ৮৯

আর একবার বিসর্জ্জন করিয়া পুনরায় আর তাহার দিকে অবলোকন করিবে না। ৭৯

সুস্নাত, দীপ্ত, পূর্ব্বদিনে হবিষ্যাশী, মাংস, মৈথুন এবং ভোগবর্জ্জিত, মালা এবং চন্দন দ্বারা অলঙ্কৃত মনুষ্যকে উত্তরমুখ করিয়া তাহার অবয়ব-নিচয়ে দেবতা সকলের পূজা করিবে এবং তাহাকে দেবতার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া তাহার পূজা করিবে। ৮০-৮১

ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মার পূজা করিবে, নাসিকায় পৃথিবীর পূজা করিবে, কর্ণদ্বয়ে শক্তি এবং আকাশের পূজা করিবে, জিহ্বাতে অগ্নির, নেত্রে জ্যোতির, বদনে বিষ্ণুর, ললাটে আমার, দক্ষিণগণ্ডে ইন্দ্রের, বামগণ্ডে বহ্নির, গ্রীবায় সমবর্ত্তীর, কেশাগ্রে নির্ঋতির, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে বরুণের, নাসিকামূলে পবনের, স্কন্ধে ধনেশ্বরের এবং হৃদয়ে সর্পরাজের পূজা করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। ৮২-৮৫

হে মহাভাগ নরশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব্বদেবময় এবং উত্তম, তুমি পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত শরণাপন্ন আমাকে রক্ষা কর। ৮৬

মৃত্যু যখন অপরিত্যাজ্য, তখন তুমি প্রাণত্যাগ কর এবং পুত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত আমাকে রক্ষা কর। ৮৭

হে মহাভাগ! মনুষ্য অতিশয় কঠোর তপস্যা, জ্ঞান এবং যজ্ঞ দ্বারা যাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়, তুমি আমাকে তাহা দান কর এবং স্বয়ং শ্রীলাভ কর। ৮৮

১। বন্ধুবর্গসমন্বিতম্—ইতি পাঠান্তরম্।
২। মৃগা—ইতি পাঠান্তরম্।

স্বকণ্ঠনালগলিতৈঃ শোণিতৈরঙ্গসংযুতৈঃ ।
আপ্যায়য়াম্বধর্ম্ম্ ত্বা মরণে নিয়তে সতি ॥ ১০
এবং সম্পূজ্য বিধিবৎ পূর্ব্বতন্ত্রৈশ্চ পূজয়েৎ ।
পূজিতো মৎস্বরূপোঽয়ং দিক্‌পালাধিষ্ঠিতো ভবেৎ ॥ ১১
অধিষ্ঠিতস্তথান্যৈশ্চ ব্রহ্মাদ্যৈঃ সকলৈঃ সুরৈঃ ।
কৃতপাপোঽপি মনুজো নিষ্পাপ্‌মা স তু জায়তে ॥ ১২
তস্য নিষ্কল্মষস্যাস্ত পীযূষং শোণিতং ভবেৎ ।
প্রীণাতি চ মহাদেবী জগন্মাতা জগন্ময়ী ॥ ১৩
সোঽপি কায়ং পরিত্যজ্য মানুষং নচিরান্মৃতঃ ।
ভবেদ্গণানামধিপো মমাপি বহুসৎকৃতঃ ॥ ১৪
ইতোঽন্যথা পাপযুক্তং মলমূত্রবসাবৃতম্ ।
তং বলিং ন হি গৃহ্লাতি কামাখ্যাখ্যাপি নামতঃ ॥ ১৫
অন্যেষাং মহিষাদীনাং বলীনামথ পূজনাৎ ।
কায়ো মেধ্যত্বমায়াতি রক্তং গৃহ্লাতি বৈ শিবা ॥ ১৬
অন্যেভ্যোঽপি চ দেবেভ্যো যদা যদ্বা প্রদীয়তে ।
তদর্চ্চিতং প্রদদ্যাত্তু পূজিতায় সুরায় বৈ ॥ ১৭
কাণং পঙ্গ্বাতিবৃদ্ধং রোগিণঞ্চ গলদ্‌ব্রণম্ ।
ক্লীবং হীনাঙ্গমথবা বৃদ্ধলিঙ্গং কুলক্ষণম্ ॥ ১৮
বিচ্ছিন্নকাতিহ্রস্বঞ্চ মহাপাতকিনং তথা ।
অষ্টাদশকবর্ষীয়ং পিতৃসূতকসংযুতম্ ॥ ১৯

তোমার প্রসাদে রাক্ষস, পিশাচ, বেতালগণ, সরীসৃপগণ, নৃপগণ, রিপুগণ এবং অন্যান্য হিংস্রগণ যেন আমাকে বিনাশ করিতে অক্ষম হয় । ৮৯

মরণ যখন অপরিহার্য্য তখন তুমি পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কণ্ঠনাল হইতে গলিত এবং অঙ্গলগ্ন শোণিতধারা দ্বারা তৃপ্তিলাভ কর । ৯০

এইরূপে পূজা করিয়া পূর্ব্বতন্ত্রদ্বারা বিধিপূর্ব্বক পূজা করিবে । নরবলি পূজিত হইয়া আমার স্বরূপ দিক্‌পালগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হয় । ৯১

এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য সকল দেবগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া সেই বলিরূপ নর পূর্ব্বে পাপাচারী হইলেও নিষ্পাপ হইয়া যায় । ৯২

সেই পাপশূন্য বলিরূপ নরের শোণিত অমৃততুল্য হয়, উহা দ্বারা জগন্ময়ী জগন্মাতা মহাদেবী প্রীতিলাভ করেন । ৯৩

সেই বলিরূপী নর মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া মরিতে মরিতেই গণদিগের অধিপতি হইয়া আমার অধিক সৎকারের পাত্র হয় । ৯৪

এতদ্ব্যতীত অন্যপ্রকার পাপযুক্ত মলমূত্র ও বসাবৃত বলি কামাখ্যা দেবী নামমাত্রেও গ্রহণ করেন না । ৯৫

অর্চ্চনা দ্বারা অপরাপর মহিষ প্রভৃতির বলির শরীর বিশুদ্ধিলাভ করে, এই নিমিত্ত দেবী তাহা হইতে রক্ত গ্রহণ করেন । ৯৬

অন্যান্য দেবগণকে যে সকল বস্তু প্রদত্ত হইবে, সেই সেই দেবতার পূজা করিয়া এবং সেবস্তুও অর্চ্চিত করিয়া দান করিবে । ৯৭

কাণা, বিগতাঙ্গ, অতিবৃদ্ধ, রোগী, গলদ্‌ব্রণ, ক্লীব, অঙ্গহীন, বৃদ্ধলিঙ্গ, কুলক্-

ঊর্দ্ধং সংবৎসরাচ্চাপি মহাগুরুনিপাতিনম্ ।
বলিকর্ম্মণি চৈতাংস্তু বর্জ্জয়েৎ পূজিতানপি ॥ ১০০
পশূনাং পক্ষিণাং বাপি নরাণাঞ্চ বিশেষতঃ ।
স্ত্রিয়ং ন দদ্যাত্তু বলীন্ দত্ত্বা নরকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০১
সঙ্ঘাতবলিদানেষু যোষিতং পশুপক্ষিণঃ ।
বলিং দদ্যান্মানুষীন্তু তত্ত্বা সঙ্ঘাতপূজিতম্ ॥ ১০২
ন ত্রিমাসীয়কান্ন্যূনং পশুং দদ্যাচ্ছিবাবলিম্ ।
ন চ ত্রৈপক্ষিকান্ন্যূনং প্রদদ্যাদ্বৈ পতত্রিণম্ ॥ ১০৩
কাণব্যঙ্গাদিদুষ্টন্তু ন পশুং পক্ষিণং তথা ।
দৈব্যৈ দদ্যাত্তথা মর্ত্ত্যং তথৈব চ পশুপক্ষিণৌ । ১০৪
ছিন্নলাঙ্গুলকর্ণাদীন্ ভগ্নদন্তাংস্তথৈব চ ।
ভগ্নশৃঙ্গাদিকং বাপি ন দদ্যাত্তু কদাচন ॥ ১০৫
ন ব্রাহ্মণং বলিং দদ্যাচ্চাণ্ডালমপি পার্থিব ।
নোৎসৃষ্টং দ্বিজদেবেভ্যো ভূপতেস্তনয়ং তথা । ১০৬
রণেন বিজিতং দদ্যাত্তনয়ং রিপুভূভৃতঃ ॥ ১০৭
স্বপুত্রং ভ্রাতরং বাপি পিতরঞ্চাবিরোধিনম্ ।
বিটপতিঞ্চ ন দদ্যাত্তু ভাগিনেয়ঞ্চ মাতুলম্ ॥ ১০৮
অনুক্তান্নাপি দদ্যাত্তু তথাজ্ঞাতান্ মৃগদ্বিজান্ ॥ ১০৯

শূদ্র, শ্বিত্রী, হ্রস্বকায়, মহাপাতকী, দ্বাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশু, মৃতাশৌচ-যুক্ত এবং মহাগুরুনিপাতনিবন্ধন কালাশৌচযুক্ত এইরূপ মনুষ্যদিগকে অর্চনা করিয়াও বলিকর্ম্মে নিয়োজিত করিবে না। ৯৮-১০০

পশু-স্ত্রী, পক্ষিণী বিশেষতঃ মনুষ্য-স্ত্রীকে কখনই বলি প্রদান করিবে না। স্ত্রীকে বলিদান করিলে কর্ত্তা নরকপ্রাপ্ত হয়। ১০১

যেখানে বিশেষ গণনা না করিয়া একেবারে দলে দলে বলি প্রদান করা হয়, সেইস্থলে সমুদয় দল একেবারে অর্চিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পশু পক্ষীর স্ত্রী এবং মানুষীকে বলি দিতে পারে। ১০২

তিন মাসের ন্যূনবয়স্ক পশুকে শিবাবলি দিবে না এবং তিনপক্ষের ন্যূনকাল জাত পক্ষীকেও বলি প্রদান করিবে না। ১০৩

কাণ এবং ব্যঙ্গত্বাদিদোষদুষ্ট পশু বা পক্ষীকে দেবীর নিকট বলি দিবে না। যেরূপ দোষে দুষ্ট মনুষ্য বলিদানে নিষিদ্ধ, পশু ও পক্ষীদিগের বিষয়েও সেইরূপ জানিবে। ১০৪

ছিন্নাঙ্গুল কর্ণাদিযুক্ত, দাঁতভাঙ্গা এবং শিংভাঙ্গা প্রভৃতি পশুকে কখনই বলিদান করিবে না। ১০৫

রাজা, দেব এবং দ্বিজগণের উদ্দেশে অর্চিত ব্রাহ্মণ অথবা চাণ্ডালকে বলি প্রদান করিবে না এবং রাজপুত্রকেও বলিদান করিবে না। শত্রু ভূপতির পুত্র যদি যুদ্ধে বিজিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলি দিতে পারে। ১০৬-১০৭

নিজের পুত্র, ভ্রাতা, বিরোধকারী হইলেও পিতা, জামাতা, ভাগিনেয় এবং মাতুল ইহাদিগকে বলি প্রদান করিবে না। ১০৮

অনুক্ত বা অজ্ঞাত পশু ও পক্ষীকে কখন বলি প্রদান করিবে না। যদি

উষ্ট্রালাভে প্রদদ্যাত্তু গর্দ্দভঞ্চোষ্ট্রমেব চ।
লাভেঽন্যেষাং ন বিতরেদ্ব্যাঘ্রমুষ্ট্রং খরং তথা॥ ১১০
সম্পূজ্য বিধিবদ্দদ্যাৎ পশুং পক্ষিণমেব বা।
সঞ্ছিন্নঞ্চাপি[১] মন্ত্রেণ মন্ত্রেণৈব নিবেদয়েৎ॥ ১১১
নারং মর্ত্ত্যশিরোরক্তং দেব্যাঃ সম্যগ্ নিবেদয়েৎ।
ছাগস্য বামতো দদ্যান্মাহিষং বিতরেৎ পুরঃ।
পক্ষিণং বামতো দদ্যাদগ্রতো দেহশোণিতম্॥ ১১২
ক্রব্যাদানাং পশূনাঞ্চ পক্ষিণাঞ্চ শিরোঽসৃজম্।
বামে নিবেদয়েৎ পার্শ্বে জলজানাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ১১৩
কৃষ্ণসারস্য কূর্ম্মস্য খড়্গস্য শশকস্য চ।
গ্রাহাণামথ মৎস্যানামগ্র এব নিবেদয়েৎ॥ ১১৪
সিংহস্য দক্ষিণে দদ্যাৎ খড়্গিনোঽপি চ দক্ষিণে।
পৃষ্ঠদেশে ন দদ্যাত্তু শিরো বা রুধিরং বলেঃ॥ ১১৫
নৈবেদ্যং দক্ষিণে বামে পুরতো ন তু পৃষ্ঠতঃ॥ ১১৬
দীপং দক্ষিণতো দদ্যাৎ পুরতো বা ন বামতঃ।
বামতস্তু তথা ধূপমগ্রে বা ন তু দক্ষিণে॥ ১১৭
নিবেদয়েৎ পুরোভাগে গন্ধং পুষ্পঞ্চ ভূষণম্।
মণ্ডলে চেন্মধ্যভাগে বামদক্ষাদিপূর্ব্ববৎ॥ ১১৮

বলিদানে পশু প্রভৃতির লাভ না হয়, তাহা হইলে গর্দ্দভ ও উষ্ট্রকে বলিদান করিতে পারে, কিন্তু অন্য জীবের লাভ হইলে ব্যাঘ্র, উষ্ট্র বা গর্দ্দভকে বলি প্রদান করিবে না। ১০৯-১১০

পশু বা পক্ষীকে যথাবিধি অর্চ্চিত করিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ছেদন করিবে এবং মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আমাকে নিবেদন করিবে। ১১১

মনুষ্যের মস্তকের রুধির দেবীর দক্ষিণদিকে নিবেদন করিবে, ছাগের শিরোরুধির বামদিকে এবং মহিষের শিরোরুধির সম্মুখে নিবেদন করিবে। পক্ষিগণের শিরোরুধির বামদিকে নিবেদন করিবে এবং শরীরের শোণিত সম্মুখে নিবেদন করিবে। ১১২

মাংসভুক্ পশু ও পক্ষিগণের এবং সর্ব্বপ্রকার জলজ জীবগণের মস্তক ও রুধির বাম পার্শ্বে রাখিয়া নিবেদন করিবে। ১১৩

কৃষ্ণসার, কূর্ম্ম, গণ্ডার, শশক, কুম্ভীর এবং মৎস্য ইহাদিগের রুধির সম্মুখে রাখিয়াই নিবেদন করিবে। ১১৪

সিংহের রুধির এবং গণ্ডারের রুধির দক্ষিণে রাখিয়া নিবেদন করিবে। দেবতার পৃষ্ঠদেশে কোন বলির শিরোরুধির দান করিবে না। নৈবেদ্য দক্ষিণে, বামে, অথবা সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিতে পার, কিন্তু কখন পৃষ্ঠদেশে নৈবেদ্য রাখিবে না। ১১৫

দীপ দক্ষিণে বা সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিবে, কখনও বামভাগে রাখিবে না। ১১৬

এইরূপ ধূপ বামদিকে বা সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিবে, কখনও দক্ষিণে রাখিবে না। ১১৭

১। সংছিন্ন চাপি—ইতি পাঠান্তরম্।

মদিরাং পৃষ্ঠতো দদ্যাদন্যৎ পানন্তু বামতঃ ॥ ১১৯
অবশ্যং বিহিতং যত্র মদ্যং তত্র দ্বিজঃ পুনঃ।
নারিকেলজলং কাংস্যে তাম্রে বা বিসৃজেন্মধু ॥ ১২০
নাপদ্যপি দ্বিজো মদ্যং কদাচিদ্বিসৃজেদপি।
ঋতে পুষ্পাসবাদ্বাপি গুঞ্জনাম্না বিশেষতঃ ॥ ১২১
রাজপুত্রস্তথামাত্যঃ সচিবঃ সৌপ্তিকাদয়ঃ।
দদ্যুর্নরবলিং ভূপ সম্পত্ত্যা বিভবায় চ ॥ ১২২
নৃপাননুমতে মর্ত্ত্যং দত্ত্বা পাপমবাপ্নুয়াৎ।
উপপ্লবে রণে বাপি যথেচ্ছং বিতরেন্নরঃ ॥ ১২৩
যঃ কশ্চিদ্রাজপুরুষো নান্যস্তপি কদাচন।
বলিদানদিনাৎ পূর্ব্বং দিবসে তু বলিং নরম্ ॥ ১২৪
মানস্তোকেতি মন্ত্রেণ দেবীসূক্তেন যেন চ।
গন্ধদ্বারেত্যনেনাপি খড়্গশীর্ষে নিধায় চ ॥ ১২৫
তস্মিন্ খড়্গে সুগন্ধাদি দত্ত্বা তেনাধিবাসয়েৎ।
গন্ধাদিকন্তু খড়্গাস্থং গলে তস্য প্রদাপয়েৎ ॥ ১২৬
অম্বেঽম্বিকেতি মন্ত্রেণ রৌদ্রেণ ভৈরবস্য চ ॥ ১২৭
এবন্তু সংস্কৃতে মর্ত্ত্যে দেবী গৃহ্ণাতি তং বলিম্।
ন তস্য ব্যাধয়শ্চাপি ক্ষুব্ধতা রজনী চ[১] ॥ ১২৮

গন্ধপুষ্প এবং ভূষণ সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিবে। যদি মণ্ডলে পূজা করে তাহা হইলে তাহার মধ্যভাগে রাখিয়া গন্ধাদি নিবেদন করিবে এবং বাম-দক্ষিণের বিচার পূর্ব্বের মত করিবে। ১১৮

মদিরা পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া দেবীকে নিবেদন করিবে এবং অন্যান্য পানীয় বস্তু বামভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে। ১১৯

যেস্থলে মদ্য অবশ্য দেয়রূপে বিহিত হইয়াছে, সেইস্থলে ব্রাহ্মণ কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক অথবা তাম্রপাত্রে মধু রাখিয়া দান করিবে। ১২০

আপৎকালেও ব্রাহ্মণ কদাচ মদ্যদান করিবে না, তবে পুষ্পাসব অথবা কোটরজাত মধু দান করিতে পারে ১২১

রাজপুত্র, অমাত্য, সচিব এবং সৌপ্তিকগণ রাজার সম্পত্তি ও বিভবের নিমিত্ত নরবলি প্রদান করিবে। ১২২

ইহারা রাজার অননুমতিতে নরবলি প্রদান করিলে পাপগ্রস্ত হইবে। কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে অথবা যুদ্ধকালে যে কোন রাজসম্পর্কীয় পুরুষ ইচ্ছানুসারে মনুষ্য বলি প্রদান করিবে। ১২৩

অপরে কখনই করিবে না। বলিদান-দিনের পূর্ব্ব দিবসে কর্ত্তা সেই বলি-ভূত মনুষ্যকে 'মানস্তোক' এই মন্ত্র, দেবী সূক্তমন্ত্র এবং 'গন্ধদ্বারা' এই মন্ত্রদ্বারা বলির মস্তকে খড়্গ রক্ষা করিয়া সেই খড়্গে গন্ধাদি দানপূর্ব্বক বলিকে অধিবাস করাইবে। ১২৪-১২৬

অনন্তর খড়্গাস্থ গন্ধাদি বলির গলায় অম্বে অম্বিকে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রৌদ্র মন্ত্র পাঠ করিয়া অথবা ভৈরবের মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্পণ করিবে। ১২৭

১। ক্ষুব্ধতারক্ষসী ন চ—ইতি পাঠান্তরম্।

ন সূতকং দূষয়েত্তঞ্চ জাত্যুৎপত্তিমৃতাদিকম্ ॥ ১২৯
ছিন্নং নরস্য শীর্ষঞ্চ পতিতং যত্র যত্র চ।
যচ্ছুভঞ্চাশুভং বাপি পশ্বাদীনাঞ্চ তচ্ছৃণু ॥ ১৩০
ছিন্নং শিরস্তথৈশান্যাং নরস্য নিঋৃথ রাক্ষসে।
পতিতং রাজ্যহানিঞ্চ বিনাশঞ্চ বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১৩১
পূর্ব্বাগ্নিযাম্যবারুণ্য-বায়ব্যাদিগতং ক্রমাৎ।
শ্রিয়ং পুষ্টিং ভয়ং লাভং পুত্রলাভং ধনং তথা ॥ ১৩২
ক্রমাদ্বিনির্দ্দিশেন্নারং ছিন্নশীর্ষস্য ভৈরব।
উত্তরাদিক্রমাদেব মহিষস্যাপি মস্তকঃ।
পতিতো বায়ুকাষ্ঠান্তে সূচয়েদ্ যচ্ছৃণুষ তৎ ॥ ১৩৩
ভাগ্যহানিস্তথৈশ্বর্য্যং বিত্তং রিপুজয়ং ভয়ম্।
রাজ্যলাভং শ্রিয়ঞ্চাপি ক্রমাদ্বিদ্ধি তু ভৈরব ॥ ১৩৪
পশূনাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং ছাগাদীনামশেষতঃ।
এবং ফলং ক্রমাদ্বিদ্যাদ্যতে জলজবাণ্ডজৌ ॥ ১৩৫
জলজানাং পক্ষিণাঞ্চ যাম্যানৈঋ‍্তয়োর্ভয়ম্।
অন্যত্র তু শ্রিয়ং দদ্যাৎ পতিতঃ শাতিতং শিরঃ ॥ ১৩৬
যঃ স্যাৎ কটকটাশব্দো নরানাং ছিন্নমস্তকে।
নরাণাং পশুপক্ষ্যাদিগ্রাহাদীনাঞ্চ রোগদঃ ॥ ১৩৭
লোভকং চক্ষুষোজ্জাতং যদি প্রবতি মস্তকে।
ছিন্নে নরস্য রাজ্যস্য তদা হানিং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১৩৮

মনুষ্য এইরূপে সংস্কৃত হইলে দেবী সেই বলিকে রক্ষা করেন, সেই রাত্রিতে ঐ বলির কোনরূপ ব্যাধি বা ক্ষুধতা হয় না। ১২৮

কোনরূপ মৃতাশৌচ বা জাতির উৎপত্তি আদিতে উৎপন্ন অশৌচ তাহাকে দূষিত করে না। ১২৯

ছিন্ন মনুষ্য ও পশু প্রভৃতির মস্তক যে যে স্থানে পতিত হইয়া শুভ বা অশুভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। ১৩০

মনুষ্যের ছিন্ন শির ঈশানকোণে বা নৈঋ‍্তকোণে পতিত হইলে রাজ্যহানি এবং রাজার বিনাশ সাধন করে। ১৩১

হে ভৈরব! পূর্ব্ব, আগ্নেয়, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং বায়ুকোণে ঐ ছিন্ন মস্তক পতিত হইলে যথাক্রমে লক্ষ্মী, পুষ্টি, ভয়, লাভ, পুত্রলাভ এবং ধন উৎপাদন করে। ১৩২

হে ভৈরব! ছিন্ন মহিষের মস্তক উত্তর দিক্ হইতে এক এক করিয়া বায়ু-কোণ অবধি পতিত হইলে যথাক্রমে যে যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। ভোগ্য, হানি, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত, রিপুজয়, ভয়, রাজ্যলাভ, এবং শ্রী। ১৩৩-১৩৪

জলজ এবং অণ্ডজ ভিন্ন ছাগ আদি নিখিল পশুর মস্তক পতনে দিক্ অনুসারে ঐরূপ ফল লাভ হয় জানিবে। ১৩৫

জলজ এবং পক্ষীদিগের ছিন্ন মস্তক দক্ষিণে ও অগ্নিকোণে পতিত হইলে ভয় এবং অন্যদিকে পতিত হইলে শ্রীলাভ হয়। ১৩৬

মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও কুম্ভীরাদির মস্তক ছিন্ন হইলে যদি দাঁতের কট্‌কট্ শব্দ হয় তাহা হইলে রোগ উৎপন্ন হয়। ১৩৭

মাহিষে মস্তকে নেত্রাদ্ যদি স্রবতি লোতকম্ ।
ছিন্নে নিবেদিতং বৈরিভূপমৃত্যুং তদাদিশেৎ ॥ ১৩৯
অন্যেষামথ পশ্বাদিবলীনাং শিরসোঽক্ষিতঃ ।
নির্গতঃ লোতকং ধত্তে পরাং ভীতিং গদং তথা ॥ ১৪০
হসতি ছিন্নশীর্ষঞ্চেন্নারং স্যাত্তু রিপুক্ষয়ঃ ।
শ্রীবৃদ্ধিরায়ুষো বৃদ্ধিঃ সদা দাতুরসংশয়ঃ ॥ ১৪১
যদ্যদ্বাক্যং নিগদতি তথা ভবতি চাচিরাৎ ।
হুঙ্কারাদ্রাজ্যহানিঃ স্যাৎ শ্লেষ্মস্রাবাচ্চ পঞ্চতা ॥ ১৪২
দেবানাং যদি নামানি ভাষতে ছিন্নমস্তকঃ ।
বিভূতিমতুলাং বিদ্যাৎ ষণ্মাসাভ্যন্তরে তদা ॥ ১৪৩
রুধিরাদানকালে তু শকৃন্মূত্রে যদি স্রবেৎ ।
কার্যং তদাধশ্চোর্দ্ধ্বং বা দাতুঃ স্যান্মরণং তদা ॥ ১৪৪
আক্ষেপাদ্বামপাদস্য মহারোগঃ প্রজায়তে ।
অন্যপাদাক্ষেপচলনৈঃ কল্যাণমুপজায়তে ॥ ১৪৫
মাহিষস্য তু রক্তস্য মানুষস্য তু সাধকঃ ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু কিঞ্চিদুদ্ধৃত্য ভূতলে ॥ ১৪৬
মহাকৌশিকমন্ত্রেণ নিক্ষিপেদ্বলিমুত্তমম্ ।
দেবেভ্যঃ পূতনাদিভ্যো নৈঋর্ত্যাং দিশি পূর্ব্বতঃ ॥ ১৪৭

যদি মস্তকচ্ছেদ হইবার পর চক্ষু হইতে মল নির্গত হয়, তাহা হইলে যে রাজ্যে এই ঘটনা হয় ঐ রাজ্যের হানি হয়। ১৩৮

মহিষের মস্তক ছিন্ন এবং পতিত হইলে যদি নেত্র হইতে লোতক নির্গত হয়, তাহা হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার মৃত্যু হয়। ১৩৯

অপরাপর বলি পশু প্রভৃতির মস্তক হইতে নির্গত লোতক অতিশয় ভয় এবং পীড়ার সূচনা করে। ১৪০

যদি নরবলির ছিন্ন শির হাস্য করে, তাহা হইলে শত্রুর বিনাশ হয় এবং বলিদাতার সর্ব্বদা লক্ষ্মী ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১৪১

নরবলির ছিন্ন-মস্তক যে যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা অচিরকালেই সফল হয় এবং হুঙ্কার করিলে রাজ্যের হানি হয় এবং শ্লেষ্মস্রাব করিলে কর্ত্তার পঞ্চত্ব হয়। ১৪২

যদি ছিন্ন মস্তক দেবতাদিগের নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে বলিদাতা ছয় মাসের মধ্যেই অতুল বিভূতি লাভ করে। ১৪৩

রুধির দানকালে যদি ছিন্ন শরীরের ঊর্দ্ধ বা অধোভাগ হইতে বিষ্ঠা বা মূত্র নির্গত হয়, তাহা হইলে বলিদাতার নিশ্চয় মৃত্যু হয়। ১৪৪

ছিন্নদেহ বামপাদের আক্ষেপ করিলে মহারোগ উৎপন্ন হয় এবং অপর চরণের আক্ষেপে কল্যাণ লাভ হয়। ১৪৫

সাধক মহিষ এবং মনুষ্যের রক্তের কিঞ্চিৎ অংশ মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া মহাকৌশিক মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতে নৈঋর্তকোণে পূতনাদি দেবতার উদ্দেশে মৃত্তিকার উপর বলি প্রদান করিবে। ১৪৬-৪৭

মহিষঃ পঞ্চবর্ষীয়ঃ পঞ্চবিংশতিবার্ষিকঃ ।
বলির্দেয়ো নরো দেব্যৈ তস্য রক্তন্তু তৃপ্তয়ে ॥ ১৪৮
নেত্রবীজত্রয়ং কামবীজং হত্বা প্রজাপতিঃ ।
বহ্নিবীজং ষট্স্বরাভ্যাং সংপৃক্তঞ্চ তথা পরঃ ॥ ১৪৯
স এবৈতাভ্যৈস্তাবদালিবর্গান্তসংবৃতঃ ।
ষষ্ঠস্বরশিখাবিন্দুসংযুক্তস্তথাপরঃ ॥ ১৫০
ত্রিমাসিকাবীজকান্তঃ কৌশিকীত্যভিমন্ত্রণম্ ।
এষ বলিঃ স্বাহেতি মন্ত্রোঽয়ং কৌশিকী স্মৃতঃ ॥ ১৫১
নৃপো বৈরিবলিং দদ্যাৎ খড়্গমামন্ত্র্য পূর্ব্বতঃ ।
মহিষঞ্চাথ ছাগং বা বৈরিনাম্নাভিমন্ত্র্য চ ॥ ১৫২
সূত্রেণ বন্ধনে বদ্ধং[১] ত্রিধা তস্য তু মন্ত্রকৈঃ ।
ছিত্ত্বা তস্যোত্তমাঙ্গন্তু দেব্যৈ দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১৫৩
যদা যদা রিপোর্বৃদ্ধি র্বলিদানং তদা পরম্ ।
দদ্যাত্তদা শিরশ্ছিত্ত্বা রিপোস্তস্য ক্ষয়ায় চ ॥ ১৫৪
প্রাণপ্রতিষ্ঠাঞ্চ রিপোঃ কুর্য্যাত্তস্মিন্ পশাবথ ।
তস্মিন্ ক্ষীণে রিপোঃ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে বিপদা যুতাঃ ॥ ১৫৫
আদৌ বিরুদ্ধরূপিণি চণ্ডিকে চ ততঃ পরম্ ।
বৈরিণমমুকমিতি স্বাহেত্যাম্রেডিতং[২] পুনঃ ॥ ১৫৬
বহ্নিভার্য্যা ততঃ পশ্চাৎ খড়্গমন্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ।
অয়ং স বৈরী যো দ্বেষ্টি তমিমং পশুরূপিণম্ ।
বিনাশয় মহামারী স্ফেং স্ফেং খাদয় খাদয় ॥ ১৫৭
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ বলেঃ শিরসি পুষ্পকম্ ।
দদ্যাত্ততস্তদ্রুধিরং ত্র্যক্ষরাভ্যাং[৩] নিবেদয়েৎ ॥ ১৫৮

পঞ্চবর্ষীয় মহিষ এবং পঞ্চবিংশতিবার্ষিক মনুষ্যকে দেবীর উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে এবং তাহার রক্তই তৃপ্তির নিমিত্ত হয়। ১৪৮

……রাজা প্রথমে খড়্গকে আমন্ত্রিত করিয়া শত্রুকে বলি প্রদান করিবে অথবা মহিষ বা ছাগকে শত্রু-নামে আমন্ত্রিত করিয়া বলি প্রদান করিবে। ১৪৯-১৫২

মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বলির মস্তক সূত্রদ্বারা তিন প্রকারে বদ্ধ করিয়া বলিচ্ছেদ করিয়া তাহার উত্তমাঙ্গ যত্নপূর্ব্বক দেবীকে অর্পণ করিবে। ১৫৩

যখন যখন শত্রুর বৃদ্ধি দেখিবে তখন তখন তাহার ক্ষয় কামনা করিয়া অপরের শিরশ্ছেদ করিয়া বলি প্রদান করিবে। ১৫৪

ঐ বলিরূপ পশুতে শত্রুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, ঐ বলির ক্ষয় হইলে শত্রুর বিপদ হয়। ১৫৫

'বিরুদ্ধ-রূপিণি চণ্ডিকে। বৈরিণং হুং খাদয় স্বাহা' এই মন্ত্রের নাম খড়্গ মন্ত্র। এই সেই আমার বৈরী, যে সর্ব্বদা আমার উপর দ্বেষ করে; হে মহামারি এক্ষণে পশুরূপধারী উহাকে বিনাশ কর। ১৫৬-১৫৭

'স্ফেং স্ফেং খাদয় খাদয়' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই বলির মস্তকে পুষ্পদান করিবে। তদনন্তর তাহার রুধির ত্র্যক্ষর মন্ত্রদ্বারা উৎসর্গ করিয়া দিবে। ১৫৮

১। বদ্ধং বদ্ধা—ইতি পাঠান্তরম্।
২। স্বাহি স্বমিতি তং—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। অক্ষরাভ্যাং।

মহানবম্যাং শরদি যদ্যেবং দীয়তে বলিঃ।
তদা তদঙ্গাঙ্গভবৈর্মাংসৈর্হোমং সমাচরেৎ॥ ১৫৯
দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ প্রণীতে দহনে শুচৌ।
এবং দত্ত্বা বলিং মর্ত্যো রিপুক্ষয়মবাপ্নুয়াৎ॥ ১৬০
নাভেরধস্তাদ্রুধিরং পৃষ্ঠভাগস্য চ প্রিয়ে।
স্বগাত্ররুধিরং দদ্যান্ন কদাচন সাধকঃ॥ ১৬১
ওষ্ঠস্য চিবুকস্যাপি নেন্দ্রিয়াণাঞ্চ মানবঃ॥ ১৬২
কণ্ঠাধো নাভিতশ্চোর্দ্ধং বাহ্বোঃ পাণিস্থতে তথা।
প্রদদ্যাদ্রুধিরং ঘাতং নাতিকুর্য্যাচ্চ সাধকঃ॥ ১৬৩
গণ্ডয়োশ্চ ললাটস্য ভ্রুবোর্মধ্যস্য শোণিতম্।
কর্ণাগ্রস্য চ বাহ্বোশ্চ গলয়োরুদরস্য চ[১]॥ ১৬৪
কণ্ঠাধো নাভিতশ্চোর্দ্ধং হৃত্তাগস্য যতস্ততঃ।
পার্শ্বয়োশ্চাপি রুধিরং দুর্গায়ৈ বিনিবেদয়েৎ॥ ১৬৫
ন গুল্‌ফতোঽসৃক্ প্রদদ্যান্ন জঙ্ঘোর্নাপি বক্ষ্‌তঃ।
ন চ রোগবিলাদঙ্গাদ্বান্যথাতাচ্চ ভৈরব॥ ১৬৬
তদর্থে চ কৃতাঘাতঃ সশ্রদ্ধোঽক্ষুব্ধমানসঃ।
অঙ্গে রক্তং প্রদদ্যাত্তু পদ্মপুষ্পস্য পত্রকে॥ ১৬৭
সৌবর্ণে[২] রাজতে কাংস্যে লৌহে ফালে চ বা নরঃ।
নিধায় দেব্যৈ দদ্যাত্তু তদ্রক্তং মন্ত্রপূর্ব্বকম্॥ ১৬৮

শরৎকালের মহানবমীতে যদি এইরূপ বলিপ্রদান করা হয়, তাহা হইলে ঐ বলির অষ্টাঙ্গ হইতে মাংস লইয়া তাহা দ্বারা হোম করিবে। ১৫৯

দুর্গাতন্ত্রমন্ত্রদ্বারা শুচিনামক অগ্নি প্রণীত হইয়া তাহাতে উক্তনিয়মে বলিদান করিয়া সাধক শত্রুক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ১৬০

হে প্রিয়ে! সাধক যদি স্বকীয় গাত্র হইতে রুধির দান করে তাহা হইলে নাভির অধোভাগ হইতে অথবা পৃষ্ঠদেশ হইতে কখন রুধির দান করিবে না। ১৬১

ওষ্ঠ চিবুক অথবা বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে রুধির দান করিবে না। ১৬২

সাধক কণ্ঠের অগ্রভাগ এবং নাভির ঊর্দ্ধভাগ হইতে এবং তদদ্বয় ত্যাগ করিয়া বাহুযুগল হইতে রুধির দান করিবে, কিন্তু শরীরের আঘাত প্রকাশ করিবে না। ১৬৩

গণ্ড, ললাট, ভ্রূর মধ্যে, কর্ণাগ্র, বাহুদ্বয়, স্তনদ্বয়, উদর, কণ্ঠের অধঃ ও নাভির ঊর্দ্ধস্থিত যাবতীয় হৃদয়ভাগ এবং পার্শ্ব—এই সকল অঙ্গের রুধির দেবীকে দান করিবে। ১৬৪-১৬৫

হে ভৈরব। গুল্‌ফ, জঙ্ঘা, বক্ষ্‌, রোগযুক্ত অঙ্গ অপরকর্তৃক আহত অঙ্গ হইতে রুধির দান করিবে না। ১৬৬

মনুষ্য শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ঐ রুধির নির্গত করিবার নিমিত্তই অক্ষুব্ধচিত্তে আপনার অঙ্গে স্বয়ং আঘাত করিয়া রুধির নির্গত করিয়া পদ্মপুষ্পের পাত্রে, কিংবা

১। স্তনয়োঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। রাজতে পাত্রে কাংস্যে কালে চ—ইতি পাঠান্তরম্।

খননং ক্ষুরিকাখড়্গশঙ্কুলাদি যদস্ত্রকম্।
যাত্তেন বৃহদস্ত্রস্য মহাফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬৯
পদ্মপুষ্পস্য পত্রস্ত যাবদ্ গৃহ্নাতি শোণিতম্।
তৎপ্রমাণে চতুর্ভাগাধিকং রক্তন্ত সাধকঃ।
ন কদাচিৎ প্রদদ্যাত্তু নাঙ্গচ্ছেদমথাচরেৎ ॥ ১৭০
যঃ স্বহৃদয়জাতমাংসং মাষপ্রমাণতঃ।
তিলমুদ্গপ্রমাণাম্বা দেব্যৈ দদ্যাত্তু ভক্তিতঃ ॥ ১৭১
ষণ্মাসাভ্যন্তরে তস্মাৎ কামমিষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭২
বাহ্বোস্তু স্কন্ধয়োর্বাপি যো দদ্যাদ্দীপবর্ত্তিকাম্ ॥ ১৭৩
হৃদয়ে বা স্নেহপাত্রং বিনা ভক্ত্যা তু সাধকঃ।
ক্ষণমাত্রেণ তদ্দীপপ্রদানস্য ফলং শৃণু ॥ ১৭৪
ভুক্ত্বা চ বিপুলান্ ভোগান্ দেবীগেহে যদৃচ্ছয়া।
কল্পত্রয়ন্ত সংস্থায় সার্ব্বভৌমো নৃপো ভবেৎ ॥ ১৭৫
মহিষস্য শিরশ্ছিন্নং সপ্রদীপং শিবাপুরঃ।
হস্তাভ্যাং যঃ সমাদায় অহোরাত্রন্ত তিষ্ঠতি ॥ ১৭৬
স চিরায়ুঃ পূতমূর্ত্তিরিহ ভুক্ত্বা মনোরমান্।
ভোগান্তে মদ্গৃহগো গণানামধিপো ভবেৎ ॥ ১৭৭
নরস্য শীর্ষমাদায় সাধকো দক্ষিণে করে।
বামেন রৌধিরং পাত্রং গৃহীত্বা নিশি জাগ্রতঃ ॥ ১৭৮

সৌবর্ণ-পাত্রে অথবা কাংস্যপাত্রে সেই রুধির রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক উহা দেবীকে দান করিবে। ১৬৭-৬৮

ক্ষুর, ছুরিকা, খড়্গ এবং সঙ্কুল প্রভৃতি যতগুলি অস্ত্র আছে, ইহাদের মধ্যে যত বড় অস্ত্র দ্বারা শরীরে আঘাত করিবে ততই ফলপ্রাপ্ত হইবে। ১৬৯

একটি পদ্মফুলের পাপড়িতে যতটুকু রক্ত ধরিতে পারে, সাধক তাহার চারি ভাগের অধিক রক্ত কখনই দান করিবে না এবং একেবারে কোন অঙ্গের ছেদ করিবে না। ১৭০

যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে আপনার হৃদয়জাত মাষপ্রমাণ অথবা তিল বা মুদ্গপ্রমাণ মাংস দেবীকে অর্পণ করে, তাহার ছয় মাসের মধ্যে সমুদায় কামনা সিদ্ধ হয়। ১৭১-১৭২

যে সাধক স্নেহপাত্র না লইয়া বাহুদ্বয় স্কন্ধদ্বয় এবং হৃদয়ে দীপবর্ত্তী (সলিতা জ্বালিয়া) দেবীকে দান করে, ক্ষণমাত্র তাদৃশ দীপদানের ফল শ্রবণ কর। ১৭৩-৭৪

সে দেবীগৃহে কল্পত্রয় যথেচ্ছাক্রমে বিপুল ভোগ লাভ করিয়া, পরে সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ১৭৫

মহিষের ছিন্নমস্তকে দীপ জ্বালাইয়া, যে ব্যক্তি উহা হস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া দেবীর সম্মুখে একটী সমস্ত দিন ও রাত্রি অবস্থান করে। ১৭৬

সে ইহলোকে চিরায়ু ও পবিত্রমূর্ত্তি হইয়া অখিল মনোরম বস্তু উপভোগ করিয়া অন্তে আমার গৃহে যাইয়া গণাধিপত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৭৭

যদি সাধক দক্ষিণহস্তে মনুষ্যের মস্তক এবং বামহস্তে রুধিরপাত্র গ্রহণ করিয়া রাত্রিজাগরণ করে। ১৭৮

যাবৎসমাঃ স্থিতো মর্ত্ত্যো রাজা ভবতি চেহ বৈ।
মৃতে মম গৃহং প্রাপ্য গণানামধিপো ভবেৎ॥ ১৭৯
ক্ষণমাত্রং বলীনাং যঃ শিরোরক্তং করদ্বয়ে।
গৃহীত্বা চিন্তয়েদ্দেবীং পুরস্তিষ্ঠতি মানবঃ॥ ১৮০
স কামানিহ সম্প্রাপ্য দেবীলোকে মহীয়তে॥ ১৮১
মহামায়ে জগন্নাথে সর্ব্বকামপ্রদায়িনি।
দদামি দেহরুধিরং প্রসীদ বরদা ভব॥ ১৮২
ইত্যুক্ত্বা মূলমন্ত্রেণ নতিপূর্ব্বং বিচক্ষণঃ।
স্বগাত্ররুধিরং দদ্যাৎ মানবঃ সিদ্ধসন্নিভঃ॥ ১৮৩
যেনাত্মমাংসং সত্যেন দদামীশ্বরি তুতয়ে।
নির্ব্বাণং তেন সত্যেন দেহি হুং হুং নমো নমঃ॥ ১৮৪
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ স্বমাংসং বিতরেদ্ বুধঃ॥ ১৮৫
সৌভাগ্যং সুখসম্পন্নং প্রদীপং পরমং রুচিঃ।
দীপয়েন্মাংসমিহ তং দীপং হ্রৌং হ্রৌং নমো নমঃ।
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ দীপং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ১৮৬
মহানবম্যাং শরদি রাত্রৌ স্কন্দবিশাখয়োঃ।
যবচূর্ণময়ং কৃত্বা রিপুং মৃন্ময়মেব বা॥ ১৮৭
শিরশ্ছিত্ত্বা বলিং দদ্যাৎ কৃত্বা তস্য তু মন্ত্রতঃ॥ ১৮৮
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ খড়্গামামন্ত্র্য মন্ত্রতঃ॥ ১৮৯

তাহা হইলে সে ইহকালে রাজা হয় এবং অন্তে আমার লোকে গমন করত গণদিগের অধিপতি হয়। ১৭৯

যে সাধক বলিদিগের শিরোরক্ত করদ্বয়ে মাখাইয়া দেবীর সম্মুখে ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থান করে। ১৮০

সে ব্যক্তি ইহলোকে সকল কামনার বস্তু লাভ করিয়া অন্তে দেবীলোকে সম্মানিত হয়। ১৮১

হে মহামায়ে! আপনি জগতে কর্ত্রী এবং সর্ব্বকামার্থদায়িনী, আপনাকে এই নিজদেহের রুধির দান করিতেছি, আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করুন। ১৮২

এই কথা বলিয়া সিদ্ধসন্নিভ বিচক্ষণ মানব প্রণামপূর্ব্বক স্বীয় গাত্রের রুধির প্রদান করিবে। ১৮৩

ঈশ্বর-তুষ্টিলাভের নিমিত্ত যে সত্য রক্ষা করিয়া আমি আত্মমাংস দান করিতেছি, হে দেবি! সেই সত্য রক্ষা করিয়া তুমি আমাকে নির্ব্বাণ দান কর। হুঁ হুঁ নমঃ নমঃ পণ্ডিত সাধক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, আপনার মাংস দান করিবে। ১৮৪-১৮৫

সৌভাগ্যদীপসম্পন্ন পরম পবিত্র প্রদীপ এই মাংসকে উজ্জ্বল করিতেছে, হ্রৌঁ হ্রৌঁ নমঃ নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিচক্ষণ সাধক শরৎকালের মহানবমীর রাত্রিতে স্কন্দ এবং বিশাখের উদ্দেশে দীপ দান করিবে। ১৮৬

যবচূর্ণময় অথবা মৃন্ময় শত্রুর প্রতিকৃতি করিয়া যথোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া বলিপ্রদান করিবে। ১৮৭-৮৮

অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বারা খড়্গের আমন্ত্রণ করিবে। ১৮৯

রক্তং কিল্কিকিলী ঘোর ঘোরাধারবিহিংসকঃ।
ব্রহ্মশিস্তাম্বিকাশিষ্য-মমুকঞ্চারিসত্তমম্ ॥ ১৯০
মান্তো[১] বিসর্গসহিতঃ স চ বিন্দুযুতোঽপরঃ।
শিরশ্ছিত্বা বলিং দদ্যাৎ কৃত্বা তস্য তু মন্ত্রতঃ ॥ ১৯১
হমেনৈব তু মন্ত্রেণ বিন্দুনা চ সমন্বিতঃ।
ব্রহ্মাগ্নিযোগচন্দ্রেণ বিন্দুনা চ সমন্বিতঃ।
ফড়ন্তো বলিষু প্রোক্তং খড়্গস্কন্দবিশাখয়োঃ ॥ ১৯২
রক্তদ্রব্যৈঃ শোচয়িত্বা কৃত্রিমং তং বলিং ত্রিশুম্ ॥ ১৯৩
কৃচন্দনস্য তিলকং ললাটে বিনিবেশ্য চ।
রক্তমাল্যাম্বরং কৃত্বা রক্তবস্ত্রধরং তথা ॥ ১৯৪
কণ্ঠে বদ্ধা রক্তসূত্রের্নাভৌ শল্যঞ্চ কৃত্রিমম্।
দত্ত্বোত্তরশিরস্কং কৃত্বা খড়্গেন ছেদয়েৎ।
শিরস্তস্য ততো দদ্যাৎ স্কন্দমন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্ ॥ ১৯৫
চতুর্দ্দশস্বরাগ্নিভ্যাং সম্পৃক্তঃ স্যাৎ পুরঃসরম্।
পরতঃ পরতঃ পূর্ব্ববৎ চন্দ্রবিন্দুসমন্বিতম্ ॥ ১৯৬
স্কন্দস্য মূলমন্ত্রোঽয়ং তেন তস্মৈ বলিং সৃজেৎ ॥ ১৯৭
চতুর্দশস্বরাগ্নিভ্যাং তৃতীয়স্ত চ পূর্ব্ববৎ ॥ ১৯৮
প্রোক্তো বিশাখমন্ত্রোঽয়ং তেন তস্মৈ বলিং সৃজেৎ ॥ ১৯৯
কুটিলাক্ষৌ কৃষ্ণপিঙ্গবর্ণৌ রক্তাম্বধারিণৌ।
ত্রিশূলং করবালঞ্চ পাণিভ্যাং দক্ষিণে তথা ॥ ২০০
বিভ্রতৌ নৃকপালঞ্চ কর্ত্রিকাঞ্চাপি বামতঃ।
ত্রিনেত্রৌ নরমুণ্ডানাং মালামুরসি বিভ্রতৌ ॥ ২০১

মন্ত্র যথা,—"রক্তং কিলকিলী ঘোরা ঘোরধারবিহিংসকঃ। ব্রহ্মশিস্তাম্বিকা-শিস্তা অমুকং চারিসত্তমম্"। ১৯০

হঃ হং অথবা মঃ মং ক্রঃ ক্রং ফট্ এই মন্ত্র স্কন্দ এবং বিশাখের বলিদানে উক্ত হইয়াছে। ১৯১-৯২

বলিরূপ সেই কৃত্রিম শত্রুকে রক্তদ্রব্য দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। ১৯৩

তাহার ললাটে রক্তচন্দনের একটি তিলক দান করিবে। তদনন্তর তাহাকে রক্তবস্ত্র পরাইয়া তাহার গলায় রক্তমাল্য দান করিবে। ১৯৪

রক্তসূত্র দ্বারা তাহার কণ্ঠে বন্ধন, নাভিতে কৃত্রিম শল্য দান এবং তাহাকে উত্তরশিরা করিয়া খড়্গ দ্বারা তাহার স্কন্ধ ছেদন করিবে। অনন্তর তাহা স্কন্দের মূল মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রিত করিয়া স্কন্দকে দান করিবে। ১৯৫

সকারের অগ্রবর্তী অক্ষর (হকার) চতুর্দ্দশ স্বর (ঔকার) এবং অগ্নি (রকার) যুক্ত তদনন্তর চন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ হ্রৌঁ ইহাই স্কন্দের মূল মন্ত্র, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্কন্দকে বলি প্রদান করিবে। ১৯৬-৯৭

এইরূপ পবর্গের তৃতীয় (ব) এবং চন্দ্রবিন্দুযুক্ত অর্থাৎ ব্রৌঁ ইহা বিশাখের মন্ত্র। ইহা উচ্চারণ করিয়া বিশাখকে বলি প্রদান করিবে। ১৯৮-১৯৯

এই স্কন্দ এবং বিশাখ—কুটিলাক্ষ, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, রক্তবস্ত্রধারী, উভয়েরই দক্ষিণ দিকের এক হস্তে ত্রিশূল ও অপর হস্তে করবাল। ২০০

১। ভান্তো—ইতি পাঠান্তরম্।

সুবিকটৌ দশনৈর্ভীমৈর্গণেশৌ দ্বারপালকৌ।
ধ্যানেন চিন্তয়েদ্দেব্যাঃ পুরতঃ সংস্থিতৌ সদা ॥ ২০২
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে চতুর্দশ্যাং বিশেষতঃ।
বলিভির্মহিষৈশ্ছাগৈঃ মাঞ্চ ভৈরবরূপিণম্।
তোষয়েন্মধুভির্মাংসৈস্তেন তুষ্যাম্যহং সুতৌ ॥ ২০৩
চণ্ডিকা বলিদানে তু বলিশীর্ষং জলেন চ।
অভিষিচ্য তু মন্ত্রেণ মূলেনৈব নিবেদয়েৎ ॥ ২০৪
ঈষৎপ্রাণন্তু বহুধা চলিতং পূর্ব্বমর্চ্চিতম্।
বীক্ষেৎ কামমন্ত্রেণ সিদ্ধিভাবঞ্চ সাধকঃ ॥ ২০৫
সিতপ্রেতো রথস্তেষাং[১] যোগপীঠস্য সন্নিভঃ।
ধ্যায়াম্যস্মিন্ মহামায়ে সিদ্ধিং বোধয়তে নমঃ ॥ ২০৬
অনেনামন্ত্রিতং শীর্ষং ন চিরাদ্ যদি বেপতে।
তৎকার্য্যস্য তদা সিদ্ধিরসিদ্ধিস্তু বিপর্য্যয়াৎ ॥ ২০৭
এবং দদদ্বলিং বীরো যথোক্তবিধিনামুনা।
বলিদানাদেব চতুর্ব্বর্গমাপ্নোত্যসংশয়ম্[২] ॥ ২০৮
এবং বলিপ্রদানস্য ক্রমো রূপং তথৈব চ।
কথিতো রুধিরাধ্যায় উপচারান্ শৃণুষ মে ॥ ২০৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে বলিদানবিবরণং নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

বামদিকের এক হস্তে নৃকপাল, অপর হস্তে কপর্দ্দক; উভয়েই ত্রিনেত্র, উভয়েরই বক্ষঃস্থলে নরমুণ্ডমালা। ২০১

উভয়েরই দন্ত অতি বিকট এবং ভীষণ, উভয়েই গণাধিপ এবং দ্বারপাল; এইরূপ ধ্যান করিয়া সর্ব্বদা দেবীর সম্মুখস্থিত দুজনের চিন্তা করিবে। ২০২

হে পুত্রদ্বয়! চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে বিশেষ চতুর্দ্দশী তিথিতে ছাগ মহিষ প্রভৃতি বলি মধু ও মৎস্য দ্বারা ভৈরবরূপী আমাকে তুষ্ট করিবে; আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইব। ২০৩

চণ্ডিকার বলিদান কালে বলির মস্তক জলদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা উহার উৎসর্গ করিবে। ২০৪

পূর্ব্ব অর্চ্চিত, অল্প প্রাণযুক্ত এবং বহুধা চলিত ঐ মস্তককে সাধক সিদ্ধি ভাবনা করিয়া কামমন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ করিবে। ২০৫

"সিতপ্রেতো রথস্তেষাং যোগপীঠস্য সন্নিভঃ। ধ্যায়াম্যস্মিন্ মহামায়ে সিদ্ধিং বোধয় তে নমঃ॥" এই মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত হইয়া ঐ মস্তক যদি অচিরকাল মধ্যে কম্পিত হয়, তাহা হইলে কার্য্যের সিদ্ধি হয়, আর ইহার বিপরীত হইলে কার্য্যের অসিদ্ধি হয়। ২০৬-২০৭

যথোক্ত বিধানানুসারে এইরূপে বলিদান করিয়া বীরসাধক ঐ বলিদান হইতেই চতুর্ব্বর্গ এবং সুখ লাভ করে; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ২০৮

বলিদান এবং রুধির দানে ক্রম ও স্বরূপ কথিত হইল, এক্ষণে উপচারের বিষয় আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ২০৯

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৭

১। রথস্তেষাং—ইতি পাঠান্তরম্। ২। আপ নাম সংশয়ঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

উপচারান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণু ষোড়শ ভৈরব।
যৈঃ সম্যক্ তুষ্যতে দেবী দেবোঽপ্যন্যো হি ভক্তিতঃ॥ ১
আসনং প্রথমং দদ্যাৎ পৌষ্পং দারবমেব বা।
বাস্ত্রং বা চার্ম্মণং কৌশং মণ্ডলস্যোত্তরে সৃজেৎ॥ ২
যদৈব দীয়তে পদ্মে মণ্ডলস্য তদুৎসৃজেৎ॥ ৩
বাক্পুষ্পতোয়ৈঃ কুসুমং বিনা যচ্ছাদকং* ভবেৎ।
পদ্মস্য তদ্বহির্দেশে দ্বারাদৌ বিনিবেদয়েৎ॥ ৪
অর্ঘ্যং পাদ্যঞ্চাচমনং স্নানীয়ং নেত্ররঞ্জনম্।
মধুপর্কঞ্চ গন্ধঞ্চ পুষ্পং পদ্মে নিবেদয়েৎ॥ ৫
প্রতিমাসু চ যদ্যোগ্যং গাত্রে দাতুঞ্চ তত্তনৌ।
দদ্যাদ্ যোগ্যন্তু পুরতো নৈবেদ্যং ভোজনাদিকম্॥ ৬
পৌষ্পাসনং যদ্বিহিতং যস্য তদ্ যদি গর্ভকম্।
নিবেদয়েত্তদা পদ্মে বিপুলং দ্বারি চোৎসৃজেৎ॥ ৭
পৌষ্পং পুষ্পৈর্বিরচিতং কুশসূত্রাদিসংযুতম্।
অতিপ্রীতিকরং দেব্যা মমাপ্যন্যস্য ভৈরব॥ ৮

ষোড়শোপচার—আসনাদি-উপচার-ষট্ক বিধান—

ভগবান্ বলিলেন;—হে ভৈরব! এক্ষণে ষোড়শ উপচারদিগের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর; যাহা সম্যক্ ভক্তিসহকারে প্রদত্ত হইলে দেবী এবং অন্য দেবতা পরম সন্তোষ লাভ করেন। ১

প্রথমে পুষ্পময় অথবা দারুময়, কিংবা বস্ত্র, চর্ম্ম বা কুশনির্ম্মিত আসন দান করিবে, ঐ আসন মণ্ডলের উত্তরে নিক্ষেপ করিবে। ২

যদি পদ্মে আসন দান করে তাহা হইলে বাক্য পুষ্প ও জলের সহিত উহা মণ্ডলের উত্তরে নিবেদন করিবে। ৩

পুষ্প ভিন্ন আচ্ছাদক বস্ত্র দান করিলে উহা পদ্মের বহির্দ্দেশে দ্বারাদিতে নিবেদন করিবে। ৪

অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, স্নানীয়, নেত্ররঞ্জন, মধুপর্ক, গন্ধ এবং পুষ্প এই সকল বস্তু পদ্মেই দান করিবে। ৫

হে উত্তম পুরুষদ্বয়! যে সকল বস্তু প্রতিমার গাত্রাদিতে দান করিবার যোগ্য তাহাদিগকে যথাস্থানে দান করিবে এবং যে সকল বস্তু গাত্রে দান করিবার অযোগ্য সেই সকল বস্তু আর নৈবেদ্য ও ভোজনাদির বস্তু সম্মুখে দান করিবে। ৬

পুষ্পাসন যে বিহিত হইয়াছে তাহা যদি পুষ্পের গর্ভমাত্র হয়, তাহা হইলে পদ্মেতেই উহা দান করিবে। আর যদি উহা বৃহদাকার হয় তবে দ্বারেই অর্পণ করিবে। ৭

---

*১। চাছদকং—ইতি পাঠান্তরম্।

যজ্ঞকাষ্ঠসমুদ্ভূতমাসনং মসৃণং শুভম্ ।
নোচ্চ্রায়ং নাতিবিস্তীর্ণমাসনং বিনিযোজয়েৎ ॥ ৯
অন্যদ্দারুভবঞ্চাপি দদ্যাদাসনমুত্তমম্ ।
সকণ্টকং ক্ষীরযুতং দারুসারবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১০
চৈত্যশ্মশানসম্ভূতং বর্জ্জয়িত্বা বিভীতকম্ ॥ ১১
বল্কলং কোষজং শাণং বস্ত্রমেতত্ত্রয়ং মতম্ ।
রোমজং কম্বলঞ্চৈতদনেন[১] তু চতুষ্টয়ম্ ॥ ১২
অনেন রচিতং দদ্যাদাসনঞ্চেষ্টভূতয়ে ।
সিংহব্যাঘ্রতরক্ষূণাং ছাগস্য মহিষস্য বা ॥ ১৩
গজানাং তুরগাণাঞ্চ কৃষ্ণসারস্য চর্ম্মণঃ ।
সৃমরস্যাথ রামস্য মৃগাণাং নখভেদিনাম্ ।
চর্ম্মভিঃ সর্ব্বদেবানামাসনং প্রীতিদং শ্রুতম্ ॥ ১৪
বস্ত্রেষু কম্বলং শস্তমাসনং দেবতুষ্টয়ে ॥ ১৫
রাঙ্কবঞ্চার্ম্মণং শ্রেষ্ঠং দারবং চন্দনোদ্ভবম্ ॥ ১৬
যচ্চাসনং কুশময়ং তদাসনমনুত্তমম্ ।
সর্ব্বেষামপি দেবানামৃষীণাঞ্চ যতাত্মনাম্ ॥ ১৭
যোগপীঠস্য সদৃশমাসনং স্থানমুচ্যতে ।
আসনস্য প্রদানেন সৌভাগ্যং মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮
শম্বরো রোহিতো রাঙ্কো ন্যঙ্কুরঙ্কুশশা রুরুঃ ।
এণশ্চ হরিণশ্চেতি মৃগা নববিধা মতাঃ ॥ ১৯

হে ভৈরব ! কুশ সূত্রাদিসংযুক্ত, পুষ্পোঘরচিত পৌষ্প আসন দেবীর, আমার এবং অপর দেবতারও অতিশয় প্রীতিকর জানিবে। ৮

ত্রণরহিত যজ্ঞকাষ্ঠ-সমুদ্ভূত নাতি-উচ্চ নাতি-বিস্তীর্ণ আসনই শুভকর। ৯

কণ্টক ও ক্ষীরযুক্ত কাষ্ঠের সারবর্জ্জিত অন্য কাষ্ঠ-নির্ম্মিত উত্তম আসনও দান করিতে পারে। ১০

চৈত্যবৃক্ষ, শ্মশানসঞ্জাত বৃক্ষ এবং বিভীতক ইহাদের আসন পরিত্যাগ করিবে। ১১

বল্কজ, কোষজ, শাণ এই তিন প্রকার বস্ত্র রোমজ কম্বল লইয়া চারি প্রকার বস্ত্র। ১২

ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত এই চারি প্রকার বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত আসন দান করিবে। সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, ছাগ, মহিষ, হস্তী, ঘোটক, সৃমর প্রভৃতি এবং নয় প্রকার মৃগ ইহাদের চর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত আসন সকল দেবতারই প্রীতিপ্রদ। ১৩-১৪

বস্ত্রাসনের মধ্যে কম্বলাসনই প্রশস্ত এবং দেবতাদিগের তুষ্টিপ্রদ, চর্ম্মাসনের মধ্যে রাঙ্কব এবং কাষ্ঠাসনের মধ্যে চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত আসনই প্রশস্ত। ১৫-১৬

দেবতা এবং যতাত্মা ঋষিদিগের পক্ষে কুশাসনের মত সর্ব্বোত্তম আসন আর নাই। ১৭

আসন যোগপীঠসদৃশ স্থান বলিয়া কথিত হয়। আসন প্রদান করিলে সৌভাগ্য এবং মুক্তি লাভ হয়। ১৮

১। যেতং ক্রমেণ।

হরিণশ্চাপি বিজ্ঞেয়ো পঞ্চভেদোঽত্র ভৈরব ॥ ২০
ঋষ্যঃ খড়্গো রুরুশ্চৈব পৃষতশ্চ মৃগস্তথা ।
এতে বলিপ্রদানেষু চর্ম্মদানেষু কীর্ত্তিতাঃ ॥ ২১
সর্ব্বেষাং তৈজসানাঞ্চ আসনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ।
আয়সং বর্জ্জয়িত্বা তু কাংস্যসীসকমেব বা ॥ ২২
শিলাময়ং মণিময়ং তথা রত্নময়ং মতম্ ।
আসনং দেবতাভ্যস্তু ভুক্ত্যৈ মুক্ত্যৈ সমুৎসৃজেৎ ॥ ২৩
অত্রৈব সাধকানাঞ্চ আসনং শৃণু ভৈরব ।
যত্রাসীনঃ পূজয়ংস্তু সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪
ঐষ্ঠকং কার্ম্মণং বাস্ত্রং তৈজসঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।
আসনং সাধকানাঞ্চ সততং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৫
তৎ সর্ব্বমাসনং শস্তং পূজাকর্ম্মণি সাধকে ॥ ২৬
ন যথেষ্টাসনো ভূয়াৎ পূজাকর্ম্মণি সাধকঃ ।
কাষ্ঠাদিকাসনং কুর্য্যাৎ নিত্যমেব সদা বুধঃ ॥ ২৭
চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলেন দীর্ঘং কাষ্ঠাসনং মতম্ ।
ষোড়শাঙ্গুলবিস্তীর্ণমুচ্চ্রায়ং চতুরঙ্গুলম্ ॥ ২৮
যড়ঙ্গুলং বা কুর্য্যাত্তু নোচ্ছ্রিতঞ্চাত আচরেৎ ।
পূর্ব্বোক্তং বর্জ্জয়েদ্বর্জ্জ্যমাসনং পূজনেষপি ॥ ২৯

সম্বর, রোহিত, কুঙ্কু, ন্যঙ্কু, শশ, রুরু, এণ, হরিণ প্রভৃতি নয় প্রকার মৃগ। ১৯

হে ভৈরব। হরিণেরও পাঁচ প্রকার ভেদ আছে জানিবে। যথা ঋষ্য, খড়্গ, রুরু, পৃষত এবং মৃগ, বলি প্রদান বিষয়ে এবং চর্ম্মদানে ইহারাই প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২০-২১

লৌহ, কাংস্য এবং সীসক ভিন্ন সমুদয় তৈজস আসন প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২২

ভুক্তি এবং মুক্তির নিমিত্ত শিলাময়, মণিময়, এবং রত্নময় আসন পরিত্যাগ করিবে। ২৩

হে ভৈরব, এই প্রসঙ্গেই সাধকদিগের আসন শ্রবণ কর, যে আসনে আসীন হইয়া পূজা করিলে সাধকের সর্ব্ব সিদ্ধি হয়। ২৪

সাধকদিগের পক্ষে কাষ্ঠনির্ম্মিত, চর্ম্মনির্ম্মিত, বস্ত্রনির্ম্মিত এবং তৈজস এই এই চারিপ্রকার আসন কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২৫

পূর্ব্বে দেবতাদিগকে দান করিবার নিমিত্ত যে সকল আসন কথিত হইয়াছে, পূজা কর্ম্মে সাধকের উপবেশনার্থ সেই সকল প্রকার আসনই প্রশস্ত। ২৬

সাধক পূজা কার্য্যে আপনার ইচ্ছামত আসনে উপবেশন করিবে না। পণ্ডিত সাধক এই নিমিত্ত কাষ্ঠাদির অন্যতম আসন করিবে। কাষ্ঠাসন চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি দীর্ঘ, ষোড়শাঙ্গুল বিস্তীর্ণ এবং চতুরঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ হইবে। অথবা উচ্ছ্রিত করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক উচ্চ করিবে না। ২৭-২৮

পূর্ব্বে যে সকল আসন বর্জ্জনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই সকল আসন পরিত্যাগ করিবে। ২৯

বস্ত্রং দ্বিহস্তাদ্দীর্ঘং সার্দ্ধহস্তান্ন বিস্তৃতম্‌ ।
ন ত্র্যঙ্গুলাত্তথোচ্চায়ং[1] পূজাকর্ম্মণি সংশ্রয়েৎ ॥ ৩০
যথেষ্টকার্প্পণং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধিদায়কম্‌ ।
ষড়ঙ্গুলাধিকং কুর্য্যান্নোচ্ছ্রিতঞ্চ কদাচন ॥ ৩১
কাম্বলঞ্চার্ম্মণং শৈলং মহামায়াপ্রপূজনে ।
প্রশস্তমাসনং প্রোক্তং কামাখ্যায়াস্তথৈব চ ॥ ৩২
ত্রিপুরায়াশ্চ সততং বিষ্ণোশ্চাপি কুশাসনম্‌ ॥ ৩৩
বহুদীর্ঘং বহূচ্চায়ং তথৈব বহুবিস্তৃতম্‌ ।
দারুভূমিসমং প্রোক্তমশ্মাপি সর্ব্বকর্ম্মণি ॥ ৩৪
পৃথক্‌ পৃথক্‌ কল্পয়েত্তু বহির্দারি তথাসনম্‌[2] ।
ন পত্রমাসনং কুর্য্যাৎ কদাচিদপি পূজনে ॥ ৩৫
ন প্রাণ্যঙ্গসমুদ্ভূতমস্থিজং দ্বিরদাদৃতে ।
মাতঙ্গদন্তসঞ্জাতং কাম্যিকেষ্বাসনং চরেৎ ॥ ৩৬
চার্ম্মং পূর্ব্বোদিতং গ্রাহ্যং তথা গন্ধমৃগস্য চ ॥ ৩৭
সলিলে যদি কুর্ব্বীত দেবতানাং প্রপূজনম্‌ ।
তত্রাপ্যাসন আসীনো নোত্থিতস্তু কদাচন ॥ ৩৮
তোয়ে শিলাময়ং কুর্য্যাদাসনং কৌশমেব বা ।
দারবং তৈজসং বাপি নান্যদাসনমাচরেৎ ॥ ৩৯
আসনারোপসংস্থানং স্থানাভাবে তু পূজকঃ ।
আসনং কল্পয়িত্বা তু মনসা পূজয়েজ্জলে ॥ ৪০

পূজা কর্ম্মে বস্ত্রাসন দ্বিহস্তের অধিক দীর্ঘ, অর্দ্ধহস্তের অধিক বিস্তৃত করিবে না এবং তিন অঙ্গুলির অধিক উচ্চও করিবে না। ৩০

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিদায়ক চর্ম্মাসনে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আপনার ইচ্ছানুসারে করিতে পারে কিন্তু উহা কখন ছয় অঙ্গুলের অধিক উচ্চ করিবে না। ৩১

মহামায়া এবং কামাখ্যা দেবীর পূজায় কাম্বল, চার্ম্মণ এবং শৈল আসন প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ত্রিপুরা দেবী এবং বিষ্ণুর পূজায় কুশাসনই সর্ব্বদা প্রশস্ত। ৩২-৩৩

বহু দীর্ঘ, বহু উচ্চ এবং বহু বিস্তৃত দারু এবং প্রস্তরখণ্ড সকল কর্ম্মে ভূমির সমান জানিবে। ৩৪

ঐরূপ কাষ্ঠের এক এক অংশকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ আসনরূপে কল্পনা করিবে। কোন পূজায় পত্রকে আসন করিয়া উপবেশন করিবে না। ৩৫

হস্তিভিন্ন অপর প্রাণীর অস্থি আদি নির্ম্মিত আসন গ্রহণ করিবে না। ৩৬

কাম্য পূজায় মাতঙ্গদন্তনির্ম্মিত আসন গ্রহণ করিবে এবং পূর্ব্ব কথিত চর্ম্ম সকল ও গন্ধ-মৃগের চর্ম্মও আসন করিতে পারে। ৩৭

যদি জলে দেবতার পূজা করে তাহা হইলেও আসনে উপবিষ্ট হইয়াই পূজা করিবে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পূজা করিবে না। ৩৮

জলে পূজা করিবার সময় শিলাময়, কৌশ আসন গ্রহণ করিবে, কিন্তু কাষ্ঠময় অথবা তৈজস আসন গ্রহণ করিবে না। ৩৯

১। ত্র্যঙ্গুলাৎ—ইতি পাঠান্তরম্‌।
২। বহির্দ্বারিকদাচনম্‌—ইতি পাঠান্তরম্‌।

যত্রাসিতুং ন সংস্থানং বিদ্যতে তোয়মধ্যতঃ।
অন্যত্র বা তদা স্থিত্বা দেবপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৪১
ইত্যেতৎ কথিতং পুত্র পূজ্যপূজকসঙ্গতম্।
আসনং পাদ্যমধুনা শৃণু বেতাল ভৈরব ॥ ৪২
পাদ্যার্থমুদকং পাদ্যং কেবলং তোয়মেব তৎ।
তৈজসেন পাত্রেণ শঙ্খেনাপি প্রদাপয়েৎ ॥ ৪৩
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সংস্থানং পাদ্যমিষ্যতে।
তদাসনোত্তরং দদ্যান্মূলমন্ত্রেণ সর্বতঃ ॥ ৪৪
কুশপুষ্পাক্ষতৈশ্চৈব সিদ্ধার্থৈশ্চন্দনৈস্তথা।
তোয়ৈর্গন্ধৈর্যথালব্ধৈরর্ঘ্যং দদ্যাত্তু সিদ্ধয়ে ॥ ৪৫
অর্ঘ্যেণ লভতে কামানর্ঘ্যেণ লভতে ধনম্।
পুত্রায়ুঃসুখমোক্ষাণি দানার্ঘ্যাস্য বৈ লভেৎ ॥ ৪৬
ন দদ্যাত্তাস্করায়ার্ঘ্যং শঙ্খতোয়ৈর্বিচক্ষণঃ।
তথা ন শুক্তিপাত্রেণ বিষ্ণবেঽর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৪৭
দদ্যাদাচমনীয়ন্তু সুগন্ধিসলিলৈঃ শুভৈঃ।
কর্পূরবাসিতৈর্বাপি কৃষ্ণাগুরুবিধূপিতৈঃ ॥ ৪৮
যথা তথা সুগন্ধৈর্বা প্রসন্নৈঃ ফেনবর্জ্জিতৈঃ।
তৈজসেন পাত্রেণ শঙ্খেনাপি প্রদাপয়েৎ ॥ ৪৯
উদকং দীয়তে যত্তু প্রসন্নং ফেনবর্জ্জিতম্।
আচমনায় দেবেভ্যস্তদাচমনমুচ্যতে ॥ ৫০

যদি সেই জলে আসনারোপে সংস্থান না থাকে, তাহা হইলে পূজক মনে মনে আসনের কল্পনা করিয়া পূজা করিবে। ৪০

যদি জলের মধ্যে অথবা অন্যত্র আসন পাতিবার সুযোগ না থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেবপূজা করিবে। ৪১

হে পুত্রদ্বয় বেতাল ও ভৈরব! পূজা এবং পূজক সম্বন্ধে আসনের কথা বলা হইল, এক্ষণে পাদ্যের কথা শ্রবণ কর। ৪২

পাদপ্রক্ষালনার্থ উদকের নাম পাদ্য; উহা কেবল জল। উহা কোন তৈজস পাত্রে অথবা শঙ্খে রাখিয়া দান করিবে। ৪৩

এই পাদ্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সংস্থান। আসনের পরই মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পাদ্য দান করিবে। ৪৪

কুশ, পুষ্প, অক্ষত, সিদ্ধার্থ, চন্দন এবং জল এই সমস্ত দ্রব্য অথবা ইহাদের যাহা যাহা লব্ধ হইবে, তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত অর্ঘ্য দান করিবে। ৪৫

অর্ঘ্য দ্বারা কামনার সিদ্ধি হয়, অর্ঘ্য দ্বারা ধনলাভ হয় এবং অর্ঘ্য দান করিলে পুত্র, আয়ু, সুখ ও মোক্ষ লাভ হয়। ৪৬

বিচক্ষণ সাধক শঙ্খজলের দ্বারা সূর্য্যকে এবং শুক্তিপাত্রে বিষ্ণুকে অর্ঘ্য দান করিবে না। ৪৭

সুগন্ধি, নির্ম্মল, ফেনবর্জ্জিত কৃষ্ণাগুরু ধূপ দ্বারা ধূপিত, কর্পূরবাসিত শুভরূপ সলিল আচমনরূপে তৈজস পাত্রে বা শঙ্খে রাখিয়া দান করিবে। ৪৮-৪৯

কেবলং তোয়মাত্রেণ তথা দদ্যান্ন মিশ্রিতম্ ।
বাসিতন্তু সুগন্ধাদ্যৈঃ কর্ত্তব্যং যদি লভ্যতে ॥ ৫১
আয়ুর্বলং যশোবৃদ্ধিং প্রদায়াচমনীয়কম্ ।
লভতে সাধকো নিত্যং কামাংশ্চৈব যথেপ্সিতান্[১] ॥ ৫২
দধিসর্পির্জলং ক্ষৌদ্রং সিতা তাভিশ্চ পঞ্চভিঃ ।
প্রোচ্যতে মধুপর্কন্তু সর্ব্বদেবৌঘতুষ্টয়ে ॥ ৫৩
জলন্তু সর্ব্বতঃ স্বল্পং সিতাদধিঘৃতং সমম্ ।
সর্ব্বেভ্যশ্চাধিকং[২] ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে প্রয়োজয়েৎ ॥ ৫৪
তদ্দদ্যাৎ কাংস্যপাত্রেণ রৌপ্যশ্বেতময়েন বা ।
জ্যোতিষ্টোমাশ্বমেধাদৌ পূর্ব্বে চেষ্টে চ পূজনে । ৫৫
মধুপর্কঃ প্রদিষ্টোঽয়ং সর্ব্বদেবৌঘতুষ্টিদঃ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৬
মধুপর্কঃ সৌখ্যভোগ্য-তুষ্টিপুষ্টিপ্রদায়কঃ ॥ ৫৭
পিষ্টাতকোঽথ কস্তুরী রোচনং কুঙ্কুমং তথা ।
গুড়ং ক্ষৌদ্রং পঞ্চগব্যং সর্ব্বৌষধিগণস্তথা ॥ ৫৮
সিতা নির্ব্বেঞ্জনস্তৈলং স্নিগ্ধস্নেহেন তত্তিলাঃ[৩] ।
প্রান্তে তোয়মিতি প্রোক্তং স্নানীয়ং কল্পকোবিদৈঃ ॥ ৫৯

দেবতার উদ্দেশে ফেনবর্জ্জিত কেবল যে নির্ম্মল জলদান করা হয়, তাহাকে আচমনীয় বলে । ৫০

অমিশ্রিত কেবল শুদ্ধ জলই আচমনীয়রূপে দান করিবে এবং যদি সুলভ হয়, তবে গন্ধদ্রব্যে সুগন্ধি করিয়া আচমনীয় দান করিবে । ৫১

সাধক আচমনীয় দান করিয়া নিত্য আয়ুঃ, বল, যশঃ, বৃদ্ধি এবং অভিলষিত লাভ করে । ৫২

দধি, ঘৃত, জল, মধু এবং চিনি এই পাঁচটী দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া মধুপর্ক হয়, ইহা দেবতাগণের তুষ্টি প্রদান করে । ৫৩

মধুপর্কে জল অতি অল্প মাত্রায় দান করিবে, চিনি, দধি এবং ঘৃত সমান পরিমাণে দান করিবে এবং মধু অধিক পরিমাণে দান করিবে । ৫৪

ঐ মধুপর্ক জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, পূর্ত্ত, ইষ্ট বা পূজায় কাংস্য পাত্রে রৌপ্য বা শ্বেতময় পাত্রে দান করিবে । ৫৫

এই মধুপর্ক সমুদয় দেবতাগণের তুষ্টিপ্রদ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক । ৫৬

মধুপর্ক, সৌখ্য, ভোগ্য, তুষ্টি ও পুষ্টি প্রদান করে । ৫৭

পিষ্টাতক, কস্তুরী, রোচনা, কুঙ্কুম, গুড়, মধু, পঞ্চগব্য, সর্ব্বৌষধিগণ, চিনি, নির্ব্বেঞ্জন, তৈল, স্নিগ্ধ স্নেহ এবং স্বস্তিক এই সকল দ্রব্য দানের পর কল্পকোবিদ পণ্ডিতগণ কর্পূরাদিদ্বারা অধিবাসিত সুবর্ণ বা রত্নোদক স্নানীয়দ্বারা দান করিতে বিধান করিয়াছেন । ৫৮-৫৯

১। যথেপ্সিতান্—ইতি পাঠান্তরম্ ।
২। সর্ব্বেষাম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।
৩। স্নেহেন্ত্ব স্বস্তিমান্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

স্বর্ণরত্নোদকৈশ্চৈব কর্পূরাদ্যধিবাসিতম্ ।
তৈজসৈঃ কাংস্যপাত্রৈর্ব্বা শঙ্খৈর্ব্বা তন্নিবেদয়েৎ ।
মণ্ডলে কেশরে দেয়মাদিত্যপ্রতিমাসু চ[১] ॥ ৬০
শিবলিঙ্গে তথা ভোগে পীঠে দেবতনৌ তথা ।
সদ্যঃস্নিগ্ধে মৃন্ময়ে বা সর্পিঃসিন্দূরজে তথা ॥ ৬১
শ্রীচন্দনপ্রতিষ্ঠে বা লেপয়েৎ প্রতিমাতনৌ ।
অস্থিকস্থাপিতে[২] খড়্গে স্নাপয়েদ্দর্পণেঽথ বা ॥ ৬২
এবং দদ্যাত্তু স্নানীয়ং মহাদেব্যা বিশেষতঃ ।
রবি[৩]বিষ্ণুশিবেভ্যো বা যত্র তত্র প্রপূজনে ॥ ৬৩
পূজকঃ স্নানদানাত্তু চিরায়ুরুপজায়তে ।
সম্যক্ স্নানপ্রদানাত্তু কল্পান্তং স্বর্গভাগ্ ভবেৎ ॥ ৬৪
যদেব দীয়তে পাদ্যং গন্ধপুষ্পাদিকং তথা ।
উপচারাংস্তথা সর্ব্বানর্ঘ্যপাত্রাহিতৈর্জ্জলৈঃ ॥ ৬৫
অমৃতীকরণাদ্যৈস্তু সংস্কৃতৈস্তুভিষিচ্য তৈঃ ।
প্রদদ্যাদিষ্টদেবেভ্যো গৃহ্লাতি চ ততঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৬
অর্ঘ্যপাত্রাণি তৈস্তোয়ৈর্বিনা[৪] যন্নিবেদনম্ ।
দীয়তে চেষ্টদেবেভ্যঃ সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৬৭
রাগাল্লোভাৎ প্রমাদাদ্বা স্রবং পাত্রামৃতীকৃতম্ ।
তোয়ং স্রুতং স্যাৎ পাত্রাত্তু পুনঃ কুর্য্যাত্তদামৃতম্ ॥ ৬৮

তৈজস, কাংস্য পাত্র বা শঙ্খের দ্বারা ঐ স্নানীয় জল মণ্ডলে কেশরাগ্রে বা প্রতিমাতে দান করিবে। ৬০

শিবলিঙ্গে, যোগপীঠে, দেবতাশরীরে, সদ্যস্নিগ্ধ মৃন্ময়ে, ঘৃত ও সিন্দুর অঙ্কিত করাইবে। ৬১

শ্রীচন্দন প্রতিষ্ঠা বা লেপজ প্রতিমার গাত্রে, অস্থিকস্থাপিত প্রতিমায়, খড়্গে অথবা দর্পণে স্নান করাইবে। ৬২

মহাদেবীকে বিশেষ ব্রহ্মা,বিষ্ণু এবং শিবের পূজায় এইরূপে স্নানীয় দান করিবে। ৬৩

পূজক সম্যক্ বিধিপূর্ব্বক স্নানীয় দান করিয়া চিরায়ুঃ হয় এবং কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্বর্গভাগী হয়। ৬৪

পাদ্য, গন্ধ ও পুষ্প প্রভৃতি সমুদয় উপচার অর্ঘ্যপাত্রনিহিত অমৃতীকৃত ও সংস্কৃত জল দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া ইষ্ট দেবকে দান করিলে ইষ্টদেব উহা স্বয়ং গ্রহণ করেন। ৬৪-৬৬

অর্ঘ্যপাত্রনিহিত জল দ্বারা অভিষেক ব্যতীত যদি ইষ্ট দেবকে কোন বস্তু দান করা যায় তাহা হইলে উহা নিষ্ফল হয়। ৬৭

মোহেই হউক, লোভেই হউক অথবা প্রমাদবশতই হউক, অর্ঘ্যপাত্র হইতে অমৃতীকৃত জল যদি নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার অমৃতীকরণ করিবে। ৬৮

১। মণ্ডলং কেসরে দেয়মগ্রেষু প্রতিমাস্বথ।
২। অস্থিকস্থাপিতে—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। বিধি।
৪। অর্ঘ্যপাত্রাহিতৈঃ।

স্বল্পাবশেষতোয়ে তু পাত্রস্থে হ্যমৃতীকৃতে।
তত্রাত্মজ্ঞসঙ্কং দদ্যাত্তত্তেনৈবামৃতং ভবেৎ ॥ ৬৯
বহূনি যদি পুষ্পাণি মালা বা প্রচুরা যদি[১]।
দীয়ন্তে চার্ঘ্যপাত্রস্থৈর্জলৈঃ সংসিচ্য চোৎসৃজেৎ ॥ ৭০
অন্যতোয়ৈর্যদ্ধৎসৃষ্টমর্ঘ্যপাত্রস্থিতেতরৈঃ।
তন্ন গৃহ্ণাতীষ্টদেবো দত্তং বিধিশতৈরপি ॥ ৭১
সংস্কৃতে ত্বর্ঘ্যপাত্রে তু নবভিঃ প্রতিপত্তিভিঃ।
তিষ্ঠন্তি সর্ব্বতীর্থানি পীযূষাণি চ সর্ব্বতঃ ॥ ৭২
তস্মাত্তত্র স্থিতৈস্তোয়ৈরভ্যুক্ষ্যোপচারানুৎসৃজেৎ।
ন যোগ্যমর্ঘ্যপাত্রেষু নিধায় বিনিবেদয়েৎ ॥ ৭৩
ইদং তে ভৈরব প্রোক্তং ষট্কঞ্চৈবাসনাদিকম্।
বস্ত্রাদি দশ বক্ষ্যামি শৃণু বিজ্ঞানবৃদ্ধয়ে ॥ ৭৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

পাত্রে অমৃতীকৃত জলের অল্প মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে তাহাতে অন্যপাত্র হইতে উদক ঢালিয়া দিবে এবং উহাও অমৃত হইবে। ৬৯

যদি পুষ্প অনেক থাকে এবং মালা প্রচুর হয় তাহা হইলে অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল দ্বারা উহা সিক্ত করিয়া দান করিবে। ৭০

যাহা অর্ঘ্যপাত্র ভিন্ন অন্য পাত্রস্থিত জল দ্বারা সিক্ত হয়, উহা শত বিধি-পূর্ব্বক দান করিলেও দেবতা গ্রহণ করেন না। ৭১

নব প্রকার প্রতিপত্তি দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র সংস্কৃত হইলে তাহাতে সকল তীর্থ এবং সর্ব্বপ্রকার অমৃত আসিয়া অবস্থান করে। ৭২

অতএব সকল প্রকার উপচার অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া দান করিবে এবং যাহা অর্ঘ্যপাত্রে রাখিবার যোগ্য তাহা অর্ঘ্যপাত্রে রাখিয়া নিবেদন করিবে। ৭৩

হে ভৈরব! এই তোমার নিকটে আসনাদি ছয় বস্তুর দানের কথা বলিলাম; এক্ষণে জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত বস্ত্রাদি দশ বস্তু দানের কথা শুন। ৭৪

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮

১। ভবেৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

কার্পাসং কম্বলং বাল্কং কৌশজং বস্ত্রমিষ্যতে ।
তৎপূর্ব্বং পূজয়িত্বৈব মন্ত্রৈর্দ্দেবায় চোৎসৃজেৎ ॥ ১
নির্দ্দশং মলিনং জীর্ণং ছিন্নং গাত্রাবলিম্বিতম্ ।
পরকীয়ং হ্যাখুদষ্টং সূচীবিদ্ধং তথোষিতম্ ॥ ২
উপ্তকেশং[১] বিধৌতঞ্চ শ্লেষ্মমূত্রাদিদূষিতম্ ।
প্রদানে দেবতাভ্যশ্চ দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি ॥ ৩
বর্জ্জয়েৎ যোগযোগেন যজ্ঞাদাবুপযোজনে ॥ ৪
উত্তরীয়োত্তরাসঙ্গৈর্নিচোলো যোদচেলকঃ ।
পরিধানঞ্চ পঞ্চৈতান্যস্যূতানি[২] প্রযোজয়েৎ ॥ ৫
শাণবস্ত্রং[৩] নিশারঞ্চ তথৈবাতপবারণম্ ।
চণ্ডাতকং তথা দূষ্যং পঞ্চ স্যূতান্যদুষ্টয়ে ॥ ৬
পতাকাধ্বজকুণ্ডাদৌ স্যূতং বস্ত্রং প্রযোজয়েৎ ।
অন্তরাবরণাদৌ চ তদ্বিনাশশ্চ তেন তৎ ॥ ৭
রক্তং কৌশেয়বস্ত্রঞ্চ মহাদেব্যৈ প্রশস্যতে ।
পীতং তথৈব কৌশেয়ং বাসুদেবায়[৪] চোৎসৃজেৎ ॥ ৮
রক্তন্তু কম্বলং দদ্যাচ্ছিবায় পরমাত্মনে ।
বিচিত্রং সর্ব্বদেবেভ্যো দেবীভ্যোঽংশুং নিবেদয়েৎ ॥ ৯

বস্ত্রাদি উপচারাষ্টক

ভগবান্ বলিলেন,—কার্পাস, কম্বল, বাল্ক এবং কৌষেয় এই চারি প্রকার বস্ত্র। এই সকল প্রথমে মন্ত্র দ্বারা অর্চনা করিয়াই দেবতাকে দান করিবে। ১

দশাশূন্য, মলিন, জীর্ণ, ছিন্ন, পূর্বে গাত্রসংসক্ত, পরকীয়, আখুদষ্ট, সূচিবিদ্ধ, পরিহিত, উপ্তকেশ, বিধৌত, শ্লেষ্ম ও মূত্রাদিদূষিত এইরূপ বস্ত্র দেবতার দানে দৈব ও পৈত্রকর্ম্মে এবং যজ্ঞাদি কার্যে বর্জ্জন করিবে। ২-৪

উত্তরীয়, উত্তরীয়াসঙ্গ, নিচোল প্রভৃতি কয় প্রকার বস্ত্র অ-সেলাই করাই দান করিবে। ৫

শণবস্ত্র, নিশার, ছত্র, চন্দ্রাতপ এবং অদৃশ্য এই পাঁচপ্রকার বস্ত্র সেলাই করা দূষণীয় নহে। ৬

পতাকা, ধ্বজ এবং দণ্ডাদিতে সেলাইকরা বস্ত্রই দান করিবে। অন্তর আবরণাদিতে সেলাইকরা বা অ-সেলাইকরা দুই প্রকার বস্ত্রই দান করিবে। ৭

রক্তবর্ণ কৌষেয়বস্ত্র মহাদেবীকে দান করিবার নিমিত্ত প্রশস্ত এবং পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র বিষ্ণুকে দান করিবার জন্য প্রশস্ত। ৮

পরমাত্মা শিবকে রক্ত কম্বল দান করিবে এবং সমুদয় দেব ও দেবীকে বিচিত্র বস্ত্র দান করিবে। ৯

১। উপ্তকেশম্। ২। পঞ্চ চৈতান্। খ চ চৈতান্।
৩। শনবস্ত্রং, বাল্কবস্ত্রং। ৪। বামদেবায়।

কার্পাসং সর্ব্বতোভদ্রং দদ্যাৎ সর্ব্বেভ্য এব চ ॥ ১০
নৈকান্তরক্তং দদ্যাত্তু বাসুদেবায় চৈলকম্ ।
তথা নৈকান্তনীলন্তু শিবায় বিনিবেদয়েৎ ॥ ১১
নীলীরক্তন্তু যদ্বস্ত্রং তৎ সর্ব্বত্র বিবর্জ্জিতম্ ।
দৈবে পিত্র্যে তোপযোগে বর্জ্জয়েত্তু বিচক্ষণঃ ॥ ১২
নীলীরক্তং প্রমাদাত্তু যো দদ্যাদ্বিষ্ণবে বুধঃ ।
নিষ্ফলা তস্য তৎপূজা তদা ভবতি ভৈরব ॥ ১৩
বিচিত্রে বাসসি পুনর্লগ্নং নীলীবিরঞ্জিতম্ ।
বস্ত্রং দদ্যান্মহাদেব্যৈ নান্যস্মৈ তু কদাচন ॥ ১৪
দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যদ্বদ্দেবানাং বাসবো যথা ।
তথা ভূষণবর্গেষু বস্ত্রমুত্তমমুচ্যতে ॥ ১৫
বস্ত্রেণ জীর্য্যতে লজ্জা বস্ত্রেণ হীয়তে তুঘম্ ।
বস্ত্রাৎ স্যাৎ সর্ব্বতঃ সিদ্ধিশ্চতুর্বর্গপ্রদঞ্চ তৎ ॥ ১৬
বস্ত্রং তে কথিতং পুত্র সর্ব্বপ্রীতিপ্রদায়কম্ ।
ভোগ্যং ভূষোত্তমং নিত্যং ভূষণানি শৃণুষ্ব মে ॥ ১৭
কিরীটঞ্চ শিরোরত্নং কুণ্ডলঞ্চ ললাটিকা ।
তালপত্রঞ্চ হারশ্চ গ্রৈবেয়কমথোর্ম্মিকা ॥ ১৮
প্রালম্বিকারত্নসূত্রমুত্তঙ্গোতক্ষমালিকা ।
পার্শ্বদ্যোতো নখদ্যোতো হ্যঙ্গুলীচ্ছাদিকস্তথা ॥ ১৯

সর্ব্বতোভদ্র (সকল প্রকারের বিশুদ্ধ) কার্পাসবস্ত্র সকল দেবতাকে দান করিতে পারে। ১০

কেবল রক্তবর্ণ চেলির কাপড় বিষ্ণুকে দান করিবে না এবং কোন নীলবর্ণ বস্ত্র শিবকে দান করিবে না। ১১

যে বস্ত্রের রঙ নীল ও লালে মিশ্রিত, তাহা সকল কার্য্যেই বর্জ্জনীয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐরূপ বস্ত্রকে দৈব পৈত্র্য অথবা নিজের ব্যবহার কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। ১২

হে ভৈরব! যে ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ ঐরূপ নীল-রক্ত বস্ত্র বিষ্ণুকে অর্পণ করে, তাহার সেই পূজা একেবারে নিষ্ফল হয়। ১৩

নীল ও রক্তরঙে রঞ্জিত বিচিত্র বসন কেবল মহাদেবীকে দান করিতে পারে, অন্য দেবতাকে কখনই দান করিতে পারে না। ১৪

মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন এবং দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র যেমন, সেইরূপ ভূষণসমূহের মধ্যে বস্ত্র, সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৫

বস্ত্রদ্বারা লজ্জা নিবারণ হয়, পাপও বস্ত্রদ্বারা জিত হয় এবং বস্ত্রদ্বারা সকল প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়, এই নিমিত্ত বস্ত্র চতুর্ব্বর্গপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৬

হে পুত্র! সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ এবং ভোগ্যবস্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্ত্রের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অলঙ্কারের কথা শুন। ১৭

কিরীট, শিরোরত্ন, কুণ্ডল, ললাটিকা, তালপত্র হার, গ্রৈবেয়ক, ঊর্ম্মিকা, প্রালম্বিকা, রত্নসূত্র, উত্তঙ্গ, অক্ষমালিকা, পার্শ্বদ্যোত, নখদ্যোত, অঙ্গুলীচ্ছাদক। ১৮-১৯

জূটালকং[1] মানবকো মূর্দ্ধতারাথলন্তিকা ।
অঙ্গদো বাহুবলয়ঃ শিখাভূষণ ইন্দ্রিকা ॥ ২০
প্রাগ্দণ্ডবদ্ধমুত্তাসনাড়িপুরোঽথ মালিকা ।
সপ্তকী শৃঙ্খলঞ্চৈব দন্তপত্রঞ্চ কর্ণকঃ ॥ ২১
উরুসূত্রঞ্চ নীবীঞ্চ মুষ্টিবন্ধং প্রকীর্ণকম্ ।
পাদাঙ্গদং হংসকঞ্চ নূপুরং ক্ষুদ্রঘণ্টিকা ।
সুখপট্টমিতি প্রোক্তা অলঙ্কারাঃ সুশোভনাঃ ॥ ২২
চত্বারিংশদমী প্রোক্তা লোকে বেদে তু সৌখ্যদাঃ ॥ ২৩
অলঙ্কারপ্রদানেন চতুর্ব্বর্গপ্রসাধনম্ ।
এতেষাং পূজনং কৃত্বা প্রদদ্যাদিষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ২৪
তেষাং দৈবতমুচ্চার্য্য পূজয়েত্তু বিচক্ষণঃ ।
শিরোঙ্গতানি বা দদ্যাৎ সৌবর্ণানি তু সর্ব্বদা ॥ ২৫
চূড়াতল্লাদিকানীহ ভূষণানি তু ভৈরব ।
গ্রৈবেয়কাদিহংসান্তং সৌবর্ণং রাজতঞ্চ বা ॥ ২৬
নিবেদয়েত্তু দেবেভ্যো নান্যদ্ধাতুসমুদ্ভবম্ ।
রীতিরঙ্গাদিসঞ্জাতং[2] পাত্রোপকরণাদিকম্ ॥ ২৭
দদ্যাদায়ুসমর্দ্ধঞ্চ ভূষণং ন কদাচন ।
ঘণ্টাচামরকুম্ভাদি-পাত্রোপকরণাদিকম্ ॥ ২৮
তদ্ভূষণান্তরে দদ্যাদস্যাত্তদুপভূষণম্ ।
সর্ব্বং তাম্রময়ং দদ্যাৎ যৎ কিঞ্চিদ্ভূষণাদিকম্ ॥ ২৯

কুটুম্বক, মানবক, মূর্দ্ধাতারা, থলন্তিকা, অঙ্গদ, বাহুবলয়, শিখাভূষণ, ইন্দ্রিকা, প্রাগদণ্ডবদ্ধ, উত্তাস, নাড়িপুর, মালিকা, সপ্তকী, শৃঙ্খল, দন্তপত্র, কর্ণক, উরুসূত্র, নীবী, মুষ্টিবদ্ধ, প্রকীর্ণক, পাদাঙ্গদ, হংসক, নূপুর, ক্ষুদ্রঘণ্টিকা এবং সুখপট্ট,—এই সুশোভন অলঙ্কার সকল উক্ত হইল। এই চল্লিশপ্রকার অলঙ্কার উক্ত হইল, ইহারা লোক ও বেদে সুখপ্রদ। ২০-২৩

অলঙ্কার সকল দাতার চতুর্ব্বর্গের সাধক, ইহাদিগকে প্রথমে অর্চ্চিত করিয়া দেবতার উদ্দেশে দান করিবে। ২৪

বিচক্ষণ সাধক অলঙ্কারের অর্চ্চনের সময় দেবতারও উল্লেখ করিবে। ২৫

হে ভৈরব! চূড়ারত্নাদি মস্তকের ভূষণ সকল সুবর্ণনির্ম্মিত করিয়া অর্পণ করিবে। গ্রৈবেয়ক হইতে হংস পর্য্যন্ত যে সকল ভূষণ উক্ত হইয়াছে, উহা স্বর্ণ ও রজতনির্ম্মিত করিয়াই দেবতাদিগকে অর্পণ করিবে, অন্য ধাতুনির্ম্মিত নয়। ২৬-২৭

লৌহভিন্ন পিত্তল বা রঙ্গাদিজাত পাত্রের উপকরণ দেবতাকে দান করিতে পারে কিন্তু ভূষণ কখনই পারে না। ২৮

ঘণ্টা চামর এবং কুম্ভ প্রভৃতি পাত্রোপকরণ—ইহারা যে যে অঙ্গে দৃত হয়, সেই সেই অঙ্গের অলঙ্কারের সহিত ইহাদিগকে দান করিবে, কারণ ইহারা সেই অঙ্গের উপভূষণ। ২৯

১। কুটুম্বকং মানবকো মূর্দ্ধতারাথলন্তিকা।
২। রীতিবংশাদি—ইতি পাঠান্তরম্।

সর্ব্বত্র স্বর্ণবত্তাম্রমর্ঘ্যপাত্রে ততোঽধিকম্ ।
পূজার্ঘ্যপাত্রনৈবেদ্যাধারপাত্রঞ্চ পানকম্ ॥ ৩০
ঔদুম্বরং সদা বিষ্ণোঃ প্রীতিদং তোষদং তথা ॥ ৩১
তাম্রে দেবাঃ প্রমোদন্তে তাম্রে দেবাঃ স্থিতাঃ সদা ।
সর্ব্বপ্রীতিকরং তাম্রং তস্মাত্তাম্রং প্রযোজয়েৎ ॥ ৩২
স্বোপযোগে নরঃ কুর্য্যাদ্দেবানামপি ভৈরব ।
গ্রীবোর্দ্ধদেশে রৌপ্যস্ত ন কদাচিচ্চ ভূষণম্ ॥ ৩৩
প্রাবারঃ পানপাত্রঞ্চ গণ্ডকো গৃহমেব চ ।
পর্য্যঙ্কাদি যদন্যচ্চ সর্ব্বং তদুপভূষণম্ ॥ ৩৪
অয়োময়মৃতে কাংস্যমৃতে যদ্ভূষণং ভবেৎ ।
স্বর্ণরৌপ্যস্ত চাভাবে তদধঃ কায়ে নিযোজয়েৎ ॥ ৩৫
এতেষাং ভূষণাদীনাং যদ্দাতুং শক্যতে নরৈঃ ।
তত্তদ্দদ্যাৎ সম্ভবে তু সর্ব্বমেব প্রদাপয়েৎ ॥ ৩৬
চতুর্ব্বর্গপ্রদং নিত্যং ভূষণং সর্ব্বসৌখ্যদম্ ।
তুষ্টিপুষ্টিপ্রীতিকরং যথাশক্ত্যৈষ্টয়ে সৃজেৎ ॥ ৩৭
ইদং বা ভূষণং প্রোক্তং সর্ব্বদেবস্য তুষ্টিদম্ ।
গন্ধঞ্চ সম্যক্ শৃণুতং পুত্রৌ বেতালভৈরবৌ ॥ ৩৮
চূর্ণীকৃতো বা ঘৃষ্টো বা দাহাকর্ষিত এব বা ।
রসঃ সম্মর্দ্দজো বাপি প্রাণ্যঙ্গোদ্ভব এব বা ।
গন্ধঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো দেবানাং প্রীতিদায়কঃ ॥ ৩৯

সকল প্রকার ভূষণ তাম্রময় করিয়াও দান করিতে পারা যায়। সকল স্থলেই তাম্র সুবর্ণের সদৃশ, কিন্তু অর্ঘ্যপাত্রে সুবর্ণ অপেক্ষাও ফলপ্রদ। ৩০

পূজার্ঘ্যপাত্র, নৈবেদ্যের আধারপাত্র, পানপাত্র যদি উদুম্বরনির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুর অধিক প্রীতি এবং তোষপ্রদ হয়। ৩১

তাম্রলাভ করিয়া দেবতারা আমোদ করেন, তাম্রেই দেবগণ সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। তাম্র সকলের প্রীতিকর, এই তাম্রের অধিক ব্যবহার করিবে। ৩২

হে ভৈরব! মনুষ্যেরা আপনার সাধ্যমত ভূষণ সকল নির্ম্মাণ করিবে, কিন্তু গ্রীবার উর্দ্ধদেশে কখন রৌপ্য ভূষণ ব্যবহার করিবে না। ৩৩

প্রাবার, পানপাত্র, গেণ্ডুক, গৃহ, পর্য্যঙ্ক প্রভৃতির ব্যবহারের বস্তু সকল উপভূষণ বলিয়া বিখ্যাত। ৩৪

স্বর্ণ এবং রৌপ্যের অভাবে লৌহময় এবং কাংস্যময় ব্যতীত অন্যপ্রকার ভূষণ অধঃশরীরে ধারণ করিবে। ৩৫

এই সকল ভূষণের মধ্যে যাহার যেরূপ শক্তি হইবে, সে তত পরিমাণে ভূষণ দান করিবে। সম্ভব হইলে সকলপ্রকার ভূষণই দান করিবে। ৩৬

ভূষণ সর্ব্বদা চতুর্ব্বর্গপ্রদ সৌখ্যদানকারী এবং নিত্য তুষ্টি ও পুষ্টিদায়ক, অতএব যথাশক্তি ভূষণ দান করিবে। ৩৭

সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ ভূষণের বিষয় তোমাদের নিকট বলা হইল। এক্ষণে হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! চন্দনের বিষয় সম্যক্ শ্রবণ কর। চূর্ণীকৃত,

গন্ধচূর্ণং গন্ধপত্রং চূর্ণং সুমনসস্তথা।
প্রশস্তগন্ধযুক্তানাং পত্রচূর্ণানি যানি তু।
তানি গন্ধবহানি স্যুঃ সগন্ধঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০
ঘৃষ্টো মলয়জো গন্ধঃ সচূর্ণীকৃতমেরুণা।
অগুরুপ্রভৃতিশ্চাপি যস্য পঙ্কঃ প্রদীয়তে।
গন্ধো ঘৃষ্টামঘৃষ্টোঽয়ং[1] দ্বিতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪১
দেবদার্বগুরুর্ব্রাপাশালশারাস্তচন্দনাঃ[2]।
প্রিয়াদীনাং যো দগ্ধ্বা[3] গৃহ্যতে দাহজো রসঃ।
স দাহাকর্ষিতো গন্ধস্তৃতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪২
সুগন্ধকরবীবিল্বগন্ধীনি তিলকং তথা।
প্রভৃতীনাং রসো যোঽসৌ নিষ্পীড্য পরিগৃহ্যতে।
সমম্মর্দ্দোদ্ভবো গন্ধঃ সম্মর্দ্দজ ইতীর্য্যতে ॥ ৪৩
মৃগনাভিসমুদ্ভূতস্তৎকোষোদ্ভব এব বা।
গন্ধঃ প্রাণ্যঙ্গজঃ প্রোক্তো মোদদঃ স্বর্গবাসিনাম্ ॥ ৪৪
কর্প্পূরগন্ধসারাদ্যাঃ ক্ষোদে ঘৃষ্টে চ সংস্থিতাঃ।
চন্দ্রভাগাদয়শ্চাপি রসে পঙ্কে চ সঙ্গতাঃ ॥ ৪৫
গন্ধসারং সর্ব্বরসং পঙ্কাদৌ চ প্রযুজ্যতে।
মৃগনাভির্ভবেদ্ঘৃষ্টশ্চূর্ণোঽপ্যন্যস্য যোগতঃ ॥ ৪৬
এবং সর্ব্বং তু সর্ব্বত্র গন্ধো ভবতি পঞ্চধা।
ঘৃষ্টাদিভাবাদখোঽয়ং গন্ধঃ প্রীতিকরঃ পরঃ ॥ ৪৭

ঘৃষ্ট, দাহাকর্ষিত, সম্মর্দ্দজ রস অথবা প্রাণীর অঙ্গ সমুদ্ভব—এই পাঁচ প্রকার গন্ধ দেবতাদিগের প্রীতিদায়ক। ৩৮-৩৯

গন্ধদ্রব্যের চূর্ণ, গন্ধপত্র বা পুষ্পের চূর্ণ এবং প্রশস্ত গন্ধযুক্ত বৃক্ষের পত্রচূর্ণ এই সকল প্রকার গন্ধ প্রথমজাতীয় গন্ধের অনুগত। ৪০

চন্দন সরল ও চমেরুর ঘর্ষণ জন্য গন্ধ এবং অগুরু প্রভৃতি ঘর্ষণদ্বারা যাহার পঙ্ক নির্গত করিয়া দেবতাকে অর্প্পণ করা যায়, তাহা ঘৃষ্ট ও দ্বিতীয় প্রকারের গন্ধ। ৪১

দেবদারু, অগুরু, পত্র, গন্ধসার, চন্দনপ্রিয়া চোঁয়াইয়া যে সুগন্ধি রস নির্গত করা হয়, উহার নাম দাহজ গন্ধ; উহা তৃতীয় প্রকার গন্ধের অন্তর্গত। ৪২

সুগন্ধ করবীর, বিল্ব, গন্ধিনী এবং তিলক প্রভৃতি নিষ্পীড়ন করিয়া যে রস গৃহীত হয়, সেই সম্মর্দ্দজন্য গন্ধের নাম সম্মর্দ্দজ গন্ধ। ৪৩

মৃগনাভি বা তাহার কোষ হইতে যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রাণ্যঙ্গজ-গন্ধ, উহা স্বর্গবাসিদের অত্যন্ত মনোহর। ৪৪

কর্প্পূর এবং গন্ধসারাদি চূর্ণ এবং ঘৃষ্ট এই উভয়ের অন্তর্গত চন্দ্রভাগাদি রস এবং পঙ্কের অন্তর্গত। ৪৫

সকল প্রকার সম্মর্দ্দাদিতে গন্ধসারের প্রয়োগ হয়; অপরের যোগে মৃগ-নাভি কখন ঘৃষ্ট কখন বা চূর্ণ হয়। ৪৬

১। ঘৃষ্টামঘৃষ্টশ্চোঽয়ম্।
২। দেবদার্বগুরুপত্র-গন্ধরাশাস্তচন্দনাঃ।
৩। পঙ্কঃ।

গন্ধস্য বিস্তরো ভেদঃ প্রোক্তঃ কালীয়কাদয়ঃ।
সর্ব্বঃ পঞ্চবিধেষেব প্রবিষ্টো ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ৪৮
গন্ধো মলয়জো যস্তু দৈবে পৈত্র্যে চ সম্মতঃ।
তস্য পঙ্কো রসো বাপি চূর্ণো বা বিষ্ণুতুষ্টিদঃ।
সর্ব্বেষু গন্ধজাতেষু প্রশস্তো মলয়োদ্ভবঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দদ্যান্মলয়জং সদা ॥ ৪৯
কৃষ্ণাগুরুঃ সকর্পূরঃ সহিতো মলয়োদ্ভবৈঃ।
বৈষ্ণবী প্রীতিদো গন্ধঃ কামাখ্যায়াশ্চ ভৈরব ॥ ৫০
কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরীচন্দ্রভাগৈঃ সমীকৃতৈঃ।
ত্রিপুরাপ্রীতিদো গন্ধস্তথা চণ্ড্যাশ্চ শম্ভবে ॥ ৫১
দৈবতোদ্দেশপূর্ব্বেণ গন্ধং সম্পূজ্য সাধকঃ।
দেবায়েষ্টায় বিতরেৎ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং সদা[১] ॥ ৫২
গন্ধেন লভতে কামান্ গন্ধো ধর্ম্মপ্রদঃ সদা।
অর্থানাং সাধকো গন্ধো গন্ধে মোক্ষঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৩
অয়ং বাং কথিতো গন্ধঃ পুত্রৌ বেতালভৈরবৌ।
পুষ্পাণি দেব্যা বৈষ্ণব্যাঃ[২] প্রিয়াণি শৃণু সম্প্রতি ॥ ৫৪
বকুলৈশ্চৈব মন্দারৈঃ কুন্দপুষ্পৈঃ কুরুণ্টকৈঃ।
করবীরার্কপুষ্পৈশ্চ শাল্মলৈশ্চাপরাজিতৈঃ ॥ ৫৫

এইরূপ সকল প্রকারেই গন্ধ পাঁচ প্রকারের অধিক হয় না। পরস্পরের ঘৃষ্টাদি ভাব থাকাতে গন্ধ সকল অত্যন্ত প্রীতিকর। ৪৭

কালীয়কাদি নানাপ্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রকার গন্ধই পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত। ৪৮

মলয়জ গন্ধ দৈব এবং পৈত্রকার্য্যে সম্মত, তাহার পঙ্কই হউক, রসই হউক অথবা চূর্ণই হউক, বিষ্ণুর তুষ্টিপ্রদ। সকল প্রকার গন্ধের মধ্যে মলয়োদ্ভব অত্যন্ত প্রশস্ত; এই নিমিত্ত অতি যত্নপূর্ব্বক মলয়জদান করিবে। ৪৯

হে ভৈরব! কৃষ্ণ অগুরু, কর্পূর এবং মলয়োদ্ভব একত্র মিশ্রিত হইয়া যে গন্ধ উৎপাদন করে, তাহা বৈষ্ণবী দেবীর এবং কামাখ্যার প্রীতিপ্রদ হয়। ৫০

কুঙ্কুম, অগুরু এবং কস্তূরী ইহারা সমানাংশে চন্দ্রভাগের সহিত মিলিত হইয়া যে গন্ধ উৎপাদন করে, তাহা ত্রিপুরা দেবীর এবং শম্ভু ও চণ্ডিকাদেবীর প্রীতিপ্রদ হয়। সাধক দেবতোদ্দেশপূর্ব্বক গন্ধ অর্চ্চনা করিয়া ইষ্টদেবকে অর্পণ করিলে সকল প্রকার ফলপ্রাপ্ত হয়। ৫১-৫২

গন্ধ দ্বারা কাম লাভ হয়, গন্ধ সর্বদা ধর্ম্মপ্রদ, গন্ধ অর্থের সাধক এবং গন্ধ মোক্ষেরও কারণ। ৫৩

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! তোমাদিগকে গন্ধের কথা বলিলাম, এক্ষণে বৈষ্ণবী দেবীর প্রিয় পুষ্পের কথা শ্রবণ কর। ৫৪

বকুল, মন্দার, কুন্দ, কুরুণ্টক, করবীর, অর্কপুষ্প, শাল্মল, অপরাজিতা,

---

১। সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। যানি পুষ্পাণি চ দেব্যাঃ।

দমনৈঃ সিন্ধুবারৈশ্চ সুরভীকুরুবকৈস্তথা ।
লতাভিস্তরুবক্তৃশ্চ দূর্ব্বাঙ্কুরৈশ্চ কোমলৈঃ ॥ ৫৬
মঞ্জরীভিঃ কুশানাঞ্চ বিপ্রপত্রৈঃ সুশোভনৈঃ ।
পূজয়েদ্বৈষ্ণবীং দেবীং কামাখ্যাং ত্রিপুরাং তথা ॥ ৫৭
অন্যাশ্চ যাঃ শিবাপ্রীত্যৈ জায়ন্তে পুষ্পজাতয়ঃ ।
তা ইমাঃ শৃণু কথ্যন্তে ময়া বেতালভৈরব ॥ ৫৮
মালতী মল্লিকা জাতী যূথিকা মাধবী তথা ।
পাটলা করবীরশ্চ জবা নর্কারিকা তথা ॥ ৫৯
কুব্জকস্তগরশ্চৈব কর্ণিকারোঽথ রোচনা ।
চম্পকাম্রাতকো বাণো বর্বরা মল্লিকা তথা ॥ ৬০
অশোকো লোধ্রতিলকৌ অটরূষশিরীষকৌ ।
শমীপুষ্পঞ্চ দ্রোণশ্চ পদ্মোৎপলবকারুণাঃ ॥ ৬১
শ্বেতারুণৈস্ত্রিসন্ধ্যো চ পলাশঃ খদিরস্তথা ।
বনমালাথ সেবন্তী[১] কুমুদোঽথ কদম্বকঃ ॥ ৬২
চক্রং কোকনদশ্চৈব ভণ্ডিলো[২] গিরিকর্ণিকা ।
নাগকেশরপুন্নাগৌ কেতকাঞ্জলিকা তথা ॥ ৬৩
দোহদা বীজপূরশ্চ নমেরুঃ শাল এব চ ।
ত্রপুষী চণ্ডবিল্বশ্চ ঝিণ্টী পঞ্চবিধাস্তথা ॥ ৬৪
এবমাদ্যৈস্তু কুসুমৈঃ পূজয়েদ্বরদাং শিবাম্ ॥ ৬৫
অপামার্গস্য পত্রন্তু ততো ভৃঙ্গারপত্রকম্ ।
ততোঽপি পদ্মিনীপত্রং বলাহকমতঃ পরম্ ॥ ৬৬
তস্মাৎ খদিরপত্রন্তু বঞ্জুলস্তবকস্তথা ।
আম্রন্তু বকগুচ্ছন্তু জম্বুপত্রং ততঃ পরম্ ॥ ৬৭
বীজপূরস্য পত্রন্তু ততোঽপি কুশপত্রকম্ ।
দূর্ব্বাঙ্কুরং ততঃ প্রোক্তং শমীপত্রমতঃ পরম্ ॥ ৬৮

মদন, সিন্ধুবার, সুরভি কুরুবক, লতা, বৃক্ষ, কোমল দূর্বাঙ্কুর, কুশের মঞ্জরী, শোভন এই সকল পুষ্পাদি দ্বারা বৈষ্ণবী দেবী কামাখ্যা এবং ত্রিপুরাকে পূজা করিবে । ৫৫-৫৭

এতদ্ভিন্ন আরও পুষ্পজাতি অন্যান্য দেবীরও প্রীতির নিমিত্ত হয় । হে বেতাল ভৈরব ! আমি সেই সকল পুষ্পের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ৫৮

মালতী, মল্লিকা, জাতি, যূথিকা, মাধবী, পাটলা, করবীর, জবা নর্কারিকা, কুব্জ, তগর, কর্ণিকার, রোচন, আতাম্র, চম্পক, বাণ, বর্বরা, মল্লিকা, অশোক, তিলক, লোধ্র, অটরূষ, শিরীষ, শমীপুষ্প, দ্রোণ, পদ্ম, উৎপল, বরুণ, শোভাঞ্জন, পলাশ, খদির, বনমালা সীমন্তী, কুমুদ, কদম্ব, চক্র, কোকনদ, ভণ্ডিল, গিরিকর্ণিকা, নাগেশ্বর, পুন্নাগ, কেতকী, অঞ্জলিকা, দোহদা, বীজপুর, নমেরু, শাল, ত্রপুষী, চণ্ডবিল্ব, পঞ্চবিধ ঝিণ্টী ইত্যাদি সকল প্রকার কুসুম দ্বারা বরদায়িনী শিবার পূজা করিবে । ৫৯-৬৫

অপামার্গপত্র, ভৃঙ্গারকপত্র, পদ্মিনী-পত্র, বলাহকপত্র, খদিরপত্র, বঞ্জুলস্তবক,

---

১। সেমন্তী । ২। মণ্ডিলো । ৩। বঞ্জুলং স্তবকং ।

পত্রমামলকং উপ্যাদাম্রদলং পত্রমুত্তমঃ[1] ।
সর্বতো বিল্বপত্রন্তু দেব্যাঃ প্রীতিকরং মতম্ ॥ ৬৯
পুষ্পং কোকনদং পত্রং জবা বন্ধুক এব চ ।
পত্রং বিল্বস্য সর্ব্বেভ্যো বৈষ্ণবীতুষ্টিদং মতম্ ॥ ৭০
সর্ব্বেষাং পুষ্পজাতীনাং রক্তপদ্মমিহোত্তমম্ । ৭১
রক্তপদ্মসহস্রেণ যো মালাং সম্প্রযচ্ছতি ।
ভক্তিযুক্তো মহাদেব্যৈ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৭২
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ।
স্থিত্বা মম পুরে শ্রীমাংস্ততো রাজা ক্ষিতৌ ভবেৎ[2] ॥ ৭৩
পত্রেষু বিল্বপত্রন্তু দেবীপ্রীতিকরং মতম্ ।
তৎসহস্রকৃতা মালা পূর্ব্ববৎ ফলদা ভবেৎ ॥ ৭৪
কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন সামান্যেনেদমুচ্যতে ।
উক্তানুক্তৈস্তথাপুষ্পৈর্জলজৈঃ স্থলসম্ভবৈঃ ॥ ৭৫
পদ্মৈঃ সর্ব্বৈর্যথালাভং সর্ব্বৌষধিগণৈরপি ।
বনজৈঃ সর্ব্বপুষ্পৈশ্চ পত্রৈরপি শিবাং যজেৎ ॥ ৭৬
পূজয়েৎ পরমেশানীং পুষ্পাভাবেঽপি পত্রকৈঃ ।
পত্রাণামপ্যভাবে তু তৃণগুল্মৌষধাদিভিঃ ॥ ৭৭
ঔষধীনামভাবে তু তৎফলৈরপি পূজয়েৎ ।
অক্ষতৈর্বা জলৈর্বাপি তদভাবে তু সর্ষপৈঃ ॥ ৭৮

আম্র-স্তবক, অশ্বপত্র বীজপুর পত্র, কুশপত্র, দূর্বাঙ্কুর, শমীপত্র, আমলকপত্র, আম্রপত্র, ইহারা যথাক্রমে দেবীর অধিক প্রীতিকর এবং সকলের অপেক্ষা বিল্বপত্র প্রীতিকর । ৬৬-৬৯

কোকনদ, পুষ্প, জবা, বন্ধুক এবং বিল্বপত্র ইহা সর্বাপেক্ষা দেবীর অধিক তুষ্টিপ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ৭০

সকল প্রকার পুষ্পের মধ্যে রক্তপদ্মই দেবীপূজায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য । ৭১

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া সহস্র রক্তপদ্ম দ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিয়া মহাদেবীকে অর্পণ করে তাহার ফলের বিষয় শ্রবণ কর । ৭২

সে আমার নগরে শতাধিক সহস্র কল্প বাস করিয়া অন্তে পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ৭৩

পত্রের মধ্যে বিল্বপত্র দেবীর অধিক প্রীতিকর, এই বিল্বপত্রসহস্রদ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিয়া দেবীকে অর্পণ করিলে পূর্ব্বোক্ত ফললাভ হয় । ৭৪

অধিক কথা বলিয়া আর ফল কি, সামান্যতঃ এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, উক্তই হউক আর অনুক্তই হউক, জলজাত হউক বা স্থলজাত হউক, সকল প্রকার পদ্ম, তথা সকল প্রকার ঔষধি, বনজ সকল প্রকার পুষ্প এবং পত্রদ্বারা দুর্গা দেবীর পূজা করিবে । ৭৫-৭৬

পুষ্পের অভাবে সেই পরমেশ্বরী দেবীর পত্রের দ্বারা পূজা করিবে, পত্রের অভাবে তৃণ, গুল্ম এবং ওষধী দ্বারা, ওষধীর অভাবে তাহাদের ফল দ্বারা; তাহার

১। তথাদাম্রপত্রং মতং ততঃ ।
২। শ্রীমানন্তে লোকবাস্যাৎ ।

সিতৈস্তস্যাপ্যলাভে তু মানসীং ভক্তিমাচরেৎ ॥ ৭৯
বাজিদন্তকপত্রৈশ্চ পুষ্পৈর্বৈরপি পূজয়েৎ[১] ।
তুলসীকুসুমৈঃ পত্রৈরর্চয়েৎ শ্রীবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৮০
পুরশ্চরণকার্য্যেষু বিল্বপুষ্পযুতৈস্তিলৈঃ ।
সাজ্যৈঃ সঘৃতৈর্বাপি শিবাবৃদ্ধিশ্চ হুতভুঃ ।
জুহুয়াদনলং বৃদ্ধং সংস্কৃতং কামবৃদ্ধয়ে ॥ ৮১
সঙ্কল্পিতঃ কামসিদ্ধ্যৈ সংখ্যয়া যঃ কৃতো জপঃ ।
তদন্তে পূজনং যত্তু বিহিতং ক্রিয়তে দ্বিজৈঃ ।
পুরশ্চরণসংজ্ঞন্তু কীর্ত্তিতং দ্বিজসত্তমৈঃ ॥ ৮২
তস্মিন্ পুরাণকে পূর্ব্বং পূর্ব্বোক্তৈর্বিতরোদিতৈঃ ।
বিধানৈঃ পূজয়েদ্দেবীং কামাখ্যাং বৈষ্ণবীমপি ॥ ৮৩
যথাসম্ভবমেবাত্র দদ্যাৎ ষোড়শ সাধকঃ ।
উপচারাংস্তথৈবোক্তান্ বিধিকৃত্যান্ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৮৪
সম্পূর্ণং পূজনং কৃত্বা কল্পোক্তং শতধা জপেৎ ।
জপান্তে জুহুয়াদগ্নিং হোমান্তে তু বলিত্রয়ম্ ॥ ৮৫
ত্রিজাতীয়ন্ত বিতরেত্তৌর্য্যত্রিকমতঃ পরম্ ।
পত্নী স্বয়ং বা ভ্রাতা বা গুরুর্বা বিনিযোজয়েৎ ॥ ৮৬
নৈবেদ্যাদীনি সর্ব্বাণি স্বপুত্রঃ শিষ্য এব বা ।
যজ্ঞাবসানে দদ্যাত্তু গুরবে দক্ষিণাং শুভাম্ ॥ ৮৭
চামীকরং তিলাজ্যঞ্চ তদশক্তৌ তু চৈলকম্ ।
অষ্টম্যাং শুক্লপক্ষস্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
নবম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং মহাদেব্যাঃ পুরশ্চরেৎ ॥ ৮৮

অভাবে আতপ তণ্ডুল বা জল দ্বারা, তাহার অভাবে শ্বেত সর্ষপ দ্বারা, তাহারও অভাব হইলে মানসিক ভক্তি করিবে। ৭৭-৭৯

বাজিদন্তক পত্র বা পুষ্প অথবা তুলসীর পত্র ও পুষ্প দ্বারা শ্রীর বৃদ্ধি কামনায় চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিবে। ৮০

পুরশ্চরণ কার্য্যে তিলযুক্ত বিল্বপত্র দ্বারা কামনার বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রজ্বলিত এবং সংস্কৃত অগ্নিতে হোম করিবে। ৮১

কামনার বৃদ্ধির নিমিত্ত সঙ্কল্পপূর্ব্বক গণনা করিয়া যে জপ করা হয়, সেই জপের অন্তে ব্রাহ্মণগণ যে পূজা করেন, ব্রাহ্মণগণ তাহাকে পুরশ্চরণ বলিয়া অভিহিত করেন। ৮২

সেই পুরশ্চরণ কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত বিধি দ্বারা কামাখ্যা এবং বৈষ্ণবী দেবীর পূজা করিবে। সাধক এই পূজাতেও যথাসম্ভব ষোড়শ প্রকার উপচার দান করিবে, বিধি বিহিত কার্য্যের লঙ্ঘন করিবে না। ৮৩-৮৪

কল্পোক্ত পূজা সম্পূর্ণ করিয়া দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে, জপের পর হোম করিবে, তদনন্তর তিনটি বলিপ্রদান করিবে। ৮৫

তদনন্তর তিন প্রকার তৌর্য্যত্রিকের প্রয়োগ করিবে এবং পত্নী স্বয়ং ভ্রাতা অথবা গুরু অথবা স্বপুত্র কিংবা শিষ্য নৈবেদ্য আদির যোজনা করিবে। ৮৬

যজ্ঞের অবসানে গুরুকে শুভ দক্ষিণা দান করিবে। ৮৭

১। চণ্ডিকাম্।

আদদ্যাদ্ গুরুবক্ত্রাত্তু বিধিনা বিস্তরেণ তু।
কল্পোদিতেন সম্পূজ্য তিথিম্বেতাসু ভৈরব ॥ ৮৯
সম্পূর্ণপূজাং নো কৃত্বা ন দদ্যান্মন্ত্রমীপ্সিতম্।
ন পুরশ্চরণং বাপি কুর্য্যাৎ কৃত্বাঽবসীদতি ॥ ৯০
নিত্যপূজা সা তু পুনঃ সম্পূর্ণা যদি শক্যতে।
কল্পোদিতং পূজয়িতুং তদা কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৯১
ন চেদ্বিস্তরশঃ কর্ত্তুং দেব্যাঃ পূজাস্তু ভৈরব।
কল্পোক্তাং বাক্ষ্যদেবস্তু শুভ্রাঽং বিধিরুচ্যতে ॥ ৯২
মার্জ্জনাদৈস্তু সংস্কৃতা স্থণ্ডিলে মণ্ডলং লিখেৎ।
পাত্রস্য প্রতিপত্তিন্তু কৃত্বা দাহং প্লবং তথা ॥ ৯৩
ধ্যায়েদাত্মানমথ চ সংস্কৃত্যাত্মস্বরূপতঃ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্যস্ত্রপর্য্যন্তং দ্বাদশাঙ্গস্ত শুদ্ধয়ে।
অর্ঘ্যপাত্রেঽষ্টধা জপ্ত্বা উপচারান্ প্রসেচয়েৎ।
আধারশক্তিপ্রমুখং মুলবর্ণান্ প্রযুজ্য চ ॥ ৯৪
হৃদিস্থাং দেবতাং ধ্যাত্বা বহিঃকৃত্যঞ্চ বায়ুনা।
আরোপ্য মণ্ডলে দদ্যাদুপচারান্ যথাবিধি[১] ॥ ৯৫
পূজয়িত্বা ষড়ঙ্গানি তথাষ্টৌ দলদেবতাঃ।
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা জপ্ত্বা স্তুত্বা প্রণম্য চ ॥ ৯৬

ঐ দক্ষিণার দ্রব্য সুবর্ণ তিল এবং গাভী। ইহাতে অশক্ত হইলে দেবীর যোড় দক্ষিণা দিবে। শুক্লপক্ষের অষ্টমী, নবমী অথবা চতুর্দ্দশীতে জিতেন্দ্রিয় এবং ব্রহ্মচারী হইয়া মহাদেবীর পুরশ্চরণ করিবে। ৮৮

হে ভৈরব! এই সকল তিথিতে কল্পোদিত বিস্তৃত বিধি অনুসারে পূজা করিয়া গুরুবক্ত্র হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে। ৮৯

সম্পূর্ণ পূজা না করিয়া অভীপ্সিত মন্ত্র গ্রহণ করিবে না এবং পুরশ্চরণও করিবে না, যদি করে তাহা হইলে অবসাদ প্রাপ্ত হইবে। ৯০

নিত্য পূজাতেও যদি কল্পোদিত সম্পূর্ণ পূজা করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে আলস্য ত্যাগ করিয়া তাহা করিবে। ৯১

হে ভৈরব! যদি দেবীর বা অন্য দেবতার কল্পোক্ত বিস্তর পূজা করিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ বিধির অনুসরণ করিবে। ৯২

মার্জ্জনাদি দ্বারা সংস্কার করিয়া স্থণ্ডিলে মণ্ডল অঙ্কিত করিবে এবং পাত্রের প্রতিপত্তি দাহ এবং প্লব করিবে। ৯৩

তদনন্তর আত্মার অনুরূপ সংস্কার করিয়া ধ্যান করিবে। অনন্তর শুদ্ধির নিমিত্ত অঙ্গুষ্ঠাদি হইতে অস্ত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রকার ন্যাস করিয়া অর্ঘ্যপাত্রে আট বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া উপচার সকল ঐ জল দ্বারা সিঞ্চন করিয়া আধারশক্তি আদি সুমেরু পর্য্যন্ত পীঠদেবতার পূজা করিবে। ৯৪

অনন্তর হৃদয়স্থিত দেবতার ধ্যান করিয়া এবং বায়ুর সহিত হৃদয় হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া মণ্ডলে আরোপ করিয়া যথাশক্তি উপচার প্রদান করিবে। ৯৫

১। যথাশক্তিতান্—ইতি পাঠান্তরম্।

মুদ্রামগ্রে প্রদর্শ্যাথ ততঃ পশ্চাদ্বিসর্জ্জয়েৎ।
সর্ব্বেষামেব দেবানামেষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৯৭
সম্যক্ কল্পোদিতা পূজা যদি কর্ত্তুং ন শক্যতে।
উপচারাংস্তথা দাতুং পঞ্চৈতাং বিতরেত্তদা॥ ৯৮
গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ।
অভাবে পুষ্পতোয়াভ্যাং তদভাবে তু ভক্তিতঃ॥ ৯৯
সঙ্ক্ষেপপূজা কথিতা তথা বস্ত্রাদিকং পুনঃ।
পুরশ্চরণকৃত্যে[১] চ প্রদীপং শৃণু ভৈরব॥ ১০০
দীপেন লোকান্ জয়তি দীপস্তেজোময়ঃ স্মৃতঃ।
চতুর্ব্বর্গপ্রদো দীপস্তস্মাদ্দীপৈর্যজেচ্ছ্রিয়ম্॥ ১০১
সততং পুষ্পদীপাভ্যাং পূজয়েদ্ যস্তু দেবতাম্।
তাভ্যামেব চতুর্ব্বর্গঃ কথিতো নাত্র সংশয়ঃ[২]॥ ১০২
পুষ্পৈর্দেবাঃ প্রসীদন্তি পুষ্পে দেবাশ্চ সংস্থিতাঃ।
চরাচরাশ্চ সকলাঃ সদা পুষ্পরসাঃ স্মৃতাঃ॥ ১০৩
কিংবাতিবহুনোক্তেন পুষ্পজ্যোতির্মণ্ডলিকা।
পরং জ্যোতিঃ পুষ্পগতং পুষ্পেণৈব প্রসীদতি॥ ১০৪
ত্রিবর্গসাধনং পুষ্পং তুষ্টিশ্রীপুষ্টিমোক্ষদম্[৩]॥ ১০৫

তাহার পর যড়ঙ্গ পূজা, অষ্টদল দেবতার পূজা, জপ, স্তব এবং প্রণাম করিয়া তিন বার পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। ৯৬

তদনন্তর দেবতার সম্মুখে মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। সকল প্রকার দেবতারই এইরূপ পূজাবিধি জানিবে। ৯৭

যদি কল্পোক্ত সম্যক্ পূজা করিতে অক্ষম হয় এবং সকল প্রকার উপচার দান করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ পাঁচ উপচার দান করিবে। ৯৮

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য এই পাঁচ প্রকার উপচারের অভাবে পুষ্প এবং জল দিয়া পূজা করিবে এবং তাহারও অভাব হইলে কেবল ভক্তি দ্বারা পূজা করিবে। ৯৯

হে ভৈরব! সংক্ষেপ পূজা, বস্ত্রাদি এবং পুরশ্চরণ কার্য্যের বিষয় বলা হইল। এক্ষণে দীপের কথা শুন। ১০০

দীপ দ্বারা লোক জয় হয়, এই দীপ তেজোময় এবং চতুর্ব্বর্গপ্রদ, এই নিমিত্ত দীপ দ্বারা পূজা করা বিধেয়। ১০১

যে সর্ব্বদা পুষ্প দীপ দ্বারা দেবতার পূজা করে, তাহা দ্বারাই সে স্বর্গগামী হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১০২

পুষ্প দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হন, পুষ্পেই দেবতাদিগের স্থিতি এবং চরাচর সকল পুষ্পরস বলিয়া অভিহিত হয়। ১০৩

পুষ্পের অতি প্রশস্ততার বিষয় আর কত বলিব? সেই পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মা পুষ্পে বাস করেন এবং পুষ্প দ্বারাই প্রসন্ন হন। ১০৪

পুষ্প ত্রিবর্গের সাধন এবং তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রমোদদায়ক। ১০৫

১। পুরশ্চরণকৃত্যং চ।
২। তাভ্যামেব স্বর্গঃ কথিতঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ।
৩। মোদদম্॥

পুষ্পমূলে বসেদ্ ব্রহ্মা পুষ্পমধ্যে তু কেশবঃ।
পুষ্পাগ্রে তু মহাদেবঃ সর্ব্বে দেবাঃ স্থিতা দলে॥ ১০৬
তস্মাৎ পুষ্পৈর্যজেদ্দেবান্ নিত্যং ভক্তিযুক্তো নরঃ।
উচ্চারিতং নামমাত্রং জায়তে সর্ব্বভূতয়ে॥ ১০৭
ঘৃতপ্রদীপঃ প্রথমস্তিলতৈলোদ্ভবস্ততঃ।
সার্ষপঃ ফলনির্য্যাসজাতো বা রাজিকোদ্ভবঃ।
দধিজশ্চান্নজশ্চৈব দীপাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১০৮
পদ্মসূত্রভবা দর্ভগর্ভসূত্রভবাঽথবা।
শণজা বাদরী বাপি ফলকোষোদ্ভবা তথা।
বর্ত্তিকা দীপকৃত্যেষু সদা পঞ্চবিধাঃ স্মৃতাঃ॥ ১০৯
তৈজসং দারবং লৌহং মার্ত্তিকং নারিকেলজম্।
তৃণধ্বজোদ্ভবং বাপি দীপপাত্রং প্রশস্যতে॥ ১১০
দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যা তৈজসাদ্যৈস্তু ভৈরব।
বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন॥ ১১১
সর্ব্বংসহা বসুমতী সহতে ন দ্বিদং দ্বয়ম্।
অকার্য্যপাদঘাতঞ্চ দীপতাপং তথৈব চ॥ ১১২
তস্মাদ্ যথা তু পৃথিবী তাপং নাপ্নোতি বৈ তথা।
দীপং দদ্যান্মহাদেব্যৈ অন্যেভ্যোঽপি চ ভৈরব॥ ১১৩
কুর্ব্বন্ পৃথিবীতাপং যো দীপমুৎসৃজেন্নরঃ।
স তাম্রতাপং[১] নরকং প্রাপ্নোত্যেব শতং সমাঃ॥ ১১৪

পুষ্পের মূলে ব্রহ্মা বাস করেন, পুষ্পের মধ্যে কেশব এবং অগ্রভাগে মহাদেব বাস করেন, পুষ্পের দলে সকল দেবতা অবস্থান করেন। ১০৬

এই হেতু মনুষ্য ভক্তিযুক্ত হইয়া পুষ্প দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিবে। পুষ্পের নাম মাত্র উচ্চারণে সকল প্রকার বিভূতি লাভ হয়। ১০৭

প্রদীপ সাত প্রকার ;—ঘৃত প্রদীপ, তিলতৈলযুক্ত প্রদীপ, সর্ষপ-তৈলযুক্ত প্রদীপ, নির্যাসজাত প্রদীপ, রাজিকাজাত প্রদীপ, দধিজাত প্রদীপ এবং অন্নজাত প্রদীপ। ১০৮

পদ্মসূত্র ভব, দর্ভ, গর্ভসূত্র ভব, শণজা, বাদরী ফলকোষোদ্ভবা এই পাঁচ প্রকার বাতি দীপকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ১০৯

তৈজস, দারুময়, লৌহনির্মিত, মৃন্ময় এবং নারিকেলজাত এই কয় প্রকার দীপই প্রশস্ত। ১১০

হে ভৈরব! প্রদীপের আধার ও তৈজসাদির নির্ম্মাণ করিবে, অথবা বৃক্ষের উপরে দীপ দান করিবে, কদাচ ভূমিতে দীপ দান করিবে না। ১১১

বসুমতী সকলই সহ্য করেন বটে কিন্তু দুইটি সহ্য করিতে পারেন না; অকার্য্যের নিমিত্ত পদাঘাত এবং প্রদীপের তাপ। ১১২

অতএব যাহাতে পৃথিবী তাপ না পান সেইরূপে, হে ভৈরব। মহাদেবী এবং অন্য দেবতাদিগকে দীপ দান করিবে। ১১৩

পৃথিবীকে তাপ দান করে, সে ব্যক্তি তাম্রতাপ নরক প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১১৪

১। পাত্রতাপনরকং—ইতি পাঠান্তরম্।

সুবৃত্তবর্ত্তিঃ সুস্নেহঃ পাত্রেহভগ্নঃ সুদর্শনঃ[1] ।
সুস্থানে বৃক্ষকোটৌ তু দীপং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১১৫
লভ্যতে যস্য তাপস্তু দীপস্য চতুরঙ্গুলাৎ ।
ন স দীপ ইতি খ্যাতো হোমবহ্নিস্তু স শ্রুতঃ ।
নেত্রাহ্লাদকরঃ স্বর্চ্চির্ভূতাপবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১১৬
সুশিখঃ শব্দরহিতো নির্ধূমো নাতিহ্রস্বকঃ ।
দক্ষিণাবর্ত্তবর্ত্তিস্তু প্রদীপঃ শ্রীবিবৃদ্ধয়ে ॥ ১১৭
দীপবৃক্ষস্থিতে পাত্রে শুদ্ধস্নেহপ্রপূরিতে ।
দক্ষিণাবর্ত্তবর্ত্ত্যা তু চারুদীপ্তঃ প্রদীপকঃ ॥ ১১৮
উত্তমঃ প্রোচ্যতে পুত্র[2] সর্ব্বতুষ্টিপ্রদায়কঃ ।
বৃক্ষেণ বর্জ্জিতো দীপো মধ্যমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১৯
বিহীনঃ পাত্রতৈলাভ্যামধমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২০
শাণং বা বাদরং বস্ত্রং জীর্ণং মলিনমেব বা ।
উপযুক্তঞ্চ নাদদ্যাদ্বর্ত্তিকার্য্যে তু সাধকঃ ॥ ১২১
উপাদদ্যান্নবমেব সততং শ্রীবিবৃদ্ধয়ে ।
কোষজং রোমজং বস্ত্রং বর্ত্তিকার্য্যে ন চাদদেৎ ॥ ১২২
ন মিশ্রীকৃত্য দদ্যাত্তু দীপে স্নেহঘৃতাদিকান্ ।
কৃত্বা মিশ্রীকৃতং স্নেহং তামিস্রং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১২৩
বসামজ্জাস্থিনির্য্যাসৈঃ স্নেহৈঃ প্রাণাঙ্গসম্ভবৈঃ ।
প্রদীপং নৈব কুর্য্যাত্তু কৃত্বা পঙ্কেহবসীদতি ॥ ১২৪

শোভন বৃত্তাকার বর্ত্তিযুক্ত, সুস্নেহ, অভগ্নপাত্রে স্থিত, সুদৃশ্য সুস্থানে এইরূপ বৃক্ষকোষে যত্নপূর্ব্বক দীপ দান করিবে। ১১৫

যে দীপের তাপ চতুরঙ্গুলি দূর হইতে পাওয়া যায়, তাহা দীপ নয়, তাহা পাপবহ্নি বলিয়া অভিহিত হয়। ১১৬

নেত্রাদির আহ্লাদকর, শোভন অর্চ্চিযুক্ত, ভূমি তাপ বিবর্জ্জিত সুশিখ, শব্দ-শূন্য, নির্ধূম অতিহ্রস্ব এবং দক্ষিণাবর্ত্ত বর্ত্তিযুক্ত প্রদীপই শ্রীবৃদ্ধিকারক। ১১৭

দীপ যদি বৃক্ষে স্থিত হয় এবং পাত্র স্নেহদ্বারা পরিপূরিত থাকে, বর্ত্তী (সলিতা) যদি দক্ষিণাবর্ত্তে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বলভাবে জ্বলে তাহা হইলে হে পুত্র! সেই দীপই সর্ব্বোত্তম এবং সকলের তুষ্টিপ্রদ। ১১৮

যদি ঐরূপ দীপ বৃক্ষে না থাকে তাহা হইলে উহা মধ্যম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ১১৯

যদি দীপপাত্র তৈলদ্বারা হীন হয়, তাহা হইলে উহা অধম বলিয়া গণিত হয়। ১২০

সাধক শণসূত্র বা বৃক্ষের ত্বক্ নির্ম্মিত কিম্বা জীর্ণ অথবা যুক্ত অথচ মলিন বস্ত্র সলিতা নির্ম্মাণের নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না। ১২১

শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা নূতনের দ্বারাই সলিতা পাকাইবে, কোষজ বা রোমজ বস্ত্রও সলিতার নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না। ১২২

ঘৃত তৈলাদি মিশাইয়া দীপের স্নেহ করিবে না, যে ব্যক্তি ঘৃত তৈলাদি মিশাইয়া প্রদীপে স্নেহ দান করে, সে তামিস্র নরকে গমন করে। ১২৩

১। পাত্রেহভগ্নে সুদর্শনে। ২। দীপঃ।

অস্থিপাত্রেঽথ বা পচোদ্ গন্ধাদ্যিপবাসিনি।
নৈব দীপঃ প্রদাতব্যো বিদ্বদ্ভিঃ শ্রীবিবৃদ্ধয়ে[1] ॥ ১২৫
নৈব নির্বাপয়েদ্দীপং কদাচিদপি যত্নতঃ।
সততং লক্ষণোপেতং দেবার্থমুপকল্পিতম্ ॥ ১২৬
ন হরেজ্জ্ঞানতো দীপং তথা লোভাদিনা নরঃ।
দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্বাপকো ভবেৎ ॥ ১২৭
উদ্দীপ্তদীপ্তপ্রতিমঃ কাষ্ঠকাণ্ডসমুদ্ভবঃ।
বিষ্ণোর্ধ্যোত্তবমেবাথ দীপাল্লাতে নিবেদয়েৎ ॥ ১২৮
উল্মুকং নৈব দীপার্থে কদাচিদপি চোৎসৃজেৎ।*
প্রসন্নার্থন্তু তং দদ্যাদুপচারাদ্বহিষ্কৃতম্।
এবং বাং কথিতো দীপো ধূপঞ্চ শৃণুতং সুতৌ। ১২৯
নাসাক্ষিরন্ধ্রসুখদঃ সুগন্ধোঽতিমনোহরঃ।
দহ্যমানস্য কাষ্ঠস্য প্রযতস্যেতরস্য চ ॥ ১৩০
পরাগস্যাথবা ধূমো নিস্তাপো যস্য জায়তে।
স ধূপ ইতি বিজ্ঞেয়ো দেবানাং তুষ্টিদায়কঃ ॥ ১৩১
রাশীকৃতৈর্ন চৈকত্র তৈর্দ্রব্যৈঃ পরিধূপয়েৎ।
তুষাগ্নিবর্দ্ধনাং কৃত্বা ন তং ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩২
শ্রীচন্দনঞ্চ সরলঃ শালঃ কৃষ্ণাগুরুস্তথা।
উদয়ঃ সুরথঞ্চন্দো রক্তবিক্রম এব চ ॥ ১৩৩
পীতশালঃ পরিমলো বিমর্দ্দী কাশলস্তথা।
নমেরুর্দেবদারুশ্চ বিল্বসারোঽথ খাদিরঃ ॥ ১৩৪

বসা, মজ্জা এবং অস্থি নির্য্যাস প্রভৃতি প্রাণীর অঙ্গ-সমুদ্ভব স্নেহ দ্বারা প্রদীপ জ্বালিবে না। ঐরূপ স্নেহ দ্বারা প্রদীপ জ্বালিলে নরকে গমন করে। ১২৪

জ্ঞানবান্ সাধক শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষী হইয়া অস্থি নির্ম্মিত পাত্রে অথবা পচা দুর্গন্ধাদি যুক্ত পাত্রে প্রদীপ স্থাপন করিবে না। ১২৫

যত্নপূর্ব্বক কখনও লক্ষণযুক্ত এবং দেবতার নিমিত্ত উপকল্পিত প্রদীপ নির্বাণ করিবে না। ১২৬

জ্ঞানপূর্ব্বক অথবা লোভাদির বশীভূত হইয়া কখনও প্রদীপ হরণ করিবে না, কারণ দীপহরণকারী অন্ধ হয় এবং নির্ব্বাপক কাণা হয়। ১২৭

দেবতার প্রসন্নার্থ অপর উপচার হইতে পৃথক্ দীপ দান করিবে। এই ত দীপের বিষয় বলা হইল, এক্ষণে ধূপের বিষয় শ্রবণ কর। ১২৮-১২৯

নাসা এবং অক্ষিরন্ধ্রের সুখদ সুগন্ধ অতি মনোহর দহনশীল কাষ্ঠের অথবা অপর কোনরূপ পবিত্র চূর্ণ দ্রব্যের যে তাপশূন্য ধূপ উৎপন্ন হয়, তাহার নামই ধূপ, উহা দেবতাদিগের তুষ্টিপ্রদ। ১৩০-৩১

তুষাগ্নির ন্যায় ঐ সকল দ্রব্য রাশীকৃত করিয়া প্রধূপিত করিবে না, কারণ ঐরূপ করিলে তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। ১৩২

শ্রীচন্দন, সরল, সাল, কৃষ্ণাগুরু, উদয়, সুরথ, স্কন্দী, রক্তবিক্রম, পীতশাল,

---

১। সাধকানাং বিবৃদ্ধয়ে—ইতি পাঠান্তরম্।
* উদ্দীপ্তেত্যাদি-পাদষট্‌কং পুস্তকান্তরসম্মতম্।

সন্তানঃ পারিজাতশ্চ হরিচন্দনবল্লভৌ।
বৃক্ষেষু ধূপাঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিদাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৩৫
অরালঃ সহ সূত্রেণ শ্রীবাসঃ পট্টবাসকঃ
কর্পূরঃ শ্রীকরশ্চৈব পরাগঃ শ্রীহরামলৌ ॥ ১৩৬
সর্ব্বৌষধীর জাতীব বরাহশ্চূর্ণ উৎকলঃ।
জাতীকোষস্য চূর্ণঞ্চ গন্ধঃ কস্তুরিকা তথা।
ক্ষোদে বৃক্তে চ পদিতা ধূপা এতে উদাহৃতাঃ ॥ ১৩৭
যক্ষধূপো বৃক্ষধূপঃ শ্রীপিষ্টোঽগুরুসর্জ্জরঃ।
পত্রিবাহঃ পিণ্ডধূপঃ সুগোলঃ কণ্ঠ এব চ ॥ ১৩৮
অন্যোন্যযোগা নির্য্যাসা ধূপা এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এতৈর্বিধূপয়েদ্দেবান্ ধূমিভিঃ কৃষ্ণবর্ত্মনা।
যেষাং ধূপোদ্ভবৈর্গন্ধৈস্তুষ্টিং গচ্ছন্তি জন্তবঃ ॥ ১৩৯
নির্য্যাসশ্চ পরাগশ্চ কাষ্ঠং গন্ধং তথৈব চ।
কৃত্রিমশ্চেতি পঞ্চৈতে ধূপাঃ প্রীতিকরাঃ পরাঃ ॥ ১৪০
ন যক্ষধূপং বিতরেন্মাধবায় কদাচন।
ন রক্তং বিক্রমং মহ্যং সুরথং কত্রিলং তথা ॥ ১৪১
যক্ষধূপঃ পত্রিবাহঃ পিণ্ডধূপঃ সুগোলকঃ।
কৃষ্ণাগুরুঃ সকর্পূরো মহামায়াপ্রিয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪২
বৃক্ষধূপেন বা দেবীং মহামায়াং প্রপূজয়েৎ।
মেদোমজ্জাসমাযুক্তান্ ন ধূপান্ বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৪৩

পরিমল, বিমর্দ্দী, কাশন, নমেরু, দেবদারু, বিল্বশাখা, দাড়িম, সন্তান, পারিজাত, হরিচন্দন, বল্লভ, এই সকল বৃক্ষের ধূপ সকলের প্রীতিপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ১৩৩-৩৫

সূত্রের সহিত অরাল, শ্রীবাস, অমল, সর্ব্বৌষধিরজঃ, জাতিবারাহ চূর্ণ, তাহার কণা জাতীকোষের চূর্ণ, গন্ধ এবং কস্তুরিকা ইহাদের চূর্ণ করিলেও ইহারা ধূপ বলিয়া কথিত হয়। ১৩৬-১৩৭

যক্ষধূপ, বৃক্ষধূপ, শ্রীপিষ্ঠ, নির্জ্জর, পত্রিবাহ, পিণ্ডধূপ, সুগোলকণ্ঠ পরস্পর যুক্ত নির্য্যাস ধূপের এই কয়টি ভেদ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৩৮

ইহাদের অগ্নির ধূম দ্বারা দেবতা সকলকে ধূপিত করিবে, কারণ ইহাদিগের ধূমোদ্ভব গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া প্রাণিগণ তৃপ্তি লাভ করে। ১৩৯

নির্য্যাস (আটারূপ), পরাগ (গুঁড়াদ্রব্য) কাষ্ঠ, গন্ধ এবং এই পাঁচ প্রকার ধূপের আকার, ইহারা শুভদায়ক এবং প্রীতিকর। ১৪০

যক্ষধূপ এবং কাশম ইহা মাধবকে দান করিবে না এবং রক্তবিক্রম সুরথ বা কত্রিল আমাকে দিবে না। ১৪১

যক্ষধূপ, পত্রিবাহ, পিণ্ডধূপ, সুগোলক, কৃষ্ণাগুরু এবং সুকর্পূর ইহারা মহামায়ার প্রিয়। ১৪২

অথবা মহামায়া দেবীকে বৃক্ষধূপ দ্বারা পূজা করিবে। মেদ ও মজ্জাযুক্ত পরকীয়, পূর্ব্ব আঘ্রাত, অপহরণ করিয়া আনীত অথবা যাচিত ধূপ কখনই দান করিবে না। ১৪৩

পরকীয়াংস্তথাঘ্রাতাংস্তেঽপি কৃত্যাভিমর্দ্দিতান্ ।
পুষ্পং ধূপঞ্চ গন্ধঞ্চ উপাচারাংস্তথাপরান্ ।
ঘ্রাত্বা নিবেদ্য দেবেভ্যো নরো নরকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪৪
ন ভূমৌ বিতরেদ্ ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা ।
যথাতথাধারগতাং কৃত্বা তদ্বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৪৫
রক্তবিক্রমশালৌ চ সুরথঃ সুরলস্তথা[১] ।
সন্তানকো নমেরুশ্চ কালাগুরুসমন্বিতঃ ।
জাতীকোষাক্তসংযুক্তো ধূপঃ কামেশ্বরীপ্রিয়ঃ ॥ ১৪৬
ত্রিপুরায়াস্তথৈবায়ং মাতৄণামপি নিত্যশঃ ।
সর্ব্বেষাং পীঠদেবানাং রুদ্রাদীনাঞ্চ পুত্রকঃ ॥ ১৪৭
এষ বাং কথিতো ধূপঃ শৃণু তয়োরঞ্জনম্ ।
যেন তুষ্টির্ভবতি কামাখ্যা ত্রিপুরাবৈষ্ণবী তথা ॥ ১৪৮
সৌবীরং যামুনং তুত্থং ময়ূরযামুনং তথা ।
দর্ব্বিকা মেঘনীলশ্চ অঞ্জনানি ভবন্তি ষট্ ॥ ১৪৯
প্রবদ্রুক্রমঞ্চ সৌবীরং যামুনং প্রস্তরং তথা ।
ময়ূরগ্রীবকং রক্তং[২] মেঘনীলন্তু তৈজসম্ ॥ ১৫০
ঘৃষ্টানি গ্রাহ্য চৈতানি শিলায়াং তৈজসেঽথ বা ।
প্রদদ্যাৎ সর্ব্বদেবেভ্যো দেবীভ্যশ্চাপি পুত্রক ॥ ১৫১
ঘৃততৈলাদিযোগেন তাম্রাদৌ দীপবহ্নিনা ।
যদঞ্জনং জায়তে তু দর্ব্বিকা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৫২

মনুষ্য দ্বারা পুষ্প, ধূপ, গন্ধ এবং উপচার যদি আঘ্রাত হয়, তাহা হইলে দেবতাকে দিবে না, ঐ আঘ্রাত বস্তু দান করিলে নরকে গমন করে। ১৪৪

মৃত্তিকার আসনে অথবা ঘটে রাখিয়া ধূপ দান করিবে না, যেরূপ হউক, কোন প্রকার আসনে রাখিয়া উহা দান করিবে। ১৪৫

রক্তবিক্রম, শাল, সুরথ, সুরল, সন্তানক, নমেরু, কালাগুরু এই কয় প্রকার বৃক্ষসংসক্ত জাতীকোষ জন্য ধূপ কামেশ্বরী দেবীর প্রিয়। ১৪৬

হে পুত্রদ্বয়! এই ধূপ ত্রিপুরা দেবীর মাতৃগণের এবং রুদ্রাদি পীঠদেবতা সকলের নিত্য প্রিয়। ১৪৭

হে পুত্রদ্বয়! এই ধূপের বিষয় তোমাদের নিকট বলিলাম, এক্ষণে যেরূপ মহাদেবী কামাখ্যা, ত্রিপুরা ও বৈষ্ণবীর অঞ্জনের তুষ্টি হয়, সেই অঞ্জনের বিষয় শ্রবণ কর। ১৪৮

সৌবীর, যামুন, তুত্থ, ময়ূর গ্রীবক, দর্ব্বিকা এবং মেঘনীল এই ছয় প্রকার অঞ্জন প্রসিদ্ধ। ১৪৯

হে পুত্র! সৌবীর প্রবদ্রুক্রম, যামুন প্রস্তর, ময়ূরগ্রীবক রক্ত, মেঘনীল তৈজস ইহাদিগকে শিলাপট্টে অথবা তৈজসপাত্রে ঘসিয়া ঘসিয়া রস বাহির করিয়া সকল দেব ও দেবীকে দান করিবে। ১৫০-১৫১

তাম্রাদি পাত্রে ঘৃত ও তৈলাদি লিপ্ত করিয়া অগ্নিতে তাতাইলে যে অঞ্জন উৎপন্ন হয়, তাহার নাম দর্ব্বিকা। ১৫২

১। বারথঃ সরলস্তথা—ইতি পাঠান্তরম্। ২। রূপং।

সর্বাভাবে তু তজ্জাদ্দেবীভ্যো দাহজাঞ্জনম্ ।
মহামায়া জগদ্ধাত্রী কামাখ্যা ত্রিপুরা তথা
আপ্নুবন্তি মহাতোষং ষড়্ভিরেভিঃ সদাঞ্জনৈঃ ॥ ১৫৩
বিধবা নাঞ্জনং কুর্য্যান্মহামায়ার্থমুত্তমম্ ।
নাদত্তে হ্যঞ্জনং দেবী বৈষ্ণবী বিধবাকৃতম্ ॥ ১৫৪
ন মৃৎপাত্রে যোজয়েত্তু সাধকো নেত্ররঞ্জনম্ ।
ন পূজাফলমাপ্নোতি মৃৎপাত্রবিহিতাঞ্জনৈঃ ॥ ১৫৫
চতুর্বর্গপ্রদো ধূপঃ কামদং নেত্ররঞ্জনম্ ।
তস্মাদ্দ্বয়মিদং দদ্যাদ্দেবেভ্যো ভক্তিতো নরঃ ॥ ১৫৬
ইতি বাং কথিতো ধূপস্তথোক্তং নেত্ররঞ্জনম্ ।
নৈবেদ্যন্তু মহাদেব্যাঃ শৃণ্বৈকাগ্রমনাঃ পুনঃ ॥ ১৫৭

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

নিবেদনীয়ং যদ্দ্রব্যং প্রশস্তং প্রযতং তথা ।
তত্তুক্যাদ্যং পঞ্চবিধং নৈবেদ্যমিতি গদ্যতে ॥ ১
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ পেয়ঞ্চোষ্যঞ্চ পঞ্চমম্ ।
সর্বত্র চৈতন্নৈবেদ্যমারাধ্যেষ্টে নিবেদয়েৎ ॥ ২

অপর সকল প্রকার অঞ্জনের অভাবে দেবীগণকে দাহাঞ্জন দান করিবে। জগদ্ধাত্রী, মহামায়া, কামাখ্যা এবং ত্রিপুরা ইঁহারা ছয় প্রকার অঞ্জন দ্বারাই সর্বদা তৃপ্তি লাভ করেন। ১৫৩

মহামায়ার নিমিত্ত বিধবা উত্তম অঞ্জন প্রস্তুত করিবে না। বৈষ্ণবীদেবী বিধবাকৃত অঞ্জন গ্রহণ করেন না। ১৫৪

সাধক মৃৎপাত্রে নেত্রাঞ্জনের যোগ করিবে না, কারণ মৃৎপাত্রনিহিত অঞ্জন দান করিলে পূজার ফল প্রাপ্ত হয় না। ১৫৫

ধূপ চতুর্বর্গপ্রদ এবং নেত্রের অঞ্জন কামনার ফলদান করে। এজন্য লোকে ভক্তিতে এই দুইটি দেবতাকে দান করিবে। এই তোমাদিগের নিকট ধূপ এবং নেত্রের অঞ্জনের বিষয় বলা হইল, এক্ষণে একাগ্রমনে নৈবেদ্যের বিষয় শ্রবণ কর। ১৫৬-১৫৭

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯

সপ্ততিতম অধ্যায়
নৈবেদ্য

ভগবান্ বলিলেন ;—প্রশস্ত এবং পবিত্র নিবেদনীয় বস্তুর নাম নৈবেদ্য। উহা ভক্ষ্য প্রভৃতি পাঁচ প্রকার। ১

ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় ও চোষ্য ঐ পাঁচ প্রকার নৈবেদ্যের মধ্যে যাহা

তেষু প্রিয়তরং[1] দেব্যাঃ কথয়ে শৃণুতং তু বাম্।
ভক্ত্যাদিপঞ্চকৈর্দেবী দত্তৈরেবাভিতুষ্যতি।
নাদত্তে বিধিবৎ কিঞ্চিত্তস্মাত্তৈকৈতন্ন বিদ্যতে[2]। ৩
নাগরঞ্চ[3] কপিত্থঞ্চ দ্রাক্ষাং ক্রমুকমেব চ।
করকং বদরং কোলং কুষ্মাণ্ডং পনসং তথা। ৪
বকুলঞ্চ মধুকঞ্চ রসালাম্রাতকেশরম্।
আক্ষোড়ং পিণ্ডখর্জ্জুরং করুণং শ্রীফলং তথা। ৫
উড়ম্বরঞ্চ পুন্নাগং মাধবং কর্কটীফলম্।
জাম্ববং পিণ্ডখর্জ্জুরং বীজপূরঞ্চ জাম্বম্। ৬
হরীতকীমামলকং ষড়্‌বিধং নাগরঙ্গকম্।
দেবকং মধুকং শীতং পটোলং ক্ষীরবৃক্ষজম্। ৭
পাটলং শালজং বৃন্তমগ্নিজং কদলীফলম্।
তিন্দুকং কুসুমং পীতং কারবিল্লং করঞ্জকম্। ৮
গর্ভাবর্ত্তঞ্চ তৎপুষ্পং ক্ষীরস্রাব্যনঙ্গজম্।
কুমুদানাং পঙ্কজানাং ফলানি বিবিধানি চ।
বন্যানাং সকলৈর্দ্দেবীং ফলৈঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ। ৯
ঋতে শ্লেষ্মাতকং বিল্বশৈলবং বৈষ্ণবং তথা।
সর্ব্বেষাং ফলজাতীনাং মধ্যে দেবীপ্রিয়ং ফলম্। ১০
জাম্বলং মাতুলুঙ্গঞ্চ করমর্দ্দং রসালকম্। ১১
এবং ফলানি দেয়ানি কামাখ্যায়ৈ চ ভৈরব।
ত্রিপুরায়ৈ তথা সম্যক্ পীঠদেবীভ্য এব চ। ১২

দেবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি তোমরা দুজনে শ্রবণ কর। ২

ভক্ত্যাদি পঞ্চবিধ বস্তু প্রদত্ত হইলেই দেবী তুষ্ট হন। যথাবিধি দত্ত না হইলে উহা গ্রহণ করেন না। এই নিমিত্ত সকল বস্তুই নিবেদন করিবে। ৩

নাগর, কপিত্থ দ্রাক্ষা, ক্রমুক, করক, বদর, কোল, কুষ্মাণ্ড, পনস, বকুল, মধুক, রসালাম্রাতক, কেশর, আখোড় (আকরোট), পিণ্ডখর্জ্জুর, করুণ, শ্রীফল, ডহু (ডাফল), উড়ম্বর, পুন্নাগ, মাধব, কর্কটী ফল (কাঁকুড়), জাম্বব (জাম), বীজপূর, জম্বল, হরিতকী, আমলক, ছয়প্রকার নারঙ্গক (নারেঙ্গী), দেবক, মধুর, শীত, পটোল, ক্ষীরবৃক্ষজ (শশাআদি)। ৪-৭

পাটল, সালজ, বৃন্ত, অগ্নিজ, কদলীফল, তিন্দুক, কুসুম, পীত, কারবেল্ল, করঞ্জ, গর্ভাবর্ত্ত তাহার ফুল, ক্ষীরস্রাবা, অনঙ্গজ, কুমুদ ও পঙ্কজের নানাবিধ ফল এবং সকল প্রকার বন্যফল দান করিয়া দেবীর পূজা করিবে। ৮-৯

শ্লেষ্মাতক, বিল্ব, শৈলক এবং বৈষ্ণব ফলজাতির মধ্যে এই কয়েকটি ফল ভিন্ন আর সকল ফলই দেবীর প্রিয়। ১০

হে ভৈরব! মাতুলুঙ্গ, নাগর, করমর্দ্দ রসালক এইরূপ ফল কামাখ্যা দেবীকে দান করিবে। ত্রিপুরা এবং পীঠদেবীদিগকেও এই সকল ফল দান করিবে। ১১-১২

১। তেষাং প্রিয়তমং......যুবাম্।
২। নৈ তৎ নিবেদয়েৎ। ৩। জাম্বলং।

শৃঙ্গাটকং কশেরুঞ্চ শালুকঞ্চ মৃণালকম্ ।
শৃঙ্গবেরং কাঞ্চনঞ্চ স্থূলং কন্দং বক্লকম্ ।
এবমাদীনি কন্দানি দেব্যৈ সর্ব্বাণি চোৎসৃজেৎ ॥ ১৩
পরমান্নং পিষ্টকঞ্চ যাবকং কৃশরং তথা ।
মোদকং পৃথুকাদীনি কল্পপক্কানি চোৎসৃজেৎ ॥ ১৪
হবিঃশাল্যোদনং[1] দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করম্ ।
নিবেদয়েন্মহাদেব্যৈ সর্ব্বাণি ব্যঞ্জনানি চ ॥ ১৫
ক্ষীরাদিতথ গব্যানি মাহিষ্যাণি[2] চ সর্ব্বশঃ ।
অজাবিকমৃগাণাঞ্চ ক্ষীরাদীনি নিবেদয়েৎ ॥ ১৬
মধ্বাদীনি[3] চ সর্ব্বাণি গুড়ধানাঃ সিতাং তথা ।
অন্নানি চৈব পানানি মাংসানি বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৭
সর্ব্বং সুরভিগন্ধাঢ্যং ব্যঞ্জনং সুমনোহরম্ ।
শাকমাংসাদিসম্ভূতং মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১৮
আমিক্ষং পরমান্নঞ্চ দধিসর্পিঃ সশর্করম্ ।
মহাদেব্যৈ নিবেদ্যাথ বাজিমেধফলং লভেৎ ॥ ১৯
সিতাসম্মিশ্রিতাং দত্ত্বা সুরাং মধুসমন্বিতাম্ ।
দেবীলোকে চিরং স্থিত্বা রাজা ক্ষিতিতলে ভবেৎ ॥ ২০
লাঙ্গলং ক্রমুকং দত্ত্বা রুচকং করমর্দ্দকম্ ।
সৌভাগ্যমতুলং প্রাপ্য দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ২১

শৃঙ্গাটক, কশেরু (কেশুর), শালুক, মৃণাল, শৃঙ্গবের, কাঞ্চন, স্থূলকন্দ, বক্লক এই সকল কন্দও দেবীকেও উৎসর্গ করিবে । ১৩

পরমান্ন, পিষ্টক যাবক, কৃশর, মোদক, পৃথুক (চিঁড়ে) এবং লাড়ু এই সকলও দেবীকে দান করিবে । ১৪

ঘৃত ও শর্করাযুক্ত শালিধান্যের উত্তম অন্ন এবং সকল প্রকার অন্ন মহাদেবীকে দান করিবে । ১৫

গো, মহিষ, অজা, আবিক এবং মৃগ ইহাদিগের ক্ষীরও দেবীকে দান করিবে । ১৬

সকল প্রকার মধু, গুড়ধানা (গুড়েমুড়কি), শর্করা, সর্ব্ববিধ অন্ন, পান এবং মাংস ইহাও দেবীকে দান করিবে । ১৭

মধু আদি দ্রব্য সমুদয় গুড়ধানা এবং শর্করা প্রভৃতি অন্ন পান এবং ভক্ষ্য দেবীকে অর্পণ করিবে । ১৮

আমিক্ষা, পরমান্ন, শর্করার সহিত দধি ও ঘৃত এই সকল বস্তু মহাদেবীকে অর্পণ করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয় । ১৯

মিশ্রিত শর্করা, মধুসম্বলিত সুরা, ইহা দান করিলে বহুকাল দেবীলোকে বাস করিয়া পরে পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ২০

লাঙ্গল, ক্রমুক, রুচক, করমর্দ্দক এই সকলের দান করিলে অতুল সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে পূজিত হয় । ২১

---

১ । হবিষা চৌদনং দেব্যামাজ্যযুক্তং......... ।
২ । ঘৃতাদীনি ।
৩ । দধ্যাদীনি ।

মাষান্ মুদ্গান্মসুরাংশ্চ তিলান্ ভঙ্গাংস্তথৈব চ।
যবাদীংস্তথ সর্ব্বাণি যথাযোগ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ২২
যথা যথা ভবেত্তক্ষ্যং যথা দ্রব্যং তথা তথা।
সংস্কৃত্য বেশবারাদ্যৈর্মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ২৩
মহাবীরো মুনির্বাপি ব্রাহ্মণশ্চেতরোঽথ বা।
যদ্যদ্ভক্ষ্যং যমর্থঞ্চ প্রকল্প্যং স্যাদ্ যথা যথা।
তথা তথা মহাদেব্যৈ ভক্তিযুক্তো নিবেদয়েৎ ॥ ২৪
সংস্কার্য্যাণ্যথ সংস্কৃত্য যথা সংস্কারকং ভবেৎ।
সংস্কার্য্যশ্চ যথা তস্মাত্তদ্দদ্যাত্তথা তথা ॥ ২৫
যৎপূতিগন্ধসংযুক্তং দগ্ধং ভোজ্যবিবর্জ্জিতম্[1]।
তদুক্তমপি নো দদ্যান্মহাদেব্যৈ কদাচন ॥ ২৬
তাম্বূলং গন্ধসংযুক্তং কর্পূরাদ্যধিবাসিতম্।
সকৃদ্বৈর্জলজানাঞ্চ সংস্কৃতং বিনিবেদয়েৎ ॥ ২৭
বলিদানেষু বিহিতা য এব মৃগপক্ষিণঃ।
তেষাং মাংসানি মৎস্যানাং মাংসানি চ নিবেদয়েৎ ॥ ২৮
খড়্গবাধ্রীণসচ্ছাগ-মাংসৈর্মিশ্রীকৃতৈঃ কৃতম্।
ব্যঞ্জনং স্বাদুগন্ধাঢ্যং বাসিতং সুমনোহরম্ ॥ ২৯
সকৃদ্দত্বা মহাদেব্যৈ সার্ব্বভৌমো নৃপো ভবেৎ ॥ ৩০
মূলকৈরেণমাংসেন লোহপাত্রে সুসংস্কৃতম্।
ব্যঞ্জনং গঞ্জিনং দত্বা দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১

মাষ, মুগ, মসূর, তিল এবং ভঙ্গা (ভাং) এবং যব প্রভৃতি সকল প্রকার শস্য এই সকল যোগ্যতা অনুসারে দান করিবে। ২২

যেরকম ভক্ষ্য বা দ্রব্য হউক না কেন, উহা বেশবারাদি দ্বারা সংস্কার করিয়া মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। ২৩

মহাদেব, মুনি, ব্রাহ্মণ বা ইহাঁদের সামান্য লোক সকল, ইহাঁরা যে বস্তু ভোজন করেন তাহারা যেরূপে হয়, সেইরূপ করিবে এবং ভক্তিসহকারে মহাদেবীকেও সেই সেইরূপে নিবেদন করিবে। ২৪

সংস্কার্য্য বস্তুর যেমন সংস্কার করিতে হয়, সংস্কারক এবং সংস্কার যেরূপ হয়, সেই সকল বস্তু সেইরূপেই দান করিবে। ২৫

যাহা পূতিগন্ধসংযুক্ত, দগ্ধ এবং ভোজনের অযোগ্য তাহা শাস্ত্রে উক্ত হইলেও দেবীকে দান করিবে না। ২৬

গন্ধসংযুক্ত কর্পূরাদি দ্বারা অধিবাসিত তাম্বুল জলজ চূর্ণদ্বারা সংস্কৃত করিয়া দেবতাকে দান করিবে। ২৭

যে সকল মৃগ ও পক্ষী বলিদানে ছেদন করিবে তাহাদের মাংস, মৎস্যমাংস দেবতাকে দান করিবে। ২৮

গণ্ডার, বাধ্রীণস, ছাগ এবং মৎস্য ইহাদের মাংস এক এক করিয়া পাক করিলে যে ব্যঞ্জন হয় উহা গন্ধাঢ্য, সুবাসিত এবং মনোহর হয়। ২৯

ঐরূপ মাংস একবার মহাদেবীকে দান করিলে সার্ব্বভৌম রাজা হয়। ৩০

১। ভোগ্যবহিঃ কৃতম্।

খর্জ্জুরং পিণ্ডখর্জ্জুরং যবচূর্ণঞ্চ সাজ্যকম্।
বৈষ্ণব্যৈ বিনিবেদ্যৈব রাজসূয়ফলং লভেৎ॥ ৩২
কৃশরান্নপ্রদানেন সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ।
দত্ত্বৈব নারিকেলাম্বু বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥ ৩৩
জাম্বরং লবলী ধাত্রী শ্রীফলানি নিবেদ্য চ।
বহ্নিষ্টোমফলং লব্ধ্বা দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩৪
দ্রাক্ষাং সিতাসমাযুক্তাং নাগরঙ্গকসংযুতাম্।
বিনিবেদ্য মহাদেব্যৈ লক্ষ্মীবান্ রূপবান্ ভবেৎ॥ ৩৫
ধান্যঞ্চ পৃথুকং দেব্যৈ দত্ত্বা শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ॥ ৩৬
ইক্ষুদণ্ডং মুদ্গমণ্ডং নবনীতং নিবেদ্য চ।
সৌভাগ্যমুত্তমং প্রাপ্য দেবীলোকে মহীয়তে॥ ৩৭
নবনীতসমাযুক্তং তিলং দেব্যৈ নিবেদ্য চ।
ইহ কামানবাপ্যৈব মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। ৩৮
অভক্ষ্যবর্জ্জং সর্ব্বান্নং ব্যঞ্জনেন সমন্বিতম্।
ভোজ্যবৎ পরিকল্প্যাথ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ॥ ৩৯
রক্ততোয়সমাযুক্তং সলিলং নারিকেলজম্।
ক্ষীরাজ্যমধুভির্মিশ্রং সিতাদধিসমন্বিতম্।
যস্তৈজসেন পাত্রেণ পেয়ং দেব্যৈ নিবেদয়েৎ।
ভক্তিপ্রবণচিত্তেন তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ৪০
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
স্থিত্বা দেবীপুরে ধীরঃ সার্ব্বভৌমো ভবেৎ ক্ষিতৌ॥ ৪১

মূলক এবং হরিণ মাংস একত্র করিয়া লৌহপাত্রে সংস্কৃত করিয়া যে সুগন্ধি ব্যঞ্জন উৎপন্ন হয় তাহা দান করিলে দেবী-লোক প্রাপ্ত হয়। ৩১

খর্জ্জুর, পিণ্ডখর্জ্জুর, সঘৃত যবচূর্ণ এই সকল বস্তু বৈষ্ণবীকে নিবেদন করিয়া রাজসূয় ফললাভ হয়। ৩২

কৃশরান্ন প্রদান করিলে অতুল সৌভাগ্যের লাভ হয় এবং নারিকেলের জল দান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়।

জাম্বুর, লবলী, ধাত্রী এবং শ্রীফল দান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে গমন করে। ৩৪

দ্রাক্ষা, শর্করা এবং নাগরঙ্গ ইহা মহাদেবীকে নিবেদন করিলে লক্ষ্মীবান্ এবং রূপবান্ হয়। ৩৫

ধানা এবং পৃথুক দেবীকে দান করিলে লক্ষ্মীযুক্ত হয়। ৩৬

ইক্ষুদণ্ড, মুদ্গমণ্ড এবং নবনীত নিবেদন করিয়া অতুল সৌভাগ্যের সহিত দেবীলোক প্রাপ্ত হয়। ৩৭

নবনীতযুক্ত তিল দেবীকে দান করিয়া ইহলোকে সমস্ত অভিলাষ প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তর মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৩৮

যে মনুষ্য রক্ততোয় সমাযুক্ত নারিকেল জল, ক্ষীর, ঘৃত মধুমিশ্রিত এবং শর্করা ও দধিযুক্ত পেয় বস্তু তৈজস পাত্রে রাখিয়া দেবীকে দান করে, ভক্তি-প্রবণ চিত্তে তাহার পুণ্য ফল শ্রবণ কর। ৩৯-৪০

ততঃ পরন্তু কৈবল্যমাপ্নোতি চ যথেচ্ছয়া।
কলায়ঞ্চ সনীবারং কৃথিতং দধিসংযুতম্।
মহাদেব্যৈ নিবেদ্যৈব কামমিষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪২
মরীচং পিপ্পলীকোলং জীরকং তণ্ডুলং তথা।
সংস্কারে চ সমক্ষে চ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৪৩
তিন্তিড়ীং খণ্ডসংযুক্তাং ভক্তিযুক্তো নিবেদ্য চ।
জ্যোতিষ্টোমফলং লব্ধ্বা দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪
রাজমাষং মসুরঞ্চ পালঙ্কঞ্চাথ পোতিকাম্।
কালশাকং কলায়ঞ্চ ব্রাহ্মীমূলকমেব চ ॥ ৪৫
বাস্তুকঞ্চ কলম্বীঞ্চ কঞ্চুকং হিলমোচিকাম্।
চক্রং বিক্রমপত্রঞ্চ তথৈব চ পুনর্নবাম্ ॥ ৪৬
শাকানেতান্ মহাদেব্যৈ যোজয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ।
সোঽতুলাং শ্রিয়মাপ্নোতি মম লোকে মহীয়তে ॥ ৪৭
শ্রদ্ধাপরীতিসংস্কার-ভক্তিদ্রবাভিসম্ভ্রমম্।
রাগাধিক্যাৎ ফলাধিক্যং হীনাদ্বৈ হীনতাং ব্রজেৎ ॥ ৪৮
মন্ত্রকালবিরুদ্ধানি নৈবেদ্যানি কদাচন।
দেবেভ্যো নোপযুঞ্জীত গুরুতাবিহিতানি চ ॥ ৪৯
রাজতে বাঽথ সৌবর্ণে তাম্রে বা প্রস্তরেঽপি চ।
পদ্মপত্রেঽথ বা দদ্যান্নৈবেদ্যং মৎপ্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥ ৫০
তৈজসেষু চ পাত্রেষু সৌবর্ণং তাম্রমেব বা।
প্রাশনার্থমুপাদদ্যাদর্ঘ্যপাত্রার্থমেব বা ॥ ৫১

সেই মনুষ্য শতাধিক সহস্র কোটিকল্প দেবীর সম্মুখে বাস করিয়া পরে পৃথিবীতে সার্ব্বভৌম রাজা হয়। ৪১

তাহার পর চারিপ্রকার কৈবল্যের মধ্যে যেরূপ কৈবল্য ইচ্ছা করে তাহাই প্রাপ্ত হয়। নীবার ও কলায় দধির সহিত একত্র কুট্টিত করিয়া যদি মহাদেবীকে দান করে, আপনার অভীপ্সিত প্রাপ্ত হয়। ৪২

মরীচ, পিপ্পলী, কোল, জীরক, তণ্ডুল ইহাদের সংস্কার করিয়া মহাদেবীর সমক্ষে নিবেদন করিবে। খণ্ডযুক্ত তিন্তিড়ী ভক্তিসহকারে নিবেদন করিলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া দেবীলোক প্রাপ্ত হয়। ৪৩-৪৪

রাজমাষ, মসুর, পালঙ্ক, পোতিকা, কালশাক, কলায়, ব্রাহ্মীশাক, মূলক, বাস্তুক, কলম্বী, চট্টক, হিলমোচিকা, চুক্র, বিক্রমপত্র এবং পুনর্ণবা, যে মনুষ্য এই সকল শাক ভক্তিসহকারে দেবীকে প্রদান করে, সে অতুল লক্ষ্মী লাভ করিয়া আমার লোকে পূজ্য হয়। ৪৫-৪৭

শ্রদ্ধা, পরীতি, সংস্কার, ভক্তি, দ্রব, অভিমন্ত্রণ এবং অনুরাগ ইহাদিগের যেমন যেমন আধিক্য হইবে, সেইরূপ সেইরূপ ফলের আধিক্য হইবে এবং ইহাদের হীনতা হইলে ফলেরও হীনতা হইবে। ৪৮

মন্ত্র এবং কালবিরুদ্ধ এবং গুরুতারসমন্বিত নৈবেদ্য কখনই দেবতাকে অর্পণ করিবে না। রজত, সৌবর্ণ এবং তাম্রপাত্রে অথবা প্রস্তরের কিম্বা পদ্মপাত্রে আমার প্রিয়ার প্রিয় নৈবেদ্য দান করিবে। ৪৯-৫০

মজ্জদারুময়ং বাপি পাত্রং মধ্যমমিষ্যতে।
সর্বালাভে তু মাহেয়ং স্বহস্তঘটিতং যদি ॥ ৫২
এতদ্বাং কথিতং পুত্রৌ নৈবেদ্যং বৈষ্ণবীপ্রিয়ম্।
কামাখ্যায়াস্তথা দেব্যাস্ত্রিপুরায়া বিশেষতঃ।
প্রদক্ষিণনমস্কারৌ সাম্প্রতং শৃণুতং যুবাম্ ॥ ৫৩

ইতি কালিকাপুরাণে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ পুনঃ।
দক্ষিণং দর্শয়ন্ পার্শ্বং মনসাপি[১] চ দক্ষিণঃ ॥ ১
সকৃৎ ত্রির্বা বেষ্টয়েয়ুর্দেবাঃ প্রীতিঃ প্রজায়তে।
স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্বদেবৌঘতুষ্টিদঃ ॥ ২
অষ্টোত্তরশতং যস্তু দেব্যাঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্।
স সর্বকামমাসাদ্য[২] পশ্চান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩
(মনসাপি চ যো দদ্যাদ্দেব্যৈ ভক্ত্যা প্রদক্ষিণম্।
প্রদক্ষিণাদ্ যমগৃহে নরকাণি ন পশ্যতি।)*

তৈজসপাত্রের মধ্যে সৌবর্ণ অথবা তাম্রপাত্রে ভোজন অর্ঘ্যপাত্রের জন্য অর্পণ করিবে। ৫১

মজ্জ দারুময় পাত্র মধ্যম বলিয়া প্রসিদ্ধ এ সকল পাত্রের অভাব হইলে আপনার হস্ত নির্মিত মৃন্ময় পাত্রের ব্যবহার করিবে। ৫২

হে পুত্রদ্বয়! বৈষ্ণবী কামাখ্যা ও ত্রিপুরার বিশেষ প্রিয় নৈবেদ্যের বিষয় তোমাদিগকে বলিলাম। এক্ষণে তোমরা দুজনে প্রদক্ষিণ ও নমস্কারের কথা শুন। ৫৩

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০

একসপ্ততিতম অধ্যায়

নমস্কার

ভগবান্ বলিলেন,—দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া স্বয়ং নম্রশিরা হইয়া দেবতাকে নিজের দক্ষিণ পার্শ্ব দেখাইয়া মনে মনে উদারভাব অবলম্বন করিয়া একবার বা তিনবার যে দেবতার প্রীতিকর বেষ্টন করা হয়, তাহার নাম প্রদক্ষিণ। ইহা সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ।১-২

যে ব্যক্তি দেবীর অষ্টোত্তর শত প্রদক্ষিণ করে, সে সকল প্রকার কামনা লাভ করিয়া অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৩

১। দক্ষিণা। ২। সর্বান্ কামান্ সমাসাদ্য।
* পুস্তকান্তর-ধৃতোঽয়মধিকঃ পাঠঃ।

কায়িকো বাগ্‌ভবশ্চৈব মানসস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
নমস্কারঃ স্তত্ত্বজ্ঞৈস্ত-রুত্তমাধমমধ্যমঃ ॥ ৪
প্রসার্য্য পাদৌ হস্তৌ চ পতিত্বা দণ্ডবৎক্ষিতৌ।
জানুভ্যামবনিং গত্বা শিরসাস্পৃশ্য মেদিনীম্।
ক্রিয়তে যো নমস্কার উত্তমঃ কায়িকস্তু সঃ ॥ ৫
জানুভ্যাং ন ক্ষিতিং স্পৃষ্ট্বা[১] শিরসাস্পৃশ্য মেদিনীম্।
ক্রিয়তে যো নমস্কারো মধ্যমঃ কায়িকঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
পুটীকৃত্য করৌ শীর্ষে দীয়তে যদ্‌ যথা তথা।
অস্পৃষ্ট্বা জানুশীর্ষাভ্যাং ক্ষিতিং সোঽধম উচ্যতে ॥ ৭
যা স্বয়ং গদ্যপদ্যাভ্যাং ঘটিতাভ্যাং নমস্কৃতিঃ।
ক্রিয়তে ভক্তিযুক্তেন বাচিকস্তূত্তমস্তু সঃ ॥ ৮
পৌরাণিকৈর্বৈদিকৈর্ব্বা মন্ত্রৈর্ব্বা ক্রিয়তে নতিঃ।
স মধ্যমো নমস্কারো ভবেদ্বাচনিকঃ সদা ॥ ৯
যত্তু মানুষবাক্যেন নমনং ক্রিয়তে সদা।
স বাচিকোঽধমো জ্ঞেয়ো নমস্কারেষু পুত্রকৌ ॥ ১০
ইষ্টমধ্যানিষ্টগতৈর্মনোভিস্ত্রিবিধং পুনঃ।
নমনং মানসং প্রোক্তমুত্তমাধমমধ্যমম্ ॥ ১১
ত্রিবিধে চ নমস্কারে কায়িকশ্চোত্তমঃ স্মৃতঃ।
কায়িকৈস্তু নমস্কারৈর্দেবাস্তুষ্যন্তি নিত্যশঃ ॥ ১২

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা কায়িক, বাচিক এবং মানসিক-নমস্কারের এই তিন প্রকার ভেদ করিয়াছেন। ৪

ইহারা প্রত্যেকে আবার উত্তম অধম এবং মধ্যম এই তিন প্রকার। জানুদ্বয় এবং মস্তক দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়; তাহা উত্তম কায়িক নমস্কার। ৫

জানু দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া কেবল মস্তক দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহা মধ্যম কায়িক। ৬

জানু বা মস্তক এই উভয়াঙ্গ দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া কেবল দুটি হাত একত্র করিয়া মস্তকে ঠেকাইয়া যে নমস্কার করা হয় তাহার নাম অধম নমস্কার। নিজে গদ্য পদ্য রচনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যে নমস্কার করা হয় তাহার নাম উত্তম বাচিক। ৭-৮

পৌরাণিক বা বৈদিক নমস্কার মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম মধ্যম বাচিক। ৯

ভাষাবাক্য দ্বারা যে নমস্কার করা হয়, হে পুত্রদ্বয়! উহা বাচিক নমস্কারের মধ্যে অধম জানিবে। ১০

ইষ্ট, মধ্য এবং অনিষ্টগত মন দ্বারা যে তিন প্রকার নমস্কার করা হয়, উহাদের নাম মানস নমস্কার এবং উহারাও যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম এবং অধম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১১

তিন প্রকার নমস্কারের মধ্যে কায়িক নমস্কারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কায়িক নমস্কার দ্বারাই দেবী সর্ব্বদা তুষ্ট হন। ১২

১। জানুভ্যাং ক্ষিতিমস্পৃষ্ট্বা।

[1]অয়মেব নমস্কারো দণ্ডাদিপ্রতিনামভিঃ।
প্রণাম ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স পূর্ব্বং প্রতিপাদিতঃ॥ ১৩
নৈবেদ্যেন ভবেৎ সর্ব্বং নৈবেদ্যেনামৃতং ভবেৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষশ্চ নৈবেদ্যেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ১৪
সর্ব্বযজ্ঞময়ং নিত্যং নৈবেদ্যং সর্ব্বতুষ্টিদম্।
জ্ঞানদং কামদং পুণ্যং সর্ব্বভোগ্যময়ং তথা॥ ১৫
মনসাপি মহাদেব্যৈ নৈবেদ্যং দাতুমিচ্ছতি।
যো নরো ভক্তিযুক্তঃ সন্ স দীর্ঘায়ুঃ সুখী ভবেৎ॥ ১৬
মহামায়াং সদা[2] দেবীমর্চ্চয়িষ্যামি ভক্তিতঃ। ১৭
নানাবিধৈস্তু নৈবেদ্যৈরিতি চিন্তাকুলস্তু যঃ।
স সর্ব্বকামান্ সম্প্রাপ্য মম লোকে মহীয়তে॥ ১৮
মনসাপি চ যো দদ্যাদ্দেব্যৈ ভক্ত্যা প্রদক্ষিণম্।
স দক্ষিণে যমগৃহে নরকাণি ন পশ্যতি॥ ১৯
দেবমানুষগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
নমস্কারেণ তুষ্যন্তি মহাত্মানঃ সমন্ততঃ॥ ২০
নমস্কারেণ লভতে চতুর্ব্বর্গং মহামতিঃ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বসিদ্ধ্যর্থং নতিরেব প্রশস্যতে॥ ২১
নত্যা বিজয়তে লোকান্নত্যায়ুরপি বর্দ্ধতে।
নমস্কারেণ দীর্ঘায়ুরচ্ছিন্না লভতে প্রজাঃ॥ ২২

এই নমস্কারই দণ্ডাদি প্রতিপত্তি দ্বারা যুক্ত হইয়া প্রণাম নামে অভিহিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১৩

নৈবেদ্য দ্বারা সকল সিদ্ধ হয়, নৈবেদ্য দ্বারা অমৃত লাভ হয়। ধর্ম্ম, কাম, অর্থ এবং মোক্ষ, ইহারা সকলে নৈবেদ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৪

নৈবেদ্য সর্ব্বযজ্ঞময় এবং সকলের তুষ্টিপ্রদ, ইহা জ্ঞান ও কামদায়ক, পবিত্র এবং সকল ভোগ্যস্বরূপ। ১৫

যে মনুষ্য মহাদেবীকে মনঃকল্পিত নৈবেদ্যও দান করিতে ইচ্ছা করে, সে দীর্ঘায়ুঃ এবং সুখী হয়। ১৬

যে ব্যক্তি দেবী মহামায়াকে শক্তি অনুসারে নানাবিধ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিব, এইরূপ চিন্তায় আকুল হয়, সে সকল প্রকার কাম প্রাপ্ত হইয়া আমার লোকে পূজিত হয়। ১৭

যে ব্যক্তি দেবীকে মনে মনেও ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করে, তাহার দক্ষিণ দিকে যমের গৃহে নরক দেখিতে হয় না। ১৮

দেব, মানুষ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ এবং সকল মহাত্মাগণ নমস্কার দ্বারা তুষ্টি লাভ করেন। ১৯

মহামতি মনুষ্য নমস্কারদ্বারাই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বত্র সর্ব্ব সিদ্ধির নিমিত্ত নমস্কারই প্রশস্ত উপায়। ২০

নমস্কার দ্বারা লোক সকল বিজিত হয়, আয়ু বর্দ্ধিত হয়, প্রজাগণ নমস্কার দ্বারা অচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ুঃ লাভ করে। ২১

১। স্বয়মেব……প্রতিপত্তিভিঃ
২। মহামায়াং মহাদেবীমর্চ্চয়িষ্যামি শক্তিতঃ।

নমস্কুরু মহাদেব্যৈ প্রদক্ষিণমথো কুরু।
নৈবেদ্যং দেহি বিপুলমিতি যো ভাষতে মুহুঃ ॥ ২৩
সোঽপি কামানবাপ্যেহ মম লোকে প্রমোদতে।
বিদধাতি চ নৈবেদ্যং মহাদেব্যৈ সুভক্তিমান্ ॥ ২৪
দাতুঃ প্রতি নরঃ সোঽপি দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ।
ইতি বাং কথিতাঃ সম্যগুপচারাস্তু ষোড়শ।
কিমন্যচ্ছ্রোতুকামং বাং তৎ কথয়িষ্যামি পৃচ্ছতোঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষোড়শোপচারনির্ণয়ে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

কামাখ্যায়াশ্চ মাহাত্ম্যং গুপ্তঞ্চ[১] বদামি বাম্।
সাঙ্গং তৎসরহস্যঞ্চ শৃণু বেতাল ভৈরব ॥ ১
একদা গরুড়েনাত্র বিষ্ণুর্বিষ্ণুপরায়ণৌ[২]।
গচ্ছন্ দেবীং তু কামাখ্যাং নীলস্থামাসসাদ হ ॥ ২
আসাদ্য তং গিরিশ্রেষ্ঠমবজ্ঞায় স কেশবঃ।
গচ্ছ গচ্ছেতি গরুড়ং নোদয়ামাস তং গতৌ ॥ ৩
ততঃ দেবী মহামায়া কামাখ্যা জগতাং প্রসূঃ।
গরুড়েন সমং কৃষ্ণং স্তম্ভয়ামাস রোদসী ॥ ৪

"মহাদেবীকে নমস্কার এবং প্রদক্ষিণ কর এবং বিপুল নৈবেদ্য দান কর" যে ব্যক্তি বারংবার এই বাক্য উচ্চারণ করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে সমুদয় কাম প্রাপ্ত হইয়া অন্তে আমার লোকে পূজ্য হয়। ২২-২৩

যে ভক্তিমান্ মনুষ্য মহাদেবীকে নৈবেদ্য দান করিবার নিমিত্ত বিধানও করে, সে দেবীলোক প্রাপ্ত হয়। ২৪

এই তোমাদের নিকট ষোড়শ উপচারের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে আর শুনিতে তোমাদের ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর; আমি বলিব। ২৫

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭১

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

কামাখ্যা-কবচ

ভগবান্ বলিলেন,—হে বেতাল ও ভৈরব! এক্ষণে তোমাদের নিকট সাঙ্গ এবং সরহস্য কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য এবং কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। ১

কোন কালে বিষ্ণু গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া আকাশপথে যাইতে যাইতে নীলগিরিস্থিত কামাখ্যা দেবীকে প্রাপ্ত হইলেন। ২

সেই গিরিশ্রেষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াও বিষ্ণু অবজ্ঞাপূর্ব্বক (সেখানে দর্শন না করিয়া) চল চল বলিয়া গরুড়কে যাইতে প্রেরণ করিলেন। ৩

১। কবচঞ্চ। ২। ......পরায়ণে।

স তু গন্তুং মহামায়া-মায়য়া পরিমোহিতঃ[1] ।
ন গন্তুমথ বাগন্তুমশকৎ স্তম্ভবৎ স্থিতঃ ॥ ৫
অশক্তং গরুড়ং দৃষ্ট্বা গমনে গরুড়ধ্বজঃ ।
ক্রুদ্ধস্তং পর্বতশ্রেষ্ঠমুৎসারয়িতুমুদ্যতঃ ॥ ৬
ততঃ করাভ্যাং তং শৈলং ক্রোড়ীকৃত্য জগৎপতিঃ ।
অভূৎ ক্ষমশ্চালয়িতুং মনাগপি ন কেশবঃ ॥ ৭
তং চিচালয়িষুং শৈলং কামাখ্যা ক্রোধতৎপরা ।
সিদ্ধসূত্রেণ বৈকুণ্ঠং ববন্ধ গরুড়েন হি ॥ ৮
তং বদ্ধা সিদ্ধসূত্রেণ গ্রাহাগ্রে লবণার্ণবে ।
চিক্ষেপ হেলয়া দেবী সক্ষেপাৎ প্রাপতজ্জলম্ ॥ ৯
তং সাগরতলং প্রাপ্তং পুনরেব স্বমায়য়া ।
যন্ত্রয়িত্বা মহাক্রম্য জগ্রাহাক্কতলস্থিতম্[2] ॥ ১০
স প্রযত্নেন মহতা নোৎপ্লুতিং কর্তুমিষ্টবান্ ।
মহাযত্নং প্রকুর্বাণঃ পুনরুন্মজ্জনে[3] হরিঃ ॥ ১১
তস্যাসারং প্রসারঞ্চ কামাখ্যা প্রত্যষেধয়ৎ ।
জ্ঞানোদ্গমনমপ্যস্য সা দেবী প্রত্যষেধয়ৎ ॥ ১২
ততঃ প্রজ্ঞানরহিতঃ প্রসারাসারবর্জ্জিতঃ ।
গরুড়েন সমং তোয়তলে শীর্ণমভূচ্চিরম্ ॥ ১৩

তখন জগৎপ্রসবিনী মহামায়া কামাখ্যা দেবী গরুড়ের সহিত সেই বিষ্ণুকে আকাশপথেই স্তম্ভিত করিলেন। ৪

গরুড় যাইতে যাইতে মহামায়ার মায়ায় বিমোহিত হইয়া সহসা গমন ও প্রত্যাগমন কিছুই না করিতে সমর্থ হইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ৫

তখন গরুড়াসন নারায়ণ গরুড়কে গমনে অশক্ত দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া সেই পর্বতশ্রেষ্ঠ পর্বতকে নড়াইতে উদ্যত হইলেন। ৬

অনন্তর জগৎপতি বিষ্ণু দুই হস্তদ্বারা সেই পর্বতকে জড়াইয়া ধরিয়া অল্পও নড়াইতে সক্ষম হইলেন না। ৭

এদিকে কামাখ্যা দেবী ক্রোধে অধীর হইয়া সেই পর্বত চালাইতে উদ্যত বিষ্ণুকে গরুড়ের সহিত সিদ্ধসূত্র দ্বারা বদ্ধ করিলেন। ৮

গ্রাহের ন্যায় উগ্ররূপ সিদ্ধসূত্র দ্বারা তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া দেবী কামাখ্যা অবলীলাক্রমে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহাতে তিনি সাগরমধ্যে ভূতলে পতিত হইলেন। ৯

সেই সাগরতল-স্থিত বিষ্ণুকে পুনর্ব্বার নিজের মায়া দ্বারা আবদ্ধ করিয়া সাগরতলেই তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ১০

তিনি অতিশয় যত্ন করিয়া উত্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং উঠিবার নিমিত্তও বারংবার যত্ন করিতে লাগিলেন। ১১

তখন, কামাখ্যাদেবী তাঁহার নড়ন-চড়ন ও জ্ঞানোদ্গমের নিরোধ করিলেন। ১২

তাহাতে সেই বিষ্ণু জ্ঞান ও চেষ্টাশূন্য হইয়া গরুড়ের সহিত সেই সমুদ্রতলে অনেকক্ষণ শীর্ণের মত অবস্থান করিলেন। ১৩

১। মোহিতঃ খগঃ। ২। ......জলস্থিতম্ ৩। ......মর্জ্জনে......।

মার্গমাণস্তু তং ব্রহ্মা সাগরান্তরসংস্থিতম্ ।
হরিমাসাদয়ামাস বিশীর্ণং প্রাকৃতং যথা ॥ ১৪
তমাসাদ্য সতার্ক্ষ্যন্তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
হস্তাভ্যাং তং সমাদায় বোৎপ্লাবয়িতুমিষ্টবান্[১] ॥ ১৫
তমুৎপ্লাবয়িতুং শক্তো নাভূল্লোকপিতামহঃ ।
স্বয়ঞ্চ দেবীমায়াভির্বদ্ধঃ সন্ বিস্ময়ন্ স্থিতঃ ॥ ১৬
মার্গমাণাস্তু তে সর্ব্বে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।
চিরেণ চাথ কালেন সমাসেদুর্জ্জলান্তরে ॥ ১৭
তাবাসাদ্য ততঃ সর্ব্বে সুরাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।
সমুৎপ্লাবয়িতুং যত্নং চক্রুর্নাশক্নুবংশ্চ তে ॥ ১৮
ততঃ সর্ব্বেঽপি তে দেবা মোহিতা মায়য়া ভৃশম্ ।
বিধিবিষ্ণু স্থিতৌ যত্রতত্রৈব তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ১৯
মার্গমাণোঽথ তান্ সর্ব্বান্ দেবান্ দেবগুরুস্তদা ।
বৃহস্পতির্হরং হিমবত্সানুসংস্থিতম্ ॥ ২০
সমাসাদ্য স দেবানাং বৃত্তান্তং দেবপূজিতঃ ।
পৃষ্টবান্ সাদরং সম্যক্ স্তুত্বা নত্বা যথাবিধি ॥ ২১

গুরুরুবাচ—

মহাদেব জগদ্ধাম জগৎপ্রশমকারণ ।
শক্রাদীন্মার্গমাণোঽহং দেবাংস্ত্বাং সমুপস্থিতঃ ॥ ২২
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ন ব্রহ্মসদনে নাপি নাকতঃ ।
সংস্থিতৌ নাপি কুত্রাপি জ্ঞায়েতে স্বপ্নদা যথা ॥ ২৩

এমন সময় ব্রহ্মা তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সাগরে মনুষ্যের মত বিশীর্ণ ভাবে অবস্থিত দেখিলেন। ১৪

লোকপিতামহ ব্রহ্মা গরুড়ের সহিত তাঁহাকে সেই ভাবে অবস্থিত দেখিয়া দুই হাতে করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৫

লোকপিতামহ ব্রহ্মা নিজে দেবীর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে উঠাইতে সমর্থ হইলেন না, তাহাতে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ১৬

অনন্তর শক্র আদিদেবতা ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু এই দুইজনকে খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক কালের পর গভীর জলমধ্যে দেখিতে পাইলেন। ১৭

সেই শক্র আদি দেবগণ তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে উঠাইতে যত্ন করিলেন, কিন্তু অসমর্থ হইলেন। ১৮

তাহার পর সেই দেবগণ মায়া দ্বারা অতিশয় মোহিত হইয়া বিধাতা এবং বিষ্ণু যেখানে সেই ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে সেই ভাবে অবস্থান করিলেন। ১৯

অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি সেই সকল দেবগণকে অন্বেষণ করিতে হিমালয়ের সানু-প্রদেশে অবস্থিত মহাদেবের নিকট অবস্থিত হইয়া সেই ত্রিপুরারি দেবকে যথাবিধি স্তব এবং প্রণাম করিয়া দেবগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ২০-২১

হে জগদ্ধাম জগৎকারণের কারণ মহাদেব! আমি শক্রাদিদেবগণকে অন্বেষণ করিতে আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম। ২২

১। বোত্তোলয়িতু......।

তদিমং সংশয়ং দেব ছিন্ধি ত্বং দেবদেবতাঃ[1] ।
কুত্র তিষ্ঠন্তি কস্মাদ্বা তথা ভূতা হ্যবস্থিতাঃ ॥ ২৪
অনুযাস্যামি তান্ সর্ব্বানুপদেশাত্তব প্রভো ।
তেষাং স্থিতিং ত্বং কথয় যদি তে বর্ত্ততে দয়া ॥ ২৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তদুদ্দেশমহং পুনঃ ।
তৎসর্ব্বমুক্তবান্ কর্ম্ম যথা বদ্ধাশ্চ মায়য়া ॥ ২৬
অবজ্ঞাতা মহাদেবী মহামায়া জগন্ময়ী ।
তেন তন্মায়য়া বদ্ধো বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি সাগরে ॥ ২৭
তং মার্গমাণাস্ত্রিদশা ব্রহ্মাদ্যা মায়য়া পুনঃ ।
নিবদ্ধা নিকটে তস্য স্থিতাশ্চাত্যর্থসংযতাঃ ॥ ২৮
তাংস্তু মার্গয়িতুং যাসি যদিহ ত্বং ময়া বিনা ।
বদ্ধস্তথৈব ত্বং চাপি নায়াতুং ভবিতা প্রভুঃ ॥ ২৯
তস্মাদ্যাস্যাম্যহং তত্র যত্রাস্তে গরুড়ধ্বজঃ ।
ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাস্তথা গুপ্তান্মোচয়িষ্যে চ তান্ ক্রমাৎ ॥ ৩০
ইত্যুক্ত্বা গুরুণা সার্দ্ধং সম্ভূয় স বৃষধ্বজঃ ।
দেবৌঘা যত্র তিষ্ঠন্তি গতস্তত্র মহেশ্বরঃ ॥ ৩১
তত্র গত্বা মহাদেবো বিষ্ণুমাভাষ্য কেশবম্ ।
সর্ব্বাংস্তান্ পরিপপ্রচ্ছ কিমর্থং সংস্থিতাস্ত্বিহ ॥ ৩২

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইঁহারা ব্রহ্মসদনে বা স্বর্গে ? যেমন অন্য সময় তাঁহারা সেই সেই স্থানে লক্ষিত হইতেন । ২৩

অতএব হে দেব ! সংশয়চ্ছেদন করুন, দেবতা সকলে এক্ষণে কোথায় অবস্থিত এবং কেনই বা তাঁহারা সেইরূপ অবস্থিত ? ২৪

হে প্রভো ! আমি আপনার উপদেশ অনুসারে সেই সকল দেবতার অনুসরণ করিব । আপনার যদি দয়া থাকে, তাহা হইলে সেই দেবতারা কোথায় বলিয়া দিউন । ২৫

তাঁহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি দেবতাদিগের সেই সকল কার্য্যের উল্লেখ করিলাম, যে জন্য তাঁহারা মহামায়া কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন । ২৬

জগন্ময়ী মহাদেবী মহামায়াকে বিষ্ণু অবজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মায়াদ্বারা আবদ্ধ হইয়া সাগরে অবস্থান করিতেছেন । ২৭

সেই বিষ্ণুর অন্বেষণে তৎপর ব্রহ্মা আদি দেবগণ আবার মায়াবলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটে বাস করিতেছেন । ২৮

অতএব যদি তুমি আমাকে সঙ্গে না লইয়া তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতে সেই স্থানে গমন কর তাহা হইলে তুমিও মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকিবে । ২৯

আর আসিতে সমর্থ হইবে না । অতএব যেখানে নারায়ণ এবং ব্রহ্মাদি-দেবগণ অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে আমিও গমন করিব এবং ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে মোচনও করিব । ৩০

এই কথা বলিয়া ভগবান্ মহাদেব বৃহস্পতির সহিত একত্র যেখানে সমুদয় দেবগণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন । ৩১

---

১ । তৎসমবো নাস্তি দেবতা ।

গতাগতবিহীনাশ্চ জড়বজ্ জ্ঞানবর্জ্জিতাঃ।
কিমর্থমভবন্ দেবাস্তন্মে ভাষন্ত সম্প্রতি ॥ ৩৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মহাদেবস্য কেশবঃ।
শনৈর্ভর্গমুবাচেদং ব্রহ্মাদীনাং পুরস্তদা ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ—

নীলকণ্ঠস্য শিখরাদূর্দ্ধভাগেন গচ্ছতা।
বিয়তা গরুড়স্থেন ময়া নীলো মহাগিরিঃ।
ধৃতঃ করেণ চোদ্ধর্তুং গরুড়াগতিবারণে[1] ॥ ৩৫
তত্র মাং সা মহামায়া কামাখ্যা কামরূপিণী।
যোগনিদ্রা স্বয়ং ধৃত্বা চিক্ষেপাম্বুধিপুষ্করে[2] ॥ ৩৬
ততোঽহং জলমাসাদ্য তোয়রাশেঃ সবাহনঃ।
পতিতো নিবসাম্যত্র চিরমন্ধকসূদন।
নিবসামি চিরং চাহমত্র সাগরতোয়কে ॥ ৩৭
নাদ্যাপি সা মহামায়া নুদতে[3] মাং মহেশ্বর ॥ ৩৮
মদর্থমাগতা দেবা ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাঃ সমস্ততঃ।
তেঽপি বদ্ধা মহাদেব্যা মায়াপাশেন বৈ হঠাৎ ॥ ৩৯
তস্মান্নো হ্যনুগৃহ্ণীষ নয়েমানীং শিবালয়ে[4]।
তাঞ্চ প্রসাদয়িষ্যামঃ সম্যক্ বন্ধবিহিংসয়া ॥ ৪০

মহাদেব সেই স্থানে গমন করিয়া বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার সহিত শিষ্টালাপ করিয়া সকল দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা এইস্থানে অবস্থান করিতেছ। ৩২

তোমাদের নড়ন চড়নের শক্তি নাই, জড়ের মত জ্ঞানশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছ, এ সকল কেন হইয়াছে, এক্ষণে আমার নিকট বল। ৩৩

তখন কেশব মহাদেবের সেই বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মাদির সম্মুখে আস্তে আস্তে মহাদেবকে বলিলেন। ৩৪

আমি গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া নীলগিরির শৃঙ্গের উপর দিয়া আকাশমার্গে গমন করিতেছিলাম, এমন সময় গরুড়ের গতিরোধ হওয়াতে আমি হস্ত দ্বারা মহাগিরি নীলকে ধারণ করিলাম। ৩৫

সেই স্থলে আমার অংশরূপা কামরূপিণী যোগনিদ্রা মহামায়া কামাখ্যা দেবী আমাকে ধরিয়া সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ৩৬

হে অন্ধকসূদন! তাহার পর আমি বাহনের সহিত সমুদ্রের জলে পতিত হইয়া অনেককাল এই স্থানে বাস করিতেছি। ৩৭

হে মহেশ্বর! আমি কতদিন এই সাগরের জলে বাস করিতেছি, কিন্তু সেই মহামায়া অদ্যাপি আমাকে দয়া করিতেছেন না। ৩৮

আমার নিমিত্ত আগত ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ সহসা মহাদেবীর পাশ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। ৩৯

অতএব আপনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়া, আমাদিগকে শিবালয়ে লইয়া যাউন। আমরা হিংসাশূন্য হইয়া, সেই দেবীকে প্রসন্ন করাইব। ৪০

১। বারণে। ২। ......পুষ্করং।
৩। দয়তে। ৪। শিবালয়ম্।

হরেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হ্যহঞ্চ করুণাযুতঃ।
উবাচ পরমপ্রীত্যা বিধিবিষ্ণু প্রতি স্বয়ম্ ॥ ৪১
ঈশ্বর্য্যাঃ কামপূর্ব্বায়াঃ কবচং সুমনোহরম্।
বদ্ধা শরীরে চাপ্যাবা পশ্চাৎ গচ্ছন্তু তাং প্রতি।
অহং নিবদ্ধকবচস্তেনাহং মায়য়া স্থিত।
ন বদ্ধো মম সংসর্গাত্তথা চেহ বৃহস্পতিঃ ॥ ৪২
তস্মাদ্ যুবাস্তু কবচং শৃণুধ্বং[1] বচনান্মম।
যেন সৌখ্যাৎ সমুৎপ্লুত্য দ্রক্ষ্যামঃ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৪৩
ওঁ কামাখ্যাকবচস্য ঋষির্বৃহস্পতিঃ স্মৃতঃ।
দেবী কামেশ্বরী তস্য অনুষ্টুপ্‌ছন্দ ইষ্যতে[2] ॥ ৪৪
বিনিয়োগঃ সর্ব্বসিদ্ধৌ তঞ্চ শৃণ্বন্তু দেবতাঃ ॥ ৪৫
শিরঃ কামেশ্বরী দেবী কামাখ্যা চক্ষুষী মম।
শারদা কর্ণযুগলং ত্রিপুরা বদনং তথা।
কণ্ঠে পাতু মহামায়া হৃদি কামেশ্বরী পুনঃ ॥ ৪৬
কামাখ্যা জঠরে পাতু শারদা পাতু নাভিতঃ।
ত্রিপুরা পার্শ্বয়োঃ পাতু মহামায়া তু মেহনে ॥ ৪৭
গুদে কামেশ্বরী পাতু কামাখ্যোরুদ্বয়ে তু মাম্।
জানুনোঃ শারদা পাতু ত্রিপুরা পাতু জঙ্ঘয়োঃ ॥ ৪৮
মহামায়া পাদযুগে নিত্যং রক্ষতু কামদা।
কেশে কোটেশ্বরী পাতু নাসায়াং পাতু দীর্ঘিকা ॥ ৪৯
ভৈরবী দন্তসঙ্ঘাতে মাতঙ্গ্যবতু চাঙ্গয়োঃ।
বাহ্বোর্মাং ললিতা পাতু পাণ্যোস্তু বনবাসিনী ॥ ৫০

হরির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমি করুণাযুক্ত হইলাম এবং প্রীতিপূর্ব্বক ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বলিলাম। ৪১

অতএব তোমরা আমার মুখ হইতে কবচ শ্রবণ কর। এই কবচ পাঠ করিলে, পরমেশ্বরীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হইবে। আমার সঙ্গে থাকায় বৃহস্পতি তোমাদের মত বদ্ধ হন নাই। ৪২-৪৩

এই কামাখ্যা-কবচের ঋষি বৃহস্পতি, কামেশ্বরী দেবতা এবং ছন্দঃ অনুষ্টুপ্। এই কামাখ্যা-কবচের সকল সিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে। হে দেবগণ। তোমরা ইহা শ্রবণ কর। ৪৪-৪৫

কামেশ্বরীদেবী আমার মস্তক, কামাখ্যা চক্ষুর্দ্বয়, শারদা কর্ণদ্বয়, ত্রিপুরা বদন, মহামায়া কণ্ঠে এবং কামেশ্বরী হৃদয়ে রক্ষা করুন। ৪৬

কামাখ্যা আমার জঠরে, শারদা নাভিদেশে, ত্রিপুরা পার্শ্বদ্বয়ে এবং মহামায়া লিঙ্গে রক্ষা করুন। ৪৭

অপানদেশে কামেশ্বরী, ঊরুদ্বয়ে কামাখ্যা, জানুদ্বয়ে শারদা এবং জঙ্ঘা-দ্বয়ে ত্রিপুরা রক্ষা করুন। ৪৮

কামদায়িনী মহামায়া নিত্যপাদযুগলে রক্ষা করুন এবং দীর্ঘিকা কোটীশ্বরী নাভিদেশে রক্ষা করুন। ৪৯

১। শৃণুত। ২। উচ্যতে।

বিন্ধ্যবাসিন্যঙ্গুলীষু শ্রীকামা নখকোটিষু[১] ।
রোমকূপেষু সর্ব্বেষু গুপ্তকামা সদাবতু ॥ ৫১
পাদাঙ্গুলিপার্ষ্ণিভাগে পাতু মাং ভুবনেশ্বরী ।
জিহ্বায়াং পাতু মাং সেতুঃ কঃ কণ্ঠাভ্যন্তরেঽবতু ॥ ৫২
নঃ পাতু চান্তরে বক্ষঃ ইঃ পাতু জঠরান্তরে ।
সামীন্দুঃ পাতু মাং বস্তাবিন্দুর্বিন্দ্বন্তরেঽবতু[২] ॥ ৫৩
তকারস্ত্বচি মাং পাতু রকারোঽস্থিষু সর্বদা ।
লকারঃ সর্বনাড়ীষু ঈকারঃ সর্ব্বসন্ধিষু ॥ ৫৪
চন্দ্রঃ স্নায়ুষু মাং পাতু বিন্দুর্মজ্জাসু সন্ততম্ ।
পূর্ব্বস্যাং দিশি চাগ্নেয্যাং দক্ষিণে নৈঋ্ৰতে তথা ॥ ৫৫
বারুণে চৈব বায়ব্যাং কৌবেরে হরমন্দিরে ।
অকারাদ্যাস্তু বৈষ্ণব্যা অষ্টৌ বর্ণাস্তু মন্ত্রগাঃ । ৫৬
পান্তু তিষ্ঠন্তু সততং সমুদ্ভববিবৃদ্ধয়ে ॥ ৫৭
ঊর্দ্ধাধঃ পাতু সততং মাং তু সেতুদ্বয়ং সদা ।
নবাক্ষরাণি মন্ত্রেষু শারদামন্ত্রগোচরে ॥ ৫৮
নবস্বরস্তু মাং নিত্যং নাসাদিষু সমন্ততঃ ।
বাতপিত্তকফেভ্যস্তু ত্রিপুরায়াস্তু ত্র্যক্ষরম্ ।
নিত্যং রক্ষতু ভূতেভ্যঃ পিশাচেভ্যস্তথৈব চ ॥ ৫৯

ভৈরবী আমার দন্তসমূহে এবং মাতঙ্গী স্কন্ধদ্বয়ে রক্ষা করুন। বাহুদ্বয়ে ললিতা এবং করতলে বনবাসিনী রক্ষা করুন। ৫০

বিন্ধ্যবাসিনী অঙ্গুলী-নিচয়ে, শ্রীকামা নখকোটিতে রক্ষা করুন এবং গুপ্তকামনা সমুদয় রোমকূপে রক্ষা করুন। ৫১

পাদাঙ্গুলী এবং পার্ষ্ণিভাগে আমাকে ভুবনেশ্বরী রক্ষা করুন। জিহ্বায় সেতু এবং কণ্ঠাভ্যন্তরে ক রক্ষা করুক। ৫২

ন বক্ষের অন্তরে এবং ই জঠরান্তরে রক্ষা করুক। অর্দ্ধচন্দ্র বস্তিদেশে এবং বিন্দু উহার ভিতর রক্ষা করুক। ৫৩

ক আমার কেশে এবং সর্ব্বদা আমার অস্থিতে রক্ষা করুক। লকার সমুদয় নাড়ীতে এবং ঈকার সমুদয় সন্ধিপ্রদেশে রক্ষা করুক। ৫৪

অর্দ্ধচন্দ্র আমার স্নায়ুতে এবং বিন্দু মজ্জাতে রক্ষা করুক। ৫৫

পূর্ব্বদিক্, অগ্নিকোণ, দক্ষিণদিক্, নৈঋ্ৰতকোণ, পশ্চিমদিক্ বায়ুকোণ, উত্তর-দিক্ এবং ঈশানকোণে বৈষ্ণবী মন্ত্রান্তর্গত অকারাদি অষ্ট অক্ষর সর্ব্বদা নিত্য বৃদ্ধির নিমিত্ত রক্ষা করুক এবং স্থিতি করুক। ৫৬

শারদা-মন্ত্রান্তর্গত নয়টী অক্ষর আমার ঊর্দ্ধ অধঃ এবং নেত্রদ্বয় সর্ব্বদা রক্ষা করুক। ৫৭

নয়টী স্বর সর্ব্বদা আমার নাসিকাদিতে রক্ষা করুক এবং ত্রিপুরার অক্ষরত্রয় আমাকে বাত, পিত্ত এবং কফ হইতে রক্ষা করুক। ৫৮

উহারা ভূত ও পিশাচগণ হইতে নিত্য আমাকে রক্ষা করুক। দিব্যাক্ষর অন্তরীক্ষদেশে এবং রাক্ষসগণ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ৫৯

১। কোটিকাং। ২। বস্তৌ তুহং বিন্দ্বন্তরেঽবতু।

তৎসেতু[১] সততং পাতাৎ কৃত্যাভ্যো মারিবারকৌ।
নমঃ কামেশ্বরীং দেবীং মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
যা ভূত্বা প্রকৃতির্নিত্যং তনোতি জগদায়তাম্॥ ৬০
কামাখ্যামক্ষমালাভয়বরদকরাং সিদ্ধসূত্রৈকহস্তাং,
শ্বেতপ্রেতোপরিস্থাং মণিকনকযুতাং কুঙ্কুমাপীতবর্ণাম্।
জ্ঞানধ্যানপ্রতিষ্ঠামতিশয়বিনয়াং[২] ব্রহ্মশক্রাদিবন্দ্যা-
মগ্নৌ বিন্দ্বন্তমন্ত্রপ্রিয়তমবিষয়াং নৌমি নিত্যো রতিস্থাম্[৩]॥ ৬১
মধ্যে মধ্যস্য ভাগে সততবিনমিতা ভারহারাবলীয়া,[৪]
লীলা লোকস্য কোষ্ঠে সকলগুণযুতা ব্যক্তরূপৈকনম্রা।
বিদ্যাবিদ্যৈকশান্তা শমনশমকরী ক্ষেমকর্ত্রী বরাস্যা
নিত্যং পায়াৎ পবিত্রপ্রণবকরকরা[৫] কামপূর্বেশ্বরী নঃ॥ ৬২
ইতি হরকবচং[৬] তনুস্থিতং শময়তি বৈশমনং তথা যদি[৭]।
ইহ গৃহাণ যতস্ব বিমোক্ষণে সহিত এব বিবিঃ সহ চামরৈঃ॥ ৬৩
ইত্যেদং কবচং যস্তু কামাখ্যায়াঃ পঠেদ্বুধঃ।
সকৃত্তু মহাদেবী তনুমন্বেতি নিত্যশঃ॥ ৬৪
নাধিব্যাধিভয়ং তস্য ন কৃত্যাভ্যো ভয়ং তথা।
নাগ্নিতো নাপি[৮] তোয়েভ্যো ন রিপুভ্যো ন রাজতঃ॥ ৬৫
দীর্ঘায়ুর্বহুভোগী চ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ।
আবর্তয়ংস্তং দেবীং মন্দিরে মোদতে পরে॥ ৬৬

মহামায়া জগন্ময়ী কামেশ্বরী দেবীকে নমস্কার করি। এই কাম্যা দেবীই প্রকৃতিরূপে সমুদয় জগৎ বিস্তার করিতেছেন। ৬০

যাঁহার হস্তে অক্ষমালা, অভয়, বর এবং সিদ্ধসূত্র, যিনি শ্বেতবর্ণ প্রেতের উপর অবস্থিতা মণি-সুবর্ণ-শোভিত, কুঙ্কুমতুল্য ঈষৎ পীতবর্ণা, জ্ঞান ও ধ্যানে প্রতিষ্ঠিতা, বিনয়বতী আদি সৃষ্টিকালে ব্রহ্মানামে প্রসিদ্ধ এবং অর্দ্ধচন্দ্র বিন্দু-অন্ত মন্ত্র যাঁহার অতিশয় প্রিয়, সেই রতিক্রীড়ায় বর্তমান কামাখ্যা দেবীকে নমস্কার করি। ৬১

যাঁহার মধ্যদেশে সর্ব্বদা হারাবলী বিলম্বিত হইয়াছে, যিনি লোকের লীলা-স্বরূপ সকলগুণশালিনী, ব্যক্তরূপা বিনম্রা, বিদ্যারূপা, বিদ্যাহেতু শান্ত-মূর্তি, যমের দমনকারিণী, মঙ্গলকর্ত্রী এবং সুন্দরাননা, আর যাঁহার হস্তে পবিত্র প্রণব অবস্থিত, সেই কামেশ্বরী দেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬২

হে হরে! এই কবচ শরীরে থাকিয়া যমভয় এবং দুর্দ্দৈবের শান্তি করে, এই কবচ গ্রহণ করিয়া অমরগণের সহিত মুক্তি লাভের নিমিত্ত চেষ্টা কর। ৬৩

যে পণ্ডিত কামাখ্যার এই কবচ একবারমাত্র পাঠ করে, সে অনন্তকালের নিমিত্ত মহাদেবীর শরীরে প্রবেশ করে। ৬৪

তাহার আধি বা ব্যাধি অথবা রাক্ষসগণ হইতে ভয় হয় না। অগ্নি, জল, রিপু এবং রাজা হইতে ভয় হয় না। ৬৫

১। অর্চে তু সততং পাতু।
২। ......বিনয়াং।
৩। সিদ্ধিরতৌস্থিতাম্।
৪। সততবিনমিতা ভারহারাবলীয়া।
৫। ......প্রণবযুতকরা।
৬। হরেঃ কবচং।
৭। তথাযতি।
৮। নাস্তি।

যথা তথা ভবেদ্বদ্ধঃ সংগ্রামেঽন্যত্র বা বুধঃ।
তৎক্ষণাদেব মুক্তঃ স্যাৎ স্মরণাৎ কবচস্য তু। ৬৭

ঈশ্বর উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা তু কবচং হরির্ব্রহ্মা সুরাস্তথা।
শক্রোঽপি কবচং ন্যাসং দেহে চক্রুঃ পৃথক্ পৃথক্ ৬৮
তে তু বিন্যস্তকবচা মহামায়াপ্রভাবতঃ।
উৎপ্লুত্য সাগরস্যান্ত[১] আসেদুঃ ক্ষিতিমণ্ডলম্। ৬৯
আসাদ্য পৃথিবীং সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ সুরাঃ।
নীলকূটং সমাসাদ্য কামাখ্যাং দ্রষ্টুমাগতাঃ। ৭০
দৃষ্ট্বা কামেশ্বরীং দেবীং কেশবস্তাং[২] জগন্ময়ীম্।
ইদমাহ স্বয়ং জ্ঞাত্বা প্রভাবং তৎপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭১
ত্বমেব প্রকৃতির্দেবী ত্বমেব পৃথিবী জলম্।
ত্বমেব জগতাং মাতা ত্বমেব চ জগন্ময়ী ॥ ৭২
ত্বং কর্ত্রী সর্ব্বজগতাং বিদ্যা ত্বং মুক্তিদায়িনী।
পরাপরাত্মিকা দেবী স্থূলসূক্ষ্মাত্মিকা তথা। ৭৩
প্রসীদ ত্বং মহাদেবি প্রসন্নায়াং শুভে ত্বয়ি।
দেবাঃ সর্ব্বে প্রসীদন্তি চতুর্ব্বর্গপ্রদেঽনঘে। ৭৪
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য কেশবস্য মহাত্মনঃ।
প্রত্যক্ষরূপা কামাখ্যা হরিমাভাষ্য চাব্রবীৎ। ৭৫

সে দীর্ঘায়ুঃ, বহুভোগী এবং পুত্র-পৌত্রযুক্ত হইয়া শতবার জন্মগ্রহণ করিয়া অন্তে দেবীর মন্দিরে আনন্দ উপভোগ করে। ৬৬

সংগ্রামে বা অন্যত্র যে কোনরূপেই বদ্ধ হউক, এই কবচের স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ হইবে। ৬৭

ঈশ্বর বলিলেন,— তখন হরি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং অপর দেবগণ এই কবচ শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ দেহে পৃথক্ পৃথক্ কবচ ধারণ করিলেন। ৬৮

তাঁহারা কবচ ধারণ করিবামাত্র মহামায়ার প্রভাবে সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া পৃথিবী প্রাপ্ত হইলেন। ৬৯

অনন্তর সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ পৃথিবীতল প্রাপ্ত হইয়াই নীলকূট পর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীকে দেখিতে গমন করিলেন। ৭০

সেই স্থানে কেশবস্থিত জগন্ময়ী কামাখ্যা দেবীকে দেখিয়া এবং তাঁহার প্রভাব অবগত হইয়া এই কথা বলিলেন। ৭১

তুমি প্রকৃতি, তুমি পৃথিবী ও জল, তুমি জগতের মাতা এবং তুমি জগন্ময়ী।

তুমি জগতের কর্ত্রী, তুমি বিদ্যা, তুমি মুক্তিদায়িনী, তুমি পরাপরস্বরূপা এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও স্বরূপিণী। ৭২-৭৩

হে মহাদেবি! প্রসন্ন হও, হে চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনি পাপরহিতে! তুমি প্রসন্ন হইলে সকল দেবগণ প্রসন্ন হন। ৭৪

মহাত্মা কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কামাখ্যাদেবী প্রত্যক্ষগোচর হইয়া হরিকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন। ৭৫

১। ......ন্ত্যাহঃ। ২। ......শিবস্থিতাং।

দেব্যুবাচ—

কেশব ব্রহ্মণা সার্দ্ধং সর্ব্বৈর্দেবৈস্তথা গণৈঃ।
মদ্‌যোনিসলিলেষদ্য স্নানং পানং কুরু দ্রুতম্॥ ৭৬
ততস্ত্বং নিরহঙ্কারঃ পরবীর্য্যসমন্বিতঃ।
আরুহ্য গরুড়ং যাহি ত্রিদিবং সহ বেধসা॥ ৭৭
এবমুক্তো মহাদেব্যা কেশবঃ সহ বেধসা।
যোনিমণ্ডলতোয়েষু স্নানং পানং চকার হ॥ ৭৮
কৃতপ্লাবাস্ততো দেবাঃ কৃতস্নানশ্চ কেশবঃ।
গতা দেব্যাশ্চ সম্মত্যা ত্রিদিবং প্রতি হর্ষিতাঃ॥ ৭৯
গচ্ছন্তস্তে দেবগণাঃ সহিতাঃ কেশবেন চ।
ব্রহ্মণা চ তদাদ্রাক্ষুঃ কামাখ্যাং তাং বিয়দ্গতাম্[১]॥ ৮০
নীলকূটসহস্রাণি যোনিভিঃ সহ সঙ্গতঃ।
ঊর্দ্ধাধোভাগযোগেন দদৃশুঃ সংস্থিতানি চ॥ ৮১
তানি প্রত্যেকতো দেবা আরুহ্যারুহ্য তৎক্ষণাৎ।
পপুঃ সস্নুঃ পূর্ববত্তে প্রীতিমাপুস্তথাতুলাম্॥ ৮২
নিরাময়াস্তথা জগ্মুর্বিস্ময়াক্লিষ্টচেতনাঃ।
স্তুবন্তঃ প্রস্তুবন্তশ্চ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্॥ ৮৩
ততো দেবগুরুং নত্বা মাং স্তুত্বা চ তদাৎ পুনঃ।
বিসৃষ্টাস্ত্রিদিবং যাতো হর্ষোৎফুল্লবিলোচনাঃ॥ ৮৪

হে কেশব! ব্রহ্মা এবং অপর দেবগণের সহিত আমার যোনিস্থিত সলিলে স্নান ও সেই জল পান কর। ৭৬

তাহাতে তুমি অহঙ্কারশূন্য হইয়া এবং বিশেষবীর্য্যলাভ করিয়া গরুড়ারোহণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মার সহিত স্বর্গে গমন করিবে। ৭৭

মহাদেবী এই কথা বলিলে কেশব ব্রহ্মার সহিত যোনিমণ্ডলস্থিত জলে স্নান ও তাহা পান করিলেন। ৭৮

অনন্তর কেশব ও দেবগণ স্নান করিয়া দেবীর অনুমতিক্রমে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্বর্গে গমন করিলেন। ৭৯

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবগণ গমন করিতে করিতে আকাশস্থিতা কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিলেন। ৮০

নীলকূট সহস্র যোনিদ্বারা সঙ্গত হইয়া ঊর্দ্ধ এবং অধোদেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত দেখিলেন। ৮১

তখন সেই দেবতাগণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যেক পর্ব্বতে উঠিয়া যোনিমণ্ডলের সলিলে স্নান ও তাহা পান করিয়া অতুল প্রীতিলাভ করিলেন। ৮২

তাহার পর নিরাপদে বিস্ময়ান্তঃকরণে কামাখ্যার যোনিমণ্ডলের স্তব করিতে করিতে গমন করিলেন। ৮৩

অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি আমাকে স্তব করিয়া এবং আমাকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে স্বর্গে গমন করিলেন। ৮৪

১। বিয়দ্গতাঃ।

মাহাত্ম্যমীদৃশং দেব্যাঃ কামাখ্যায়াস্তু ভৈরব।
কবচঞ্চেদৃশং প্রোক্তং তত্ত্বমাসাদ্য পুত্রক।
যথেষ্টবিনিয়োগেন ত্বমাসাদ্য সুখী ভব॥ ৮৫
কামাখ্যায়াশ্চ মাহাত্ম্যং কিয়চ্চ কথয়ামি তে।
যস্যা যোনিশিলাযোগাল্লোহাদ্যা যান্তি স্বর্ণতাম্॥ ৮৬
যদ্‌যোনিমণ্ডলে স্নাত্বা সকৃৎ পীত্বা চ মানবঃ।
নেহোৎপত্তিমবাপ্নোতি পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৭

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে কামাখ্যাকবচমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭২

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ভগবানুবাচ—

মাতৃকান্যাসমধুনা শৃণু বেতাল ভৈরব।
যেন দেবত্বমাপ্নোতি নরোঽপি বিহিতেন বৈ॥ ১
বাগ্‌ব্রহ্মাণীমুখা দেব্যো মাতৃকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাসাং মন্ত্রাণি সর্ব্বাণি ব্যঞ্জনানি স্বরাস্তথা॥ ২
চন্দ্রবিন্দুপ্রযুক্তানি সর্ব্বকামপ্রদানি চ॥ ৩
ঋষিস্তু মাতৃমন্ত্রাণাং[1] ব্রহ্মৈব পরিকীর্ত্তিতঃ।
প্রোক্তশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবতা চ সরস্বতী॥ ৪
শরীরশুদ্ধিমুদ্দেশ্য তু সর্ব্বকামার্থসাধনে।
বিনিয়োগঃ সমুদ্দিষ্টো মন্ত্রাণাং ন্যূনপূরণে[2]॥ ৫

হে ভৈরব! সেই কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য ঈদৃশ, এই তাঁহার কবচও কথিত হইল, এক্ষণে এই কবচ আপনার ইচ্ছানুসারে ধারণ করিয়া সুখী হও। ৮৫

কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্যের বিষয় তোমাকে আর অধিক কি বলিব, যাহার যোনিশিলার সম্পর্কে লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ৮৬

একবার মাত্র এই কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে স্নান ও তাহার জল পান করিয়া মনুষ্য আর জন্মপ্রাপ্ত হয় না, একবারে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। ৮৭

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭২

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

মাতৃকা-ন্যাস

ভগবান বলিলেন,—হে বেতাল ও ভৈরব! এক্ষণে মাতৃকান্যাসের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর—যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। ১

বাক্ ব্রহ্মাণী আদি দেবী মাতৃকা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত সমুদয় স্বর ও ব্যঞ্জন তাঁহাদের মন্ত্র, ইহাঁরা সর্ব্বকাম প্রদান করেন। ২-৩

মাতৃকাদিগের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী এবং দেবতা সরস্বতী। ৪

শরীরশুদ্ধি আদি সকল প্রকার কাম এবং অর্থের সাধনকার্য্যে এবং মন্ত্র-দিগের ন্যূনতাপূরণে ইহার প্রয়োগ। ৫

১। ঋষয়স্তু মন্ত্রাণাং। ২। ......যূনশোধনে।

অকারেণ সমং কাদির্বর্গো যঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ।
তৈশ্চন্দ্রবিন্দুসংযুক্তৈস্তত্রৈবেরক্ষরৈর্বহিঃ ॥ ৬
আকারঞ্চ তথোচ্চার্য্য অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমস্তথা।
প্রথমং মাতৃকামন্ত্র-মঙ্গুষ্ঠদ্বয়তো ন্যসেৎ ॥ ৭
পরে বর্ণাঃ স্বরৈঃ সার্দ্ধং যে ন্যাস্যে ন্যাসকর্ম্মণি।
তে সর্ব্বে চন্দ্রবিন্দুভ্যাং যুক্তাঃ কার্য্যাস্ত সর্ব্বতঃ ॥ ৮
হ্রস্বেকারশ্চ বর্গেণ দীর্ঘোকারান্তকেন তু।
তর্জ্জন্যো বিন্যসেৎ সম্যক্ স্বাহান্তেন তু পূর্ব্ববৎ।
হ্রস্বোকারশ্চ বর্গেণ দীর্ঘোঙ্কারান্তকেন তু ॥ ৯
মধ্যমাযুগলে সম্যগ্বষড়ন্তেন বিন্যসেৎ ॥ ১০
একারাদিটবর্গন্তু ঐকারান্তেন চৈব হুম্।
ন্যসেদনামিকাযুগ্মে নিয়তং তত্র ভৈরব ॥ ১১
ওঁকারাদিপবর্গন্তু ঔঁকারান্তমশেষতঃ।
বৌষড়ন্তং কনিষ্ঠাস্যং বিন্যসেৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ১২
অংকারাদিযকারাদি-বর্গেণ ক্ষান্তকেন তু।
অ ইত্যন্তেন[1] বলয়ে বিন্যসেৎ পাণিপৃষ্ঠয়োঃ ॥ ১৩
বষট্কারং শেষভাগে অঙ্গন্যাসে নিয়োজয়েৎ।
হৃদয়াদিষড়ঙ্গেষু পূর্ব্ববৎ ক্রমতো ন্যসেৎ ॥ ১৪
অঙ্গুষ্ঠাদ্যঙ্গবর্গৈস্তু ক্রমাৎ ষড়ভিস্তথাবিধৈঃ[2]।
পুনস্তথা পাদজানুসক্থিগুহ্যেষু পার্শ্বয়োঃ[3]।
বক্ষৌ চ বিন্যসেন্মন্ত্রান্ ক্রমাৎ পূর্ব্ববদক্ষরৈঃ ॥ ১৫

অকারের সহিত ককারাদি যে প্রথম বর্গ, তাহার অন্তর্গত অক্ষর সকলকে চন্দ্রবিন্দুর সহিত যুক্ত করিবে। ৬

তদনন্তর আকার উচ্চারণ করিয়া 'অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' এই বলিয়া প্রথম অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে মাতৃকা ন্যাস করিবে। ৭

অনন্তর অপর অপর বর্ণ স্বরের সহিত সম্যক্ প্রকারে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করিয়া ন্যাস-কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ৮

তর্জ্জনীদ্বয়ে প্রথম হ্রস্ব ইকার, তাহার পর চবর্গ এবং অন্তে দীর্ঘ-ঈকার চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করিয়া 'তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা' বলিয়া পূর্ব্বের মত ন্যাস করিবে। মধ্যমাদ্বয়ে হ্রস্ব উকার তবর্গ ও দীর্ঘ উকার যথাক্রমে চন্দ্রবিন্দুযোগে উচ্চারণ করিয়া 'মধ্যমাভ্যাং বষট্' এই বলিয়া ন্যাস করিবে। ৯

অনামিকাযুগলে এ, টবর্গ এবং ঐকার যথাক্রমে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করত 'অনামিকাভ্যাং হুং ফট্' বলিয়া ন্যাস করিবে। ১১

কনিষ্ঠাদ্বয়ে ওকার, পবর্গ এবং ঔকার ঐরূপ বিন্দুযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করত 'কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্' এই বলিয়া কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিন্যাস করিবে। ১২

করতল ও তাহার পৃষ্ঠদ্বয়ে অং, য হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ, অনন্তর অঃ পূর্ব্ববৎ উচ্চারণ করিয়া 'অস্ত্রায় ফট্' বলিয়া ন্যাস করিবে। ১৩

অঙ্গন্যাসের শেষভাগে 'বষট্' এই শব্দের প্রয়োগ করিবে। হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে অঙ্গুষ্ঠাদিতে উক্ত ছয় ছয়টি অক্ষর দ্বারা ন্যাস করিবে। ১৪

১। যো বিন্যসেৎ। ২। মুখঃ। ৩। ......পাদয়োঃ।

বাহ্বোঃ পাণ্যোস্তথা কট্যাং নাভৌ চ জঠরে তথা।
স্তনয়োরপি বিন্যাসং তথা বর্গ্যৈঃ সমাচরেৎ ॥ ১৬
বক্ত্রে চ চিবুকে গণ্ডে কর্ণয়োশ্চ ললাটকে।
অংসে কক্ষে চ যত্নবর্গৈঃ পূর্ববন্ন্যাসমাচরেৎ ॥ ১৭
রোমকূপে ব্রহ্মরন্ধ্রে গুদে জঙ্ঘাযুগে তথা।
নখেষু পাদপার্শ্বেঽপিশ্চ তথা পূর্ববদাচরেৎ ॥ ১৮
এবন্তু মাতৃকান্যাসং যঃ কুর্য্যান্নরসত্তমঃ।
স সর্ব্বযজ্ঞপূজাসু পূতো যোগ্যস্তু জায়তে ॥ ১৯
নাতঃ পরতরং মন্ত্রং বিদ্যতে কচিদেব হি।
যৎসর্ব্বকামদং পুণ্যং চতুর্ব্বর্গপ্রদং পরম্[১] ॥ ২০
বাগ্দেবতাং হৃদি ধ্যাত্বা মূর্দ্ধিসর্ব্বাক্ষরাণি চ।
ত্রিধা চ মাতৃকামন্ত্রৈঃ সক্রমৈশ্চ পিবেজ্জলম্ ॥ ২১
স বাগ্মী পণ্ডিতো ধীমান্ জায়তে চ বরঃ কবিঃ।
চন্দ্রবিন্দুসমাযুক্তান্ স্বরান্ পূর্ব্বং পঠেদ্বুধঃ ॥ ২২
ব্যঞ্জনানি তু সর্ব্বাণি কেবলানি পঠেত্ততঃ।
অকারাদিক্ষকারান্তান্যেবং ন্যাসৈশ্চ পূরকৈঃ ॥ ২৩
জলং করতলে গৃহ্য পঠিত্বাক্ষরসঞ্চয়ম্।
অভিমন্ত্র্য তু তত্তোয়ং প্রথমং পূরকৈঃ পিবেৎ ॥ ২৪
কুম্ভকেন[২] দ্বিতীয়ন্তু তৃতীয়ন্তু রেচকৈঃ ॥ ২৫

এইরূপ পাদ, জানু, সক্থি, গুহ্য, পার্শ্ব এবং বস্তিতে পূর্ব্বোক্তক্রমে ন্যাস করিবে। ১৫

তাহার পর বাহুদ্বয়, করতলদ্বয়, কোটিদ্বয়, নাভি, জঠর ও স্তনদ্বয়ে পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ন্যাস করিবে। ১৬

বক্ত্র, চিবুক, গণ্ড, কর্ণদ্বয়, ললাট, অঙ্গ এবং কক্ষ এই সকল অঙ্গেও পূর্ব্বের মত ন্যাস করিবে। ১৭

রোমকূপে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, অপানদেশে, জঙ্ঘাযুগলে, নখে, পাদ এবং করতলেও পূর্ব্বের মত ন্যাস করিবে। ১৮

যে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সকল প্রকার যজ্ঞকার্য্যে ও পূজায় এইরূপ মাতৃকাবর্গের ন্যাস করে, সে সুপূত এবং যোগ্য হয়। ১৯

ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর কোন স্থানে মেলে না। ইহা সকল প্রকার কামদ, পবিত্র চতুর্ব্বর্গপ্রদ ও শুভ। ২০

যে ব্যক্তি হৃদয়ে বাগ্দেবতার, ও মস্তকে সমুদয় অক্ষরের ধ্যান করিয়া ক্রমের সহিত মাতৃকা মন্ত্রসকল তিনবার উচ্চারণ করিয়া জল পান করে, সে বাগ্মী, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ এবং কবি হয়। পণ্ডিত মনুষ্য প্রথমে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত স্বর সকলের উচ্চারণ করিবে। ২১-২২

তাহার পর ব্যঞ্জনগুলির পাঠ করিবে। অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণের ন্যাস করিয়া করতলে জল গ্রহণপূর্ব্বক অক্ষরসমূহ পাঠ করিয়া ঐ জলে অভিমন্ত্রিত করত প্রথম পূরক মন্ত্র দ্বারা ঐ জল পান করিবে। ২৩-২৪

তাহার পর কুম্ভক দ্বারা, তাহার পর রেচক দ্বারা পান করিবে। ২৫

১। ......ফলপ্রদম্। ২। কুম্ভকেন।

এবং সকৃৎ ত্রিবারন্ধ পীত্বা তোয়ং বিচক্ষণঃ।
দৃঢ়াঙ্গঃ পণ্ডিতো ভূয়াৎ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ ॥ ২৬
ত্রিসন্ধ্যমথ পীত্বৈব মাতৃকামন্ত্রমন্ত্রিতম্[১]।
তোয়ং কবিত্বমাপ্নোতি সর্ব্বান্ কামাংস্তথৈব চ ॥ ২৭
সততং কুরুতে যস্তু মাতৃকামন্ত্রমন্ত্রিতম্।
তোয়পানং মহাভাগ পূরকুম্ভকরেচকৈঃ ॥ ২৮
স সর্ব্বকামান্ সম্প্রাপ্য পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধিমান্।
ভূত্বা মহাকবির্লোকে বলবান্ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২৯
সর্ব্বত্র বল্লভো ভূত্বা চান্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
রাজানমথবা রাজপুত্রং ভার্য্যামথাপি বা ॥ ৩০
বশীকরোতি নচিরান্মাতৃকামন্ত্রপানতঃ[২]।
ন্যাসক্রমে ক্রমঃ প্রোক্তো বর্ণক্রম ইহৈব তু ॥ ৩১
অক্ষরাণাং ক্রমেণাথ তোয়পানং সমাচরেৎ।
যে যে মন্ত্রা দেবতানামৃষীণামথ রক্ষসাম্ ॥ ৩২
তে মন্ত্রা মাতৃকামন্ত্রে[৩] নিত্যমেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
সর্ব্বমন্ত্রময়শ্চায়ং সর্ব্বদেবময়স্তথা ॥ ৩৩
চতুর্ব্বর্গপ্রদশ্চায়ং মাতৃকামন্ত্র উচ্যতে।
ইতি তে কথিতং পুত্র মাতৃকান্যাসমদ্ভুতম্ ॥ ৩৪
বিভাগমথ মুদ্রাণাং শৃণু বেতাল ভৈরব ॥ ৩৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৩।

এইরূপে একবার বা তিন বার পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা জল পান করিলে দৃঢ়াঙ্গ, পণ্ডিত এবং পুত্রপৌত্রযুক্ত হয়। ২৬

মাতৃকামন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল ত্রিসন্ধ্যা পান করিলে কবিত্ব এবং সকল প্রকার কাম প্রাপ্ত হয়। ২৭

হে মহাভাগ! যে পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা মাতৃকা মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল সর্ব্বদা পান করে, সে সকল প্রকার কাম, পুত্র, পৌত্র এবং সমৃদ্ধি লাভ করে এবং ইহলোকে মহাকবি, বলবান্ ও সত্যবিক্রম হয়। ২৮-৩০

এইরূপে সর্ব্বত্র দুর্লভ হইয়া অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। মাতৃকা মন্ত্রের সাধনা করিলে রাজা, রাজপুত্র বা রাজভার্য্যা বশীভূত হয়। ৩০

ন্যাসক্রমে যে বর্ণক্রম উক্ত হইয়াছে, ঐরূপ অক্ষরক্রমে জলপান করিবে। ৩১

দেবতা, ঋষি বা রাক্ষসদিগের যে সকল মন্ত্র, ঐ সকল মন্ত্রই মাতৃকামন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩২

ইহা সর্ব্বমন্ত্রময়, সর্ব্বদেবময় এবং এই মাতৃকামন্ত্র চতুর্ব্বর্গপ্রদায়ক। ৩৩

হে পুত্রদ্বয় বেতাল ও ভৈরব! তোমাদের নিকট সেই অদ্ভুত মাতৃকান্যাসের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে মুদ্রাদিগের বিভাগ শ্রবণ কর। ৩৪

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

১। মাতৃকাভিমন্ত্রিতং পুনঃ। ২। ......ন্যাসমন্ত্রতঃ। ৩। ......মন্ত্রৈ......।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

যা যোনিমুদ্রা কথিতা মুদ্রাবিভজনে পুরা।
অষ্টধা যোনিমুদ্রা স্যাৎ প্রথমা সা তু কীর্ত্তিতা ॥ ১
দ্বিতীয়া খেচরীমুদ্রা কামাখ্যায়াস্তু ভৈরব।
তাং বিদ্ধি চাদ্ভুতং গুহ্যং যেন তুষ্যতি চণ্ডিকা ॥ ২
অনামিকাং দক্ষিণস্য তর্জ্জন্যাং বামতো ন্যসেৎ।
বামানামাং দক্ষিণস্য তর্জ্জন্যাং বিনিবেশয়েৎ ॥ ৩
তে দ্বে তথা তর্জ্জনীভ্যাং বেষ্টয়েদগ্রতোঽগ্রতঃ।
মধ্যে দ্বয়ন্তু বিন্যস্য চোর্দ্ধভাগে ত্বনাময়োঃ ॥ ৪
তদগ্রাগ্রেণ সংযোগাত্তথৈব চ কনিষ্ঠকে।
অগ্রেণৈব চ সংযুক্তে তন্মূলেঽঙ্গুষ্ঠকে ন্যসেৎ ॥ ৫
ইয়ং তে খেচরী যোনির্যোনিমুদ্রা তু কামদা।
এষৈবাধঃ কনিষ্ঠে দ্বে নিযোজ্য যদি মুজ্যতে ॥ ৬
গুহ্যযোনিস্তু সা খ্যাতা কামেশ্বর্য্যাস্তু তুষ্টিদা।
সংবেষ্ট্য পূর্ব্ববৎ পাণ্যোর্দ্বে কনিষ্ঠে ত্বনামিকে ॥ ৭
অধোভাগে নিযোজ্যাথ মধ্যমে চোর্দ্ধতস্তথা ॥ ৮
তাসাং পরস্পরশ্চাগ্রৈরন্যোঽন্যং যোজয়েদ্ যদি।
মধ্যাং মধ্যে তথাঙ্গুষ্ঠে নিঃক্ষিপ্যাগ্রে নিযোজয়েৎ ॥ ৯
যোনিস্ত্রিশাঙ্করী প্রোক্তা ত্রিপুরাতুষ্টিদা সদা।
মধ্যে দ্বে চ তথা বেষ্ট্যা পূর্ব্ববচ্চাপ্যনামিকা ॥ ১০

অষ্টবিধ যোনিমুদ্রা ও মন্ত্ররহস্য

ভগবান্ বলিলেন,—পূর্ব্বে মন্ত্রবিভাজনাবসরে যে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে যোনিমুদ্রা আট প্রকার উহার মধ্যে প্রথমা যোনিমুদ্রা কীর্ত্তিতা হইয়াছে। ১

দ্বিতীয়া কামাখ্যার প্রিয় খেচরী মুদ্রা, ইহা অতি গুহ্য এবং অদ্ভুত, ইহা দেখাইলে চণ্ডিকা দেবী তুষ্ট হন। ২

দক্ষিণ হস্তের অনামিকা বাম হস্তের তর্জ্জনীর সহিত যুক্ত করিবে এবং বামহস্তের অনামিকাকে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর সহিত যুক্ত করিবে, ঐ দুই কনিষ্ঠার অগ্রভাগ তর্জ্জনীদ্বয়ের অগ্রভাগদ্বারা বেষ্টিত করিবে। ৩-৪

মধ্যমাদ্বয় অনামিকার অগ্রে বিন্যস্ত করিবে, তাহাদেরও পরস্পরে অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া কনিষ্ঠাদ্বয় অগ্রভাগের সহিত যুক্ত করিবে। ৫

তাহাদের মূলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের বিন্যাস করিবে, এইরূপে খেচরীযোনিনামক যোনিমুদ্রা হয়, উহা কাম এবং অর্থপ্রদ। ৬

ইহার অধোদেশে যদি দুইটি কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর যোগ করা হয় তাহা হইলে গুহ্যযোনি নামে মুদ্রা, উহা কামেশ্বরীর অত্যন্ত তুষ্টিপ্রদ। ৭

পূর্ব্ববৎ হস্ততলের কনিষ্ঠা এবং অনামিকাদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিয়া অধো-ভাগে নিযোজিত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে দুইটি মধ্যমা স্থাপিত করিয়া পরস্পরের

কনিষ্ঠাভ্যাং পুরো ন্যস্য অঙ্গুষ্ঠৌ মূলযোস্তয়োঃ।
মুদ্রেয়ং শারদী প্রোক্তা শারদায়াস্তু তুষ্টিদা॥ ১১
মূলযোনিস্তু কথিতা বৈষ্ণবীতন্ত্রগোচরে॥ ১২
তর্জ্জন্যনামিকং মধ্যে কনিষ্ঠেঽপি ক্রমাদপি।
করয়োর্যোজয়িত্বৈব কনিষ্ঠামূলদেশতঃ।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রন্তু নিঃক্ষিপ্য মহাযোনিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ ১৩
অঙ্গুষ্ঠৌ চাথ সংবেষ্ট্য সংযুজ্যাথ করাঙ্গুলীঃ।
অগ্রভাগৈর্মধ্যশূন্যং তত্র কুর্য্যাৎ করদ্বয়ম্।
ইয়ন্তু যোগিনীযোনির্যোগিনীনাং প্রিয়ঙ্করী॥ ১৪
এতা অষ্টৌ সমাখ্যাতা যোন্যঃ কামেশ্বরী প্রিয়াঃ।
মূর্ত্তিভেদেন চান্যেষাং দেবানামপি তুষ্টিদাঃ॥ ১৫
যাত্রায়াং যুদ্ধবিষয়ে বাদ্যাদে কলহে তথা।
অষ্টৌ যোন্যঃ স্মরেদ্ যস্তু জয়স্তস্য সনাতনঃ॥ ১৬
বিসর্জ্জনে পূজনে চ স্মরণে কর্ম্মভেদতঃ।
এতা যোন্যঃ সমাখ্যাতাশ্চণ্ডিকাপূজনেষু চ॥ ১৭
এতাস্তু কথিতা যোন্যঃ ক্রমাৎ ক্রমবিসর্জ্জনে।
রহস্যং বামদাক্ষিণ্যং মন্ত্রশুদ্ধিং শৃণুষ্ব মে॥ ১৮
মন্ত্রেণ ক্রিয়তে যত্তু শারীরং মন্ত্রমুত্তমম্।
তদ্রহস্যমিতি প্রাহুর্মন্ত্রেষু মন্ত্রকোবিদাঃ॥ ১৯

অগ্রভাগে সংযুক্ত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম ত্রিশঙ্করী যোনি, উহা ত্রিপুরার তুষ্টিপ্রদ। ৮-১০

মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় পূর্ব্ববৎ অনামিকা এবং কনিষ্ঠাদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহাদের সম্মুখে মূলপ্রদেশে অঙ্গুষ্ঠের ন্যাস করিলে যে মুদ্রা হয়, উহা শারদী-মুদ্রা, এই মুদ্রা শারদার তুষ্টিপ্রদ। ১১

বৈষ্ণবীতন্ত্র প্রসঙ্গে মূল যোনিমুদ্রা কথিত হইয়াছে। উভয় হস্তের তর্জ্জনী অনামিকা, মধ্যমাদ্বয় ও কনিষ্ঠা ইহাদিগকে ক্রমে যুক্ত করিয়া কনিষ্ঠার মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ নিক্ষেপ করিলে মহযোনি মুদ্রা হয়। ১২-১৩

অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংবেষ্টন করিয়া এবং অবশিষ্ট হস্তাঙ্গুলি সকল অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া করতলদ্বয়ের মধ্যে শূন্য করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম যোগিনী, ইহা যোগিনীদের প্রিয়কারী। ১৪

এই কামেশ্বরী দেবীর প্রিয় আট প্রকার যোনিমুদ্রা কথিত হইল। ইহারা দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে এবং অন্য সকল দেবতারও তুষ্টিপ্রদ। ১৫

যাত্রাকালে, যুদ্ধবিষয়ে বকাবকি বা তর্ককালে, ঝগড়ার সময় যে ব্যক্তি এই আট প্রকার যোনিমুদ্রার স্মরণ করে, তাহার নিত্য জয় লাভ হয়। ১৬

বিসর্জ্জনে, পূজনে, চণ্ডিকার স্মরণাদি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে এবং চণ্ডিকা দেবীর পূজায় ইহারা যোনি নামে খ্যাত হয়। ১৭

বিসর্জ্জন সময়ে এইরূপ ক্রমে মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। এক্ষণে বাম, দাক্ষিণ্য, রহস্যনামক মন্ত্র শুদ্ধির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮

মন্ত্র দ্বারা যে উত্তম শরীর নির্ম্মাণ করা হয়, মন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা উহাকে মন্ত্রের রহস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ১৯

কামাখ্যায়াস্তু ষট্‌কোণং মণ্ডলস্য দলান্তরে।
ত্রিধা লিখেন্মূলমন্ত্রমূর্দ্ধং ত্রিষপি সন্ধিষু ॥ ২০
অধস্ত্রিসন্ধিষু পুনর্বিধিং শক্রং হরং তথা।
সহিতং মদনেনৈব লিখেদ্ভূর্জ্জত্বচি ত্রিধা ॥ ২১
তত্তমাদায় সাহস্রং দক্ষিণেন করেণ বৈ।
মালামপি সমাদায় সঞ্জপেদুত্তরামুখঃ ॥ ২২
তদ্ভুজে দক্ষিণে ধার্য্যং বাহৌ বা সাধকোত্তমৈঃ।
জপান্তে লিখিতং যন্ত্রং তেন সর্ব্বজয়ী ভবেৎ ॥ ২৩
দীর্ঘায়ুঃ সর্ব্ববশকৃদ্ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্ ॥ ২৪
মৃতো দেবীগৃহে যাতি যন্ত্র-ধৃত-বুদ্ধিমান্ ॥ ২৫
ষট্‌কোণান্তঃকৃতং বেষ্টিতাষ্টদলেবথ।
লিখিত্বা ভূর্জ্জপত্রেষু বিলীনৈর্ধাবকোদকৈঃ ॥ ২৬
উত্তরাদিক্রমেণৈব বৈষ্ণবীমন্ত্রসম্ভবান্।
অষ্টৌ বর্ণান্মধ্যভাগে পূর্ব্ববৎ কামরাজকম্ ॥ ২৭
ত্রীন্ বর্ণান্ নেত্রবীজস্য ত্রিকোণস্যাগ্রতো লিখেৎ।
এবং ত্রিধাকৃতং যন্ত্রং কৃত্বা বামকরে স্থিতঃ ॥ ২৮
জপেত্ত্রীণি সহস্রাণি মালামাদায় দক্ষিণে।
জপান্তে বৈষ্ণবীরূপধ্যানং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ২৯
প্রাণায়ামসহস্রন্তু ততস্তং লিখিতোত্তমম্।
গ্রীবায়াং ধারয়েদ্যন্ত্রং তেন সর্বজয়ী ভবেৎ ॥ ৩০
রাজপুত্রো ভবেদ্রাজা তদন্যঃ সচিবো ভবেৎ।
দ্বিজরাজো ভবেদ্বিদ্বান্ কবির্বাগ্মী চ বা ভবেৎ ॥ ৩১

কামাখ্যাদেবীর ষট্‌কোণ যন্ত্রের দলান্তরে উর্দ্ধে তিন সন্ধিস্থলে তিনবার মূলমন্ত্র লিখিবে। ২০

অধঃস্থিত ত্রিসন্ধ্যাতে মদনের সহিত মিলিত ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহাদেবকে ভূর্জ্জত্বচে তিনবার অঙ্কিত করিবে। ২১

তাহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া তাহার উপর সহস্র-বার জপ করিবে। ২২

সাধকোত্তমেরা জপান্তে লিখিত যন্ত্র দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিয়া সর্বত্র জয়ী, দীর্ঘায়ুঃ, সর্ববশকৃৎ ও ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্ হইয়া মরণান্তে দেবীগৃহে গমন করেন। ২৩-২৫

ষট্‌কোণাভ্যন্তরকৃত অষ্ট দলে বেষ্টিত যন্ত্র, ধাবক গলাইয়া তাহার রসদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া উত্তরাদিক্রমে বৈষ্ণবীমন্ত্রান্তর্গত অষ্টবর্ণ ও কামরাজক পূর্ব্ব-বৎ মধ্যভাগে লিখিয়া ত্রিকোণের অগ্রে নেত্রবীজের তিনটি বর্ণ লিখিবে এবং বাম করস্থিত যন্ত্রকে এইরূপে তিন ভাগ করিয়া দক্ষিণহস্তে মালা লইয়া তিনহাজার বার জপ করিবে। ২৬-২৮

জপের অবসানে বৈষ্ণবীরূপ ধ্যান করত অতন্দ্রিতভাবে সহস্র প্রাণায়াম করিয়া সেই উত্তমরূপে লিখিত যন্ত্র গ্রীবাদেশে ধারণ করিবে তাহাতে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবে। ২৯-৩০.

যদি রাজপুত্র ঐরূপ কবচ ধারণ করে, তাহা হইলে রাজা হয়, অপরে ঐরূপ

রাক্ষসেভ্যঃ পিশাচেভ্যো ভূতেভ্যশ্চাপি চাস্যতঃ ।
সাধু সংবিদ্যতে তস্য ন কদাচিৎ পরাজয়ঃ ॥ ৩২
দীর্ঘায়ুর্বলবান্ প্রাজ্ঞো মৃতে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩
সম্পূর্ণং মণ্ডলং কৃত্বা অষ্টপত্রসমন্বিতম্ ।
ভূর্জ্জত্বচি শ্রীফলস্য নির্যাসৈস্তস্য মধ্যতঃ ॥ ৩৪
ষট্‌কোণং বিলিখেত্তত্র প্রাগগ্রেষথ ত্রিষপি ।
বিলিখেত্ত্রিপুরাবর্ণানধো বীজং তু নেত্রকম্ ॥ ৩৫
(দলেম্বষ্টাসু তু পুনর্বৈষ্ণবীতন্ত্রসম্ভবান্ ।
অষ্টৌ বর্ণাস্তু বিলিখেত্তথা বহ্যু' চতুর্ষ'পি ॥ ৩৬
ষট্‌কোণেষ্বপরাকোণক্রমেণৈকাগ্রমানসঃ ।
তক্ষুতা দক্ষিণকরে বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রকম্ ।)*
জপেত্রিভির্দিনৈরেবাযুতং সংযতমানসঃ ॥ ৩৭
প্রাণায়ামসহস্রাণি ত্রীণি কৃত্বা তু হর্ষিতঃ ।
সন্ধ্যাকালে নবম্যাস্তু শীর্ষেণ ধারয়েদ্বুধঃ ॥ ৩৮
শতায়ুঃ সর্ব্বদমনো[১] মতিমান্ পণ্ডিতোত্তমঃ ।
বলবীর্য্যধনৈশ্বর্য্যযুক্তঃ পার্থিব এব বা ॥ ৩৯
প্রত্যক্ষতো মহামায়াং কামাখ্যাং ত্রিপুরামপি ।
নিত্যং পশ্যতি মেধাবী মহোত্সাহাঞ্চ শারদাম্ ॥ ৪০
সিংহব্যাঘ্রৌ[২] ভুজঙ্গো বা যেঽন্যে বা তস্য হিংসকাঃ ।
সর্ব্বে তস্য তনুং প্রাপ্য বিষীদন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৪১
জয়হেতুর্যতোঽতস্মাৎ সংগ্রামে শাস্ত্রবাদতঃ ।
ন বিদ্যতে ত্রিভুবনে তস্মাৎ কুর্য্যাত্তু যন্ত্রকম্ ॥ ৪২

কবচ ধারণ করিলে, রাজার মন্ত্রী হয়, ব্রাহ্মণ ঐরূপ কবচ ধারণ করিলে বিদ্বান্, কবি এবং বাগ্মী হয় । ৩১

ঐরূপ কবচধারীর রাক্ষস, পিশাচ, ভূত বা অন্য হইতে ভয় হয় না এবং কখনও পরাজয় হয় না । সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ ও অধিক বুদ্ধিশালী হয় এবং মৃত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয় । ৩২-৩৩

ভূর্জ্জপত্রে শ্রীফলের আটা দিয়া অষ্ট-পত্র-যুক্ত একটি সম্পূর্ণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটি ষট্‌কোণ লিখিবে তাহার তিন কোণে ত্রিপুরা-মন্ত্রের বর্ণ এবং অধোভাগে নেত্রবীজ লিখিবে । তাহার পর সংযত-মানস হইয়া তিন দিনে অযুতবার জপ করিবে । ৩৪-৩৭

তাহার পর হৃষ্ট হইয়া তিন সহস্র প্রাণায়াম করিয়া পণ্ডিত সাধক নবমীর দিন সন্ধ্যাকালে উহা মস্তকে ধারণ করিবে । ৩৮

তাহা হইলে সে শতায়ুঃ, বুদ্ধিমান, উত্তম পণ্ডিত, বল, বীর্য্য, ধন ও ঐশ্বর্য্য-যুক্ত অথবা রাজা হয় এবং সেই মেধাবী মহামায়া কামাখ্যা, ত্রিপুরা এবং মহোৎসাহা শারদাকেও প্রত্যক্ষ দর্শন করে । ৩৯-৪০

বিষগ্রাহ, ভুজঙ্গ বা অপর যে কেহ তাঁহার হিংসক, তাহারা তাহার শরীর প্রাপ্ত হইয়া বিষাদ প্রাপ্ত হয় ; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ৪১

১ । সর্ব্বদর্শনো । ২ । বিষং গ্রাহো ।
* শ্লোকত্রয়মধিকং পুস্তকান্তরসম্মতম্ ।

অন্তে দেবীগৃহং প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ।
মহামায়া শারদাখ্যা কামাখ্যা ত্রিপুরা তথা ।
মহোৎসাহা তথৈতেষাং মন্ত্রাণাং যো গণো ভবেৎ ॥ ৪৩
মণ্ডলঞ্চাষ্টদলকং তন্মধ্যে বিলিখেৎ পুনঃ ।
লিখিত্বা পূর্ববৎ পূর্বং প্রোক্তং মন্ত্রগণং সমম্ ॥ ৪৪
অন্যদ্বয়ং দ্বারদেশে কোষ্ঠেষ্বক্ষরতো লিখেৎ ।
শুক্লকৌশেয়বস্ত্রেষু[1] রসৈর্বহ্নিশিখস্য তু ॥ ৪৫
উত্তরীয়ঞ্চ তদ্বস্ত্রং কৃত্বা জপ্যং সমাচরেৎ ।
কৃতোপবাসঃ শুদ্ধশ্চ মাতৃকান্যাসপূর্বকম্ ॥ ৪৬
পঞ্চানামপি বর্ণানাং সহস্রাণি তু পঞ্চ বৈ ।
দিবসৈঃ পঞ্চভির্জপ্ত্বা তদন্তে চ সমাচরেৎ ॥ ৪৭
প্রাণায়ামসহস্রাণি পঞ্চ বৈ পঞ্চভির্দিনৈঃ ।
অন্তে তু কবচন্যাসং কাত্যায়ন্যাঃ সমাচরেৎ ॥ ৪৮
এতস্য মাতৃকামন্ত্রৈঃ শ্বাসরোধনপূর্বকম্ ।
ত্রিঃ পিবেৎ কপিলাক্ষীরং জাগৃয়াচ্চ তদা নিশি ॥ ৪৯
এবং যঃ কুরুতে যন্ত্রং শরীরে শুক্লবাসসা ।
সোঽষ্ট সিদ্ধিমবাপ্নোতি দেবীলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৫০
য উত্তরীয়ং বিভৃয়াদ্বস্ত্রং মন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্ ।
নিত্যমেব মহাভাগ প্রভাবং তস্য বৈ শৃণু ॥ ৫১
ন তস্য দেহে শস্ত্রাণি প্রবেক্ষ্যন্তি কদাচন ।
নাগ্নির্দহতি তৎকায়ং নাপঃ সংক্লেদয়ন্তি চ ॥ ৫২

সংগ্রামে বা শাস্ত্রের তর্কে এই যন্ত্রের মত জয় লাভের উপায় ত্রিভুবনে আর নাই, এই নিমিত্ত সেই যন্ত্র ধারণ করিবে। ৪২

এই যন্ত্রধারী, মরণের পর দেবীগৃহে গমন করিয়া পরে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। শারদাখ্যা মহামায়া, কামাখ্যা, ত্রিপুরা এবং মহোৎসাহা ইহাদের মন্ত্রের যোগে উহা অষ্টদল একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে যুগপৎ লিখিবে। ৪৩-৪৪

অপর দুইটি মন্ত্রের অক্ষর দ্বারা দ্বারদেশে এবং কোষ্ঠে লিখিবে। তাহার শুক্ল কৌশেয় বস্ত্র বহ্নি-শিখরে রস দ্বারা রঞ্জিত করিয়া সেই বস্ত্রকে উত্তরীয় করত জপ আরম্ভ করিবে। উপবাসী এবং শুদ্ধ হইয়া মাতৃকান্যাস করিবে। ৪৫-৪৬

তদনন্তর পাঁচদিনে পাঁচটি পঞ্চ সহস্রবার জপ করিবে। জপের অবসানে পাঁচদিনে পাঁচ হাজার প্রাণায়াম করিয়া তদন্তে কাত্যায়নী কবচ ন্যাস করিবে। ৪৭-৪৮

তদনন্তর মাতৃকা-মন্ত্র দ্বারা শ্বাসরোধপূর্বক কপিলার ক্ষীর তিনবার পান করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। ৪৯

এইরূপে শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্বক যে ব্যক্তি শরীরে এই যন্ত্র ধারণ করে, সে অষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে গমন করে। ৫০

যে ব্যক্তি নিত্য এই মন্ত্রে মন্ত্রিত বস্ত্রকে উত্তরীয় করে, হে মহাভাগধর! তাহার প্রভাবের বিষয় শ্রবণ কর। ৫১

১। ……বস্ত্রেণ।

রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ ভূতাদ্যা যে তু হিংসকাঃ ।
তে তং দৃষ্ট্বা মহাভাগং দূরং গচ্ছন্তি বৈ ভিয়া ॥ ৫৩
গচ্ছেদবারিতঃ সোঽপি সর্বত্র সাধকোত্তমঃ ।
বশীকরোতি দেবাংশ্চ নৃপানন্যাংশ্চ যোষিতঃ ॥ ৫৪
উৎসাহেন যদি মেধাবী বাগ্মী রাজা চ বৈ ভবেৎ ।
চিরজীবী মহাভাগো ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্ ॥ ৫৫
কবিঃ প্রজ্ঞাসমাযুক্তঃ সোঽভেদ্যো জায়তেঽরিভিঃ ।
যস্মিন্ গৃহে স নিবসেদ্বজ্রপাতো ন তত্র বৈ ॥ ৫৬
নাস্য শরীরং শস্ত্রাণি দৃঢ়হস্তোজ্ঝিতান্যপি ।
এতং ন ঘ্নন্তি সততং জয়ঃ সর্বত্র ভৈরব ॥ ৫৭
অপরাধান্তি সততং তস্য সর্বত্র ভৈরব ।
নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য জায়ন্তে তু কদাচন ।
দেবীপুত্রঃ স মতিমান্ মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮
মন্ত্রিতং স্বামিনা বস্ত্রং যা দধাতি পতিব্রতা ।
পুত্রৈশ্বর্য্যমবাপ্নোতি দীর্ঘায়ুঃ সা বধূর্ভবেৎ ॥ ৫৯
প্রত্যেকমেকৈকং সংবৃত্যাবর্দ্ধনাসহিতেন চ ।
ক্রমাদ্বিংশতিযন্ত্রাণি কথিতানি ময়েহ বৈ ॥ ৬০
তানি প্রত্যেকতো বুদ্ধ্যা যো ধ্যায়েৎ সর্ব্বদা হৃদি ।
লিখিত্বা সর্ব্বযন্ত্রাণি বিভৃয়াদ্যোঽথ বা গলে ॥৬১
দেবেন্দ্রো জায়তে সোঽত্র প্রভাবেণেহ ভূতলে ।
পূর্ব্বোক্তানি সমস্তানি ফলান্যাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৬২

তাহার দেহে কখন অস্ত্র প্রবেশ করে না। অগ্নি তাহার শরীর দগ্ধ করে না এবং জল তাহার শরীরকে ক্লিন্ন করে না। ৫২

রাক্ষস, পিশাচ এবং যাহারা প্রাণীর হিংসক, তাহারা তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে। ৫৩

সেই সাধকশ্রেষ্ঠ সর্বত্র অবারিত হইয়া গমন করে। এবং দেবতা, রাজা ও স্ত্রীদিগকে বশীভূত করে। ৫৪

সে উৎসাহযুক্ত, মেধাবী, বাগ্মী, রাজতুল্য, চিরজীবী, মহাভাগ, ধন-ধান্য-সমৃদ্ধিমান, কবি, প্রজ্ঞাশালী এবং শত্রুগণের অভেদ্য হয়। যে গৃহে সে বাস করে, সে গৃহে বজ্রপাত হয় না। ৫৫-৫৬

হে ভৈরব! সংগ্রামে দৃঢ়হস্তনিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকলও তাহার শরীরের পীড়া করে না। কদাপি তাহার আধি ও ব্যাধি হয় না এবং সেই বুদ্ধিমান্ দেবীর পুত্রবৎ প্রিয় হইয়া মরণানন্তর মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৫৭-৫৮

যে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামিকর্ত্তৃক মন্ত্রিত বস্ত্র ধারণ করে, সেই বধূ পুত্র, ঐশ্বর্য্য, সুখ এবং দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। ৫৯

প্রত্যেকে এক একটি বৃদ্ধি করিয়া আমি ক্রমশঃ বিংশতি প্রকার যন্ত্র তোমার নিকট বলিলাম। ৬০

যে ব্যক্তি ঐ সকল যন্ত্রের এক একটি করিয়া চিন্তা করত সর্ব্বদা হৃদয়ে রক্ষা করে অথবা সকল যন্ত্রের স্বরূপ লিখিয়া গলায় ধারণ করে, সে ভূতলে দেবেন্দ্র-তুল্য প্রভাবশালী হয় এবং তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়। ৬১-৬২

পিহিতঃ সর্ব্বলোকাংস্ত্রীন্নিত্যমেব প্রপশ্যতি ॥ ৬৩
এবং সার্দ্ধং যন্ত্রবর্গৈঃ সমস্তৈ-রষ্টাভির্যৎ পূর্ব্বমুক্তং সহস্রম্ ।
শুক্লে বস্ত্রে সংলিখিত্বা স্বদেহে, ধৃত্বা নিত্যং প্রাপ্নুয়াদ্বৈ সমস্তম্ ॥ ৬৪
যঃ ক্ষত্রজাতির্হৃদয়ে স কুর্য্যাৎ, সংগ্রামকালে কবচেষ্টধাম্নি ।
মন্ত্রাক্ষরাণ্যাদিকৃতানি দেব্যা, অষ্টৌ বহির্গাত্রবিশেষতশ্চ ॥ ৬৫
গলে হরিং বক্ষসি বৈ লিখেদ্বিধিং, স্তনদ্বয়ে পুত্রযুতং মহেশ্বরম্ ।
বাহ্বংসসন্ধ্যোশ্চ হরিঞ্চ বৈষ্ণবীং, বাহ্বোস্তু লক্ষ্মীঞ্চ সরস্বতীঞ্চ ॥ ৬৬
এবং ধ্যাত্বাঙ্গমিদং বিধায়, গাত্রে সবর্ণান্নুচিন্তয়েচ্ছিবাম্[১] ।
লিখেল্ললাটে তিলকান্তরে নরঃ, সমস্তমন্ত্রাক্ষরযন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৬৭
তত্তো জপেদষ্টধা তু পাণিং দত্বাষ্টধামসু চ ।
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রস্তু ততো গচ্ছেদ্রণাজিরম্ ॥ ৬৮
স তু বীরো মম সমঃ সংগ্রামেষু চ জায়তে ।
তৃণানীব শরাস্ত্রাণি জায়ন্তেঽগ্নৌ তথাপ্যলিং[২] ॥ ৬৯
বিনিঃসরন্তি রিপবো যাচকা ধনিনো ধনম্[৩] ।
সিংহাগ্ন্যাসনরশার্দ্দূলো বীর্য্যবান্ বলবান্ ভবেৎ ॥ ৭০
ইদং রহস্যং কথিতং কামাখ্যায়াস্তু ভৈরব
বৈষ্ণব্যাস্তন্ত্রমুখ্যেষু ত্রিপুরায়াস্ততঃ শৃণু ॥ ৭১
তস্যাস্তু সর্ব্বমন্ত্রাণি ত্রয়োদশযুতানি বৈ ।
বিংশতিস্তু সহস্রাণাং তন্ত্রাদ্যং বাগ্‌ভবং স্মৃতম্ । ৭২

সে এই লোকত্রয়ের মধ্যে গুপ্ত বস্তু সকল দর্শন করিতে সমর্থ হয়। এই সমস্ত আটপ্রকার যন্ত্র বর্গের সহিত পূর্ব্বোক্ত সহস্র প্রকার শুক্লবস্ত্রে লিখিয়া দেহে ধারণ করিলে সে সমুদয় লাভ করে। ৬৩-৬৪

যে ক্ষত্রিয়জাতীয় যুদ্ধ সময়ে ইষ্টধাম কবচ হৃদয়ে ধারণ করে এবং দেবীর আদিকৃত আটটি মন্ত্রাক্ষর বাহ্যাঙ্গবিশেষে ধারণ করে। ৬৫

গলায় বিষ্ণু, বক্ষঃস্থলে ব্রহ্মা, স্তনদ্বয়ে পুত্রদ্বয়যুক্ত মহেশ্বর, বাহু ও অংসের সন্ধিতে মিহির ও বৈষ্ণবী এবং বাহুদ্বয়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে লিখিয়া সর্ব্বগাত্রে শিবা বর্ণস্বরূপ চিন্তা করে, ললাটে তিলকের মধ্যে এই উত্তম অষ্টাক্ষর লেখে, তাহার পর অষ্টবামে হস্ত দিয়া বৈষ্ণবী তন্ত্রমন্ত্র আটবার জপ করিয়া যক্ষঃস্থলে গমন করে। ৬৬-৬৭

সে সংগ্রামে আমার তুল্য বীর হয় শত্রুনিঃক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ তাহার তৃণবৎ প্রতিভাত হয় ; সে অগ্নিমধ্যেও প্রবেশে সমর্থ হইয়া থাকে। ৬৮-৬৯

.. সিংহের সম্মুখ হইতে যেমন হরিণেরা পলায়ন করে, তেমনি তাহার সম্মুখ হইতে শত্রুগণ পলায়ন করে এবং সে নরশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ ও বলবান্ হয়। ৭০

হে ভৈরব! বৈষ্ণবীর মুখ্য মন্ত্রের মধ্যে কামাখ্যার এই রহস্য কথিত হইল, এক্ষণে ত্রিপুরাভৈরবীর মন্ত্রাদির বিষয় শ্রবণ কর। ৭১

ত্রিপুরার সকল মন্ত্র একত্র করিলে ত্রয়োদশাধিক বিংশতি সহস্র হয়। তাহার বাগ্‌ভবাদি ত্রয়োদশ বীজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৭২

১। গাত্রেষু ধর্ম্মবর্ণানুচিন্তয়ন্ শিবায়্।
২। তথাগ্নেরপি জায়তে।
৩। তদগ্রাদ্ হরিণা যথা।

দ্বিতীয়ং কামরাজাখ্যং মোহনঞ্চ তৃতীয়কম্ ।
আম্রেড়িতং বাগ্‌ভবন্তু চতুর্থং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৩
নেত্রবীজং দ্বিতীয়ন্তু দ্বিরুক্তং বাগ্‌ভবং তথা ।
আদ্যং তৎপঞ্চমং প্রোক্তং চতুর্ভিরপি চাক্ষরৈঃ ॥ ৭৪
নেত্রবীজং দ্বিতীয়ন্তু প্রথমং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
দ্বিতীয়ং কামবীজন্তু তৃতীয়ং বাগ্‌ভবং তথা ॥ ৭৫
এভিস্ত্রিভিস্তু যন্মন্ত্রং তৎ ষষ্ঠং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
নেত্রবীজং দ্বিতীয়ন্তু বাগ্‌ভবং তেন সপ্তমম্ ।
তদেবং বাগ্‌ভবান্তন্তু অষ্টমং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৬
বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চৈন্দ্রাভ্যাং[১] নবমং স্মৃতম্ ।
কামবীজং তথৈবাদ্যং দ্বিতীয়ঞ্চৈব মোহনম্ ।
একাদশমিদং প্রোক্তং ডামরাদ্যন্তু বাগ্‌ভবম্ ॥ ৭৭
দ্বাদশং কীর্ত্তিতং মন্ত্রং শেষন্তৈপুরং মতঃ ।
তস্মাত্ত্রৈপুরং মন্ত্রং শৃণুষ্বৈকমনাস্ত্বিদম্ ॥ ৭৮
প্রান্তাদিস্তস্য চাপান্তাদির্বহ্নির্ব্বাগ্‌ভবসন্নিতঃ[২] ।
আদ্যং ত্রিপুরভৈরব্যা বীজমাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৯
উপান্তশ্চ তদাদিশ্চ বাঞ্জনাদ্যং বৃষাননঃ ।
চতুর্থস্বরবিন্দ্বিন্দুযুতাশ্চৈতত্তৃতীয়কম্[৩] ॥ ৮০
উপান্তশ্চ তদাদিশ্চ বহ্নিশেষস্বরস্তথা ।
সমাপ্তিবিন্দুসহিতা সহিতস্তু তৃতীয়কঃ ॥ ৮১
এতত্ত্রয়ং বিজানাতি যো নরো ভুবি ভূমিপঃ ।
সিদ্ধবিদ্যাধরেভ্যস্তু সোঽধিকো মৎসমো ভবেৎ[৪] ॥ ৮২
এতে ত্রয়োদশ প্রোক্তা মন্ত্রা মন্ত্রেষু চোজ্জ্বলাঃ ।
বিংশতেস্তু সহস্রেভ্যঃ পরাশ্চৈতে প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
বিংশতেস্তু সহস্রাণামাদ্যমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৩
ত্রিপুরায়াস্তু বালায়া মন্ত্রং তচ্ছৃণু ভৈরব ।
বাগ্‌ভবং কামরাজন্তু উপান্তাদিঃ সবিন্দুকঃ ॥ ৮৪
শেষস্বরসমাপ্তিভ্যাং মন্ত্রমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
এষা তু ত্রিপুরা বালা মধ্যা প্রোক্তা পুরৈব হি ॥ ৮৫
শেষা তেজস্বিনী প্রোক্তা যেয়ং ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৮৬
মধ্যায়াঃ পূজনং প্রোক্তং বালায়াঃ শৃণু সাম্প্রতম্ ।
তথা ত্রিপুরভৈরব্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৮৭

ভৈরব ; ত্রিপুরা বালার মন্ত্র শ্রবণ কর ; ইহার বীজ বাগ্‌ভব। এই ত্রিপুরা বালা। মধ্যা ত্রিপুরার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; যিনি ত্রিপুর ভৈরবী, তিনি শেষা এবং তেজস্বিনী। ৭৩-৮৬

মধ্যার পূজাপরিপাটী বলা হইয়াছে ; এক্ষণে ত্রিপুরা বালা ও ত্রিপুর-ভৈরবীর সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক পূজাক্রম শ্রবণ কর। ৮৭

১। ...নেত্রাভ্যাং নবমং স্মৃতম্।
২। সন্নিতঃ।
৩। দ্বিতীয়কম্।
৪। মত্তো মহৎম্।

বিভিদ্য শক্ত্যা শম্ভুস্ত শক্তিশ্চাপি বিভেদয়েৎ।
শম্ভবে বর্ণষট্‌কোণং কেশরং তত্র সংলিখেৎ॥ ৮৮
মধ্যায়াস্ত্রিপুরায়াস্ত যাদৃশে দ্বারমণ্ডলে।
তাদৃশেঽত্রাপি কর্ত্তব্যং কোণেষু লিখিতং তথা॥ ৮৯
পাপোঽসারণকর্ম্মাণি ভূম্যাদীনাং বিশোধনম্।
পূর্ব্বমুত্তরতন্ত্রোক্তং ত্রিপুরাপীঠভাবিতম্॥ ৯০
কামাখ্যাপূজনে প্রোক্তং সর্ব্বং কুর্য্যাত্তু সাধকঃ॥ ৯১
দহনপ্লবনাদীনি প্রতিপত্তিশ্চ পাত্রকে[১]।
সর্ব্বন্তু পূর্ব্ববৎ কার্য্যং কামাখ্যাপূজনে যথা॥ ৯২
কৃত্বাত্র দেহন্যাসন্ত মন্ত্রবর্ণৈস্তথাক্ষরৈঃ।
সর্ব্বৈঃ স্বরৈস্তথা কাদ্যৈস্ততো রূপং বিচিন্তয়েৎ॥ ৯৩
চতুর্ভুজাং রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাম্।
দক্ষিণোর্দ্ধে স্রজঞ্চাধো বিভ্রতীং পুস্তকোত্তমম্॥ ৯৪
অভয়ং বামহস্তাভ্যাং বরঞ্চ দধতীং তথা।
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশাং ত্রিনেত্রাং গজগামিনীম্॥ ৯৫
পীনতুঙ্গস্তনযুগাং সিতপ্রেতাসনস্থিতাম্।
স্মিতপ্রসন্নবদনাং সর্ব্বালঙ্কারসংযুতাম্॥ ৯৬
তিসৃভির্মুণ্ডমালাভিঃ শিরোবক্ষঃকটীষু চ।
ত্রিগুণাং ত্রিগুণীভূতৈঃ প্রত্যেকং পরিভূষিতাম্॥ ৯৭
মদিরাঘূর্ণনয়নাং রক্তদন্তচ্ছদদ্বয়াম্।
চিন্তয়েৎ বরদাং দেবীমেবং ত্রিপুরভৈরবীম্॥ ৯৮

কুলকুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মাকে ষট্‌চক্র ভেদ করাইয়া পরমাত্মার সহিত মিলাইবে। ৮৮

মধ্যাত্রিপুরার যাদৃশদ্বার মণ্ডলে কোণে যেরূপ লিখিতে হয়, ইঁহারও তাদৃশ দ্বার মণ্ডল করিয়া কোণে সেইরূপই লিখিবে। ৮৯

পূর্ব্বে কামাখ্যাপূজন প্রসঙ্গে ত্রিপুরা-পীঠপূজা-প্রস্তাবে উত্তর তন্ত্রে কথিত পাপোৎসারণ, ভূমিশোধন, দহন, প্লাবন এবং পাত্রপ্রতিপত্তি প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই ইহাতে করিবে। ৯০-৯২

মন্ত্রবর্ণ ও মাতৃকাবর্ণ স্বর-ব্যঞ্জনসমূহ দ্বারা নিজদেহে ন্যাস করিয়া তাঁহার রূপ চিন্তা করিবে। ৯৩

ত্রিপুর-ভৈরবী দেবী, রক্তবর্ণা, রক্তবস্ত্রপরিধানা চতুর্ভুজা; তাঁহার ঊর্দ্ধ দক্ষিণহস্তে মালা, অধো দক্ষিণহস্তে উত্তম পুস্তক। ৯৪

বামহস্তযুগলে বরাভয়, দীপ্তি সহস্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল; তিনি ত্রিনয়না, গজেন্দ্রগমনা। ৯৫

উত্তুঙ্গপীন-স্তনযুগল-শোভিতা, শ্বেতপ্রেতোপরি আসীনা, সহাস্যবদনা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা। ৯৬

তাঁহার মস্তক, বক্ষঃস্থল এবং কটিদেশ তিনছড়া মুণ্ডমালা দ্বারা তিনফের বেষ্টিত। ৯৭

১। ......মাতৃকে।

বালায়াস্ত্রিপুরায়াস্তু রূপং পূর্ব্বং প্রপূজনে।
উক্তঃ ক্রমঃ পীঠযোগে তন্ত্রাদি শৃণু ভৈরব ॥ ৯৯
পুষ্পবাণাংস্তু[1] পাশঞ্চ ধত্তে পৌষ্পং শরাসনম্।
পাশঞ্চ[2] কুণপারূঢ়া সা বালা ত্রিপুরা স্মৃতা ॥ ১০০
মন্মন্ত্রে[3] ত্রিপুরে দেবীং বিদ্মহে পদমাদিতঃ।
কামেশ্বরীং ধীমহি তাং তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ ॥ ১০১
এষা ত্রিপুরগায়ত্রীত্যাবাহনবিশেষতঃ।
স্নানাদ্যৈঃ পূজয়েৎ সম্যক্ বালামন্যাঞ্চ ভৈরবীম্ ॥ ১০২
অস্যাঃ ক্রমে বিশেষো যো ন্যাসে চোত্তরকর্ম্মণি।
তৎ সর্ব্বং সহ মন্ত্রৌঘৈঃ শৃণু বেতালভৈরব ॥ ১০৩
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় চিন্তয়েৎ পরমং গুরুম্।
ততোঽন্যং স্বগুরুং শুদ্ধং ততস্ত্রিপুরভৈরবীম্ ॥ ১০৪
চতুর্ভুজাং শুক্লবর্ণাং বরদাভয়পুস্তকাম্।
অক্ষমালাঞ্চ ক্রমতো ধত্তে বামে চ দক্ষিণে ॥ ১০৫
সুবর্ণরত্নখচিতে সংস্থিতাং প্রবরাসনে।
সৌবর্ণমুত্তরীয়ঞ্চ ধত্তে সৌবর্ণকুণ্ডলে।
স্বগুরুং বর্ণতো ধ্যানাত্তথৈব পরিচিন্তয়েৎ ॥ ১০৬
ভৈরবীং চিন্তয়িত্বা তু তত উত্থায় চাচরেৎ ॥ ১০৭
মৈত্রমাচমনঞ্চৈব দন্তানাং শোধনং তথা।
প্রাতঃস্নানং ততঃ কুর্য্যাত্ত্রৈপুরং যোজয়ন্ ক্রমম্ ॥ ১০৮

নয়নত্রয় মধুপানে ঘূর্ণিত, ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ ; বরদায়িনী দেবী ত্রিপুর-ভৈরবীকে এইরূপ চিন্তা করিবে। ৯৮

ভৈরব। ত্রিপুরা-বালার রূপ পূর্ব্বে পীঠ যোগক্রমে পূজা প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে ; তাহার কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। ৯৯

যিনি পুষ্পবাণ, পুষ্পধনু ও পাশ ধারণ করিয়া পঞ্চপ্রেতোপরি আসীনা, তিনিই ত্রিপুরা—বালা। ১০০

ঐঁ ত্রিপুরা দেবি। বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ, ইহা ত্রিপুরাগায়ত্রী। ১০১

আবাহনপূর্ব্বক স্নানীয় ও অন্যান্য উপচার দ্বারা ত্রিপুরা বালার পূজা করিবে। ১০২

বেতাল-ভৈরব ত্রিপুর-ভৈরবীর পূজাক্রমাদিতে যে বিশেষ আছে, মন্ত্রবৃন্দ সহিত তৎসমস্ত শ্রবণ কর। ১০৩

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে পরম গুরু, গুরু এবং ত্রিপুর-ভৈরবীকে স্মরণ করিবে। ১০৪

চতুর্ভুজ, শুক্লবর্ণ, বরাভয়-পুস্তক-অক্ষমালাধারী, সুবর্ণময় উত্তমাসনে আসীন, সুবর্ণময় উত্তরীয় ও সুবর্ণকুণ্ডলযুগলে শোভিত নিজ গুরুকে ধ্যান করিবে। ১০৫-১০৬

অনন্তর, ত্রিপুর-ভৈরবীর ধ্যান করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ত্রিপুর-ভৈরবীর পূজাধিকারের জন্য শৌচ, আচমন, দন্তধাবন ও প্রাতঃস্নান করিবে। ১০৭-১০৮

১। পুষ্পবাণং চ। ২। বাণং। ৩। তন্মধ্যে।

সর্ব্বত্র দেবীমন্ত্রেষু বৈদিকেষ্বপি ভৈরবীম্।
ত্রিপুরাকিরয়েন্নিত্যং দেবমন্ত্রেষু চ ক্রমাৎ ॥ ১০৯
ত্রিভিস্ত ত্রিপুরাবীজৈস্ত্রিধা মজ্জনমাচরেৎ ॥ ১১০
দেবানামপি সর্ব্বেষু ভৈরবেষু পদং যথা।
কুর্য্যাদ্বিশেষণং নিত্যং নোচ্চার্য্যং নির্ব্বিশেষণম্ ॥ ১১১
আপঃ পুনন্ত পৃথিবীমুক্ত্বা ত্রিপুরভৈরবীম্।
কুর্য্যাদাচমনং বিপ্রো দ্রুপদাখ্যং তথাচরেৎ ॥ ১১২
ইদং বিষ্ণুর্ভৈরবস্ত বিচক্রম ইতীরিতম্।
মৃদালম্ভনকুড্যেষু নিত্যমেবাপ্যুদীরয়েৎ ॥ ১১৩
গায়ত্রীং ত্রিপুরান্তাস্ত ভৈরবীমাহ্বয়েচ্ছিবাম্।
মার্ত্তণ্ডভৈরবায়েতি সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ১১৪
উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং শেষে ভৈরবমীরয়েৎ।
তর্পণাদৌ প্রযুঞ্জীত তৃপ্যতাং ব্রহ্মভৈরবঃ ॥ ১১৫
আবাহনে স্বয়ং পিতৄন্ ভৈরবানিতি কীর্ত্তয়েৎ।
তৃপ্যতাং ভৈরবীমাতঃ পিতর্ভৈরব তৃপ্যতাম্।
আদৌ চ ত্রিপুরাপূর্ব্বং তর্পণেঽপি প্রয়োজয়েৎ ॥ ১১৬
জ্যোতিষ্টোমাশ্বমেধাদৌ যত্র যং যং প্রপূজয়েৎ।
তত্র ভৈরবরূপেণ দেবীমপি চ ভৈরবীম্ ॥ ১১৭
মদিরাপাত্রমালোক্য রক্তবস্ত্রাং স্ত্রিয়ং তথা।
শিরো নরস্য দৃষ্ট্বা তু ভৈরবীং চিন্তয়েদ্দ্বিজ ॥ ১১৮
স্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা যথৈকত্র যুবতীঃ সুমনোহরাঃ ॥ ১১৯

সকল দেবী-মন্ত্রে এমন কি বৈদিক মন্ত্রেও ত্রিপুর-ভৈরবীর চিন্তা করিবে। ত্রিপুরাবীজ উচ্চারণ করিয়া তিনবার ডুব দিবে। ১০৯-১১০

সমস্ত দেব মন্ত্রে দেবনামের পর ভৈরব নাম দিবে, ভৈরব নাম শূন্য দেবনাম উচ্চারণ করিবে না। ১১১

"আপঃ পুনন্ত পৃথিবীং" ইত্যাদি মন্ত্রান্তে ত্রিপুরা ভৈরবীর স্মরণ অন্তে "দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে। ১১২

"ইদং বিষ্ণুর্ভৈরব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মৃদালম্ভন কর্ত্তব্য। গায়ত্রী ও ত্রিপুরভৈরবীর নামোচ্চারণপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবে। ১১৩

মার্ত্তণ্ডভৈরবাখ্য সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে। "উদুত্যং জাতবেদসং" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক শেষে ভৈরব পদ উচ্চারণ করিবে। ১১৪

তর্পণে "ব্রহ্ম-ভৈরবস্তৃপ্যতাং" ইত্যাদি, আবাহনাদিতে "পিতৄন্ ভৈরবান্" তর্পণে "পিতর্ভৈরব! মাতর্ভৈরবি!" ইত্যাদি কীর্ত্তন করিবে। ১১৫

তর্পণেও স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমেই ত্রিপুরা পদ প্রয়োগ করিবে। জ্যোতিষ্টোম অশ্বমেধাদি যজ্ঞে দেবতাকে ভৈরবরূপে ও দেবীকে ভৈরবীরূপে পূজা করিবে। ১১৬-১১৭

মদিরাপাত্র, রক্তবস্ত্র-পরিধানা রমণী ও নরমুণ্ড দর্শন করিলে ভৈরবীকে চিন্তা করিবে। ১১৮

তাভ্যস্ত্রিপুরভৈরব্যাঃ প্রীতয়ে বন্দনাদিকম্ ।
দদ্যাদ্ভক্ত্যা তু মনসা চিন্তয়েদথ ভৈরবীম্ ॥ ১২০
ভৈরবীং প্রতিগৃহ্লামি ভৈরবোঽহং প্রতিগ্রহী ।
কন্যায়াং ভাবয়েদ্বীমাংস্ত্রিপুরায়াঃ প্রপূজকঃ ॥ ১২১
ভৈরবায় দদাম্যদ্য দেবীং ত্রিপুরভৈরবীম্ ।
ইতীরয়েৎ প্রদানে তু কন্যায়াস্ত্রিপুরাং ততঃ ॥ ১২২
তস্যাঃ পূজোপকরণপাত্রাদ্যং যাগপূজনে ।
আসনাদ্যঞ্চ সততং নোপযোজ্যং কদাচন ॥ ১২৩
সকৃত্তু দাপয়েদন্যৈর্মদিরাং সাধকো দ্বিজঃ ।
শূদ্রাদয়স্তু সততং দদ্যুরাসবমুত্তমম্ ॥ ১২৪
এবন্তু বামভাবেন যজেৎ ত্রিপুরভৈরবীম্ ।
বালাস্তু বামদাক্ষিণ্যমার্গাভ্যামপি পূজয়েৎ ॥ ১২৫
শ্মশানভৈরবীং দেবীমুগ্রতারাং তথৈব চ ।
উচ্ছিষ্টভৈরবীং চণ্ডীং তথা[১] ত্রিপুরভৈরবীম্ ॥ ১২৬
এতাস্তু বামভাবেন পূজ্যা দক্ষিণতাং বিনা ॥ ১২৭
ঋষীন্ দেবান্ পিতৄংশ্চৈব মনুষ্যান্ ভূতসঙ্ঘান্ ।
যোজয়েৎ পঞ্চভির্যজ্ঞৈর্ঋণানি পরিশোধয়েৎ ॥ ১২৮
বিধিবৎ স্নানদানাভ্যাং কুর্বন্ যদ্বিধিপূজনম্ ।
ক্রিয়তে সরহস্যন্তু তদ্দাক্ষিণ্যমিহোচ্যতে ॥ ১২৯
সর্বে চ পিতৃদেবাদ্যৌ যস্মাত্তৎবাতি দক্ষিণঃ ।
দেবী চ দক্ষিণা যস্মাত্তস্মাদ্দক্ষিণ উচ্যতে ॥ ১৩০

একত্র মনোহারিণী বহু যুবতী দর্শন করিলে ত্রিপুর-ভৈরবীর প্রীতির জন্য তাঁহাদিগের বন্দনাদি করিবে। ভৈরবীবোধে মনে মনে ভক্তিপূর্বক চিন্তা করিবে। ১১৯-১২০

ত্রিপুরা-পূজক সাধক, বিবাহ করিবার সময় ভাবিবে—যাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিতেছি ইনি সামান্য নারী নহেন—ভৈরবী, প্রতিগ্রহীতা—আমিও ভৈরব। ত্রিপুরা-পূজক কন্যাদাতা বলিবে আমি ভৈরবের হস্তে ত্রিপুর-ভৈরবীকে সম্প্রদান করিতেছি। ১২১-১২২

ত্রিপুর-ভৈরবীর পূজোপকরণ পাত্রাদি ও আসনাদি কদাচ অন্য পূজায় লাগাইবে না। ১২৩

সাধকদ্বিজ, অন্য দ্বারা একবার মাত্র দেবীকে মদিরা দেখাইবে। শূদ্রজাতি সর্বদা উত্তম মদ্য স্বয়ং দিতে পারিবে। ১২৪

ত্রিপুর-ভৈরবীকে এইরূপ বামাচারেই পূজা করিবে। ত্রিপুরা বালাকে বামাচার ও দক্ষিণমার্গেও পূজা করিতে পারিবে। ১২৫

শ্মশান-ভৈরবী, উগ্রতারা, উচ্ছিষ্ট-ভৈরবী, চণ্ডী, ত্রিপুর-ভৈরবী—ইহাঁদিগকে বামভাবেই পূজা করিবে; দক্ষিণভাবে পূজা করিবে না। ১২৬-১২৭

সাধক—ঋষি, দেব, পিতৃ-লোক মনুষ্য এবং ভূতবর্গকে পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা পূজা, ঋষি প্রভৃতির ঋণ মোচন, যথাবিধি স্নান, দান যজ্ঞ এবং সরহস্য দেবপূজাদি যাহা করে, তাহাই দাক্ষিণ্য বা দক্ষিণ মার্গ। ১২৮-১২৯

১। তাসাং।

যা পুনঃ পূজ্যমানা তু দেবাদীনাঞ্চ পূর্ব্বতঃ[১] ।
যজ্ঞভাগং স্বয়ং ধত্তে[২] সা বামা তু প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৩১
পূজকোঽপি ভবেদ্বামস্তত্রৈব সততং সুত ।
পঞ্চযজ্ঞান্ ন বা কুর্য্যাদ্ যদ্বা বামাগ্রপূজনে ॥ ১৩২
অন্যস্য পূজাভাগং হি যতো গৃহ্লাতি বালিকা ।
যং পূজয়েদ্বামভাবৈর্ন তৎ স্যাদৃণশোধনম্ ।
পিতৃদেবনরাদীনাং জায়তে চ কদাচন ॥ ১৩৩
সোঽভ্যস্য ত্রিপুরাযোগং তেন যোগেন সংযুতঃ ।
জীয়তে যদি সুপ্রাজ্ঞস্তদা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৪
স চ মোক্ষশ্চিরেণৈব জায়তেঽত্র পুনঃ[*] পুনঃ ।
ঋণশোধনদক্ষৈঃ পাপৈরাক্রান্তশ্চৈব ভৈরব ॥ ১৩৫
ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্যযুক্তঃ সর্ব্বত্র বল্লভঃ ।
মদনোপমকান্তেন শরীরেণ বিরাজতা ॥ ১৩৬
সরাষ্ট্রকঞ্চ রাজানং বশীকৃত্য সমন্ততঃ ।
মোহয়ন্ বনিতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাশ্চ মদবিহ্বলাঃ ॥ ১৩৭
সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ তুরঙ্গাংশ্চ ভূতপ্রেতপিশাচকান্ ।
বশীকুর্ব্বন্ বিচরতি বায়ুবেগোদ্ধতস্ততঃ ॥ ১৩৮
বালাং বা ত্রিপুরাং দেবীং মধ্যাং বাপ্যথ ভৈরবীম্ ।
যো যজেৎ পরয়া ভক্ত্যা যশ্চ বাণোপমাকৃতিঃ ॥ ১৩৯
কামেশ্বরীন্তু কামাখ্যাং পূজয়েত্তু যথেচ্ছয়া ।
দাক্ষিণ্যাদ্বামভাবাদ্বা সর্ব্বথা সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪০

সাধক, পিতৃদেবাদি সর্ব্বত্রই দক্ষিণ (অনুকূল) এবং দেবীও দক্ষিণা থাকেন, এইজন্য ইহাকে দক্ষিণ বলা হয়। ১৩০

আর যে দেবী পূজিত হইয়া দেবাদির পূর্ব্বেই সমস্ত যজ্ঞভাগাদি স্বয়ং গ্রহণ করেন, তিনিই বামা। ১৩১

হে পুত্র! তদীয় পূজকও বাম। পঞ্চযজ্ঞ করুক আর নাই করুক, ইষ্ট-পূজনে বামাচার করিবে। ১৩২

বামাদেবী, অন্যের পূজাভাগ স্বয়ং গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি বামভাবে পূজা করে, তাহার কদাচ পিতৃদেব ও মনুষ্যাদির ঋণ হইতে মুক্তি হয় না। ১৩৩

তবে, সে ব্যক্তি যদি ত্রিপুরাযোগ অভ্যাস করিয়া তাহাতে সুবিজ্ঞ হয়, তবেই মুক্তি লাভ করিবে। ১৩৪

কিন্তু হে ভৈরব! ত্রিপুরাভক্ত ঋণ শোধ না হওয়াতে পাপে বহুকালে মুক্তি পাইবে। ১৩৫

ইহকালে তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও কামকমনীয় সুন্দর দেহ হয়; সেই সাধক রাজ্য সমেত রাজাকে সম্পূর্ণরূপে বশবর্ত্তী, মদবিহ্বলা মহিলাদিগকে মোহিত, সিংহ, ব্যাঘ্র, তুরঙ্গ, ভূত, প্রেত, পিশাচাদিকে নিজের আয়ত্ত করিয়া বায়ুবেগে অবারিতভাবে বিচরণ করে। ১৩৬-১৩৮

যে ব্যক্তি, ত্রিপুরবালা, ত্রিপুরামধ্যা বা ত্রিপুর-ভৈরবীকে পরম ভক্তি-সহকারে পূজা করে সে পঞ্চশর সদৃশ কান্ত হয়। ১৩৯

১। সর্ব্বতঃ। ২। ভুঙ্‌ক্তে। *। ...ত্রৈপুরঃ।

মহামায়াং শারদাঞ্চ শৈলপুত্রীং তথৈব চ।
যথা তথা প্রকারেণ দাক্ষিণ্যাদেব পূজয়েৎ ॥ ১৪১
যো দাক্ষিণ্যং বিনা ভাবং মহামায়াং সমর্চ্চতি।
স পাপঃ স্বর্গলোকেভ্যশ্চ্যুতো ভবতি রোগধৃক্ ॥ ১৪২
অন্যাস্তু শিবদূত্যাদ্যা দেব্যো যাঃ পূর্ব্বমীরিতাঃ।
তাস্তু বাং বাপি দাক্ষিণ্যাৎ পূজিতব্যাস্তু সাধকৈঃ ॥ ১৪৩
কিন্তু যঃ পূজকো[১] বামঃ সোঽন্যাসাং পরিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বাসাং পূজকঃ স্যাত্তু দক্ষিণস্তেন উত্তমঃ। ১৪৪
অথ ত্রিপুরভৈরব্যা ন্যাসঞ্চ শৃণু ভৈরব।
যেন বৈ ন্যাসমাত্রেণ দেববজ্জায়তে নরঃ ॥ ১৪৫
ভৈরবীতন্ত্রমন্ত্রস্য ঋষির্দক্ষিণ উচ্যতে।
ছন্দঃ পংক্তিঃ সমাখ্যাতা দেবী ত্রিপুরভৈরবী ॥ ১৪৬
কামার্থয়োঃ সাধনে চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
হকারং বিন্যসেন্নাভৌ সকারং বস্তিতো ন্যসেৎ ॥ ১৪৭
রকারং শেফে বিন্যস্য ঐকারঞ্চ গুদে তথা ॥ ১৪৮
পুনরুর্ব্বোস্তথৈবাদ্যং জানুযুগ্মে দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ং জঙ্ঘয়োর্ন্যস্য চতুর্থং পাদয়োর্ন্যসেৎ ॥ ১৪৯
ত্রিবিধং[২] বিন্যসেদেবং নাভ্যাদেঃ পাদসঙ্গতম্ ॥ ১৫০

যে ব্যক্তি কামাখ্যা কামেশ্বরীকে বাম ও দক্ষিণ ভাবে যথেচ্ছ পূজা করিবে সে সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধি লাভ করিবে। ১৪০

মহামায়া শারদা এবং শৈলপুত্রীকে যেরূপেই হউক দক্ষিণ ভাবেই পূজা করিবে। ১৪১

যে ব্যক্তি, মহামায়াকে দক্ষিণভাব ব্যতীত অর্চ্চনা করে, সেই পাপিষ্ঠ, রোগযুক্ত হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বলোক বহিষ্কৃত হয়। ১৪২

পূর্ব্বে যে শিবদূতী প্রভৃতি অন্য দেবীগণের কথা বলিয়া গিয়াছে, সাধকগণ, তাঁহাদিগের পূজা বাম বা দক্ষিণ যে ভাবে ইচ্ছা তদ্দ্বারাই করিতে পারিবে। ১৪৩

যে ব্যক্তি, বাম ভাবে পূজা করে, সে অন্য দেবতার আশা পূর্ণ করে না; কিন্তু যে দক্ষিণ ভাবের পূজক, সে সকলের আশা পূর্ণ করে; এই জন্য দক্ষিণই উত্তম। ১৪৪

ভৈরব! অনন্তর ত্রিপুরভৈরবীর ন্যাস শ্রবণ কর; এই ন্যাস করিলে মনুষ্য দেবতার ন্যায় হয়। ১৪৫

এই ভৈরবী মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, পংক্তি ছন্দঃ, ত্রিপুর-ভৈরবী দেবতা; কাম অর্থ সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। ১৪৬

নাভিতে হকার, বস্তিদেশে সকার, লিঙ্গে রকার, অপানে ঐকার, আবার উরুযুগলে হকার, জানুযুগলে সকার, জঙ্ঘাদ্বয়ে রকার এবং পাদযুগলে ঐকার ন্যাস করিবে। ১৪৭-১৪৯

এইরূপ নাভি হইতে আরম্ভ করিয়া পাদ পর্য্যন্ত তিনবার ন্যাস করিবে। ১৫০

১। পূরকঃ। ২। ত্রিরাবর্ত্ত্যা।

দ্বিতীয়স্য তু বীজস্য আদ্যং হৃদয়ে বিন্যসেৎ।
বামে স্তনে দ্বিতীয়ন্তু তৃতীয়ং দক্ষিণে স্তনে ॥ ১৫১
চতুর্থমুদরে ন্যস্য পঞ্চমং পার্শ্বয়োর্ন্যসেৎ।
ষষ্ঠং নাভৌ পরিন্যস্য ন্যসেচ্চাপি ত্রিধা ত্রিধা ॥ ১৫২
তৃতীয়স্য তু বীজস্য মূর্দ্ধ্নি চাদ্যন্তু বিন্যসেৎ।
দ্বিতীয়ং ন্যস্য কেশান্তে তৃতীয়ং বদনে ন্যসেৎ॥
চতুর্থং হৃদয়ে ন্যস্য যথা স্যাত্তু ত্রিধা ত্রিধা ॥ ১৫৩
আদ্যাদ্যং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দ্বিতীয়ং তর্জ্জনীং পুনঃ ॥ ১৫৪
তৃতীয়ঞ্চ মধ্যমায়ামনামায়াং চতুর্থকম্।
তৃতীয়াদ্যং কনিষ্ঠায়াং বামাঙ্গুষ্ঠে দ্বিতীয়কম্ ॥ ১৫৫
তৃতীয়ং বামতর্জ্জন্যাঞ্চতুর্থং মধ্যমাতলে।
অনামায়াং পঞ্চমন্তু ষষ্ঠং শেষে তু বিন্যসেৎ ॥ ১৫৬
এবং ত্রিধা তু বিন্যস্য তৃতীয়মথ বীজকম্।
উভয়োর্হস্তয়োঃ কৃত্বা অঙ্গুষ্ঠাদ্যং যুগং যুগম্ ॥ ১৫৭
তৃতীয়ং বীজবর্ণাংস্তু বিন্যসেৎ ক্রমতো বুধঃ।
পিণ্ডিতং সর্ব্ববীজন্তু বিন্যসেত্তু কনিষ্ঠয়োঃ ॥ ১৫৮
আদ্যন্তু[১] তলয়োর্ন্যস্য পৃষ্ঠয়োশ্চ দ্বিতীয়কম্।
তালত্রয়ন্ততো দত্ত্বা তৃতীয়েনাস্ত্রবেষ্টনম্[২] ॥ ১৫৯
কর্ণয়োশ্চিবুকে গণ্ডে মুখে দৃঙ্নাসয়োস্তথা।
স্কন্ধয়োশ্চ কক্ষোঃপৌ[৩] চ জঠরে শিশ্নমূর্দ্ধনি ॥ ১৬০

ত্রিপুরার দ্বিতীয় বীজের আদি অক্ষর হকার হৃদয়ে, দ্বিতীয় অক্ষর সকার বাম স্তনে, তৃতীয় অক্ষর ককার দক্ষিণ স্তনে, চতুর্থ অক্ষর লকার উদরে, পঞ্চম অক্ষর রকার পার্শ্বদ্বয়ে, ষষ্ঠ অক্ষর ঈকার নাভিতে ন্যাস করিবে। এইরূপ তিন বার। ১৫১-১৫২

ত্রিপুরার তৃতীয় বীজের আদ্য অক্ষর হকার, মস্তকে দ্বিতীয় অক্ষর সকার কেশান্তে, তৃতীয় অক্ষর রকার বদনে, চতুর্থ অক্ষর ঐকার হৃদয়ে ন্যাস করিবে; এইরূপ তিনবার। ১৫৩

ত্রিপুরার প্রথম বীজের প্রথম অক্ষর হকার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে, সকার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে, রকার দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাতে, ঐকার দক্ষিণ হস্তের অনামিকাতে, দ্বিতীয় বীজের আদ্য অক্ষর হকার দক্ষিণ কনিষ্ঠাতে, সকার বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠে, ককার বাম হস্তের তর্জ্জনীতে, লকার বাম হস্তের মধ্যমাতে, রকার বাম হস্তের অনামিকাতে, ঈকার বামহস্তের কনিষ্ঠাতে ন্যাস করিবে। এইরূপ তিনবার। ১৫৪-৫৭

তৃতীয় বীজের চারি অক্ষর, তন্মধ্যে দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে অনামিকা পর্য্যন্ত একেবারে দুই দুই অক্ষর করিয়া ন্যাস করিবে, কনিষ্ঠাযুগলে সকল বীজ-বর্ণই ন্যাস করিবে। ১৫৮

ত্রিপুরাদেবীর প্রথম বীজ করতলযুগলে, দ্বিতীয় বীজ করপৃষ্ঠদ্বয়ে ন্যাস করিবে। তৃতীয় বীজ ও ফট্ উচ্চারণ করিয়া তিনবার করতালি দিবে। ১৫৯

১। তলয়োঃ
২। তৃতীয়েন তু বেষ্টনম্।
৩। কফল্যোশ্চ।

পাদয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চৈব হৃদয়ে স্তনযুগ্মকে ।
কণ্ঠদেশে চ ন্যস্তব্যা মন্ত্রবর্ণক্রমাৎ পুনঃ ॥ ১৬১
লিঙ্গে রত্যৈ নম ইতি বাগ্‌ভবাখ্যেন বিন্যসেৎ ।
ওঁ ক্লীং প্রীত্যৈ নম ইতি হৃদয়ে বিন্যসেত্ততঃ ॥ ১৬২
মনোভবায়েতি ততো ভ্রুবোর্মধ্যে তৃতীয়কম্ ।
বিন্যসেত্ত্রিপুরাবীজং সদ্যো দেবত্বসিদ্ধয়ে ॥ ১৬৩
ওঁ হ্রীং ঈশানরূপায় ততো মনোভবায় বৈ ।
নম ইত্যন্ততঃ প্রোক্তো মূর্দ্ধ্নীশানং ন্যসেৎ পুনঃ ॥ ১৬৪
বক্ত্রে তৎপুরুষঞ্চাপি বীজেন মকরধ্বজম্ ।
হৃদয়ে ঘোরকন্দর্পমাদ্যবীজেন বৈ ন্যসেৎ ॥ ১৬৫
শিশ্নে বা বামদেবঞ্চ মন্মথঞ্চাপি বিন্যসেৎ ।
সদ্যোজাতং পাদয়োঃ কামদেবঞ্চ বিন্যসেৎ ॥ ১৬৬
ওঁকারঞ্চ[১] হকারঞ্চ রেফমেকত্র সম্মিতম্ ।
প্রান্তস্বরং বাগ্‌ভবাদ্যং স্বরৈস্তু দৈর্ঘ্যঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ১৬৭
এভিস্তু পঞ্চভির্মন্ত্রৈরীশানাদীনি বিন্যসেৎ ।
বক্ত্রাণি পূর্বযুক্তানি মুখোর্দ্ধে তু পূর্বতঃ ।
দক্ষিণোত্তরয়োঃ পশ্চাৎ পশ্চিমে চাপি বিন্যসেৎ ॥ ১৬৮
হৃদয়াদিষড়ঙ্গানি দীর্ঘস্বরান্বিতৈঃ পুনঃ ।
ন্যসেত্ততঃ পঞ্চবাণান্ মূর্দ্ধাদিষথ বিন্যসেৎ ॥ ১৬৯

কর্ণদ্বয় (২) চিবুক (৩) গণ্ড (৪) মুখ (৫) চক্ষুর্দ্বয় (৭) নাসিকাপুট (৯) স্কন্ধযুগল (১১) কক্ষোণীযুগল (১৩) উদর (১৪) লিঙ্গ (১৫) মস্তক (১৬) পাদযুগল (১৮) পার্শ্বযুগল (২০) হৃদয় (২১) স্তনযুগল (২৩) এবং কণ্ঠদেশে (২৪) ত্রিপুরা বীজত্রয়ের এক একটি করিয়া বর্ণ যথাক্রমে ন্যাস করিবে। তিনবীজে মোট চতুর্দ্দশটি বর্ণ ; আবার প্রথম ও দ্বিতীয় বীজের বর্ণ যোগ করিলে চতুর্বিংশতি বর্ণ হয় । ১৫০-৬১

সদ্যো দেবত্ব সিদ্ধির জন্য 'ঐঁ রত্যৈ নমঃ' এই মন্ত্র লিঙ্গে, 'ওঁ ক্লীঁ প্রীত্যৈ নমঃ' এই মন্ত্র হৃদয়ে এবং 'মনোভবায় নমঃ' আদিতে ত্রিপুরা বালার তৃতীয় বীজাক্ষর ভ্রূযুগলে ন্যাস করিবে । ১৬২-৬৩

"ওঁ হ্রীঁ ঈশানরূপায় মনোভবায় নমঃ" বলিয়া মস্তকে ত্রিপুরার আদি বীজের সহিত তৎপুরুষ মকরধ্বজকে মুখে, ত্রিপুরার আদিবীজের সহিত অঘোর কন্দর্পকে হৃদয়ে, বাং বামদেব মন্মথকে লিঙ্গে, সদ্যোজাত কামদেবকে পদযুগলে ন্যাস করিবে । ১৬৪-৬৬

পুত্র ! 'সহস্রোং ওঁ হ্রীঁ ঈশানরূপায় মনোভবায় নমঃ' এই মন্ত্র ঊর্দ্ধে, 'সহস্রং তৎপুরুষায় মকরধ্বজায় নমঃ' এই মন্ত্র মুখের পূর্ব্বভাগে, 'সহস্রং অঘোরকন্দর্পায় নমঃ' এই মন্ত্র দক্ষিণ ভাগে, 'সহস্রিং বাং বামদেবায় মন্মথায় নমঃ' এই মন্ত্র পশ্চিমভাগে ন্যাস করিবে । * ১৬৭-৬৮

---

* মস্তক, মুখ, হৃদয়, লিঙ্গ এবং পদযুগলেও এই সহস্রোং ইত্যাদি মন্ত্র ন্যাস করিবে। ইহা তন্ত্রসারকর্ত্তা কৃষ্ণানন্দের মত। মূলের ভাব হইতেও কষ্টকল্পনা দ্বারা এ অর্থ করা যায়।

১। নকারঞ্চ ।

ওঁ হ্রীঁ ক্লীং সৌং দ্রাবণায় ততঃ পূনঃ।
ওঁ হ্রীঁ ক্ষোভণবাণায় পত্ত্যাং নম ইতীরয়েৎ।
ওঁ ক্লীং ক্লীং হ্রীং সমাপ্যান্ত ষট্‌কারান্তার্দ্ধচন্দ্রকৈঃ ॥ ১৭০
বক্ত্রে বশীকৃতং লিঙ্গে সম্মোহনমথো ন্যসেৎ।
আকর্ষণং তথা বাণং হৃদি মন্ত্রৈঃ ক্রমান্ন্যসেৎ ॥ ১৭১
বাগ্‌ভবাদ্যন্তকারাস্তো[১] ষষট্‌কারসমন্বিতঃ।
ত্রিশেষমন্ন এবাত্র চন্দ্রার্দ্ধো বিন্দুসংযুতঃ ॥ ১৭২
এভিস্তু পঞ্চভির্মন্ত্রৈরষ্টশক্তীঃ ক্রমাদিমাঃ।
এতেষু চাষ্টস্থানেষু বিন্যসেন্মন্ত্রবিৎ পুনঃ ॥ ১৭৩
সুভগাঞ্চ ভগাং দেবীং তৃতীয়াং ভগরূপিণীম্।
ভগমালাং চতুর্থীন্তু অনঙ্গকুসুমাং ততঃ ॥ ১৭৪
অনঙ্গমেখলাং পশ্চাদনঙ্গমদনাং তথা।
অষ্টমীঞ্চ তথা দেবীং মদবিভ্রমমন্থরাম্ ॥ ১৭৫
রূপতো ধ্যানতশ্চৈবা যথা ত্রিপুরভৈরবী।
ললাটভ্রূমধ্যভাগ-মুখকর্ণান্তকণ্ঠকে ॥ ১৭৬
হৃন্নাভিলিঙ্গেষেবাত্র ন্যস্তব্যা অষ্টশক্তয়ঃ ॥ ১৭৭
শিরোললাটভ্রূযুগ্ম-কর্ণনেত্রদ্বয়েষু চ।
গণ্ডয়োরথ নাসায়াং দন্তবীথ্যাং[২] মুখে তথা।
চতুর্দ্দশপদেষেষু ন্যসেচ্চতুর্দ্দশস্বরান্ ॥ ১৭৮
চিবুকে ত্বথ গ্রীবায়াং কণ্ঠদেশে তু পার্শ্বয়োঃ।
স্তনয়োঃ কক্ষয়োশ্চাপি কফোণ্যোর্হস্তয়োস্তথা ॥ ১৭৯
তৎপৃষ্ঠয়োস্তথা নাভৌ লিঙ্গে চোরুদ্বয়ে তথা।
অষ্ঠীবদোর্জ্জঙ্ঘয়োস্তু স্ফিচোস্তু পদমূলয়োঃ ॥ ১৮০
চরণাঙ্গুষ্ঠয়োঃ কাদিমাত্রান্ বর্ণাংস্তু বিন্যসেৎ।
মেখলায়াং কণ্ঠদেশে বাহুভূষণভাগতঃ ॥ ১৮১
হারে স্রজি কুণ্ডলে চ কেশবন্ধে তথৈব চ।
চূড়ামণৌ চ ন্যস্তব্যা নকারাদ্যাঃ ক্রমাৎ পুনঃ ॥ ১৮২

ত্রিপুরার স্বর-হীন প্রথম বীজমন্ত্রে আঁ ঈঁ ইত্যাদি ঊঁ ঐঁ ঔঁ যোগ করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। দ্রাবণ প্রভৃতি পঞ্চবাণ, মস্তক, পদযুগ, মুখ, লিঙ্গ এবং হৃদয়ে যথাক্রমে ন্যাস করিবে। ১৬৯

ঐ কারাদি বীজযোগে সুভগা ভগা প্রভৃতি অষ্ট শক্তি, ললাট, ভ্রূমধ্য, মুখ, কর্ণ, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি এবং লিঙ্গ এই আট স্থানে বিন্যাস করিবে।* ১৭০-৭৭

এই আট শক্তি রূপে ও ধ্যানে ত্রিপুর ভৈরব-সদৃশ। মস্তক (১) ললাট (২) ভ্রূযুগল (৪) কর্ণযুগল (৬) নেত্রযুগল (৮) গণ্ডদ্বয় (১০) নাসাপুট (১২) দন্ত (১৩) এবং মুখ (১৪) এই চতুর্দ্দশ স্থানে ত্রিপুর-ভৈরবীর বীজত্রয়ের চতুর্দশ বর্ণ যথাক্রমে ন্যাস করিবে। ১৭৮

চিবুক, স্কন্ধ, গ্রীবা, কণ্ঠদেশ, পার্শ্বযুগল, স্তনদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, কফোণিদ্বয় প্রভৃতি সপ্তবিংশতি স্থানে ককারাদি বকারান্ত সপ্তবিংশতিবর্ণ ন্যাস করিবে। ১৭৯-৮০

১। বাগ্‌ভবাদ্যং বকারান্তো। ২। অন্তরীক্ষে।

* মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয় নাই, উহা মূলে দেখুন।

মন্ত্রাক্ষরাণি বীজেষু সন্ধিতানি পুনস্তথা।
প্রাতিলোম্যেন বিন্যস্য মন্ত্রৈর্মূর্দ্ধি ত্রিধা ত্রিধা ॥ ১৮৩
অমৃতাং যোগিনীং বিশ্বযোনিনীঞ্চাক্ষরক্রমাৎ।
ততো বীজত্র্যক্ষরাণি মূর্দ্ধি বাহো[১] তথা হৃদি ॥ ১৮৪
বিন্যস্য পূর্ব্ববৎ পূজামারভেন্মন্ত্রবিদ্বুধঃ।
পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্দেবীং পীঠদেববিবর্জ্জিতাম্ ॥ ১৮৫
বিশেষতো হ্যষ্টশক্তীঃ ক্রমাত্তু[২] সুভগাদিকাঃ।
মণ্ডলস্যাষ্টদিগ্‌ভাগে পূর্ব্বাদৌ পরিচিন্তয়েৎ ॥ ১৮৬
ত্রিকোণাগ্রে মৃতাদ্যাস্ত্র[৩] সম্পূজ্যাস্ত ত্রিযোনয়ঃ।
মধ্যেঽষ্টভূষণান্যেব পূজয়েত্তু ততঃ পুনঃ ॥ ১৮৭
ঈশানাদীনি বক্ত্রাণি মম ভৈরব মধ্যতঃ।
পূজয়েত্তু তথা তত্র মনোভবমুখানপি ॥ ১৮৮
অন্যচ্চ পূজনে তত্র ক্রমঃ পূর্ব্বোদিতশ্চ যঃ।
স এব সততং গ্রাহ্যঃ ত্রিপুরাপরিপূজনে ॥ ১৮৯
নির্ম্মাল্যধারিণী দেবী চৈতস্যাঃ শৃণু ভৈরবী।
বিসর্জ্জনকোত্তরস্যাং ত্যক্ত্বা নির্ম্মাল্যমাচরেৎ ॥ ১৯০
ত্রিমূর্ত্তিং পূজয়েত্তাস্তু দেবীং ত্রিপুরভৈরবীম্।
ন জপেত্ত্রিংশতা ন্যূনং সাধকস্তু কদাচন ॥ ১৯১

মেখলা, কণ্ঠদেশ, বাহুভূষণ, হার, মাল্য, কুণ্ডল, কেশপাশ এবং চূড়ামণিতে লকারাদি ক্ষকারান্ত অষ্ট অক্ষর বিন্যাস করিবে। মিলিত তিনটী বীজাক্ষর, প্রতিলোম ক্রমে তিন তিনবার ন্যাস করিবে। ১৮১-১৮৩

অমৃতা যোগিনী এবং বিশ্বযোনি এই তিন দেবী ত্রিবীজাত্মক ত্রিপুরা-বালা মন্ত্রের এক একটী বীজযোগে মস্তক, বাহু এবং হৃদয়ে বিন্যাস করিবে। ১৮৪

মন্ত্রজ্ঞ সাধক, পূর্ব্ববৎ পূজা আরম্ভ করিবে। পীঠদেবী ব্যতীত পূর্ব্ববৎ দেবীপূজা করিবে। ১৮৫

সুভগাদি তদীয় অষ্টশক্তিকে মণ্ডলের পূর্ব্বাদি অষ্টদিগ্‌ভাগে চিন্তা করিবে। ১৮৬

ত্রিকোণের অগ্রে অমৃতা প্রভৃতি ত্রিযোনির এবং মধ্যে অষ্টভূষণের পূজা করিবে। ১৮৭

হে ভৈরব! আমার ঈশানাদি পঞ্চবক্ত্রের পূজা করিবে। মনোভবাদিকেও তথায় পূজা করা উচিত। ১৮৮

পুত্র! এতদ্ভিন্ন যে পূজাক্রম পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ত্রিপুরাপূজাতেও তাহার অনুসরণ করিবে। ১৮৯

চণ্ড ভৈরবী ত্রিপুর-ভৈরবীর নির্ম্মাল্যধারিণী দেবী, উত্তর দিকে নির্ম্মাল্য ত্যাগ করিয়া ত্রিপুর-ভৈরবীর বিসর্জ্জন করিবে। ১৯০

ত্রিপুর-ভৈরবীর তিন মূর্ত্তির পূজা করিবে। ত্রিশ বারের কম তাঁহার জপ করিবে না। ১৯১

১। বাহ্বোস্তথা। ২। তাঃ।
৩। অমৃতাদ্যাস্ত্র।

অঙ্গুষ্ঠমধ্যমানামাঙ্গুলীভিস্তিসৃভিঃ পুনঃ।
সদা পুষ্পাদিকং দদ্যাৎ মালান্তু ত্রিগুণাং চরেৎ ॥ ১৯২
চর্ম্মাসনমধিষ্ঠায় পশ্চাৎ কৃত্বা পদদ্বয়ম্।
পূজয়েন্নির্জ্জনে দেশে সাধকোঽনন্যমানসঃ ॥ ১৯৩
আসাদয়েত্তু পুষ্পাদি নৈবেদ্যাদি চ যত্নবেৎ।
তন্নামহস্তমুখ্যেন সততং সাধকো বুধঃ ॥ ১৯৪
ত্রিচ্ছিন্না ত্রিপুরা প্রোক্তা ন সম্যক্ পূজিতা যদি।
শরীরে নিন্দিতো ব্যাধির্জায়তেঽবশ্যমেব হি ॥ ১৯৫
অবশ্যাঃ পুত্রদারাশ্চ ভৃত্যাদ্যাশ্চ ভবন্তি হি।
অস্ত্রাঘাতো[1] ভবেৎ যস্য প্রাণত্যাগো ন সংশয়ঃ ॥ ১৯৬
ত্রিচ্ছিন্নপ্রদায়িনী চৈবমন্যথা পূজিতা যদি।
ইতঃ প্রকারাৎ[2] সততং সম্যগ্ বেতাল ভৈরব ॥ ১৯৭
এষা চ ত্রিপুরা দেবী যাশ্চান্যাঃ পূর্ব্বভাষিতাঃ।
সর্ব্বান্তু মায়া ভৈরব্যা যোগনিদ্রা জগৎপ্রভুঃ ॥ ১৯৮
তস্যাঃ প্রপঞ্চরূপৈস্তু বহুভিঃ সৈব ক্রীড়তি।
মহামায়া মূলভূতা ততস্তু শারদা পুরা ॥ ১৯৯
উমা ততঃ শৈলপুত্রী মৎপ্রিয়ায়াস্ততস্তিমাঃ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাদ্যাস্ত্রিপুরান্তাস্তথৈব চ ॥ ২০০
তাসাঞ্চাপি সদৈবাহং মহাভৈরবরূপধৃক্।
নায়কো সুতরাং তাভির্নিত্যং নিত্যং বসেদ্বুধঃ ॥ ২০১

অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা এবং অনামা—এই তিন অঙ্গুলিযোগে ত্রিপুর-ভৈরবীকে পুষ্পাদি উপচার প্রদান করিবে। মাল্যেও ত্রিগুণ করিয়া দিবে। ১৯২

সাধক, চর্ম্মাসনে বসিয়া পশ্চাৎ ভাগে পদদ্বয় রাখিয়া অনন্যচিত্তে নির্জ্জন স্থানে এই দেবীর পূজা করিবে। ১৯৩

বিজ্ঞ সাধক, পুষ্প নৈবেদ্যাদি বামহস্ত দ্বারা আসাদন করিবে। ১৯৪

ত্রিচ্ছিন্না ত্রিপুরা যদি সম্পূর্ণরূপে পূজিত না হন, তাহা হইলে পূজকের শরীরে অবশ্যই নিন্দিত ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ১৯৫

স্ত্রীপুত্র ভৃত্যাদি তাহার অংশীভূত হয় এবং শস্ত্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। ১৯৬

ত্রিপুর-ভৈরবী ইহার অন্যরূপে পূজিতা হইলে এইরূপ ছিদ্রত্রয় প্রদান করেন। ১৯৭

বেতাল ভৈরব। এই ত্রিপুরা দেবী এবং পূর্ব্বকথিত সমস্ত ভৈরবী, যোগ-নিদ্রা জগজ্জননী মায়ারই রূপ ভেদ। ১৯৮

সেই মায়াই বহুরূপে ক্রীড়া করেন। মহামায়াই মূলরূপা; তাঁহা হইতে শারদা। ১৯৯

তৎপরে উমা, তাঁহা হইতে শৈলপুত্রী ইঁহারা সকলেই আমার প্রিয়া। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাও আমার প্রিয়া। ২০০

ত্রিপুর-ভৈরবী প্রভৃতি ভৈরবীগণেরও আমিই মহাভৈরবরূপী নায়ক। ২০১

১। শস্ত্রাঘাতাৎ ২। ততঃ প্রকারাৎ।

মম ভৈরবরূপস্য মন্ত্রঃ পূর্ব্বং ময়োদিতঃ।
রূপং চোক্তং পূজনেষু ত্রিপুরায়াঃ ক্রমঃ স্মৃতঃ॥ ২০২
মহাভৈরবং বিদ্মহে কালরুদ্রায় ধীমহি।
তন্নঃ কামো ভৈরবস্তু ক্লদিন্[১] নিতং প্রচোদয়াৎ॥ ২০৩
এষা ভৈরবরূপস্য গায়ত্রী মে প্রতিষ্ঠিতা॥ ২০৪
যথেষ্টমাংসমদ্যাদি ভোজনার্থং ময়া ধৃতঃ।
মহাভৈরবকায়োঽহং তথা স্ত্রীরতিসঙ্গমে॥ ২০৫
অয়ন্তু বামভাবেন পূজ্যো মদ্যাদিভিঃ সদা।
বামঃ কায়ো ব্রহ্মণোঽপি মাংসমদ্যাদিভুক্তয়ে॥ ২০৬
কৃতো মহামোহনামা চার্ব্বাকাদিপ্রবর্ত্তকঃ॥ ২০৭
বিষ্ণোর্বামাত্মিকা[২] মূর্ত্তি র্নারসিংহাহ্বয়া ভবেৎ।
স তু দাক্ষিণ্যবামাভ্যাং পূজনীয়ঃ সদা বুধৈঃ॥ ২০৮
তথৈব বালগোপাল-মূর্ত্তির্জরায়ুবেষ্টিতা[৩]।
মদ্যমাংসাশনো ভোগী লোলুপঃ স্ত্রীষু সর্ব্বদা।
বহ্ব্যস্তু চণ্ডিকাদেব্যাঃ বামিকা মূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ২০৯
লক্ষ্ম্যাস্তু বামিকামূর্ত্তিরুক্তা দহনভৈরবী॥ ২১০
যাগ্নিদাহং পুরগ্রাম-মন্দিরেষু করোতীয়ম্।
সুপূজিতা[৪] মহালক্ষ্মীর্দেহল্যাং তান্তু পূজয়েৎ॥ ২১১
বাগ্‌ভৈরবী সরস্বত্যা বামিকামূর্ত্তিরীরিতা।
তস্যা মন্ত্রং পুরা প্রোক্তং শুক্লবর্ণা তু সা স্মৃতা॥ ২১২

আমার ভৈরব মূর্ত্তির মন্ত্র ও রূপ পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, পূজনক্রম, ত্রিপুর ভৈরবীর ন্যায়ই জানিবে। ২০২

"মহাভৈরব বিদ্মহে, কেলিরুদ্রায় ধীমহি, তন্নঃ কামো ভৈরবঃ ক্লেদিন্নিতাং প্রচোদয়াৎ" ভৈরবরূপী আমার এই গায়ত্রী। ২০৩-২০৪

এই আমার ভৈরব মূর্ত্তি ইচ্ছামত মদ্য মাংস মৈথুনাদি সেবনে তৎপর। ২০৫

আমার এই মূর্ত্তি বামভাবে মদ্যাদি দ্বারা পূজনীয়। ব্রহ্মারও মাংস মদ্যাদি ভোজননিরত একটি বাম দেহ আছে, তাহার নাম মহামোহ; মহামোহ হইতে চার্ব্বাকাদি মতের উৎপত্তি। ২০৬-২০৭

বিষ্ণুর বাম মূর্ত্তি নরসিংহ; পণ্ডিতগণ বাম দক্ষিণ দুই ভাবেই এই মূর্ত্তির পূজা করিতে পারে। ২০৮

জরায়ু-বেষ্টিত বাল-গোপাল মূর্ত্তিও বিষ্ণুর বাম মূর্ত্তি। এই বালগোপাল, মদ্যমাংসভোজী এবং সতত রমণীলোলুপ। চণ্ডিকা দেবীর অনেকগুলি বাম মূর্ত্তি আছে। ২০৯

সেই মহালক্ষ্মী পূজিতা না হইলে গ্রাম, নগর ও গৃহদাহ করাইয়া দেন, এইজন্য দেহলীতে তাঁহার পূজা করিবে। ২১০-২১১

সরস্বতীর বামামূর্ত্তি বাগ্‌ভৈরবী; তাঁহার মন্ত্র পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তিনি শুক্লবর্ণা। ২১২

১। ক্লেদি। ২। স্বিষবরাত্মিকা।
৩। যো বায়ুবেষ্টিত। ৪। অপূজিতা।

মধ্যায়াস্ত্রিপুরায়াস্তু রূপং ধ্যানমিহোচ্যতে।
পূজাক্রমস্তথৈবোক্তঃ সর্ব্বত্রৈব তু ভৈরব ॥ ২১৩
মার্ত্তণ্ডভৈরবো নাম[1] মূর্ত্তিঃ সূর্য্যস্য কীর্ত্তিতা।
গণেশস্যাগ্নিবেতালঃ কথিতো বামনামকঃ ॥ ২১৪
এতে বামেন ভাবেন পূজনীয়া বিশেষতঃ।
ত্রিধাখ্যস্তু যথাপূর্ব্বং নমস্যৈর্বলবৈস্তথা ॥ ২১৫
বাস্তৈর্দ্বিরেফৈঃ সর্ব্বত্র যথা কৃত্বা তথা তথা।
অনুস্বারবিসর্গাভ্যাং প্রাক্‌শেষৌ পরিকীর্ত্তিতৌ ॥ ২১৬
মধ্যে তু কেবলাঃ পূর্ব্বং সানুস্বারবিসৃষ্টিভিঃ।
পশ্চাদ্দ্বিত্রিক্রমাদ্ যস্তু বর্ণৈরেকেন চৈব হি ॥ ২১৭
ব্যস্তৈঃ সমস্তৈরপি চ ষকারাদিষু সংযুতৈঃ[2]।
আদ্যায়াস্ত্রিপুরায়াস্তু মন্ত্রবদ্‌যোজিতৈস্তথা ॥ ২১৮
তথা ত্রিপুরভৈরব্যা মন্ত্রবচ্চাক্ষরৈরপি।
ত্রিশ্চতুর্দ্দশভিঃ কৃত্বা তাদীংস্ত্রীস্তু বিশাবয়েৎ ॥ ২১৯
দ্বিতীয়ং ত্রিগুণং কৃত্বা শেষেঽথাদৌ চ যোজয়েৎ।
বিংশতিস্তু সহস্রাণি শেষে চাপি ত্রয়োদশ ॥ ২২০
আদ্যমাদ্যং ততঃ প্রোক্তং বাগ্‌ভবাদ্যং তৃতীয়কম্।
এবঞ্চ পরমং গোপ্যং মন্ত্রাণাঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥ ২২১
এতজ্জ্ঞাত্বা নরঃ কামানখিলান্ প্রাপ্য সঙ্গতঃ।
মৃতে[3] দেবীপুরং যাতি ক্রমাদেব তু ভৈরব ॥ ২২২
যঃ সকৃত্তু জপেদেতৎ সকলং মন্ত্রসঞ্চয়ম্।
প্রথমং কামতো[4] নাম সাধকস্তু ত্রিভির্দ্দিনৈঃ ॥ ২২৩
চিন্তয়ন্মনসা দেবীং সম্যক্ ত্রিপুরভৈরবীম্।
স কামানখিলান্ প্রাপ্য স্বরূপে মদনোপমঃ ॥ ২২৪
ধার্ম্মিকো নৃপতির্ভূয়াদ্ ব্রাহ্মণো দ্বিজরাড়্‌ভবেৎ।
আবাধিতশরীরস্তু[5] পিশাচাদ্যৈঃ সদৈব হি ॥ ২২৫

মধ্যাত্রিপুরার ধ্যান ত্রিপুর-ভৈরবীর রূপানুসারেই জানিবে। ভৈরব! তাঁহার পূজাক্রমও পূর্ব্ববৎ জানিবে। ২১৩

সূর্য্যের বামমূর্ত্তি মার্ত্তণ্ড-ভৈরব; গণেশের বামমূর্ত্তি অগ্নিবেতাল। ইহাদিগের পূজা বামভাবেই কর্ত্তব্য। ২১৪

আদ্যাত্রিপুরার ন্যায় মধ্যাত্রিপুরার মন্ত্রাদিও যথাযথ জানিবে। বাগ্‌ভবাদি এই সকল মন্ত্র জপ করিলে, মনুষ্য সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ করে।* ২১৫-২২২

যে ব্যক্তি এই সকল মন্ত্র একবারও জপ করে এবং ত্রিপুর-ভৈরবীকে সম্পূর্ণরূপে তিন দিন চিন্তা করে, সে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং মদনোপম সুরূপ-সম্পন্ন হয়। ২২৩-২২৪

ক্ষত্রিয় এরূপ করিলে, ধার্ম্মিক রাজা হয়, ব্রাহ্মণ দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়, পিশাচাদি তাঁহার শরীরের কোন বিঘ্ন করিতে পারে না। ২২৫

১। বাম। ২। ইকারশক্রগণযুতৈঃ। ৩। মৃতো।
৪। কামতো। ৫। অবাধিত।

* মন্ত্রাদির ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

নীরোগশ্চ চিরায়ুশ্চ বলবানপি জায়তে ।
এবং ত্রিপুরভৈরব্যা ময়া প্রোক্তস্ত্বয়ং ক্রমঃ ॥ ২২৬
বৈষ্ণব্যাস্তু মহাদেব্যাঃ সহস্রাণি তু ষোড়শ ।
শৃণু ভৈরব মন্ত্রাণি শিবৈকাগ্রমনাঃ পুনঃ ॥ ২২৭
অষ্টোত্তরসহস্রঞ্চ চতুঃষষ্টিস্তথা ক্রমঃ ।
মন্ত্রাঃ প্রোক্তা মহাদেব্যা মূর্ত্তিভেদেন তাঃ পুনঃ ॥ ২২৮
অনুস্বারবিসর্গাভ্যাং দ্বিগুণাস্তে পুনঃ স্মৃতাঃ ।
কাদিব্যঞ্জনসংযোগাদূর্দ্ধাধো ব্যস্ততাবতঃ ॥ ২২৯
দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চ সততমুদ্ধরেন্মন্ত্রবিৎ পুনঃ ।
অষ্টাবষ্টৌ ততঃ কৃত্বা সমস্তব্যস্তসংযুতৈঃ ॥ ২৩০
বিস্বরৈঃ সস্বরৈশ্চাপি সানুস্বারবিসর্গকৈঃ ।
কেবলৈরপি তত্রৈব দ্বিব্যস্তৈরস্বরৈস্তথা ॥ ২৩১
এবমষ্টোত্তরং যাবৎ সংযোগযোগভাবতঃ ।
দেব্যাস্তু ষট্‌সহস্রাণি সহস্রাণি তথা দশ ॥ ২৩২
মন্ত্রাস্তু সখ্যয়া খ্যাতাঃ ক্রমাদ্বেতালভৈরব ।
সমস্তব্যস্তরূপেণ বৈষ্ণব্যা যে ময়োদিতাঃ ॥ ২৩৩
তাংশ্চ জ্ঞাত্বা মানবো যাতি মমৈব সদনং প্রতি ॥ ২৩৪
অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ[১] সহস্রাণি তু ষোড়শ ।
যো জপেন্মন্ত্রবীজানি সকৃদেব তু ভৈরব ।
ধ্যায়ংস্তু বৈষ্ণবীং মূর্ত্তিং তদেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ২৩৫
নররাজো ভবেদ্ভূমৌ পণ্ডিতশ্চাতিহর্ষিতঃ ।
চিরায়ুঃ সুখভোগী স্যাদ্যুক্তো বলবাহনৈঃ ॥ ২৩৬
তান্যেব চাষ্টধা জপ্ত্বা সার্ব্বভৌমো নৃপো ভবেৎ ।
গণাধ্যক্ষো মৃতঃ সঃ স্যাত্ততো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩৭

সে ব্যক্তি রোগশূন্য দীর্ঘজীবী এবং বলবান্ হয়। ত্রিপুর ভৈরবীর এইরূপ পূজাদি ক্রম কথিত হইল। ২২৬

মহাদেবী বৈষ্ণবীর ষোড়শ সহস্র মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ভৈরব। একাগ্রচিত্তে তদীয় মন্ত্র শ্রবণ কর। মহাদেবীর মূর্ত্তিভেদে অষ্টোত্তর সহস্র এবং চতুঃষষ্টি মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ২২৭-২২৮

অনুস্বার ও বিসর্গযোগে এই সকল মন্ত্র দ্বিগুণ হইবে। দুই তিনটি কাদি ব্যঞ্জন যোগে ঊর্দ্ধ অধঃ ইত্যাদি বৈপরীত্যে সমস্ত-ব্যস্ত-সমন্বিত নানামন্ত্র হয়। ২২৯-২৩০

বিস্বর সস্বর সানুস্বার সবিসর্গ—ব'স্ব সমস্ত ইত্যাদিরূপে মন্ত্রোদ্ধার করিবে। বৈষ্ণবীর যে সকল মন্ত্র বলিলাম, তাহা জানিলে মনুষ্য আমার সদনে গমন করে। ২৩১-২৩৪

যে ব্যক্তি অষ্টমী বা নবমী তিথিতে বৈষ্ণবীকে চিন্তা করত ষোড়শ সহস্র মন্ত্রবীজ জপ করিবে, সে নরপতি পণ্ডিত, দীর্ঘজীবী, সুখভোগী, হস্তীবাহনযুক্ত হইবে। ষোড়শ সহস্রের আটগুণ জপ করিলে, সার্ব্বভৌম নরপতি হইবে। মরণান্তে গণাধ্যক্ষতা লাভপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিবে। ২৩৫-২৩৭

১। বা।

ইতি সকলগুণৌঘৈরত্রদোষস্ত নিত্যং
ভবতি কলুষহন্তা শ্রীবিবৃদ্ধ্যৈ সুমন্ত্রঃ।
সততমখিলবেত্তা যো ভবেদেতয়োস্ত
স চ ভবতি জিতারী রোগশোকপ্রমুক্তঃ ॥ ২৩৮

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৪

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

নিষ্পন্নবদ্বাদশভির্লক্ষৈর্মন্ত্রজপৈস্তথা।
পুরশ্চরেৎ সাধকস্তু কামমিষ্টাপ্তিহেতবে ॥ ১
জাতীপুষ্পঞ্চ বকুলং মালতীপুষ্পমেব চ।
নন্দ্যাবর্ত্তং পাটলঞ্চ সিতপদ্মমতঃ পরম্ ॥ ২
আজ্যমন্নং পায়সঞ্চ দধিক্ষীরং তথা মধু।
লাজাশ্চাপি সকর্পূরা অমী এব চতুর্দ্দশ ॥ ৩
পুরশ্চরণসম্ভূতা ত্রিপুরায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দ্বাদশৈরেব লক্ষৈস্তু জপ্তেঽপি চ সাধকঃ ॥ ৪
এতাস্ সর্বদ্রব্যাণি জুহুয়াদনলোজ্জ্বলে।
লক্ষত্রয়ন্তু যো জপ্ত্বা পুরশ্চরণমাচরেৎ ॥ ৫
স তু সাজ্যং সকর্পূরং জুহুয়াত্তু চতুষ্টয়ম্।
দশভির্নবলক্ষৈস্তু দ্রব্যৈর্মন্ত্রী পুরশ্চরেৎ ॥ ৬

এই মন্ত্র সকল গুণবিভূষিত সেই সাধকের সমস্ত কলুষরাশিনাশী এবং সম্পত্তি-কর হয়। যে ব্যক্তি, ত্রিপুর ভৈরবী ও বৈষ্ণবীর মন্ত্র অবগত আছেন, তিনি শত্রুজেতা এবং রোগশোকশূন্য হন। ২৩৮

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৪

ত্রিপুরার মন্ত্র রহস্য

ভগবান্ বলিলেন,—সাধক অভিলষিত কামপ্রাপ্তির নিমিত্ত বর্ণানুক্রমে তিন লক্ষ, ছয়লক্ষ, নবলক্ষ এবং দ্বাদশলক্ষ মন্ত্র জপদ্বারা পুরশ্চরণ করিবে। ১

জাতিপুষ্প, বকুল, মালতীপুষ্প, নন্দ্যাবর্ত্ত, পাটল, সিতপদ্ম, আজ্য, অন্ন, পায়স, দধি, ক্ষীর, মধু, লাজ, শর্করা এই চতুর্দ্দশ প্রকার দ্রব্য ত্রিপুরাদেবীর পুরশ্চরণ সম্ভার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২-৪

দ্বাদশ লক্ষবার জপ করিয়া এই সকল দ্রব্যদ্বারা উজ্জ্বল অগ্নিতে হোম করিবে। ৫

যে ব্যক্তি লক্ষত্র মন্ত্র জপ করিয়া পুরশ্চরণ করে, তাহার কর্পূরের সহিত আজ্যদ্বারা চতুঃশতবার হোম করা উচিত। নবলক্ষ জপ করিলে দশপ্রকার দ্রব্যদ্বারা পুরশ্চরণ করিবে। ৬

জপেত্তু চাষ্টভিঃ ষট্সু সর্বৈঃ সর্বত্র চাচরেৎ।
হস্তমাত্রন্তু কুণ্ডং স্যাৎ ষট্কোণং ত্র্যঙ্গুলাধিকম্।
ত্রিপুরায়াস্তু মধ্যায়া বালায়াশ্চ সদৈব হি॥ ৭
তথা ত্রিপুরভৈরব্যাঃ কুণ্ডমানং প্রকীর্ত্তিতম্।
চতুষ্কোণং ভবেৎ কুণ্ডং হস্তমাত্রদ্বয়েন চ॥ ৮
অষ্টাঙ্গুলাধিকং প্রোক্তং বৈষ্ণব্যাস্তু পুরশ্চরে।
ত্রিকোণং হস্তমাত্রন্ত কামাখ্যায়াস্তু কুণ্ডকম্।
এবং সর্ব্বপ্রপঞ্চানামাসামপি তথা তথা।
সংকুর্য্যাদনলং শুদ্ধং বিধিবদ্বৈষ্ণবীকৃতৌ।
কামাখ্যায়াস্তথা কুর্য্যাজ্জ্যোতিষ্টোমাদি যৎসুত॥ ৯
আদৌ ত্রিপুরভৈরব্যাশ্চতুর্ভির্দ্দশভিস্তথা।
জুহুয়াদনলে শুদ্ধে আহুতীশ্চ চতুর্দ্দশ॥ ১০
পশ্চাত্তু মূলমন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশতত্রয়ম্।
হোমং যদ্বব বা তেন শতানি নব বাথবা[১]॥ ১১
জপান্তে তু বলিং দদ্যাদ্বৈষ্ণব্যা বলিদানতঃ।
স্বত্বকর্পূরকনকান্ যত্নেব গুরুদক্ষিণাঃ॥ ১২
অলাভে দধিপুষ্পাজ্যলাজৈর্দেব্যাঃ পুরশ্চরেৎ।
লাভে চতুর্দ্দশদ্রব্যৈর্জুহুয়াদ্বিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৩
অস্যা মন্ত্রং রহস্যেন শৃণু বেতালভৈরব।
যৎকৃতৈরখিলান্ কামান্ মর্ত্ত্যো লভতে নরসত্তম॥ ১৪
ষট্কোণং মণ্ডলং কৃত্বা তত্তু[২] কোণত্রয়ে লিখেৎ।
মন্ত্রং ত্রিপুরভৈরব্যাস্ত্রিবর্ণন্তু ততত্ত্বধঃ॥ ১৫

ষট্লক্ষ জপ করিলে অষ্ট প্রকার দ্রব্য দ্বারা হবন করিবে, সর্ব্বত্র সকলেই এইরূপ করিবে। বালা এবং মধ্যা ত্রিপুরার কুণ্ড তিন অঙ্গুলাধিক একহস্ত পরিমিত এবং ষট্কোণবিশিষ্ট হইবে। ৭

ত্রিপুর-ভৈরবীর কুণ্ডের পরিমাণ হস্তদ্বয় এবং চতুষ্কোণ বৈষ্ণবীর কুণ্ড ইহা অপেক্ষা আট অঙ্গুল অধিক। ৮

হে পুত্র! কামাখ্যাদেবীর কুণ্ড জ্যোতিষ্টোমাদির মত জানিবে। ৯

অনল প্রজ্বলিত হইলে প্রথমে ত্রিপুর ভৈরবীর উদ্দেশে চতুর্দ্দশ দ্রব্য দ্বারা চতুর্দ্দশ আহুতি দান করিবে। ১০

তাহার পর মূলমন্ত্র দ্বারা তিনশত আট বার হোম করিবে, এক একশত জপের অন্তে ছয়বার বা দ্বাদশবার জপ হোম করিবে। ১১

জপের অন্তে বলিদান করিবে, ঐ বলিদানের প্রকার বৈষ্ণবীর বলিদানের মত; বস্ত্র, কর্পূর এবং সুবর্ণভিন্ন বস্তু গুরুদক্ষিণা দিবে। ১২

অন্য বস্তু না মিলিলে দধি, পুষ্প এবং লাজদ্বারা দেবীর পুরশ্চরণ করিবে। এবং লাভ হইলে চতুর্দ্দশ দ্রব্যদ্বারা বিধিপূর্ব্বক হবন করিবে। ১৩

হে বেতাল ও ভৈরব! এক্ষণে ত্রিপুরার মন্ত্র এবং রহস্যের বিষয় শ্রবণ কর। কারণ মন্ত্রদ্বারা মনুষ্য অভিলষিত বস্তু লাভ করে। ১৪

১। দ্বাদশাপি বা। ২। ঊর্দ্ধকোণত্রয়ে লিখেৎ।

আদ্যায়াস্ত্রিপুরায়াস্তু ত্রিবীজানি লিখেদনু।
মধ্যবীজত্রয়ং মধ্যে লিখিত্বা পীঠমন্ত্রকে। ১৬
সর্ব্বৈস্তু মাতৃকাবর্ণৈস্ত্রিধা সংবেষ্টয়েদনু।
লাক্ষারসৈর্লিখিত্বা তু ত্রিলোহৈর্বেষ্টয়েত্ততঃ। ১৭
তদ্ধার্য্যং মূর্দ্ধ্নি সততং তেন সর্ব্বজয়ী ভবেৎ।
রূপবান্ বলবান্ বাগ্মী ধনরত্নযুতঃ সদা। ১৮
দীর্ঘায়ুঃ কামভোগী চ সুপ্রজঃ স চ জায়তে।
মধ্যে বীজং লিখিত্বৈকং মূর্দ্ধ্নি চাধস্তথাপরম্।
আদ্যায়াস্ত্রিপুরায়াস্তু ভৈরব্যাস্তদ্বদেব হি। ১৯
ইমানি ষট্কমন্ত্রাণি ক্রমাদ্বেতাল ভৈরব।
পূর্ব্ববৎ সল্লিখিত্বৈকং সংবেষ্ট্যাথ ত্রিলোহকৈঃ। ২০
বামে বাহৌ দক্ষিণে চ হৃদি কণ্ঠে করে তথা।
মূর্দ্ধ্নি ধার্য্যাণি ক্রমতঃ ফলমেতচ্চ তদ্ভবম্। ২১
সম্পৎসৌভাগ্যসংস্তম্ভ-বশীকরণমোহনম্।
কবিত্বমথ সর্ব্বত্র ভবেদেতন্ন সংশয়ঃ। ২২
যন্ত্রমন্ত্রাণি তন্ত্রাণি ত্রৈপুরাণি তু ভৈরব।
স পঞ্চষট্ সহস্রাণি মন্ত্রৌঘৈস্ত্রিগুণীকৃতৈঃ। ২৩
তজ্জ্ঞাতা পূজকো ধীমান্ পরত্রেহ ন সীদতি। ২৪
(মন্ত্রৌঘৈস্তন্ত্রমন্ত্রৈরবিচলিতপদং ত্রৈপুরং যৎপ্রধানং,
ঋষিপ্রাপ্তৈরদেয়ং বিগতভয়পদং যৎকবিত্বপ্রদাতৃ।
ত্রৈবর্গীয়ং ত্রিরূপং ত্রিদিবমথ সুরা যত্র সন্তি ত্রয়োঽপি,
তজ্জ্ঞানৌঘৈঃ সুভূতং সকলশুভফলং যন্ত্রমৈত্রপুরাখ্যম্। ২৫)*

ষট্কোণ মণ্ডল করিয়া ঊর্দ্ধে তিনটি কোণ লিখিবে, তাহার অধোভাগে ত্রিপুরা দেবীর মন্ত্রান্তর্গত বর্ণত্রয় লিখিবে। ১৫

মধ্যার বীজত্রয় পীঠমন্ত্রে লিখিয়া আদ্যা ত্রিপুরার তিনটী বীজ লিখিবে। ১৬

সকল প্রকার মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অধোভাগ তিনবার বেষ্টন করিবে। অনন্তর ঐ কবচ লাক্ষারস দ্বারা লিখিয়া লৌহধারা তিনবার বেষ্টন করিবে। ১৭

ঐ কবচ মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বত্র বিজয়ী, রূপবান্, গুণবান্, বাগ্মী, সর্ব্বদা ধন ও রত্নযুক্ত, দীর্ঘায়ুঃ, কামভোগী এবং সুপ্রজ হয়। ১৮

মধ্যার বীজ লিখিয়া একটি মস্তকে, আর একটি তাহার নীচে ধারণ করিবে। আদ্যা ত্রিপুরা এবং ভৈরবী ত্রিপুরারও এইরূপ জানিবে। ১৯

হে বেতাল ও ভৈরব। এই ছয় প্রকার মন্ত্র পূর্ব্বের মত লিখিয়া এবং ত্রিলৌহ দ্বারা সংবেষ্টন করিবে। ২০

বাম বা দক্ষিণ বাহুতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, করতলে এবং মস্তকে ধারণ করিলে ক্রমশঃ সম্পৎ, সৌভাগ্য, সংস্তম্ভ, বশীকরণ, মোহন এবং কবিত্ব এই সকল ফল লাভ হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ২১-২২

হে ভৈরব। ত্রিপুরার যন্ত্রমন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র সমূহদ্বারা ত্রিগুণ করিলে ছয় হাজার পাঁচ হয়। ২৩

পূজক ইহা বিজ্ঞাত হইলে পরকালে বা ইহকালে অবসন্ন হয় না। ২৪

* বন্ধনীমধ্যস্থঃ শ্লোকঃ কচিৎকঃ।

কবচং ত্রিপুরায়াস্তু শৃণু বেতালভৈরব।
যজ্জ্ঞাত্বা মন্ত্রবিৎ সম্যক্ ফলমাপ্নোতি পূজনে ॥ ২৬
উপচারাঃ পুরা প্রোক্তা যেন এবাত্র পূজনে।
প্রতিপত্তিস্তু সৈবাত্র কীর্ত্তিতা নিত্যপূজনে ॥ ২৭
কবচস্য চ মাহাত্ম্যমহং ব্রহ্মা ন কেশবঃ।
বক্তুং ক্ষমস্ত্বনন্তোঽপি বহুজিহ্বঃ কদাচন ॥ ২৮
ক্রব্যাদ্ভয়ং ন লভতে তথা তোয়পরিপ্লবে।
কবচস্মরণাদেব সর্ব্বং কল্যাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯
ত্রিপুরাকবচস্যাস্য ঋষির্দক্ষিণ উচ্যতে।
ছন্দশ্চিত্রাহ্বয়ং প্রোক্তং দেবী ত্রিপুরভৈরবী।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বিনিয়োগস্তু সাধনে ॥ ৩০
যথাদ্যাত্রিপুরাখ্যায়া বীজানি ক্রমতঃ সুত।
নামতো বাগ্‌ভবাদীনি কীর্ত্তিতানি ময়া পুরা ॥ ৩১
তথা ত্রিপুরভৈরব্যা বীজানামপি নামতঃ।
বাগ্‌ভবঃ কামরাজশ্চ তথা ত্রৈলোক্যমোহনঃ ॥ ৩২
(অবতু সকলশীর্ষং বাগ্‌ভবো বাচমগ্র্যাং,
নিখিলরচিতকামান্ কামরাজোঽবতান্মে।
সকলকরণবর্গং ডামরঃ পাতু নিত্যং,
তনুগতবহুতেজো বর্দ্ধয়ন্ বুদ্ধিহেতুঃ ॥*
কুটৈস্তু পঞ্চভিরিদং গদিতং হি যন্ত্রম্।
মন্ত্রং ততোঽনু সততং মম তেজ উগ্রম্ ॥) ৩৩

হে বেতাল ও ভৈরব! ত্রিপুরার কবচ গ্রহণ কর, যাহা জ্ঞাত হইলে মন্ত্রবিৎ পূজায় সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হয়। ২৫-২৬

পূর্ব্বোক্ত পূজায় যে সকল উপচার উক্ত হইয়াছে এবং নিত্যপূজায় যে সকল প্রতিপত্তির বিষয় বলা হইয়াছে, এ স্থলে সেই সকল সেইরূপ জানিবে। ২৭

কবচের মাহাত্ম্য আমি, ব্রহ্মা, কেশব এবং সহস্রজিহ্ব অনন্তও কখন বলিতে সক্ষম নহেন। ২৮

রাক্ষসের ভয়, অগ্নিভয় এবং জলবিপ্লব উপস্থিত হইলে এই কবচ স্মরণ করিয়া সকল প্রকার কল্যাণ লাভ হয়। ২৯

এই ত্রিপুরা কবচের দক্ষিণ ঋষি, চিত্রা, ছন্দ, দেবতা, ত্রিপুরভৈরবী এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের সাধনে বিনিয়োগ। ৩০

আদ্য ত্রিপুরার বাগ্‌ভবাদি বীজগণের প্রত্যেকের নাম করিয়া আমি পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছি। ৩১

ত্রিপুর-ভৈরবীরও বীজসকলের নাম কীর্ত্তন করিয়াছি,—যথা—বাগ্‌ভব, কামবীজ, ত্রৈলোক্যমোহন। ৩২

পঞ্চকুট্য দ্বারা গদিত মন্ত্রের সহিত এই যন্ত্র আমার উগ্র তেজ বর্দ্ধিত করুক। ৩৩

---

* ক্বচিদধিকং শ্লোকদ্বয়ং।

তেজোময়ং মহতি নিত্যপরায়ণস্থম্।
তন্মে হৃদি প্রবিততাং তনুতাং সুবুদ্ধিম্॥ ৩৪
আধারে বাগ্‌ভবঃ পাতু কামরাজস্তথা হৃদি।
ভ্রুবোর্মধ্যে চ শীর্ষে চ পাতু ত্রৈলোক্যমোহনঃ॥ ৩৫
বিততকুলকলাঙ্গী কামিনী ভৈরবী যা,
ত্রিপুরপুরমহাখ্যা সর্ব্বলোকস্য মাতা।
বিতরতু মম নিত্যং নাভিপদ্মে সকুক্ষৌ,
গণপতিবনিতা মাং রোগহানিং সুখঞ্চ॥ ৩৬
যোগৈর্জ্জগন্তি পরিমোহয়তীব নিত্যং
জাগর্ত্তি যা ত্রিপুরভৈরবভামিনীতি।
সাম্বক[১] ভাবকলিতা মম পঞ্চভাগে
নাসাক্ষিকর্ণরসনাত্বচি পাতু নিত্যম্॥ ৩৭
আদ্যা তু ত্রিপুরেশং যা মধ্যা যা কামদায়িনী।
ত্রিধা তু স্তবতাং নিত্যং দেবী ত্রিপুরভৈরবী॥ ৩৮
উদয়দিশি সদা মাং পাতু বালা তু মাতা,
যমদিশি মম মধ্যাভদ্রমুগ্রং বিদধ্যাৎ।
বরুণপবনকাষ্ঠামধ্যতো ভৈরবী যা-
ঽবতু সকলরক্ষাং কুর্ব্বতী সুন্দরী মে॥ ৩৯
মহামায়া মহাযোনির্বিশ্বযোনিঃ সদৈব তু।
সা পাতু ত্রিপুরা নিত্যং সুন্দরী ভৈরবী চ যা॥ ৪০
ললাটে সুভগা দেবী পূর্ব্বস্যাং দিশি কামদা।
নিত্যং তিষ্ঠতু রক্ষন্তী সদা ত্রিপুরসুন্দরী॥ ৪১

সেই তেজোময় রূপে নিত্য নিরত মস্তকে নমস্কার। আমার প্রশস্ত সুবুদ্ধির বিস্তার করুক। ৩৪

বাগ্‌ভব আধারে রক্ষা করুক, কামরাজ হৃদয়ে রক্ষা করুক, ভ্রূর মধ্যে এবং মস্তকে ত্রৈলোক্যমোহন রক্ষা করুক। ৩৫

সকল কুলকলাঙ্গী সকল লোকের মাতা ত্রিপুর-ভৈরবী নামে যে কামিনী আছেন, সেই গণপতিবনিতা আমার নাভিপদ্মে এবং কুক্ষিতে রোগহানি ও সুখ বিতরণ করুক। ৩৬

যিনি যোগদ্বারা সমস্ত জগতকে যেন মোহিত করিয়া ত্রিপুরভৈরবভাবিনী-রূপে সর্ব্বদা জাগ্রত, সেই পঞ্চতারকরূপিণী ত্রিপুরা আমার নাসা, অক্ষি, কর্ণ এবং রসনাদ্বয়ে রক্ষা করুন। ৩৭

আদ্যা ত্রিপুরা কামদায়িনী, মধ্যা ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরভৈরবী এই তিন মূর্ত্তি আমাকে নিত্য রক্ষা করুন। ৩৮

বালা ত্রিপুরা পূর্ব্বদিকে আমাকে রক্ষা করুন, মধ্যা ত্রিপুরা দক্ষিণ দিকে আমার মঙ্গল বিধান এবং সুন্দরী ত্রিপুরভৈরবী পশ্চিম দিক্ ও বায়ুকোণের মধ্যে আমাকে নিত্য রক্ষা করুন। ৩৯

মহামায়া মহাযোনি এবং সর্ব্বদা বিশ্বযোনি সেই ত্রিপুরাসুন্দরী ভৈরবী নিত্য আমাকে রক্ষা করুন। ৪০

১। পা পঞ্চতারকলিতা।

ভ্রুবোর্মধ্যে তথাগ্নেয্যাং দিশি মাং ত্রিপুরা চ যা।
বর্দ্ধয়ন্তী ভগগণান্ পাতু ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৪২
বদনে দক্ষিণস্যাঞ্চ দিশি-মাং ভগসর্পিণী।
ত্রিপুরা যমদূতাদীন্ বারয়ন্তী সদাবতু ॥ ৪৩
কর্ণয়োঃ পশ্চিমায়াঞ্চ দিশি মাং ভগমালিনী।
অযোনিজা জগদ্যোনি র্বালা মাং ত্রিপুরাবতু ॥ ৪৪
অনঙ্গকুসুমা কণ্ঠে প্রতীচ্যাং দিশি সুন্দরী।
ত্রিপুরা ভৈরবী মাতা নিত্যং পাতু মহেশ্বরী ॥ ৪৫
হৃদি বায়ব্যকাষ্ঠায়াং দেবী চানঙ্গমেখলা।[১]
নাভাবুদীচ্যাং দিশি মাং মাতঙ্গী ত্রিপুরাপরা।
অনঙ্গমদনা দেবী পাতু ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৪৬
ঐশান্যাং দিশি লিঙ্গে চ মদবিভ্রমমন্থরা।
বাগ্‌বাদিনী রক্ষতু মাং সদা ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৪৭
গুদমেঢ্রান্তরে পাতু রতিস্ত্রিপুরভৈরবী।
হৃদয়াভ্যন্তরে প্রীতিঃ পাতু ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৪৮
ভ্রূনাসয়োর্মধ্যদেশে নিত্যং পাতু মনোভবঃ।
দ্রাবণো মাং গ্রহঃ পাতু বাণো[২] মাং দুর্গমূর্দ্ধনি ॥ ৪৯
ক্ষোভণো মাং সদা পাতু ক্রব্যাদেভ্যোঽভয়প্রদঃ।
বশীকরণবাণো মামগ্নিতঃ পাতু রাক্ষতঃ ॥ ৫০

ললাটে সুভগা দেবী, পূর্ব্বদিকে কামদায়িনী ত্রিপুরা সুন্দরী নিত্য রক্ষা করত অবস্থান করুন। ৪১

ভ্রূর মধ্যে এবং অগ্নিকোণে ত্রিপুরাভগমাতা ত্রিপুরা ভগগণের বর্দ্ধন করত আমাকে রক্ষা করুন। ৪২

মুখে এবং দক্ষিণদিকে ভগসর্পিণী ত্রিপুরা যমদূত প্রভৃতি বারণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। ৪৩

কর্ণ এবং পশ্চিমদিকে অযোনিজা জগদ্যোনি বালা ত্রিপুরা আমাকে রক্ষা করুন। ৪৪

কণ্ঠে এবং পশ্চিমদিকে মহেশ্বরী, অনঙ্গকুসুমা, সুন্দরী, ত্রিপুরভৈরবী মাতা নিত্য রক্ষা করুন। ৪৫

হৃদয় এবং বায়ুকোণে অনঙ্গ মেখলাদেবী রক্ষা করুন এবং নাভি ও উত্তর-দিকে মাতঙ্গী-ত্রিপুরা আমাকে রক্ষা করুন। ৪৬

ঈশানকোণে এবং লিঙ্গে মদবিভ্রমমন্থরা বাগ্বাদিনী ত্রিপুরভৈরবী আমাকে রক্ষা করুন। ৪৭

অপানদেশ এবং মেঢ্রের অন্তরে ত্রিপুর-ভৈরবী রতি রক্ষা করুন এবং হৃদয়ের অন্তরে প্রীতিনাম্নী ত্রিপুর-ভৈরবী রক্ষা করুন। ৪৮

ভ্রূ এবং নাসার মধ্যভাগে মনোভবা নিত্য রক্ষা করুন। দ্রাবণ নামে বাণ দুর্গের মস্তকে শত্রু হইতে আমাকে রক্ষা করুক এবং অভয়-প্রদ ক্ষোভণ নামে বাণ ক্রব্যাদ্‌গণ হইতে আমাকে রক্ষা করুক। ৪৯–৫০

১। দেবী চানঙ্গমেখলা। ২। বাণো।

আকর্ষণাখ্যয়া বাণী মাং পাতু শস্ত্রঘাততঃ ॥ ৫১
মোহনঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ পিশাচেভ্যো যমাত্তথা ।
নিত্যং পাতু মহাবাণস্তং বা নঃ কামমুত্তমম্ ॥ ৫২
মালা মাং জ্ঞানবোধায় শাস্ত্রবাদে সদাঽবতু ।
পুস্তকং পাতু মনসি সঙ্কল্পং বর্দ্ধয়ন্ মম ॥ ৫৩
বরঃ পাতু সদা ধাম্নি ধামতেজো বিবর্দ্ধয়ন্ ।
অভয়ং হ্যভয়ং দত্ত্বা সর্ব্বেভ্যো ভূতিভাবনম্ ॥ ৫৪
ঊর্দ্ধাধোভাবভূতস্থিতত্রয়করবৈ রক্তকীর্ণা সুচক্রা,
কালাগ্নিপ্রখ্যবোচিঃ সকলসুরগণৈরর্চ্চিতা মুণ্ডমালা ।
জ্ঞানধ্যানৈকতানা-প্রবল-বলকরং তত্ত্বভূতপ্রতিষ্ঠং,
পাতাদূর্দ্ধং তথাধঃ সকলভবভূতো ভোগভীমোক্ষ বিদ্যা ॥*
হ্রঃ পাতু হৃদি মাং নিত্যং সঃ শীর্ষে পাতু নিত্যশঃ ।
রঃ পাতু গুহ্যদেশে মাং সৌঃ পাতু কণ্ঠপার্শ্বয়োঃ ॥ ৫৫
রকারো মম নাড়ীষু শিরঃ সৌঃ পাতু সর্ব্বদা ।
শক্রঃ পাতু সদাকাশে ব্রহ্মা রক্ষতু সর্ব্বতঃ ॥ ৫৬
বিদ্যা বিদ্যাভাবিনী কামরূপা, স্থূলা সূক্ষ্মা মায়য়া যাদিমায়া ।
ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যৈরর্চিতা ভূতিদাত্রী, রক্ষাং কুর্য্যাৎ সর্ব্বতো ভৈরবী মাম্ ॥ ৫৭
আদ্যা মধ্যা ভাবিনী নীতিযুক্তা, সম্যগ্জ্ঞানধ্যেয়রূপাপরা যা ।
আদাবন্তে মধ্যভাগে চ তারা, পায়াদ্দেবী ত্রৈপুরী ভৈরবী যা ॥ ৫৮
মন্ত্রভাবতন্ত্রাণাং মন্ত্রাণামপি কেশবঃ ।
ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ জানাতি তত্ত্বং নান্যো নরোঽস্ত তান্ ॥‡
ত্বং ব্রহ্মাদি ভবানি বিশ্বভবিতুর্লক্ষ্মীরতির্যোগিনী,
ত্বং বাগ্মী সুভগা ভাবযুক্তযুগং মন্ত্রাক্ষরং নিষ্কলম্ ॥ ৫৯

বশীকরণনামক বাণী আমাকে অগ্নি হইতে এবং রাক্ষসগণ হইতে রক্ষা করুক এবং আকর্ষণনামক বাণ শস্ত্রাঘাত হইতে আমাকে রক্ষা করুক। ৫১

মোহননামক বাণী নিত্য উত্তম অভিলাষ প্রদান করত আমাকে সকল প্রকার ভূত, পিশাচ ও যম হইতে রক্ষা করুক। ৫২

মালা আমাকে জ্ঞান বিধানে এবং শাস্ত্রবাদে সর্ব্বদা রক্ষা করুক এবং পুস্তক মনের সঙ্কল্প বৃদ্ধি করত আমাকে রক্ষা করুক। ৫৩

বর সর্ব্বদা ধাম ও তেজ বর্দ্ধন করত আমার গৃহে রক্ষা করুক। এবং ভূতিভাবন অভয়ও আমাকে অভয় প্রদান করিয়া রক্ষা করুক। ৫৪

হ্র নিত্য আমার হৃদয়ে, স শীর্ষদেশে, র গুহ্যদেশে এবং সৌঃ কণ্ঠে ও পার্শ্বদেশে রক্ষা করুক। ৫৫

রকার আমার সকল প্রকার নাড়ীতে, এবং সৌঃ আমার মস্তকে রক্ষা করুক। আকাশে ইন্দ্র রক্ষা করুন এবং ব্রহ্মা সর্ব্বত্র রক্ষা করুন। ৫৬

বিদ্যা ও অবিদ্যার ভাবিনী, কামরূপা, আদিমায়া এবং মায়াবশে স্থূল ও সূক্ষ্মাকারে অনুভূয়মানা ব্রহ্ম ও ইন্দ্রাদি দেবগণকর্তৃক অর্চিতা এবং ভূতিদাত্রী ভৈরবী সর্ব্বত্র আমায় রক্ষা করুন ৫৭-৫৮

---

* কতিপয়েষ্বধিকঃ শ্লোকঃ।

‡ অধিকাবেতৌ পুস্তকান্তরস্থৌ শ্লোকৌ।

বর্ণাস্তে নিখিলাস্তনাবচলিত ত্বং কামিনীকামদা।
ত্বং দেবী ত্রিপুরে কবিত্বমমলং সৌভাগ্যমুচ্চৈঃ কুরু ॥ ৬০
ইদন্তু কবচং দেব্যা যো জানাতি স মন্ত্রবিৎ।
নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য ন ভয়ঞ্চ সদা কচিৎ ॥ ৬১
ইতি তে পরমং গুহ্যমাখ্যাতং কবচং পরম্।
তত্ত্বজস্ব মহাভাগ ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ৬২
ইদং পবিত্রং পরমং পুণ্যং কীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্।
ত্রিপুরায়াস্ত্রিমূর্ত্তেস্ত কবচং ময়োদিতম্ ॥ ৬৩
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স প্রাপ্নোতি মনোগতম্।
লিখিতং কবচং যস্তু কণ্ঠে গৃহ্লাতি মন্ত্রবিৎ ॥ ৬৪
ন তস্য গাত্রং কৃন্তন্তি রণে শস্ত্রাণি ভৈরব।
সংগ্রামে শাস্ত্রবাদে চ বিজয়স্তস্য জায়তে ॥ ৬৫
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেত্ত্রিপুরাং নরঃ।
স শস্ত্রঘাতমাপ্নোতি ভৈরবীং সুন্দরীমপি ॥ ৬৬
(বীজমুচ্চারয়েৎ মন্ত্রো শতধাগ্ দোষনিশ্চিতঃ।
সংযোগবোধঃ প্রত্যেকভেদশ্রবণগোচরঃ ॥ ৬৭
যথৈব জায়তে সম্যগ্ যজ্ঞাদিদোষবর্জ্জিতঃ।
মন্ত্রোচ্চারণকৃত্যো তু সংযোগো বোধদূষণম্ ॥ ৬৮
প্রত্যেকভিন্নতাবোধঃ স কুষ্ঠী জায়তে নরঃ।
ত্যাগানাং প্রচুরত্বে তু ফলানামপি ভূরিতা ॥ ৬৯
উক্তত্যাগো ন হি ত্যাজ্যো হ্যধিকন্তু সমাচরেৎ।
যথোক্তন্যাসমজ্ঞাত্বা ন কৃত্বা বা প্রমাদতঃ ॥ ৭০
যঃ কুর্য্যাৎ পূজনং দেব্যা আপ্নুয়াৎ স মহাপদম্।
মন্ত্রাক্ষরস্য বিন্যাসঃ সর্ব্বমন্ত্রেষু কীর্ত্তিতঃ ॥ ৭১
বৈষ্ণবে চাথবা রৌদ্রে মহাভাগেঽথ বা পুনঃ।
মন্ত্রে কলেবরগতে মহামায়াপ্রপূজনে ॥ ৭২

তুমি ব্রহ্মাণী, তুমি ভবানী, তুমি বিশ্বতাপামর লক্ষ্মী, স্মৃতি, যোগিনী, তুমি বাগ্মী, সুতপা তোমার মন্ত্র সংক্ষেপত ধরিলেও দুই অমৃত। ৫৯

ঐ সকল মন্ত্রের বর্ণ তোমার শরীরে অবিচলিত হইয়া রহিয়াছে, তুমি কামিনী এবং কামদা। হে দেবি ত্রিপুরে! তুমি আমার নির্ম্মল কবিত্ব এবং উচ্চ সৌভাগ্য বর্দ্ধন কর। ৬০

দেবীর এই কবচ যে জ্ঞাত হয়, সেই মন্ত্রবিৎ, তাহার কখনই আধি ব্যাধি বা ভয় হয় না। ৬১

এই অতিশয় গুহ্য কামাখ্যাকবচ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; হে মহাভাগ! তুমি ইহার সেবা কর, তাহা হইলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ৬২

ইহা পরম পবিত্র, পুণ্য এবং কীর্ত্তির বর্দ্ধন। ত্রিমূর্ত্তি ত্রিপুরার এই কবচ আমি তোমাকে বলিলাম। ৬৩

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই কবচ পাঠ করে, সে মনোগত ফল প্রাপ্ত হয়। ৬৪

যে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি লিখিত কবচ কণ্ঠে গ্রহণ করে, হে ভৈরব! যুদ্ধে শত্রু সকল

মন্ত্রন্যাসে ন বা কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদ্বাক্তত্র বাচরেৎ।
অঙ্গরাগেষু সিন্দূরং পানেষু মদিরা তথা ॥ ৭৩
বস্ত্রং রক্তঞ্চ কৌশেয়ং ত্রিপুরাপ্রীতিদং মতম্।
ত্রয়ো দীপাঃ প্রদাতব্যাঃ পঞ্চ বা সপ্ত ভৈরব ॥ ৭৪
ইতো ন্যূনান্ ন প্রদদ্যাৎ ত্রিপুরায়ৈ কদাচন।
মল্লিকামালতীকুন্দং বকো দ্রোণঃ সিতাম্বুজম্ ॥ ৭৫
শুক্লপুষ্পাদি[১] ত্রিপুরাপ্রীতিদানি তু ভৈরব।
রক্তাম্বুজং জবা রক্তা করবীরোঽথ কোমলঃ।
রক্তং ত্রিপুরাভৈরব্যাঃ প্রীতিদা শ্রেঃকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥)* ৭৬
ইদন্তে কথিতং পুত্র সংক্ষেপাদেব ভৈরব।
অবাপ্য সিদ্ধিং পরমাং স্বয়ং বিস্তারয়িষ্যসি ॥ ৭৭
আরাধ্য ত্বং মহামায়ামবাপ্য চ গণেশতাম্ ॥ ৭৮
কল্পমন্ত্রৌঘমন্ত্রাণাং ভবিষ্যসি বিতানকঃ[২]।
অস্যাস্ত্রিপুরভৈরব্যাঃ শুক্লরূপাণি যানি তু ॥ ৭৯
তানি সারস্বতাখ্যানি মন্ত্রাঃ সমাশুদীরিতাঃ ॥ ৮০
সরস্বতী তু যা দেবী বীণাপুস্তকধারিণী।
অক্ষমণ্ডলুহস্তা চ দক্ষিণে শুক্লবর্ণিকা ॥ ৮১
মহাচলস্য পৃষ্ঠস্থা সিতপদ্মোপরিস্থিতা।
শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্রা শুক্লাভরণভূষিতা ॥ ৮২
তস্যাস্তু বাগ্ভবাদ্যাভ্যাং নেত্রবীজং দ্বিতীয়কম্।
কুর্য্যাত্তে বিনিযোজ্যৈব মন্ত্রং প্রাক্প্রতিপাদিতম্ ॥ ৮৩
বরদাভয়হস্তা চ মালা পুস্তকধারিণী।
শুক্লপদ্মাসনগতা সা পরা বাক্ সরস্বতী ॥ ৮৪

তাহার শরীর ছেদ করে না। সংগ্রামে বা শাস্ত্রীয় তর্কে তাহার জয় হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি ত্রিপুরার পূজা করে, সে শস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয়। ৬৮-৭৬

হে পুত্র ভৈরব! এই তোমায় সংক্ষেপে সকল কথা বলিলাম, তুমি পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া নিজেই ইহার বিস্তার করিবে। ৭৭

সেই মহামায়ার আরাধনা দ্বারা গণের আধিপত্য লাভ করিয়া কল্পমন্ত্রসমূহ এবং তন্ত্রের স্বয়ং বিস্তারক হইবে। এই ত্রিপুর-ভৈরবী দেবীর যে সকল শুক্লরূপ, তাহা সারস্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ, মন্ত্রও ঐরূপ জানিবে। ৭৮-৮০

যে সরস্বতী দেবী বীণাপুস্তকধারিণী, শুক্ল কমণ্ডলুহস্তা, দক্ষিণে শুক্লবর্ণধারিণী, মহাচলপৃষ্ঠস্থা, শ্বেতবর্ণপদ্মোপরিস্থিতা, শুক্লবস্ত্রা, শুক্লবর্ণা, শুক্লাভরণভূষিতা। ৮১-৮২

তাঁহার দ্বিতীয় নেত্রবীজ-সংযোগে বাগ্ভবাদি দ্বারা মন্ত্র পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৮৩

বরদা, অভয়হস্তা মালাপুস্তকধারিণী, শুক্লপদ্মাসনগতা, বাক্‌রূপা সরস্বতী। ৮৪

১। ......পঙ্কেষু। ২। বিতানকঃ।

* ( ) বন্ধনী মধ্যস্থিতো গ্রন্থঃ পুস্তকান্তর-সম্মতঃ।

মালাবীজাদ্যক্ষরন্তু ঝিরুক্তকার্দ্ধচন্দ্রকম্ ।
মন্ত্রমস্যাঃ পুরা প্রোক্তং তন্ত্রং সামান্যমীরিতম্ ॥ ৮৫
এষা তু যা রক্তবর্ণা মুণ্ডমালাবিভূষিতা ।
তস্যাঃ প্রোক্তঃ পুরা মন্ত্রঃ সা তু বৃদ্ধা সরস্বতী ॥ ৮৬
যন্ত্রমন্ত্রস্তথৈতস্যাস্ত্রয়োদশনিরূপণে ।
এষা কবিত্বশাস্ত্রৌঘতত্ত্ববাদবিনিশ্চয়ে ॥ ৮৭
সুখসম্পৎকরা প্রোক্তা[১] নিত্যমেব তু ভৈরব ।
অস্যা ব্যস্তসমস্তৈশ্চ শুক্লরক্তাদিভেদতঃ ॥ ৮৮
চতুঃষষ্টিমূর্ত্তয়শ্চ ত্রৈপুরাস্তত বাগ্‌ভবম্ ।
মহামায়া যোগনিদ্রা মূলভূতা জগৎপ্রসূঃ ॥ ৮৯
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী বিদ্যাবিদ্যাপ্রস্বাত্মিকা ।
তস্যা এব মহাভাগ ত্রিপুরাদ্যা বিভূতয়ঃ ॥ ৯০
প্রস্তুতাঃ কথিতা নিত্যং তাঃ স্বয়ংগত এব হি ।
ইতি তে কথিতং পুত্র মহাদেব্যা মনোহরম্ ॥ ৯১
রহস্যং বামদাক্ষিণ্যং মন্ত্রসিদ্ধিং শৃণুষ মে ॥ ৯২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিপুরাকবচং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

ঝিরুক্ত সার্দ্ধচন্দ্র মালা-বীজাদ্যক্ষর ইহার সামান্য মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৮৫

বৃদ্ধা সরস্বতী রক্তবর্ণা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা। তাঁহার মন্ত্র পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৮৬

হে ভৈরব! ইহাঁর মন্ত্রযন্ত্র ত্রয়োদশে নিরূপিত হইয়াছে। ইহারা সকলে কবিত্ব শাস্ত্রৌঘ এবং তত্ত্ববাদের বিনিশ্চায়ক, আর সুখসম্পদ্‌কর বলিয়াও উক্ত হইয়াছে। শুক্লরক্তাদিভেদে এবং ব্যস্ত সমস্তরূপে ইহাদের মূর্ত্তি চৌষট্টিপ্রকার, সকলই ত্রিপুরার অন্তর্গত। ৮৭-৮৮

মহামায়া যোগনিদ্রা, জগৎপ্রসবিনী, মূলপ্রকৃতি, জগতের মাতা, জগতের ধাত্রী এবং বিদ্যা-অবিদ্যাত্মিকা। ত্রিপুরাদি দেবী সমুদয় তাঁহারই অংশ, ইহা হইতে তাঁহারা সকলে উৎপন্ন হইয়াছেন। ৮৯-৯০

হে পুত্র! এই তোমার নিকট মহাদেবীর বামদাক্ষিণ্য মনোহর রহস্যের কথা বলিলাম, এক্ষণে মন্ত্রসিদ্ধির কথা শ্রবণ কর। ৯১-৯২

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৫

১। অত্র মন্ত্যক্‌পুরা প্রোক্তা।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

মন্ত্রশুদ্ধিমবেক্ষ্যৈব গৃহ্নীয়ান্মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১
তত্র সিদ্ধং সুসিদ্ধঞ্চ সাধ্যং শাত্রবমেব চ ।
মন্ত্রং চতুর্ব্বিধং প্রোক্তং তদ্বিদ্ধ্যক্ষরভেদতঃ ॥ ২
বর্ণক্রমঃ শাম্ভবস্তু যো ময়া ভাষিতঃ পুরা ।
তত্রাদৌ ভৈরব জ্ঞাত্বা পশ্চাচ্চক্রং শৃণুষ্ব মে ॥ ৩
বর্ণানাস্তু মুখাদীনাং বৈষ্ণবীতন্ত্রসংজ্ঞকঃ ॥ ৪
যঃ প্রোক্তোঽভূন্মহামন্ত্রস্তস্যাসন্নক্ষরাণি তু ।
মূলভূতানি তান্যেব ততোঽন্যানপি বর্দ্ধয়েৎ ॥ ৫
অকারশ্চ ককারশ্চ চটকারৌ তথৈব চ ।
তপকারৌ যকারশ্চ বর্গাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এতেঽপীর্ঘদীর্ঘকাঃ ।
এ ঐ ও ঔ বিসর্গশ্চ বিন্দ্বাদির্যাজ্ঞিকস্তথা ॥ ৭
ধ্বনেরন্তরমাশ্চেতি কীর্ত্তিতাস্তু স্বরা অমী ।
খকারশ্চ গকারশ্চ ঘ ঙৌ বর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
ব্যঞ্জনকারাদিছজৌ টকারৌ পরমস্তুতঃ ।
ঊকারশ্চ ঙকারশ্চ ভৈরবশব্দাদিরেব চ ॥ ৮
ণকারান্তস্তৃতীয়োঽয়ং বর্গোঽষ্ঠাদিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
থকারশ্চ দকারশ্চ ধর্ম্মশব্দাদিরেব চ ॥ ৯

বেতাল-ভৈরবের সিদ্ধিলাভ

ভগবান্ বলিলেন,—মন্ত্র শুদ্ধি দেখিয়াই উত্তম মন্ত্র গ্রহণ করিবে। অক্ষর-ভেদে মন্ত্র চারি প্রকার—সিদ্ধ, সুসিদ্ধ, সাধ্য এবং শাত্রব। ১-২

আমি পূর্ব্বে যে বর্ণক্রম বলিয়াছি, হে ভৈরব! প্রথমে উহা বিদিত হইয়া পরে আমার চক্র শ্রবণ কর। ৩

পূর্ব্বে মুখাদি বর্ণের বৈষ্ণবী তন্ত্রসংজ্ঞক। ৪

যে মহামন্ত্র বলিয়াছি উহাতে যে সকল অক্ষর মূলীভূত, সেই সকল অক্ষর এবং তদ্ভিন্ন অন্য অক্ষরও বর্দ্ধিত করিবে। ৫

অকার, ককার, চকার, টকার, তকার, পকার এবং যকার ইহারা বর্গের আদ্য অক্ষর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ৬

আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ এবং এ, ঐ, ও, ঔ, ঃ, ং ইহারা দীর্ঘ বলিয়া খ্যাত হয়। ইহাদের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ দুইরূপ। ৭

অনন্ত এবং বহ্ন এই সকলেরই স্বরূপ আমি পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি। খ, গ, ঘ, এবং ঙ ইহারা ব্যঞ্জনাদির মধ্যে ককারাদি বর্গ; ছ, জ, ঝ, ঞ ইহারা পর অর্থাৎ চকারাদি বর্গ, ঠ, ড, ঢক্কা শব্দের আদ্যক্ষর অর্থাৎ ঢ এবং ণ ইহারা টকারাদি তৃতীয় বর্গ। ৮

থ, দ, ধর্ম্ম শব্দের আদি-ধ এবং নর শব্দের আদি-ন ইহারা চতুর্থ বর্গ। ৯

নবণনশ্চ চৈবাদিশ্চতুর্থো বর্গ উচ্যতে।
ফণশব্দস্ত বশব্দাদির্বহুশব্দাদিরেব চ॥ ১০
ভকারো ম ন শব্দাদিঃ পঞ্চমো বর্গ উচ্যতে।
যকারশ্চ রকারশ্চ লকারো বস্তথৈব চ॥ ১১
এভিশ্চতুর্ভির্বর্গকোঽয়ং ষষ্ঠো ভৈরব উচ্যতে।
শষসা হঃ ক্ষকারশ্চ সংযোগঃ পরিবেদকঃ॥ ১২
পঞ্চভিঃ শেষবর্গোঽয়ং সপ্তমঃ পরিকীর্তিতঃ।
সংযোগাযোগসংলোমপ্রতিলোমৈরিমে স্মৃত॥ ১৩
বর্ণাঃ স্যুর্মন্ত্রনামাদৌ বাঙ্মাত্রেঽপি চ ভৈরব
চতুর্বর্গপ্রদা বর্ণাঃ সুখদুঃখকরাস্তথা॥ ১৪
রোগশ্চ তেজসম্পৃক্ত্যপৃক্তকাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
অহং বিষ্ণুশ্চ ব্রহ্মা চ গায়ত্রী ব্রহ্মমাতৃকাঃ॥ ১৫
অপরং ব্রহ্মবর্ণার্থে পরব্রহ্মসুখপ্রদম্॥ ১৬
অপরং ব্রহ্মকুশলঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ১৭
সিসৃক্ষুরীশ্বরো বর্ণাঞ্জগতি স্বেচ্ছয়া পুনঃ।
সসর্জ্জ মম বক্ত্রে তাং ব্রহ্মবক্ত্রে চ বৈ তথাং॥ ১৮
অহঞ্চ সকলান্ বর্ণান্ ন্যস্য ভৈরব তন্ত্রকম্।
অকারবহুলং[১] পুত্র জ্ঞানমার্গং বিবর্দ্ধয়ন্॥ ১৯
য ইমে গদিতা বর্ণা ময়া বর্ণবিনিশ্চয়ে।
মন্ত্রশুদ্ধিবিবেকার্থং বর্ণচক্রং ততঃ শৃণু॥ ২০
শক্তিশম্ভুস্বরূপিণ্যো রেখে দ্বে প্রথমং ন্যসেৎ।
তন্মধ্যতঃ পুনারেখে বিষ্ণুলক্ষ্মীতনে তথা।
তয়োস্তু রেখয়োর্মধ্যে দ্বে রেখে সমতো ন্যসেৎ॥ ২১

ফল শব্দের আদি ফ, বর্ণ শব্দের আদি ব, ভ এবং মন্ত্র শব্দের আদি—ম ইহারা পঞ্চম বর্গ। ১০

যকার, রকার, লকার এবং বকার এই চারি অক্ষরেই ষষ্ঠবর্গ। ১১

শ, ষ, স, হ এবং সংযোগ পরিবেদক ক্ষকার এই পাঁচটি অক্ষরে শেষ অর্থাৎ সপ্তমবর্গ কীর্তিত হইয়াছে। ১২-১৩

হে ভৈরব! মন্ত্রাদিতে বর্ণ সকল সংযোগ, অযোগ, লোম, প্রতিলোম এবং বাঙ্‌মাত্র হইয়া থাকে। বর্ণ সকল চতুর্বর্গপ্রদ, সুখ ও দুঃখকর। ১৪

রোগ, তেজঃ, সম্পৃক্ত এবং পৃক্তক বলিয়া পরিকীর্তিত হয়। আমি বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বেদমাতা গায়ত্রী এবং অপর ব্রহ্মবর্ণ ইহারা পরব্রহ্ম সুখদায়ক। ১৫-১৬

অপর ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরব্রহ্ম সুখলাভ করে। ১৭

ঈশ্বর জগত্রয়ের সিসৃক্ষু হইয়া আপনার ইচ্ছানুসারে বর্ণ সকলের সৃজন করিয়া আমার এবং ব্রহ্মা'র বক্ত্রে উহাদিগকে স্থাপিত করেন। ১৮

হে পুত্র ভৈরব! আমি জ্ঞানমার্গের বর্দ্ধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঐ সকল বর্ণের বিন্যাস করিয়া অনেক শাস্ত্রের রচনা করিয়াছি। ১৯

আমি বর্ণের নিশ্চয়ের নিমিত্ত সেই সকল বর্ণের গণনা করিলাম। এক্ষণে মন্ত্রশুদ্ধির বিবেকের নিমিত্ত বর্ণচক্রের বিবর কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ২০

১। অকারার্থং বদনং।

তস্য চক্রস্য চারেষু রেখান্ত পরিসংখ্যয়া ॥ ২২
তত্রস্ত প্রদাতব্যাঃ স্বরমধ্যে তু ভৈরব ।
ভিন্নানাঞ্চ তথা বর্ণাঃ সন্ধয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৩
নেময়স্তু চতস্রোঽস্য সন্ধিমধ্যেষু কীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৪
অষ্টারসংযুতং চক্রং চতুর্নেমিসমন্বিতম্ ।
বহির্বেষ্টনসংযুক্তং বর্ণচক্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৫
মেষাদীনাঞ্চ রাশীনামুদয়াত্তপ্রতিজ্ঞয়া ।
ইদমেব ভবেচ্চক্রং জ্ঞানশ্রীবৃদ্ধিকারকম্ ॥ ২৬
ইদং চক্রং লিখিত্বা তু সমভূমাবুদঙ্মুখঃ ।
প্রাঙ্মুখো বা লিখেদ্বর্ণান্ প্রণিরিষ্টং নমন্ গুরুম্ ॥ ২৭
প্রদক্ষিণং লিখেত্তস্মিন্ বর্ণাংস্তেষেব তু ক্রমাৎ ।
পুরোনেমাবকারন্তু[1] হকারঞ্চাপি বৈ লিখেৎ ॥ ২৮
অকারং বর্জ্জয়েদ্দীর্ঘমীকারঞ্চ স্বরেষু বৈ ।
অকারাদিক্ষকারান্তং ক্ষ[2] ইনঞণবর্জ্জিতম্ ॥ ২৯
প্রদক্ষিণক্রমাদেব লিখিত্বা বর্ণসঞ্চয়ম্ ।
স্বনামাদ্যক্ষরং গৃহ্য কুর্য্যাত্তু গণনক্রমম্ ।
মন্ত্রস্যাদ্যক্ষরং যাবৎ সিদ্ধ্যান্তং তত্র যোজয়েৎ ॥ ৩০
নবৈকপঞ্চকে সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড্‌যুগ্মপঙ্‌ক্তিষু ।
ত্রিসপ্তৈকাদশেষ্বেব সুসিদ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩১

প্রথমে শক্তি এবং শম্ভু স্বরূপ রেখাদ্বয়ের বিন্যাস করিবে। তাহার মধ্য দিয়া পূর্ব্বে বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীস্বরূপ দুইটী রেখা অঙ্কিত করিবে। ঐ দুই রেখার মধ্যে সমানভাবে আর দুইটি রেখার বিন্যাস করিবে। ২১-২২

হে ভৈরব! ঐ চক্রের অরদেশে সংখ্যানুসারে রেখার অঙ্কন করিবে এবং স্বর মধ্যে চারিটি রেখার বিন্যাস করিবে। ২৩

এইরূপে ভেদ প্রাপ্ত অরদিগের আটটি সন্ধি কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সন্ধিমধ্যে চারিটী নেমি অবস্থিত। ২৪

উত্তর মুখ হইয়া অষ্ট অরযুক্ত চক্রের বিন্যাস করিবে এবং পূর্ব্বমুখ হইয়া চতুর্নেমিযুক্ত চক্রের অঙ্কন করিবে। বর্ণচক্র এইরূপে অঙ্কিত করিয়া বাহিরে একটি বেষ্টন দ্বারা ঘেরিবে। ২৫

এই চক্র দ্বারা মেষাদি রাশির উদয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় এবং ইহা শ্রীবৃদ্ধির কারক। ২৬

উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট, বিশুদ্ধ সমভূমিতে এইরূপ চক্র অঙ্কিত করিয়া ইষ্টগুরুকে প্রণাম করত বর্ণের বিন্যাস করিবে। ২৭

প্রদক্ষিণ করত উত্তর দিক্ হইতে ক্রমশঃ বর্ণের বিন্যাস করিবে। প্রথমে অকার বা হকার লিখিবে না। ২৮

হে সুরেশ্বরি! অকার এবং দীর্ঘ ঈকারেরও বর্জ্জন। ক্ষ, ট, ঙ, ঞ, ণ বর্জ্জিত অকারাদি ক্ষকারান্তবর্ণসমূহ প্রদক্ষিণক্রমে লিখিয়া আপনার নামের আদ্যক্ষর গ্রহণ করিবে। যে পর্য্যন্ত মন্ত্রের আদ্যক্ষর প্রাপ্ত না হয়, ক্রমশঃ গণনা করিবে এবং উহাতে সিদ্ধাদিরও যোগ করিবে। ২৯-৩০

১। পুরো নেমাবকবিন্দু ককারং...... । ২। ক্ষ ১ ঙ ঞ ণ...... ।

দ্বাদশাষ্টচতুর্থেষু[1] শত্রুর্যঃ পরিকীর্তিতঃ।
সিদ্ধৈর্নবাচিরাৎ সিদ্ধিঃ সাধ্যঃ কালেন সিধ্যতি ॥ ৩২
ত্বরয়ারাধয়তে শত্রুঃ সুসিদ্ধঃ সিদ্ধিদোঽচিরাৎ।
যো যো বর্ণক্রমঃ প্রোক্তো মন্ত্রে দক্ষিণগোচরে ॥ ৩৩
বাম্যারাধনমন্ত্রেষু ক্রমং শৃণ্বিহ ভৈরব।
ঋ ৯ যরং ঙঞণমাবর্জ্জ্যাশ্চ বর্ণগোচরে ॥ ৩৪
লিখেদ্বামক্রমেণৈব তত্র বর্ণাংস্তু মন্ত্রবিৎ।
নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রাসাদপ্রণবস্য চ ॥ ৩৫
একাক্ষরত্র্যক্ষরাণাং ন সিদ্ধাদিবিচিন্তনম্।
বীজেষু চাপি সর্ব্বেষু দীক্ষার্থেষু চ ভৈরব ॥ ৩৬
সিদ্ধাদিচিন্তা নো কার্যা গ্রাহ্যাস্তু দশ মন্ত্রকম্।
সুসিদ্ধং কামদং গ্রাহ্যং সাধ্যাসিদ্ধবিচারণাৎ ॥ ৩৭
ন গ্রাহ্যঃ শাত্রবো ধীরৈর্গৃহীতাপ্নোতি চাপদম্।
যো যস্যৈকাক্ষরো মন্ত্রস্তন্নাম্না স নিগদ্যতে ॥ ৩৮
সহিতশ্চন্দ্রবিন্দুভ্যাং তদ্বীজমিতি কথ্যতে।
যথা শক্রো লকারঃ স্যাৎ সার্দ্ধচন্দ্রঃ সবিন্দুকঃ ॥ ৩৯
স এব শক্রবীজং স্যাত্তথান্যত্রাপি যোজয়েৎ।
মন্ত্রোদ্ধারেষু সর্ব্বত্র পরতঃ পরতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০

আপনার নামের আদ্যক্ষর হইতে মন্ত্রের আদ্যক্ষর নবম, প্রথম বা পঞ্চম হইলে সিদ্ধ হয়, ষষ্ঠ, দ্বিতীয় বা দশম হইলে সাধ্য এবং তৃতীয়, সপ্ত বা একাদশ হইলে সুসিদ্ধ হয়। ৩১

দ্বাদশ, অষ্টম বা চতুর্থ হইলে শাত্রব বলিয়া গণ্য হয়। সিদ্ধ হইতে অচিরেই সিদ্ধি লাভ হয়, সাধ্য বহুকালে সিদ্ধিদায়ক। ৩২

শত্রু কামের বিনাশকারী এবং সুসিদ্ধও অচিরকালে সিদ্ধি প্রদান করে। ৩৩

মন্ত্রের দাক্ষিণ্য বিষয়ে এইরূপ বর্ণ ক্রম উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে বাম্যারাধন মন্ত্রের ক্রম বলা যাইতেছে। ঋ হ্রস্ব-দীর্ঘ এই প্রকার ঋকার, ৯, ঞ, ণ, ঙ এবং য, র, ব বর্ণত্রয়বিৎ এই সকল বর্ণকে বর্ণচক্রে ক্রমশঃ লিখিবে। ৩৪-৩৫

নৃসিংহ, অর্ক, বরাহ, প্রাসাদ এবং প্রণব এই সকলের যে একাক্ষর বা ত্র্যক্ষর বীজ আছে, তাহাতে সিদ্ধাদির চিন্তা করিবে না। ৩৬

হে ভৈরব! দীক্ষার্থ সমুদয় বীজেই সিদ্ধাদির চিন্তা করিবে, এবং যে মন্ত্রকে আবশ্যক বিবেচনা করিবে তাহাকেই গ্রহণ করিবে। সাধ্য এবং সিদ্ধির বিনিশ্চয়ে যাহা সুসিদ্ধ এবং কামপ্রদ হইবে, তাহারেই গ্রহণ করিবে। ৩৭

পণ্ডিতেরা শাত্রব মন্ত্রের গ্রহণ করিবেন না, উহা গ্রহণ করিলে বিপৎ প্রাপ্ত হয়। যে বর্ণ যাহার একদেশ, উহা তন্নামক মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ৩৮

উহাও অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুযোগ করিলে বীজ বলিয়া বিখ্যাত হয়। যেমন শক্রের মন্ত্র লকার, উহা অর্দ্ধচন্দ্র এবং বিন্দুযুক্ত হইলে বীজ বলিয়া কথিত হয়, এইরূপ অন্যত্র জানিবে। ৩৯

সকল প্রকার মন্ত্রের উদ্ধারে পরে পরে অর্থাৎ অনুলোম ক্রমে গণনা করিতে হইবে। ৪০

১। শত্রুবর্ণাস্ত্বথাবৎ।

পূর্ব্বতোঽপি পরে কার্য্যমনুক্তঃ পূর্ব্বপক্ষকঃ।
যদা ষোড়শসাহস্রং বৈষ্ণব্যা মন্ত্রসঞ্চয়ম্ ॥ ৪১
চক্রে নিরীক্ষ্যতে তত্র ষোড়শারং তু চক্রকম্।
বিংশতিস্তু সহস্রাণি ত্রিপুরায়া যদীক্ষতে ॥ ৪২
দ্বাত্রিংশারং তত্র চক্রং লেখনীয়ং সদা বুধৈঃ।
ইদমেব মহাচক্রং ষোড়শারাদিকং কৃতী ॥ ৪৩
কুর্য্যাদধিকরেখাভির্মন্ত্রশুদ্ধ্যন্তরে সুত
ইত্যুক্তে কথিতা পুত্র মন্ত্রসিদ্ধিরভীষ্টদা ॥ ৪৪
জানাতি সম্যক্ য ইমাং স জয়ী কামমাপ্নুয়াৎ।
রহস্যং পরমং পুত্র প্রয়োগাদিপ্রকারতঃ।
বক্ষ্যামি তৎসমাসেন শৃণু বেতালভৈরব ॥ ৪৫
দন্তঃ পক্ববিড়ালস্য তত্ত্বচা পরিবেষ্টিতঃ।
নির্ম্মাল্যেন তু বৈষ্ণব্যা তৎ সংবেষ্ট্য গুণত্রয়ম্ ॥ ৪৬
ততস্থা বামসূত্রস্য তন্তুপঞ্চেন মন্ত্রিতম্।
গৃহীত্বা দক্ষিণে পাণৌ মন্ত্রাণাং শতমাদিতঃ ॥ ৪৭
সঞ্জপেদথ বৈষ্ণব্যা অষ্টম্যাং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ততস্তু দক্ষিণে বাহৌ ধার্য্যং মন্ত্রোত্তমং বুধৈঃ ॥ ৪৮
ততো দ্বাদশসিদ্ধঃ স্যাৎকর্ত্তা চেন্নাভিতিত্তিরীম্।
জয়ং সংগ্রামবাদেষু শরীরস্যাপ্যরোগিতা ॥ ৪৯
বশকৃদ্রাজপুত্রাণাং রাজ্ঞামপি চ সন্ততম্।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ নো যান্তি নেত্রগোচরে ॥ ৫০

কোন কোন মন্ত্রে পূর্ব্ব হইতে পরে অর্থাৎ বিলোমক্রমেই গণনা হইয়া থাকে, বিশেষ উক্তি না থাকিলে পূর্ব্বপক্ষই আশ্রয়ণীয়। ৪১

যেহেতু বৈষ্ণবীর ষোড়শ সহস্র চক্র দৃষ্ট হয়, এইজন্য চক্রকে ষোড়শ অরযুক্ত করিবে। ৪২

ত্রিপুরার মন্ত্র বিংশতি সহস্র, এই জন্য পণ্ডিতগণ ত্রিপুরার নিমিত্ত দ্বাত্রিংশতি অরযুক্ত চক্র করিবে। ৪৩

ষোড়শ অরাদি চক্রই প্রধান চক্র, পণ্ডিত মন্ত্রশুদ্ধিবিষয়ে আরও অধিক রেখাদ্বারা চক্র নির্ম্মাণ করিতে পারেন। ৪৪

হে পুত্র। তোমাকে এই অভীষ্টপ্রদ মন্ত্রশুদ্ধির বিষয় বলিলাম। যে ইহা সম্যক্‌রূপে জানে, সে জয়ী হইয়া সকল প্রকার অভীষ্ট লাভ করে। ৪৫

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব। ইহার প্রয়োগাদির প্রকার অতিরহস্য; আমি তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪৬

পক্ব বিড়ালের দন্ত উহার ত্বক্‌দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া বৈষ্ণবীর নির্ম্মাল্যের সহিত উহাতে বামসূত্র রজ্জুনির্ম্মিত গুণত্রয় বৈষ্ণবী মন্ত্রদ্বারা সমন্ত্রিত করিয়া পরিবেষ্টন করিবে। ৪৭

পরে উহা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া অষ্টমীতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রথম হইতে বৈষ্ণবীর শত মন্ত্র জপ করিবে। ৪৮

অনন্তর সেই উত্তম মন্ত্র পণ্ডিতগণ দক্ষিণহস্তে ধারণ করিবেন। ঐ মন্ত্র ধারণ করিয়া কর্ত্তা যদি তিত্তিড়ী ভোজন না করে, তাহা হইলে দ্বাদশ সিদ্ধি লাভ হয়,

যোষিতাং সমদানাঞ্চ বশকৃচ্ছিদ্রনাশং সকৃৎ ।
রুধিরাণাং শ্লেষ্মণাঞ্চ ধাতূনাং স্তম্ভনং তথা ॥ ৫১
তেজসাং স্তম্ভকঞ্চৈব চক্ষুস্তেজঃপ্রদং তথা ।
মূর্দ্ধ্নি পঙ্কবিড়ালস্য হস্তং দত্ত্বা শতত্রয়ম্ ॥ ৫২
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রং জপ্ত্বা তং স্থাপয়েৎ গৃহে ।
তং বিড়ালন্তু যা পশ্যেৎকুলিনীবনিতা সুত ॥ ৫৩
নাপুত্রা সা ভবিত্রী তু কদাচিদপি ভৈরব ।
তাদৃক্পঙ্কবিড়ালস্তু যস্য তিষ্ঠতি মন্দিরে ॥ ৫৪
মৃতাপত্যাপি তৎকালে জীবৎপুত্রা প্রজায়তে ।
কোকিলো ভৃঙ্গরাজো বা চকোরো বা শুকোঽথ বা ॥ ৫৫
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রেণ মন্ত্রিতো যত্র তিষ্ঠতি ।
বিঘ্নং ন মন্দিরে তস্য ভবিতু সুপ্রজা ভবেৎ ॥ ৫৬
ন সর্পাস্তত্র গচ্ছন্তি গতাঃ খাদন্তি নো নরান্ ।
নারী ন বন্ধকী তস্য মন্দিরেঽপি প্রজায়তে ॥ ৫৭
পঞ্চমূর্ত্তেশ্চণ্ডিকায়া নির্মাল্যানি চ পঞ্চশঃ ।
তেষাং বলীনাং মাংসেন স্থাল্যাঃ পক্ত্বা দিনত্রয়ম্ ॥ ৫৮
অষ্টম্যাং তৎপুনর্দেব্যৈ দত্ত্বা তন্মন্ত্রমন্ত্রিতৈঃ ।
তোয়ৈরভ্যুক্ষ্য ভুক্ত্বা স্বমনসা চিন্তয়েচ্ছিবাম্ ॥ ৫৯
তস্মিন্ ভুক্তে তু দীর্ঘায়ুর্ব্যাধিশোকবিবর্জ্জিতঃ ।
তেজস্বী শত্রুদমনঃ কবির্বাগ্মী চ জায়তে ॥ ৬০

সংগ্রাম এবং বিবাদে জয় লাভ হয়, শরীর আরোগ্য হয়, রাজা এবং রাজপুত্রগণ বশীভূত হন ; ভূত, প্রেত এবং পিশাচের দর্শন হয় না। ৪৯-৫০

সমদ যোষিদ্‌বৃন্দ বশীভূত হয়, ছিদ্র সকল নষ্ট হয়। রুধির, শ্লেষ্মা ধাতু এবং তেজের স্তম্ভন হয় এবং চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি হয়। ৫১

পঙ্ক বিড়ালের মস্তকে হস্ত রাখিয়া বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্র তিনশত বার জপ করিয়া ঐ বিড়ালকে গৃহে স্থাপন করিবে। ৫২

হে ভৈরব। যে কুলাঙ্গনা ঐ বিড়ালকে দেখিবে, সে কদাপি পুত্রহীন হইবে না। ৫৩

সেইরূপ পঙ্ক বিড়াল যে স্ত্রীর গৃহে অবস্থিত হয়, সে মৃতাপত্যা (মড়াঞ্চে) হইলেও তাহার গৃহে জীবৎ পুত্র হয়। ৫৪

কোকিলই হউক, ভৃঙ্গরাজই হউক, চকোরই হউক অথবা শুকই হউক, বৈষ্ণবীতন্ত্রোক্ত মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত হইয়া যে গৃহে অবস্থান করে, তাহার প্রভাবে সে মন্দিরে কখন বিঘ্ন হয় না। ৫৫-৫৬

সে গৃহে সর্প প্রবেশ করে না, আর যদি কোনরূপে প্রবেশ করে, তবুও মনুষ্যকে দংশন করে না এবং সে গৃহে বন্ধ্যানারীও জন্মগ্রহণ করে না। ৫৭

পঞ্চমূর্ত্তি চণ্ডিকাদেবীর পাঁচটি নির্মাল্য তাঁহাদিগের বলির মাংসের সহিত একত্র একটি স্থালীতে তিনদিন পাক করিয়া অষ্টমীতে সেই দেবীদিগের মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা উহার অভ্যুক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার দেবীকে উহা নিবেদন করিয়া মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিয়া যে মনুষ্য ভোজন করিবে, সে দীর্ঘায়ুঃ, শোকহীন, তেজস্বী, শত্রুদমনকারী, কবি এবং বাগ্মী হয়। ৫৮-৬০

ললাটে মূর্দ্ধ্নি কণ্ঠে চ বাহ্বোঃ পাণ্যোস্তথা হৃদি। ৬১
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রস্য যানি চাষ্টাক্ষরাণি চ। ৬২
লিখিত্বা তানি চৈতেষু স্থানেষু মন্ত্রবিদ্বুধঃ।
কুঙ্কুমং ক্ষৌরমলয়জাতপঙ্কঃ সুধাবকৈঃ। ৬৩
অষ্টম্যাং সংযতো ভূত্বা নবম্যাং প্রথমং নরঃ।
প্রতিষ্ঠানে ন্যস্য করমষ্টাবষ্টৌ জপেদ্বুধঃ।
আবর্ত্তনেন মন্ত্রাণাং ততোঽনু পূজয়েচ্ছিবাম্। ৬৪
ততস্তস্মিন্ দিনে দেব্যৈ ত্রিজাতীয়ং বলিত্রয়ম্।
দত্ত্বা সহস্রং মন্ত্রস্য সখ্যো জপমারভেৎ। ৬৫
জপান্তে তু হবির্ভুক্ত্বা সংযতো রজনীং নয়েৎ। ৬৬
এবং সকৃৎকৃতে পুত্র রণে তস্য পরাজয়ঃ।
কদাচিদপি নো ভূয়াম্ন চ বাদেষু শাস্ত্রতঃ। ৬৭
বিধিমেবং সকৃৎ কৃত্বা রণকালে যথাতথা।
সদা লিখেৎ ক্ষত্রিয়স্তু বিজয়ায় রণেষু চ। ৬৮
অপরন্তু রণাষ্টাঙ্গং গুহ্যমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
অনেনৈব তু গুহ্যেন বিজয়ী ত্বং ভবিষ্যসি। ৬৯
ইতি বো কথিতং সর্ব্বং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং শুভম্।
সুখসম্পৎকরং মন্ত্রং মন্ত্রতন্ত্রসমন্বিতম্। ৭০
যচ্ছ্রোতুং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে নিত্যং বাঞ্ছন্তি চামৃতম্।
তদিদন্তে সমাখ্যাতং পুত্র বেতালভৈরব। ৭১

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রের যে আটটি অক্ষর আছে, উহাদিগকে ললাটে, মস্তকে, কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, হস্ততলদ্বয়ে এবং হৃদয়ে কুঙ্কুমরস অথবা লাক্ষার সহিত ঘন চন্দন-দ্বারা লিখিয়া মন্ত্রবিৎ পণ্ডিত মনুষ্য সংযত হইয়া অষ্টমীতে অথবা নবমীতে উক্ত প্রত্যেক স্থানে করন্যাস করিয়া মন্ত্রের আবর্ত্তনপূর্ব্বক আট আটবার জপ করিবে। তদনন্তর শিবার পূজন করিবে ৬১-৬৪

অনন্তর সেই দিনেই দেবীকে তিন জাতীয় তিনটি বলি প্রদান করিয়া সহস্র-বার মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিবে। ৬৫

জপের অবসানে ঘৃত ভোজন করিয়া সংযত হইয়া রাত্রি যাপন করিবে। ৬৬

হে পুত্র। এইরূপ একবার করিলে যুদ্ধে অথবা শাস্ত্রবাদে কখন তাহার পরাজয় হয় না। ৬৭

ক্ষত্রিয় রণকালে একবার এই বিধির অনুষ্ঠান করিয়া সকল যুদ্ধেই সর্ব্বদা বিজয় লাভের নিমিত্ত মন্ত্রাক্ষর উক্ত স্থানে লিখিবে। ৬৮

ইহা যুদ্ধের অপর একটি অষ্টাঙ্গস্বরূপ অতি গুহ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গুহ্য অনুষ্ঠান দ্বারাই তুমি বিজয় লাভ করিবে। ৬৯

তোমাদের নিকট সকল প্রকারে গুহ্য হইতে গুহ্যতম সুখসম্পৎকর মন্ত্র মন্ত্র ও তন্ত্রের সহিত কীর্ত্তন করিলাম। ৭০

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব। যে অমৃত তুল্য মন্ত্র শ্রবণ করিবার নিমিত্ত দেব-গণও সর্ব্বদা অভিলাষ করেন, আমি তোমাদিগের নিকট তাহার কীর্ত্তন করিলাম। ৭১

এতৎ সর্ব্বং নরো জ্ঞাত্বা তত্ত্বতঃ পুত্র ভৈরব ।
সকামানখিলান্ প্রাপ্য নিত্যং কৈবল্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭২
শৃণোতি যঃ সকৃদিদং কথ্যমানো দ্বিজোত্তমৈঃ ।
ন তস্য বিঘ্না জায়ন্তে নাপুত্রঃ স চ জায়তে ॥ ৭৩
দীর্ঘায়ুর্বলযুক্তশ্চ নিত্যং প্রমুদিতঃ কৃতী ।
বাঞ্ছিতার্থমবাপ্নোতি দেবী গৃহমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৪
গচ্ছতং কামরূপাখ্যংপীঠং নীলাচলাহ্বয়ম্ ।
কামাখ্যানিলয়ং গুহ্যং কুব্জিকাপীঠসংজ্ঞকম্ ॥ ৭৫
আকাশগঙ্গা যত্রাস্তি তজ্জলৈরভিষিচ্য চ ।
তত্র রাধয়তং পুত্রৌ মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ।
সা প্রসন্না চিরাদ্দেবী বরদা বো ভবিষ্যতি ॥ ৭৬

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা বৃষভারূঢ়স্তদা বেতালভৈরবৌ ।
স পুত্রৌ তু পরিত্যজ্য তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৭৭
ততস্তৌ নাটকং শৈলং পরিত্যজ্য তপস্বিনৌ ।
আসেদতুর্মহাত্মানং বসিষ্ঠং ব্রহ্মণঃ সুতম্ ॥ ৭৮
স তু সন্ধ্যাচলগতস্তৌ দৃষ্ট্বা সমুপস্থিতৌ ।
সভাজয়ামাস মুনিঃ শিষ্যবত্তৌ হরাত্মজৌ ॥ ৭৯
ততস্তস্যোপদেশেন বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।
জগ্মতুস্তৌ মহাশৈলং নীলং কামাখ্যয়াগতম্ ॥ ৮০

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব ! যে মনুষ্য এই সকল স্বরূপতঃ জ্ঞাত হয়, সে নিত্য সমুদয় অভিলাষ প্রাপ্ত হইয়া কৈবল্য লাভ করে । ৭২

যে মনুষ্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কথ্যমান ইহাকে একবার মাত্র শ্রবণ করে, তাহার কোন রূপ বিঘ্ন হয় না এবং সে অপুত্রও হয় না । ৭৩

সে মনুষ্য দীর্ঘায়ুঃ, বলযুক্ত, নিত্য প্রমুদিত এবং কৃতী হয় এবং ইহলোকে সমুদয় অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া অন্তে দেবীলোক প্রাপ্ত হয় । ৭৪

তুমি নীলাচলনামক সেই পীঠস্থান কামরূপে গমন কর । ঐ স্থানে কুব্জিকা পীঠনামক কামাখ্যা দেবীর গুহ্য নিলয় আছে । ৭৫

যে স্থানে আকাশগঙ্গা আপনার জলধারা ঐ স্থানকে অভিষিক্ত করিতেছেন, হে পুত্রদ্বয় ; সেই স্থানে জগন্ময়ী মহামায়া দেবীর আরাধনা কর । সেই দেবী অচিরে প্রসন্না হইয়া তোমাদিগকে বর প্রদান করিবেন । ৭৬

ঔর্ব্ব বলিলেন, বৃষবাহন মহাদেব নিজ পুত্র বেতাল ও ভৈরবকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । ৭৭

অনন্তর সেই তপস্বী বেতাল ও ভৈরব নাটকশৈল পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার পুত্র মহাত্মা বসিষ্ঠের নিকট গমন করিল । ৭৮

তখন সন্ধ্যাচল গত সেই মহামুনি বসিষ্ঠ মহাদেবের পুত্র বেতাল ও ভৈরবকে উপস্থিত দেখিয়া শিষ্যের মত তাহাদিগকে সমাদর করিলেন । ৭৯

অনন্তর সেই বেতাল ও ভৈরব মহাত্মা বসিষ্ঠমুনির উপদেশ কামাখ্যাদেবীর আশ্রম নীলনামক পর্ব্বতে গমন করিল । ৮০

তত্র গত্বা মহাত্মানৌ বৈষ্ণবীতন্ত্রগোচরম্ ।
আদায় মাতাং তাং দেবীং মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ॥ ৮১
ভৈরবাখ্যস্য লিঙ্গস্য নিকটস্থৌ শিবাত্মজঃ ।
আকাশগঙ্গামাপ্লাব্য স্থণ্ডিলে মণ্ডলোত্তমম্ ॥ ৮২
বিধায় নরশার্দ্দূলৌ জেপতুর্মন্ত্রমুত্তমম্ ।
তং জপ্ত্বা বিধিবন্মন্ত্রং সিদ্ধমষ্টাক্ষরাত্মকম্ ॥ ৮৩
বেতালস্য তথাসাধ্যমষ্টলক্ষাণি সংখ্যয়া ।
ত্রিভির্বর্ষৈস্তু লক্ষাণাং চতুর্ণামযুতস্ততঃ ॥ ৮৪
ত্রিধাপুরশ্চরণঞ্চ তৌ ভক্ত্যা সমকুর্ব্বতাম্ ।
যদ্‌যদুত্তরতন্ত্রোক্তং কল্পোক্তং পূজনে কৃতম্ ॥ ৮৫
তৎসর্ব্বং চক্রতুস্তৌ তু তং ত্রিহায়ণসংযুতৌ ।
কামাখ্যা ত্রিপুরাদীনামন্যাসামপি পূজনম্ ॥ ৮৬
সকৃৎ কৃত্বা পীঠযাত্রাং চেরতুর্বিধিবত্তদা ।
এবং তৌ বদ্ধকবচৌ কৃতন্যাসৌ হরাত্মজৌ ॥ ৮৭
সুপ্রীতা চানুজগ্রাহ মহামায়াঽথ তৌ তদা ।
ধ্যানস্থয়োস্তু জপতোর্যজতোশ্চ জগন্ময়ী ॥ ৮৮
শিবলিঙ্গং বিনির্ভিদ্য তদা প্রত্যক্ষতাং গতা ।
তস্মাৎ বিনির্গতায়াস্তু শিবলিঙ্গং ত্রিধাভবৎ ॥ ৮৯
ভৈরবো ভৈরবী চেতি হেরুকশ্চ তথা ত্রয়ঃ ।
তাং দদর্শ তদা দেবীং বেতালো ভৈরবস্তদা ॥ ৯০
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ সিদ্ধসূত্রাসিধারিণীম্ ॥ ৯১

হে নরশার্দ্দূল। মহাদেবের পুত্র মহাত্মা বেতাল ও ভৈরব সেই স্থানে গমন করিয়া ভৈরবনামক শিবলিঙ্গের নিকট অবস্থান করত আকাশগঙ্গায় অবগাহন-পূর্ব্বক স্থণ্ডিলায় একটি উত্তম মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া ও জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগন্ময়ী মহামায়াকে বৈষ্ণবীতন্ত্র গোচর করিয়া মন্ত্র জপ করিয়াছিল ৮১-৮৩

বেতালের সাধ্য সেই অষ্টাক্ষরাত্মক সিদ্ধমন্ত্রের তিনবর্ষে অষ্টলক্ষ জপ করিয়া তাহারা ভক্তিপূর্ব্বক চারিলক্ষ মন্ত্র জপের পর তিনবার করিয়া পাঁচটি পুরশ্চরণ করিয়াছিল। তাহারা সেই তিন বৎসরের মধ্যে পূজাবিষয়ে উত্তর তন্ত্র এবং কল্পে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সকলই করিয়াছিল। ৮৪-৮৫

কামাখ্যা, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য দেবীর একবার করিয়া পূজা করত বিধি-পূর্ব্বক পীঠযাত্রা করিয়াছিল। ৮৬

এইরূপে সেই মহাদেবের পুত্রদ্বয় কবচ ধারণ ও ন্যাস করিয়া সুপ্রীত হইলে মহামায়া তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ৮৭

তাহারা ধ্যানস্থ হইয়া মন্ত্র জপ এবং মনে মনে জগন্ময়ী দেবীর পূজা করিতেছে, এমন সময় মহামায়া শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ হইলেন। ৮৮

লিঙ্গ হইতে দেবী নির্গতা হইলে ঐ লিঙ্গ ভৈরব, ভৈরবী এবং হেরুক এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছিল। বেতাল ও ভৈরব তখন সেই দেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিল। ৮৯-৯০

রক্তপদ্মপ্রতীকাশাং সিতপ্রেতাসনস্থিতাম্ ।
নিমীল্য নয়নদ্বন্দ্বং তদা বেতালভৈরবৌ ॥ ৯২
ত্রাহি ত্রাহি মহামায়ে উচতুস্তৌ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৯৩
ততস্তয়া মহাদেব্যা তেজসাপ্যায়িতৌ তু তৌ ।
পস্পর্শ করহস্তস্য চাগ্রভাগেন বৈষ্ণবী ॥ ৯৪
আপ্যায়িতৌ তেজসৌ তু স্পৃষ্টাবপি তথা পুনঃ ।
আসেদতুশ্চ দেবত্বং মনুষ্যত্বং বিহায় চ ॥ ৯৫
দেবভূতৌ তদা তৌ তু মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ।
স্তুতিভির্ভক্তিভিশ্চেতি তদা তুষ্টুবতুঃ শিবাম্ ॥ ৯৬

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

জয় জয় দেবি সুরগণার্চিতপাদপঙ্কজে
বিশদ ভুক্তিভাবিনি শশিমৌলি-কেলিবিভাবিনি গিরিজে ।
নেত্রত্রয়নির্জিতবিবস্বদিন্দু-বহ্নিকান্তিতুলিতকমলজে ।
মধ্যনেত্রনতভ্রূভঙ্গভঙ্গুরত্ব-মতিচমৎকারকবিমলজে ॥ ৯৭
আজ্ঞাচক্রান্তশায়নবকোটি-করোটিতুল্যকান্ত শান্ত শশধরে ।
বহুমায়াকারভোগযোগতরঙ্গ-সারস্য পদ্মবসুচরে ॥ ৯৮
ত্রিনাড়ীর্ণভমধ্যবদ্ধবিকির-বল্লতত্তপুষ্পসমাধারপরে ।
বিবুধবন্দ্যশিরোধি বিশ্বমূর্তি-মহোমধ্যানবসি ষট্চক্রধরে ॥ ৯৯
আদিষোড়শচক্রভূষিতচারুদেহপীনতুঙ্গ-
কুচাচলালিঙ্গিতভূবিমধামাদলাকগতে ।
সিদ্ধসূত্রবরাভয়াসিশাতপাতক-
পঙ্কজাতকমূলধাণিচতুর্বাহুযুতে ।
জ্ঞানভালকমণ্ডলত্রযোগিযোগ-
নিবদ্ধসারসূতভঙ্গবিনোদকৃতে ।
আত্মতত্ত্বপরেকশায়বস্তুহারক-
মুক্তিমুক্তিবিবেকসিতপ্রেতরতে ॥ ১০০
বহুসারসমস্তসঙ্কতরঙ্গরাগ বিরোধি মন্ত্রশান্তপুরবিশেষকৃতে ।
যোগিনীগণনৃত্যভৃত্যজ্ঞাবন-নিবদ্ধনদ্ধহারকঙ্কণমুখ্যভূষণগতে ।

সেই দেবীমূর্তি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, পীনোন্নত-পয়োধরা, বরদাভয়হস্তা, সিদ্ধ-সূত্রধারিণী, রক্তপদ্ম-সদৃশ আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, প্রেতাসনসংস্থিত এইরূপ দেবী-মূর্তি দর্শন করিয়া সেই বেতাল ও ভৈরব নেত্র নিমীলন করিয়া বারংবার 'মহামায়ে ত্রাহি ত্রাহি' বলিতে লাগিল। ৯১-৯৩

অনন্তর তাহারা মহামায়ার তেজে আপ্যায়িত হইলে সেই বৈষ্ণবী দেবী হস্তের অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদের দু'জনকে স্পর্শ করিলেন। ৯৪

সেইরূপ তেজে আপ্যায়িত বেতাল ও ভৈরব মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৯৫

তাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্তুতি ও প্রণতি করিয়া জগন্ময়ী মহামায়া শিবার স্তব করিয়াছিল। ৯৬

৯। ......সারসলাক্ষপ্রকাশকরে ।

সাট্টহাসবিলোলদোলিত মুক্ত-কেশসুরেশনিবদ্ধদেহপুটে।
দেহি দেবি শোকশোচনবন্ধ-মোচন-পাপশাতনতত্ত্বমতে ॥ ১০১
সর্ব্ববিদ্যাত্মিকাং গুহ্যাং মন্ত্রযন্ত্রময়ীং শিবাম্।
প্রণমামি মহামায়াং লোকে বেদে চ কীর্ত্তিতাম্ ॥ ১০২
পরাপরাত্মিকাং নিত্যাং সাধ্যাধারৈকসংস্থিতাম্।
কামাহ্লাদকরীং কান্তাং ত্বাং নমামি জগন্ময়ীম্ ॥ ১০৩
প্রপঞ্চপরমব্যক্তং জগদেকনিবন্ধিনি।
প্রভাবেনাব্ধিরক্তাঙ্গি দেবি তুভ্যং নমোঽস্তু তে ॥ ১০৪
কামাখ্যা নিত্যরূপাখ্যা মহামায়া সরস্বতী।
যা লক্ষ্মীবিষ্ণুবক্ষঃস্থা নমাবো হ্যচ্যুতাং শিবাম্ ॥ ১০৫
মন্ত্রাণি যন্ত্রতন্ত্রাণি সহস্রাণি চ ষোড়শ।
মন্ত্রযন্ত্রাত্মকে তুভ্যং নমোঽস্তু মম পার্ব্বতি ॥ ১০৬
ইতি স্তুতা ততস্তাভ্যাং মহামায়া জগৎপ্রসূঃ।
উবাচ মুদিতা চেতি বরং বরয়তং যুবাম্ ॥ ১০৭
প্রত্যক্ষতো মহামায়াং পূর্ব্বধ্যানগোচরাম্।
তৌ দৃষ্ট্বা ভর্গতনয়ৌ প্রাহতুশ্চেদমুত্তমম্ ॥ ১০৮

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

দেব্যনেন শরীরেণ ভবত্যাঃ শঙ্করস্য চ।
প্রার্থয়ে শাশ্বতীং সেবাং নিত্যং যাবদ্রবিঃ শশী ॥ ১০৯

তাহারা বলিয়াছিল, হে সুরগণার্চ্চিত-পাদপঙ্কজে! বিশ্ব-বিভূতিভাবিনি। * * দেবি! আপনার জয় হউক, আপনার জয় হউক, হে শোকমোচন বন্ধ-মোচন পাপশাতন তত্ত্বমতে! দেবি! আমাকে কৃপা বিতরণ করুন। ৯৭-১০১

হে দেবি! আপনি সর্ব্ববিদ্যাত্মিকা, গুহ্যরূপা, মন্ত্রতন্ত্রময়ী, শিবা, মহামায়া এবং লোকে ও বেদে কীর্ত্তিত আপনাকে নমস্কার করি। ১০২

আপনি পরাপরাস্বরূপা, শুদ্ধা, এক সাধ্যাধারে সংস্থিতা, কামাহ্লাদকরী, কান্তা এবং জগন্ময়ী আপনাকে নমস্কার করি। ১০৩

হে রক্তাঙ্গি দেবি! আপনি এই প্রপঞ্চ পর সুব্যক্ত জগতের এক মাত্র নিবন্ধন হেতু তত্ত্বরূপা আপনাকে নমস্কার করি। ১০৪

হে দেবি! আপনি কামাখ্যা, নিত্যরূপা, মহামায়া সরস্বতী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থিত লক্ষ্মী, উদ্যমশালিনী এবং শিবরূপা, আপনাকে নমস্কার। ১০৫

যে ষোড়শ সহস্র মন্ত্র ও তাহার তন্ত্র আছে, আপনি সেই সকলের স্বরূপ; হে পার্ব্বতি! আপনাকে আমার নমস্কার। ১০৬

জগৎপ্রসবিনী মহামায়া তাহাদের দুইজন কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া পরম আনন্দিতচিত্তে বলিলেন, তোমরা দুজনে বর প্রার্থনা কর। ১০৭

অনন্তর সেই মহাদেবের পুত্রদ্বয় মহামায়া দেবীকে ধ্যানে যেরূপ দেখিয়াছিল, সেইরূপ প্রত্যক্ষ দেখিয়া বলিতে লাগিল। ১০৮

বেতাল এবং ভৈরব বলিল,—হে দেবি! আমরা এই বর্ত্তমান দেহেই যাবৎ চন্দ্র ও সূর্য্য বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ আপনার এবং শঙ্করের শাশ্বত সেবা প্রার্থনা করি। ১০৯

নান্যং বরং সাধয়াবো মায়ে ত্বত্তো জগন্ময়ি।
অন্যথা তব ভক্ত্যৈব স্থাস্যাবো গিরিকন্দরে॥ ১১০
এবমুক্তা ততস্তাভ্যাং মহামায়া জগন্ময়ী।
এবমস্ত্বিতি চোবাচ ভবত্বেবং মুহুর্মুহুঃ॥ ১১১
এবং সিদ্ধির্জগদ্ধাত্রী প্রোক্তা মধ্যাথ চুচুকে।
নিষ্পীড্য কারয়ামাস ক্ষীরধারাদ্বয়ং শিবা॥ ১১২
ততস্তু নিঃসৃতং ক্ষীরং পায়য়ামাস ভৈরবম্।
বেতালঞ্চ মহারাজ পিবতস্তৌ চ তত্তদা॥ ১১৩
পীত্বা তৌ চ তদা ক্ষীরং দেবত্বং প্রাপ্য শাশ্বতম্।
অজরৌ চামরৌ ভূতৌ মহাতেজস্বিনৌ শুভৌ॥ ১১৪
তস্যাস্তু ক্ষীরমমৃতং তৎ পীত্বা তৌ মহাবলৌ।
পীযূষপানাৎ সঞ্জাতৌ ততস্তৌ প্রাহ বৈষ্ণবী॥ ১১৫
গণানাং দেবদেবস্য ভবতঞ্চাধিপৌ যুবাম্।
দ্বাঃস্থৌ চ নিত্যমাসন্নৌ নন্দিবত্তবতং সুতৌ॥ ১১৬

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা হরসম্মত্যা মহামায়া জগন্ময়ী।
যোগিনীগণসংযুক্তা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১১৭
অন্তর্হিতায়াং তস্যান্তু তদা বেতালভৈরবৌ।
মুদিতৌ পরমপ্রীতৌ কৃতকৃত্যৌ বভূবতুঃ॥ ১১৮

হে মহামায়ে জগন্ময়ি! আমরা আপনার নিকট হইতে আর অন্য বরের প্রার্থনা করি না। যেন আপনার ভক্ত হইয়াই এই গিরিমন্দিরে স্থিতি করিতে পারি। ১১০

জগন্ময়ী মহামায়া দেবী তাহাদের দুইজন কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বারংবার এইরূপ হউক এইরূপ হউক, বলিতে লাগিলেন। ১১১

সেই শিবদায়িনী জগদ্ধাত্রী দেবী এই কথা বলিয়া নিজের স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ নিষ্পীড়ন করিয়া দুইটি দুগ্ধধারা নিঃসারিত করিলেন। ১১২

হে মহারাজ! সেই নিঃসৃত দুগ্ধ বেতাল এবং ভৈরবকে পান করিতে বলিলেন এবং তাহারাও উহা পান করিল। ১১৩

বেতাল ও ভৈরব সেই দুগ্ধ পান করিয়া শাশ্বত দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাতেজস্বী, অজর এবং অমর হইয়াছিল। ১১৪

ভগবতীর স্তনদুগ্ধই অমৃত, তাহা পান করিয়া সেই মহাবল বেতাল ও ভৈরব অমৃতপায়ী হইয়াছিল। ১১৫

তখন বৈষ্ণবী দেবী তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—হে পুত্রদ্বয়! তোমরা দেব দেব মহাদেবের গণের অধীশ্বর হইয়া নন্দীর ন্যায় নিত্য আসন্নদ্বারস্থিত হও। ১১৬

ঔর্ব্ব বলিলেন,—মহাদেবের সম্মতিক্রমে জগন্ময়ী মহামায়া এই কথা বলিয়া যোগিনীগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। ১১৭

ভগবতী অন্তর্হিতা হইলে সেই বেতাল ও ভৈরব আনন্দিত, অতিশয় প্রীত এবং কৃতকৃত্য হইয়াছিল। ১১৮

অথাগচ্ছদ্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং সপ্রমথো হরঃ।
ভোজয়িতুমত্যর্থং পুত্রৌ বেতালভৈরবৌ ॥ ১১৯
তাবাসাদ্য মহাদেবস্তদা নীলাহ্বয়ং গিরিম্।
সকলং দর্শয়ামাস পীঠস্থ স্থানভেদতঃ ॥ ১২০
কামাখ্যায়া গুহাং তত্র দর্শয়িত্বা মনোভবাম্।
ততঃ স্বীয়াং কামগুহাং ছায়াচ্ছত্রং স্বমালয়ম্ ॥ ১২১
স্বকীয়ং পঞ্চমূর্ত্তীনাং সংস্থানঞ্চাপ্যদর্শয়ৎ।
কামরূপস্থ সকলং পীঠং দেবময়ং তথা ॥ ১২২
প্রত্যেকং দর্শয়ামাস ক্রমশস্ত্রিপুরান্তকঃ।
প্রথমং করতোয়াখ্যাং সত্যগঙ্গাং সদাশিবাম্।
পুণ্যতোয়ময়ীং শুদ্ধাং দক্ষিণাব্ধ্যেকগামিনীম্ ॥ ১২৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে বেতাল-ভৈরবয়োঃ সিদ্ধিলাভো
নাম ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

অনন্তর পুত্র বেতাল ও ভৈরবকে সভাজন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ হর, প্রমথ ও দেবগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। ১১৯

মহাদেব নীলনামক পর্ব্বতে বেতাল ও ভৈরবকে প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় পীঠ স্থান এক এক করিয়া দর্শন করাইয়াছিলেন। ১২০

প্রথমে মনোভবা কামাখ্যার গুহা দেখাইয়া, তাহার পর নিজের কাম গুহা, ছায়া, ছত্র, স্বকীয় আলয় দেখাইয়াছিলেন। ১২১

স্বকীয় পঞ্চমূর্ত্তির সংস্থানও দেখাইয়াছিলেন। অনন্তর ত্রিপুরান্তকারী মহাদেব সেই বেতাল ও ভৈরবকে ক্রমশঃ কামরূপস্থ সমুদয় পীঠ-দেবতা একে একে দেখাইয়াছিলেন। ১২২

প্রথমে দক্ষিণ সমুদ্রগামিনী, পুণ্যতোয়া শুদ্ধা সদা শিবদায়িনী করতোয়া নাম্নী সত্যগঙ্গা দেখাইয়াছিলেন ১২৩

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৬

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

ততস্তু কামরূপস্য বায়ব্যাং ত্রিপুরান্তকঃ।
আত্মনো লিঙ্গমতুলং জল্পীশাখ্যং ব্যদর্শয়ৎ ॥ ১
যত্র নন্দী সমারাধ্য মহাদেবং জগৎপতিম্।
অভিন্নেন শরীরেণ গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২
নন্দিকুণ্ডং মহাকুণ্ডং যত্র নন্দী পুরাকরোৎ।
অভিষেকং জলধরং পীঠং তোয়মনুত্তমম্ ॥ ৩
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ কৃতকৃত্যো নরোত্তমঃ।
হরস্য সদনং যাতি নন্দিনোঽপি মহাপ্রিয়ঃ ॥ ৪
তস্যাসন্নে মহাদেবীং নাতিদূরে ব্যবস্থিতাম্।
সিদ্ধেশ্বরীং যোনিরূপাং মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ॥ ৫
ত্র্যম্বকো দর্শয়ামাস ভৈরবায় মহাত্মনে।
যত্র নন্দী মহামায়ামাজ্ঞয়া শশিধারিণঃ ॥ ৬
স্তুতিভির্নতিভিঃ পূজ্য গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ।
সুবর্ণমানসস্তত্র নদমুখ্যো মনোহরঃ ॥ ৭
নন্দিনোঽনুগ্রহায়াশু মানসাখ্যং সরস্তু তৎ।
আগতঞ্চাজ্ঞয়া শম্ভোঃ পূর্ব্বমেব তপস্যতঃ ॥ ৮
জটোদ্ভবা তত্র নদী হিমবৎপ্রভবা শুভা।
যস্যাং স্নাত্বা নরঃ পুণ্যমাপ্নোতি জাহ্নবীসমম্ ॥ ৯

কামরূপ প্রদর্শন—জল্পীশলিঙ্গমাহাত্ম্য

ঔর্ব্ব বলিলেন,—তাহার পর কামরূপের বায়ুকোণে মহাদেব জল্পীশনামক আপনার লিঙ্গ দেখাইয়াছিলেন। ১

যে স্থানে নন্দী জগৎপতি মহাদেবের আরাধনা করিয়া, এক শরীরেই গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২

তাহার পর নন্দিকুণ্ড, যে স্থলে পূর্ব্বে নন্দী তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র জলশালী সর্ব্বোত্তম জলধরনামক অভিষেকজলাশয়। ৩

যেখানে স্নান করিয়া ও যাহার জল পান করিয়া মনুষ্য কৃতকৃত্য হয় এবং নন্দীর সমান প্রিয় হইয়া মহাদেবের সদনে গমন করে। ৪

তাহার অদূরে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী জগন্ময়ী যোনিরূপা মহাদেবীকে—মহাদেব, মহাত্মা ভৈরবকে দেখাইলেন। ৫

যেখানে নন্দী মহাদেবের আজ্ঞায় স্তুতি এবং নুতি দ্বারা মহামায়ার আরাধনা করিয়া, গণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬

ঐ স্থানে সুবর্ণমানস নামে মনোহর একটি নদ আছে। ঐ নদ স্বয়ং মানস সরোবর, পূর্ব্বকালে মহাদেবের আজ্ঞায় তপশ্চরণকারী নন্দীর উপর অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে আসিয়াছিল। ৭

সেই স্থানে হিমালয় হইতে নিঃসৃত শুভরূপা জটোদ্ভবা নামে নদী আছে, যে নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য গঙ্গাতুল্য পুণ্য লাভ করে। ৮

গৌরীবিবাহসময়ে সর্ব্বৈর্মাতৃগণৈঃ কৃতঃ।
জলাভিষেকো ভর্গস্য জটাজুটেষু যঃ পুরা ॥ ১০
তৈস্তোয়ৈরভবদ্ যস্মাজ্জটোদাখ্যা নদী ততঃ।
চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং স্নাত্বা যস্যাং নরো ব্রজেৎ ॥ ১১
পূর্ণায়ুর্ব্বৈ নরশ্রেষ্ঠ শিবস্য সদনং প্রতি।
দ্বাপরস্য তু যা গঙ্গা ত্রিঃস্রোতাখ্যা সরিদ্বরা ॥ ১২
হিমবৎপ্রভবা শুক্লচন্দ্রবিম্বান্বিনির্গতা।
যস্যাং স্নাত্বা মহামাঘ্যাং মাতৃযোনৌ ন জায়তে ॥ ১৩
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে স্নাত্বা কৈবল্যং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
সিতপ্রভা নাম নদী মহাদেবাবতারিতা ॥ ১৪
হিমবৎপ্রভবা সাপি সিতা দক্ষসমুদ্রগা ॥ ১৫
তস্যাং দশহরাখ্যস্তু দশম্যাং শুক্লপক্ষকে।
স্নাত্বা বিষ্ণুগৃহে যাতি নরো বৈ মুক্তপাতকঃ।
নবতোয়া নাম নদী ততঃ পূর্ব্বস্থিতা পুরা ॥ ১৬
নবং নবং নবং নিত্যং কুর্ব্বতী সা পুনাতি হি।
নবতোয়া ততঃ প্রোক্তা হিমবৎ প্রভবৈব সা ॥ ১৭
তস্যাং স্নাত্বা মহামাঘ্যাং নরো গচ্ছতি দেবতাম্।
সম্পূর্ণমাঘমাসন্তু স্নাত্বা বিষ্ণুগৃহং ব্রজেৎ ॥ ১৮
তাসাং নদীনান্তু পতিরগদো নাম বৈ নদঃ।
পীঠপূর্ব্বে স্থিতঃ পুণ্যো ব্রহ্মপাদসমুদ্ভবঃ ॥ ১৯

পূর্ব্বে গৌরীর বিবাহ সময়ে সমুদয় মাতৃগণ মহাদেবের জটাজুটে জলাভিষেক করিয়াছিলেন। ১০

সেই জল একত্র হইয়া নদীরূপে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া ঐ নদী জটোদা নামে বিখ্যাত। হে নরশ্রেষ্ঠ! চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ঐ নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য দীর্ঘায়ু হয় ও মহাদেবের সদনে গমন করে। দ্বাপরযুগে ত্রিঃস্রোতানামে যে সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গা ছিল। ১১-১২

সেই শুক্লা নদী হিমালয়-নির্গত এবং চন্দ্রবিম্ব হইতে উৎপন্ন। এই নদীতে মহামাঘীর দিনে স্নান করিলে মনুষ্যের পুনর্ব্বার আর মাতৃগর্ভে জন্ম হয় না।১৩

চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের দিবস স্নান করিলে মনুষ্য কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। সিতপ্রভা নামে একটি নদী আছে, উহা মহাদেবকর্ত্তৃক মর্ত্ত্যলোকে অবতারিত হইয়াছে, উহার জল শ্বেতবর্ণ এবং গতি দক্ষিণ সমুদ্র অবধি। ১৪-১৫

শুক্লপক্ষে দশহরা নামক দশমী তিথিতে ঐ নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য পাপ বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুগৃহে গমন করে। উহা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নবতোয়া নামে নদী অবস্থিত। ১৬

উহা প্রতিক্ষণ মনুষ্যকে নূতন নূতন করিয়া পবিত্র করে। এই নিমিত্ত উহা নবতোয়া নামে অভিহিত হয়। ১৭

মহামাঘীতে মনুষ্য উহাতে স্নান করিয়া দেবত্ব লাভ করে এবং সম্পূর্ণ মাঘমাস অবিচ্ছেদে স্নান করিয়া বিষ্ণুগৃহে গমন করে। ১৮

ঐসকল নদীর পতি অগদ নামক একটি নদ আছে, উহা পূর্ব্বপীঠে অবস্থিত, পবিত্র এবং ব্রহ্মপাদ হইতে উৎপন্ন। ১৯

হিমবৎপ্রভবঃ সোঽপি দেবগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ নরো ব্রহ্মগৃহং ব্রজেৎ ॥ ২০
কার্ত্তিকং সকলং মাসং যোঘনাখ্যে মহানদে ।
স্নানং করোতি মনুজস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ২১
ইহলোকে ত্বরোগঃ স প্রাপ্য চৈবোত্তমং সুখম্ ।
শেষে ব্রহ্মগৃহং প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২
নন্দিকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা নক্তং কুর্য্যাত্তদা নিশি ।
ততঃ পরস্মিন্ দিবসে গচ্ছেজ্জল্পীশমন্দিরম্ ॥ ২৩
তত্র স্নাত্বা মহানদ্যাং জল্পীশং প্রতিপূজ্য চ ।
তস্যাং নিশি হবিষ্যাশী সংযতস্তাং নিশাং নয়েৎ ॥ ২৪
ততোঽনুদিবসে প্রাপ্তে গচ্ছেৎ সিদ্ধেশ্বরীং শিবাম্ ।
তাং পূজয়েত্তথাষ্টম্যামুপবাসং তথাচরেৎ ॥ ২৫
চতুর্ভুজা তু সা দেবী পীনোন্নতপয়োধরা ।
সিন্দূরপুঞ্জসঙ্কাশা ধত্তে কর্ত্রীঞ্চ খর্পরম্ ॥ ২৬
দক্ষিণে বামবাহুভ্যামভীতিবরদায়িনী ।
জটামণ্ডিতশীর্ষা চ রক্তপদ্মোপরিস্থিতা ॥ ২৭
পঞ্চাক্ষরজপাত্তা দির্মন্ত্রোঽস্যাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
কামাখ্যাতন্ত্রমেবাস্যাঃ পূজনে তন্ত্রমীরিতম্ ॥ ২৮
এবং কৃত্বা নরো বীরঃ পুনর্যোনৌ ন জায়তে ॥ ২৯
জামদগ্ন্যভয়াদ্ভীতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বমেব যে ।
ম্লেচ্ছচ্ছদ্মানুপাদায় জল্পীশং শরণং গতাঃ ॥ ৩০

সেই দেব ও গন্ধর্ব্ব-সেবিত নদ হিমালয় হইতে নির্গত হইয়াছে, উহাতে স্নান করিলে এবং উহার জল পান করিলে মনুষ্য ব্রহ্মগৃহে গমন করে। যে মনুষ্য সমস্ত কার্ত্তিকমাস অবিচ্ছেদে অঘনামক মহানদে স্নান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ২০-২১

সে মনুষ্য ইহলোকে নীরোগ হইয়া সকল প্রকার সুখভোগ করিয়া পরকালে দেবগৃহে গমন করে এবং অবশেষে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ২২

মনুষ্য নন্দিকুণ্ডে স্নান করিয়া রাত্রে নক্তব্রত করিবে। তাহার পর দিন জল্পীশ দেবের মন্দিরে গমন করিবে। ২৩

সেই স্থানে মহানদীতে স্নান করিয়া এবং জল্পীশ লাভ করিয়া হবিষ্যাশী হইয়া সেই রাত্রি যাপন করিবে। ২৪

অনন্তর দিবা আগত হইলে শিবদায়িনী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরে গমন করিবে। অষ্টমীতে তাঁহার পূজা ও উপবাস করিবে। ২৫

সেই দেবী চতুর্ভুজা, পীনোন্নতপয়োধরা, সিন্দূরপুঞ্জসদৃশ আভাশালিনী এবং দক্ষিণ বাহুদ্বয়ে কর্ত্রী ও খর্পরধারিণী। ২৬

বাম-বাহুযুগলে অভীতি ও বরদায়িনী, মস্তকে জটাধারিণী, আর রক্তবর্ণ পদ্মের উপর অবস্থিতা। ২৭

ইহাঁর মন্ত্র পঞ্চাক্ষর ও কামাখ্যাতন্ত্র অনুসারেই ইহাঁর পূজা হইয়া থাকে। বিধানপূর্ব্বক ইহাঁর পূজা করিলে মনুষ্য পুনর্ব্বার আর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে না। ২৮-২৯

এতে ম্লেচ্ছবাচঃ সততমার্য্যবাচশ্চ সর্ব্বদা।
জল্পীশং সেবমানাস্তে গোপায়ন্তি চ তং হরম্ ॥ ৩১
ত এব তু গণাস্তস্য মহারাজমনোহরাঃ।
তোষয়িত্বা তথা সর্ব্বান্ জল্পীশং পূজয়েন্নরঃ ॥ ৩২
বরদাভয়হস্তোঽয়ং দ্বিভুজঃ কুন্দসন্নিভঃ।
তৎপুরুষস্য তু মন্ত্রেণ পূজয়েদ্দেবমুত্তমম্ ॥ ৩৩
এবং পুণ্যকরঃ পীঠো জল্পীশস্য মহাত্মনঃ।
এবং জ্ঞাত্বা নরো যাতি শঙ্করস্য পুরং প্রতি ॥ ৩৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা তু সংবাদমুত্তমং শঙ্করস্য চ।
ভৈরবস্য তু বেতালসহিতস্য মহাত্মনঃ ॥ ১
ভূয়শ্চ সগরো রাজা মুনিমৌর্ব্বং মহামতিম্।
পপ্রচ্ছ মোদসংহৃষ্টঃ সুব্রতং চেদমুত্তমম্ ॥ ২

সগর উবাচ—

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্মুনিসত্তম।
কামরূপস্য পীঠস্য সংস্থানং নির্ণয়ং তথা ॥ ৩

পূর্ব্বে জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত কতকগুলি ক্ষত্রিয় ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়া জল্পীশের শরণাগত হইয়াছিল। ৩০

তাহারা জল্পীশ দেবের সেবা করত সর্ব্বদা ম্লেচ্ছভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া এবং আর্য্যভাষা পরিত্যাগ করিয়া জল্পীশ দেবকে গোপন করিয়া রাখে। ৩১

হে মহারাজ! তাহারা জল্পীশ দেবের গণস্বরূপ হইয়াছে, অতএব তাহাদিগের সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া জল্পীশ দেবের পূজা করিবে। ৩২

এই জল্পীশ বরদাভয়হস্ত কুন্দতুল্য শ্বেতবর্ণ। ইহাঁকে তৎপুরুষের মন্ত্রে পূজা করিবে। ৩৩

জল্পীশ দেবের পীঠ অতি পুণ্যকর। যে মনুষ্য ইহার বিষয় সম্যক্ বিদিত হয়, সে মহাদেবের গৃহে গমন করে। ৩৪

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৭

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

নৈর্ঋতাদিভাগের নির্ণয়

মহারাজ সগর মহাত্মা বেতাল ভৈরব ও শঙ্করের পরস্পর এই কথোপকথন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার মহাদ্যুতি ঔর্ব্ব মুনিকে অতিশয় স্নিগ্ধ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১-২

ভূয়স্ত শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ মহামতে।
বায়ব্যস্যাথ মধ্যস্য পূর্ব্বভাগস্য নির্ণয়ম্ ॥ ৪
যথা যস্মিন্ স্থিতোঽস্তি মহাদেবোঽম্বিকা তথা।
তৎসর্ব্বং মুনিশার্দ্দূল কথয় শ্রোতুমুৎসহে ॥ ৫

ঔর্ব্ব উবাচ—

উক্তো বায়ব্যভাগস্য নির্ণয়ো নৃপসত্তম।
নৈর্ঋত্যোত্তরমধ্যাদ্রেঃ শৃণ্বিদানীং বিনির্ণয়ম্ ॥ ৬
বহুরোকা নাম নদী করতোয়া প্রদক্ষিণে।
উত্তরস্রাবণী চান্তে তৎপূর্ব্বং কামরূপকম্ ॥ ৭
সুরসো নাম জীমূতঃ কামরূপং ততঃ স্থিতঃ।
নিঃসৃতা বহুরোকেতি নদী তস্মাৎ বৃষপ্রদা ॥ ৮
আসন্নে সুরসাখ্যস্য শিবলিঙ্গো মহাবৃষঃ।
মাহেশ্বরী তত্র দেবী যোনিমণ্ডলরূপিণী ॥ ৯
স্নাত্বা তু বহুরোকায়ামারুহ্য সুরসাচলম্।
মহাবৃষং পূজয়িত্বা মহাদেবীং মহেশ্বরীম্ ॥ ১০
ধূতপাপো জিতবন্ধঃ পুনর্যোনৌ ন জায়তে।
চতুর্ভুজো বৃষারূঢ়ো বরদাভয়শূলধৃক্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশো জটাবান্ স মহাবৃষঃ ॥ ১১
অঘোরস্য তু মন্ত্রেণ পূজাস্য পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১২

হে ভগবন্ মুনিসত্তম! আপনি কামরূপপীঠের সংস্থান ও নির্ণয় বিষয়ে অতি বিচিত্র কথা বলিলেন। ৩

হে মহামতে। আমি পুনর্ব্বার বায়ব্য মধ্য এবং পূর্ব্বভাগের নির্ণয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৪

হে মুনিশার্দ্দূল। সেস্থানে মহাদেব এবং অম্বিকা কি ভাবে অবস্থিত, তাহা আমাকে বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন, আমার শুনিতে বড় উৎসাহ হইতেছে। ৫

ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে নৃপসত্তম। বায়ব্য ভাগেরও নির্ণয় উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে নৈর্ঋত, উত্তর এবং মধ্যাদ্রির নির্ণয় শ্রবণ কর। ৬

বহুরোকা করতোয়া নামে উত্তরস্রাবিণী যেখানে প্রদক্ষিণ ভাবে আছে, সেই সকল ক্ষেত্র কামরূপের অন্তর্গত। ৭

কামরূপের মধ্যে সুরস নামে পর্ব্বত আছে, তাহা হইতে এই ধর্ম্মপ্রদা বহুরোকা নামে নদী নিঃসৃত হইয়াছে। ৮

সুরসের সমীপে মহাবৃষ নামে একটি শিবলিঙ্গ আছে, সেই স্থানে যোনিমণ্ডলরূপিণী মহেশ্বরী দেবীও অবস্থান করেন। ৯

বহুরোকা নদীতে স্নান ও সুরথ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া মহাবৃষ এবং মহেশ্বরী দেবীকে পূজা করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। ১০

স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, পুনর্ব্বার আর যোনিমণ্ডলে জন্ম হয় না এবং সেই মহাবৃষ দেব চতুর্ভুজ, বৃষারূঢ়, বর, অভয় এবং শূলধারী। তাঁহার শরীরকান্তি শুদ্ধ স্ফটিকের মত, পরিধানে চর্ম্ম এবং মস্তক জটাভারে মণ্ডিত। ১১

অঘোর মন্ত্রদ্বারাই ইঁহার পূজা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ১২

কামেশ্বর্য্যাঃ স্বরূপন্তু মাহেশ্বর্য্যাঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
পূজাপি মহদেবাস্যা-স্তত্ত্বৎফলপ্রদায়িকা ॥ ১৩
তত্র বসিষ্ঠকুণ্ডন্তু বসিষ্ঠমুনিসেবিতম্ ।
যত্র স্থিতো বসিষ্ঠস্তু নরকেণ নিবারিতঃ ॥ ১৪
অপ্রাপ্য গন্তুং জীমূতং নীলাখ্যং বাশপত্তু তম্ ॥ ১৫
স্বস্নানার্থং কৃতং তত্র কুণ্ডং দেবগণার্চ্চিতম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরো যাতি নাকপৃষ্ঠং যথেচ্ছয়া ॥ ১৬
সুরসস্য চ পূর্ব্বস্যাং কৃত্তিবাসাহ্বয়ো গিরিঃ ।
কৃত্তিবাসাঃ স্বয়ং তত্র সত্যা সহাবসৎ পুরা ॥ ১৭
চন্দ্রিকাখ্যা নদী যত্র তস্যাং স্নাত্বা দিবং ব্রজেৎ ॥ ১৮
চন্দ্রিকায়াং নরঃ স্নাত্বা সম্পূজ্য কৃত্তিবাসসম্ ।
ভাদ্রশুক্লচতুর্থ্যান্তু নিষ্কলঙ্কো ভবেন্নরঃ ॥ ১৯
(পূর্ণভাদ্রপদং মাসং চন্দ্রিকায়াং নরোত্তমঃ ।
স্নাত্বা গচ্ছতি ভূতেশং দৃষ্ট্বৈব কৃত্তিবাসসম্ ।) *
উত্তরস্রাবিণী নিত্যং চন্দ্রিকাখ্যা সরিদ্বরা ॥ ২০
নাতিদূরে চন্দ্রিকায়াঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি ফেনিলা ।
সংজ্ঞয়া সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা শতানন্দাবতারিতা ॥ ২১
ব্রহ্মণো দুহিতা সা তু গঙ্গা পর্ব্বতসম্ভবা ॥ ২২
ফেনিল্যায়াং নরঃ স্নাত্বা প্রস্থোথানদিনে পুনঃ ।
ফাল্গুনে মাসি নরকং জিত্বা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩

মাহেশ্বরী ও কামেশ্বরীর স্বরূপ একই প্রকার। তাঁহাদের উভয়ের পূজাও একরূপ এবং উভয়েই সমান ফল প্রদান করেন। ১৩

সেই স্থানে বসিষ্ঠমুনি নির্ম্মিত একটি বসিষ্ঠ কুণ্ড আছে, যে স্থানে বসিষ্ঠঋষি নরককর্ত্তৃক কামরূপ গমনে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৪

বসিষ্ঠ নীল পর্ব্বতে যাইতে না পারিয়া সেই নরককে শাপ দিয়াছিলেন। ১৫

তিনি আপনার স্নানের নিমিত্ত সেই স্থানেই দেবগণের পূজ্য একটি কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডে যথেচ্ছাক্রমে স্নান করিলেও মনুষ্য স্বর্গে গমন করে। ১৬

সুরসের পূর্ব্বদিকে কৃত্তিবাসা নামে একটি পর্ব্বত আছে। সেস্থানে পূর্ব্বে কৃত্তিবাস সতীর সহিত বাস করিয়াছিলেন। ১৭

সেই স্থানে চন্দ্রিকা নামে একটি নদী আছে। ১৮

মনুষ্য ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে চন্দ্রিকা নদীতে স্নান করিয়া কৃত্তিবাস মহাদেবকে পূজা করিলে কলঙ্কশূন্য হয়। ১৯

সেই সরিৎশ্রেষ্ঠা চন্দ্রিকা সর্ব্বদা উত্তর স্রাবিণী। ২০

চন্দ্রিকার অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে শতানন্দা নামে একটি নদী আছে। ২১

ঐ নদী ব্রহ্মার দুহিতা এবং গঙ্গা পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ২২

মনুষ্য ফেনিলায় ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমার দিন স্নান করিলে নরক জয় করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। ২৩

---

* কচিদয়মধিকঃ।

ততঃ সিতাহ্বয়া পূর্ব্বং সরিদুত্তরগামিনী।
তস্যাং স্নাত্বা মহাচৈত্র্যাং গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥ ২৪
ততঃ পূর্ব্বং সুমদনা যোজনদ্বিতয়ান্তরে॥ ২৫
নদী জনকরাজেন সমারাধ্য বৃষধ্বজম্।
হিতায় ভৈরবাখ্যস্য সুতীক্ষ্ণাদবতারিতা॥ ২৬
সুতীক্ষ্ণং গিরিমারুহ্য স্নাত্বা সুমদনাজলে।
মাঘশুক্লচতুর্থ্যান্তু পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্।
সম্প্রাপ্য সকলান্ কামান্ শিবলোকায় গচ্ছতি॥ ২৭
এতা নদ্যঃ কামরূপে নৈর্ঋত্যামুত্তরস্রবাঃ।
পীঠঞ্চ পূর্ব্বতস্তত্র ত্রিপুরা যত্র পূজ্যতে॥ ২৮
এবং তে কথিতং রাজন্ মহাপুণ্যমনুত্তমম্।
কামরূপস্য নৈর্ঋত্যাং যত্র শম্ভুঃ সদাম্বিকা॥ ২৯
পুনরেব মহারাজ যা নদ্যো দক্ষিণস্রবাঃ।
হিমবৎপ্রভবা যাতাঃ ক্রমশঃ শৃণু ভূপতে॥ ৩০
অগ্নদস্য নদস্যোর্দ্ধং ভদ্রাখ্যা তু মহানদী।
ভাদ্রে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যস্যাং স্নাত্বা দিবং ব্রজেৎ॥ ৩১
ততঃ পূর্ব্বসুভদ্রাখ্যা নদী পুণ্যতমা সদা।
বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং যস্যাং স্নাত্বা দিবং ব্রজেৎ॥ ৩২
ততস্তু মানসা নাম নদী পুণ্যতমা মতা।
সরসো মানসাখ্যাত্তু তৃণবিন্দ্ববতারিতা॥ ৩৩

তাহার পূর্ব্বদিকে উত্তরগামিনী সিতা নামে নদী আছে, যেখানে মনুষ্য চৈত্রমাসে পূর্ণিমায় স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে। ২৪

তাহার পূর্ব্বে যোজনদ্বয়ের মধ্যে সুমদনা নামে নদী আছে, মহারাজ জনক বৃষভধ্বজের আরাধনা করিয়া ভৈরবের হিতের নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ পর্ব্বত হইতে এই নদীকে অবতারিত করিয়াছেন। ২৫-২৬

মাঘ মাসে শুক্ল চতুর্থীর দিন সুতীক্ষ্ণ পর্ব্বতে আরোহণ এবং সুমদনার জলে স্নান করিয়া মনুষ্য সকল কাম প্রাপ্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে। ২৭

কামরূপের নৈর্ঋত কোণে এই সকল উত্তরবাহিনী নদী আছে, ত্রিপুরা দেবীর পূজার পীঠ তাহার পূর্ব্বদিকে। ২৮

হে রাজন্! যেখানে শম্ভু এবং অম্বিকা সর্ব্বদা অবস্থিত, কামরূপের সেই পুণ্যপ্রদ নৈর্ঋত প্রদেশের বিষয় বলিলাম। ২৯

হে ভূপতে! হে মহারাজ! হিমালয় হইতে প্রসূত যে সকল দক্ষিণবাহিনী নদী কামরূপে বর্ত্তমান আছে, ক্রমশঃ তাহাদের বিষয় শ্রবণ কর। ৩০

অগ্নদনামক নদের উর্দ্ধে ভদ্রা নামে একটি মহানদী আছে, যে নদীতে ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে স্নান করিলে মনুষ্য স্বর্গে গমন করে। ৩১

তাহার পূর্ব্বদিকে সর্ব্বদা পুণ্যতমা সুভদ্রা নামে নদী আছে, যাহাতে বৈশাখমাসের শুক্লতৃতীয়া তিথিতে স্নান করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। ৩২

তাহার পর মানসা নামে আর একটি পুণ্যতমা নদী আছে। ঐ নদীকে তৃণবিন্দু ঋষি মানস সরোবর হইতে অবতারিত করেন। ৩৩

বৈশাখং সকলং মাসং তস্যাং স্নাত্বা নরোত্তমঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যৈব ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪
হিমবন্নিকটে শৈলো বিভ্রাটঃ[1] স মহাদ্যুতিঃ।
যস্মিন্ বসতি ভূতেশঃ সদা ভৈরবরূপধৃক্ ॥ ৩৫
তস্মাত্তু ভৈরবী নাম নদী পুণ্যোদকা শুভা।
প্রাগ্মানসাত্তা প্রবহতি গঙ্গেব ফলদায়িনী ॥ ৩৬
যস্যাং বসন্তসময়ে স্নাত্বা গচ্ছতি বৈ দিবম্।
যস্যাং সম্পূজ্য কামাখ্যামিষ্টং জ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭
সম্পূজ্যাথ মহামায়াং দ্বিগুণং প্রাপ্নুয়াৎ ফলম্।
ঊর্দ্ধং ততো[2] দেবগঙ্গা বর্ণাসাখ্যা সরিদ্বরা ॥ ৩৮
হিমবৎপ্রভবা নিত্যং ফলদা মানসোপমা।
সুভদ্রাদ্যাস্তু যাঃ প্রোক্তা বর্ণাসাস্তাঃ সরিদ্বরাঃ ॥ ৩৯
হিমবৎপ্রভবাস্তাস্তু সর্ব্ব এবোত্তরপ্লবাঃ ॥ ৪০
পূর্ব্বে তু মদনায়াস্তু ব্রহ্মক্ষেত্রস্য পশ্চিমে।
রবিক্ষেত্রং যত্র দেব আদিত্যঃ সততং স্থিতঃ ॥ ৪১
(ভৈরবস্য হিতার্থায় যত্র সর্ব্বেশ্বরাঃ স্থিতাঃ।
কামরূপে মহাপীঠে ব্রহ্মেন্দ্রবরুণাদয়ঃ।
তদা নভোহ্রদে শৈলে শ্রীসূর্য্যোঽপি ব্যবস্থিতঃ) *
ত্রিস্রোতা নাম যস্যাস্তি নদী পূর্ব্বদিশি স্থিতা।
কাপোতবরুণং পশ্চাদস্য কুণ্ডদ্বয়ং স্থিতম্ ॥ ৪২

সমস্ত বৈশাখ মাস ঐ নদীতে স্নান করিলে মনুষ্য স্বর্গে গমন করে। তাহার পর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৩৪

হিমালয় পর্ব্বতের নিকট বিভ্রাট নামে একটী বড় পর্ব্বত আছে, যে স্থানে ভূতনাথ মহাদেব সর্ব্বদা ভৈরবরূপে বাস করেন। ৩৫

সেই পর্ব্বত হইতে শুভরূপ ভৈরবী নামে নদী মানসার পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা গঙ্গার মত ফলপ্রদা। ৩৬

ঐ নদীতে বসন্ত সময়ে স্নান করিলে স্বর্গ লাভ হয়। যেখানে কামাখ্যা-দেবীর পূজা করিয়া আপনার অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে মহা-মায়ার পূজা করিয়া দ্বিগুণ ফল লাভ করে। ৩৭

সেই দেবগঙ্গার ঊর্দ্ধে হিমালয় প্রসূত বর্ণ নামে একটী নদী আছে, উহা নিত্য মানসাবীর তুল্য ফল প্রদান করে। ৩৮

সুভদ্রাদি বর্ণান্ত যে সকল নদী কথিত হইল, ইহারা সকলে হিমালয় হইতে প্রসূত এবং উত্তরবাহিনী সুমদনার পূর্ব্বে এবং ব্রহ্মক্ষেত্রের পশ্চিমে মহাক্ষেত্র নামে একটী ক্ষেত্র আছে, সেই স্থানে আদিত্য দেব সর্ব্বদা বাস করেন। ৩৯-৪১

তাহার পূর্ব্বদিকে ত্রিস্রোতা নামে নদী আছে, পশ্চাদ্ভাগে কাপোত এবং বরুণ নামে দুইটী কুণ্ড আছে। ৪২

১। বিক্রাটাখ্যো মহাগিরিঃ।
২। ......খ্য গঙ্গায়া নাম্না খ্যাতা।

* অধিকঃ পাঠঃ।

কাপোতকুণ্ডে বিধিবৎ স্নাত্বা কারণকুণ্ডকে।
তস্মাচ্চলং সমারুহ্য সম্পূজ্য চ দিবাকরম্।
সকৃদেব নরো যাতি ভাস্করস্য গৃহং প্রতি॥ ৪৩
সূর্য্যরশ্মিসমুদ্ভূতং কাপোতকরণামৃতম্।
পুণ্যতোয়সমাখ্যাতং পাপং কাপোত মে হর॥ ৪৪
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ স্নাত্বা কাপোতপুষ্করে।
করণং সমুপস্পৃশ্য তচ্ছৈলে রবিং যজেৎ॥ ৪৫
ত্রিবিধং ব্রহ্মবীজঞ্চ সহস্রপদমন্ততঃ।
রশ্ময়েঽপি চতুর্থ্যান্ত দেবীজায়া তু চেষ্টতঃ।
অঙ্গবীজমিদং প্রোক্তমাদিত্যস্যাতিকামদম্॥ ৪৬
পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বঃ সপ্তরজ্জুশ্চ দ্বিভুজো ভাস্করঃ সদা॥ ৪৭
বর্ত্তুলং মণ্ডলং চাস্য অষ্টপত্রসমন্বিতম্।
অঙ্গুষ্ঠাদ্যাঙ্গুলীনাঞ্চ হৃদাদীনাং তথা চ ষট্[1]॥ ৪৮
অঙ্গমন্ত্রেণ সহিত উপান্তে[2] বহ্নিসংযুতঃ।
সর্ব্বন্যাসে সমুদ্দিষ্টো মন্ত্রঃ সর্ব্বফলপ্রদঃ॥ ৪৯
হৃচ্ছিরস্তু শিখাবর্ম্মনেত্রাস্ত্রোদরপৃষ্ঠতঃ।
বাহ্বোঃ পাণ্যোর্জঙ্ঘয়োশ্চ পাদয়োশ্চাপি বিন্যসেৎ॥ ৫০
জঘনে চ সমস্তানি ক্রমাদক্ষরাণি চ।
ক্রমাদুত্তরতঃ প্রোক্তঃ পূজনে পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৫১

কাপোত এবং করণ কুণ্ডে স্নান ও সেই পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক দিবাকর সূর্য্যের একবারমাত্র পূজা করিলে মনুষ্য সূর্য্যলোকে গমন করে। ৪৩

হে কাপোত ও করণ! তোমরা সূর্য্যরশ্মি হইতে সমুদ্ভূত এবং অমৃত। তোমাদের জল অতি পবিত্র। 'আমার পাপ নাশ কর।' ৪৪

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কাপোতপুষ্করে স্নান এবং করণের জলে আচমন করিয়া পর্ব্বতোপরি সূর্য্যদেবের পূজা করিবে। ৪৫

প্রথমে ত্রিবিধ ব্রহ্মবীজ, তাহার পর চতুর্থ্যন্ত 'সহস্র রশ্মি' এই পদ, তাহার পর 'দেবী জয়া' ইহা আদিত্যের অঙ্গবীজ এবং কামপ্রদ। ৪৬

সূর্য্য সদা পদ্মাসনে উপবিষ্ট, হস্তে পদ্মধারী, পদ্মের গর্ভের মত দীপ্তিমান্, সপ্তাশ্ব সপ্তরজ্জু এবং দ্বিভুজ। ৪৭

সূর্য্যের মণ্ডল বর্ত্তুলাকার এবং অষ্ট দলযুক্ত। অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলীর হৃদয়াদি ষট্ অঙ্গের অঙ্গ মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে। ৪৮

উপান্তে বহ্নিসংযুক্ত অঙ্গমন্ত্র (এ এই রূপ মন্ত্রই অঙ্গ মন্ত্র) সকল প্রকার ন্যাসে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা সকল প্রকার ফল দান করে। ৪৯

হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্র অস্ত্র, উদর, পৃষ্ঠ, বাহুদ্বয়, করতলদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, পাদদ্বয় এবং জঘন—এই সমস্ত অঙ্গে যথাক্রমে মন্ত্রের অক্ষর ন্যাস করিবে। উত্তর-তন্ত্রে পূজার যে ক্রম উক্ত হইয়াছে, সূর্য্যের পূজাতেও সেইরূপ ক্রম জানিবে। ৫০—৫১

১। নবট্। ২। কপান্তে।

বিসর্জ্জনং তথৈশান্যাং বিদ্যাদ্যা দলদষ্টকঃ ।
নির্ম্মাল্যধৃক্ উগ্রচণ্ডো মাঠরাদ্যাস্তু পার্শ্বয়োঃ ॥ ৫২
বীজমুত্তরতন্ত্রস্য পূর্ব্বতঃ প্রতিপাদিতম্ ।
অনেন বিধিনা বৎস পূজয়িত্বা নরোত্তমঃ ॥ ৫৩
স কামানখিলান্ প্রাপ্য ইহলোকে প্রমোদতে ।
সুখী শেষে তথা গচ্ছেদ্ভাস্করস্যালয়ং প্রতি ॥ ৫৪
নাতিদূরে ভাস্করস্য দক্ষিণস্যাং শুভাহ্বয়ঃ ।
তস্যোর্দ্ধ্বসানৌ বসতি লিঙ্গশঙ্করমুত্তমম্ ॥ ৫৫
পরিবার্য্য সদা যান্তি মহাকায়াস্তু বানরাঃ ।
পরিবার্য্যাবতিষ্ঠন্তে সেবমানাশ্চ শঙ্করম্ ॥ ৫৬
ত্রিস্রোতায়াং নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্যেত্তু শুভাচলে ।
মহাত্মানং মহাদেবং কামমিষ্টং লভেন্নরঃ[1] ॥ ৫৭
ততঃ পূর্ব্বং সুরনদী নাম্না কুসুমমালিনী ।
ক্ষীরোদাখ্যাপরা তস্যাস্তে গতে দক্ষিণস্রবে ॥ ৫৮
এতে অপি মহারাজ পুণ্যতোয়েঽমৃতস্রবে ।
তয়োঃ স্নাত্বা নরো যাতি শঙ্করস্যালয়ং প্রতি ॥ ৫৯
ততোঽপি পূর্ব্বতো দেবী নীলাখ্যা চাপরা নদী ।
তস্যাং[2] স্নাত্বা মহামাঘ্যাং শিবলোকায় গচ্ছতি ॥ ৬০
ততঃ পূর্ব্বং শিবা চণ্ডী চণ্ডিকাখ্যা মহানদী ।
নির্যাতি ধবলাখ্যাত্তু পর্ব্বতাৎ সুমনোহরাৎ ॥ ৬১

ঈশানকোণে সূর্য্যের বিসর্জন করিবে এবং বিদ্যা আদি আটটি সূর্য্যের শক্তি, ইহাঁর নির্ম্মাল্যধারিণী উগ্রচণ্ডা এবং মাঠর আদি পার্শ্বি । ৫২

উত্তর তন্ত্রে ইহার বীজ পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। হে পুত্র! যে নরোত্তম, এইরূপ বিধানে সূর্য্যের পূজা করে, সেই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য ইহলোকে সমুদয় অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয় এবং মরণান্তে ভাস্করের উদয়স্থানে গমন করে। ৫৩-৫৪

ভাস্করের অনতিদূরে শুভাচল অবস্থান করে, তাহার ঊর্দ্ধ সানুতে একটী উত্তম শিবলিঙ্গ আছে। ৫৫

অত্যন্ত বীর্য্যশালী মহাত্মা মানব সকল সেই শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করত পূজা করে। ৫৬

ত্রিস্রোতা নদীতে স্নান করিয়া যে মনুষ্য সেই শুভাচলস্থিত মহাত্মা শঙ্করকে অবলোকন করে, সে আপনার ইষ্টকাম প্রাপ্ত হয়। ৫৭

তাহার পূর্ব্বে কুসুমমালিনী নামে দেবনদী, তাহার পর ক্ষীরোদাখ্যা নদী; এই উভয় নদীই দক্ষিণবাহিনী। ৫৮

এই নদীদ্বয়ে স্নান করিয়া মনুষ্য শঙ্করের আলয়ে গমন করে। তাহারও পূর্ব্বদিকে নীলা নামে আর একটি নদী আছে। মনুষ্য মহামাঘীতে ঐ স্থানে স্নান করিয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ৫৯-৬০

তাহার পূর্ব্বে শিবাচণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে একটী মহানদী আছে। মনোহর ধবলনামক পর্ব্বত হইতে উহা নির্গত হইয়াছে। ৬১

১। ......অবাপ্নুয়াৎ। ২। মাঘ্যাং নরঃ স্নাত্বা।

শিবলিঙ্গদ্বয়ং তত্র নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ।
গোলোকঞ্চাপি শৃঙ্গঞ্চ ক্রোশমাত্রান্তরে স্থিতম্ ॥ ৬২
চণ্ডিকায়াং নরঃ স্নাত্বা আরুহ্য ধবলেশ্বরম্ ।
দক্ষিণং সাগরং বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা গোলোকসংজ্ঞকম্ ॥ ৬৩
ততোঽবতীর্য্য চ পুনঃ শৃঙ্গিণং ভূমিপীঠকম্ ।
শিবপূজাবিধানেন পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৬৪
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং সম্প্রাপ্য মানবঃ ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্যেহ দেহান্তে শিবতাং ব্রজেৎ ॥ ৬৫
এতা যাঃ কথিতাঃ নদ্যঃ সর্ব্বা বৈ দক্ষিণস্রবাঃ ।
তস্মাদীশানকাষ্ঠায়াং পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ ॥ ৬৬
যত্র ভৃঙ্গাহ্বয়ং[1] লিঙ্গং শিবস্যাস্তে মহত্তরম্ ॥ ৬৭
স এবং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ প্রান্তঃ ক্ষেত্রস্য পশ্চিমে ।
ধৃত্বা ব্রহ্মশিলাং দেবীং সাবিত্রং প্রতিগামিনী ॥ ৬৮
গন্ধমাদনকস্যান্তে ভৃঙ্গেশস্য পদদ্বয়ম্ ।
স্রবদ্‌গঙ্গাজলং চাস্তে কুণ্ডং তত্রান্তরালকম্ ।
অন্তরালককুণ্ডে তু স্নাত্বা পীত্বা চ তজ্জলম্ ॥ ৬৯
ভৃঙ্গেশস্য ততো দৃষ্ট্বা শিলাসংস্থং পদদ্বয়ম্ ।
পূজয়িত্বা মহাভৃঙ্গং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭০
শম্ভুপাদসমুদ্ভূতমন্তরালদৃশাক্ষম্ ।
বৃষধ্বজপদানাং তং সংযোজয় মহাবৃষ ॥ ৭১

তাহার অনতিদূরে দুইটি শিবলিঙ্গ অবস্থিত। তাহার মধ্যে একটির নাম গোলোক, অপরটির নাম শৃঙ্গী, ইহাদের উভয়ের মধ্যে এক ক্রোশ ব্যবধান-মাত্র। ৬২

মনুষ্য, চণ্ডিকা নদীতে স্নান ও ধবলেশ্বর পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া দক্ষিণ সাগর, গোলোক নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিবে ৬৩

তাহার পর সেই স্থান হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূমিতলস্থ শৃঙ্গী নামক মহেশ্বরে শিবপূজা বিধানানুসারে পূজা করিবে। ৬৪

এইরূপ করিলে মনুষ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং সকল প্রকার অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৬৫

এই যে সকল নদী কথিত হইল, ইহারা সকলে দক্ষিণবাহিনী। ঈশান-কোণে গন্ধমাদন নামে যে পর্ব্বত আছে, সেই স্থানে ভৃঙ্গেশ নামে শিবের একটি মহৎ লিঙ্গ আছে। ৬৬-৬৭

ক্ষেত্রের পশ্চিমে যে প্রান্ত নামে পর্ব্বত আছে, সেই স্থানে দেবী কুল-গামিনী হইয়া ব্রহ্মশিলা ধারণ করিয়াছিলেন। ৬৮

গন্ধমাদনের অন্তে ভৃঙ্গেশের দুইটি পদ আছে, উহা হইতে গঙ্গাজল নিঃসৃত হইতেছে, সেই স্থানে অন্তরালক নামে একটি কুণ্ড আছে। ৬৯

অন্তরালক কুণ্ডে স্নান ও তাহার জলপান পূর্ব্বক ভৃঙ্গেশের পদযুগল দর্শন করিয়া মহাভৃঙ্গকে পূজা করিলে গণাধিপত্য লাভ হয়। ৭০

১। ভৃঙ্গাহ্বয়ং।

ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ স্নানং কৃত্বান্তরাজলে।
ভৃঙ্গদেবং ততঃ পশ্যেৎ কুব্জপীঠান্তবাসিনম্ ॥ ৭২
মণিকূটস্যাথ গিরের্গন্ধমাদনকস্য চ।
মধ্যে প্রবহতি লৌহিত্যো ব্রহ্মণাগ্নিসমুত্থিতঃ ॥ ৭৩
বর্ণাশায়াঃ[১] দক্ষিণস্যাং লৌহিত্যো নাম সাগরঃ।
মণিকূটঃ স্থিতঃ পূর্ব্বে হয়গ্রীবো হরির্যতঃ ॥ ৭৪
স হয়গ্রীবরূপেণ বিষ্ণুর্হত্বা জরাসুরম্।
নিহত্য স হয়গ্রীবঃ ক্রীড়ায়ৈ যত্র স স্থিতঃ ॥ ৭৫
হত্বা জ্বরং তথা বিষ্ণুস্তত্র বাসমথাকরোৎ।
নরদেবাসুরাদীনাং যথা ভবতি বৈ হিতম্ ॥ ৭৬
জ্বরেণাপীড়িত[২]স্তন্বর্থং হত্বা মহাসুরম্।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় সোঽপদস্নানমাহরৎ ॥ ৭৭
অপদস্নানসম্ভূতং সঞ্জাতঞ্চ মহাস্বরম্[৩]।
তস্য স্বয়ং হয়গ্রীবো নাম চক্রেঽপুনর্ভবম্ ॥ ৭৮
ন পুনর্জ্জায়তে যস্মাত্তত্র স্নাত্বা নরোত্তমঃ।
অপুনর্ভবসংজ্ঞং তৎ সরস্তু পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৯
মণিকূটাচলে বিষ্ণুর্হয়গ্রীবস্বরূপধৃক্।
শতব্যাম প্রমাণেন বিস্তরেণৈব শোভিতম্[৪] ॥ ৮০

'হে অন্তরাল! তুমি শম্ভুপাদ হইতে উদ্ভূত এবং ধর্ম্মের আকর। হে মহা-সুখ! তুমি বৃষধ্বজ পদদ্বয়কে সংযোজিত কর।' ৭১

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অন্তরালজলে স্নান করিয়া কুব্জ-পীঠবাসী ভৃঙ্গদেবের দর্শন করিবে। ৭২

মণিকূট এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্যনদ বহন করিতেছে। ৭৩

বর্ণাশা নদীর দক্ষিণদিকে লৌহিত্য নামে সাগর আছে। তাহার পূর্ব্বে মণিকূট পর্ব্বত, এইখানে হয়গ্রীব বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি আছে। ৭৪

বিষ্ণু হয়গ্রীবরূপে জরাসুরকে এবং হয়গ্রীবকেও হত করিয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত সেই স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন। ৭৫

জরাসুরকে বিনাশ করিয়া সুরাসুর মনুজদিগের হিতের নিমিত্ত বিষ্ণু সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ৭৬

বিষ্ণু জ্বর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া এবং জরাসুরকে বধ করিয়া সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত সেই স্থলে অপদস্নান করিয়াছিলেন। ৭৭

সেই অপদস্নান হইতে একটি বৃহৎ শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। এই জন্য হয়গ্রীব বিষ্ণু সেই তীর্থের নাম অপুনর্ভব রাখিলেন ৭৮

যেহেতু সেই স্থানে স্নান করিলে মনুষ্যের আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না, এই নিমিত্ত উহা অপুনর্ভব নামে কীর্ত্তিত হয়। ৭৯

মণিকূট পর্ব্বতে বিষ্ণু, হয়গ্রীবরূপে অবস্থান করিতেছেন, ঐ তীর্থের বিস্তার শত ব্যাম। ৮০

১। বর্ণাশায়াঃ। ২। পীড়িতস্তত্র।
৩। মহাস্বরঃ। ৪। শাদ্বিতে।

তস্মাৎ পূর্ব্বে ভদ্রকামঃ পর্ব্বতস্তু ত্রিকোণকঃ।
যত্র কালহরো নাম শিবলিঙ্গো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮১
তস্মাদস্যে দক্ষিণস্যামপুনর্ভবকুণ্ডকম্।
অপুনর্ভূসরস্তীরে পর্ব্বতে ভদ্রকামদে ॥ ৮২
হয়গ্রীবেতি বিখ্যাতো শিলা ব্রহ্মস্বরূপিণী।
তত্র যোগী মহাদেবো যোগাঢ্যো ধ্যানতৎপরঃ ॥ ৮৩
যং দৃষ্ট্বা যোগবান্মর্ত্ত্যো মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৪
তস্যামেব শিলায়ান্তু গোকর্ণো নাম শঙ্করঃ।
গোকর্ণো নিহতো যেন অন্ধকস্য সখা পুরা ॥ ৮৫
গোকর্ণস্য তথৈশান্যাং কেদারঃ শম্ভুরব্যয়ঃ।
ততোহন্ধকসমঃ প্রোক্তঃ কমলাকরভোগধৃক্ ॥ ৮৬
যত্রাস্তি শম্ভুঃ কেদারঃ স গিরির্মদনাহ্বয়ঃ।
তত্রৈব কমলঃ প্রোক্তঃ স মহাত্মালয়প্রদঃ ॥ ৮৭
স্নাত্বাঽপুনর্ভবজলে দৃষ্ট্বা গোকর্ণযোগিনৌ।
কেদারকমলৌ দৃষ্ট্বা মুক্তির্মাধবদর্শনে ॥ ৮৮
দৃষ্ট্বা তু মাধবং দেবং ততঃ কামং বিলোকয়েৎ।
কামং বিলোক্য তত্রস্থো নিরীক্ষেদপুনর্ভবম্ ॥ ৮৯
এবং কৃত্বা পীঠযাত্রামনেন ক্রমযোগতঃ।
সপ্তপূর্ব্বান্ সপ্ত পরানাত্মানং দশ পঞ্চ চ ॥ ৯০
পিতৃ মুক্ত্বা ত্রিদিবং নয়েৎ স পুরুষোত্তমঃ।
বিষ্ণুস্থানসমুদ্ভূতা পুনর্ভবহরা যয় ॥ ৯১

তাহার পূর্ব্বে ভদ্রকাম, উহা সকল প্রকারে ত্রিকোণ; এই স্থানে কালহর নামে শিবলিঙ্গ অবস্থিত। ৮১

তাহার দক্ষিণে অপুনর্ভব নামে একটী কুণ্ড দৃষ্ট হয়। সেই অপুনর্ভব কুণ্ডের তীরে ভদ্রকাম নামক পর্ব্বতে হয়গ্রীবা নামে ব্রহ্মস্বরূপিণী একখানি শিলা আছে। সেই স্থানে যোগস্থ যোগী মহাদেব ধ্যানাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন। ৮২-৮৩

ইঁহাকে দেখিয়া মনুষ্য মরণান্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৮৪

সেই শিলাতেই গোকর্ণনামক একটী শিবমূর্ত্তি আছে; কারণ ঐ স্থানে মহাদেব অন্ধকের বন্ধু গোকর্ণনামক অসুরকে নিহত করেন। ৮৫

গোকর্ণের ঈশানকোণে কেদার নামে মহাদেব আছেন। তিনি কমলাকার স্বরূপধারী। ৮৬

যে পর্ব্বতে কেদার বাস করেন, তাহার নাম মদন। সেই স্থানেই লয়প্রদ মহাত্মা কমলও অবস্থিত। ৮৭

অপুনর্ভবের জলে স্নান করিয়া এবং গোকর্ণ পর্ব্বতস্থিত কেদার ও কমলকে দেখিয়া পরে মাধবকে দেখিবা মুক্ত হইবে। ৮৮

তাহার পর কামদেবকে দর্শন করিবে। কাম দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার অপুনর্ভবকে দর্শন করিবে। ৮৯

এইরূপ নিয়মে পূর্ব্বোক্তক্রমে পীঠযাত্রা করিয়া উর্দ্ধতন সপ্ত, অধস্তন সপ্ত, এবং আপনাকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে লইয়া যায়। ৯০

পাপং হর স্বর্গহেতো জিতসঙ্গমহোদধে।
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ স্নানায়াদ্বীরোঽপুনর্ভবেৎ॥ ৯২
হয়গ্রীবস্য তন্ত্রন্তু পূর্ব্বৈব প্রতিপাদিতম্।
রূপং শৃণু মহারাজ চিন্তয়েত্তস্য যাদৃশম্॥ ৯৩
কর্পূরকুন্দধবলঃ সিতপদ্মোপরিস্থিতঃ।
চতুর্ভুজঃ কুণ্ডলাদিনানালঙ্কারভূষিতঃ॥ ৯৪
বরদাভয়হস্তস্তু বামহস্তদ্বয়েন তু।
পুস্তকং সিতপদ্মঞ্চ ধত্তে হস্তদ্বয়েঽপরে॥ ৯৫
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কঃ কচিচ্চ গরুড়াসনঃ।
সর্ব্ব উত্তরতন্ত্রোক্তঃ ক্রমো গ্রাহ্যঃ প্রপূজনে॥ ৯৬
বিশ্বক্সেনো হয়ারেস্তু নির্ম্মাল্যধৃগ্বিসর্জ্জনে।
শিলারূপপ্রতিচ্ছন্নঃ সদাস্তে গরুড়ধ্বজঃ।
ক্রীড়মানোঽথ গন্ধর্ব্বৈঃ স্থিতো লোকহিতায় চ॥ ৯৭
হয়গ্রীবস্য মন্ত্রস্য সিদ্ধির্লক্ষত্রয়েণ তু।
যাবকৈঃ পায়সৈরাজ্যৈ র্হোমং কুর্ব্বন্ পুরশ্চরেৎ॥ ৯৮
একেনৈব তু রাজেন্দ্র পুরশ্চরণকর্ম্মণা।
ইষ্টসিদ্ধিমবাপ্যেহ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৯৯
মন্ত্রৈস্তু পঞ্চবক্ত্রাণাং শম্ভুমূর্ত্তিং সদার্চ্চয়েৎ।
পূর্ব্বে তৎপুরুষাদীনাং কামাদীন্ পূজকো দ্বিজঃ॥ ১০০

'হে মহোদধি! তুমি বিষ্ণুর স্নান হইতে উদ্ভূত অপুনর্ভব হরি এবং ঈশ্বর-স্বরূপ। ৯১

তুমি স্বর্গের হেতু, আমাকে স্বর্গ দান কর।' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পণ্ডিত অপুনর্ভবে স্নান করিবে। ৯২

হয়গ্রীবের তন্ত্র পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে যে স্বরূপে তাঁহার ধ্যান করা হয়, সেই স্বরূপ শ্রবণ কর। ৯৩

তাঁহার বর্ণ, কর্পূর এবং কুন্দের ন্যায় ধবল, তিনি শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্ট, চতুর্ভুজ, কুণ্ডলাদি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। ৯৪

বামদিকের হস্তদ্বয়ে বর এবং অভয়দানকারী দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পুস্তক এবং শ্বেত-পদ্ম-ধারী। ৯৫

বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভদ্বারা সমুজ্জ্বল, শোভাশালী এবং কখন কখনও বা গরুড়াসনে উপবিষ্ট। উত্তরতন্ত্রে যেরূপ পূজার ক্রম উক্ত হইয়াছে, এই স্থানে তাহাই গ্রহণ করিবে। ৯৬

তাঁহার নির্ম্মাল্যধারী হয়ারি জানিবে এবং বিসর্জ্জনও ঐ নিয়মে করিবে। গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে লোকের হিতের নিমিত্ত সর্ব্বদা শিলারূপে প্রতিচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। ৯৭

হয়গ্রীবের মন্ত্র ত্রিলক্ষবার জপ করিলেই সিদ্ধি হয়। আজ্য এবং যাবক-পায়স দ্বারা হোম করিয়া ইঁহার পুরশ্চরণ করিতে হয়। ৯৮

হে রাজেন্দ্র! একবার মাত্র পুরশ্চরণ করিলেই ইহলোকে যাবৎ অভি-লষিত বস্তুর লাভ এবং অন্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। ৯৯

কামস্তৎপুরুষো জ্ঞেয়ো যোগীশানঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০১
অঘোরো হ্যথ গোকর্ণঃ কেদারো বামদেবকঃ ।
সদ্যোজাতস্তু কমলাখ্যৈস্তৈস্তৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১০২
পর্ব্বতশ্চৈব কেদারঃ[1] শিবপত্নী তু কালিকা ।
হয়গ্রীবস্য পূর্ব্বস্যাং কেদারস্য তু পশ্চিমে ॥ ১০৩
ছায়াভোগাহ্বয়স্থানং পুরী ভোগবতী তথা ।
যো গচ্ছেন্মণিকূটাখ্যং কৌতুকাচ্চ পুনর্ভবম্ ॥ ১০৪
স সর্ব্বতীর্থযাত্রাণাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১০৫
জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চদশ্যষ্টমীষু চ ।
স্নাত্বাপুনর্ভবজলে যঃ পশ্যেদ্বিধিবদ্ধরিম্ ।
স সর্ব্বং কুলমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০৬
জ্যৈষ্ঠস্য সকলং মাসং নিত্যং পশ্যেত্তু যো হরিম্ ।
হরৌ বিলীনতাং যাতি স সর্ব্বৈঃ সহিতঃ কুলৈঃ ॥ ১০৭
এতত্তে কথিতং পুণ্যং মণিকূটাহ্বয়ং পরম্ ।
বারাণসীতো হ্যধিকং সিদ্ধবিদ্যাধরার্চ্চিতম্ ॥ ১০৮
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বিপ্রো মণিকূটস্য নির্ণয়ম্ ।
স সর্ব্ববেদস্য ফলং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১০৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ । ৭৮

পূজক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের দ্বারা তৎপুরুষাদি পঞ্চবক্ত্রের কামাদিপঞ্চ মূর্ত্তির পূজা করিবে। কাম ও তৎপুরুষ এক, যোগী ও ঈশান এক। ১০০-১০১

অঘোর গোকর্ণরূপী, বামদেব কেদারস্বরূপ এবং সদ্যোজাতই কমলরূপে অবতীর্ণ। ইঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রচতুষ্টয়দ্বারা পূজা করিবে। ১০২

উহাই কৈলাসপর্ব্বত এবং কালিকাই শিব-পত্নী। হয়গ্রীবের পূর্ব্বে এবং কেদারের পশ্চিমে ছায়াভোগ নামক স্থান আছে। ১০৩

সেই স্থানে ভোগবতী নামে একটি পুরী আছে। যে ব্যক্তি কৌতুকবশতঃ অপুনর্ভব মণিকূটে গমন করে, সে সকল তীর্থযাত্রার ফল লাভ করে। ১০৪-১০৫

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা বা অষ্টমীতেই অপুনর্ভব জলে স্নান করিয়া যে বিধিপূর্ব্বক নারায়ণকে দর্শন করে, সে সমুদয় কুলগণ লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ১০৬

যে, সমস্ত জ্যৈষ্ঠ মাস নারায়ণকে দর্শন করে, সে নিজের নিখিলকুল-জনের সহিত বিষ্ণুতে লীন হয়। ১০৭

এই মণিকূটনামক স্থান অতি পবিত্র, ইহা বারাণসী হইতেও অধিক পবিত্র, সিদ্ধ এবং বিদ্যাধরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত। ১০৮

যে ব্রাহ্মণ মণিকূট নির্ণয়ের কথা শ্রবণ করে, সে সমুদয় বেদ শ্রবণের ফল প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১০৯

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৮

[1]। কৈলাসঃ।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

ততঃ পূর্ব্বং মহারাজ দর্পণো নাম পর্ব্বতঃ।
কুবেরো যত্র বসতি ধনপালৈঃ সমং সদা॥ ১
যস্মিন্নাস্তে মধ্যভাগে রোহিতো রোহিতাকৃতি॥ ২
যস্মিন্ লৌহাদিকং স্পৃষ্টং স্বর্ণতাং যাতি তৎক্ষণাৎ।
যত্রাতিদূরে স্রবতি দর্পণো নাম বৈ নদঃ॥ ৩
হিমাদ্রিপ্রভবো নিত্যং লৌহিত্যসদৃশঃ ফলৈঃ।
সমুৎপন্নং হি লৌহিত্যং সর্ব্বৈর্দেবগণৈর্হরিঃ॥ ৪
সর্ব্বতীর্থোদকৈঃ সম্যক্ স্নাপয়ামাস তং সুতম্।
তস্য স্নানসমুদ্ভূতঃ পাপদর্পস্য পাটনঃ।
তেনায়ং দর্পণো নাম পুরা দেবগণৈঃ কৃতঃ॥ ৫
তস্মিন্ স্নাত্বা নদবরে যোঽর্চ্চয়েদ্দর্পণাচলে॥ ৬
কুবেরং প্রতিপত্তিথ্যাং কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষকে।
স যাতি ব্রহ্মসদনমিহ ভূতিশতৈর্যুতঃ॥ ৭
দর্পণাদ্দিশি পূর্ব্বস্যামগ্নিমালস্তবরো গিরিঃ।
সর্পাকারঃ সপ্তশতব্যামদীর্ঘোর্দ্ধবিস্তৃতঃ॥ ৮
তত্র তিষ্ঠতি বৈ বহ্নিরূর্দ্ধভাগেঽগ্নিমণ্ডলে।
সিন্দূরপুঞ্জসঙ্কাশে চারুদারুশিলাতলে॥ ৯

তীর্থ-প্রসঙ্গ

ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে মহারাজ! তাহার পূর্ব্বে দর্পণ নামে পর্ব্বত, এই পর্ব্বতে যক্ষগণের সহিত কুবের সর্ব্বদা বাস করেন। ১

ইহার মধ্যভাগে রোহিত মৎস্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট রোহিত নামে একটি পর্ব্বত আছে। ২

যাহার স্পর্শে লৌহাদি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার অনতিদূরে দর্পণ নামে একটি নদ আছে, উহা হিমালয় হইতে প্রসৃত এবং ফলদানে লৌহিত্যের তুল্য। লৌহিত্য উৎপন্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবগণের সহিত সকল তীর্থোদক দ্বারা স্নান করিয়াছিলেন। ৩-৪

তাঁহার স্নান হইতে পাপ ও দর্পের পাটন রূপ উদ্গত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত পূর্ব্বকালে দেবগণ ইহাকে দর্পণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ৫

যে মনুষ্য কার্ত্তিক মাসের শুক্লপ্রতিপদ তিথিতে ঐ শ্রেষ্ঠ নদে স্নান করিয়া দর্পণাচলে কুবেরকে পূজা করে, সে শত ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া ব্রহ্মসদনে গমন করে। ৬-৭

দর্পণের পূর্ব্বদিকে অগ্নিমাল নামে পর্ব্বত আছে, উহার আকার সর্পের মত এবং দীর্ঘতা, উচ্চতা এবং বিস্তৃতিও ঐরূপ। ৮

সেই পর্ব্বতের অগ্নি-জ্বলিত উর্দ্ধভাগে সিন্দূর-পুঞ্জ-সঙ্কাশ মনোহর দারু-শিলাতলে অগ্নিদেব অবস্থান করেন। ৯

তস্মিন্নিরিন্ধনো বহ্নির্নিত্যমদ্যাপি কাশতে।
ভৈরবস্য হিতার্থায় কামাখ্যাপরিসেবনে।
পূর্ব্বমেব স্থিতস্তত্র সাক্ষাদ্বহ্নির্গণৈঃ সহ॥ ১০
লৌহিত্যপাথসি স্নাত্বা ত্বগ্নিমালাহ্বয়ং গিরিম্।
আরুহ্য বহ্নিং সম্পূজ্য মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে॥ ১১
পুরস্তাদগ্নিমালস্য কুণ্ডকং বারুণাহ্বয়ম্॥ ১২
তস্য তীরে গিরিশ্রেষ্ঠো নাম্না কংসকরঃ স্মৃতঃ।
বরুণস্তত্র বসতি নিত্যমেব জলাধিপঃ॥ ১৩
তস্মিন্ কংসকরে সম্যক্ পূজয়িত্বা প্রচেতসম্।
স্নাত্বা চ বারুণে কুণ্ডে বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ॥ ১৪
আদ্যং ব্যঞ্জনমেবাত্র পঞ্চমস্বরসংযুতম্।
শক্রচূড়াশিখাযুক্তং কৌবেরং বীজমুচ্যতে॥ ১৫
সপ্তমো যঃ পকারস্য বিন্দুশ্চন্দ্রার্দ্ধসংযুতঃ।
বহ্নিবীজমিতি খ্যাতং তেন বহ্নিং প্রপূজয়েৎ॥ ১৬
মকারপঞ্চমঃ সোমবিন্দুনা বারুণঃ স্মৃতঃ।
এভির্মন্ত্রৈরিমান্ দেবান্ নিত্যমেব প্রপূজয়েৎ॥ ১৭
বায়ুকূটো নাম গিরিঃ পূর্ব্বস্যাং বরুণাচলাৎ।
দ্বিখণ্ডো বায়ুবীজেন মণ্ডলেন সমন্বিতঃ। ১৮
বায়ুলোকস্থিতশ্চন্দ্রো যস্মান্নিঃসৃত্য মারুতঃ।
ঊর্দ্ধাধোভাগমাসাদ্য নিত্যং বহতি ভূপতে॥ ১৯

সেই পর্বতে অদ্যাপি জ্বলন দ্রব্য-শূন্য বহ্নি এখনও দেখা যায়। ভৈরবের হিত এবং কামাখ্যার সেবনের নিমিত্ত প্রথম হইতেই বহ্নি আপনার দলবলের সহিত সাক্ষাৎরূপে সেইস্থানে বাস করিতেন। ১০

লৌহিত্যের জলে স্নান এবং বহ্নিমান্ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যে মনুষ্য বহ্নিদেবের পূজা করে, সে বিষ্ণু-মন্দিরে আমোদ উপভোগ করে। ১১

অগ্নিমান্ পর্ব্বতের সম্মুখে বরুণনামক একটী কুণ্ড আছে, তাহার তীরে কংসকর নামে একটি শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে। সেই স্থানে জলাধিপ বরুণ নিত্য বাস করেন। ১২-১৩

সেই কংসকর পর্ব্বতে বরুণদেবের পূজা এবং সেই বারুণকুণ্ডে স্নান করিয়া মনুষ্য বরুণলোক প্রাপ্ত হয়। ১৪

আদ্য ব্যঞ্জন ককার পঞ্চমস্বর উ এবং অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত হইলে তাহা কৌবের বীজ নামে খ্যাত। ১৫

প হইতে সপ্তম অক্ষর অর্থাৎ 'র'কার চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলে তাহা বহ্নির বীজ হয়, এই বীজ দ্বারা বহ্নিদেবের পূজা করিবে। ১৬

ম হইতে পঞ্চম (ব) উহা অনুস্বারযুক্ত হইলে বরুণ বীজ হয়, এই সকল মন্ত্র দ্বারা ঐ পূর্বোক্ত দেবগণের পূজা করিবে। ১৭

বরুণাচলের পূর্ব্বদিকে বায়ুকূটনামক পর্ব্বত আছে। উহা দ্বিখণ্ড বায়ু-বীজাকার মণ্ডল দ্বারা যুক্ত। ১৮

হে ভূপতি! বায়ুলোকে চন্দ্র অবস্থান করেন, সেই চন্দ্র হইতে বায়ু নিঃসৃত হইয়া নিত্য ঊর্দ্ধ, ও অধোভাগে বহিতেছে। ১৯

তত্র বায়ুং সমভ্যর্চ্চ্য বায়ুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০
পূর্ব্বং বায়ুগিরেঃ শৈলশ্চন্দ্রকূট ইতি স্মৃতঃ[১] ।
ত্রিকোণস্তাম্রসঙ্কাশস্তদূর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডলম্ ॥ ২১
দ্বিতীয়বর্গস্যাদ্যন্তু বিন্দুনা সমলঙ্কৃতম্ ।
চন্দ্রবীজমিতি প্রোক্তং তেন চন্দ্রং প্রপূজয়েৎ ॥ ২২
অদ্যাপি প্রতিদর্শে তু পর্ব্বতং[২] তং নিশাপতিঃ ।
প্রদক্ষিণীকরোত্যেব দশভিশ্চাপি খেচরৈঃ ॥ ২৩
তস্যৈব পূর্ব্বভাগে তু সোমকুণ্ডাহ্বয়ং সরঃ ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ নরঃ কৈবল্যমশ্নুতে ॥ ২৪
স্বর্গাদবতরচ্চন্দ্রঃ কামাখ্যাসেবনে যদা ।
তদা তত্রশ্মিসঞ্জাতাস্নিঃসৃতাস্তোয়রাশয়ঃ ॥ ২৫
তৈস্তোয়ৈর্বাসবঃ কুণ্ডমকরোদিন্দ্রচন্দ্রয়োঃ ।
মধ্যে পুণ্যতমে স্থানে স্বয়ং ব্রহ্মশিলোপরি ॥ ২৬
চন্দ্ররশ্মিসমুদ্ভূতচন্দ্রকুণ্ডমহোদধে ।
যং যং ভাবং সমাসাদ্য তং চন্দ্রকলুষং হর ॥ ২৭
সুধাস্রবণমাহ্লাদ ত্বং চন্দ্রকলুষং হর ।
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ যঃ স্নাত্বা চন্দ্রপাথসি ॥ ২৮
চন্দ্রকূটং সমারুহ্য পূজয়েদ্যস্তু তং নরঃ ।
অবিচ্ছিন্না সন্ততিস্তু সুকান্তা তস্য জায়তে ॥ ২৯

সেই স্থানে বায়ুকে পূজা করিলে বায়ুলোক প্রাপ্তি হয় । ২০

বায়ুগিরির পূর্ব্বে চন্দ্রকূট নামে আর একটি পর্ব্বত আছে, উহা ত্রিকোণ এবং তাম্রের মত রক্তবর্ণ, উহার ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল । ২১

দ্বিতীয় বর্গের আদ্যক্ষর (চ) অর্দ্ধচন্দ্র ও অনুস্বার দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে চন্দ্র-বীজ হয় । ২২

উহা দ্বারা চন্দ্রের পূজা করিবে । চন্দ্র অদ্যাপি দশ অশ্বযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা ইহাকে প্রদক্ষিণ করেন । ২৩

তাহার পূর্ব্বভাগে সোমকুণ্ড নামে সরোবর আছে, তাহাতে স্নান ও তাহার জল পান করিয়া মনুষ্য কৈবল্য প্রাপ্ত হয় । ২৪

কামাখ্যার সেবনের নিমিত্ত চন্দ্র, যখন স্বর্গ হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন, তখন তাঁহার কিরণরাশি হইতে জলরাশি নিঃসৃত হয় । ২৫

সেই জলরাশিদ্বারা ইন্দ্র, পবিত্র মধ্যস্থলে ব্রহ্মশিলার উপর স্বনামে এবং চন্দ্রের নামে একটী কুণ্ড করেন । ২৬

'হে চন্দ্ররশ্মিসমুদ্ভূত মহোদধি-স্বরূপ চন্দ্রকুণ্ড ! তুমি ক্রতিদ্বারা লোকের আনন্দ উৎপাদন কর, তুমি আমার পাপ হরণ কর ।' ২৭

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চন্দ্র-সরোবরের জলে স্নান এবং চন্দ্রকূট পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক যে চন্দ্রমার পূজা করে, তাহার পত্নীর কখন সন্ততি বিচ্ছেদ হয় না । ২৮-২৯

---

১ । শ্রুতঃ ।
২ । অদ্যাপি প্রতিপর্ব্বে তু সততং তং নিশাপতিঃ ।

পরত্র চন্দ্রভবনং ভিত্বা যাতি পরং পদম্
তীরে তু চন্দ্রকূটস্য নন্দনো নাম বৈ গিরিঃ ॥ ৩০
তস্মিন্ বসতি,শক্রস্তু কামাখ্যাসেবনে রতঃ ।
পক্ষভাবং সমাসাদ্য সর্ব্বদেবেশ্বরো হরিঃ ।
সেবিতুং ত্রিদশেশানীং সততং বর্ত্ততে নরঃ[1] ॥ ৩১
চন্দ্রকূটস্য তু গিরের্নন্দনস্য তথা গিরেঃ ।
প্রতিদর্শং তথাচন্দ্রঃ প্রদক্ষিণয়তি ত্রিধা ॥ ৩২
চন্দ্রকূটজলে স্নাত্বা সমারুহ্যাথ নন্দনম্ ।
আরাধ্য শক্রং লোকেশং মহাফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩
নন্দনাৎ পূর্ব্বভাগে তু ভস্মকূটো মহাগিরিঃ ।
যঃ স্বয়ং ভর্গরূপঃ স সদা চেষ্টাস্তমুত্তমম্[2] ॥ ৩৪
দক্ষিণে ভস্মকূটস্য দেবী পীযূষধারিণী ।
উর্ব্বশী নাম বিখ্যাতা শক্রপ্রীতিকরী সদা ॥ ৩৫
দেবৈর্যৎ স্থাপিতং পূর্ব্বমমৃতং ভোজনায় বৈ ।
কামাখ্যাস্নানশালায় স্বয়ং তিষ্ঠতি চোর্ব্বশী ॥ ৩৬
শিলারূপো হরস্তাস্ত সমাবৃত্যৈব তিষ্ঠতি ।
সা চৈবামৃতরাশিস্তু কৃত্বা কিঞ্চন কিঞ্চন ।
উপস্থাপয়তে নিত্যং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে ॥ ৩৭
সুধাশিলাস্বরূপা তু উর্ব্বশীকুণ্ডবাসিনী ।
উর্ব্বশীভস্মকূটস্য মধ্যে কুণ্ডং সদামৃতম্ ॥ ৩৮

মরণান্তে সেই মনুষ্য চন্দ্রপদ ভেদ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রকূটের তীরে নন্দন নামে একটি পর্ব্বত আছে, সেই স্থানে কামাখ্যার সেবনে আসক্ত সুরপতি ইন্দ্র বাস করেন এবং সর্ব্বদেবেশ্বর হরিও সেই স্থানে ত্রিদশগণসেবিত পক্ষভাব রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা বাস করেন। ৩০-৩১

প্রতি অমাবস্যায়, চন্দ্র তিনবার চন্দ্রকূট এবং নন্দন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করেন। ৩২

চন্দ্রকূটজলে স্নান এবং চন্দ্রপর্ব্বতে আরোহণ ও লোকপাল শক্রের পূজা করিলে মনুষ্য মহাফল প্রাপ্ত হয়। ৩৩

নন্দনের পূর্ব্বভাগে ভস্মকূট নামে একটি পর্ব্বত আছে। সেই স্থানে গমন করিলে লোকে উত্তম শান্তিলাভ করে। ৩৪

ভস্মকূটের দক্ষিণে উর্ব্বশী নামে খ্যাত ইন্দ্রের প্রীতিকরী অমৃতধারিণী দেবী আছেন। ৩৫

পূর্ব্বে দেবগণ ভোজনের নিমিত্ত যে অমৃত রক্ষা করিয়াছিলেন, উর্ব্বশী কামাখ্যার নিমিত্ত উহা গ্রহণ করিয়া এই স্থানে আগমন করেন। ৩৬

শিলারূপী মহাদেব তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন। সেই উর্ব্বশী পূর্ব্বোক্ত অমৃতরাশিকে কিছু কিছু অংশ করিয়া প্রত্যহ কামাখ্যার যোনি-মণ্ডলে অর্পণ করেন। ৩৭

১। নবঃ।
২। ভর্গরূপস্য স যাতি শান্তিমুত্তমাম্

দ্বাত্রিংশদ্ধনুরাকীর্ণং পঞ্চাশদ্ধনুরায়তম্ ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯
কামাখ্যাযোনিরৈশানীং দিশং যাতি সদৈব হি ॥ ৪০
ভস্মকূটে প্রবিশতি উর্ব্বশীমপি যোগিনী ॥ ৪১
আপ্যায়িতা চামৃতেন নিত্যং দেবী প্রমোদতে ॥ ৪২
মোদযুক্তা মহাদেবী কামেন মোদতে সদা ॥ ৪৩
ভস্মকূটস্য চৈশান্যাং মণিকূটো মহাগিরিঃ ।
মণিকর্ণো নাম হরস্তত্র তিষ্ঠতি লিঙ্গকম্ ॥ ৪৪
স সদ্যোজাতরূপস্তু মণিকর্ণ ইতীরিতঃ ।
সদ্যোজাতস্য মন্ত্রেণ পূজিতব্যঃ সদাশিবঃ ॥ ৪৫
চন্দ্রতীর্থজলে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চন্দ্রং সবাসবম্ ।
মণিকর্ণেশ্বরং দৃষ্ট্বা মুক্তির্ভস্মাচলং গতে ।
শ্বেতঃ শ্বেতাম্বরধরো দশাশ্বো হেমভূষিতঃ ॥ ৪৬
গদাপাণির্দ্বিবাহুশ্চ কর্ত্তব্যো বরদঃ শশী ॥ ৪৭
সহস্রনেত্রো গৌরাঙ্গো দ্বিভুজো বামহস্তগম্ ।
বজ্রং গদাং কুশং ধত্তে দক্ষিণেনাপি পাণিনা ॥ ৪৮
ঐরাবতগজস্থস্তু বাণতূণীরবন্ধনঃ ।
ধনুশ্চ কক্ষে গৃহ্লাতি সেবমানো মহেশ্বরীম্ ॥ ৪৯
বকারানন্তরো বর্ণশ্চন্দ্রবিন্দুসমন্বিতঃ ।
শক্রবীজমিতি প্রোক্তং শক্রং তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ৫০

উর্ব্বশী সুধা-শিলার অন্তরে উর্ব্বশী-কুণ্ডে বাস করেন। ঐ উর্ব্বশীকুণ্ড ভস্মকূট পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত। ৩৮

ঐ কুণ্ড বত্রিশ ধনু বিস্তীর্ণ এবং পঞ্চাশ ধনু দীর্ঘ। এই স্থানে স্নান এবং ইহার জল পান করিয়া মনুষ্য মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৩৯

কামাখ্যা-যোনি-যোগিনী সর্ব্বদা ঈশানকোণের দিকে গমন করেন এবং উর্ব্বশীকুণ্ডেও প্রবেশ করেন। ৪০-৪১

সেই স্থানে প্রত্যহ অমৃতদ্বারা আপ্যায়িত হইয়া অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হন এবং আনন্দযুক্ত হইয়া কামসহ রমণ করেন। ৪২-৪৩

ভস্মকূটের ঈশানকোণে মণিকূট নামে একটী পর্ব্বত,—সেই স্থানে মণিকর্ণ নামে একটি শিবলিঙ্গ আছে। ৪৪

সেই শিবলিঙ্গ সদ্যোজাতেরই প্রতিমূর্ত্তি, সদ্যোজাতের মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। ৪৫

চন্দ্রতীর্থের জলে স্নান, বাসবের সহিত চন্দ্রের স্পর্শ, মণিকর্ণেশ্বরের দর্শন এবং ভস্মাচলে গমন করিলে মুক্তি লাভ হয়। ৪৬

চন্দ্র—শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবস্ত্র পরিধানকারী, দশঅশ্বযুক্ত, সুবর্ণালঙ্কৃত, গদাপাণি, দ্বিহস্ত এবং বরপ্রদ। ৪৭

ইন্দ্র, সহস্রনেত্র, গৌরাঙ্গ, দ্বিভুজ, বামহস্তে বজ্র এবং দক্ষিণ হস্তে অঙ্কুশ-ধারী। ৪৮

ঐরাবতনামক হস্তীর পৃষ্ঠে স্থিত, বাণ ও তূণীরযুক্ত, কক্ষে ধনু এবং মহেশ্বরীর সেবায় নিরত। ৪৯

নদী সুমঙ্গলা নাম হিমপর্ব্বতনির্গতা।
পূর্ব্বস্যাং মণিকূটস্য সদা স্রবতি শোভনা॥ ৫১
মণিকূটং সমারুহ্য যস্তাং পশ্যতি বৈ নদীম্।
স গঙ্গাস্নানজং পুণ্যমবাপ্য ত্রিদিবং ব্রজেৎ॥ ৫২
মণিকূটাচলাৎ পূর্ব্বং মৎস্যধ্বজকুলাচলঃ।
নির্দগ্ধো যত্র মদনো হরনেত্রাগ্নিনা পুনঃ।
শরীরং প্রাপ তপসা সমারাধ্য বৃষধ্বজম্॥ ৫৩
তত্র মৎস্যস্বরূপস্তু কামদেবেন সংস্থিতঃ[১]।
অধিত্যকায়াং পৃথিবীং বীক্ষ্যমাণঃ সমন্ততঃ॥ ৫৪
নদী তু শাশ্বতী নাম তত্রাস্তে দক্ষিণস্রবা।
সরঃ কামসরো নাম তত্র শৈলে ব্যবস্থিতম্॥ ৫৫
শাশ্বত্যাং বিধিবৎ স্নাত্বা পীত্বা কামসরোঽম্ভসি[২]।
বিমুক্তপাপঃ শুদ্ধাত্মা শিবলোকে মহীয়তে॥ ৫৬
গন্ধমাদনপূর্ব্বস্যাং সুক্রান্তো নামপর্ব্বতঃ।
তৎপ্রান্তে বাসবং কুণ্ডং বাসবামৃতভোজনম্॥ ৫৭
যত্র স্থিত্বা দক্ষিণস্যাং পুরা শক্রঃ শচীপতিঃ।
অমৃতং শ্রান্তদেহস্তু[৩] কামরূপান্তরে পপৌ॥ ৫৮
স্নাত্বা তু বাসবে কুণ্ডে সমারুহ্য সুকান্তকম্।
বাসবস্য প্রিয়ো ভূত্বা শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫৯

বকার যাহার অনন্তর বর্ণ, তাহা অর্থাৎ লকার অর্দ্ধচন্দ্র এবং অনুস্বার যুক্ত হইলে ইন্দ্রের বীজ হয়, উহা দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করিবে। ৫০

হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গত সুমঙ্গলা নামক শোভনা নদী, মণিকূটের পূর্ব্বদিকে সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে। ৫১

যে মনুষ্য, মণিকূটে আরোহণ করিয়া সেই নদীকে দর্শন করে, সে গঙ্গাস্নান-জন্য ফলপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। ৫২

মণিকূট-অচলের পূর্ব্বে মৎস্যধ্বজনামক একটি কুল পর্ব্বত আছে; যে স্থানে কাম মহাদেবের নেত্রবহ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া তপস্যা দ্বারা বৃষধ্বজকে আরাধনা করিয়া পুনর্ব্বার শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৩

মৎস্যরূপধারী বিষ্ণু সেই স্থানে অধিত্যকা ভূমিতে পৃথিবী অবলোকন করত অবস্থান করিতেছেন। ৫৪

সেই স্থানে দক্ষিণবাহিনী শাশ্বতী নামে নদী এবং কামসরো নামক সরোবরও বিদ্যমান আছে। ৫৫

শাশ্বতীর জলে স্নান এবং কামসরোবরের জল পান করিলে সকল কাম হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবলোকে সম্মান প্রাপ্ত হয়। ৫৬

গন্ধমাদনের পূর্ব্বে সুকান্তনামে একটি পর্ব্বত আছে, তাহার প্রান্তে ইন্দ্রের কুণ্ড, উহার নাম বাসবামৃত-ভোজন। ৫৭

পূর্ব্বে শচীপতি ইন্দ্র, কামরূপে তাহার দক্ষিণে অবস্থিত হইয়া শরীরের শ্রান্তিবশত অমৃতপান করিয়াছিলেন। ৫৮

১। কামদেবঃ স্বয়ং স্থিতঃ। ২ কামসরোঽম্ভসি।
৩। শ্রান্তদেহোস্তু.

পূর্ব্বস্যান্তু সুকান্তস্য রক্ষঃকূটাহ্বয়ো গিরিঃ।
যত্রাস্তে সততং দেবো নির্ঋতী রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৬০
খড়্গাহস্তো মহাকায়ো বামে চর্ম্মধরস্তথা।
জটাজূটসমাযুক্তঃ প্রাংশুঃ কৃষ্ণাচলোপমঃ।
দ্বিভুজঃ কৃষ্ণবাসাস্তু গর্দ্দভোপরিসংস্থিতঃ[১] ॥ ৬১
প্রান্তোপান্তৌ বিন্দুচন্দ্রসহিতাবাদিরেব চ।
নৈর্ঋতাং কথিতং বীজং তেন তং পরিপূজয়েৎ ॥ ৬২
রক্ষঃকূটং সমারুহ্য নির্ঋতিং রাক্ষসেশ্বরম্।
যঃ পূজয়েদ্বিধানেন চণ্ডিকাং রাক্ষসেশ্বরীম্।
ন তস্য রাক্ষসেভ্যোঽস্তি ভয়ং নৃপ কদাচন ॥ ৬৩
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ বেতালা গণনায়কাঃ।
তং দৃষ্ট্বা পুরুষং রাজন্ সর্ব্বদৈব প্রবিভ্যতি ॥ ৬৪
রক্ষঃকূটাৎ পূর্ব্বদিশি ভৈরবো নাম মাধবঃ।
পাণ্ডুনাথ ইতি খ্যাতো গ্রাবরূপেণ সংস্থিতঃ ॥ ৬৫
তং পাণ্ডুনাথং সততমষ্টাক্ষরভবোত্তমম্।
তেনৈব পূজয়েদ্দেবং পাণ্ডুনাথাহ্বয়ং হরিম্ ॥ ৬৬
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গং গদাপদ্মধরং করে।
দক্ষিণে চক্রশক্তী চ বাহুভ্যামপি বিভ্রতম্ ॥ ৬৭
চতুর্ভুজং রক্তপদ্মসংস্থিতং মুকুটোজ্জ্বলম্।
কুণ্ডলে বিভ্রতং শুদ্ধে শ্রীবৎসোরস্কমুত্তমম্ ॥ ৬৮

বাসবকুণ্ডে স্নান এবং সুকান্তক পর্ব্বতে আরোহণ করিলে বাসবের প্রিয় হইয়া শক্রলোকে গমন করে। ৫৯

সুকান্তের পূর্ব্বদিকে রক্ষঃকূট নামে পর্ব্বত, এইখানে সর্ব্বদা রাক্ষসেশ্বর নির্ঋতি বাস করেন। ৬০

তিনি খড়্গহস্ত, তাঁহার শরীর অতি বৃহৎ, বামহস্তে চাল, মস্তকে জটাজূট উন্নত, দেখিতে একটি কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতের তুল্য, দ্বিভুজ, কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত এবং গর্দ্দভোপরি আরূঢ়। ৬১

আদি, প্রান্ত এবং উপান্ত বর্ণ, অনুস্বার ও বিসর্গের সহিত হইয়া যে বীজ হয়; উহার দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। ৬২

যে মনুষ্য রক্ষঃকূট পর্ব্বতে আরোহণ, রাক্ষসেশ্বর নির্ঋতি এবং রাক্ষসেশ্বরী চণ্ডিকাকে পূজা করে, তাহার আর রাক্ষস হইতে কখন ভয় হয় না। ৬৩

হে রাজন্! রাক্ষস, পিশাচ, বেতাল এবং গণনায়কগণ তাহাকে দেখিয়া সর্ব্বদা ভয় পায়। ৬৪

রক্ষঃকূট হইতে পূর্ব্বদিকে ভৈরবরূপী মাধব অবস্থান করেন, তাঁহার নাম পাণ্ডুনাথ এবং তাঁহার রূপ অতি ভয়ঙ্কর। ৬৫

সেই পাণ্ডুনাথ দেবতাকে এবং পাণ্ডুনাথ পর্ব্বতকেও সর্ব্বদা অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। ৬৬

হে রাজন্! যাঁহার বর্ণ রক্ত ও গৌর, বাম হস্তে গদা এবং পদ্ম, দক্ষিণ হস্তে চক্র এবং শক্তি, হস্ত চারিখানি, আসন রক্তপদ্ম, মস্তকে মুকুট, কর্ণে

১। খড়্গাকোপরি সংস্থিতঃ।

নমো নারায়ণায়েতি মূলবীজেন বা হরেঃ ।
এবং সম্পূজয়েদ্রূপং চতুর্ব্বর্গস্য সিদ্ধয়ে ॥ ৬৯
পাণ্ডুনাথস্যোত্তরস্যাং ব্রহ্মকুণ্ডাহ্বয়ং সরঃ ।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বং স্নানার্থং স্বর্গবাসিনাম্ ॥ ৭০
আয়ামেন শতব্যামং বিস্তীর্ণং তেতদর্দ্ধকম্ ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং দেবলোকাৎ সমাগতম্ ॥ ৭১
কমণ্ডলুসমুদ্ভূত ব্রহ্মকুণ্ডামৃতাণ্ব ।
হর মে সর্ব্বপাপানি পুণ্যং স্বর্গঞ্চ সাধয় ॥ ৭২
ইত্যানেন তু মন্ত্রেণ স্নাত্বা তস্মিন্ সরোজলে ।
পাণ্ডুনাথঞ্চ সম্পূজ্য বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৩
ব্রহ্মকুণ্ডজলে স্নাত্বা পূজয়িত্বা উমাপতিম্ ।
বায়ুকূটং সমারুহ্য মুক্তিমেবাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৭৪
পাণ্ডুনাথাৎ পূর্ব্বদিশি গিরিং চিত্রহরো[১] হরিঃ ।
সততং যত্র রমতে বিষ্ণুর্বারাহরূপধৃক্ ॥ ৭৫
ততস্তু নীলকূটাখ্যং কামাখ্যানিলয়ং পরম্ ।
তৎপূর্ব্বভাগে বসতি ব্রহ্মা ব্রহ্মগিরিঃ পুনঃ ॥ ৭৬
ব্রহ্মশৈলস্য পূর্ব্বস্যাং ভূমিপীঠে ব্যবস্থিতম্ ।
চারুনিম্নগুভাবর্ত্তং কামাখ্যানাভিমণ্ডলম্ ॥ ৭৭
ততোগ্রতারারূপেণ[২] রমতে পরমেশ্বরী ।
তত্র তেনৈব রূপেণ পূজিতব্যা শুভাত্মিকা ॥ ৭৮

বিজড় কুণ্ডল, বক্ষঃস্থলে উত্তম শ্রীবৎস,— তাঁহাকে "নমো নারায়ণায়" এই বিষ্ণুর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা করিলে, চতুর্বর্গ সিদ্ধি হয়। ৬৭-৬৯

পাণ্ডুনাথের উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ড নামে সরোবর, ইহা পূর্বে ব্রহ্মা স্বর্গবাসী-দিগের স্নানের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৭০

ইহার দৈর্ঘ্য একশত ব্যাম-পরিমিত এবং বিস্তার তাহার অর্দ্ধ। ইহা সকল পাপহর, পবিত্র এবং দেবলোক হইতে আগত। ৭১

'হে ব্রহ্মকুণ্ড! তুমি কমণ্ডলু হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি অমৃতের সরোবর। আমার সকল পাপ হরণ কর এবং স্বর্গ ও পুণ্যের সাধন কর'। ৭২

মনুষ্য তাহার জলে এই মন্ত্র বলিয়া স্নান এবং পাণ্ডুনাথকে পূজা করিয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৭৩

মনুষ্য ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, উমাপতির পূজা এবং বায়ুকূট পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ৭৪

পাণ্ডুনাথের পূর্ব্বদিকে চিত্রবহনামক পর্ব্বত, সেখানে বিষ্ণু সর্ব্বদা বরাহরূপ ধারণ করত বাস করেন। ৭৫

ইহার পূর্ব্বে কামাখ্যা দেবীর আবাস,—নীলকূট পর্ব্বত এবং তাহার পূর্ব্ব-ভাগে ব্রহ্মার আবাস স্থান। ৭৬

ব্রহ্মগিরি ব্রহ্মশৈলের পূর্ব্বভাগে মাটির উপর শুভাবর্ত্ত, মনোহর এবং গভীর কামাখ্যার নাভিমণ্ডল অবস্থিত। ৭৭

১। ......হরো ; পারম্ভিত্রহরো।

২। ততো গ্রতাপা... ... ।

তস্যাস্তু বীজং পূর্ব্বস্মিন্ তন্ত্রে প্রতিপাদিতম্ ।
রূপং শৃণু নরশ্রেষ্ঠ যেন ধ্যেয়া সদা শিবা ॥ ৭৯
কৃষ্ণা লম্বোদরী দীর্ঘা বিরলা রক্তদন্তিকা ।
চতুর্ভুজা কৃশাঙ্গী তু দক্ষিণে কর্ত্রিখর্পরৌ ॥ ৮০
খড়্গঞ্চেন্দীবরং বামে শীর্ষে চৈকা জটা[1] পুনঃ ।
বামপাদং শবস্যোর্ব্বোর্নিধায়াভ্যুন্নতং[2] দক্ষিণম্ ॥ ৮১
শবস্য হৃদয়ে ন্যস্য সাট্টহাসং প্রকুর্ব্বতী ।
নাগহারশিরোমালাভূষিতা কামদা পরা ॥ ৮২
ত্রিকোণং মণ্ডলং চাস্যা হুঙ্কারং মধ্যবীজকাম্ ।
দ্বারেশানাং যোগিনীনাং নামান্যস্যাস্তু তন্ত্রকে ॥ ৮৩
জ্ঞেয়ানি নরশার্দ্দূল যৎপ্রোক্তং বাম্যগোচরে ।
ঊর্ব্বশ্যাং বিধিবৎ স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বা পাণ্ডুশিলাং তথা ।
নীলকূটং সমারুহ্য পুনর্যোনৌ ন জায়তে ॥ ৮৪
পুরন্দরপুরায়াতে বারাণস্যাঃ ফলাধিকে ।
সুধাসঙ্কীর্ণতোয়ৌঘৈঃ পাপং হর মমোর্ব্বশি ॥ ৮৫
অমৃতস্রাবিণী দেবী সুধৌঘপরিপূরণী ।
অমৃতেনামৃতং মোক্ষং দেহি দেবি মমোর্ব্বশি ॥ ৮৬
পুরন্দরপ্রিয়ে দেবি বারাণস্যাঃ সদাধিকে[3] ।
লোহিত দ্রবসঙ্কীর্ণে পাপং হর মমোর্ব্বশি ॥ ৮৭

সেইস্থানে পরমেশ্বরী উগ্রতারারূপে ভ্রমণ এবং বাস করেন। সেইস্থানে সেই ভক্তকারিণী দেবীকে সেইরূপেই পূজা করিবে। ৭৮

তাঁহার বীজমন্ত্র পূর্ব্বে উত্তরতন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ। সেই শিবার ধ্যানযোগ্য রূপ শ্রবণ কর। ৭৯

তিনি কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী এবং দীর্ঘা, তাঁহার দন্তগুলি ছাড়া ছাড়া এবং রাঙা রাঙা, তাঁহার অঙ্গ কৃশ, হস্ত চারিখানি, দক্ষিণ দিকের দুই হাতে কাতারি এবং খর্পর, বাম দিকের দুই হাতে খড়্গ এবং ইন্দীবর, মস্তকে কেবল একটা জটা। তিনি বাম পাখানি শবের উরুদ্বয়ে এবং দক্ষিণ পাখানি একটু উঠাইয়া শবের বক্ষঃস্থলে রাখিয়া অট্টহাস করিতেছেন। তাঁহার গলায় সর্পের হার এবং মুণ্ডমালা, তিনি কামপ্রদায়িনী। ৮০-৮২

এই দেবীর মণ্ডল ত্রিকোণ, বীজ হুঁকার-মধ্য, দ্বারে নানাবিধ যোগিনী; হে নরশার্দ্দূল। তাঁহাদের নাম ইঁহার পূজা-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ইহা সেই স্থান হইতে জানিবে। ঊর্ব্বশীতে যথাবিধি স্নান, পাণ্ডুশিলাস্পর্শন এবং নীলকূটে আরোহণ করিলে মনুষ্য আর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না। ৮৩-৮৪

'হে ঊর্ব্বশি। তুমি ইন্দ্রপুরী হইতে আগত, বারাণসী অপেক্ষাও অধিক ফলদায়িনী, তোমার শরীর অমৃত দ্বারা ব্যাপ্ত; তুমি আমার পাপ হরণ কর। ৮৫

হে দেবি ঊর্ব্বশি। তুমি অমৃতস্রাবিণী, অমৃত রাশি দ্বারা পরিপূর্ণ তোমার ঐ অমৃত দ্বারাই আমাকে মোক্ষ প্রদান কর। ৮৬

১। চৈকজটা।
২। ......নিধায়োত্থায়......।
৩। ফলাধিকে।

ইত্যেভিঃ স্তুতিভির্মন্ত্রৈঃ স্নাত্বা পুণ্যোর্ব্বশীজলে ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকে বিচেষ্টতে[1] ॥ ৮৮
উর্ব্বশী দ্বিভুজা প্রোক্তা স্বর্ণকঙ্কণধারিণী ।
সৌবর্ণপাত্রমমৃতস্রাবণায় বিভর্ত্তি চ ॥ ৮৯
শুক্লবস্ত্রা গৌরবর্ণা পীনোন্নতপয়োধরা ।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী শুদ্ধা সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৯০
এতন্নামাদ্যক্ষরন্তু মন্ত্রমস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
উমাতন্ত্রে তু গদিতং মন্ত্রমস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯১
গণেশঃ পূর্ব্বদ্বারস্থঃ কামাখ্যাপর্ব্বতস্য তু ।
তত্রৈব চাগ্নিবেতালঃ স্থিতো দ্বারি মনোহরঃ ॥ ৯২
তয়ো রূপঞ্চ মন্ত্রঞ্চ যথোক্তং শম্ভুনা পুরা ।
তদহং প্রতিবক্ষ্যামি মহারাজ শৃণুষ্ব মে ॥ ৯৩
ওঁ নম উল্কামুখায়েতি মূলবীজাদিসঙ্গতম্ ।
মন্ত্রং সিদ্ধগণেশস্য দ্বারস্থস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৪
রূপং তস্য প্রবক্ষ্যামি গজবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ ।
লম্বোদরং চতুর্ব্বাহুং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ৯৫
শূর্পকর্ণং বৃহদ্গণ্ডমেকদন্তং[2] পৃথূদরম্ ॥ ৯৬
দক্ষিণে তু করে দণ্ডমুৎপলঞ্চ তথাপরে ।
লড্ডুকং পরশুঞ্চৈব বামতঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৭

'হে দেবি উর্ব্বশি ! তুমি ইন্দ্রের প্রিয়া, বারাণসী অপেক্ষাও অধিক ফলদায়িনী এবং লৌহিত্য-হ্রদের সহিত সঙ্গতা, তুমি আমার পাপ নাশ কর।' ৮৭

এইরূপ স্তুতিবাচক মন্ত্র পাঠ করিয়া উর্ব্বশীর জলে স্নান করিয়া মনুষ্য সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে বিরাজ করে। ৮৮

উর্ব্বশী—দ্বিভুজা সুবর্ণকঙ্কণধারিণী, অমৃত স্রাবণের নিমিত্ত তাঁহার হাতে একটী সুবর্ণের পাত্র আছে ৮৯

তিনি শুক্লবস্ত্রা, গৌরবর্ণা, পীনোন্নত-পয়োধরা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, শুদ্ধা এবং সর্ব্বাভরণভূষিতা। ৯০

ইঁহার নামের আদ্যাক্ষর (উকার) ই ইঁহার বীজ অর্থাৎ উমার যাহা মন্ত্র, ইঁহারও সেই মন্ত্র। কামাখ্যা পর্ব্বতের পূর্ব্বদ্বারে গণেশ এবং মনোহর অগ্নিবেতাল অবস্থান করিতেছেন। ৯১-৯২

ইঁহাদের স্বরূপ এবং মন্ত্র মহাদেব পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি, হে মহারাজ ! শ্রবণ কর। ৯৩

'ওঁ নমো উল্কামুখায়' মূল বীজাদি-সঙ্গত এই মন্ত্রই দ্বারে স্থিত সিদ্ধগণেশের মূলমন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৯৪

এক্ষণে তাঁহার রূপ বর্ণন করিতেছি,—তিনি গজমুখ, ত্রিলোচন, লম্বোদর, চতুর্হস্ত, সর্পের যজ্ঞোপবীতধারী, শূর্পকর্ণ অর্থাৎ শুর্প দুটি কুলার মত, বৃহৎ গণ্ড, একদন্ত, স্থূলোদর। ৯৫-৯৬

তাঁহার দক্ষিণ দিকের হস্তদ্বয়ে দণ্ড এবং উৎপল ও বামদিকের হস্তদ্বয়ে লড্ডুক এবং পরশু শোভা পাইতেছে। ৯৭

১। বিরাজতে। ২। বৃহৎ তুণ্ডমেকদংষ্ট্রং।

বৃহত্ত্বাক্ষিপ্তগগনং পীনস্কন্ধাঙ্ঘ্রিপাণিনম্ ।
যুক্তং বুদ্ধিকুবুদ্ধিভ্যামধস্তান্মূষকান্বিতম্ ॥ ৯৮
তন্ত্রস্ত[1] যাদৃশঃ প্রোক্তঃ পঞ্চবক্ত্রস্য পূজনে ।
স এব তন্ত্রো গ্রাহ্যস্তু তাদৃশ্বিধিনিষেধনম্[2] ॥ ৯৯
দ্বিভুজঃ পীনবদনো রক্তনেত্রো ভয়ঙ্করঃ ।
ছুরিকাং দক্ষিণে পাণৌ বামে রুধিরপাত্রকম্ ॥ ১০০
দংষ্ট্রাকরালবদনং কৃশো ধমনিসন্ততঃ ।
জটাং দীর্ঘাং মূর্দ্ধ্নি বিভ্রদ্‌ঘোররাবযুতস্তথা ॥ ১০১
পচ্চতুর্থোঽগ্নিবীজেন ষষ্ঠস্বরবিভূষিতঃ ।
অগ্নিবেতালবীজোঽয়ং সর্ব্বত্র ভয়নাশকঃ ॥ ১০২
পূজয়েদগ্নিবেতালং সর্ব্বত্র ভয়বারণম্ ।
যঃ পূজয়েত্তস্য পুনর্ভূতাদিভ্যো ভয়ং নহি ॥ ১০৩
অষ্টানামথ মন্ত্রাণাং যোগিনীনাং ক্রমান্নৃপ ।
শৈলপুত্রীপ্রমুখানাং মন্ত্রাণষ্টাক্ষরাণি তু ।
বৈষ্ণবীতন্ত্রসংস্থানি পূর্ব্বপ্রোক্তানি তানি তু ॥ ১০৪
শৈলপুত্র্যাস্তথা চাঙ্গমন্ত্রং প্রাক্ প্রতিপাদিতম্ ।
রূপন্তু নরশার্দ্দূল যোগিনীনাং বিশেষতঃ ॥ ১০৫
প্রত্যক্ষরেণ বীজেন দুর্গাতন্ত্রেণ বা ক্রিমাং ।
নেত্রবীজেনৈব পূজ্যা[3] যোগিন্যো নৃপসত্তম ॥ ১০৬

তাহার শরীরের অতিশয় বৃহত্ত্ব হেতু গগন ভিন্ন হইয়াছে, তাঁহার স্কন্ধ, চরণ এবং করতলদ্বয় স্থূল। তিনি সুবুদ্ধি এবং কুবুদ্ধি দ্বারা যুক্ত এবং মূষিকের উপর অবস্থিত। ৯৮

পঞ্চবক্ত্রের পূজায় যে মন্ত্র ও বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাঁর পূজাতেও সেই মন্ত্র ও সেই বিধির অনুসরণ করিবে। ৯৯

অগ্নিবেতাল দ্বিভুজ, স্থূলাস্য, রক্তনেত্র এবং দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর, ইহাঁর ডান হাতে একখানি ছুরি এবং বাঁ হাতে রুধিরের পাত্র, ইহাঁর দাঁতের জন্য মুখ আরও বিকট হইয়াছে, শরীর ক্ষীণ সর্ব্বাঙ্গে শির উঠিয়াছে, মাথায় একটা লম্বা জটা এবং মুখ হইতে অতি বিকট শব্দ উচ্চারিত হইতেছে। ১০০-১০১

প হইতে চতুর্থ বর্ণ অগ্নিবীজ এবং ষষ্ঠ স্বর যুক্ত হইলে অগ্নিবেতালের মন্ত্র, ইহা সর্ব্বত্র ভয়ের নাশকারী। ১০২

এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নিবেতালের যে পূজা করে, তাহার ভূতাদির ভয় থাকে না। ১০৩

হে নৃপ! শৈলপুত্রী প্রভৃতি অষ্ট যোগিনীর অষ্টাক্ষর মন্ত্র পূর্ব্বে বৈষ্ণবী-তন্ত্রে ক্রমশঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। হে নৃপ-শার্দ্দূল! পূর্ব্বে শৈলপুত্রীর অপর যোগিনীগণের অঙ্গমন্ত্র ও স্বরূপ বিশেষ করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১০৪-১০৫

হে নৃপসত্তম! এই সমুদয় যোগিনীগণকে প্রত্যক্ষর বীজ, দুর্গাবীজ অথবা নেত্রবীজদ্বারা পূজা করিবে। ১০৬

১। মন্ত্রস্তু। ২। নিষেধকম্।
৩। ......সংপূজ্যা যোগিন্যো নৃপসত্তম।

কাত্যায়নীং পাদদুর্গাং দুর্গাতন্ত্রেণ পূজয়েৎ।
তয়োশ্চ পূজনং রূপং তৎপূর্ব্বং প্রতিপাদিতম্ ॥ ১০৭
কালরাত্র্যাস্তু মন্ত্রেণ কালরাত্রিং প্রপূজয়েৎ।
কালরাত্র্যা রূপমন্ত্রৌ পূর্বৈব প্রতিপাদিতৌ ॥ ১০৮
মহামায়াতন্ত্রমন্ত্রৈঃ পূজয়েদ্ভুবনেশ্বরীম্।
এতাঃ সর্ব্বাস্তু যোগিন্যঃ কামাখ্যাবৎ ফলপ্রদা ॥ ১০৯
বিশেষো যত্র নৈবোক্তো রূপে তন্ত্রে চ পূজনে।
দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ তত্র পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১১০
প্রত্যেকং যোগিনীং যস্তু পূজয়েন্নরসত্তমঃ।
স সর্ব্বযজ্ঞজং ফলং প্রাপ্নোতি নরসত্তম ॥ ১১১
নীলশৈলস্য পূর্ব্বস্মিন্ স্বরূপং প্রতিপাদিতম্
নাভিমণ্ডলপূর্ব্বস্যাং ভস্মকূটস্য দক্ষিণে ॥ ১১২
পূর্ব্বস্যাং কর্পটো নাম পর্ব্বতো যমরূপধৃক্ ॥ ১১৩
তত্র যাম্যশিলা কৃষ্ণা নীলাঞ্জনসমপ্রভা।
অধিত্যকায়াং রাজেন্দ্র বামপঞ্চসুবিস্তৃতা[1] ॥ ১১৪
পূজয়েত্তত্র শমনং পাশৌ দণ্ডং সদৈব যঃ।
ধত্তে তু পাণিনা নিত্যং[2] প্রাণিদণ্ডস্য সাধনম্ ॥ ১১৫
কৃষ্ণবর্ণস্তু দ্বিভুজং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্।
দধতঞ্চাসিপুত্রঞ্চ বামপার্শ্বে সদৈব হি ॥ ১১৬
কৃষ্ণবস্ত্রং স্থূলপাদং বহির্নিঃসৃতদন্তকম্।
ভয়াভয়প্রদং[3] নিত্যং নৃণাং মহিষবাহনম্ ॥ ১১৭

কাত্যায়নী এবং পাদদুর্গার দুর্গাতন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে এবং ঐ পূজার নিয়ম পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১০৭

কালরাত্রির মন্ত্রদ্বারা কালরাত্রির পূজা করিবে। কালরাত্রির রূপ এবং মন্ত্র পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১০৮

মহামায়ার তন্ত্র ও মন্ত্র দ্বারা ভুবনেশ্বরীর পূজা করিবে। এই সকল যোগিনীগণ কামাখ্যার ন্যায় ফলদায়িনী। ১০৯

যে পূজার কোন প্রকার মন্ত্র বা দেবতার স্বরূপ বলা হয় নাই, সেই পূজা দুর্গাতন্ত্রোক্ত মন্ত্রদ্বারাই সম্পন্ন করিবে। ১১০

যে নরশ্রেষ্ঠ এক এক করিয়া সকল যোগিনীর পূজা করে, সে সমুদয় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয়। ১১১

নাভিমণ্ডলের পূর্ব্বে এবং ভস্মকূটের দক্ষিণে নীল শৈলের স্বরূপ পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১১২

পূর্ব্বে যমের প্রতিমূর্ত্তিধারী কর্পট নামে পর্ব্বত আছে। সেই স্থানে নীলাঞ্জনতুল্য কৃষ্ণবর্ণ যাম্য শিলা অবস্থিত। হে রাজেন্দ্র! ঐ শিলা পর্ব্বতের অধিত্যকায় অবস্থিত পঞ্চ ব্যাম বিস্তৃত। ১১৩-১৪

নিত্য প্রাণদণ্ডের সাধকদণ্ড যাঁহার হস্তে, ঐ শিলায় সেই যমের পূজা করিবে। ১১৫

যম—কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিভুজ; তাঁহার মস্তক উজ্জ্বল কিরীট এবং মুকুট বিরাজমান,

---

১। ব্যামপঞ্চ...... । ২। প্রাণদণ্ডস্য। ৩। উগ্রাভয়দং।

পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা যামবীজেন সাধকঃ।
উপান্তবর্গস্যাদির্যো বর্ণো বিন্দ্বিন্দুসংযুতঃ।
যমবীজমিতি খ্যাতং যমস্য প্রীতিদায়কম্॥ ১১৮
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ শমনং পূজয়েত্তু যঃ।
কর্পটাখ্যেঽচলবরে নাপমৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ॥ ১১৯
পূর্ব্বস্যাং কর্পটাখ্যাত্তু শৈলাচ্চিত্র ইতি স্মৃতঃ।
যঃ পূর্ব্বভাগপ্রান্তেঽভুঙ্গিশ্যাগ্নেয্যামবস্থিতঃ॥ ১২০
পীঠস্য ব্রহ্মণোঽধস্তু স[1] প্রাক্ পর্ব্বত উচ্যতে।
তস্মিন্ বসন্তি সততং গ্রহা নব যথেচ্ছয়া॥ ১২১
তত্র তান্ পূজয়েদ্যস্তু স নাপ্নোত্যাপদং ক্বচিৎ।
রূপং মন্ত্রঞ্চ সূর্য্যস্য চন্দ্রস্য প্রতিপাদিতম্॥ ১২২
সপ্তানামিতরেষান্তু মন্ত্রং রূপং শৃণুষ্ব মে।
রক্তাম্বরধরঃ শূলী শক্তিমাংশ্চ গদাধরঃ। ১২৩
চতুর্ভুজো মেষরথো বরদো মঙ্গলো মতঃ॥ ১২৪
পীতাম্বরধরঃ শূলী পীতমাল্যানুলেপনঃ।
খড়্গচর্ম্মগদাপাণিঃ[2] সিংহস্থো বরদো বুধঃ॥ ১২৫
স্বর্ণগৌরঃ পীতবাসাঃ স্বর্ণপর্য্যঙ্কসংস্থিতঃ।
মালাং কমণ্ডলুং দণ্ডং বামেন বরদায়কম্॥ ১২৬

বামহস্তে সর্ব্বদা একখানি ছুরিকা আছে, বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ, পা দুখানি স্থূল, দাঁতগুলি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি মনুষ্যগণকে নিত্য ভয় এবং অভয় প্রদান করেন, তাঁহার বাহন মহিষ। ১১৬-১৭

সাধক যামা বীজ দ্বারা পরম ভক্তিসহকারে যমের পূজা করিবে। উপান্ত-বর্গের আদি বর্ণ (য) অর্দ্ধচন্দ্র এবং অনুস্বার যুক্ত হইলে, যমবীজ হয়। ইহা যমের প্রীতিকারক। ১১৮

কর্পটনামক পর্ব্বতে এই মন্ত্র দ্বারা যে যমের পূজা করে, তাহার আর মৃত্যু হয় না। ১১৯

কর্পট পর্ব্বতের পূর্ব্বে চিত্রনামক একটি পর্ব্বত আছে। উহা ভুঙ্গেশীর অগ্নিকোণে অবস্থিত। ১২০

ব্রহ্মপীঠের নীচে অর্ব্বাক্ নামে পর্ব্বত আছে, উহাতে নবগ্রহগণ যথেচ্ছা-ক্রমে বাস করেন। ১২১

সেই পর্ব্বতের উপর যে ব্যক্তি ঐ গ্রহদিগের পূজা করে, সে কখনও আপদ্-প্রাপ্ত হয় না। ১২২

চন্দ্র ও সূর্য্যের রূপ ও মন্ত্র পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্ট সাত জন গ্রহের মন্ত্র ও রূপের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। ১২৩

মঙ্গল—রক্তবস্ত্রধারী, শূলী, শক্তি ও গদাধর, চতুর্ভুজ, মেষবাহন এবং বরদ। ১২৪

বুধ—পীতবস্ত্রধারী, শূলী ; পীতবর্ণের মালায় ভূষিত এবং পীতবর্ণের অনু-লেপনে অনুলেপিত। তাঁহার হস্তে খড়্গ, চর্ম্ম এবং গদা, বাহন সিংহ এবং তিনি বরদ। ১২৫

১। অর্বাক্……। ২। চক্রচর্ম্মগদা……।

চতুর্ভুজঞ্চ সর্ব্বজ্ঞং চিন্তয়েদ্দেবতীর্থকম্।
সর্ব্বৈর্দেবগণৈর্নিত্যং ভগ্যমানং[1] মনোহরম্ ॥ ১২৭
শুক্লবস্ত্রং শুক্লবর্ণং শঙ্খনাগোপরিস্থিতম্।
চতুর্ভুজং পাশমালাং[2] পুস্তকঞ্চ বরাভয়ে ॥ ১২৮
ক্রমাদ্দক্ষিণবামাভ্যাং বন্তে দৈত্যগুরুঃ সদা।
ইন্দ্রনীলনিভঃ শূলী বরদো গৃধ্রবাহনঃ ॥ ১২৯
পাশবাণাসনধরো[3] ধ্যাতব্যোঽর্কসুতঃ সদা।
কামদেবস্য বীজন্তু মন্ত্রং ভৌমস্য কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৩০
দুর্গায়া নেত্রবীজস্য যত্তু মধ্যাক্ষরং শুভম্।
তন্মন্ত্রং শশিপুত্রস্য সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৩১
তকারপঞ্চমাদিস্ত চতুঃষট্‌স্বরসংস্থতম্।
গণেশবীজান্তমিদং গুরোর্মন্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৩২
বিন্দিন্দুসংযুতঞ্চাপি পূর্ব্ববর্ণদ্বয়ং পুনঃ।
সপ্তমস্বরসংযুক্তো মকারস্ত্বাদিরন্তগম্ ॥ ১৩৩
প্রান্তবর্গাদ্যক্ষরন্ত বিন্দিন্দুভ্যাং সমন্বিতম্।
ভবেচ্ছুক্রস্য বীজন্ত সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদম্ ॥ ১৩৪
প্রান্তবর্গাদ্যক্ষরন্ত চন্দ্রবিন্দুসমন্বিতম্।
আদ্যমন্ত্রস্বরোপেতং তদেবেত্যাদিসংযুতম্।
শনৈশ্চরস্য মন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বদোষবিনাশনঃ ॥ ১৩৫
বিন্দুচন্দ্রসমাযুক্তং নামাদ্যক্ষরমেব বা।
তেষাং সর্ব্বগ্রহাণাং বৈ মন্ত্রমঙ্গং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৩৬
শান্তিকে পৌষ্টিকে কৃত্যে এভির্মন্ত্রৈর্গ্রহানিমান্।
পূজয়েৎ সর্ব্বদা ধীরো ভূতিকামো মহামতিঃ ॥ ১৩৭

দেবগুরু বৃহস্পতি,—সুবর্ণের মত গৌরবর্ণ, পীতবস্ত্রধারী, সুবর্ণ পঙ্কজের উপর উপবিষ্ট, তিনি চতুর্ভুজ, চারি হস্তে মালা, কমণ্ডলু এবং দণ্ড ধারণ ও বর দান করিতেছেন। ১২৬-২৭

দৈত্যগুরু শুক্র,—সকল দেবগণের মান্য, মনোহর শুক্লবর্ণ, শুক্লবস্ত্রধারী, শঙ্খনাগের উপর উপবিষ্ট, চতুর্ভুজ; দক্ষিণ হস্তে অক্ষ মালা এবং পুস্তক ধারণ, বাম হস্তে বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন। ১২৮

শনৈশ্চর,—ইন্দ্রনীলের ন্যায় নীলবর্ণ, শূলী, বরদাতা, গৃধ্রবাহন, পাশ এবং ধনুকধারী। ১২৯

কামদেবের বীজ মঙ্গলের মন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। দুর্গার নেত্রবীজের মধ্যস্থিত অক্ষরই বুধের বীজ, উহা সর্ব্বকামফলপ্রদ ১৩০-১৩১

তকার পঞ্চম চতুঃষট্‌ স্বর সংযুক্ত হইলে গণেশবীজ অন্তে—ইহা বৃহস্পতির মন্ত্র। ১৩২

সকল গ্রহদিগের মন্ত্রের বর্ণ কীর্ত্তিত হইল। মহামতি ধীর মনুষ্য ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হইয়া শান্তি ও পৌষ্টিক-কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বারা ঐ সকল গ্রহদিগের পূজা করিবে। ১৩৩-১৩৭

১। নম্যমানং। ২। চাক্ষমালাং।
৩। পাশপাশাসনধরো……।

বরদাভয়হস্তশ্চ খড়্গাচর্ম্মধরস্তথা।
সিংহাসনগতঃ কৃষ্ণো রাহুর্ধীরৈঃ প্রচক্ষ্যতে॥ ১৩৮
ধূম্রবর্ণো বিশালাক্ষঃ পুচ্ছরূপী চতুর্ভুজঃ।
খড়্গচর্ম্মগদাবাণপাণিঃ কেতুঃ শবাসনঃ॥ ১৩৯
উপাস্তানির্দ্দিশেন স্বরেণ সহিতঃ পুনঃ।
উপান্তঃ পঞ্চমেনেন্দুবিন্দুভ্যাং সহিতাবুভৌ॥ ১৪০
মন্ত্রোঽয়মনুলোমেন রাহোঃ কেতোর্বিলোমতঃ।
আত্মক্ষরং পূর্ব্ববদা মন্ত্রযুক্তমথৈতয়োঃ॥ ১৪১
এবং চিত্রে শৈলবরে পূজয়িত্বা নবগ্রহান্।
অভীষ্টান্ লভতে কামান্নরঃ শান্তিং তথোত্তমাম্॥ ১৪২
চিত্রকূটাত্তু পূর্ব্বস্যাং কজ্জলাচল উত্তমঃ।
সর্ব্ববিদ্যাধরাদ্যাস্তু সন্ত্যস্মিন্ দেবযোনয়ঃ॥ ১৪৩
তং পর্ব্বতং সমারুহ্য প্রণম্য সকলান্ সুরান্।
স্বর্গং যাতি নরশ্রেষ্ঠ ইহ চাপ্যতুলাং শ্রিয়ম্॥ ১৪৪
কজ্জলাচলশৈলাত্তু পূর্ব্বস্মিংস্তুপর্ব্বতঃ।
শচ্যা সার্দ্ধং পুরা রেমে যত্র শক্রঃ সুরেশ্বরঃ॥ ১৪৫
তৎপূর্ব্বস্যাং মহাদেবী নদী কপিলগঙ্গিকা।
তস্যাং স্নাত্বা নরো গঙ্গাস্নানজং ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ১৪৬
কামাখ্যানিলয়াৎ পূর্ব্বং দক্ষিণস্যাং তথা দিশি।
বিদ্যতে মহদাবর্ত্তং ভুবি ব্রহ্মাবলং মহৎ॥ ১৪৭
পঞ্চবিংশতিমানেন যোজনানাং নরেশ্বর।
তস্মাদাযাতি সুনদী সিতাম্ভোঽপমতোয়ভাক্[1]॥ ১৪৮

রাহু,—একদিকের হস্তে বর এবং অভয়দান করিতেছেন। অপরদিকের হস্তে খড়্গ এবং চর্ম্ম ধারণ করিতেছেন। সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক অভিহিত হন। ১৩৮

কেতু—ধূম্রবর্ণ, বিশালাক্ষ, পুচ্ছরূপী চতুর্ভুজ, খড়্গ, চর্ম্ম, গদা এবং বাণ-ধারী ও শবের উপরে স্থিত। ১৩৯

মনুষ্য চিত্রশৈলে এইরূপে নবগ্রহগণের পূজা করিয়া অভীপ্সিত এবং উত্তম শান্তি লাভ করে। ১৪০-৪২

চিত্রকূটের পূর্ব্বদিকে কজ্জল নামক একটি উত্তম পর্ব্বত আছে। সেই স্থানে বিদ্যাধর-আদি সকলপ্রকার দেবযোনি বাস করেন। ১৪৩

সেই পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক সকল দেবগণকে নমস্কার করিলে মনুষ্য ইহলোকে অতুল লক্ষ্মী লাভ করিয়া অন্তে স্বর্গে গমন করে। ১৪৪

কজ্জলাচলের পূর্ব্বদিকে স্তুনামে একটি পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতে পূর্ব্বকালে সুরেশ্বর ইন্দ্র, শচীর সহিত রমণ করিয়াছিলেন। ১৪৫

তাহার পূর্ব্বে কপিলগঙ্গা নামে নদী আছে, সেই স্থানে স্নান করিয়া মনুষ্য গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। ১৪৬

হে নরেশ্বর! কামাখ্যা-নিলয়ের পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিকে ব্রহ্মবিল নামক একটি মহৎ আবর্ত্ত আছে। ১৪৭

১। সিতাম্ভোয়ম……।

কো ব্রহ্মা কীৰ্ত্তিতো দেবৈর্যস্মাৎ তস্য শিলাৎ[1] সৃতা।
গঙ্গেব ফলদা যস্মাত্তস্মাৎ[2] কপিলগঙ্গিকা ॥ ১৪৯
স্নাত্বা কপিলগঙ্গায়াং সর্ব্বমন্বন্তরেষু চ।
নরঃ স্বর্গমবাপ্যাদৌ ব্রহ্মলোকং ততো ব্রজেৎ ॥ ১৫০
অতীত্য তাং নদীং পূর্ব্বভাগে দমনিকাহ্বয়া।
নদী মহাকৃষ্ণতোয়া পাপস্য দমনী তথা ॥ ১৫১
ততো বৃদ্ধাহ্বয়া চাত্তুঙ্গপরা সরিদুত্তমা।
তস্যা নদ্যাঃ পূর্ব্বভাগে গঙ্গাবৎ ফলদায়িনী ॥ ১৫২
মাঘন্তু সকলং মাসং[3] স্নাত্বা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ।
তথা দমনিকায়াঞ্চ পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫৩
ততঃ পূর্ব্বে পরা দেবী নাম্না সা সরিদুত্তমা।
মহতী দিব্যযমুনা যমুনাবৎ ফলপ্রদা ॥ ১৫৪
দক্ষিণাদ্রিসমুদ্ভূতা দক্ষিণোদধিগামিনী।
তস্যান্তু কার্ত্তিকং মাসং স্নাত্বা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫৫
ইহ চৈবোত্তমান্ ভোগান্ ভাগধেয়ান্ প্রতিষ্ঠিতান্ ॥ ১৫৬
তন্মধ্যে ভৈরবো দেবো ভর্গসম্ভোগসম্ভবঃ।
দুর্জ্জয়াখ্যে[4] বরগিরাবস্তপত্যকভূমিগঃ।
যোঽসৌ শরভরূপস্য মধ্যখণ্ডোঽতিভৈরবঃ ॥ ১৫৭

উহার পরিমাণ পঞ্চবিংশতি যোজন। ঐ পূর্ব্বোক্ত আবর্ত্ত হইতেই শ্বেতবর্ণ মেঘরাশির ন্যায় দৃশ্যমান নদী নিঃসৃত হইয়াছে। ১৪৮

দেবগণ 'ক' শব্দের অর্থ ব্রহ্মা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যেহেতু সেই ব্রহ্মার বিল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে এবং গঙ্গার মত ফল দান করে এই নিমিত্ত উহার নাম কপিলগঙ্গা। ১৪৯

মন্বন্তরের দিন এই কপিলগঙ্গায় স্নান করিলে মনুষ্য প্রথমে স্বর্গ এবং তাহার পর ব্রহ্মলোকে গমন করে। ১৫০

ঐ নদী অতিক্রম করিয়া দমনিকা নামে আর একটি নদী আছে, উহার জল অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ এবং ঐ নদী পাপের দমনকারিণী। ১৫১

তাহার পর ঐ নদীর পূর্ব্বভাগে বৃদ্ধা নামে আর একটি উত্তম নদী আছে, উহা গঙ্গার মত ফলদায়িনী। ১৫২

সমুদয় মাঘমাস ঐ নদীতে এবং দমনিকা নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয়। ১৫৩

দমনিকা নদীর পূর্ব্বোত্তর কোণে যমুনাসদৃশ ফলদায়িনী দিব্যযমুনা নাম্নী এক মহতী নদী আছে। ১৫৪

দক্ষিণ-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই দিব্যযমুনা দক্ষিণ-সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত। যে কোন মাসে এক মাস কাল তথায় স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয় এবং উত্তম ভোগ-সৌভাগ্য প্রাপ্তি হয়। ১৫৫-১৫৬

তন্মধ্যে, দুর্জ্জয়নামক গিরিবরে শিব-সম্ভোগ-সম্ভূত ভৈরবদেব এবং শরভরূপী মহাদেবের মহাভৈরব নামে প্রসিদ্ধ মধ্যখণ্ড বর্ত্তমান। ১৫৭

১। তস্মা বিলাৎ। ২। ......অবাপ্নুয়াৎ।
৩। তস্য ৎ স্নাত্বা বরোত্তমঃ ৪। দুর্জ্জয়াখ্যো হরগিরৌ হরসম্ভোগদঃ নমৌ।

স এব ভৈরবাখ্যোঽয়ং পঞ্চবক্ত্রস্য মন্ত্রকৈঃ।
সম্পূজ্য তত্র মতিমান্ স যাতি শিবলোকতাম্ ॥ ১৫৮
কামেশ্বরস্য যা পূজা কথিতা নীলনির্ণয়ে।
সম্পূজ্যশ্চাচলশ্রেষ্ঠে দুর্জয়ে চাচলোত্তমে ॥ ১৫৯
তত্র ভৈরবগঙ্গাস্তি সরো বৈ ভৈরবাহ্বয়ম্[১]।
তয়োঃ স্নাত্বা নরো যাতি শিবলোকং সনাতনম্[২] ॥ ১৬০
দুর্জয়াখ্যস্য পূর্বস্যাং পুরং নাম বরাসনম্।
তদ্দক্ষিণে মহাশৈলঃ ক্ষোভকো নাম নামতঃ ॥ ১৬১
তস্মিন্ গিরৌ শিলাপৃষ্ঠে রক্তদেবী ব্যবস্থিতা।
পঞ্চপুষ্করিণী নাম্না পঞ্চযোনিস্বরূপিণী ॥ ১৬২
পঞ্চভির্গাযোনিভিঃ পূজয়েৎ পঞ্চবক্ত্রকম্।
স্থিতা রময়িতুং তত্র নিত্যমেব হিমাদ্রিজা ॥ ১৬৩
তচ্ছৈলপূর্বভাগে তু কান্তা নাম মহানদী।
দক্ষিণং সাগরং যাতি প্রথমঞ্চোত্তরস্রবা ॥ ১৬৪
দিব্যং কুণ্ডং মহাকুণ্ডং তচ্ছৈলোপত্যকাস্থিতো[৩]।
সংস্থিতং তত্র স্নাত্বা তু তাং দেবীং পরিপূজয়েৎ ॥ ১৬৫
দিব্যকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা পঞ্চপুষ্করণীং শিবাম্।
যঃ পূজয়েন্মহাভাগঃ স যোনৌ ন হি জায়তে ॥ ১৬৬
পঞ্চযোন্যঃ পুষ্করিণীঃ পঞ্চৈব পরিসংস্থিতাঃ।
যতস্ততঃ পঞ্চরূপা পঞ্চপুষ্করিণী মতা ॥ ১৬৭

যে জ্ঞানী পঞ্চবক্ত্র মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে পূজা করে, সে শিবলোকে গমন করে। ১৫৮

নীলতন্ত্রে কামেশ্বরের যে পূজা কথিত হইয়াছে, দুর্জয় পর্বতে তদনুসারেই তাঁহার পূজা করিবে। ১৫৯

সেখানে, ভৈরব-গঙ্গা এবং ভৈরবসরোবর আছে, মনুষ্য, তথায় স্নান করিলে অমর হইয়া শিব-লোকে বাস করে। ১৬০

দুর্জয় পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বরাহ নামে এক নগর আছে, ঐ নগরের দক্ষিণে ক্ষোভক নামে এক নগর এবং তাহার দক্ষিণে ক্ষোভক নামে মহাশৈল আছে। সেই পর্বতে রক্তশিলা-পৃষ্ঠে দেবী অবস্থিতা আছেন। তিনি পঞ্চযোনি-স্বরূপা এবং তাঁহার নাম পঞ্চ-পুষ্করিণী। ১৬১-৬২

হিমালয়-নন্দিনী দুর্গা, নিত্য একত্রই পঞ্চবক্ত্রকে পঞ্চযোনি দ্বারা সুখান্বিত করিতে তথায় বর্তমান আছেন। ১৬৩

সেই পর্বতের পূর্বভাগে কান্তা নামে মহানদী; এই মহানদী উত্তর হইতে আসিয়া দক্ষিণ সাগরে গমন করিতেছে। ১৬৪

সেই পর্বতের উপত্যকা ভূমিতে দিব্যকুণ্ড নামে মহাকুণ্ড বর্তমান। তথায় স্নান করিয়া সেই দেবীকে পূজা করিবে। ১৬৫

যে সৌভাগ্যশালী মনুষ্য, দিব্যকুণ্ডে স্নান করিয়া পঞ্চপুষ্করিণী দেবীকে পূজা করে, তাহার আর জন্ম হয় না। ১৬৬

১। তত্রৈবাকাশগঙ্গাস্তি সরো বৈ হাবয়াহ্বয়ম্।
২। অমর্ত্যতাম্।
৩। তচ্ছৈলোপত্যকাস্থিতৌ।

যথাবৎ ফলপুষ্পাণি তথৈতাঃ পঞ্চযোনয়ঃ।১
পঞ্চপুষ্করণীদেব্যাঃ প্রচণ্ডাঃ সর্ব্বকামদাঃ॥ ১৬৮
ত্রিপুরায়াস্তু তন্ত্রেণ তাঃ পূজ্যাঃ সাধকোত্তমৈঃ।
কামেশ্বরী তন্ত্রমন্ত্রৈরথবা পূজয়েচ্ছিবাম্॥ ১৬৯
বালায়াস্ত্রিপুরায়াস্তু মন্ত্রমস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
কামেশ্বর্য্যাস্তু বা মন্ত্রং পূজনেঽস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১৭০
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চেতি চ যোগিন্যঃ পঞ্চাস্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৭১
শিবলিঙ্গক তত্রাস্তি শিলায়াং হেরুকাহ্বয়ম্।
দেবীদক্ষিণপূর্ব্বস্যাং নায়কং তস্ত পূজয়েৎ॥ ১৭২
ভৈরবস্ত তু মন্ত্রেণ পূজয়িত্বা দিবং ব্রজেৎ॥ ১৭৩
নির্ম্মাল্যধারিণী দেবী চণ্ডগৌরীতি কীর্ত্তিতা।
এতস্যাং নরশার্দ্দূল পুরা ভর্গেণ ভাষিতা॥ ১৭৪
কান্তাখ্যং সলিলে স্নাত্বা বসন্তে মানবোত্তমঃ।
রূপবান্ গুণবান্ ভূত্বা শিবলোকায় গচ্ছতি॥ ১৭৫
ক্ষোভকাখ্যাদ্ মহাশৈলাদৈশান্যাং পর্ব্বতোত্তমঃ।
তুঙ্গসন্ধ্যাচলো নাম বসিষ্ঠো যত্র শপ্তবান্॥ ১৭৬
নিমিনাম্নস্তু রাজর্ষেঃ শাপাদ্ ব্রহ্মসুতঃ পুরা।
বসিষ্ঠো হ্যশরীরোঽভূত্তচ্ছাপাচ্চ নিমিস্তথা॥ ১৭৭

তথায় পঞ্চযোনি পুষ্করিণীরূপে বর্ত্তমান, এইজন্যই ঐ দেবীর নাম পঞ্চ-পুষ্করিণী। ১৬৭

ফুল-পুষ্প যেরূপ ভাবে থাকে, পঞ্চ-পুষ্করিণীর দেবীর সর্ব্বকামপ্রদ প্রচণ্ড পঞ্চযোনিও সেইরূপ ভাবেই আছেন। ১৬৮

সাধক-শ্রেষ্ঠগণ ত্রিপুর মন্ত্র বা কামেশ্বরী-মন্ত্র ও তদীয় পূজাবিধি অনুসারে তাঁহাকে পূজা করিবে। ১৬৯

ত্রিপুরা-বালা এবং কামেশ্বরীর যে মন্ত্র, ইঁহারও সেই মন্ত্র। ১৭০

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা এবং চণ্ডা—পঞ্চ-পুষ্করিণী দেবীর এই পাঁচজন যোগিনী। ১৭১

সেই শিলাপৃষ্ঠে দেবীর দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে পঞ্চ পুষ্করিণী আছে, তথায় নায়ক হেরুকনামে শিব-লিঙ্গ আছেন, সাধক, তাঁহাকেও পূজা করিবে। ১৭২

ভৈরব মন্ত্রে তাঁহাকে পূজা করিলে স্বর্গ লাভ হয়। ১৭৩

হে নরশ্রেষ্ঠ! শিব বলিয়াছেন দেবী চণ্ডগৌরী এই পঞ্চপুষ্করিণী দেবীর নির্ম্মাল্যধারিণী। ১৭৪

হে নরশ্রেষ্ঠ! বসন্তকালে কান্তা-সলিলে স্নান করিলে ইহলোকে রূপ-গুণ-সম্পন্ন হয় এবং অন্তে শিবলোক লাভ করে। ১৭৫

সেই ক্ষোভক পর্ব্বতের ঈশানকোণে উত্তুঙ্গ সন্ধ্যাচল, বসিষ্ঠ এইখানে থাকিয়াই উগ্রতারাদেবী প্রভৃতিকে শাপ দেন। ১৭৬

পূর্ব্বকালে ব্রহ্ম-নন্দন বসিষ্ঠ, নিমিরাজার শাপে দেহ-হীন হন; রাজর্ষি নিমিও বসিষ্ঠ-শাপে দেহহীন হন। ১৭৭

১। বসন্তে।

ততো ব্রহ্মোপদেশেন নির্জ্জনে কামরূপকে।
সন্ধ্যাচলে তপস্তেপে তস্য বিষ্ণুরভূত্তদা॥ ১৭৮
প্রত্যক্ষস্তস্য দেবস্য বরদানান্মহামুনিঃ।১
অমৃতাম্বুবতার্য্যাশু কুণ্ডং কৃত্বা গিরেস্তটে॥ ১৭৯
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ শরীরং প্রাপ পূরিতম্॥ ১৮০
তস্মাদমৃতকুণ্ডাচ্চ সন্ধ্যা নাম নদীবরা।
নিঃসৃতা তত্র চাপ্লুত্য চিরায়ুররুগো ভবেৎ॥ ১৮১
তস্মাৎ পূর্ব্বস্ত ললিতা ললিতাখ্যা সরিদ্বরা।
সাগরাদ্দক্ষিণাৎ পূর্ব্বং মহাদেবাবতারিতা॥ ১৮২
বৈশাখশুক্লপক্ষস্য তৃতীয়ায়াং নরস্তু যঃ।
কুর্য্যাদ্বৈ ললিতাস্নানং স শম্ভুসদনং ব্রজেৎ॥ ১৮৩
ললিতায়াঃ পূর্ব্বতীরে ভগবান্নাম পর্ব্বতঃ।
স্বয়ং বিষ্ণুর্লিঙ্গরূপী তত্রাস্তে ভগবান্ হরিঃ॥ ১৮৪
ললিতায়াং নরঃ স্নাত্বা দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষকে।
ভগবন্তং সমারুহ্য যো যজেৎ পরমেশ্বরম্।
স যাতি বিষ্ণুসদনং শরীরেণ বিরাজতা॥ ১৮৫
এতাঃ পূর্ব্বোদিতা নদ্যঃ সর্ব্বাশ্চৈবোত্তরস্রবাঃ।
ক্রমাত্তু দক্ষিণং যান্তি সাগরং জাহ্নবীসমাঃ॥ ১৮৬

তখন বসিষ্ঠ ব্রহ্মার উপদেশে নির্জ্জন কামরূপপীঠে সন্ধ্যাচলে তপস্যা করেন, তাহাতে বিষ্ণু তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। ১৭৮

বিষ্ণু বরদান করিলে, মহর্ষি, সেই বরপ্রভাবে সন্ধ্যা-গিরি-প্রস্থে অমৃতানয়নপূর্ব্বক মহাকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তথায় স্নান ও তদীয় জল পান করিবামাত্র পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণ শরীর প্রাপ্ত হন। ১৭৯-১৮০

সেই অমৃতকুণ্ড হইতে সন্ধ্যানদী নিঃসৃত হইয়াছেন, তথায় স্নান করিলে মনুষ্য চিরজীবী এবং নীরোগ হয়। ১৮১

সেই নদীর পূর্ব্বে ললিতানাম্নী মনোহারিণী দক্ষিণ-সাগর-গামিনী এক মহতী নদী আছে; মহাদেব ঐ নদীকে অবতারিত করেন। ১৮২

যে মনুষ্য, বৈশাখমাসের শুক্লতৃতীয়াতে ললিতা-স্নান করে, সে শিবলোক-প্রাপ্ত হয়। ১৮৩

ললিতা নদীর পূর্ব্বতীরে ভগবান্ নামে এক পর্ব্বত আছে; ভগবান্ বিষ্ণু, লিঙ্গরূপে তথায় বর্ত্তমান আছেন। ১৮৪

যে মনুষ্য, শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে ললিতা-স্নান করিয়া ভগবৎ-পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক পরমেশ্বর বিষ্ণুর পূজা করে, সে সশরীরে বিষ্ণুলোকে গমন করে। ১৮৫

পূর্ব্বোক্ত এবং এই সমস্ত নদী—সকলেই উত্তরবাহিত এবং দক্ষিণ-সাগর-গামিনী; এইসকল নদীই গঙ্গাসদৃশ। ১৮৬

১। পূর্বভাগে।

কামাখ্যাং প্রথমং দৃষ্ট্বা স্নাত্বা চৈবোর্ব্বশীজলে।
য এতাসু চরেৎ স্নানং স তু মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৮৭

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৯

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

শাশ্বতী কথিতা যা তু নদী মৎস্যধ্বজাসিতা।
তস্যাঃ পূর্ব্বে সমাখ্যাতা নদী দীপবতী মতা॥ ১
এষা চ হিমবজ্জাতা ছিন্দন্তী দীপবত্তমঃ।
তেন দেবমনুষ্যেষু নদী দীপবতী স্মৃতা॥ ২
দীপবত্যাঃ পূর্ব্বতস্তু শৃঙ্গাটো নাম পর্ব্বতঃ।
তত্র দেবস্য ভর্গস্য লিঙ্গমেকং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৩
সরিত্তু সিদ্ধা ত্রিংস্রোতা দক্ষিণোদধিগামিনী॥ ৪
শৃঙ্গাটকস্য সততং স্রবন্তী সা তু পাদতঃ।
দক্ষিণং সাগরং যাতি ভর্গস্য প্রিয়কারিণী॥ ৫
সলিলে যো নরঃ স্নাত্বা ত্রিংস্রোতায়া নরোত্তমঃ।
শৃঙ্গাটকং সমারুহ্য পূজয়েল্লিঙ্গশঙ্করম্॥ ৬
স দীপ্তকায়ঃ শুদ্ধাত্মা প্রাপ্য কামানিহাতুলান্।
অন্তে ভর্গগৃহং যাতি ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ৭

যে ব্যক্তি প্রথমতঃ কামাখ্যা-দর্শন, পরে ঊর্ব্বশীকুণ্ডে স্নান করিয়া এই সকল নদীতে স্নান করে, তাহার মুক্তিলাভ হয়। ১৮৭

ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৯

অশীতিতম অধ্যায়

নদী বিবরণের উপসংহার

ঔর্ব্ব বলিলেন,—মৎস্য-ধ্বজাধিষ্ঠিত শাশ্বতী নামে যে নদীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার পূর্ব্বে দীপবতী নামে এক নদী আছে। ১

দীপবতী নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন এবং দীপের ন্যায় অন্ধকার নষ্ট করে, এইজন্য দেব-মনুষ্য-সমাজে দীপবতী নামে তাহার প্রসিদ্ধি। ২

দীপবতী-নদীর পূর্ব্বদিকে শৃঙ্গাট নামে পর্ব্বত, তথায় দেবদেব মহাদেবের একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ৩

সিদ্ধ-ত্রিস্রোতা-নামে দক্ষিণসাগরগামিনী এক নদী শৃঙ্গাটক পর্ব্বত হইতে ক্ষরিত হইয়া তদীয় পাদমূলেই প্রবাহিত। ৪

সেই শিব-প্রিয়-কারিণী নদী, সেখান দিয়াই দক্ষিণ সাগরে গিয়াছেন। ৫

হে নরশ্রেষ্ঠ, সেই নদীর জলে স্নান করিয়া শৃঙ্গাটক-পর্ব্বতে আরোহণ-

হরস্তু দ্বিভুজস্তস্মিন্ সদা বৃষভবাহনঃ ।
উময়া রমতে সার্দ্ধং বামদেবস্য মন্ত্রকৈঃ ॥ ৮
তন্ত্রৈশ্চ পূজয়েদ্দেবমুমামন্ত্রেণ চণ্ডিকাম্ ।
তৎপূর্ব্বতো নিম্নগা তু নাম্না তু বৃদ্ধবেদিকা ॥ ৯
তস্যাং স্নাত্বা ফলং মর্ত্ত্যো বেদিকাস্নানজং লভেৎ ॥ ১০
ততো ভট্টারিকা নাম হিমশৈলসমুদ্ভবা ।
মহানদী দেবগণৈর্যা সদোপাস্যতে সুখম্ ॥ ১১
তস্যাং যঃ কুরুতে স্নানং যুগাদিষু চতুর্ষ্বপি ।
স যাতি পরমং স্থানং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১২
অস্তি নাটকশৈলে তু সরো মানসসন্নিভম্ ।
যত্র সার্দ্ধং শৈলপুত্র্যা জলক্রীড়াং সদা হরঃ ।
কুরুতে নরশার্দ্দূল স্বর্ণপঙ্কজশোভিতে ॥ ১৩
তস্য পশ্চান্মধ্যপূর্ব্বভাগেভ্যস্তু সরিত্রয়ম্ ।
অবতীর্য্যং প্রয়াত্যেব দক্ষিণং সাগরং প্রতি ॥ ১৪
তস্য পশ্চিমভাগে তু নদী দিক্করিকাহ্বয়া ।
দিগ্গজক্ষতসঞ্জাতা তেন দিক্করিকাহ্বয়া ॥ ১৫
মধ্যভাগাৎ সৃতা যা তু[1] শঙ্করেণাবতারিতা ।
বৃদ্ধগঙ্গাহ্বয়া সা তু গঙ্গেব ফলদায়িনী ॥ ১৬

পূর্ব্বক লিঙ্গরূপী শঙ্করের পূজা করে। সে, শুদ্ধচিত্ত ও উজ্জ্বল-সুন্দর শরীর-সম্পন্ন হইয়া ইহলোকে অতুলনীয় অভিলষিত বস্তুলাভ এবং অন্তে শিবলোকে গমন করে, তাহার পর মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ৬-৭

তথায় হর,—দ্বিভুজ—বৃষভ-বাহনরূপে উমার সহিত ক্রীড়া করত অবস্থিত; বামদেবের মন্ত্র ও পূজাপদ্ধতি অনুসারে তাঁহার এবং উমা-মন্ত্রানুসারে দেবীর পূজা করিবে। তাহার পূর্ব্বদিকে বৃদ্ধ-বেদিকা নামে নদী। ৮-৯

মানুষ, সেখানে স্নান করিলে বেদিকা স্নানফল প্রাপ্ত হয়। ১০

তৎপরে হিমালয়গিরি সম্ভূতা ভট্টারিকা নামে মহানদী, দেবগণ সুখে এই নদীর জল সেবা করিয়া থাকেন। ১১

যে ব্যক্তি, চারিটি যুগাদ্যা তিথিতে সেই নদীতে স্নান করে, তাহার পরম-পদ বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। ১২

নাটকপর্ব্বতে মানস-সরোবরসদৃশ একটী সরোবর আছে; হে নর-শার্দ্দূল! স্বর্ণ-কমল শোভিত এই সরোবরে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত সতত জলক্রীড়া করেন। ১৩

সেই পর্ব্বতের পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্বভাগ হইতে তিনটী নদী উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ সাগরাভিমুখে চলিয়াছে। ১৪

তাহার পশ্চিমভাগোৎপন্ন নদীর নাম দিক্করিকা; দিগ্হস্তীদিগের আঘাতে উহার উৎপত্তি বলিয়া ঐ নদীর নাম হইয়াছে দিক্করিকা। ১৫

যে নদী, মধ্যভাগ হইতে নিঃসৃতা, শঙ্করের অবতারিতা সেই নদীর নাম বৃদ্ধগঙ্গা; বৃদ্ধগঙ্গা গঙ্গার ন্যায় ফলদায়িনী। ১৬

১। মধ্যভাগসৃতাযাস্তু।

যা নিঃসৃতা পূর্ব্বভাগাত্তস্মাদ্গিরিবরান্নদী।
সুবর্ণস্রাবিণী খ্যাতা[1] সা গঙ্গাসদৃশীফলে॥ ১৭
কুর্ব্বত্যাঃ সরসি স্নানং পার্ব্বত্যাশ্চ শরীরতঃ।
নিঃসৃতাঃ স্বর্ণকণিকাস্তা বহতি শনৈরিমাঃ॥ ১৮
ক্রীড়ার্থং শম্ভুনা গাত্রে কণিকাভিঃ[2] সমাচিতাঃ।
স্নানাত্তত্র সংলগ্নাস্তচ্চন্দনবিন্দবঃ॥ ১৯
তা উমায়াঃ শরীরাত্তু সংস্রবন্তি জলৈঃ সহ।
ততঃ স্বর্ণবহা নাম স্বর্ণশ্রীঃ সর্ব্বতোঽধিকা॥ ২০
এতাসু চৈত্রমাসস্য স্নাত্বা মর্ত্ত্যো নরর্ষভঃ।
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং ত্রিকালং যত্র মানবঃ॥ ২১
চিরং দেবীগৃহে স্থিত্বা শেষে ব্রহ্মগৃহং ব্রজেৎ।
ভূমাববগতঃ পশ্চাৎ সার্ব্বভৌমো নৃপো ভবেৎ॥ ২২
বৃদ্ধগঙ্গাজলস্যান্তস্তীরে ব্রহ্মসুতস্য বৈ।
বিশ্বনাথাহ্বয়ো দেবঃ শিবলিঙ্গসমন্বিতঃ॥ ২৩
বিশ্বদেবী মহাদেবী যোনিমণ্ডলরূপিণী।
হয়গ্রীবেণ সুযুধে তত্র দেবো জগৎপতিঃ॥ ২৪
হয়গ্রীবং তত্র হত্বা মণিকূটং পুরাগতম্।
তত্র যঃ পূজয়েদ্দুর্গাং শারদাং তন্ত্রমন্ত্রকৈঃ॥ ২৫
হয়গ্রীবস্য মন্ত্রেণ তন্ত্রেণ গরুড়ধ্বজম্।
কামেশ্বরস্য তন্ত্রেণ মন্ত্রেণাপি চ শঙ্করম্॥ ২৬
যো যজেৎ পরয়া ভক্ত্যা দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ২৭

যে নদী, সেই গিরিবরের পূর্ব্বভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহার নাম সুবর্ণশ্রী; এই নদীও গঙ্গার ন্যায় ফলপ্রদা। ১৭

পার্ব্বতীর স্নান করিবার সময়ে শরীরবিচ্যুত স্বর্ণকণিকা—এই নদী ধীরে ধীরে বহন করে। ১৮

শম্ভু, ক্রীড়া সময়ে পার্ব্বতীর গাত্রে সুবর্ণ-কণার সহিত যে চন্দনবিন্দু অর্পণ করেন, স্নান সময়ে সেই স্বর্ণকণিকা ও চন্দনবিন্দু স্বর্ণশ্রীর জলে ধৌত হইয়া যায়, এই জন্য সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নদী সুবর্ণ-শ্রীর নামান্তর স্বর্ণবহা। ১৯-২০

নরশ্রেষ্ঠ, চৈত্রমাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে সংযতচিত্তে এই সকল নদীতে ত্রৈকালিক স্নান করিলে বহুকাল দেবী-গৃহে থাকিয়া শেষে ব্রহ্মলোকে গমন করে। তথা হইতে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সার্ব্বভৌম নরপতি হয়। ২১-২২

বৃদ্ধগঙ্গার জলমধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে, বিশ্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ এবং যোনিমণ্ডলরূপা মহাদেবী বিশ্বদেবী অবস্থিত। ২৩

পূর্ব্বকালে জগৎপতি মহাদেব, তথায় হয়গ্রীবের সহিত যুদ্ধ করেন এবং হয়গ্রীবকে বধ করিয়া মণিকূটে গমন করেন। ২৪

তথায় যে ব্যক্তি দ্বাদশী, অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া, শারদামন্ত্র ও পূজাক্রমানুসারে ভগবতী দুর্গাকে, হয়গ্রীব-মন্ত্র-তন্ত্রানুসারে

১। সুবর্ণশ্রীরিতি বিখ্যাতা। ২। কণিকাভিঃ।

কল্পকোটিত্রয়ং স্থিত্বা শিবগেহে গৃহে হরেঃ[১] ।
তাবন্তং সংস্থিতঃ কালং তাবচ্চ শিবাগৃহে ।
শেষে ভুবং-সমাসাদ্য বেদবিদ্ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ২৮
নদ্যাঃ স্বর্ণশ্রিয়ঃ পূর্ব্বং নদী কামাহ্বয়া শুভা ।
কামায়াঃ পূর্ব্বভাগে তু নদী সোমাশনাহ্বয়া ॥ ২৯
সোমাশনায়াঃ পূর্ব্বস্যাং নদী নাম্না বৃষোদকা ।
ততঃ পূর্ব্বে কামরূপং পীঠং যে জগতাং প্রসূঃ ॥ ৩০
জগন্ময়ী মহামায়া দেবী দিক্করবাসিনী ॥ ৩১
এতা যাঃ কথিতা নদ্যঃ সকলা দক্ষিণস্রবাঃ ।
তাসু স্নাত্বা চ পীত্বা চ স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩২
প্রান্তে দিক্করবাসিন্যাঃ সদা বহতি স্বর্ণদী ।
সিতগঙ্গাহ্বয়া লোকে সাক্ষাদ্ গঙ্গাফলপ্রদা ॥ ৩৩
সা ভূমিপীঠসংস্থা চ দেবী দিক্করবাসিনী ।
অন্তর্জলেন[২] প্লাবয়ন্তী যাতি প্রত্যক্ষতাং সুরৈঃ[৩] ॥ ৩৪
সিতগঙ্গাজলে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা শম্ভুং হরিং বিধিম্ ।
ইষ্ট্বা ললিতকান্তাখ্যাং পুনর্যোনৌ ন জায়তে ॥ ৩৫
লিঙ্গস্বরূপী ভগবাঞ্ছম্ভুস্তত্র স্বয়ং স্থিতঃ ।
বিষ্ণুঃ শিলাস্বরূপেণ ব্রহ্মালিঙ্গস্বরূপধৃক্ ॥ ৩৬

গরুড়ধ্বজকে এবং কামেশ্বরের মন্ত্র তন্ত্রানুসারে শঙ্করকে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ২৫-২৭

সে ব্যক্তি, তিন কল্পকাল শিবধামে, তিন কল্প বিষ্ণুধামে এবং তিনকল্প দুর্গা-ধামে অবস্থিত হইয়া পরিশেষে পৃথিবীতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ২৮

সুবর্ণশ্রী নদীর পূর্ব্বভাগে নির্ম্মলসলিলা কামা-নদী, কামা নদীর পূর্ব্বভাগে সোমাশনা নদী। ২৯

সোমাশনা নদীর পূর্ব্বদিকে বৃষোদকা-নাম্নী নদী। ৩০

তাহার পূর্ব্বে কামরূপ পীঠের প্রান্তভাগে মহামায়া জগজ্জননী দেবী দিক্করবাসিনীরূপে অবস্থিত; পূর্ব্বে ইঁহার কথা বলিয়াছি। ৩১

এই যে সকল নদী বলিলাম, ইহারা সকলেই দক্ষিণ-বাহিনী; ইহাতে স্নান এবং ইহাদিগের জল পান করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ৩২

দিক্করবাসিনীর প্রান্তভাগে শ্বেতগঙ্গা নামে স্বর্ণদী—সদা প্রবাহিত; এই নদী সাক্ষাৎ-গঙ্গা-সদৃশ ফলদায়িনী। ৩৩

ভূমি-পীঠস্থিতা দিক্করবাসিনী দেবী, অন্তঃসলিলে প্লাবিত করত বিষ্ণুর প্রত্যক্ষগোচর হন। ৩৪

শ্বেতগঙ্গাজলে স্নান করিবার পর, হরি-হর-বিরিঞ্চিকে দর্শনপূর্ব্বক ললিত-কান্তা দেবীর পূজা করিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৩৫

দিক্কর-বাসিনী দেবীর পীঠে স্বয়ং ভগবান্ শম্ভু লিঙ্গরূপে, বিষ্ণু শিলারূপে এবং ব্রহ্মা লিঙ্গরূপে অবস্থিত। ৩৬

১। শিবলোকে গৃহে তু যঃ।
২। ......জলেঃ।
৩। প্রত্যক্ষমাতৃরৈঃ।

পীঠে দিক্করবাসিন্যা দ্বিরূপা রমতে শিবা।
তীক্ষ্ণকান্তাহ্বয়া চৈকা যোগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৭
পরা ললিতকান্তাখ্যা যা[1] শ্রীমঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৩৮
তস্যাস্তু সততং রূপং তীক্ষ্ণকান্তাহ্বয়ং নৃপ ॥ ৩৯
কৃষ্ণা লম্বোদরী যা তু সা স্যাদেকজটা শিবা।
তেন রূপেণ তাং দেবীং সততং পরিপূজয়েৎ ॥ ৪০
অঙ্গমন্ত্রঞ্চ রূপঞ্চ তস্যাঃ প্রাক্প্রতিপাদিতম্।
ত্রিকোণং মণ্ডলঞ্চাস্যাঃ কর্ত্তব্যং মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥ ৪১
আদৌ রেখে ততঃ পশ্চাৎ সুরেখেতি পদং ততঃ।
তথা পদঞ্চাবিপমা তিষ্ঠন্তিতি পদং ততঃ।
মণ্ডলস্যাস্য মন্ত্রোঽয়ং তীক্ষ্ণায়াঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪২
নরত্রিপুরদেবাদিযমবেতালদুর্দ্ধরাঃ।
গণপ্রমেতাস্তকান্তা দ্বারপালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৩
এতাংস্তু পূজয়েৎ সম্যঙ্ মণ্ডলস্যাষ্টদিক্ষু বৈ।
আদৌ সম্বোধনং কৃত্বা বজ্রপুষ্পং ততঃ পরম্।
মন্ত্রিজায়াং[2] ততঃ পশ্চান্মন্ত্রমেষাং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৪
পাত্রোপকরণাদীনাং[3] স্থানন্যাসস্য সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বমুত্তরতন্ত্রোক্তং গ্রাহ্যং রূপদ্বয়েঽপি চ ॥ ৪৫
চামুণ্ডা চ করালা চ সুভগা ভীষণা ভগা।
বিকটেতি চ যোগিন্যঃ প্রোক্তা যস্যাস্তথৈব ষট্[4] ॥ ৪৬

আর সেখানে দেবী দুর্গা, তীক্ষ্ণকান্তা ও উগ্রতারা—এই দুইরূপে বিহার করেন। ৩৭

রাজন্! ললিতকান্তা নাম্নী পরাৎপরা মঙ্গলচণ্ডিকারই নাম তীক্ষ্ণকান্তা। তীক্ষ্ণকান্তা দেবী কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী, একজটারূপা। সেই দেবীকে সাধক, সতত সেই রূপানুসারেই পূজা করিবে। ৩৮-৪০

ইহাঁর অঙ্গমন্ত্র, অঙ্গিমন্ত্র ও রূপ পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি। মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক ইহাঁর ত্রিকোণমণ্ডল কর্ত্তব্য। ৪১

"রেখে সুরেখে তথা তিষ্ঠন্তু" ইহাই তীক্ষ্ণকান্তার মণ্ডলন্যাস মন্ত্র কীর্ত্তিত হইল। ৪২

নরান্তক, ত্রিপুরান্তক, দেবান্তক, যমান্তক, বেতালান্তক, দুর্দ্ধরান্তক, গণান্তক এবং প্রমান্তক—এই কয়জন, তীক্ষ্ণকান্তার দ্বারপাল। ৪৩

মণ্ডলের আটদিকে সম্পূর্ণরূপে ইহাঁদিগের পূজা করিবে। সম্বোধনান্ত এক একটি এই নাম তৎপরে "বজ্রপুষ্পং" তৎপরে "স্বাহা" একত্র করিলে যাহা হয়, তাহাই এই দ্বারপালদিগের মন্ত্র। ৪৪

তীক্ষ্ণকান্তা ও উগ্রতারা এই দুই মূর্ত্তিতেই পাত্র, উপকরণ, স্থান-ন্যাস ইত্যাদির—বিবরণ সমুদায় উত্তর-তন্ত্র-মতে গ্রাহ্য। ৪৫

রাজন্! চামুণ্ডা, করালা, সুভগা, ভীষণা, ভগা এবং বিকটা—দেবীর এই ছয়জন যোগিনী। ৪৬

১। সা। ২। বহ্নিজায়া। ৩। স্থানং ন্যাসত।
৪। প্রোক্তাস্তস্যাস্তু দ্বাপতে।

হে ভগবত্যোকজটে বিদ্মহে পদমন্ততঃ।
বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ॥ ৪৭
এষা[১] তু তীক্ষ্ণগায়ত্রী পীঠদেব্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা।
নির্ম্মাল্যধারিণী চাস্যা দেবী বিকটচণ্ডিকা॥ ৪৮
মালা তু মৃন্ময়ী প্রোক্তা রুদ্রাক্ষসম্ভবাপি বা।
বিশেষ এষ দেব্যাস্তু পূজনে পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৪৯
উপচারাদিকং কৃত্যং বলিদানং জপাদিকম্।
সর্ব্বঞ্চ পূর্ব্ববদ্ গ্রাহ্যং কামাখ্যাপূজনে যথা॥ ৫০
পানেষু মদিরা শস্তা নরো বলিষু পার্থিব।
মোদকো নারিকেলঞ্চ মাংসব্যঞ্জনমৈক্ষবম্।
নৈবেদ্যেষু প্রিয়করাস্তীক্ষ্ণায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৫১
যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরদাভয়হস্তা সা দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥ ৫২
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা।
রক্তকৌশেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা॥ ৫৩
নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা।
উমাস্যা ভাবিতং মন্ত্রং যৎ পূর্ব্বং হ্যেকমক্ষরম্॥ ৫৪
মন্ত্রমস্যাস্তু তজ্জ্ঞেয়ং তেন দেবীং প্রপূজয়েৎ॥ ৫৫
নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ত্বাং চণ্ডিকায়ৈ তু ধীমহি।
তন্নো ললিতকান্তেতি ততঃ পশ্চাৎ প্রচোদয়াৎ॥ ৫৬
এষা ললিতগায়ত্রী দেব্যা ইষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা[২]।
লোহিতাক্ষস্য দিবসঃ প্রিয়োঽস্যাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৭

'হে ভগবত্যোকজটে বিদ্মহে বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ' ইহাই পীঠদেবী তীক্ষ্ণকান্তার গায়ত্রী। বিকট-চণ্ডিকা দেবী ইঁহার নির্ম্মাল্যধারিণী। ৪৭-৪৮

ইঁহার জপমালা মৃন্ময়ী বা রুদ্রাক্ষ-সম্ভূতা হইবে। তীক্ষ্ণকান্তা দেবীর পূজাতে যাহা বিশেষ আছে, তাহাই বলিলাম। ৪৯

এতদ্ভিন্ন উপচার বলিদান জপ প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যই পূর্ব্বোক্ত কামাখ্যা পূজার ন্যায় করিতে হইবে। ৫০

নরনাথ! তীক্ষ্ণকান্তাদেবীর পানীয়ের মধ্যে মদিরা, বলির মধ্যে নরবলি এবং নৈবেদ্যের মধ্যে মোদক, নারিকেল, মাংস, ব্যঞ্জন ও ইক্ষুই প্রশস্ত এবং তাঁহার প্রীতিপ্রদ। ৫১

বরাভয়দায়িনী দ্বিভুজা গৌরবর্ণা রক্তপদ্মাসনে অবস্থিতা মুকুট-কুণ্ডল-মণ্ডিতা রক্ত-কৌষেয়-বসন-পরিধানা সস্মিতমুখী প্রসন্নবদনা। ৫২-৫৩

নব-যৌবন-সম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিত-প্রভা ললিত-কান্তা নাম্নী মঙ্গলচণ্ডিকা-দেবীর মন্ত্র পূর্ব্বোক্ত একাক্ষর উমা-মন্ত্রই জানিবে। তদ্দ্বারাই তাঁহার পূজা করিবে। ৫৪-৫৫

"নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ত্বাং চণ্ডিকায়ৈ ধীমহি তন্নো ললিতকান্তা প্রচোদয়াৎ"

১। পূর্বা। ২। প্রতিষ্ঠিতা।

কালো বসন্তকালশ্চ স্বরশ্চাপি তু পঞ্চমঃ ॥ ৫৮
অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ পূজা কার্য্যা বিভূতয়ে ॥ ৫৯
নির্ম্মাল্যধারিণী চাস্যা দেবী ললিতচণ্ডিকা।
দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ সমাযুক্তমক্ষতং প্রীতিদং পরম্ ॥ ৬০
অবমস্যা বিশেষস্তু পূজনে পরিকীর্ত্তিতঃ।
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রস্য তন্ত্রং গ্রাহ্যন্তু পূজনে[১] ॥ ৬১
উপচারো বলিশ্চাস্যা বিহিতো যঃ ক্রমঃ পুরা।
মহামায়ামহাদেব্যাস্তদগ্রাহ্যং পরিপূজনে ॥ ৬২
ঘণাত্রকুধিরং দদ্যাদায়নস্ত হিতায় বৈ।
পটেষু প্রতিমায়াং বা ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকাম্ ॥ ৬৩
যঃ পূজয়েদ্ভৌমদিনে তত্তৈর্দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ[২] শিবাম্।
সততং সাধকঃ সোঽপি কামমিষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৪
এবং দিক্করবাসিন্যাঃ কথিতঃ পূজনক্রমঃ।
যচ্ছ্রুত্বা নাশুভং কিঞ্চিদাপ্নোতি শ্রবণে রতঃ। ৬৫
দিক্করস্তরুণঃ[৩] প্রোক্তস্তথা শম্ভুশ্চ দিক্করঃ।
তস্মিন্নধ্যুষিতা দেবী তস্মাদ্দিক্করবাসিনী ॥ ৬৬
জগত্রয়েঽপি যস্যাস্তু সদৃশী কাপি সুন্দরী।
নাস্যাস্তি ললিতা তেন দেবী ললিতকান্তিকা ॥ ৬৭
শঙ্করস্য পুরা প্রোক্তো গ্রাহ্যো বৈ পূজনক্রমঃ।
শৃণু রাজন্নবহিতো ক্রমশঃ পূজনক্রমম্ ॥ ৬৮

ইহাই ইষ্ট সিদ্ধি-দায়িনী ললিত-কান্তার গায়ত্রী। মঙ্গলবারই ললিতকান্তা দেবীর প্রিয় বার। ৫৬-৫৭

বসন্তকাল এবং পঞ্চমস্বরও ইঁহার প্রিয়। উন্নতি উদ্দেশে অষ্টমী এবং নবমীতে ইঁহাকে পূজা করিবে। ৫৮-৫৯

ললিত চণ্ডিকাদেবী ইঁহার নির্ম্মাল্যধারিণী। দূর্ব্বাঙ্কুর এবং আতপ-তণ্ডুলে ইঁনি অতিশয় প্রীতিযুক্ত। ৬০

ললিত-কান্তা-পূজনে ইহাই বিশেষ বিধি; এতদ্ভিন্ন পূজার আর সমস্ত বিষয় বৈষ্ণবী পূজাপ্রণালী অনুসারে করিবে। ৬১

মহাদেবী মহামায়ার পূজাতে যেরূপ উপচার ও বলির ব্যবস্থা আছে, ইঁহার পূজাতে তাহাই গ্রাহ্য। ৬২

যে ব্যক্তি মঙ্গলবারে, ঘটে, পটে বা প্রতিমাতে মঙ্গলচণ্ডী-দেবীকে পূজা করিবে, সেই সাধকশ্রেষ্ঠ অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবে। ৬৩

দিক্করবাসিনীর পূজনক্রম এই কথিত হইল, ইহা শ্রবণ করিলে শ্রোতার কোনরূপ অশুভ হয় না। ৬৫

দিক্কর শব্দে যুবা ও শিব; তিনি দিক্করের উপর অবস্থিতা বলিয়া দিক্করবাসিনী নামে অভিহিতা হন। ৬৬

ত্রিজগতে তাঁহার সদৃশ ললিত-সুন্দরী আর কেহ নাই, এইজন্য দেবীর "ললিত-কান্তা" নাম হইয়াছে। ৬৭

১। বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রং চ মন্ত্রং গ্রাহ্যং তু পূজনে।
২। ......দূর্ব্বাক্ষতৈঃ।
৩। দিক্করস্বরূপঃ।

ব্রহ্মবীজং পুরা প্রোক্তং তন্মন্ত্রং সর্ব্বতশ্চরেৎ।
তেনৈব তস্য সম্পূজ্য পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৯
এতস্য চাঙ্গমন্ত্রস্তু যথা ভর্গেণ ভাষিতম্।
বেতালভৈরবাভ্যাস্তু রূপঞ্চ শৃণু ভূমিপ॥ ৭০
পস্তৃতীয়শ্চ বহ্নিশ্চ শেষঃ স্বরসমন্বিতঃ।
চন্দ্রবিন্দুসমাযুক্তো ব্রহ্মমন্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৭১
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ ব্রহ্মাণং যঃ প্রপূজয়েৎ।
স কামমিষ্টং সম্প্রাপ্য ব্রহ্মলোকেষু মোদতে॥ ৭২
ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্ব্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিদ্রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন॥ ৭৩
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুং বামকরে স্রুচং[1] হস্তে চ দক্ষিণে।
দক্ষিণাধস্তথামালাং বামাধশ্চ তথা স্রুবম্[2]॥ ৭৪
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ[3] সর্ব্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ।
সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী॥ ৭৫
সর্ব্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্য্যাদেবং বিচিন্তনম্।
চতুষ্কোণং চতুর্দ্বারমষ্টপত্রসমন্বিতম্॥ ৭৬
চতুষ্কোণেঽস্কিতস্তু স্রক্কমণ্ডলুস্রুক্স্রুবৈঃ।
সম্মার্জ্জনাদিকং সর্ব্বং যাশ্চান্যাঃ প্রতিপত্তয়ঃ॥ ৭৭

শঙ্করের পূর্ব্বোক্ত পূজাক্রমই এই শক্তির পূজাতেও গ্রাহ্য। হে রাজন্! একাগ্রমনে ব্রহ্মার পূজনক্রম শ্রবণ কর। ৬৮

ব্রহ্মার বীজ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সেই মন্ত্রই সর্ব্বত্র গ্রাহ্য; মানব, তদ্দ্বারাই ব্রহ্মাকে পূজা করিলে, পরম নির্ব্বাণ লাভ করে ৬৯

হে রাজন্! মহাদেব, বেতালভৈরবের নিকট ইঁহার যে অঙ্গ-মন্ত্র ও রূপ বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর! ৭০

পবর্গের তৃতীয় বর্ণ, তন্নিয়ে রকার যোগ করিলে "ব্র" তাহাতে ঊকার এবং চন্দ্র-বিন্দু যোগ করিলে ব্রহ্মমন্ত্র কীর্ত্তিত হয়। ৭১

যে ব্যক্তি এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মার পূজা করিবে, সে অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বিহার করে। ৭২

ব্রহ্মা,—উন্নতকায়, উন্নতাঙ্গ, কমণ্ডলুধারী চতুর্ভুজ এবং চতুর্ম্মুখ; তিনি কখন রক্তকমলে, কখন বা হংসে আরোহণ করিয়া থাকেন। ৭৩

তাঁহার বর্ণ রক্ত-গৌর, তাঁহার ঊর্দ্ধ বাম-করে কমণ্ডলু, ঊর্দ্ধ দক্ষিণ করে স্রুক্, অধো-বাম করে স্রুব, অধোদক্ষিণ করে মালা, সাবিত্রী ও আজ্যস্থালী তাঁহার বামপার্শ্বে; সরস্বতী দক্ষিণ পার্শ্বে। ৭৪-৭৫

সমস্ত বেদ ও ঋষিমণ্ডলী অগ্রভাগে অবস্থিত; এইরূপ ভাবে ব্রহ্মার চিন্তা করিবে। তাঁহার মণ্ডল, চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বার, অষ্ট পত্র-সমন্বিত। ৭৬

মণ্ডলের চারিকোণে স্রক্, কমণ্ডলু, স্রুক্ এবং স্রুব আঁকিবে। সম্মার্জ্জনাদি অন্য সমুদায় প্রতিপত্তি এবং যোগপীঠের অঙ্গাদি সমস্তই উত্তরতন্ত্রমতে গ্রাহ্য।

১। স্রুবং। ২। স্রুচঃ। ৩। বেদাঃ।

দুষ্টাস্তোত্তরতন্ত্রোক্তা যোগপীঠেঽম্বিকাদিকাঃ।
আধারশক্তিপ্রমুখাংস্তথা সর্ব্বাংস্তু পূজয়েৎ ॥ ৭৮
অষ্টপত্রেষু[1] পদ্মস্য দিক্‌পালাংশ্চ প্রপূজয়েৎ।
পদ্মাসনায় বিদ্মহে হংসারূঢ়ায় ধীমহি ॥ ৭৯
তন্নো ব্রহ্মন্নিতি পদং ততঃ পশ্চাৎ প্রচোদয়াৎ।
এষা তু ব্রহ্মগায়ত্রী পূজয়েদনয়া বিধিম্ ॥ ৮০
নির্ম্মাল্যধারী চৈতস্য সনৎকুমার উচ্যতে।
উপচারাঃ পূর্ব্ববত্তু[2] নেত্রাঞ্জনবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৮১
রক্তকৌশেয়বস্ত্রন্তু ব্রহ্মপ্রীতিকরং পরম্।
অন্নং সপায়সং সর্পিস্তিলসংযুক্তক ভাজনম্ ॥ ৮২
সিতরক্তসমাযুক্তং চন্দনং পরিকীর্ত্তিতম্।
পার্শ্বয়োঃ শঙ্করং বিষ্ণুং পূজনে পূজয়েৎ পুরঃ[3] ॥ ৮৩
স্রুবাদীন্ করসংস্থাংস্তু মণ্ডলে পরিপূজয়েৎ।
সরস্বতীঞ্চ সাবিত্রীং হংসং পদ্মং তথৈব চ ॥ ৮৪
অয়ং বিশেষঃ কথিতঃ প্রণামশ্চাস্য দণ্ডবৎ।
পদ্মবীজভবা মালা জপকর্ম্মণি কীর্ত্তিতা ॥ ৮৫
পূর্ণাদর্শৌ তিথী প্রোক্তৌ পূজাকর্ম্মণি সর্ব্বদা।
ক্ষীরেণার্ঘং প্রদাতব্যং সর্ব্বদা ব্রহ্মণে নৃপ ॥ ৮৬
অযন্তে কথিতো ভূপ যথা ভর্গেণ ভাষিতঃ।
দর্শয়তা স্বপুত্রাভ্যাং কামরূপাহ্বয়ং শুভম্ ॥ ৮৭
যত্র তত্র বিধিস্ত্বেব সাধকঃ পরিপূজয়েৎ।
পীঠে সম্যক্ পূজয়িত্বা পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৮

আধারশক্তি প্রভৃতি সকলকে এবং পদ্মের অষ্টপত্রে দিক্‌পালদিগকে পূজা করিবে। ৭৭-৭৮

"পদ্মাসনায় বিদ্মহে হংসারূঢ়ায় ধীমহি, তন্নো ব্রহ্মন্ প্রচোদয়াৎ" ইহা ব্রহ্মার গায়ত্রী; ইহা দ্বারা পূজা করিবে। সনৎকুমার ইঁহার নির্ম্মাল্যধারী। ৭৮-৮০

নেত্রঞ্জন ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত উপচারই ব্রহ্মাকে দেওয়া যাইবে। রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র, ব্রহ্মার পরম প্রীতিকর। ৮১

অন্ন, পায়স এবং তিলযুক্ত ঘৃতই ব্রহ্মার প্রধান ভোজ্য। শ্বেত চন্দন ও রক্ত চন্দন মিশ্রিত চন্দন—ব্রহ্মার প্রিয়। ৮২

ব্রহ্মার পার্শ্বে বিষ্ণু ও শিবকে পূজা করিবে। ব্রহ্মার করস্থিত স্রুবাদি, সরস্বতী, সাবিত্রী, হংস ও পদ্ম ইঁহাদিগের পূজা মণ্ডলমধ্যে করিবে। ৮৩

ইঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হয়, ব্রহ্ম-পূজনে ইহাই বিশেষ। পদ্মবীজ-সম্ভূত মালা দ্বারা ইঁহার জপ করিবে। ৮৫

পূর্ণিমা ও অমাবস্যা—ইঁহার পূজায় উপযুক্ত তিথি। রাজন্! ব্রহ্মাকে দুগ্ধ দ্বারা অর্ঘ্য দিবে। ৮৬

রাজন্! শিব, নিজ পুত্রদ্বয়কে কামরূপ পীঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে বলিলাম। ৮৭

১। পদ্মস্যাষ্টদিক্‌পালানপি। ২। নেত্রাঞ্জন......। ৩। পূজয়েৎ পূজয়েৎ পুনঃ।

কথিতা ব্রহ্মণঃ পূজা পূজনং শৃণু বৈষ্ণবম্ ।
বীজন্তু বাসুদেবস্য পুরৈব প্রতিপাদিতম্ ॥ ৮৯
তদঙ্গমন্ত্রং রাজেন্দ্র দ্বাদশাক্ষরমুচ্যতে ।
নমো ভগবতে পূর্ব্বং বাসুদেবায় বৈ পরম্ ॥ ৯০
অঙ্গমন্ত্রমিদঞ্চৈব[১] বাসুদেবস্য কীর্ত্তিতম্ ।
অস্য প্রত্যঙ্গরূপন্তু দধিবামনসংজ্ঞকম্ ॥ ৯১
তস্য মন্ত্রং নরশ্রেষ্ঠ শম্ভুনা ভাষিতং শৃণু ।
ওঁ নমো বিষ্ণবে পূর্ব্বং পদং তস্য প্রকীর্ত্তিতম্[২] ॥ ৯২
পদঞ্চ সুরপতয়ে চতুর্থ্যন্তং মহাবলম্ ।
স্বাহান্তং হৃদয়াসন্নং প্রত্যঙ্গবৈষ্ণবং মতম্ ॥ ৯৩
মন্ত্রত্রয়ন্তু[৩] যো বেদ বীজং প্রত্যঙ্গসংজ্ঞকম্ ।
স পুমান্ দেবকায়স্থ ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ৯৪
সর্ব্ব উত্তরতন্ত্রোক্তঃ ক্রমো গ্রাহ্যঃ প্রপূজনে ।
ত্রিষু মন্ত্রেষু চ সদা বিশেষং শৃণু ভূপতে ॥ ৯৫
রূপন্তু বীজমন্ত্রস্য প্রথমং শৃণু ভূপতে ।
পূর্ণচন্দ্রোপমঃ শুক্লঃ পক্ষিরাজোপরিস্থিতঃ ॥ ৯৬
চতুর্ভুজঃ পীতবস্ত্রৈস্ত্রিভিঃ সংবীতদেহভৃৎ ।
দক্ষিণোর্দ্ধে গদাং ধত্তে তদধো বিকচাম্বুজম্ ।
বামোর্দ্ধে চক্রমত্যুগ্রং ধত্তেঽধঃ শঙ্খমেব চ ॥ ৯৭

সাধক, ব্রহ্মাকে যেখানে সেখানে পূজা করিতে পারে, তবে এই পীঠে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পূজা করিলে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করে। ৮৮

ব্রহ্মার পূজা বলিলাম, এখন বিষ্ণুপূজা শ্রবণ কর, বাসুদেববীজ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ৮৯

রাজেন্দ্র! বাসুদেবের অঙ্গ মন্ত্র দ্বাদশাক্ষর। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" ইহাই বাসুদেবের অঙ্গমন্ত্র। ৯০

দধিবামন, প্রত্যঙ্গ রূপ; নরবর! শিব তাহার যে মন্ত্র বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ৯১

"ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা" ইহা হৃদয়াসন্ন বিষ্ণুর প্রত্যঙ্গ মন্ত্র। ৯২

যে ব্যক্তি অঙ্গী, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ এই তিন মন্ত্র বিশেষত প্রত্যঙ্গ মন্ত্র জানে, সে ব্যক্তি দেবশরীরে থাকে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৯৩-৯৪

উত্তর তন্ত্রোক্ত সমুদায় পরিপাট্যই ইহাঁর পূজাকার্য্যে গ্রাহ্য। ভূপতি! এই মন্ত্রত্রয়ে যাহা বিশেষ কথা আছে, তাহা শ্রবণ কর। ৯৫

রাজন্! প্রথমতঃ বীজ মন্ত্রের রূপ শ্রবণ কর। হরি,—পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ, গরুড়োপরি আসীন, চতুর্ভুজ, পীতবসনত্রয়ে আবৃত-দেহ, তাঁহার ঊর্দ্ধ-দক্ষিণ করে গদা, অধোদক্ষিণ করে প্রফুল্ল পদ্ম, ঊর্দ্ধ-বাম-করে অত্যুগ্র সুদর্শন চক্র, অধোবাম হস্তে শঙ্খ। ৯৬-৯৭

১। ......মন্ত্রং তবৈতচ্চ। ২। তত্র পূর্ব্বপদং প্রকীর্ত্তিতম্।
৩। মন্ত্রং যন্ত্রং।

শ্রীবৎসবক্ষাঃ সততং কৌস্তুভং হৃদি চাংশুমৎ ॥ ৯৮
ধত্তে কক্ষে হ্যধোবামে তূণীরং বাণপূরিতম্ ।
দক্ষিণে কোষগং খড়্গং নন্দকং সশরাসনম্ ॥ ৯৯
শীর্ষে কিরীটং সূদ্যোতং কর্ণয়োঃ কুণ্ডলদ্বয়ম্ ।
আজানুলম্বিনীং চিত্রাং বনমালাং গলে স্থিতাম্ ॥ ১০০
দধানং দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বে তু বিভ্রতম্ ।
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিন্তয়েদ্বরদং[১] হরিম্ ॥ ১০১
বীজমন্ত্রস্য রূপঞ্চ কথিতং তব পার্থিব ।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রস্য রূপমেতচ্ছৃণুষ্ব মে ॥ ১০২
নীলোৎপলদলশ্যামত্তথৈব চ চতুর্ভুজম্ ।
দক্ষিণোর্দ্ধস্থিতং পদ্মং গদাঞ্চাধ প্রযোজয়েৎ ॥ ১০৩
বামেঽধশ্চক্রমতুলং মূর্দ্ধি শঙ্খঞ্চ বিভ্রতম্ ।
চিন্তয়েদ্বরদং দেবং সর্ব্বমন্যচ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ১০৪
অষ্টাদশাক্ষরস্যাস্য প্রত্যঙ্গস্য চ চিন্তনম্[২] ।
শৃণু রাজন্নবহিতো দারিদ্র্যভয়নাশনম্[৩] ॥ ১০৫
পূর্ণেন্দুসদৃশং কান্ত্যা শুক্লবর্ণং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১০৬
করে বিচিন্তয়েদ্বামে পীযূষাপূরিতং ঘটম্ ।
দধ্যন্নখণ্ডসংযুক্তং দক্ষিণে স্বর্ণভাজনম্ ॥ ১০৭
পদ্মাসনগতং দেবং চন্দ্রমণ্ডলমধ্যগম্ ।
শুক্লবস্ত্রধরং দেবং প্রমাণাদ্বামনং সদা ॥ ১০৮
ঈষদ্ধাস্যসমাযুক্তং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্ ।
চিন্তয়েদ্বরদং দেবং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১০৯

তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস এবং প্রদীপ্ত কৌস্তুভমণি, বামকক্ষে বাণপূর্ণ তূণীর, দক্ষিণ কক্ষে শরাসন এবং কোষস্থিত নন্দক খড়্গ, তাঁহার মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট, কর্ণযুগলে কুণ্ডলদ্বয়, গলদেশে আজানুলম্বিত বিচিত্র বনমালা, দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মী দেবী, বামপার্শ্বে সরস্বতী,—এইরূপে সেই বরপ্রদ হরিকে চিন্তা করিবে। ৯৮-১০১

রাজন্! বীজমন্ত্রের রূপ তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের রূপ শ্রবণ কর। ১০২

ইনি নীলকমল-দল-শ্যামল, চতুর্ভুজ, ইঁহার ঊর্দ্ধ-দক্ষিণহস্তে পদ্ম, অধো-দক্ষিণহস্তে গদা, অধোবাম হস্তে অতুলনীয় চক্র, ঊর্দ্ধ বামহস্তে শঙ্খ, অপর সমস্ত পূর্ব্বেরই ন্যায়—এইরূপে এই বরদ দেবকে চিন্তা করিবে। ১০৩-১০৪

রাজন্! প্রত্যঙ্গ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের দারিদ্র্য ভয়নাশক রূপ বিবরণ একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর। ১০৫

ইনি পূর্ণচন্দ্রসদৃশ কমনীয় শুক্লবর্ণ, দ্বিভুজ : ইঁহার বামহস্তে সুধাপূর্ণ ঘট, দক্ষিণ হস্তে দধি-অন্ন-খণ্ডযুক্ত স্বর্ণপাত্র। ১০৬-১০৭

ইনি চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যে স্বর্ণাসনে অবস্থিত, শুক্লবস্ত্রপরিধান, বামনাকৃতি স্মিত-শোভিত। ১০৮

১। ঈশ্বরং। ২। চিন্তনম্। ৩। ......নাশনম্।

দহনপ্লবনাদৌ চ পূর্ব্বতন্ত্রোদিতা যথা।
তথা মন্ত্রাঃ পরিগ্রাহ্যাস্তথা চোত্তরতন্ত্রগাঃ॥ ১১০
মণ্ডলস্য ক্রমং তস্য শৃণু ভর্গেণ ভাষিতম্।
রেখয়া নিত্যপূজাসু রজোভিঃ পঞ্চভিস্তথা॥ ১১১
নৈমিত্তিকে যথা কার্য্যং ভেদাভেদেন সাম্প্রতম্।
হস্তমাত্রং[১] চতুর্দ্বারং বর্ত্তুলাম্বুজসন্নিভম্॥ ১১২
চতুষ্কোণে চতুর্ভিস্তু শঙ্খৈর্যুক্তং মনোহরম্।
রুদ্ধদ্বারং[২] দিক্‌পতীনামায়ুধৈঃ করণৈস্তথা॥ ১১৩
অষ্টাসু দিক্ষু নিহিতং সবহির্বেষ্টপঙ্কজম্।
এবং যথা রজোভিস্তু কার্য্যং তচ্ছৃণু পার্থিব॥ ১১৪
সিতৈঃ পীতৈস্তথা রক্তৈঃ শ্যামৈশ্চ হরিতৈঃ ক্রমাৎ।
রজোভির্মণ্ডলং কুর্য্যাদন্যথা ন সমাচরেৎ॥ ১১৫
চতুর্হস্তং ত্রিহস্তঞ্চ দ্বিহস্তং হস্তমাত্রকম্।
সর্ব্বত্র মণ্ডলং কুর্য্যাদ্ যথোক্তং বাধিকং পুনঃ॥ ১১৬
রাজসূয়াশ্বমেধাদৌ চতুর্হস্তাধিকং মতম্।
কল্পানতিক্রমাদ্ভূপ যথোক্তং যত্র যত্র চ॥ ১১৭
দিক্‌পালায়ুধপদ্মানাং পূর্ব্ববল্লিখনক্রমঃ।
সিতৈ রজোভিঃ কর্ত্তব্যং মধ্যে পদ্মং সুবর্ত্তুলম্॥ ১১৮

ত্রি-বিক্রম ত্রিলোক-পতি সর্ব্বকামফলপ্রদ বরদ দেবকে এইরূপে চিন্তা করিবে। ১০৯

পূর্ব্বোত্তর তন্ত্রে দহন প্লাবনাদি বিষয় যেরূপ কথিত হইয়াছে, তদনুসারে মন্ত্র-পরিগ্রহ কর্ত্তব্য। ১১০

শিব, যেরূপ তাঁহার মণ্ডল করিতে বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর;—নিত্য পূজাতে পঞ্চবর্ণের গুঁড়ির দ্বারা রেখা করিবে। ১১১

নৈমিত্তিক পূজাতে ভেদাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম প্রচলিত আছে; মণ্ডলটির পরিমাণ হইবে এক হস্ত, দ্বার থাকিবে চারিটি, একটি বর্ত্তুল পদ্ম আঁকিবে। ১১২

চারিকোণে চারিটি শঙ্খ আঁকিবে, অষ্টদিকে অঙ্কিত দিক্‌পালগণের অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা দ্বার সকল রুদ্ধ থাকিবে, পদ্মের বহির্ব্বেষ্টন থাকিবে। রাজন্! যেরূপ গুঁড়ি দ্বারা তাহা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহা শুন। ১১৩-১৪

শ্বেত, পীত, রক্ত, শ্যাম এবং কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়িদ্বারা যথাক্রমে তাহা অঙ্কিত করিবে, অন্য রূপে করিবে না। ১১৫

মণ্ডলের পরিমাণ, চারি হাত, তিন হাত, দুই হাত এবং এক হাত হইতে হইতে পারে—ইহার ন্যূনাধিক হইবে না। ১১৬

রাজসূয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞে চারিহাত মণ্ডল হইবে। রাজন্! সকল যজ্ঞাদিতেই তত্তৎকর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রানুসারেই মণ্ডল করিবে। ১১৭

দিক্‌পাল, তদীয় অস্ত্রাদি এবং পদ্মলিখন পূর্ব্ববৎই জানিবে। মধ্যস্থলে শুক্লবর্ণ গুঁড়ির দ্বারা সুবর্ত্তুল পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। ১১৮

১। হস্তমানং। ২। চতুর্দ্বারং।

কর্ণিকা পীতবর্ণস্ত কেশরাগ্রং তথারুণম্ ।
রক্তৈঃ পীতৈঃ পূরয়েত্তু বহিঃ পদ্মস্য সর্ব্বতঃ ॥ ১১৯
বজ্রং শক্তিং লোহদণ্ডং খড়্গং পাশাঙ্কুশং[1] গদাম্ ।
শূলমষ্টদিশীশানামায়ুধানি ক্রমাৎ পুনঃ ॥ ১২০
শম্ভুর্গৌরী তথা ব্রহ্মা রামঃ কৃষ্ণস্তথৈব চ ।
এতাস্তু সততং পূজ্যাঃ সংস্থিতাঃ[2] পঞ্চ দেবতাঃ ॥ ১২১
ন কদাচিদবঃ কুর্য্যাচ্ছম্ভুগৌর্য্যোর্বিযোজনম্[3] ।
বিয়োগে তু কৃতা পূজা নিষ্ফলা তস্য জায়তে ॥ ১২২
বিচ্ছিন্নং মূর্দ্ধ্নি কৃতন্তু পুঞ্জিতং শক্তমেব চ ।
ন্যাসে তু মণ্ডলস্যাস্য রজোদোষং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১২৩
সর্ব্বত্র মণ্ডলং কার্য্যং বাসুদেবস্য পূজনে
এবমেব নৃপশ্রেষ্ঠ নিষ্ফলকান্যথেতরৎ[4] ॥ ১২৪
বলভদ্রশ্চ কামশ্চ হ্যনিরুদ্ধস্তদ্ভবঃ ।
নারায়ণস্তথা ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ ষষ্ঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২৫
নরসিংহো বরাহশ্চ যোগিনোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
পূর্ব্বাদ্যষ্টদলে শ্বেতাং রূপতো মন্ত্রতঃ পৃথক্ ॥ ১২৬
পূজয়েৎ কর্ণিকামধ্যে বাসুদেবন্তু নায়কম্ ।
বিমলা নায়িকা তস্য বাসুদেবস্য কীর্ত্তিতা ॥ ১২৭
বলভদ্রমুখানাস্তু যোগিনীঃ শৃণু পার্থিব ।
আদাবুৎকর্ষিণী জ্ঞেয়া জ্ঞানা পশ্চাৎ ক্রিয়াপরা ॥ ১২৮

কমল কর্ণিকা এবং কেশরাগ্র পীতবর্ণ গুঁড়িদ্বারা কর্ত্তব্য। পদ্মের সমস্ত বহির্ভাগ রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ গুঁড়ির দ্বারা পূরণ করিবে। ১১৯

বজ্র, শক্তি, লোহদণ্ড, খড়্গ, পাশ, ধ্বজ, গদা এবং শূল অষ্টদিক্‌পালের যথাক্রমে এই আটটি আয়ুধ। ১২০

শিব, গৌরী, ব্রহ্মা, রাম এবং কৃষ্ণ রজঃসংস্থিত এই পঞ্চদেবতাকে সতত পূজা করিবে। ১২১

পণ্ডিত-সাধক, শিব-গৌরীকে কদাচ বিয়োজিত করিবে না; বিয়োজন করিলে তাহার পূজা নিষ্ফল হয়। ১২২

গুঁড়িসকল বিচ্ছিন্ন, ঊর্দ্ধীভূত, রাশীভূত এবং শক্ত হইলে মণ্ডলের যে দোষ হয়, তাহা ন্যাসকালে পরিহার করিবে। ১২৩

বাসুদেব-পূজায় সর্ব্বত্রই এইরূপে মণ্ডল কর্ত্তব্য; নৃপবর! অন্যথা তাঁহার পূজা নিষ্ফল হইবে। ১২৪

বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নরসিংহ এবং বরাহ—এই আটজন ইঁহার যোগী। ১২৫-২৬

কর্ণিকা মধ্যে নায়ক বাসুদেবকে পূজা করিবে; বাসুদেবের নায়িকা বিমলা। ১২৭

রাজন্! বলভদ্র প্রভৃতির যোগিনীদিগের নাম শ্রবণ কর। যথা—উৎকর্ষিণী,

---

১। পাশং ধ্বজং। ২। দিক্‌পালাঃ।
৩। ন কদাচিদ্ বুধঃ কুর্য্যাদ্ শম্ভুগৌর্য্যা বিয়োজনম্। ৪ চান্যথেতরম্।

যোগা প্রহ্বী তথৈশানী অনুগ্রাহী তথাষ্টমী।
সর্ব্বাশ্চতুর্ভুজাঃ প্রোক্তাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ ॥ ১২৯
যোগিভ্যো বলভদ্রস্ত[1] কামং বিধিস্মৃতে তথা।
বিধিধ্যানন্তু[2] পূর্ব্বোক্তং হলঞ্চ মুষলং বলঃ।
খড়্গং চক্রঞ্চ[3] ধত্তে যো গদাং পার্শ্বে স্থিতাং সদা ॥ ১৩০
কামস্তু পুষ্পকোদণ্ডং ধত্তে বামেন পাণিনা।
গদাং চক্রঞ্চ[4] খড়্গঞ্চ ধত্তেঽন্যৈঃ পাণিভিঃ পুনঃ ॥ ১৩১
পার্শ্বে পদ্মং তথা ধত্তে সর্ব্বমন্যচ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ১৩২
চক্রং শঙ্খো বরাহস্য দক্ষিণে পরিকীর্ত্তিতৌ।
নৃসিংহস্য পুনশ্চক্রশঙ্খৌ দক্ষিণবাময়োঃ ॥ ১৩৩
শঙ্খং পদ্মং তথা বিষ্ণোঃ পাণ্যোর্দক্ষিণয়োঃ স্থিতম্।
শঙ্খো গদা বামতস্তু নারায়ণকরস্থিতৌ ॥ ১৩৪
দক্ষিণাধো গদাং ধত্তে হ্যনিরুদ্ধো নরোত্তমঃ।
সিতরক্তস্তথা পীতো ভিন্নাঞ্জননিভস্তথা ॥ ১৩৫
নীলোৎপলদলশ্যামস্তথা রক্তঘনপ্রভঃ।
ভ্রমরশ্যামলঃ পিঙ্গঃ স্বর্ণগৌরঃ ক্রমাদিমে ॥ ১৩৬
বর্ণতো যোগিনঃ প্রোক্তা বাসুদেবস্য পার্থিব।
যাদৃগ্বর্ণশ্চ ধ্যানঞ্চ যস্য যস্য চ যোগিনঃ ॥ ১৩৭
তাদৃশীর্যোগিনীস্তস্য চিন্তয়েত্তৎসমীপগাঃ ॥ ১৩৮
আধারশক্তিপ্রমুখাঃ সর্ব্বা আসনদেবতাঃ।
গ্রহাশ্চ সর্ব্বে দিক্‌পালা ধ্যানতো মন্ত্রতস্তথা ॥ ১৩৯

জ্ঞেয়া, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, ঐশানী এবং অনুগ্রাহী। সকল যোগিগণই চতুর্ভুজ এবং বলভদ্র, কাম এবং ব্রহ্মা ব্যতীত সকলই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। ১২৮-২৯

ব্রহ্মার রূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বলভদ্রের হস্তে হল, মুষল, চক্র এবং খড়্গ; আর গদা, সতত পার্শ্ব-সন্নিহিত। ১৩০

কামের এক বামহস্তে পুষ্পশরাসন, অপর তিনহস্তে গদা, খড়্গ এবং চক্র, পদ্ম, সতত পার্শ্বসন্নিহিত। ১৩১-৩২

চক্র আর শঙ্খ, বরাহের দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে; এক দক্ষিণ এবং এক বামহস্তে নৃসিংহের শঙ্খ-পদ্ম বিষ্ণুর দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে, শঙ্খ-গদা, নারায়ণের বামহস্তদ্বয়ে। ১৩৩-৩৪

হে নরবর! অনিরুদ্ধের অধো-দক্ষিণ হস্তে গদা, আর সমস্তই পূর্ব্ববৎ জানিবে। ব্রহ্মাদি যোগিগণ যথাক্রমে শ্বেতরক্ত; পীত, দলিতাঞ্জনসন্নিভ, নীলোৎপল-দলশ্যামল, রক্ত-ঘনপ্রভ, ভ্রমর-শ্যামল পীত এবং স্বর্ণগৌর জানিবে। ১৩৫-৩৬

হে রাজন্! বাসুদেবের যোগিগণের বর্ণ কীর্ত্তিত হইল। যে যোগীর যেরূপ বর্ণ ও ধ্যান তদীয় যোগিনীগণকে তদনুরূপ এবং তাহাদিগের সমীপ-বর্ত্তিনী চিন্তা করিবে। ১৩৭-৩৮

১। ...শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরাঃ। বলভদ্রস্য। ২। বিধে রূপং।
৩। চক্রং শঙ্খং। ৪। শার্ঙ্গং চক্রঞ্চ।

পূজনীয়া যথোদ্দেশে মণ্ডলস্য ক্রমান্নৃপ ॥ ১৪০
দেবস্য চিন্তিতং যদ্যচ্ছরীরে কমলাদিকম্ ।
ধৃতাস্ত্রং বজ্রশক্ত্যাদিগরুড়াদীংশ্চ পূজয়েৎ ॥ ১৪১
বর্ণমালাং শঙ্খযন্ত্রমাসাদ্য ক্রমযোগতঃ ।
আদ্যদ্বিতীয়ক্রমতো গদাদীনান্তু মন্ত্রকম্ ॥ ১৪২
পঞ্চরাত্রোদিতে ভাগে নারদেন যথোদিতাঃ ।
মন্ত্রাশ্চক্রগদাদীনাং গ্রাহ্যাঃ সর্ব্বত্র পূজনে ॥ ১৪৩
গরুত্মান্ সূর্য্যসঙ্কাশো গদা কৃষ্ণায়সী পুনঃ ।
সরস্বতী শুক্লবর্ণা লক্ষ্মীর্হেমপ্রভা সদা ॥ ১৪৪
মধ্যাহ্নসূর্য্যপ্রতিমং চক্রন্তু পরিকীর্ত্তিতম্ ।
সম্পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমঃ শঙ্খস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪৫
কৌস্তুভো হ্যরুণঃ প্রোক্তঃ শ্রীবৎসো হ্যরুণদ্যুতিঃ ।
আরক্তঃ কৌস্তুভো জ্ঞেয়ো মালা চিত্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৪৬
বিদ্যুৎপ্রভা সর্ব্ববাণাঃ শক্রচাপপ্রভং ধনুঃ ।
স্বর্ণচূর্ণপ্রকাশন্তু বস্ত্রমস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৭
বালসূর্য্যপ্রতীকাশে কুণ্ডলে দ্বে শ্রবোগতে ।
সূর্য্যস্য সদৃশং শীর্ষে কিরীটং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৮
শৃণু ন্যাসং ততো ভূপ যৈর্ন্যাসৈর্বিষ্ণুরূপধৃক্ ।
সাধকো হি ভবেন্নিত্যং স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কম্ ॥ ১৪৯
ন্যাসন্তু প্রথমং কুর্য্যাদ্মন্ত্রবিদ্দ্বাদশাক্ষরৈঃ ।
বাসুদেবস্য বীজেন বীজৈশ্চৈবাথ যোগিনাম্ ॥ ১৫০

রাজন্! আধারশক্তি প্রভৃতি আসন দেবীগণ; সমস্ত গ্রহ এবং দিক্‌পাল-দিগকে যথাযোগ্য স্থান মন্ত্রানুসারে মণ্ডলের উপযুক্ত স্থানে যথাক্রমে পূজা করিবে। ১৩৯-৪০

চিন্তিত বাসুদেবের শরীরস্থিত এবং সংশ্লিষ্ট বস্তু পদ্মাদি শঙ্খ প্রভৃতি এবং গরুড় ইহাদিগকে পূজা করিবে। ১৪১

চক্র গদাদির আদি অক্ষরে প্রথম বর্ণই হউক আর দ্বিতীয়াদি বর্ণই হউক তাহার অনুস্বার দিলে ঐ ইন্দ্রাদির মন্ত্র হইবে। ১৪২

যথা গদামন্ত্র "গং" চক্রমন্ত্র "চং" ইত্যাদি। নারদপঞ্চরাত্রে এই মন্ত্রের কথা আছে। গদাদি পূজনে ইহাই গ্রাহ্য। ১৪৩

গরুড়ের বর্ণ সূর্য্যসদৃশ, গদা কৃষ্ণলোহবর্ণ; সরস্বতীর শুক্লবর্ণ; লক্ষ্মী সুবর্ণ-বর্ণা। ১৪৪

সুদর্শনচক্র মধ্যাহ্ন সূর্য্যসদৃশ, শঙ্খ পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ; শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভের অরুণবর্ণ, বনমালা বিচিত্রবর্ণ; বাণসমূহ বিদ্যুৎসদৃশ; শরাসন ইন্দ্রধনুর ন্যায়; বসন স্বর্ণচূর্ণ সদৃশ গৌর; কর্ণস্থিত কুণ্ডলদ্বয় নবোদিত দিনমণি-সন্নিভ; মস্তকের কিরীট সূর্য্যসমপ্রভ। রাজন্! অনন্তর স্বর্গমোক্ষপ্রদ ন্যাসবিবরণ শ্রবণ কর, এই কয়টি ন্যাস করিলে সাধক মনুষ্য বিষ্ণুসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। ১৪৫-৪৯

মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, প্রথমতঃ বাসুদেবের দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা, তদীয় যোগিগণের

১। সমাহতে। ২। বীজানি চ ততো ন্যসেৎ।

ততো ন্যসেন্মহামন্ত্রে ততশ্চাষ্টাদশাক্ষরৈঃ
ততস্তু হৃদয়াদীনাং ষড়্‌ভির্মন্ত্রৈর্দ্বিধা পুনঃ ॥ ১৫১
এবং চতুর্ভির্ন্যাসৈস্তু পূজামেকাং সমাচরেৎ[১] ।
প্রথমং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে ন্যসেদাদ্যক্ষরং বুধঃ ॥ ১৫২
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রস্য[২] শেষবীজানি তু ক্রমাৎ ।
তর্জ্জন্যাদৌ দক্ষিণস্য বামাঙ্গুষ্ঠান্তমেব চ ।
শেষাক্ষরদ্বয়ং পশ্চাৎ ন্যসেৎ পাণিতলদ্বয়ে ॥ ১৫৩
হৃদি শীর্ষে শিখায়াঞ্চ স্কন্ধয়োর্দৃক্‌পিচণ্ডয়োঃ ।
পৃষ্ঠে তু ভুজয়োঃ পাণ্যোর্জঙ্ঘয়োঃ পাদয়োঃ ক্রমাৎ ।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রস্য বীজানি চ ততো ন্যসেৎ ॥ ১৫৪
অঙ্গুষ্ঠয়োস্তু প্রথমং বাসুদেবস্য তত্ত্বকম্ ।
তর্জ্জন্যাদৌ যোগিনাস্তু বীজাম্যষ্টৌ দ্বয়োর্ন্যসেৎ ॥ ১৫৫
শিরোদৃগাস্যকণ্ঠোরোনাভিগুহ্যেষু জানুনোঃ ।
পাদয়োর্বাসুদেবস্য যোগিবীজানি বিন্যসেৎ ॥ ১৫৬
মন্ত্রাণি হৃদয়াদীনাং যান্যুক্তানি পুরা নৃপ ।
তানি ন্যস্যাঙ্গুষ্ঠমূলেঽঙ্গুলীষ্বাতে দ্বয়ে দ্বয়ে ॥ ১৫৭
বামদক্ষিণপাণ্যোস্তু শেষস্তু তলয়োর্ন্যসেৎ ।
হৃদয়াদ্যস্ত্রপর্য্যন্তং পুনস্তানি ক্রমান্ন্যসেৎ ॥ ১৫৮
অষ্টাদশাক্ষরস্যাদিনববর্ণান্ ন্যসেদ্‌বুধঃ ।
শিরোনেত্রাদি পূর্ব্বোক্তে নববীজস্য গোচরে ॥ ১৫৯

বীজ দ্বারা, অষ্টদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা এবং হৃদয়াদি ষড়ঙ্গমন্ত্র দ্বারা দ্বিবিধরূপে এই চারিপ্রকার ন্যাস করিবে। ১৫০-৫১

এই চারিপ্রকার ন্যাস করিয়া এক পূজা করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি, প্রথমে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে বাসুদেব বীজের আদিবর্ণ ন্যাস করিবে। ১৫২

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের শেষ বীজাক্ষর সকল যথাক্রমে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি হইতে বামহস্তের কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া শেষাক্ষরদ্বয় করতলদ্বয়ে ন্যাস করিবে। ১৫৩

হৃদয়, মস্তক, শিখা, বাহুমূল, চক্ষু, উদর, পৃষ্ঠ, বাহু, হস্ত, জঙ্ঘা, জঘন এবং পদদেশে যথাক্রমে দ্বাদশ অক্ষর বিন্যাস করিবে। ১৫৪

প্রথমতঃ দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে বাসুদেববীজ ন্যাস করিবে; পরে তর্জ্জনী প্রভৃতিতে বাসুদেব-যোগী বলভদ্রাদির বীজ ন্যাস করিবে। ১৫৫

মস্তক, চক্ষু, মুখ, কণ্ঠ, বক্ষঃস্থল, নাভি, গুহ্য, জানু এবং পদদ্বয় এই নয় স্থানে বাসুদেববীজ ও তদীয় যোগিগণের বীজন্যাস করিবে। ১৫৬

রাজন্। পূর্ব্বে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহা—দক্ষিণ-বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রভৃতি পাঁচযোড়া অঙ্গুলিতে এক এক যোড়ায় এক একটি বীজ এই হিসাবে ন্যাস করিবে। ১৫৭

শেষ বীজটি শেষে করতলে ন্যাস করিবে। সেই সকল বীজ আবার হৃদয় হইতে করতল পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। ১৫৮

শেষান্ বর্ণানসঙ্কীর্ণপার্শ্ববস্তিষু শেফসি ।
কট্যোরুর্ব্বোর্জঙ্ঘয়োশ্চ ন্যসেৎ পাদাঙ্গুলীষু চ ॥ ১৬০
যস্য মন্ত্রস্য যা পূজা তন্ত্রেষু যত্র চোদিতা ।
তস্য তত্রস্য যা পূজা তত্রৈব ন্যাসং মন্ত্রী সমাচরেৎ ॥ ১৬১
অথ চৈকত্র সর্ব্বেষাং ন্যাসং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১৬২
চতুর্ব্বিধৈঃ কৃতৈর্ন্যাসৈঃ পূতাত্মা ধূতকল্মষঃ ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্ভবেন্মন্ত্রী সম্যক্ পূজাফলং লভেৎ ॥ ১৬৩
বিনাপি পূজনং যস্তু ন্যাসং কুর্য্যাচ্চতুর্ব্বিধম্ ।
স ধীরো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ১৬৪
যোগপীঠং ততো ধ্যাত্বা গরুড়ং চক্রশঙ্খকৌ ।
গদাং লক্ষ্মীং তথা পদ্মং ক্রমাদেতেষু বিন্যসেৎ ॥ ১৬৫
পূর্ব্বদক্ষিণকৌবেরপশ্চাৎ১কোণেষু বৈ ক্রমাৎ ।
দক্ষিণে চোত্তরে বাপি বিন্যসেন্মন্ত্রবিন্নরঃ ॥ ১৬৬
বনমালাং পদ্মমধ্যে শ্রীবৎসং কৌস্তুভং মণিম্ ।
বিন্যস্য দক্ষিণে তস্য ন্যসেচ্ছার্ঙ্গং শরাসনম্ ॥ ১৬৭
তূণীরযুগলং বামে খড়্গং দক্ষিণতো ন্যসেৎ ।
বামে চর্ম্ম নিধায়াথ তত্র কুর্য্যাৎ সরস্বতীম্ ॥ ১৬৮
পূজয়িত্বা চ সর্ব্বাণি ততো মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ।
মুদ্রাঃ পুটাদ্যা যাঃ প্রোক্তা বিষ্ণোর্যাশ্চাপি যোগিনাম্ ।
গ্রহাণাং দিক্পতীনাঞ্চ মুদ্রাস্তা দর্শয়েৎ পৃথক্ ॥ ১৬৯

মস্তক, চক্ষু, মুখ প্রভৃতি নয়টী বীজ-বিন্যাস-স্থান, মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, নয়টী অঙ্গে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের আদি নয়টী বীজাক্ষর ন্যাস করিবে। ১৫৯

অবশিষ্ট নয়টী বর্ণ স্কন্ধ, কর্ণ, পার্শ্ব, বস্তি, লিঙ্গ, কটিদ্বয়, উরুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় এবং পদাঙ্গুলি এই নয়টি স্থানে বিন্যাস করিবে। ১৬০

শাস্ত্রে যে মন্ত্রের পূজা যেখানে করিতে বলা হইয়াছে, মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, সেই মন্ত্রের ন্যাস সেইখানেই করিবে। ১৬১

অথবা, বিচক্ষণ ব্যক্তি সকল ন্যাসই এক স্থানে করিবে। ১৬২

সাধক, চতুর্ব্বিধ ন্যাস করিলে নিষ্পাপ, বিশুদ্ধাত্মা অধিক কি সাক্ষাৎ বিষ্ণু-তুল্য হয় এবং পূজাফল সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়। ১৬৩

যে ধীর ব্যক্তি, পূজা ব্যতীতও শুদ্ধ এই চারিপ্রকার ন্যাস করে, সে পরমপদ বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ১৬৪

অনন্তর মন্ত্রজ্ঞ সাধক, যোগপীঠ ধ্যান করিয়া তাহাতে গরুড়, শঙ্খ, চক্র, গদা, লক্ষ্মী এবং পদ্ম এই কয় বস্তু তাঁহার পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর, বায়ুকোণ কিম্বা দক্ষিণ এবং উত্তরদিকে যথাক্রমে বিন্যাস করিবে। ১৬৫-৬৬

পদ্মমধ্যে, বনমালা, শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভমণি বিন্যাস করিয়া শার্ঙ্গশরাসন তদীয় দক্ষিণে তূণীরদ্বয়, বামে খড়্গ, দক্ষিণে চর্ম্ম এবং সরস্বতীকে বামে বিন্যাস করিবে। ১৬৭-৬৮

অনন্তর, তাঁহাদিগের সকলকে পূজা করিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। বিষ্ণুর

১। বায়

শেষমন্ত্রাঃ পুরা প্রোক্তা অচ্ছিদ্রস্যাবধারণে।
তন্মন্ত্রান্ সম্পঠিত্বৈব সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ১৭০
নির্ম্মাল্যধারী বিষ্ণোস্তু বিষ্বক্‌সেনশ্চতুর্ভুজঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণির্দীর্ঘশ্মশ্রুজটাধরঃ।
রক্তপিঙ্গলবর্ণস্তু সিতপদ্মোপরিস্থিতঃ ॥ ১৭১
ষষ্ঠতীয়স্বরাস্তেন সংযুক্তো বিন্দুনেন্দুনা।
কীর্ত্তিতস্তস্য মন্ত্রোঽয়ং তেন তং পরিপূজয়েৎ ॥ ১৭২
বিসর্জ্জনং তথা বিষ্ণোরৈশান্যাং পরিকীর্ত্তিতম্।
অন্যেষাং মনসা কুর্য্যাদ্বলাদীনাং বিসর্জ্জনম্ ॥ ১৭৩
এবং যঃ কুরুতে পূজাং বিষ্ণোঃ শম্ভোর্ব্বিধেঃ কচিৎ।
পীঠে দিক্করবাসিন্যাঃ স যাতি পরমং পদম্ ॥ ১৭৪
যত্র যত্র ভবেদ্বিষ্ণোঃ পূজনং নৃপসত্তম।
তত্র তত্রৈব তন্ত্রোঽয়ং গ্রাহ্যো বৈ বৈষ্ণবৈর্বুধৈঃ ॥ ১৭৫
সঙ্‌ক্ষেপেণৈব তত্রৈব পূজয়েদ্দধিবামনম্।
স্রুবাদ্যঙ্গপূজা তু ন কর্ত্তব্যাস্য পূজনে ॥ ১৭৬
সংক্ষেপবিস্তরৈর্ব্বাপি বাসুদেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৭৭
রক্তং কৌশেয়বস্ত্রঞ্চ পীতং শুক্লং তথৈব চ।
প্রীতিদং বাসুদেবস্য বস্ত্রমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৭৮
ঘৃতপ্রদীপো দীপেষু গন্ধেষু মলয়োদ্ভবঃ।
পানার্ঘ্যভোজ্যপাত্রেষু তাম্রং প্রীতিকরং মতম্ ॥ ১৭৯

পুটপ্রভৃতি যে সকল মুদ্রা কথিত হইয়াছে, আর তদীয় যোগী বলভদ্রাদি ও নবগ্রহ এবং দিক্‌পালগণের যে সকল মুদ্রা কথিত হইয়াছে, তৎসমস্তই পৃথক্ পৃথক্ প্রদর্শন করিবে। ১৬৯

পূর্ব্বে যে সকল শেষ মন্ত্র কথিত হইয়াছে, অচ্ছিদ্রাবধারণ সময়ে তৎসমস্ত পাঠ করিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ১৭০

চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিলম্বিত-জটাজূট, রক্ত-পিঙ্গল-বর্ণ, শ্বেত-পদ্মাসনে আসীন বিষ্বক্‌সেনই বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যধারী। ১৭১

ষকারে ঔকার ও চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে যাহা হয়, তাহাই বিষ্বক্‌সেন-মন্ত্র; তদ্দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিবে। ১৭২

বিষ্ণুর বিসর্জ্জন ঈশানকোণেই করিতে হইবে; বলভদ্রপ্রভৃতি অপর দেবতা-গণের বিসর্জ্জন মনে মনে করিবে। ১৭৩

যে ব্যক্তি, দিক্করবাসিনী দেবীর পীঠে এইরূপে একবারও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পূজা করে, তাহার পরম পদ লাভ হয়। ১৭৪

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যেখানেই কেন বিষ্ণুপূজা হউক না—বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ, সেইখানেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ১৭৫

তথায় দধিবামনকেও সংক্ষেপে পূজা করিবে। দধিবামনপূজাতে স্রুবাদি অঙ্গপূজা করিতে হইবে না। ১৭৬

তথায় বাসুদেবকে সংক্ষেপে বা বাহুল্যে পূজা করিবে। ১৭৭

রক্ত, পীত, বা শুক্লবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র বাসুদেবের প্রীতিপ্রদ। ১৭৮

দীপের মধ্যে ঘৃতপ্রদীপ, চন্দনের মধ্যে মলয়জ শ্বেত চন্দন, আর পানপাত্র,

কিরীটং কুণ্ডলং হারো ভূষণং[১] বিষ্ণুতুষ্টিদম্ ।
শঙ্খঃ স্নানীয়পাত্রেষু ধূপেষ্বগুরুরেব চ ।
প্রীতিদো বাসুদেবস্য সততং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৮০
কদম্বং কুব্জকং জাতী মল্লিকামালতী তথা ।
পঙ্কজঞ্চেতি পুষ্পাণি তদ্বিষ্ণোঃ প্রীতিদান্যপি ॥ ১৮১
নির্জ্জনং স্থণ্ডিলং স্থানং তীর্থং তোয়মথাপি বা ।
তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রস্তু স্তুতিঃ পুরুষসূক্তকম্ ।
পুত্রঞ্জীবোদ্ভবা মালা প্রশস্তা বিষ্ণুপূজনে ॥ ১৮২
তিথিশ্চ দ্বাদশী প্রোক্তা বসন্তঃ কাল উত্তমঃ ।
শাল্যোদনং হবিষ্যান্নং যাবকং পায়সং ঘৃতম্ ।
কৃশরান্নং তথান্নেষু পানেষু ক্ষীরমিষ্যতে ॥ ১৮৩
দলেষু তুলসীপত্রং বৈল্বমামলমেব চ ।
হরেঃ প্রীতিকরাণি স্যুরেতানি নৃপসত্তম ।
সর্ব্বাণি পরকীয়াণি যানি তানি চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮৪
এবং যঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং সততং নরসত্তমঃ ।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য স স্বয়ং স্যাজ্জনার্দ্দনঃ ॥ ১৮৫
ইদং তে কথিতং ভূপ বাসুদেবস্য মন্ত্রকম্ ।
পীঠস্য কামরূপস্য সংক্ষেপান্নির্ণয়ং তথা ॥ ১৮৬
ইতি সর্ব্বং কামরূপপীঠং শম্ভুঃ প্রদর্শয়ন্ ।
পুত্রাভ্যাং স পুনস্তাভ্যাং কৈলাসং প্রযযৌ গিরিম্ ॥ ১৮৭

অর্ঘ্যপাত্র এবং ভোজ্যপাত্রের মধ্যে তাম্রপাত্রই তাঁহার অতিশয় প্রীতিপ্রদ । ১৭৯

কিরীট, কুণ্ডল এবং হার এই কয় অলঙ্কার বিষ্ণুর সন্তোষকর। স্নানীয় পাত্রের মধ্যে শঙ্খ আর ধূপের মধ্যে অগুরুই বাসুদেবের সতত প্রীতিপদ। ১৮০

কদম্ব, কুব্জক, জাতী, মল্লিকা, মালতী এবং পদ্ম—এই ষড়্বিধ পুষ্প বিষ্ণুর প্রীতিপদ। ১৮১

নির্জ্জন স্থণ্ডিল, তীর্থের জল, তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্র, পুরুষসূক্ত এবং পুত্রঞ্জীবসম্ভূত মালা বিষ্ণুপূজাতে প্রশস্ত। ১৮২

দ্বাদশীতিথি, বসন্তকাল, হবিষ্যান্ন—শাল্যোদন, যাবক, পায়স, ঘৃত এবং কৃশরান্ন আর পানীয়ের মধ্যে দুগ্ধ—বিষ্ণু পূজনে প্রশস্ত। ১৮৩

নৃপবর! পত্রের মধ্যে তুলসীপত্র, বিল্বপত্র এবং আমলকীপত্র ইহারাই বিষ্ণুর প্রীতিকর। পরকীয় সকল বস্তুই পূজাকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। ১৮৪

নরশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি সতত এইরূপে বিষ্ণুপূজা করে, সে কোটিকুল উদ্ধার করিয়া আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৮৫

রাজন্! আমি এই তোমার নিকট বাসুদেবপূজার বিধিব্যবস্থা এবং কামরূপপীঠের নির্ণয় সংক্ষেপে বলিলাম। ১৮৬

শিব, এইরূপে সমস্ত কামরূপপীঠ পুত্রদ্বয়কে দেখাইয়া, তাহাদিগের সহিত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন। ১৮৭

১। 'ভূষিত....'।

তত্র গত্বা যথাযোগং নিধায় তনয়ৌ স্বকৌ।
বিমুক্তশাপাস্তে জাতাঃ শম্ভুর্গিরিসুতা তথা ॥ ১৮৮
বেতালো ভৈরবশ্চেতি নৃপসত্তমনির্জরাঃ ॥ ১৮৯
ইদং যো মহদাখ্যানং শৃণোত্যেকাগ্রমানসঃ।
শাপভীতির্ন তস্যাস্তি ব্যাধয়স্তস্য নাধয়ঃ ॥ ১৯০
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যযুক্তঃ সর্ব্বত্র বল্লভঃ।
সর্ব্বকল্যাণসংযুক্তো দীর্ঘকালং স জীবতি ॥ ১৯১
কামরূপং মহাপীঠং যো জানাতি নরোত্তমঃ।
স দিব্যজ্ঞানসম্পন্নঃ পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯২
যঃ কামরূপে সকলে পীঠযাত্রাং সমাচরেৎ।
আসাদ্য সকলান্ পীঠান্ পূজয়েৎ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১৯৩
দশ পূর্ব্বান্ দশ পরানাত্মানমেকবিংশতিম্[১]।
দিব্যে জ্ঞানে বিধায়াশু সর্ব্বং মুক্তিমিয়াৎ সহ ॥ ১৯৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেঽশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

শিব, তথায় গিয়া নিজ তনয়দ্বয়কে যথাযোগ্য পদে স্থাপন করিলেন। তখন বেতাল-ভৈরব দুইজন, শিব এবং পার্ব্বতী সকলেই শাপমুক্ত হন। ১৮৮

নৃপবর। তখন বেতাল-ভৈরবও দেবমধ্যে পরিগণিত হইলেন। ১৮৯

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই পবিত্র মহৎ উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার শাপ-ভয়, ব্যাধি বা মনঃপীড়া কিছুই থাকে না। ১৯০

সে ব্যক্তি পুত্রপৌত্র-সম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যশালী, ধনবান্, সর্ব্বপ্রিয়, নিখিল মঙ্গল-ভাজন ও দীর্ঘজীবী হয়। ১৯১

যে নরশ্রেষ্ঠ, মহাপীঠ কামরূপের বিবরণ জানে, সে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পরম-নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্ত হয়। ১৯২

যে ব্যক্তি, কামরূপ পীঠে পীঠযাত্রাপূর্ব্বক সকল স্থানে গিয়া সকল দেবতাকে পূজা করে, সে পূর্ব্বতন দশ পুরুষ, অধস্তন দশপুরুষ এবং আপনি—এই একুশ জনকে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া সকলের সহিত মুক্তি লাভ করে। ১৯৩-৯৪

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮০

১। চৈকবিংশকম্।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

কামরূপে মহাপীঠে স্নাত্বা পীত্বা চ দেবতাঃ ।
পূজয়িত্বা চ[১] বিপুলা লোকাঃ স্বর্গং পুরা যযুঃ ॥ ১
কেচিত্তেষুচ নির্ব্বাণং কেচিদ্ যান্তি স্ম শম্ভুতাম্ ॥ ২
ন যমস্তান্ বারয়িতুং নেতুঞ্চ নিজমন্দিরম্ ॥ ৩
ক্ষমোঽভূন্নরশার্দ্দূল শিবায়া জাতসাধ্বসঃ ।
যমদূতং তত্র যান্তং বাধন্তে শঙ্করা গণাঃ ।
ন তদ্ভিয়া তত্র যান্তি যমদূতাঃ প্রচোদিতাঃ ॥ ৪
তথা দৃষ্ট্বাথ শমনঃ স্বক্রিয়াপরিবর্জ্জিতঃ ।
বিধাতারং সমাসাদ্য বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৫
বিধাতঃ কামরূপেঽস্মিন্ স্নাত্বা পীত্বা চ মানবাঃ ।
কামাখ্যাগণতাং যান্তি তথা শম্ভুগণেশতাম্ ॥ ৬
তত্র মে নাধিকারোঽস্তি ন তান্ বারয়িতুং ক্ষমঃ ।
বিধৎস্বাত্রোচিতং নীতিং যুজ্যতে যদি গোচরে ॥ ৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
জগাম বিষ্ণুভবনং সহৈব সমবর্ত্তিনা ॥ ৮
তমাসাদ্য তথা প্রাহ বিষ্ণুর্বৈ যমভাষিতম্ ।
যথাবৎ সর্ব্বলোকেশঃ স চ তদ্বাক্যমগ্রহীৎ ॥ ৯

বসিষ্ঠ শাপ

ঔর্ব্ব বলিলেন ;—পূর্ব্বকালে সকল লোকেই মহাপীঠ কামরূপে তত্রত্য নদীতে স্নান, তদীয় জল পান, এবং তথাকার দেবতা পূজা করিয়া স্বর্গে যাইতে লাগিল। ১

কাহার কাহারও বা নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ কিম্বা শিবত্ব প্রাপ্তিও হইতে লাগিল। ২

যম, পার্ব্বতীর ভয়ে তাহাদিগকে বারণ করিতে বা নিজভবনে লইয়া যাইতে সক্ষম হইলেন না। ৩

যমদূত তথায় যাইতে গেলে শঙ্করগণেরা বাধা দেয়—যাইতে দেয় না ; এই জন্য যমদূতেরা প্রেরিত হইলেও তাহাদিগের ভয়ে তথায় যায় না। ৪

যম, গতিক দেখিয়া কাজ-কর্ম্ম বন্ধ করিলেন ; একদা তিনি বিধাতার নিকট গিয়া বলিলেন,—বিধাতঃ ! মানুষগুলি কামরূপে স্নান, পান ও পূজাদি করিয়া অনায়াসে কামাখ্যাদেবীর বা শিবের পার্শ্বচর হইতেছে। ৫-৬

আমার সেখানে অধিকার নাই ; তাহাদিগকে বারণ করিতে আমি অসমর্থ। যদি অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে উপযুক্ত উপায় বিধান করুন। ৭

লোকপিতামহ ব্রহ্মা যমের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই বিষ্ণু-ভবনে গমন করিলেন। ৮

১। সকলাঃ লোকাঃ স্বর্গং পুরা যযুঃ।

সহ ব্রহ্মযমাভ্যাস্তু বিষ্ণুঃ শম্ভুং যযৌ ততঃ।
সংকৃতস্তেন পৃষ্টশ্চ প্রাহেদং যমভাষিতম্ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ—

সর্ব্বদেবৈঃ সর্ব্বতীর্থৈঃ সর্ব্বক্ষেত্রৈস্তথৈব চ।
এতদ্ব্যাপ্তং কামরূপং নাতোঽন্যদ্বিদ্যতে পরম্ ॥ ১১
ইদং পীঠং সমাসাদ্য দেবত্বং যান্তি মানবাঃ।
অমৃতত্বং গণত্বঞ্চ তত্র শক্তো যমো নহি ॥ ১২
তথা কুরু মহাদেব যথা তত্র ক্ষমো যমঃ।
যমো নিরস্তো যত্রাস্তি মর্য্যাদা ন প্রদৃশ্যতে[১] ॥ ১৩

ঔর্ব্ব উবাচ—

এতদ্বিষ্ণুবচঃ শ্রুত্বা বিধিনা সহিতস্য তু[২]।
অঙ্গীচকার হৃদয়ে তদ্বচঃ সাধ্যসাধনে ॥ ১৪
বিসৃজ্য তান্ ব্রহ্মবিষ্ণুযমান্ বৃষভবাহনঃ।
আদায় সগণান্ সর্ব্বান্ কামরূপান্তরং যযৌ ॥ ১৫
উগ্রতারাং ততো দেবীং গণঞ্চ প্রাহ শঙ্করঃ।
উৎসারয়ন্ত সকলাস্মিন্ন্লোকান্ গণা দ্রুতম্ ॥ ১৬
উগ্রতারে মহাদেবি ত্বং চাপ্যুৎসারয় দ্রুতম্।
ততো গণাঃ কামরূপাদ্ দেবী চাপ্যপরাজিতা ॥ ১৭

সর্ব্ব-লোকেশ ব্রহ্মা, যমের কথিত সকল কথাই বিষ্ণুর নিকটে গিয়া অবিকল বলিলেন, বিষ্ণুও তাহা মনোযোগের সহিত শুনিলেন। ৯

তখন বিষ্ণু, যম-বিরিঞ্চি-সমভিব্যাহারে শিবের নিকট যাইলেন। শিব, আদর অভ্যর্থনা করিয়া আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বিষ্ণু এই মিতবাক্য বলিলেন। ১০

এই কামরূপ সকল দেবতা, সকল তীর্থ এবং সকল ক্ষেত্র দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই। ১১

মানুষ, এই পীঠে আসিয়া তাহার পর মরিলে, অনেকেই স্বর্গ পাইতেছে; মুক্তি এবং তোমাদিগের পার্শ্বচরত্বও কেহ কেহ পাইতেছে; তাহাদিগের উপর যমের আর ক্ষমতা থাকিতেছে না। ১২

অতএব হে মহাদেব। এমন কোন উপায় কর, যাহাতে মনুষ্যাদির উপর যমের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। যমের ভয় না থাকিলে এই পীঠেও ঠিক নিয়ম প্রতিপালিত হইবে না। ১৩

ঔর্ব্ব বলিলেন,—শিব, বিরিঞ্চি-সহিত বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের বাক্য পালন করিতে মনে মনে স্থির করিলেন। ১৪

বৃষবাহন শম্ভু, ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং যমকে বিদায় দিয়া নিজে স্বগণ সমভিব্যাহারে কামরূপ মধ্যে গমন করিলেন। ১৫

শঙ্কর, দেবী উগ্রতারাকে এবং সমুদয় নিজগণদিগকে বলিলেন,—অহে গণসকল। সত্বর এই কামরূপ পীঠ হইতে লোক সকল দূর কর; মহাদেবি! উগ্রতারে। তুমিও লোক-অপসারণে যত্নবতী হও। ১৬

১। প্রবর্ত্ততে। ২। সহিতঃ সঃ।

লোকানুৎসারয়ামাসুঃ পীঠং কর্ত্তুং রহস্যকম্[১] ।
উৎসার্য্যমাণে লোকে তু চতুর্ব্বর্ণদ্বিজাতিষু ।
সন্ধ্যাচলগতো বিপ্রো বসিষ্ঠঃ কুপিতো মুনিঃ ॥ ১৮
সোঽপ্যুগ্রতারয়া দেব্যা উৎসারয়িতুমীশয়া ।
গণৈঃ সহ ধৃতঃ প্রাহ শাপং কুর্ব্বন্ সুদারুণম্ ॥ ১৯
যস্মাদহং ধৃতো বামে ত্বয়োৎসারয়িতুং মুনিঃ ।
তস্মাত্ত্বং বামভাবেন পূজ্যা ভব সমাতৃকা ॥ ২০
ভ্রমন্তি[২] ম্লেচ্ছবৎ যস্মাৎ গণানাং মন্দবুদ্ধয়ঃ ।
ভবন্তু ম্লেচ্ছাস্তস্মাত্তে ভবন্তঃ কামরূপকে ॥ ২১
মহাদেবোঽপি যস্মান্মাং নিঃসারয়িতুমুদ্যতঃ ।
তপোধনং মুনিং দান্তং ম্লেচ্ছবদ্বেদপারগম্ ॥ ২২
তস্মাৎ ম্লেচ্ছপ্রিয়ো ভূয়াচ্ছঙ্করশ্চাস্থিভস্মধৃক্ ॥ ২৩
এতত্তু কামরূপাখ্যং ম্লেচ্ছৈর্ব্বৃতং মদন্তরম্ ।
স্বয়ং বিষ্ণুর্ন চায়াতি যাবৎ স্থানমিদং পুনঃ ॥ ২৪
বিরলাস্তাগমাঃ সন্তু যে এতৎ প্রতিপাদকাঃ ।
বিরলং যস্তু জানাতি কামরূপাগমং বুধঃ ॥ ২৫
স এব প্রাপ্তে কালেঽপি সম্পূর্ণং ফলমাপ্স্যতি ।
এবমুক্ত্বা বসিষ্ঠস্তু তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৬

তখন, গণসমস্ত এবং অপরাজিতা দেবী উগ্রতারা, সেই কামরূপ পীঠকে গোপনীয় করিবার জন্য তথা হইতে লোক সকল দূর করিয়া দিতে লাগিলেন। ১৭

সমস্ত লোক, চতুর্ব্বর্ণ, এমন কি দ্বিজাতি পর্য্যন্ত উৎসারিত হইতে থাকিলে, সন্ধ্যাচল-স্থিত মুনিবর বসিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ১৮

উগ্রতারাদেবী গণসমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহাকেও যখন তাড়াইবার জন্য ধরিলেন, তখন তিনি নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করত বলিলেন। ১৯

হে বামে। আমি মুনি; তথাপি তুমি যে আমাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ধরিলে, এই কারণে তুমি মাতৃগণসহ বামভাবে (শ্রুতি-বিরুদ্ধ পথানুসারে) পূজনীয়া হইবে। ২০

তোমার প্রমথগণ, মদ-মত্ত চিত্তে ম্লেচ্ছের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া ইহারা এই কামরূপ ক্ষেত্রে ম্লেচ্ছ হইয়া থাকিবে। ২১

আমি শম-দম-সম্পন্ন বেদপারগ তপোধন মুনি; মহাদেবও যে ম্লেচ্ছবৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া আমাকে নিঃসারিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এইজন্য তিনিও ম্লেচ্ছপ্রিয় ভস্ম ও অস্থিধারী হইয়া এখানে অবস্থিতি করুন। ২২-২৩

এই কামরূপ-ক্ষেত্র ম্লেচ্ছসঙ্কুল হউক। স্বয়ং বিষ্ণু, যতদিন এখানে না আসেন ততদিন ইহা এইরূপ ভাবে থাক। ২৪

কামরূপের মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক তন্ত্র সকল বিরল-প্রচার হউক। তবে যে পণ্ডিত, বিরল প্রচার কামরূপ-তন্ত্র অবগত হইবে, সেই ব্যক্তিই যথাকালে সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে। বসিষ্ঠ, এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ২৫-২৬

১। রহস্যকম্। ২। ভ্রমন্তি ম্লেচ্ছাঃ।

তে গণা ম্লেচ্ছতাং যাতাঃ কামরূপে সুরালয়ে ।
বামাঽভূদুগ্রতারাপি শম্ভুর্ম্লেচ্ছরতোঽভবৎ ॥ ২৭
আগমা বিরলাশ্চাসন্ যে চ মৎপ্রতিপাদকাঃ ।
বেদমন্ত্রবিহীনস্তু চতুর্বর্ণবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৮
কামরূপং ক্ষণাজ্জাতং যদ্ যমেনানুসারিতম্ ।
আগতেঽপি হরৌ মুক্তে শাপাৎ পীঠে ফলপ্রদে ॥ ২৯
যথা ন সম্যক্ জানন্তি তৎপীঠে দেবমানুষাঃ ।
গুপ্তয়ে সর্ব্বকুণ্ডানাং ব্রহ্মোপায়ং তথাঽকরোৎ ॥ ৩০
অপুনর্ভবকুণ্ডস্য সোমকুণ্ডস্য চোভয়োঃ ।
ব্রহ্মোর্ব্বশীকুণ্ডয়োস্তু নদীনামপি ভূরিশঃ ॥ ৩১
নদীনাং পূর্ব্বমুক্তানামনুক্তানাঞ্চ গুপ্তয়ে ।
সর্ব্বৈস্ত্বেকফলজ্ঞানে ব্রহ্মোপায়ং তথাঽকরোৎ ॥ ৩২
অমোঘায়াং শান্তনোস্তু ভার্য্যায়াং তনয়ং স্বকম্ ।
জলরূপং সমুৎপাদ্য জামদগ্ন্যেন ধীমতা ॥ ৩৩
অবতারয়দব্যগ্রং প্লাবয়ন্ কামরূপকম্ ॥ ৩৪
স তু ব্রহ্মসুতো বীরঃ প্লাবয়ন্ কুণ্ডসঞ্চয়ান্ ।
আচ্ছাদ্য সর্ব্বতীর্থানি ভুবি গুপ্তানি চাকরোৎ ॥ ৩৫
লৌহিত্যমাত্রং যে কেচিজ্জানন্তি তত্র বৈ নরাঃ ।
তে লৌহিত্যস্নানফলং প্রাপ্নুবন্তি সুনিশ্চিতম্ ॥ ৩৬
ন জানন্তি চ কুণ্ডানি নাপি[1] তীর্থানি চাগতঃ ।
বসিষ্ঠশাপাদেতত্তু প্রবৃত্তং তীর্থগোপনম্ ॥ ৩৭

সুরালয় কামরূপ পীঠে প্রমথগণ ম্লেচ্ছ হইল ; উগ্রতারা বামা হইলেন ; মহাদেবও ম্লেচ্ছ-রত হইলেন । ২৭

কামরূপ-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক তন্ত্র সকল বিরল-প্রচার হইল । বশিষ্ঠ-শাপে সেই কামরূপ, ক্ষণমধ্যে বেদ-মন্ত্রহীন এবং চতুর্ব্বর্ণশূন্য হইল । ২৮

বিষ্ণু আগমন করিলে, কামরূপ পীঠ শাপমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইলেও দেবতা ও মনুষ্য পূর্ব্ববৎ আর তথাকার মাহাত্ম্য অবগত হইবেন না । তখন, ব্রহ্মা সমস্ত কুণ্ড গোপনের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন । ২৯-৩০

অপুনর্ভব কুণ্ড, সোমকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, উর্ব্বশীকুণ্ড, পূর্ব্বে কথিত ও অকথিত নানাবিধ নদী গোপনের জন্য অর্থাৎ লোকে যাহাতে সমস্ত কুণ্ড ও নদীকে এক বলিয়া মনে করে, তদ্বিষয়ে একটি উপায় করিলেন । ৩১-৩২

ব্রহ্মা, শান্তনু মুনির ভার্য্যা অমোঘার গর্ভে জলময় নিজতনয় উৎপাদন করিয়া সুবুদ্ধি জামদগ্ন্য পরশুরাম দ্বারা অব্যগ্রভাবে উঁহাকে অবতারিত করেন ; কামরূপ সমস্তই তাহাতে প্লাবিত হইয়া যায় । ৩৩-৩৪

সেই জলময় ব্রহ্মপুত্র বীর, কামরূপের সমস্ত কুণ্ড প্লাবিত ও সকল তীর্থ আবৃত করিয়া অত গুপ্তভাবে রাখিলেন । ৩৫

যে সকল ব্যক্তি তথায় অন্যতীর্থ বা কুণ্ডের অস্তিত্ব জানেন না কেবল, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদের অস্তিত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা তাহাতে স্নান

১। যানি ।

যঃ কশ্চিত্তত্র জানাতি তীর্থানাঞ্চ বিশেষতাম্।
সমবাপ্নোতি তৎস্নানফলং সম্যক্ নরোত্তম ॥ ৩৮
সর্ব্বা নদীঃ সমাপ্লাব্য সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বতঃ।
লৌহিত্যো ব্রহ্মণঃ পুত্রো যাতি দক্ষিণসাগরম্ ॥ ৩৯
এবং তে কথিতং রাজন্ কামরূপস্য কীর্ত্তনম্।
যদন্যদ্রোচতে তুভ্যং তৎ পৃচ্ছ নিগদামি তে ॥ ৪০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ঔর্ব্বস্য বচনং শ্রুত্বা সগরস্তং মুনিং পুনঃ।
পপ্রচ্ছেদং দ্বিজশ্রেষ্ঠা হর্ষসংপ্লুতমানসঃ ॥ ১

সগর উবাচ—

অমোঘায়াং কথং যজ্ঞে লৌহিত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
কথং শান্তনুজায়ায়াং রতঃ স কমলাসনঃ ॥ ২
পারস্ত্রৈণেয়পুত্রো বা কথং জজ্ঞে পিতামহাৎ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব দ্বিজোত্তম ॥ ৩

করিলে কেবল ব্রহ্মপুত্রস্নানফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই তীর্থ-গোপন, বসিষ্ঠশাপেই হইয়াছে। ৩৬-৩৭

যে নরশ্রেষ্ঠ, তথায় তীর্থকুণ্ডাদির বিশেষ বিবরণ অবগত আছেন, তাঁহারা ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলেই তথাকার সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হন। ৩৮

ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য, সকল নদী ও সর্ব্বতীর্থ প্লাবিত করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে মিলিত হইয়াছেন। ৩৯

রাজন্! আমি কামরূপের বিবরণ এই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এখন যাহা অভিলাষ হয় জিজ্ঞাসা কর, বলিতেছি। ৪০

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিবিবরণ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! রাজা সগর, ঔর্ব্ব ঋষির কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য, অমোঘাগর্ভে উৎপন্ন হইলেন কিরূপে? কমলাসন, শান্তনুপত্নীতে উপগত হইলেন কিরূপে? ২

পিতামহ ব্রহ্মার ঔরসে, পরস্ত্রীগর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইল কেমন করিয়া? হে দ্বিজোত্তম! আমি এতৎসমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি;—বলিতে আজ্ঞা হয়। ৩

ঔর্ব্ব উবাচ—

শৃণু ত্বং রাজশার্দ্দূল কথয়ামি মহত্তরম্ ।
আখ্যানং ব্রহ্মপুত্রস্য লৌহিত্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪
হরিবর্ষে মহাবর্ষে শান্তনুর্নাম নামতঃ ।
মুনিরাসীন্মহাভাগো জ্ঞানবান্ স তপোরতঃ ॥ ৫
তস্য ভার্য্যা মহাভাগা অমোঘাখ্যা মহাসতী ।
হিরণ্যগর্ভস্য মুনেস্তৃণবিন্দ্বাশ্রমোদ্ভবা ॥ ৬
তয়া সার্দ্ধং স কৈলাসং মর্য্যাদাপর্ব্বতে বসন্ ।
লোহিতাখ্যস্য সরসস্তীরে বৈ গন্ধমাদনে ॥ ৭
একদা স তপোনিষ্ঠো নিজপুষ্পাদিগোচরম্[1] ।
জগাম বনমধ্যস্থ চিন্বন্ বহুফলানি চ ॥ ৮
তস্মিন্নবসরে ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ।
তত্রাজগাম যত্রাস্তি অমোঘা শান্তনোঃ প্রিয়া ॥ ৯
তাং দৃষ্ট্বা দেবগর্ভাভাং যুবতীমতিসুন্দরীম্ ।
মোহিতো মদনেনাশু তদাঽভূৎক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১০
উদীরিতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা জিঘৃক্ষুস্তাং মহাসতীম্ ।
অথাধাবত্ততো ব্রহ্মা সম্মুখো মদনার্দ্দিতঃ ॥ ১১
ধাবমানং বিধাতারং দৃষ্ট্বা মোহান্মহাসতী[2] ।
নৈবং নৈবমিতি প্রোক্ত্বা পর্ণশালাং ব্যলীয়ত ॥ ১২

ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে মহামতি রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি এই ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্যের বিস্তৃত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ৪

প্রধান বর্ষ হরিবর্ষে শান্তনু নামে একজন মহাভাগ জ্ঞানবান্ তপোনিষ্ঠ মুনি ছিলেন । ৫

হিরণ্যগর্ভ-মুনির কন্যা তৃণবিন্দুর আশ্রমে প্রসূতা অমোঘা নাম্নী মহাসতী শান্তনুর ভার্য্যা ছিলেন । ৬

শান্তনু, অমোঘার সহিত, কখন সীমা-পর্ব্বত কৈলাসে, কখন চন্দ্রভাগার উৎপাদক বৃহৎ লোহিতসরোবর তীরে, কখন বা গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতেন । ৭

একদিন, সেই তপস্বী, নিজ পুষ্পোদ্যানের বনমধ্যে বহুতর পক্ব ফল চয়ন করিতে গমন করেন । ৮

ইত্যবসরে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, যথায় শান্তনু-ভার্য্যা অমোঘা বর্ত্তমানা ছিলেন, তথায় গমন করিলেন । ৯

সুর-সুন্দরী সদৃশী অতিসুরূপা যুবতী অমোঘাকে দেখিয়া ব্রহ্মা মদন-মোহিত ও ইন্দ্রিয় বিকারপ্রাপ্ত হইলেন । ১০

কাম-পীড়িত ব্রহ্মা উদ্গতেন্দ্রিয় হইয়া সেই মহাসতীকে ধরিবার জন্য সম্মুখে ধাবমান হইলেন । ১১

মহাসতী অমোঘা, বিধাতাকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া "না—না, এরূপ করিবেন না" ইত্যাদি বলিতে বলিতে পর্ণ-শালার অভ্যন্তরে যাইলেন । ১২

১। গোচরে। ২। দৃষ্ট্বাঽমোঘা মহাসতী।

ইদঞ্চোবাচ ধাতারমমোঘা কুপিতা তদা।
পর্ণশালান্তরং গত্বা দ্বারমাবৃত্য তৎক্ষণাৎ ॥ ১৩
অকার্য্যং ন ময়া কার্য্যং মুনিপত্ন্যা বিগর্হিতম্।
বলাৎ প্রমথ্য চাহঞ্চেত্ত্বাং ত্বাঞ্চ শপাম্যহম্ ॥ ১৪
অমোঘয়া চৈবমুক্তে বিধাতুশ্চ তদা নৃপ।
রেতশ্চস্কন্দ তত্রৈব আশ্রমে শান্তনোর্ম্মুনেঃ ॥ ১৫
চ্যুতে রেতসি ধাতাপি হংসযানং সমুত্থিতঃ[১]।
লজ্জয়াতিপরীতাত্মা জবং বৈ স্বাশ্রমং যযৌ।
গতে বেধসি শান্তনুশ্চ নিজমাশ্রমমাগতঃ ॥ ১৬
আগত্য দৃষ্ট্বা হংসানাং পদক্ষোভং তদা ভুবি।
তেজশ্চ পতিতং ভূমৌ বিধাতুর্জ্জ্বলনোপমম্ ॥ ১৭
অমোঘাং পরিপপ্রচ্ছ পর্ণশালান্তরস্থিতাম্।
কিমেতদত্র শুভগে প্রবৃত্তং দৃশ্যতে তু যৎ ॥ ১৮
পক্ষিণাঞ্চ পদক্ষোভং তেজশ্চেদঞ্চ কীদৃশম্।
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা শান্তনুং মুনিসত্তমম্।
অমর্ষিতৈব স্ফুরদধরাকুলা বিকলাননা[২] ॥ ১৯
হংসযুক্তস্যন্দনেন কোঽপ্যাগত্য চতুর্ম্মুখঃ[৩]।
কমণ্ডলুকরোঽতীব রতিং মাং সমযাচত ॥ ২০
ততো ময়া তর্জ্জিতঃ[৪] স উটজান্তরলীনয়া।
প্রচ্যাব্য তেজঃ সংযাতো মম শাপভয়ার্দ্দিতঃ ॥ ২১

তৎক্ষণাৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভিতর হইতে সক্রোধে ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন। ১৩

আমি মুনিপত্নী, স্বেচ্ছাক্রমে কদাচ গর্হিত কার্য্য করিব না; আর যদি বলাৎকার কর, তাহা হইলে শাপ দিব। ১৪

রাজন্! অমোঘা এই কথা বলিলে, শান্তনু মুনির আশ্রমে বিধাতার রেতঃস্খলন হইল। ১৫

রেতঃস্খলন হইলে, ব্রহ্মা হংসযানে আরোহণ করিয়া লজ্জাপূর্ণ চিত্তে সত্বর নিজ আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। ১৬

বিধাতা চলিয়া যাইলে শান্তনু, নিজ-আশ্রমে আসিলেন; আসিয়া হংসকুলের পদচিহ্ন দেখিলেন। ১৭

ভূতল-পতিত অনল-সন্নিভ ব্রহ্মবীর্য্য নিরীক্ষণপূর্ব্বক পর্ণশালার অভ্যন্তরে অবস্থিতা অমোঘাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুভগে! এখানে কি হইয়াছিল? ১৮

এই যে পক্ষীদিগের পদচিহ্ন এবং অলৌকিক বীর্য্য পতিত রহিয়াছে—এ কি?" অমোঘা শান্তনুর কথা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রোধবিবর্ণ-বদনে সেই মুনিবরকে বলিতে লাগিলেন। ১৯

একজন কমণ্ডলুধারী চতুর্ম্মুখ হংস-বিমানে এখানে আসিয়া আমাকে সম্ভোগ করিতে প্রার্থনা করে। ২০

১। সমাহিতঃ। ২। বিকচাননা।
৩। চতুর্ভুজঃ। ৪। তদতো ময়া ভর্ৎসিতঃ।

কুরু তত্র প্রতীকারং যদি শক্নোষি শান্তনো।
ন হীমাং ধর্ষণাং সোঢ়ুং কশ্চিচ্ছক্নোতি জীবভৃৎ ॥ ২২
স তস্যা বচনং শ্রুত্বা স্বয়ং ব্রহ্মা সমাগতঃ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা তদা[১] ধ্যানপরোঽভবৎ। ২৩
দিব্যজ্ঞানেন স জ্ঞাত্বা দেবকার্য্যমুপস্থিতম্ ॥ ২৪
তীর্থাবতরণঞ্চাপি হিতায় জগতাং মুনিঃ।
আত্মোদর্কং চিন্তয়িত্বা স্বভার্য্যামিদমব্রবীৎ ॥ ২৫
ইদং তেজো ব্রহ্মণস্তং পিবামোঘে মমাজ্ঞয়া।
হিতায় সর্ব্বজগতাং দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২৬
ভবত্যা নিকটং ব্রহ্মা স্বয়মেব সমাগতঃ।
ত্বামপ্রাপ্য মহৎ কৃত্যমাবয়োঃ স সমর্প্য চ।
গতো নিজাস্পদং তত্তং কর্তুমর্হসি তদ্বচঃ ॥ ২৭
তচ্ছ্রুত্বা শান্তনোর্বাক্যমমোঘাতীব লজ্জিতা।
সান্ত্বয়ন্তীব তং প্রাহ পতিং নত্বা মহাসতী ॥ ২৮
নান্যস্য তেজো ধাস্যামি ন চ তে বিমনস্কতা। ২৯
অবশ্যং যদি কর্ত্তব্যং পীত্বা ত্বং ময়ি চোৎসৃজ ॥ ৩০
ততস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা যুক্তং তথ্যঞ্চ শান্তনুঃ।
স্বয়ং পীত্বা তু তত্তেজঃ[২] স্বভার্য্যায়াং ন্যষেচয়ৎ। ৩১

তাহার পর আমি এই পর্ণশালার মধ্য হইতে তাহাকে ভর্ৎসনা করিলে, সে স্খলিত-বীর্য্য হইয়া আমার শাপভয়ে এখান হইতে পলায়ন করে। ২১

শান্তনু! যদি সমর্থ হন, তদ্বিষয়ে প্রতিকার করুন। তবে ইহা স্থির জানিবেন, কোন প্রাণীই আমাকে বলাৎকার করিতে সমর্থ নহে। ২২

শান্তনু, অমোঘার কথা শুনিয়া বুঝিলেন, স্বয়ং ব্রহ্মাই এখানে আসিয়াছিলেন; ইহা স্থির করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ২৩

জগতের হিতার্থে তীর্থোৎপাদন দেবগণের উপস্থিত কার্য্য; মুনি দিব্য জ্ঞানবলে তাহা অবগত হইয়া এবং তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া নিজ পত্নীকে বলিলেন। ২৪-২৫

অমোঘে! ত্রিভুবনের হিতার্থে এবং দেবকার্য্যের সিদ্ধির জন্য আমার অনুমতিক্রমে এই ব্রহ্ম-বীর্য্য পান কর। ২৬

স্বয়ং ব্রহ্মা তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন; তোমাকে না পাইয়া মহৎ কার্য্য সাধনোদ্দেশে এই বীর্য্য আমাদিগের উভয়কে সমর্পণ করিয়া নিজাশ্রমে গিয়াছেন; এখন তুমি আমার কথা রাখ। ২৭

অমোঘা, শান্তনুর সেই কথা শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া মহামুনি স্বামীকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিতে লাগিলেন। ২৮

তুমি আমার প্রতি ক্রোধ করিও না, আমি অপরের বীর্য্য ধারণ করিতে পারিব না; সে বিষয় মনে স্থান দিও না। ২৯

যদি নিতান্তই এ কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে তুমি এই তেজ—পান করিয়া আমাতে নিষেক কর। ৩০

১। ইতি নিশ্চিত্য স তাং তত্র......। ২। তস্যা গর্ভে।

সংক্রামিতৈঃ[1] শান্তনুনা তেজোভির্ব্রহ্মণঃ সতী।
গর্ভং দধারামোঘাখ্যা হিতায় জগতাং ততঃ ॥ ৩২
তস্যাঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে নাসাত্তো[2] জলসঞ্চয়ঃ।
তন্মধ্যে তনয়শ্চাপি নীলবাসাঃ কিরীটধৃক্।
রত্নমালাসমাযুক্তো রক্তগৌরশ্চ ব্রহ্মবৎ ॥ ৩৩
চতুর্ভুজঃ পদ্মবিদ্যাধ্বজশক্তিধরস্তথা।
শিশুমারশিরস্কন্ধ তুল্যকায়ো জলোৎকরৈঃ ॥ ৩৪
তজ্জাতঞ্চ তথাভূতং শান্তনুর্লোকশান্তনুঃ।
চতুর্ণাং পর্ব্বতানাঞ্চ মধ্যদেশে ন্যবীবিশৎ[3] ॥ ৩৫
কৈলাসশ্চোত্তরে পার্শ্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।
জারুধিঃ পশ্চিমে শৈলঃ পূর্ব্বে সংবর্ত্তকাদয়ঃ ॥ ৩৬
তেষাং মধ্যে বয়ং কুণ্ডং পর্ব্বতানাং বিধেঃ সুতঃ।
কুণ্ডাহ্বয়িতবৃধে নিত্যং শরদীব নিশাকরঃ ॥ ৩৭
তং তোয়মধ্যগং পুত্রমাসাদ্য দ্রুহিণঃ সুতম্।
ক্রমতস্তস্য সংস্কারানকরোদ্দেহশুদ্ধয়ে ॥ ৩৮
অথ কালে বহুতিথে ব্যতীতে ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
তোয়রাশিস্বরূপেণ ববৃধে পঞ্চযোজনান্ ॥ ৩৯
তস্মিন্ দেবাঃ পপুঃ সস্নুর্দ্বিতীয় ইব সাগরে।
সিতামলজলে হ্রদে দিব্যাপ্সরসাং গণৈঃ ॥ ৪০

অনন্তর, শান্তনু—অমোঘার এই যুক্তিযুক্ত সত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ং সেই ব্রহ্ম-বীর্য্য-পানপূর্ব্বক অমোঘার গর্ভে নিষেক করিলেন। ৩১

শান্তনু এইরূপে ব্রহ্মতেজ সংক্রামিত করিলে, অমোঘা সতী,—ত্রিভুবনের হিতার্থে গর্ভবতী হইলেন। ৩২

যথাকালে সেই অমোঘার গর্ভ হইতে জলরাশি ভূমিষ্ঠ হইল ; দেখেন,—সেই জলরাশির মধ্যে রত্নমালা-বিভূষিত, নীলাম্বরপরিধান, কিরীটধারী, ব্রহ্মার ন্যায় আরক্ত গৌরবর্ণ, চতুর্ভুজ, পদ্ম-বিদ্যা-ধ্বজ-শক্তিধারী শিশুমার-মস্তকে আরূঢ় একটি পুত্র ; ঐ জলরাশি এবং বর্ণিতদেহ উভয়ই তাহার শরীর। ৩৩-৩৪

লোকমঙ্গলকর শান্তনু, তদ্রূপে উৎপন্ন সেই ব্রহ্মপুত্রকে—চারিটি পর্ব্বতের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন। ৩৫

উত্তর পার্শ্বে কৈলাস, দক্ষিণ-পার্শ্বে গন্ধমাদন, পশ্চিমে জারুধিপর্ব্বত; আর পূর্ব্বে সম্বর্ত্তকাদি পর্ব্বতশ্রেণী। ৩৬

ব্রহ্মপুত্র, সেই পর্ব্বতরাজির মধ্যে, কুণ্ডরূপে শারদ শুক্ল-শশধরের ন্যায় ক্রমে বাড়িতে লাগিলেন। ৩৭

ব্রহ্মা, সেই জলরাশি-মধ্যগত নিজ পুত্রের নিকট আসিয়া তদীয় শরীর শুদ্ধির জন্য যথাক্রমে সমুদয় সংস্কার সম্পাদন করিলেন। ৩৮

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র, জলরাশিরূপে পাঁচ যোজন বৃদ্ধি পাইলেন। ৩৯

দেব-দেবী, অপ্সরোগণ, দ্বিতীয় সাগরসদৃশ মনোহর সেই শীত-নির্ম্মল-সলিল ব্রহ্মপুত্র কুণ্ডে স্নান ও তদীয় জল পান করিতে লাগিলেন। ৪০

১। সংক্রমিতৈঃ। ২। সন্নাতো। ৩। ন্যবেশয়ৎ।

তস্মিন্নবসরে রামো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।
চক্রে মাতৃবধং ঘোরমযুক্তং পিতুরাজ্ঞয়া ॥ ৪১
তস্য পাপস্য মোক্ষায় স্বপিতুশ্চোপদেশতঃ ।
স জগাম মহাকুণ্ডং ব্রহ্মাখ্যং[1] স্নাতুমিচ্ছয়া ॥ ৪২
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মাতৃহত্যামপানয়ন্ ।
বীথীং পরশুনা কৃত্বা তং[2] মহীমবতারয়ৎ ॥ ৪৩

সগর উবাচ—

জমদগ্নেঃ সুতো রামঃ কিমর্থং নিজমাতরম্ ।
জঘান তস্য মাতা চ কিন্নাম্নী কস্য চাত্মজা ॥ ৪৪
মুনেঃ পুত্রঃ কথঞ্জাতস্তথা ক্রূরো মহাবলঃ ।
যো যুদ্ধকুশলো বীরো রাজন্যান্ সমপোথয়ৎ ॥ ৪৫
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতো মুনিসত্তম ।
কথয়স্ব মহাভাগ যদি গুহ্যং তথাপি মে ॥ ৪৬

ঔর্ব্ব উবাচ—

শৃণু রাজন্নবহিতো জমদগ্নেঃ সুতস্য বৈ ।
চরিতং স যথা জজ্ঞে প্রভুঃ ক্রূরতরশ্চ সঃ ॥ ৪৭
ব্রহ্মপুত্রো[3] ভৃগুর্নাম ঋচীকস্তৎসুতোঽভবৎ ।
স ভার্য্যার্থী চরন্ ভূমৌ কান্যকুব্জং গতঃ পুরা ॥ ৪৮
দদর্শ চারণাপন্নং অহেস্বার্ধংশসম্ভবম্ ।
কুশিকস্য সুতং গাধিং তপঃস্থং[4] নৃপসত্তম ॥ ৪৯

তখন প্রতাপবান্ জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পিতার অনুমতিক্রমে মাতৃবধরূপ ঘোরতর অকার্য্য করেন। ৪১

তৎপরে মাতৃহত্যা-পাপ মোচনের জন্য পিতৃ-উপদেশে সেই ব্রহ্মপুত্র নামক মহাকুণ্ডে স্নান করিতে যান।

তথায় স্নান ও তদীয় জল পান করিয়া তিনি মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। তখন জামদগ্ন্য লোকহিতাভিলাষে পরশু-সাহায্যে উপযুক্ত পথ করিয়া ক্ষণমধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে পৃথিবীতে অবতারিত করেন। ৪৩

সগর বলিলেন,—জমদগ্নিপুত্র রাম নিজমাতাকে বধ করিলেন কেন? তাঁহার মাতার নাম কি? রাম জননী কাহার কন্যা? আর মুনিতনয় পরশুরাম, তাদৃশ মহাবল ক্রূরতর হইলেন কিরূপে? ৪৪

সেই বীরবর এতাদৃশ যুদ্ধকুশল যে, তিনি ক্ষত্রিয়গণকে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। ৪৫

হে মুনিবর! আমি এতৎসমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; যদি গোপনীয় হয়, তথাপি তাহা আমার নিকট যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন। ৪৬

ঔর্ব্ব বলিলেন,—রাজন্! জমদগ্নি-পুত্রের চরিত্র শ্রবণ কর, তিনি যে কারণে ক্রূরতর হইয়াছিলেন ও মাতৃবধ করিয়াছিলেন তাহাও শুন। ৪৭

রাজন্! ভৃগু ব্রহ্মার পুত্র, ঋচীক ভৃগুর পুত্র; পূর্ব্বকালে ঋচীক বিবাহ করিবার মানসে বিচরণ করত কান্যকুব্জে গমন করেন। ৪৮

১। ব্রহ্মণঃ। ২। চ মামবতারয়ৎ। ৩। তদা পুত্রী। ৪। তপস্থং।

অরণ্যস্থস্য তস্যাথ পুত্রকামস্য ভূভৃতঃ।
সভার্য্যস্য সুতা জজ্ঞে দেবকন্যাসমা গুণৈঃ॥ ৫০
ঋচীকো ভৃগুপুত্রস্তাং ভার্য্যার্থং সমযাচত।
দাতুং যোগ্যা সুতা মেঽদ্য ত্বদ্বিধায় মহামুনে॥ ৫১
কিং ত্বেকঃ কুলধর্ম্মো মে বিদ্যতে শুল্কসংগ্রহে॥ ৫২
একতঃ কৃষ্ণবর্ণানামশ্বানাং[১] চন্দ্রবর্চ্চসাম্।
সহস্রমেকং যো দদ্যাত্তস্মৈ পুত্রী প্রদীয়তে॥ ৫৩

ঋচীক উবাচ—

দাস্যাম্যশ্বসহস্রং বৈ তব রাজংস্তথাবিধম্।
কিঞ্চিৎ কালং প্রতীক্ষস্ব যাবত্তদহমানয়ে॥ ৫৪
এবমস্ত্বিতি তং গাধিরুবাচ ভৃগুসূনবে।
গঙ্গাতীরং কান্যকুব্জং সোঽগচ্ছদশ্বসাধনে॥ ৫৫
তত্রারাধ্য ভৃগোঃ পুত্রো বরুণং যাদসাং পতিম্।
তেন দত্তং তদা লেভে সহস্রং বাজিনাং মুনিঃ॥ ৫৬
তেন যত্র তদা লব্ধা অশ্বা নৃপতিসত্তম।
তদশ্বতীর্থং বিখ্যাতং মহাফলকরং পরম্॥ ৫৭
গঙ্গাজলাদুত্থিতন্তু দত্তং সম্যক্ প্রচেতসা।
আদায়াশ্বসহস্রন্তু মুনির্গাধিমগাজ্জবাৎ॥ ৫৮

তিনি অরণ্যমধ্যে জহ্নুমুনির বংশোৎপন্ন নৃপশ্রেষ্ঠ কুশিকপুত্র গাধি তপস্যা করিতেছেন দেখিতে পাইলেন। ৪৯

পুত্রাভিলাষে ভার্য্যাসহ তপঃপরায়ণ অরণ্যস্থিত গাধিরাজের দেবকন্যাসদৃশী গুণবতী এক কন্যা হইয়াছিল, ভৃগুপুত্র ঋচীক সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত নৃপশ্রেষ্ঠ গাধির নিকট প্রার্থনা করেন। ৫১

অনন্তর রাজা ঋচীককে বলেন,—সুমহাত্মা ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করা আমার উচিত বটে, কিন্তু শুল্ক গ্রহণ করা আমাদিগের কুলধর্ম্ম। ৫২

তাহা আবার যে সে শুল্ক নহে—যে ব্যক্তি এক কর্ণ-কৃষ্ণ-বর্ণ চন্দ্রবৎ বিশদ-প্রভ এক সহস্র অশ্ব শুল্ক প্রদান করে, তাহাকেই আমরা কন্যাদান করিয়া থাকি। ৫৩

ঋচীক বলিলেন ;—হে রাজন্। আমি তোমাকে তাদৃশ এক সহস্র অশ্ব দিব ; কিন্তু কিছুকাল প্রতীক্ষা কর, আমি সেই অশ্ব লইয়া আসি। ৫৪

গাধি, ভৃগুপুত্রের নিকট "তাহাই হউক" বলিয়া স্বীকার করিলেন। ঋচীকও অশ্ব আনিবার জন্য কান্যকুব্জের গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। ৫৫

ভৃগুপুত্র, তথায় যাদসাং পতি বরুণকে আরাধনা করিয়া বরুণদত্ত সহস্র অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন। ৫৬

হে নৃপবর! তিনি যে স্থানে সেই অশ্ব প্রাপ্ত হন, তাহা "অশ্বতীর্থ" নামে বিখ্যাত মহাফলজনক তীর্থস্থান। ৫৭

বরুণদত্ত গঙ্গাজলোত্থিত সহস্র অশ্ব গ্রহণ করিয়া ঋচীকমুনি গাধির নিকট গমন করিলেন। ৫৮

১। শ্যাম······।

তানশ্বান্ গাধিরাদায় পুত্রীং সত্যবতীং সুতাম্ ।
ঋচীকায় দদৌ লক্ষ্মীং কেশবায়েব সাগরঃ ॥ ৫৯
ঋচীকো গাধিতনয়াং লব্ধ্বা ভার্য্যামনিন্দিতাম্ ।
মুদিতঃ স তয়া রেমে যথাকামং স্বকাশ্রমে ॥ ৬০
কৃতদারং সুতং শ্রুত্বা দ্রষ্টুং পুত্রং স্নুষাং ভৃগুঃ ।
আথাজগাম মতিমান্ স্নুষাং দৃষ্ট্বা ননন্দ চ ॥ ৬১
দম্পতী তং সমাসীনং ভৃগুং দেবগণার্চিতম্ ।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং[1] তস্থতুস্তৌ কৃতাঞ্জলী ॥ ৬২
ততো ভৃগুঃ স্নুষাং প্রীত্যা সুপ্রীত ইদমব্রবীৎ ।
বরং বৃণীষ্ব দাস্যামি বাঞ্ছিতং বরবর্ণিনি ।
অদেয়ং দুষ্করং বাপি যত্র তে বিদ্যতে স্পৃহা ॥ ৬৩
ততঃ সত্যবতী পুত্রং তপ-আম্নায়-পারগম্ ।
মাতুশ্চ বীরমতুলং পুত্রং বরমযাচত ॥ ৬৪
স চৈবমস্ত্বিত্যুক্তৈব ভূত্বা ধ্যানপরস্তদা ।
বিশ্বমাধৃত্য মনসা যত্নাচ্ছ্বাসং সসর্জ্জ সঃ ॥ ৬৫
তস্য নিঃশ্বাসবাতাত্তু নিঃসৃতং বৈ চরুদ্বয়ম্ ।
তস্যৈতচ্ছিতয়ং দত্ত্বা ভৃগুস্তামিদমব্রবীৎ ॥ ৬৬
চরুদ্বয়ং গৃহাণেদং স্নুষে সত্যবতি স্বয়ম্ ।
স্নাত্বা ঋতৌ ঋতৌ মাতা স্নুষে ভুঙ্ক্ষ করিষ্যথঃ ॥ ৬৭

ক্ষীর সমুদ্র, যেমন নারায়ণকে লক্ষ্মীসম্প্রদান করিয়াছিলেন গাধি, সহস্র অশ্ব গ্রহণ করিয়া সেইরূপ নিজ দুহিতা কল্যাণী সত্যবতীকে ঋচীক-হস্তে সম্প্রদান করিলেন। ৫৯

ঋচীক, অনিন্দিতা গাধি-নন্দিনীকে ভার্য্যারূপে লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ আশ্রমে ইচ্ছানুরূপ তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ৬০

জ্ঞানী ভৃগু,—পুত্র দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন শুনিয়া পুত্রবধূ দর্শনার্থ ঋচীকাশ্রমে আগমন করিলেন ; পুত্রবধূ দেখিয়া আনন্দিতও হইলেন। ৬১

দেবগণ-বন্দিত মহর্ষি ভৃগু আসীন হইলে, সেই বধূ-বর যথাযোগ্য তদীয় পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তদীয় সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। ৬২

অনন্তর ভৃগু, অত্যন্ত প্রীত হইয়া নিজ পুত্রবধূকে বলিলেন ;—"বরবর্ণিনি ! বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর ; অদেয় বা অত্যন্ত কঠিন হইলেও আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিব"। ৬৩

অনন্তর সত্যবতী, আপনার জন্য বেদপারগ তপোনিষ্ঠ পুত্র এবং মাতার জন্য অমিতবিক্রমশালী বীরপুত্র প্রার্থনা করিলেন। ৬৪

ভৃগু, "ইহাই হইবে" বলিতে বলিতেই ধ্যানমগ্ন হইয়া মনে মনে সমস্ত দেখিয়া যত্নসহকারে শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ৬৫

তাঁহার নিঃশ্বাস-বায়ু হইতে দুইটী চরু নিঃসৃত হইল। ভৃগু পুত্রবধূকে সেই চরু দুইটী দিয়া বলিলেন। ৬৬

পুত্রবধূ সত্যবতি ! এই দুইটি চরু গ্রহণ কর; তুমি এবং তোমার মা— তোমরা ঋতু-স্নান করিয়া তদ্দিনে ইহা ভোজন করিও। ৬৭

১। সমাসীনং তং দুয়ক্তঃ...... ।

আলিঙ্গ্যাশ্বত্থবৃক্ষং তে মাতা পুংসবনায় বৈ।
চরুমারক্তকমেতং[১] সা ভোক্ষ্যতি সুতস্ততঃ ॥ ৬৮
ত্বমৌদুম্বরবৃক্ষস্ত সমালিঙ্গ্যাসিতং চরুম্।
ভোক্ষ্যসে তব পুত্রস্তু[২] ভবিষ্যতি সনাতনঃ ॥ ৬৯
এবমুক্ত্বা ভৃগুর্যাতো যথেচ্ছং সাপি সম্মুদম্।
অবাপ মাত্রা সহিতা ভর্ত্রা পিত্রা চ কামিনী ॥ ৭০
অথ স্নানদিনেঽশ্বত্থমালিঙ্গ্যারক্তকং চরুম্।
আদাৎ সত্যবতী তস্যা মাতা ত্বসিতকং চরুম্ ॥ ৭১
পরিবর্ত্তন্তু তজ্জ্ঞাত্বা দিব্যজ্ঞানো ভৃগুর্মুনিঃ।
অথাগত্য স্নুষাং তাং তু বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৭২
বিপর্য্যয়স্ত্বয়া ভদ্রে বৃক্ষালিঙ্গনকর্ম্মণি
তথা চরুপ্রাশনে তু তত্রেদং তে ভবিষ্যতি[৩] ॥ ৭৩
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াচারস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি।
ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণাচারো মাতুস্তে ভবিতা সুতঃ ॥ ৭৪
ইত্যুক্তা ভৃগুণা সাধ্বী তদা সত্যবতী ভৃগুম্।
পুনঃ প্রসাদয়ামাস পৌত্রো মেঽস্ত্বিতি তাদৃশঃ ॥ ৭৫
এবমস্ত্বিতি স প্রোচ্য তত্রৈবান্তর্দধে ভৃগুঃ ॥ ৭৬
অথ কালে সুতং বীরং জমদগ্নিঞ্চ গাধিজা।
সুষুবে জননী তস্যা বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম্ ॥ ৭৭

তোমার মা, পুত্র প্রসবের জন্য অশ্বত্থবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই আরক্ত চরুটী ভোজন করিবেন। ৬৮

তুমি, উডুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই শুক্লবর্ণ চরুটী ভোজন করিবে; তাহাতে তোমার অত্যুৎকৃষ্ট কীর্ত্তিমান তপোধন পুত্র হইবে। ৬৯

ভৃগু এই বলিয়া ইচ্ছামত স্থানে গমন করিলেন, বরবর্ণিনী সত্যবতীও সত্বর ভর্ত্তার সহিত পিতৃমাতৃ-সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭০

অনন্তর, ঋতু-স্নানদিবসে সত্যবতী, ভ্রমক্রমে অশ্বত্থবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া আরক্তবর্ণ-চরু ভোজন করিলেন, আর তাঁহার মাতা ক্ষত্রবীর্য্য-শূন্য শুক্লবর্ণ চরু ভোজন করিলেন। ৭১

দিব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন মহর্ষি ভৃগু, সেই বৈপরীত্য অবগত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক পুত্রবধূকে বলিলেন। ৭২

ভদ্রে! তুমি চরুভোজন ও বৃক্ষালিঙ্গনে বৈপরীত্য করিয়া ফেলিয়াছ। ৭৩

এই জন্য তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণ হইবে; আর তোমার মাতার পুত্র ব্রাহ্মণাচারী ক্ষত্রিয় হইবে। ৭৪

ভৃগু, এই কথা বলিলে, সাধ্বী সত্যবতী, শ্বশুর ভৃগুকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—আমার পৌত্র এতাদৃশ হউক। পুত্র যেন ব্রাহ্মণাচার ব্রাহ্মণই হয়। ভৃগু, "তথাস্তু" বলিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। ৭৫-৭৬

অনন্তর, ঋষি-নন্দিনী সত্যবতী যথাকালে তেজস্বী জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন, আর তদীয় জননী তপোনিধি বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। ৭৭

১। চরুমারক্তকং। ২। ভোক্ষ্যসে তেন পুত্রস্তে।
৩। তথা চ প্রাশে ভদ্রে তথা পুত্রো ভবিষ্যতি।

জমদগ্নিস্ততো বেদাংশ্চতুরঃ প্রাপ বা চিরম্ ॥ ৭৮
প্রাদুরাসীদ্ধনুর্ব্বেদঃ স্বয়ং তস্মিন্ মহাত্মনি ।
বিশ্বামিত্রোঽপি সকলান্ বেদানপি তথাচিরাৎ ॥ ৭৯
ধনুর্ব্বেদং তথা কৃৎস্নং বিপ্রশ্চাভূত্তপোবলাৎ ॥ ৮০
জাজ্বল্যমানস্তেজস্বী জমদগ্নির্মহাতপাঃ ।
বেদৈস্তপোভিঃ স মুনীনত্যক্রামচ্চ সূর্য্যবৎ ॥ ৮১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ কালে ব্যতীতে তু জমদগ্নির্মহাতপাঃ ।
বিদর্ভরাজস্য সুতাং প্রযত্নেন জিতাং স্বয়ম্ ॥ ১
ভার্য্যার্থং প্রতিজগ্রাহ রেণুকাং লক্ষণান্বিতাম্ ।
সা তস্মাৎ সুষুবে পুত্রাংশ্চতুরো বেদসম্মিতান্ ॥ ২
রুমণ্বন্তং সুষেণঞ্চ বসুং বিশ্বাবসুং তথা ।
পশ্চাত্তস্যাং স্বয়ং জজ্ঞে ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৩
কার্ত্তবীর্য্যবধার্থাও শক্রাদ্যৈঃ সকলৈঃ সুরৈঃ ।
যাচিতঃ পঞ্চমঃ সোঽভূত্তেষাং রামাহ্বয়স্তু সঃ ॥ ৪
ভারাবতরণার্থায় জাতঃ পরশুনা সহ ।
সহজং পরশুং তস্য ন জহাতি কদাচন ॥ ৫

জমদগ্নি, অবিলম্বে চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলেন ; আর ধনুর্ব্বেদবিদ্যা সেই মহাত্মায় স্বতঃসিদ্ধ হইল । ৭৮

বিশ্বামিত্রও অচিরকাল মধ্যে চতুর্ব্বেদ এবং সমস্ত ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী হইলেন । ৭৯

অবশেষে তপস্যা-বলে ব্রাহ্মণও হইয়াছিলেন । ৮০

জাজ্বল্যমান তেজস্বী মহাতপা জমদগ্নি মুনি, বেদ-বিদ্যা ও তপঃপ্রভাবে সূর্য্যবৎ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । ৮১

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮২

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়
পরশুরামের উপাখ্যান

ঔর্ব্ব বলিলেন,—কিছুকাল অতীত হইলে, মহাতপা জমদগ্নি স্বয়ং যত্নসহকারে, সুলক্ষণা বিদর্ভরাজ-তনয়া রেণুকাকে বিবাহ করিলেন । ১

রেণুকা, জমদগ্নিসংসর্গে রুমণ্বান্, সুষেণ, বসু ও বিশ্বাবসু নামে চারিটি লোকপ্রিয় পুত্র প্রসব করেন । ২-৩

কার্ত্তবীর্য্য-বধের জন্য ইন্দ্রাদি দেবগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ মধুসূদন, সর্ব্বশেষে তদীয় গর্ভে উৎপন্ন হইলেন, এই পঞ্চম তনয়ের নাম হইল রাম । ৪

অয়ং নিজপিতামহ্যাশ্চরুভুক্তিবিপর্য্যয়াৎ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াচারো রামোঽভুৎ ক্রূরকর্ম্মকৃৎ ॥ ৬
স বেদানখিলান্ আপ্য ধনুর্ব্বেদঞ্চ সর্ব্বশঃ।
সুতত্বং কৃতকৃত্যোঽভুদ্বেদবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৭
একদা তস্য জননী স্নানার্থং রেণুকা গতা।
গঙ্গাতোয়ে হ্যথাপশ্যদ্রাম্না চিত্ররথং নৃপম্ ॥ ৮
ভার্য্যাভিঃ সদৃশীভিশ্চ জলক্রীড়ারতং শুভম্।
সুমালিনং সুবস্ত্রং তং তরুণং চন্দ্রমালিনম্[১] ॥ ৯
তথাবিধং নৃপং দৃষ্ট্বা সঞ্জাতমদনা ভৃশম্।
রেণুকা স্পৃহয়ামাস তস্মৈ রাজ্ঞে সুবর্চ্চসে[২] ॥ ১০
স্পৃহাযুতায়াস্তস্যাস্তু সংক্লেদঃ সমজায়ত।
বিচেতনাম্ভসাক্লিন্না ত্রস্তা সা স্বাশ্রমং যযৌ ॥ ১১
অবোধি জমদগ্নিস্তাং রেণুকাং বিকৃতাং তথা।
ধিক্কিকাররতেত্যাবং নিনিন্দ চ সমন্ততঃ ॥১২
ততঃ স তনয়ান্ প্রাহ চতুরঃ প্রথমং মুনিঃ।
রুমন্বৎপ্রমুখান্ সর্ব্বানেকৈকং ক্রমতো ক্রতম্। ১৩
ছিন্ধীমাং পাপনিরতাং রেণুকাং ব্যভিচারিণীম্।
তে তদ্বচো নৈব চক্রুর্মূকাশ্চাসন্ জড়া ইব ॥ ১৪

তিনি পৃথিবীর ভারহরণার্থ পরশুসহ উৎপন্ন হন; সেই তাঁহার সহজ পরশু কদাচ তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। ৫

এই রাম, নিজ পিতামহীর চরুভোজন-বৈপরীত্যের ফলে ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়াচার ও ক্রূরকর্ম্মা হন। ৬

পরশুরাম, পিতার নিকট নিখিল বেদ এবং ধনুর্ব্বেদ সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা করিয়া বেদবিদ্যা-বিশারদতা-নিবন্ধন কৃতার্থস্মন্য হইলেন। ৭

একদিন রাম-জননী রেণুকা স্নানার্থ গঙ্গাতে গিয়া দেখেন, উত্তম-মাল্যধারী পরম সুন্দর চন্দ্রসন্নিভ তরুণ রাজা চিত্ররথ, অনুরূপা রমণীগণের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছেন। ৮-৯

রেণুকা, তাদৃশ নরপতিকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কামার্ত্তা হইয়া সেই সুন্দর রাজার প্রতি অভিলাষ করিলেন। ১০

অভিলাষ হইবামাত্র ক্লেদ নিঃসৃত হইল; কিন্তু তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। যাহা হউক, হঠাৎ মানসিক গতির দিকে লক্ষ্য হইল, অমনি সভয়ে সেই ক্লেদযুক্ত হইয়াই নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। ১১

জমদগ্নি, দেখিবামাত্র রেণুকার মনোবিকার বুঝিতে পারিয়া "ধিক্ তোকে পাপীয়সি।—ধিক্" ইত্যাদিরূপে বারংবার নিন্দা করিতে লাগিলেন। ১২

অনন্তর, মুনি প্রথমে সেই রুমন্বৎপ্রমুখ চারিপুত্রকে একে একে বলেন,—"এই পাপীয়সী ব্যভিচারিণী রেণুকাকে ছেদন কর;" কিন্তু তাহারা মূঢ় ও জড়ের ন্যায় রহিল। তাহারা পিতৃ-আজ্ঞা পালন করে নাই। ১৩

১। ......সুকায়ং......চন্দ্রসন্নিভম্।
২। সুমালনে।

কুপিতো জমদগ্নিস্তাঞ্শশাপেতি বিচেতসঃ[১]।
গাধিং নৃপতিশার্দ্দূলং স চোবাচ নৃপো মুনিম্।
অবধ্বং[২] যূয়মচিরাজ্জড়া গোবুদ্ধিগর্জ্জিতাঃ॥ ১৫
অথাজগাম চরমো জামদগ্ন্যোঽতিবীর্য্যবান্।
তঞ্চ রামং পিতা প্রাহ পাপিষ্ঠাং ছিন্ধি মাতরম্॥ ১৬
স ভ্রাতৄংশ্চ তথাভূতান্ দৃষ্ট্বা জ্ঞানবিবর্জ্জিতান্।
পিত্রা শপ্তান্ মহাতেজাঃ প্রসূং পরশুনাচ্ছিনৎ॥ ১৭
রামেণ রেণুকাং ছিন্নাং দৃষ্ট্বা বিক্রোধনোঽভবৎ।
জমদগ্নিঃ প্রসন্নঃ সন্নিতি বাচমুবাচ হ॥ ১৮
প্রীতোঽস্মি পুত্র ভদ্রন্তে যত্ত্বয়া মদ্বচঃ কৃতম্।
তস্মাদিষ্টান্ বরান্ কামাংস্ত্বং বৈ বরয় সাম্প্রতম্॥ ১৯
স তু রামো বরান্ বব্রে মাতুরুত্থানমাদিতঃ।
বধস্যাস্মরণং তস্যা ভ্রাতৄণাং শাপমোচনম্॥ ২০
মাতৃহত্যাব্যপনয়ং যুদ্ধে সর্ব্বত্র বৈ জয়ম্।
আয়ুঃ কল্পান্তপর্য্যন্তং ক্রমাদ্বৈ নৃপসত্তম॥ ২১
সর্ব্বান্ বরান্ স প্রদদৌ জমদগ্নির্মহাতপাঃ।
সুপ্তোত্থিতেব জননী রেণুকা চ তদাভবৎ॥ ২২

তখন, জমদগ্নি কুপিত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় পুত্রদিগকে এই অভিসম্পাত দিলেন, "তোরা জড়বৎ বসিয়া রহিলি, আমার কথা শুনিলি না। ১৪

এই দোষে তোরা অবিলম্বে জড়ভাবাপন্ন এবং গোরুর ন্যায় জীবন ধারণ কর"। ১৫

অনন্তর অতিবীর্য্যশালী জামদগ্ন্য পরশুরাম তথায় আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। জমদগ্নি তাঁহাকে বলিলেন, তোমার এই পাপীয়সী জননীকে ছেদন করিয়া ফেলো। ১৬

সেই মহাতেজা ভ্রাতৃগণকে পিতৃশাপে জ্ঞানবর্জ্জিত অবলোকন করিয়া জননীকে কুঠারাঘাতে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১৭

পরশুরাম রেণুকাকে ছেদন করিলেন দেখিয়া জমদগ্নি ক্রোধশূন্য হইলেন এবং সুপ্রসন্নভাবে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ১৮

পুত্র! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যে আমার এই আজ্ঞা পালন করিলে, ইহাতে আমি প্রীত হইয়াছি; অতএব তুমি এখন আমার নিকট কতিপয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ১৯

পরশুরাম সাতটি বর প্রার্থনা করিলেন, জননীর পুনর্জ্জীবন প্রথমেই প্রার্থনা করিলেন; অনন্তর হে নৃপশ্রেষ্ঠ! মাতাকে যে তিনি বধ করিয়াছেন, এ কথা মাতার বিস্মৃত হওয়া, ভ্রাতৃগণের শাপমোচন, মাতৃহত্যা পাপনাশ, সকল সময়ে জয় লাভ এবং কল্পান্ত পর্য্যন্ত আয়ু—পরশুরাম, যথাক্রমে এই কয়টি বর প্রার্থনা করিলেন। ২০

মহাতপা জমদগ্নি সকল বরই পরশুরামকে দিলেন, তখন রামজননী রেণুকা সুপ্তোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। ২১

১। বিচেতনঃ। ২। যূয়মচিরাজ্জড়া গোবদ্বিবর্জ্জিতাঃ।

বধং ন চাপি সস্মার সহজা প্রকৃতিস্থিতা।
যুদ্ধে জয়ং চিরায়ুষ্যং লেভে রামস্তদৈব হি ॥ ২৩
মাতৃহত্যাব্যপোহায় পিতা তং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৪
ন পুত্র বরদানেন মাতৃহত্যাপগচ্ছতি।
তস্মাত্ত্বং ব্রহ্মকুণ্ডায় গচ্ছ স্নাতুঞ্চ তজ্জলে ॥ ২৫
তত্র স্নাত্বা মুক্তপাপো নচিরাৎ পুনরেষ্যসি।
জগদ্ধিতায় পুত্র ত্বং ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রজ দ্রুতম্ ॥ ২৬
স তস্য বচনং শ্রুত্বা রামঃ পরশুধৃক্ তদা।
উপদেশাৎ পিতুর্যাতো ব্রহ্মকুণ্ডং সুবোদকম্ ॥ ২৭
তত্র স্নানঞ্চ বিধিবৎ কৃত্বা ধৌতপরশ্বধঃ।
শরীরান্নিঃসৃতাং মাতৃহত্যাং সম্যগলোকয়ৎ ॥ ২৮
জাতসম্প্রত্যয়ঃ সোঽথ তীর্থমাসাদ্য তদ্বরম্।
বীথীং পরশুনা কৃত্বা ব্রহ্মপুত্রমবাহয়ৎ ॥ ২৯
ব্রহ্মকুণ্ডাৎ সৃতঃ সোঽথ কাসারে লোহিতাহ্বয়ে।
কৈলাসোপত্যকায়ান্ত ন্যপতদ্ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ৩০
তস্যাপি সরসস্তীরে সমুত্থায় মহাবলঃ।
কুঠারেণ দিশং পূর্ব্বামনয়দ্ ব্রহ্মণঃ সুতম্ ॥ ৩১
ততঃ পরত্রাপি গিরিং হেমশৃঙ্গং বিভিদ্য চ।
কামরূপান্তরং পীঠমাবহদমুং হরিঃ ॥ ৩২
তস্য নাম স্বয়ঞ্চক্রে বিধির্লোহিতগঙ্গকম্।
লোহিতাৎ সরসো জাতো লোহিতাখ্যস্ততোঽভবৎ ॥ ৩৩

পরশুরাম যে, তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন একথা রেণুকার স্মরণ হইল না। পরশুরাম তখনই যুদ্ধ-জয়-শক্তি এবং চিরজীবিতা লাভ করিলেন। ২২

পিতা জমদগ্নি, মাতৃহত্যা অপনয়নের জন্য তাঁহাকে বলিলেন ;—বৎস রাম! বরদানমাত্রে মাতৃহত্যা-পাপ যায় না, অতএব ব্রহ্মপুত্র-সলিলে স্নান করিবার জন্য তুমি তথায় গমন কর। ২৩-২৪

তথায় স্নান করিবামাত্র পাপমুক্ত হইয়া অবিলম্বে তুমি প্রত্যাগমন করিবে। ২৫

পুত্র! তুমি জগতের হিতার্থে সত্বর ব্রহ্মপুত্রকুণ্ডে গমন কর। তখন পরশুরাম পিতৃ উপদেশে পুণ্যসলিল ব্রহ্মপুত্রকুণ্ডে গমন করিয়া তথায় পরশু প্রক্ষালনপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিবামাত্র দেখিলেন, মাতৃহত্যা-পাপ তাঁহার শরীর হইতে নিঃসৃত হইল। ২৬-২৮

পরশুরাম, সেই পরমতীর্থের প্রতি বিশ্বাসান্বিত হওয়াতে পরশুদ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদকে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। ২৯

পবিত্র ব্রহ্মপুত্র নদ ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নিঃসৃত হইয়া কৈলাস পর্ব্বতের উপত্যকা লোহিত সরোবরে পতিত হয়। ৩০

তখন, মহাবল পরশুরাম লোহিত সরোবরের তীরে উঠিয়া কুঠারাঘাতে পথ প্রস্তুত করত ব্রহ্মপুত্রনদকে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত করিলেন। ৩১

অনন্তর, জামদগ্ন্য কিয়দ্দূর পরে হেম-শৃঙ্গ গিরি ভেদ করিয়া, কামরূপ পীঠের মধ্য দিয়া এই নদকে প্রবাহিত করিলেন। ৩২

স কামরূপমখিলং পীঠমাপ্লাব্য বারিণা।
গোপয়ন্ সর্ব্বতীর্থানি দক্ষিণং যাতি সাগরম্ ॥ ৩৪
প্রাগেব দিব্যযমুনাং স ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
পুনঃ পততি লৌহিত্যে গত্বা দ্বাদশযোজনম্ ॥ ৩৫
চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং যো নরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
চৈত্রন্তু সকলং মাসং শুচিঃ প্রযতমানসঃ। ৩৬
স্নাতি লৌহিত্যতোয়ে তু স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্।
লৌহিত্যতোয়ে যঃ স্নাতি স কৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭
ইতি তে কথিতং রাজন্ যদর্থং মাতরং পুরা।
অহন্ বীরো জামদগ্ন্যো যস্মাদ্বা ক্রুরকর্ম্মকৃৎ ॥ ৩৮
ইদন্তু মহদাখ্যানং যঃ শৃণোতি দিনে দিনে।
স দীর্ঘায়ুঃ প্রমুদিতো বলবানভিজায়তে ॥ ৩৯
ইতি তে কথিতং রাজঞ্ছরীরার্দ্ধং যথাদ্রিজা।
শম্ভোর্জহার বেতালভৈরবৌ চ যথাহ্বয়ৌ ॥ ৪০
যস্য বা তনয়ৌ জাতৌ যথা জাতৌ গণেশতাম্।
কিমন্যৎ কথয়ে তুভ্যং তদ্বদস্ব নৃপোত্তম ॥ ৪১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যৌর্ব্বস্য চ সংবাদঃ সগরেণ মহাত্মনা।
যোঽসৌ কায়ার্দ্ধহরণং শম্ভোর্গিরিজয়া কৃতঃ ॥ ৪২

স্বয়ং ব্রহ্মা, তাঁহার নাম রাখিলেন লোহিত। লোহিত সরোবর হইতে নিঃসৃত বলিয়া উহার আর একটি নাম লৌহিত্য। ৩৩

ব্রহ্মপুত্র নদ, জলরাশি দ্বারা সমস্ত কামরূপ পীঠ প্লাবিত ও সর্ব্বতীর্থ গোপন করিয়া দক্ষিণ সাগরের অভিমুখে চলিয়াছে। ৩৪

দিব্য যমুনা, ব্রহ্মপুত্রের সহিত এক সঙ্গেই চলিয়াছিল; মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে ত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশযোজন গিয়া পুনরায় ঐ লৌহিত্য নদে মিলিত হইয়াছে। ৩৫

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে লৌহিত্যজলে স্নান করে, সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। ৩৬

যে ব্যক্তি শুচি ও পবিত্র-চিত্ত হইয়া সমস্ত চৈত্র মাস ব্রহ্মপুত্রজলে স্নান করে, সে কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়। ৩৭

হে রাজন্! পূর্ব্বকালে বীর জামদগ্ন্য যে জন্য মাতাকে বধ করেন ও যে জন্য ক্রুরকর্ম্মকারী হন, তাহা তোমার নিকট এই বলিলাম। ৩৮

যে ব্যক্তি, প্রত্যহ এই মহৎ আখ্যান শ্রবণ করে, সে চিরজীবী, নিত্যহর্ষ-যুক্ত এবং বলবান্ হইয়া থাকে। ৩৯

হে রাজন্! পার্ব্বতী যেরূপে শিবের শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন, বেতাল-ভৈরব যাহাদিগের নাম। ৪০

বেতাল-ভৈরব যাঁহার পুত্র, যেরূপে তাঁহারা গণাধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন, তৎসমস্তই তোমাকে এই বলিলাম। হে নৃপবর! এখন আর কি বলিব বল? ৪১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! পার্ব্বতীর শম্ভুশরীরার্দ্ধ গ্রহণবিষয়ে মহাত্মা সগরের সহিত ঔর্ব্বঋষির কথোপকথন হয়। ৪২

সর্ব্বোহত্র কথিতো বিপ্রাঃ পৃষ্টং যচ্চাস্মদুত্তমম্।
সিদ্ধস্য ভৈরবাখ্যস্য পীঠানাঞ্চ বিনির্ণয়ম্ ॥ ৪৩
ভৃঙ্গিণশ্চ যথোৎপত্তির্মহাকালস্য চৈব হি।
উক্তং হি বঃ কিমন্যত্তু পৃচ্ছন্তু দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪৪
ইতি সকলসুতন্ত্রং তন্ত্রমন্ত্রাবদাতং
বহুতরফলকারি প্রাপ্তবিশ্রামকল্পম্।
উপনিষদয়বেত্য জ্ঞানমার্গৈকতানং
স্রবতি স ইহ নিত্যং যঃ পঠেৎ তন্ত্রমেতৎ। ৪৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ—

কথিতো ভবতা সর্ব্বঃ সংশয়শ্চাপি শাতিতাঃ।
ত্বৎপ্রসাদান্মহাভাগ কৃতকৃত্যা বয়ং গুরো ॥ ১
ভূয়শ্চ শ্রোতুমিচ্ছামো বয়মেতদ্দ্বিজোত্তম ॥ ২
কোঽন্যো ভৃঙ্গী মহাকালো জাতৌ[১] বেতালভৈরবৌ ॥ ৩
বেতালঞ্চ মহাকালং ভৈরবং ভৃঙ্গিণং তথা।
শুশ্রুমো দ্বিজশার্দ্দূল কথয়েমাং চতুষ্টয়ম্। ৪

তৎসমুদয় এবং তোমাদিগের জিজ্ঞাসিত উত্তম বিবরণ ভৈরবোপাখ্যান, পীঠনির্ণয় বলিলাম। ৪৩

ভৃঙ্গি-মহাকালের উৎপত্তি, এ সমস্তও বলিলাম; এখন হে দ্বিজবরগণ! যাহা ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর, আর কি বলিতে হইবে? ৪৪

মন্ত্রবেদময় বহুতর ফলজনক, প্রাপ্তনিশ্চায়ক সকল তন্ত্রশ্রেষ্ঠ এই তন্ত্র যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঠ করে, সে ব্যক্তি, তত্ত্বমাত্র লক্ষ্য—উপনিষদ-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জগতের রক্ষাকর্ত্তা হয়। ৪৫

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৩

চতুরশীতিতম অধ্যায়

রাজনীতি

ঋষিগণ বলিলেন,—মহাভাগ! আপনি সকল কথাই বলিলেন, আমাদিগের সন্দেহ ভঞ্জনও করিলেন; গুরুদেব! আপনার প্রসাদে আমরা কৃতার্থ হইলাম। ১

দ্বিজবর! ভৃঙ্গী ও মহাকালই ত বেতাল ভৈরবরূপে উৎপন্ন হইল; কিন্তু গুরুদেব! বেতাল, মহাকাল, ভৃঙ্গী ও ভৈরব—এই চারিজনের কথা শুনিতে পাই কিরূপে? ২-৩

১। জাতাং সুতৌ গুরো।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভূবং গতে মহাকালে মানুষত্বে চ ভৃঙ্গিণি।
বেতালভৈরবাখ্যে চ জয়োর্ভূতে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৫
বরলব্ধে চ বেতালে ভৈরবে তেন সঙ্গতে।
অন্ধকং তপসা যুক্তং ভৃঙ্গিণঞ্চাকরোদ্ধরঃ॥ ৬
অন্ধকস্তু হরং পূর্ব্বং বিরুধ্যাপদমাপ্তবান্।
পশ্চাদ্ধরং সমারাধ্য পুত্রোঽভূত্তস্য সোঽসুরঃ॥ ৭
ভৃঙ্গিস্নেহাদ্ভৃঙ্গিণং তং সংজ্ঞয়া চাকরোদ্ধরঃ।
স্নেহেন তু মহাকালে বাণং বলিসুতং হরঃ॥ ৮
বিষ্ণুনা ছিন্নবাহুস্তু মহাকালমথাকরোৎ।
এবং মুনিবরাস্তেষাং সংযতঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
বেতালভৈরবৌ ভৃঙ্গিমহাকালৌ হ্যনুক্রমাৎ॥ ৯

ঋষয় ঊচুঃ—

যৎ পৃষ্টং সগরেণৈব মুনিমৌর্ব্বং মহাদ্বিপম্।
নীত্যা যোজ্যা যয়া ভার্য্যা সুত আত্মাঽথবা গুরৌ॥ ১০
রাজনীতৌ সতাং[1] নীতৌ সদাচারে যে স্থিতাঃ।
বিশেষাস্তেন যে প্রোক্তা ঔর্ব্বেণ সুমহাত্মনা॥ ১১
বিশেষেণ দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রোতুং সমাক্ তপোধন।
ইচ্ছামস্তান্ মহাভাগ কথয়স্ব জগদ্গুরো॥ ১২

দ্বিজবর! বেতাল ভৈরব-ব্যতীত আর দুইজন ভৃঙ্গী মহাকাল কে? ইহা পুনরায় শুনিতে ইচ্ছা করি। ৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দ্বিজবরগণ! মহাকাল ও ভৃঙ্গী—মনুষ্যত্ব প্রাপ্তির পর বেতাল ভৈরব নামে প্রসিদ্ধ হয়। ৫

ইহার পর বরলাভ করিলে, মহেশ্বর তপোনিষ্ঠ অন্ধকাসুরকে ভৃঙ্গিস্থানীয় করিলেন। ৬

পূর্ব্বে অন্ধকাসুর, শিবের সহিত বিরোধ করিয়া বিপন্ন হয়, পশ্চাৎ শিবকে আরাধনা করিয়া তদীয় পুত্রত্বলাভ করিল। ৭

ভৃঙ্গীর প্রতি স্নেহবশত মহাদেব, সেই অন্ধকের নাম রাখিলেন ভৃঙ্গী। কৃষ্ণ, বলিপুত্র বাণ-রাজার বাহুচ্ছেদ করিলে মহাদেব, তাঁহাকে মহাকালস্থানীয় করিয়া মহাকালের প্রতি স্নেহবশত বাণেরই মহাকাল নাম রাখিলেন। ৮

মুনিবরগণ! এইরূপেই বেতাল, ভৈরব, ভৃঙ্গী, মহাকাল—পৃথক্ পৃথক্ এই চারিজন হইয়াছেন। ৯

ঋষিগণ বলিলেন—ভার্য্যা, পুত্র, আত্মা ও গুরুর প্রতি যেরূপ নীতি প্রয়োগ করা উচিত, তৎসম্বন্ধে এবং রাজনীতি, সাধুনীতি এবং সদাচারে যে সকল বিশেষ নিয়ম আছে, তদ্বিষয়ে সগর রাজা, মহামতি মহাত্মা ঔর্ব্ব ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যে উত্তর প্রদান করেন। ১০-১১

হে দ্বিজবর! তপোধন! তৎসমস্ত বিশেষরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি, মহাভাগ গুরুদেব! আমাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন। ১২

১। সতাং......।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যে যে বিশেষাঃ কথিতা ঔর্ব্বেণ সুমহাত্মনা।
তান্ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি শৃণুত মুনিসত্তমাঃ॥ ১৩
শ্রুত্বৈবং[১] সগরো রাজা মন্ত্রকল্পাদিকং পুনঃ।
বিশেষং পরিপপ্রচ্ছ নীত্যাদীনাং মহামুনিম্॥ ১৪

সগর উবাচ—

যয়া নীত্যা প্রযোক্তব্যাঃ সুত আত্মা প্রিয়া তথা।
তেষাং বিশেষৈঃ সহিতং সদাচারং বদস্ব মে॥ ১৫

ঔর্ব্ব উবাচ—

ক্রমেণ শৃণু রাজেন্দ্র যয়া নীত্যা নিয়োজিতাঃ।
আত্মা সুতো বা ভার্য্যা বা তদ্বিশেষং শৃণুষ্ব মে॥ ১৬
জ্ঞানবিদ্যাতপোবৃদ্ধান্ বয়োবৃদ্ধান্ সুদক্ষিণান্।
সেবেত প্রথমং বিপ্রানসূয়াপরিবর্জ্জিতান্॥ ১৭
তেভ্যশ্চ শুশ্রয়ান্নিত্যং বেদশাস্ত্রবিনিশ্চয়ম্।
যদূচুস্তে চ তৎ কার্য্যং প্রাজ্ঞশ্চৈব নৃপশ্চরেৎ॥ ১৮
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি পঞ্চাশ্বাঃ শরীরং রথ উচ্যতে।
আত্মা রথী কশা জ্ঞানং সারথির্ম্মন উচ্যতে॥ ১৯
অশ্বান্ সুদান্তান্ কুর্ব্বীত সারথিঞ্চাত্মনা বশম্।
কশা দৃঢ়া সদা কার্য্যা শরীরস্থিরতা তথা॥ ২০
অদান্তাংস্তু সমারুহ্য সৈন্ধবান্ স্যন্দনী যথা।
অশ্বানামিচ্ছয়া গচ্ছন্নুৎপথং প্রতিপদ্যতে॥ ২১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাত্মা ঔর্ব্ব নীতিসম্বন্ধে যে যে বিশেষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎসমস্ত বলিতেছি। ১৩

হে দ্বিজবরগণ! শ্রবণ কর। রাজা সগর, মন্ত্রকল্পাদি শ্রবণ করিয়া মহামুনি ঔর্ব্বকে নীতি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৪

ঋষিবর! পুত্র, আত্মা এবং ভার্য্যার প্রতি যে নীতি প্রয়োগ করা উচিত, তৎসমুদায় এবং সদাচার—আমার নিকট বলুন। ১৫

ঔর্ব্ব বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আত্মা, পুত্র, ভার্য্যার প্রতি যে নীতি প্রয়োগ করা উচিত, তাহা সবিশেষরূপে আমি কীর্ত্তন করিতেছি, ক্রমে শ্রবণ কর। ১৬

প্রথমে জ্ঞান-বৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, অসূয়া বর্জ্জিত উদারচিত্ত বিপ্রমণ্ডলীর সেবা কর্ত্তব্য। ১৭

তাঁহাদিগের নিকট প্রতিদিন শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত বিধিব্যবস্থা শ্রবণ করিবে; তাঁহারা যাহা বলিবেন, বিজ্ঞ রাজা তাহাই করিবেন। ১৮

শরীর একখানি রথ; পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার পাঁচটি অশ্ব; আত্মা তাহার আরোহী রথী, জ্ঞান অশ্বের লাগাম, মন তাহার সারথি। ১৯

অশ্ব সকল বিনীত করিবে, সারথিকে স্বীয় বশ করিবে, লাগাম দৃঢ় করিবে এবং শরীরের (রথের) স্থৈর্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ২০

রথী, দুর্ব্বিনীত-অশ্বচালিত রথে আরোহণ করিয়া অশ্বদিগের ইচ্ছানুসারে

১। শ্রুত্বৈবং।

তত্রাবশঃ সারথিস্তু স্বেচ্ছয়া প্রেরয়ন্ হয়ান্ ।
নয়েৎ পরবশং সম্যগ্ গ্রথিতং বীরমপ্যতঃ ॥ ২২
তথেন্দ্রিয়াণি নৃপতির্বিষয়াণাং পরিগ্রহে ।
স্ববশ্যানি প্রকুর্ব্বীত মনো জ্ঞানং দৃঢ়ং তথা ॥ ২৩
জ্ঞানে দৃঢ়ে কশায়াঞ্চ দৃঢ়ায়াং নৃপসত্তম ।
সারথিঃ স্ববশো দান্তানীশঃ প্রেরয়িতুং হয়ান্ ॥ ২৪
অতো নৃপঃ সেন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা মনস্তথা ।
জ্ঞানমার্গমধিষ্ঠায় প্রকুর্ব্বীতাত্মনো হিতম্ ॥ ২৫
ভোক্তব্যং স্বেচ্ছয়া ভূয়ো[১] ন কুর্য্যাল্লোভমানসে ।
দ্রষ্টব্যমিতি দ্রষ্টব্যং ন দ্রষ্টব্যঞ্চ স্বেচ্ছয়া ॥ ২৬
শ্রোতব্যমিতি শ্রোতব্যং নাধিকং শ্রবণে চরেৎ ।
শাস্ত্রতত্ত্বাদৃতে ধীরঃ ক্বচিৎ বশ্যো ভবেন্ন হি ॥ ২৭
এবং ঘ্রাণং ত্বচঞ্চাপি বশীকৃত্যেচ্ছয়া নৃপঃ ।
স্বেচ্ছয়া নোপভুঞ্জীত নোদ্দামং বিষয়ং ত্যজেৎ ॥ ২৮
এবং যদি ভবেদ্রাজা তদা স স্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
জিতেন্দ্রিয়ত্বে হেতুশ্চ শাস্ত্রবৃদ্ধোপসেবনম্ ॥ ২৯
অবৃদ্ধসেব্যশাস্ত্রজ্ঞো[২] নৃপঃ শত্রুবশো ভবেৎ ।
তস্মাচ্ছাস্ত্রমধিষ্ঠায় ভবেদ্রাজা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩০

গমন করিতে করিতে বিপথে উপনীত হয়, আবার সারথি, রথীর অবশ হইয়া ইচ্ছামত অশ্ব চালনা করিলে, রথী বীর হইলেও তাহাকে রিপুর অধীন করিয়া ফেলে। ২১-২২

অতএব রাজা, বিষয় ভোগ করিবার সময় ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করিবে, জ্ঞান যাহাতে দৃঢ় হয়, তাহা করিবে। ২৩

রাজশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা কশা (লাগাম) দৃঢ় হইলে, সারথি বশবর্ত্তী থাকিলে, বিনীত অশ্ব ঠিক পথেই চালিত হইয়া থাকে ২৪

অতএব রাজা, নিজ ইন্দ্রিয় ও মন বশে রাখিয়া জ্ঞানপথে অধিষ্ঠান করত আত্ম-হিতানুষ্ঠান করিবে। ২৫

রাজা স্বেচ্ছাক্রমে ভোগ করিবে, কিন্তু বিপথে মন দিবে না। দেখা উচিত বলিয়া দেখিবে, ঔৎসুক্য সহকারে কিছুই দেখিবে না। ২৬

শ্রোতব্য হইলে শ্রবণ করিবে, অতিরিক্ত বিষয় শ্রবণ করিবে না। ধীর রাজা শাস্ত্রতত্ত্ব ব্যতীত, আর কিছুতেই হঠাৎ বিশ্বাসযুক্ত হইবে না। ২৭

রাজা, নাসিকা ও ত্বগিন্দ্রিয়কেও এইরূপ নিজ ইচ্ছার বশবর্ত্তী করিয়া স্বেচ্ছাক্রমেই বিষয়োপভোগ করিবে এবং স্বেচ্ছাক্রমেই বিষয়ত্যাগ করিবে। ২৮

রাজা এইরূপ হইলেই জিতেন্দ্রিয় হয়। শাস্ত্রানুশীলন ও বৃদ্ধসেবাই ইন্দ্রিয়-জয়ের হেতু। ২৯

অবৃদ্ধসেবী, শাস্ত্রানভিজ্ঞ রাজা, শত্রুবশ হইয়া পড়েন। এই জন্য রাজা, শাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইবেন। ৩০

১। ভূপ। ২। ...সেবী।

ধৃতিঃ প্রাগল্‌ভ্যমুৎসাহো বাক্‌পটুত্বং বিবেচনম্।
দক্ষত্বং ধারয়িষ্ণুত্বং দানমৈত্রীকৃতজ্ঞতা।
দৃঢ়শাসনতাসত্যশৌচং মতিবিনিশ্চয়ম্॥ ৩১
পরাভিপ্রায়বেদিত্বং চারিত্রং ধৈর্য্যমাপদি।
ক্লেশধারণশক্তিশ্চ গুরুদেবদ্বিজার্চ্চনম্॥ ৩২
অনসূয়া হ্যকোপিত্বং গুণানেতান্ নৃপোঽভ্যসেৎ।
কার্য্যাকার্য্যবিভাগশ্চ ধর্ম্মার্থে কাম এব চ॥ ৩৩
সততং প্রতিবুদ্ধোত কুর্য্যাদবসরেঽপি তৎ।
সামদানঞ্চ ভেদশ্চ দণ্ডশ্চেতি চতুষ্টয়ম্॥ ৩৪
জ্ঞাত্বোপায়াংস্তু তৎকালে তদুপায়ান্ প্রযোজয়েৎ।
সামস্তু বিষয়ে ভেদো মধ্যমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৫
দানস্য বিষয়ে সাম যোগ্যমেবোপলক্ষ্যতে।
দানস্য বিষয়ে দণ্ডো হ্যধমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৬
দণ্ডস্য বিষয়ে দানং তদপ্যধমমুচ্যতে।
সাম্নস্তু গোচরে দণ্ডো হ্যধমাদধমঃ স্মৃতঃ॥ ৩৭
সৌজন্যং সততং জ্ঞেয়ং ভূভৃতো ভেদদণ্ডয়োঃ।
সাম্নো দানস্য চ তথা সৌজন্যং যাতি গোচরে॥ ৩৮
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ হর্ষো মানো মদস্তথা।
এতানতিশয়ান্ রাজা শত্রূনিব বিনাশয়েৎ॥ ৩৯
সেব্যাঃ কালে যথুক্তৌ তে লোভগর্ব্বৌ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪০

প্রসন্নতা, প্রাগল্‌ভ্য, উৎসাহ, বাক্‌পটুতা, বিবেচনা, কুশলতা, সহিষ্ণুতা, দান, মৈত্রী, কৃতজ্ঞতা, শাসন-দার্ঢ্য, সত্য, শৌচ, কার্য্যস্থিরতা, পরের অভিপ্রায়-জ্ঞান, সচ্চরিত্রতা, বিপদে ধৈর্য্য, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, গুরু-দেব-দ্বিজপূজা, অসূয়া-হীনতা, অক্রোধতা—রাজা এই সমস্ত গুণ অভ্যস্ত করিবে। ৩১-৩২

রাজা, কার্য্যাকার্য্য-বিভাগ, ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখি-বেন; অবসর মত তাহা পালনও করিবেন। ৩৩

সাম (সদ্ব্যবহারে মিট্-মাট্), দান (কিছু দিয়া মিট-মাট্), ভেদ (শত্রু-পক্ষের লোক ভাঙ্গান), দণ্ড (যুদ্ধ) এই চতুর্ব্বিধ উপায়; রাজা ইহা জানিয়া যথাস্থানে প্রয়োগ করিবেন। ৩৪

সামপ্রয়োগ স্থলে, ভেদ-উপায় প্রয়োগ মধ্যম বলিয়া কীর্ত্তিত। দানপ্রয়োগ স্থলে দণ্ডপ্রয়োগ বা দণ্ড প্রয়োগস্থলে দানপ্রয়োগ—অধম বলিয়া নির্দিষ্ট। ৩৫-৩৬

সামপ্রয়োগ-স্থলে দণ্ডপ্রয়োগ অধমাপেক্ষা অধম। সাম, দান—এই দুইটি উপায় পরস্পরেই পরস্পরের সাহায্যকারী। ৩৭

রাজা, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—সকল উপায় প্রয়োগস্থলেই মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করিবেন। ৩৮

রাজার পক্ষে, কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, অভিমান ও মদ—ইহাদিগের আতিশয্য শত্রুবৎ নিরাকরণীয়। ৩৯

ক্রোধ এবং গর্ব্ব ব্যতীত, কাম প্রভৃতি অপর কয়েকটির—যথাকালে কিছু কিছু ব্যবহার করা যাইতে পারে। ৪০

তেজ এব নৃপাণান্তু তীব্রং সূর্য্যস্য বৈ যথা।
তত্র গর্ব্বং রোগযুক্তং কায়বাংস্তন্ত সংত্যজেৎ ॥ ৪১
আখেটকাক্ষৌ স্ত্রীসেবা পানঞ্চৈবার্থদূষণম্।
বাগ্‌দণ্ডৌ চ পারুষ্যং সপ্তৈতানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪২
পরস্ত্রীষু বিরক্তাসু সেবামেকান্ততস্ত্যজেৎ।
সতীষু নিজনারীষু যুক্তং কুর্য্যান্নিবেশনম্ ॥ ৪৩
রতিপুত্রফলা দারাস্তাংস্তু নৈকান্ততস্ত্যজেৎ।
তয়োঃ সিদ্ধ্যৈ স্ত্রিয়ঃ সেব্যা বর্জ্জয়িত্বাতিসক্ততাম্ ॥ ৪৪
মৃগয়াস্তু প্রমাদানাং স্থানং নিত্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
অক্ষাংস্তথা ন কুর্ব্বীত সৎকার্য্যাসক্তিনাশনম্ ॥ ৪৫
অন্যৈঃ কৃতং কদাচিত্তু সেবেত নাত্মনাচরেৎ ॥ ৪৬
অকার্য্যকরণে বীজং কৃত্যানাঞ্চ বিবর্জ্জনে।
অকালমন্ত্রভেদে চ কলহে সংকৃতিক্ষয়ে ॥ ৪৭
বর্জ্জয়েৎ সততং পানং শৌচধর্ম্মবিনাশনম্।
অর্থক্ষয়করং নিত্যং ত্যজেচ্চৈবার্থদূষণম্ ॥ ৪৮
অভিশস্তেষু চোরেষু ঘাতকেষাততায়িষু।
সততং পৃথিবীপালো দণ্ডপারুষ্যমাচরেৎ ॥ ৪৯
নান্যত্র দণ্ডপারুষ্যং কুর্য্যান্নৃপতিসত্তমঃ।
বাক্‌পারুষ্যঞ্চ সর্ব্বত্র নৈব কুর্য্যাৎ কদাচন ॥ ৫০

রাজাদিগের তেজই সূর্য্যের ন্যায় তীব্র ; গর্ব্ব তাহার রোগ, অতএব রোগ-যুক্ত দেহের ন্যায় গর্ব্বমিশ্রিত তেজকে পরিত্যাগ করিবে। ৪১

মৃগয়াসক্তি, দ্যূতক্রীড়া, অত্যন্ত স্ত্রী-সম্ভোগ, পানদোষ, অর্থদূষণ, বাক্‌-পারুষ্য এবং দণ্ডপারুষ্য—রাজা এই সাতটি দোষ পরিত্যাগ করিবে। পরস্ত্রীতে কিংবা অননুরক্তা নিজ-স্ত্রীতেও কখনই আসক্ত হইবে না। ৪২-৪৩

তবে আপনার অনুরাগিণী সাধ্বী পত্নীতে অনুরূপ সময়ে উপগত হইবে। রতিক্রীড়া ও পুত্রোৎপত্তি ভার্য্যা করিবার ফল, অতএব সতী নিজ ভার্য্যাকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে না ; প্রত্যুত ঐ দুই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সময়ে আসক্ত হইবে, কিন্তু অতিশয় আসক্ত হইবে না। ৪৪

মৃগয়াতে অত্যাহিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, অতএব মৃগয়া রাজার সতত পরিহার্য্য ; আর সৎকার্য্য-শক্তি-নাশক দ্যূতক্রীড়াও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ৪৫

তবে অপরে দ্যূতক্রীড়া করিতেছে, রাজা কদাচিৎ তাহা দেখিতে পারেন ; কিন্তু স্বয়ং কদাচ খেলিবেন না। ৪৬

দ্যূতক্রীড়ার ন্যায় কুকার্য্যের মূল এবং কর্ম্মনাশক আর কিছুই নাই। গূঢ়-মন্ত্রণা পান দোষে অযথাকালে প্রকাশ হইয়া পড়ে, অসময়ে অকারণে কলহ উপস্থিত হয়। ৪৭

সৎকার্য্য, শৌচ এবং মঙ্গল বিনষ্ট হয়, অতএব পানদোষ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবে। প্রাণক্ষয়কর অর্থ-দূষণ সতত পরিত্যাজ্য। ৪৮

অভিশস্ত, চোর, হত্যাকারী এবং আততায়ীদিগের উপরে, নরপতি সতত দণ্ডপারুষ্য করিবেন। কিন্তু হে নৃপবর! অন্যত্র দণ্ডপারুষ্য করা রাজার

স্বকণীয়ং সদা সত্যং সত্যমেকং পরায়ণম্।
ক্ষমাং তেজস্বিতাঞ্চৈব প্রস্তাবাননৃপ আচরেৎ ॥ ৫১
যানাসনাশ্রয়দ্বৈধসন্ধয়ো বিগ্রহস্তথা।
অভ্যাসেৎ ষড়্‌গুণানেতাংস্তেষাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ৫২
যঃ প্রমাণং ন জানাতি স্থানে বৃদ্ধৌ তথা ক্ষয়ে।
কোষে জনপদে দণ্ডে ন স রাজ্যেঽবতিষ্ঠতে ॥ ৫৩
কোষে জনপদে দণ্ডে চৈকৈকত্র একং ত্রয়ম্।
প্রস্তাবাদ্বিনিযুঞ্জীত রক্ষেন্নৈকাংস্তত্ত্বিমান্ ॥ ৫৪
মিত্রে শত্রাবুদাসীনে প্রভাবং ত্রিষপীয়েৎ।
উৎসাহো বিজিগীষায়াং ধর্ম্মকৃত্যেঽষ্টবর্গকে ॥ ৫৫
শরীরযাত্রানির্ব্বাহে ক্রিয়েত সততং নৃপৈঃ ॥ ৫৬
মন্ত্রনিশ্চয়সম্ভূতাং বুদ্ধিং সর্ব্বত্র যোজয়েৎ।
অমাত্যে শাত্রবে রাজ্যে পুত্রেষন্তঃপুরেষু চ ॥ ৫৭
কৃষিং দুর্গঞ্চ বাণিজ্যং খন্যানাং করসাধনম্।
আদানং সৈন্যকরয়োর্ব্বন্ধনং গজবাজিনোঃ ॥ ৫৮
শূন্যে সন্নিবেশনাঞ্চ যোজনং[১] সততং জনৈঃ ॥ ৫৯
[২]জলানাং সারসেতূনাং বন্ধনঞ্চেতি চাষ্টমম্।
এতদষ্টসু বর্গেষু চারান্ সম্যক্ প্রযোজয়েৎ ॥ ৬০
কার্য্যাকার্য্যবিভাগায় চাষ্টবর্গাধিকারিণাম্।
অষ্টৌ চারান্নিযুঞ্জীয়াদষ্টবর্গেষু পার্থিবঃ ॥ ৬১

অনুচিত। রাজা বাক্যপারুষ্য (কটুবাক্য-প্রয়োগ) কখনই কাহারও প্রতি করিবেন না। ৪৯-৫০

সতত সত্য পালন করিবেন; সত্যই একমাত্র অবলম্বনীয়। রাজা কার্য্য বুঝিয়া ক্ষমা এবং তেজস্বিতা অবলম্বন করিবেন। ৫১

যান, স্থিতি, আশ্রয়-গ্রহণ, দ্বৈধ, সন্ধি এবং বিগ্রহ এই ছয়টি গুণ সতত অভ্যাস করিবেন; যে স্থানে যে গুণ অবলম্বনীয়, তাহাও স্থির করিবেন। ৫২

যে ব্যক্তি স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয়, কোষ, জনপদ এবং দণ্ডের পরিমাণাদি না বুঝে, সে রাজা রাজ্য শাসনে অনুপযুক্ত। ৫৩

কোষ জনপদ এবং দণ্ড এতৎসম্বন্ধীয় এক একটি কার্য্যে তিন তিন জনকে নিযুক্ত করিবে। আর একজনাকে এই সকল কার্য্যে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবে না। ৫৪

মিত্র হউক, শত্রুই হউক, আর উদাসীনই হউক,—প্রভাব ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই দেখাইবে। রাজারা জিগীষা, ধর্ম্মকার্য্য, অষ্টবর্গ এবং শরীর-যাত্রা-নির্ব্বাহেও উৎসাহ-সম্পন্ন হইবেন। ৫৫-৫৬

মন্ত্র, শত্রু, রাজ্য, পুত্র এবং অন্তঃপুর এই সকল বিষয়ে মন্ত্রণাপূর্ব্বক বুদ্ধি চালনা করিবে। ৫৭

কৃষি, দুর্গ, বাণিজ্য, সেতু-বন্ধন, গজ-বাজি বন্ধন; খনি-আকরাধিকার, করগ্রহণ এবং শূন্যনিবেশন চর-ভৃত্যাদি স্থানে চরাদিস্থাপন—ইহা অষ্টবর্গ। এই অষ্টবর্গে চর নিয়োগ করিবে। ৫৮-৬০

১। ভোজনং। ২। প্রমাণাভাবঃ পত্র্যাং।

দশ স্থানেষু যুঞ্জীত ক্রমতঃ শৃণু তানি মে ।
স্বামী সচিব-রাষ্ট্রাণি মিত্রং কোশো বলং তথা ॥ ৬২
দুর্গন্তু সপ্তমং জ্ঞেয়ং রাজ্যাঙ্গং গুরুভাষিতম্ ।
দুর্গযুক্তং চাষ্টবর্গে চারাংস্ত্বাত্মনি যোজয়েৎ ॥ ৬৩
তস্মাদিমানি শেষাণি পঞ্চ চারপদানি চ ।
শুদ্ধান্তেষু চ পুত্রেষু[1] মদ্যপাদৌ মহানসে ॥ ৬৪
শত্রূদাসীনয়োশ্চাপি বলাবলবিনিশ্চয়ে ।
অষ্টাদশসু চৈতেষু চারান্ রাজা প্রযোজয়েৎ ॥ ৬৫
ন যৎপ্রকাশং জানীয়াত্তত্তচ্চারৈর্নিরূপয়েৎ ।
নিরূপ্য তৎপ্রতীকারমবশ্যং ছিদ্রতশ্চরেৎ ॥ ৬৬
যথানিয়োগমেতেষাং যো যো যত্রান্যথাচরেৎ ।
জ্ঞাত্বা তত্র নৃপশ্চা[2]রৈর্দণ্ডয়েচ্চ বিযোজয়েৎ ॥ ৬৭
চারাংস্তু মন্ত্রণা সার্দ্ধং রহস্যে সংস্থিতো নৃপঃ ।
প্রদোষসময়ে পৃচ্ছেত্তদানীমেব সাধয়েৎ ॥ ৬৮
স্বপুত্রে চাথ শুদ্ধান্তে যে তু চারা মহানসে ।
নিযুক্তাস্তানর্দ্ধরাত্রে পৃচ্ছেৎ যেঽপি চ মন্ত্রিণি ॥ ৬৯
একাংশ্চারান্ স্বয়ং পশ্যেন্নৃপতির্মন্ত্রিণা বিনা ।
অন্যাংস্তু মন্ত্রিণা সার্দ্ধং নিরূপ্য প্রবিশেৎ ফলম্ ॥ ৭০
নৈকবেশধরশ্চারো নৈকো নোৎসাহবর্জ্জিতঃ ।
সংস্কৃতো ন হি সর্ব্বত্র নাতিদীর্ঘো ন বামনঃ ॥ ৭১

এই অষ্টবর্গে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের কার্য্যাকার্য্য পরিজ্ঞানের জন্য আটজন চর নিযুক্ত করিবে। ৬১

অন্য যে দশ বিষয়ে চর নিয়োগ করিবে, যথাক্রমে তাহা শ্রবণ কর; রাজা, অমাত্য, রাজচক্র, মিত্র, কোষ, সৈন্যসামন্ত এবং দুর্গ—রাজ্যের এই গুরুকথিত সপ্তাঙ্গ। ৬২

অষ্টবর্গের মধ্যে দুর্গের কথা একবার বলা হইয়াছে, এবং আপনার প্রতিও চর প্রয়োগ করিতে হইবে না;—সুতরাং সপ্তাঙ্গের মধ্যে পঞ্চাঙ্গে চর প্রয়োগ করিবে। ৬৩

অন্তঃপুর, নিজপুত্র, মাল্য-পূগাদি, পাকশালা এবং শত্রু ও উদাসীনের বলাবল পরীক্ষা এই পাঁচবিষয়ে—সর্ব্বশুদ্ধ এই অষ্টাদশ বিষয়ে চর প্রয়োগ করিবে। ৬৪-৬৫

যাহা গোপনে জানিতে ইচ্ছা হইবে, তদ্বিষয়েই চর প্রয়োগ কর্ত্তব্য। চরমুখে অবগত হইয়া প্রতিকার্য্য বিষয়ের অবশ্য প্রতিকার করিবে। ৬৬

নিযুক্ত চর, নিয়োগের অন্যথাচরণ করিতেছে জানিতে পারিলে, রাজা তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া অধিকারচ্যুত করিবেন। ৬৭

মন্ত্রিসমেত রাজা, প্রদোষকালে নির্জ্জনস্থানে বসিয়া চরদিগকে বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া তৎক্ষণাৎ তদনুসারে কার্য্য করিবেন। ৬৮

নিজপুত্র, অন্তঃপুর, মহানস (পাকশালা) এবং মন্ত্রীর প্রতি যে সকল চর নিযুক্ত থাকিবে, রাজা নিশীথকালে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। ৬৯

১। মব্ পূগাদৌ। ২। খণ্ডয়েদ্।

সততং ন দিবাচারী ন রোগী নাপাবুদ্ধিমান্ ।
ন বিত্তবিভবৈর্হীনো ন ভার্য্যাপুত্রবর্জ্জিতঃ ॥ ৭২
কার্য্যশ্চারো নৃপতিনা তত্ত্বতত্ত্ববিনির্ণয়ে ।
অনেকবেশগ্রহণক্ষমং ভার্য্যাসুতৈর্যুতম্ ॥ ৭৩
[১]বহুদেশবচোঽভিজ্ঞং পরাভিপ্রায়বেদকম্ ।
দৃঢ়ভক্তং প্রকুর্ব্বীত চারং শক্তমসাধ্বসম্ ॥ ৭৪
অভিতিষ্ঠেৎ স্বয়ং রাজা কৃষিবাণিজ্যমেবতথা ।
বণিক্‌পথে তু দুর্গাদৌ তেষু শক্তান্নিযোজয়েৎ ॥ ৭৫
অন্তঃপুরে পিতৃতুল্যান্ ধীরান্ বৃদ্ধান্নিযোজয়েৎ ।
ষণ্ডান্ পণ্ডাংস্তথা বৃদ্ধাংস্ত্রিয়ো বা বুদ্ধিতৎপরাঃ ॥ ৭৬
তদ্বাক্যে স্বাপ্নি যুঞ্জীয়াৎ স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা মনীষিণীঃ ।
নৈকঃ স্বপেৎ কদাচিত্তু নৈকো ভুঞ্জীত পার্থিবঃ ॥ ৭৭
নৈকাকিনীন্তু মহিষীং ব্রজেন্নৈত্রায় নৈককঃ[২] ।
অমাত্যানুপধাশুদ্ধান্ ভার্য্যাঃ পুত্রাংস্তথৈব চ ॥ ৭৮
প্রকুর্য্যাৎ সততং ভূপঃ সপ্রমাদং সমাচরন্ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষৈশ্চ প্রত্যেকং পরিশোধনৈঃ ॥ ৭৯
উপেক্ষ্য ধীয়তে যস্মাদুপধা সা প্রকীর্ত্তিতা ।
অর্থকামোপধাভ্যান্তু ভার্য্যাপুত্রাংশ্চ শোধয়েৎ ।
ধর্ম্মোপধাভির্বিপ্রাংস্তু সর্ব্বাভিঃ সচিবান্ পুনঃ ॥ ৮০

এই সকল চরকে রাজা মন্ত্রীব্যতীত একাকীই পরিদর্শন করিবেন। রাজা, অন্য চরদিগকে মন্ত্রীর সহিত পরিদর্শন করিয়া ফলাফল নির্দ্দেশ করিবেন। ৭০

একবেশধারী, উৎসাহ-বর্জ্জিত, সর্ব্বত্র পরিচিত, অতিদীর্ঘাকৃতি, খর্ব্বাকার, সতত দিবাচারী, রোগ-সম্পন্ন, নির্ব্বুদ্ধি, ধন-সম্পত্তি-হীন, পুত্রদার-বর্জ্জিত ব্যক্তিদিগকে গোপনীয় সংবাদ জানিবার জন্য রাজা চর নিযুক্ত করিবেন না। চর একজন রাখিবেন না। ৭১-৭৩

বহুদেশতত্ত্ববিৎ, বহুভাষাভিজ্ঞ, পরাভিপ্রায়বেত্তা, দৃঢ়ভক্তি, সমর্থ ও নির্ভয় ব্যক্তিকে চর নিযুক্ত করা উচিত। ৭৪

রাজা—কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য এবং দুর্গাদিতে—তত্তদ্বিষয়ে সুদক্ষ আপ্তসদৃশ চরদিগকে নিযুক্ত করিবেন। ৭৫

অন্তঃপুরে, বৃদ্ধ ধীর পিতৃতুল্য পুরুষদিগকে, বিচক্ষণ ষণ্ড-পণ্ড (খোজা) দিগকে এবং সুবুদ্ধি সুপণ্ডিতা বৃদ্ধা রমণীমণ্ডলীকেও চর নিযুক্ত করিবে। ৭৬

রাজা, কদাচ একাকী শয়ন বা ভোজন করিবেন না; একাকী মলত্যাগ করিতে যাইবেন না বা একাকিনী মহিষীর নিকট একাকী যাইবেন না। রাজা, নিজ মনের সন্তোষ হওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রী, ভার্য্যা ও পুত্রদিগকে সতত উপধা-শুদ্ধ করিবেন। ৭৭-৭৮

প্রত্যেক পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ সেবার নামই উপধা। ভার্য্যা ও পুত্রদিগকে অর্থ কাম উপধাদ্বারা, ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্ম-উপধাদ্বারা এবং মন্ত্রীদিগকে সকল উপধাদ্বারা শুদ্ধ করিবে। ৭৯-৮০

১। দুর্গ। ২। ...কশঃ।

এভির্যজ্ঞৈস্তথা দানৈরিহৈব নৃপতির্ভবেৎ।
তস্মাত্ত্বমপি রাজ্যার্থী ধর্মমেবং সমাচরেৎ ॥ ৮১
অনেনৈবাভিচারেণ যৈস্কর্ম্মা পার্থিবো হ্যয়ম্।
প্রাণাংস্ত্যজতি রাজা ত্বং ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৮২
ইতি ধর্ম্মো নৃপস্যৈব অশ্বমেধাদিকস্ত যঃ।
স্বয়ং ন কুরুতে ভূপস্তস্মাত্ত্বং কুরু সত্তম ॥ ৮৩
এবং মন্ত্রৈর্মন্ত্রয়িত্বা নৃপঃ কার্য্যাভিকাঙ্ক্ষিণাৎ।
[১]দৈবজ্ঞাতান্ স্বয়ং জ্ঞাত্বা গৃহীয়াত্তস্য তৈর্মনঃ ॥ ৮৪
যদি রাজ্যাভিলাষেণ সচিবোঽধর্মমাচরেৎ।
নৃপতো বাধিকং কুর্য্যাদ্ধর্মং তং হীনতাং নয়েৎ ॥ ৮৫
আভিচারিকমত্যর্থং কুর্ব্বাণস্তু বিঘাতয়েৎ।
প্রবাসয়েদ্ ব্রাহ্মণস্তু পার্থিবস্যাভিচারিকম্ ॥ ৮৬
এষা ধর্ম্মোপধা জ্ঞেয়া তৈরমাত্যান্ সুতান্ জয়েৎ।
এতাদৃশীং তথৈবান্যামুপধান্ ধর্মতশ্চরেৎ ॥ ৮৭
কোষাধ্যক্ষান্ সমামন্ত্র্য রাজামাত্যান্ প্রতারয়েৎ।
পুত্রানন্যান্ প্রতি তথা মন্ত্রসংবরণাক্ষমান্ ॥ ৮৮
অয়ং হি প্রচুরঃ কোষো ধনায়ত্তো নরোত্তম।
আনয়ে তব সম্মত্যা তদ্যদি ত্বং প্রতীচ্ছসি ॥ ৮৯
তবার্থসম্পাদস্মাকং জীবনং চ ভবিষ্যতি।
ত্বং চাপি প্রচুরৈঃ কোষৈঃ কিং কিং বা ন করিষ্যসি ॥ ৯০
এবমন্যৈঃ কোষগতৈরুপায়ৈর্নৃপসত্তমঃ।
পুত্রামাত্যাদিকান্ সর্ব্বান্ সততং পরিশোধয়েৎ ॥ ৯১

এই সকল কার্য্য, যজ্ঞ এবং দানাদিদ্বারা রাজা পুণ্যভাগী হইবে; অতএব রাজ্যার্থী তুমিও এইরূপ ধর্ম্মাচরণ কর। ৮১

এই রাজধর্ম্ম, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, মন্ত্রণা, চরপ্রেরণাদি কার্য্য—যে রাজার নাই, অবিলম্বে তাঁহার রাজ্যচ্যুতি এবং প্রাণত্যাগ ঘটে সন্দেহ নাই। অতএব হে সাধুবর! তুমি এ সকল কার্য্য করিতে থাক। ৮২-৮৩

রাজা এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে গোপনে আনিয়া এবং প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া লোকের মন বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। ৮৪

মন্ত্রী যদি রাজ্যাভিলাষী হইয়া রাজা হইতে অধিক ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহা হইলে, রাজা তাহার ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত করিবেন। ৮৫

রাজার বিরুদ্ধে অভিচার কার্য্য করিলে, রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করিবেন; ব্রাহ্মণ এরূপ করিলে রাজা তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবেন। ৮৬

ইহার নাম ধর্ম্মোপধা; পুত্র ও মন্ত্রীদিগকে ইহার দ্বারা জয় করিবে। এতাদৃশ অন্য উপধাও রাজা, ধর্ম্মতঃ আশ্রয় করিবেন। ৮৭

মন্ত্রী বা মন্ত্রণা-গোপন-ক্ষম রাজপুত্র বসিয়া আছেন, এমন সময় রাজার নিয়মমত কোষাধ্যক্ষ আসিয়া বলিবে। ৮৮

এই প্রচুর ধন আপনার আয়ত্ত হইয়াছে, অনুমতি করেন ত লইয়া আসি, আপনার অধীনে আমাদিগেরও জীবন নির্ব্বাহ হইবে। এ প্রচুর ধন দ্বারা

১। জনজ্ঞাতো বহং জ্ঞাত্বা ন গৃহীয়াৎ।

কোষদোষকরান্ হন্যাৎ কর্তুমিচ্ছন্ বিবাসয়েৎ ।
দ্বৈধচিত্তান্ বিমন্যেত কুর্য্যাদ্বৈ কোষরক্ষণম্ ॥ ৯২
দাসীশ্চ শিল্পিনীর্বৃদ্ধা মেধাস্মৃতিমতীঃ স্ত্রিয়ঃ ।
অন্তর্বহিশ্চ যা যান্তি বিদিতাঃ সচিবাদিভিঃ ॥ ৯৩
তা রাজা রহসি স্থিত্বা ভার্য্যাদিভিরলক্ষিতঃ ।
অভিমন্ত্র্যাথ সমন্ত্রা প্রেষয়েৎ সচিবান্ প্রতি ॥ ৯৪
তা গত্বা হৃদয়ং বুদ্ধা স্ত্রিয়ো বিজ্ঞানতৎপরাঃ ।
মহিষীপ্রমুখা রাজস্ত্বাং বৈ কাময়তে শুভাঃ ॥ ৯৫
তত্রাহং যোজয়িষ্যামি যদি তে বিদ্যতে স্পৃহা ।
সচিবস্ত্বাং কাময়তে ত্বদ্যোগ্যো বরবর্ণিনি ॥ ৯৬
তং সঙ্গময়িতুং শক্তা যদি শ্রদ্ধা ভবাত্ত্যহম্ ।
ইত্যনেন প্রকারেণ নানোপায়ৈস্তথোত্তরৈঃ ॥ ৯৭
ভার্য্যাঃ পুত্রদুহিত্রীশ্চ স্নুষাশ্চ প্রস্নুষাস্তথা ।
শোধয়েৎ সচিবান্ পুত্রান্ পৌত্রাদীন্ সেবকাংস্তথা ৯৮
কামোপধাবিশুদ্ধাংস্তু ঘাতয়েদবিচারয়ন্ ।
স্ত্রিয়স্তু যোজ্যা দণ্ডেন ব্রাহ্মণাংস্তু[1] প্রবাসয়েৎ ॥ ৯৯
মোক্ষমার্গাবসক্তঞ্চ হিংসাপৈশুন্যবর্জ্জিতম্ ।
স্বৈকসারং নৃপতিঃ সচিবং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০০

আপনিও যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন রাজা কোষসম্বন্ধীয় এই উপায় দ্বারা পুত্র এবং মন্ত্রীদিগকে পরিশোধিত করিবেন। ৮১-৯১

কোষ-হানি-কর ব্যক্তিদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন, কিংবা নির্ব্বাসিত করিবেন। কোষ-হানি করি কি—না করি এইরূপ বিতর্কিতচিত্ত ব্যক্তিকে অধিকারচ্যুত করিবেন এবং কোষরক্ষণে যত্ন করিবেন। ৯২

যে সকল বৃদ্ধা বিচক্ষণা দাসী ও শিল্পিনীগণ, মন্ত্রী প্রভৃতির জ্ঞাতসারে অন্তঃপুরে ও বাহিরে গতিবিধি করে। ৯৩

রাজা নির্জ্জনে ভার্য্যাদির অলক্ষ্যে, তাহাদিগকে বলিয়া-কহিয়া মন্ত্রীদিগের নিকট পাঠাইবেন। ৯৪

তাহারা গিয়া ইহাদিগের মন বুঝিবে; বলিবে, রাজমহিষী প্রভৃতি সুন্দরী-গণ, তোমার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে। ৯৫

তোমার যদি ইচ্ছা থাকে ত বল, আমি ঘটনা করিয়া দিতে পারি। আবার রাজমহিষী-প্রভৃতিকে বলিবে, বরবর্ণিনি। মন্ত্রী তোমার প্রতি অনুরক্ত। ৯৬

যদি ইচ্ছা হয় ত বল, আমি তাঁহার সহিত তোমার মিলন করাইয়া দিতে পারি। ৯৭

রাজা, এইরূপ উপায় এবং অন্য উপায় দ্বারা ভার্য্যা, কন্যা, পৌত্রী, স্নুষা ও পৌত্রবধূদিগকে এবং মন্ত্রী, পুত্র, পৌত্র ও সেবকদিগকে বিশুদ্ধ কি না জানিবে। ৯৮

ইহার মধ্যে যে সকল স্ত্রী-পুরুষ কামোপধাতে অশুদ্ধ, অবিবাদে তাহা-দিগকে প্রাণদণ্ড করিবে। ব্রাহ্মণ হইলে নির্ব্বাসিত করিবে। ৯৯

---

১ ঘাতয়েদভিচারিকান্ ।

মোক্ষমার্গবিষক্তাংস্তু দণ্ড্যানপি ন দণ্ডয়েৎ।
সমবুদ্ধিস্তু সর্ব্বত্র তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১০১
ইতি সূত্রঞ্চোপধানামুপধা বহুধা পুনঃ।
বিবেচিতা চোশনসা তচ্ছাস্ত্রে তত্র বোধয়েৎ॥ ১০২
বিগ্রহং সততং রাজা পরৈর্ন সমুপাচরেৎ।
ভূমিবিত্তমিত্রলাভেষু নিশ্চিতেষ্বেব বিগ্রহঃ॥ ১০৩
সপ্তাঙ্গেষু প্রসাদশ্চ সদা কার্য্যো নৃপোত্তমৈঃ।
কোষস্য সঞ্চয়ং রক্ষাং সততং সমুপাচরেৎ॥ ১০৪
মন্ত্রিণস্তু নৃপঃ কুর্য্যাদ্ বিপ্রান্ বিদ্যাবিশারদান্।
বিনয়াজ্ঞান্ কুলীনাংশ্চ ধর্ম্মার্থকুশলানৃজূন্॥ ১০৫
মন্ত্রয়েত্তৈঃ সমং জ্ঞানং নাত্যর্থং বহুভিশ্চরেৎ।
একৈককেনৈব কর্ত্তব্যং মন্ত্রস্য চ বিনিশ্চয়ম্॥ ১০৬
ব্যস্তৈঃ সমস্তৈশ্চাপ্যস্য ব্যপদেশৈঃ সমন্ততঃ[১]।
সুসংবৃতং মন্ত্রগৃহং স্থলং বারুহ্য মন্ত্রয়েৎ॥ ১০৭
অরণ্যে নিঃশলাকে বা ন যামিন্যাং কদাচন।
শিশুশাখামৃগান্ পণ্ডান্ শুকান্ বৈ সারিকাস্তথা॥ ১০৮
বর্জ্জয়েন্মন্ত্রগেহে তু মনুষ্যান্ বিকৃতাংস্তথা।
দূষণং মন্ত্রভেদেষু নৃপাণাং যত্তু জায়তে॥ ১০৯

মোক্ষমার্গাসক্ত হিংসা-পৈশুন্যবর্জ্জিত ক্ষমা-সর্ব্বস্ব মন্ত্রীকে রাজা পরিত্যাগ করিবেন। ১০০

মোক্ষ-মার্গাসক্ত ব্যক্তি, দণ্ডের উপযুক্ত হইলেও তাহাকে রাজা দণ্ডিত করিবেন না; কারণ মোক্ষমার্গাসক্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র সম-বুদ্ধি। ১০১

উপধার এই সূত্র। উশনা অনেক প্রকার উপধার বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন; তৎসমস্ত ঔশনস শাস্ত্রেই জ্ঞাতব্য। ১০২

ভূমিসম্পত্তি এবং মিত্রলাভ বহুতর হইবে,—নিশ্চয় থাকিলেই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে। ১০৩

নচেৎ অন্য উপায় অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। সপ্তাঙ্গের পরস্পর সদ্ভাব, কোষ-সঞ্চয় ও কোষ-রক্ষা, নৃপশ্রেষ্ঠগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ১০৪

রাজা, বহুবিদ্যা-বিশারদ, বিনীত, সৎ-কুলোদ্ভব, ধর্ম্মার্থ-কুশল, সরল-চিত্ত ব্রাহ্মণদিগকেই মন্ত্রি-পদে নিযুক্ত করিবেন। ১০৫

যথাকালে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত মন্ত্রণা করিবেন। অনেকের সহিত মন্ত্রণা এবং সর্ব্বদা মন্ত্রণা করা নিষিদ্ধ। ১০৬

বিশেষ আবশ্যক হইলে, একবার একজনের সহিত আর একবার আর এক-জনের সহিত—এইরূপে সকল মন্ত্রীর সহিতই মন্ত্রণা করিয়া লইবেন। অন্যের ছল করিয়া একেবারে সকলের সহিত মন্ত্রণাও করিতে পারেন। ১০৭

অত্যন্ত গোপনীয় এবং সুরক্ষিত গৃহে কিংবা উপদ্রব-শূন্য নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া মন্ত্রণা করা উচিত; রাত্রিতে মন্ত্রণা করা নিষিদ্ধ। মন্ত্রণাস্থলে, বালক, বানর, নপুংসক, শুক-সারিকা, এবং বিকৃত মনুষ্যদিগকেও আসিতে দেওয়া নিষেধ। ১০৮

১। ব্যস্তৈশ্চৈব সমস্তৈশ্চ ব্যাপ্যস্য ব্যপদেশতঃ।

ন তচ্ছক্যং সমাধাতুং দৈবৈর্নৃপশতৈরপি ।
দণ্ড্যাংস্তু দণ্ডয়েদ্দৈত্তরদণ্ড্যান্ দণ্ডয়েন্নহি ॥ ১১০
অদণ্ডয়ন্ নৃপো দণ্ড্যানদণ্ড্যাংশ্চাপি দণ্ডয়ন্ ।
নৃপতির্বাচ্যতাং প্রাপ্য চৌরকিল্বিষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১১
দুর্গে তু সততং[১] কুর্য্যাৎ প্রাকরাট্টালতোরণৈঃ ।
ভূষিতান্নগরাদ্রাজা দূরে দুর্গাশ্রয়ং চরেৎ ॥ ১১২
দুর্গং বলং নৃপাণান্তু নিত্যং দুর্গং প্রশস্যতে[২] ।
শতমেকো যোধয়তি দুর্গস্থো যো ধনুর্দ্ধরঃ ॥ ১১৩
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং প্রশস্যতে ॥ ১১৪
জলদুর্গং ভূমিদুর্গং বৃক্ষদুর্গং তথৈব চ ।
অরণ্যমরুদুর্গঞ্চ শৈলজং পরিখোত্তমম্[৩] ॥ ১১৫
দুর্গং কার্য্যং নৃপতিনা যথা দুর্গং স্বদেশতঃ[৪] ।
দুর্গং কুর্ব্বন্ পুরং কুর্য্যাত্ত্রিকোণং ধনুরাকৃতি ।
বর্ত্তুলঞ্চ চতুষ্কোণং নান্যথা নগরং চরেৎ ॥ ১১৬
মৃদঙ্গাকৃতিদুর্গন্তু সততং কুলনাশনম্ ।
যথা রাক্ষসরাজস্য লঙ্কা দুর্গাধিতা পুরা ॥ ১১৭
বলেঃ পুরং শোণিতাখ্যং তেজো দুর্গৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
তদ্বদ্যাত্রাজনাকারং মনোজ্ঞৈঃ শিবাবলিঃ ॥ ১১৮

রাজাদিগের গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে যে দোষ হয়, তাহার প্রতিকার করা দেবগণ শত শত রাজারও সাধ্য নহে। ১০৯

রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তিদিগকে দণ্ডিত করিবেন, অদণ্ডনীয় ব্যক্তিদিগকে দণ্ডিত করিবেন না রাজা, দণ্ডার্হব্যক্তির দণ্ড না করিলে বা অদণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ড করিলে অকীর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং চোর-পাপে পাপী হইয়া থাকেন। ১১০-১১১

রাজা—প্রাকার, অট্টালিকা ও তোরণ দ্বারা ভূষিত দুর্গ-নগরের অদূরে প্রস্তুত করাইবেন। ১১২

নগর যদি কোনরূপ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য। দুর্গ, রাজাদিগের প্রধান সহায়; দুর্গের প্রশংসা সর্ব্বত্রই আছে। দুর্গস্থিত একজন ধনুর্দ্ধারী অন্য স্থানস্থিত একশত লোকের সহিত এবং দুর্গস্থিত একশত লোক অন্য স্থানের দশসহস্র লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, এইজন্য দুর্গের এত প্রশংসা। ১১৩-১৪

জলদুর্গ, ভূমিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, বনদুর্গ, মরুদুর্গ এবং পর্ব্বত-দুর্গ এই ষড়্‌বিধ দুর্গ। সকল দুর্গেরই শেষে পরিখা করিতে হয়। ১১৫

এই ষড়্‌বিধ দুর্গের মধ্যে দেশানুসারে যে কোন দুর্গ করিতে পারে। পার্ব্বত্যদেশে সুবিধা হইলে পর্ব্বত-দুর্গ, মারব দেশে মরুদুর্গ ইত্যাদি। দুর্গ করিতে হইলে, নগর ধনুর ন্যায় ত্রিকোণ, গোল বা চতুষ্কোণ করিবে, অন্যরূপ দুর্গ করিবে না। ১১৬

মৃদঙ্গাকার দুর্গ, কুল-নাশক; রাক্ষসরাজের লঙ্কাদুর্গ মৃদঙ্গাকৃতি ছিল। ১১৭

১। দুর্গং তু সততং। ২। বিনিশ্চতে। ৩। পরিখোত্তমম্।
৪। দুর্গমদেশতঃ।

সৌভাগ্যং শাম্বরাজ্যস্য[1] নগরং পঞ্চকোণকম্ ।
দিবি যদ্বর্ত্ততে রাজ্যং তচ্চ ভ্রষ্টং ভবিষ্যতি ॥ ১১৯
যচ্চাযোধ্যাহ্বয়ং ভূপ পুরমিক্ষ্বাকুভূভৃতাম্ ।
ধনুরাকৃতি তচ্চাপি ততোঽভূদ্বিজয়প্রদম্ ॥ ১২০
দুর্গভূমৌ জয়েদ্দুর্গাং দিক্‌পালাংশ্চৈব দ্বারতঃ ।
পূজয়িত্বা বিধানেন জয়ং ভূপঃ সমাপ্নুয়াৎ ॥ ১২১
অতো দুর্গং নৃপঃ কুর্য্যাৎ সততং জয়বৃদ্ধয়ে ।
ন ব্রাহ্মণান্ সদা রাজা কেনাপ্যবমনীকৃতান্ ॥ ১২২
অবমান্য নৃপো বিপ্রান্ প্রেত্যেহ দুঃখভাগ্ ভবেৎ ।
ন বিরোধস্তু তৈঃ কার্য্যঃ স্বানি তেষাং ন চাদদেৎ ॥ ১২৩
কৃত্যকালেষু সততং তানেব পরিপূজয়েৎ ।
নৈষাং নিন্দাং প্রকুর্ব্বীত নাভ্যসূয়াং তথাচরেৎ ॥ ১২৪
এবং নৃপো মহাবুদ্ধিস্তন্ত্রগুণসংযুতঃ ।
অপ্রমাদী চারচক্ষুগু ণবান্ সুপ্রিয়ংবদঃ ।
প্রেত্যেহ মহতীং সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সুখভোগবান্ ॥ ১২৫
স্বৈগুণৈর্যোজিতশ্চাত্মা তৈঃ পুত্রানপি যোজয়েৎ ।
[2]নৃপস্য চ স্বতন্ত্রত্বং সততং স্বং বিনাশয়েৎ ॥ ১২৬
স্বতন্ত্রো ভূপতনয়ো বিকারং যাতি নিশ্চিতম্ ।
নির্ব্বিকারায় সততং বৃদ্ধাংশ্চ পরিযোজয়েৎ ॥ ১২৭

বলিরাজের নগর শোণিতপুর—তোয়োময় দুর্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু ব্যঞ্জনাকৃতি ছিল, এই জন্য বলি শ্রীভ্রষ্ট হন। ১১৮

রাজন্! শাম্বরাজের যে পঞ্চকোণ সৌভনগর আকাশে রহিয়াছে, তাহাও ভ্রষ্ট হইবে। ১১৯

রাজন্! ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের এই অযোধ্যানগর ধনুর ন্যায় ত্রিকোণ, এই জন্য ইহা ভূরি-জয়প্রদ। ১২০

রাজা, দুর্গ-ভূমিতে দুর্গাদেবীকে দুর্গদ্বারে দিক্‌পালগণকে,—যথাবিধি পূজা করিলে জয় লাভ করেন। ১২১

এই জন্য রাজা, জয়-বৃদ্ধি কামনায় দুর্গ সন্নিবেশিত করেন। রাজা, কদাচ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবেন না। ১২২

ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলে রাজা পরলোকে দুঃখভাগী হইবেন। ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ বা ব্রাহ্মণের ধন হরণ করা রাজার অকর্ত্তব্য। ১২৩

রাজা তাহাদের কার্যশেষে সমুচিত সম্মানে সন্তোষিত করিবেন এবং ইহাদের নিন্দা অথবা দ্বেষ আচরণ করিবেন না। ১২৪

এই প্রকার স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে স্বপরাদি-মণ্ডল পরিবৃত হইয়া, সাবধান-গূঢ়দূত দ্বারা সর্ব্ববার্ত্তাবিৎ গুণবান্ মিষ্টভাষী ভাগ্যশালী নৃপতি,—প্রেত্যেহ তোমার ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হন। ১২৫

এবং নিজের সদ্‌গুণসমূহ পুত্রে উপদেশ করেন। সেই পুত্র পৃথিবীপতি হইলেও তাহাকে স্বাধীন হইয়া কোন কার্য্য করিতে নিবারণ করা উচিত। ১২৬

১। শাম্বরাজস্য। ২। নৃপঃ কিং স্বস্য তত্ত্বং ভুবিনাশয়ে।

ভোজনে[1] শয়নে যানে মৃগয়াপাক্ষবীক্ষণে ।
বিযোজয়েৎ সদা দারান্ নৃপঃ কামবিচেষ্টনে ॥ ১২৮
অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ সততং পার্থিবেন তু ।
তাঃ স্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ো নিত্যং হানয়ে সম্ভবন্তি হি ॥ ১২৯
তস্মাৎ কুমারং মহিষীমুপধাভির্মনোহরৈঃ ।
শোধয়িত্বা নিযুঞ্জীত যৌবরাজ্যাবরোধয়োঃ ॥ ১৩০
অন্তঃপুরপ্রবেশে তু স্বতন্ত্রত্বং নিষেধয়েৎ ।
নৃপপুত্রস্য ভার্য্যায়া বহিঃসারে তথৈব চ ॥ ১৩১
অয়ং বিশেষঃ সঙ্ক্ষেপান্নৃপধর্ম্মো ময়োদিতঃ ।
পুত্রাণাং গুণবিন্যাসে ভার্য্যাণামপি ভূপতে ॥ ১৩২
উশনা রাজনীতীনাং তন্ত্রাণি তু বৃহস্পতিঃ ।
চকারাস্মান্ বিশেষাংস্তু তয়োস্তন্ত্রেষু বোধয়েৎ[2] ॥ ১৩৩
এবং রাজা মহাভাগো রাজনীতৌ বিশেষতাম্ ।
কুর্ব্বন্ন সীদতি সদা ভূয়সীং শ্রিয়মশ্নুতে ॥ ১৩৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

যেহেতু রাজপুত্র স্বতন্ত্র হইলেই কামাদিদ্বারা অবস্থান্তর লাভ করে। সঙ্গদোষে চিত্তের বিকার জন্মে বলিয়া নীতিবিজ্ঞ বৃদ্ধমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বদা যুবরাজকে অবস্থাপিত করিবেন। ১২৭

পৃথিবীপতি অতিভোজন, ভ্রমণ, সুরাপান, বহুজনতা এবং ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে—সদাচার বিযোজিত করিবেন। পৃথিবীপতি স্ত্রীগণকে সর্ব্বদা অস্বতন্ত্র করিবেন। ১২৮

স্ত্রীগণ যদি স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে মহৎ অনিষ্টের সম্ভাবনা হয়। অতএব রাজা, সুন্দর ধর্ম্ম এবং অর্থকাম প্রভৃতি দ্বারা পুত্র এবং পত্নীকে সংশোধিত করিয়া যৌবরাজ্য এবং অন্তঃপুরে নিয়োগ করিবেন। ১২৯-৩০

ভূপতি, পুত্র এবং পত্নীকে বহিঃপ্রদেশে এবং অন্তঃপুরে স্বতন্ত্র হইয়া কোন কার্য্য করিতে দিবেন না। ১৩১

আমি সংক্ষেপে রাজধর্ম্ম বিশেষ বর্ণন করিলাম এবং রাজপুত্রের গুণবর্ণনপ্রসঙ্গে মহিষীগণের আচার বলিলাম। ১৩২

শুক্র এবং বৃহস্পতি রাজনীতি-তন্ত্রের স্রষ্টা, ইঁহারা যে সকল রাজনীতিশাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে অন্য বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ১৩৩

এই প্রকারে পৃথিবীপতি রাজনীতিতে বিশেষ বিজ্ঞ হইলে কোন ক্লেশ অনুভব করেন না এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হন। ১৩৪

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৪

১। বসনে পানে। ২। বোধয়।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

সদাচারেষু রাজেন্দ্র বিশেষান্ শৃণু সম্প্রতি ।
যানবশ্যং নৃপঃ কুর্য্যাত্তানতঃ সকলান্ শৃণু ॥ ১
সাধবঃ ক্ষীণদোষাশ্চ সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ ২
আগমেষু পুরাণেষু,সংহিতাসু যথোদিতান্ ।
সমুদ্দিষ্টসদাচারান্ গৃহ্নীয়াত্তান্ গৃহস্থবৎ ॥ ৩
ঋষীন্ যজেদ্বেদপাঠৈর্দেবান্ হোমৈঃ প্রপূজয়েৎ ।
শ্রাদ্ধৈঃ পিতৄংস্তর্পয়েত্তু ভূতানি বলিভিস্তথা ॥ ৪
মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনমঞ্জনম্ ।
সর্ব্বং গৃহস্থবৎ কুর্য্যান্নিবেকাদ্যং বিধিং তথা ॥ ৫
ষট্‌কর্ম্মসু নিযুঞ্জীত রাজা বিপ্রান্ সমন্ততঃ ।
তথৈব ক্ষত্রিয়াদীংশ্চ স্বে স্বে[1] কর্ম্মণি যোজয়েৎ ॥ ৬
যঃ স্বধর্ম্মং পরিত্যজ্য পরধর্ম্মং সমাচরেৎ ।
তং শাস্তেন নৃপো দণ্ডং পুনস্তস্মিন্ নিয়োজয়েৎ ॥ ৭
সাংবৎসরেষু কৃত্যেষু বিশিষ্টেষ্বেতান্ সমাচরেৎ ।
অবশ্যং পার্থিবো রাজন্[2] তান্ বিশেষান্ শৃণুষ্ব মে ॥ ৮

বিশেষ বিশেষ সদাচার কথন

ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে নৃপতে! নৃপতিগণের অবশ্যকর্ত্তব্য বিশেষ বিশেষ সদাচার সম্প্রতি বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ১

নির্দ্দোষ সাধুসকল সৎ শব্দে বোধ হয়। তাঁহাদের আচার-তত্ত্বই সদাচার শব্দের প্রতিপাদ্য। ২

আগম, পুরাণ এবং মনু প্রভৃতি সংহিতা-সমূহে যে সকল সদাচার নির্ণীত হইয়াছে; রাজা, গৃহস্থের ন্যায় সেই সদাচার সমূহ পালন করিবেন। ৩

ঋষিগণকে বেদপাঠ দ্বারা যজন করিবেন। হোম দ্বারা দেবগণের পূজা করিবেন। শ্রাদ্ধ এবং দান দ্বারা পিতৃগণকে এবং বলিদানে ভূতগণকে সন্তোষিত করিবেন। ৪

রাজা—মলত্যাগ, ভূষণ, স্নান, দন্তধাবন, অঞ্জন প্রভৃতি সকল কর্ম্মই গৃহস্থবৎ আচরণ করিবেন। ৫

বিশেষ এবং নিত্যকৃত্য কর্ম্ম সকলও করিবেন, রাজা ব্রাহ্মণাদি সকলকে উত্তমরূপে ষট্‌কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। এবং ক্ষত্রিয়গণকেও স্ব স্ব ধর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। ৬

যে ব্যক্তি স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম আশ্রয় করে, রাজা তাহার যথোচিত দণ্ড করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপিত করিবেন। ৭

মহীপতি সংবৎসর-কর্ত্তব্য-বিশেষ কর্ম্মসমূহ অবশ্যই আচরণ করিবেন। অবশ্যকর্ত্তব্য বিশেষ কর্ম্মসকল শ্রবণ কর। ৮

১। ধর্ম্মে নিয়োজয়েৎ।　　২। অবশ্যং পার্থিবান্ রাজন্।

শরৎকালে মহাষ্টম্যাং দুর্গায়াঃ পরিপূজনম্ ।
নীরাজনং দশম্যান্তু কুর্য্যাদ্বৈ বলবৃদ্ধয়ে ॥ ৯
পৌষে মাসি তৃতীয়ায়াং কুর্য্যাৎ পুষ্পাভিষেচনম্ ।
পূজয়িত্বা শ্রিয়ং দেবীং শ্রীপঞ্চম্যাং নৃপঃ চরেৎ[১] ।
শ্রীযজ্ঞং ধনধান্যস্য বৃদ্ধয়ে নৃপসত্তম ॥ ১০
জ্যৈষ্ঠে দশহরায়াস্তু বিষ্ণোরিষ্টিং[২] তথাচরেৎ ।
রবৌ হরিস্থে দ্বাদশ্যাং শক্রপূজাং তথাচরেৎ ॥ ১১
বিশিষ্টৈস্তাংস্তু নৃপতিঃ কুর্য্যাদ্ যজ্ঞান্ বহুব্যয়ৈঃ ॥ ১২
এভিঃ কৃতৈর্বলং রাজ্যং কোষশ্চাপি বিবর্দ্ধতে ।
অকৃতেষেষু যজ্ঞেষু দুর্ভিক্ষং মরকং তথা[৩] ॥ ১৩
জায়তে চেতয়ঃ সর্ব্বা বিশিষ্টৈস্তাংস্ততশ্চরেৎ ।
শরৎকালে মহাষ্টম্যাং দুর্গায়াঃ পূজনে বিধিঃ ॥ ১৪
পুরা প্রোক্তস্তু বিধিনা তেন কার্য্যন্তু পূজনম্ ।
বিধিং নীরাজনস্য ত্বং শৃণু পার্থিবসত্তম ॥ ১৫
কৃতেন যেন চাশ্বানাং গজানামপি বর্দ্ধনম্ ।
আশ্বিনে শুক্লপক্ষে[৪] তু তৃতীয়া স্বাতিযোগিনী ।
ঐশান্যাং স্বপুরস্যৈব গৃহ্নীয়াৎ স্থানমুত্তমম্ ॥ ১৬
নীরাজনং ততঃ কুর্য্যাৎ সম্প্রাপ্তে দিবসেঽষ্টমে ।
নীরাজনস্য কালস্তু পূর্ব্বমুক্তো ময়া তব ॥ ১৭

শরৎকালীন মহাষ্টমী তিথিতে দুর্গার পূজা করিবেন এবং বলবৃদ্ধির নিমিত্ত দশমী তিথিতে নীরাজনাদি করিবেন ॥ ৯

পৌষমাসের তৃতীয়া তিথিতে পুষ্পাদি দ্বারা লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা করিবেন। হে নৃপতে! রাজা শ্রীপঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মীপূজানন্তর ধন এবং শস্যবৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীযজ্ঞ আচরণ করিবেন ১০

জ্যৈষ্ঠমাসের দশহরায় বিষ্ণুর যজ্ঞ করিবেন। সূর্য্যদেব সিংহরাশিতে অবস্থান করিলে দ্বাদশী তিথিতে ইন্দ্রদেবের পূজা আচরণ করিবেন। ১১

নৃপতি, এই যজ্ঞ সকলকে বহু ব্যয়ে নিষ্পন্ন করিবেন। ১২

এই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বল, রাজ্য এবং ধনাগার পরিপূর্ণ হয় এবং ইহাদের অনুষ্ঠান না করিলে দুর্ভিক্ষ, মরক প্রভৃতি বহু উপদ্রব উৎপন্ন হয়। ১৩

অতিবৃষ্টি প্রভৃতি শস্য-বিঘ্নকর ছয় প্রকার ঈতি (উপদ্রব) উৎপন্ন হয়। অতএব বিশেষরূপে উক্ত যজ্ঞসমূহ আচরণ করিবেন। শরৎকালীন মহাষ্টমীতে দুর্গাপূজার বিধি। ১৪

যাহা পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি, সেই বিধিতেই পূজা করিবেন। হে পৃথিবীপতে! নীরাজনের বিধি শ্রবণ কর। ১৫

ইহার দ্বারা অশ্ব, গজ প্রভৃতি সৈন্য বর্দ্ধিত হয়। আশ্বিন-মাসের স্বাতিযুক্তা শুক্লা তৃতীয়াতে নিজপুরের ঈশানভাগে উত্তম স্থান সংস্কার করিবেন। ১৬

তদনন্তর অষ্টম দিবস উপস্থিত হইলে নীরাজন করিবেন। নীরাজনের উপযুক্ত কাল তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, সম্প্রতি নীরাজনার বিধি বর্ণন করিতেছি। ১৭

১। পঞ্চম্যাং নৃপতিশ্চরেৎ। ২। সমাচরেৎ ৩। মরকস্তথা। ৪ দশমী।

বিধানমাত্রং শৃণু মে কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ।
একং তুরঙ্গং মহাসত্ত্বং সুমনোহরমেব চ ॥ ১৮
পূজয়েৎ সপ্তদিবসান্ গন্ধপুষ্পাংশুকাদিভিঃ ।
তৃতীয়াদৌ পূজয়িত্বা নয়েত্তং[1] যজ্ঞমণ্ডপম্ ॥ ১৯
চেষ্টাং নিরূপয়ংস্তস্য জানীয়াত্তু শুভাশুভম্ ।
পররাষ্ট্রাবমর্দ্দঃ স্যাদশ্বো যদি পলায়তে ॥ ২০
ম্রিয়তে রাজপুত্রস্তু যদি চাশ্রূণি মুঞ্চতি ।
নীয়মানো ন গচ্ছেত্তু মহিষীমরণং ততঃ ॥ ২১
তথৈব মুখনাসাক্ষি-শব্দং কুর্য্যাদ্ধয়ো যদি ।
যঃ কাষ্ঠাভিমুখঃ কুর্য্যাত্তৎকাষ্ঠায়াং জয়েদ্রিপূন্ ॥ ২২
উৎক্ষিপ্য দক্ষিণাগ্রন্তু পদমশ্বো ভবেৎ পুরঃ ।
তদা যদি সমস্তাংশ্চ নৃপতির্বিজয়েদ্রিপূন্ ॥ ২৩
প্রাতর্নীরাজনং কুর্য্যাদ্দশম্যাং নৃপসত্তম ।
তদপ্রাপ্তৌ চ দ্বাদশ্যাং তস্যামেব সমাচরেৎ ॥ ২৪
কার্ত্তিকে পঞ্চদশ্যাং বা তদভাবে তু পার্থিব ।
ঐশান্যাং স্বপুরস্যোচ্চৈর্হস্তমানেন ষোড়শ ॥ ২৫
দশহস্তন্তু বিপুলাং কুর্য্যাদ্বৈ তত্র তোরণম্ ॥ ২৬
দ্বাত্রিংশদ্ধস্তমাত্রন্তু হস্তষোড়শবিস্তৃতম্ ।
যজ্ঞার্থং মণ্ডপং কুর্য্যান্মধ্যে বেদিং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ২৭

শ্রবণ কর ; ইহা শ্রবণে তুমি কৃতকার্য্য হইবে। মহাবল মনোহর এক অশ্বকে সপ্তদিন পর্য্যন্ত গন্ধপুষ্প এবং বস্ত্রাদিদ্বারা আরাধনা করিবেন। তৃতীয়াদিতে পূজা করিয়া উক্ত অশ্বকে যজ্ঞস্থানে উপস্থাপিত করিবেন। ১৮-১৯

তাহার চেষ্টানুসারে শুভাশুভ পরিজ্ঞান হইবে। অশ্ব ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া যদি পলায়ন করে, তাহা হইলে রাজার জয় হয়। ২০

অশ্ব যদি নয়নজল মোচন করে, তাহা হইলে রাজপুত্রের মৃত্যু হয় এবং অশ্ব যদি ভূমিগমনে প্রতিকূলতাচরণ করে, তাহা হইলে রাজমহিষীর মৃত্যু হয়। ২১

অশ্ব যদি মুখ, নাসা, চক্ষু প্রভৃতিতে শব্দ করে, তাহা হইলে যেদিকে সম্মুখীন হইয়া ঐ শব্দ করে, সেই দিকের শত্রুসকল বিনষ্ট হয়। ২২

উক্ত অশ্ব যদি দক্ষিণপাদের অগ্রভাগ উত্তোলন করিয়া রাজার অগ্রে অবস্থান করে, তাহা হইলে ভূপতি সকল শত্রুকেই পরাজয় করেন। ২৩

হে নৃপবরে! দশমী তিথিতে প্রাতঃকালে নীরাজন করিবেন। দৈববশতঃ উক্ত তিথিতে অসমর্থ হইলে, উক্ত দশমীর পর দ্বাদশীতে নীরাজন করিবেন। ২৪

অথবা কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে উক্ত নীরাজন-সম্পাদন করিবেন। ইহাতেও যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিজপুরের ঈশানকোণে ষোড়শ-হস্ত-পরিমিত তোরণ নির্ম্মাণ করিবে। ২৫

দশহস্ত-পরিমিত বিপুল তোরণ নির্ম্মাণ করিবে। ২৬

দ্বাত্রিংশৎ হস্ত দীর্ঘ এবং ষোড়শ হস্ত পরিমাণে বিস্তৃত যজ্ঞমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবেন। সেই মণ্ডপের মধ্যে বেদী নির্ম্মাণ করিবেন। ২৭

১। নয়েৎ তং।

বেদ্যাশ্চোত্তরতস্তাঞ্চবেদিং কুর্য্যাদনুত্তমাম্।
যত্র সংস্থাপ্য চাস্মন্চ পূজিতব্যাঃ পুরোহিতৈঃ ॥ ২৮
সর্জ্জোডুম্বরশাখানামর্জ্জুনস্যাথবা নৃপ।
মৎস্যশঙ্খাঙ্কিতৈশ্চক্রৈশ্চ ধ্বজৈশ্চাপ্যভিভূষয়েৎ। ২৯
তোরণং কনকরত্নৈস্তথা নানাবিধৈঃ ঘনৈঃ ॥ ৩০
ভল্লাতকং শালিকুষ্ঠং সিদ্ধ্যর্থং সৈন্ধবস্য তু।
কণ্ঠদেশে নিবধ্নীয়াৎ পুষ্টিশান্ত্যর্থমেব চ ॥ ৩১
বৈষ্ণবং মণ্ডলং কৃত্বা দিক্‌পালাংশ্চ নবগ্রহান্।
বিশ্বেদেবাংস্তু মন্ত্রেণ বিষ্ণুমুখ্যান্ প্রপূজয়েৎ। ৩২
আজ্যৈস্তিলৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ মিশ্রীকৃত্য পুরোহিতঃ।
রবেস্তু বরুণস্যৈব প্রজেশস্য তথৈব চ ॥ ৩৩
পুরুহূতস্য বিষ্ণোশ্চ হোমং সপ্তাহমাচরেৎ।
একৈকস্য সহস্রং বা অষ্টোত্তরশতঞ্চ বা।
কুর্য্যাত্তু প্রত্যহং হোমং চতুর্বর্গস্য সিদ্ধয়ে ॥ ৩৪
সমিধশ্চাপি হোতব্যাঃ পালাশাঃ খাদিরাস্তথা।
ঔদুম্বর্য্যশ্চ কাশ্মর্য্য আশ্বত্থাশ্চ পুরোধসা ॥ ৩৫
সৌবর্ণান্ রজতান্ বাপি মার্ত্তিকান্ বা যথেচ্ছয়া।
কুর্য্যাত্তু কলশানষ্টৌ কলাম্রপল্লবযোজিতান্ ॥ ৩৬
ক্ষিপেত্তেষু ঘটেষ্বেব সমস্তহরিতাঙ্কুরম্ ॥ ৩৭
চন্দনঞ্চ তথা কুষ্ঠং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ মনঃশিলাম্।
[১]অঞ্জনঞ্চ হরিদ্রাঞ্চ শ্বেতাং দর্ভীং তথৈব চ ॥ ৩৮

বেদীর উত্তর ভাগে অত্যুত্তম বেদী নির্ম্মাণ করিবেন, এই স্থানে পুরোহিতগণ তাহা-সংস্থাপন করিয়া পূজা করিবেন। ২৮

হে নৃপ! শাল উডুম্বর অথবা অর্জ্জুনবৃক্ষের শাখাকে মৎস্যশঙ্খাঙ্কিত চক্র এবং ধ্বজদ্বারা বিভূষিত করিবেন। ২৯

নানাপ্রকার বহুমূল্য কনক এবং রত্নদ্বারা তোরণকে উপশোভিত করিবেন। যজ্ঞশান্তিদ্বারা স্বকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত ঘোটকের কণ্ঠদেশ শালিকুষ্ঠ এবং ভল্লাতকযুক্ত বন্ধন করিবে। ৩০-৩১

রাজা, বৈষ্ণবমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া দিক্‌পাল, নবগ্রহ, বিষ্ণু প্রভৃতি বিশ্বদেব সকলের পূজা করিবেন। ৩২

পুরোহিত সপ্তাহকাল ঘৃত, তিল এবং পুষ্প একত্রিত করিয়া সূর্য্য, বরুণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে হোম করিবেন। ৩৩

ধর্ম্মার্থ-কামাদি চতুর্ব্বর্গসিদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যেক দেবের উদ্দেশে সহস্র বার অথবা অষ্টোত্তর এক শতবার প্রতিদিন হোম করিবেন। ৩৪

পলাশ, খদির, উডুম্বর, অশ্বত্থ প্রভৃতি কাষ্ঠদ্বারা পুরোহিত হোমকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ৩৫

সুবর্ণ রজত অথবা যথেচ্ছাক্রমে মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত—নানাপ্রকার পল্লবশোভিত আটটী ঘট সংস্থাপন করিবেন। ৩৬

১। অঞ্জনং চ তথা কুষ্ঠং প্রিয়ং চ সুমনঃ শিলাম্। ইত্যধিকঃ পাঠঃ দৃশ্যতে পুস্তকান্তরে ॥

ভল্লাতকং পূর্ণকোষং সহদেবীং শতাবরীম্ ।
বচাং সনাগকুসুমাং সোমরাজীং সুগুপ্তিকাম্ ॥ ৩৯
তুম্বক করবীরঞ্চ[১] তুলসীদলমেব চ ।
এতানি নিক্ষিপেদ্দ্রব্যে কলশানাং পুরোহিতঃ ॥ ৪০
কলশৈরম্বুজৈর্যজ্ঞদারুভিঃ স্রুক্‌স্রুবৌ তথা ।
কর্ত্তব্যে শান্তিকামেন নীরাজনবিধৌ নৃপ ॥ ৪১
এবং সপ্তাহপর্য্যন্তং পূজাভির্হবনৈস্তথা ।
পূর্ব্বোক্তান্ পূজয়িত্বা তু নৃপঃ সপ্তাহমাচরেৎ ॥ ৪২
যাবন্নীরাজনং কুর্য্যাত্তাবদ্রাত্র্যাং বসেদ্ গৃহে ।
রাত্রৌ ন যজ্ঞভূমৌ তু নিবসেচ্ছান্তিমিচ্ছুকঃ ॥ ৪৩
নারোহয়েত্তুরঙ্গং তং গজং বা তত্র পার্থিবঃ ।
যাবৎ সপ্তাহপর্য্যন্তং তস্যাং নাম্নেন বৈ ব্রজেৎ ॥ ৪৪
ভক্ষ্যৈর্নানাবিধৈশ্চৈব মধুপায়সযাবকৈঃ ।
মোদকৈর্ব্বা বলিং কুর্য্যান্নবব্যঞ্জনসম্ভবৈঃ ॥ ৪৫
পূর্ব্বোক্তানাঞ্চ দেবানাং সপ্তাহং যাবদুত্তমম্ ।
সপ্তমেঽহ্নি তু রেবন্তং[২] পূজয়েত্তোরণান্তরে ॥ ৪৬
সূর্য্যপুত্রং মহাবাহুং দ্বিভুজং কবচোজ্জ্বলম্
জ্বলন্তং শুক্লবস্ত্রেণ কেশান্‌দ্‌গ্রথ্য বাসসা ॥ ৪৭
কশাং বামকরে বিভ্রদ্দক্ষিণং তু করং পুনঃ
স খড়্গং ন্যস্য বামায়াং স্থিতৈঃসন্ধবসংস্থিতম্ ॥ ৪৮
এবংবিধন্তু রেবন্তং প্রতিমায়াং ঘটেঽপি বা ।
সূর্য্যপূজাবিধানেন পূজয়েত্তোরণান্তরে ॥ ৪৯

পুরোহিত উক্ত ঘটসমূহে মঞ্জিষ্ঠা হরিতাল, চন্দন, কুষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, মনঃশিলা, অঞ্জন, হরিদ্রা, শ্বেতদন্তি প্রভৃতি এবং ভল্লাতক, পূর্ণকোষ, সহদেবী, শতাবরী, বচা, নাগকেশর, সোমলতা, সুগুপ্তিকা, মঞ্জা, করবীর, তুলসীদল প্রভৃতি দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে। ৩৭-৪০

হে নৃপ ! কলস, অম্বুজ এবং যজ্ঞকাষ্ঠ-সমূহ দ্বারা নীরাজনাবিধিতে শান্তি-কামনায় স্রুক্‌স্রুব নির্ম্মাণ করিবেন। ৪১

এইরূপে সপ্তাহ পর্য্যন্ত পূজা এবং হোম দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দেবসকল আরাধ্য-মান হইলে, যে পর্য্যন্ত নীরাজনা না হয়, রাজা সেইকাল পর্য্যন্ত রাত্রিকালে গৃহে অবস্থান করিবেন। শান্তিবাঞ্ছায় যজ্ঞভূমিতে থাকিবেন না। ৪২-৪৩

সেইকালে অশ্ব, গজ প্রভৃতি কোন যানেই আরোহণ করিবেন না। ৪৪

পূর্ব্বোক্ত দেবগণকে মধু, পায়স, যাবক, মোদক, নূতন ব্যঞ্জন প্রভৃতি নানা-প্রকার উত্তম ভোজ্য দ্রব্যে সপ্তাহকাল বলিদান করিবেন। ৪৫-৪৬

সপ্তম দিনে মহাবাহু, দ্বিভুজ, কবচশালী, জাজ্বল্যমান বামকরে শুক্লবস্ত্রে সংযত কেশসমূহ ধারণকারী এবং দক্ষিণকরে খড়্গের সহিত মুখ-রজ্জু ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট—সূর্য্যপুত্র রেবন্তকে তোরণপ্রান্তে প্রতিমায় অথবা ঘটে সূর্য্যপূজাবিধানে পূজা করিবে। ৪৭-৪৯

১। মঞ্জাঞ্চ করবীরঞ্চ। ২। ভুবনান্তং।

পূজয়িত্বা তু রেবন্তং[১] দ্বিরদং তুরগং তথা।
(অহতাম্বরসংবীতং স্রক্‌চন্দনসমন্বিতম্।
সুবর্ণবিদ্ধনিস্ত্রিংশং বিচিত্রং কবচাদিভিঃ।)*
যুক্তন্তু হোমকুণ্ডস্য ঐশান্যামথবেদিকাম্।
পূর্ব্বং কৃতাং নয়েদশ্বগজপালৌ পৃথক্ পৃথক্॥ ৫০
নীয়মানে গজে বাজে পূর্ব্বোক্তন্তু নিমিত্তকম্।
যত্নাদ্বীক্ষেত নৃপতিঃ ফলঞ্চৈবাবধারয়েৎ॥ ৫১
হোমকুণ্ডস্যোত্তরস্যাং বৈয়াঘ্রে চর্ম্মণি স্থিতঃ।
বেদবিদা চাস্ত্রবিদা সহিতো বীক্ষ্য সৈন্ধবম্॥ ৫২
নীতায় তুরগায়াস্তু ভক্তপিণ্ডীং সুগন্ধিনীম্।
দদ্যাৎ পুরোহিতস্তত্র সমন্ত্র্য শান্তিমন্ত্রকৈঃ॥ ৫৩
ভক্ষণাদ্ যদি জিঘ্রেত্তদশ্নীয়াদ্বা হয়ঃ স চ।
তদা স্যাৎ সর্ব্বকল্যাণং বিপরীতমতোঽন্যথা॥ ৫৪
শাখামৌদুম্বরীমাম্রীং সবকুলাং ঘটোদকে।
আপ্লাব্যাপ্লাব্য তুরগান্ গজান্ ভূপঞ্চ সৈনিকান্॥ ৫৫
রথাংশ্চ সংস্পৃশেন্মন্ত্রৈঃ শান্তিকৈঃ পৌষ্টিকৈস্তথা।
সেচয়েৎ সহিতৈর্বিপ্রৈস্তুরগং পুরোহিতঃ॥ ৫৬
দিক্‌পালানাং গ্রহাণাঞ্চ মন্ত্রৈশ্চ বৈষ্ণবৈস্তথা।
বহুধা চাভিষিচ্যাথ ততঃ সৌবর্ণদর্পণম্॥ ৫৭
বীক্ষয়িত্বা নৃপশ্চাগ্নিং ততো মন্ত্রিণমেব চ।
রাজপুত্রং তথামাত্যানন্যানপি চ সৈনিকান্।
কম্পয়ন্ বিজনার্দ্দনঃ সর্ব্বানেব তু দর্শয়েৎ॥ ৫৮

রেবন্তের পূজা শেষ হইলে অশ্বপাল এবং গজপাল পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ঈশান কোণে পূর্ব্বনির্ম্মিত বেদিকায় অশ্ব এবং গজকে উপস্থাপিত করিবে। ৫০

গজ এবং অশ্ব উক্ত স্থানে উপস্থাপিত হইলে, রাজা যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নিমিত্ত দর্শনানুসারে ফল নিশ্চয় করিবে। ৫১

রাজা হোমকুণ্ডের উত্তরভাগে বেদবিৎ এবং অস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সহিত ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া অশ্বকে দর্শন করিবেন। ৫২

পুরোহিত উক্ত সময়ে শীঘ্রই সুগন্ধি অন্নপিণ্ড শান্তিমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সম্মুখে সংস্থাপিত করিবেন। ৫৩

যদি ঐ অন্নের ভোজন অথবা ঘ্রাণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয়। অন্যথা বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। ৫৪

পুরোহিত উডুম্বর, আম্র অথবা বকুলের শাখা ঘটজলে আপ্লাবিত করিয়া অশ্ব, গজ, রাজা, সৈনিক, রথ প্রভৃতিকে পুষ্টিকর শান্তিমন্ত্রে স্পর্শ করিবে এবং বিপ্রগণের সহিত পূর্ব্বোক্ত অশ্ব প্রভৃতিকেও সেচন করিবে। ৫৫-৫৬

দিক্‌পাল এবং গ্রহগণকে বৈষ্ণব মন্ত্রে অনেকবার সেচন করিয়া রাজা, মন্ত্রী, রাজপুত্র, অমাত্য এবং অন্যান্য সৈনিক সকলকে সুবর্ণের ন্যায় দর্শন করাইয়া কল্পনান্তে অন্য লোক সকলকে দর্শন করাইবেন। ৫৭-৫৮

১। রেবন্তং ; রেবন্তং। * অধিকঃ পাঠঃ দৃশ্যতে পুস্তকান্তরে।

চতুরঙ্গস্য তস্যাপি কৃত্বৈবং শান্তিপৌষ্টিকে।
মৃন্ময়ং শাত্রবং কৃত্বা চাভিচারিকমন্ত্রকৈঃ।
হৃদি শূলেন বিধ্বা তং শিরঃ খড়্গেন ছেদয়েৎ ॥ ৫৯
আচার্য্যঃ কবিকাং পশ্চাদ্দিশি মন্ত্র্য ক্ষয়ায় বৈ।
ঐন্দ্রৈঃ প্রাভাকরৈর্মন্ত্রৈর্দদ্যাদশ্বে স্বয়ং পুনঃ ॥ ৬০
তমনেন তু মন্ত্রেণ সমারুহ্য নৃপস্তদা।
গচ্ছেদুত্তরপূর্ব্বান্তু দিশং সর্ব্বৈর্বলৈঃ পুনঃ ॥ ৬১
ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যাঃ সর্ব্ব এব নৃপং তদা।
অনুগচ্ছেয়ুরস্থানি নিমিত্তানি বিলোকিতুম্ ॥ ৬২
বাদিত্রঘোষৈস্তুমুলৈরাতপত্রৈশ্চ তত্তথা।
গচ্ছেন্নীরাজনে রাজা দারয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ৬৩
মণিবিদ্রুমমুক্তাদি-স্বর্ণরত্নৈরলঙ্কৃতঃ।
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা পূর্ব্বদ্বারেণ পার্থিবঃ।
স্বপুরং প্রবিশেদ্বিপ্রৈর্যজ্ঞং যায়াৎ পুরোহিতঃ ॥ ৬৪
তত্র গত্বা দক্ষিণান্তু হিরণ্যং গাং তথা তিলম্।
দত্ত্বা পশ্চাদ্দ্বিজেভ্যস্তু দদ্যাদ্দানানি শক্তিতঃ ॥ ৬৫
এবং নীরাজনং কৃত্বা বলানাঞ্চ মহীক্ষিতঃ।
প্রেত্যেহ সুস্থিরাং লক্ষ্মীং নৃপতিং প্রাপ্নুয়াত্তথা ॥ ৬৬
অমৃতামৃতসঞ্জাত সাগরোদ্ভব সৈন্ধব
যেন সত্যেন বহসে শক্রস্তেনেহ মাং বহ ॥ ৬৭

শান্তিজলে চতুরঙ্গ বল এবং মৃন্ময়শত্রু নির্ম্মাণ করিয়া অভিচারকের বক্ষে শূলবেধপূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা মস্তকচ্ছেদন করিবে। ৫৯

আচার্য্য, ভয়ানক ইন্দ্র-প্রতিপাদ্য এবং সূর্য্য-প্রতিপাদ্য অভিচারক মন্ত্রে অশ্বমুখরজ্জুকে বদ্ধ করিবেন। ৬০

রাজা এই মন্ত্রে অশ্বে আরোহণ করত উত্তর-পূর্ব্বদিকে সকল জাতির সহিত গমন করিবে। ৬১

ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য প্রভৃতি সকলে—সাবধানে নিমিত্ত সকলের শুভাশুভ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার সহিত গমন করিবেন। ৬২

নানাপ্রকার বাদ্যসমূহের তুমুল শব্দে দিক্ আবৃত হইবে এবং ছত্রমণ্ডল তাঁহার আতপবারণ করিবে। এইরূপে নীরাজনার্থ গমন বেগে পৃথিবী কম্পমানা হইবেন। ৬৩

মণি-বিদ্রুম-মুক্তা-স্বর্ণাদিতে বিভূষিত হইয়া এক ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। পূর্ব্ব দ্বারে নিজপুরে প্রবিষ্ট হইবেন। ৬৪

রাজা, পুরোহিত, বিপ্রগণের সহিত যজ্ঞভূমিতে গমন করিয়া যথাশক্তি হিরণ্য, গো, তিল, দক্ষিণা দ্বিজগণকে দান করিবে। ৬৫

এই প্রকারে রাজা সৈন্যগণের নীরাজন করিয়া প্রতিদিন অচলা লক্ষ্মী লাভ করেন। ৬৬

হে অমৃতসঞ্জাত সাগরোদ্ভব অশ্ব! তুমি যে সত্যে শক্রকে বহন করিতেছ, সেই সত্যে আমাকেও বহন কর। ৬৭

যেন সত্যেন রেবন্তং যেন সত্যেন ভাস্করম্ ।
বহসে তেন সত্যেন বিজয়ায় বহস্ব মাম্ ॥ ৬৮
আভ্যান্তু ভূপমন্ত্রাভ্যামশ্বারোহণমাচরেৎ ।
আরুহ্যাগ্রে মহিষ্যান্তু শুদ্ধান্তে গময়েত্ততঃ ॥ ৬৯
মহিষী চ ততো ভূপং পর্যাঙ্কোপরি সংস্থিতম্ ।
দূর্ব্বাক্ষতৈঃ সসিদ্ধার্থৈঃ স্ত্রীভিঃ সহ তমর্চ্চয়েৎ ॥ ৭০
কৃতে তু ভূমিগ্রহণে তৃতীয়ায়াং নিরাজনে ।
সূতকং যদি জায়েত তত্র হানিস্তি কেবলম্ ॥ ৭১
সূতকী মৃতকী বাপি পার্থিবস্তু যথা তথা ।
বলনীরাজনং কুর্য্যাত্তস্মাত্রক বিশেষতঃ ॥ ৭২
সদ্যঃশৌচং ভবেদ্রাজ্ঞো ব্যবহারবিলোকনে ।
তথাধিবাসনে যজ্ঞে পররাষ্ট্রবিমর্দ্দনে ॥ ৭৩
অয়ং তে কথিতো রাজনীরাজনক্রমো ময়া ।
পুষ্যস্নানবিধানন্তু পার্থিব শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ । ৮৫

হে সত্যে দিবাকর এবং তৎপুত্র রেবন্তকে বহন করিতেছ, বিজয়াভিলাষী আমাকেও সেই সত্যে বহন কর । ৬৮

নৃপ এবং মন্ত্রী অশ্বে আরোহণ করিবেন, আরূঢ় হইয়া মহিষীর অন্তঃপুরে গমন করিবেন । ৬৯

মহিষী রাজাকে উত্তম পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত দূর্ব্বা অক্ষত প্রভৃতি উপহারে অর্চ্চনা করিবেন । ৭০

তৃতীয়া তিথিতে নীরাজন করিলে যদি ভূপতির জাতাশৌচ হয়, তাহা হইলে কার্য্যহানির আশঙ্কা থাকে না । ৭১

জাতাশৌচ এবং মৃত্যুশৌচ উভয় যদি হয়, রাজা যথাযথরূপে বিশেষ প্রকারে সৈন্যাদি নীরাজন করিবেন । ৭২

ব্যবহারানুসারে সদ্যই অশৌচ হইতে মুক্ত হইবেন । পররাষ্ট্রের অনিষ্ট উৎপাদনার্থ যজ্ঞ অধিষ্ঠিত করিবে । ৭৩

হে রাজন্ ! নীরাজন-বিধি তোমার নিকটে বিশেষরূপে বর্ণন করিলাম, পূর্ব্বোক্ত পুষ্যস্নান-বিধি শ্রবণ কর । ৭৪

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৫

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি পুষ্যস্নানবিধিক্রমম্।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ বিঘ্না নশ্যন্তি সত্তম্॥ ১
পৌষে পুষ্যর্ক্ষগে চন্দ্রে পুষ্যস্নানং নৃপশ্চরেৎ।
সৌভাগ্যকল্যাণকরং দুর্ভিক্ষমরণাপহম্॥ ২
বিষ্ট্যাদিদুষ্টকরণে ব্যতীপাতে চ বৈধৃতৌ।
বজ্রে শূলে হর্ষণাদৌ যোগে তু যদি লভ্যতে॥ ৩
তৃতীয়াযুক্তপুষ্যর্ক্ষং রবিশৌরিকুজেঽহনি
তদা সমস্তদোষাণাং তৎ স্নানং হানিকারকম্॥ ৪
গ্রহদোষাশ্চ জায়ন্তে যদি রাজ্যেষু চেতয়ঃ।
তদা পুষ্যে নক্ষত্রে তু কুর্য্যান্মাসান্তরেঽপি চ॥ ৫
ইয়ন্তু ব্রহ্মণা শান্তিরুদ্দিষ্টা গুরবে পুরা।
শক্রাদিসর্ব্বদেবানাং শান্ত্যর্থঞ্চ জগৎপতিঃ॥ ৬
তুষকেশাস্থিবল্মীক-কীটদেশাদিবর্জ্জিতে।
শর্করাকৃমিকুষ্মাণ্ড-বহুকন্টিবিবর্জ্জিতে॥ ৭
কাকোলূকৈশ্চ কঙ্কৈশ্চ কাকোলৈর্গৃধ্রশৌনকৈঃ।
বর্জ্জিতে কন্টকিবনে বিভীতকবিবর্জ্জিতে॥ ৮
শিগ্রুশ্লেষ্মাতকাভ্যাস্ত জলৌকাদ্যৈবিবর্জ্জিতে।
রম্যাদনে[১] চম্পকাশোকবকুলাদিবিরাজিতে॥ ৯
হংসকারণ্ডবাকীর্ণে সরস্তীরেঽথবা শুচৌ।
পুষ্যস্নানায় নৃপতির্গৃহ্নীয়াৎ স্থানমুত্তমম্॥ ১০

পুষ্যস্নানাদি।

ঔর্ব্ব বলিলেন,—রাজন্! পুষ্যস্নানবিধির ক্রম বর্ণন করিতেছি, ইহার বিজ্ঞানমাত্র বিঘ্নসমূহ বিনষ্ট হয়। ১

পৌষমাসে চন্দ্র পুষ্যানক্ষত্রে অবস্থিত হইলে রাজা সৌভাগ্য এবং কল্যাণকর, দুর্ভিক্ষ-মরকাদি-ক্লেশনাশক পুষ্য-স্নান আচরণ করিবেন। ২

বিষ্ট্যাদি দুষ্টকরণ এবং ব্যতীপাত, বৈধৃতি, বজ্র, শূল, হর্ষণ প্রভৃতি যোগে যদি পুষ্যানক্ষত্র তৃতীয়া তিথি এবং রবি, শনি অথবা মঙ্গলবার যুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই দিনে পুষ্যস্নান সর্ব্ব দোষ নাশ করে। ৩-৪

যদ্যপি রাজ্যে গ্রহদোষবশতঃ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ছয় প্রকার ঈতি জন্মে, তাহা হইলে, রাজা পৌষমাস ভিন্ন-মাসেও পুষ্যানক্ষত্রমাত্রে উক্ত স্নান করিবে। ৫

জগৎপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং দেবগণের শান্তির নিমিত্ত দেবগুরু বৃহস্পতিকে এই শান্তি উপদেশ করিয়াছেন। ৬

তুষ, কেশ, অস্থি, বল্মীক, কীট, শর্করা, কৃমি, ভস্ম, শিগ্রু, শ্লেষ্মাতক প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু, এবং কাক, পেচক, কুক্কুর, কঙ্ক, কাকোল, গৃধ্র, বক ও জলৌকা

১। রম্যাকাশোক-বন্যাদিবিভূষিতে।

ততঃ পুরোহিতো রাজা নানাবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ।
প্রদোষসময়ে গচ্ছেত্তং স্থানং পূর্ব্ববাসরে ॥ ১১
তস্য স্থানস্য কৌবের্য্যাং দিশি স্থিত্বা পুরোহিতঃ ।
সুগন্ধচন্দনৈঃ পানৈঃ কর্পূরাদ্যধিবাসিতৈঃ ॥ ১২
গোরোচনাভিঃ সিদ্ধার্থৈরক্ষতৈঃ সকলাদিভিঃ ।
গন্ধদ্বারেত্যাদিভিস্তু¹ মন্ত্রৈঃ সর্ব্বাধিবাসিতৈঃ ॥ ১৩
অধিবাস্য তু তৎস্থানং পূজয়েত্তত্র দেবতাঃ ।
গণেশং কেশবং শক্রং ব্রহ্মাণঞ্চাপি শঙ্করম্ ॥ ১৪
উময়া সহিতং দেবং সর্ব্বাশ্চ গণদেবতাঃ ।
মাতৃশ্চ পূজয়েত্তত্র নৃপতিঃ সপুরোহিতঃ ॥ ১৫
মঙ্গলান্ কলশান্ কৃত্বা নানানৈবেদ্যসঞ্চয়ান্ ।
প্রদদ্যাৎ পায়সং স্বাদু ফলং মোদকযাবকৌ ॥ ১৬
অধিবাস্য চ তৎস্থানং দূর্ব্বাসিদ্ধার্থকাক্ষতৈঃ ।
তৎস্থানাচ্চাপি ভূতানি সারয়েন্মন্ত্রমীরয়ন্ ॥ ১৭
অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ ।
ভূতানামবিরোধেন স্নানকর্ম্ম করোম্যহম্ ॥ ১৮
ততঃ করৌ পুটীকৃত্য মন্ত্রেণানেন পার্থিবঃ ।
আবাহয়েদিমান্ দেবান্ পূজ্যান্ পূজাভিষেকতঃ ॥ ১৯
আগচ্ছন্তু সুরাঃ সর্ব্বে যেঽত্র পূজাভিলাষিণঃ ।
দিশো হি পালকাঃ সর্ব্বে যে চান্যেঽংশভাগিনঃ ॥ ২০

প্রভৃতি যুক্ত পদ্ম-পুষ্প সুস্থানে অথবা হংস কারণ্ডব প্রভৃতি শান্ত জলচরযুক্ত শুভ সরোবরতীরে পুষ্পস্নানের নিমিত্ত রাজা উত্তম স্থান সংস্কার করিবেন। ৭-১০

তদনন্তর রাজা পুরোহিতের সহিত নানাপ্রকার বাদ্যের রবে পূর্ব্বদিনঃ প্রদোষকালে, সংস্কৃত উত্তম স্থানে গমন করিবে। ১১

সেই স্থানের উত্তর দিকে পুরোহিত অবস্থিত হইয়া সুগন্ধ চন্দন কর্পূরাদি-সুবাসিত জল, গোরোচনা সিদ্ধার্থক অক্ষত দিয়া "গন্ধদ্বারা" প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা সেই স্থানকে অধিবাসিত করিয়া দেবতা-সমূহের পূজা আরম্ভ করিবে। রাজা পুরোহিতের সহিত গণেশ, কেশব, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, পার্ব্বতীর সহিত পশুপতি এবং অন্যান্য গণদেবতা ও মাতৃকামণ্ডলের প্রত্যেকের পূজা করিবে। ১২-১৫

মঙ্গলাচরণ সকল করিয়া পায়স, সুস্বাদু ফল, মিষ্টান্ন এবং যাবকপ্রভৃতি নানাপ্রকার নৈবেদ্য দেবোদ্দেশে অর্পণ করিবে। ১৬

দূর্ব্বা এবং সিদ্ধার্থ, অক্ষত প্রভৃতি দ্বারা সেই স্থানকে অধিবাসিত করত মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা ভূতগণকে তথা হইতে দূরীকৃত করিবে। ১৭

যাঁহারা পৃথিবী পালন করিতেছেন, সেই ভূতগণ দূরীভূত হউন, আমি তাঁহাদের অবিরোধে স্নানকর্ম্ম করিতেছি। ১৮

তদনন্তর রাজা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া উক্ত মন্ত্রে দেবগণকে আবাহন করত পূজ্য-স্নানপূর্ব্বক পূজা করিবেন। ১৯

যাঁহারা আমার পূজাগ্রহণে ইচ্ছুক, সেই দিক্‌পাল ও দেবগণ আগমন করত নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করুন। ২০

১। সর্ব্বৌষধ্যাধিবাসিতৈঃ।

ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা পুনর্মন্ত্রং পঠেদিমম্ ।
অত্র তিষ্ঠন্তু বিবুধাঃ স্থানমাসাদ্য মামকম্ ॥ ২১
শ্বঃপূজাং প্রাপ্য পাতারো দত্ত্বা শান্তিং মহীভুজে ॥ ২২
ততস্তাং নৃপতী রাত্রিং নয়েত্তু সপুরোহিতঃ ।
স্বপ্নে শুভাশুভং বিদ্যাৎ পশ্যন্ সপুরোহিতঃ ॥ ২৩
কৃত্বা পূজান্তু দেবানাং রাত্রৌ স্থানে নৃপঃ স্বপেৎ ।
শুভাশুভফলং স্বপ্নে জ্ঞেয়ং দোষজ্ঞসম্মতে ॥ ২৪
দুঃস্বপ্নদর্শনঞ্চেৎ স্যাত্তদা পুষ্যাভিষেচনে ।
হোমং চতুর্গুণং কুর্য্যাদ্দত্ত্বা চাপি গবাং শতম্ ॥ ২৫
গোবাজিকুঞ্জরাণাঞ্চ প্রাসাদস্য গিরেস্তরোঃ ।
আরোহণং শুভকরং রাজ্যশ্রীবৃদ্ধিকারকম্ ॥ ২৬
হবির্দেবসুবর্ণানাং[1] ব্রাহ্মণস্য প্রদর্শনম্ ।
বীণাদূর্ব্বাক্ষতফলং পুষ্পচ্ছত্রবিলেপনম্ ॥ ২৭
শীতাংশু[2]চক্রশঙ্খানাং পদ্মস্য সুহৃদস্তথা ।
লাভাঃ ক্ষয়করাঃ শত্রৌ রত্নকারস্য ভূভৃতঃ ॥ ২৮
দর্শনঞ্চোপরাগস্য নিগড়েন চ বন্ধনম্ ।
মাংসস্য ভোজনঞ্চৈব পর্ব্বতস্য বিবর্ত্তনম্ ॥ ২৯
নাভিমধ্যে[3] তরুৎপত্তির্মৃতং প্রত্যনুরোদনম্ ।
অগম্যাগমনং কূপং পঙ্কগর্ত্তাবতীর্ণতা ॥ ৩০
পর্ব্বতস্য তথা নদ্যাঃ[4] স্রোতসাং লঙ্ঘনং তথা ।
স্বপুত্রমরণঞ্চৈব পানং রুধিরমদ্যয়োঃ ॥ ৩১

তদনন্তর পুরোহিত, পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে "অদ্য দেবগণ মদীয় স্থানে অবস্থান করুন, আগামী দিনে নৃপতিকে বর প্রদান করিবেন" এই স্তব পাঠ করিয়া রাজাকে সেই স্থানে রক্ষা করিবে । ২১-২২

রাজা এবং পুরোহিত স্বপ্নদ্বারা শুভাশুভ বোধ করিবেন । রাজা এইরূপে দেবগণের অর্চনা করিয়া রাত্রিতে সেই স্থানে নিদ্রিত হইবেন । স্বপ্নানুসারে শুভাশুভ অনুমান করিবেন । ২৩-২৪

যদ্যপি দুঃস্বপ্ন দর্শন করেন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার পুষ্যস্নান করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ হোম করিবেন এবং একশত গো দান করিবেন । ২৫

স্বপ্নে যদি গো, অশ্ব, হস্তী এবং প্রাসাদে আরোহণ করেন, তাহা হইলে রাজ্যসম্পদ্বৃদ্ধি ও মঙ্গল লাভ হয় । ২৬

যদি দেব, সুবর্ণ-বর্ণ সর্প, বীণা, দূর্ব্বা, অক্ষত, ফল, পুষ্প, ছত্র, বিলেপন, চন্দ্রমণ্ডল, শঙ্খ, এবং মিত্রের দর্শন হয়, তাহা হইলে নিজের লাভ এবং শত্রুর ক্ষয় হয় । ২৭-২৮

হে নৃপ ! গ্রহণ দর্শন, নিগড় দ্বারা পাদবন্ধন, মাংস ভোজন, পর্ব্বতভ্রমণ, নাভিদেশে বৃক্ষোৎপত্তি, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে রোদন, অগম্যাগমন, কূপপঙ্কে অবতরণ, পর্ব্বত-নদীর উত্তরণ, শত্রুচ্ছেদন, স্বপুত্র-মারণ, রুধির এবং মদ্যের

১। ছত্রস্য চ দর্শনম্ ।
২। সূর্য্যশশাঙ্কাং ।
৩। নাভিমূলে ।
৪। স্রোতসাং শত্রুকর্ত্তনং ।

ভোজনং পায়সস্যাপি মনুষ্যারোহণং তথা।
কল্যাণসুখসৌভাগ্য-রাজ্যশক্রক্ষয়ং তথা ॥ ৩২
এতে স্বপ্নাঃ প্রকুর্ব্বন্তি নৃপস্য নৃপসত্তম।
খরোষ্ট্রমহিষাণাঞ্চ আরোহো রাজ্যনাশনঃ ॥ ৩৩
নৃত্যং গীতং তথা হাস্যং পাঠশ্চাপ্যশুভপ্রদঃ।
রক্তবস্ত্রপরীধানং রক্তমাল্যানুলেপনম্ ॥ ৩৪
রক্তাং কৃষ্ণাং স্ত্রিয়ঞ্চৈব কাময়ন্ মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ।
কূপান্তরে প্রবেশঃ স্যাদ্দক্ষিণাশাগতিস্তথা
পঙ্কে নিমজ্জনং স্নানং ভার্য্যাপুত্রবিনাশনম্ ॥ ৩৫
নাভৌ মৃতস্য ভবেৎ স্বপ্নেঽপ্যরুৎপত্তির্নৃপস্য চ ॥ ৩৬
আদায় গর্ত্তনাড়ীন্তু সকুন্তো যাতি[১] খণ্ডনম্।
স তু রাজ্যান্তরং প্রাপ্য মহাকল্যাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭
দীর্ঘং বিংশতিহস্তন্তু হস্তষোড়শবিস্তৃতম্।
কুর্য্যাত্তু লক্ষণোপেতং যজ্ঞমণ্ডপমুত্তমম্ ॥ ৩৮
ততোঽপরেঽহ্নি পূর্ব্বাহ্নে মাতৃণাং পূজনং চরেৎ।
কৃত্যলগ্নাং বসোর্ধারাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তথৈব চ ॥ ৩৯
চন্দনাগুরুকস্তূরীধূপকর্পূরচূর্ণকৈঃ।
সম্পূজ্য মণ্ডলস্থানং তস্মিন্ হ্রৌং[২] শম্ভবে নমঃ।
অস্ত্রায় হুং ফড়িত্যেবং লিখেন্মন্ত্রদ্বয়ং বুধঃ ॥ ৪০
মন্ত্রবিন্মণ্ডলঞ্চ সূত্রৈঃ কম্বলসম্ভবৈঃ।
কৌশেয়ৈর্বা স্বস্তিকাখ্যং প্রথমং মণ্ডলং লিখেৎ ॥ ৪১

পান, পায়স ভোজন, মনুষ্যারোহণ প্রভৃতি স্বপ্ন দর্শন রাজার কল্যাণ, সুখ এবং বিপক্ষ ক্ষয়কর হয়। ২৯-৩২

গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ প্রভৃতিতে আরোহণ যদি দর্শন করে, তাহা হইলে রাজ্য নাশ হয়। ৩৩

নৃত্যগীত, হাস্য অশুভ বিষয়ের পাঠ, রক্তবস্ত্র পরিধান, রক্তমাল্য বিভূষণ, রক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীতে কামনা এই সকল স্বপ্ন দর্শন মৃত্যুকর হয় এবং কূপমধ্যে প্রবেশ, দক্ষিণদিকে গমন, পঙ্কে নিমজ্জিত এবং স্নান, ভার্য্যা পুত্র উভয়ের বিনাশকর হয়। ৩৪-৩৫

রাজা যদি স্বপ্নে নাভিদেশে মৃতব্যক্তির উরুর উৎপত্তি দর্শন করে এবং পক্ষীতে গর্ভনাড়ী গ্রহণ করত আকাশপথে পক্ষী উড্ডীয়মান হইয়া অন্য রাজার নিকট উপনীত হয়,—এরূপ প্রদর্শন করিলেও মহা কল্যাণ লাভ করে। ৩৬-৩৭

বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, ষোড়শ হস্ত বিস্তৃত, উত্তম লক্ষণান্বিত, উত্তম এক যজ্ঞ-মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। ৩৮

তদনন্তর পূর্ব্ব এবং পরাহে মাতৃকা মণ্ডলের পূজা করিবে এবং ভিত্তিতে বসুধারা, নান্দীমুখাদি আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধও করিবে। ৩৯

চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, ধূপ ও কর্পূর প্রভৃতি দ্বারা সম্মার্জ্জিত মণ্ডল স্থানে 'হ্রৌং শম্ভবে নমঃ' এবং 'অস্ত্রায় হুঁ ফট্' এই মন্ত্রদ্বয় লিখন করিবে। ৪০

১। খ, কণ্ডন্। ২। হৌং।

চতুর্হস্তপ্রমাণন্তু মণ্ডলং বিলিখেত্ততঃ।
হস্তপ্রমাণং পদ্মন্তু মণ্ডলস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪২
দ্বারাণি সার্দ্ধহস্তানি কর্ণিকাকেশরোজ্জ্বলম্।
সিতং রক্তঞ্চ পীতঞ্চ কৃষ্ণং হরিতমেব চ ॥ ৪৩
শালিচূর্ণৈশ্চ কৌসুম্ভৈর্হারিদ্রৈর্হরিদ্বর্ণকৈঃ।
কুর্য্যাত্তণ্ডুলৈশ্চূর্ণৈ রাজা মণ্ডলবৃদ্ধয়ে ॥ ৪৪
পদ্মাত্ততঃ সমারভ্য তালং পশ্চিমগামিনম্।
পশ্চিমদ্বারমধ্যে চ শতহস্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৪৫
প্রত্যেকং দ্বারমধ্যে তু পদ্মং চৈবাষ্টপত্রকম্।
কুর্য্যান্মণ্ডলভাগজ্ঞশ্চূর্ণৈরেব পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৬
চূর্ণৈস্তু মণ্ডলং কৃত্বা সূত্রাণ্যুৎসারয়েত্ততঃ।
উৎসার্য্য সূত্রং প্রথমং মণ্ডলং পূজয়েত্ততঃ ॥ ৪৭
ভবনায়[1] নম ইতি তত্তো হস্তং বিযোজয়েৎ।
সব্যাবলম্বহস্তস্তু রজঃপাত্রং সমাচরেৎ ॥ ৪৮
মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈরুপরিষ্টাদ্ যথেচ্ছয়া।
অধোমুখাঙ্গুলীঃ[2] কৃত্বা পাতয়েচ্চ বিচক্ষণঃ ॥ ৪৯
সমা রেখা তু কর্ত্তব্যা বিচ্ছিন্না পুষ্পরঞ্জিতা।
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বনৈপুণ্যাৎ সমা কার্য্যা বিজানতা ॥ ৫০
সংসক্তবিষমং স্থূলং বিচ্ছিন্নং কৃসরাকৃতম্।
পর্য্যন্তমর্পিতং হ্রস্বমালিখেন্ন কদাচন ॥ ৫১

মন্ত্রবিৎ এবং মণ্ডলজ্ঞ পণ্ডিত, কম্বলসূত্র অথবা কৌষেয়সূত্রে চারিহস্ত পরিমাণে প্রথমে স্বস্তিকাখ্য মণ্ডল লিখন করিবে মণ্ডলের মধ্যে এক হস্ত পরিমাণে পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। ৪১-৪২

রাজা মণ্ডলবৃদ্ধির জন্য কর্ণিকা-কেশরে উজ্জ্বল, শুভ্র, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, হরিতবর্ণ চূর্ণ, তণ্ডুল চূর্ণ, কৌসুম্ভ-মণ্ডল এবং হরিতবর্ণ চূর্ণ দ্বারা অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। ৪৩-৪৪

সেই পদ্ম হইতে পশ্চিম দ্বারে পশ্চিমগামিনী নামে শতহস্ত বিশিষ্ট একজনকে নির্দ্দিষ্ট করিবে। ৪৫

মণ্ডল-ভাগ-বিজ্ঞ প্রত্যেক দ্বারের মধ্যে চূর্ণ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। ৪৬

চূর্ণদ্বারা সেই মণ্ডল নির্ম্মিত হইলে সূত্র সকলকে উৎসারিত করিয়া প্রথমে মণ্ডলের পূজা আরম্ভ করিবে। ৪৭

তদনন্তর "ভবনায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণানন্তর হস্ত বিযোজিত করিবে। ৪৮

বাম হস্তের মধ্যমা এবং অনামিকা অঙ্গুলি অবলম্বনপূর্ব্বক যথেচ্ছাক্রমে উপবেশন করত চূর্ণপাতন করিবে। সাবধান হইয়া অঙ্গুলিকে নম্রীভূত করত চূর্ণনিঃক্ষেপ আচরণ করিবে। ৪৯

অঙ্গুলি সকল সমানভাবে পরস্পর অসংলগ্নরূপে বিচ্ছিন্ন রাখিবে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি কৌশলে অঙ্গুলিপর্ব্বকে উন্নতি-আনতি-রহিত এবং সমান করিবে। ৫০

১। ভবভবনায়—ইতি। ২। অধোমুখাঙ্গুলিং।

সংসক্তে কলহং বিদ্যাদূর্দ্ধে রেখে তু বিগ্রহম্ ।
অতিস্থূলে ভবেদ্ব্যাধির্নিত্যং পীড়া বিমিশ্রিতে ।
বিন্দুভির্ভয়মাপ্নোতি শত্রুপক্ষান্ন সংশয়ঃ ॥ ৫২
কৃশায়াঞ্চার্থহানিঃ স্যাচ্ছিন্নায়াং মরণং ধ্রুবম্ ।
বিয়োগো বা ভবেদস্য ইষ্টদ্রব্যসুতস্য বা ॥ ৫৩
অবিদিত্বা লিখেদ্ যস্তু মণ্ডলন্তু যথেচ্ছয়া ।
সর্ব্বদোষানবাপ্নোতি যে দোষাঃ পূর্ব্বমীরিতাঃ[১] ॥ ৫৪
সিতসর্ষপদূর্ব্বাভ্যাং রেখাঃ কার্য্যা বিজানতা[২] ॥ ৫৫
বিমলং বিজয়ং ভদ্রং বিমানং শুভদং শিবম্ ।
বর্দ্ধমানঞ্চ দেবঞ্চ তার্ক্ষ্যং কামদায়কম্ ॥ ৫৬
রুচিকং স্বস্তিকঞ্চৈব দ্বাদশৈতে তু মণ্ডলাঃ ।
যথাস্থানং যথামন্ত্রং যোজনীয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৫৭
সাগরে মথ্যমানে তু পীযূষার্থং সুরোৎকরৈঃ ।
পীযূষধারণার্থায় নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৫৮
কলাং কলান্তু দেবানামসিক্তা তে পৃথক্ পৃথক্ ।
যতঃ কৃতাস্তু কলসাস্ততস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫৯
নবৈব কলসাঃ প্রোক্তা নামতস্তান্নিবোধত ।
গোহ্যোপগোহ্যৌ মরুতো ময়ূখশ্চ তথাপরঃ ॥ ৬০
মনোহাচার্য্যভদ্রশ্চ বিজয়স্তনুপূষকঃ[৩] ।
ইন্দ্রিয়ঘ্নোঽথ বিজয়ো নবমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬১

নিপুণ ব্যক্তি, নিজ নৈপুণ্যে অসংলগ্ন, সমান, সূক্ষ্ম, অবিচ্ছিন্ন ও অকৃশ সীমা হইতে অবহির্ভূত অনাবৃত এবং অস্থূলরূপে লিখন করিবে। ৫১

মণ্ডল সংলগ্ন রূপে লিখিত হইলে কলহ, ঊর্দ্ধরেখ হইলে বিরোধ, অতিস্থূলে ব্যাধি, মিশ্রিত হইলে প্রত্যহ পীড়া, বিন্দু বিন্দু হইলে বিপক্ষপক্ষ হইতে ভয় হয়। ৫২

কৃশ হইলে অর্থহানি, ছিন্ন হইলে মরণ অথবা ইষ্ট দ্রব্য এবং পুত্র বিয়োগ হয়। ৫৩

যে ব্যক্তি অজ্ঞাতানুসারে যথেচ্ছক্রমে মণ্ডললিখনে প্রবৃত্ত হয়, পূর্ব্বে যে যে দোষ বর্ণন করিয়াছি, সেই ব্যক্তি সেই সকল দোষের ভাজন হয়। ৫৪

শ্বেতসর্ষপ ও দূর্ব্বাদি দ্বারা প্রমাণানুসারে রেখা অঙ্কিত করিবে। ৫৫

বিমল, বিজয়, ভদ্র, বিমান, শুভদ, শিব, বর্দ্ধমান, দেব, তার্ক্ষ্য, কামদায়ক, রুচক ও স্বস্তিকাখ্য, এই দ্বাদশ প্রকার প্রসিদ্ধ মণ্ডলকে পণ্ডিতগণ স্থানভেদে মন্ত্রভেদে ব্যবহার করিবেন। ৫৬-৫৭

দেবগণ যেকালে সুধার নিমিত্ত সমুদ্র মন্থন করেন, বিশ্বকর্ম্মা দেবগণ কর্ত্তৃক মথ্যমান সমুদ্র হইতে উৎপন্ন সুধার সংস্থাপনার্থ যাহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহারা দেবগণের কলার কলা অংশ করিয়া নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া কলস নামে বিখ্যাত হয়। ৫৮-৫৯

সেই কলস নয়টি লিখিত হইয়া যে যে নামে প্রসিদ্ধ হয়, নামানুসারে

১। পূর্ব্বভাষিতাঃ । ২। প্রমাণতঃ ।
৩। ......শোষকঃ

এতেষামেব ক্রমাদ্ভূপ নব নামানি যানি তু।
শৃণু তান্যপরাণ্যেব শান্তিদানি সদৈব হি ॥ ৬২
ক্ষিতীন্দ্রঃ প্রথমঃ প্রোক্তো দ্বিতীয়ো জলসম্ভবঃ।
পবনাগ্নী ততো দ্বে তু যজমানস্ততঃপরঃ ॥ ৬৩
কোষসম্ভবনাভ্যাং[১] তু ষষ্ঠঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ।
সোমস্তু সপ্তমঃ প্রোক্ত আদিত্যস্তু তথাষ্টমঃ ॥ ৬৪
বিজয়ো নাম কলসো যোঽসৌ নবম উচ্যতে।
স তু পঞ্চমুখঃ প্রোক্তো মহাদেবস্বরূপধৃক্ ॥ ৬৫
ঘটস্য পঞ্চবক্ত্রে স্থঃ পঞ্চবক্ত্রঃ স্বয়ং তথা।
যথাকাষ্ঠাং স্থিতঃ সম্যগ্বামদেবাদিনামতঃ ॥ ৬৬
মণ্ডলস্য তু পদ্মান্তঃ পঞ্চবক্ত্রং ঘটং ন্যসেৎ ॥ ৬৭
ক্ষিতীন্দ্রং পূর্ব্বতো[২] ন্যস্য পশ্চিমে জলসম্ভবম্।
বায়বো বায়বং ন্যস্য আগ্নেয়ে হ্যগ্নিসম্ভবম্ ॥ ৬৮
নৈর্ঋতো যজমানন্তু ঐশান্যাং কোষসম্ভবম্।
সোমমুত্তরতো যোজ্যং সৌরং দক্ষিণতো ন্যসেৎ ॥ ৬৯
ন্যস্যৈবং কলসাংশ্চৈব তেষু চৈতান্ বিচিন্তয়েৎ।
কলসানাং মুখে ব্রহ্মা গ্রীবায়াং শঙ্করঃ স্থিতঃ ॥ ৭০
মূলে তু সংস্থিতো বিষ্ণুর্মধ্যে মাতৃগণাঃ স্থিতাঃ।
দিক্পালা দেবতাঃ সর্ব্বা বেষ্টয়ন্তি দিশো দশ ॥ ৭১

তাহাদিগকে শ্রবণ কর। গোষ্ঠ, উপগোষ্ঠ, মরুৎ, ময়ূখ, মনোহা, ঋষিভদ্র, তনূদূষক, ইন্দ্রিয়ঘ্ন, বিজয়—এই নয় কলস, নয়টি নামে খ্যাত হইল। ৬০-৬১

হে ভূপতে! উক্ত কলস নয়টির সকল কালে শান্তিপ্রদ অন্য নয়টি নাম আছে, উক্ত নাম ক্রমে শ্রবণ কর। ৬২

প্রথম কলসের নাম ক্ষিতীন্দ্র, দ্বিতীয় জলসম্ভব, তৃতীয় পবন, চতুর্থ অগ্নি, পঞ্চম যজমান, ষষ্ঠ কোষসম্ভব, সপ্তম সোম, অষ্টম আদিত্য এবং নবম কলসের নামান্তর বিজয়। ৬৩-৬৪

পঞ্চমুখবিশিষ্ট উক্ত ঘট পঞ্চবক্ত্র, মহাদেবস্বরূপ; যে প্রকার মহাদেব বামদেবাদি নামে সম্যক্রূপে দিঙ্মণ্ডলে বিরাজমান হন। ৬৫

সেইরূপ পঞ্চবক্ত্র ঘটে পঞ্চমুখ পঞ্চানন স্বয়ং অচঞ্চলরূপে অবস্থান করেন। ৬৬

মণ্ডল-মধ্যস্থিত পদ্মের উপরি পঞ্চবক্ত্র ঘট সংস্থাপিত করিবে। ৬৭

ঐ ঘটের পূর্ব্বভাগে ক্ষিতীন্দ্র, ঘটের পশ্চিমে জলসম্ভব, অগ্নিকোণে অগ্নিসম্ভব, বায়ুকোণে বায়ব্য, নৈর্ঋতকোণে যজমান, ঈশানকোণে কোষসম্ভব, উত্তরদিকে সোম এবং দক্ষিণে আদিত্য ঘটকে সংস্থাপিত করিয়া ঐ ঘটসমূহকে ক্ষিতীন্দ্রাদি ঘটরূপে চিন্তা করিবে। ৬৮-৬৯

কলসসমূহের মুখে ব্রহ্মা অবস্থিত, গ্রীবাদেশে মহাদেব বিরাজমান, মূলে বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন। মধ্যে মাতৃগণ সংস্থিত আছেন। দিক্পাল-দেবগণও কলসসমূহের দশদিকে অবস্থান করিতেছেন। ৭০-৭১

১। ......নাম্না। ২। পূর্ব্বতো।

কুক্ষৌ তু সাগরাঃ সপ্ত সপ্তদ্বীপাশ্চ সংস্থিতাঃ ।
নক্ষত্রাণি গ্রহাঃ সর্ব্বে তথৈব কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ৭২
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বা বেদাশ্চত্বার এব চ ।
কলসে সংস্থিতাঃ সর্ব্বে স্থেষু তানি বিচিন্তয়েৎ ॥ ৭৩
রত্নানি সর্ব্ববীজানি[১] পুষ্পাণি চ ফলানি চ ।
বজ্রমৌক্তিকবৈদূর্য্যমহাপদ্মেন্দ্রস্ফাটিকৈঃ ॥ ৭৪
সর্ব্বধাতুময়ং বিল্বং নাগকোডুম্বরং তথা ।
বীজপূরকজম্বীরকাম্রাম্রাতকদাড়িমম্ ॥ ৭৫
যবং শালিঞ্চ নীবারং গোধূমং সিতসর্ষপম্ ।
কুঙ্কুমাগুরুকর্পূর-মদনং রোচনং তথা ।
চন্দনঞ্চ তথা মাংসীমেলাং কুষ্ঠং তথৈব চ ॥ ৭৬
কস্তূরীপত্রচূর্ণঞ্চ[২] জলনির্য্যাসকান্বিতম্
শৈলেয়ং বদরং জাতীপত্রপুষ্পে তথৈব চ ॥ ৭৭
কালশাকং তথা পৃক্কা[৩] দেবীপর্ণকমেব চ ।
বচাং ধাত্রীং সমঞ্জিষ্ঠাং ভূরুকং মঙ্গলাষ্টকম্ । ৭৮
দূর্ব্বাং মোহনিকাং ভদ্রাং শতমূলীং শতাবরীম্ ।
অর্পামাং[৪] সরলাং শুভ্রাং সহদেবাং সহাস্বরাম্ ॥ ৭৯
পূর্ণকোষাং সিতং পীঠাং গুঞ্জাং শিরসিকান্বিতৌ[৫] ॥ ৮০
ব্যাঘ্রকং শঙ্খদন্তঞ্চ শতপুষ্পং পুনর্নবাম্ ।
ব্রাহ্মীং দেবীং শিবাং ভদ্রাং সর্ব্বসন্ধানিকাং তথা ॥
সমাহৃত্য শুভান্যেতান্ কলসেষু নিধাপয়েৎ ॥ ৮১
কলসস্য যথাদেশং বিধিং শম্ভুং গদাধরম্ ।
যথাক্রমং পূজয়িত্বা শম্ভুং মুখ্যতয়া যজেৎ ॥ ৮২

কুক্ষিদেশে সপ্ত সাগর, সপ্তদ্বীপ অবস্থিত হইয়াছে এবং নক্ষত্র, গ্রহসমূহ, কুলপর্ব্বত, গঙ্গাদি নদী সকল, বেদ-চতুষ্টয় কলসে অবস্থান করিতেছেন। এইরূপে তাহাদের উক্ত উক্ত স্থানে অবস্থান চিন্তা করিবে। ৭২-৭৩

রত্ন, সর্ব্ববীজ ফল, পুষ্প, হীরক, মৌক্তিক, বৈদূর্য্য, মহাপদ্ম, শ্রেষ্ঠ স্ফটিক প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত বস্তু কলসে স্থাপন করিবে। ৭৪

বিল্ব, নাগকেশর, উডুম্বর, বীজপূরক, আম্রাতক, জম্বীর, আম্র, দাড়িম, যব, শালি, নীবার, গোধূম, শ্বেত-সর্ষপ, কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর, মদনোচন, চন্দন, মদন, রোচন, মাংসী, এলাইচ, কুষ্ঠ, পত্রচূর্ণ, নির্য্যাসযুক্ত জল, শৈলেয়, বদর, জাতি, পত্রপুষ্প, পর্ণ, বচা, আমলকী, মঞ্জিষ্ঠা, ভূরুক অষ্টপ্রকার মঙ্গলদ্রব্য, দূর্ব্বা, মোহনিকা, ভদ্রা, শতমূলী, পূর্ণকোষা, সিতপীতপুষ্পা শিরীষকানন, ব্যাঘ্রক, শঙ্খদন্ত, শতপুষ্প পুনর্নবা, ব্রাহ্মী, ত্রিসন্ধ্যা এই সকল উত্তম দ্রব্য, সমাহরণকরত কলসে নিহিত করিবে। ৭৫-৮১

কলসের যথাস্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের সামান্যত যথাক্রমে পূজা করিয়া বিশেষরূপে মহাদেবের পূজা করিবে। ৮২

১। তথা রত্নানি সর্ব্বাণি।
২। কর্পূরপত্রাগুরু।
৩। পৃক্কাং।
৪। পর্ণাম্রাং।
৫। ……শিরসিকান্বিতৌ।

প্রসাদেন তু মন্ত্রেণ শম্ভুং তন্ত্রেণ শঙ্করম্ ।
প্রথমং পূজয়েন্মধ্যে নানানৈবেদ্যবেদনৈঃ ॥ ৮৩
দিক্‌পালানাং ঘটেষ্বেব দিক্‌পালানপি পূজয়েৎ ॥ ৮৪
পূর্ব্বং বহিঃস্থাপিতেষু গ্রহাণাং কলসেষু চ ।
নবগ্রহান্ পূজয়েত্তু মাতৃর্মাতৃঘটেষু চ ॥ ৮৫
সর্ব্বে দেবা ঘটে পূজ্যা ঘটান্তেষাং পৃথক্ পৃথক্ ।
নবৈব তত্র পূর্ব্বোক্তাঃ স্মৃতা মুখ্যতমা নৃপ ॥ ৮৬
ভক্ষৈর্ভোজ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ পুষ্পৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ ।
যাবকৈঃ পায়সৈশ্চৈব যথাসম্ভবযোজিতৈঃ ॥ ৮৭
পুষ্যস্নানায় নৃপতিঃ পূজয়েৎ সকলান্ সুরান্ ॥ ৮৮
দক্ষিণে মণ্ডলস্যাথ কুণ্ডং নির্ম্মায় পায়সৈঃ ।
সমিদ্ভিঃ শালিসিদ্ধার্থৈর্ঘৃতৈর্দূর্ব্বাক্ষতৈস্তথা ॥ ৮৯
কেবলৈশ্চ তথৈবাজ্যৈঃ পূজিতান্ সকলান্ সুরান্ ।
হোমেন তোষয়েদ্ বৃদ্ধ্যৈ নৃপঃ সত্বিক্‌পুরোহিতঃ ।
হোমান্তে মণ্ডলোদীচ্যাং বেদিকায়াং সপট্টকম্ ।
রোচনাদ্যমলঙ্কারাংস্তথা সর্ব্বান্ নিয়োজয়েৎ ॥ ৯০
মুক্ত্যাবমূলমঙ্গুল্যা ষড়্‌বিংশাঙ্গুলিকাবধি ।
বৃত্তং বা চতুরস্রং বা পদ্মং ত্রিকোণসংজ্ঞকম্[1] ॥ ৯১
ক্তেশাং পদ্মমধ্যে তু গোহস্তিকবিনায়কৈঃ ।
শ্রীশ্রীবৃক্ষবরারোহায়ুমাদেবীং শুভান্বিতাম্ ॥ ৯২
রক্তৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কারৈঃ পট্টং কার্য্যং ত্রিহস্তকম্ ।
হস্তবিস্তারমুচ্ছ্রায়ং নবহস্তং দশাঙ্গুলম্ ॥ ৯৩

শম্ভুতন্ত্র-নির্দিষ্ট প্রসন্নমন্ত্রে প্রথমে নানানৈবেদ্য বন্দন দ্বারা শম্ভুর আরাধনা করিবে। ৮৩

দশদিক্‌পালকে ঘটে যোজিত করত তাঁহাদের পূজা করিবে। ৮৪

পূর্ব্বে বহিঃপ্রদেশে স্থাপিত এবং কলসের মধ্যেও সংস্থাপিত দেবগণকে আরাধনা করিবে। মাতৃগণকে মাতৃঘটে আরাধনা করিবে। ৮৫

সর্ব্বদেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ ঘটে পূজা করিবে। হে নৃপ ! পূর্ব্বোক্ত নবটি ঘট মুখ্যতম। ৮৬

ঐ ঘটে ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় নানাপ্রকার পুষ্প, ফল, যাবক, পায়স এবং যথাসম্ভব নিয়োজিত অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা পুষ্যস্নানের নিমিত্ত সকল দেবগণের পূজা করিবে। ৮৭-৮৮

বেদবিৎ রাজপুরোহিত মণ্ডলের দক্ষিণদিকে পায়সপূর্ণ কুণ্ড নির্ম্মাণ করত কাষ্ঠ দ্বারা সিদ্ধ শালি-অন্ন, ঘৃত, দূর্ব্বা, অক্ষত এবং কেবল আজ্যদ্বারা পূজিত দেবগণকে বৃদ্ধির নিমিত্ত হোমে সকল দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবেন। হোমান্তে মণ্ডলের উত্তরভাগে রোচনা রক্ত-পট্ট এবং সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার বেদিকায় সংস্থাপিত করিবে। ৮৯-৯০

মুক্ত অঙ্গুলি আরম্ভ করিয়া ষড়্‌বিংশ অঙ্গুলি পরিমাণে গোলাকার চতুষ্কোণ কিংবা ত্রিকোণ পদ্মের মধ্যে গো, হস্তি, বিনায়ক, শ্রী, শ্রীবৃক্ষ, বরারোহা উমা–

১। ত্রিকোণং চক্রম্ ।

স্নানার্থং সার্দ্ধহস্তক পট্টং বৃত্তং গুণান্বিতম্ ।
শয্যা চতুর্গুণা দীর্ঘা ধনুর্মানস্থ পীঠকম্ ।
গজসিংহকৃতাটোপঃ হেমরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৯৪
সিংহাখ্যং[১] সার্দ্ধবিস্তারাদ্দণ্ডাসনমথাপি বা ।
ব্যাঘ্রচিত্রকপট্টৈর্বা উপধানানি কারয়েৎ ॥ ৯৫
অথৈর্বা নির্ম্মিতা চর্ম্মমৃদুতূলকপূরিতা ।
শয্যা দীর্ঘার্দ্ধবিস্তীর্ণা চতুর্হস্তা সুলক্ষণা ॥ ৯৬
বিতস্ত্যধিকমিচ্ছন্তি নৃপস্য শুক্রবিদস্তথা ।
অর্দ্ধচন্দ্রসমং কুর্য্যাদাসনং চতুরস্রকম্ ॥ ৯৭
উপধানানি শয্যায়াঃ কর্ণাদিমূলভেদতঃ[২] ।
ষোড়শৈবাত্র কার্য্যাণি বর্ণচিত্রযুতানি চ ॥ ৯৮
যানং সিংহাসনং পট্টং শয্যোপকরণাদিকম্ ।
রাজ্ঞো নূতনযোগ্যং তদ্বেদ্যা উত্তরতো ন্যসেৎ ॥ ৯৯
তেষান্তু পশ্চিমে স্বর্ণরত্নৌঘ খচিতে বরে ।
পর্য্যঙ্কে যজ্ঞদার্বৌঘ-নির্ম্মিতে মহদাস্তরে ॥ ১০০
অর্দ্ধাচ্ছাদনসংযুক্তে চর্ম্মাবৃতচতুষ্টয়ে ।
বৃষভস্য তথোর্ণায়াঃ সিংহশার্দ্দূলয়োরপি ॥ ১০১
পাদপীঠে রত্নযুক্তে পাদাবারোপ্য পার্থিবঃ ।
[৩]তস্মিন্ পর্য্যঙ্কপীঠস্থে চর্ম্মখড্গচতুষ্টয়ে ॥ ১০১

স্থিতা দেবীগণের সকল অলঙ্কার দ্বারা হস্তদ্বয় পরিমাণে পট করিতে হইবে। এক হস্ত পরিমাণে উন্নত সার্দ্ধ নবহস্ত দশ অঙ্গুল আসনান্বিত বর্তুলস্নানপট্ট করিবে। ৯১-৯৩

স্নানপট্ট হইতে চতুর্গুণ দীর্ঘ, এক-ধনু পরিমাণে গজ এবং সিংহ পরস্পরের আস্ফালনযুক্ত হেমরত্নবিভূষিত পীঠকযুক্ত শয্যাপট্ট করিবে। চিত্রিত ব্যাঘ্রযুক্ত অর্দ্ধহস্ত পরিমাণে সিংহাখ্যাকৃতআসনসমন্বিত উপধান করাইবে। ৯৪-৯৫

অথবা কার্পাসপূর্ণ চর্ম্মাধারে উপধান করিবে। শয্যার দৈর্ঘ্য আটহাত এবং বিস্তার তাহার অর্দ্ধেক হওয়া চাই এবং উহা মনোহর হইবে। ৯৬

বিদ্বান্ রাজা শয্যা হইতে এক বিতস্তি অপেক্ষা অধিক উন্নত অর্দ্ধচন্দ্রের সদৃশ উপধান করাইবেন। ৯৭

নানাপ্রকার বর্ণ এবং অনেক প্রকার চিত্রবিশিষ্ট কর্ণমূলাদি ভেদে ষোড়শ প্রকার উপধান করাইবেন। ৯৮

বেদির উত্তর ভাগে যান, সিংহাসন, পট্ট-শয্যা এবং তদুপকরণ প্রভৃতি রাজার যোগ্য নূতন দ্রব্য সকল সংস্থাপন করিবে। ৯৯

এই সকল বস্তুর পশ্চিম দিকে স্বর্ণ এবং রত্নরাশি নির্ম্মিত উত্তম রত্নখচিত কাষ্ঠসমূহ রচিত বৃহৎ চন্দ্রাতপযুক্ত—পর্য্যঙ্ক বৃষভ, ঊর্ণা, সিংহ, শার্দ্দূল—এই চারি জন্তুর চর্ম্মে আবৃত করিবে। ১০০-১০১

পৃথিবীপতি, সেই পর্য্যঙ্কের পৃষ্ঠদেশস্থিত রত্নশোভিত এবং উক্ত চর্ম্ম ও খড্গযুক্ত পাদপীঠে পাদস্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করিবেন। ১০২

১। সার্দ্ধহস্তং বা। ২। ......ভেদতঃ।
৩। শিবৈর্নারায়ণৈর্দেবৈর্ব্রহ্মরূপধরৈঃ......ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে।

নানালঙ্কারভূষাঢ্যং নৃপতিং বস্ত্রশালিনম্ ।
স্নাপয়েদ্ ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং রাজানং সুখসঙ্গতম্ ॥ ১০৩
সংবীতকম্বলং কৃষ্ণং বহুবস্ত্রেশ্চ[১] শোভিতম্ ।
কলসৈর্বলিপুষ্পাদ্যৈঃ শালিচূর্ণৈশ্চ[২] স্নাপয়েৎ ॥ ১০৪
অষ্টৌ ষোড়শ বিংশাষ্টশতমষ্টাধিকঞ্চ বা ।
কলসানাং সমাখ্যাতা অধিকশ্চোত্তরোত্তরম্ ॥ ১০৫
অস্ত্রকল্যাণদৈর্মন্ত্রৈর্মঙ্গল্যৈশ্চ শাম্ভবৈঃ ।
বৈষ্ণবৈরথ দিক্পালৈর্গ্রহমন্ত্রৈশ্চ মাতৃকৈঃ ॥ ১০৬
আজ্যং তেজঃ সমুদ্দিষ্টমাজ্যং পাপহরং পরম্ ।
আজ্যং সুরাণামাহার আজ্যে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১০৭
ভৌমান্তরিক্ষং দিব্যং বা যত্তে কল্মষমাগতম্ ।
সর্ব্বং তদাজ্যসংস্পর্শাৎ প্রণাশমুপগচ্ছতু ॥ ১০৮
ততোঽপনীয়গাত্রাত্তু কম্বলং বস্ত্রমেব চ ।
কলসৈঃ স্নাপয়েদ্ভূপং শুদ্ধস্নানীয়পূরিতৈঃ ॥ ১০৯
এভির্মন্ত্রৈর্নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বার্থসাধকৈঃ ॥ ১১০
সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু যে চ সিদ্ধাঃ পুরাতনাঃ ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্গণাঃ ॥ ১১১
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ যৌ ভিষগ্বরৌ ।
অদিতির্দেবমাতা চ স্বাহা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥ ১১২
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ শ্রীশ্চ সিনীবালী কুহূস্তথা ।
দিতিশ্চ সুরসা চৈব বিনতা কদ্রুরেব চ ॥ ১১৩
দেবপত্ন্যশ্চ যাঃ প্রোক্তা দেবমাতর এব চ ।
সর্ব্বাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সিদ্ধাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ১১৪

কম্বলাচ্ছাদিত বহুবর্ণবস্ত্র অলঙ্কারশোভিত সুখপরায়ণ রাজাকে ব্রাহ্মণগণের সহিত কলসস্থিত জল, বলি, পুষ্প এবং শালিচূর্ণ দ্বারা স্নান করাইবে। ১০৩-১০৪

অন্যূন অষ্টগুণিত ষোড়শ, বিংশতি অথবা একশত আট ঘট জলে স্নান প্রসিদ্ধ। যত অধিক হইবে, তদনুসারে ফল হয়। ১০৫

অস্ত্র-কল্যাণকর, মঙ্গলকর, শিবমন্ত্র অথবা বিষ্ণুমন্ত্র এবং দিক্পাল গ্রহ মাতৃকাদি মন্ত্রে স্নান করাইবে। ১০৬

উক্ত দেবগণ হইতে আজ্য উৎপন্ন হইয়াছে, আজ্যই কেবল পাপনাশক, আজ্যই দেবগণের আহার, আজ্যদ্বারা লোক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১০৭

পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গাদি যে কোন স্থানের পাপ তোমার আশ্রিত হইয়াছে, সেই সকল পাপই আজ্যস্পর্শে প্রনষ্ট হউক। ১০৮

তদনন্তর গাত্র হইতে আবৃত কম্বল বস্ত্র প্রভৃতি অপনীত করিয়া, শুদ্ধস্নান-জলপূর্ণ কলসের জলে রাজাকে স্নান করাইবে। ১০৯

হে নরবর! এই সর্ব্বসিদ্ধি-সাধক সকল মন্ত্রে দেবগণ, কপিলাদি পুরাতন সিদ্ধসমূহ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সাধ্য, মরুদ্গণ, অদিতিপুত্রগণ, অষ্টবসু, একাদশ-রুদ্র, বৈদ্যবর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবমাতা অদিতি, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, কীর্ত্তি,

---

১। নৃপং বস্ত্রাবগাহিতং। ২। সর্ষিপশ্চূর্ণৈঃ।

নক্ষত্রাণি মুহূর্তাশ্চ পক্ষাহোরাত্রসন্ধয়ঃ।
সংবৎসরা নিমেষাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠাঃ ক্ষণা লবাঃ ॥
সর্ব্বে ত্বামভিষিঞ্চন্তু কালস্যাবয়বাস্তথা। ১১৫
বৈমানিকাঃ সুরগণা মনবঃ সাগরৈঃ সহ।
সরিতশ্চ মহানাগা নাগাঃ কিম্পুরুষাস্তথা। ১১৬
বৈখানসা মহাভাগা দ্বিজা বৈহায়সাশ্চ যে।
সপ্তর্ষয়ঃ সদারাশ্চ ধ্রুবস্থানানি যানি তু॥ ১১৭
মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ।
ভৃগুঃ সনৎকুমারশ্চ সনকশ্চ সনন্দনঃ॥ ১১৮
সনাতনশ্চ দক্ষশ্চ জৈগীষব্যোঽভিনন্দনঃ।
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতো জাবালিকাশ্যপৌ॥ ১১৯
দুর্ব্বাসা দুর্ব্বিনীতশ্চ কণ্বঃ কাত্যায়নস্তথা।
মার্কণ্ডেয়ো দীর্ঘতমাঃ শুনঃশেফো বিদূরথঃ॥ ১২০
ঔর্ব্বঃ সংবর্ত্তকশ্চৈব চ্যবনোঽত্রিঃ পরাশরঃ।
দ্বৈপায়নো যবক্রীতো দেবরাতঃ সহানুজঃ॥ ১২১
এতে চান্যে চ বহবো বেদব্রতপরায়ণাঃ।
সশিষ্যাস্তেঽভিষিঞ্চন্তু সদারাশ্চ তপোধনাঃ॥ ১২২
পর্ব্বতাস্তরবো নদ্যঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ।
প্রজাপতিঃ ক্ষিতিশ্চৈব গাবো বিশ্বস্য মাতরঃ। ১২৩
বাহনানি চ দিব্যানি সর্ব্বে লোকাশ্চরাচরাঃ।
অগ্নয়ঃ পিতরস্তারা জীমূতাঃ খং দিশো জলম্॥ ১২৪
এতে চান্যে চ বহবঃ পুণ্যসঙ্কীর্তনাঃ শুভাঃ।
তোয়ৈস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বোৎপাতনিবর্হণৈঃ॥ ১২৫
ইত্যেবং শুভদৈরেতৈর্দিব্যৈর্মন্ত্রৈস্তথাপরৈঃ।
সৌবর্ণৈ রাজতৈ রৌদ্রৈ র্ব্রহ্মণঃ কুম্ভসম্ভবৈঃ॥ ১২৬

লক্ষ্মী, ধৃতি, সিনীবালী, কুহূ, দিতি, সুরসা, বিনতা, কদ্রু,—যে সকল দেবপত্নীগণের নাম কীর্ত্তন করিয়াছি; সেই দেবমাতৃগণ তোমাকে সেচন করুন। ১১০-১৪

কল্যাণকর অশ্বারোপণ, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, পক্ষ, অহোরাত্র, উভয়ের সন্ধি, সংবৎসর, নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণ, বৈতানিক দেবগণ, মনুগণ, সাগর, সরিৎ, সর্প, কিন্নর, বৈখানস, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ, সদাচার সপ্তর্ষিমণ্ডল, নিত্যস্থানসমূহ, মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা, ভৃগু, সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনাতন, দক্ষ, জৈগীষব্য-নন্দন, ত্রিত, জাবালি, কশ্যপ, দুর্ব্বাসা, দুর্ব্বিনীত, কণ্ব, কাত্যায়ন, মার্কণ্ডেয়, দীর্ঘতমা, শুনঃশেফ, বিদূরথ, ঔর্ব্ব, সম্বর্ত্তক, চ্যবন পরাশর, দ্বৈপায়ন, যবক্রীত, দেবরাত, তদ্ভ্রাতা—ইঁহারা এবং অন্য বেদব্রতবিজ্ঞ সদাচার শিষ্যের সহিত তপোধনগণ তোমাকে সেচন করুন। ১১৫-১২২

পর্ব্বত, তরু, নদী, পুণ্যায়তন, প্রজাপতি, ক্ষিতি, জগজ্জননী, গো, দেবগণের বাহনসমূহ, স্থাবর জঙ্গমাত্মকত্রিজগৎ, অগ্নি পিতৃগণ, তারা, মেঘ, আকাশ দশদিক্ ইঁহারা এবং পুণ্যশ্লোক অন্যান্য সকলে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন এই বারিতে তোমাকে সেচন করুন। ১২৩-২৫

আপোহিষ্ঠা হিরণ্যেতি সন্তবেতি স্ববেতি চ।
মানস্তোকেতি মন্ত্রেণ শন্নআবেত্যনেন চ।
সর্ব্বমঙ্গলমন্ত্রৈশ্চ তে গ্রহযোগিভিঃ।
ইত্যেবং স্নানমাসাদ্য গাত্রমাবৃত্য কম্বলৈঃ।
সর্ব্বমঙ্গলমন্ত্রেণ বস্ত্রং কার্পাসকং ধ্রিয়াৎ ॥ ১২৭
আচম্য চ ততো দেবান্ গুরুং বিপ্রাংশ্চ পূজয়েৎ।
ধ্বজচ্ছত্রং চামরঞ্চ ঘন্টাশ্বান্ গজাংস্তথা।
মন্ত্রং জপ্ত্বা বাহয়েত্তু ততো গচ্ছেদ্ধুতাশনম্।
তত্র গত্বা বহ্নিমধ্যে বহ্নেঃ শ্রীবীক্ষ্য পার্থিবঃ।
সুনিমিত্তানিমিত্তানি লক্ষয়েত্তত্র বিন্দুভিঃ ॥ ১২৮
দৈবজ্ঞকঞ্চুকামাত্য-বন্দিপৌরজনৈর্বৃতঃ।
বাদিত্রঘোষৈস্তুমুলৈস্তথা তৌর্য্যত্রিকৈঃ ততৈঃ।
কৃত্বা শেষং পুনঃ শান্তিমাশীর্বাচং চ বৈ দ্বিজান্।
পূর্ণাং বিধায় দ্বিজদক্ষিণাং কনকাদিতাম্ ॥ ১২৯
ধান্যানি চাথ বাসাংসি দত্ত্বা কুর্য্যাদ্বিসর্জ্জনম্ ॥ ১৩০
ততঃ শেষজলৈঃ সর্ব্বানমাত্যাদীন্ পুরোহিতঃ।
সেচয়েচ্চতুরঙ্গঞ্চ বলঞ্চাপি সরাষ্ট্রকম্ ॥ ১৩১
এবং কৃত্বা নৃপঃ পশ্চাত্ত্রিরাত্রং সংযতো ভবেৎ।
মাংসমৈথুনহীনশ্চ কুর্য্যাদাজ্যাসেবনম্ ॥ ১৩২
পুষ্যনক্ষত্রযুক্তা তু তৃতীয়া যদি লভ্যতে।
তস্যাং পূজ্যা সদা দেবী চণ্ডিকা শঙ্করেণ হ ॥ ১৩৩
শাকালিকাবিহারৈশ্চ শিশূনাং কৌতুকৈস্তথা।
বৈবাহিকেন বিধিনা যোজয়েচ্চণ্ডিকাং শিবাম্ ॥ ১৩৪

এই প্রকার মঙ্গলকর দিব্য, সৌর, নারায়ণ, রৌদ্র, ব্রাহ্ম, ইন্দ্রসম্ভবমন্ত্রে এবং "আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি বৈদিকমন্ত্রে স্নাত হইয়া কম্বলদ্বারা গাত্র আবৃত করত কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিবে। ১২৬-১২৭

তদনন্তর রাজা আচমন করত দেবগুরু বিপ্রবৃন্দগণের পূজা করিবেন এবং মন্ত্র জপপূর্ব্বক ধ্বজ, ছত্র, চামর, ঘন্টা, অশ্ব এবং গজ প্রভৃতি প্রদান করিবেন। পৃথিবীপতি, হুতাশনের সমীপে গমন করত বহ্নিশোভা দর্শন করিবে। বিন্দুদর্শনে সুনিমিত্ত এবং কুনিমিত্ত নিশ্চয় করিবে ১২৮

দৈবজ্ঞ, কঞ্চুকি, অমাত্য, বন্দী এবং পৌরজনে পরিবৃত হইয়া বাদ্যসকল তুমুল তৌর্য্যত্রিক শব্দে দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়া পুনর্ব্বার শান্তি করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন। যথাবিধি কর্ম্ম শেষ করিয়া সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিবেন এবং ধান্য বস্ত্র দান করিয়া বিসর্জ্জন দিবেন। ১২৯-১৩০

তদনন্তর পুরোহিত, অবশিষ্ট জলে সকল অমাত্য চতুরঙ্গ, রাজ্যাদি প্রভৃতি সেচন করিবেন। ১৩১

এই প্রকারে মহীপতি সংযম অবলম্বনপূর্ব্বক তিনরাত্র বাস করিবে এবং মাংস, মৈথুন প্রভৃতি ত্যাগ করিবেন। ১৩২

পুষ্যাযুক্ত তৃতীয়া যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই দিনে মহাদেব ও চণ্ডীর আরাধনা করিবেন। ১৩৩

চতুষ্পথেষু সর্ব্বেষু দেবদেবীগৃহেষু চ।
পতাকাভিরলং কুর্য্যাদেবং কুর্ব্বন্ন সীদতি ॥ ১৩৫
এবং কৃত্বা শান্তিযাগং তথা পুষ্যাভিষেচনম্।
চতুর্ব্বর্গৈঃ সমং রাজা ভার্য্যাভিস্ত নরৈঃ সহ।
রাজ্যমণ্ডলসংযুক্তঃ পরত্রেহ ন সীদতি ॥ ১৩৬
নাতঃ পরতরো যজ্ঞো নাতঃ পরতরোৎসবঃ।
নাতঃ পরতরা শান্তির্নাতঃ পরতরং শিবম্ ॥ ১৩৭
অনেনৈব বিধানেন নৃপতেরভিষেচনম্।
যুবরাজ্যাভিষেকঞ্চ কুর্য্যাদ্রাজপুরোহিতঃ ॥ ১৩৮
নৃপাভিষেককরণং যাদৌ যদি সমাচরেৎ।
অনেনৈব বিধানেন স্থিরঃ স্যান্নৃপতিস্তদা ॥ ১৩৯
অয়ং যজ্ঞঃ সমুদ্দিষ্টঃ শক্রার্থং ব্রহ্মণা পুরা।
এবং যজ্ঞং নৃপঃ কৃত্বা পরত্রেহ ন সীদতি ॥ ১৪০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

বালকগণের কৌতুক, পুত্তলিকা-বিবাহ এবং বিবাহবিধি দ্বারা চতুষ্পথসমূহে দেবদেবীগণের গৃহে চণ্ডিকা দেবীর আরাধনা করিবেন এবং দেবদেবীগণের গৃহ পতাকা-পঙ্‌ক্তিতে পরিশোভিত করিবেন। ১৩৪-১৩৫

রাজা এইরূপে মহাশান্তিক পুষ্য-স্নান-যজ্ঞ করিয়া চতুর্ব্বর্গ ভার্য্যা পুত্র এবং রাজ্যমণ্ডলের সহিত ইহলোক পরলোক উভয় লোকেই কষ্ট পান না। ১৩৬

ইহা হইতে পুণ্যকর অন্য যজ্ঞ নাই। ইহা অপেক্ষা অন্য মহোৎসব নাই। এতদ্ভিন্ন শান্তি নাই, এতদ্ভিন্ন অন্য মঙ্গল নাই। ১৩৭

রাজপুরোহিত এই বিধান দ্বারা রাজ্যাভিষেক এবং যৌবরাজ্যাভিষেক করাইবে। এই বিধিতে যদি নূতন রাজ্যাভিষেক করান, তবে সেই রাজা চিরকাল নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ ভোগ করেন। ১৩৮-১৩৯

স্বয়ং ব্রহ্মা এই যজ্ঞ ইন্দ্রের নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন। এই যজ্ঞ করিয়া রাজা উভয়লোকে সুখী হন। ১৪০

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৬

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথাতঃ শৃণু[1] রাজেন্দ্র শক্রোত্থানং ধ্বজোৎসবম্ ।
যৎকৃত্বা নৃপতির্যাতি ন কদাচিৎ পরাভবম্ ॥ ১
রবৌ হরিস্থে দ্বাদশ্যাং শ্রবণেন বিভৌজসম্ ।
আরাধয়েন্নৃপঃ সম্যক্ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥ ২
রাজোপরিচরো নাম বসুনামাপরস্তু যঃ ।
নৃপস্তেনায়মতুলো যজ্ঞঃ প্রাবর্ত্তিতঃ পুরা ॥ ৩
প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি দ্বাদশ্যামসিতেতরে ।
পুরোহিতো বহুবিধৈর্বাদ্যৈস্তূর্য্যৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ৪
প্রথমং শক্রকেত্বর্থং বৃক্ষমামন্ত্র্য বর্দ্ধয়েৎ ।
সংবৎসরো বাদ্ধিকিশ্চ কৃতমঙ্গলকৌতুকঃ ॥ ৫
উদ্যানে দেবতাগারে শ্মশানে মার্গমধ্যতঃ ।
যে জাতাস্তরবস্তাংস্তু বর্জ্জয়েদ্বাসবধ্বজে ॥ ৬
বহুবল্লীযুতং শুষ্কং বহুকণ্টকসংযুতম্ ।
কুব্জং বৃক্ষাদনীযুক্তং লতাচ্ছন্নতরুং ত্যজেৎ ॥ ৭
পক্ষিবাসসমাকীর্ণং কোটরৈর্বহুভির্যুতম্ ।
পবনানলবিধ্বস্তং তরুং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥ ৮

শক্রোত্থান

ঔর্ব্ব বলিলেন ;—হে রাজন্ ! সম্প্রতি শক্রোত্থান-দিনকর্ত্তব্য শক্রধ্বজোৎসব বর্ণন করিতেছি। ইহার অনুষ্ঠানে ভূপতি শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হন না। ১

সূর্য্যদেব, সিংহরাশিগত হইলে (ভাদ্রমাসে) দ্বাদশী তিথিতে রাজা সর্ব্ব-বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত শক্রধ্বজ উৎসব আচরণ করিবেন। ২

বসুনামক মহারাজ উপরিচর-নৃপতির নিকট অনুপম এই যজ্ঞ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। ৩

রাজপুরোহিত বর্ষাঋতু ভাদ্রমাসের শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে নানা-প্রকার বাদ্য নৃত্য গীত সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষকে আনয়ন করত বর্দ্ধিত করিবেন। ৪

সংবৎসরে সেই বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইলে সকৌতুকে মঙ্গল কার্য্য-কলাপের অনুষ্ঠান করিবেন। ৫

উদ্যান, দেবগৃহ, শ্মশান এবং পথমধ্যে যে সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সে বৃক্ষ-সমূহ ইন্দ্রধ্বজে অনুপযুক্ত। ৬

অনেক লতামণ্ডল-বেষ্টিত শুষ্ক, বহু কণ্টকযুক্ত, বক্র বৃক্ষাদনযুক্ত এবং লতাকীর্ণ বৃক্ষকে গ্রহণ করিবেন না। ৭

পক্ষিকুলের কুলায়-সঙ্কুল, বহুকোটরযুক্ত বায়ু-বেগে বিধ্বস্ত, অনলদগ্ধ বৃক্ষকেও যত্নে ত্যাগ করিবেন। ৮

১। সংপ্রবক্ষ্যামি।

নারীসংজ্ঞাশ্চ যে বৃক্ষা অতিহ্রস্বা অতিকৃশাঃ।
তান্ সদা বর্জ্জয়েদ্ধীরঃ সর্ব্বদা শক্রপূজনে ॥ ৯
অর্জ্জুনোঽপ্যশ্বকর্ণশ্চ প্রিয়কোষক এব চ।
উদুম্বরশ্চ পঞ্চৈতে কেত্বর্থে হ্যুত্তমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০
অন্যে চ দেবদার্ব্বাদ্যাঃ শালাদ্যাস্তরবস্তথা।
প্রশস্তাস্তু পরিগ্রাহ্যা নাপ্রশস্যাঃ কদাচন ॥ ১১
ধৃত্বা বৃক্ষং ততো রাত্রৌ দৃষ্ট্বা মন্ত্রমিমং পঠেৎ।
যানি বৃক্ষেষু ভূতানি তেভ্যঃ স্বস্তি নমোঽস্তু বঃ ॥ ১২
উপহারং গৃহীত্বেমং ক্রিয়তাং বাসবধ্বজম্।
পার্থিবস্ত্বাং বরয়তে স্বস্তি তেঽস্তু নগোত্তম ॥ ১৩
ধ্বজার্থং দেবরাজস্য পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।
ততোঽপরেঽহ্নি তং ছিত্বা মূলমষ্টাঙ্গুলং পুনঃ ॥ ১৪
জলে ক্ষিপেত্তথাগ্রস্য ছিত্ত্বৈব চতুরঙ্গুলম্।
ততো নীত্বা পুরদ্বারং কেতুন্নির্ম্মায় তত্র বৈ। ১৫
শুক্লাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কেতুং বেদীং প্রবেশয়েৎ।
দ্বাবিংশদ্ধস্তমানস্তু অধমঃ কেতুরুচ্যতে ॥ ১৬
দ্বাত্রিংশত্তু ততো জ্যায়ান্ দ্বাচত্বারিংশদেব চ।
ততোঽধিকঃ সমাখ্যাতো দ্বাপঞ্চাশত্তথোত্তমঃ ॥ ১৭

নারী নামে যে সকল বৃক্ষ বিখ্যাত এবং অতি হ্রস্ব, অতি কৃশ, ধীর ব্যক্তি সেই বৃক্ষ সকল শক্রধ্বজে গ্রহণ করিবেন না। ৯

অর্জ্জুন, অশ্বকর্ণ, প্রিয়ক, উডুম্বর এবং বট এই পাঁচ বৃক্ষ ইন্দ্রধ্বজ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ। ১০

অন্য প্রকার দেবদারু এবং শাল প্রভৃতি বৃক্ষও প্রসিদ্ধ। তাহাদিগকেও গ্রহণ করিবে। অপ্রশস্ত বৃক্ষ কদাচ গ্রহণ করিবে না।১১

তৎপূর্ব্বে রাত্রিতে সেই বৃক্ষকে স্পর্শ করিয়া "এই বৃক্ষে যে সকল ভূত অধিষ্ঠান করিতেছে, তাহাদের মঙ্গল হউক এবং আমি তাহাদিগকে নমস্কার করি। ১২

সমর্পিত এই উপহার গ্রহণ করত ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক, হে বৃক্ষবর। মহারাজ দেবরাজ ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছেন, তোমার মঙ্গল হউক। ১৩

এই পূজা গ্রহণ কর" এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। তদনন্তর পরদিনে সেই বৃক্ষকে ছেদন করত অষ্টাঙ্গুল পরিমাণে মূল এবং চতুরঙ্গুল পরিমাণে অগ্রচ্ছেদন করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। ১৪

তদনন্তর সেই বৃক্ষকে পুরদ্বারে আনয়ন করত সেই স্থানে ধ্বজনির্ম্মাণ করিবে। ১৫

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে উক্ত ধ্বজকে বেদীতে সংস্থাপন করিবে। ১৬

দ্বাত্রিংশৎ হস্ত পরিমিত কেতু অধম, তাহা অপেক্ষা উন্নত দ্বিপঞ্চাশৎ হস্ত পরিমিত কেতু উত্তম। ১৭

কুমার্য্যঃ পঞ্চ কর্ত্তব্যাঃ শক্রস্য নৃপসত্তম ।
শালমষ্যস্তু তাঃ সর্ব্বা অপরাঃ শক্রমাতৃকাঃ ॥ ১৮
কেতোঃ পাদপ্রমাণেন কার্য্যাঃ শক্রকুমারিকাঃ ।
মাতৃকার্দ্ধপ্রমাণাস্তু যষ্টিহস্তদ্বয়ং তথা ॥ ১৯
এবং কৃত্বা কুমারীশ্চ মাতৃকাঃ কেতুমেব চ ।
একাদশ্যাং সিতে পক্ষে যষ্টিস্তামধিবাসয়েৎ ॥ ২০
অধিবাস্য ততো যষ্টিং শক্রবারাদিমন্ত্রকৈঃ ।
দ্বাদশ্যাং মণ্ডলং কৃত্বা বাসবং বিস্তৃতাত্মকম্ ॥ ২১
অচ্যুতং পূজয়িত্বা তু শক্রং পশ্চাৎ প্রপূজয়েৎ ।
শক্রস্য প্রতিমাং কুর্য্যাৎ কাঞ্চনীং দারবীঞ্চ বা ॥ ২২
অন্যৈস্তৈজসসম্ভূতাং সর্ব্বাভাবে তু মৃন্ময়ীম্ ।
তাং মণ্ডলস্য মধ্যে তু পূজয়িত্বা বিশেষতঃ ॥ ২৩
ততঃ শুভে মুহূর্ত্তে তু কেতুমুত্থাপয়েন্নৃপঃ ।
বজ্রহস্ত সুরারিঘ্ন বহুনেত্র পুরন্দর ॥ ২৪
ক্ষেমার্থং সর্ব্বলোকানাং পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৫
এহ্যেহি সর্ব্বামরসিদ্ধসঙ্ঘৈ-রভিষ্টুতো বজ্রধরামরেশ ।
সমুত্থিতস্ত্বং শ্রবণাদ্যপাদে গৃহাণ পূজাং ভগবন্নমস্তে ॥ ২৬
এবমুত্তরতন্ত্রোক্তৈর্দহনপ্লবনাদিভিঃ ।
ইতি মন্ত্রেণ তন্ত্রেণ নানানৈবেদ্যবেদনৈঃ ॥ ২৭
অপূপৈঃ পায়সৈঃ পানৈশ্চৈর্ধানাভিরেব চ ।
ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পূজয়েচ্ছ্রীবিবৃদ্ধয়ে ॥ ২৮

হে নরবর ! ইন্দ্রের শালকাষ্ঠ নির্ম্মিত পাঁচজন কুমারী করিবে এবং ইন্দ্র-মাতাও নির্ম্মাণ করিবে । ১৮

ধ্বজের পাদ পরিমাণে ইন্দ্রের শক্রকন্যা নির্ম্মাণ করিবে। এবং মাতৃকার অর্দ্ধ পরিমাণে কিংবা হস্তদ্বয় পরিমাণে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে । ১৯

এই প্রকারে কুমারী মাতৃকা এবং কেতু নির্ম্মাণ করিয়া শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে উক্ত কেতুকে অধিবাসিত করিবে । ২০

"শক্রবারাদি" মন্ত্রে যষ্টিকে অধিবাসিত করিয়া অতি বিস্তৃত বাসবমণ্ডল নির্ম্মাণ করিবে । ২১

প্রথমতঃ আদিদেব হরির পূজা করিবে। তদনন্তর সুবর্ণনির্ম্মিতা কিংবা দারুনির্ম্মিতা অথবা পিত্তলাদি ধাতু নির্ম্মিতা সর্ব্বাভাবে মৃন্ময়ী ইন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত পূজা করিবে । ২২

মণ্ডলের মধ্যে ইন্দ্র মূর্ত্তিকে বিশেষরূপে পূজা করিবে। তদনন্তর রাজা সুন্দরকালে কেতু উত্থাপিত করিয়া "বজ্রহস্ত ! দৈত্যদমন ! সহস্রনয়ন ! পুরন্দর ! সর্ব্বজগতের হিতসাধনার্থে এই পূজা গ্রহণ কর । ২৩-২৫

হে সকলামর-সিদ্ধ-সংস্তুত ! হে বজ্রধর ! সকল দেবগণের সহিত আগমন কর। তুমি শ্রবণা নক্ষত্রের আদ্যপাদে উত্থিত হইয়াছ, তোমাকে প্রণাম করি । ২৬

এই পূজা অঙ্গীকার কর" এই উত্তর তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে এবং দহন প্লবনপ্রভৃতি ইন্দ্রমন্ত্রে নানাপ্রকার নৈবেদ্য নিবেদন করিবে । ২৭

ঘটেষু দশদিক্পালান্ গ্রহাংশ্চ পরিপূজয়েৎ ॥ ২৯
সাধ্যাদীন্ সকলান্ দেবান্ মাতৄঃ সর্ব্বা অনুক্রমাৎ ॥ ৩০
ততঃ শুভে মুহূর্ত্তে তু জ্ঞানী বর্দ্ধকিসংযুতঃ ।
কেতুস্থাপনভূমিন্তু যজ্ঞবেদ্যাস্তু পশ্চিমে ।
বিপ্রৈঃ পুরোহিতৈঃ সার্দ্ধং গচ্ছেদ্রাজা সুমঙ্গলৈঃ ॥ ৩১
রজ্জুভিঃ পঞ্চভির্বদ্ধং যন্ত্রশ্লিষ্টং সমাতৃকম্ ।
কুমারীভিস্তু সংযুক্তং দিক্পালানাঞ্চ পট্টকৈঃ ॥ ৩২
বৃহস্তিরতিকাভ্যেশ্চ নানাদ্রব্যৈঃ সুপূরিতৈঃ ॥ ৩৩
যথাবর্ণৈর্যথাদেশে যোজিতৈর্বস্ত্রবেষ্টিতৈঃ ॥ ৩৪
যুক্তং তৎ কিঙ্কিণীজালৈর্বৃহদ্ঘণ্টৌঘচামরৈঃ ।
ভূষিতং মকরৈরুচ্চৈর্মাল্যৈর্বহুবিধৈস্তথা ॥ ৩৫
বহুপুষ্পৈঃ সুগন্ধৈশ্চ ভূষিতং রত্নমালয়া ।
চিত্রমাল্যাম্বরৈশ্চৈব চতুর্ভিরপি তোরণৈঃ ॥ ৩৬
উত্থাপয়েন্মহাকেতুং রাজকীয়ৈঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৩৭
তদূধায় মহাকেতুং পূজিতং মণ্ডলান্তরে ।
প্রতিমাং তাং নয়েন্মূলং কেতোঃ শক্রং বিচিন্তয়ন্ ॥ ৩৮
যজেত্তং পূর্ব্ববত্তত্র শচীং মাতলিমেব চ ।
জয়ন্তং তনয়ং তস্য বজ্রমৈরাবতং তথা ।
গ্রহাংশ্চাপ্যথ দিক্পালান্ সর্ব্বাশ্চ গণদেবতাঃ ॥ ৩৯
অপূপাদ্যৈঃ পূজয়েত্তু বলিভিঃ পায়সাদিভিঃ ।
পূজিতানাঞ্চ দেবানাং শশ্বদ্ধোমং সমাচরেৎ ॥ ৪০

অপূপ, পায়স, গুড়, খাদ্য এবং নানাপ্রকার ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা সম্পৎ বৃদ্ধির নিমিত্ত পূজা করিবে। ২৮

ঘটে দশদিক্পাল এবং গ্রহগণের পূজা করিবে। সাধ্যাদি দেবগণ এবং মাতৃগণেরও যথাক্রমে পূজা করিবে। ২৯-৩০

তদনন্তর রাজা সুন্দরকালে বৃদ্ধ জ্ঞানিগণের সহিত এবং বিপ্র পুরোহিত-গণের সহিত যজ্ঞ বেদীর পশ্চিমভাগে মঙ্গলকর কেতুসংস্থাপনভূমিতে গমন করিবে। ৩১

রজ্জুপঞ্চকদ্বারা যন্ত্রের সহিত সুশ্লিষ্টরূপে বদ্ধ মাতৃগণ এবং কুমারী পঞ্চক-যুক্ত দিক্পালগণের এবং বৃহস্পতি ও অনন্তের বহু-দ্রব্য-পূর্ণ বর্ণানুসারে যথা-স্থানে স্থাপিত অস্ত্রবেষ্টিত পেটক-সমন্বিত, কিঙ্কিণীজাল এবং বৃহৎ ঘণ্টাসমূহ চামরসংযুক্ত উচ্চ মকর এবং নানাপ্রকার মাল্যদ্বারা বিভূষিত সুগন্ধ অনেক পুষ্প ও রত্নমালাশোভিত, নানাপ্রকার মাল্য বস্ত্র এবং চারিটী তোরণযুক্ত ধ্বজকে অল্পে অল্পে উত্থাপিত করিবে। ৩২—৩৭

এবং সেই ধ্বজের নিম্নদেশে, মণ্ডল মধ্যে পূজিত ইন্দ্র প্রতিমাকে উত্থাপিত করিয়া অবস্থাপিত করিবে এবং ইন্দ্রদেবকে স্মরণ করিবে। ৩৮

পূর্ব্ববৎ সেই ধ্বজে শচী, মাতলি, কুমারজয়ন্ত, বজ্র, ঐরাবত, গ্রহগণ, দিক্-পাল, দেবসমূহ এবং সকল গণদেবতার পূজা করিবে। ৩৯

অপূপ পায়স প্রভৃতি পূজোপহারে অর্চনা করিবে। এবং পূজিত দেব-গণকে নিরন্তর হোমদ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। ৪০

হোমান্তে তু বলিং দদ্যাদ্বাসবায় মহাত্মনে ॥ ৪১
তিলং ঘৃতঞ্চাক্ষতঞ্চ পুষ্পং দূর্ব্বাং তথৈব চ।
এতৈস্তু জুহুয়াদ্দেবান্ স্বৈঃ স্বৈর্মন্ত্রৈর্নরোত্তম ॥ ৪২
ততো হোমাবসানে তু ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণানপি।
এবং সম্পূজয়েন্নিত্যং সপ্তরাত্রং দিনে দিনে।
ব্রাহ্মণৈঃ সহিতো রাজা বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ॥ ৪৩
সর্ব্বত্র শক্রপূজাসু মন্ত্রেষু পরিকীর্ত্তিতঃ।
ত্রাতারমিতি মন্ত্রোঽয়ং বাসবস্য প্রিয়ঃ পরঃ ॥ ৪৪
এবং কৃত্বা দিবাভাগে শক্রোত্থাপনমাদিতঃ।
শ্রবণর্ক্ষযুতায়ান্তু দ্বাদশ্যাং পার্থিবঃ স্বয়ম্।
অন্তপাদে ভরণ্যাস্তু নিশি শক্রং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৫
সুপ্তেষু সর্ব্বলোকেষু যথা রাজা ন পশ্যতি।
ষণ্মাসান্মৃত্যুমাপ্নোতি রাজা দৃষ্ট্বা বিসর্জ্জনম্ ॥ ৪৬
শক্রস্য নৃপশার্দ্দূল তস্মান্নেক্ষেত তন্নৃপঃ।
বিসর্জ্জনস্য মন্ত্রোঽয়ং পুরাবিদ্ভিরুদীরিতঃ ॥ ৪৭
সার্দ্ধং সুরাসুরগণৈঃ পুরন্দরশতক্রতো ॥ ৪৮
উপহারং গৃহীত্বেমং মহেন্দ্রধ্বজ গম্যতাম্ ॥ ৪৯
সূতকে তু সমুৎপন্নে বারে ভৌমস্য বা শনেঃ।
ভূমিকম্পাদিকোৎপাতে বাসবং ন বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫০
উৎপাতে সপ্তরাত্রস্য তথোপদ্রবদর্শনে।
ব্যতীত্য শনিভৌমৌ চ হ্যন্যর্কেঽপি বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫১

হোমান্তে ইন্দ্রের বলি প্রদান করিবে। ৪১

নরোত্তম! তিল, ঘৃত, অক্ষত, পুষ্প এবং দূর্ব্বাদি দ্রব্যদ্বারা নিজ নিজ মন্ত্রে হোম করিয়া দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবে। ৪২

তদনন্তর হোমান্তে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। এই প্রকারে সপ্তরাত্র প্রতিদিন পূজা করিবে। ৪৩

বেদবিদ্যা-বিশারদ ব্রাহ্মণগণের সহিত সকল রাজা শক্র পূজা এবং যজ্ঞে যশোলাভ করেন "ত্রাতারং" ইত্যাদি মন্ত্র বাসবের অতিশয় প্রিয়। ৪৪

এইরূপে প্রথমত দিবাভাগে শক্রোত্থাপন করিয়া রাজা স্বয়ং শ্রবণা নক্ষত্র-যুক্ত দ্বাদশীতে ভরণীর অন্তভাগে রাত্রিযোগে বিসর্জ্জন করিবে। ৪৫

রাজা যদ্যপি স্বপ্নে বিসর্জ্জন দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ছয়মাসে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। ৪৬

হে নৃপশার্দ্দূল! অতএব রাজা শক্রের বিসর্জ্জন দর্শন করিবেন না। "হে শতক্রতো! ধ্বজরূপিন্ পুরন্দর! এই উপহার গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে গমন কর। পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ বিসর্জ্জনের এই মন্ত্র নির্ণয় করিয়াছেন। ৪৭-৪৯

জাতাশৌচ সমুৎপন্ন হইলে কিংবা মঙ্গল এবং শনিবারে অথবা ভূমিকম্পাদি উৎপাত উৎপন্ন হইলে ইন্দ্রধ্বজ বিসর্জ্জন করিবে না। ৫০

উৎপাত উপস্থিত হইলে কিংবা উপদ্রব দৃষ্ট হইলে শনি মঙ্গল ভিন্ন বারে সপ্তাহের পর বিসর্জ্জন করিবে। ৫১

সূতকে তথ সম্প্রাপ্তে ব্যতীতে সূতকে পুনঃ।
যস্মিন্ তস্মিন্ দিনে চৈব সূতকান্তে বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫২
তথা কেতুং নৃপো রক্ষেৎ পতন্তি শাকুনা যথা।
ন কেতৌ নৃপশার্দ্দূল যাবন্নহি বিসর্জ্জনম্ ॥ ৫৩
শনৈঃ শনৈঃ পাতয়েত্তু যথোত্থাপনমাদিতঃ ॥ ৫৪
কৃতং তথা যথা ভগ্নে কেতৌ মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫
বিসৃষ্টং শক্রকেতুন্তু সালঙ্কারং তথা নিশি।
ক্ষিপেদনেন মন্ত্রেণ তুগাধে সলিলে নৃপ।
তিষ্ঠ কেতো মহাভাগ যাবৎ সংবৎসরং জলে।
তথায় সর্ব্বলোকানামন্তরায়বিনাশক ॥ ৫৬
উত্থাপয়েত্তূর্য্যরবৈঃ সর্ব্বলোকস্য বৈ পুরঃ।
রহো বিসর্জ্জয়েৎ কেতুং বিশেষো যঃ প্রপূজনে ॥ ৫৭
এবং যঃ কুরুতে পূজাং বাসবস্য মহাত্মনঃ।
স চিরং পৃথিবীং ভুক্ত্বা বাসবং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮
ন তস্য রাজ্যে দুর্ভিক্ষং নাধয়ো ব্যাধয়ঃ কচিৎ।
স্থাস্যন্তি মৃত্যুর্নাকালে জনানাং তত্র জায়তে ॥ ৫৯
তত্তুল্যঃ কোঽপি নান্যোঽস্তি প্রিয়ঃ শক্রস্য পার্থিব।
তস্য পূজা সর্ব্বপূজা কেশবাস্ত্যাশ্চ তত্রগাঃ ॥ ৬০
সকলকলুষহারি ব্যাধিদুর্ভিক্ষনাশং
সকলভবনিবেশং সর্ব্বসৌভাগ্যকারি।
সুরপতিগৃহগাভির্ব্বাচ্চনং শক্রকেতোঃ
প্রতিশরদমনেকৈঃ পূজয়েচ্ছ্রীবিবৃদ্ধ্যৈ ॥ ৬১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭

সূতকাশৌচ উপস্থিত হইলে যেদিনে সূতকাশৌচ শেষ হয়, সেই সূতকান্ত দিনে বিসর্জ্জন করিবে। ৫২

হে নৃপমণে! যেকাল পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত কেতুতে পক্ষি প্রভৃতি যাহাতে উপবেশন না করে, তাহা করিবে। ৫৩

যে প্রকারে অল্পে অল্পে উত্থাপন করা হয়, সেই প্রকারে অল্পে অল্পে নিপাতিত করিবে। অনবধানতায় উক্তকেতু ভগ্ন হইলে মরণ হয়। ৫৪-৫৫

রাজারা রাত্রিকালে শক্রকেতুকে অলঙ্কারাদির সহিত অগাধ জলে "হে বিঘ্নবিনাশিন্ মহাভাগকেতো! সর্ব্ব জগতের উৎপত্তির নিমিত্ত সংবৎসরকাল জলে অবস্থান কর" এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। ৫৬

পুনর্ব্বার সর্ব্বলোকের সম্মুখে তূর্য্যধ্বনিতে উত্থাপন করিবে, ইহাই এই পূজার বিশেষ। ৫৭

এই প্রকারে যে ব্যক্তি মহাত্মা ইন্দ্রের পূজা করে, সে চিরকাল পৃথিবীর আধিপত্য করিয়া অন্তে ইন্দ্রলোকে অবস্থান করে। ৫৮

তাহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয় না। শস্যবিঘ্নকর ষট্‌প্রকার ইতি থাকে না। প্রজাগণ অধার্ম্মিক হয় না এবং অকাল-মৃত্যু তাঁহার রাজ্যে অবস্থান করে না, প্রজাগণও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় না। ৫৯

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

জ্যৈষ্ঠে দশহরায়াস্তু বিষ্ণোরিষ্টিং নৃপ শৃণু।
যেন বা বিধিনা কুর্য্যাদিষ্টিং বিষ্ণোর্নৃপঃ সদা॥ ১
প্রত্যব্দং পার্থিবঃ কুর্য্যাৎ প্রতিমাং কাঞ্চনীং হরেঃ।
অন্যতেজোময়ীং বাপি দারবীং বা শিলাময়ীম্॥ ২
তাং প্রতিষ্ঠাপ্য বিধিনা মানোন্মানৈস্তু শিল্পিভিঃ।
প্রতিষ্ঠাং বিধিবত্তস্যাঃ কুর্য্যাদ্বিপ্রৈঃ পুরোহিতৈঃ॥ ৩
তাং সংস্থাপ্য সুরাগারে যত্নং বা যত্নতঃ কৃতে।
বাসুদেবস্য বীজেন পূর্ব্বোক্তবিধিনা তথা॥ ৪
সর্ব্বোপচারৈর্ভক্ত্যা তু বাসুদেবং প্রপূজয়েৎ।
পূজান্তে সংস্কৃতে বহ্নৌ কুণ্ডমধ্যে স্থিতো দ্বিজঃ॥ ৫
আজ্যৈঃ সহস্রং জুহুয়াদাহুতীনাং হরেঃ প্রিয়ম্।
সম্পূজ্য বাসুদেবস্তু হোমং কৃত্বা ততো দ্বিজঃ॥ ৬
নৃপস্যানুমতে তাঞ্চ প্রতিমাং মণ্ডপং নয়েৎ।
প্রতিমায়াঃ কপোলৌ দ্বৌ স্পৃষ্ট্বা দক্ষিণপাণিনা॥ ৭

হে রাজন্! ইন্দ্রের তাহার ন্যায় প্রিয় অন্য কেহও হয় না, তাহার পূজা সকলের পূজাস্বরূপ, অধিক কি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবও তাহাতে অনুকূল হন। ৬০

সকল কল্মষহর ব্যাধিহর দুর্ভিক্ষ-নাশক সকল সৌভাগ্য-বর্দ্ধক, অমরাবতী-স্বামি-শক্রকেতুর অর্চ্চন শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতিবর্ষে নিয়মিত দিনে করিবে। ৬১

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৭

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

বিষ্ণুযজ্ঞ

ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে রাজন্! জ্যৈষ্ঠমাসের দশহরায় শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞ শ্রবণ কর। নৃপগণের অবশ্য কর্ত্তব্য বিষ্ণু যজ্ঞের বিধি বর্ণন করিতেছি। ১

পৃথিবীপতি, প্রতিবর্ষে হরির কনকময়ী অন্যধাতুময়ী, দারুময়ী কিংবা শিলাময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। ২

শিল্পিগণের দ্বারা যথা পরিমাণে নির্ম্মাণান্তে বিপ্র এবং পুরোহিতগণ দ্বারা সেই প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করাইবেন ৩

প্রতিমাকে দেবগৃহে অবস্থাপিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক বাসুদেবের বীজমন্ত্রে এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিতে ভক্তিসহকারে মূর্ত্তিমান বাসুদেবের পূজা করিবেন। ৪

পূজান্তে কুণ্ড মধ্যস্থিত সংস্কৃত বহ্নিতে ব্রাহ্মণ, ঘৃত দ্বারা সহস্রবার আহুতি পূর্ব্বক হোম করিবে। ব্রাহ্মণ বাসুদেবের পূজান্তে হোম করিয়া রাজার আজ্ঞানুসারে সেই প্রতিমাকে মণ্ডপে সংস্থাপন করিবেন। ৫-৬

প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্ব্বীত তস্যাং দেবস্য বৈ হরেঃ।
কৃতায়াস্তু প্রতিষ্ঠায়াং প্রাণানাং নৃপসত্তম ॥ ৮
বিষ্ণুপ্রাণাস্তাং প্রতিমায়ামাপ্নুবন্তি নিয়তং স্বয়ম্।
প্রাণেষ্বথাগতেষ্বস্যাং দেবত্বং নিয়তং ভবেৎ ॥ ৯
অকৃতায়াং প্রতিষ্ঠায়াং প্রাণানাং প্রতিমাসু চ।
যথা পূর্ব্বং তথাভাবঃ স্বর্ণাদীনাং ন বিষ্ণুতা ॥ ১০
অন্যেষামপি দেবানাং প্রতিমাস্বপি পার্থিব।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যা তস্যা দেবত্বসিদ্ধয়ে ॥ ১১
সুবর্ণন্তু সুবর্ণং স্যাচ্ছিলা দারু তথা শিলা।
অন্যচ্চ স্বস্বরূপং স্যাৎ প্রাণস্থানমৃতে সদা ॥ ১২
বাসুদেবস্য বীজেন তদ্বিষ্ণোরিত্যনেন চ।
তথৈবাঙ্গাঙ্গিমন্ত্রাভ্যাং প্রতিষ্ঠামাচরেদ্ধরেঃ ॥ ১৩
তথৈব হৃদয়েঽঙ্গুষ্ঠং দত্ত্বা শশ্বচ্চ মন্ত্রবিৎ।
এভির্মন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্য হৃদয়েঽপি সমাচরেৎ ॥ ১৪
অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু বৎ।
অসৌ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহেতি যজুরুচ্চরন্ ॥ ১৫
অঙ্গমন্ত্রৈরঙ্গিমন্ত্রৈর্বৈদিকৈরিত্যনেন চ।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সর্ব্বত্র প্রতিমাসু সমাচরেৎ ॥ ১৬
প্রতিমাপূজনে কুর্য্যাদাত্মন্যপি চ মন্ত্রবিৎ।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং প্রথমং পূজাভাগবিশুদ্ধয়ে ॥ ১৭

প্রতিমার কপোলদ্বয় দক্ষিণ পাণিদ্বারা স্পর্শ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। ৭

হে নৃপবর! যথাবিধি প্রতিষ্ঠা আচরিত হইলে বিষ্ণুর প্রাণ সকল তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিমায় আবির্ভূত হন এবং দেহে প্রাণসমূহ অধিষ্ঠিত হইলে, সেই দেবাদিদেব ভগবানের দেহ হয়। ৮-৯

প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হইলে সেই প্রতিমা যে উপাদানে গঠিত হয়, সেই উপাদানই থাকে, তাহাকে আর বিষ্ণু বলা যায় না। ১০

হে পৃথিবীপতে! এইরূপ অন্য প্রতিমারও দেবত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ১১

প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে সুবর্ণময়ী প্রতিমা সাধারণ সুবর্ণস্বরূপেই পরিগণিত হয়। শিলা, দারু এবং অন্যপ্রকার প্রতিমাও তত্তদ্রূপেই অবধারিত হয়। ১২

বাসুদেবের বীজমন্ত্রে এবং "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গ এবং অঙ্গিমন্ত্রে বিষ্ণুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা আচরণ করিবে। ১৩

মন্ত্রজ্ঞ, দেবমূর্ত্তির বক্ষে অঙ্গুলি নিধানপূর্ব্বক উক্ত মন্ত্রে বক্ষদেশেও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সমাপন করিবে। ১৪

"এই প্রতিমাতে প্রাণসমূহ অধিষ্ঠিত হউন। ইহাঁতেই প্রাণসমূহ অধিষ্ঠিত হউন।" ১৫

প্রতিমূর্ত্তির দেবত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত উক্ত মন্ত্র, অঙ্গিমন্ত্র, এবং বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ১৬

অস্মিন্ প্রাণপ্রতিষ্ঠান্তু প্রতিমাপূজনাদৃতে।
ন কশ্চিত্তু বুধঃ কুর্য্যাৎ কৃত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮
বিষ্ণোরিষ্টিমিমাং কৃত্বা দশম্যাং পার্থিবোত্তমঃ।
তস্যামেব তু পূর্ণায়াং প্রতিমাং স্থাপয়েত্ততঃ ॥ ১৯
এবং দশহরায়াস্তু কৃত্বেষ্টিং পার্থিবো হরেঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি নির্ব্বিঘ্নোঽপি স জায়তে ॥ ২০
শ্রীপঞ্চম্যাং শ্রিয়ং দেবীং কুন্দৈঃ সম্পূজয়েৎ সদা।
বাসবং গজরাজস্থমুপচারৈস্তথোত্তমৈঃ। ২১
লক্ষ্ম্যাস্তন্ত্রং মহামন্ত্রং বাসবস্য পুরোদিতম্।
অত্রাপি পূজনে গ্রাহ্যং মণ্ডলাদি যথাক্রমম্ ॥ ২২
এবং কৃতে পূজনে তু শ্রীপঞ্চম্যাং বিশেষতঃ।
শ্রীযুক্তো নৃপতির্ভূয়ান্ন শ্রীহানিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩
সদাচারবিশেষোঽয়ং কথিতস্তব পার্থিব।
নিষেধে তু বিশেষাংশ্চ শৃণু যেন শ্রিয়েয়তে ॥ ২৪
অসম্পূজ্য তথা বিষ্ণুং শিবমগ্নিং পুরন্দরম্।
অদত্ত্বা চ তথা দানং ন ভুঞ্জীত নৃপঃ ক্বচিৎ ॥ ২৫
হাবয়েদগ্নিহোত্রন্তু নিত্যমেব পুরোহিতৈঃ।
অকৃত্বা চাগ্নিহোত্রন্তু ভুক্তমরকমাপ্নুয়াৎ। ২৬

মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি পূজাভাগের বিশুদ্ধির নিমিত্ত পূজাকালে অগ্রে আত্ম-প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। ১৭

পণ্ডিতগণ আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিয়া পূজা আচরণ করিবে না। বেদ-বিরুদ্ধ উক্ত কর্ম্ম করিলে প্রাণহানির সম্ভব ১৮

হে পৃথিবীপতে। এই বিষ্ণুর প্রিয় যজ্ঞ দশমীতে আচরণ করিবে। এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ণ হইলে প্রতিমাকে স্থাপন করিবে। ১৯

এই প্রকারে পৃথিবীপতি হরিপ্রিয় যজ্ঞ দশহরায় আচরণ করিয়া নির্বিঘ্নে সকল কামনার সম্পূর্ণ ফল লাভ করে। ২০

শ্রীপঞ্চমীতে কুন্দপুষ্পদ্বারা প্রতিবৎসর লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করিবে। এবং গজরাজ ঐরাবত-উপরিস্থিত ইন্দ্রদেবকে নানা উপহারে অর্চ্চনা করিবে। ২১

লক্ষ্মী দেবী এবং দেবরাজ ইন্দ্রের তন্ত্র এবং মন্ত্র পূর্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই পূজাতেও পূর্ব্ববৎ মণ্ডলাদি ক্রম সংগ্রহ করিবে। ২২

এই প্রকারে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বিশেষরূপে শ্রীলক্ষ্মীর পূজা করিয়া সর্ব-সম্পৎসম্পন্ন হয় এবং কোনকালেও কমলাদেবী তাহার প্রতি অকরুণ হন না। ২৩

হে পৃথিবীশ্বর। বিশেষ বিশেষ সদাচার তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। নৃপতিগণের বিশেষরূপে নিষিদ্ধ বিষয় বর্ণন করিতেছি। ইহা শ্রবণে রাজা শ্রীমান্ হন। ২৪

রাজা—বিষ্ণু, শিব, অগ্নি এবং ইন্দ্র প্রভৃতির পূজা না করিয়া এবং যাচক-গণের অভিলষিত ধনাদি দান না করিয়া কোন দিনও ভোজন করিবেন না। ২৫

নারকিতে গৃহে রাজা রত্নদীপবিবর্জ্জিতে।
স্বপেত্তথা স্ত্রিয়া সার্দ্ধং ন কদাচন সংবিশেৎ ॥ ২৭
ভুঞ্জীয়ং শ্রীফলং নাদ্যাত্তথা ধাত্রীফলং নৃপঃ।
বুদ্ধিক্ষয়করা জ্ঞেয়া মাষ আসবমৃত্তিকাঃ।
নিম্বাটিরসহ্যাদ্যাশ্চ বুদ্ধিবৃদ্ধিকরা মতাঃ ॥ ২৮
বুদ্ধিক্ষয়করাং নিত্যং ত্যজেদ্রাজা চ ভোজনে।
ভক্ষয়েদন্বহং বুদ্ধিবৃদ্ধিহেতুং নৃপোত্তমঃ ॥ ২৯
ন পর্য্যায়বিহীনন্তু প্রারোহেদাসনং নৃপঃ ॥ ৩০
ন যানং ন গজং নাশ্বমারোহেদ্দীনযাসমৈঃ।
নৈকস্তু বিচরেদ্রাজা কদাচিদপি নির্জ্জনে ॥ ৩১
মদহেতুং ন ভুঞ্জীয়াৎ কদাচিদপি ভোজনে।
কদাচিন্নাপি সেবেত হ্যষ্টম্যাং মাংসমৈথুনে ॥ ৩২
দর্শশ্রাদ্ধং গয়াশ্রাদ্ধং তিলৈস্তর্পণমেব চ।
ন জীবৎপিতৃকো ভূপ কুর্য্যাৎ কৃতাঘমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩
ন ক্ষেত্রজাদীংস্তনয়ান্ রাজ্যে রাজাভিষেচয়েৎ।
পিতৃণাং তনয়ে নিত্যমৌরসে তনয়ে সতি ॥ ৩৪
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ ভাগার্হাস্তনয়া ইমে ॥ ৩৫
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ দাসশ্চ ষড়েতে পুত্রপাংসুলাঃ ॥ ৩৬

পুরোহিত দ্বারা প্রতিদিন অগ্নিহোত্র হোম করাইবেন। অগ্নিহোত্র হোম না করিয়া ভোজন করিলে ঘোরতর নরকে নিবাস করিতে হয়। ২৬

রাজা—নরক এবং রত্নপ্রদীপশূন্য গৃহে কোন কালেও নিদ্রা যাইবেন না, স্ত্রীগণের সহিতও শয়ন করিবেন না। ২৭

অন্নভোজনান্তে বিল্ব এবং আমলকী ফল ভোজন করিবে না, মাষ, মদ্য এবং মৃত্তিকা এই সকল বস্তু ভোজনে বুদ্ধিহানি হয়। নিম্ব, আম্রপ্রভৃতি ভোজনে বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়। ২৮

যে সকল বস্তু ভোজনে বুদ্ধিক্ষয় হয়, রাজা সেই বস্তু সকল ভোজন করিবেন না এবং বুদ্ধিবৃদ্ধিকর বস্তুসমূহকে প্রতিদিন ভোজন করিবে। ২৯

রাজা আচ্ছাদন-হীন আসনে উপবেশন করিবেন না। ৩০

অনুৎসাহপূর্ব্বক অশ্ব গজ প্রভৃতি যানে আরোহণ করিবেন না। রাজা নির্জ্জনস্থানে কদাচ একাকী ভ্রমণ করিবেন না। ৩১

যে সকল বস্তু ভোজনে মত্ততা হয়, এতাদৃশ দ্রব্য কখনও ভোজন করিবেন না। অষ্টমী তিথিতে কদাচ মাংস এবং মৈথুন উপভোগ করিবেন না। ৩২

পৃথিবীপতি, পিতা বর্ত্তমানে গয়াশ্রাদ্ধ, দর্শশ্রাদ্ধ, তিলদ্বারা তর্পণ করিবেন না। করিলে পাপভাক্ হইবেন। ৩৩

ঔরসপুত্র বর্ত্তমান থাকিতে ক্ষেত্রজাত পুত্রকে পিতৃঋণ মোচনের নিমিত্ত রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে না। ৩৪

ঔরস, ক্ষেত্রজাত, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ পুত্র পৈতৃকধনের ভাগাধিকারী। ৩৫

অভাবে পূর্ব্বপূর্ব্বেষাং পরান্ সমভিষেচয়েৎ।
পৌনর্ভবং স্বয়ংদত্তং দাসং রাজ্যে ন যোজয়েৎ ॥ ৩৭
দত্তাদ্যাশ্চাপি তনয়া নিজগোত্রেণ সংস্কৃতাঃ।
আয়ান্তি পুত্রতাং সম্যগন্যবীজসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩৮
পিতুর্গোত্রেণ যঃ পুত্রঃ সংস্কৃতঃ পৃথিবীপতেঃ।
আচূড়ান্তং ন পুত্রঃ স পুত্রতাং যাতি চান্যতঃ ॥ ৩৯
চূড়াদ্যা যদি সংস্কারা নিজগোত্রেণ সংস্থিতাঃ।
দত্তাদ্যাস্তনয়াস্তে স্যুরন্যথা দাস উচ্যতে ॥ ৪০
ঊর্দ্ধন্তু পঞ্চমাদ্বর্ষান্নদত্তাদ্যাংস্তু সুতান্নৃপ।
গৃহীত্বা পঞ্চবর্ষীয়ং পুত্রেষ্টিং প্রথমং চরেৎ ॥ ৪১
পৌনর্ভবন্তু তনয়ং জাতমাত্রং সমানয়েৎ।
কৃত্বা পৌনর্ভবস্তোমং জাতমাত্রস্য তস্য বৈ ॥ ৪২
সর্ব্বাংস্তু কুর্য্যাৎ সংস্কারান্ জাতকর্ম্মাদিকান্নরঃ।
কৃতে পৌনর্ভবস্তোমে সুতঃ পৌনর্ভবঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৩
একোদ্দিষ্টং পিতুঃ কুর্য্যান্ন শ্রাদ্ধং পার্ব্বণাদিকম্।
ক্রীতা যা বনিতা মূল্যৈঃ সা দাসীতি নিগদ্যতে।
তস্যাং যো জায়তে পুত্রো দাসঃ পুত্রস্তু স স্মৃতঃ ॥ ৪৪
ন রাজ্যো রাজ্যভাক্ স স্যাদ্বিপ্রাণাং নাপি শ্রাদ্ধকৃৎ।
অধমঃ সর্ব্বপুত্রেভ্যস্তং তস্মাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৫

কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, পোষ্য এই ছয় পুত্র নিন্দিত।৩৬

ঔরস্যাদি পূর্ব্বনিরূপিত পুত্রের অভাবে কানীনাদি পশ্চাদুক্ত পুত্রকে অভিষিক্ত করিবে। পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত এবং দাসপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে না। ৩৭

অন্যের ঔরসে উৎপন্ন দত্তক প্রভৃতি পুত্র সংস্কার দ্বারা নিজ গোত্রের অন্তর্গত করিলে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ৩৮

হে পৃথিবীপতে! চূড়াকরণাদি সংস্কার যদি নিজ গোত্রে করা যায়, তাহা হইলে দত্তকাদি পুত্ররূপে পরিগণিত হয়, অন্যথা দাসরূপে উল্লিখিত হয়। ৩৯—৪০

হে রাজন্! দত্তপুত্রও যদি পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমে গৃহীত হয়, তাহা হইলে পুত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে এবং পঞ্চমবৎসর সময়ে ঐ পুত্রকে গ্রহণ করত প্রথমে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবেন। ৪১

পৌনর্ভবপুত্র জাতমাত্রে আনয়ন করিয়া পৌনর্ভবস্তোম যজ্ঞ প্রথমে করিবে। ৪২

তদনন্তর জাতকর্ম্মাদি সংস্কারসমূহ আচরণ করিবে। পৌনর্ভবস্তোম যজ্ঞ আচরিত হইলে পৌনর্ভব পুত্র হয়। ৪৩

কিন্তু পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার তাহার হয় না। মূল্য দ্বারা যে পত্নীরূপে পরিগণিত হয়, তাহাকে দাসী বলা যায়। ৪৪

তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে সেই দাসীপুত্র সে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং শ্রাদ্ধাদি বেদবিহিত কার্য্যে তাহার ক্ষমতা থাকিবে না। সকল পুত্রের মধ্যে সেই অধম, তাহাকে কোন কার্য্যে গ্রহণ করিবে না। ৪৫

পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সংহিতাশ্চ মুনীরিতাঃ।
নাধ্যাপয়েন্নৃপঃ শূদ্রৈর্বিহিতানি যদৃচ্ছয়া ॥ ৪৬
যস্য রাজ্যে সদা শূদ্রাঃ পুরাণং সংহিতাং তথা।
পঠন্তি স্যাৎ স হীনায়ুঃ রাজা রাষ্ট্রেণ সান্বয়ঃ ॥ ৪৭
মোহাদ্বা কামতঃ শূদ্রঃ পুরাণং সংহিতাং স্মৃতিম্।
পঠন্নরকমাপ্নোতি পিতৃভিঃ সহ পাপকৃৎ ॥ ৪৮
শূদ্রেভ্যো বিহিতং যত্তু যশ্চ মন্ত্র উদাহৃতঃ।
তদ্বিপ্রবদনাদ্গ্রাহ্যং স্বয়ং শূদ্রৈঃ সদৈব হি ॥ ৪৯
ন যোজয়েন্নৃপঃ শূদ্রং ব্যবহারস্য দর্শনে ॥ ৫০
নিয়োজ্য তত্র তং ভূপস্তামিস্রে যেন পচ্যতে।
হীনায়ুশ্চ ভবেল্লোকো রাজা চাপি সহান্বয়ঃ ॥ ৫১
কাণং খঞ্জমপুত্রং বা নাতিজ্ঞমজিতেন্দ্রিয়ম্।
ন হ্রস্বং ব্যাধিতং বাপি নৃপঃ কুর্য্যাৎ পুরোহিতম্ । ৫২
কৃপণস্য ধনং রাজা ন গৃহ্নীয়াৎ কদাচন ॥ ৫৩
ন বিপ্রাণাং তথাদত্তাদ্ধনানি বিপুলান্যপি ॥ ৫৪
নারোহেৎ কামুকোন্মত্তগজং রাজা কদাচন।
আরুহ্য কামুকন্তত্র পরত্রেহ বিষীদতি ॥ ৫৫
অনায়ুষ্যং ন কুর্য্যাত্তু কর্ম্ম ভূপঃ কদাচন।
সততঞ্চায়ুষো বৃদ্ধ্যৈ যতেত সকলৈর্ধনৈঃ ॥ ৫৬

রাজা বিধিপথ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক শূদ্রকে পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মুনিগণনির্দ্দিষ্ট সংহিতা অধ্যয়ন করিতে বারণ করিবেন। ৪৬

যে রাজার সাম্রাজ্যে শূদ্রজাতি নিরন্তর পুরাণসংহিতাদি পাঠ করে, উক্ত পাপে রাজা, বংশ এবং রাজ্যমণ্ডলের সহিত হতায়ু হন। ৪৭

শূদ্রজাতি অজ্ঞানবশত অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক যদ্যপি পুরাণসংহিতা কিংবা স্মৃতি অধ্যয়ন করে, তাহা হইলে পরলোকগামী পিতৃগণের সহিত কুম্ভীপাক নরকে অবস্থিতি করে। ৪৮

শূদ্রগণের উচ্চারণীয় যে সকল মন্ত্র বিহিত হইয়াছে, সে মন্ত্র শূদ্র স্বয়ং উচ্চারণ না করিয়া ব্রাহ্মণমুখে শ্রবণানন্তর উচ্চারণ করিবে। ৪৯

রাজা শূদ্রকে ব্যবহার-দর্শনে (ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে) নিযুক্ত করিলে উক্ত পাপে তামিস্র নরকে নিক্ষিপ্ত হয় এবং প্রজাগণ উক্ত পাপে হতায়ু হয়। রাজার বংশীয় সকলেও অল্পায়ু হয়। ৫০-৫১

রাজা,—অন্ধ, বিকলাঙ্গ, পুত্রহীন, অনভিজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয়, হ্রস্বাকৃতি এবং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুরোহিত করিবেন না। ৫২

রাজা কৃপণ ব্যক্তির ধন গ্রহণ করিবেন না। ব্রহ্মস্ব হরণ এবং লোভপরতন্ত্রতায় নিয়মিত অপেক্ষা অধিক কর গ্রহণ করিবেন না। ৫৩

কামুক এবং মত্ত মাতঙ্গে রাজা আরোহণ করিবেন না। আরোহণ করিলে উভয়লোকেই অতিশয় কষ্ট অনুভব করেন। ৫৪-৫৫

যে কর্ম্ম আচরণ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়, তাদৃশ কর্ম্ম কদাচ করিবেন না। সকল ধনের দ্বারা আয়ুষ্কর কার্য্য করিবেন। ৫৬

ন ক্রূরবারে নাষ্টম্যাং ন ষষ্ঠ্যাং চ নৃপোত্তমঃ।
অঞ্জনাভ্যঞ্জনে কুর্য্যাত্তাম্বূলস্যাপি ভোজনম্ ॥ ৫৭
অতিসূক্ষ্মং তথা পূর্ণং গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
নালোকয়েৎ স্বয়ং রাজা রুক্ষং সূর্য্যাং তথৈব চ ॥ ৫৮
উৎপাতং জায়তে যত্তু দিব্যং ভৌমঞ্চ নাভসম্।
নেক্ষেত যত্নান্নৃপতির্দৃষ্ট্বা নাদ্যাত্র্যহং পুনঃ ॥ ৫৯
সর্ব্বদা মঙ্গলং বস্তুং ধারয়েৎ সহ দূর্ব্বয়া।
অবস্ত্রাচ্ছাদিতং গাত্রং ন বিপ্রেভ্যঃ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৬০
ন তোয়েষু মুখং পশ্যেন্নাশ্নীয়ান্মাংসানি পর্ব্বসু।
নারোহয়েৎ খরং চোষ্ট্রং বাজীমপি গর্ব্বিণীম্ ॥ ৬১
এবং নয়যুতো রাজা চতুর্ব্বর্গং বিবর্দ্ধয়ন্।
আত্মানং সততং রক্ষন্ সদা বীর্য্যং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ৬২
বীর্য্যক্ষয়করান্নিত্যং ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পানকম্।
বর্জ্জয়েৎ ক্ষারশাকাদ্যান্ বহ্বম্লং বহুতিক্তকম্ ॥ ৬৩
কাংস্য-রাজত-পাত্রস্থং তোয়ং সদ্যাশ্চ বর্দ্ধনম্।
মূত্রবৃদ্ধিকরং বীর্য্যক্ষয়কারি বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৪
তাম্রায়ঃসর্পশীসানাং পাত্রস্থং জলচর্ম্মণোঃ।
শুক্রবৃদ্ধিকরস্তোয়ং তৎপানাত্ত যত্নতঃ ॥ ৬৫
সর্ব্বমূলেষু হৃদ্যেষু সদাচারেষু তিষ্ঠতঃ।
ভুক্ত্বেহ বিবিধান্ ভোগানৈন্দ্রং স্থানং ব্রজেৎ পরম্ ॥ ৬৬

হে নৃপবর! মঙ্গলাদি ক্রূরবার অষ্টমী এবং ষষ্ঠী তিথিতে অঞ্জন গ্রহণ এবং তাম্বূল ভোজন করিবেন না। ৫৭

রাজা, চন্দ্র এবং সূর্য্যের অল্পপরিমাণে কিংবা সম্পূর্ণভাবেই হউক স্বয়ং গ্রহণ দর্শন করিবেন না। ৫৮

নৃপতি, স্বর্গ, পৃথিবী এবং আকাশ প্রভৃতিতে যে কোন উৎপাত হউক, স্বয়ং দর্শন করিবেন না। কারণবশতঃ দর্শন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবেন। ৫৯

নিরন্তর দূর্ব্বার সহিত মঙ্গলকর বস্তু ধারণ করিবেন এবং বস্ত্রাদি দ্বারা অনাবৃত অঙ্গ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করাইবেন না। ৬০

জলে প্রতিবিম্বিত নিজ মুখ দর্শন করিবেন না এবং পূর্ণিমা অমাবস্যায় মাংস ভোজন করিবেন না। খর এবং উষ্ট্রযান এবং গর্ভবতী অশ্বে আরোহণ করিবেন না। ৬১

এই প্রকারে রাজা সর্ব্বদা নীতিপথের অনুসরণে চতুর্ব্বর্গ ফল ভোগ করেন। ৬২

বীর্য্যক্ষয়কর ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় এবং ক্ষার, শাকাদি, বহু অম্ল ও তিক্তকর দ্রব্য রাজা পরিত্যাগ করিবেন। ৬৩

আয়ুঃক্ষয়কর কাংস্য রজত বঙ্গনির্ম্মিত পাত্রস্থিত মূত্রবর্দ্ধক, শুক্রনাশক জলপান করিবেন না। ৬৪

তাম্র লৌহ অথবা শীসপাত্রস্থিত জল এবং মাংসবৃদ্ধিকর শুক্রবর্দ্ধক দ্রব্য-পান করিবেন। ৬৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমৌর্ব্বস্তু সগরং শশাস মুনিপুঙ্গবঃ।
শাস্ত্রাণি চৈব সর্ব্বাণি সদাচারাংশ্চ গুহ্যকান্ ॥ ৬৭
বহুশঃ কথয়ামাস সগরায় মহাত্মনে।
তন্নাস্তি যৎপুরৌর্ব্বেণ কথিতং সগরায় ন ॥ ৬৮
রাজনীতিঃ সতাং নীতির্যচ্চান্যচ্ছাস্ত্রসম্ভবম্।
সংহিতাসু পুরাণেষু যচ্চাগমচয়ে স্থিতম্ ॥ ৬৯
সর্ব্বং শুশ্রাব সগরো মুখাদৌর্ব্বস্য ধীমতঃ।
তেষান্তু কথিতং কিঞ্চিদ্যুষ্মভ্যং দ্বিজসত্তমাঃ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে পূর্ব্বং ময়া রহসি ভাষিতম্ ॥ ৭০
রাজনীতিং সদাচারং বেদবেদাঙ্গসঙ্গতম্ ॥
রহস্যং সততং বিষ্ণোর্বীক্ষণং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭১
যচ্চান্যদিতমত্র গদিতং বা সসংশয়ম্।
সংশয়চ্ছেদনঞ্চেষু যুষ্মভ্যং কথিতং দ্বিজাঃ ॥ ৭২
অনুক্তসংশয়চ্ছেদি পুরাণং কালিকাহ্বয়ম্।
যোঽভ্যসেৎ সততং বিপ্রঃ স বেদানাং ফলং লভেৎ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

সর্ব্বদা সদাচারে আত্মরক্ষণপূর্ব্বক ইহলোকে অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়া পরলোকে ইন্দ্রপুরে অবস্থান করেন। ৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—এইরূপে ঔর্ব্বমুনি সগররাজাকে নীতিশাস্ত্র বিজ্ঞাত করাইলেন এবং শাস্ত্রসমূহ সুগোপ্য সদাচার সকল বিশেষরূপে বর্ণন করিলেন। ৬৭

পূর্ব্বে ঔর্ব্বমুনি সগরের সমীপে যাহা কীর্ত্তন করেন নাই, এরূপ রাজনীতি ছিল না। ৬৮

সগরও সংহিতা পুরাণ এবং আগমসমূহ-নির্দ্দিষ্ট-সারবিষয় এবং অন্যান্য শাস্ত্রান্তরসমূহ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ৬৯

হে দ্বিজবরগণ! আমি পূর্ব্বে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরনামক অতি-সুগোপ্য গ্রন্থে উক্ত শাস্ত্রসমূহের বিষয় অল্পপরিমাণে বর্ণন করিয়াছি; এবং গ্রন্থান্তরে ·, বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। ৭০

রাজনীতি বেদ-বেদাঙ্গ-সঙ্গত সদাচারসমূহ এবং সুগোপ্য বিষ্ণু দর্শন প্রভৃতিও উক্ত পুস্তকে বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছি। ৭১

হে দ্বিজগণ! সেই সকল বিষয়ের সংশয়চ্ছেদক এবং তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম. ৭২

ইহা কালিকাপুরাণ অমুক্তি-হেতু উৎপন্ন সংশয় নাশ করে এবং এই পুরাণ যে ব্রাহ্মণ অভ্যাস করে, সে বেদাধ্যয়নের ফলভোগী হয়। ৭৩

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ—

সংক্ষেপতঃ সদাচারো বিশেষো রাজনীতিষু ।
শ্রুতস্ত্বদ্বচনাদৌর্ব্বঃ সগরায় যথোক্তবান্ ॥ ১
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তন্ত্রে বাহুল্যাৎ সর্ব্বতঃ পুনঃ ।
দ্রষ্টব্যস্তু সদাচারো দ্রষ্টব্যাস্তে প্রসাদতঃ ॥ ২
ভূয়ো নঃ সংশয়ো যোঽস্তি তদমুক্তং ত্বয়া পুরা ।
ছিন্ধি বিপ্রেন্দ্র পৃচ্ছামঃ পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ৩
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি শ্রূয়তে বেদলোকয়োঃ ।
বেতালভৈরবৌ যাতৌ পুরা বৈ তপসে গিরিম্ ॥ ৪
পূর্ব্বন্তুকৃতদারৌ তৌ তয়োঃ পুত্রা ন চ শ্রুতাঃ ।
ন জাতাহ্যথবা জাতা যদি বানা দ্বিজোত্তম ।
তেষান্তু সম্যগিচ্ছামি শ্রোতুং সংস্থানমুত্তমম্ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি নিশ্চিতঞ্চেতি সত্তমাঃ ।
স্বপুত্রৈর্ভ্রাতৃপুত্রৈর্বা পুত্রবন্তো হি স্বর্গতাঃ ॥ ৬
জাতাপত্যৌ চ তৌ বিপ্রা বীরৌ বেতাল-ভৈরবৌ ।
তয়োর্বংশান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুত চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৭
সম্যক্ সিদ্ধিমবাপ্যৈব যদা বেতালভৈরবৌ ।
হরস্য মন্দিরং প্রাপ্তৌ কৈলাসং প্রতিহর্ষিতৌ ॥ ৮

বেতাল-ভৈরব বংশকীর্ত্তন

মুনিগণ বলিলেন ;—ঔর্ব্বমুনি সগর রাজার সমীপে যে সদাচার এবং রাজনীতি বর্ণন করিয়াছেন, তাহা আপনার মুখে শ্রবণ করিলাম। ১

বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর-নামক শাস্ত্রে এই সকল বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে এবং সদাচারসমূহও আপনার অনুগ্রহে জানিতে পারিব। ২

কিন্তু আমাদের অন্য একটি সংশয় আছে, আপনি পূর্ব্বে তাহা অপনোদন করেন নাই। অতএব সম্প্রতি আমরা প্রশ্ন করিতেছি, সংশয় ছেদনপূর্ব্বক আমাদের কৌতুক বর্দ্ধন করুন। ৩

বেদবাক্যে এবং লোকতঃ শ্রুত হইয়া থাকে, পুত্রহীন ব্যক্তির গতি নাই। বেতাল এবং ভৈরব পূর্ব্বে তপস্যার্থে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছিল। ৪

তৎপূর্ব্বে তাহারা দারপরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদের পুত্র ছিল না। তাহাদের পুত্র উৎপন্ন হয় নাই, কি হইয়াছিল—তাহাদের অবস্থার বিষয় বর্ণন করুন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে সাধুগণ! অপুত্রক ব্যক্তির গতি নাই, ইহা নিশ্চয়। নিজপুত্র অথবা ভ্রাতৃপুত্র দ্বারাও সপুত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। ৬

হে মহর্ষিগণ! বেতাল এবং ভৈরব মহাবলশালী ছিলেন এবং তাঁহাদের পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। বিশেষরূপে তাঁহাদের বংশ বর্ণন করিতেছি। ৭

তদা হরস্য বচনান্নন্দী তৌ রহসি দ্বিজাঃ।
প্রাহেদং বচনং তথ্যং সান্ত্বয়ন্নিব বোধকৃৎ ॥ ৯

নন্দ্যুবাচ—

অপুত্রৌ পুত্রজননে ভবন্তৌ শঙ্করাজ্ঞয়া।
যততাং জাতপুত্রস্য সর্ব্বত্র সুলভা গতিঃ ॥ ১০
পুন্নামনরকং পুত্রবিহীনঃ পরিপশ্যতি।
ন তপোভির্ন ধর্ম্মেণ তস্মোচয়িতুমীশ্বরঃ ॥ ১১
কেবলাৎ পুত্রজননাত্তস্মান্মোক্ষঃ প্রজায়তে।
তদুৎপাদয়তাং পুত্রং ভবন্তৌ দেবযোনিষু ॥ ১২
অমর্ত্ত্যতা তু যুবয়োঃ ক্ষীরপানাদজায়ত।
কাত্যায়ন্যাস্ততঃ পুত্রানমর্ত্ত্যাঃ স্যুর্ন যত্নতঃ ॥ ১৩
তস্মাদ্যথা তথা পুত্রানুৎপাদ্য সুরযোনিষু।
প্রিয়ৌ ভবন্তৌ শিবয়োর্ভবনং ন চিরাদিতি ॥ ১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তথেতি বচনং শ্রুত্বা নন্দিনঃ প্রীতমানসৌ।
এবমেব করিষ্যাবো নন্দিনঞ্চেত্যভাষতাম্ ॥ ১৫
ততস্তৌ সততং কৃত্বা নন্দিনো বচনং হৃদি।
অচেষ্টতাং স্বপুত্রার্থে ব্রজন্তৌ তাবিতস্ততঃ ॥ ১৬
অথৈকদা ভৈরবোঽসৌ উর্ব্বশীমপ্সরোবরাম্।
হিমবৎপর্ব্বতপ্রস্থে দদর্শ সুমনোহরাম্ ॥ ১৭

বেতাল এবং ভৈরব যে কালে অভিমত সিদ্ধি লাভ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া আনন্দিতচিত্তে শিবমন্দির কৈলাসশিখরে গমন করে, হে দ্বিজগণ! সেইকালে মহাদেবের আজ্ঞায় পার্ষদপ্রবর নন্দী নির্জনে তাঁহাদিগকে শান্ত-বাক্যে প্রবোধিত করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৮-৯

মহাদেবের আজ্ঞা আপনারা পুত্রহীন। পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত চেষ্টা করুন। পুত্র বা ব্যক্তি সর্ব্বত্র সদ্গতি লাভ করে। ১০

পুত্রহীন ব্যক্তি পুন্নাম নরকে নিবাস করে। তপস্যা, যজ্ঞ এবং ধর্ম্মাদি দ্বারাও সেই নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়ান্তর নাই। ১১

কেবল পুত্রদ্বারাই পুন্নাম নরক হইতে মুক্তিলাভ হয়; অতএব আপনারা দেবযোনিতে নিজপুত্র উৎপাদনের প্রয়াস করুন। ১২

পর্ব্বত-নন্দিনীর স্তন্যপানে আপনাদিগের অমনুষ্যত্ব দূর হইয়াছে। কাত্যায়নীর পুত্র মনুষ্য হইতে পারে না। ১৩

অতএব আপনারা সুররমণীতে পুত্র উৎপাদন করিয়া শীঘ্র মহাদেবের প্রিয়-পাত্র হউন। ১৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বেতাল এবং ভৈরব নন্দীর বচনে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, তোমার কথানুরূপ কার্য্য করিব। ১৫

তদনন্তর নিরন্তর নন্দীর বাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহারা ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬

অথ তাং কামুকো ভূত্বা যযাচে সুরতোৎসবম্ ।
বেশ্যাভাবাচ্চ সুপ্রীতা সা যথেচ্ছমুবাচ তম্ ॥ ১৮
ততস্তস্যাং ভৈরবস্তু চকার সুরতোৎসবম্ ।
প্রীতায়ামুর্ব্বশীদেব্যাং সুপ্রীতোঽভূচ্চ কেলিভিঃ ॥ ১৯
সুপ্রীতায়ামথোর্ব্বশ্যাং তেজোভির্ভৈরবস্য তু ।
সদ্যোজাতো ভবৎ পুত্রো বালসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥ ২০
তন্তু পুত্রং পরিত্যজ্য যযৌ স্বস্থানমুর্ব্বশী ।
আদায় তনয়ং পশ্চাদ্ভৈরবঃ স্বপদং যযৌ ॥ ২১
সংস্কৃত্য তনয়ং তন্তু ভৈরবো মোদসংযুতঃ ।
সুবেশমিতি তন্নাম চকার সগণাধিপঃ ॥ ২২
অথ তং জাতবয়সং শক্রসূর্য্যসমপ্রভম্ ।
বিদ্যাধরাধিপত্যে তু সুরেশমভ্যষেচয়ৎ ॥ ২৩
স তু বিদ্যাধরাধ্যক্ষস্তনয়ামতিসুন্দরীম্ ।
যেমে গন্ধর্ব্বরাজস্য ধৃতরাষ্ট্রাহ্বয়স্য চ ॥ ২৪
তস্যাং তস্য সুতো জজ্ঞে রুরুর্নাম মনোহরঃ ।
রুরোস্তু তনয়ো বাহুর্মেনাক্যামভ্যজায়ত ॥ ২৫
বাহোস্তু পুত্রাশ্চত্বারস্তপনোঽঙ্গদ ঈশ্বরঃ ।
কুমুদোঽভূৎ কনীয়াংস্তু চার্ব্বত্যান্ত মনোহরঃ ॥ ২৬
কুমুদস্য সুতো জজ্ঞে দেবসেনো মহাবলঃ ।
স দেবসেনঃ পৃথিবীমবতীর্য্য মনোহরঃ ॥ ২৭

অনন্তর একদিন ভৈরব অপ্সরা-শ্রেষ্ঠা মনোহারিণী উর্ব্বশীকে হিমালয়-পর্ব্বতের শিখরে দর্শন করিলেন। ১৭

কামাকৃষ্ট হইয়া উর্ব্বশীর নিকট সুরতোৎসব প্রার্থনা করিলেন। সেও বেশ্যাভাবে সন্তুষ্টা হইয়া ইচ্ছানুরূপ আদেশ করিল। ১৮

তদনন্তর ভৈরবও তাহার অভিপ্রায় মতে তাহার সহিত সুরতক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ; এবং সন্তুষ্টা উর্ব্বশীর সহিত বিহারে সন্তুষ্ট হইলেন। ১৯

তাঁহার রমণে সন্তুষ্টা উর্ব্বশীর গর্ভে সূর্য্যসদৃশ বীর্য্যবান্ পুত্র সদ্যই উৎপন্ন হইল। ২০

উর্ব্বশী সেই পুত্রকে ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল, ভৈরবও সেই পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া নিজ স্থানে আগমন করিলেন। ২১

প্রমথগণশ্রেষ্ঠ ভৈরব আনন্দিতচিত্তে সেই পুত্রটির জাতসংস্কারাদি করত সুবেশ নামে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ২৩

অনন্তর চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় কান্তিশালী সুবেশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাধরগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত হইলেন। ২৩

বিদ্যাধররাজ সুবেশ, গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পরম-সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ২৪

সেই কন্যার গর্ভে সুবেশের ঔরসে রুরু নামক পুত্র উৎপন্ন হইল। রুরুর ঔরসে মেনকার গর্ভে বাহু নামে পুত্র উৎপন্ন হইল। ২৫

বাহুর—তপন, অঙ্গদ, ঈশ্বর এবং কুমুদ নামে চারিজন পুত্র জন্মে। তাহার মধ্যে পরম সুন্দর কুমুদ কনিষ্ঠ। ২৬

মান্ধাতুর্যৌবনাশ্বস্য তনয়াং কেশিনীং মুহুঃ।
রময়ামাস ভার্য্যার্থে সুবস্ত্রীমপ্সরঃসমাম্ ॥ ২৮
যৌবনাশ্বোঽপি মান্ধাতা শক্রস্য বচনাদ্দদৌ।
কেশিনীং তনয়াং স্বীয়াং দেবসেনায় বাঞ্ছয়া ॥ ২৯
কেশিনীমুপযম্যাথ দেবসেনস্তয়া সহ।
বারাণস্যাং শম্ভুপুর্য্যাং হরমারাধয়চ্চিরম্ ॥ ৩০
আরাধিতো হরঃ প্রীতস্তস্মৈষ্টং প্রদদৌ বরম্।
সোঽপ্যাদদে হরাত্তস্মাদিষ্টমেব বরত্রয়ম্ ॥ ৩১
যাবচ্চ সূর্য্যো ভবিতা তাবৎ স্থাস্যতি সন্ততিঃ।
অস্মাকমেব নগর্য্যাং যে মদ্বংশস্যাপি রাজতা ॥ ৩২
প্রসন্নো মম বংশে ত্বমিত্থমেব ভবিষ্যসি।
ইত্যাদায় বরং সোঽপি দেবসেনো মহাকৃতি ॥ ৩৩
শঙ্করস্য প্রসাদেন চিরং তাং বুভুজে পুরীম্।
দেবসেনোঽথ কেশিন্যাং জনয়ামাস পুত্রকান্ ॥ ৩৪
যূয়ং শৃণুত সপ্তৈতান্নামতঃ কীর্ত্তিতাংস্তথা।
সুমনা বসুদানশ্চ ঋতুধ্বজ্ যবনঃ কৃতী ॥ ৩৫
নীলো বিবেকী হ্যেতে বৈ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ।
সর্ব্বে বংশকরাঃ পুত্রা দেবসেনস্য সত্তমাঃ ॥ ৩৬
অথ কালে তু সম্প্রাপ্তে দেবসেনোঽপি ভার্য্যয়া।
পুত্রেষু রাজ্যং নিঃক্ষিপ্য যাতো বিদ্যাধরক্ষয়ম্ ॥ ৩৭

কুমুদের ঔরসে মহাবলশালী দেবসেন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুন্দর সেই দেবসেন পৃথিবীমণ্ডলে আগমন করত যৌবনাশ্ব মান্ধাতার কন্যা কোমলাঙ্গী অপ্সরাসদৃশী কেশিনীর সহিত নিরন্তর রমণ করিতে লাগিলেন। ২৭-২৮

যৌবনাশ্ব মান্ধাতা স্বীয় কন্যা কেশিনীকে ইন্দ্রের কথা অনুসারে দেবসেনের হস্তে প্রদান করিলেন। ২৯

দেবসেন, যথাবিধি কেশিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া হরনগরী কাশীধামে তাঁহার সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০

পশুপতি তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া অভিমত বরদানের নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ৩১

দেবসেন তাঁহার নিকট অভিলষিত বরত্রয় প্রার্থনা করিলেন। যতকাল পর্য্যন্ত প্রভাকর নিজ প্রভা বিস্তার করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমার বংশীয় রাজগণ কাশীপুরের অধিপতি হইবে এবং আপনিও আমার বংশে প্রসন্ন থাকিবেন। ৩২

মহামতি দেবসেন মহাদেবের নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহে বহুকাল পর্য্যন্ত কাশীর আধিপত্য করিলেন। ৩৩

অনন্তর, দেবসেন কেশিনীর গর্ভে সাতটি পুত্র উৎপন্ন করেন, তাহাদের নাম এবং কীর্ত্তি শ্রবণ কর। ৩৪

সুমনা, বসুদান, ঋতধ্বজ, যবন, কৃতী, নীল এবং বিবেকী এই সকল দেবসেনতনয় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বংশবর্দ্ধক এবং সংশীল। ৩৫-৩৬

ততস্তে তস্য তনয়াঃ কৃত্বা সুমনসং নৃপম্ ।
বসুধানাদয়ঃ সর্ব্বে বুভুজুশ্চোত্তমাং শ্রিয়ম্ ॥ ৩৮
জাতাঃ সুমনসঃ পুত্রাস্ত্রয়ঃ শূরা মহাবলাঃ ।
সুমতিশ্চ বিরূপশ্চ সত্যঃ শাস্ত্রার্থপারগাঃ ॥ ৩৯
সুমতেরভবৎ কল্পঃ সুতঃ সত্যস্য তিত্তিরঃ ।
বিরূপস্যাভবদ্‌গাধি র্গাধেশ্মিত্রোঽভবৎ সুতঃ ॥ ৪০
তেষাং কল্পোঽভবদ্রাজা কল্পাত্তু বিজয়োঽভবৎ ।
যো বিজিত্য ক্ষিতিং সর্ব্বাং পার্থিবান্ ভূরিতেজসঃ ॥ ৪১
শক্রস্যানুমতে চক্রে খাণ্ডবং শতযোজনম্ ॥ ৪২
যৎ সব্যসাচী হুতবহং পাণ্ডুপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
আবহৎ পরমাং প্রীতিং জ্বলনস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৩

ঋষয় উচুঃ—

কথং স খাণ্ডবং চক্রে বিজয়ঃ শতযোজনম্ ।
তদ্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামঃ কথয়স্ব তপোধন ॥ ৪৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

সোমবংশেঽভবদ্রাজা মহাবলপরাক্রমঃ ।
বীরঃ সুদর্শনো নাম চারুরূপঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৫
স বৈ হিমবতো নাতিদূরে ভক্ত্যা মহাবলম্ ।
সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ সমুৎসার্য্য কচিচ্চাপি তপোধনান্ ॥ ৪৬

অনন্তর দেবসেন, যথাসময়ে পুত্রসকলের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ভার্য্যার সহিত বিদ্যাধরলোকে গমন করিলেন। অনন্তর দেবসেনের পুত্রগণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুমনাকে রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া, তাঁহার অনুগত হইয়া রাজলক্ষ্মী ভোগ করিতে লাগিলেন। ৩৭-৩৮

সুমনার শাস্ত্রার্থ-বিশারদ মহা-বলশালী বীর সুমতি, বিরূপ এবং সত্য নামে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হইল। ৩৯

সুমতির কল্প নামে এবং সত্যের তিত্তির নামে পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কল্প, সিংহাসনে উপবেশন করে। ৪০

কল্পের বিজয় নামে এক পুত্র হয়। বিজয় সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল এবং মহাবল নৃপমণ্ডলকে জয় করেন। কল্পপুত্র বিজয় ইন্দ্রের আদেশে খাণ্ডব নামে শত-যোজন বিস্তৃত বন নির্ম্মাণ করেন। ৪১-৪২

এই বনকে পাণ্ডুপুত্র মহাবল অর্জ্জুন হুতাশনের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত দগ্ধ করেন। ৪৩

ঋষিগণ বলিলেন,—হে তপোধন! বিজয় কি নিমিত্ত শত যোজন পরিমাণে খাণ্ডব বন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? সেই বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন। ৪৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—চন্দ্রবংশে মহাত্মা মহাবল বীর সুন্দর এবং প্রতাপবান্ সুদর্শন নামে নৃপতি হইয়াছিলেন। ৪৫

মুনিগণ! মহাবল শিবভক্ত সুদর্শন রাজা হিমালয় পর্ব্বতের সমীপে হিংস্র সিংহব্যাঘ্রসমূহকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। ৪৬

খাণ্ডবীং নাম নগরীমকরোত্তত্র শোভনাম্ ।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণামায়তাং শতযোজনাম্ ॥ ৪৭
উচ্চপ্রাকারসংযুক্তাং সাট্টালামুন্নতোত্তমাম্ ।
নিম্নাভিরুচ্চদীর্ঘাভিঃ পরিখাভিঃ সমাবৃতাম্ ॥ ৪৮
অধৃষ্যামপরৈর্বীরৈর্নানাজনসমাবৃতাম্ ।
দীর্ঘিকাভিশ্চোপবনৈর্বহুভিশ্চাপ্যকোপনৈঃ ।
আকীর্ণাঞ্চ তথারামৈরুন্নতৈরপি মানবৈঃ ॥ ৪৯
সোৎসবাঃ সততং যত্র জনা দেবান্ দিবি স্থিতান্ ।
স্পর্দ্ধন্তে স্ম মুদা যুক্তা আঢ্যা ভোগসমন্বিতাঃ ॥ ৫০
স বৈ সুদর্শনো রাজা খাত্বা ভূমিং বিদার্য্য চ ।
গঙ্গাং কনখলাং দেবীং স্রাবয়ামাস খাণ্ডবীম্ ॥ ৫১
সংপ্রাব্য খাণ্ডবীমধ্যং ক্ষেত্রং খাতৈশ্চ বর্ত্মভিঃ ।
বক্রানুবক্রগা ভূত্বা যাতি সীতাং নদীং প্রতি ॥ ৫২
স জিত্বা সকলান্ ভূপান্ বিত্তান্যাহৃত্য ভূরিশঃ ।
রাশীচকার খাণ্ডব্যাং মধ্যে রত্নৈরনেকশঃ ॥ ৫৩
অন্যেষাং নগরেভ্যস্তু জনানানীয় ভূপতিঃ ।
খাণ্ডব্যাং বাসয়ামাস হঠাদপি সুদর্শনঃ ॥ ৫৪
দেবদানবগন্ধর্ব্বান্ জিত্বা জিত্বা মুধা কৃতী ।
দেববৃক্ষং দেবকুঞ্জং দেবীং চাপি তপোময়ীম্ ।
খাণ্ডব্যাং রোপয়ামাস স ভূপালঃ সুদর্শনঃ ॥ ৫৫

ত্রিংশৎ যোজন পরিমাণে বিস্তৃত ও শত যোজন দীর্ঘ খাণ্ডবী নামে নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৪৭

উন্নত প্রাকারমণ্ডল-পরিবৃত সেই নগর উন্নত অট্টালিকা পঙ্‌ক্তিদ্বারা বিরাজিত হইয়াছিল। নিম্ন এবং উন্নত পরিখা সেই নগরের চতুষ্পার্শ্বে পরিবৃত থাকিত। ৪৮

সেইজন্য বিপক্ষীয় সৈন্যের প্রবেশ করিবার সাধ্য ছিল না এবং তথায় নানা প্রকার মনুষ্য সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিত দীর্ঘিকা, বহুতর উপবন, সরোবর এবং উন্নত মনুষ্যগণ সর্ব্বদা মহানন্দে অধিষ্ঠান করিত। ৪৯

তাহারা স্বর্গস্থিত দেবগণের সহিত অতুল ঐশ্বর্য্যে এবং অনন্ত আনন্দে স্পর্দ্ধা করিত। ৫০

সুদর্শন রাজা ভূমি বিদারণ করিয়া কনখলা নামে প্রসিদ্ধা গঙ্গাদেবীকে খাণ্ডবীপুরে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ৫১

উক্ত নদী খাণ্ডবীর মধ্য দিয়া খাতপথে উত্তাল তরঙ্গলেখায় উক্ত নগরীকে সিক্ত করিয়া সীতানাম্নী নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়াছেন। ৫২

রাজা সুদর্শন অনেক অনেক পৃথিবীপতিগণকে জয় করিয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করিলেন। অনেক অনেক রত্নরাশিতে খাণ্ডবী নগরী মণ্ডিত করিলেন। ৫৩

পৃথিবীপতি সুদর্শন, অন্যান্য নরপতিগণের রাজ্য হইতে প্রজাগণকে আনয়ন করত নিজ নগরে স্থাপিত করিলেন। ৫৪

অসহিষ্ণুস্ততো বিজয়ো নৃপতিং তং সুদর্শনম্ ।
কৃতাপচারং বহুধা দেবানাঞ্চ তথা নৃণাম্ ॥ ৫৬
বারাণসাপতিং বীরং বিজয়ং জয়শালিনম্ ।
সন্ধায় কৃতসাচিব্যং ভবৈরে সমযোজয়ৎ ॥ ৫৭
বিজয়ো বিবরং প্রাপ্য মহাবলপরাক্রমঃ ।
সুদর্শনস্য নৃপতেরবস্কন্দমথাকরোৎ ॥ ৫৮
নাসহৎ স হ্যবস্কন্দং বিজয়স্য সুদর্শনঃ ।
চতুরঙ্গবলেনাশু যুদ্ধায়াভিমুখোঽভবৎ ॥ ৫৯
বিজয়ো রথমারুহ্য নিযোজ্য চতুরঙ্গিণীম্ ।
সেনাং সুদর্শনং যোদ্ধুং সম্মুখোঽভবদঞ্জসা ॥ ৬০
তদা মহাযুদ্ধমাসীদ্বিজয়েন মহাত্মনা ।
সুদর্শনস্য নৃপতের্যথা বাসববৃত্রয়োর্যথা ॥ ৬১
সুদর্শনস্য সেনানী রুমধামা নাম বীর্যবান্ ।
কাঞ্চনং রথমারুহ্য বিজয়ং সম্মুখোঽভ্যয়াৎ ॥ ৬২
অক্ষৌহিণ্যস্তু সপ্তাস্য পরিবার্য্য সমন্ততঃ ।
বাধমানাং শত্রুসেনাং যাবতীমুদ্যতায়ুধঃ ॥ ৬৩
বিজয়স্য চ সেনানীঃ সঞ্জয়ঃ স রিপুঞ্জয়ঃ ।
নানানীকেন জগ্রাহ রুমধামং সসৈনিকম্ ॥ ৬৪
তয়োর্মহদভূদ্যুদ্ধং সেনাধ্যক্ষবীরয়োর্মহৎ ।
ববর্ষ শরবর্ষেণ রুমধামাথ সঞ্জয়ম্ ॥ ৬৫

রাজা সুদর্শন যুদ্ধে দেব, দানব ও গন্ধর্বদিগকে জয় করিয়া দেববৃক্ষ, দেবরত্ন ও দৈবী ঔষধি বৃক্ষ আনিয়া খাণ্ডবনে রোপণ করাইয়াছিলেন। ৫৫

দেব এবং মনুষ্যগণের অপকারকারী সুদর্শনের সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া বিজয় নরপতি তাহার অনিষ্ট চেষ্টা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ৫৬

বারাণসীর ঈশ্বর বিজয় রাজা সুদর্শনের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৫৭

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়, ছিদ্রান্বেষণ-পর হইয়া কোনছলে সুদর্শনকে আক্রমণ করিলেন। ৫৮

সুদর্শন, বিজয়ের গতিরোধার্থ চতুরঙ্গ-বলের সহিত সমরাভিমুখ হইলেন। বিজয় নরপতি চতুরঙ্গসৈন্যের সহিত রথে আরোহণ করত সুদর্শনের সহিত যুদ্ধচিত্তে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ৫৯-৬০

পূর্বে ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরে যে প্রকার অদ্ভুত যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার মহাত্মা বিজয় এবং সুদর্শনের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ৬১

সুদর্শন নৃপতির সেনাধ্যক্ষ রুমধামা সুবর্ণরথে আরোহণ করত মহাবেগে বিজয় রাজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ৬২

বিজয় রাজার অস্ত্রধারিণী সাত অক্ষৌহিণী সেনা চতুর্দ্দিক পরিবৃত করিয়া ক্রোধান্ধ শত্রুসেনাকে আক্রমণ করিল। ৬৩

বিজয় রাজার সেনাপতি রিপুঞ্জয় সঞ্জয়, সেনার সহিত সেনাপতি রুমধামাকে গ্রহণ করিল। সেনাপতিদ্বয়ের পরস্পর মহাবলে বিপুল যুদ্ধ হইল। রুমধামা সঞ্জয়ের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিল। ৬৪-৬৫

কুর্ব্বংশ্চাপি মহানাদং গজং দৃষ্ট্বেব কেশরী ।
রুমণ্বানথ বিংশত্যা বাণৈর্বিব্যাধ সঞ্জয়ম্ ।
ক্ষুরপ্রেণ ধনুস্তস্য চিচ্ছেদ কৃতহস্তবৎ ॥ ৬৬
সোঽপি কার্ম্মুকমাদায় তদান্যৎ সঞ্জয়স্ত্রিভিঃ ।
বাণৈর্বিব্যাধ ভল্লেন ধনুশ্চিচ্ছেদ তৎক্ষণাৎ ॥ ৬৭
শতান্যষ্টৌ চ নাগানাং সহস্রাণি চ পঞ্চষট্ ।
পত্তীনাং বাজিনাং ত্রীণি সহস্রাণি সমন্ততঃ ।
সঞ্জয়ো নির্জ্জঘানাশু বাণবর্ষৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ৬৮
অথান্যদ্ধনুরাদায় রুমণ্বান্ কুপিতো ভৃশম্ ।
ভল্লেন সারথেরস্য শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥ ৬৯
হয়াংশ্চাস্য চতুর্ভিস্তু বাণৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ।
চতুরঃ পঞ্চভির্ব্বাণৈরবিধ্যচ্চাপি সঞ্জয়ম্ ॥ ৭০
সঞ্জয়োঽপ্যতিবেগেন গদামাদায় তৎক্ষণাৎ ।
অবতীর্য্য রথোপস্থাদ্রুমণ্বন্তমধাবত ॥ ৭১
স ধাবন্তং সঞ্জয়ং তং রুমণ্বান্ কৃতহস্তবৎ ।
শরবর্ষেণ মহতা বারয়ামাস সঞ্জয়ম্ ॥ ৭২
গদায়া ভ্রামণেনাসৌ নিবার্য্য শরবর্ষণম্ ।
আসসাদ রুমণ্বন্তং কেশরীব মহাগজম্ ॥ ৭৩
আসাদ্য তাং গদাং গুর্ব্বীমাবিধ্যাতীব সঞ্জয়ঃ ।
একেনৈব প্রহারেণ সরথং তং ব্যপোথয়ৎ ॥ ৭৪

সিংহ যে প্রকার গজরাজকে দর্শন করত তুমুল শব্দ করে, রুমণ্বান্ সেই প্রকার ঘোর শব্দ করিয়া বিংশতি বাণে সঞ্জয়কে বিদ্ধ করিল এবং যুদ্ধকুশল রুমণ্বান্ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সঞ্জয়ের ধনুক ছেদন করিল। ৬৬

সঞ্জয়ও অন্য ধনুক গ্রহণ করত তিন বাণে রুমণ্বান্‌কে বিদ্ধ করিল এবং ভল্ল অস্ত্রে ধনুক ছেদন করিল। ৬৭

সঞ্জয় রুমণ্বানের আট শত হস্তী, পাঁচ ছয় হাজার পদাতিক এবং তিন হাজার অশ্ব তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণে ছেদন করিল। ৬৮

রুমণ্বান্ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য ধনুকে ভল্লাস্ত্র সংযোজিত করিয়া সঞ্জয়-সারথির মস্তক দেহ হইতে পাতিত করিলেন। ৬৯

বাণচতুষ্টয়ে ঘোটক-চতুষ্টয়কে যমভবনে প্রেরণ করিয়া, পাঁচ বাণে সঞ্জয়কে বিদ্ধ করিল। ৭০

সঞ্জয়ও তৎক্ষণে রথ হইতে অবতরণ করত এক গদা গ্রহণপূর্ব্বক রুমণ্বানের পশ্চাতে ধাবন করিতে লাগিল। ৭১

সমর-প্রবীণ রুমণ্বান্ পশ্চাদ্‌ধাবী সঞ্জয়কে শীঘ্রই বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া নিবারিত করিলেন। ৭২

সিংহ যে প্রকার মদমত্ত মাতঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করে, সেইরূপ রিপুঞ্জয় সঞ্জয়ও প্রচণ্ড গদার ভ্রামণে বাণবর্ষণ নিবারিত করিয়া রুমণ্বানের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৭৩

সঞ্জয় দুর্জ্জয় গদা ভ্রামণ করত একবার প্রহারে রথের সহিত রুমণ্বান্‌কে ভূমিসাৎ করিল। ৭৪

স পপাত মহাবীরঃ পৃথিব্যাং গদয়াহতঃ ।
বজ্রাহতো যথা শালঃ প্রফুল্লো বনমধ্যগঃ ॥ ৭৫
রুমণ্বন্তং নিপতিতং দৃষ্ট্বা রাজা সুদর্শনঃ ।
শোককোপসমাবিষ্টঃ সধূম ইব পাবকঃ ॥ ৭৬
জ্বালাকুলদেহোঽপি ক্রোধেনাতীব সংযুতঃ ।
আরুহ্য জবনৈরশ্বৈর্যুক্তং বৈয়াঘ্রকৃত্তিনা ॥ ৭৭
রথং কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং সিংহধ্বজবিভূষিতম্ ।
আমুক্তো ধনুরাদায় বিস্ফার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৮
সসৈন্যঃ সঞ্জয়ং রাজা সমাদ্রবত বেগবান্ ।
অথাস্য নিশিতৈঃ শস্ত্রৈঃ সেনামগ্রগতাং ভৃশম্ ॥ ৭৯
অহনৎ সকলাং রাজা মৃগানিব মৃগাধিপঃ ।
একামক্ষৌহিণীমগ্রগামিণীং বিপুলৌজসাম্ ॥ ৮০
ক্রোশদ্বয়েন মহনস্তমাংসীব দিবাকরঃ ।
হত্বা চাক্ষৌহিণীমেকামাসাদ্য সঞ্জয়ং নৃপঃ ॥ ৮১
বাণৈঃ ষষ্ট্যা তু বিব্যাধ ধ্বজমেকেন চিচ্ছিদে ।
সঞ্জয়োঽপাথ বিংশত্যা হৃদি বিদ্ধ্বা সুদর্শনম্ ॥ ৮২
ললাটে চৈকবাণেন প্রাবিধ্যৎ কৃতহস্তবৎ ।
ক্ষুরপ্রেণাস্য কোদণ্ডং ছিত্ত্বা রাজ্ঞঃ প্রতাপবান্ ॥ ৮৩
সারথিং দশভির্বাণৈঃ পুনর্বিব্যাধ সঞ্জয়ঃ ॥ ৮৪
কোদণ্ডমন্যমাদায় তদা রাজা সুদর্শনঃ ।
শরবর্ষেণ তীব্রেণ ববর্ষাতীব সঞ্জয়ম্ ॥ ৮৫

রুমণ্বান্ গদাঘাতে বন-মধ্যস্থিত উন্নত শালবৃক্ষ যে প্রকার বজ্রাঘাতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ পৃথিবী মধ্যে পতিত হইল। ৭৫

সুদর্শন রাজা রুমণ্বানকে পতিত দর্শন করিয়া ধূমযুক্ত বহ্নির ন্যায় শোক এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন। ৭৬

এবং শোকাকুল হইয়াও ক্রোধবশে বেগবান্ অশ্বযুক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিবৃত, সুবর্ণ দ্বারা চিত্রিত এবং সিংহধ্বজযুক্ত রথে আরোহণকরত বার বার কার্ম্মুক বিস্ফারিত করিয়া বেগে সসৈন্য সঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। ৭৭-৭৯

মৃগরাজ সিংহ যে প্রকার ক্ষুদ্র মৃগসমূহকে অবলীলাক্রমে বিনাশিত করে, সেই প্রকার সুদর্শনও নিশিত শস্ত্রসমূহ দ্বারা শত্রুসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন। ৮০

তিমিরহারী সূর্য্য যে প্রকার অন্ধকার নাশ করেন, রাজাও সেইরূপ দুই ক্রোশ অগ্রগামিনী মহাবল এক অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট করিলেন। ৮১

এই প্রকারে এক অক্ষৌহিণী সেনা নাশ করিয়া একাকী সঞ্জয়ের সমীপে উপস্থিত হইয়া ছয় বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ৮২

এবং এক বাণে রথধ্বজ ছিন্ন করিলেন। সমরকুশল সঞ্জয়ও বিংশতি বাণে সুদর্শনকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ললাট ভেদ করিলেন। ৮৩

অর্দ্ধচন্দ্রবাণে সুদর্শনের ধনুক ছেদন করিয়া দশবাণ দ্বারা সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ৮৪

তদনন্তর সুদর্শন রাজা অন্য ধনুক গ্রহণ করত ভয়ানক শরবর্ষণ দ্বারা সঞ্জয়কে ব্যাকুল করিলেন। ৮৫

তয়োর্ম্মহদভূদ্যুদ্ধং মুনিবিস্ময়কারকম্ ।
শক্রবৈরোচনং তৌ তৌ কুর্ব্বজয়াসয়কোবিদ ॥ ৮৬
ততঃ সুদর্শনো রাজা ভল্লেনাস্য দৃঢ়ং ধনুঃ ।
চিচ্ছেদ সারথিঞ্চাস্য জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮৭
স্বয়ং সংযম্য বাহান্ স সঞ্জয়ঃ পরবীরহা ।
ধনুরন্যৎ সমাদায় পরিবার্য্য সুদর্শনম্ ॥ ৮৮
বিব্যাধ দশভির্বাণৈর্ধনুরশ্চাচ্ছিনচ্চতম্
শরাসনান্তরং রাজা সংধায় সুদর্শনঃ ॥ ৮৯
সঞ্জয়স্য চতুর্বাহাঞ্চরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ।
মুষ্টৌ ধনুশ্চ চিচ্ছেদ তঞ্চ বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ৯০
বিরথশ্ছিন্নবাণশ্চ সঞ্জয়ঃ খড়্গচর্ম্মণী ।
আদায় সম্মুখং রাজ্ঞোঽভ্যদ্রবৎ কুপিতো ভৃশম্ ॥ ৯১
তস্য চাপং ততঃ খড়্গং ক্ষুরপ্রেণ সুদর্শনঃ ।
দ্বিধা চিচ্ছেদ ভল্লেন চর্ম্ম চাপ্যচ্ছিনত্তদা ॥ ৯২
অথ ক্রুদ্ধং তদোপেত্য সঞ্জয়ঃ স্যন্দনোত্তমম্ ।
সুদর্শনস্য সূতন্তু করাভ্যাং পাতয়ৎ ক্ষিতৌ ॥ ৯৩
রথাভ্যাসে গতস্যাস্য সঞ্জয়স্য সুদর্শনঃ ।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসৌ ন্যপতদ্ভুবি ॥ ৯৪
স পপাত তদা তস্য রথাভ্যাসে মহাবলঃ ।
কৃত্তঃ পরশুনারণ্যে পুষ্পিতঃ শালবৃক্ষবৎ ॥ ৯৫
সঞ্জয়ং পতিতং দৃষ্ট্বা বিজয়ঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
মহতা শঙ্খনাদেন নাদয়ংস্তু নভঃস্থলম্ ॥ ৯৬

পূর্ব্বে যে প্রকার ইন্দ্র ও দৈত্যেন্দ্র বলির পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই প্রকার সর্ব্ববিস্ময় সুদর্শন এবং সঞ্জয়ের সংগ্রাম হইতে লাগিল। ৮৬

তদনন্তর, সুদর্শন রাজা, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে সঞ্জয়ের ধনু ছেদন করিলেন। শাণিত শস্ত্রদ্বারা সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ৮৭

এবং বাণদ্বারা ঘোটকচতুষ্টয়কে যমভবনে প্রেরণ করিলেন। ধনুক ছিন্ন করিয়া তাঁহাকেও বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর সঞ্জয় ধনু এবং রথ বিনষ্ট হইলে অবনীতে অবতরণ করিয়া খড়্গ এবং চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সুদর্শন রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুদর্শন রাজা, সঞ্জয়কে ক্রোধভরে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে খড়্গ এবং ভল্ল দ্বারা চর্ম্মচ্ছেদন করিলেন। ৮৮-৯২

সুদর্শন সারথি বেগে আগমন করত উৎকৃষ্ট সঞ্জয়-রথ হস্ত দ্বারা ভূতলসাৎ করিল। ৯৩

সুদর্শন খড়্গদ্বারা রথ-সমীপগত সঞ্জয়ের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। সঞ্জয়ও ছিন্ন মস্তক হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। ৯৪

কানন-মধ্যে কুঠার দ্বারা ছিন্ন কুসুমিত শালবৃক্ষ পতিত হইলে যে প্রকার হয়, সঞ্জয়ও সুদর্শন রাজার খড়্গে ছিন্ন হইয়া সেইরূপ হইয়াছিল। ৯৫

বিজয়রাজা সঞ্জয়কে শত্রুশরে পতিত দেখিয়া ক্রোধভরে শঙ্খনাদ দ্বারা গগনমণ্ডল শব্দিত করত স্বর্ণ-চিত্রিত ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-শোভিত অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত কেতু-

রথেন স্বর্ণচিত্রেণ ব্যাঘ্রচর্ম্মবিরাজতা।
কেতুনা বৃষভেনাথ যোজনার্দ্ধোচ্ছ্রিতেন চ ॥ ৯৭
নাদয়ন্ ককুভঃ সর্ব্বা রথৌঘপরিবেষ্টিতঃ।
বিমুঞ্চঞ্ছরবর্ষাণি সমাপ চ সুদর্শনম্ ॥ ৯৮
আসাদ্য তং নৃপং ভূপো বিজয়ঃ পরবীরহা।
হৃদি বিদ্ধা ত্রিভির্বাণৈস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৯৯
সুদর্শনোঽপি বিজয়ং নদন্তং কুঞ্জরোপমম্।
দশভির্নিশিতৈর্বাণৈর্বিদ্ধা চিচ্ছেদ তদ্ধনুঃ ॥ ১০০
অথৈনঞ্চিন্নধন্বানং জত্রুদেশে ত্রিভিঃ শরৈঃ।
নির্ভিদ্যাথ মহানাদং ননাদ স সুদর্শনঃ ॥ ১০১
সোঽন্যদ্ধনুঃ সমাদায় কঙ্কপত্রৈস্ত্রিভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ হৃদয়ে বীরো বিজয়োঽপি সুদর্শনম্ ॥ ১০২
ততস্তমুদ্দিশ্য মহাশক্তিং সুদীপিতাম্।
নাগকন্যাং কোপযুক্তাং লেলিহানামিবাতুলাম্ ॥ ১০৩
স্বর্ণদণ্ডাং সুতীক্ষ্ণাগ্রাং তৈলধৌতাং সুনির্ম্মলাম্।
সমুদ্যম্যাথ চিক্ষেপ বিজয়ঃ শাত্রবং প্রতি ॥ ১০৪
সুদর্শনস্য হৃদয়ং সা শক্তিঃ প্রবিবেশ হ।
স বিহ্বলো রথোপস্থে হ্যধোবক্ত্র উপাবিশৎ ॥ ১০৫
তস্মিন্ মোহসমাপন্নে নৃপতৌ চ সুদর্শনে।
তস্যাগ্রতস্তথা পার্শ্বে যে স্থিতাস্তত্র সৈনিকাঃ।
তান্ সর্ব্বানন্তকগ্রাহ্যা ক্ষণমাত্রাদ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১০৬
রথান্ দশসহস্রাণি তাবন্তোব চ দন্তিনাম্।
শতবিংশসহস্রাণি বাজিনাঞ্চ তরস্বিনাম্।
লক্ষত্রয়ঞ্চ পত্তীনাং ক্ষণমাত্রাদপোথয়ৎ ॥ ১০৭

বিশিষ্ট রথের রবে দশদিক্ নিনাদিত করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে করিতে সুদর্শনের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৯৬-৯৮

শত্রু-জয়কারী বিজয় রাজা সুদর্শনের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিন বাণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করত 'স্থির হও ভঙ্গ দিও না' এই কথা বলিলেন। ৯৯

সুদর্শনও হস্তীর ন্যায় শব্দ করিতে লাগিলে বিজয় রাজা দশবাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধনুশ্ছেদন করিলেন। ১০০

সুদর্শন রাজা তিনবাণে বিজয় নৃপতির ধনু ছেদন ও তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহসদৃশ ভয়ানক নিনাদ করিলেন। ১০১

বিজয় অপর ধনুক গ্রহণ করত কঙ্কপত্রশোভিত তিন শর দ্বারা সুদর্শনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন এবং তদনন্তর বিজয় রাজা সুদর্শনের উদ্দেশে জাজ্জল্যমান কোপবশে সকল বস্তুকে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত অনুপম স্বর্ণ দণ্ড শোভিত সুতীক্ষ্ণ তৈলধৌত এবং সুনির্ম্মল নাগকন্যা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ১০২-১০৪

হে দ্বিজগণ! সুদর্শন, তাহার আঘাতে ব্যাকুল হইয়া রথসমীপে উপবেশন করিলেন। ১০৫

এবং বিজয় সুদর্শন মূর্চ্ছিত হইলে তাঁহার সম্মুখ এবং পার্শ্ববর্ত্তী সৈন্যসমূহকে কিঞ্চিৎ কালের মধ্যেই যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ১০৬

স তু লব্ধ্বা ততঃ সংজ্ঞাং ধনুরাদায় বৈ দৃঢ়ম্ ।
শরবর্ষেণ বিজয়ং ববর্ষ স সুদর্শনঃ ॥ ১০৮
নিবার্য্য শরবর্ষেণ বিজয়স্তু সুদর্শনঃ ।
ভল্লেন কার্ম্মুকং সজ্যং তস্য চিচ্ছেদ তৎক্ষণাৎ ॥ ১০৯
সারথেস্তু শিরঃ কায়াদ্ভল্লেনাপাহরত্ততঃ ।
হয়াংশ্চ চতুরশ্চাস্য প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ১১০
অথৈনং বিরথং ভূপং দশভিঃ কঙ্কপত্রিভিঃ ।
বিব্যাধ হৃদয়ে ভূয়ো ননাদ চ সুদর্শনঃ ॥ ১১১
স ছিন্নধন্বা বিরথো গদামাদায় বেগবান্ ।
বিজয়ো বিজয়াকাঙ্ক্ষী সুদর্শনমধাবত ॥ ১১২
আপতন্তং মহাবীরং বাণবর্ষৈঃ সুদর্শনঃ ।
ববর্ষ বর্ষাসু যথা বারিদঃ পৃথিবীধরম্ ॥ ১১৩
বিজয়ঃ শরবৃষ্টিং তাং প্রোচ্ছাদ্য রণরেণ বৈ ।
গদয়া তং রথারূঢ়মাসসাদ তু তৎক্ষণাৎ ॥ ১১৪
আসাদ্য তং মহাবীর্য্যং বিজয়োঽথ সুদর্শনম্ ।
শীর্ষে প্রহৃত্য গদয়া পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১১৫
গিরেঃ শৃঙ্গং যথা তুঙ্গং বজ্রাশনিবিদারিতম্ ।
তথা সুদর্শনো রাজা দারিতো গদয়াপতৎ ॥ ১১৬
তস্মিন্নিপতিতে বীরে সেনাভিস্তস্য সৈনিকাঃ ।
ভয়াৎ সম্প্রাদ্রবংস্তস্মাদ্দিশশ্চ প্রদিশস্তথা ॥ ১১৭

দশ সহস্র হস্তী, পঞ্চবিংশতি সহস্র বেগবান্ অশ্ব, দুই লক্ষ পদাতি তৎক্ষণাৎ নিহত করিলেন । ১০৭

তদনন্তর সুদর্শন সংজ্ঞা লাভ করিয়া দৃঢ়তর ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক বিজয়ের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ১০৮

সুদর্শন, বিজয়ের প্রতি শর বর্ষণ করত ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুশ্ছেদন করিলেন । ১০৯

ভল্ল দ্বারা সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং অশ্বচতুষ্টয়ও নষ্ট করিলেন । অনন্তর সুদর্শন রাজা, রথশূন্য বিজয় নরপতিকে কঙ্কপত্রবিশিষ্ট দশ বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাদ করিলেন । ১১০-১১১

বিজয়, বিজয় আকাঙ্ক্ষায় রথ এবং ধনুঃ শূন্য হইয়া মহাবেগে গদা গ্রহণপূর্ব্বক সুদর্শনের প্রতি ধাবমান হইলেন । ১১২

বর্ষাকালীন বারিধর যে প্রকার ভূধরের উপর বারিবর্ষণ করেন, সেইপ্রকার সুদর্শনও বেগে আপতিত বিজয় রাজার প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ১১৩

বিজয় রাজা গদা আঘাতদ্বারা সুদর্শনের শরবৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করিয়া রথারূঢ় সুদর্শনের সমীপে উপস্থিত হইলেন । ১১৪

অনন্তর বিজয় মহাবল সুদর্শনের সমীপে উপস্থিত হইয়া গদাদ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন । ১১৫

বজ্রপাণির বজ্রাঘাতে যে প্রকার গিরিশিখর চূর্ণ হয়, সেই প্রকার সুদর্শনও গদাঘাতে আহত হইয়া নিপতিত হইলেন । ১১৬

নষ্টেষু তস্য সৈন্যেষু বিজয়ঃ খাণ্ডবীং পুরীম্।
প্রবিশ্য দদৃশে তত্র রাশীভূতান্ গিরীনিব ॥ ১১৮
সুবর্ণানাঞ্চ রত্নানাং সঞ্চয়ান্ বহুশঃ পুনঃ।
দৃষ্ট্বা সরাংসি তত্রৈব প্রফুল্লকমলানি চ ॥ ১১৯
হংসকারণ্ডবানাদৈর্নাদিতানি সমন্ততঃ।
রাশীন্ সুবর্ণরত্নানাং পর্ব্বতানিব বিস্তৃতান্ ॥ ১২০
পুষ্পিতান্ দেববৃক্ষাংশ্চ ভ্রমদ্ভ্রমরভূষিতান্।
প্রাসাদান্ বিপুলান্ শুভ্রান্ কৈলাসসদৃশান্ গজান্ ॥ ১২১
প্রস্ফুটাংশ্চ সুগন্ধ্যাদ্যান্ প্রতিগেহে ব্যবস্থিতান্ ॥ ১২২
উৎফুল্লনয়নো রাজা বিজয়ঃ পরবীরহা।
মেনেঽমরাবতীং তাত্ত্ব পুরীং ক্ষিতিগতামিব ॥ ১২৩
তং বীক্ষ্যতং নরপতিং নগরীং তাং সুরেশ্বরঃ।
সমেত্য বিজয়ং প্রাহ সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ১২৪

ইন্দ্র উবাচ—

রাজন্মহাবনমিদমাসীদ্দেবগণাবৃতম্।
ন চ গন্ধর্ব্বযক্ষাণাং মুনীনাঞ্চ মনোহরম্ ॥ ১২৫
সর্ব্বানুৎসার্য্য দেবাদীন্ মম চাপ্যপ্রিয়ে রতঃ।
ভঙ্ক্ত্বা বনমিদং গুহ্যমুৎসাদ্য চ তপোধনম্।
খাণ্ডবীং নগরীঞ্চক্রে হঠাদ্রাজা সুদর্শনঃ ॥ ১২৬

সুদর্শন, সমরে প্রাণত্যাগ করিলে সেনাপতিগণ সেনার সহিত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ১১৭

বিজয় রাজা, সেনার সহিত সুদর্শন নিহত হইলে খাণ্ডবী পুরে প্রবিষ্ট হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় রাশি রাশি পরিমাণে অনেক সুবর্ণ এবং রত্নসমূহ দর্শন করিলেন। সেই নগরে প্রফুল্ল কমলাদি কুসুমসমূহে বিরাজিত। ১১৮-১১৯

হংস কারণ্ডব প্রভৃতি নানাপ্রকার জলচর জন্তুসমূহে সকল দিকে পরিপূর্ণ সরোবরসমূহও দর্শন করিলেন। ১২০

বিজয় রাজা পর্ব্বতের ন্যায় রাশি রাশি স্বর্ণ এবং রত্নসমূহ, প্রফুল্ল পুষ্পসমূহে বিভূষিত ভ্রমরগণের গুন্ গুন্ শব্দে গুঞ্জরিত। মন্দরাদি দেব বৃক্ষ, সুধা-ধবল কৈলাস-সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ গৃহ, উচ্চ হস্তী এবং প্রতি গৃহস্থিত সুগন্ধ পুষ্পশোভিত উদ্যান প্রভৃতি দ্বারা অমরাবতী-সদৃশ শত্রুনগরী দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল-নয়ন হইয়াছিলেন। ১২১-২২

তিনি আশ্চর্য্য নগরশোভা দর্শন করিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, অমরাবতী এই পুরীরূপে স্বর্গ হইতে আগমন করত পৃথিবীতে নিবাস করিতেছেন। ১২৩

দেবরাজ ইন্দ্র আগমন করত নগরশোভা দর্শনে বিস্মিত বিজয়রাজকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১২৪

হে রাজন্! সুদর্শন নৃপতি, দেব নর গন্ধর্ব্ব যক্ষ এবং মুনিগণের মনোহর নিবাসস্থান উৎসারিত করিয়া নিরন্তর আমার অপ্রিয় আচরণ করিত এবং অতি সুগোপ্য তপোবনকে ভগ্ন করিয়া খাণ্ডবী নামে নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে। ১২৫-১২৬

তদিদং পুনরেব ত্বং বনং কুরু নরোত্তম ।
তত্রাহং বিহরিষ্যামি তক্ষকেণ সমং মুহুঃ ॥ ১২৭
মুনীনাঞ্চ তপঃস্থানমতুলং তে প্রসাদতঃ ।
ভবিষ্যতি চ যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ পার্থিব ॥ ১২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য শক্রস্য বিজয়স্তদা ।
বনমেবাকরোত্তাত খাণ্ডবীং শক্রগৌরবাৎ ॥ ১২৯
গচ্ছন্তু ভো যথাস্থানং প্রজাঃ সর্বা যথেচ্ছয়া ।
যেষাং বাঞ্ছাস্তি লোকানাং মদ্রাজ্যগমনে পুনঃ ॥ ১৩০
বারাণসীং তে গচ্ছন্তু মদ্বৈব প্রতিপালিতাম্ ॥ ১৩১
ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা জনাঃ কেচিন্নিজাস্পদম্ ।
জগ্মুর্বারাণসীং কেচিদ্বিজয়েনাভিপালিতাম্ ॥ ১৩২
ততো ধনানাং তান্ রাশীন্ রত্নানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।
স্বর্ণানাং রজতানাঞ্চ কুপ্যানাং বিজয়স্তথা ॥ ১৩৩
বিবিধৈর্বাহয়ামাস পুরীং বারাণসীং প্রতি ।
গন্ধর্বাণাঞ্চ দেবানাং যদানীতং হঠাৎ পুরা ॥ ১৩৪
রত্নাদ্যর্থাদিকং বস্তু বিজয়স্তৎ প্রদাদ্য চ ।
তৈস্তৈর্নীতঞ্চ খাণ্ডবাৎ স্বস্থানং প্রতিহর্ষিতৈঃ ॥ ১৩৫
ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণাং ষড়্‌যোজনসমায়তাম্ ।
তাং পুরীং বিজয়শ্চক্রে নচিরাদেব বৈ বনম্ ॥ ১৩৬

হে নরাধিপ ! অতএব তুমি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বন নির্ম্মাণ কর। ঐ বনে নির্জ্জনে তক্ষকের সহিত বিহার করিব। ১২৭

হে পৃথিবীপতে ! তোমার অনুগ্রহে মুনিগণেরও রমণীয় তপস্যা স্থান হইবে এবং কিন্নর গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিরও ক্রীড়াস্থান হইবে। ১২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বিজয়রাজ এই প্রকার ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার গৌরববর্দ্ধনের নিমিত্ত খাণ্ডবী নগরীকে বনরূপে পরিণত করিলেন। ১২৯

নগরবাসী প্রজাগণকে বলিলেন,—প্রজাগণ ! তোমরা ইচ্ছানুরূপ ইচ্ছামত স্থানে প্রস্থান কর তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার ভুজবলে পরিপালিত বারাণসী নগরে গমন কর। ১৩০-১৩১

তদনন্তর প্রজাগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করত তাঁহার বাহুবলে পরিপালিত বারাণসী নগরে গমন করিল। ১৩২

বিজয় নৃপতিও সেই সকল ধনরত্নরাশি স্বর্ণ রূপ্য এবং অন্নসমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে নৌকাদ্বারা নিজ নগরী বারাণসীতে উপস্থাপিত করিলেন। ১৩৩

সুদর্শন, বাহুবলে দেব এবং গন্ধর্ব্বাদির যে সকল রত্নাদি দ্রব্যসমূহ আহরণ করিয়াছিল, বিজয় তাহাদিগকে সেই সকল দ্রব্যের প্রত্যর্পণে প্রসন্ন করিলেন। ১৩৪

তাঁহারাও আনন্দিত-চিত্তে নিজ নিজ দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক খাণ্ডবী হইতে স্বস্থানে গমন করিলেন। ১৩৫

তস্মিংশ্চক্রস্ত সম্মত্যা তক্ষকঃ সহিতো গণৈঃ।
উবাস সুচিরং তত্র ততোঽভূন্নির্জ্জনং বনম্ ॥ ১৩৭
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ ক্রীড়ন্তেঽপ্সরসাং গণাঃ।
আশংসন্তশ্চ বিজয়ং রমেয়ু বিজয়াবহম্ ॥ ১৩৮
প্রাপ্তেঽষ্টাবিংশতিতমে যুগে দ্বাপরশেষতঃ।
বহ্নির্ব্রাহ্মণরূপেণ ভিক্ষাং জিষ্ণুমযাচত ॥ ১৩৯
দাতুমঙ্গীকৃতে ভিক্ষাং তদা পাণ্ডুসুতেন বৈ।
বহ্নিঃ স্বরূপমাস্থায় জিষ্ণুং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪০
অহমগ্নিঃ পাণ্ডুপুত্র যজ্ঞভাগাতিভোজনাৎ।
ব্যাধিতোঽহং ততো ব্যাধিং মম ত্বং নাশয়াধুনা ॥ ১৪১
খাণ্ডবং নাম বিপিনং সপক্ষিমৃগরাক্ষসম্।
যদি ত্বং মাং ভোজয়িতুং শক্নোষি শ্বেতবাহন।
তদা মম হুসৌ ব্যাধিরপযাস্যতি নোচিরাৎ ॥ ১৪২
পুরা তু বিজয়ো রাজা খাণ্ডবীং নাম তাং পুরীম্।
ভঙ্‌ক্ত্বা বনং যতশ্চক্রে তেন তৎ খাণ্ডবং বনম্ ॥ ১৪৩
মদর্থং দেববিহিতং বনন্তু শ্বেতবাহন।
বিরোধাত্তত্র শক্রস্য ন স্বয়ং ভোক্তুমুৎসহে ॥ ১৪৪
তস্মাৎ ত্রাহি মহাভাগ বনে তস্মিন্নিয়োজয়।
যথাহং সকলং ভোক্তুং শক্নোমি তৎপ্রসাদতঃ ॥ ১৪৫

শত যোজন পরিমাণ দীর্ঘ এবং ত্রিংশৎ যোজন পরিমাণে বিস্তৃত সেই নগর পূর্ব্ববৎ বনরূপে পরিণত হইল। ১৩৬

ইন্দ্রের অনুমতি অনুসারে তক্ষক নিজগণের সহিত সেই বনে বহুকাল নিবাস করিল এবং বন জনশূন্য হইল। ১৩৭

সেই বনে দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরোগণ বিজয় রাজার জয় প্রার্থনা করিয়া সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১৩৮

অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে বহ্নিদেব ভিক্ষুকরূপে অর্জ্জুনের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ১৩৯

অর্জ্জুন অঙ্গীকৃত পরিপালনের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর অগ্নিদেব নিজরূপ ধারণ করত অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন। ১৪০

পার্থ। আমি স্বয়ং অগ্নি, যজ্ঞে অতিশয় ভোজন করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার ব্যাধি নিবারণ কর। ১৪১

হে অর্জ্জুন। পক্ষী, রাক্ষস এবং মৃগ প্রভৃতি নানাপ্রকার জন্তুপূর্ণ খাণ্ডব-নামে নগর আছে, সেই বন যদি আমাকে ভোজন করাইতে পার, তাহা হইলে অচিরাৎ আমি অনন্ত ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করি। ১৪২

পূর্ব্বে বিজয় রাজা খাণ্ডবী নামক নগর ভগ্ন করিয়া বন নির্ম্মাণ করায় উক্ত বন খাণ্ডবনামে প্রসিদ্ধ। ১৪৩

কিন্তু দেবেন্দ্র সেই বনের রক্ষক। অতএব আমি স্বয়ং অন্য সাহায্য ব্যতি-রেকে তাঁহার সহিত বিরোধ করিতে সমর্থ হইব না। ১৪৪

হে মহাত্মন্। অতএব তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সাহায্য করিলে আমি নিঃশঙ্কচিত্তে সেই বন ভোজন করিয়া ব্যাধি-মুক্ত হই ১৪৫

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সব্যসাচী মহাবলঃ।
দাহয়ামাস বিপিনং তৎসর্ব্বং প্রাণিসংযুতম্॥ ১৪৬
দেবকীতনয়েনাসৌ বাসুদেবেন পালিতঃ।
খাণ্ডবং দাহয়ামাস জ্বলনস্য হিতে রতঃ॥ ১৪৭
সুপ্রীতঃ প্রদদৌ তস্মাদর্জ্জুনায় মহাত্মনে।
বহ্নির্দ্ধনুশ্চ গাণ্ডীবং বারুণং দেবনির্ম্মিতম্॥ ১৪৮
অক্ষয়ৌ চেষুধী দিব্যৌ রূপাভ্যাং চতুরো হয়ান্।
হনুমতাধিষ্ঠিতঞ্চ মহান্তং বানরধ্বজম্।
খড়্গঞ্চ ত্রিশিখং তীক্ষ্ণং দহনঃ সব্যসাচিনে॥ ১৪৯
নীরোগশ্চাভবদ্বহ্নিস্তথা জিষ্ণুপ্রসাদতঃ।
তৈর্বাণৈস্তেন ধনুষা তেন খড়্গেন কেতুনা।
তথা স্যন্দনেনাপি বিজিগ্যে ফাল্গুনো রিপূন্॥ ১৫০
এবং ভৈরববংশেষু সঞ্জাতো বিজয়ো নৃপঃ।
খাণ্ডবং নাম বিপিনং চকার সুমহাকৃতী॥ ১৫১
বিজয়স্য সুতা জাতাস্ত্রয়োদশ মহাবলাঃ।
দ্যুতিমান্ সৌম্যদর্শী চ ভূরিঃ প্রদ্যুম্ন এব চ॥ ১৫২
ক্রতুস্তুণ্ডো বিরূপাক্ষো বিক্রান্তোঽথ ধনঞ্জয়ঃ।
প্রহর্ষঃ প্রবলঃ কেতুস্তথোপরিচরোঽপরঃ॥ ১৫৩
এষাং রাজাভবদ্বীরঃ শেষোপরিচরস্তু যঃ।
বারাণস্যাং নগর্য্যাং যো যজ্ঞলক্ষং পুরাকরোৎ॥ ১৫৪
লক্ষযজ্ঞকরঃ কোঽপি নাসীন্নাপি ভবিষ্যতি
রাজা ক্ষিতৌ মহাভাগো যথোপরিচরস্তথা॥ ১৫৫

বহ্নিদেবের এই বাক্য শ্রবণ করত মহাবল অর্জ্জুন সকল প্রকার প্রাণিযুক্ত সেই বনকে দগ্ধ করিলেন। ১৪৬

অর্জ্জুন অগ্নিদেবের হিতকামনায় দেবকীতনয় বাসুদেবের সাহায্যে খাণ্ডববন দাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৪৭

বহ্নিদেব অর্জ্জুনের বলে খাণ্ডব ভোজন করিয়া আনন্দিত চিত্তে বরস্বরূপ বরুণদেব নির্ম্মিত গাণ্ডীবধনুঃ প্রদান করিলেন। ১৪৮

অগ্নিদেব, অক্ষয়তূণীর রৌপ্যাভ অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত হনূমদধিষ্ঠিত রথ এবং সুতীক্ষ্ণ খড়্গ অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। ৪৯

তিনি তাঁহার অনুগ্রহে রোগশূন্য হইলেন। অর্জ্জুন অক্ষয়বাণপূর্ণ তূণ, গাণ্ডীবধনু, খড়্গ এবং বানরধ্বজ ঘোটক-চতুষ্টয়যুক্ত রথ দ্বারা অমরদুর্জ্জয় অজেয় রিপুকুল জয় করিয়াছিলেন। ১৫০

এই প্রকারে ভৈরবীয় বংশে মহাকৃতী বিজয় জন্মগ্রহণ করত খাণ্ডববন নির্ম্মাণ করেন। ১৫১

রাজন্! বিজয়ের ত্রয়োদশ জন মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র হয়; তাঁহাদিগের নাম—দ্যুতিমান, সৌম্যদর্শী, ভূরি, প্রদ্যুম্ন, ক্রতু, তুণ্ড, বিরূপাক্ষ, বিক্রান্ত, ধনঞ্জয়, প্রহর্ষ, প্রবল, কেতু এবং উপরিচর। ১৫২-১৫৩

কনিষ্ঠ উপরিচরই ইঁহাদিগের মধ্যে রাজা হন। ইনি বারাণসী নগরীতে একলক্ষ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১৫৪

এষাং সুতপ্রসূতৈশ্চ ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ।
চিরেণ তান্ যঃ সংখ্যাতুং শক্নোতি ভুবি মানুষঃ॥ ১৫৬
ক্রমাদ্ভৈরববংশেন ব্যাপ্তং লোকত্রয়ং ত্বিদম্॥ ১৫৭
এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ সন্তানং ভৈরবস্য তু।
যেষাং শ্রুত্বা কথামাত্রং নাপুত্রো জায়তে নরঃ॥ ১৫৮
ইদং যঃ কীর্ত্তয়েৎ পুণ্যং চরিতং বিজয়স্য তু।
সততং বিজয়স্তস্য জায়তে ন পরাভবঃ॥ ১৫৯
একাগ্রমনসা যস্তু শৃণুয়াদিদমুত্তমম্।
তস্য বংশস্য বিচ্ছেদো ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি॥ ১৬০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৯

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

বেতালস্য চ সন্তানং শৃণুত মুনিসত্তমাঃ।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যস্তৎক্ষণাদেব হীয়তে॥ ১
দক্ষস্য তনয়া চাস্তি সুরভির্নামনামতঃ।
গবাং মাতা মহাভাগা সর্ব্বলোকোপকারিণী॥ ২
তস্যাস্তু তনয়া জজ্ঞে কশ্যপাত্তু প্রজাপতে
নাম্না সা রোহিণী শুভ্রা সর্ব্বকামদুঘা নৃণাম্॥ ৩

পৃথিবীতে এই মহাভাগ উপরিচর রাজা ভিন্ন আর কেহই একলক্ষ যজ্ঞ করেন নাই, করিবেনও না। ১৫৫

ইঁহাদিগের পুত্র-পৌত্রে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে। মাদৃশ কোন ব্যক্তিই বহুকালেও তাঁহাদিগের সংখ্যা করিতে পারে না। ১৫৬-১৫৭

হে ব্রাহ্মণগণ! এই আমি ভৈরবের বংশবিবরণ কীর্ত্তন করিলাম, এই বংশচরিত্র শ্রবণ করিলে মনুষ্য অপুত্র হয় না। ১৫৮

যে ব্যক্তি এই পবিত্র বিজয়চরিত শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বদা জয় হয়, পরাভব হয় না। ১৫৯

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই উত্তম বিবরণ শ্রবণ করিবে, কদাচ তাহার বংশ-বিচ্ছেদ হইবে না। ১৬০

ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৯

নবতিতম অধ্যায়

সমাপ্তি

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে মুনিশ্বরগণ! বেতালের বংশবিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। ১

সর্ব্বলোকোপকারিণী গো-সমূহ-জননী মহাভাগ সুরভি নামে যে দক্ষ-কন্যা

তস্যাং জজ্ঞে শুনঃশেফাত্মুনেরতিতপোধনাৎ।
কামধেনুরিতি খ্যাতা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৪
সা সিতাভ্রপ্রতীকাশা চতুর্ব্বেদচতুষ্পদা।
স্তনৈশ্চতুর্ভির্ধর্ম্মার্থকামপ্রসবকারিণী ॥ ৫
সা সুবর্ণশরীরা তু কালেন মহতা সতী।
নির্ম্মলং যৌবনং প্রাপ কামধেনুর্মনোহরম্ ॥ ৬
তাং চরন্তীং মেরুপৃষ্ঠে চারুরূপাং সুলক্ষণাম্।
দদর্শ স তু বেতালঃ কামুকশ্চাভ্যপদ্যত ॥ ৭
তং কামুকঞ্চ বেতালং বিদিত্বা কামধেনুকা।
পশুধর্ম্মাৎ স্বয়ং ভেজে তং পুত্রং শশভৃদ্ভৃতঃ ॥ ৮
সোঽবাপ তস্যাং পরমমানন্দং শঙ্করাত্মজঃ।
সা চাপি পরমাং তস্মিন্ মুদমাপাতিহর্ষিতা ॥ ৯
তয়োঃ প্রবৃত্তে সুরতে তস্যাং গর্ভোঽভবত্তদা।
কালে প্রাপ্তে তু সুষুবে কামধেনুর্মহাবৃষম্ ॥ ১০
সোঽচিরেণৈব কালেন সুমহান্ বৃষভোঽভবৎ।
মহাককুদসংযুক্তশ্চারুশৃঙ্গসমন্বিতঃ ॥ ১১
উৎক্ষিপ্য বিচলৎকর্ণযুগলো দীর্ঘবালধিঃ।
ককুদেন চ শৃঙ্গাভ্যাং কর্ণাভ্যাং সন্সিতাভ্রবৎ ॥ ১২
বিচলন্ স্বপুশে দেবৈঃ শুভ্রৈরিব সিতাচলঃ।
বেতালস্তুকরোত্তস্য নাম শৃঙ্গ ইতি বিভুঃ ॥ ১৩

আছেন, প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে তাঁহার গর্ভে এক কন্যা উৎপন্ন হন, তাঁহার নাম রোহিণী, তিনি শুক্লবর্ণা এবং মনুষ্যদিগের নিখিল কাম-প্রসবিনী। ২-৩

অতি তপস্বী মুনিবর শুনঃশেফের ঔরসে রোহিণীর গর্ভে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না কামধেনু নাম্নী গাভী উৎপন্ন হন। ৪

কামধেনুর বর্ণ শুক্লবর্ণ-মেঘ-সদৃশ, পদচতুষ্টয় চতুর্ব্বেদ-সম্মিত, চারিটি স্তন ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদানে তৎপর। ৫

সহজ-সুন্দরী কামধেনুর কিছুকাল পরে নির্ম্মল-মনোহর যৌবন-সঞ্চার হইল। ৬

একদা বেতাল, সেই চারুরূপা সুলক্ষণা কামধেনুকে সুমেরু পর্ব্বতের উপরে বিচরণ করিতে দেখিয়া কামাতুর হইলেন। ৭

কামধেনু, সেই চন্দ্রশেখরপুত্র বেতালকে কামুক জানিয়া পশুধর্ম্মক্রমে আপনিই তাঁহাকে ভজনা করিলেন। ৮

শিবপুত্র বেতাল, কামধেনুকে পাইয়া পরম আনন্দযুক্ত—কামধেনুও তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ৯

তাঁহাদিগের উভয়ের সুরত ক্রীড়া হইলে কামধেনুর গর্ভ হইল। পরে যথা কালে কামধেনু এক মহাবৃষ প্রসব করিলেন। ১০

সেই বৃষ, অচিরকাল মধ্যেই প্রকাণ্ডকায় হইয়া উঠিল। তাঁহার বৃহৎ ককুদ, মনোহর শৃঙ্গদ্বয়, উন্নত চপল কর্ণযুগল এবং সুদীর্ঘ পুচ্ছ হইল। ১১-১২

তদীয়, ককুদ, কর্ণদ্বয় এবং শৃঙ্গদ্বয় শুক্লবর্ণ; দেবগণ, তাহাকে শুভ্র শোভিত

স তু শৃঙ্গো জ্ঞানশালী সমারাধয়দীশ্বরম্ ।
সোঽপি তুষ্টো বরং তস্মৈ দদাবিষ্টং হরঃ[১] প্রভুঃ ॥ ১৪
তমেব বাহনত্বেন কৃত্বা দেবতনুং বৃষম্ ।
সুচিরায়ুশ্চ বলবান্ পৃথিবীধারণে ক্ষমঃ ।
শৃঙ্গো নাম মহাতেজাঃ কেতুঃ সোঽপ্যভবৎ প্রভোঃ ॥ ১৫
শৃঙ্গো ভূত্বা যতো যস্মাচ্ছঙ্করস্য মহাত্মনঃ ।
অতঃ শৃঙ্গ ইতি খ্যাতিমথ প্রাহ মহেশ্বরঃ ॥ ১৬
স তু শৃঙ্গো মহাদেবে ধ্যানাসক্তে কচিৎ কচিৎ ।
বরুণস্য গৃহং গত্বা সুরভেস্তনয়াস্তু যাঃ ॥ ১৭
রূপযৌবনসম্পন্না ভেজেঽলং সুরতেন তাঃ ।
বরুণস্য গৃহে গাবঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ ॥ ১৮
তিষ্ঠন্তি সততং বিপ্রাস্তাসু তাসু সুতাঃ পুনঃ ।
বহ্ব্যস্তু চ সমুৎপন্নাস্তেষাং সুতিপ্রসূতিভিঃ ॥ ১৯
সর্ব্বং জগদিদং ব্যাপ্তং তেভ্যো যজ্ঞং প্রবর্ত্ততে ।
আজ্যেন দেবাস্তুষ্যন্তি যজ্ঞা আজ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ২০
যজ্ঞাধীনমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২১
তদাজ্যন্তু গবাধীনং ততঃ সর্ব্বং গবি স্থিতম্ ।
তদিদং সকলং বিশ্বং গবাধীনং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২২
বেতালস্ত চ তা গাবো বংশ্যাঃ সর্ব্বপ্রিয়াঃ সদা ।
য ইদং শুশ্রূয়ান্নিত্যং বেতালস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৩

স্বরূপ কৈলাস পর্ব্বত বলিয়া বোধ করিতেন। হে দ্বিজগণ! বেতাল—তাহার নাম রাখিলেন "শৃঙ্গ"। ১৩

সেই জ্ঞানী শৃঙ্গ, মহাদেবের আরাধনা করে; তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। ১৪

মহেশ্বর, সেই বৃষকে দেব-শরীর করিয়া তাহাকেই নিজ বাহন করেন। সেই পৃথিবী-ধারণ-সমর্থ বলবান্ দীর্ঘজীবী বৃষ মহাদেবের রথ-কেতুও হইল। ১৫

মহাবৃষ শৃঙ্গ, শঙ্করের বাহন, এইজন্য তাঁহার শৃঙ্গী বলিয়া আর একটি নাম প্রসিদ্ধ হইল। ১৬

মহাদেব ধ্যানমগ্ন হইলে, কখন কখন সেই শৃঙ্গ-বৃষ বরুণালয়ে অবস্থিত রূপ-যৌবন-সম্পন্ন সুরভি-তনয়া গাভীগণের সহিত সুরত ক্রীড়া করিতে যায়। ১৭-১৮

হে বিপ্রগণ! বরুণের গৃহে সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন অনেক গাভী আছে; তাহাদিগের গর্ভে শৃঙ্গ-বৃষের অনেক পুত্র উৎপন্ন হইল। ১৯

তাহাদিগের সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমস্ত জগৎ পূর্ণ। সেই গো হইতেই যজ্ঞ-প্রবৃত্তি। দেবগণ ঘৃতদ্বারা সন্তুষ্ট, ঘৃতের উপরই যজ্ঞের নির্ভর; আর সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎই যজ্ঞের অধীন। ২০-২১

যজ্ঞ যাহার অধীন, সেই ঘৃত—গাভীগণের অধীন; সুতরাং গাভীই সকলের মূলাধার। হে দ্বিজোত্তমগণ! অতএব সমস্ত জগৎ গোরুর অধীন। ২২

১। মহেশ্বরঃ।

বংশানাং জন্ম বিপ্রেন্দ্রাঃ স সুখী বলবান্ ভবেৎ।
ন গাবো নাপি বিত্তবাস্তস্য নশ্যন্তি বৈ কচিৎ ॥ ২৪
ন চ ভূতপিশাচাদ্যাস্তং পশ্যন্তি কদাচন।
বেতালঃ সততং তস্য রক্ষামাচরতি স্বয়ম্ ॥ ২৫
ইতি বঃ কথিতং বিপ্রা যথা বেতালভৈরবৌ।
জনয়ামাসতুঃ পুত্রাদ্ বিচ্ছিন্নাঃ সংশয়াশ্চ বঃ ॥ ২৬
যথা চ কালিকা দেবী মোহয়ামাস শঙ্করম্।
যথোৎপন্না শরীরার্দ্ধং কৃতং শম্ভোর্যথা তথা ॥ ২৭
কালিকায়ৈ নমস্তুভ্যমিতি যো ভাষতে স্বয়ম্।
তস্য হস্তে স্থিতা মুক্তিস্ত্রিবর্গস্তু বশানুগঃ॥ ২৮
ইতি বঃ কথিতং পুণ্যং পুরাণং কালিকাহ্বয়ম্।
মন্ত্রযন্ত্রময়ং[১] শুদ্ধং জ্ঞানদং কামদং পরম্ ॥ ২৯
ইতি গুহ্যতমং লোকে বেদেষু চ তথা দ্বিজাঃ।
দেবগন্ধর্বসিদ্ধাদ্যৈঃ স্পৃহণীয়মিদং সদা ॥ ৩০
অধীতঞ্চ শ্রুতং মত্তো বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ইদং পুরাণমমৃতং কালিকাহ্বয়মুত্তমম্ ॥ ৩১
তেন গুপ্তমিদং সর্ব্বং কামরূপে সুরালয়ে।
তদিদানীং সমাখ্যাতং ব্যক্তীকৃত্য মহর্ষয়ঃ ॥ ৩২

সর্ব্বপ্রিয় গো-গণ বেতালের বংশ। যে ব্যক্তি, নিত্য এই মহাত্মা বেতালের সন্তান-সন্ততির জন্ম বিবরণ শ্রবণ করে, সে সুখী ও বলবান্ হয়। গোধন বা অন্য কোন সম্পত্তি কদাচ তাহার নষ্ট হয় না। ২৩-২৪

ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি তাহাকে দেখে না, বেতাল স্বয়ং সতত তাহার রক্ষাকর্ত্তা হইয়া থাকেন। ২৫

বিপ্রগণ! বেতাল ভৈরব যেরূপে পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন, কালিকা দেবী যেরূপে শিবকে মোহিত করেন, যেরূপে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং যেরূপে শিবের শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এই তোমাদের নিকট বলিলাম, তোমাদিগের সংশয়ও দূর হইল। ২৬-২৭

যে ব্যক্তি, প্রতিদিন "কালিকায়ৈ নমস্তুভ্যং" বলে, অন্তে তাহার মুক্তি করতলস্থিত,—ইহলোকেও সে সুখভাগী হয়। ২৮

মন্ত্র-যন্ত্রময় পরম বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রদ বাঞ্ছাপূরক এই কালিকাপুরাণে কথিত হইল। ২৯

দ্বিজগণ! এই পুরাণ—দেবতা গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণের সদা গ্রহণীয় এবং লোকে ও বেদে অত্যন্ত গোপিত। ৩০

মহাত্মা বসিষ্ঠ, এই অমৃতময় উৎকৃষ্ট পুরাণ আমার নিকট অধ্যয়ন ও শ্রবণ করেন। ৩১

তিনি কিন্তু সুরালয় কামরূপ পীঠে ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। হে মহর্ষিগণ! আজ আমি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। ৩২

১। এতদ্ বেদময়ং।

যুষ্মাভিরপি নো দেয়ং গোপ্যং লোকেষু সর্ব্বদা ।
শঠায় চলচিত্তায় নাস্তিকায়াজিতাত্মনে ॥ ৩৩
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় ন দাতব্যং কদাচন ।
ইদং সকৃৎ পঠেদ্‌যস্তু পুরাণং কালিকাহ্বয়ম্ ॥ ৩৪
স কামানখিলান্ প্রাপ্য শেষেঽমৃতমবাপ্নুয়াৎ ।
মন্দিরে লিখিতং যস্য পুরাণমিদমুত্তমম্ ॥ ৩৫
সদা তিষ্ঠতি নো তস্য বিঘ্নঃ সঞ্জায়তে দ্বিজাঃ ।
যোঽধীতেঽহরহস্ত্বেতদ্ গুহ্যং তন্ত্রমিদং পরম্ ॥ ৩৬
অধীতাঃ সকলা বেদাস্তেনেহ দ্বিজসত্তমাঃ ।
তস্মান্নৈবাধিকোঽন্যোঽস্তি কৃতকৃত্যো বিচক্ষণঃ ।
স সুখী বলবান্ লোকে দীর্ঘায়ুরপি জায়তে ॥ ৩৭

যো লোকমীশং সততং বিভর্ত্তি যঃ পালয়ত্যন্তকরস্তথাত্তে[১] ।
ইদং সমস্তং প্রমমপ্রমং বা যদীয়রূপপ্রপঞ্চ নমোঽস্তু তস্মৈ ॥ ৩৮
প্রধানপুরুষে যস্য প্রপঞ্চো যোগিনাং হৃদি ।
যঃ পুরাণ ধিপো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু স বঃ শিবঃ[২] ॥ ৩৯
যো হেতুরূপঃ পুরুষঃ পুরাণঃ সনাতনঃ শাশ্বত ঈশ্বরঃ পরঃ ।
পুরাণকর্ত্তেব পুরাণবেদ্যঃ প্রস্তৌমি তস্মৈমি পুরাণশেষে ॥ ৪০

তোমরাও লোকে এই পুরাণকে গোপনে রাখিবে। শঠ, চঞ্চল-চিত্ত, নাস্তিক, অজিতেন্দ্রিয়, ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিহীন ব্যক্তির নিকটে কদাচ প্রকাশ করিবে না। ৩৩

যে ব্যক্তি কালিকাপুরাণ একবারও পাঠ করে, সে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অন্তে মুক্তি লাভ করে। ৩৪

দ্বিজগণ! এই উত্তম কালিকাপুরাণ লিখিত হইয়া যাহার গৃহে থাকে, তাহার কদাচ বিঘ্ন হয় না। ৩৫

দ্বিজবরগণ! যে ব্যক্তি এই পরম গুহ্য পুরাণ প্রত্যহ পাঠ করে, তাহার নিখিল বেদ পাঠের ফল হয়। ৩৬

তাহা অপেক্ষা অধিক কৃতার্থ ও বিচক্ষণ আর কেহ থাকে না। সে ব্যক্তি সুখী, বলবান্ এবং দীর্ঘজীবী হয়। ৩৭

যিনি এই ত্রিলোককে সতত ধারণ ও পালন করিতেছেন, যিনি কল্পশেষে এই সমস্ত জগৎ সংহার করেন, ভ্রমাত্মক বা প্রমাত্মক এই ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রূপ-প্রপঞ্চমাত্র—সেই ঈশ্বরকে প্রণাম করি। ৩৮

প্রকৃতি পুরুষ যাঁহার প্রপঞ্চ, যিনি যোগিজনহৃদয়ে পুরাণাধিপতি বিষ্ণুরূপে বিরাজিত, সেই শিব তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৯

যে সনাতন পুরাণ-পুরুষ জগতের শাশ্বত প্রধান কারণ, সেই পুরাণকর্ত্তা পুরাণবেদ্য পরমেশ্বরকে পুরাণশেষে স্তব ও প্রণাম করিতেছি। ৪০

১। যো লোক ঈশঃ সততং বিভর্ত্তি।
যঃ পালয়ত্যন্তকরস্তথাত্তে। ......যদীয়রূপং...... ।
২। হিতঃ।

ইতি সকলজগদ্বিভক্তি বাসাং
মধুরিপুমোহকরী[১] রমাস্বরূপা ।
রময়তি চ হরং শিবাস্বরূপা
বিতরতু বো বিভবং ভবানি মায়া ॥ ৪১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ । ৯০

যে ত্রিলোক-পালিনী দেবী লক্ষ্মীরূপে নারায়ণকে মোহিত করিয়া আছেন এবং শিবারূপে শিবের সন্তোষ সাধন করিতেছেন, সেই মায়া তোমাদিগকে বিভব বিতরণ করুন । ৪১

নিজভক্তজনেষ্বনুগ্রহাৎ কৃত যাদৃচ্ছিক-বিগ্রহ-গ্রহৌ ।
ভববন্ধন হানয়েঽভবৌ ভব-মাতা-পিতরৌ ভজে ভবৌ ॥

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০

১। শিবাস্বরূপা ।

সম্পূর্ণমেতৎ কালিকাপুরাণম্